অষ্টম সংখ্যা
২২শ বর্ষ, – মাঘ ১৩৯০

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

মুখ্য-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর :—

শ্রীসুনীল কৃষ্ণ সিংহ

কিঙ্কর মাধবানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি কার্য্যালয়:—৩৮ সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়), কলিকাতা-৬ (ফোন : ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য : সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্যশাস্ত্র পত্রিকাখানি মাসিক পত্র। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ভারতে ও পাকিস্তানে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেবে। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক,—'আর্যশাস্ত্র', ৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে ধর্মাদি নিত্যক্রিয়াবিধি, জ্যোতিষ-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ গ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, শ্রীমদ্দেবীভাগবত ও অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগাদি—সম্পাদক,—'আর্যশাস্ত্র', মহামিলন মঠ, ৭/২ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১২৮। মনি-অর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা ঠিকই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন বোধ না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহককে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দাবি গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

। শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণ ।

সূচীপত্র

ব্রহ্মখণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ব্রহ্মস্তুতি এবং সৌতি-শৌনক সংবাদ কথন।	১
২	পরব্রহ্ম নিরূপণ।	৭
৩	সৃষ্টিনিরূপণ— শ্রীকৃষ্ণের হইতে নারায়ণাদির আবির্ভাব এবং তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।	
৪	সৃষ্টিনিরূপণে— সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণের আবির্ভাব, রাসমণ্ডলে উৎপত্তি এবং মহাবিরাটের জন্মকথন।	১৬
৫	সৃষ্টিনিরূপণে — গোলকধাম, রাসমণ্ডলে রাধার উৎপত্তি, রাধা-কৃষ্ণের দেহ হইতে গোপ, গোপ, গোপীদিগের আবির্ভাব, [illegible] এবং [illegible] উৎপত্তিকথন।	১৮
৬	সৃষ্টিকথনে—শ্রীকৃষ্ণের [illegible], [illegible], দুর্গাদেবীর উৎপত্তি এবং সৃষ্টি করিতে ব্রহ্মাকে নির্দেশ।	
৭	সৃষ্টিকথনে—ব্রহ্মার পৃথিব্যাদি সৃষ্টিকথন।	
৮	সৃষ্টিকথনে—[illegible], [illegible] নারদাদির উৎপত্তি, [illegible] এবং ব্রহ্মা ও নারদের শাপ প্রতিশাপকথন।	
৯	ব্রহ্মপুত্রগণের সৃষ্টিকথনে — কশ্যপাদির উৎপত্তি কথন, [illegible], [illegible], [illegible] বিষ্ণুর নিকট হইতে [illegible] এবং [illegible] সহিত [illegible]।	৩৯
১০	[illegible] পুরাণকথন, [illegible], [illegible] ও [illegible] ও সঙ্করজাতিকথন।	৫৩
১১	বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা।	৫৮
১২	[illegible] প্রশংসা এবং উপবর্হণের [illegible] নারদের জন্মগ্রহণ।	৬২
১৩	উপবর্হণের ব্রহ্মার শাপলাভ, উহার প্রাণ বিসর্জন এবং উপবর্হণ-পত্নী মালাবতীর বিলাপকথন।	৬৩
	মালাবতীর নিকট ব্রাহ্মণ-বালক বেশে বিষ্ণুর আগমন এবং ব্রাহ্মণ মালাবতী-সংবাদে কর্মফলবর্ণন।	
১৫	মালাবতী ও কালপুরুষের সংবাদ বর্ণন।	
১৬	ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু-মালাবতীর সংবাদ প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের উৎপত্তিকথন এবং ব্যাধির চিকিৎসাকথন।	
১৭	দেবগণের নিকট বিপ্ররূপী বিষ্ণুর গমন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর প্রশংসা।	
১৮	ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক মৃত উপবর্হণের পুনরায় [illegible] দান, মালাবতীকৃত [illegible] এবং উপবর্হণের জীবন প্রাপ্তি।	
১৯	ব্রহ্মাণ্ডপাবন শ্রীকৃষ্ণকবচ, শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-বর্ণন।	৯৯
২০	[illegible] উপবর্হণের পুনরাবির্ভাব বৃত্তান্ত বর্ণন।	১০৯
২১	উপবর্হণের [illegible], [illegible] নারদের [illegible] এবং নারদের [illegible]।	১১১
২২	নারদাদি ব্রহ্মপুত্রগণের [illegible]।	১১৩
২৩	ব্রহ্মা ও নারদের সংবাদ বর্ণন।	১১৮
২৪	নারদাদির [illegible] জন্য নারদকে ব্রহ্মার উপদেশ।	
২৫	[illegible], [illegible] [illegible] এবং শিব-নারদসংবাদ।	১২৩
২৬	[illegible] নারদ কর্তৃক নারদকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদি দান, [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] বর্ণন।	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	[অধ্যায়সমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন মহাপুরাণের এই অংশের এই ১৩৯তম অধ্যায়ের ২টি শ্লোক (৮৩ এবং ৮৪—পৃষ্ঠা ১৩২) বাদ দিয়াছে। শ্লোক ২টি হইল—	
	ইত্যুক্তাদি ব্যাসদেব কৃষ্ণকে পঞ্চমাত্রকা।	
	অষ্টাক্ষর মন্ত্র বাসুদেবি সর্বাং পাপং প্রমোচয়। ৮৩	
	পূজনং হোমি মহাভাগে ব্যাসমুক্তমং কৃষ্ণকে যাস্।	
	ইত্যুক্ত্বা। অথ বাসিতাসমে মন্ত্রমুক্তমং। ৮৪]	
	মধুমাসের শুক্লাষ্টমী ও কৃষ্ণাষ্টমীর বিবরণ।	১৫৬
২৮	জন্মবিবরণ এবং শিবের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া শিবের আদেশানুসারে নারদের দ্বারকাধামে গমন।	১৬১
২৯	দ্বারকাপুরী প্রবি নারদের প্রবেশ।	১৬৪
৩০	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তব।	১৬৬

প্রকৃতিখণ্ড

	ব্রহ্মক্ষিতি-মুনি কর্তৃক।	১৭১
	পরি প্রকৃতি নামনির্বচন, ব্রহ্মাদ্যাদির উৎপত্তিক্রম এবং দেব-দেবীগণের আবির্ভাব কর্তৃক।	১৭১
৩	বিষ্ণুনির্বচ কর্তৃক।	১৭৭
৪	নারায়ণদেবের পূজাবিধান, মন্ত্র, স্তোত্র ও কবচাদি কর্তৃক।	১৭৯
৫	মহর্ষি ব্যাসকর্তৃক নারায়ণীস্তব।	১৭৯
৬	নারায়ণদেবীর উপাখ্যান—নারায়ণী, লক্ষ্মী বসুদেবীর পরস্পর অভিশাপে এবং ইহাদের ধরীরূপতা লাভ।	১৮১
৭	নারায়ণী 'বাণী' প্রকৃতি নামনির্বচন, ধ্যান ও ষোড়শোপচারে পূজাবিধান।	
৮	পৃথিবীর উপাখ্যান—পৃথিবীর উৎপত্তি, পূজা ও স্তোত্রাদি কথন।	২০০
	পৃথিবীদেবীর ধ্যানবর্ণন এবং পৃথিবীদেবীর পাদ-কথন।	২০৪
৯	বসুদেবীর উপাখ্যান।	২০৭
১১	বসুদেবীর 'বিষ্ণুপত্নী' এই নামনির্বচন, বসুদেবীর মনে মোহিত শ্রীকৃষ্ণদেব।	
	বিবরণ, কৃষ্ণা রাধাদেবীকে স্তব করিতে উপদেশ দেওয়া। বসুদেবীর শ্রীকৃষ্ণস্তব পাঠকরণ এবং বসুদেবীর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণদেবের হইতে বসুর পূজাবিধান।	
১২	বসু-বাসুদেব বিবাহবর্ণন।	
১৩	তুলসী-উপাখ্যান আরম্ভ এবং তুলসীর জন্ম কারণ বর্ণন।	২৩৩
১৪	তুলসীর চরিত্রবর্ণন এবং সংক্ষেপে রাধাস্তবকথন।	২৩৭
১৫	বৃন্দাবনে রাধাদেবীর সখী তুলসীর জন্ম, বৃন্দাবনে তাঁহার তপস্যা এবং তথা হইতে তাঁহার বৈকুণ্ঠে গমন।	২৪২
১৬	তুলসীর আগমনে শঙ্খচূড়ের আনন্দ, উভয়ের কথোপকথন, তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহ, শঙ্খচূড়ের বৃন্দাবনে আগমন, দেব-গণের পরাজয়, পরাজিত দেবগণের বৈকুণ্ঠে যাইয়া বিষ্ণুকে শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্তনিবেদন এবং তাঁহাকে তথা হইতে বিষ্ণুর নিকট হইতে শিবের বৃন্দাবনে।	২৪৯
১৭	শিবের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ তথা কৃষ্ণরূপ পুষ্পরথক প্রেরণ এবং তুলসী-শঙ্খচূড়ের সংবাদবর্ণন।	২৬১
১৮	যুদ্ধ করিতে শঙ্খচূড়ের গমন এবং শিব-শঙ্খচূড় কথোপকথন।	২৬৭
১৯	দেব ও দানবগৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধবর্ণন, শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধে ত্রাসের পরাজয় এবং ত্রাসী-শঙ্খচূড়ের যুদ্ধকথন।	২৭৩
২০	যুদ্ধ আরম্ভকালে বিষ্ণু কর্তৃক শঙ্খচূড়ের নিকট হইতে কবচগ্রহণ, শিব কর্তৃক শঙ্খচূড় এবং শঙ্খচূড়ের অস্থিসমূহ হইতে শঙ্খের উৎপত্তিকথন।	২৭৯
২১	শঙ্খচূড়ের দেহ ধারণ করিয়া শ্রীহরি কর্তৃক তুলসীকে সান্ত্বনা, তাঁহার তুলসীর অভি-শাপদান, শ্রীহরি কর্তৃক তথাস্তুবাক্যে তুলসীর নিকট তুলসীমাহাত্ম্যবিবরণ, পাষাণরূপপ্রাপ্তিবিবরণ এবং তাঁহার অবতার।	২৮২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২	তুলসীমাহাত্ম্য-স্তোত্র ও তুলসীর পূজা-বিধান।	
২৩	সাবিত্রীর উপাখ্যান আরম্ভ—অশ্বপতির [illegible] সাবিত্রীর [illegible] [illegible] বর্ণন এবং [illegible] কর্ত্তৃক [illegible]	৪৯৭
২৪	সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ, সত্যবানের মৃত্যু এবং যম কর্ত্তৃক সাবিত্রীর [illegible] [illegible]	৫০৩
২৫	কর্ম্মবিপাকবিষয়ে সাবিত্রী [illegible] এবং যম কর্ত্তৃক [illegible] উত্তরদান।	৫০৫
২৬	কর্ম্মবিপাকবিষয়ে [illegible] বর্ণন।	৫০৮
২৭	[illegible] কর্ম্ম-বিপাক কথন।	৫১১
	* [[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্লোক (৬৮ শ্লোক—পৃ ৫১২) [illegible] [illegible] শ্লোকটি এই— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৬৮]	
২৮	সাবিত্রী-যম সংবাদ।	৫১২
২৯	সাবিত্রীসমীপে যম কর্ত্তৃক নরককুণ্ড বর্ণন।	৫২৪
৩০	[illegible] [illegible] [illegible]	৫২৬
৩১	সাবিত্রী উপাখ্যানপ্রসঙ্গে পাপি-কুণ্ড নির্দ্দেশ।	৫৩১
৩২	শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন ও [illegible]	৫৩৭
৩৩	কুণ্ডসমূহের পরিমাণ ও লক্ষণবর্ণন।	৫৪৩
৩৪	শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন, সত্যবানের জীবন লাভ এবং 'সাবিত্রী' [illegible]	৫৪৬
৩৫	লক্ষ্মীর উপাখ্যানে—[illegible] [illegible] এবং [illegible] পূজাদি বিধান।	৫৪৯
৩৬	[illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]	৫৫৩
৩৭	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	৫৫৮
৩৮	[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশ প্রদান করিয়া [illegible] প্রতি।	৫৬৮
৩৯	[illegible] [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] [illegible] [illegible] ও পূজাদি বর্ণন।	৫৬৯
৪০	[illegible] উপাখ্যান।	৫৭০
৪১	[illegible] উপাখ্যান।	৫৭৩
৪২	দক্ষিণাদেবীর উপাখ্যান বর্ণন।	৫৭৫
৪৩	ষষ্ঠীদেবীর উপাখ্যানে—ষষ্ঠীদেবীর উৎপত্তি ও পূজাস্তোত্রাদি বর্ণন।	৫৮১
৪৪	মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণন।	৫৮৪
৪৫	মনসাদেবীর উপাখ্যানে—দেবীর 'মনসা' ইত্যাদি দ্বাদশ নামের বিবৃতি।	
	মনসাদেবীর পূজাবিধান, জরৎকারু মুনির সহিত মনসাদেবীর বিবাহ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুনি কর্ত্তৃক [illegible] এবং [illegible] মনসা স্তোত্রাদি বর্ণন।	৫৯৮
	সুরভীদেবীর উপাখ্যান এবং সুরভীস্তোত্র বর্ণন।	৬০০
৪৬	রাধিকা উপাখ্যানে—[illegible] পার্ব্বতী কর্ত্তৃক রাধাবিষয়ক প্রশ্ন, শিব কর্ত্তৃক রাধা-[illegible] [illegible] পূর্ব্বক রাধার [illegible] [illegible] বর্ণন।	৬০৩
৪৭	[illegible] সহিত [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	৬১২
	[illegible] উপাখ্যানে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	৬১৩
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	৬১৬
৪৮	[illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন।	৬১৭
৩৮	[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৯	রাজা সুরথ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সমাধি বৈশ্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন এবং রাজধানীতে সুরথের অভিষিক্ত হইবার বৃত্তান্ত।	৪৮৭
৪০	শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবর্ণন প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসা, বিপ্রবেশধারিণী প্রকৃতির প্রত্যুত্তর এবং তাহার দ্বারা রাজা সুরথের শ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ণন লাভ।	৪৮৯
	রাজিকা উপাখ্যানে শ্রীরাধার জন্ম, পূর্ব্বাভিধান ও যোড়শবর্ষ।	৪৯২
৪১	শ্রীরাধা-জন্ম বর্ণন।	৪৯৩
৪২	সূর্য্য-উপাখ্যানে—সূর্য্যমণ্ডলীর 'সূর্য্য' প্রভৃতি যোড়শবিধ নামনির্দ্দেশ।	৪৯৯
৪৩	বেদীদানাদি প্রসঙ্গে সুরথ রাজার সমাধিবর্ণন উপলক্ষে। রাজাধিরাজপদে বর্ণন এবং রাজা কর্তৃক অভিষিক্ত প্রজাকে আত্মসাৎ কর্তৃক দুঃখ দিবার।	৫০১
৪৪	রাজার অত্যন্ত প্রসন্নতি কর্তৃক নিজ দেহে, নিজা রাজ্ঞী রাজার গুরু সমাধি অভিন্না প্রসন্নতির যোগ, যোগাঙ্গে বিশেষ নিজা প্রসন্নতির বর্ণন, প্রসন্নতি সহ যোগাঙ্গের অঙ্গাঙ্গিভাব বর্ণন এবং রাজ কর্তৃক প্রসন্নতির অন্বেষণ বর্ণন।	৫১১
৪৫	প্রসন্নতির বিরহলীলা বর্ণন, নিজ কর্তৃক প্রসন্নতির আবশ্যকতার জিজ্ঞাসা, নিজ ও দেহের (প্রসন্নতির) পরস্পর অন্বেষণবর্ণন। সর্ব্বজ্ঞাত্বের উত্তরের আবাস এবং নিজ কর্তৃক যোগাঙ্গাদি নিযুক্ত করায় অন্তর্ধান বর্ণন।	৫১৮
	রাজা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগাদি আহারে প্রদান, সুরথের জন্ম, প্রসন্নতির আহারে প্রাপ্তি এবং সুরথ ও বৈশ্যের বৃত্তান্ত-পরিচয়।	৫২৩
৪৬	রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির বিবরণ।	৫৩৬
৪৭	সুরথ, সমাধি ও মেধসমুনির সংবাদপ্রসঙ্গে বৈশ্যসমাধি কর্তৃক প্রকৃতিবিদ্যার বর্ণন লাভ, বৈশ্যকে প্রকৃতিবিদ্যার বর্ণনায় এবং তাঁহার মুক্তিলাভ।	৫৫৮
৪৮	রাজা সুরথ কর্তৃক কৃত দুর্গাস্তুতির বর্ণন।	৫৬১
৪৯	সূর্য্য-উপাখ্যানে সুরথের যোগী বর্ণন, তাঁহার নিজা হইতে বর লাভ এবং জ্ঞান লাভ।	৫৬১
৫০	শ্রীকৃষ্ণের-দুর্গাস্তোত্র বর্ণন।	৫৬৫
৫১	রাধাস্তোত্রোপলক্ষে প্রকৃতিবিদ্যাবর্ণন।	৫৬৮

তৃতীয় গণেশ-খণ্ড

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১	ব্যাস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণোপাসনারূপে অষ্টাক্ষর মন্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন, তদ্বিষয়ে ঋভু-পার্বতীয় সম্বাদ বর্ণন এবং সম্বোধ স্থানে ও অন্তের (কার্ত্তিকেয়ের) উৎপত্তি।	
	ঔর্ব্বাবিষয়ে শিব কর্তৃক দেবগণকে বর্ণন, দেবগণের দুর্গাদেবীর অভিপ্রায়জ্ঞান এবং শিবের নিকট পার্ব্বতীর প্রেম প্রকাশ।	
২	কবিরের কবিতার জন্য পার্ব্বতীকে শিবের উপদেশ এবং কবিরের ভেষ্টন ও তপশ্চরণ-বর্ণন।	
৩	শিব কর্তৃক পার্ব্বতীদেবীর নিকট পূর্ব্বজন্ম বিষয়ে, জন্ম এবং অষ্টাক্ষরোপাসনার প্রভাবসূচক বর্ণন।	৫৭১
৪	ঐ কথা—প্রকাশ।	৫৭৭
৫	ঐ মন্ত্রোপাসনায় এবং শিবের নিকট দুর্গাদেবীর ঐ কবিরে অনুজ্ঞা প্রদান।	
৬	শ্রীহরির আদেশে পার্ব্বতীদেবীর প্রত্যুদ্গমন, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্তমুনিগণের পার্ব্বতী কর্তৃক পরি শিবকে দক্ষিণাঙ্গরূপে প্রদান এবং পুনরায় পত্নিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পার্ব্বতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।	৫৮৮
৮	পার্ব্বতীর জন্মে প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পার্ব্বতীকে বর প্রদান, তাঁহাকে বর দান, সমস্তমুনিগণের নিকট হইতে পুনরায় গমনকে আজ্ঞা, অভিমিলনোৎসাহাদি এবং অন্যান্য প্রকরণ।	৫৯৩
৯	জ্ঞানদেবী শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলে হিমালয় পর্ব্বতে পার্ব্বতী কর্তৃক সেই প্রকারে আগমন এবং হরপার্ব্বতীর পুনঃ মিলনের বর্ণন।	৬০৭
১০	অন্যান্য বৃত্তান্তের পর নারদাদি মুনিগণের এবং ব্রহ্মলোকে নারদাদি মুনীর গমন।	
	শিবপুত্র অন্বেষণ বর্ণন করিবার জন্য পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যায়ের আগমন এবং পার্ব্বতী ও মৈনাকের সম্পর্ক অধ্যায়।	৬১৪
১১	দুর্গার বাক্যে শনি কর্তৃক দুর্গাপুত্র অন্বেষণে বর্ণন, শনির তৃতীয় পাতালের অন্তরঙ্গে, দুর্গাদেবীর ক্রোধ, পাতালের মন্ত্রকে অন্ধ-মন্ত্রাঘাত সম্বোধ, বিষ্ণু কর্তৃক দুর্গার প্রবোধন এবং অন্বেষণে নিয়োগকরণ।	
	পাতালের পাতালে এবং পুনঃ-প্রস্থান-বর্ণনাদি বর্ণন।	৬১৩
১২	কার্ত্তিকেয়ের প্রকৃতি (স্বভাব)-প্রাপ্তি	৬২৩
১৩	কার্ত্তিকের আনিবার জন্য শিবাজ্ঞানুসারে বিশ্বকর্ম্মার দুর্গাসমীপে গমন এবং কার্ত্তিক ও গণিকেশ্বরের প্রাপ্তিবর্ণন।	৬২৯
১৪	কৃত্তিকাগণের নিকট হইতে কার্ত্তিকের বিদায় প্রার্থনা, কার্ত্তিকের তত্র কৃত্তিকাগণের সোভাগ্যের, ঔপনিষদিক অন্যান্য ভাবের দ্বারা প্রবোধন করিয়া কার্ত্তিকের কৈলাসে গমনে দ্বারা, মাতৃলিঙ্গস্বরূপত্বের বর্ণন, কার্ত্তিকের কৈলাসে আগমন এবং দেবসেনাপতিত্ব বর্ণন।	৬৩৮
	কার্ত্তিকের অভিষেক এবং গণেশের সহিত বিবাহ পরিচ্ছেদ।	৬৪১
১৫	বিঘ্নেশ্বর অন্বেষণ বিষয়ক।	৬৪৯
১৬	শ্রীসূর্য্যদেবের কথা ও ক্ষোভবর্ণন এবং বিঘ্ন কারণকরণ।	৬৫৩
১৭	অন্বেষণ বজ্রমুখ-ক্ষোভের হেতুকথন	৬৬৩
১৮	মন্ত্রবীরের নিকট পুনরায় মন্ত্র প্রাপ্তিকথন	৬৬৪
১৯	মন্ত্রোদ্ধার এবং কল্প বর্ণন।	৬৭৭
২০	শ্রীবিঘ্নেশ্বরী প্রতিষ্ঠা বর্ণন।	৬৮১
২১	অন্বেষণ একত্র হইবার কারণ বর্ণন।	৬৮৪
২২	অন্যান্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যুদ্ধে কপিলাবত্ত	
২৩	কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত অন্যান্য মুনির পুনরায় যুদ্ধ এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পরাজয়।	৬৯৩
	পুনরায় মুনি অন্যান্য অন্বেষণে রাজার নিকটে আগমন, রাজার সহিত যুদ্ধে জয়-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	পরিষদ প্রেরণার্থে এবং তদনুসারে পরশুরামের প্রস্থিতি।	৫৭৪
১৮	কৃত-ত্রেতাসন্ধিকাল, পরশুরামের ব্রহ্মলোকগমন বর্ণন এবং ইহাতে সহিত কথোপকথন।	৬৬১
১৯	ভগবান বিষ্ণুর মহিত বহুতর হইয়া পরশুরামের বিশ্রামস্থানে আগমন এবং তাহাকে বিশ্রামদান।	৬৮৮
২০	শিব-শিবার সহিত পরশুরামের সংবাদ, ইহাদের বিষ্ণু পরশুরামের সংবাদ, ইহাদের বিষ্ণু পরশুরামের যুদ্ধ প্রার্থনা এবং ইহার যথোচিত অনুষ্ঠাদি।	৬৯৩
	পরশুরাম শিব কর্তৃক পরশুরামকে ত্রৈলোক্য-বিজয় প্রদান বর্ণন প্রসঙ্গ।	৬৯৬
২১	অনন্তর পরশু কর্তৃক পরশুরামের ত্রৈলোক্য, ভোগ ও পৃথাবিধি প্রদান।	৭০১
২২	পরশুরামের তপস্যা, সিদ্ধি লাভ, কৃতকৃত্যতা এবং বৃত্তবর্ণন।	৭০৭
২৩	পরশুরাম কর্তৃক কার্তবীর্যার্জুনের বিদ্যাই কৃতকার্য, তদ্বারা ভগবান দেবীর সর্বতোভদ্র কার্তবীর্যার্জুনের বধপূর্বক যুদ্ধার্থ তথা এবং ইহার সহিত ভগবানের কথোপকথন।	
২৪	ভগবানের যোগবলে দেবতাগণ, পরশুরাম-কার্তবীর্যার্জুন-সংবাদ এবং ইহাদের যুদ্ধ-বর্ণনারম্ভের নিরূপণ তথা।	৭১০
২৫	ভগবান মুনিদের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ বর্ণন-প্রসঙ্গে কৃতকৃত্য কার্তবীর্যার্জুন তথা, তদ্বধ-পরশুরাম সংবাদ এবং মুনিদি মুনিদের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ বর্ণন।	৭৩৩
২৬	ভগবান বর্ণন বর্ণন।	৭৩৩
২৭	মুনিদের সহিত যোগিনী ভগবান পরশুরামের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ এবং পুনরায় ও পরশুরামের যুদ্ধবর্ণন প্রসঙ্গে মহাদেবী-তত্ত্ব তথা।	৭৩৬
২৮	মুনিদিনাদিনী যুদ্ধবর্ণনে তত্ত্ব বর্ণন।	৭৩৩
২৯	কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরামের যুদ্ধ কার্তবীর্যের বিদ্যা সহিত নিত্য কর্তৃক তত্ত্ব তত্ত্ব তথা, যুদ্ধ ও কার্তবের পরস্পর বাক্যালাপ, কার্তবীর্যার্জুনের পরাজয় বর্ণন এবং তত্ত্ব-পরশুরাম সংবাদ।	৭৪৪
	পরশুরামের বিজয় তথা এবং বিজয় বর্ণন।	৭৪৩
৩১	অবশিষ্টদিন পরশুরামের নিত্য পূর্বার বর্ণন প্রার্থনা এবং ইহাদের উপায়ের কথোপকথন।	৭৪৬
৩২	অনন্তর অবতারপুর বলরামের পরশুরামের আগমন কর্তৃক বাক্যালাপ, ইহার সহিত পরশুরামের বাক্যালাপ, প্রেমের পরশুরাম কর্তৃক তাহাদের পরস্পর এবং পার্বতী কর্তৃক তিনজন পরশুরামকে বাক্যালাপের প্রেরণ দান।	৭৪৯
৩৩	পরশুরামকে পার্বতীদেবীর তিরস্কার, ইহাকে (পরশুরামকে) বিষ্ণু উপদেশ এবং তাহার প্রেরণ তথা।	৭৫৩
৩৪	শ্রীবৎসাক্ষ প্রেরণার দান করত পরশুরামের পূর্বার ক্ষয় তাহার শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ দান এবং শ্রীবৎসাক্ষ বর্ণন।	৭৬৩
৩৫	মুনিদেবীর তাহার পূর্বাপ্রসঙ্গ মুনিদী ও তাহাদের পরস্পর তাহিনস্তাপ দান তথা।	৭৬৯

নিবেদন।

এই শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' এই নাম করণের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে,—যে পুরাণে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত সম্বন্ধীয় সকল বিষয় বিশেষভাবে বিবৃত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাই 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' পুরাণ। এই ব্রহ্ম বস্তু কি?

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকেই 'তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত করেন, যাহা অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ। এই অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বকে জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' এই নামে, যোগিগণ 'পরমাত্মা' এই নামে এবং ভক্তগণ 'ভগবান্' এই নামে ডাকিয়া থাকেন। এই তত্ত্বজ্ঞান ভক্তি ব্যতীত [illegible]। এই বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ ভ্রম (অসত্যে) কোন সত্তা নাই। যেমন [illegible] আমাদের অজ্ঞান [illegible] থাকিলে, তখনি এই [illegible] বলিয়া ভ্রম হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে এ বিশ্বের কোন সত্তার উপলব্ধি হইবে না। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, আর যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সে সমস্তই সত্য নয় এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করিলে বেদান্তের সিদ্ধান্ত সাধকের উপলব্ধি বিষয় হইবে।

বেদান্তশাস্ত্রকথিত ব্রহ্ম চারি প্রকার—"১। বিরাট্‌, ২। হিরণ্যগর্ভ, ৩। ঈশ্বর, ৪। তুরীয়।"

১। বিরাট্‌—স্থূলসমষ্টিদেহোপহিতচৈতন্যম্।
২। হিরণ্যগর্ভ—সূক্ষ্মসমষ্টিদেহোপহিতচৈতন্যম্। প্রাণাত্মা, সূত্রাত্মা।
৩। ঈশ্বর—কারণসমষ্টিদেহোপহিতচৈতন্যম্।
৪। তুরীয়—[illegible]চৈতন্যম্; শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে।

ব্রহ্মের লক্ষণ—"[illegible] ব্রহ্ম।" "নির্গুণং [illegible] পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপম্।" [illegible] "[illegible]।" "[illegible]।",

ইতি বেদান্তবাদঃ।

"[illegible] সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ [illegible] সর্ব্বব্যাপী [illegible] সর্ব্বকর্ত্তা [illegible]।"

'ঈশাবাস্য মতে—এই ব্রহ্ম 'কুটস্থঃ', ২। কপিল মতে—'স হি [illegible]', ৩। পাতঞ্জল মতে—'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ [illegible]', ৪। ন্যায়মতে—'[illegible]', ৫। শৈব মতে—'শিব', ৬। বৈষ্ণব মতে—'পুরুষোত্তমঃ', ৭। সৌরাদিক মতে—'সিতাম্বরঃ', ৮। শাক্তিক মতে—'[illegible]', ৯। বৌদ্ধ মতে—'সর্ব্বজ্ঞঃ' ১০। জৈমিনি মতে—'[illegible]', ১১। মীমাংসক মতে—'ঈশ্বরস্তত্ত্ব [illegible]', ১২। চার্ব্বাক মতে—'লোকব্যবহারসিদ্ধঃ', ১৩। বৈয়াকরণ মতে—'[illegible]', ১৪। শিল্পি মতে—'বিশ্বকর্ম্মা' ইতি [illegible]।

বেদান্ত মতে—"[illegible]।"

এই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার এবং ইহার বিবরণ সমস্ত ঋষি এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে পরিচয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভক্ত তিন প্রকার—১। প্রাকৃত ভক্ত, ২। মধ্যম ভক্ত এবং ৩। উত্তম ভক্ত। ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের [illegible] বিহার করিয়াছেন, তাহারই পূর্ণ বিবরণ এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ চারিখণ্ডে বিভক্ত—১। ব্রহ্মখণ্ড, ২। প্রকৃতিখণ্ড, ৩। গণেশখণ্ড ও ৪। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

[illegible] ব্রহ্ম বলেন, সেই মতের পরিচয়—

"[illegible]।
[illegible]॥"

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—বৃহ ৪।৪।৫

"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ছান্দো ৬।২।১

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ঐ ৩।১৪।১

"[illegible]"—মহাভারত—[illegible]

"বাসুদেবঃ সর্বমিতি"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যোগিবরের পরমাত্মা—

"এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" কঠো ১।৩।১২

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—বৃহ ২।৪।৫

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ।
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ॥" বৃহ ৩।৭।৩

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১০।২০

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥" ঐ ৬।২৯

"সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥" ঐ ৬।৩১

ভক্তগণের ভগবান্—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥" —রামপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্ ১।৭

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" —বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠাংশ ৫।৭৮

সকলেই রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্তিতেই স্ব স্ব ইষ্টদেবের বা কিম্বা ভক্তি দ্বারা আরাধনা করেন—

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥" শ্রীমদ্ভাগবতম্।

"[illegible]।
[illegible]॥"

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥" শ্রীগীতা ৪।১১

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" ঐ ১১।৫৪

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ঐ ১৮।৬১

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

তত্রাদৌ প্রথমং ব্রহ্মখণ্ডং প্রারভ্যতে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপুরাণানুক্রমো নাম।

(তত্রাদৌ মঙ্গলাচরণ, সৌতি-শৌনকসংবাদকথনঞ্চ)

গণেশব্রহ্মেশসুরেশশেষাঃ সুরাশ্চ সর্ব্বে মনবো মুনীন্দ্রাঃ।
সরস্বতী-শ্রী-গিরিজাদিকাশ্চ নমন্তি দেব্যঃ প্রণমামি তং
বিভুম্॥ ১

স্থূলাৎ স্থূলতমং বপুঃ বহতঃ বিরাজং
বিশ্বানি লোমবিবরেষু মহান্তমাদ্যম্।
সৃষ্ট্যুন্মুখঃ স্বকলয়াপি সসর্জ্জ সূক্ষ্মং
নিত্যং সমেত্য হৃদি যস্তমজং ভজামি॥ ২

ধ্যায়ন্তে ধ্যাননিষ্ঠাঃ সুর-নর-মনবো যোগিনো যোগরূঢ়াঃ,
সন্তঃ স্বপ্নেঽপি সন্তং কতি কতি জনিভির্যং ন পশ্যন্তি তপ্তাঃ।
ধ্যায়ে স্বেচ্ছাময়ং তং ত্রিগুণপরমহো নির্বিকারং নিরীহং,
ভক্তধ্যানৈকহেতোর্নিরুপমরুচিরশ্যামরূপং দধানম্॥ ৩

বন্দে কৃষ্ণং গুণাতীতং পরং ব্রহ্মাচ্যুতং যতঃ।
আবির্বভূবুঃ প্রকৃতি-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ॥ ৪

[illegible]
[illegible]
[illegible]
পিবত পিবত মুগ্ধা দুগ্ধমব্যাধিনিষ্ঠম্॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

(তাহার মধ্যে আদিতে ব্রহ্মখণ্ড-নামক প্রথম খণ্ড আরব্ধ হইল।)

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীপুরাণানুক্রম কথন।

(অনুক্রমণিকা এবং সৌতি শৌনক সংবাদ কথন।)

[illegible]।
[illegible] পুনঃ পুনর্বদাম্যহম্।

[illegible]।
[illegible] পুনঃ পুনঃ।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।

গণেশ, ব্রহ্মেশ (ব্রহ্মা ও ঈশ—শিব), সুরেশ, (দেবরাজ ইন্দ্র), শেষ (অনন্ত), দেবগণ, সমস্ত মনুগণ, মুনিশ্রেষ্ঠগণ, সরস্বতী, শ্রী (লক্ষ্মী), ও গিরিজা দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণ এবং [illegible] যাঁহাকে প্রণাম করেন, আমি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। ১

যে পরমেশ্বর নিত্য স্থূলতম বিরাট্ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হইয়া [illegible] প্রথমে [illegible], [illegible] তিনি সেই বিরাট্ দেহের লোমবিবরসমূহে অসংখ্য [illegible] করিয়াছেন, আমি সেই আদি [illegible] ভজনা করি। ২

দেব, মানব ও মনুগণ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া যাঁহাকে ধ্যান করেন, যোগিগণ যোগারূঢ় হইয়া [illegible] তপস্যা করিয়াও যে পরমপুরুষকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে সমর্থ হন না, এবং [illegible] উপমারহিত [illegible] ও মনোহর শ্যামসুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই স্বেচ্ছাময়, নির্বিকার, নিরীহ, ত্রিগুণাতীত [illegible] পরমাত্মাকে ধ্যান করি। ৩

যাঁহা হইতে প্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি সেই গুণাতীত পরব্রহ্ম অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৪

[illegible] ([illegible]) করিয়া [illegible] ([illegible]) [illegible] হইতে [illegible] এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। হে মুগ্ধ জীবগণ! তোমরা সকলে এই অব্যাধি [illegible] পান কর, পান কর। ৫

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্,

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।

ভারতে নৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ

নিত্যং নৈমিত্তিকং কৃত্বা ক্রিয়াং তস্থুঃ কুশাসনে ॥ ১

এতস্মিন্নন্তরে সৌতিমাজগাম যদৃচ্ছয়া

[illegible] ॥ ২

তং [illegible] সৌনকো মুনিপুঙ্গব।

[illegible] সৌতিং [illegible] পুরা ॥ ৩

[illegible]

[illegible] পুরাণানি পুরাণবিৎ ॥ ৪

[illegible] পুরাণ [illegible]

[illegible] ॥ ৫

[illegible]

[illegible] ॥ ৬

[illegible]

[illegible] ॥ ৭

[illegible]

[illegible] ॥ ৮

সৌতিরুবাচ

[illegible]

[illegible] ॥ ৯

[illegible]

[illegible] ॥ ১০

[illegible] পুরাণেষু পুরাণবিৎ

[illegible] ॥ ১১

[illegible]

[illegible] ॥ ১২

[illegible]

[illegible] ॥ ১৩

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ([illegible]) [illegible] নারায়ণ, [illegible] দেবী [illegible] ॥

[illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

[illegible] পুরাণ। [illegible] পুরাণ [illegible] ॥ ৫-৭

[illegible] ॥ ৮

সৌতি বলিলেন,—[illegible] ॥ ৯

[illegible] ॥ ১০

([illegible]) [illegible] "পুরাণবিৎ" [illegible] ॥ ১১

[illegible] ॥ ১২

[illegible] ॥ ১৩

ভবযোষিদ্বিভেদানাং শ্রীমূর্তয়শ্চিবিংশতিঃ।
সুখদানন্দদা লোকে সর্বাভেষ্টদাঃ শুভাঃ ॥ ১৪
অন্যাসাং সর্বসীনাঞ্চ সর্বজন্মনিরূপণম্
তত্র সর্বাসূপাখ্যানং শ্রুত্বাস্মৎকীর্তনং পরম্ ॥ ১৫
সাধ্বীনাং বা নিষাধ্বীনাং সর্বজন্মফলপ্রদম্
বিদ্বাকারক তত্ত্বজ্ঞ তন্মাদাং কিঞ্চ তাবদম্ ॥ ১৬
যাসাংস্তু বৈকৃতাঃ কিংবা কিংবা সম্ভূত যোষিতঃ
সতঃ প্রকৃতেঃ কেষাং বা মূলাঃ কেন নিরূপিতাঃ ॥ ১৭
প্রকৃতেশ্চ ন আকারো যত্র যত্র নিরূপিতঃ।
তন্মাদাং লক্ষণং যত্র সর্বসাধ্যেষু নির্ণয়ঃ ॥ ১৮
লোলোকবর্ণনং যত্র যত্র বৈকুণ্ঠবর্ণনম্
বর্ণনং শিবলোকস্য যত্রাতঃ সর্ববর্ণনম্ ॥ ১৯
আদানাঞ্চ ফলানাঞ্চ যত্র লোকে নিরূপণম্
কে প্রাকৃতাঃ কা প্রকৃতিঃ ক আত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২০

যে পুরাণমধ্যে (অথবা তন্ত্রে) নারায়ণমাহাত্ম্যে সহ জীবমাত্রের উৎপত্তি অবলম্বনে বর্ণন করেন। যে পুরাণে জীবিত সাধিমাত্রের নিত্যে বিধি সুখদান ও আনন্দদান করেন ॥ ১৩

যে পুরাণের আদিতে সর্বজীবোৎপত্তি পরে প্রত্যেক নিরূপণ করা হইয়াছে। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপলক্ষে যেই পরমেশ্বরের যেই সৃষ্টি যাহাতে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১৪

এমন পরমেশ্বর স্বরূপ সাধারণ কিংবা নিত্যকারণ অথবা সাধারণ বিধাতার উৎপত্তি [৩] যেই প্রকৃতি কিরূপ আকার? তাঁহার স্থান কি? এবং তাঁহাকে ভাবনাই বা কিভাবে করিতে হয়? ১৬

বৈকৃতগণ তাঁহাকে কিভাবে স্মরণ করেন বা সাধু যোষিৎগণই বা কিভাবে স্মরণ করেন? তাঁহাদের মত প্রকৃতি কিংবা যেসব যোনি হইতে উহা নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৭

যেসব যে পুরাণমধ্যে প্রকৃতির যে আকার নিরূপিত হইয়াছে। যেখানে লক্ষণসমূহের লক্ষণ ও সহজ সমাধির লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে ॥ ১৮

যে পুরাণে গোলোকের বর্ণনা, যেখানে বৈকুণ্ঠ বর্ণনা, যেখানে শিবলোকের এবং যেখানে সর্বলোকসমূহের বর্ণনা হইয়াছে ॥ ১৯

যে পুরাণে আদানসমূহ ও ফলসমূহের নিরূপণ

বিষ্ণুর তত্ত্ব যেসব বা যেসবের যেসব যোষিৎ।
মনুষ্যপক্ষি মনুষ্যাণাং বৈশ্যানাং মহিষ্যাদপি ॥ ২১
কে বাংশাঃ প্রকৃতেরংশাপি কলা তা বা কলাকলাঃ।
তাসাঞ্চ চরিতং যাসাং পূজাস্তোত্রাদিকং শুভম্ ॥ ২২
দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী সাবিত্রীনাঞ্চ বর্ণনম্
ষষ্ঠেশ সাবিত্রীযোনিসম্ভূতীনাং পূজোপনম্ ॥ ২৩
ভীষ্মকবিপ্রাক্ষস্য নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্।
বর্ণনং যত্তত্র যত্র যত্র ক্ষেত্রে বিশোভনম্ ॥২৪
যেষাঞ্চ জীবিনাং যত্র যত্র স্থানং যত্র তত্রান্তরং
জীবিনাং কর্মণো যস্মাদ্ যাদৃশ যাদৃশ চ যোনিষু ॥ ২৫
জীবিনাং কর্মণো যস্মাদ্ যো যো রোগো যথোদিত
মোক্ষস্য কর্মণো যস্যাস্তেষাঞ্চ তন্নিরূপণম্ ॥ ২৬
সরস্বতী তুলসী কালী গঙ্গা পৃথ্বী বসুন্ধরা
আসাং যত্র শুভাখ্যানমন্যত্রাপি যত্র বৈ ॥ ২৭

করা হইয়াছে। কাহার প্রকৃতিসমূহ? প্রকৃতি কি? এবং প্রকৃতির পরাধিক (অথবা প্রকৃতির হইতে ভিন্ন, আত্মাই বা কি?)২০

যাঁহাদের অংশ বিষ্ণু, যেই সব যোষিৎ, যোষিৎসমূহ, মনুষ্য-সমূহের মধ্যে নারী ও পক্ষিসমূহের মধ্যে যে পুরাণে কথিত হইয়াছে ॥ ২১

প্রকৃতির কাহারা অংশ, কাহারা কলা কিংবা কলার কলাই বা কাহারা? তাহাদের সকলের চরিত্র, ধ্যান এবং স্তব পূজা ও স্তোত্রাদি যে পুরাণে কথিত হইয়াছে ॥ ২২

দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও সাবিত্রী দেবীর বর্ণনা যথায় আছে। ষষ্ঠেশ্বরী আদি অন্যান্য সাবিত্রী যোনির উৎপাদনের যে পুরাণে কথিত আছে ॥ ২৩

ভীষ্মকপ্রাক্ষ ও ও নরকবিনাশ, সহজসমূহের বর্ণনা ও ক্ষেত্র-সমূহের সকল যথায় উল্লিখিত আছে। যথায় যেই সব ক্ষেত্র-সমূহ হইতে মুক্তির বিষয়ও কথিত হইয়াছে ॥ ২৪

জীবিত যে সব প্রাণিসমূহের যে যে স্থান ও অন্তর আছে কথিত হইয়াছে। জীবসমূহের যে যে যোনিতে জন্মলাভ হয়—তাহা কথিত হইয়াছে ॥ ২৫

জীবসমূহ যে কর্ম হইতে যে যে রোগ এই জীবনমধ্যে হইয়া থাকে, যে কর্ম হইতে যাহাদের মুক্তি লাভ হয়, তাহা নিরূপণ করেন ॥ ২৬

সরস্বতী, তুলসী, কালী, গঙ্গা, পৃথিবী ও বসুন্ধরা—এই সব দেবীসমূহের শুভ উপাখ্যান এবং অন্যান্য দেবীসমূহের শুভ উপাখ্যান যে পুরাণে কথিত হইয়াছে ॥ ২৭

---

৩ শিবসম্ভব অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বিষ্ণু সাধারণ প্রকাশমাত্র আত্মাকে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে সম্ভবি ভবসম্ভূ যোগানন্দ 'শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত্বে' তন্ত্রসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রাবধিলাভাক্ষ যাবদাত্মক বিজ্ঞপনম্
অসূর্য মন্ত্র যা লোকে সর্বাবর্ষবিজ্ঞপনম্ । ৩৮
যদেবরক্ত চ'রিত্রা মন্ত্র যজ্ঞন কর্ম এব চ ।
ব্রহ্মক্ষত্রাবিয়াণাং সূত্রাণাং মন্ত্রকর্মনম্ । ৩৯
যংসূর্যসূনাযাবিরঞ্জতঃ পরমাদ্ভুতম্ ।
কৃত্বা বর্ষনি তৎ সর্বং শাস্ত্রতঃ যত্নমর্হসি । ৪০
যত্র ত্রয়স্ত্রয়ো বিপ্রে পূণাভেদে চ আয়তে
পরিপূর্ণতমস্তাপি কৃত্তক পরমাদ্ভুতম্ । ৪১
ত্রয় কল্প সূত্রে লক্ষ্য পূণো পূণাবতো ভুবে ।
সূত্রা প্রসূত্রা কঃ বক্তা মাত্রা পূণাবতী সতী । ৪২
আবির্ভূত চ তত্রেহে ক গত কেন হেতুনা ।
যত্রা বিংশতিমন্ত্রস্তু তৎসং যা পুনরাবহঃ । ৪৩
তারাবতরণ কেন প্রাপ্তিকো যোগক্ষয়ে চ কঃ
বিবক্ষ কিং যা মেরুশ যোগোক্ত মন্ত্রযাম্ পুনঃ । ৪৪

ঈদৃগ্রূপমুদারাণাং পুরাণ শ্রুতিমূলকম্ ।
ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শীভিঃ কৃতনির্দেশমাদরম্ । ৪৫
যজ্ঞাযাদ্ যদ্যযা পূর্বৈস্তত্ত্বং যা শুভাশুভম্
তদ্যো বৈধাযাতত্ত্বজ্ঞঃ তথে যাযাদুদীরিতি । ৪৬
বিদ্বপূর্বৈস্তপূর্বো যা যাযোযাঃ কৃতবাংশ্চ যঃ
স মন্তব্যঃ সদ্যা শ্রোদ্ধৈঃ যোগাযোগো চ যঃ সদঃ । ৪৭

সৌতিরুবাচ ।

মর্যঃ কৃতকৃত্যশ্চাত্মা ত্বৎপাদদ্বন্দ্বদর্শনাৎ ।
নিত্যক্ষত্রাযাগতোঽহং যদি মাযাদ্যাজ্ঞম্ । ৪৮
দৃষ্ট্বা বিপ্রময়াক্ষ মন্ত্রস্তু বিবাগতঃ
শ্রদ্ধাক বৈদিবাক্যেষু পুণ্যবত্তাপি ভাজতে । ৪৯
যেষা বিপ্রা গুরুঃ দৃষ্ট্বা ন শ্রদ্ধে যত্ন সন্নযাৎ
ন কালপুরুষ শ্রুতিং যাবদ্ধ্রুব-বিযাদ্যতো । ৫০
ইতিহাসিষ্ঠতঃ সত্ত্ব শ্রুতিং ত্বাবত্তে
মূলকর্মী তত্ত্বে পুণ্যাত্ম ত্বাদ্বয় বিবিদিষ্যে । ৫১

সূতপুত্র । যে সূত্রে পাণ্ডবের বিনাশমূল ও যার মন্ত্রমন্ত্র বিস্তৃত তা: ইহাতে এবং যথায় অসূর্য বর্ণ ও অবর্ণ বিস্তৃত হইয়াছে । ১৮

যে পুরাণে অন্যান্য চরিত্র অধিক হইয়াছে তাহার অন্য এক নাম, যথা, ভোজ, ভোজ ও চরিত্রকল্প যথায় বর্ণিত হইয়াছে । ১৯

যে মন্ত্র অসূর্য অধিকার আমরা ইতিহাসে আমরা একত্র দেখি নাই, সেই মন্ত্র ইতিহাসে আপনি মন্ত্র করিয়া এখন আমাদিগকে বলুন । ৩০

যে বিষে বিশেষতঃ এই পুরাণের তাহাতেই পরিপূর্ণতম হইয়াও পরমাদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বর্ণনে আবির্ভাবলিখিত হইয়াছি । ৩১

ভূমে । সেই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাদ্য কোন্ বর্ষিক পুত্র ভূমে অন্য নাম করিয়াছিলেন ? মাতাপিতা ও কথা কোন্ পুরুষদী সতী হইয়া এই পরমব্রহ্মকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন । ৩২

ইহার ভূমে আবির্ভূত হইয়া তিনি কি কিছিত্ত কোথায় বিহারিলেন ? তথায় যখন করিয়া তিনি কোন্ কার্য করিয়াছিলেন এবং কোথা বা তিনি পুনরায় তিরিয়া আসেন ? ৩৩

তাঁহার আগ্য প্রাপ্তির হইয়া তিনি পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়াছিলেন । তিনি কোন্ কার্য করিয়া এবং কোন্ বর্ষ অবলম্বন করিয়া পুনরায় যোগাযোগ যজ্ঞ করিয়াছেন ? ৩৪

মনের সন্দিহানতাহেতু এবং মুনিদিগের ইচ্ছিতের, অতএব আমি এই ইতিহাসে ও অন্য ইতিহাসসম্বন্ধিত পুরাণ আপনি আমাদিগকে বলুন ৩৫

আমি [৭৮ অ.] পুরাণে ৩৩ বা অতএব হাতে বিস্তারিত করিয়াছি এবং যাহা আমার দ্বারা বিস্তারিত হয় নাই, এমন সমস্ত বৈবস্বতমন্বন্তর বলুন (যা পুরাণ কথা) আপনি আমাদিগকে যাহাতে অধিকার করিয়া বলুন । ৩৬

বিষ্ণু বিস্তারিত তত্ত্বজ্ঞ যা যা বিস্তারিত যা তত্ত্বজ্ঞ, যোগ ও অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা যা করিয়া যিনি সমদর্শী হইয়া পুরাণ ব্যাখ্যা করেন, তিনিই সমস্তজ্ঞতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বজ্ঞ হন ৩৭

সূতপুত্র (সূত লোমহর্ষণ ঔরসে পুত্র সৌতি উগ্রশ্রবা) বলিলেন,—তখন্ । আপনার আমাদের বর্ণন করায় আমাদের মন প্রসন্ন । আমি বিস্তারিত হইয়া আমিতেছি এবং সাবধানে বলিব । ৩৮

বিস্তারিত বর্ণন করিয়া সমস্ত চরিত্রের অন্য এক ভারতবর্ষে পুরাণোক্ত এবং বৈদিকাক্ষর বর্ণন করিবার অন্য আমি একজন আমিয়াছি । ৩

যেমন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণন করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রজ্ঞের প্রকাশ না করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম ও সূর্যের তিনি কাল পর্যন্ত 'তমঃসূত্র' নামক নরক ভোগ করে । ৪০

অতএব্ এইরূপ এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা অবশ্য আছে, যে ব্যক্তি কৃতকৃত্য অর্থাৎ পূর্ণকাম্, সেই ব্যক্তিই পুরাণের ইতিহাসী এই ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করেন । ৪১

---

* বিষ্ণুমন্ত্রে অধিকে আমি, ইহিনার প্রকৃতি মন্ত্র ব্রাহ্মণের মূলার ; "বিষ্ণুমন্ত্রাণ" এই একত্বনে প্রোক্ত থাকায় বিষ্ণুমন্ত্রের স্থলে "বিষ্ণুমন্ত্রে" বুঝিতে হইবে । বিষ্ণুমন্ত্র—"এর পূর্ণমন্ত্রের ভাব বাসনের আমাদের । "বিষ্ণুমন্ত্র" ইতি পাঠঃ বিষ্ণু মন্ত্র মহাত্মাঃ" । বাক্যীভিন্নমন্ত্রাণ—১৫৯।১১

তাদৃশং যদ্যৎ পুষ্টং ময়ার্য সর্বজীবিতম্ ।
সারভূতং পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্তমুত্তমম্ ॥ ৪২
পুরাণোপপুরাণানাং বেদানাং ভ্রমভঞ্জনম্
হরিভক্তিপ্রদং সর্বতত্ত্বজ্ঞানবিবর্ধনম্ ॥ ৪৩
কামিনাং কামদঞ্চেদং মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদম্
ভক্তিপ্রদং বৈষ্ণবানাং কল্পবৃক্ষস্বরূপকম্ ॥ ৪৪
ব্রহ্মখণ্ডে সর্ববীজং পরব্রহ্মনিরূপণম্
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সন্তো বৈষ্ণবা যৎ পরাৎপরম্ ॥ ৪৫
বৈষ্ণবা যোগিনঃ সন্তো ন চ ভিন্নাশ্চ শৌনক
জ্ঞানবিজ্ঞানভেদেন তথাপি ভক্তিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৬
সন্তো ভবন্তি সৎসঙ্গাদ্ যোগিনস্তত্ত্ব যোগিনঃ
বৈষ্ণবা ভক্তসঙ্গেন ক্রমাৎ সন্তোঽখিলাঃ পরাঃ ॥ ৪৭
তত্রোৎপত্তির্দেবানাং দেবীনাং সর্বজীবিনাম্
তত্র প্রকৃতিখণ্ডে চ দেবীনাং চরিতং শুভম্ ॥ ৪৮

সমস্ত। আপনি যাহা কিছু বর্ণনা করিলেন, আমরা সেই সমস্ত শুনিয়া অতি আনন্দিত হইলাম। অন্য পুরাণসমূহের মধ্যে সারভূত উত্তম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। ৪২

এই পুরাণ অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের এবং বেদ, বেদাঙ্গ, ন্যায় ও অর্থ—এই বেদপুরাণের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া এই সব সমস্ত হরিভক্তিপ্রদ এবং সর্বতত্ত্ব জ্ঞানের বৃদ্ধিকারী এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। ৪৩

এই পুরাণ কামীদিগের অভীষ্ট কামনা পরিপূরণের কামধেনু, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষদাতা এবং বিষ্ণুভক্তদের ভক্তিপ্রদ ও কল্পবৃক্ষস্বরূপ। ৪৪

প্রথম এই খণ্ডে (এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ—১। ব্রহ্ম, ২। প্রকৃতি খণ্ড, ৩। গণপতি (গণেশ) খণ্ড, ৪। শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড) সকলের আদি সর্বকারণস্বরূপ পরব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে। যোগিগণ, সাধুগণ এবং বিষ্ণুভক্ত যে পর থেকে পরতর তাঁহার ধ্যান করেন। ৪৫

হে শৌনক : বৈষ্ণব, যোগী ও সাধু—ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন নহে। কিন্তু জ্ঞানের পরিণাম অনুসারে জীব যথাক্রমে বৈষ্ণব, যোগী ও সাধু হইয়া থাকেন। ৪৬

জীব সৎসঙ্গ করিলে 'সৎ' অর্থাৎ সাধু হয়, যোগী পুরুষের সঙ্গ করিলে 'যোগী' হয় এবং বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্গ করিলে 'বৈষ্ণব' হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জীবগণ শ্রেষ্ঠ পরাৎপরী হইয়া থাকেন। ৪৭

জীবকর্মবিপাকশ্চ শালগ্রামনিরূপণম্
তাসাং চ কবচস্তোত্রমন্ত্রপূজানিরূপণম্ ॥ ৪৯
প্রকৃতের্লক্ষণং যত্র কলাংশানাং নিরূপণম্ ।
কীর্তিপ্রকীর্তনং তাসাং প্রভাবশ্চ নিরূপিতঃ ॥ ৫০
সুকৃতীনাং দুষ্কৃতীনাং যদ্ যদ্ স্থানং শুভাশুভম্,
নরকং কর্মভোগশ্চ রোগাণাং মোক্ষণং যতঃ ॥ ৫১
তত্র গণেশখণ্ডে চ তজ্জন্ম পরিকীর্তিতম্
অতীবাপূর্বচরিতং শ্রুতিবেদসুদুর্লভম্ ॥ ৫২
গণেশভৃগুরামাণাং বিবাদশ্চ নিরূপণম্
নিগূঢ়কবচস্তোত্রমন্ত্রতন্ত্রনিরূপণম্ ॥ ৫৩
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডং চ কীর্তিতং ততঃ পরম্
ভারতে পুণ্যক্ষেত্রে চ শ্রীকৃষ্ণজন্ম কর্ম চ ॥ ৫৪
ভূভারহরণং বাল্যে ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলম্,
সহ গোপীভিরাশ্চ শৃঙ্গারাদি নিরূপিতম্ ॥ ৫৫

এই খণ্ডে দেবগণের, দেবীগণের ও সমস্ত জীবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ডে দেবীগণের শুভ চরিত, জীবের কর্মবিপাক, শালগ্রাম নিরূপণ, দেবীগণের কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র ও পূজা নিরূপণ করা হইয়াছে। ৪৮-৪৯

প্রকৃতির লক্ষণ, কলা ও কলাংশসমূহের নিরূপণ করা হইয়াছে। দেবীগণের কীর্তি ও প্রভাব বিবৃত হইয়াছে। ৫০

সুকৃতী অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তিদের যে শুভ স্থান এবং দুষ্কৃতী অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিদের অশুভ স্থান উল্লিখিত হইয়াছে। নরকসমূহের বর্ণন এবং কর্মভোগ রোগসমূহের মুক্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ৫১

তাহার পর তৃতীয় গণপতি খণ্ডে গণেশের জন্ম উল্লিখিত হইয়াছে। এই গণেশের চরিত অতি অপূর্ব এবং শ্রুতি (উপনিষদ) ও বেদেও অতিশয় দুর্লভ। ৫২

গণেশ ও ভৃগুবংশজাত পরশুরাম উভয়ের বিবাদ নিরূপিত হইয়াছে। অত্যন্ত গুহ্য যোগবীজ কবচ, স্তোত্র এবং মন্ত্র নিরূপিত হইয়াছে। ৫৩

অনন্তর চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড কীর্তিত হইয়াছে। পুণ্যক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম বর্ণিত হইয়াছে। ৫৪

পৃথিবীর ভারহরণ, বাল্যকালে ক্রীড়াকৌতুক এবং মঙ্গলময় অন্য কর্মসমূহ বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে। ৫৫

ইদং যে কথিতা বিপ্র পুরাণপ্রবরা বরম্ ।
চতুর্দশতথা'ধিক্যং সর্বসংখ্যাপিণ্ডিতম্ ॥ ৫৬
ব্রহ্মবৈবর্তকং নাম সর্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ৫৭
ব্রাহ্মকল্পং পুরাণেষু কেবলং বেদসম্মিতম্ ।
বিদুষাং ব্রহ্ম সার্বজ্ঞ্যং কুরুতে যত্র শৌনক ॥ ৫৮
ব্রহ্মবৈবর্তকং যেন প্রবর্ততি পুরাবিদঃ
ইহ পুরাণপুরুষ পূজা সততং প্রজায়তে ॥ ৫৯
নিত্যাগ্নয়ে চ যোগেভ্যঃ চ ফলং পরমাপ্নুয়াৎ ।
ব্রহ্মবৈবর্তকং শ্রুত্বা ফলং স্যাদ্ বাজপেয়জম্ ॥ ৬০

ব্রহ্মবৈবর্তকং শ্রুত্বা পুরাণং শ্রীহরেঃ পরম্ ।
নারায়ণমিবাপ্নোতি প্রলয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১
নারদো ব্যাসদেবায় প্রবরো জ্ঞানিনাং বরঃ
যতঃ পুরাণপুরুষ ব্রহ্ম নারায়ণঃ বিভুঃ ॥ ৬২
ব্রহ্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপে পুরাণে পুরুষোত্তমম্ ।
ব্রহ্মণং কথিতং ব্রহ্মন্ যত্র ব্রহ্মত্ব নির্ণয়ঃ ॥ ৬৩
ব্রহ্মাখণ্ডমন্ত্রাঃ তু ব্যাসেনোক্তং পুরাবিদম্ ।
পুরাণজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ যৎ ফলং লভতে নরঃ ।
তৎ ফলং লভতে নূনমধ্যায়াশ্রবণেন চ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সৌতিশৌনক
সংবাদে ব্রহ্মখণ্ডেতুক্রমণিকা নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যে বিদ্যা। আমাদের সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে, সেই ব্রহ্মবৈবর্ত পরিচিতি অর্থাৎ ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশ খণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-খণ্ড—এই চারিখণ্ডে বিভক্ত পুরাণখানার মোট অধ্যায়ের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হইল। ৫১

মহাভাগ। অধিকাংশ অভিজ্ঞের মতে, সমস্ত আলোচনাকারী এবং সর্বাধিকার অধ্যায় অনুযায়ী ব্রহ্মবৈবর্তের এই 'ব্রহ্মবৈবর্ত' নামক পুরাণ। ৫২

হে শৌনক। এই পুরাণ সমস্ত পুরাণসমূহের সারভূত এবং কেবল বেদোক্ত সংস্কারযুক্ত (যা সত্য)। সমস্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে পুরাণে সম্পূর্ণরূপে প্রথমেই বিবৃত প্রকাশ করিয়াছেন। ৫৩

সেইজন্য পুরাবিদ্‌গণ অর্থাৎ ঐতিহাসিকগণ এই পুরাণকে 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা পুরাণ-সমূহের মুকুটস্বরূপ; পুরাণোক্ত সর্বোপচারযুক্ত যোগেযাগে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে এই পুরাণখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণের মহাভাগ্য পুরাণে ব্রহ্মা বর্ণনে প্রকাশ করেন। ৫৬-৬০

ব্রাহ্মণ যখন বর্ণ ধরে পুরা নারায়ণকে প্রীতি সহকারে এই এই পুরাণখানি প্রকাশ করেন। সেই কারণেই নারায়ণ অতি প্রিয় ব্রাহ্মণকে লাভ করেন। ৬১

ব্যাস ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসদেবকে প্রকাশ করেন। তখনকার ব্যাসদেব সেই অধিকার অনুসারে, সমস্ত ও বিশাল পুরাণ মূল অধিকারদের প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরাণের বিষয়বস্তুর (বিষয়ের) আলোকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মন্। আমি ব্রহ্মার যে পুরাণের এই উক্তির আলোকে বর্ণিলাম। এখন সেই পুরাণের সমস্ত বিষয়বস্তু জ্ঞাত করুন। ৬১-৬২

তখনই বেদব্যাস কর্তৃক অষ্টাদশ সমস্ত জ্ঞানে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। সাধুর আলোকপাত এই সম্পূর্ণ পুরাণ শ্রবণ করিয়া যে ফল লাভ করে, সেই ফলই কেবল এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে নিশ্চিতই লাভ করিয়া থাকে। ৬৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তের শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সৌতি-শৌনক সংবাদপ্রসঙ্গে ব্রহ্মখণ্ড অনুক্রমণিকাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চব্রহ্মনিরূপণম্]

সৌনক উবাচ।

কিমপূর্বং ব্রহ্মা লোকে পঞ্চব্রহ্মস্বরূপিণম্
ধর্মং ব্রূহি সংসাদ্য ব্রহ্মবংশমনুত্তমম্ ॥ ১

সৌকির্যায়ণ

ব্রহ্মে ব্রূহঃ পাঞ্চব্রহ্ম্যং ব্রাহ্মণাদিবিভেদতঃ
হরিং দেবান্ বিজান্ নত্বা বর্ণান্ যজ্ঞো নরোত্তমান্ ॥ ২
যৎ শ্রুতং ব্রাহ্মবক্ত্রেণ প্রণবতন্ত্রমুত্তমম্
অজ্ঞানান্ধতমোঽপি জ্ঞানবহ্নিপ্রদীপকম্ ॥ ৩
জ্যোতিঃসমূহং প্রণবে পুরাসীৎ কেবলং বিভো
পূর্ণকোটিপ্রভং নিত্যমসংখ্যাবিদ্যবর্জিতম্ ॥ ৪
যেচ্ছাবয়ব ও বিভোস্তজ্যোতিরুদ্ভবঃ মহৎ
জ্যোতিরভ্যন্তরে লোকত্রয়ন্তে মনোহরম্ ॥ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[পঞ্চব্রহ্ম-নিরূপণ।]

সৌনক বলিলেন,—সূতপুত্র! আজ আমি যদি অনুত্তম ও উচিত কি অনুচিত তাহা জিজ্ঞাসা করি? আপনি বিস্তারিতরূপে অনুগ্রহ করিয়া 'ব্রহ্ম তত্ত্ব' সম্পূর্ণ রূপে বলুন। ১

সূত-পুত্র বলিলেন,—অধিকারিভেদে ও ব্রাহ্মণাদির ভিন্নভিন্ন ধর্ম্ম আমি বলিব। ব্রহ্মবক্ত্র পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া 'সনাতন ধর্ম্ম' আপনাকে আমি বলিতেছি। ২

যে অনুত্তম প্রণবতন্ত্র আমি ব্রহ্মবক্ত্রের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এই প্রণবতন্ত্র অজ্ঞানান্ধকার অন্তরের ও অন্ধকারনাশক এবং জ্ঞানবহ্নির প্রদীপস্বরূপ। ৩

হে বিভো! পূর্ণ প্রলয়কালে কেবল জ্যোতিঃসমূহই বিরাজিত ছিল। তাহার নিত্যত্ব কালেরও অতীত ও কোটি সূর্য্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট। ৪

এই মহৎ ঐশ্বর ব্রহ্মজ্যোতি (১) স্বেচ্ছাময় সর্ব্বব্যাপী (২) পরব্রহ্মের। এই জ্যোতির অভ্যন্তরে মনোহর ত্রিভুবন বিরাজ করিতেছে। ৫

---

(১) "ব্রহ্মণো পুরুষস্য ব্রহ্মণাত্মিনঃ", "ব্রহ্ম তাদৃশ সর্ব্বাত্মিনি বিভাতি" ইতি চ ক্রমঃ।

(২) "সর্ব্বব্যাপী সমস্তস্যাত্মনঃ" ইতি ক্রমঃ।

তেষামুপরি গোলোকঃ নিত্যমীশ্বরমুত্তম বিভ।
ত্রিকোটিযোজনায়ামস্তাবতীর্ণঃ মণ্ডলাকৃতি ॥৬
তেজোময়ঃ পুরশ্রেষ্ঠ ত্রিগুণঃ পরম্।
অমূল্য যেন বিভিঃ স্বপ্নে দৃষ্টঃ স্বয়ং বৈষ্ণবৈঃ ॥৭
যোগেন মুক্তদেহেন ভাগবতৈরিতঃ যত্র।
আধিব্যাধিজরামৃত্যুশোকতাপবিবর্জিতম্ ॥ ৮
অষ্টস্বর্ণশিলাপ্রাসাদৈঃ পরিশোভিতম্।
মধ্যে কৃষ্ণমূঃ শ্রীমান্ যোগমায়াবিভূষিতম্ ॥৯
তদ্বামে বিষ্ণুপদে মধ্যে পঞ্চাশৎকোটিযোজনাৎ।
বৈষ্ণবৈঃ নিত্যলোকঃ তদ্বদ্বঃ পুনর্যোগিভিঃ ॥ ১০
কোটিযোজনবিস্তীর্ণঃ বৈষ্ণবৈঃ মণ্ডলাকৃতি।
মধ্যে মূলক পরমো ভ পঞ্চমীনাং ত্রিগুণাধিপম্ ॥ ১১

হে বিভো! এই ত্রিগুণ গোলোক ত্রিকোটি যোজনমূলা প্রভাবশালী ও অমূল্য যোগেও বিলোকন যোগ্য। এই গোলোক ত্রিকোটি যোজন দীর্ঘ ও ত্রিগুণ কোটি যোজন বিস্তীর্ণ এবং মণ্ডলাকারবিশিষ্ট। ৬

ইহা পুরশ্রেষ্ঠ তেজোময়, ইহাঁর তুলনা নাই ও সর্ব্বোত্তম। যোগিগণ ইহাকে স্বপ্নের দেখিতে সমর্থ হন না; কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণ ইহাকে দর্শন করিতে ও এই লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ৭

সত্যযুগের যোগবলে আধি (মনোব্যথা), ব্যাধি (রোগ), জরা (বার্দ্ধক্য), মৃত্যু, শোক ও তাপবিবর্জিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই গোলোকের অন্তরীক্ষে স্থান ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিরাজমান। ৮

উহার চতুর্দ্দিকস্থ অষ্ট অধিক পরিশোভিত এই গোলোক প্রকাশকালে কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং সৃষ্টিকালে যোগ ও যোগীগণে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করেন। ৯

এই গোলোকের পশ্চাৎ যোগস্থ কোটি যোজনান্তে অধিক বিস্তৃত ও সমধিক মনোহর বৈষ্ণবদিগের এক নিত্যলোক বিরাজিত আছে। ইহাতেই মুক্ত আত্মিগণ মনোহররূপ বিরাজমান আছেন। ১০

কোটি যোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলাকার বৈষ্ণবলোক সমস্তের মূল অবস্থায় এক সৃষ্টিকালে সত্ত্বাধারণকারক হইয়া বিরাজমান আছেন। ১১

চন্দ্রকুন্দৈঃ সার্দ্ধৈস্তং তারাকুলাধিবাসিতম্
মহো চ বিমলোদ্ভাসং জ্যোতির্ব্যাপ্তদিগ্বিভূষম্ । ১৩
সদ্বে পুরুষ পত্নী চ মলার্যবিনিবাসিতম্
যোগোদ্যোগাদ্যাদ্ধং জ্যোতিরস্তীব পুরুষোত্তমম্ । ১৪
পরমাক্ষরাত্মকং সত্যং পরমানন্দকারণম্
যারন্তে যোগিনঃ সত্যং যোগেন জ্ঞানচক্ষুষা । ১৫
অমেয়মনন্তমজরং বিশ্বং ব্যাপ্য পরাৎপরম্
অজ্ঞোজ্যোতিরস্তরে ভূতমহীব পুরুষোত্তমম্ । ১৬
নবীননীরদশ্যামং রক্তপঙ্কজলোচনম্
পরমহংসার্চিতপদং যোগাভিলাষিনামনম্ । ১৭
জ্যোতিরুদ্দর্শনাবাপ্তং লীলাধাম মহোজ্জ্বলম্
বিষ্ণুং মুরদ্বিষং সত্যং শ্রীবৎসাঙ্কম্ । ১৮
মহাভূতমহাযোগং ভূমিকং ভক্তবৎসলম্
অনন্তোজ্জ্বিতমর্যাদং বন্দে ভূতাধিপং বিভূম্ । ১৯

শ্রীবৎসবক্ষঃকল্পোজ্জ্বলকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ।
সত্ত্বপ্রধানমহিতৈরীড্যমুদ্ভাসনং । ২০
সুধিরাসনসংস্থং ধরণীধরিণীযুতম্
যমেব পরমা ব্রহ্ম ভগবন্তং নমাম্যহম্ । ২১
যেজ্যাদয়ো মখৈর্যোগৈঃ সর্ব্যাধারং পরাৎপরম্
বিশোধয়ন্তং পরমমোম্বেদবিদাং বরম্ । ২২
যে চীর্ণপূর্বমুপাসন্তে ভক্তপূজ্যং কবিং প্রভুম্
বিশ্বেঃ বিশ্বিকরাক্ষ পরিপূর্ণতমং বিভুম্ । ২৩
রাজমন্ত্রসমাযুক্তং শার্ঙ্গং রাজেন্দ্রং বরম্ ।
সমস্তং মহতাং চৈব সমস্তং মহতাং প্রভুম্ । ২৪
পরাঃ পরাণাং সত্যানন্দস্বরূপম্ ।
সর্বসিদ্ধীশ্বরং সর্বসিদ্ধিদঞ্চ সিদ্ধিদম্ । ২৫
প্রকৃতেঃ পরমীশানং নির্গুণং নিরাধিষ্ঠেয়ম্ ।
আদ্যং পুরুষমব্যক্তং পুরুষুতং পুরুষ্টুতম্ । ২৬

চন্দ্রকুন্দাদী সার্দ্ধমন্ত্রে সাধিমন্ত্রের এবং তারা ও চন্দ্রকুন্দাদি অধিক এই বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। ইহার তাৎপর্য্যে কোটি যোজন বিস্তীর্ণ বিমলত্ব বিবক্ষায়। ১৩

পরমক্ষর এই বিশেষণ দুইবারের এবং মূর্তিভাবে এই শ্লোক পার্থিবত্বের নিদেশকারিণী হইয়া বিরাজমান থাকায়। যোগোদ্যোগ অবস্থায় অর্থাৎ ধ্যানযোগে জ্যোতিঃ বিরাজমান। ১৪

এই জ্যোতিঃ যখন পরমাত্মরূপে ধারণ এবং পরমাক্ষরস্বরূপ। যোগিগণ সকল যোগবলে ও জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ইহার ধ্যান করেন। ১৫

এই জ্যোতিঃ অপরিমেয়, বিনাশশূন্য এবং পরাৎপর। এই জ্যোতিঃ মধ্যে এক অদ্ভুত মূর্তিমান্ ভূত বর্তমান থাকায় বিরাজমান বলা যায়। ১৬

মেঘ অপেক্ষাও শ্যামবর্ণ, রক্তপদ্ম-সদৃশ আয়ত-লোচনযুক্তিত, পরমহংসগণ দ্বারা সতত ধ্যেয় এবং যোগিগণের মনোরঞ্জক। ১৭

জ্যোতি দর্শনে প্রাপ্ত, লীলাধাম, মহোজ্জ্বল, বিষ্ণু, মুরদ্বিষ, সত্য, শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত। ১৮

মহাভূত, মহাযোগ, ভূমিকা, ভক্তবৎসল, অনন্তোজ্জ্বিতমর্যাদ, বন্দনীয় ও ভূতাধিপতি। ১৯

শ্রীবৎসবক্ষঃস্থল, কৌস্তুভমণিতে বিরাজিত, সত্ত্বপ্রধান মহিতৈরীড্য, উদ্ভাসন। ২০

সুধিরাসনে সংস্থিত, ধরণীধরিণী সমন্বিত, যাঁহাকে পরমা ব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া নমস্কার করি। ২১

যেজ্যাদি মখ, যোগ, সর্ব্যাধার, পরাৎপর, বিশোধয়ন্ত, পরম ওঁ-বেদবিদ্গণের বর। ২২

যে কবি পূর্বকালে উপাসনা করিয়াছেন, ভক্তপূজ্য, বিশ্বেঃ (বিশ্বরূপ), পরিপূর্ণতম বিভু। ২৩

রাজমন্ত্রসমাযুক্ত, শার্ঙ্গ (১), রাজেন্দ্র, বর, সমস্ত, মহতাং, সমস্ত, মহৎ, প্রভু। ২৪

পরাৎপরাণাং সত্য, আনন্দ, স্বরূপ, সর্বসিদ্ধি রূপে ঈশ্বর, সর্বসিদ্ধিদ এবং সিদ্ধিদাতা। প্রকৃতির পর অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ঈশান্ (ঈশান ব্রহ্মরুদ্রে অথচ পরমেশ্বরে ঈশনশীলতাঃ), নির্গুণ, নিরধিষ্ঠেয়, আদ্য, পুরুষ, অব্যক্ত, পুরুষুত এবং পুরুষ্টুত। ২৬

---

(১) "অগ্নি, আকাশ, পর্বত, বিশ্বনিয়ন্তা, অনন্তাকাশ, ধনুর্দ্ধারি" এই ছয়টি অর্থ আছে।

(২) "ভগবদ্ভাগবত পাঠে শিব"নিধি আছে। "শাঙ্গধর শিবমুরারি" ইতি ঃ।

[illegible]
নারদো বৈষ্ণবঃ [illegible] ॥ ২৮
এবং [illegible]
নিরূপিতং [illegible] ॥ ২৯
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সৌতিশৌনকসংবাদে
ব্রহ্মখণ্ডে পরব্রহ্মনিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

[illegible] (অধিষ্ঠাতৃ) (১) এই [illegible] ২৮

[illegible] ২৯

(১) "[illegible]" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীব্যাসদেব-প্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে পরব্রহ্ম নিরূপণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

(সৃষ্টিনিরূপণম্,—কৃষ্ণদেহাৎ নারায়ণাদীনামাবির্ভাবঃ, তৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তবনঞ্চ ।)

সৌতিরুবাচ

দৃষ্ট্বা শূন্যময়ং বিশ্বং গোলোকঞ্চ ভয়ঙ্করম্,
নির্জন্তুং নির্জলং ঘোরং নির্বাতং তমসাবৃতম্ ॥ ১
বৃক্ষশৈলসমুদ্রাদিবিহীনং বিকৃতাকৃতি-
নির্মূর্তিকং নির্ধাতু চ নিঃশস্যং নিস্তৃণং দ্বিজ ॥ ২
আলোচ্য মনসা সর্বমেক এবাসহায়বান্ ।
স্বেচ্ছয়া স্রষ্টুমারেভে সৃষ্টিং স্বেচ্ছাময়ঃ প্রভুঃ ॥ ৩
আবির্বভূবুঃ সর্বাদৌ পুংসো দক্ষিণপার্শ্বতঃ ।
ভবকারণরূপাশ্চ মূর্তিমন্তস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৪
ততো মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্র এব চ
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাশ্চৈবেতি সংজ্ঞকাঃ ॥ ৫
আবির্বভূব তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ
শ্যামো যুবা পীতবাসা বনমালী চতুর্ভুজঃ ॥ ৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ স্মেরমুখাম্বুজঃ
রত্নভূষণভূষাঢ্যঃ শার্ঙ্গী কৌস্তুভভূষণঃ ॥ ৭
শ্রীবৎসবক্ষাঃ শ্রীবাসঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীবিভাবনঃ
শারদেন্দুপ্রভামুষ্টমুখেন্দুসুমনোহরঃ ॥ ৮
কামদেবপ্রভামুষ্টরূপলাবণ্যসুন্দরঃ
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৯

নারায়ণ উবাচ

বরং বরেণ্যং বরদং বরার্হং বরকারণম্,
কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম তৎকর্মকারণম্ ॥ ১০

তৃতীয় অধ্যায়।

[সৃষ্টি নিরূপণ,—কৃষ্ণদেহ হইতে নারায়ণাদির আবির্ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্তুতি।]

এই বিশ্বসংসার এবং গোলোকধাম শূন্যময়, ভয়ঙ্কর, জন্তুহীন, জলবর্জিত, ঘোরতর, নির্বাত (বায়ুপ্রবাহরহিত), অন্ধকারে আবৃত, বৃক্ষ, পর্বত ও সমুদ্রাদিবিহীন, বিকৃতাকার, মূর্তিশূন্য, ধাতুবর্জিত, শস্যহীন এবং তৃণহীন দেখিয়া অসহায় একাকী শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মনে মনে আলোচনা করত স্বেচ্ছাময় প্রভু স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১-৩

সর্বাগ্রে সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সংসারের কারণস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ মূর্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইল। ৪

তাহা হইতে মহান্ (মহত্তত্ত্ব), অহং হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ নামে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ৫

তাহার পর স্বয়ং প্রভু নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাঙ্গ হইতে আবির্ভূত হন। তিনি শ্যামবর্ণ, যুবা, পীতবসনপরিহিত, বনমালাধারী ও চতুর্ভুজ। ৬

তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। তাঁহার মুখকমল মৃদুহাস্যযুক্ত, রত্নময় ভূষণে বিভূষিত, শার্ঙ্গধনুর্ধারী এবং বক্ষ কৌস্তুভমণি পরিশোভিত। ৭

বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, লক্ষ্মীর আবাস, সৌন্দর্যের আধার, শ্রীকে বর্দ্ধিত করেন, শারদীয় চন্দ্রপ্রভা অপেক্ষা মুখচন্দ্র মনোহর এবং [illegible] ৮

কামদেবের প্রভা [illegible] রূপলাবণ্যে সুন্দর নারায়ণ সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—বরস্বরূপ, বরণীয়, বরদাতা, বরযোগ্য,

অনাকুলমনাঃ পশ্চাদ্ভবিষ্যতি ভাগবম্,
ঘৃণে ত্বয়ি-পুত্র ন ন আত্মা ত্বমেবাত্মজাবধি । ১১
বিধায়ঃ কায়স্তত্ত্ব কায়েন কায়কৃত্যবিৎ,
সর্বং সংবেদয়ং ধীরো লীলাকল্পমুবাহ হ । ১২
যেনেদং বেদযোনিঃ বেদোক্তকলয়া জগৎ
বেদয়ে ঋষিবিত্তেন সর্বজ্ঞেনাবিয়ে নমঃ । ১৩
ইত্যুক্ত্বা ভক্তিযুক্তস্ত ন ঈশস্য মহাত্মনো
মহিমানমনে ধ্যায়ন্ পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিঃ ১৪
নারায়ণকলাঃ সোম্য কে পুংসোক্তি সবাধিতঃ
বিস্তরং ন সংক্ষিপ্তং শ্রোতুং ব্রহ্ম ন বিদ্মহে । ১৫
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্ । ।
জ্ঞাতয়ো লভতে জ্ঞাতিং যশো যশস্বিনো লভেৎ ১৬
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং ধর্মে চাপ্যধিকা মতিঃ
ভবতীতি ভবদ্ভক্তো ভবেন্মুক্তোঽপি সর্বতঃ ১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণকলা শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।

সমর্থ, প্রভূত ধনবান্, কার্যসম্পাদনে তৎপর, অতি, সেই কর্মফলের জ্ঞাতা, ফলপ্রদাতা, সেই ফলদাতা ফলস্বরূপ, বেদবিদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাকে, ব্রাহ্মণগণ, সনক প্রভৃতিরূপে যাঁহাকে আদি বলিয়া থাকি । ১০-১১

যাঁহার দেহের কামনা নাই, কিন্তু যিনি কামনাময় কামনার, কামনার ধাতা, সর্বজ্ঞ (অথবা সর্ব—শিব স্বরূপ), সর্বেশ্বর, সর্বাত্মক, সমাধীশ্বরগণ, যোগেশ্বরী, যোগের বীজ প্রদানকর, যোগবিদ্যা প্রদানকারী, ব্রহ্মকর, বেদজ্ঞ, বেদের বিস্তারকর, সমস্ত যোগৈশ্বর্যের মধ্যে যেই সমস্ত কারণরূপের আদি বলিয়া থাকি । ১২-১৩

এই কথা বলিয়া সেই নারায়ণ সখা ঋষিকেশ শ্রীহরির সম্মুখে হৃষ্টচিত্তে মুনিবরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ভক্তিযুক্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন । ১৪

যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে নিত্যকাল এই নারায়ণকলা স্তোত্র জপ করে কিংবা নিত্য পাঠ করে, সেই ব্যক্তির যোগের পার লাভ হয় না । ১৫

পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে, ধনার্থী ধনের প্রাপ্ত হয়, জ্ঞাতিকুল জ্ঞাতি লাভ করে এবং যশস্বীর যশ লাভ করিয়া থাকে । ১৬

নারায়ণের সহিত্ত যদি কেহ এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে সে নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া যায় । স্তোত্রের ফলশ্রুতি

ঋষিরিত্থং বৃতস্তাভ্যাং ভগবান্ বাদরায়ণঃ
তথেত্যমোঘবরদো বদর্যাং ন্যবসৎ হরিঃ । ১৮
ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া
নরনারায়ণোৎপত্তিং মাহাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ । ১৯
যস্তুত্তমশ্লোকগুণানুবাদং
সংকীর্তয়ন্ সংস্মরতে মনুষ্যঃ
ভক্তিং পরাং কীর্তিমনন্তকামং
লব্ধ্বা ধুনোত্যঞ্জসা কর্মবন্ধম্ । ২০

সৌতিরুবাচ

আশ্রুত্যৈতদ্ ব্রহ্মপুত্রাদ্ব্যাসো যোগার্ণবঃ কৃতী
ব্যধত্তাভিমতার্থানাং পারম্পর্যং যথাগুরু । ২১
ধর্মাদীনাং ফলানাং চ নৈপুণ্যেন ব্যবস্থিতাম্
বীক্ষ্য তীর্থাভিগমনং পুণ্যক্ষেত্রনিষেবণম্ । ২২
বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনঃ শমম্
ভাগবতোত্তমাদ্ ভাগবতপুরাণাধ্যয়নং তথা । ২৩
ভূয়োঽর্থমৃষিভিঃ পৃষ্টঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ
প্রোবাচেদং মহাজ্ঞানী মহাভারতমাদরাৎ । ২৪
পূর্বস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ হরেণ তনুমীয়ুষা
নরনারায়ণাখ্যানে তপসে ধর্মবর্মণা । ২৫
শ্রীকৃষ্ণস্য নরস্যাথ সখ্যায় জগদাত্মনঃ
পুরুষদ্বিতয়ঞ্চাপি নারায়ণমরিন্দম । ২৬

সাধক হইয়া যদি এই স্তোত্র জপ করে, তাহা হইলে সেই যোগী যোগ হইতে মুক্তিলাভ করে । ১৭

ভাগবতপুরাণে নারায়ণ-কৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র সমাপ্ত ।

সৌতি কহিলেন,—ভগবান্ পরাশর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে হইতে ব্রহ্মপুত্র ব্যাসদেবের নিকট আসিলেন, বিশ্বপ্রকাশকারী পরাশরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ২৮

তিনি যথাযথ উত্তরে তাঁহার মূলে যেমন ভাবে তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন । তখন পুত্রের এই ব্যবহারের পরম ঈশ্বর ব্রহ্মপুত্র এবং ব্রহ্ম, তাঁহার দেহের (অন্তরীক্ষে) ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন । ২৯

তিনি যজ্ঞে বিষ্ণুর ও শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তত্ত্ব এই সমস্ত জগৎকারণ ব্রহ্ম আছে । এই পরমপুরুষ সমস্ত বিশ্ব পুরুষগণের ঈশ্বর, স্বয়ম্ভূ, যোগিগণের গুরু ভগবান্ ব্যাস । ৩০

ইতি ব্রহ্মার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপ, ব্রহ্ম ব্রহ্ম, বিশ্ব (জগৎস্বরূপ), জ্ঞান ও জ্ঞানস্বরূপ, মহাজ্ঞানী এবং মহাজ্ঞানের প্রকাশক পরমেশ্বর । ৩১

পূর্বকল্পের মধ্যে প্রজাপালী, ব্রহ্ম ধর্মরীর, ধর্মবান্, বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রধান এবং ভগবানের যোগমায়ায় হইয়া ধর্মিষ্ঠগণের । ৩২

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করত শ্রীকৃষ্ণমুখে তাঁহার মর্যাদা পূর্ণভাবে বর্ণিত দেখিয়া, তখন তিনি ভক্তিপূর্ণ-সোহাগে অতিশয় আদর করে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৩৩

মহাদেব উবাচ

জয়স্বরূপং জয়দং জয়েশং জয়কারণম্
প্রবরং জয়দানাং চ বন্দে তমপরাজিতম্ ॥ ২৪
বিশ্বং বিশ্বেশ্বরেশং চ বিশ্বেশং বিশ্বকারণম্
বিশ্বাধারং চ বিশ্বস্তং বিশ্বকারণকারণম্ ॥ ২৫
বিশ্বরক্ষাকারণং চ বিশ্বঘ্নং বিশ্বজং পরম্।
ফলবীজং ফলাধারং ফলং চ তৎফলপ্রদম্ ॥ ২৬
তেজঃস্বরূপং তেজোদং সর্ব্বতেজস্বিনাং বরম্
ইত্যেবমুক্ত্বা তং নত্বা রত্নসিংহাসনে বরে
নারায়ণং চ সম্ভাষ্য স উবাস তদাজ্ঞয়া ॥ ২৭
ইতি শম্ভুকৃতং স্তোত্রং যো জনঃ সংযতঃ পঠেৎ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিজয়ং চ পদে পদে ॥ ২৮
সন্ততং বর্দ্ধতে মিত্রং ধনমৈশ্বর্য্যমেব চ
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃখানি দুরিতানি চ ॥ ২৯
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শম্ভুকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

সৌতিরুবাচ

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ বক্ষসঃ পরমাত্মনঃ
[illegible] ॥ ৩০
[illegible]
[illegible] ॥ ৩১
[illegible]
[illegible] ॥ ৩২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
শ্রীকৃষ্ণস্য [illegible]
[illegible] ॥ ৩৪

ধর্ম্ম উবাচ

[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৬

মহাদেব কহিলেন,—যে জয়স্বরূপ। জয়দ, জয়েশ, (জয় দানের অর্থ সর্ব্বাধিকার উৎকর্ষিতা।) জয়কারণ, [illegible], জয়দাতৃগণের প্রধান, অপরাজিত পরম পুরুষ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

যিনি বিশ্বরূপ (ব্রহ্ম, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ) বিশ্বেশ্বরগণের ঈশ্বর, বিশ্বেশ, বিশ্বকারণ, বিশ্বাধার, বিশ্বস্ত (বিশ্বাসপাত্র) এবং বিশ্বকারণের কারণস্বরূপ, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ২৫

যিনি এই বিশ্বের রক্ষার কারণ, বিশ্বসংহারী, [illegible] (বিরাট্রূপ)। [illegible] ফলের বীজস্বরূপ, ফলাধার, ফলস্বরূপী এবং সেই ফলদাতা যিনি, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ২৬

যিনি তেজঃস্বরূপ, তেজোদাতা ও সমস্ত তেজস্বিগণের শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে বন্দনা করি। এইরূপে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করতঃ উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে [illegible] নারায়ণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে উপবেশন করিলেন ॥ ২৭

মনুষ্য এই শম্ভুকৃত স্তোত্র সংযত হইয়া পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে তাহার বিজয় লাভ হয় ॥ ২৮

তাহার সতত মিত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, [illegible] ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শম্ভুকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রানুবাদ।

সৌতি বলিলেন,—তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১-৩৫

আমি [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৩৬

[illegible]

মূলাধারবরাসার্থে স্বাধিষ্ঠানমনাশ্রিতম্ ।
মানেষ্বরঃ মানমধ্যে মানোন্মানমনুত্তমম্ ॥ ৩১
ইত্যেতানুক্তা যঃ কল্পা হরিমিশ্রাদয়ো মতে
নারায়ণেনো মন্ত্রাস্তে ন ঈশান উবাচহ ॥ ৩৮
ইতি প্রজাপতেঃ শ্রুত্বা প্রোক্তমেব চ যঃ পরৈঃ
পাপানি তস্য নশ্যন্তি দুঃস্বপ্নঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৩৯
অতিবর্ষতি যোগিন্দ্রে পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ।
অকীর্তিঃ ক্ষয়মায়াতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
ইতি ঈশ্বরোপদেশে প্রজাপতিঃ শ্রীকণ্ঠোক্তম্
আবির্ভূয় স্বয়ম্প্রাণ্য ব্রহ্মণঃ পরমাসনম্ ।
মধ্যতঃ পুরুষ কল্পিং তত্ত্বার্থে ভট্টারকঃ ॥ ৪১
সর্বমাত্মা চ সর্বজ্ঞঃ সর্বেষাং সর্বিতা প্রভুঃ
সমঃ সর্বত্র সর্বত্রো নিত্যমেকোঽবিকল্পিতঃ ॥ ৪২
সর্বজ্ঞানময়ো ধর্ম্মী বিশ্বাত্মা বিশ্ব এব চ ।
ন ব্রহ্মা বিষ্ণবঃ শর্বঃ পরমঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৩
শ্রীরুদ্রপুরুষঃ শিবো প্রভবো মহান্ ভূবি ।
ভূতাদি পরমাত্মাত্মা সর্বেষাং ভবভাবনঃ ॥ ৪৪
রুদ্রঃ বিষ্ণুঃ ব্রহ্মভবঃ পরম স্বয়মীশ্বরঃ
যোগিনঃ পরমাত্মেতি কথয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৪৫
ষোড়শৈতে ষোনীনাং ষোনাঃ ষোড়শধা বিদুঃ ।
ষড়ানীশ ষোড়ধা ষোড়শপুরুষাধিপম্ ॥ ৪৬
ষোড়শাস্ত-ষোনীশমাদ্যং প্রবদন্তি পুরুষোত্তমম্
ভূমে নমস্যন্ত্যাদ্যং ব্রাহ্মণাস্তা মনোহরম্ ॥ ৪৭
ইত্যাদ্যায়া মনুর্দ্বিত্বং বহুনি-ষাদনে বদে ।
রুদ্র-বিষ্ণু-ব্রহ্মণাস্তান্ মন্ত্রান্ত ন ঈশান হ ॥ ৪৮
ত্রয়স্ত্রিংশতি নামানি ঋষয়স্তু প্রকাশনি চ
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ন দুঃখী নরো ভবী ॥ ৪৯
মৃত্যুকালে তরেদ্রোগং ভক্ত্যা নামং স্মরেদ্ যদি ।
ন ব্রাহ্মণস্য হরতঃ সুরাং হরিণস্য ব্রজেৎ ॥ ৫০

মূলাধার-ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণের বিধানকার, ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণিবাসী ব্রহ্মস্থানে অবস্থান ইত্যাদি শ্রীরুদ্রকে বলেন। ৫৮-৩৯

এইরূপ স্তব করিয়া ইন্দ্রা পরমাত্মা শ্রীরুদ্রকে প্রণাম করত নারায়ণ এবং ব্রহ্মাদেবের সহিত সমস্ত পূর্বতন শ্রীরুদ্রের অনুগমিত্বে এই উত্তম যুক্তিসিদ্ধান্তে উপদেশ করিলেন। ৩৮

এইরূপ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া (শৌচাদি সমাপনান্তে) পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার দুঃস্বপ্নও দূরীভূত হইয়া যায়। ৩৯

তাহার যোগিশ্রেষ্ঠ হরি পুত্র-পৌত্রাদি বৃদ্ধিকারিণী কীর্তি লাভ হয়, অকীর্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং সত্যই বলিতে হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪০

ব্রহ্মদেবের নিকট পুরাতনে উক্তরূপ শ্রীরুদ্রদেবের সম্বাদ।

পুরাতন বৃত্তান্তে,—ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীরুদ্রের নিজ হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইবার ইতিহাস-যোজিতরূপে তোমার এই পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। ৪১

ইনি সকলের সাক্ষী, সর্বজ্ঞ, সকলের সকল বিষয়ই জানেন, সর্বত্র অবস্থানী, পরমাত্মা এবং বিশ্বের ও তোমারও। ৪২

ইনি সর্বজ্ঞানময়, ধর্মাত্মা, বিশ্বী, সর্বাত্মা, আমার এবং পরমাত্মা শ্রীরুদ্রেরও কথা (আদি) হইতে উৎপন্ন ইনিই সকল প্রাণিগণের ধর্ম (ধৃতরাষ্ট্রের অর্থের ন্যায়কর্তা)। ৪৩

এই ধর্ম যেই সময় শ্রীরুদ্রের নিজরূপ অবলম্বন করত: পুরুষে সমস্ত প্রকাশ হইয়া সর্বত্রভাবে সর্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীরুদ্রের ন্যায় আছেন বলিয়াও। ৪৪

১। রুদ্র, ২। বিষ্ণু, ৩। ব্রহ্মভব, ৪। পরমাত্মা, ৫। ঈশ্বর, ৬। যোগিন্, ৭। পরমাত্মন্, ৮। এক (অদ্বিতীয়), ৯। অজর, ১০। অমৃত, ১১। ষোড়শধা, ১২। ষোনীশ, ১৩ ষোন্ (যে পুরুষের আদি হইতে ষোলটা) ১৪। ষোড়শধা, ১৫। বিষ্ণু (সর্বব্যাপী), ১৬। ষোড়শের আদি (অর্থাৎ যে-পুরুষের আদি ষোড়শধা, ষোলটি পুরুষেরই আদি), ১৭। ষোড়শিধারী, ১৮। ষো-ষোনিপুরুষধারী, ১৯। ষো, ষোন ও ষোনীবর্গের মধ্যে অবস্থানকারী, ২০। প্রধান, ২১। পুরুষোত্তম, ২২। ব্রাহ্মণিধারী, ২৩। ব্রহ্মাদের ইত্যাদি ব্রহ্মস্তোত্রযুক্ত শ্রীরুদ্রকে বন্দনা করি। ৪৫-৪৯

এই শ্রীরুদ্রস্তোত্রের যুক্তিসিদ্ধিসমাপ্তি নাম উচ্চারণ করিয়া যদি মৃত্যুকাল হইলে (যদি মৃত্যুকাল সমস্ত পরিচিত হইয়াই পূর্বাপর ক্রম করিয়াছিলেন।) উঁহার হইয়া ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগের সহিত সহকারে করত শ্রীরুদ্রের নামানুসারে এই স্তোত্র ভক্ত নিজস্বরূপে উপস্থিতি হইলেন। ৫০

অর্থাৎ মরণ হইতে নির্ণয় (শ্রীরুদ্রের)। এই যুক্তিসিদ্ধি নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সুখী হইবে এবং সর্বত্র মঙ্গলময় করিবে। ৫১

মৃত্যুসময়ে সেই ব্যক্তি অবশ্যই তরিয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর শ্রীহরির ধামে গমন করিবে এবং শ্রীহরির নাম করিবার অবশ্যই সুযোগ পাইবে। ৫০

আছে তাহাদের। ৪৪

১। রুদ্র, ২। বিষ্ণু, ৩। ব্রহ্মভব, ৪। পরমাত্মা, ৫। ঈশ্বর, ৬। যোগিন্, ৭। পরমাত্মন্, ৮। এক (অদ্বিতীয়), ৯। অজর, ১০। অমৃত, ১১। ষোড়শধা, ১২। ষোনীশ, ১৩ ষোন্ (যে পুরুষের আদি হইতে ষোলটা) ১৪। ষোড়শধা, ১৫। বিষ্ণু (সর্বব্যাপী), ১৬। ষোড়শের আদি (অর্থাৎ যে-পুরুষের আদি ষোড়শধা, ষোলটি পুরুষেরই আদি), ১৭। ষোড়শিধারী, ১৮। ষো-ষোনিপুরুষধারী, ১৯। ষো, ষোন ও ষোনীবর্গের মধ্যে অবস্থানকারী, ২০। প্রধান, ২১। পুরুষোত্তম, ২২। ব্রাহ্মণিধারী, ২৩। ব্রহ্মাদের ইত্যাদি ব্রহ্মস্তোত্রযুক্ত শ্রীরুদ্রকে বন্দনা করি। ৪৫-৪৯

এই শ্রীরুদ্রস্তোত্রের যুক্তিসিদ্ধিসমাপ্তি নাম উচ্চারণ করিয়া যদি মৃত্যুকাল হইলে (যদি মৃত্যুকাল সমস্ত পরিচিত হইয়াই পূর্বাপর ক্রম করিয়াছিলেন।) উঁহার হইয়া ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগের সহিত সহকারে করত শ্রীরুদ্রের নামানুসারে এই স্তোত্র ভক্ত নিজস্বরূপে উপস্থিতি হইলেন। ৫০

অর্থাৎ মরণ হইতে নির্ণয় (শ্রীরুদ্রের)। এই যুক্তিসিদ্ধি নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সুখী হইবে এবং সর্বত্র মঙ্গলময় করিবে। ৫১

মৃত্যুসময়ে সেই ব্যক্তি অবশ্যই তরিয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর শ্রীহরির ধামে গমন করিবে এবং শ্রীহরির নাম করিবার অবশ্যই সুযোগ পাইবে। ৫০

নিত্যং সর্বত্র যত্নেন ধ্যানেন স্মরতি প্রভুম্ ।
চতুর্বিংশৎ ক্রমেণৈব দত্তঃ ফলং লভেৎ ॥ ৫১
যং দৃষ্ট্বা সর্বপাপানি পলায়ন্তে ভয়েন চ
ভুজঙ্গা ইব সর্পাণি বৈনতেয়বিলোকনাৎ ॥ ৫২
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে ধর্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্,

সৌতিরুবাচ

আবির্বভূব কন্যৈকা ধর্মস্য বামপার্শ্বতঃ
মূর্তিমূর্তিমতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয়া কমলোপমা ॥ ৫৩
আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৫৪
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৫৫
সস্মিতা সুদতী শ্যামা সুন্দরীণাঞ্চ সুন্দরী ।
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা ॥ ৫৬
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী ॥ ৫৭

যিনি ভারতে থাকিয়া প্রতিদিন যত্নসহকারে শ্রবণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠ মানবের জরামৃত্যু কখনও হয় না। ... —এই স্তুতি পাঠ করিলে ফললাভ হইয়া থাকে। ৫০

গরুড়কে দেখিয়া সর্পগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ যাঁহাকে দেখিয়া সকল পাপ পলায়ন করে এবং ... পলায়ন করিয়া থাকে। ৫২

ব্রহ্মবৈবর্ত-মহাপুরাণে ধর্মকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র সমাপ্ত।

সূতপুত্র বলিলেন,—অতঃপর ধর্মের বামপার্শ্ব হইতে 'মূর্তি' নামে এক মূর্তিমতী কন্যা দ্বিতীয়া কমলার ন্যায় সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইলেন। ৫৩

তাহার পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বীণা ও পুস্তক-ধারিণী শুক্লবর্ণা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। ৫৪

কোটি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্না, শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, বহ্নিশুদ্ধ বসন-পরিহিতা, রত্নভূষণে বিভূষিতা, ঈষদ্ধাস্যযুক্তা, সুন্দর দন্ত-শোভিতা, শ্যামা, সুন্দরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, শ্রুতি, শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণের জননী, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী, কবিগণের ইষ্টদেবী, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, শান্তরূপা সরস্বতী। ৫৫-৫৭

গোবিন্দপুরতঃ স্থিত্বা জগৌ প্রথমতঃ স্তবম্ ।
তন্নামগুণকীর্তিঞ্চ বীণয়া সা ননর্ত চ ॥ ৫৮
কৃতানি যানি কর্মাণি কল্পে কল্পে যুগে যুগে
তানি সর্বাণি হরিণা স্তুবন্তী সংস্তুতিস্ম সা ॥ ৫৯

সরস্বত্যুবাচ

রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্ ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৬০
রাসেশ্বরং রাসকরং বরং রাসেশ্বরীশ্বরম্,
রাসাধিষ্ঠাতৃদেবঞ্চ বন্দে রাসবিনোদিনম্ ॥ ৬১
রাসায়াসপরিশ্রান্তং রাসবাসবিহারিণম্ ।
রাসোৎসুকানাং গোপীনাং কান্তং শান্তং মনোহরম্ ॥ ৬২
প্রণম্য চ যমিত্যুক্ত্বা প্রহৃষ্টবদনা সতী
উবাস সা সকামা চ বহ্নিকান্তে বরে ॥ ৬৩
ইতি বাণীকৃতং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ
বুদ্ধিমান্ ধনবান্ সোঽপি বিদ্যাবান্ পুত্রবান্ সদা ॥ ৬৪
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সরস্বতীকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

এই দেবী গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করতঃ বীণা-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান, এবং কীর্তিগাথা গান করিতে এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি যুগে যুগে কল্পে কল্পে যে সব কর্ম করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবী সরস্বতী এই সময় সুধা মাখাইয়া গান করিলেন। অতঃপর যুক্তপাণি হইয়া বাগ্দেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ৫৮-৫৯

সরস্বতী বলিলেন,—যিনি রাসমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন, রাস উল্লাসে সমুৎসুক হন, রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, রত্নভূষণে বিভূষিত, রাসেশ্বর, রাসকর, সর্বশ্রেষ্ঠ, রাসেশ্বরী শ্রীরাধার পতি, রাসাধিষ্ঠাতা এবং রাসবিনোদী, সেই দেব শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ৬০-৬১

রাসবিলাস করিয়া, রাসে শ্রমে পরিশ্রান্ত, রাসে বিহারকারী, রাসোৎসুক গোপীদিগের কান্ত—শান্ত চিত্ত, শান্ত ও মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ 'আমি এবং তাঁহারই' এই কথা বলিয়া আনন্দিত বদনে সেই দেবী সরস্বতী কামনাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৬২-৬৩

প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সদা বুদ্ধিমান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে। ৬৪

ব্রহ্মবৈবর্ত-মহাপুরাণে সরস্বতীকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র সমাপ্ত।

লৌহিত্যাচ

আবির্ভূয় ততঃ [illegible]।
একা দেবী যৌবনশ্রী [illegible] ॥ ৬৮
পীত[illegible] মহিতা [illegible]।
[illegible] যা [illegible] ॥
[illegible] ॥ ৬৯
সা ততঃ পুনঃ [illegible]।
তৃতীয় [illegible] ॥ ৬১

[illegible]

মহা[illegible] মহা[illegible] মহা[illegible]
মহা[illegible] মহা[illegible] মহা[illegible] ॥ ৬৮
[illegible] শ্রীরিতি [illegible]
[illegible] ॥ ৬৯
আবির্ভূয় [illegible]।
[illegible] ॥ ৭০
[illegible]।
[illegible] ॥ ৭১

[illegible] একা দেবী আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৬৮

তিনি [illegible], [illegible] দেবী সরস্বতী। [illegible] করিলেন ॥ ৬৯

তিনি [illegible] করিলেন ॥ ৬৭

সরস্বতী কহিলেন,—[illegible] আমার [illegible] ([illegible]) [illegible] করি ॥ ৬৮

এই কথা বলিয়া [illegible] দেবী [illegible] করিলেন ॥ ৬৯

[illegible] দেবী [illegible] আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৭০

[illegible]।
[illegible] ॥ ৭২
[illegible]
[illegible] পূর্ণা [illegible] ॥ ৭৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৫
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৭৬

[illegible]

[illegible] সর্বরূপিণী ॥
[illegible] ॥ ৭৭
[illegible]।
[illegible] ॥ ৭৮

এই দেবী [illegible] ॥ ৭১

ইনি [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] এই দেবী [illegible] ॥ ৭২

ইনি [illegible] দেবী এবং [illegible] দেবী [illegible] ॥ ৭৩

ইনি [illegible] ত্রিশূল, শক্তি, [illegible] ([illegible]), [illegible]—এই সব [illegible] করিলেন ॥ ৭৪-৭৫

প্রকৃতি দেবী কহিলেন,—আমি [illegible] এই [illegible] ॥ ৭৭

আমি [illegible]

[illegible] যাঃ স্তম্ভ চান্দ্রপূর্ণিকম্
চতুর্বিংশতিকালে চ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ ॥ ৭৯
তত্র ব্রহ্মাণ্ডকুলানি পতিতুং কঃ ক্ষমো বিভো
রোমকূপোদ্ভবা যস্য বিষ্ণুকোটিঃ [illegible] ॥ ৮০
[illegible] বিশ্বেষু বেষাং ব্রহ্মাণ্ডবাসিনাম্
স্তবিতুং শক্তি বা দেবাঃ প্রভুঃ [illegible] ॥ ৮১
পরিপূর্ণতমঃ শীঘ্রং স্তম্ভ চান্দ্রপূর্ণিকম্
মহান্ বিরাড্‌, যৎকলাংশো বিশ্বাসংখ্যাশ্রয়ো বিভো
স্তম্ভ চান্দ্রপূর্ণঃ ত্বং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮২
যং স্তোতুমক্ষমা অন্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ
বেদা অহঞ্চ বাণী চ ত্বং তং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮৩

বেদাশ্চ বিদ্যাং যস্য স্তোতুং শক্তা ন পণ্ডিতাঃ ।
নির্লক্ষ্যং কঃ কথং স্তোতুং কঃ নিরীহং ক্ষমো ভবেৎ
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দুর্গা রত্নসিংহাসনে বরে ।
উবাস নত্বা শ্রীকৃষ্ণং তুষ্টাব তং সুরেশ্বরী ॥ ৮৪
ইতি দুর্গাকৃতং স্তোত্রং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
যঃ পঠেদর্চনাকালে স জয়ী সর্বতঃ সুখী ॥ ৮৬
দুর্গা তস্য গৃহং ত্যক্ত্বা নৈব যাতি কদাচন ।
ভবাব্ধৌ যশসা ভাতি যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনক-সংবাদে সৃষ্টিনিরূপণে দুর্গাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

নারী। আপনিই নানা রূপধারী পতি (নারায়ণ), পতি (আত্মারূপে), পত্নী (লক্ষ্মীরূপে), স্ত্রী, পার্বতী এবং পুরুষ স্বরূপ[illegible] ॥ ৭৮

আমি অনন্ত প্রকারে পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে প্রণাম করি। আপনার (যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনার) চতুর্বিংশতি নিমেষকালমাত্রে ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে ॥ ৭৯

হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর! আপনার স্তব কে করিতে সমর্থ হইবে? যে আপনি এই রোমকূপসমূহে কোটি কোটি বিষ্ণুকে পুষ্ট করেন, এই বিশ্বব্যাপী মহান্ বিরাট্‌কে এবং ব্রহ্মাদি দেবতাকে সৃজন করিয়া থাকেন। আপনি লীলাচ্ছলে অনায়াসে তাহা কর, উক্ত দেবীগণও স্তুতি করিতে সমর্থ ॥ ৮০-৮১

পরম রমণীয় পরিপূর্ণতম আপনাকে আমি সম্যক্‌রূপে স্তব করিতেছি। হে বিভো! আপনার যে কলার অংশ, মহান্ এই বিরাট্‌, তিনিই অসংখ্য বিশ্বের আশ্রয়। আমি সেই ঈশ্বর পরমাত্মা আপনাকে আনন্দের সহিত নমস্কার করি ॥ ৮২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ, বেদগণ, বাণী ও আমি উঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ নহি, আমি সেই প্রকৃতি ঈশ্বর নিত্য অথবা প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৮৩

বেদসমূহ ও বিদ্যাবিদ্‌গণ যাঁহাকে স্তব করিতে এবং লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন না, সেই নির্লক্ষ্য পরমাত্মা আপনাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? আমি সেই নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৮৪

এই কথা বলিয়া সেই দুর্গা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত এক উত্তম রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সুরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

এই দুর্গাকৃত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র যে ব্যক্তি পূজাকালে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্বত্র জয় লাভ করে এবং সুখী হয় ॥ ৮৬

দেবী দুর্গা তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র গমন করেন না। এই সংসারসমুদ্রে সেই ব্যক্তি যশে দীপ্তিমান হয় এবং অন্তে শ্রীহরির পরম পদে গমন করে ॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে সৃষ্টিনিরূপণপ্রসঙ্গে দুর্গাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বোঽধ্যায়ঃ।

(পূর্বোধ্যায়ান্তে সাবিত্রীস্তুতিরেবৌদ্যমাবির্ভাবং, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিং, মহাবিষ্ণুস্তবমাবির্ভাবশ্চ।)

সৌতিরুবাচ

আবির্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
ওঙ্কারঃ প্রণবো বেদো বীজং সর্বাত্মনো মহৎ। ১

গুরুপ্রণবসংযুক্তা সর্বমন্ত্রস্বরূপিণী
বিষ্ণোঃ ষড়ক্ষরাদ্যা সা সাবিত্রী প্রকীর্তিতা। ২

সা তূষ্ণীং পুনঃ স্থিত্বা পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
পুটাঞ্জলিকৃতা সাধ্বী ভক্তিনম্রাতিভক্তিতঃ। ৩

সাবিত্র্যুবাচ

নমামি সর্বহেতুং তং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্
পরাৎপরতরং শ্রেষ্ঠং নির্বিকারনিরঞ্জনম্। ৪

ইত্যুক্ত্বা সাবিত্রী দেবী তুষ্ণীমাসনে স্থিতে।
উবাচ শ্রীহরিঃ সদ্যঃ পুলকেন সমন্বিতঃ॥

আবির্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
মায়াবীজং পুনঃ ত্রিঃ সা পুরতো হর্ষসংযুতঃ। ৬

মন্ত্রো মন্ত্রবিদাং সর্বেষাং পঞ্চানাং কামিনাম্,
ত্রয়াণাং সম্মতঃ নিত্যং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ৭

তস্য পূতো বামকর্ণে কামস্য কামিনী বধূঃ
বহ্নিজায়েতি সংযুক্তা সর্বেষাং মোহকারিণী। ৮

তূষ্ণীমাস্তে পুনর্দেবী যাঃ দৃষ্ট্বা মন্মথাদয়ঃ,
ভয়ং যযুঃ তেন সমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ৯

ততো দৃষ্টো বামকর্ণে কামস্য কামিনী বধূঃ
বহ্নিজায়েতি সংযুক্তা সর্বেষাং মোহকারিণী। ১০

তূষ্ণীমাস্তে পুনর্দেবী যাঃ দৃষ্ট্বা মন্মথাদয়ঃ,
ভয়ং যযুঃ তেন সমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ১১

ততো দৃষ্টা তয়া সার্দ্ধং স উবাচ বচনং পুনঃ
সপ্তদিগ্বাসনে রম্যে পঞ্চবাণো বসুর্যতঃ। ১২

মায়াবীজং তদর্দ্ধেন ত্রিযুতং শোভনং তথা
উবাচেমং পঞ্চবাণান্ পঞ্চবাণো বিমোহিতঃ। ১৩

বাণাস্তিষ্ঠেন সর্বাঙ্গে তাবা বাণপরীক্ষয়া।
মন্ত্রঃ সর্বে সকামানাং বহ্নিজায়েতি ষোড়শী। ১৪

ইতি দৃষ্ট্বা ব্রহ্মমন্ত্রং বেদমাতৃং বসুং চ।
ব্রহ্মা তুষ্টো মহাদেবো বিষ্ণুশ্চ ক্ষুব্ধমানসঃ। ১৫

এই পুরুষ নিম্নের পঁচটী বাক্যের (১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিবেন, সেইজন্য ব্রহ্মাদিগণ এই পুরুষের নাম 'সৃষ্টা' বলিয়া অভিহিত করেন। ৭

সেই পুরুষের সাধারণ ভাষায় সমস্ত মোহকারিণী অধিনায়ক পূর্ণতমী কামদেবের সর্ব্বপ্রেষ্ঠা অগ্নিপত্নী আবির্ভূতা হইলেন। ৮

সেই ঈশ্বরোচ্চারিতমন্ত্রা সতী ব্রহ্মাদিকে দেখিয়া সমস্তদেবীর উপর 'ধাতৃ' (অনুরাগ) উৎপন্ন হইল, এই কারণে ঐশ্বরী পুরুষগণ তাঁহার 'ধাত্রি' এই নামকরণ করিলেন। ১১

অনুরাগী পঞ্চবাণ কামদেব রতি দেবীর সহিত শ্রীহরিকে স্তব করিয়া শ্রীহরির আদেশে এই ষোড়শী মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ১৩

মায়া, মন্মথ, পূর্ণ, শোষ ও ঈশানস্থ—এই পাঁচটী বাক্য পঞ্চবাণ সেই ভাষায় বাচ্য করেন। ১৬

ভাষাদেব তখন যখন পরীক্ষার জন্য এই মন্ত্র বাণ ভাষাদি উপর নিক্ষেপ করিলেন, উহা উহাদের শ্রীরাধা সকলের অন্তরাত্মার মধ্যে অর্থাৎ কামবীজাদি হইয়া রহিলেন। ১২

সেই অবসরে বহ্নিকে দেখিয়া ব্রহ্মার ধৈর্যচ্যুতি হইল। তখন অন্তর্যামী মহাদেবী ব্রহ্মা সেই ধৈর্যচ্যুতি মন্ত্র আহরণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

ধ্যায়ং ধ্যায়ং মদ্ভক্তো [illegible] পরমেশ্বরঃ
কোটিকালস্থায়িনং [illegible] মধুসূদনম্ ॥ ১৪

[illegible] মনঃ [illegible]
নিত্যানন্দস্বরূপং [illegible] চতুর্ভুজম্ ॥ ১৫

শিবস্য [illegible] ফণিভূষণঃ শিবঃ ।
তস্য [illegible] চকার হ ॥ ১৬

ততঃ প্রকৃতি [illegible]
আবির্বভূব পুরা [illegible] ॥ ১৭

[illegible] পুমান্ স [illegible]
[illegible] ॥ ১৮

আবির্বভূব [illegible] বামপার্শ্বাৎ
[illegible] মনোহরা ॥ ১৯

[illegible] বামপার্শ্বাৎ কন্যা দৈবী বভূব সা ।
[illegible] বিখ্যাতা [illegible] ॥ ২০

[illegible] শ্রীমান্ [illegible]
ন চ [illegible] ॥ ২১

তস্য [illegible] বামপার্শ্বাৎ কন্যা দৈবী বভূব হ ।
[illegible] পত্নী সা চ দেবী বায়বী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২২

কৃষ্ণস্য [illegible] বভূব হ ।
[illegible] পুরুষোত্তম ॥ ২৩

[illegible] বভূব হ
[illegible] ॥ ২৪

[illegible]
[illegible] পদম্ ॥ ২৫

ন [illegible]
[illegible] ॥ ২৬

[illegible]
[illegible] ॥ ২৭

শিব [illegible] সেই [illegible] হইল। তখন [illegible] হইতে [illegible] হইতে সেই [illegible] তিনি কোটি [illegible] ॥ ১৪

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দেখিয়া [illegible] ॥ ১৫

[illegible] তিনি। সেই [illegible] ॥ ১৬

সেই সময় [illegible] ॥ ১৭

এই [illegible] 'ব্রহ্মা' এই নামে [illegible] ॥ ১৮

[illegible] বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হন, [illegible] নাম 'ধারা'। [illegible] ॥ ১৯

[illegible] বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হন, এই [illegible] 'বাণী' [illegible] ॥ ২০

অতঃপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রীমান্ 'পবন' আবির্ভূত হন। তিনি সকলেরই প্রাণস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ॥ ২১

ঐ বায়ুর বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। সেই দেবী বায়ুর পত্নী 'বায়বী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ২২

এই সময় [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ॥ ২৩

সেই [illegible] আবির্ভূত হন। তিনি [illegible] ॥ ২৪

[illegible] ॥ ২৫

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] 'মহাবিষ্ণু' [illegible] ॥ ২৬

[illegible] ॥ ২৭

যৌ তলাস্ত মনুষ্যাং ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তভূতলৌ
নানারূপস্য তস্যেদং তয়োঃ যৌ তয়ান্ত ॥ ২৮
মনুষ্য যেন্দ্রিয়ে কৃত্স্নং ন বৈত্তন যেন্দ্রিয়া তয়োঃ ।

যত্রৈব সন্তি বিদ্যানি সা চ যৌ মনুষ্যতা ॥ ২৯
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে যৌক্তিকযৌমক-
সংবাদসৃষ্টিনিরূপণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

এই দুই শ্লোকে অথবা এক শ্লোকে ঈশ্বর সর্বাত্মক হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ক্ষিতি ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছেন। বিরাট শ্রীভগবান্ যাহাকে যে অবয়বে রাখিয়া যেই দুই শ্লোক বলিয়াছেন তাহা ও তাহাকে বিলয় করিয়াছিলেন ॥ ২৮

এই দুই শ্লোকে সম্পূর্ণ ভোগ সমস্ত ভোগীর উপযুক্ত বলিয়াছেন। এই ভোগীদেরই সকল বিষয় অবয়বে করিয়াছেন, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ২৯

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে যৌক্তিকযৌমক সংবাদসৃষ্টিনিরূপণে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টিনিরূপণে কালসংখ্যান, মানবকুলে ধারণা উৎপত্তি, ধারণ-কৃষ্ণকর্তৃকঃ যৌ-যৌগ-যৌগীনামাবির্ভাব, বিপ্রকৃতিস্থিতা মানবলক্ষণ, তদকারণানুপস্থিতিবর্ণন]

যৌমক উবাচ।

যৌগযৌগ-যৌগেশা যৌগেশকে কিং নিদানং কি মু
কল্পিতাঃ
কেনার্থং কথং ধারণাকুমর্তি কি ॥ ১

যৌক্তিকযৌ।

সর্বাদিসৃষ্টৌ যাঃ কল্পাঃ প্রলয়ে প্রলয়ে বিদাঃ
সর্বাদিসৃষ্টিকথনং কথয়া কথিতং ময়ি ॥ ১
সর্বাদিসৃষ্টৌ কথিতো ন নারায়ণযোগতঃ
প্রলয়ে প্রলয়ে যস্তো স্থিতো যৌ প্রকৃতিস্থ সা ॥ ৩

সর্বাদৌ ব্রহ্মকল্পস্য ভবিষ্যঃ কথিতং বিদ ।
নারায়ণস্তবকল্পো যৌ কথয়িষ্যামি যোগিনি ॥ ৪
ব্রাহ্মনারায়ণাখ্যান্ত কল্পান্ত দ্বিবিধঃ মুনে
কথা মুনাদি ভবাদি ক্রমেণ কথিতানি ন ॥ ৫
সদা-যোগা-নাশকল্প কল্পিতেতি চতুর্মুখ
দিনৈকস্য যন্তারিংশদ্ভির্দিবসা মুনা স্মৃতম্ ॥ ৬
অহস্তস্য দিবারাত্রং মুনামেকমুদাহৃতং ।
চতুর্দশস্য মনবঃ সকল্পে ব্রহ্মণো দিনে ॥ ৭
দিনৈকস্য যন্তারিংশৈর্দিবসৈর্বৈ ব্রহ্মণঃ ।
অহোরাত্রং সর্বলঃ দিবসানুদিনক্রিয়ম্ ॥ ৮

পঞ্চম অধ্যায়।

[সৃষ্টিনিরূপণে—কালসংখ্যান, মানবকুলে ধারণা উৎপত্তি, ধারণ-কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের যৌ, যোগ, যোগীদিগের আবির্ভাব, বিপ্রকৃতিস্থিতি মানবলক্ষণ এবং তদকারণের উপস্থিতি কথন।]

যৌমক বলিলেন,—যৌগে! যোগেশকে যৌ, যোগ ও যোগীগণ যে বিনাকারণে কল্পিত, ইহারা কি নিমিত্ত? কিসের কল্পিত? আমার এই সন্দেহভঞ্জনের জন্য আপনি এ বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলুন ॥ ১

যৌক্তি কহিলেন,—সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টিকালে যেরূপ সকলেরই কল্পিত হয় এবং প্রতি প্রলয় কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, যে বিষ। সর্ব্বপ্রথম যেরূপে সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টির কথা আমি আপনাকে বলিয়াছি ॥ ২

সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিকালে নারায়ণ ও নারায়ণের কল্পিত হন এবং প্রতি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যেরূপ থাকা হইয়া অর্থাৎ ৪ ও সৃষ্টি থাকন করিয়াই অবস্থান করেন। এইজন্য প্রকৃতি যেরূপ কল্পিতা

এবং এরূপ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিতে অবস্থান করেন ॥ ৩

যে যিনি। সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মকল্পের ভবিষ্য অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার আদি আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি। নারায়ণ-কল্প এবং পাদ্মকল্প—এই দুই কল্পের কথা বলিব, পরে ক্রম করিব ॥ ৪

মুনে। ৪র্থ দিন প্রকার—১। ব্রাহ্ম কল্প, ২। নারায়ণ কল্প, এবং ৩। পাদ্ম কল্প। যেভাবে প্রতি সৃষ্টি প্রলয় ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া আসে, তাহা আমি আপনাকে বলিয়াছি ॥ ৫

সদা, যোগা, নাশক ও কল্পি—এই চারি মুখ। বিধাতার যেই চারি মুখ এক দিনে মুখ হইয়া থাকে ॥ ৬

একটন দিনে একাত্তর (৭১) মুখ এক মনুর মুখ। একটন চতুর্দ্দশ মনুর কাল অতিক্রান্ত হইলে পর ব্রহ্মার একদিন হয় ॥ ৭

একটন দিন পর যাই দিনে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার এইরূপ একশত আট বৎসর আয়ু নির্দিষ্ট আছে ॥ ৮

এবমিত্যেবমালম্ব্য ভগবান্ পরমাত্মনঃ
ব্রহ্মস্তাত্মা মহঃ সদ্যবিভিন্নির্জগৎপতিঃ ॥ ৯
ভূত্বরূপা মহত্তত্ত্বাদ্ দাশর্থ্যাদয়ঃ পৃথক্
সপ্তকল্পান্তজীবী চ মার্কণ্ডেয়শ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ১০
ব্রহ্মণশ্চ দিনেনৈব স চ যাতি পরিক্ষয়ম্
বিশ্বস্রষ্টা মহাবিষ্ণো র্লোমকূপনিবাসিনম্ ॥ ১১
ব্রহ্মা-বায়ব-শাম্ভাশ্চ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টি বিক্রিয়াঃ ।
কল্পান্তরে যথা সৃষ্টিঃ কথয়ামি নিশাময় ॥ ১২
ব্রাহ্মে চ মেরিণীং সৃষ্ট্বা স্রষ্টা সৃষ্টিং চকার সঃ ।
মধুকৈটভয়োর্মেদৈর্যথা চক্রে চ মেদিনীম্ ॥ ১৩
যাবান্ যাঃ সমুদ্রাশ্চ সৃষ্টাঃ সর্বাঃ প্রজাপতেঃ ।
বিস্তারব্যাসবর্ষাণি যথা চাধিষ্ঠিতস্তথা ॥ ১৪
পাদে বিষ্ণোর্দ্বিপদে স্রষ্টা সৃষ্টিং বিধিরকরোৎ
ত্রিলোকীং ত্রিগুণাত্মানাং ত্রিগুণলোকস্রষ্টা যথা ॥ ১৫
এতস্মৃ কালসংখ্যানমুক্তং শ্রীবিষ্ণুপাদে

কিংকিয়দ্বিগুণং সৃষ্টেঃ কিং কৃতঃ প্রোচ্যতাম্বিকে ॥ ১৬

সৌরউবাচ

অতঃ পরস্তু লোমাক্ষে লোমাক্ষেষো মহান্ বিভুঃ
এবান্ সৃষ্ট্বা বিকরোতি ভূতে যাথাতথ্যমি ॥ ১৭

লৌকিকরাচ

এবান্ সৃষ্ট্বা ভগবাংস্তৌ পুরুষৌ স্থানমণ্ডলম্
এষৈঃ সহেতো ভগবানকরীত্তদ ॥ ১৮
যথাধারং কল্পপুরুষাণাং সংখ্যাস্তীব সংখ্যয়ম্ ।
সৃষ্টিস্তৌর্যক পুরুষঃ সৃষ্টিস্ত মণ্ডলাকৃতম্ ॥ ১৯
ঊর্ধ্বমাকৃতকস্তুরীকৃতৈস্তু পুরুষাকৃতম্
দক্ষিণাস্যঃ-শুক্ল-বাস্ত-মূর্ধাপর্যন্তবিগ্রহম্ ॥ ২০
পট্টসূত্রপ্রবিমুক্তবস্ত্রসদৃশৈঃ ।
ভাসুক্লস্যাস্তরাভাসঃ সমূহৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২১
ভস্মস্নানবিধানস্তুপাভাঃ কিংকাটিভিঃ
ভস্মপ্রলীপ্তভূমিভিঃ পুণ্যস্তুপাবিবাসিভিঃ ॥ ২২

ব্রহ্মণা এই আনুষ্ঠানে ইহাঁর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষজ্ঞান। ব্রহ্মার এই আনুষ্ঠানের অর্থাৎ মহাপুরুষের 'ভক্ত' বলিয়া ইহাঁর উল্লিখিত হইয়াছেন। ২

অন্যত্র দৃষ্ট হয় যে, তাহারা সপ্তকল্পাবধি বাঁচিয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় এইরূপ সপ্তকল্পজীবী এবং ইহাই তাঁহার মহিমার। ১০

ব্রহ্মার এক দিনেই যেই 'ভক্ত' হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইস্থানে ব্রহ্মার সংখ্যার পরিচয় মার্কণ্ডেয় মুনির আনুষ্ঠানিক বিশেষত্ব আছে। ১১

পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মার ৩ পাদ—এই তিন পাদ যেরূপে বর্তমান রহিয়া বিস্তার করিয়াছি, সেই তিন ভাগে যেরূপে সৃষ্টি হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১২

প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ব্রাহ্ম কল্পে মধু ও কৈটভের মেদে মেদিনীকে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৩

কিন্তু যাহার কল্প—একদাবধি বিধাতা অবশ্য সৃষ্ট—অনুরূপ সেই মেদিনীকে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু স্বাধিকার লাভ করিয়া অতিশয় মহত্তাকারে প্রকাশ করিয়া তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়া তিনি প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেন। ১৪

আর পাদ-ত্রয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আধিপত্যে অবস্থান করত যেরূপেতে, বৈকুণ্ঠলোক ও বিজয়াদি—এই বিশ্ব ত্রিলোকী ব্রহ্মলোকাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৫

সৌরউবাচ

অতঃ পরস্তু লোমাক্ষে লোমাক্ষেষো মহান্ বিভুঃ
এবান্ সৃষ্ট্বা বিকরোতি ভূতে যাথাতথ্যমি ॥ ১৭

লৌকিকরাচ

এবান্ সৃষ্ট্বা ভগবাংস্তৌ পুরুষৌ স্থানমণ্ডলম্
এষৈঃ সহেতো ভগবানকরীত্তদ ॥ ১৮
যথাধারং কল্পপুরুষাণাং সংখ্যাস্তীব সংখ্যয়ম্ ।
সৃষ্টিস্তৌর্যক পুরুষঃ সৃষ্টিস্ত মণ্ডলাকৃতম্ ॥ ১৯
ঊর্ধ্বমাকৃতকস্তুরীকৃতৈস্তু পুরুষাকৃতম্
দক্ষিণাস্যঃ-শুক্ল-বাস্ত-মূর্ধাপর্যন্তবিগ্রহম্ ॥ ২০
পট্টসূত্রপ্রবিমুক্তবস্ত্রসদৃশৈঃ ।
ভাসুক্লস্যাস্তরাভাসঃ সমূহৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২১
ভস্মস্নানবিধানস্তুপাভাঃ কিংকাটিভিঃ
ভস্মপ্রলীপ্তভূমিভিঃ পুণ্যস্তুপাবিবাসিভিঃ ॥ ২২

লোকত্রয় বাসীর উৎকর্ষের সর্বত্র বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া। ১৪

আদি সৃষ্টিবিষয়ে প্রশ্নের আলোচনা করিয়া সৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ করিয়া আলোচনা করিলাম। অতঃপর আপনি আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? ১৬

সৌরউ করিলেন,—মুনিগণ! সর্বজ্ঞানী ভগবান্ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই সব সৃষ্টি করিয়া তাহার পর যোগেশ্বর কি করিলেন? আপনি আমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করুন। ১৭

মুনিগণ বলিলেন,—সেই পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সব সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি উহাদের সকলের সহিত পরম প্রভাবে এবং আপনার অবতীর্ণ রামরূপে সকল করিলেন। ১৮

প্রকৃতির কল্পপুরুষের সংখ্যা করিবার মতোই, আমার বিস্তীর্ণ এবং সূক্ষ্ম ও সৃষ্টির রামরূপ মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ১৯

এই রামরূপ ঊর্ধ্ব, অকৃত, কস্তুরী ও কৃষ্ণবর্ণের বিশেষরূপে সংযোগ করা হইয়াছে। শরীর, মাথা (মুখ), হাত এবং মূর্ধা ও পর্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ২০

পট্টসূত্র প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম প্রকাশসমূহের মূক্ত আলোকমণ্ডলে যেই রামরূপ পরিবেষ্টিত আছে। ২১

উক্ত রামরূপবিশিষ্ট মণ্ডলসমূহের মধ্যে ভিন্ন কোটি রামরূপ প্রকাশ প্রকাশিত রহিয়াছে এবং পুণ্য ও পুণ্যকর্মের আশ্রয় যেই স্থান কৃষ্ণবর্ণের আছে। ২২

মুক্তাহারস্তোরণবন্দনমূলপরিবেষ্টিতৈঃ ।
অতীব লসিতাবয়বাভূদৌকঃ সুশোভিতম্ । ১৩
তস্য দ্বারা চ তৈঃ দ্বারৈঃ দক্ষিণাং দক্ষপার্শ্বতঃ ।
পূর্ণা দ্বারা বিনির্দিষ্টাস্তে বহুপুত্রনিবন্ধনম্ । ১৪
আবির্ভূয় ততৈকা বৃদ্ধা তস্য দ্বারপার্শ্বতঃ ।
বাসিনী পুণ্যবানীহ দ্বারাধ্যক্ষা প্রকীর্তা- সদে । ১৫
তস্যে দাতুং যোগমেতে না দ্বারা দ্বারে পুরঃ ।
তেন দ্বারা দ্বারপালা পুণ্যবিদ্ভিরিতোক্তম । ১৬
প্রাগাদিষ্টা তা দেবী যা বৃদ্ধা পরমাত্মনঃ ।
আবির্ভূয় প্রাণদত্তাঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী । ১৭
দেবী যোড়শবর্ষীয়া সর্বলোকমনোহরা ।
দক্ষিণতঃ শুভাচারা লসিতা সুখদায়িকা । ১৮
সুকোমলাঙ্গী লসিতা কুশবপুঃ চ সুন্দরী ।
বৃত্তস্তনযুগ্মরোধী পীনশ্রোণীপয়োধরা । ১৯

মধুরৌষধিতাম্বূলকুসুমহারৈঃ সদা বরা ।
বৃক্ষাস্তু বিবিধা। চারুবৃক্ষস্তু কিংশুকাহ্বয়া । ৩০
পরংপার্শ্বতো দ্বিপুরাস্তে তুষ্টুভাবনা
চারুশীর্ষিনী চারুপরংপক্ষলোচনা । ৩১
পদ্মেন্দ্রাক্ষিবিনির্দিষ্টাঃ কমলা মনোহরা ।
বর্ণতো বর্ণিতিতে অতে দ্বে চ বিদ্রুতী । ৩২
দ্বারী চারু দর্শে চ দ্বারপালবপুষিতে ।
চন্দনাক্তকুচৌ মুক্তাবলীবিভূষিতৌ । ৩৩
দিব্যবিদ্যুদ্যুতাবুক্তপুষ্পমালা মনোহরা ।
সুন্দরাক্ষঃ কেশপাশঃ মালতীমালাভূষিতম্ । ৪৪
পুষ্পাভরণভূষাঢ্যা পুষ্পাং দধতী মহী ।
কুসুমস্তবকাকীর্ণা পুষ্পবৃক্ষ বিদ্রুতী । ৪৫
দ্বারং দুর্দান্তী সা চ ঽঽসমস্তমনোহরম ।
মন্ত্রমুদ্যাবিনির্দিষ্টা দ্বারমালাং মনোহরাম্ । ৩৬

পুরাণসমুদ্রাখ্যানাং প্রাচীনির বহুনিধের পরিশেষীয় এবং অধিনির পুরাণগণের ইতির সমাপনমূল মুক্ত থাকায় ইহা অনেক লোকে পাইতেছে । ১৩

যে মূর্তিগুলি । অনন্তপতি শ্রীকৃষ্ণ বীরাসনের সমানাসন অতির যেই ভাবসমূহে তখন মূর্তিগুলি অবস্থান করিতে আদিতেন। কৃষ্ণ তাঁহার সহে পরমভাগী অহংতাদি সকলে যেই ভাবসমূহ বর্ণন করিয়া বিশ্লিষ্ট হইতেন । ১৪

এই সময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃসমাধি ভাব হইতে এক কলা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি বাহির হইয়া পূর্ণ আসনে অবস্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমাতৃপদের অর্চা প্রদান করিলেন । ১৫

যোগমায়ে তাহার অর্চার ভাবসমূহ অনন্ত আবির্ভূত হইয়া যেই কলা শ্রীহরির সম্মুখে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। যে নিত্যসিদ্ধ। সেইজন্য পুরাণে ঐতিহাসিকগণ এই কলার দ্বারা নামকরণ করিয়াছেন । ১৬

সেই দ্বারা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁহার প্রাণ হইতেও গরীয়সী (প্রেষ্ঠতমা) ; কারণ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন । ১৭

এই দেবী ষোড়শবর্ষীয়া, সর্বলোকমনোহরা, অতি লসিত বপুঃসম্পন্নিকা, ইহলোকসুখদায়িনী এবং অতিশয় মনোহরা । ১৮

ইহার অঙ্গসমূহ অতি কোমল, ইনি লসিতা অর্থাৎ সুকুমারাঙ্গী, সুন্দরী হইলেও সুন্দরী, শীঘ্র কৃশ নিতম্বদেশের অধ্যে পীড়িতা এবং অতি সুন্দর স্তনযুগলে সুশোভিতা । ১৯

ইহার ওষ্ঠ ও অধর মধুকুসুম হইতেও রক্তিমাযুক্ত, ইনি মধুরী-কুসুমমালা সর্বদাই, সুন্দরীগণী হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠতম বস্ত্রাদি সুশোভিতা এবং মনোহরা । ২০

ইহার মস্তকের অধ্য হইতে পরংপার্শ্বদেশের দুইটি দেবী দেবীর হইতে যোগাতেছে । ইহার দক্ষিণের (নিম্নে) অধিনির মনোহর এবং মনোহর পরমাত্মীয় কমলমুখের অতি সুন্দর । ৩১

ইহার নাসিকা পক্ষিরাজ গরুড়ের; ভ্রূযুগিলিকা মনোহরা বর্ণ নিম্নির মধুকর হইতেও অধিক মনোহর বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন । ৩২

ইনি চারুদর্শনার অলঙ্কার অতি সুন্দর হই বর্ণন করিয়াছেন। যেমন, অঙ্গের ও অঙ্গুলী নিম্নির মৃদুমন্দ এবং স্নিগ্ধমিশ্রিত মধুর আভায় অংগসমূহের অতি সুন্দর-বর্ণন হইয়া উঠিয়াছে এবং এই মৃদু আভায় মনোহর । ইহার কেশপাশ কুসুমকুল এবং মালতী পুষ্পমালায় বিভূষিত । ৩৩-৩৪

সখী ইনার দেবী কুসুম কুসুমকুল করণীতার বাহন অধিকারিয়াছেন এবং কুসুমসমূহে কার্তিকেয়কারী অধিকারিয়াছেন বাহন করিয়াছেন । ৩৫

এবং ও অন্য সখী। তার ষোড়শ বর্ষিত অনুরূপকারিণী ইনার উত্তম অলঙ্কারাদিতির অনেক অনেক বাহন অধিকার করিয়াছেন । ৩৬

হারং কৌস্তুভনির্মাণং চন্দ্রবৃত্তক্রমম্ ।
স্যমন্তকবিনির্মাণং পাশকং সুমনোহরম্ ॥ ৩৭
অমূল্যরত্ননির্মাণং ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং নূপুরং পরিবিভ্রতী ॥ ৩৮
সা চ সম্ভাষ্য গোবিন্দং সমুবাসাসনে মুদা
উবাস সস্মিতা ভর্তুঃ পশ্যন্তী মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৯
তস্যাশ্চ লোমকূপেভ্যঃ সদ্যো গোপাঙ্গনাগণঃ
আবির্বভূব রূপেণ বেশেনৈব চ তৎসমঃ ॥ ৪০
লক্ষকোটিপরিমিতঃ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনঃ
সংখ্যাবিদ্ভিশ্চ সংখ্যাতো গোলোকে গোপিকাগণঃ ॥ ৪১
কৃষ্ণস্য লোমকূপেভ্যঃ সদ্যো গোপগণো মুনে
আবির্বভূব রূপেণ বেশেনৈব চ তৎসমঃ ॥ ৪২
ত্রিংশৎকোটিপরিমিতঃ কমনীয়ো মনোহরঃ ।
সংখ্যাবিদ্ভিশ্চ সংখ্যাতো বল্লবানাং গণঃ শ্রুতৌ ॥ ৪৩
কৃষ্ণস্য লোমকূপেভ্যঃ সদ্যশ্চাবির্বভূব হ ।
নানাবর্ণো গোগণশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনঃ ॥ ৪৪
বলীবর্দাঃ সুরভ্যশ্চ বৎসা নানাবিধাঃ শুভাঃ
অতীব ললিতাঃ শ্যামা মহ্যশ্চ কামধেনবঃ ॥ ৪৫
তেষামেকং বলীবর্দং কোটিসিংহসমং বলে
শিবায় প্রদদৌ কৃষ্ণো বাহনায় মনোহরম্ ॥ ৪৬
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিনখরন্ধ্রেভ্যো হংসপঙ্‌ক্তির্মনোহরা
আবির্বভূব সহসা স্ত্রীপুংবৎসসমন্বিতা ॥ ৪৭
তেষামেকং রাজহংসং মহাবলপরাক্রমম্ ।
বাহনায় দদৌ কৃষ্ণো ব্রহ্মণে চ তপস্বিনে ॥ ৪৮
বামকর্ণস্য বিবরাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
গণঃ শ্বেততুরঙ্গাণামাবির্ভূতো মনোহরঃ ॥ ৪৯
তেষামেকং শ্বেতাশ্বং ধর্মায় বাহনায় চ
প্রদদৌ গোপিকেশশ্চ সম্প্রীত্যা সুরসংসদি ॥ ৫০
দক্ষকর্ণস্য বিবরাৎ পুংসশ্চ পরমাত্মনঃ
আবির্ভূতা সিংহশ্রেণী সিংহবেশ-পরাক্রমা ॥ ৫১

কৌস্তুভনির্মিত হার, স্যমন্তক মণি ও চন্দ্রের ন্যায় বিচিত্র অতিশয় মনোহর পাশক (কাঞ্চনা বা চিকিণাটি) ধারণ করিয়া বিরাজমান আছেন । ৩৭

অমূল্য রত্নখচিত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নূপুর (ঘুঙুর) যাহা ক্বণিত এবং নূপুর নানাবিধ বিচিত্র শোভায় শোভিত তাহা পরিধান করিয়া শ্রীরাধাদেবী সুশোভিতা আছেন । ৩৮

শ্রীরাধা তখন গোবিন্দের সহিত সম্ভাষণ করতঃ মৃদুহাস্যে স্বামীর মুখপদ্ম অবলোকন করিতে করিতে আসনে উপবিষ্ট হইলেন । ৩৯

এই সময় সেই শ্রীরাধাদেবীর লোমকূপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ গোপীগণ আবির্ভূত হইলেন। এই সব গোপীদেরও রূপ এবং বেশ শ্রীরাধার ন্যায় ছিল । ৪০

সংখ্যাবিদগণ গণিয়া দেখিয়াছেন যে স্থিরযৌবন-সম্পন্না গোপীদের সংখ্যা লক্ষকোটিপরিমিত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন । ৪১

হে মুনে ! সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপসমূহ হইতে সদ্য গোপগণও আবির্ভূত হইলেন। ইঁহারা সকলে রূপ এবং বেশে শ্রীকৃষ্ণতুল্য ছিলেন । ৪২

বেদেতে আছে যে, সংখ্যাবিদ পণ্ডিতগণ মনোহর এই সব গোপদের সংখ্যা ত্রিশ কোটি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন । ৪৩

শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থিরযৌবনা নানাবর্ণের গোধন আবির্ভূত হইলেন । ৪৪

সেই সব গোধনের মধ্যে বলীবর্দ (বলদ-বৃষ), সুরভি (গাভী) ও বৎস (বাছুর) ছিলেন। নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট ও মনোহর এই সব গোধন অতিশয় সুন্দর ছিলেন। এই সময় অতি সুন্দর শ্যামবর্ণ বহু কামধেনুও আবির্ভূত হন । ৪৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই সব গোধনের মধ্য হইতে বলে কোটি সিংহের তুল্য বলশালী মনোহর একটি বলীবর্দ (বৃষ) বাহনের জন্য শিবকে প্রদান করিলেন । ৪৬

এই সময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের নখরন্ধ্র হইতে স্ত্রী, পুরুষ ও বৎসসমূহ সহ মনোহর হংসশ্রেণী সহসা আবির্ভূত হইল । ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ এই হংসসমূহের মধ্য হইতে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী একটি রাজহংস তপস্বী ব্রহ্মাকে বাহনের জন্য প্রদান করিলেন । ৪৮

সেই সময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম কর্ণের বিবর হইতে মনোহর শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ আবির্ভূত হইল । ৪৯

গোপীজনপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবসভায় এই অশ্বগণের মধ্য হইতে একটি শ্বেত অশ্ব বাহনের জন্য প্রীতিসহকারে ধর্মকে প্রদান করিলেন । ৫০

তৎপরে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ কর্ণের বিবর হইতে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী সিংহশ্রেণী আবির্ভূত হইল । ৫১

ভেরণ্ডৈরুত্তমো বৃক্ষঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরমায়ুষম্।
অনুস্যূতমমালাক্ষ যঃ সংবিধায়িকম্। ৪১
কুরুতে যোগিনে যো বৈ প্রাণায়ামকরং মহৎ।
শুষ্কস্তম্ভনিভাঃ সর্বে তাবদ্ধি ন্যূনতাং গতাঃ। ৪২
শতযোজনমূর্ধ্বং চ প্রথমে চ শতযোজনম্
শতাঙ্গুলং দ্বাদুয়ঃ শতাঙ্গুলাস্তুরায়িকম্। ৪৩
মূলতায়ং ত্রিভাগস্থস্তরাদ্ধ্যায়ন্তিকম্
চতুর্থাংশতলস্থাঃ যাত্রিভিস্তি বিরাজিতম্। ৪৪
নানাচিত্রবিচিত্রাঙ্গঃ চতুর্ভুজসমোদ্ভবম্
চতুর্ভিশ্চতুরঃ শোভিতঃ ভেরণ্ডাদৈঃ। ৪৫
যত্রিভক্তাস্তকৈস্তিস্রৈর্বালাত্রৈর্বিভূষিতম্
দণ্ডৈশ্চতুষ্কসাবিত্রীযোগাধ্যবিরাজিতম্। ৪৬
আয়ুর্বর্ষশতস্যাত্রনির্দেশিভিঃ।
পত্রজালসমাকীর্ণৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ ফলান্বিতম্। ৪৭
ধর্মো সাবারণাদৈঃ ভেরণ্ডাঃ যত্নো দ্বিজোত্তম।

এষঃ পত্রা ত্রাদিত্যৈর্বহুক ভেরণ্ডাস্তরে। ৪৯
আবির্ভূত কৃতক ভরদ্বাজাস্তঃ পরম্।
শিক্ষিতস্ত পুনাবেদঃ শিক্ষিতৈস্ত সহৈব সঃ।
অবিদ্বাংসা যথো তত্রাবৈদ্যে তে তত্রকাঃ স্মৃতাঃ।
যঃ পুনাবে ন কুরুতে যত্নেণা তত্রবেদবিঃ। ৫১
বহুধা বহুধা বৈদ্যা কুরুবন্যাদ্যপার্থিবঃ।
কুরুবন্যাদ্যা যা দেবী কুরুবৈণাঃ যত্নোদয়া। ৫২
কুরু-প্রেত-পিশাচাস্ত কুরাণ্ড ব্রহ্ম-রাক্ষসাঃ।
বেতালা বিকৃতাস্তত্রাবির্ভূতা তত্রবেদতঃ। ৫৩
বন্ধ্যা-দুষ্ট-প্রসা-শস্ত্রঘাতিনো মলমাদিনঃ।
পীড়য়ন্তুপরীবারাঃ মর্ত্যে স্যুঃ সংক্ষুধাতুরাঃ। ৫৪
ত্রিকৌটিঃ কৃতলিঙ্গো রক্তকুসুমভূষিতঃ
আবির্ভূতঃ পার্শ্বতস্ত কৃতক কুসুমো মুনে। ৫৫
চতুর্ভুজান্ পার্শ্বগাস্তত্র যত্নো নারায়ণায় চ
তত্রকান্ তত্রকেভ্যায় তুষ্টায়ৈ পরমায় চ। ৫৬

তত্রবস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ের যত্ন হইতে একটি ভিন্ন তন্ত্রিকায় তন্ত্রসংকারে চতুর্ত্রিংশৎবৈত্তে (দুর্গাতে) প্রকাশ করিলেন। সেই সঙ্গে একটি অন্যান্য বেদী গ্রামা এবং সম্বন্ধান্বিত বহুত প্রকাশ করিলেন। ৪৫

তত্রবস্ত্র যোগীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভেরণ্ডবনে পর্বত ও উহার চতুর্দিকের, তত্রবস্ত্র আবাহন এবং সমস্ত তন্ত্র তন্ত্রকারী পীঠটী তন্ত্র তুলি করিলেন। ৪৩

এই সকল তন্ত্র ভিন্ন শতযোজনপর্যন্তবিস্তৃত এবং বিস্তারে শতযোজনবিস্তৃত ভিন্ন। বাহুল্যা ভেরণ্ডাদী তত্রবস্ত্র বাহুল্যাদির এই তন্ত্রকারের সঙ্গে চতুর্ত্রিংশৎ এবং সঙ্গে ত্রিংশৎতত্ত্ব আছে। ৪৪

পুরাণোক্তির বাবাদির ভেরণ্ডাবস্তুতন্ত্রের ও তত্রবস্ত্র পরাবাহন্ত্রের মূলবিস্তৃত এই মত তন্ত্র তন্ত্র তন্ত্রের প্রবীন চতুর্ত্রিংশৎ এবং তত্রবস্ত্র ইত্যাদির মূলবাদির আছে। ৪৫

বাবাদির ভিন্ন বিভিন্ন ভেরণ্ডাদন্তে, উহার মূলের তত্রবস্ত্রে ভিন্নাদির, তত্রবস্ত্রে বর্ণাদির মূলবিস্তৃত এবং ভেরণ্ড তাদন্তবস্ত্রে সর্বত্র মূলবাদির আছে। ৪৬

পক্ষির বাহুবস্ত্র এবং বিভিন্ন তত্রবস্ত্রে বিস্তৃতির, তত্রবস্ত্র, মূলের, বাদির ও তাবাদিরির তাদন্তবস্ত্রে উল্লেখিত আছে। ৪৭

ইহার তত্রবর্ণ তত্রবস্ত্রবাদিরির কৃত্রির তত্রবস্ত্র মূলের পত্র-পুষ্পের মূলবাদির তত্রিয়াছে। ৪৮

বিজোত্তম। এই পঁচটী তাদন্ত যত্না একটী তন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ তাদন্তবস্ত্রে প্রকাশ করিলেন, একটী তাত্রিতাদে এবং অবশিষ্ট তিনটী বিদেহ তন্ত্র তাত্রিলেন। ৪৯

তত্রবস্ত্র পরবাদা শ্রীকৃষ্ণের তত্রবস্ত্র হইতে শিক্ষিত অর্থাৎ বাদস্যুত্রের সহিত শিক্ষাবর্ণ এবং মূলের আবির্ভূত হইলেন। ৫০

ভেরণ্ড শ্রীকৃষ্ণের তত্রবস্ত্র হইতে ইঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ভেরণ্ডের ইঁহারা 'তত্রক' নামে খ্যাত হইলেন। যে মূলের আবির্ভূত হন, তিনি তত্রবস্ত্র ও তত্রকগণ 'মূলের' বলিয়া আখ্যাত করিলেন। ৫১

এই সকল মূলবেদের বাবাদার্থ হইতে এত তত্রা বিবৃত্তা হইলেন, মূলবী ভূতাদের বাবা তাদি মূলবী ভেরণ্ড বেদী তত্রবস্ত্রা মূলবন্যাদী ছিলেন। ৫২

ভেরণ্ড তত্রবস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের তত্রবস্ত্র হইতে বিকৃতাকার কুরু, প্রেত, পিশাচ, কুরাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস এবং ভেরণ্ডাদন্ত আবির্ভূত হইলেন। ৫৩

যে মূলে : তত্রবস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের মূল হইতে বন্ধ্যা, দুষ্ট, প্রসা ও শস্ত্রঘাতী, তত্রবাদী, পীড়য়ন্তুপরিবিষ্ট, ত্রিকৌটি ও কুসুমভূষিত এবং তত্রবস্ত্র তাদন্তবস্ত্রে বিস্তৃতির চতুর্ভুজ তাদন্তবর্ণ বন্ধ্যা পার্শ্বতস্ত আবির্ভূত হইলেন। ৫৪-৫৫

শ্রীকৃষ্ণ এই সব চতুর্ভুজগণী পার্শ্বতস্তকে নারায়ণবাদীন প্রকাশ করিলেন। এইরূপ তত্রবস্ত্রকে তত্রবস্ত্রা মূলবন্যাদীন এবং মূলাদিবস্তুকে তত্রবস্ত্রাদীন প্রকাশ করিলেন। ৫৬

বিষ্ণুঃ [illegible]
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৬৭
[illegible]
আবির্বভূব [illegible] ॥ ৬৮
[illegible]
আবির্বভূব [illegible] ॥ ৬৯
আবির্বভূবুঃ কৃষ্ণস্য [illegible]
ত্রিশূল[illegible] ॥ ৭০
[illegible]
যে [illegible] ॥ ৭১
ভূত-প্রেত-[illegible]
[illegible] ॥ ৭২
আবির্বভূবুঃ কৃষ্ণস্য [illegible]
ত্রিশূল-[illegible] ॥ ৭৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৪
ডাকিন্যো যোগিন্যঃ ক্ষেত্রপালাঃ সহস্রশঃ
আবির্বভূবুঃ কৃষ্ণস্য নাসিকাবিবরাৎ [illegible] ॥ ৭৫
পুরুষাস্ত্রিকোটিসংখ্যাকা দিব্যমূর্তিধরা বরাঃ।
আবির্বভূবুঃ সহসা [illegible] ॥ ৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদে সৃষ্টিনিরূপণে ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বিষ্ণু, [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আবির্ভূত হইলেন। [illegible] ॥ ৬৭-৬৮

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯

তখন শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বিষ্ণু ও [illegible] আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭০

ইঁহারা [illegible] ॥ ৭১

ভূত, প্রেত, [illegible] ব্রহ্মরাক্ষস ও [illegible]—এই সকল 'কিঙ্কর' নামে অভিহিত ॥ ৭২

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আবির্ভূত হইলেন। [illegible] ॥ ৭৩-৭৪

শ্রীকৃষ্ণের নাসিকাবিবর হইতে ডাকিনী, যোগিনী এবং সহস্র সহস্র ক্ষেত্রপাল আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭৫

অনন্তর সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ হইতে সহসা তিন কোটিসংখ্যক, দিব্য মূর্তিধর ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭৬

[illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদাত্মক সৃষ্টিনিরূপণবিষয়ক ব্রহ্মখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টিপ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম ব্রহ্মরূপত্ব, শিবমায়াবিরচিতবিশ্বকথন, দুর্বাসদেবের উপদেশে, সপ্তর্ষি কর্তৃক ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুদর্শন]

নৈমিষিকগণ।

অথ কৃষ্ণঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ সাধকঃ সর্বসাধকানাম্
নারায়ণায় প্রেষ্ঠায় ব্রহ্মপুত্রায় সাধবে ॥ ১
সাবিত্র্যৈঃ ব্রহ্মণে প্রাদাদ্দুর্বাসে ধর্মবিত্তমঃ
ঋষিঃ কামায় রূপায়ায় কৃষ্ণায়ায় মনোহরায় ॥ ২
অত্যাশ্চর্যং যদা ব্রহ্মলোকো যাস্তি যেচ্ছয়া মহাত্মনঃ।
ঔর্ণ্য ঔর্ণ্য যথা কৃষ্ণস্তাং যাং রূপবতীং সভাম্ ॥ ৩
ব্রহ্মঃ পরমমব্যক্তং সর্বেষাং যোনিমীশ্বরম্।
ঈড্যং বিশ্বসিতারং তং প্রণম্য শিরসাব্রবীৎ ॥ ৪
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ব্রহ্মন্ ভগবতঃ প্রশ্নঃ প্রাণেশঃ প্রকৃতস্তুতম্ ॥ ৫

শ্রীব্রহ্মোবাচ।
অনুবাদঃ ন সুস্থানি প্রকৃতিঃ প্রাকৃতো যথা

ষষ্ঠ অধ্যায়

(সৃষ্টিপ্রকরণে—শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম ব্রহ্মরূপত্ব, শিবমায়া বিরচিতবিশ্বকথন, দুর্বাসদেবের উপদেশে এবং সৃষ্টি কর্তৃক ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুদর্শন।)

সূতপুত্র বলিলেন,—তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের সাধকদের ব্রহ্মপুত্র ধর্মিষ্ঠ নারায়ণ ঋষি মহাপ্রাজ্ঞ ও সাধবী দেবীকে সাবিত্র ব্রহ্মকে সমর্পণ করিলেন। ১

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সাবিত্রীরূপ ব্রহ্মাকে উপদেশ, দুর্বাসা ঋষি উপদেশ, ঋষিকে কামরূপ উপদেশ এবং মনোহারাকে কৃষ্ণরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। ২

অহো যে যে লোকেরা (যা ব্রহ্মলোক) অহো যে সব লোকেরা (যা পুরুষরূপ) ইহার উপদেশ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মলোকী সভী দেবীকে (ব্রহ্মলোক) সেই সেই লোকের (যা পুরুষরূপ) প্রদান করিলেন। ৩

অনন্তর সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগিগণের গুরু নিজ পরমাত্মার আরাধনা করিয়া এই কথা বলিলেন,—তুমি নিরন্তরাত্মিনী দুর্বাসক আরাধনারূপ ব্রহ্ম কর। ৪

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত যোগমায়াধিপ ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা ধরাতলে ভূমি হইয়া প্রণত হইলেন এবং প্রণামপূর্বক স্তুতি আরম্ভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৫

শ্রীব্রহ্মের উক্তি।

ব্রহ্মন্,—ভগবন্! একমাত্র সাধারণ প্রকৃতির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ প্রকৃতিকে এবম্ প্রকার স্তুতি করিব না; কারণ, এই প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতির ন্যায় একটি অধিক অবস্থার (অথবা অধিক একরূপ বৃথা অবস্থার) এবং সাধারণের বিপরীতগামিনী। ৬

এই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ আদ্য ব্রহ্ম, যোগমায়ার অধীশ্বরী অর্থাৎ যোগমায়ার বশকে করিয়া রাখে, সৃষ্টির বাসস্থান ব্রহ্ম করে, বিশ্বরূপাকে আবির্ভাব করে এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে সৃষ্টি করে। ৭

ব্রহ্মস্বরূপ আদ্য করিয়া জানে, সাধারণের প্রকৃতিকে অর্থাৎ ঈশ্বরিকে এবং ব্রহ্মের সংসারস্বরূপ আধারকে বিশ্বিয়া রাখিবার ব্রহ্মকে। ৮

সকল সৃষ্টি উৎপন্ন করে, সমস্তকে ধারণ করে, সমস্ত ব্রহ্মের বিনাশ সৃষ্টি করে এবং নিজের বাসস্থানকে সৃষ্টি করে। ৯

নাথ! আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নই। আপনি আমাকে আমার অভিপ্রায় মত প্রদান করুন। যাহার যেরূপ ব্রহ্মা, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই প্রদান করেন। ১০

আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন ব্যক্তি করিবার ব্রহ্মা সকল আপনার সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ, আপনার মায়া বল করিয়া এবং আপনার ঐশ্বরশক্তির খেলা করিয়া আমার সৃষ্টিকার্য হইয়াছে না। ১১

আমি আমার এই পঞ্চবদনে আপনার স্তবনীয় নাম ও গুণ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপরূপ সমস্ত ব্রহ্ম অধিক করিয়াছে যেন ব্রহ্ম করি। ১২

আবয়োস্তিষ্ঠতোর্নিত্যং সুদৃঢ়ং ন বিনশ্যতি।
যোগেশ্বরাদিষ্টয়া নৈব যোগে স্বপদি ময়া ॥ ১০

ভবন্মন্ত্রে পূজনে চ ধ্যানে নামকীর্তনে।
মনোহতিবিষয়ে নিত্যং বিষয়ে বিষয়ঃ স্পৃহা ॥ ১১

স্থাপয় কীর্তনং নাম স্তবং যুক্তং প্রবরং তথা
স্বপ্নজাগরণে যানি সংস্মরণে সততং প্রভো ॥ ১২

সর্বাণি ভবতো নিত্যং দৈহিকানি ভবন্ত্বিহ,
যাঃ পুনর্যোনয়ঃ সর্বা তদিচ্ছয়া ভবন্তু মে ॥ ১৩

সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সাম্য-লীনতাম্,
দদাসি যাং বিভো মুক্তিং মুক্তা মুক্তিবিদো বিদুঃ ॥ ১৪

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বং বশিত্বং সর্বকামাবসায়িতা ॥ ১৫

সর্বজ্ঞতা দূরশ্রবণং পরকায়প্রবেশনম্।
বাক্‌সিদ্ধিঃ কল্পবৃক্ষত্বং স্রষ্টৃত্বং সংহর্তৃত্বমেব চ ॥ ১৬

অমরত্বঞ্চ সর্বাগ্র্যং সিদ্ধয়োহষ্টাদশ স্মৃতাঃ

আমি যেন কোটি কোটি কল্পকাল ধরিয়া আপনার এই স্থানে থাকিতে পারি এবং তোমাদের নিকট আমার ভক্তি যেন না যায়। আমার মন যেন যোগ, তপস্যা, আপনার সেবা, পূজা, ধ্যান ও নাম কীর্তনে সদা নিরত থাকে এবং এই সমস্ত বিষয়ে যেন আমার মন বিরতি লাভ করে। ১০-১৪

স্বপ্নাবস্থায় সর্ব সময়েই আপনার নাম ও গুণাবলির স্মরণ, কীর্তন এবং স্তব, জপ, আপনার ভক্তি পূজা প্রভৃতি দান, আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা ও স্মরণ, আত্মসমর্পণ এবং নিত্য দৈনন্দিন সেবন—এই সমস্ত ভক্তিলক্ষণে মন আমার আসক্ত থাকুক। ১৫

হে বিভো! সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাম্য এবং লীনতা—এই ছয় প্রকার মুক্তি মুক্তিবিদ্‌গণ মুক্ত বলিয়া থাকেন। ১৬

১। অণিমা (সূক্ষ্ম হওয়া) ২। লঘিমা (অতি লঘু হওয়া বা হালকা হওয়া), ৩। প্রাপ্তি (যেমন কিছু আকাঙ্ক্ষিত তা পাওয়া) ৪। প্রাকাম্য (ইচ্ছামত কামনা পূর্ণ করা), ৫। মহিমা (বড় হওয়া), ৬। ঈশিত্ব (ঐশ্বর্য), ৭। বশিত্ব (বশীভূত করা) এবং ৮। সর্বকামাবসায়িতা (কামনা লাভে তৃপ্তির অভাব)

* সার্ষ্টি—সমানৈশ্বর্য; সালোক্য—একই লোকে বাস, সারূপ্য—সমান রূপ প্রাপ্তি, সামীপ্য—সমীপে বাস করা, সাম্য—সমতা, লীনতা—ভগবানে লয় প্রাপ্তি।

যোগ-তপাংসি সর্বাণি যজ্ঞানি চ ব্রতানি চ ॥ ১৭
বেদঃ কীর্তিঃ সম্যক্ সর্বদানানি চ।
উপবাসাদি সর্বাণি তীর্থানি বাঞ্ছিতানি চ ॥ ১৮
তপাংসি সর্বাণি সহস্রাণি তত্ত্বানি চ
ন তে সর্বাণ্যপি সর্বতত্ত্বানি ত্বয়া ॥ ১৯
অমরত্বমেব যুক্তং চ বিশুদ্ধং পরং পদম্
অহো ভগবতো রূপাণি যোগীন্দ্রাণি সন্তি বা ॥ ২০
সর্বাণ্যেতানি সর্বেশ ভক্তিরূপাণি চ যানি চ
তব ভক্তিকলায়া নৈব তুল্যানি বাঞ্ছিতানি ন ॥ ২১
নৈতে তবাঙ্ঘ্রি সেবায়াঃ কলাং যোগিনাং স্তুতম্
ব্রহ্মজ্ঞানাদি সর্বমত্যন্তং মহাপুণ্যম্ ॥ ২২

শ্রীভগবানুবাচ।

তবেদং সুব্রতং সর্বং সর্বত্র সর্ববিদাং বর
সহস্রকোটিকল্পং যাবৎ পূর্ণং মমাজ্ঞয়া ॥ ২৩
ব্রহ্মণস্তিষ্ঠ ত্বং নিত্যং যোগিনাং বর
জ্ঞানিনাং বৈষ্ণবানাং শ্রেষ্ঠানাং স্তুতবর ॥ ২৪

৯। সর্বজ্ঞতা, ১০। দূরশ্রবণ, ১১। দূরদর্শন, ১২। পরদেহে প্রবেশ, ১৩। বাক্‌সিদ্ধি, ১৪। কল্পবৃক্ষ, ১৫। সৃষ্টি করিতে এবং ১৬। সংহার করিতে সামর্থ্য ১৭। অমরত্ব, ১৮। সর্বাগ্রত্ব—এই অষ্টাদশ প্রকার 'সিদ্ধি' বলিয়া কথিত। যোগ, তপস্যা, সর্ববিধ যজ্ঞ, ব্রত, দান, কীর্তি, বাক্‌সত্য, সমাধি পর্ব (পর্ব পর্ব), উপবাস, সর্ববিধ তীর্থ, সর্বদেবতার স্নান, সকল দেবতার পূজা, দেবস্তুতি, দেবদর্শন, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সাতবার প্রদক্ষিণ, সর্ব সমুদ্রে স্নান, সকল স্বর্গলোকসমূহ দর্শন, ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষ্ণু, নারায়ণ, ইহা প্রভৃতি যে সব অনির্বচনীয় অপরিমেয় পদ আছে, হে সর্বেশ্বর! এই সব পদ এবং যে সমস্ত আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, সেই সবই আপনার ভক্তি কলার ষোড়শ ভাগের এক ভাগও হইতে পারে না। ১৮-২৩

শ্রীমহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্বোক্ত যোগিদের শ্রেষ্ঠ শঙ্করকে সুখপ্রদ এই সকল বাক্য বলিয়াছিলেন। ২৪

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সর্বজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বেশ্বর শঙ্কর। সহস্রকোটি কল্পকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি সদা নিত্যরূপে আমার সেবা কর। ২৫

হে সুব্রত! তুমি জ্ঞানী, সিদ্ধ, যোগী, জ্ঞানী, বৈষ্ণব ও দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হও। ২৬

অমাবস্যাং দত্ত ত্বা ঊর্ধ্বমুদ্ধরো যমান্
দর্শমিতিচ বেদাংশ্চ সর্বমন্ত্রং ৮ যজামহে । ১৮
অনন্তমন্ত্রবর্ণাঃ পাতঃ লৌপত্য যথা ত্রিজানি
অন্ত প্রকৃতি জ্ঞানের ভেদনা যজনা শিব । ১৯
পাদাঙ্গুষ্ঠেন যজনা যজনা মন্ত্রমেনো জ্ঞ
প্রাণোদানব্যিকত্বক ২ ভক্তকল্পতরো নম । ৫০
ইন্দ্রপত্নো নাভি যে প্রেরাংক্ষ মনীষাক্ষুব্ধ পক্ষ
যে ত্বাং নিশ্চিন্তি পার্শ্বিত্ব জ্ঞানযোনা নিষেবন্তে । ৫১
পাদাগ্রে ত্বালাপুত্রে ৪ যাবচ্ছক্র-দিবাকরৌ
কল্পকোটিপর্যন্তে ৫ শ্রীযন্ত্রমি নিবাস শিব । ৫২
নমস্যামি যজনা পাদনা কর্তৃমর্থমি
ত্বদ্ভক্তিরিক্তং যাচ্ঞা ত্বয়োদি নত্বদেবি ৬ । ৫৩
ত্বদ্ভক্তাক্ত যজনাক্ত পাদনা ত্বং করিষ্যমি
পূর্ণোহং প্রকৃতি যজ্ঞো নিত্যং যজনমস্তকম । ৫৪
ত্বং ভেজনং ত্বদ্ভক্তং করিষ্যমি ন সংশয়ঃ

ভূমি আমার ঘরে অমরত্ব লাভ কর, ঘৃতাক্ত মহাপুজা হও, সর্বসিদ্ধি লাভ কর। (যেজন'মন্ত্রাক্ত এবং সর্বমন্ত্র হও।) ১৮

অনন্ত শিব! তুমি আদি হইতে আছ, তোমা ও আমা অজ্ঞানীগণকে অনন্ত ত্রিজগৎ সৃষ্টি দেখিতে পাইবে। ১৯

তুমি পদাঙ্গুষ্ঠ, মন্ত্র ও ভেদে আমার যজনা হও। তুমি আমার প্রাণ হইতেও অধিক নিত্য এজন্য আমরা আর কেহ আমার ভক্ত নাই। ৫০

তোমা বিনা অন্য কেহ আমার চিত্ত নাই এবং তুমিই আমার নিত্যের জ্ঞানস্বরূপ। আমরা তোমার নিকট হতে, যাহারা পার্শ্বি, জ্ঞানযোনি ও ভেদাতীত মুক্ত। ৫১

যতক্ষণ ইন্দ্রপত্নী থাকিবে, ততক্ষণ আমরা ব্রহ্মলোক-বাসক হইতে পার হইতে থাকিব। শিব! তুমি যেখানি আমার শেষ নিবাস (চরমস্থান) হইয়া অবস্থিত। ৫২

আমার এই অন্তর্যাগ দ্বারা তুমি পালন করিও। 'আমার ভূতবিবেক যাগ আমি কখন পালন করিব না'—এই কথা তুমি যে (৬ শ্লোক হইতে) পূর্বে বলিয়াছ, সেই যাগও তুমি পালন কর। ৫৩

তুমি আমার যাগ এবং নিত্যের যাগ—এই উভয় যাগই পালন কর। আমরা তুমি ভক্ত ব্যতীত প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া তুমিই মূলপ্রকৃতি রূপে তোমার ভজনা করিব। ইহাতে তোমার ভজনা যাইবে। তুমি যেরূপ অনন্ত, তুমি আমাদের অনন্ত স্বরূপ শিব। ৫৪-৫৮

যে ভূমি তোমার সমস্ত পূর্ণ করিব, তখনও তখনও হইবে, তখনও তোমা হইবে এজন্য তোমাকে নমস্কার করি। শিব! তুমি যে বলিয়াছ—স্ত্রী সম্ভুক্ত হইলে পর হতে তোমা করিতে হয় (সে বিষয়ে বক্তব্য হইল) । ৫৯

মূ-স্ত্রী আমাদের হতে ভিন্ন থাকে ; পরিচয়া স্ত্রী মাত্র। যে স্ত্রী উদ্ধরণ সম্ভরণ করিয়াছে, সেই স্ত্রী মূলপ্রকৃতি ও মূলপার্শ্বিনী হইয়া থাকে। ৫৭

সেই মূলপ্রকৃতি স্ত্রী তোমার সমস্তুক্তক নামক আমার ভাব নিত্য পার্শ্বিনে পালন করে ; তাহা, পার্শ্বি পার্শ্বিনী, মূলপ্রকৃতি ও সর্বশক্তি এই ৪টি ; মূলপ্রকৃতি নিত্যই পার্শ্বিনী বটে (ইন্দ্রপত্নীরূপিণী), পার্শ্বি (আমাদের আমা) ও শক্তি—তোমা-সোমকর্তৃক এবং সমস্ত প্রেরণা। ৫৮

আমরা অনন্তমন্ত্রোপাসনা, শিব-যাগের মূলপ্রকৃতিরূপিণী এবং পরমেশ্বরী, তাহারা অবশ্যই সদা পার্শ্বিত্ব নিত্য করিয়া থাকিব। যে সকল স্ত্রী আমাদের উপর হইতে অর্থাৎ ত্রিজগৎ ও ত্রিজগতের অধিক ত্রিজগদতীত নিত্য পরিচয়ে অবস্থিত থাকে, সেই স্ত্রী নিত্য পার্শ্বি পার্শ্বি কোটিকল্পকাল ধরিয়া এই প্রেমযোগে মুক্ত হোম করে শিব। নিত্যস্থিতিপরায়ণা সেই প্রকৃতি নিত্য এবং বিশুদ্ধচিৎপরায়ণা সেই প্রকৃতি ইন্দ্রপত্নী আমা নাম ধরিয়া নিত্য যা ইন্দ্রপত্নী থাকিয়া থাকে হইবে। ৫৯-৬১

আমার আজ্ঞানুসারে তুমি সেই পার্শ্বি নিত্যকে নিত্যের আসনের জন্য গ্রহণ করিবে। তীব্র ভক্তিসমন্বিত এই প্রকৃতির

তীর্থে যত্রঃ সংপূজ্য ব্রহ্মা সংকোপড়াবহঃ।
সর্বসিদ্ধঃ সংজয়ো যঃ পরিত্রস্ত ত্রিবেত্রিয়ঃ ॥ ৪৩
কোটিকল্পং বোলোকে মোদতে চ সদা নরঃ।
সপ্তমে তীর্থে পুরুষেদ্রো বিবিধং সাধুলক্ষিত্বম্ ॥ ৪৪
ন ব্যাধিগ্রস্ত বোলোকাৎ ন চ ভবেদ্যোগাঃ সদা
বৃদ্ধত্বমোপকুর্বপিণ্ডে তীর্থে বাপুলভাদপি যা ॥৪৫।
কৃত্বা সিদ্ধং মহৎ পূজা বলেৎ ব্রহ্মাদুক্ত বিবি
প্রজাবান্ বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ পুত্রবান্ ধনবাংস্তথা। ৫৬
জ্ঞানবান্ মুক্তিমান্ সাধুঃ শিবসিদ্ধ,চিনোদ্ভবেৎ।
শিবসিদ্ধাভিধঃ স্থানমস্তীর্থং তীর্থবেদ ভবৎ ॥ ৫৭
তত্রৈকত্র কৃতঃ পাপী শিবলোকঃ স গচ্ছতি।
মহাদেব মহাদেবেতি বাদিত্বং ॥ ৫৮
পশ্চাদ্ যদি মহাত্মানো বাক্ষ্যন্তত্রলোকতঃ
শিবেতি সর্বমুক্তার্থী প্রাপ্যান্তকালতি যো নরঃ ॥ ৫৯
কোটিকল্পাভিধাং পাপান্মুক্তঃ মুক্তিং প্রযাতি সঃ।
শিবা কল্যাণবচনঃ বলাদাঃ মুক্তিবাচকম্ ॥ ৬০

মহত্তং প্রকথেদ্যস্ত স শিবঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিস্ফোরে মহদ্বাচ্যা শিবঃ লোকমাত্রে ॥ ৬১
শিবেতি শব্দমুক্তার্থী লভতে সর্বশিবং নরঃ।
পাপাত্মা বর্জতে শিশু যদি মুক্তিপদে তথা ॥ ৬২
পাপাত্মো মোক্ষলো নূণাং শিবস্যেত্র প্রকীর্তিতঃ
শিবেতি চ শিবঃ নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে ॥ ৬৩
কোটিজন্মাভিধং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্
ইত্যুক্ত্বা পুলিনে কৃত্বা মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং মনুঃ
তত্রস্থানং সুচারুস্থাং সিদ্ধবাসিনীম্ ॥ ৬৪

শ্রীভগবানুবাচ

অনুনা তিষ্ঠ বৎসে যং লোকে মম সন্নিধৌ
কালে প্রাপ্তেপি শিবা শিবলক্ষ শিবাভবম্ ॥ ৬৫
ভোজনস্থ সর্বদেবানামিষ্টং যদ্বরাননে
সংস্থায় দৈবাম্ সর্বাংশ্চ ভবিতা সর্বপূজিতা ॥ ৬৬
তত্রৈব তত্রবিশেষে চ দত্তাঃ সত্যাকুপে সদি
ভবিতা তত্তত্তা চ শুভীলা বসুধেশিনী ॥ ৬৭

যোজিনদুক্ত ভোগায় শিব যে ব্যক্তি সাধক ও শিবেক্তির হইয়া পরিত্রাণে তীর্থ তত্রিসাকারে সত্যাস্থানে সত্যসার অর্থাৎ সত্য পাবিব শিব প্রতিষ্ঠায় সহিত পূজা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোটী ব্রহ্মকাল বোলোকে আনায় সহিত সমানাবাস বাস করে। যে ব্যক্তি বিধি অনুসারে ইত্তর প্রতিষ্ঠা প্রদান করত: তোম তীর্থ এক পাবিব শিব পূজা করে, সেই ব্যক্তি বোলোক হইতে কখনও চ্যুত হয় না এবং সকল আনন্দের ইত্তরের সমানত: সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। বৃত্তিকা, তক্ষ, বোলক দ্বারা শিবের তীর্থবাসুকা দ্বারা শিব নির্মাণ করিয়া যে ব্যক্তি এক-সমত পূজা করে, সেই ব্যক্তি অনুত ব্রহ্মকাল স্বর্গ বাস করিয়া থাকে। শিবলিঙ্গ অর্চনাকারী সাধু ব্যক্তি ঐশ্বর্যবান্, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, পুত্রবান্, ধনবান্, জ্ঞানবান্ ও মুক্তিমান্ হয়। যে স্থানে শিবলিঙ্গ অর্চিত হয়, সেই স্থান তীর্থ না হইলে শিবলিঙ্গ অর্চনায় তীর্থ পরিণত হয়। ৫১-৫৭

যে স্থানে যদি পাপী ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে সে শিবলোকে গমন করে। 'মহাদেব, মহাদেব, মহাদেব' এই নাম তীর্থ-কারীর সম্মানে আসি মহাত্মগণের সাক্ষাৎ অভিপ্রায় করে তার জন্য আসি। যে মানুষ 'শিব' এই নাম (উচ্চারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 'শিব' শব্দটিকে এক 'কল্যাণ' বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে কল্যাণ ও মুক্তির উত্তর হইয়া থাকে, তিনিই 'শিব' বলিয়া কীর্তিত হন। মানুষ যদি ও বহুমূল্য বিস্ফোরে লোকসমূহে বিস্তৃত হইয়া যদি 'শিব' এই নাম উচ্চারণ করে, তবে সেই মানুষ সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। 'শিব' এই নাম পাপাত্মা অবস্থান করে অর্থাৎ পাপ বাস করে এবং 'শি' মুক্তিপদে অবস্থান করে অর্থাৎ মুক্তি দান করে। ৫৮-৬১

সকল মানুষের পাপ হরণ করিয়া মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া 'শিব' এই নাম কীর্তিত হইয়াছে। 'শিব' এই কল্যাণময় নাম যাহার বাক্যে উচ্চারিত হইতে থাকে, তাহার কোটি জন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শিবলক্ষ এই কথা বলিয়া মন্ত্রকুশলগণ মন্ত্র দান করত: সিদ্ধবাসিনী দুর্গাদেবী প্রস্থিলন। ৫৮-৬৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বৎসে! তুমি এখন যোগাযোগে আমার নিকটেই বাস কর। যথাকালে তুমি শিবাত্ব (কল্যাণত্ব) শিবত্ব (মঙ্গলত্ব) লাভ করিবে। ৬৫

হে সুন্দরি! সমস্ত দেবতাদের ভোজে আবির্ভূত হইয়া সকল দৈবশক্তিরও তুমি করত: তুমি পরে সর্বপূজিতা হইবে। ৬৬

তত্রস্থিত বিশেষের অর্থাৎ যাত্রাকালের সত্যাকুপ সভাস্থলে আসিলে পর তুমি তত্তত্তাকালে আবির্ভূতা হইবে এবং সুশীলা সতী হইয়া বসুধেশিনী হইবে। ৬৭

ততঃ শঙ্খীং মাতৃকাস্যং কৃত্বা তর্জনীং বিনা ।
যোনিমুদ্রাং ত্রৈলোক্যাখ্যাং প্রদর্শ্য পার্বতীপতিং ॥ ৪৮
বিনা বর্ণন্যাসঞ্চ বিন্যসেদিমি শম্ভুনা।
পূর্বং তত্ত্বং সর্বকালমন্ত্রেণৈব পঠিষ্যসি ॥ ৪৯
তালে সর্বেষু বিন্যস্য মহাপূজা চ পূজিতে
ভবিতা প্রতিবর্ষে চ পাতকানাং ক্ষয়ঃ ধ্রুবম্ ॥ ৫০
গ্রামেষু নগরেষেব পূজিতা গ্রামদেবতা ।
তবতী তদ্বিভেদোক্তং বাসহেতোশ্চ তাঁশৃণু ॥ ৫১
মহাজনা নিজকৈস্তৈর্নানাবাদিভৈরপি
পূজাবিধিং বিধাস্যন্তি সর্বতঃ স্তোত্রমুত্তমম্ ॥ ৫২
ভবিষ্যন্তি মহাশুদ্ধ তবৈব পরিচারকাঃ ।
বর্ষৈর্দশভিরেবাস্যাঃ সিদ্ধিশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ৫৩
যে যাঃ মাতর্ভবিষ্যন্তি পুত্রক্ষেত্রে চ ভার্যাসু ।
তেষাং যশশ্চ কীর্তিশ্চ বর্ধিষ্যতে সর্বতঃ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
ইত্যুক্ত্বা প্রকৃতিঃ তত্রৈব সমুদ্যতকরোদ্যতম্ ।
তস্থৌ সকামধৃক্ সদ্যঃ তুষ্টাংতদ্বরদায়িনী ॥ ৫৫

ততঃ বিধিনা যাম্যং তুষ্টাং তুষ্টাবুবাচ সা ।
শ্রী-যাম্য-কামধৃগ্যোনিমুদ্রাং দত্ত্বা মমাগ্রতঃ ॥ ৫৬
সপ্তাহোপরিকাং শক্তিং সর্বসিদ্ধিপ্রিকাং কুরু ।
ভবিষ্যন্ত্যেবমুদ্রাস্তাঃ তবৈব সদৃশাঃ শিবে ॥ ৫৭
অন্যেষামপ্যহং শক্তং দত্ত্বা তবৈব তুল্যতাম্ ।
করোমি তোমবদ্বিত্তং শক্তয়ো যত্র বিদ্রুতাঃ ॥ ৫৮
দত্ত্বা বর্ষায় তং শক্তং নিষিদ্ধায়াং তবেব চ ।
কামায় বহ্নয়ে তৈব মুদ্রাযোগং চ যাচতে ॥ ৫৯
এবং মুদ্রাবিধায়ং দত্ত্বা শক্তান্বিতাং পরাম্
বিধিযোগাচ্চ সংহৃত্য বিধাতুর্বিধিরেব সঃ ॥ ৬০

শ্রীভগবানুবাচ

ওঁকার তনয়া দুর্গা বিদ্যা বর্ণসমন্বিতম্ ।
সৃষ্টীং কুরু মহাযোগ বিদ্যে মায়াবিদ্যাং পরাম্ ॥ ৬১
ইত্যুক্ত্বা তত্রতে কৃত্বা মন্ত্রো মায়াং মনোভবম্ ।
তমাদ্য মাং তৃতীয়ার্ণৈস্তৈর্ত্রিভিশ্চাবদৎ ধ্রুবম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদে
ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টীবিন্যাসো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

তদনন্তর মন্ত্রসাধক তাঁহার বিদ্যার বিন্যাস করিবে। তদনন্তর এই বিধিতে সর্বকালের পূর্ব হইতে তুমি তোমারও ঐশ্বর্যের মধ্যে অবস্থান লাভ করিবে। ৪৯

পূজিতে তুমিও। যথাকালে সমস্ত বিশ্বে পার্বতীর মহাপূজা প্রতিবর্ষ অনুষ্ঠিত হইবে। ৫০

তদনন্তর তুমি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গ্রামদেবতা রূপে পূজা করাও, তদ্বিধান, উহারই বাসে গ্রামদেবতাগণ পূজিতা হইবে। ৫১

আমার আজ্ঞানুসারে বিশ্বকর্মা নানাবিধ উপচারে তোমার স্তোত্রযুক্ত মন্ত্র ও পূজাবিধি বিধানানুসারে রচিত হইবে। ৫২

তোমার পরিচারকবর্গ সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের অধিকারী হইয়া নিত্য মহাপুরুষ হইবে। ৫৩

মাতঃ! যে সব ব্যক্তি পুত্রলাভ অথবা ভার্যাগর্ভে তোমার উপাসনা করিবে, তাহাদের যশ, কীর্তি, ধর্ম ও ঐশ্বর্য (অথবা ধর্মানুসারে লব্ধ ঐশ্বর্য) সর্বত্র বর্ধিত হইবে। ৫৪

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিদেবীকে পূর্বোক্তরূপে এই কথা বলিয়া তাঁহার বামকর্ণমূল অনুক্ষণ একোনষষ্টিবর্ণাত্মিকা মন্ত্রাক্ষর "দুর্গে দুর্গায় স্বাহা" (এই মন্ত্রে 'দুর্গা' স্থলে 'দুর্গে' প্রয়োগও দেখা যায়—"দুর্গে দুর্গায় স্বাহা"। এই মন্ত্রের আদি ওঁকার, তদনুসারে আমরা।)

এই মন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁহার উপাস্যরূপে প্রতি অনুচ্ছেদান্তরে তিনি অনুসরণ তদ্বিধানানুরূপ নাম রচনা করিয়া দিয়াছেন। শ্রী, মায়া ও কামবীজযুক্ত অর্থাৎ 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং' এই তিন বীজযুক্ত দশাক্ষর "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ" মন্ত্র দান করিয়াছেন। ৫১-৬২

অর্থাৎ—যাঁহা শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির ঐশ্বরাধিকা শক্তি ও কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা নিধি এবং যাঁহা হইতেও বিধিরও বিধাতৃত্ব ও উৎপত্তি হইয়াছে তাদৃশ সেই প্রকৃতি দেবী দুর্গাকে প্রথম করিলেন। ৫৭

(যে বিধি।) তদনন্তর তদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সেই পরাশক্তি তোমাকে পতিত করুক এবং অন্যান্যের "শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ" মন্ত্র দান করিলেন। ৫৮

এইরূপ বর্ষাকে বর্ষা নদ এবং তাহাকে নিষিদ্ধাকে তদ্ব করিয়া তাহাকে, বহ্নি, কুবের এবং মানুষকেও সেই সব উপদেশ করিলেন। ৫৯

এইরূপে কৃষ্ণেচ্ছায় উহাকে মহাশক্তি দান করিয়া বিধাতারও বিধিরূপ সেই কৃষ্ণ সৃষ্টির নিমিত্ত তাহাকে এই কথা বলিলেন। ৬০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহাভাগে! শিবে! তুমি বিদ্যা নহয় অথবা আমার কথায় উপাসনা করিয়া মায়াবিদ্যা ঐশ্বরাধিকা সৃষ্টী বিদ্যা লাভ কর। ৬১

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে একটী মহামন্ত্র দান করিলেন। তদনন্তর তিনি তোমার ও তোমাদিগের সহিত মহান্ (কৃষ্ণপরায়ণ) কৃষ্ণধামে গমন করিলেন। ৬২

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টীবিন্যাসো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টিপ্রকরণে—ব্রহ্মকৃত পৃথিব্যাদিসৃষ্টিবর্ণনম্]

সৌতিরুবাচ

ততো ব্রহ্মা তপঃ কৃত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্য যথেপ্সিতাম্।
সসর্জ পৃথিবীমাদৌ মধু-কৈটভমেদসা ॥ ১
সসর্জ পর্বতানষ্টৌ প্রধানান্ সুমনোহরান্।
ক্ষুদ্রানসংখ্যান্ কিং ব্রূমঃ প্রধানাখ্যা নিবোধ মে ॥ ২
সুমেরুঞ্চৈব কৈলাসং মলয়ঞ্চ হিমালয়ম্।
উদয়ং অস্তাচলঞ্চ সুবেলং গন্ধমাদনম্ ॥ ৩
সমুদ্রান্ সসৃজে সপ্ত নদান্ কতিবিধা নদীঃ।
বৃক্ষাংশ্চ গ্রাম-নগরান্ সমুদ্রাখ্যা নিবোধ মে ॥ ৪
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলার্ণবান্।
লক্ষযোজনমানেন দ্বিগুণাংশ্চ ক্রমাৎ ক্রমাৎ ॥ ৫
সপ্ত দ্বীপাংস্ত তত্রৈব [illegible]
উপদ্বীপাংস্তথা সপ্ত দ্বীপৈঃ [illegible] সপ্ত চ ॥ ৬
বিধায় বিধিঃ দ্বীপাংশ্চ সপ্ত বা [illegible]।
জম্বুশাককুশপ্লক্ষক্রৌঞ্চন্যগ্রোধপুষ্করান্ ॥ ৭
মেরোরষ্টসু শৃঙ্গেষু [illegible] পুরীঃ [illegible]
অষ্টানাং লোকপালানাং বিহারায় মনোহরাঃ ॥ ৮
মূলেঽনন্তস্য নগরীং নির্মায় জগতাং পতিঃ।
ঊর্দ্ধে স্বর্গাংশ্চ সপ্তৈব রচয়ামাস [illegible] ॥ ৯
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকং সুমনোহরম্।
মহর্লোকং জনলোকং তপোলোকঞ্চ শৌনক ॥ ১০
সত্যলোকং ব্রহ্মলোকং [illegible]।
তদূর্দ্ধে ধ্রুবলোকঞ্চ সর্বতঃ সুমনোহরম্ ॥ ১১
তদধঃ সপ্তপাতালানি [illegible]।
স্বর্গাতিরিক্তভোগাঢ্যান্যধোঽধঃ ক্রমতো মুনে ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায়।

(সৃষ্টিপ্রকরণে ব্রহ্মার পৃথিব্যাদি সৃষ্টি বর্ণন।)

সৃতপুত্র কহিলেন,—সেই সময় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে তপস্যা করিয়া সর্বাভিলষিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রথমে নারায়ণ কর্তৃক নিহত মধু ও কৈটভের মেদে পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন। ১

অনন্তর ব্রহ্মা তাহার মধ্যভাগে আটটি প্রধান পর্বত সৃষ্টি করিলেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত যে কত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা আর কি বলিব? আটটি প্রধান পর্বতের নাম শ্রবণ করুন। ২

১। সুমেরু, ২। কৈলাস, ৩। মলয়, ৪। হিমালয়, ৫। উদয় (উদয়াচল), ৬। অস্ত (অস্তাচল), ৭। সুবেল এবং ৮। গন্ধমাদন। ৩

তাহার পর সাত সমুদ্র সৃষ্টি করিলেন। বহু নদ ও নদী, বৃক্ষসকল, অন্যান্য গ্রাম ও নগর সৃষ্টি করিলেন। এখন সাত সমুদ্রের নাম শ্রবণ করুন। ৪

১। লবণ, ২। ইক্ষু, ৩। সুরা, ৪। সর্পিঃ (ঘৃত), ৫। দধি, ৬। দুগ্ধ, ৭। জল সমুদ্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম সমুদ্র লক্ষ যোজন পরিমিত। তাহার পর ক্রমানুসারে দ্বিগুণ করিয়া পরিমিত আর সব সমুদ্রের এবং এই সমুদ্রসকলই [illegible] ৫

অনন্তর সমুদ্রসকলের মধ্যে সাত দ্বীপ, সাত উপদ্বীপ এবং সাত দ্বীপের পর্বত ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। ৬

ব্রহ্মা পূর্বে যে সপ্ত দ্বীপ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের নাম শ্রবণ করুন,—১। জম্বু দ্বীপ, ২। শাক, ৩। কুশ, ৪। প্লক্ষ, ৫। ক্রৌঞ্চ ৬। ন্যগ্রোধ (বট) এবং ৭। পুষ্কর দ্বীপ। ৭

মেরু পর্বতের আট দিকে প্রভু ব্রহ্মা আটটি লোকপাল-গণের বিহারের জন্য মনোহর আটটি পুরী নির্মাণ করিলেন। ৮

অনন্তর ব্রহ্মা এই সুমেরু পর্বতের মূলদেশে অনন্তের জন্য এক পুরী নির্মাণ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে সাত স্বর্গলোক সৃষ্টি করিলেন। এখন তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। ৯

শৌনক! ১। ভূর্লোক, ২। ভুবর্লোক, ৩। অতিমনোহর স্বর্গলোক, ৪। মহর্লোক, ৫। জনলোক, ৬। তপোলোক, এবং ৭। সত্যলোক। ১০

সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গে উপরে সর্বাপেক্ষা অতিমনোহর ব্রহ্মলোক এবং তাহার ঊর্দ্ধে সর্বত্র অতিশয় মনোহর ধ্রুবলোক সৃষ্টি করিলেন। ১১

হে মুনে! তাহার অধোভাগে সপ্তবিধ পাতাল লোক সৃষ্টি করিলেন। [illegible] [illegible] এই সব পাতাললোক [illegible] [illegible] অধোভাগে অবস্থিত। ১২

CENTRAL LIBRARY

[illegible] ॥ ১৩

[illegible]

[illegible] ॥ ১৪

[illegible]

[illegible] ॥ ১৫

[illegible]

[illegible] ॥১৬

[illegible]

[illegible] ॥১৭

[illegible]

[illegible] ॥ ১৮

[illegible]

[illegible] ॥ ১৯

[illegible]

[illegible] ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সৌতিশৌনকসংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিনিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

[illegible] ১। [illegible], ২। [illegible], ৩। [illegible], ৪। [illegible], ৫। [illegible], ৬। [illegible] ৭। [illegible] ॥ ১৩

[illegible] ॥ ১৪

[illegible] ॥ ১৫

[illegible] ॥ ১৬

[illegible] ॥ ১৭

[illegible] ॥ ১৮

[illegible] ॥ ১৯

[illegible] ॥ ২০

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সৌতি-শৌনক সংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিনিরূপণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ৪

[সৃষ্টিপ্রকরণে—ব্রহ্মবর্ণঃ, যোগিনাং ব্রাহ্মণানুৎপত্তিঃ, ব্রাহ্মণাদ্যনু-বাহ্মণপুত্র-পুলস্ত্যাদীনামুদ্ভবঃ, ব্রহ্ম-ঐশ্বরয়োঃ বাদপ্রাপ্তিকথনঞ্চ ।]

মৌদ্গিল্যউবাচ

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব সাবিত্র্যাঃ যত্নতোঽসিতঃ
চক্রায় যৌগপদ্যেন কামুক্যাঃ কামুকো যথা । ১
সা বিনা পতিমৈশ্বর্যং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মসুতাদয়ঃ
সুপ্রযুক্তা চ সুমুখে ঽসুরৈর্যোগান্ অনোহরান্ ৪ ২
বিবিধান্ ব্রাহ্মণোদ্যাংশ্চ ঊর্দ্ধ-ব্যাকরণাদিকান্
ষট্ত্রিংশন্মাত্রিকা বিদ্যা প্রাপিতাঃ পুরমোহনাঃ ৪৩
ষট্ত্রিংশান্ পুত্রবাংশ্চৈব নানাতন্ত্রবিচারান্ ।

অষ্টম অধ্যায়

[সৃষ্টিপ্রকরণে—ব্রহ্মবর্ণ, যোগি পাদমূলের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদি, ব্রাহ্মণপুত্র পুলস্ত্যাদির উদ্ভব এবং ব্রহ্মা ও ঐশ্বরের শাপপ্রাপ্তি কথন ।]

মুনিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । কামুক পুরুষ যেরূপ কামুকী স্ত্রীর অগ্রে যৌগপদ্যে ধরে, সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মুরহর ত্রিদেব উক্ত স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর অগ্রে যৌগপদ্যে প্রার্থনা করিলেন । ১

সেই সুপ্রযুক্তা সাবিত্রীদেবী বিনা পতিতে ঐশ্বর্য্যকে অতিতুচ্ছ জ্ঞানে সুমুখীগণকে সঙ্গে করিয়া অসুরের গৃহে গমন করিলেন । ২

ঊর্দ্ধ-ব্যাকরণাদি বিবিধ ব্রাহ্মণগণ এবং অতিশয় মনোহর বিদ্যা ষট্ত্রিংশৎ ও ত্রাণিনী প্রদান করিলেন । ৩

নানাতন্ত্রজ্ঞ পুরুষ ছয় শত (৬) সঙ্গা, বেদা, তাপস ও বৈখানিক প্রদান করিলেন ।৪

অনন্তর বর্ষ, ঋষ, ধনু, বিধি, বক, অবাদি, দিশ, ত্রাদি, ব্রাহ্মণজন, সঙ্গা ও ঊষা তাহাকে প্রদান করিলেন । ৫

যত্ন গ্রাম

১। সঙ্গোত্রাচার্য্য অনন্তরে ও মূলস্থানে যত্ন গ্রাম ।

১। ত্রৈয়ব, ২। কৌশিক, ৩। হিরণ্যাক্ষ, ৪। গৌতম, ৫। ঔশনস এবং ৬। মেষ ।

ত্রিশাখ ও মেষদের মধ্যে যত্ন গ্রাম—১। ঔশনস, ২। বসন্ত, ৩। পরাশর, ৪। ত্রৈয়ব, ৫। মেষ, ৬। ঔশনসাত্রয় ।

আধুনিক যত্ন সঙ্গোত্রাচার্য্য অনন্ত যত্ন গ্রাম—১। বাসব, ২। আত্রেয়, ৩ ঔশনস, ৪। বসন্ত, ৫। হিরণ্যাক্ষ, ৬। কর্দ্দমী ।

৩ ত্রয়োদশ ত্রাণিনী। পূর্ব্বোক্ত ৬ ছয় সঙ্গা প্রত্যেকের যত্ন জন্য করিয়া আর্ষ্যাত্র নাম ত্রয়োদশ ত্রাণিনী ।

সঙ্গা-ত্রেতা-তাপসাংশ্চ বলিকা অনয়ন্নিহ ।৪

ঋষি বাসমুনীংশ্চৈব ত্রিণিঃ ৪৩ত্রাণিকান্ ।

বিনা ত্রাণিক যাত্রাংশ্চ সঙ্গাস্মুষমেব চ ৫ ।৫

পুত্রীক দেবসেনাঞ্চ মেধাঞ্চ বিজয়ং তথা ।

ষট্কৃত্তিকাংশ্চ যোগাংশ্চ ত্রাহ্মণাংশ্চ তপোধন ।৬

দেবসেনাং মহাষষ্ঠীং কার্ত্তিকেয়প্রিয়াং সতীম্

মাতৃকাসু প্রধানাং যা বালানাং প্রীতিবর্দ্ধিকা ।৭

যে আশাবৎ। সৃষ্টি, দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ষট্-কৃত্তিকা, যোগসমূহ, এবং ব্রাহ্মণসমূহ প্রদান করিলেন ।৬

কার্ত্তিকেয়প্রিয়া সতী দেবসেনা মহাষষ্ঠীকে প্রদান করিলেন, যিনি মাতৃকাগণের মধ্যে প্রধানা এবং বালক-বালিকাগণের প্রীতিবর্দ্ধিনী ।৭

১। ব্রাহ্মণত্রাণ-ত্রাণিনী—

১। বাসনী, ২। বাসনী, ৩। ত্রাসত্রিণী, ৪। বিষ্ণুত্রা ৫। আশাবরী, ৬। ত্রৈয়নী। এই ছয় জন বাসনত্রাণের পত্নী ।

২। ক্ষত্রিয়ত্রাণ-ত্রাণিনী—

১। বেলাক্ষী, ২। সুরভী, ৩। ত্রাসত্রা, ৪। বাসনী, ৫। ত্রোত্রা, ৬। ত্রৈনাত্রিত্রা—এই ছয় জন ক্ষত্রিয়বংশের ত্রাণিনী ।

৩। বৈশ্যত্রাণ-ত্রাণিনী—

১। বাত্রাত্রী, ২। ত্রুবরা, ৩। ত্রৌত্রী, ৪। ত্রৌনাত্রিত্রা ৫। ত্রেনাত্রাত্রী, ৬। বিত্রাত্রী। এই ছয় জন বৈশ্যত্রাণের ত্রাণিনী ।

৪। শূদ্রত্রাণ-ত্রাণিনী—

১। ত্রুত্রী, ২। শত্রুত্রী, ৩। শত্রিত্রা, ৪। শত্রাত্রত্রী, ৫। ত্রত্রিত্রী, ৬। বিত্রাত্রা। এই ছয় জন শূদ্রত্রাণের ত্রাণিনী।

৫। ত্রিশাখত্রাণ ত্রাণিনী—

১। বাত্রুত্রী, ২। ত্রৌনিত্রা, ৩। ত্রেনত্রাত্রী, ৪। ত্রাত্রিত্রা, ৫। ত্রত্রাত্রী, ৬। ত্রৌত্রাত্রী। এই ছয় জন ত্রিশাখত্রাণের ত্রাণিনী ।

৬। ত্রর্ণাষ্টত্রাণ ত্রাণিনী—

১। বাত্রিত্রা, ২। ত্রুত্রাত্রী, ৩। ত্রাত্রত্রাত্রী, ৪। ত্রত্রা, ৫। ত্রাত্রত্রাত্রা, ৬। ত্রত্রাত্রী। এই ছয় জন ত্রর্ণাষ্টত্রাণের ত্রাণিনী ।

ব্রাহ্মঃ পাদ্মশ্চ বায়ব্যঃ ভাগবতমিতঃ পরম্
বিষ্ণুঃ নৈমিত্তিকশ্চৈব বিদ্যাধর্মশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৮
চতুর্বিংশ প্রসঙ্গঃ কালস্য কৃতাকৃতস্য চ
সর্বেষু যাবিদ্যধর্মশ্চৈব মা প্রসূত ভূতা যদৌ ॥ ৯
অথ মনুঃ সৃষ্টেশ্চাদ্যঃ সমুদ্ভাসে ।
অনন্তরস্তুদ্ভবনার্থং মনুর্ব্ব ঋত্ম কাশ্যপী ॥ ১০
ব.ত্রিশেষাদ্ বিবস্বন্তো মনুর্ব্ব শিষ্যিরাঃ গুরুঃ ।
মনবো মনবোঽষ্টৌ চ মন্বন্তরপ্রধানতঃ ॥ ১১
অথ মানুষ নবম আদিষ্টুরাঃ সুমাহকাঃ ।
চত্বারঃ পঞ্চমীয়াঃ অনন্তো ত্রয়স্তেজসা ॥ ১২
সনকশ্চ সনন্দশ্চ কৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

ঋভুঃ পাদ্ম ও বায়বে—এই তিনটি নাম বলিয়া কবিত হয়। বিষ্ণু, নৈমিত্তিক, বিদ্যাধর্ম ও প্রাকৃত—এই চতুর্বিংশ প্রসঙ্গ, মুক্তকণ্ঠে ভাগ এবং সমস্ত আদিবিদ্যাক প্রসঙ্গ করিয়া আদিত্য যেমন উদয়াচলে উদয়কাল হয় প্রকাশ করিলেন। ৮-৯

অনন্তর বায়ুর সৃষ্টিপ্রসঙ্গ হইতে অতি বিস্তৃত হইল এবং তাহার বাক্যার্থ হইতে অনন্তরে উৎপন্ন হইয়া অনন্তর আদিত্য হইল। ১০

অনন্তর আদিত্যের হইতে বিবিধাদ্য এক বিবস্বতের উৎপন্ন হইলেন। তাহার পর মনবাদ্য ও পরাক্রমশালী আর বহু (১) উৎপন্ন হইলেন। ১১

অনন্তর যাহা প্রকার মন হইতে অত্যন্তের চতুর্দশি পঞ্চ ঔষধ হয় এবং ভূমার আবির্ভূত হইলেন। ১২

তাহাদের মধ্যে সনক প্রথম, দ্বিতীয় সনন্দ, তৃতীয় সনাতন এবং চতুর্থ আদিবিদ্যের মধ্যে ঋভু অনন্তর অবতীর্ণ হন। ১৩

তাহার পর অনন্ত হইতে বিদ্যাধর্মী, তৃতীয়, তৃতীয়, শ্রীমান্, অনন্তর ও মহান এই তিনি আবির্ভূত হইলেন। ১৪

অনন্তরুষাহো ভবন্তাংস্তুর্থো জানিরাং যঃ। ১৩
আবির্ভূর্ব মুখতঃ কৃপায়ঃ কনকপ্রভঃ
বিদ্যাধনঃ শ্রীমান্ মহীকঃ পুনশ্চো মুখা। ১৪
অত্রিরাসা। যৌবনাশ্বো নাম্না যাবন্তুবো মনুঃ
যা স্ত্রী যা সবস্তুসা ১ ভূমাত্মা অনন্তজন্মা। ১৫
মহীকশ্চ মনুস্তাংস্তী ঘোরাঙ্গাপতিপালকঃ।
যদা বিবস্তো পুত্রাংশ্চ ভাবুংশ্চ প্রবিষ্টান্। ১৬
সৃষ্টিঃ কর্তুং মহাত্মানো মহাত্মবন্তান্ বিজ।
তত্ত্বজ্ঞে চ মহীকাংস্তু বস্তু কৃতনামানঃ। ১৭
চুকোপ তেজসা তেন বিদ্যাত্মা ভবতাং পতিঃ।
তোপাদক্ত চ বিপ্রেন্দ্রিয়ো ব্রহ্মতেজসা। ১৮

ইহার নাম যাবন্মনু বলু, ইনি অত্রিবংশের যৌবনাশ্ব হিলেন। ইহার যে স্ত্রী, তাঁহার নাম সবস্তুসা; এই সবস্তুসা অত্রিবংশ অনন্তরী এক ঔরসীবের আবির্ভাব হিলেন। ১৫

যাবন্মনু অত্রিবংশের ঘোরাঙ্গ পতিপালক মহীক যাবন্মনুর স্ত্রী সবস্তুসার সহিত অবস্থান করিতে আসিলেন। বিপ্র! তাহার পর মহাত্মারা তথায় বিবস্বান্ অত্রিবংশ হইতে যাঁহারা মহীক যাবন্মনুর পুত্রি অত্রিবংশ হইতে আসিলেন। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে (?) এই সকলেরি পুত্রের 'আমরা সৃষ্টি করিতে পারিব না' এই কথা বলিয়া তাঁহারা অত্রিবংশ তথ্য করিয়া যাইলেন। ১৬-১৭

সেইহেতু ব্রহ্মবাদি বিপ্রেরা ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া সেইসি বিদ্যাত্মা ব্রহ্মতেজে তাঁহার তথাই তেজ হইতে একাদশ রুদ্র (২) আবির্ভূত হইলেন। ১৮

(১) অতিরিক্ত যথা—

"অত্রো ব্রহ্মণ যোনিস্থ বিষ্ণুর্দৈবাধিনায়কঃ। ব্রহ্মণস্য প্রসাদার্থং তপস্তেপে সুদারুণম্"। ইতি ভবতঃ। অত্রিবংশের নামান্তরাদি যথা,—"অত্রো ব্রহ্মণ সোমস্য সাধিত্রীবাধিনায়কঃ। প্রভুস্য প্রজাসর্গস্য……" ইতি পুরুষের যথা—"অত্রিবংশ ব্রহ্মণ সোমস্য সাধিত্রীবাধিনায়কঃ। ব্রহ্মণস্য প্রজাসর্গস্য প্রভুস্তেপে তপোধিনঃ।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—"অত্রিবংশ বলু পূর্বং মনুবংশ প্রজাপতিঃ।" অত্রিবংশ বিষ্ণু—ইতি বিষ্ণুপুরাণে।

(২) একাদশ রুদ্র—

১। অজ, ২। একপাদ, ৩। অহিবুধ্ন্য, ৪। পিনাকী, ৫। অপরাজিত, ৬। ত্র্যম্বক, ৭। মহেশ্বর, ৮। ত্রিরূপাক্ষি, ৯। শম্ভু ১০। হরণ, ১১। ঈশ্বর। ইতি মহাভারতে দানধর্মপর্বণি।

"অত্রেরনসূয়ায়ামাত্মভূতৌ ভগবন্তৌ। দুর্বাসসমাত্মানং সূয়া নির্মমাথ আত্মনা। ব্রহ্ম অত্রিবংশ ব্রহ্মবাদিনাং ভূতানাং। ব্রহ্মণস্য প্রজাসর্গস্য প্রভুস্তেপে তপোধিনঃ। ব্রহ্মাদিনাং বহুনাং জনকৌ বিশ্বসৃজৌ। এতাবেবাত্রের অত্রিবংশ ব্রহ্মাত্মজৌ।" ইতি ভাগবতে আছে।

"অত্রেরনসূয়ায়ামাত্মভূতৌ ভগবন্তৌ। ব্রহ্মণস্য প্রজাসর্গস্য প্রভুস্তেপে তপোধিনঃ। বিশ্বসৃজৌ সাধিত্রো ব্রহ্মা ইতি পুরাণে।" ইতি ভাগবতে।

আবির্ভূতা ললাটাচ্চ রুদ্রা একাদশ প্রভো।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্তা তেষামেকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৯
সর্বেষামেব বিশ্বানাং স এব [illegible] পুনঃ।
[illegible] ব্রহ্মা [illegible] ॥ ২০
[illegible] বিপ্রঃ প্রকৃতে পরঃ
[illegible] মূর্খা বদন্তি তামসং শিবম্ ॥ ২১
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঞ্চ নির্মলং বৈষ্ণবাগ্রণীম্।
শৃণু নামানি রুদ্রাণাং বেদোক্তানি চ যানি চ ॥ ২২
মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুধ্বজশ্চোর্ধ্বকেশঃ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ ॥ ২৩
পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাৎ তথাত্রিশ্চ [illegible] ক্রতুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪
অরণির্নাসিকারন্ধ্রাদঙ্গিরাশ্চ মুখাদ্ রুচিঃ।
ভৃগুশ্চ বামপার্শ্বাচ্চ দক্ষো দক্ষিণপার্শ্বতঃ ॥ ২৫

ছায়ায়াঃ কর্দমো জাতো নাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা।
বক্ষঃস্থলাচ্চ বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ ॥ ২৬
মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চাপান্তরতমা গলাৎ
বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ ॥ ২৭
হংসশ্চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষের্যতিঃ স্বয়ম্
সৃষ্টিং বিধাতুং স বিধিশ্চকারাজ্ঞাং সুতান্ প্রতি।
পিতুর্বাক্যং সমাকর্ণ্য তমুবাচ স নারদঃ ॥ ২৮

নারদ উবাচ

পূর্বমানয় জ্যেষ্ঠাংস্তান্ সনকাদীন্ পিতামহ
কারয়িত্বা দারযুক্তানস্মান্ বদ জগৎপতে ॥ ২৯
পিতা তে তপসে পুত্রাঃ [illegible] কথম্।
অহো [illegible] বিষতুল্যং [illegible]
[illegible] পুত্রায় [illegible] পরং ততঃ [illegible]
[illegible] বিভাতি [illegible] ॥ ৩১

[illegible] বিনাশ কর্তা উনি তামস বলিয়া কথিত হন। রাজস হইলেন ব্রহ্মা এবং শিব ও বিষ্ণু সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। ২০

প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অথবা প্রকৃতির অন্তরস্থ শিব গোলোক-নাথ কৃষ্ণ নির্গুণ বলিয়া খ্যাত। অজ্ঞান [illegible] মূর্খ ব্যক্তিগণ শিবকে তামস বলিয়া অভিহিত করে। ২১

কিন্তু ইনি (শিব) শুদ্ধ সত্ত্বরূপ, নির্মল এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে অগ্রণী। অতঃপর বেদোক্ত একাদশ রুদ্রের যে সব নাম আছে, তা শ্রবণ কর। ২২

মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্ধ্বকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি (এবং পূর্বোক্ত রুদ্র)। ২৩

ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি [illegible] ক্রতু আবির্ভূত হইলেন। ২৪

নাসিকা [illegible] হইতে অরণি, মুখ হইতে অঙ্গিরা ও রুচি, বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগু এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষ আবির্ভূত হন। ২৫

ছায়া হইতে কর্দম ও নাভি হইতে পঞ্চশিখ উৎপন্ন হইলেন। বক্ষঃস্থল হইতে বোঢ়ু এবং কণ্ঠদেশ হইতে নারদ উৎপন্ন হইলেন। ২৬

*[illegible]
[illegible]
[illegible]।"
ইতি [illegible]।

স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, কণ্ঠদেশ হইতে অপান্তরতমা, রসনা (জিহ্বা) হইতে বশিষ্ঠ এবং অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা আবির্ভূত হন। ২৭

বাম কুক্ষি (উদর) হইতে হংস এবং দক্ষিণ কুক্ষি হইতে স্বয়ং যতি আবির্ভূত হন। অনন্তর বিধি (ব্রহ্মা) সৃষ্টি করিবার জন্য এই সব পুত্রকে আদেশ করিলেন। নারদ পিতার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২৮

নারদ কহিলেন,—পিতামহ! অগ্রে জ্যেষ্ঠ [illegible] ('পিতামহ' শব্দ ব্রহ্মাকে বুঝাইতেছে; পিতার পিতা নহে। "[illegible] পিতামহঃ" ইতি মেদিনী।) পূর্বে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনকাদিকে আনয়ন করুন। জগৎপতে! তাঁহাদিগকে দারযুক্ত করিয়া পরে আমাদিগকে বলুন। ২৯

আপনি পিতা হইয়া উঁহাদিগকে তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন; আর আমরা কেন (সেই আপনারই পুত্র হইয়া) সংসারে যুক্ত হইব? অহো! প্রভো—(আজ বিচারের গতি [illegible]) [illegible] বিষতুল্য হইয়া যাবে। ৩০

অহো, কোনও পুত্রকে আপনি এখন [illegible] অমৃত দান করিয়াছেন [illegible] করিয়া [illegible] দিয়াছেন। আবার সেই আপনি কোনও পুত্রকে [illegible]

অথৈনং স্নিগ্ধে বাসসি ঽ অজে বৈ বঃ পরমং রূপং
পিতৃণামিত্যুত্তরতো দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষূপরি ৪ । ৬১
পিতামহাংস্তথৈবার্দ্ধং বাসসঃ প্রপিতামহান্
সর্বাংস্তু পরিতঃ সর্বান্ নমো বঃ পিতরো রসায় । ৫০
ঊর্জে বঃ পিতরঃ স্বধা বঃ পিতরঃ শুন্ধধ্বং ৪ ।
ঊর্জয়িত্রীঃ ঊর্জয়মানা ঊর্জমূর্জয়ধ্বম্ ৪ । ৫৪
ঊর্জাহারাঃ ঊর্জাসাদো বিহরত পরমেষ্ঠিনম্
মনো হবিরিতি যো মৃতঃ বিহরে নামকর্মণে । ৫৫
বিহরে ঽমুকমেবাহং পৌত্রায়বিহারায় প্রিয়ায়
যো মৃতঃ বিহরন্নাহি বিহরে বিহরামিহম্ । ৫৬
অমরত্বায় মুক্তমসত্যায় মাপকায়ণম্ ।
যথা দৌশ্চিদ্রাপ্রক্ষ ঔষধীনাং পুষ্পমাহরম্ । ৭
যথা বাড়িশমামিষ মৎস্যোপাত্তমুপগ্রসম্ ।
যথা বিষবিদাং হাস্তে বিষমঃ মৃত্যুরাগসম্ । ৫৮

অধিক বিষয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য। আশ্বলায়ন বিষয়—সমস্ত কর্মিকে আপনে প্রদান করিয়াছেন। ৫১

পিতৃঃ। অধিকন্তু বিঃ—অধিকন্তু অন্যত্র সমাধানার্থে যে কর্মি সমাধান করিতে হয়, সেই কর্মকাল চলিয়া যাইলেও তাহার আর বিলুপ্তি অর্থাৎ ইহার কাল হয় না। ৫২

সমস্তের বিস্তার ঔষ এবং ঔষ অর্থাৎ তাহাদের, পুরুষের ঘর, সর্বত্র অর্থাৎ সমস্ত বাহির বস্তুতে, অভিলাষা, সমস্তকামনাকারী, কৃপায়, তাহাদের একমাত্র পাত্র, তাহাদের, অতি নির্দেশ (অথবা তার সমস্তকাল), তাহাদের প্রিয় (অথবা তাহাদের নিজের প্রিয়), তাহাদের, তাহাদের অতি অনুগ্রহকারী, তাহাদের আত্মার ও তাহাদের একমাত্র সমস্ত যে পরমেষ্ঠীকে পরিত্যাগ করিয়া কেন্ মৃত (যোগক্ষেম) অতি সাধের কারণ বিষয় অন্বেষণ করিবে। ৫১-৫

অমৃত হইতের অধিক নিত্য ঔষধ যোগ আছে করিয়া কোন্ মৃত ব্যক্তি বিষয়সমূহ বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষ পান করিতে অভিলাষী হইবে। ৫৩

যেরূপ ঔষধিসমূহের ঔষধিসের নিত্য অধিক অন্বেষণ করিয়া প্রতীতি হয় (নিজের মৃত্যুর কারণ নিরীক্ষিতরূপে দেখা যায়), তাহার অন্য সেই ঔষধিসমূহ ভক্ষণ প্রদান করিয়া নিজের মৃত্যুর কারণ হয়, সেইরূপ মনুষ্য অন্যত্র তার সমস্ত, অন্যত্র মৃত্যু ও অন্যত্র নিজের নিজে হইয়া নিজের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ৫৪

যেরূপ মাংসাদক (মাংসভক্ষক আত্মাদিক—ঔষ) ভক্ষিত

ইত্যুক্ত্বা সাবয়বস্য বিসর্গায় স্বিষ্টং পুনঃ ।
অগ্নৌ তাঞ্চ সমস্তস্য আজ্যাহুতিমিতোপদঃ । ৫৯
ব্রহ্মা কোপসমাবিষ্ট শপেদাপ ভবন্ত বিষ ।
ঊচাচ কল্পিকাচার্য্য ব্রহ্মাণং পুরিতাবয়ঃ । ৬০

ব্রহ্মোবাচ ।

ভবিতা জ্ঞানলোপস্তে অজ্ঞানেন ৪ নারদ ।
ক্রীড়ারসস্য সাধস্তে যোষিদ্ভুক্ত ন সংশয়ঃ । ৬১
স্ত্রিয়ৌবনমুক্তানাং ভ্রূণাজ্ঞানাং অযোষিতঃ ।
পতনং কামিনীনাঞ্চ তথা চ প্রাণবল্লভঃ । ৬২
মৃত্যুরাপাত্রবেত্তা চ মহামৃত্যুরলোলুপঃ ।
নারাগ্রেষ্বাত্মমৃত্যুবিপুণাং ওঙ্কারস্তব । ৬৩
অমৃতাপাত্ত এবং পুরুষস্য সুখাবহঃ ।
ঔষধায়নসম্পর্কবিজ্ঞাতঃ স্ত্রিয়ৌবনঃ । ৬৪
প্রাজ্ঞো মধুরবাক্ শান্তঃ সুশীলঃ সুখদঃ সুধীঃ ।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো নারদস্তোত্রবর্দ্ধনঃ । ৬৫

সমস্তের আশ্বলায়ন অর্থাৎ তাহাদিগের তার মৃত্যু প্রদান করিলেও সেই ঔষধিসমূহ সমস্তের সেই সমস্তের মৃত্যুরই কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়প্রার্থী ব্যক্তিদিগের বিষয়ই মৃত্যুর কারণ হয়। ৫৮

তখন নারদ ব্রহ্মার সম্মুখে এই কথা বলিয়া নিজ মস্তকে এক শিখাসহ সংহার করিয়া সেখানে অগ্নিদিগের তার অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

বিঃ। নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা অতিশয় কোপপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার মস্তকে উপস্থিত হইয়া, অথবা কল্পিত হইতেছিল এমন মৃত্যু সমস্ত হইয়া যাইল, এই অবস্থায় ব্রহ্মা পুনঃ নারদকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ৬০

ব্রহ্মা অভিশপ্ত,—নারদ। আমার অভিশাপে তোমার জ্ঞানলোপ হইবে। তুমি ক্রীড়ারসের তার এক ঘৃণিত বস্তুতে হইবে। স্ত্রির যৌবনমত্তা ও ঐশ্বর্যমত্তা সমস্ত তার কামিনীর তুমি অভিলাষ অযোগ্য পুরুষ এবং প্রাণপ্রিয়া হইবে। মৃত্যুরাপাত্রজ্ঞ ও মহামৃত্যুরলোলুপ হইয়া থাকিবে। নারাগ্রিস্থ মৃত্যুবিপুণ ব্যক্তিদিগের ওঙ্কার তুল্য হইবে। অমৃতাপাত্তের তার এবং, মৃত্যুর, মৃত্যুরাজ, ঔষায়নবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী, স্ত্রিয়ৌবন, প্রাজ্ঞ (নারদাদিগের বিশেষজ্ঞ), মধুরভাষী, শান্ত, সুশীল, সুখদ এবং সুধী (উত্তম চিত্তবান) বলিয়া বিশেষ খ্যাত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তখন তোমার নাম হইবে 'নারদস্তব'। ৬১-৬৫

আবির্ভিবিষ্যা লক্ষমূর্তঃ বিষ্ণুরা নির্জরে ধামে
পুনর্যশোদাগর্ভেণ বাসীপুত্রস্ত তৎপরঃ ॥ ৪৬
বৎস বৈকুণ্ঠমাসাদ্য বৈকুণ্ঠোজ্জিহ্বতাং
পুনঃ কৃষ্ণপ্রসাদেন ভবিষ্যসি মমান্তিকম্ ॥ ৫৭
জ্ঞানং যাস্যামি যে বিদ্যাঃ পুত্রত্বেন পুরাভবম্ ·
অমূল্য তব নৈষ্ণবং মংপুত্রো বিপ্রত্ব প্রবম্ ॥ ৫৮
ব্রহ্মেত্যুক্ত্বা পুনঃ বিপ্র বিরাম তৎপরিঃ ।
কৃষ্ণেন ব্রাহ্মণস্তাত মুদাঃ সাপুষ্টাঞ্জলিঃ ॥ ৫৯

নারদ উবাচ ।

ক্রোধং ত্যজেত্ব ব্রাহ্মণস্তাত যাত্ত তপশ্চরো ।
প্রাক্তনস্তীশস্তাত্তো ক্রোধোহ্যং ব্রহ্মনাশকঃ ॥ ৬০
স্মরণং পরিত্যজেত্ব বিদ্বান্ পুত্রকুলক্ষয়কারিত্ব
তপশ্চিনঃ সুতাঃ সন্তু । তথাস্তীতি পরিতঃ ॥ ৬১
অনির্বচনং যে ব্রহ্মন্ যাত্ত যাত্ত চ যোনিষু

দিয়া সকল দুঃখ হরিয়া সেই সব আবির্ভাবের সহিত নির্জন ধামে বিরাজ করিয়া পুনরায় আমার অভিশাপে বাসীপুত্র হইয়া আবির্ভাবপ্রাপ্ত হইবে। ৫৬

বৎস। বৈকুণ্ঠধামের সব করিয়া, বৈকুণ্ঠধামের উজ্জিহ্বই ভোগ করিয়া এবং কৃষ্ণপ্রসাদে পুনরায় তুমি আমার পুত্র হইবে। ৫৭

তখন আমি পুনরায় তোমাকে পুরাকাল বিষয় জ্ঞান প্রদান করিব। আমার পুত্র হইবার তুমি এবম নষ্ট হও অর্থাৎ অজ্ঞানযুক্ত হইয়া তোমরা ১০ এবং অবশেষে পক্ষিত হও অর্থাৎ অভিশাপ প্রাপ্ত হও। ৫৮

ব্রহ্মন্। তখনপরি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া বীরত হইলেন। বিপ্র নারদ তখন তখন করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তখায় দণ্ডায়মান হইলেন। ৫৯

নারদ কহিলেন,—তাতঃ ব্রাহ্মণস্তাত তাত। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ তাত। আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। অহো। আমার উপর তপস্বীদিগের ঈদৃশ দুর্বিসহতার এই ক্রোধ করা উচিত নয়। ৬০

বিদ্বান্ ব্যক্তি যে পুত্র উৎপন্নকারী, তাহাদের নাশ দিয়া থাকেন ও পরিত্যাগ করেন। যে পক্ষিত। তপস্বী পুত্রের যেন আপনি অভিশাপ দিলেন। ৬১

ব্রহ্মন্। যে যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক, প্রতিজন্মে

যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন,—এই বর আপনি আমাকে প্রদান করুন। ৬২

নারদ তখনপর ব্রহ্মা কহিলেন আমি পুত্র, তথাপি শ্রীহরির পাদপদ্মে যদি আমার ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সেই আমি পুত্রত্ব হইলেও অধিক জন্ম বলিয়া পরিগণিত হইব। ৬৩

পুত্রত্বপ্রাপ্তির তখনপর করিয়াও যদি শ্রীহরির প্রতি ভক্তি থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণের যে ও প্রকার—অর্থাৎ পক্ষিত্ব বলা হয়, তাহা তোমাতে বলম করিয়া থাকে। ৬৪

শ্রীযোগিদের শ্রীহরণাভিলাষে ভক্তিজন্ম সাধুসঙ্গ অর্থাৎ মহৎ হইতে উৎপন্ন অভিলাষিত দুরাসাধকারী বৈষ্ণবাদি ভক্তজনের সম্পর্ক মনুষ্যত্ব পক্ষিত্ব হইয়া যায়। ৬৫

নিতান্ত। পাপিষ্ঠদের প্রতি পাপসমূহের আলয়ের তত্ত্ব এবং নিজেদের পক্ষিত্বের তত্ত্ব ঘৃণাকারক বৈষ্ণবগণের সম্পর্ক কামনা করেন। ৬৬

তাহারাই শ্রীহরির মহাপ্রসাদের পরিবারের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীহরির মহত্ত্বের করিয়া তাহা মনুষ্যদের পূর্বজন্ম কোটি পুরুষ এবং অবসন্ন কোটি পুরুষের পক্ষিত্ব মুক্ত হইয়া যায়। ৬৭

মহাব্রহ্ম করিবার পরে সাতটি মনুষ্যদ কোটি জন্মাদির পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তত্ত্ব হয় এবং পূর্ব পূর্ব তত্ত্ব মুক্ত তাহাদের সম্পূর্ণ জন্ম করিয়া থাকেন। ৬৮

সুতাস্য [illegible] পিত্রাদ্যেব সেবকায় [illegible] ।
যো দর্শয়তি [illegible] ॥৪৯
যো দর্শয়তি [illegible] নিত্যো [illegible] ।
[illegible] ॥৫০
ন কিং গুরুঃ ন কিং [illegible] ন কিং স্বামী ন কিং সুতঃ
যঃ শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ॥৫১
[illegible]
[illegible] ॥৫২
[illegible]
[illegible] ॥৫৩
[illegible] পিতঃ ।
[illegible] ॥৫৪
[illegible] ।
[illegible] ॥৫৫
[illegible] পিতুঃ পুত্রঃ ।
[illegible] ॥৫৬
[illegible] ।
[illegible] পিতুরেব চ সৌনক ॥৫৭
[illegible] ।
[illegible] ॥৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদে গণপতিখণ্ডে [illegible] নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

পুত্র, স্ত্রী, শিষ্য, সেবক এবং [illegible] ॥৪৯

[illegible] ॥৫০

[illegible] ॥৫১

[illegible] ॥৫২

[illegible] ॥৫৩

পিতঃ। [illegible] ॥৫৪

সুতঃ। [illegible] ॥৫৫

[illegible] ॥৫৬

শৌনক। [illegible] ॥৫৭

[illegible] ॥৫৮

[illegible] শৌনক [illegible] অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ৯

[ব্রহ্মপুত্রপর্যন্তপৃষ্টিপ্রকরণে কর্দমপ্রজাপতিবংশানুকীর্তন, বরাঙ্গের জন্ম, ভদ্রার হরণ ও পাণিগ্রহণ, শিবপরশু-ধারক ভদ্রক শ্রীবিক্রমশীলকে বরলাভ, বৃষকেতু সহ যুদ্ধারম্ভ]

মৌক্তিকমালা।

অথ ব্রহ্মা স্বপুত্রাণামাদিদেশ চ সৃষ্টয়ে
সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে সর্গে দ্বিতীয়ে সাধনং বিধা। ১
মরীচের্দক্ষযজ্ঞে তু কর্দমস্য প্রজাপতিঃ
অত্রেশ্চৈবাত্মজঃ শ্রীমান্ ভীমাঙ্গে চ বসুন্ধরে। ২
প্রহ্লাদোঽপি নমুচো মৌক্তিকস্য বসুন্ধরে
পুলস্ত্যস্যাত্মজঃ পুত্রো বৈশ্রবণ এব চ। ৩
মনোশ্চ শতরূপায়াং দ্বিতীয়ে তনয়াঃ প্রজাস্তিস্রঃ
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিস্তাঃ পবিত্রিতাঃ। ৪
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ যৌ চ পুত্রৌ মনোহরৌ।
উত্তানপাদবংশ্যাশ্চ ধ্রুবাঃ সপ্তমন্বাধিকে। ৫
আকূতিঃ রুচয়ে প্রাদাদ্ দক্ষায় চ প্রসূতিকাম্।
যেষামুহিঃ কর্দমায় যৎপুত্রঃ কপিলঃ স্বয়ম্। ৬

প্রসূতায়াঃ দক্ষবীর্য্যেণ ষট্ত্রিংশতাঃ প্রজাস্ত্রিয়ে
অষ্টৌ ধর্ম্মায় প্রদত্তো কন্যাভিরেকবিংশ তু। ৭
পিতৃভ্যস্ত্রয়ঃ প্রাদাৎ কৃশাশ্বায় ত্রয়োদশ
অন্যাভিঃ পরিকল্পান্ত দক্ষকন্যাস্ত বড়বাম্। ৮
নামানি ধর্ম্মপত্নীনাং শৃণ্বতো বিদ্ধি নিশ্চয়ম্।
শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিঃ ক্রিয়া বুদ্ধির্মতিঃ ক্ষমা। ৯
শান্তেঃ পুত্রশ্চ সন্তোষঃ পুষ্টে পুত্রো মহানভূৎ
ধৃতেরৈর্য্যশ্চ তুষ্টেশ্চ দর্প-নামা সুতৌ দ্বৌ। ১০
ক্রিয়াপুত্রঃ সমিদ্ধশ্চ বুদ্ধিপুত্রশ্চ ধার্মিকঃ।
মতের্ত্তু নাভিঃ পুত্রঃ স্যাদ্ ক্ষেমস্তাভিসুতো মহান্। ১১
পূর্ব্বপক্ষাশ্চ মূর্দ্ধাশ্চ নর-নারায়ণাত্মজৌ।
বসুবৃত্রেতে ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মপুত্রাশ্চ সৌরভ। ১২
নারায়ণি কলাপত্নীনাং নারায়ণো বিধোর্ব্বে
কলা কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা কলপ্রিয়া। ১৩

নবম অধ্যায়।

[ব্রহ্মপুত্রপর্যন্ত সৃষ্টিপ্রকরণ—কর্দমপ্রজাপতির বৈবাহিকবংশ, বরাঙ্গের জন্ম, ভদ্রাকে লাভের অভিলাষপোষণ, শিবের পরশুলাভ করিয়া ভদ্রার বিষ্ণুর বিদ্বেষী হইয়া তপস্যায় এবং বরলাভ করিয়া গমন।]

মৌক্তিক কহিলেন,—দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্য নিজ পুত্রগণকে আদেশ করিলেন। তাহার আদেশে পুত্রগণ সকলেই সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

মরীচির জন্ম হইতে প্রজাপতি কশ্যপ উৎপন্ন হইলেন। অত্রিবংশে ব্রাহ্মণের অত্রির যেরূপ হইতে ভদ্র আত্মিকুল হইয়াছে। ২

প্রহ্লাদপুত্র নমুচ হইতে মৌক্তিক উদ্ভূত হইলেন এবং পুলস্ত্যের ঔরসে পুত্র হইলেন—বৈশ্রবণ অর্থাৎ কুবের। ৩

ব্রহ্মার মনু পত্নী শতরূপার গর্ভে তিনটী কন্যা উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম হইল—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। ইহারা সকলেই প্রত্যেকে বিদ্বান্। ৪

মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ সেই দুই পুত্রের নাম। উত্তানপাদের পুত্র হইলেন পরম ধার্ম্মিক ধ্রুব। ৫

ব্রহ্মার মনু কন্যা আকূতিকে রুচির হস্তে সমর্পণ করেন এবং কন্যাকে হস্তে প্রসূতিকে দান করেন। কন্যা দেবহূতিকে তিনি ঋষি কর্দমকে প্রদান করেন; যাঁহার পুত্র স্বয়ং (শেষাংশ পরবর্ত্তী) ভগবান্ কপিল। ৬

দক্ষ প্রজাপতির যাঁহারা প্রসূতির গর্ভে ষাট কন্যা উৎপন্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে দক্ষ ধর্ম্মকে আট কন্যা, তদ্ভিন্ন একুশ কন্যা প্রদান করেন। ৭

পিতৃগণকে তিন কন্যা দান করেন এবং অবশিষ্ট তের কন্যা প্রদান করেন। দক্ষ ব্রহ্মাকে ছাব্বিশ কন্যা দান করেন। ৮

বিদ্বান্! ধর্ম্মপত্নীদিগের নামসকল আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১। শান্তি, ২। পুষ্টি, ৩। ধৃতি, ৪। তুষ্টি, ৫। ক্রিয়া, ৬। বুদ্ধি, ৭। মতি, ৮। ক্ষমা। ৯

শান্তির সন্তোষ নামে এক পুত্র এবং পুষ্টির মহান্ নামে এক পুত্র হয়। ধৃতির এই পুত্রের নাম ধৈর্য্য এবং তুষ্টির দুই পুত্র ও দর্প নামে দুই কন্যা পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিল। ১০

ক্রিয়ার পুত্র সমিদ্ধ, বুদ্ধির পুত্র ধার্ম্মিক, মতির জামাতার পুত্র এবং ক্ষমার মহান্ পুত্র জন্মিয়াছে। ১১

হে সৌরভ! মরীচি পূর্ব্ব পত্নী সম্ভূতির গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি উৎপন্ন হন। এই নর ঋষিই ধর্ম্মপুত্রগণ মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ১২

হে ঋষে! অতঃপর উত্তানপাদের নামসমূহ আপনি শ্রবণ করুন। ১। কলা, ২। কলাবতী, ৩। কাষ্ঠা, ৪। কালিকা, ৫। কলপ্রিয়া, ৬। কলাবতী, ৭। রোহিণী, ৮।

বপুষী ভীষণা রাত্রা শ্রেয়সো দূরগা তথা
এতাসাং বরদা পুত্রা বহবঃ শিবসার্থিনঃ ॥ ১৪
যা সতী যাদিবিদ্যায়াং তনুং ত্যক্ত্বাঽত্র বজ্রতঃ
পুনর্জুহ্বা শৈলপুত্রী দেহে চ শঙ্করং পতিম্ ॥ ১৫
তস্যাশ্চ প্রিয়শৈলাক্ষ নামানি দ্বৌ ধার্মিক
অদিতির্বৈষ্ণবাত্মা চ বৈত্যবাত্মা দিতিস্তথা ॥ ১৬
দর্পণাত্মা তথা কস্তুরিকা পক্ষিপুত্রকা
পুরস্কিন্ন নবাং নাম্না মহিষারূঢ় নির্দিশেৎ ॥ ১৭
সাঙ্গমেতাদিতিভূত্বা সরমা পুত্রতুল্যতাম্
মনুং প্রসূর্যানবনাগৌক্ষেয়ো বয়সিকাঃ ॥ ১৮
ইন্দ্রস্য বজ্রসাদিত্যা দৈত্যেন্দ্রাঃ পুত্রা ভূত্র

কবিরাজাদিতেঃ পুত্রা বরাজপ্রাক্তনাঃ ॥ ১৯
বৈত্রপুত্রা অন্তরক্ষ এবম্ পঞ্চাঽন্যরাত্র
আদিত্যস্য সর্বপাপাঃ কল্যাণ্যা বিবস্বতঃ ॥ ২০
মনৈশ্চর-যমৌ পুত্রৌ কালিন্দী তপতী তথা
ঔশনস্যাঃ পুত্রাস্তু মরুতঃ সপ্তরাত্র ॥ ২১

সৌরত ঔদাঃ

তথা সৌরে চ তোদেন্দ্রাঃ সপ্তসপ্ত সবস্তাত্র
বসুত্বরাদ্যা বলবান্ ভদ্রে ব্যাখ্যাস্যতীমি ॥ ২২

সৌরিকৃত্যাঃ

ঔদেন্দ্রস্তপনালোকা কাশ্যপী চ বসুত্বরা
বিবাহ সুরভীঃ সপ্তসপ্তকা শ্রৌঢ়যৌবনা ॥ ২৩

ত্বাত্মা, ৮। প্রজাপতি, ১০। ভূষণা এবং ১১। তথা—এই প্রথম অন্ত অক্ষরগুলি। ইহাদের সংকেতেই এই পুত্র হইয়াছিল। সেই সব পুত্রগণ 'শিবসার্থি' হইয়া যায় ॥ ১৩-১৪

তারপরে সতী দেবী তথা শঙ্করের বিবাহের সংবাদ আছে, সেই সতী পিতা দক্ষের যজ্ঞস্থলে তনু-বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া সেই যজ্ঞস্থলেই দেহ পরিত্যাগ করেন। তখনই তিনি পুনরায় পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা 'পার্বতী' নামে আবির্ভূতা হইয়া পতিরূপে শঙ্করকেই লাভ করেন ॥ ১৫

যে ধার্মিক সৌরক। তাহাদের তপতীর পিতৃ সপ্তাশ্বের নামগুলি হইল এরূপ,—

১। 'অদিতি'—ইনি দেবগণের মাতা, ২। 'দিতি'—ইনি দৈত্যগণের মাতা। ৩। 'দনু'—ইনি দানবগণের মাতা, ৪। 'কাষ্ঠা'—ইনি গন্ধর্বগণের মাতা, ৫। 'অরিষ্টা'—ইনি পক্ষিগণের মাতা, ৬। 'সুরভি'—ইনি গোগণের এবং সুরভিগণের বিশিষ্ট মাতা ॥ ১৬-১৭

৮। 'সরমা'—ইনি সারমেয়াদি হিংস্রক জন্তুগণের মাতা, ৭। 'মনু'—ইনি মানবগণের মাতা, এইরূপ আরও সপ্তাশ্বের বিষয়। (অন্যান্য সপ্তাশ্বগোত্রিদের নামও নিম্নে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অন্যান্য সপ্তাশ্ব নামগুলি—১৩, শ্রীহরিবংশ মতে—১৪। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বিষ্ণু ধর্মোত্তর দ্রষ্টব্য ॥ ১৮

যে পুত্রগণ। ইন্দ্র, তাহার আদিত্য (১। ইন্দ্র, ২। বিষ্ণু, ৩। ধাতৃ, ৪। ত্বষ্টা, ৫। অর্যমা, ৬। ভগ, ৭। অংশ, ৮। আদিত্য, ৯। সবিতা, ১০। পূষা, ১১। মিত্র, ১২। বরুণ, ১৩। পর্জন্য) এবং ইন্দ্রের (বিষ্ণু) প্রভৃতি সকলেরও ও সপ্তাশ্বগণেরও যেরূপ আদিত্যের পুত্র বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৯

তপতী। ইন্দ্রপুত্র তাহার সাবর্ণিমনুর সহিত তপতীর বিবাহের কথা সর্বত্র আছে, তাহার দুই পুত্র সাবর্ণিমনু ও যম এবং 'তাপিত্যী' (যমুনা নামে এক কন্যা তাহাদের আছে। ঔদেন্দ্রস্য (বিষ্ণুর) যেরূপ পৃথিবীদেবীর সহিত 'মরুত' নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ২০-২১

সৌরক ঔদিষ্যেন্দ্র—যে সূর্যপুত্র। তাহারা বিষ্ণু হইতে বসুত্বরা (যাহার অর্থ তাহারা সমস্ত কি ভাবে উৎপন্ন হইয়া ছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ২২

সৌরি বক্ষ্যিতে—তাহার। যেমন বসুত্বরা শ্রীকৃষ্ণরূপে নারায়ণের রূপ অবতারাদি করিয়া কাশ্যপীদিগের হইলেন। তাহারা অর্থাৎ সপ্তাশ্ব বসুত্বরা সবস্তাৎসবস্পন্না ছিলেন, তিনি

৯। অদিতিঃ—দেবাঃ—১। দিতিঃ—দৈত্যাঃ, ৩। দনুঃ—দানবাঃ, ৪। কাষ্ঠাঃ—অন্যান্যাঃ, ৫। অরিষ্টাঃ—অন্যান্যাঃ, ৬। সুরভয়ঃ—গোমহিষাদয়ঃ, ৭। ইলাঃ—বৃক্ষাঃ, ৮। মুনয়ঃ—অপ্সরোগণাঃ, ৯। ক্রোধবশাঃ—সর্পাঃ, ১০। তাম্রাঃ ক্রৌঞ্চশ্যেনাদ্যাঃ, ১১। সুরসঃ—যে-নরিষ্যন্তাঃ, ১২। সরমাঃ—শ্বাপদাঃ, ১৩। দিতেঃ—দৈত্যেন্দ্রাঃ, ১৪। দিতেরাঃ—বজ্রাদয়ঃ, ১৫। কদ্রুঃ—নাগাঃ, ১৬। পক্ষজাঃ—পক্ষিণঃ, ১৭। দাক্ষিণাঃ,—দক্ষাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতমতে—১৭

শ্রীহরিবংশমতে—১৪

১। অদিতি, ২। দিতি, ৩। দনু, ৪। কাষ্ঠা, ৫। অরিষ্টা, ৬। সিংহিকা, ৭। মুনি, ৮। প্রধাসা, ৯। সুরভি, ১০। ক্রোধা, ১১। বিনতা, ১২। কদ্রু।

মনসো নির্গতা কন্যা চারুচম্পকসন্নিভে
রত্নোজ্জ্বলবর্ণাঢ্যা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ২৪
সা সুশীলা শান্তরূপা শান্তা ললিতমৌলিকা
বীণাপুস্তকহস্তা চ শুক্লা শরৎশশিপ্রভা ॥ ২৫
সুস্মিতা সুন্দরী শুদ্ধা শুক্লবস্ত্রা মনোহরা
মূর্তিমতী চ সর্বা চ শুক্লাম্বরপরিধানা ॥ ২৬
উৎপত্তিস্থানেন তাসা সা কান্তিসমন্বিতা
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী চ তথা সা ॥ ২৭
বহুকল্পান্তরে চক্ষুঃ প্রাণ নদী তথা ।
তুষ্টাব বিশিষ্টেশং শ্রীকৃষ্ণং প্রণতা ভবেৎ ॥ ২৮
তার নিনাদ্যে মহাদেবী তপসাং তপস্বিনী
পুষ্পচন্দনমালাভিঃ বিভূষণৈঃ ॥ ২৯
অথঃ বসতি তত্র তাং স্তবে তুষ্টা চ ।
বিবাহ কর যদি ভবান পুষ্পবাণেন ॥ ৩০

সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বিধান করিবার জন্য শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ নির্মল যে পরমাত্মার নির্গত হয়ে তখন প্রকাশিত, বাক্যপ্রচুর বিভূষিত, সুশীল, শান্ত, শান্ত, উজ্জ্বল হস্তে বীণাপুস্তকধারিণী সেই শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন দেবী বাণী উদিত রহে স্তবাদির অর্থাৎ নমস্কার জানাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৫-২৬

সুতরাং দেবী বাগ্মীতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রাণের একটি মানসী নাম এবং মহাদেব প্রভৃতি ও শুক্লবর্ণবিশিষ্ট পুত্রদেব গুণের যোগ করিলেন ॥ ২৭

তদনন্তর শ্রীনারায়ণ পৃথিবীশ্বরী মহামায়াপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত অবস্থা হইয়া তাঁহার পরিচর্যা প্রথম পূজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

তদনন্তর শ্রীহরি পৃথিবীর রেখার মধ্যে দীর্ঘকাল জগিতেন পর সেই মহীদেবী পৃথিবী তাঁহার অন্তরের মনোরমা অর্থাৎ গণ আলিঙ্গিতা হইয়া মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং তখন তাঁহাকে যেন মৃত ও নিদ্রিতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২৯

বায়ু আলিঙ্গনাবস্থা হইতে অভিসম্পূর্ণ মুর্তিতা, শুকশরীর মুর্ছিতা, দুধ নিরঙ্কুশমানিতা, মহামঙ্গলা, বিপুল কটাক্ষশালিতা, সেই দেবী পৃথিবীতে পরমাত্মার রূপ ধারণ করিয়া পূর্ণতাগুণে শ্রীনারায়ণ তাঁহার এই পুত্র করিতে লাগিলেন এবং পরে সেই নির্জন স্থানে তাঁহাকে রাখিয়া গমন করিলেন ॥ ২৯-৩০

পূজা। সেই সময় উর্বশী সেই পদ্ম দিয়া সর্বত্র আসিয়া

উর্বশী পশ্চি নক্ষত্রে যেমোমায় তাঃ সুত
না চ পতঙ্গ সুকৃতঃ ব্রহ্মাণায় পুণ্য তাব ॥ ৩১
বীর্যঃ সংখ্যাঃ কর্তু ! না চাপলা চ দুর্গমা
প্রবাসক্ষরাজন্ম ব্রহ্মা দীর্ঘজাতঃ চক্রীন মা ॥ ৩২
যেন প্রসাদার্থে কৃপাঃ সম্ভবে
যেঙ্কমা পূর্বাশয়েণো মায়াসম্ভূতা যাবৎ ॥ ৩৩
সমস্ত দিশা যেন তত্র সর্বেষাং যথান্
প্রদ্যোতেতি তেজসা বিষ্ণুস্তথা বহুধা চ ॥ ৩৪
বিবেকিবর্ষবিশুদ্ধিমদ্যাপ্তো মহান্মো
তথা চ সিংহিকা দিব্য দৈবিকিবর্ষ তপসা চ ॥ ৩৫
নির্বিচিঃ নিবিষ্ঠা মা চ যেন মাধব দৈবঁচ।
পূর্বেণ বিশ্বামিত্রোঽপ্যনন্যো পুত্রা পুরা ॥ ৩৬
বিশ্বাকাশিনোঃ পুত্রঃ মহাবাদী দৈবতাত্রীঃ।
বিশ্বোদ্ভব তৎপুত্রপুত্রক গতিঃ পদম্ ॥ ৩৭

উর্বশীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার উর্বশী উহাকে সেই প্রথম বিস্তার করিলেন এবং প্রত্যেক উজ্জ্বল শ্রীহরিকে সব কথাই বলিলেন ॥ ৩১

দেবী তখন সেই সময় মায়াপতীর্থে বর্ষে বাস করিয়া আসিয়া অবস্থা হইলেন এবং দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তীর্থা হইয়া সেই আত্মা দীর্ঘ সমুদ্রে ধরিয়ে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩২

সেইরূপ যথার স্বাভাবিক এক পুত্র জন্মিল তখন সাথে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। এই সমুদ্র নারায়ণপুত্র যেমন পূর্ণচন্দ্র ছিলেন ॥ ৩৩

এই বালক বার্ধক্য মাধব দেবী। তাঁহার মধ্যম পুত্র অর্বাচীন। ইনি বিশ্বগুরু যোগী এবং 'মনস্বী' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৩৪

বিবিধ বর্ষ হইতে (যাহাঁ অপরূপ দেখিয়া) বিশ্বাকাশিনী ও বিশ্বাকাশ নামক দুই অসাধারণ পুত্র হন। বিশ্বেশ। বিবিধ এক প্রকার হয়, তাহার নাম বিধিজ্ঞ। এই বিধিজ্ঞের পুত্রের নাম বৈদিকের নামে। বিধিজ্ঞের এক এক নাম ছিল—বিশ্বজিৎ, যেহেতু তাহাকে 'বৈশ্বজিৎ' বলা হয়। শ্রীনারায়ণ দর্শন দান করিয়া পুত্র বিশ্বকর্মাকে বর প্রদান করিলেন। সেই সময় বিশ্বকর্মা পুত্রাদি ছিল ॥ ৩৫-৩৬

বিশ্বকর্মার পুত্রের নাম চক্রাধ, ইনি পরম দৈবজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিভাবসু। তাহা নারায়ণের প্রতি ছিলেন বিশ্বাধারের পুত্র ॥ ৩৭

[illegible] ॥ ৩০

[illegible]

[illegible] ॥ ৩১

[illegible]

[illegible] ॥ ৪০

[illegible]

[illegible] ॥ ৪১

[illegible]

[illegible] ॥ ৪২

[illegible]

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible]

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible]

[illegible] ॥ ৪৫

[illegible]

[illegible] ॥ ৪৬

[illegible]

[illegible] ॥ ৪৭

[illegible]

[illegible] ॥ ৪৮

অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা

[illegible] ॥ ৪৯

[illegible]

[illegible] ॥ ৫০

[illegible]

[illegible] ॥ ৫১

[illegible]

[illegible] ॥ ৫২

[illegible] ॥ ৩৮

[illegible] ॥ ৩৯-৪১

[illegible] ॥ ৪২

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] ॥ ৪৫

[illegible] ॥ ৪৬

[illegible] ॥ ৪৭

[illegible] ॥ ৪৮

১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিণী, ৫। মৃগশীর্ষা, ৬। আর্দ্রা, ৭। [illegible] পুনর্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতী, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধিকা (অনুরাধা), ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা, ২০। পূর্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া, ২২। শ্রবণা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্বভাদ্রপদা, ২৬। উত্তরভাদ্রপদা, ২৭। রেবতী—[illegible] ॥ ৪৯-৫২

অন্তঃ সমস্তাদেব চকার ধর্ষিনাং ধ্বনম্
যোগিপুংসবনস্তোত্রং স বাচয়াস্ত্র ব্রাহ্মণীম্ ॥ ৪৫
সর্বা তথিক্ষ্ণ শিরসঃ কথয়ামাসুরাদৃতাঃ
সম্পূজ্যাশ্বসমস্তাপঃ প্রাণায়ামকরঃ পরম্ ॥ ৪৪
ততঃ প্রভৃতিসন্তুষ্টঃ পথাশ সমুপূর্বিকম্ ।
ক্রমাঃ ওতরণাদেব যজ্ঞপ্রজ্ঞো বভূব হ ॥ ৪৫
দিনে দিনে বর্ধমা স ভীমনাভস্ত ভূমিভুক্ ।
বপুষ্মাঞ্চ ভীমসেন পঞ্চমা সপ্তমঃ কৃতী ॥ ৪৬
পৃষ্টা চক্রুঃ পঞ্চাস্ত ভোজিতঃ শতমাসতম্
করুণাসাগরস্তুষ্টৈ কৃপয়া চাহ্বয়া যযৌ ॥ ৪৭
নির্মুক্তঃ যজ্ঞনা কৃত্বা যজ্ঞশালে স্থলঃ যযৌ ·
অন্তঃ নির্ভয়া ভূত্বা দ অন্তঃ শিবমেবয়ে ॥ ৪৮
যা শিবঃ সেবয়ে কৃত্বা বভূব শ্রেয়সেশ্বরঃ
নাস্তি সেবেষু সেবেষু শিবাৎ পরতরাত্মাঃ ॥ ৪৯

এই যোগিনী সখা ঈশ্ব ভগবানের দ্বারা গ্রহণে মনীভূত করিলেন, সেই কারণে তত্ত্ব সকল যোগিনীগণই আসক্ত থাকিতেন, অত আশিনীগণের নিকট যাইতেন না। ৪৩

তখন যোগিনীরা অন্ত সব ঔষধীকে পরস্পর পরামর্শ করিয়া নিজেদের মনস্তুষ্টির এই প্রাণায়ামের ঔষধির সন্ধান দিয়া বলতে বলিলেন। ৪৪

ইহাতে তত্ত্ব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া গ্রহণের মন্ত্র পূর্বক অভিশাপ প্রদান করিলেন। তখনের এই অভিশাপ হেতু তাঁর যজ্ঞপ্রজ্ঞা-ভাব হইলেন। ৪৫

তখাপ্রভৃত হইয়া তত্ত্ব দিনে দিনে স্ফীত হইয়া যাইতে থাকিলেন, ইহাতে তিনি দুঃখিত হইলেন। তারপর তখন তাঁহার সোদর অর্থাৎ তত্ত্ব হইয়া যাইল, তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞের সন্তুষ্টির সমস্ত প্রাণ করিলেন। ৪৬

তত্ত্বপ্রাণায় সমস্ত গ্রেমপ্রাপ্তে তত্ত্বকে সমস্তাপ্ত হইতে দেখিয়া কৃপা পূর্বক তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞ দান করিলেন। ৪৭

তখন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিয়া সমস্ত শিব অন্তঃকরণে তাঁহাকে তাব দান করিলেন। তত্ত্ব তখন অন্তঃ ও নির্ভয় হইয়া শিবের সেবার অর্থাৎ সদাশিবাপ অন্তঃকরণ করিতে লাগিলেন। ৪৮

এই প্রকারে সেবার দ্বারা দান করিয়া শিব 'শ্রেয়সেশ্বর' নাম প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত সেবাসমূহের এক সোপানমূলে শিব হইতে শ্রেষ্ঠ সমস্তাপ্ত পরমত হইয়া 'পরমাত্মা' বাণী। ৪৯

তত্ত্বজ্ঞা: পরিঃ মুক্তঃ দৃষ্টা ও তত্ত্বজ্ঞঃ পুনঃ
আজগ্মুঃ সমস্ত তাবং তত্ত্বঃ তেজসিনাং বরম্ ॥ ৫০
উচ্চৈস্ত তত্ত্বমূর্ধিষ্ঠা নিস্ত্রাজ্ঞঃ পুনঃ পুনঃ
তুষ্টুঃ তাবৈঃ শুভা বীরা বীরনাথঃ শিবং স্তবম্ ॥ ৫১

তত্ত্বজ্ঞা উচুঃ ।

যাশিনৌভাগ্যমাত্মাত্মাত্ম বভূবোঽযাশিবেব ত
সৌভাগ্যমন্ত্র সন্তাত্ম: সতঃ যাশী তথাশিবঃ ॥ ৫২
শিবে ত্বমুশি যে তাত ! দৃষ্টঃ সাক্ষেত্বয়ঃ জগৎ
বিজ্ঞাতমধুনা স্ত্রীণাং পতিদেব হি সোচ্যতে ॥ ৫৩
পতিদেব গতিঃ স্ত্রীণাং পতিঃ প্রাণাশ্চ সম্পদঃ
ধার্মিকাণাম্যোভাগ্যং হেতুঃ সোভূর্ববার্ণবে ॥ ৫৪
পতির্নাস্তাংশ স্ত্রীণাং ব্রতঃ ধর্মঃ সনাতনঃ
সর্বং ধর্মং মৃষাভোগ্যং যাশিনাং বিমুখাশ্চ যাঃ ॥ ৫৫
সুখদং দর্ববীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দক্ষিণা
সর্বদানানি পুণ্যানি ব্রতানি নিয়মানি চ ॥ ৫৬

তখন তত্ত্বজ্ঞাগণ পতিকে রোষমুক্ত দেখিয়া তোষ করিতে আশিনের এক পুরুষের তেজসী পুরুষসমূহ যখন সেই শিবা লক্ষের সমস্তাপ হইলেন। ৫৩

তাঁহারা শিবদেবের আর পুনঃ পুনঃ স্তাবাপ করিতে করিতে ঈশ্বরের তোষ করিতে আশিলেন। ইতোমধ্যেতে, অতএব বীরা সেই কন্যাগণ সৌভাগ্য প্রভৃতির বরদের তত্ত্বজ্ঞারে এই কথা বলিলেন। ৫১

বরদানাপ করিলেন,—পিতঃ! আমরা তাশিনৌভাগ্য লাভের তথা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম। তোমার আমাদের সেই সৌভাগ্য লাভ পূর্ব আমুক, সর্বপ্রকারে স্বামীই আমাদের হইয়া যাইলেন। ৫২

পিতঃ! আমাদের এই আশিনের আমরা অনেক অন্তঃকারণ দেখিতেছি, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি যে, স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র সোম। ৫৩

স্ত্রীলোকের পতিই গতি, প্রাণ ও সম্পদ্, পতিই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতু এবং সমস্তাপ্তাপ্তের পতিই উহার পাতালয়ের সেতুস্বরূপ। ৫৪

স্ত্রীলোকের পতিই ব্রতাচার, ব্রত ও সনাতন ধর্ম। যে সব স্ত্রী স্বামী বিমুখ, তাহাদের সমস্ত ধর্ম বৃথা। ৫৫

সকল তীর্থ স্নান, সর্ব প্রকার যজ্ঞিয়া, সমস্ত দানসমূহ, পুণ্য-জনক প্রতসকল, নিয়মসমূহ, দেবপূজা, অন্যান্য এবং সর্বাবিধ

হেমার্চিঃ চারুবক্ত্রাঃ সর্বাসি চ তথাসি চ ।
যাসিনঃ পাবনেরাজাঃ কন্যা মার্গন্তি যোষিতঃ । ৬৭
সর্বেষাং বাহুবাসাক্ত প্রিয়ঃ পুত্রশ্চ যোষিতাম্ ।
ন চ ত্বং যাসিনোঽস্মাকং শক্ত পুত্রাসু পশ্যসি । ৬৮
অমৃতপ্রসবাং গাং বা যঃ যেষ্টি যাসিনঃ সদা
তস্য মনোরথান্ সর্বান্ সম্পাদয়তি পুত্রকঃ । ৬৯
পাসিনঃ যোষিতঃ পুত্রো নির্ধনঃ দুর্ভগীকৃতঃ
দুঃখাত্তৈব মৃতঃ বা ত্বংকৃতঃ ন যাসেৎ সখী । ৭০
সকলং নিষ্ফলং যাসি যঃ যেষ্টি মাংসমুক্তং পশিম্
পশ্চাত্তে কালসূত্রে বা ঘোরকল্প-নিবাসিনৌ । ৭১
কীটৈঃ পরুষদুর্গন্ধৈ ভক্ষিতঃ বা নিবাসিনম্
কৃত্বকে মৃতমাত্মানঃ শিবেসূত্রক কৃত্তাঃ । ৭২
পুত্রঃ যোটিসহস্রাণি শতশতানি সূকরাঃ
ঘাসন্তঃ শতশতানি বা তংবেদমুপা ভক্ষ্য ৭৩

তথা মাংসকণানি স্বল্পেঽপি পূর্বকর্মণি ।
বিবশা ধরণীং চ যোনমূলা ভক্ষে ক্রমম্ । ৭৪
যেষি ন ত্বাত্মাংস্ক ঘাসপুত্র প্রিয়ঃ পুত্র ।
বিশাসা মনুষ্যত্বং পুনঃ প্রাপ্তো ঘৃণে ক্রমম্ । ৭৫
কন্যাবাং যত্নো ক্রান্তা যত্নঃ শতসহস্রিণি
তথাপি মনুষ্যত্বং দুর্লো মনুষ্যাত্ব নবাম চ । ৭৬
স্বল্পস্যাপিবঃ কৃত্বা মনুষ্যাত্ব কৃপাণিধিব
ত্বয়াত্ব কোপঃ দুর্ধর্ষঃ পুত্রো চ প্রবক্ষ্য শিবম্ ।৭৭

দশম উদ্যম

যেষি ত্বাত্মাত্মনঃ পুত্রো মনোঃ প্রাণসমত্বম্ ।
অনুকূলাত্মাক প্রাণানাং পরমেষ প্রিয়া পশিম্ । ৭৮
ন চ ত্বেতদপি ত্বামাত্মনঃ ত্বামাত্মনঃ বিদুঃ
যাস্যামি যাস্যন্ত যাপং তুষ্ট্যা যা কেন কুলে । ৭৯
সত্যস্য ধনঃ ত্রাতা মনুষ্যাত্ব কৃপাণিধিঃ
পুত্রাধিকঃ ধনঃ ত্রাতন্ পরলোকাত্ । ৮০

উপমা—এই সকল বর্ণে কবি পক্ষিদের সাহায্যের যোগ্যতাকে ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত পাইতেছি না । ৬৬-৬৭

ঐশ্বর্যের সমস্ত বন্ধনগুলির মধ্যে প্রিয় হইল পুত্র, সেই পুত্র সম্বন্ধেও তাহার ; এইরূপ সব পুত্র হইতেও পক্ষি শ্রেষ্ঠ । ৬৮

যে স্ত্রী অমৃতপ্রসূতা গাভীর মত ঠেকে ও দুধ এবং পশুপুত্রের সমস্ত আনন্দ, সেই স্ত্রী তাহাকে যেন করিয়া থাকে । ৬৯

যাসী পক্ষিত, রোগী, দুষ্ট, নির্ধন, অপমানে, দুঃখ বা মৃত হইলেও সখী স্ত্রী তাহাকে কখনও ত্যাগ করিবেন না ; ইহা বেদে করিবেন । ৭০

পক্ষি সকল অর্থাৎ সর্বাঙ্গসুন্দর হইল যা বিকল অর্থাৎ অঙ্গহানি হইল, যে স্ত্রী তাহাকে যেন করে কিংবা ত্যাগ করে, সেই স্ত্রী মরণের পরে ঘোর-দুর্গন্ধ অন্ধকূপের মধ্যে পড়িয়া থাকে । ৭১

সেই অন্ধকূপ পচনশীল কীটসমূহের দ্বারা নিরন্তর ভক্ষিত হইতে থাকে, মৃত দেহের মধ্যে ও বাহিরে ক্রমশঃ অন্ধ এবং কৃমি পরিপূর্ণ হইয়া মৃত পড়িয়া থাকে । ৭২

তাহাদের সেই স্ত্রী যেন শত সহস্র শত শত শূকর এবং শত শত হিংস্র হায়না হইয়া; অন্ধকারে তাহার ও পরে পরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে । ৭৩

তাহাদের পূর্বকর্মানুসারে যদি তাহার কিছু পাপ হয়, তবে সেই স্ত্রী নিজের, বন্ধুদের এবং নিজেরই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে । ৭৪

প্রজাপুত্র ! অতএব আপনি আমাদের কথা পূর্বাপর বিচার করিয়া পক্ষিকে ত্যাগ করুন ; কারণ, আপনি সাক্ষাৎ বিধাতাস্বরূপ পক্ষিপালী, আপনি এই জগতের পুনরায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ । ৭৫

তখন প্রজাপতি ঐ ত্রয়োদশের কথা শ্রবণ করিয়া পক্ষিদের বিষয়ে মনন করিলেন । পরে তাহার মস্তকে বেদিয়া উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । ৭৬ ।

পরে বিনতকে প্রণাম করিয়া যেদিয়া নিজের দুইটি হোমাগ্নিকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কৃপণাদের বিষয়ে আবেদনের প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন । ৭৭

পরে কহিলেন,—আত্মা ! তুমি আমার প্রার্থনায় আমাদিগকে প্রণাম কর ; কারণ, আমার আত্মাদের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় এই পক্ষি সমূহের । ৭৮

আত্মাত্ম ! তুমি যদি আমার এবং আমার এই সকলের প্রণাম না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের পাপ পরিত্যাগ করিব ; তখন তোমরা যে কথা করিবে ? ৭৯

প্রজা ! আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমাত্মাত্মক কৃপাসাগর শিব সেই সময় তাহার সম্মুখে তুষ্ট হইলেন এবং মৃদুমধুর আত্মার এই কথা বলিলেন । ৮০

শিব উবাচ

করোমি তন্মহাভাগাঃ যদ্যপি শাপদগ্ধয়া ৬ ।
নাহং বাচ্যঃ সমর্থস্ত ব্রহ্মন্ শাপবিমোক্ষণে ॥ ৮১
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা দক্ষস্তং পশুভূষিতঃ
শিবং মায়ায় মোহিতঃ বিপরোক্ষমভাষত ॥ ৮২
এতস্মিন্নন্তরে ক্ষুব্ধো মুনয়ঃ ক্রতুরক্ষকাঃ
সমাজগ্মুর্ভয়োদ্বিগ্নাঃ যে যাঃ ন স্বয়ম্ভুবঃ ক্রতাৎ ॥ ৮৩
পত্নী তস্যাশিষং যজ্ঞা ন ব্রহ্মঘোষাভিঃ সমাততঃ
উবাচ দক্ষঃ পূর্ণঃ পরিপূর্ণচেতো দ্বিজঃ ॥ ৮৪

শ্রীভগবানুবাচ

ন ব্রহ্মন্ দ্বিড়ঃ কশ্চিৎ দর্শ সর্বেষু বস্তুষু ।
আত্মানঃ ইব সর্বস্য বেদিতুঃ পুরুষস্য ॥ ৮৫
তদপিত্রয়ং যত্ত্বঃ পাত্রভূতেষু বৈদিকাগ্রণীঃ ।
নমঃ সর্বেষু জীবেষু দিনমাত্রেণবিষ্যতি ॥ ৮৬

ততঃ ক্রোধী চ দুর্ধর্ষস্তেজস্বী প্রভুরীশ্বরঃ ।
ইত্যুক্তা বিরতে রুদ্রে ন দুর্মন্যুঃ তদাভবৎ ॥ ৮৭

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা প্রেম্ণা পরমং যযৌ
ইত্যাঃ নীতিমার্গজ্ঞো নীতিযুক্তঃ পরাৎপরম্ ॥ ৮৮

পরম ঈশ্বরঃ

অথো যাজ্ঞাদি যেষাং তৎ নৈমিত্তিক মস্যয়ঃ
প্রাণাদ্যং ন মনযোঽন্যং প্রভবন্তু পরমাধ্বরম্ ॥ ৮৯
যো ধ্বাত্মি স্বয়ৈবেব প্রেণঃ পরমাধ্বরম্
তস্য ধর্মঃ পরিত্রাতা যাত্তি শত্রু সুদারুণম্ ॥ ৯০

ধর্মং তাত্ত্বং সমর্থোঽহং ন যদ্যং তদ্বিদো
যে যদ্যবিধিমন্ত্রজ্ঞ ন চ দক্ষবিদুঃ ॥ ৯১

তস্য ধর্মং ময়া যজ্ঞে ধর্মজ্ঞ পরিরক্ষতি
ধর্মং যেনেশ্বর তুষ্ট স্যাৎ শ্রুতি স্মার্তময়া ॥ ৯২

কিন্তু এই যজ্ঞ ক্রোধী, দুর্ধর্ষ, তেজস্বী ও প্রভাবশালী। যে ব্যক্তি ইহাঁর অর্থাৎ শিবাভিমানীর, সেই ব্যক্তি দুর্ধর্ষকে অর্থাৎ অধিকী যজ্ঞোপলক্ষে দুর্ধর্ষকে ত্যাগ করেন, কিন্তু যে দুর্ধর্ষ, সে কখনও তাহাকেও ত্যাগ করে না। ৮৭

নারায়ণের এই নীতিযুক্ত বচন শ্রবণ করত: স্বয়ং পরম ঈশ্বর হইয়া তাঁহার সকল নীতির জ্ঞাতা পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৮৮

শ্রীযজ্ঞ বলিলেন,—ভগবন্! আমি যাঁর অধিক যজ্ঞকর্তৃত্ব, সর্বাধিপতি, সমস্ত সম্পন্ন এবং প্রভাব দান করিতে পারি; কিন্তু তোমাকর্তৃক পরমাধ্বরকে প্রবল করিতে অর্থাৎ ত্যাগ করিতে সমর্থ নহি। ৮৯

যে ব্যক্তি তোমাকর্তৃক অরাই পরমাধ্বর শেষ ব্যক্তিকে প্রবল করে অর্থাৎ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ধর্ম বিনাশক অতিসম্পাত প্রদান করিয়া পরিত্যাগ পূর্বক গমন করেন। ৯০

ভগবান্! আমি সব কিছুই ত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু তোমাকর্তৃক ধর্ম ত্যাগ করিতে পারি না; তাহা, যে ধর্ম ত্যাগ করে, সে অল্প সর্বধর্ম হইয়াই (অথবা সব কিছু হারাইয়া) বহিরুত হইয়া যায়। ৯১

যে ব্যক্তি সমস্ত ধর্মকে ত্যাগ করে অর্থাৎ ধর্মশাসন যায়। অর্থলাভের স্থানিত করিয়া যাগে, সেই ব্যক্তির ধর্ম তাহাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন। হে যোগেশ্বর! আপনি 'ধর্ম কি ?'

শিব কহিলেন,—ব্রহ্মণগণ! আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার অভিসম্পাত প্রদান করুন, আমি তথাপি পরমাধ্বর এই প্রকারে প্রদান করিতে পারিব না। ৮১

শিবের এই কথা শ্রবণ করিয়া দক্ষ তাহার শিবকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে শিব আর কোনও উত্তর দেখিতে না পাইয়া মনস্ত বিশ্ব হইয়া পরিত্যক্তাগী যোগিবরকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। ৮২

সেই সময়ে সর্বপরিত্যক্তাগী শ্রীকৃষ্ণ ভাগবের তপ ধারণ করত: সেই যজ্ঞ ও শিবের অনাদরে মহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যজ্ঞ ও শিব—ইহারা উভয়ে প্রথম ইহাঁকে প্রণাম করিলেন। ৮৩

বিজয় গোবিন্দ। সনাতন ব্রহ্মজ্যোতির্ময় সেই পরিপূর্ণ তত্ত্ব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের উভয়কেই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রথমে শিবকে বলিলেন। ৮৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ধর্ম! সমস্ত বস্তুসমূহের মধ্যে নিজের আত্মা অপেক্ষা প্রিয় অন্য কেহ নাই; সুতরাং তুমি তখনে সেই আত্মাকে ভক্তি কর। সুতরাং এই প্রকারে তুমি সমস্ত জগতে সমদর্শন হও। ৮৫

তুমি তপস্বিগণের অগ্রণী শ্রেষ্ঠ, পাত্র, বিদ্বজ্জনবিশেষ প্রধান, সমস্ত জীবেরই প্রত্যক্ষিসম্পন্ন এবং হিংসা ও দ্বেষরহিত। ৮৬

দ্বা: দর্শনাত্তা প্রভো ৮ বক্তা ৬ পরিবারকঃ
ইতি শ্রুত্বিদ্ধ্বা বাক্য তত্ত্ব কথয়ন্তুরঃ তদোদে ॥ ১০
সত্বরত যত্র প্রভা তত্ত্বমান্ মর্যাদাবর্তিং ।
৬প্রঃ ৬প্রেন বিনিযুক্ত বক্তাপ্রবরো ধরিঃ ॥ ১১
প্রভুস্তাবর্তপ্রভ নির্যাতি বিদেশবরে
নির্গত্যার পার ৬প্রঃ বিভুরস্তঃ সোপাদিঃ ॥ ১২
বক্তপ্রবর তং দৃষ্ট্বা বক্তারোহ সাবেশ
পক্ষে পূর্বঃ তত্ত্বঃ পক্ষে তঃ চক্রার ধরিঃ পরম্ ॥ ১৩

কৃষ্ণক্ষেত্রে বরঃ বক্তা তত্ত্বার স্বলেবা বিশ
বক্তপ্রবরঃ দৃষ্ট্বা ৬ বক্তারোহ প্রবরো পুনঃ ॥ ১৪
৬প্রেন্দ্রাক্ত পরিত্রাণো বিদ্যার বিবাদিবর ।
প্রথম বর্ষ তাঃ মর্যাদাত্ত চক্রুস্তেষ্ব কল্পিতঃ ॥ ১৫
উত্তোবঃ কবিতা মর্যঃ কিঞ্চিৎ সৃষ্টিক্রমা দূরে ।
প্রভাত গুরুদক্ষেত্রুণ পুরুষে ধূনিমাদদি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমখণ্ডে নৌকি-লৌকিক-

নামাদে প্রথমখণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

ভাষা আমাদের নাই। আমরা নিজ ব্যাকরণানুসারে সব কিছুই বুঝি করেন, পাঠক করেন এবং পরিণামে অর্থাৎ শেষে বাদ করেন। আপনার যদি আপনার ভাষা থাকে, তাহার অর্থ কোন্ ধাতু (বা ক্রিয়া) হইতে হইবে ? ১১-১২

পরন্তরঃ এই ব্যক্তা প্রথম করিয়া সর্বজ্ঞাবতার অর্থাৎ সর্বজ্ঞ-ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী। সন্দীপনি মুনি হইতে সর্বজ্ঞতা আহরণ করিয়া প্রথম ব্যক্তা শ্রীহরি তাঁহা সকলে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩

এই সময় হইতেই সর্বজ্ঞতা আবিষ্কৃত হইয়া বিদ্যাসমূহে অবতীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর প্রেরণাদি দ্বারা বিভু ভর্তৃক প্রেরণ দ্বারা সর্বজ্ঞতাকে প্রকট করিলেন ॥ ১৪

দ্বন্দ্ব সেই সময় প্রভাতে বক্তারোহণের দেখিয়া সকলকে তুষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে আর সহজে হইয়া তখন আর শ্রীহরি প্রভাতে একপক্ষকাল পূর্ব ও অন্য ৫১ দিন তাঁর তত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরঙ্গ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

৫ বিশেষ : শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাশিক্ষার শ্রীহরির বরদান করিয়া গুরুগৃহে গমন করিলেন। অতঃপর দ্বন্দ্ব প্রভাতে প্রথম করিয়া সুদামার নিজ অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিলেন ॥ ১৭

১৪ ঘোর নিজ: অর্থাৎ দিবস হইয়া বিদ্যাগৃহের সহিত বিদ্যালয় বিভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় হইতে ১৪ দিবসকে অপিচ করিয়া সময় অর্থাৎ উপর সমাপ্তি হইলেন ॥ ১৮

মূলে। শ্রীভগবান আদি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টিক্রম নিজ অধিকারে। ইহা আদি সৃষ্টির পুরাতীর্থ ধূনিমাদের সমাধি গুরুমুখ (শ্রীসান্দীপনির মুখ) হইতে প্রথম করিয়াছিলেন ॥ ১৯

শ্রীমদ্ভাগবতি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে প্রথমখণ্ডে নৌকি-লৌকিক নামক নবমাধ্যায়ের আচার্যানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

[কৃত্রহ্রবীরো: পুত্রাসম্ভবম্, সোমবর্ম্মণ, কাম্বিল্যাদি, কুমারী-বিবরণম্: পাঞ্চালানাম্‌উৎপত্তি, অষ্টক-বিবরণম্ ।]

কৌশিক উবাচ

দৃষ্টা পুত্রান্ ততঃ সর্ব্বান্ ভাবিতাত্মা তদা
ক্ষেত্রেঽপি ক্রিয়া কার্য্যা সম্পন্নিত্যাত্মবৃত্তকঃ ॥ ১

অথ পুত্রান্ বিধায় বহুধুর্মিকাত্মা:
মুন্যাদিবিক্রমবান্ স্বধর্ম্মাপি সৌবর ॥ ২

বর্দ্ধিত্বা পুনঃ শক্তিঃ শক্তেঃ পুত্রঃ পরাশরঃ
পরাশর সুতঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো হরিঃ ॥ ৩

ব্যাসপুত্রঃ পিতৃগণ শুকস্ত ভাবিতাত্মা তদা ।
বিশ্বজিৎ পুত্রাশ্চ তথা পুত্রো বসবাঃ ॥ ৪

সৌতম উবাচ

কথং পুত্রাদিবিজ্ঞানবতীর্ বর্দ্ধিতঃ তদা
ন দৃষ্ট: ধৰ্ম্মং তিতিক্ষুরেকচর্য্যবান্ ॥ ৫

অন্যূন কথিতা মম ব্রাহ্মণাহনিশ

পুনর্বিশ্রুতঃ অথ ধর্ম্মবিৎ কথয়েব নাম ॥ ৬

কৌশিক উবাচ ।

বহুধুর্মেষু পিতৃগণাঃ পুত্রা ও পাঞ্চালানাং
পুনশ্চ তথাপ্যেন স্ব বিবেকাঃ ॥ ৭

জনয়ে কন্যাঃ বহুপুত্রবান্ প্রজাবান্
ব্রাহ্মণ সোমবর্ণ বহুবৎ প্রদেশেষু ॥ ৮

ব্রহ্মণো বিধায় তথা বংশে তব বহুপুত্রাঃ ।
চক্রেণ তদনাম্ বিনা পুত্রবান্ ললাটে তঃ ॥ ৯

যেন বিশ্বজিৎ পুত্রঃ কুমারস্ত বভাবিনঃ ।
যাবৎ কুমারশ্চ বার্ষিকশ্চ বিতোষিতঃ ॥ ১০

পুত্রস্য পুত্রো যবনাঃ কাম্বিল্যস্য ক্রমেঃ সুতঃ
পাঞ্চালীতি নামতো ভূমিষ্ঠস্য এষ মঃ ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায় ।

(ভুজঙ্গবিৎ পুত্র বহুধর্ম্ম, কাম্বিল্য, সোমবর্ম, কুমারী ও বিশ্বজিতের পাঞ্চাল নাম প্রাপ্তি এবং স্বর্গ বিবরণ)

সৌতি কহিলেন,—তদনন্তর। পুত্র পুত্র হইলেন তাহার এবং ভাবিতাত্মা হওয়া শ্রেষ্ঠ হয়। ক্ষেত্রে কার্য্য ক্রিয়া আত্মবিদ্যা বৃদ্ধি-জনক অবস্থান করেন ॥ ১

হে সৌতম। কহিতেছি বিধায় বুদ্ধিমন্ত পুত্র, উহাদের নাম—মুন্যাদি, বিক্রম ও সর্ব ॥ ২

বর্দ্ধিতের পুত্রের নাম শক্তি (শক্তি), শক্তির পুত্রের নাম পরাশর এবং পরাশরের পুত্র হইলেন—শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরি ॥ ৩

শ্রীহরির অবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অপর নাম বেদব্যাস; এই ব্যাসদেবের পুত্র পিতৃগণ আনন্দে ভাবিতাত্মা শুকদেব। পুনরায় পুত্রের নাম বিশ্বজিৎ এবং যে বিশ্বজিতের পুত্র হইলেন বসবাদি মুনগণ ॥ ৪

সৌতম কহিলেন,—ভগবন্! পুত্রাদিবিজ্ঞানবান্ বংশ-পুত্র বর্দ্ধিত হইয়া; এই বংশবিৎ কথা বিশ্বজিৎ এবং আপনার এই কথা কিছুই বুঝিলাম না ॥ ৫

তাহার, অন্যূন আপনি এই কথা বলিয়াছেন যে—এই বংশ-পতির কথা পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে হইয়াছে; আপনার বর্ণনায় পুনরায় উহারা কর্ম্মবিবরণ কিরূপ হইবে বলিতেছেন; আপনি যেন আমাকে এইরূপ কথা বলিয়াছেন ? ৬

কৌশিক কহিলেন,—পূর্ব্বে অর্থাৎ মুনি প্রভৃতি এই উহাদের পিতৃগণের পরম্পরা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অথ পরিজ্ঞাত করিয়াছেন। সেই বংশ পিতৃগণের মধ্যে উহার পিতৃগণ হইতে তথাপ্যেন পুনরায় বিশ্বজিৎ পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৭

কাম্বিল্যপুত্র উহারা যদি এই প্রত্যহে পরিশ্রমে কহিয়া অথ ব্রাহ্মণ পুত্রগণ বিনয় সহকারে কোটি বর্ষ পূজা প্রার্থনা করেন ॥ ৮

কিন্তু আপনি পুত্রের (এই বিবাহ অর্থ আত্মপরিজ্ঞাত না হইয়া) পিতৃগণের সেই উদ্দেশ্যে প্রসব করিতে উহার হইলেন। বিষয়ে। অতঃপর এই বিবাহ পরে সেইরূপ বহুপুত্র উহার পুত্র হইয়া ব্রাহ্মণ অবশ্য করিয়া এবং সেই সকল বিধি সমাপন করেন ॥ ৯

সেই কারণেই আপনি পুনরায় এই বিশ্বজিৎ পুত্র হইয়াছেন। এই বিশ্বজিৎ অতএব বিনা বস পুত্র না। তাহাদের নাম—যবন, কুমার ও বার্ষিক বিতোষিত ॥ ১০

পুত্রদের পুত্রের নাম যবন এবং কবির পুত্রের নাম পাঞ্চাল। ভূমিষ্ঠ আপনি সৌতম হইতে অবগত আছেন ॥ ১১

আচার্যঃ কর্মণ্যাচার্যো ভবত্যেবমৃত্বিক্ পুরোহিতঃ।
যজমানঃ পুনর্যাবদ্ গার্হপত্যৌপাসনমন্বাহার্যম্ ॥ ১১
সাগ্নিমান্ কর্তৃঃ পুত্রো দুহিতুর্দৌহিত্রো বা
বহবঃ পক্ষপাতাশ্চ প্রত্যেকং প্রথমা ভবেৎ ॥ ১২
বহুবৃচ্যেষু বহ্বৃচো ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ
তাং ত্রিধা দেবাঃ ঋতবঃ পিতরো মানুষাঃ ॥ ১৩
ঐন্দ্রাগ্নিমনুচরে প্রথমা ঋত্বিয়াঃ পূষ্ণাঃ
ব্রহ্মণো বায়ব্যৈন্দ্রবায়বাঃ ঋত্বিয়স্যাহুতিঃ ॥ ১৪
ঔক্থ্যস্য চ হৈত্বাহ্ণ আশ্বিনঃ পূষ্ণস্যাহুতিঃ
আদ্যাঃ সপ্তহবিষাং বহ্বৃচস্যৈকাহুতিঃ ॥ ১৫
ষোড়শ-মাশ্বিন-বিষ্ণ্বাদ্য তথা সোমক-মৃত্বিজো
বাজপেয়ি-সর্বজিতো ঽ তথা বাজিনস্যাহুতিঃ ॥ ১৬
হৈতোবন্ধ্যা দ্বিতীয়স্য সপ্তহুতাঃ পরিস্তৌত্যাঃ
পূষ্ণাদিনোক্ত তথোক্তাস্তাস্তা হৈক দ্বিতীয়স্যাঃ ॥ ১৭
বিশ্বকর্মা চ পূষ্ণায়াঃ স্তৌত্যায়াঃ ঋতবো দশ ॥

ঋতবঃ পুনঃ পুত্রাশ্চ নৈষ্ঠ্যে দ্বিতীয়ত্রিষু ॥ ১৯
মাসাহার-কর্মকার-মন্ত্রকার-কুশিলবাঃ
কুম্ভকারঃ কাণ্ডকারঃ ষড়েতে দ্বিতীয়া ব্রাহ্মঃ ॥ ২০
পুত্রঃ ঋত্বিগ্ভিরাত্মা চ ধর্মকারস্তথৈব চ
পরিবাপ্তে ঋতুসাপ্তাস্তা ধর্মস্যাহুতয়ঃ ॥ ২১

সৌত্যক উদ্যমঃ

ঋত্বিগ্ দেবো বিশ্বকর্মা সৌত্যায়াং ঋতাং সহ
পূষ্ণায়াশ্চমসাধ্বর্যোঃ ঋত্বিগ্ যে পরিপ্লবাঃ ॥ ২২
ঋত্বিগ্ যেষু ঋতুপাত্রো যদুর ফেন যেষুনা
যে পুরাগ্নিষ্টোমাঃ যেষ্টে ঋতুঃ পাত্নিবতেঽগ্নি ॥ ২৩

সৌত্রিকমণ্ডঃ

দুহাতী যাবতঃ ক্ষীরং ধেনুঃ ঋতেঽহ্নি যাবতঃ
তাং ঋত্বিগ্ বিশ্বকর্মা যজমানো পুত্রাশ্চ পাত্নি ॥ ২৪
আবন্ধনং ত্বিদোকাশ্চ প্রাগ্যোগাৎ পুত্রযাজনঃ
তাং যজতে ন পুত্রায়ং যাগেন ঋতুরেতনঃ ॥ ২৫

ঋত্বিক হইতে কর্তৃত্ব, ঋত্বিগ্ধি হইতে ঋত্বিজ, পুত্রত্ব হইতে ঋত্বিক্ হয়, সৌত্যক হইতে সাগ্নি এবং ঋত্বিক হইতে যেজমানের আত্মা যেই মূর্তি পাইলে পুত্রত্বলাভ হইতে হয়। এই পাঁচ ভাব আছি পক্ষ যোগে—১। আচার্য, ২। ঋত্বিক, ৩। যাজক, ৪। সাগ্নি ও ৫। সাগ্নিক। এই পক্ষপাতের চতুর্থ এবং পঞ্চম ভাব ঋত্বিক হইয়া এই সব যোগের চতুর্থ পুত্রত্ব বলিয়া ধরিতে হইবে। ১১-১৩

যে সৌ-ক। ঋত্বিক হইতে যত ব্রাহ্মণ-ছাত্রিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা যেমনভাবে আমাদিগকে যাগ করিয়াছেন; তিন তাঁহারা সকলেই যেজমানের। ১১

ব্রহ্ম, পূষা ও বহ্বৃচ পুত্রগণ সকলে যেই ঋত্বিক্ কর্মের কর্মিয়া করিয়াছি। ব্রহ্মার বায়ুদেব হইতেও আমারা যজ্ঞ ঋত্বিগ্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৪

ঔক্থ্য ঋত্বার উৎপন্ন হইতে হৈত্বহ্ন এবং পাশ্বহ্ন হইতে পূষ্ণাদিগণ ঋত্বার করিয়াছে। এই সব ঋত্বিগ্যাগ আমার ঋত্বিগ্যাগ যে ঋত্বিক্ দ্বিতীয় হয়, অর্থাৎ এক ঋত্বিক্ হই এক ঋত্বিক্ পুত্রগণ সম্পর্ক উৎপন্ন যে সব ঋত্বিক্, আমাদিগকে "ঋত্বিগ্ধি" বলা হয়। ১৬

যে ত্রিতোক্ত। ষোড়, আশ্বিন, বিষ্ণু, সোমক, মৃত্যু, বাজপেয়ি, সর্বজিৎ এবং অশ্ব ঋত্বিগ্যাগিগণ—ইহাদিগ ঋত্বিগ্যাগ বলিয়া ধরিতে হয়। আর পূষ্ণার অর্থ দ্বিতীয় ঔক্থ্য উৎপন্ন ঋত্বিক্ করে এবং এবং হৈত্বাহ্ণ ব্রাহ্মণের ঔক্থ্য ঋত্বিক হইতে ঋত্বিক্ হয়। ১৬-১৮

যেই বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা এক পূষ্ণার অর্থে যৌগাধান করেন, সোমেরস্থ ঔহার অর্থাৎ ও বিশ্বকর্মা সহ এক পুত্র হয়। ১। ব্রহ্মাত্মা, ২। অধ্বর্যু, ৩। অগ্নীধ্র, ৪। দৃষ্টিক, ৫। দৃষ্টকার, ৬। অনেতা,—এই ছয় জন বিশ্বকর্মার সহো যেই ৭। পুত্রার, ৮। ঋত্বিগ্ ৯। অধ্বর্যু—এই তিন জন ব্রহ্মণাচ্ছংসী সহিত হয় এবং অন্যান্য বলিয়া ধরিতে হয়। ১৯-২১

সৌত্যক বলিয়াছি,—পুত্রপুত্র। যেই বিশ্বকর্মা যেই যজ্ঞ পূষ্ণা অর্থে যৌগাধান করিয়াছিলেন? যেখানে যা পুত্রার, বিশ্বকর্মা ও অধ্বর্যু—এই তিন জন সহিত হইবে। ২২

যে পুরাগ্নিষ্টোমাঃ যেষ্টে যেই পুত্রপুত্র। কি কোন কোন যাগে ব্রহ্মণাচ্ছংসী হোতা হইয়াছিল? তাহা আশ্বলায়ন যাগসি যাগে করিয়া যাবে। ২৩

পুত্রপুত্র করিয়াছে,—দুহাতী যাবৎ এক অনুসারে দিনের যাজ্ঞাপুত্রার তাবৎকাল যাবার যেন যাবৎ করিয়াছিলেন। পুত্রের পক্ষে যাবৎ যাবৎ অর্থাৎ পুত্রযাগিনী যেই দুহাতীর বিশ্বকর্মা সর্বে করিলেন। ২৪

সূর্যোদয়ে হইতে আরম্ভকারী বিশ্বকর্মার যে প্রথম যাজ্ঞা ঔহারে ঔদুম্বর যেজ্ঞাধিকারিণ। তখন তাহার ঔদ্যমা দুই ঔহারা বিশ্বকর্মা দুহাতীর নিকট পুত্রার যাজ্ঞা করেন। ২৫

কণ্ঠালঙ্কারকূপাভ্যাং সমীচীনমনোহরাম্ ।
যথা ষোড়শবর্ষীয়াঃ নবং যৌবনমাশ্রিতাঃ ॥ ২৬
পৃথুশ্রোণ্যূরুজঘনাং বৃত্তিমানভমোহিনীম্ ।
অধিবেষকটীদেশে লোলাং কাঞ্চীবিভূষিতাম্ ॥ ২৭
অন্তঃসারাতিকঠিনাং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ স্তনাংশুকম্ ।
অকৌযোঃ স্তনযুগং কঠিনং বস্তুমাহরৎ ॥ ২৮
সংবিতঃ চারুকটুক নবরত্ন-বিনির্মিতম্
পক্ষবিংশতিকক্ষ্যোদ্ভাঃ মনোহরম্ ॥ ২৯
সিন্দূরবিন্দুসংযুক্তং কস্তূরীবিন্দুভিঃ সহ
কপালমুজ্জ্বলং নবং ললাটে সন্নিবেশিতম্ ॥ ৩০
ভ্রূযুগং শ্রিয়াং ধাত্রাঃ কামশাস্ত্রবিশারদঃ
কামাস্ত্রিবর্ষবোদ্ভেদে নবং ভ্রূযুগমন্বয়ম্ ॥ ৩১

বিষ্ণুরুবাচ ।

অয়ি ত্বং যাসি সদ্বিত্তে মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে ।
মম প্রাণাংস্ত্যজন্তস্যা স্থিরা ভব মমাজ্ঞয়া তত্তে ॥ ৩২

তবৈবাস্যেবমং কৃত্বা প্রযাসি ত্বমতীতনম্ ।
যত্রাগাস্তত্র মুনিভিরহং যাস্যে ন দৃষ্টো ভবাদৃশৈঃ ॥ ৩৩
ত্বং যাস্যসি কামলোকং ত্যক্ত্বা মত্তঃ সুদুর্লভম্
আসক্তস্যমেবাস্য চাস্মিন্ মম চ বৎসলে ॥ ৩৪
অয়ো নবকটীতীরে পুংলোকাখ্যে মনোরমে
সুরস্ত্রিমন্দনীবেশ বায়ুনা পুরকীকৃতে ॥ ৩৫
মম কান্তে সদা সার্ধং ক্রীড়া কান্তেন সোভনে ।
বিহারো বিদ্যতে সদ্মো গুণবান্ ভবতে ॥ ৩৬
স্থিরযৌবনমাযুক্তা যথেব ত্রিদশৌকসী
ভবিষ্যসি সোভাগ্যা চ সুখযোষু চ সুখদা ॥ ৩৭
মুক্তাফলকরৈরেব মুক্তাকল্পা ভিত্তা সদা
ভূষেরন্তব সুতা যদা লক্ষ্যং ভূষেরন্ ॥ ৩৮
লক্ষ্যালা চ যক্ষাণাং যাযোঃ শ্রীমদ্ভুজন্ময় ।
বহিষ্কৃতঃ যক্ষযুবা যাস্যঃ প্রাণেভ্য যেভ্যাং ॥ ৩৯
কামশাস্ত্রে কামদেবাদ্ যোষিদ্রক্ষণকারণম্ ।
মুক্তাবলিঃ ধর্মিষ্ঠিলিপ্সন্ত' চ্যোতচন্দ্রিকম্ ॥ ৪০

কণ্ঠালঙ্কার—মুক্তার বিচিত্রিতা, সমীচীনমনোহরা, ষোড়শবর্ষীয়া, নবা যুবতীর ন্যায়, ঈদৃশ বিগ্রহবতী(১) তাহার সৌন্দর্য। বৃত্তিমানভমোহিনী, অধিবেষ কটীতে স্থিতিশীল এবং চঞ্চলা এবং একের অধিষ্ঠান প্রশংসিত, বৃহতীর অন্যসংযোগিতা, বায়ু কর্তৃক উদ্ভেদযুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিতা বৃহত্তাহেতু এবং তাহার কঠিন ও লোমাকার অতীব উচ্চ স্তন বৃহত্বকে বিলোকন করিয়া, নব বিষয়ের তার আবহ মনোহর ত্বক-আবৃত, বৈদূর্যাদিযুক্ত এবং পাকাশ্রে চন্দ্রবিন্দিত মনোহর অবস্থাপন, কস্তূরীবিন্দুসমূহের সহিত সিন্দূরবিন্দুযুক্ত অতীব উজ্জ্বল কপাল এবং নব মণিময় কুণ্ডলযুক্তিত কপোল (গণ্ডদেশ) অবলোকন করিয়া কামশাস্ত্রবিশারদ বিষ্ণুকর্তৃক কামাস্ত্রবর্ষবের উপযোগী ভ্রূযুগযুক্ত বাক্য যৌবনাধিকা প্রিয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন ॥ ২৬-৩২

বিষ্ণুকর্তৃক কথিতের,—অয়ি সুবুদ্ধি ! আমার প্রাণাধিকে প্রিয়ে ! আমার প্রাণ অবলম্বন করিয়া তুমি যেখানে যাইবে ॥ ৩২ । তুমি তথায় অবস্থান করিও ॥ ৩২

আমি তোমারই আগমন অভিলষ করিয়া এই সময় তুমন পরিত্যাগ করিয়াছি । আমি তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমার এই বিশেষ প্রাণসকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিবে তুমি স্থির হইয়া এখানে থাক ॥ ৩৩

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্মপুরাণে 'বিগ্রহ' শব্দপরিবর্তে 'বিগ্রহ' আছে ।

তুমি কামলোকে যাইবে, এই কথা আমি এখন তোমার মুখে শুনিয়া আমার আগমন করিব; এই সময় অবস্থান করিবে ॥ ৩৪

আমার । এই পরমরমণীয় পুংলোকাখ্যে অভিনব মনোহর এবং সুরস্ত্রিগণ যখন যখন ইচ্ছামাত্র নবীকরণ বায়ুর দ্বারা আগমনশীল হইয়া উঠিতেছে ॥ ৩৫

আমার সোভনে (সুন্দরি) ! তুমি ও প্রিয় আমার সহিত তুমি এই নির্দেশ সময়ের মধ্যে ইহাতে এবং সদা বিহারের (ক্রীড়ার) অতিশয় বিদ্যমান হইবে ॥ ৩৬

তুমিই স্থিরযৌবনসম্পন্না ও ত্রিদশৌকসী যেমন, তুমি অতীব সৌভাগ্যবতিনী, সোভাগ্যা এবং সুখদা স্ত্রীগণের মধ্যে সুখদা ॥ ৩৭

মুক্তাফল অর্থাৎ উজ্জ্বল মুক্তার দ্বারাতেই আবিদ্ধ মুক্তাকল্পাকে তুমি করিয়াছি । সুখেরাও তখন বিশেষ করিয়া দিয়া সুখের নিজে হইতে প্রভূত ধনরত্ন আর করিয়াছি ॥ ৩৮

লক্ষ্মণা নিজে হইতে এই লক্ষ্মণা, যাহা হইতে শ্রীমদ্ভুজন্ময়, এমন অধিষ্ঠানের নিজে হইতে বেদবাদের বহিষ্কৃত পরিত্যক্ত যক্ষযুবক প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯

শ্রীমদ্ভাগবতের কামশাস্ত্র আমি কামদেবের নিজে

মন্ত্রণালয় প্রস্তুতঃ সর্বাণি ভূষণানি চ।
ভূত্যাঃ যাতু ছবি কৃত্বা প্রাপ্তুঃ তব কল্প এব চ। ৪১
ভূমে আজ্ঞেব সংস্থাপ্য ঃ সংস্কারবেষণে ভবে।
বিমানে ভূষণস্থানে ভূত্যাঃ যাস্যন্তি সাজ্জয়ম্। ৪২
কামুকস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভূত্যাঃ সর্বিদা ভূমে
লগ্নে প্রস্থানতঃ শীঘ্রং নৌতিযুক্তং মনোরমম্। ৪৩

ভূত্যানুবাচ

যদ্যপি বহুকং ভদ্রং তৎ পৌরাণোক্তপাদুকাদপি চ।
কিন্তু নাবশ্যিকং যাত্রা ত্রবিষ্যামি সত্যাতুর। ৪৪
কামদেবালয়ঃ যাবি ভূতঃ যেনক তৎ ভূতে।
যদিনে বং ভূতে যদো যাং তেমাক যোবিষ্ট। ৪৫
অন্যাং কামপত্নী চ গুরুপত্নী তথাপুনা।
ভূমোক্তমপুনবক পত্নীঃ কামদেবতঃ। ৪৬

হইতে লাভ করিয়াছি। অতিবিলম্বে যে শিক্ষিকা আসিবে, সেই দুর্লভ ডিগ্রিকে আমি একবারের জিতী হইতে লাভ হইয়াছি। ৪৩

সেই কারণে, মন্ত্রীবর এবং সকল আত্মীয়স্বজন তোমাকে প্রণাম করিয়া বলিয়া যখন মনে করিয়াছি, তখনই আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৪

প্রিয়ে! এই বিমান দ্বারা সত্বর আশ্রমে গেলে যদি অসহায় করিয়া লও, এই ভয়ে আমি বং সকল দ্বারা দুরেই দুরভিসন্ধি করিয়া আসিয়া এ কৃতজ্ঞে তোমাকে অবলম্বন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন এখানে আমাদের মুক্ত-সম্ভাষণ শেষ হইলেই তোমাকে সেই বন চিত্রে বহু দান করিব। ৪৫

দূত। মানুষ বিশ্বকর্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া দূতাদী দূত হস্ত হাত করিলেন এবং নীতিবাক্যপূর্ণ মনোহর বাক্যে রাজাকে উত্তর দান করিলেন। ৪৩

দূতাদী কহিলেন,—কামদেব! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যকথা এবং আমি তাহা এখন স্বীকারও করিয়া লইলাম। কিন্তু আমাদের সময় সম্বন্ধে এক নিয়ম আছে, তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি। ৪৪

আমি আজ আপনাদের উদ্যানে যাইতেছি এবং রাজাকেই আজ এই বেশভূষা করিয়াছি। আমরা যে দিনে রাজাদের উদ্যানে গমন করি, সেই দিনে আমরা রাজাদেরই আকার ধারণ করি। ৪৫

সেই নিয়মানুসারে আজ আমি রাজপত্নী এবং এখন আমি

বিদ্যাধরী এবং যাহা গুরুপত্নীতে শিষ্যঃ।
মানুষ সমস্তগুলো নারীরত্নসমো গুরুঃ। ৪৭
গুরোঃ পত্নীতে পূজ্যা গুরুপত্নী গুরো গুরুঃ।
শিষ্যঃ পত্নীতে পূজ্যা যথা মাতা বিজন্মনঃ। ৪৮
মাতা সহিতমুদ্যানে যাবান্ যোগঃ গুরো গুরুঃ
তত্রো লক্ষণগো যোগো গুরুপত্নীসমাগমে। ৪৯
মন্তেহিত্যেবমধ্যেব যাকে সন্ত্রাসতে বয়ং।
যা নারকুলজা সতোন ঘটে লাভো মহানপি। ৫০
তস্মা সহিতমুদ্যানে আলপুরা প্রয়াতি যঃ
তস্য যোগে বয়ন্তেন যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ। ৫১
যাত্রা সহিতমুদ্যানে তত্রো যোগস্তুর্গতঃ।
লাভক গুরুপত্নীতা চ যত্নস্তত্র এব চ। ৫২
কৃত্তীনাকে পতত্যেব যাবৎ বৈ ভক্তগো বয়ং
প্রাবন্তিষ্ঠঃ পালিবন্ত তত্র বৈব গুরুপত্নী গুরুত্ব। ৫৩

আপনার গুরু-পত্নী; তাহা, আপনি মন্ত্রণা করিলেন যে, আমি আপনার নিকট হইতে কামনাতু অবসর করিয়াছি। ৪৬

বিদ্যাধরী ও মনুষ্যের গুরু শিষ্য হইতে সকলে অধিক এবং মাতা হইতে যত্ন তত্ত্ব অধিক; বিবাহের উদ্যানের মূলে গুরু তত্ত্ব আর কেহই নাই। ৪৭

যে শিষ্যের যেরূপ শিষ্য হইতে মাতা সকলে অধিক পূজনীয়া, সেইরূপ গুরু হইতে আমার গুরুপত্নী সকলে অধিক পূজনীয়া, ইহা বেদের বাণী বলিয়া আমরা জানিয়াছি। ৪৮

মাতার সহিত সমস্ত বন যোগ হয় বলিয়া আমরা জোর করিয়াছি, তাহা হইতেও সকলে (যোগ গুরুপত্নী-সমাগম হইয়া থাকে। ৪৯

মানুষ "আমরা" এই পদ প্রয়োগ করিয়া অর্থাৎ "আ" বলিয়া যে মাহাত্ম্য সহিত সম্বন্ধ করে, সকাল সেই মাহাত্ম্য আমাদের মানুষদের হয়; এই আমার সাক্ষী এবং সম্বন্ধবশতঃ হইয়াই আসিতেছে। ৫০

তাদৃশ মাহাত্ম্য সহিতও যদি ভয় করে, তবে সেই মানুষ আমাদিগকে বন্ধন করে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকিবেন, ততদিন সেই যোগ সম্বন্ধে আমাদের বাস করিতে হইবে। ৫১

আমার সহিত উদ্যানে তাহা হইতে গুরুতর যোগ হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুপত্নীর সহিত উদ্যানে তাহা আপেক্ষা বন্ধন যোগ হয়। ৫২

সেই শক্তি অন্যায় আমাদিগকে তাদৃশ পর্যন্ত কৃত্তীনাক-

[illegible] পুষ্পাদ্য [illegible]
নানা-কুসুম-পুষ্পৌঘ পরিপূর্ণং [illegible] ॥ ৫৪
[illegible] ভূমিসংযুক্তং [illegible] ।
[illegible] বহুবিধং [illegible] ॥ ৫৫
[illegible] লোকে বি পুষ্পাণ [illegible]
[illegible] ঘৃতাচী যদি ॥ ৫৬
[illegible] কামিনী
[illegible] দিবানিশে ॥ ৫৭
ঘৃতাচী [illegible] বিশ্বকর্মা [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৮
ঘৃতাচী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯
ঘৃতাচী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৬০

লাভ করে [illegible] থাকে। সেই স্থানের কোনও [illegible] নাই—ইহা বেদে শুনা যায় ॥ ৫৩

এই পুষ্পোদ্যান মধ্যে [illegible] ([illegible]) [illegible] এবং [illegible]। [illegible] পরিপূর্ণ এবং অতিশয় [illegible] এই [illegible] হইলে [illegible] কোনও বাধা নাই ॥ ৫৪

সুন্দরি! তোমার [illegible] এই স্থানে আছে, [illegible]। [illegible] যে [illegible], [illegible] স্থান বলা হয় ॥ ৫৫

[illegible] ঘৃতাচী [illegible] করিলে [illegible], [illegible] যদি [illegible] হইয়া [illegible], তবে [illegible] ॥ ৫৬

[illegible] আমি [illegible] করি; কারণ, আমি [illegible]। ([illegible]) [illegible] আমি [illegible] করিয়া [illegible] করি ॥ ৫৭

ঘৃতাচী এই কথা [illegible] করিয়া বিশ্বকর্মা [illegible] হইলেন এবং [illegible]—তাত, তুমি [illegible] ॥ ৫৮

ঘৃতাচী যখন বিশ্বকর্মার এই [illegible] বাক্য [illegible] করিয়া সেই বিশ্বকর্মাকে এই [illegible] করিলেন যে, তুমি [illegible] হইবে [illegible] ॥ ৫৯

[illegible] ও [illegible] ।
[illegible] শৌনক ॥ ৬১
[illegible] ও [illegible]
[illegible] ॥ ৬২
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible]
[illegible] ঘৃতাচী [illegible] ॥ ৬৪

শৌনক উবাচ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৬৫

সৌতিরুবাচ।

বিশ্বকর্মা তু [illegible]
[illegible] ॥ ৬৬

ঘৃতাচী এইরূপ [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন এবং [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ৬০

শৌনক! অনন্তর ঘৃতাচী কামদেবের [illegible] এক [illegible] ॥ ৬১

ঘৃতাচী [illegible] করিয়া [illegible] ও তপস্বিনী হইলেন। [illegible] ঘৃতাচী এই [illegible] করিলেন না, [illegible] করিলেন ॥ ৬২

তিনি [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। এই [illegible] হইয়া গেল ॥ ৬৩

অনন্তর [illegible] এই তপস্বিনী দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার ঔরসে নয় জন পুত্র প্রসব করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে [illegible] ঘৃতাচী হইলেন ॥ ৬৪

শৌনক কহিলেন,—সূতপুত্র! সেই তপস্বিনী কিরূপে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বীর্য ধারণ করিলেন? কোথায় [illegible] নয় জন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন? ॥ ৬৫

সূতপুত্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! বিশ্বকর্মা ঘৃতাচীর সেই [illegible] হইলেন এবং [illegible] করিলেন ॥ ৬৬

নত্বা ছাড়া ও যোগঃ কথারম্ভে আর কথায়
আমার তব আজ্ঞায়া পৃথিবীরাজ্ঞা বিনে ॥ ৫১
ন এব রাজ্ঞাবো দুঃ তুমি আরও দুঃ ॥
দুপাপাত দুঃখায়াঃ নাম শিল্পঃ ভবান্ ॥ ৫২
শিল্পক কারয়ামাম ২৫ঃ সর্বত্র সর্বদা।
বিচিত্রঃ বিবিধঃ শিল্পমাশ্চর্যা পুরুষোত্তম ॥ ৫৩
একদা তু প্রয়াগে চ শিল্পঃ কৃত্বা দুপস্য চ
স্বামুঃ তথায় সজ্ঞাত বর্ষং তত্র বাধিতৌ ॥ ৫৪
দুরাত্মা নবরূপাত্ত দুর্ধিয়ঃ আর তপস্বিনীম।
আধিষ্যয়ঃ আর দুষ্টাত্মা ন আধিষ্যো ধিক ॥ ৫৫
দৃষ্ট্বা সর্বাঙ্গে সরসা বহুধা ক্রমচন্দ্রে
উবাচ মধুরং শান্তঃ শান্তায়ঃ তাত তপস্বিনীম ॥ ৫৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অযোধ্যেশ্বরো রামচন্দ্র দুরাত্মা পুরুষোত্তমে

যা আর পরমি ভদ্রোক্তে বিষ্ণুকর্মাহরণে চ ॥ ৫৭
পাশ্চাত্যেকঃ কথিতানি তত্ত্ব মার তব পুনরি
ইক্ষ্বাকেরভিষেকোত্ত অত্রো যে ন চ সম্প্রতঃ ॥ ৫৮
বিক্রম বচনং শ্রুত্বা দুরাত্মা বরবর্ণিনী।
উবাচ মধুরং শান্তা বীতিযুক্তা পরা ভাং ॥ ৫৯

যোগিন্যুবাচ।

তদিনে কামবাণাত্মাহমস্মি চ তপস্বিনী
তথা পাত্রাদি পূজায়াং যজ্ঞাভীরে চ তাদৃশে ॥ ৬০
বিষ্ণুকর্মাহরিঃ পূজ্যঃ কর্মণ্যস্মত্ত তাদৃশম্।
অত্র যং ক্রিয়তে কর্ম যোগেশ্বরস্য তুত্তাত্তম ॥ ৬১
ধর্মী যোগেশ্বরে তত্র যাগেন্দ্র তপাদে তথা
নিবন্ধ কুরুতে ধর্মং যোহিতো বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৬২
মায়া নারায়ণীমানা পরিমুগ্ধা চ যং জগৎ।
তস্মৈ নমামি শ্রীকৃষ্ণো মুক্তিঃ তত্ত্বরূপিণীম্ ॥ ৬৩

তথায় তথায়ে প্রথম তথায় তব করিয়া পাশ্চাত্যাত্মি যেই কথা তাঁহাকে বলিলেন। তদনন্তর তথায় আজ্ঞানুসারে বিষ্ণুকর্মা পৃথিবীতে এক রাজধানী পরম তথায়ন তথিলেন ॥ ৬৪

তিনি তথন রাজন হইয়া তথায় এক শিল্পী করিয়া অধিষ্ঠিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই রাজধানীতে দুরাত্মা এবং দুরাত্মাদের বাসবিশেষ নির্মাণ করেন ॥ ৬৫

তিনি সর্বত্রই সদা সর্বতোভাবে বিচিত্র, দুরাত্মার ও তাহাদিগের বাসবিশেষ নিত্য তথা নিত্য নিত্যে আশ্চর্যের তথন তখন সকলেই তাঁহাকে নিয়া বিষ্ণুকর্ম তথায়ের আশ্চর্যের এবং তিনি অতি বিচিত্র ও বিবিধ আশ্চর্যজনক তথায়ের শিল্প তথা তথিয়া পারিতেন ॥ ৬৬

একদিন প্রয়াগে রাজার এক শিল্প কার্য করিয়া স্নান তথিবার তন্য তথায় গমন তথিলেন এবং তথায় তিনি এক (দুরাত্মা) তাপসীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৭

তিনি সেই তাপসীর রাজধানীস্থ একরূপ ইচ্ছা, দুরাত্মা, আধিষ্যতা ও তপস্বিনীকে দুরাত্মা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥ ৬৮

তাঁহাকে দেখিয়াই রাজন মহা কামার্ত হইয়া তাঁহাদুরূপ হইলেন এবং পাত্রদ্বারা সেই তপস্বিনীকে পাত তাদে দুরূ তাদায় এই কথা বলিলেন ॥ ৬৯

রাজন তথিলেন,—দুরাত্মাদের দুরাত্মি। তাপসী। তুমি আমার এখানে আর। তোমার। তুমি কি আমাকে চরম তথিতে পারিতেছ না। আমিই সেই বিষ্ণুকর্মা ॥ ৭০

দুরাত্মি। তুমি তথন আমাকে তথনা কর, আমি তোমাকে পাত্রযুক্ত করিয়া দিব। তোমার তথা রাজ্যের আমার রাজ্যে তথায় বহু তথিবেন ॥ ৭১

তপস্বিনীবেশিনী দুরাত্মা সেই রাজদের রাজধানী বিষ্ণুকর্মার) নাম তথন করিয়া পাত্রদ্বারে এই নীতিপূর্ণ উত্তর বাক্য মধুর স্বরে বলিলেন ॥ ৭২

যোগিনী (বেশধারিণী দুরাত্মা) বলিলেন,—রাজা। আমি সেই বিষ্ণু কামনাই ভিক্ষার, আর তথন তপস্বিনী; সুতরাং এই রাজকার্য নিশ্চয়ই যজ্ঞাভীর বিভাগের দুরাত্মা কার্য করিব ॥ ৭৩

যে বিষ্ণুকর্মা। এই রাজকার্য ইহন পূর্ণ তথিবেন, তথায় যে তত্ত্ব বা তত্ত্বত কর্ম করা হয়, তাহার ফল তথায় যোগ তথিত হয় ॥ ৭৪

কর্মসমাপন তথিলে বিষ্ণু যোগেশ্বরের তথা তথনাত্ত তথে এই রাজকার্য তথায় তথন বিষ্ণুমায়া দ্বারা যোহিত ও তথায় তাদৃশ হইয়া কর্ম তথিতে থাকেন ॥ ৭৫

ঈশ্বরা মায়া নিবন্ধিকা নারায়ণী (নারায়ণশক্তি পদ্ম বৈষ্ণবী শক্তিসমষ্টিরূপা, বিষ্ণুর যীয় পরমাত্মি মায়া" ইতি সনাতনীতন্ত্রে) মায়া দুর্বিজ্ঞেয়া তাঁহার প্রতি তথা হন, সমগ্রা জীবকে তাঁহাকে তথি ও তিনিই মুক্তি দান তথেন ॥

যো মূঢ়া বিষয়াসক্তো লঙ্ঘয়েত্তা চ ভারতে।
বিধায় কৃত্বা সর্বেষাং চ মূঢ়া বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৮৭
সর্বা পঞ্চাশি সেবায়ামে ভাক্তিমন্তা পুরা
কৃত্বাহী পুত্রযজ্ঞায়মূনা যোগভক্তা ॥ ৮৭
ততঃ করোতি যোগার্থং গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে
নারায়ণস্য শ্রীদ্বারাং বিরক্তা তম্ব কাম্যক ॥ ৮৮
অন্যত্র কৃতপাপস্য গঙ্গায়াঞ্চ বিমুক্তি।
গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং লক্ষ্যে লক্ষগুণং ভবেৎ ॥ ৮৯
তত্ত্ব নারায়ণক্ষেত্রে তপসা চ বিমুক্তি
ভবেত্ত তাবতঃ কৃত্বা নিষ্কৃতস্ত ভবেৎ পুনঃ ॥ ৯০
কৃত্বাহীত্যেবমা ত্বক্ত্বা বিষ্ণুকর্ম্ম বিধায়তিঃ
তস্যায় তাং গৃহীত্বা চ মনসঃ চক্ষুষালয়ম্ ॥ ৯
ব্রহ্মণাং ব্রহ্মরোধাং পুণ্যক্ষেত্রে মনোহরে।

পুণ্যচন্দনবাতেন সন্তঃ পুরুষীকৃতে ॥ ৯৬
চন্দ্রায় পুষ্পসম্ভারং তথা চ পুনির্ধনে
পূর্ণং ঘাদশবর্ষঞ্চ বুদ্ধে চ বিধানিম্ ॥ ৯৭
ততশ্চ ধর্ম্মঃ কাবিত্বা পরিপূর্ণঃ পুরুষঃ।
সা পূজায় চ তত্রৈব পুত্রায়ৈব মনোহরাম্ ॥ ৯৮
কৃতবিষ্ণিমিত্রাণ্ড জ্ঞানমুক্তাশ্চ সৌখ্যত
পূর্বপ্রাক্তন্যোদ্ধ্যান্ বলমুক্তান্ বিভজ্যান্ ॥ ৯৯
মালাধার-ধর্ম-ভাব-সম্ভবান্-কৃষিস্কান্।
কৃষ্ণায়-পুত্রযায়-ধর্মিষ্ঠিত্বয়াকৃষা ॥ ১০০
যৌ চ ত্রেতো তত্র ধর্মা তান্ সাক্ষাদা মহীতলে
মানবীং তনুমাস্থায় ধর্মঃ শিক্ষনন্তিকম্ ॥ ১০১
ধর্মিষ্ঠাঃ ধর্মযৌধাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ
বভূব পণ্ডিতঃ সন্তো ব্রহ্মবাক্যেন ধর্মিণা ॥ ১০২

যে মূঢ় অর্থাৎ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিষয়াসক্ত হয়, সেই ব্যক্তির সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-মায়ায় তাহা মুগ্ধ হইয়া থাকে। (এই শ্লোকের বিবরণ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়,—তাৎপর্য্যার্থ অবধারণ করিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করে; বিষয়াসক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই মূঢ়) ॥ ৮৬

হেরে! আমি ভারতিনিয়া তথায় সব কিছুই সম্পন্ন করিতে পারিতাম, আমি পূর্ব্বে সুরভী নামক অনেকবার বিবাহ, আর এখন যোগ-ভক্তা হইয়াছি ॥ ৮৭

আমি বিষ্ণুর যোগাভাবের জন্য অধিকার পুণ্যক্ষেত্রে এই গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়াছি। এখানে মৃত্যি-তীর্থের তুল্য নহে, অতএব হে কাম্যক! তুমি এখন স্থির হও—ধৈর্য্য অবলম্বন কর ॥ ৮৮

অন্যত্র পাপ কর্ম্ম করিলে এই গঙ্গায় অবগাহন (গঙ্গাস্নান করিলে বা গঙ্গাতীরে তপস্যা করিলে) সেই পাপ নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু এই গঙ্গাতীরে পাপ কর্ম্ম করিলে সেই পাপ লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯

সেই পাপ কিন্তু নারায়ণক্ষেত্রে (শালিগ্রামে, বারাণসী, বদরিকা, প্রয়াগে ও পুরী প্রভৃতি নারায়ণক্ষেত্রে এবং আর যেখান হইতে ও যত পরিমিত স্থানও নারায়ণক্ষেত্র।) তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হয়; যদি সেখানেও কৃত পাপ করিয়া 'পুনরায় করিব না' বলিয়া বিমুক্ত হইতে পারে ॥ ৯০

সুরভীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি (বিষ্ণুকর্ম্মা) তাঁহার আকৃতিমূলা অর্থাৎ ভাবান্ তপস্বীর অবয়ব আকৃতি ধারণ করিয়া) বিষ্ণুকর্ম্মা (সেই ব্রাহ্মণকন্যাবস্থিনী সুরভীদেবীকে গ্রহণ করিয়া তপস্যার মনোহর পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৯১

তথায় তথাকার মনোহর পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ প্রদেশে নারায়ণ পুষ্প-শয্যায় পুষ্প ও চন্দনবাসিত বায়ু দ্বারা সেবা সুরভীকে এক নির্জ্জন স্থানে বিষ্ণুকর্ম্মা সুরভীর সহিত সুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন এইরূপে তাঁহাদের পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল; এই সময় তাঁহারা উভয়ে একটী পুত্র ইচ্ছা করিলে যে, তাঁহাদের শিব বা বাসি তাহা বিষ্ণুই যোগ্য শিব বা ॥ ৯৩-৯৭

অনন্তর কালিনী সুরভীর অবয়ব পূর্ণ ও পরিপূর্ণ গর্ভ সঞ্চারিত হইল। তিনি তখন সেবায়োগ্য মনোহর একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৯৮

যৌবন। বিষ্ণুকর্ম্মার ১। মালাধার, ২। ধর্ম্মধার, ৩। সন্তধার, ৪। তত্ত্বধার, ৫। কৃষ্ণধার, ৬। পুত্রধার, ৭। ধর্ম্মধার এবং ৮। ত্রিতধার—এই সব পুত্রই বিষ্ণু কর্ম্মে অধিকার বিশিষ্ট, জ্ঞানযুক্ত, পূর্ব্ব পুরুষদিগের অনুসরণীয় পরিত্যাগী এবং আদর্শের বিষয় ছিলেন ॥ ৯৯-১০

বিষ্ণুকর্ম্মা ও সুরভী তাঁহারা উভয়ে সেই সব মালাধারাদি সব পুত্রকে অধিকারিত্ব বা যার যেমন স্বভাব পুরুষ তাহাদিগের যথাযথভাবে অধ্যাপিত করিয়া নিজ নিজ আশ্রম সেই আশ্রম পূর্ব্বক ধর্ম্মলোকে যত্ন তথায় গমন করিলেন ॥ ১১

হে ব্রিজোত্তম! বিষ্ণুকর্ম্মার পূর্ব্বোক্ত সব পুত্রই যথা

মূর্ধন্যবাদো বিজ্ঞানায় শাস্ত্রেণ পরিভাষা মূর্ধি।
শীঘ্রত্ব-মন্দত্বাদীনি ন যত্নে তেন বেদনা ॥ ৯২
বাক্যিকস্যেব চিত্রাদ্যাং বক্তৃশিষ্যস্যতন্ত্রতা।
পরিভাষা প্রবক্তৃণাং প্রাজ্ঞানাং তেন তোষতঃ ॥ ৯৩
অস্মিন্ বর্ণিগৃবিদ্যেবং স্যাদর্থাং বর্ণাদিকঃ
বর্ণচৌষাদিযৌগেন পরিভাষা প্রবক্তৃণাম্ ॥ ৯৪
মূলটীয়াক মূলায়া ভিন্নকালস্য যৌগতঃ
বহুবচ্ছীলিকায়োগঃ পরিভাষা প্রযোজকঃ ॥৯৫
অট্টালিকায়াবয়বীভাবে কৃত্তদ্ধিতস্য যোগিতি।
বহুত্ব যোজিকঃ যত্নঃ পরিভাষা গুরুত্বাবহঃ ॥ ৯৭
মূলত্বস্য তু যৌগেন যত্নঃ কোটিকতাদিতি
বহুত্ব ভৈষজাদ্যস্য মূর্ধন্যে পরিভাষা মূর্ধি ॥ ৯৮
যত্নঃ অট্টিকযৌগেন যাবদ্ভূত্বস্য যোগিতি
বহুত্ব ভীরবাদ্যেন পরিভাষা প্রযোজকঃ ॥ ৯৯

ভীরত্বস্য তু যৌগেন ভৈষজ্যাদস্য যোগিতি।
বহুত্ব পরিভাষা স্যাদ্বর্ণে ন্যৈ পরিভাষিকঃ ॥ ১০০
লেটীভীরবকন্যায়াং ভবত্যাদেশ যত্নতঃ।
যত্নস্যাপ্ত যাবত্ত্বস্য যোগঃ স্যাদ্বলবত্তরঃ ॥ ১০১
ব্রাহ্মণ্যাং মূলযবেন পরিভাষা প্রযোজকঃ
যত্নো বহুত্ব ভাবস্য বর্ণযোরবয়োস্তিতি ॥ ১০২
ভীরবেন চ চাত্তাল্যাং ঢর্কায়ো বহুত্ব ন
চর্মকার্যাঞ্চ ভাত্তালাদ্যাযত্নস্যো বহুত্ব ন ॥ ১০৩
ব্রাহ্মণ্যাস্তু ভীরবেন যৌগঃ স্যাদ্ভ পরিভাষিতঃ
যৌগস্ত্রিয়াং তু ভৈষজ্যাৎ বর্ণাদ্যাঃ পরিভাষিতঃ ॥১০৪
লক্ষণাত্তাদবস্থায়াং লেটীযৌগেন যৌবক।
বহুত্বকৃত্তো যৌ মূলৌ যত্নৌ ভক্তিমযৌ তথা ॥ ১০৫
ভবেন ভক্তিকন্যায়াং মূলত্বাদ্যযৌগতঃ
বহুত্বং যত্নমূলেন যত্নৌ ন ভবতাদ্ভ যে ॥ ১০৬

বর্ণনায় ব্রাহ্মণদের বর্ণ অনায়াসে অন্যত্র সেই বর্ণের উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চারণের অর্থাৎ লেখিবি হইয়াই পরিত হইয়াছে। ৯২

এইরূপ মূলধান পাঁচ অক্ষরটিমূল আনিলার জন্য ব্রাহ্মণদের অনুরোধ করিলে পর ইহা সংস্কৃত করিয়া আনিয়া দিল যে, সেই হেতু ব্রাহ্মণদিগের নামে মূলত্বে এই মূলধানের পরিত হইয়াছে। ৯৩

চিত্রকরের ব্রাহ্মণদিগের আদেশ অনুসারে চিত্র না করিয়া অঙ্কিত করার ইহাদের কোনো কথনাদি প্রাপ্ত হইয়া সেই দিন হইতেই পরিত হইয়াছে। ৯৪

এই ভাবে অন্যান্য বাক্যিকদের ক্ষেত্রেও পরিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে হইয়াছে।—পরিত বর্ণনায় অর্থাৎ করার এবং বর্ণাদ্যক্ষরাদি যোগবশতঃ ব্রাহ্মণদিগের অঙ্কিনাদি কোনও কোনও পরিবর্তনিবশতঃ পরিত হইয়াছে। ৯৫

মূলটী (বেগুন) কোনও গৃহের অর্থে ভিন্নকালের যৌগে অট্টালিকার ইত্যাদি হয়। এই ভাবে যোগে অট্টালিকার পরিত হইয়াছে। ৯৬

মূলত্বের দ্বারা অর্থে অট্টালিকাকারের যৌগে কোটিক বলিয়া এক ভাবি উৎপন্ন হয়। এই কোটিক ভাবি সাধারণ মূলনির্মাতারী, এই কোটিকের পরিত। ৯৭

মূলত্বাদির যৌগে কোটিকত্বাদির অর্থে সেই সময় ভৈষজ্যের

ধাতে এক ভাবির উৎপত্তি হইল। এই ভাবি মূলত্বে মূলিক-ভাবার এবং পরিত। ৯৮

এইরূপ অট্টিকার যৌগে ভাবমূলত্বাদির অর্থে ভীরব ভাবে এই ভাবির সৃষ্টি হয়। ভাবপ্রকাশকারে এই ভীরবও পরিত। ৯৯

এই ভীরবত্ব যৌগে ভৈষজ্যের পরিত হইয়া অর্থে সেই ধাতে এক ভাবি উৎপন্ন হয়। এই সেই ভাবি সমুদায় করিয়া ভীরিকা অর্থাৎ ধাতে বলিয়া সমূহ ধাতুর উৎপত্তি হয়। ১০০

এই সেই ভীরব ধাতুসমূহে যে সব ধাতুর ভাবিতে অন্য যোগ, তাহারা হইল—মন্ত্র, যত্ন, ভাবিত, ভক্ত ও অন্যান্য। ১০১

ব্রাহ্মণধাতুর অর্থে মূলধানের 'ব্রহ্মাণ' ভাবি উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণদিগেরধাতুর সেই সময় হইয়াই এই ব্রাহ্মণ পরিত, অন্য সব ভাবি ব্রাহ্মণ্য। ধাতুর এক অর্থাৎ। ১০২

ভীরবের যৌগে চত্তালধাতুর অর্থে চর্মকার উৎপন্ন হয়। এইরূপ চর্মকার ধাতুর অর্থে চত্তালদের যৌগে ব্রাহ্মণদের ধাতে এক ভাবির উৎপত্তি হয়। ১০৩

ব্রাহ্মণদের ধাতুর অর্থে ভীরবের যৌগে যৌগ ব্রাহ্মণ পরিত এক ভাবি উৎপন্ন হয়। এই যৌগ স্ত্রীর অর্থে ভৈষজ্য হইতে লক্ষণার (ভাবার্থ) ভাবির সৃষ্টি হয়। ১০৪

যে লৌবক। চত্তালধাতুর অর্থে লেটীর যৌগে বহিত ও ভক্ত ধাতে দুইটি মূল মূল উৎপন্ন হয়। ১০৫

এই ভাবে ভক্তি ধাতুর অর্থে ভক্তধাতুর যৌগে ভক্তিমূল মূল হয়। ভিন্নরূপ মন্ত্রমূলে মূল ও ধাতুর বর্ণিত পরিত। ১০৬

সৌভাগ্যৌঘকন্যায়াঃ পত্নীত্বেন চ সৌমক
বহুন্ পুত্রান্ যো যাগো যজ্ঞপুরঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১০৭
পঞ্চ-পুত্রস্য কন্যায়াং ধীরৌঘে বেদশালিনি ;
বহুন্ বেদধরো চ পুত্রো দুর্গী প্রকীর্তিতঃ ॥ ১০৮
বৈশাখীবারকন্যায়াং সমং তুর্গী বহুন্ চ
তত্ত্বীযৌঘিনি বৈশাখং চ সৌভরন্ত বহুন্ চ ॥ ১০৯
কন্যায়াং কমলকন্যায়াং যাজপুত্রো বহুন্ চ
যাজপুত্রস্য কন্যায়াং ধীমতি প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১০
কন্যধীযৌঘে বৈশাখ্যাং বৈশন্তঃ পরিকীর্তিতঃ।
কন্যো ধীবরন্যায়াং ধীমতঃ পরিতো দুর্বি ॥ ১১১
তাসাং ধীমতঃ পুত্রা বহুন্ বহুবঃ দুরঃ
বহুন্যাং ধীবরাত্মৈব জোয়ালীতি বহুন্ চ ॥ ১১২
নাশিতায়াং জোপকন্যায়াং সর্বধীঃ সন্ত যোবিতি
কন্যায়াং বহুন্ যাংশ্চ কলয়ান্ দুর্গাধিপকঃ ॥ ১১৩
ধীবরাৎ তন্তিকন্যায়াং বহুন্ সন্ত পুত্রকাঃ ॥

যে সৌমক। বজ্রকৌমে জোষ্ঠ ধীরে ধীবর কন্যার গর্ভে যে বালক উৎপন্ন হয়, সেই বালক বজ্রপুর নামে খ্যাতি লাভ করে ॥ ১০৭

এই বজ্রপুরকন্যার কন্যার গর্ভে বেদশালীর ধীরো দুর্গী নামে এক পুত্র হয় এবং সেই পুত্রও বেদধারী নামে খ্যাতি লাভ করে ॥ ১০৮

ধীবর কন্যার গর্ভে বৈশাখ ধীমান তন্তী (তাঁতি) নামে এক জাতির সৃষ্টি হয়। এই তন্তীকন্যার গর্ভে বৈশাখ ধীরৌ সৌভরি নামে আর উৎপন্ন হয় ॥ ১০৯

বজ্রপুর কন্যার গর্ভে অগ্নিহোত্র ধীরে যাজপুর (যাজপুষ) নামক জাতির জন্ম হয়। এই যাজপুরকন্যার গর্ভে কন্যাদের ধীরো ধর্মজ্ঞ আখ্যা নামক প্রসিদ্ধ জাতির উদ্ভব হয় ॥ ১১০

অগ্নিহোত্র ধীরৌ বৈশাখকন্যার গর্ভে বৈশন্ত নামে প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি হয়। অগ্নিহোত্রে বৈশন্ত জাতির অন্তরে ধীবরের অন্তর্বর্তিনী 'ধীবর' নাম লাভ করে এবং পরিচিত হয় ॥ ১১১

ধীবরকন্যার গর্ভে ধীবর ধীরে যে পুত্র জন্ম, সেই পুত্র তন্তক নামে খ্যাত। এই তন্তকন্যার গর্ভে ধীবর ধীরে জোয়ালি নামে এক জাতির জন্ম হয় ॥ ১১২

নাশিতার উদরে জোপকন্যার গর্ভে সর্বধী নামে জাতির সৃষ্টি হয়। কন্যধীযৌঘীর কন্যার গর্ভে অগ্নির ঔরসে পঞ্চ-

---

পুত্র এবং কন্যাদের নাম জাতি উৎপন্ন হয় ॥ ১১৩

তন্তিকন্যার গর্ভে ধীবর ধীরে নাম তন্ত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলে কলিকালে ক্ষত্রিয়জাতির সমর্থনকল্পে নানা কল্পনা করে ॥ ১১৪

তন্তকন্যার গর্ভে এক অগ্নির ঔরসে বহুন্ প্রথম দিনে ৫৬ পুত্র উৎপন্ন হয়। দুর্গাধিপ উৎসে অন্তরাল করে বলিয়া দুরন্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ॥ ১১৫

এই দুরন্তজাতি রাজপুত্রের সমান তন্তোচ্চারি নামক হয়; কিন্তু সেই বহুসংখ্য ও জোষ্ঠ জাতির সমর্থনকল্পে দুরন্তের অন্তর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ॥ ১১৬

এইরূপ অগ্নিহোত্রী বহুন্ প্রথম দিনে বৈশাখকন্যার গর্ভে তাত্ত্বে পুত্র বহুসংখ্য এবং বলবান্ হইলেও মাতৃপ্রা ছিল ॥ ১১৭

অগ্নির শিষ্য তন্তক বহুসংখ্যক হইতে বিনাশিত হইবার বাধা অগ্নিহোত্র করে, সেইহেতু এই পুত্র যাজপুত্র জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে ॥ ১১৮

অগ্নিহোত্র ধীরৌ পুত্রকন্যার গর্ভে বহুসংখ্যকগণ: নানাপ্রকার কল্পনায় দুরন্ত ও বলবানী বহু ভেদ জাতির উদ্ভব হয় ॥ ১১৯

এই ভেদসমূহ সকলেই সংখ্যাহীন, দুরন্ত, নির্ভয়, বলবান্, সৌভাগ্যশালিনী, দুর্দান্ত এবং, ধর্মহীন ছিল ॥ ১২০

তাহাদের এই ভেদ হইতে কুবিন্দ কন্যার গর্ভে জোলাজাতির

বর্ষমিত্রবংশেষ্বেষ মহান্ত ক্রমক্রমাত্মঃ
যাদাঃ নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং অলো ভিন্ন ।১১১
বৈত্রেয়াদ্বিনীকুমারেণ ভারদ্ব বিপ্রযোবিধি ।
বৈত্রবীয়োগ পুত্রায়াং বহুপূর্ববংশে জনাঃ ১১৩
যে চ প্রাগ্যজ্ঞজাশ্চ মাহীযবিপ্রযাবরাঃ ।
যেষাশ্চ ভাষাঃ পুত্রায়া যে যাশ্চজাতিযোঃ কৃবি ।১১৪

গৌতম উবাচ

কথং ব্রাহ্মণযাশ্চাপ্ত পূর্বাপুত্রোঽধিনীসুত;
অযো কেন বিধানেন দীর্ঘাযাবাং চকার হ ১১৫

সৌত্রিকযাঃ

যজ্ঞস্থাঃ তীর্থযত্র যাং ব্রাহ্মণীং ঋষিসত্তমঃ
সমর্থ ভাবুকং শাস্ত্রং পুত্রলাযাং চ নির্জনে ১১৬
তয়া নিবারিতো যত্নাদ্ অজেন বলবান্ পুরঃ
অজীর্ণ ভক্ষযাং দৃষ্ট্বা দীর্ঘাযাবাং চকার হ ।১১৭

ভ্রুবা তত্যাজ গর্ভং যা পুত্রলাভায় সংবাহতে
সংজ্ঞা বহুব পুত্রস্য তত্ত্বজ্ঞানসমন্বিতং ১১৮
সংপুজ্য যাশিনো বেদঃ তথায় স্তোত্রিকা সদা ।
যাশিনা কথযামাস তস্যার্থে বৈদলক্ষণং ১১৯
লিপ্রো যোগেন তত্যাজ তত্ত্ব পুত্রং বরাশিনীং ।
সংবিদ্বহুন যোগেন যা চ যোগাবতী পুত্রা ।১২০
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ পাঠযামাস যত্নতঃ
সাবাশিষ্ঠং মহাত্মজ্ঞ যাং চ ঋষিসত্তমঃ ১২১
বিপ্রস্য জোতির্বিদস্য বেদজ্ঞাস্য বিদুষঃ ।
যেষবর্ণসমিজ্ঞাস্য বহুন পশ্চাত্য কৃবি ১২২
লোকী বিপ্রস্য পুত্রাযাশ্চ যাং গৃহীতবান্
প্রথমে মুহূর্তজাতাশ্চ বহুন যাং ১২৩
তস্মিং পুরাণ তত্ত্বজ্ঞে বহুপুত্রাং সমন্বিতঃ
স পুত্রো বর্ষকৃত্ত ১ সংপূর্বপুত্রকঃ পুত্রঃ ১২৪

উদ্ধৃত হয়। এই শ্লোক হইতে কৃষিবিদ্যার অর্থ যে সম্যক্ জ্ঞান, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কিছু থাকে না। ১১১

যে বংশম্। এইস্থানে বর্ণসঙ্কর দোষে বহু বিবাহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা আর কি লেখা বলিলে যে সমর্থ হইতে পারে। ১১২

ব্রাহ্মণকন্যাকর্তৃ অশ্বিনীকুমার। কর্তৃক বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বৈদ্যের দীর্ঘা পুত্রলাভার্থে যজ্ঞ সম্বন্ধের জন্য হয়। ১১৩

সেই সব সন্তানের প্রাপ্তাবস্থায় অশ্বিনী ও অশ্বিনীকুমার। বৈদ্যদের দীক্ষা হইতে পুত্রলাভার্থে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আছে আছে, তাহাতে ঋগ্বেদোক্ত অশ্বিনীকুমার অর্থাৎ সাধুতে মন্ত্রিয়া থাকে হয়। ১১৪

গৌতম অত্রিমুনি,—পুত্রপুত্র। কোন্ বিষয়ক পত্নিত হই। পূর্বপুত্র অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মণ-পত্নীকে কেন দীর্ঘাযাবাং করিয়াছিলেন। ১১৫

পুত্রপুত্র উত্তরতা বর্ণিতমন্ত্র,—ভ্রুবা। এইরূপ পূর্বপুত্র পাত্র অশ্বিনীকুমার নির্দেশ পুত্রলাভের আশিয়া দোষের এক ব্রাহ্মণপত্নীকে তীর্থযাত্রার সময় করিতে বর্ণন করিলেন এবং ইহাতে তিনি ভাবসন্তানী হইলেন। ১১৬

সেই ব্রাহ্মণী বিপ্রের সন্তানধারণ উপযোগে নিজে করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার সমীপে; দেব অশ্বিনীকুমার অজীর্ণ ভক্ষণী সেই ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া সন্তান তাঁহার আর দীর্ঘাযাবাং করিলেন। ১১৭

ব্রাহ্মণী কিন্তু অশ্বি সন্তান সেই গর্ভ সন্তানের পুত্রলাভের আশা করিলেন। ইহাতে সেই সন্তান তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইবে ৪৩ পুত্র উৎপন্ন হইল। ১১৮

তখন ব্রাহ্মণী পুত্র যোগবলে পুত্রকে আহারী অশ্বিনীকুমার-সমীপে নিজ পত্নির পুত্র রূপে করিলেন। তথায় তাঁহাকে অশ্বিনীকুমার যে বিশেষ ঔষধাবলম্বনে সন্তান উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। ১১৯

ব্রাহ্মণ সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়া যোগ বিদ্যা পাইবে এবং সেই পুত্রকে তাঁহার করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণী পুত্রের ৩ বৎসরের যোগবলে ৪৩ খানী হইয়া যাইলেন, সেই খানী পরে যোগাবতী নামে প্রসিদ্ধ হয়। ১৫০

এদিকে পূর্বপুত্র তত্ত্ব অশ্বিনীকুমার সেই পুত্রকে (বহুবীজ ও পরিজ্ঞাত বেদিয়া) মহাবত্নসহ চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভিলেন এবং মাধাশিষ্ঠ ও মহত্ত বিদ্যা শিখাইল। ১৫১

অশ্বিনীকুমারপুত্র এই বিপ্র যোগেশ সর্ব পরিচয় করিয়া জোতির্বিদ্যা আদি যত বেদের প্রচার করায় পুত্রকে অন্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ১৫২

এই যোগী ব্রাহ্মণ পুত্রকন্যা প্রসব দান করে প্রসব করিতে পারিলেন। কৃত তাঁহাদের উত্তরোত্তর প্রসব দানের ফলে প্রসব অন্যান্য ব্রাহ্মণী দানের প্রাপ্ত হইলেন। ১৫৩

ইহার অন্য অন্যান্য হইতে যোগের এক পুত্রের উৎপত্তি হয়।

পুত্রান্ পাঠয়ামাস [illegible] কৃপানিধিঃ ।
পুত্রানেকো [illegible] ॥ ১৪৪
বৈষ্ণবানাং পূর্বেষাং পুত্রানেকো [illegible]
[illegible] ॥ ১৪৫
[illegible] বিভিন্ন পুত্রিকাঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৪৬
[illegible] ।
[illegible] পুত্র ॥ ১৪৭
পিতা [illegible]
[illegible] ॥ ১৪৮
পিতামহঃ পিতৃপিতা [illegible]
[illegible] পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৪৯
[illegible] পিতা মাতুঃ [illegible] চ
[illegible] ॥ ১৫০

পিতামহী পিতুর্মাতা [illegible] প্রপিতামহী
[illegible] প্রপিতামহী ॥ ১৫১
মাতামহী মাতুর্মাতা মাতৃতুল্যা চ পূজিতা
প্রমাতামহীতি [illegible] ॥ ১৫২
[illegible] ।
পিতৃভ্রাতা পিতৃব্যশ্চ মাতুলো মাতুলঃ ॥ ১৫৩
পিতৃস্বসা পিতৃষ্বসা মাতৃষ্বসা চ মাতুলী
[illegible] ॥ ১৫৪
[illegible] চ [illegible]
[illegible] পরিকীর্তিতা ॥ ১৫৫
[illegible] পতিঃ
পতিঃ [illegible] চ [illegible] চ [illegible] ॥ ১৫৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৫৮

তিনি সর্বপ্রথম পুত্র নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আমাকে আদি পুত্র বলিয়া কথিত হন। ১৪৪

পরে কৃপানিধান ব্রহ্মা উঁহাকে পুত্র নাম দান করেন। [illegible] পুত্রবৎসল হন। ১৪৫

সেই পুত্র [illegible] এক পুত্র উৎপন্ন হন। সেই পুত্রই [illegible] ([illegible]) [illegible] বলিয়া [illegible] লাভ করে। ১৪৬

লৌকিক। এই আদি [illegible] পুত্রিকাকে [illegible]। [illegible] ১৪৭

[illegible] ১৪৮

তিনি [illegible], তিনি পিতা, [illegible] বলিয়া অভিহিত হন। তিনি [illegible], তিনি [illegible] ১৪৯

ঐরূপ পিতার পিতার নাম পিতামহ এবং পিতামহের পিতার নাম প্রপিতামহ। [illegible] ১৫০

মাতার পিতার নাম মাতামহ, মাতামহের পিতার নাম প্রমাতামহ এবং এই প্রমাতামহের পিতার নাম বৃদ্ধ-প্রমাতামহ। ১৫১

পিতার মাতা হইলেন পিতামহী, পিতামহীর মাতা (শাশুড়ী) নাম প্রপিতামহী এবং এই প্রপিতামহীর মাতার নাম বৃদ্ধপ্রপিতামহী। ১৫২

মাতার মাতাকে মাতামহী, [illegible] পূজনীয়া। প্রমাতামহীর [illegible] বলিয়া [illegible]। ১৫৩

[illegible] পিতার ভ্রাতা পিতৃব্য এবং মাতার ভ্রাতাকে মাতুল বলে। ১৫৪

পিতার [illegible] নাম পিতৃষ্বসা এবং মাতার [illegible] নাম মাতৃষ্বসা। [illegible] ১৫৫

[illegible] ১৫৬

[illegible] পতি, [illegible] ১৫৭

[illegible] ([illegible]) [illegible]। ১৫৮

ভাষ্যা ভাষা প্রিয়া ধাত্রী ৬ পত্নীবাচক শব্দসমূহ ।
পত্নীভ্রাতা শ্যালকশ্চ পত্নীভগ্নী ৬ শ্যালিকা ঃ ১১৯
পত্নীধাত্রী তথা ধাত্রীকন্যা পিতা ধাত্রীঃ পুত্রঃ
সপত্নীঃ যোষণো ভ্রাতঃ সপত্নী তদিনী পুত্রা ঃ ১২০
তদিনীপুত্রো ভাগিনেয়ো ভ্রাতৃপুত্রশ্চ ভ্রাতুষ্পুত্রঃ
শ্যালস্য তদিনীভ্রাতো তদিনীপতিরেব চ ঃ ১২১
শ্যালীপতিশ্চ ভ্রাতা চ শ্বশুরৈক্যমুদাহৃতা
শ্বশুরস্য পিতা জ্ঞেয়ো জ্ঞাতয়শ্চাপি সংজ্ঞকাঃ ঃ১২২
অন্যেষাঞ্চ জ্ঞাতয়ো,পত্নীভ্রাতৃস্তথৈব চ
বিজ্ঞাতারো জ্ঞাতয়শ্চ পতিভ্রাতৃ পিতৃব্যো ঃ১২৩
অন্যেষাঞ্চ যা পত্নী তদিনী শুশ্রূষাদিনী
মাতা চ জনয়ত্রী চ তথা পুত্রপ্রিয়া তথা ঃ১২৪
মাতুলাতা পিতৃভ্রাতা যজ্ঞ পিতোঃ তথা তথা
পিতৃব্যাণী মাতুলানী মাতুলশ্চ চতুর্দশ ঃ ১২৫

পত্নীর নাম—ভার্যা, ভাষ্যা, প্রিয়া, ধাত্রী, স্ত্রী ও পত্নী। পত্নীর ভ্রাতাকে শ্যালক এবং পত্নীর ভগিনীকে শ্যালিকা বলে ঃ ১১৯

পত্নীর মাতা, তথা এবং পত্নীর পিতা ধাত্রী বলিয়া কথিত হয়। সপত্নীর ভ্রাতাকে যোষণ ও সপত্নী এবং ভ্রাতৃজায়া তদিনীকে যোষণা ও সপত্নী বলে ঃ ১২০

তদিনীর পুত্রকে ভাগিনেয় এবং ভ্রাতার পুত্রকে ভ্রাতৃষ্পুত্র বলা হয়। তদিনীর স্বামী শ্যালক, তদিনীভ্রাতা ও তদিনীপতি নামে অভিহিত হয় ঃ ১২১

যে স্ত্রীর ; শ্বশুর এবং শ্বশ্রূর সহিত স্বামীপতিত্ব ভ্রাতা বলিয়া উক্ত হয়। শ্বশুরকে পিতা বলিয়া অভিহিত ; কারণ, শ্বশুরের পিতার মধ্যে যিনি পূর্বপুরুষ (যেমন ঃ ইহাই বাহ্য, তাঁহার অর্থাৎ শ্বশুরের পিতার শ্বশুরকে বলিয়া যিনি পিতা) ঃ ১২২

শ্বশুরের শ্বশুরকুলের পঞ্চবিধ পিতা (-পক্ষস্থিত ভ্রাতা পূর্বপুরুষ), —১। শ্বশুরভ্রাতা, ২। শ্বশ্রূভ্রাতা, ৩ পত্নীপিতৃব্য ঃ। বিজ্ঞাতারো এবং ঃ। জ্ঞাতয়ঃ ঃ ১২৩

এইরূপ শ্বশুরের দ্রৌহিত্র এবং ভ্রাতা (ভ্রাতৃপুত্র পূর্বপুরুষের বা জ্ঞাতয়স্তাঁহা),—১। শ্বশুরভ্রাতার পত্নী, ২। তদিনী, ৩। শ্বশ্রূভগিনী, ৪। ভ্রাতা, ৫। ভ্রাতৃপত্নী, ৬। কন্যা, ৭। পুত্রকন্যা, ৮। ভ্রাতৃপুত্রা (ভগিনী), ৯। পিতৃব্যা (পিতৃব্যপত্নী—ঠানদিদি) ১০। পত্নী, ১১। পিতৃব্য তদিনী, ১২। মাতুল তদিনী, ১৩। পিতৃব্যপত্নী ১৪। মাতুলপত্নী ঃ ১২৪-১২৫

দৌহিত্র পুত্রসমূহে চ প্রদৌহিত্রপুত্রেষ্বপি চ
বংশপুত্রাদ্যে যে বর্ণাঃ কুলাদ্যে প্রকীর্তিতাঃ ঃ ১২৬
কন্যাপুত্রস্য দৌহিত্রপুত্রাদ্যে ভাগিনেয়ঃ
ভাগিনেয়পুত্রাদ্যে পুত্রস্য ভাগিনেয়ঃ পুত্রাঃ ঃ ১২৭
ভ্রাতৃপুত্রস্য পুত্রঃস্যাৎ পুত্রস্যাপ্যেষ ইষ্যতে পুত্রাঃ ।
শুক্লপুত্রস্য ভ্রাতা:পৌত্রঃ পরমবান্ধবঃ ঃ ১২৮
শুক্লকন্যা চ তদিনী পৌত্রী ভাতৃসমা মতে ।
পুত্রস্য চ শুক্লভ্রাতা পৌত্রঃ পুত্রবন্ধবঃ ঃ ১২৯
পুত্রস্য শুক্লতো ভ্রাতা,ভ্রাতৃবৈমাত্রিকঃ পুত্রঃ
কন্যায়াঃ শুক্লতৈব তৎসমাঃ প্রকীর্তিতাঃ ঃ ১৩০
শুক্লস্য শুক্লভ্রাতাশ্চ ভ্রাতা পুত্রিকায়াশ্চ:
শুক্ল-শুক্লস্য-ভ্রাতৃণা শুক্লতুল্যঃ প্রকীর্তিতঃ । ৩১
ঋতুঃ যেন সাহচর্য তদ্বিত্ব পরিকীর্তিতম
ত্রিঃ সুখপ্রঃ জ্ঞেয়ঃ ঋ.যদো,ত্রিপুরুষস্তত্র ঃ ১৩২

পুত্রের পুত্রকে পৌত্র বলে। পৌত্রের পুত্রকে প্রপৌত্র বলে। এই প্রপৌত্রের পুত্রাদি পুরুষগণ সপ্তম সম্বন্ধের ও কুলের বলিয়া কথিত ঃ ১২৬

কন্যার পুত্রকে দৌহিত্র বলে এবং দৌহিত্রের পুত্রাদি পুরুষগণ বান্ধবসম্বন্ধের। এইরূপ ভাগিনেয়ের (ভগিনী-পুত্রের) পুত্রাদি পুরুষগণও বান্ধব বলিয়া কথিত হয় ঃ ১২৭

ভ্রাতৃপুত্রের পুত্রাদিরা আত্মার জাতি বলিয়া কথিত হয়। শুক্লপুত্র ভ্রাতা অর্থাৎ ভ্রাতৃব্য ; (মাতামহ হইতে প্রতিপন্ন ও পরম্পরায় ঃ ১২৮

যে স্থলে ; শুক্লকন্যা ভগিনীস্থানী এবং ভ্রাতৃস্থানা বলা প্রতিপন্না। পুত্রের যিনি শুক্ল, তিনি ভ্রাতৃসমস্থান, পরিপালনস্থানীয় এবং পূর্বজ ব্যক্তি ঃ ১২৯

পুত্রের যিনি ভ্রাতা, তিনি ভ্রাতা (ভ্রাতৃস্থানীয়), বন্ধু ও বৈমাত্রিক সম্বন্ধের। এইরূপ কন্যার যিনি শুক্ল সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ ভ্রাতা, বন্ধু ও বৈমাত্রিক সম্বন্ধের ঃ ১৩০

কন্যার শুক্লের ভ্রাতৃগণ এবং পরম বান্ধব। শুক্ল, যজ্ঞ ও ঋতুকে আত্মা শুক্লতুল্য বলিয়া কথিত। (এখানে এইরূপ আত্মার দেখা যায়,—শুক্ল, যজ্ঞ ও আত্মার শুক্ল যাঁর শুক্ল-সমূহ পূজনীয়) ঃ ১৩১

আত্মার অর্থের সম্বন্ধ (পারম্পরিক বিশেষত্ব বলে কথিত) এইরূপ, আত্মাকে ত্রিঃ বলে। এই ত্রিঃ মূল প্রকৃতি হতে, তার

[illegible] ॥
[illegible] ॥ ১৬৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৬৫
চতুর্থং নাম [illegible]
[illegible] ॥ ১৬৬
[illegible]
[illegible] পৃথিবীমা ॥ ১৬৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৬৯
[illegible] যুগে যুগে ॥ ১৭০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সৌতিশৌনকসংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে [illegible] নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

[illegible] ([illegible]) [illegible] ; [illegible] ॥ ১৬৪

[illegible] ॥ ১৬৫

[illegible] ॥ ১৬৬

[illegible] ॥ ১৬৭

[illegible] ॥ ১৬৮

[illegible] ॥ ১৬৯

[illegible] ॥ ১৭০

শ্রীমৎ [illegible] ব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সৌতি-শৌনক-সংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে [illegible] দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণানাং প্রশংসা]

মৌনক উবাচ ।

বিষ্ণোঃ স কার্য্যং ব্যাকৃত্য কিং চক্রায়ুধপাণয়ে ।
অধিযোগী মহাত্মায় কিং নাম কস্য ব্যাদধৌ । ১

সৌতিরুবাচ

বিষ্ণুস্ত সূতনা নাম ভার্য্যায়ৈ স্বায়ুষি ।
উপস্থায় মুকুন্দস্য লক্ষবর্ষং হিমালয়ে ।২

মহাতপস্বী তেজস্বী প্রজমন্ ব্রহ্মবেদবিৎ
জ্যোতির্দর্শনং কৃষ্ণস্য মনসে সমধা অথ । ৩

বরং স মন্ত্র মিলিতমাত্মনঃ প্রকৃতেঃ পরম্
যা চ যোগে মহাংশ্চ যঃ পাতঃ তস্মিন্ বিলম্বয়ম্ । ৪

মহুবাক্যমধাদীতি মুক্ত দারসন্নিধয়ে

পশ্চাদ্ দাস্যং প্রজাস্যামি তস্মিন্ যোগময়ে বিভু ॥
পিতুর্যাং মানসীং কন্যাং দদৌ তস্মৈ বিধিঃ স্বয়ম্ ।
তস্যাং কন্যাপিতুশ্চক্রে মহত্ব মুনিপুঙ্গবঃ । ৬

অস্য স্মরণমাত্রেণ ন দুঃখে দুর্নিমাদ্ভবম্
ন ভৌত্যো মহাত্মাঃ সূনো তৎপরায়ণস্য । ৭

অন্যাপিত্রন্তরীঃ পরিত্যজ্য মহামুনিঃ
নমস্য পূর্বাপুরুষ মহাত্মানমধিষ্ঠিতো ভব । ৮

মনোরথৈস্তথাপূতো অংশেষি চ সুব্রত ।
আধিষ্ঠতো ভবাংশ্চ ভবতোঽকীর্তিমাপিবি । ৯

ইত্যাত্মা সূতনা যোগে প্রবরো সূনুনা সহ
অধিষ্ঠাঃ মহিতঃ পূর্বঃ প্রভাবী চ ভবিষ্যতম্ । ১০

এখানি হইতে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর পরাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন করিয়া সেই বিষ্ণু সূতনাঃ যত্ন প্রার্থনা করিলেন। তিনি বিষ্ণু যোগ প্রার্থনা করিলেন না, তাঁহার নিকট হইতে দাস্য ও বিষ্ণুর ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। ৬

তখন এই আকাশবাণী হইল—'তুমি যাহা পরিত্যাগ করিলে, বিষ্ণু। তোমার কর্তৃক যোগ যেন হইলে পর আমি তোমাকে ভক্তি প্রদান করিব। ৭

তদনন্তর তথা বিষ্ণুর তাঁহাকে পিতৃকন্যার এক মানসী কন্যা প্রদান করিলেন। সেই কন্যার সহিত সূতনা মুনির উদ্বাহ-কার্য্যাদির সহিত এক মুনিপুঙ্গব বিষ্ণুর হইলেন। ৬

উদ্বাহ সাধ (কন্যাপিত্রি—এই সাধন) তখন করিবামাত্র সঙ্গ হইতে তোমার ভয় থাকে না। তাঁহাকে স্মরণ করিলে মহা এবং অন্যান্য পাপ ও বিপদ্‌সমূহ বিষ্ণু নাশ বিলম্বই হইয়া যায়। ৭

তদনন্তর সেই আত্মনি সূতনা তাঁহাকে পিতৃকন্যাকে বিষ্ণু ত্যাগ করিয়া (যেমন সেই পূর্বপুরুষ তখনই গমন করেন) মুনীশ্বর অধিযোগীকুমারকে এই আশীর্বাদ প্রদান করিলেন যে, হে বৎসবর। তুমি সমাধান-আত্মার মহিত তত্ত্ব-তত্ত্বপরিচিত হও, সাধিত্রত হইয়া তখন হও,এবং অধীতিমান্ হও । ৮-১

এই কথা বলিয়া সূতনাঃ তাঁর পুত্রের সহিত তুমি গমন করিলেন। এদিকে মুনি পুত্র অধিযোগীকুমারকে সহিত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন । ১০

সুতাভ্যাং ব্যাধিযুক্তাভ্যাং সূর্য্যস্তিষ্ঠতোপাধিঃ।
সূর্য্যোক্তং সুতপসং প্রত্যুবাচ চ সোঽপ্যথ ॥ ১১

সূর্য্য উবাচ।

জানাসি ভগবন্ বিপ্র বিষ্ণুভক্ত মুনে মুনে।
মম পুত্রাপরাধেন ব্যাধিতৌ সুতৌ মম ॥ ১২

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদ্যাঃ সুরাঃ সর্বে চ সন্ততম্
পূজন্তে বিপ্রপদং [illegible] ॥ ১৩

ব্রাহ্মণারাধিতা দেবাঃ সর্বদিক্ষু পূজিতাঃ
ন চ বিপ্রাৎ পরো দেবো বিপ্রভক্তো যতঃ হরিঃ ॥ ১৪

ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
নারায়ণে চ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ১৫

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন চ কৃষ্ণাৎ পরঃ সুরঃ
ন শঙ্করাদ্ বৈষ্ণবশ্চ ন সহিষ্ণুর্ধরা পরা ॥ ১৬

ন চ সত্যাৎ পরো ধর্মো ন সাধ্বী পার্বতী পরা।

ন বৈধব্যাৎ পরং দুঃখং ন চ পুত্রাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭

ন চ ব্যাধিসমঃ শত্রুর্ন চ গুরোঃ পরঃ গুরুঃ
নাস্তি মাতৃসমো বন্ধুর্ন চ মিত্রঃ পিতুঃ পরম্ ॥ ১৮

একাদশী ব্রতানাং তপসাং নারায়ণং পরম্
পরঃ সর্বেভ্যঃ প্রভুঃ বিপ্রাত্মকাং পরো যথা ॥ ১৯

সর্বাশ্রমপরো বিপ্রো নাস্তি বিপ্রসমো গুরুঃ
বেদবেদাঙ্গসর্বার্থবিজ্ঞাতা ব্রহ্মণোত্তমঃ ॥ ২০

সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা ভারদ্বাজো মহান্ মুনিঃ
সৌজন্যাৎ চাপি তৎপুত্রৌ চক্রে তপসা সুস্থিতৌ ॥ ২১

পশ্চাদ্ যৎ পুত্রৌ চ বরদানৌ সুবিখ্যাতৌ
উত্তম্যৌ তৎ পুত্রাঃ প্রণম্য ভাস্করং মুনিঃ ॥ ২২

জগাম গন্তুঃ সৎপ্রজ্ঞো হরিসেবাতৎপরঃ।
সুতাভ্যাং সহিতঃ সূর্য্যঃ জগাম বিষ্ণুপদম্ ॥ ২৩

শৌনক। অতঃপর বিশ্বকর্মার পুত্র ভারদ্বাজ মুনির সহিত সূর্য্যের সুতাদ্বয় ভব ব্যাধিতে বাধিত হইল ॥ ১১

সূর্য্য বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার পুত্রদ্বয়ের ব্যাধির কথা জানেন। ভক্তবৎসলতায় স্থিতিশীল। আপনি সেই ব্যাধি, যাহা আমার পুত্রদ্বয়ের উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দূর করুন যে ব্রাহ্মণগণ প্রতি সাধুর ॥ ১২

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, পূজা ও অর্চনাদি দ্বারা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতাই সদা তোষিত থাকেন ॥ ১৩

এই ব্রাহ্মণ কর্তৃক আরাধিত হইয়াই দেবতারা বিশ্বজগতে সদা পূজিত হইয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহ নাই; কারণ, স্বয়ং হরি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পূজিত হইয়াছেন ॥ ১৪

এই ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলে পর স্বয়ং নারায়ণ তুষ্ট হইয়া যান; আর এই নারায়ণ তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১৫

যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, শঙ্কর হইতে উত্তম বৈষ্ণব নাই এবং ধরণী হইতে শ্রেষ্ঠ সহিষ্ণু কেহ নাই, সেইরূপ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই ॥ ১৬

যেরূপ সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, পার্বতী হইতে শ্রেষ্ঠ সাধ্বী নারী নাই, বৈধব্য হইতে অধিক দুঃখ আর কেহ নাই এবং পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ প্রিয় আর কেহ নাই, সেইরূপ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই ॥ ১৭

যেমন ব্যাধির সমান শত্রু নাই, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ পূজনীয় কেহ নাই, মাতৃসম বন্ধু (উপকারকারী) নাই এবং পিতা হইতে শ্রেষ্ঠ মিত্র (শুভ কর্মে সহায় গুরু ও আত্মবন্ধু) নাই, সেইরূপ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় নাই ॥ ১৮

ব্রতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একাদশী, তপস্যা (আরাধনা) হইতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই এবং প্রভু হইতে সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রভু যেমন শ্রেষ্ঠ এ যেরূপ বিপ্রাত্মক হইতে শ্রেষ্ঠ বড় আর কিছু নাই, সেইরূপ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ॥ ১৯

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই সব আশ্রমেরই শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণতুল্য গুরু আর কেহ নাই। যাহা বেদাঙ্গাদি রচনা করিয়াছেন—ইহা বেদ ও বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি শাস্ত্র বেদাঙ্গ)—সমস্ত সর্বার্থজ্ঞ বিপ্রই ॥ ২০

সূর্য্যের ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভারদ্বাজ মুনি সেই ব্রাহ্মণের সূর্য্যপুত্র দুইটিকে তপস্যা প্রভাবে সুস্থ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তাঁহার দুই পুত্রকে তাঁর মনোমত বর দান করিয়া দিলেন এবং সূর্য্যদেবকে বলিলেন ॥ ২১

আপনার এই দুই পুত্র পরম হরিসেবাকারী হইবে। এই কথা বলিয়া মুনিবর পুনঃপুনঃ তাঁহাকে (সূর্য্যদেবকে) প্রণাম করতঃ শ্রীহরির সেবা করিতে উদ্যুক্ত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গন্তব্য অভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে সূর্য্যদেব নিজ পুত্রদ্বয়ের সহিত বিষ্ণুপদে গমন করিলেন ॥ ১১-২৩

বহুবচনান্তো পূজ্যো ন ব্রহ্মণান্তো দ্বিজাধমঃ।
এবং পূর্বাকৃতং বিপ্রস্তে ত্রয়ঃ সো মানবঃ পাঠেৎ।
বিপ্রশাপহতানাং চ বিপ্রো ভবতি নান্যথা ॥ ১৪
ব্রাহ্মণোক্তো নরো যদি ন ব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্য হি পাঠেৎ
ন স্মরেৎ সর্বকার্যেষু সর্বযজ্ঞেষু গর্হিতঃ ॥ ১৫
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যানি তীর্থানি সাগরে
সাগরে যানি তীর্থানি বিপ্রপাদেষু তানি বৈ ॥ ১৬
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবদ্বিষ্ঠতি মেদনী
তাবৎ পুরুষমাত্রেষু পিতরো নিরয়ে স্থিতাঃ ॥ ১৭
বিপ্রপাদোদকং পুণ্যং ন করিষ্যতি যঃ পিবেৎ
স যাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু গর্হিতঃ ॥ ১৮
মহাপাপী যদি পিবেৎ বিপ্রপাদোদকং দ্বিজ
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো ব্রাহ্মণেষু ন চিন্তিতঃ ॥ ১৯

অধিকো বা ন্যূনকো বা সন্ধ্যাপূজা হি যো দ্বিজঃ।
স এব বিষ্ণুসদৃশো ন ব্রহ্মো বিষ্ণুরো যদি ॥ ৩০
মূর্খঃ বিপ্রঃ পরিত্যজ্য যো ন ব্রহ্মাণং ভজেৎ পরং
সোঽয়ং পরিত্যজন্ পূজ্যো ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১
পাদোদকঞ্চ নৈবেদ্যং মুক্তকে বিপ্রস্য যো দ্বিজঃ।
নিত্যং নৈবেদ্যভোজী যো ব্রাহ্মণস্মরণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২
একাবস্থাং ন মুক্তকে যো নিত্যং মুক্তঃ সমশ্নুতে
তস্য পাদে সকলাঃ প্রোক্তা মুক্তা তীর্থাঃ ভবন্তি হ ॥ ৩৩
যো মুক্তকে ভোজনোচ্ছিষ্টং নিত্যং নৈবেদ্যভোজনম্
মুক্তকস্য পুরোভাগে তীর্থমুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
অন্নং বিষ্ঠা সমো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
বিষ্ণোরন্নস্য নাশ্নন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৫

অধমের ব্রাহ্মণের মুখনাঃ ব্রাহ্মণমুখনাঃ সেই হই মূর্খমূর্খ (অধিকীঃ বিদ্যতে) যার—ব্রাহ্মণ ও নয়।) ব্রহ্মণের মূর্খমূর্খ ও ব্রহ্মণত্বকারী হইবেন। যে ব্রাহ্মণ মূর্খমূর্খ এই শ্লোক পাঠ করিবে, সেই ব্রাহ্মণ বিপ্রশাপহতদের ন্যায় বিদ্বান্ হইবে ॥ ১৪

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া "ব্রাহ্মণেতর নরঃ" ভেদন ইত্যাদি পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সর্বকার্যে ব্রাহ্মণের স্থান এবং সমস্ত যজ্ঞে নিন্দিত হইবে। তাহা ত্যাগ হইবে ॥ ১৫

পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সেই সমস্ত তীর্থই সাগরে বর্তমান; সাগরে যে সব তীর্থ আছে, ব্রাহ্মণদের সেই সব তীর্থ বিপ্রদের পায়ে আছে ॥ ১৬

বিপ্রদিগের পায়ে ধুইবার পর যতক্ষণ পৃথিবী অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ তাহার নিম্নের পুরুষদের (পরবর্তীদের পরের অথবা পরাপরাদি মূর্খ পরের) অবস্থান করিতে থাকেন। (এই শ্লোকের পাঠান্তর দেখা যায়,—"বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবৎ.....") অর্থাৎ এই পৃথিবীর সমস্ত ব্রাহ্মণের-অধম ব্রিয়া থাকিবেন, ততক্ষণ পিতৃগণ পুরুষদের মধ্যে পাপ করিবেন।) ১৭

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পবিত্র পাদোদক পান করিবে, সেই ব্যক্তির সর্বতীর্থে স্নান করা হইয়া যায় এবং সমস্ত যজ্ঞে নিন্দিত (ত্যক্ত) হইবার জন্য সেই ব্যক্তি পাপ করিয়া থাকে ॥ ১৮

মহাপাপী। মহাপাতকগ্রস্ত অর্থাৎ মহাপাপি অধমব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের যদি ভক্তিসহকারে এক দান ব্রাহ্মণের পাদোদকও পান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহাপাপ হইতে এবং অন্যান্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৯

ব্রাহ্মণসাধারণ অধিক কি বলিব? ব্রাহ্মণ বিদ্বানই অথবা মূর্খ হউন কিংবা ন্যূনবিদ্য অর্থাৎ কমবিদ্য বিদ্যান্ হউন, তিনি যদি সন্ধ্যাপূজা—বিষ্ণু চিন্তা করিয়া থাকেন এবং জীবনের প্রতি বিষ্ণুস্মরণ অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠপরায়ণ হন, তবে সেই ব্রাহ্মণই বিষ্ণুতুল্য মহাগরিমাশালী হইয়া থাকেন। যে

যদি সেই ব্রাহ্মণ কখনও রোষবশতঃ তাহাকেও হিংসা করেন বা অভিশাপ দান করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণকে কখনও হিংসা অথবা শাপদান করিবে না। ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মিষ্ঠি-সম্পন্ন হন, তবে তিনি যোনিমুখ হইতেও পতনশীল অধিক পূজ্য হইয়া থাকেন ॥ ৩১

যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি নিত্য ব্রাহ্মণের পাদোদক এবং নৈবেদ্য (ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট—উচ্ছিষ্ট) ভোজন করেন এবং নিত্য নিত্য নৈবেদ্য ভোজন করেন, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-স্মরণ বলিয়া কথিত হন ॥ ৩২

যে ব্রাহ্মণ একাবস্থাতে ভোজন করেন না এবং নিত্য মুক্তকচ্ছ অবস্থায় থাকেন, তাঁহার পাদোদক প্রাপ্ত হইয়া সকল তীর্থই পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৩৩

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মিষ্ঠ মুক্তকচ্ছে ভোজন করেন এবং নিত্য নৈবেদ্য ভোজন করেন, তাঁহার সেই উচ্ছিষ্টই ভোজন ভোজন করেন এবং নৈবেদ্য নিবেদন পূর্বক নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ এই মুক্তকচ্ছ স্থান পর্যন্ত এক তীর্থস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩৪

তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—যাহারা হরির মুক্তকচ্ছ ব্রাহ্মণ, তাহাদের নিকট যাহা বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় নাই;

যোন হইয়া মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৩১

ব্রাহ্মণসাধারণ অধিক কি বলিব? ব্রাহ্মণ বিদ্বানই অথবা মূর্খ হউন কিংবা ন্যূনবিদ্য অর্থাৎ কমবিদ্য বিদ্যান্ হউন, তিনি যদি সন্ধ্যাপূজা—বিষ্ণু চিন্তা করিয়া থাকেন এবং জীবনের প্রতি বিষ্ণুস্মরণ অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠপরায়ণ হন, তবে সেই ব্রাহ্মণই বিষ্ণুতুল্য মহাগরিমাশালী হইয়া থাকেন। যে

যদি সেই ব্রাহ্মণ কখনও রোষবশতঃ তাহাকেও হিংসা করেন বা অভিশাপ দান করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণকে কখনও হিংসা অথবা শাপদান করিবে না। ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মিষ্ঠি-সম্পন্ন হন, তবে তিনি যোনিমুখ হইতেও পতনশীল অধিক পূজ্য হইয়া থাকেন ॥ ৩১

যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি নিত্য ব্রাহ্মণের পাদোদক এবং নৈবেদ্য (ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট—উচ্ছিষ্ট) ভোজন করেন এবং নিত্য নিত্য নৈবেদ্য ভোজন করেন, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-স্মরণ বলিয়া কথিত হন ॥ ৩২

যে ব্রাহ্মণ একাবস্থাতে ভোজন করেন না এবং নিত্য মুক্তকচ্ছ অবস্থায় থাকেন, তাঁহার পাদোদক প্রাপ্ত হইয়া সকল তীর্থই পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৩৩

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মিষ্ঠ মুক্তকচ্ছে ভোজন করেন এবং নিত্য নৈবেদ্য ভোজন করেন, তাঁহার সেই উচ্ছিষ্টই ভোজন ভোজন করেন এবং নৈবেদ্য নিবেদন পূর্বক নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ এই মুক্তকচ্ছ স্থান পর্যন্ত এক তীর্থস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩৪

তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—যাহারা হরির মুক্তকচ্ছ ব্রাহ্মণ, তাহাদের নিকট যাহা বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় নাই;

তথা চ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ
ব্রাহ্মণস্বপুরেণ জাতো বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্ যদা ॥ ৩৬
পিতৃমাতৃসহস্রাণাং মাতৃণাঞ্চ শতস্য বা
ভোজনং বিষ্ণুনাম্না কৃতং বিপ্র কৌলশতান্ত যে ॥ ৩৭
ন কিং গুরুঃ স কিং তাতো ন কিং পুত্রঃ স কিং সখা।
ন কিং রাজা স কিং বন্ধুর্ন দদাতি হরৌ মতিম্ ॥ ৩৮
ন বৈষ্ণবাদ্ বিনা বিপ্র [illegible]
[illegible] ॥ ৩৯
[illegible] বিষ্ণুর্বিনা
ন এব ব্রাহ্মণাদন্যো বিষ্ণোর্দেহো মহামুনে ॥ ৪০
তত্ত্বকৃচ্ছ্র বিষ্ণুমন্ত্রঃ [illegible]
স বৈষ্ণবঃ মহাপূতঃ জীবন্মুক্তঃ বদন্ বিধিঃ ॥ ৪১

পুংসাং [illegible] সর্ব্বেষাং [illegible]
[illegible] বৈষ্ণবঃ পুণ্যাত্মা [illegible] ॥ ৪২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো যথা।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা ॥ ৪৩
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্ [illegible]
ধ্যায়তে তাংশ্চ গোবিন্দঃ [illegible] ॥ ৪৪
দুর্জ্জনঃ [illegible] ॥ ৪৫
যথাপি যদি [illegible] ॥ ৪৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনক-
সংবাদে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণপ্রশংসা
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এরূপ গুরু [illegible] এবং সখা দুষ্প্রাপ্য (অর্থাৎ কেহই নহেন পরিত্যাজ্য) ॥ ৩৫

অজ ব্রহ্মা এবং [illegible] ও [illegible] সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ; সুতরাং তাঁহাদের [illegible] হইবে ॥ ৩৬

পিতা ও মাতা, [illegible] কিংবা [illegible] যে সব ব্রাহ্মণ [illegible] বিষ্ণু [illegible], তাঁহারা [illegible] থাকিবেন ॥ ৩৭

তিনি কিরূপ গুরু, তিনি কিরূপ পিতা, তিনি কিরূপ পুত্র, তিনি কিরূপ সখা, তিনি কিরূপ রাজা এবং তিনি কিরূপ বন্ধু, যিনি শ্রীহরির প্রতি মতি অর্থাৎ ভক্তি [illegible] প্রদান না করেন। অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তে [illegible] যিনি উপদেশ দিয়া প্রেরণা দান না করেন, তিনি গুরু হইলেও নিন্দনীয়, এইরূপ যে পিতা শ্রীহরিভক্তির উপদেশ না করেন, তিনিও নিন্দনীয়, যে পুত্র শ্রীহরিভক্তির সাহায্য না করে, সেই পুত্র নিন্দনীয়, যে সখা শ্রীহরিভক্তির সহায়তা না করে, সেই সখাও নিন্দনীয়, যে রাজা শ্রীহরি সেবার জন্য [illegible] প্রজাকে [illegible] না করেন, তিনি নিন্দনীয় এবং যে বন্ধু শ্রীহরিসেবা করিতে সাহায্য দান করে না, সেই বন্ধু নিন্দনীয় ॥ ৩৮

হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, কারণ, চণ্ডাল যদি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়, তবে সেই চণ্ডাল তাঁহার পরিজনবর্গের মুক্তি লাভ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি বিষ্ণুভক্তিহীন হয়, তবে সেই ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯

হে বিপ্র! যে ব্রাহ্মণ [illegible] করে না, সদা [illegible] অবস্থায় থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর সর্ব্বদা [illegible] ॥ ৪০

শ্রীভগবানের [illegible] বিষ্ণুর সর্ব্ব [illegible] করেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বৈষ্ণব [illegible] করিয়াছেন ॥ ৪১

সেই বৈষ্ণব [illegible] হইতে [illegible] পুরুষকে [illegible] এবং [illegible] কোটি পুরুষকে [illegible] শ্রীহরির পদে বাস করেন ॥ ৪২

যেমন এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকার জাতি আছে, সেইরূপ বৈষ্ণব নামেও এক স্বতন্ত্র জাতি এই বিশ্বমধ্যে আছে ॥ ৪৩

যেমন বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুপাদপদ্ম [illegible] শ্রীগোবিন্দের [illegible] করেন, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দও [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] জন্য চিন্তা করেন ॥ ৪৪

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার [illegible] করিবার জন্য দুর্জ্জন [illegible] বিনাশ করিতে [illegible] বিফল হইতে পারেন নাই; সেই কারণে তিনি সদা [illegible] করেন ॥ ৪৫

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক সংবাদরূপ বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণপ্রশংসা নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মন্বন্তরাদিকল্প প্রকথনা, ঔশনস ধর্মশাস্ত্রকার-মন্বর্থানুক্রমণ নারদের ব্রহ্মসভাগমন]

সৌনক উবাচ।

অধিযজ্ঞপ্রসঙ্গেন বহুবৃদ্ধিবিধাঃ কথাঃ।
উপাখ্যানেন প্রস্তাবাৎ কৌতুকেন শ্রুতা ময়া ॥ ১

প্রভো যা সনৎকুমারে যে যা ঔশনস রেখাশ্চ কল্পিতা
পিত্রা মম বিবাহেন নারদে কিং কথিতং ন বঃ ॥ ২

পিতুঃ শাপেন পুত্রস্য কিং বহুবং বিবাহতঃ।
পিতুর্বা পুত্রশাপেন সৌত্রে তৎ কথিতাঃ শুভম্ ॥ ৩

সৌত্রিরুবাচ।

হন্ত ঋষিশ্চাক্ষিপ্ত যোক্তুঃ পক্ষনিবন্ধনা
অপাত্রত্বমনাস্তৈব মনকাদ্যাশ্চ সৌনক ॥ ৪

এতৈর্বিনা চ বহবো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সত্তমম্
মান্যাধিকাঃ প্রজাবন্তো ঊর্ধ্বাঞ্চাপরিপালকাঃ ॥ ৫

অপৃচ্ছন্ পুত্রশাপেন যাং প্রভা প্রজাপতিঃ

সৌনক উবাচ।

হন্ত ঋষিশ্চাক্ষিপ্ত যোক্তুঃ পক্ষনিবন্ধনা
অপাত্রত্বমনাস্তৈব মনকাদ্যাশ্চ সৌনক ॥ ৪

এতৈর্বিনা চ বহবো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সত্তমম্
মান্যাধিকাঃ প্রজাবন্তো ঊর্ধ্বাঞ্চাপরিপালকাঃ ॥ ৫

অপৃচ্ছন্ পুত্রশাপেন যাং প্রভা প্রজাপতিঃ

সৌনক উবাচ।

হন্ত ঋষিশ্চাক্ষিপ্ত যোক্তুঃ পক্ষনিবন্ধনা
অপাত্রত্বমনাস্তৈব মনকাদ্যাশ্চ সৌনক ॥ ৪

এতৈর্বিনা চ বহবো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সত্তমম্
মান্যাধিকাঃ প্রজাবন্তো ঊর্ধ্বাঞ্চাপরিপালকাঃ ॥ ৫

অপৃচ্ছন্ পুত্রশাপেন যাং প্রভা প্রজাপতিঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

[মন্বন্তরাদিকল্প প্রকথন এবং ঔশনস ধর্মশাস্ত্রকার মন্বর্থানুক্রমণ নারদের ব্রহ্মসভাগমন।]

সৌনক বলিলেন,—সূতপুত্র! অধিযজ্ঞের কথা প্রসঙ্গে বহুবিধ কথা আপনারা কহিলেন। প্রস্তাবানুসারে কৌতুকের বিষয়ীভূত যাবতীয় বিষয় আমি কৌতূহলপূর্বকে শ্রবণ করিলাম ॥ ১

আমি এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অনুসন্ধান করিলে পর তাঁহারা যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। এক পিতার সহিত বিবাহসম্বন্ধ সেই সময় নারদ কি করিয়াছিলেন ॥ ২

সেই পিতা-পুত্রের বিরোধের পিতার শাপে পুত্রের কি হইল। সূতপুত্র! পুত্রের শাপে পিতারই বা কি হইল। এই সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন ॥ ৩

সূতপুত্র কহিলেন,—হে সৌনক! ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, যোক্তৃ, সনৎকুমার, অপাত্রত্বের এবং মনকাদি ইঁহারা যাবতীয় অন্য সব ব্রহ্মপুত্রদিগের পিতার আজ্ঞা পালন করত সদা সর্ব্বদা আসক্ত থাকিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪-৫

তাঁহারা প্রজাপতি ব্রহ্মা পুত্র নারদের অভিপ্রায় অনুসারে

সৌনক ব্রাহ্মণো মন্ত্রঃ মোপাসঙ্গে বিশন্তিতঃ ॥ ৬

ব্রাহ্মণো গুরুশাপেন মন্বর্থশ্চ বহূন্ মনূন্
ক্ষয়ান্তি সুবিস্তীর্ণ অন্বয়ন্তান্ত্রঃ নিধায় ॥ ৭

মন্বন্তরাণ্যতঃ সর্বেষাং মন্বর্থানাং যথো ময়া
পাদৈর্বর্ণসমাযুক্তঃ পুরাণো হি কর্ণয় ॥ ৮

ঊর্ণাজিহ্বা পুত্রের ন পরমেণ সমাধিনা।
ঘনস্তন্যার শব্দোক্ত কৃপালোর্বীনমানসঃ ॥ ৯

শিবস্ত তনয়ঃ তোমঃ যজ্ঞ যাবদাত্মবম্।
হন্ত মন্বন্তরাণ্যার বর্ণিতঃ কৃপাবিধিঃ ॥ ১০

ভগবান পরমা যজ্ঞ বিষ্ণুঃ সর্বগতঃ ভূমে।
পুত্রত্বে ন নিযোগঃ পুত্রত্বেন ব্যাপিতঃ ॥ ১১

বিবাহে পরমর্ষেশ্চ দক্ষস্য পুত্রঃ শিবম্
তাবন্তঃ দশ লিখো অনন্তঃ ব্রহ্মভেজসা ॥ ১২

ইইলেন। সেই কারণেই বিরাট্ পরিচিত প্রজার সহিত উপাসনা করেন না ॥ ৬

সেই কারণে পিতা প্রজার অভিশাপে পতিত হইলেন। আমি তাঁহার অতি বিস্তৃত বৃত্তান্ত বর্ণিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৭

সমস্ত মন্বন্তরের মধ্যে যেই মহান্ এক মন্বন্তরের বিষয়ে। তিনি অতুল ঐশ্বর্যশালী হইলেও তাঁর অর্ধাঙ্গ বিবাহে পুরাতন ছিলেন (এবং এই জন্য বিবাহ হয়ে ফেলে করিলেন।) ॥ ৮

তাহাতে মন্বন্তরাদি সকল বশিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে পুত্রের যাইয়া সৌমেরুপর্বতে উত্তর মন্দাকিনী যেরূপ কৃপাদৃষ্টি সহকারে তপস্যায় তাহা তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

ঘোরাপাদ বশিষ্ঠ সেই সময় মন্বন্তরাদিকে বিবাহ করা, তোমার এবং তাহাদের যত্ন প্রথম করিলেন (ব্রহ্মপুরাণ ১১ অধ্যায় ৪৩ শ্লোকে এই যজ্ঞ উল্লিখিত আছে।) ॥ ১০

ভূমে! পুত্র না হওয়ায় হইল আছাড় সমস্ত হইয়া সেই মন্বন্তরাদি যোগ বিষ্ণু আরাধনা না করিয়া পুত্রের বিষয় সব মন্বন্তর ধরিয়া বশিষ্ঠদেবের পরম যজ্ঞ তখন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

এই প্রকার সব মন্বন্তর অতিবাহিত হইলে পর মন্বন্তরাদি ব্রহ্মাদেবের প্রেরণায় এবং তাঁর নিজ বীর প্রভায় উদ্ভাসিত করিতে করিতে সমুদয় বিরাজমান শিবকে দর্শন করিলেন ॥ ১২

সম্বন্ধেঃ সর্ব্বপক্ষৈশ্চ প্রসন্নঃ সনাতনম্ ।
ঈশ্বরাণাং প্রসন্নাক্ষং ভক্তানুগ্রহকারকম্ । ১৩
জগৎপ্রসূং জগদ্ধাত্রীং জগন্মাতরমীশ্বরম্
শরণাগতরক্ষায় সাবধানং সর্ব্বসম্পদাম্ । ১৪
ত্রিমূলস্তম্ভিনং পূর্ণং ত্রিগুণং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্নং ত্রিলোক্যাঃ প্রসবেশ্বরম্ । ১৫
তপস্তপ্তং তপোরূপং তপস্যাফলদং তপঃ
নীলকণ্ঠং সর্ব্বজং সাধবস্তোষণতৎপরম্ । ১৬
সারৎসারং সর্ব্বসারং কারণং ভূভুবঃ পরম্ ।
শ্রীমদ্বরাক্ষমার্ত্তণ্ডকোটিসম্ভাসনীয়রম্ । ১৭
ভয়ভ্রান্তপ্রদং শান্তং বৃত্তিদং ধৃতিরক্ষিণম্ ।
দৃষ্ট্বা নত্বা সহসা গন্ধর্বো বচনং ব্রুবি । ১৮
বশিষ্ঠস্তত্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ।
যদা ব্রুবুধেরি শিবস্তুবাচ কৃপানিধিঃ

ন যথে তত্ত্বেরীক্তিঃ পুত্রঃ পরমবৈষ্ণবম্ ।
গন্ধর্বশ্চ বচঃ শ্রুত্বা তমাস চন্দ্রশেখরঃ
উবাচ শীঘ্রং গৌরেশো গৌরবন্ধুঃ সনাতনঃ । ২০

শ্রীমহাদেব উবাচ

কৃতার্থস্ত্বং মহাভাগ্যবিরক্তিবিরতির্নৃপ
গন্ধর্বরাজ কুশলে কো বা তুল্যোঽস্তিমণ্ডলে । ২১
যত্র ভক্তিস্তবো যস্য মুক্তা সর্বমলা
ন সমর্থঃ সর্ব্বিধাঃ পুত্রঃ কর্ত্তুং পীড়ন্ন । ২২
আজন্ম কৃষ্ণকোটিক্ষ নরঃ সাধারণস্ত ।
পুত্রমাপাং সমুদ্ধৃত্য যোগোক্তং যাতি নিশ্চিতম্ । ২৩
ত্রিবিধানি চ পাপানি কোটিজন্মভিরাণি চ
বিনশ্যন্তি পুণ্যস্যেক বিরিঞ্চেস্তু শতৈরপি । ২৪
তাবৎ পত্নী সুতস্তাবৎ তাবদ্বৈষয়িকী স্থিতিঃ ।
সুখং দুঃখং তৃণং তাবদ্ যাবৎ কৃষ্ণে ন মানসম্ । ২৫

যদা ব্রহ্মসুতস্তত্র অর্থাৎ জ্যোতির্বনে সনাতন ভগবান্ তপশ্চর্যায় নরত ঈশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কালে ঈশ্বর যখন প্রসন্ন ছিল। এই পদ্য তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে, ভগবান্ শীঘ্র (মূল কারণ), ভগবান্ জগৎপাতা, ভগবান্ ভগবদ্রূপ এবং পরমপাদ ভক্তজনকে সময় সম্পদ প্রদান করেন। ১৩-১৫

যিনি তপস্য তপ্ত ও তপঃ স্বরূপ হইয়া তপস্যার ফলদাতা হইয়াছিলেন এবং তপস্যার দ্বারা তপস্যাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। বিষয়ের (তপস্যার সম্বন্ধীয়) বিশেষজ্ঞ চন্দ্রশেখর তত্ত্ব জ্ঞানীর মধ্যে তাঁহার তুল্য কেহ ছিলেন। ১৬

তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিসমূহ উহার নিকট তৃণ ছিল। যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ ছিল বলিয়া 'নীলকণ্ঠ' নামে অভিহিত হন। সেই সর্বজ্ঞ মহান্ ঈশ্বরস্বরূপে সাধককে বরদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকাশক ছিলেন। ১৬

যিনি সর্বজনসারক তাঁহা। যাহা মূলপ্রকৃতি এই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাবস্থায় বিরাজমান কোটি সূর্যসদৃশ উহা প্রভায় দেদীপ্যমান ছিলেন। ১৭

ভক্তজনদাতা, বৃত্তিদাতা ও ধৃতিরক্ষিণকারী নাম শিবকে দর্শন করিয়া গন্ধর্বরাজ সহসা তাঁহাকে স্তবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮

তাহাতে বশিষ্ঠকৃত স্তোত্রের দ্বারা পরমেশ্বর শিবের স্তব করিতে থাকিলেন। তখন মহাদেবের শিব সেই গন্ধর্বরাজকে বলিলেন—'তুমি ধন্য হইলে তাহা'। সেই সময় গন্ধর্বরাজ শিবের নিকট ধরিত্রিতে এবং পরম বৈষ্ণব পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ১৯

গন্ধর্বরাজের এই প্রার্থনা শুনিয়া শিবের শিবের সনাতন চন্দ্রশেখর হাস্য করিলেন এবং সেই শিব ভক্তকে এই কথা বলিলেন। ২০

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—গন্ধর্বরাজ। তুমি কৃতার্থ হইলে এই এক অংশে তুমি কৃতার্থ হইবে। তার এই যে পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা ভক্তির চরমাবস্থা ; অন্য কোন ব্যক্তির অতি মহান বিষয়ে মুক্ত থাকিতে পারে। ২১

যখন। যাহার শ্রীহরির প্রতি সর্বাঙ্গসুন্দরা ভক্তি মুক্তা হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে অবলীলাক্রমে অবাধ অবাধাদেবী এই সমুদয় বিষয়কে পবিত্র করিতে সমর্থ হন। ২২

সেই ব্যক্তির মহাত্মা বিষ্ণুর কৃপায় কোটি পুরুষের এবং মাতামহকুলের পঞ্চ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া গোলোকে লইয়া যান—ইহা নিশ্চিত। ২৩

মানুষ কোটি জন্মার্জিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ পাপ নাশ করিয়া অনেক শ্রীহরির দাসত্ব ও পূজা যোগসমূহ লাভ করিয়া থাকে। ২৪

মনুষ্যগণের যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণে মনস্থির হয় অর্থাৎ অন্যত্র মতি হয়, ততক্ষণ স্ত্রী, ততক্ষণ পুত্র, ততক্ষণ বৈষয়িক

ভূতে মনসি সম্পন্নে তত্রিগুণ্যে ভূতাত্মনি
মহাত্মনা কর্দমেন মূলপ্রকৃতে: পরেণেতরেণ। ১৬
তবেয়ং বেদাং সুপ্রতিষ্ঠা: পুত্রা: পরমধৈবতা:।
মূলকোটিক বেদা: তে উদ্ভিজ্জাস্তৌলতা: । ১৭
চতুর্ভির্বা: পুনর্বেদান্ বসিষ্ঠস্তু বিরাজতে।
কিং নরেণ বিনীতেন পুত্রা: সুপ্রতিমা মতে। ১৮
ধনং দক্ষিণতশ্চাস্য বৈরাজানাং মহাত্মনাম্ ।
শ্রীশ্চক্ষে তত্রিপাদস্য চ ধরা: বাহুমুখপুত্রা: । ১৯
ধরয়ন্তি ধরা ধন্যে ভূতে মনসি বাদ্মিকম্
ইন্দ্রপ্রমদয়া বা প্রজয়া পশুভির্ভূতম্ । ৩০
সর্বসিদ্ধি: প্রসাদোস্য জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়াদিকম্ ।
সুখেন সর্বং লভতে যদি বিদ্যাসু শ্রদ্ধা ভবেৎ । ৩১
পরস্তাদ্ যত: প্রজ্ঞা তত্ত্বমন্তৌত্তলমুক:
ঈদাং হৌত্রো বৈরেণং যাজ্ঞবা: সর্বসম্পন্নম্ । ৩২

পঞ্চমী উপাঃ

যজন্তু পবনৈরেব প্রজাপং পঞ্চমা ভবেৎ
অন্যত্রমন: যজ্ঞনুলা: কৃষ্ণতন্তো ন তেন্তুতি । ৩৩
ইন্দ্রপ্রমদয়া বা সিদ্ধিয়োগাধিকা: শিব
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়াদ্যং বা নরি ভক্তস্য বাদ্মিকম্ । ৩৪
দাক্ষোক্ষন্মার্ষি-মাধৌপা-মাধুকা: শ্রীস্বরূপিণী
অত্র নির্বাণমোক্ষশ্চ ন হি বাহুতি বৈষ্ণবা: ৩৫
পঞ্চত্বং মৃত্যুনা ভক্তির্ধরিত্রাক্ত পুরুষস্য
অত্রে জ্ঞানমূলে ভক্তা বাহুত্যোদ্ধ্বং যদা যদম্ । ৩৬
তস্মাত্তা বৈষ্ণবপুরং যেন্তি ভক্তমনো যদম্
যা প্রাপ্য লভতে মুক্তি: পুরুষস্য ন সংশয়: । ৩৭
ন বাসুদেবং মোক্ষেতো যদা মুক্তিমিতি যাম্ ।
কৃপা হি ধনিনস্তেন্দ্রা: প্রসাদাদি মুক্তয়ন্তথা । ৩৮
পঞ্চমীবচনা: প্রজ্ঞা তমুবাচ কৃপানিধি:
ভক্তা: হৌনক তত্ত্বেন্দ্রা ভক্তানুগ্রহকারিণ: । ৩৯

ঐশ্বর্য এবং তত্ত্বজ্ঞান দুই ও দুঃখ—এই সব বৈষয়িক ভোগ অনুভব করিতে থাকে। ২৫

শ্রীহরিকে যদি ইন্দ্রত্ব হইতে মুক্তিকে অভিলাষ করে অনুভবের ঐশ্বর্যকে সমূলে ছেদন করিয়া থাকে। ২৬

সত্ত্ব পুরুষকে অভিলিষের পুরুষ পঞ্চম বৈষ্ণব হয়, তাঁহারা অবতারের তাঁহাদিগের কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ২৭

যজ্ঞকারী মানুষ একটি যজ্ঞে কৃতার্থ হইয়া যায়; তাহার আর বিশেষ কিছু কি করিবে? তবে অনুভবের তীব্র হইলে যাহা বিষয়ে তৃপ্তি হয় না। ২৮

বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানযুক্ত সকলে শ্রীহরিকে ও ব্রাহ্মণ অভিলাষ পূর্ণ হয় সত্ত্ব করিয়া থাকিবার। আমরা সেই হয় তাহাকেও দান করিতে ইচ্ছা করি না। ২৯

অন্য। যজ্ঞের পূর্ণি হয় ভোগের অভোগাদির যে প্রার্থনা হয়; সেই পরমপুরুষে তুষ্টি ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব অথবা পূর্ণত্ব শ্রীহরি থাকে হয়। ৩০

অভিলাষি সমস্ত সিদ্ধি, মহাজ্ঞান, জ্ঞান কিংবা মৃত্যুঞ্জয়াদি,—এই সব প্রার্থনা হয়, আমি অবতারের তাহা প্রদান করিব; কিন্তু 'অভিলাষ মাত্রের অবতারণা তুমি পরিত্যাগ কর, আমি এই প্রার্থনার তোমাকে দান করিতে পারিব না' বলিয়া তুমি আমা কর। ৩১

সাধনের এই যাত্রা ক্রমে করিয়া পরমেশ্বরের ভক্ত, তাহা ও এই ভক্ত হইয়া যাইব। তখন তিনি শ্রীহরিকে সর্বাভিলাষপূরক

শ্রীহরির আরাধনাকে বলিলেন। ৩২

পঞ্চমী বলিলেন,—ইহার চতুর পঞ্চমে অর্থাৎ নিত্যের ভক্তির পঞ্চম হয়, সেই পরমুখা অন্য প্রজাপতি কৃষ্ণভক্ত কখনও প্রার্থনা করেন না। ৩৩

কর্মাধ্যক্ষ মহাদেব। কারণ, ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, সিদ্ধি, যোগাদি, জ্ঞান, কিংবা মৃত্যুঞ্জয়াদি কৃষ্ণ ভক্তের বাঞ্ছনীয় নয়। ৩৪

কেবল ইহাই নয়, বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎকার, ঋষিত্ব, সাযৌপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি এবং শ্রীহরিতে লীন হইয়া যাওয়া—এই নির্বাণ মুক্তিও বাসনা করেন না। ৩৫

শ্রীহরিতে নিত্যা মুক্তা ভক্তি এবং অভিলাষ পূর্ণ হরিনাম —ভক্তগণ ভক্ত ও জ্ঞানযুক্ত সব সময়েই এই ভেদ বলা বাসনা করেন। ৩৬

যে ভক্তগণ জ্ঞানযুক্তভক্তগণ হয়ম্। অন্তর আত্মনি আমাদের হরিনাম এবং বিষ্ণুভক্ত এই পুরু—এই বর প্রার্থনা করেন। তাহা মুক্তি আমাদের প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি অন্য বর প্রার্থনা করে, সে এতটা বর্বর। ৩৭

যে আত্মা। আপনি যদি আমাদের এই বর ভোগ না করেন, তাহা হইলে মুক্তি—আমি একজন মহাজ্ঞানী পাপী, অন্তর আমি আমার এই সমস্ত ভোগ করিয়া পরিত্যক্ত যাইতি যান করিব। ৩৮

পরমেশ্বরের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-

শৌনক উবাচ ।

[illegible] ॥ ৪০

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৪১

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৪২

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৪৫

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৪৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সৌতি-শৌনকসংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে [illegible] ॥ ১২

[illegible] করিলেন । ৩৯

শৌনক বলিলেন,—[illegible] ॥ ৪০-৪১

[illegible] করিলেন । ৪২

[illegible] করিলেন । ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪-৪৬

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে সৌতি-শৌনক সংবাদে [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

[উপবর্হণের জন্ম: নামকরণ, তপ প্রার্থনা, উপবর্হণের [illegible] ।]

সৌতিরুবাচ ।

পুত্রোৎসবে চ দত্তানি ধনানি বিবিধানি চ ।

[illegible] ॥ ১

[illegible]

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৪

[illegible] ।

[illegible] ॥ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[উপবর্হণের জন্ম, নামকরণ, তাঁহার তপ [illegible] এবং উপবর্হণের [illegible] ।]

সূতপুত্র কহিলেন,—[illegible] ॥ ১

[illegible] করিলেন । ২

[illegible] করিলেন । ৩

[illegible] করিলেন । ৪

[illegible]

দূতীত্বে তাঁর সহচরী হয়ে মুক্তিসৌখ্যের ·
দিয়ে ত্রিলক্ষবর্ষ ভোগে ফিরে আসে ভানুর ॥ ৬
অথোহপি দূতিঃ তাভ্যাং দত্ত্বা তাভ্যাং সমাদিশৎ
তথেতি তত্তথা তাভ্যাং ধরিণ্যাঃ জগতী ভুবে ॥ ৭
দৃষ্ট্বা চ বহ্বারম্ভোদ্যমেন ঘটিতা তথা।
বহুধা ফলদা তত্র গর্ভকে মহাত্মনঃ ॥ ৮
ক্রান্তা তথাত্ব সহসা মূর্ত্তিঃ প্রাপ্য মহাত্মনে
ঈক্ষঃ প্রজাপতয়ে। তত্ত্বা কোপাৎ শশাপতম্ ॥ ৯
ত্বত্ত এব সৃজন্তোহপি যাস্যন্তী। তনুমুৎসৃজ
কালে বৈকৃতমাপন্নাঃ মৎসৃষ্টস্য ভবিষ্যসি ॥
বিনা বিপত্তের্বিনা পুমাং। বৈব ভবেৎ তুব।
সুখং দুঃখং সহৈবাং ক্রান্তেন প্রজাবিধিঃ ॥ ১১
ইত্যেবমুক্ত্বা স বিরিঞ্চিনাথ পুনর্যযৌ সদনং।
ঈশস্তথৈবস্থিতবান্ তাং বহু তত্ত্বা ॥ ১২

দূনাত্মা। তাবিহ্বাল মনিপুনরব্রবীৎ।
বিশুদ্ধমাত্মাত্মকেতি বিদ্যা বহ্বীঃ প্রজনেব ॥ ১৩
ইত্যুং পুনুরাং মেধাক শিক্ষিতা প্রাণধারিণীং
সর্বজ্ঞানপ্রবাহৈক মন্ত্রোচ্চারণীং তথা ॥ ১৪
বিশুদ্ধাক বিমুক্তাক বাসুদেবাত্মিকাং তথা
তেজঃ-শুক্লকরীকৈক বলপুষ্টিকরীং তথা ॥ ১৫
বুদ্ধিকারিণীকৈক জ্ঞানত্বকারিণীং
সর্বপ্রাণধরাকৈক পুনর্জীবনকারিণীং ॥ ১৬
এতাঃ ষোড়শধা সাধ্বীং বিদ্যা ত ব্রহ্মণেব চ।
মনসা সৃষ্টিঃ প্রজন্মস্থানীং যোগতঃ ॥ ১৭
বিদ্যা মূর্ত্তিমাত্মানমাত্মনেব কৃত্বাত্ম ব
তাবিহ্বাল্ত যোগীন্দ্রং সাধ্বাপ প্রজ পৌরব ॥ ১৮
তাঁরা বিদ্যাং ত্বত্তাপাং যাস্যন্তে বিদ্যয় ত .
তত্ত্বাত্মটিকনালাক বিদ্যা ॥ কিংপে কথ ॥ ১৯

প্রজন্ত সেই পরমেশ্বর পরিহরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে মুক্তা হইয়া আনন্দ সহকারে ঈশ্বরকে আরাধনা করিলেন ॥ ৩

মূর্তিমতী যৌবনশালী মূরত ঈশ্বরকে আনন্দপরায়ণী হইয়া সেই পরমেশ্বরকাশ্যকে প্রণাম করিয়া বিনীত বিনয় বাক্য বলিয়া ঈশ্বরের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

তাহার পর ঈশ্বরাংশ এই সব পরমেশ্বরকাশ্যের স্তুতি শ্রবণে প্রসন্নমুখ হোম করতঃ প্রজার সৃষ্টি পুনরায় করিতে লাগিলেন। সুমন। তখন তিনি চরিত্র ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

প্রজা সব সমস্ত দেবতা সেই সময় প্রজা সৃষ্টি দেখিতে লিলেন। ঈশ্বরাংশ তাহার মানসিক প্রজাসৃষ্টি সুযোগ ও সহায়তা ঈশ্বরাংশ এবং স্তুতি প্রজাগণ সর্বত্র সকল কার্যসাধক হইয়া পড়িলেন। তখন সেই মহাত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বরাংশের বীর্যস্বরূপ হইল ॥ ৮

সেই সময় ঈশ্বরাংশ প্রজ সকলের অর্থাৎ প্রজিসকলের পরিত্যাগ করিলেন এবং গর্ভাধান (এক সাধারণ কার্যকারক ব্যাপার) মূর্তি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে এই অবস্থায় দেখিয়া ব্রহ্মক দেবতাগণ ঈশ্বরাংশের স্তব করিয়া উঠিলেন। তখন ব্রহ্মা ঈশ্বরাংশ ঈশ্বরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৯

ব্রহ্মা শাপপ্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন,—তুমি ঈশ্বরাংশ পরমেশ্বর। তুমি এই ঈশ্বরাংশ অংশ বিশিষ্ট পরমেশ্বরাংশের দেহ ভাগ করিয়া এবং পুরুষাকৃতি ধারণ করিয়া তুমি আমার পুত্র হইতে পারিবে ॥ ১০

পুত্র। বিনা তাপত্তি না হইলে কোন পুরুষের মহিমা বৃদ্ধি লাভ করে না। সুখ ও দুঃখ সকলেরই ক্রমানুসারে ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১১

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা পুনরায় নিজ ভবনে গমন করিলেন। এদিকে পরমেশ্বর ঈশ্বরাংশও তখন বিদায় দেহ ত্যাগ করিলেন ॥ ১২

যোগবলে আপনার দেহাংশের অনুরূপ হইয়া আমি কথা বলিয়াছি, তখন তখন,—হে ব্রহ্মন্। সেই পরমেশ্বরের ঈশ্বরাংশ প্রথমে ১। মুক্তাকার, ২। আবিহ্বাল, ৩। মনিপুর, ৪। অনাহত, ৫। বিশুদ্ধ ও ৬। আজ্ঞা—এই যট্ চক্র ভেদ করিয়া ১। ইড়া, ২। পিঙ্গলা, ৩। সুষুম্না, ৪। মেধা, ৫। প্রাণধারিণী, ৬। সর্বজ্ঞানপ্রদা, ৭। মন্ত্রোচ্চারণী, ৮। বিশুদ্ধা, ৯। বিমুক্তা ১০। বাসুদেবাত্মিকা, ১১। তেজঃশুক্লকরী, ১২। বল-পুষ্টিকরী, ১৩। বুদ্ধিকারিণী, ১৪। জ্ঞানত্বকারিণী, ১৫। সর্বপ্রাণধরা ও ১৬। পুনর্জীবনকারিণী—এই ষোড়শ প্রকার মাতৃ ভেদ করতঃ যোগবলে মনের সহিত জীবাত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া মূর্তিমান আত্মার সহিত মিলিত হইয়া সেই জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাযুজ্য করিয়া দিলেন। হে পৌরব। সেই যোগীন্দ্র আবিহ্বাল ঈশ্বরাংশ ব্রহ্মসাযুজ্যের লাভ করিলেন ॥ ১৩-১৮

অনন্তর অতঃপর ব্রহ্মক ত্রিবেণী যোগ পারম্পর্য জানিয়া এবং তত্ত্ব অভিজ্ঞতার বলিয়া ব্রহ্ম লাভ করিয়া যোগের লাভ হয়,

সর্বেষাং পরমা ব্রহ্ম যোগিনাং পরমং পদম্ ।
পরং নিস্তারবীজঞ্চ কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২০
প্রোচ্যাগ্নে কৃষ্ণা নিঃশ্বাসং পশ্চিমে চক্ষুষম্ ।
নিধায় দর্শনস্থানে সমানঃ পুরুষো যথা ॥ ২১
সর্বধর্মাত্মকং দৃষ্ট্বা তাবেতং সহ তৎক্ষণম্ ।
যোগেন ত্যক্ত সন্ত্রাণ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণা যযুঃ ॥ ২২
পুরাণ্ড যাজ্ঞায়াং সর্বে বিপ্রা ভক্তসুর্দ্ধম্ ।
তত্ত্ব; ক্রমেণ সোঽধ্যায়ী মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২৩
পশ্চাৎস্থ মোহিতাঃ সর্বে শ্রবণে মহিমী চ যা ।
যাজ্ঞী বালাবতী সাধ্বী পরমা প্রেমসীযুতা ॥২৪
উচ্চৈ রুরোদ সা তীব্রং আক্রুঃ কৃত্বা চ বক্ষসি ।
ইত্যুবাচ চ সোঽধ্যায়ী আত্মনং সংবোধ্য এব চ ॥ ২৫

বালাবত্যুবাচ

যে নাথ রমণশ্রেষ্ঠ বিহরন্তি চিরেশ্বর ।
ধন্যাঃ সেহি যাঃ সঙ্গে বিহরন্তি সোকসাগরে ॥ ২৬

বিহরন্তে সুরমণে ত্বয়া চন্দ্রকাননে ।
পুষ্পচন্দ্রাবতীতীরে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে ॥ ২৭
চন্দনাচলসানিধ্যে রাসচন্দ্রকাননে
পুষ্পচন্দনকল্পে চ চন্দনাদিলবাসিতে ॥ ২৮
রত্নভাবনরৈনৈকবেশে ত্বয়া নবীভূতে ।
পুণ্যোক্তিলসিনাম্নে চ মাল্যতীজলশালিনি ॥ ২৯
বৈশাখে শ্রীযুতে দিব্যে শ্রীবিষাসনিবেষিতে ।
শ্রীযুক্তে শ্রীপরাক্রান্তে পুণ্যেষ্টকুঞ্জকৃতে শুভে ॥ ৩০
পুরা যা যা কৃতা ক্রীড়া রমণে ত্বয়ি যয়া ।
যয়া চ হর্ষিতা সাধ্বী তয়া চ মুদিতে মনঃ ॥ ৩১
পুরাকুলোদ্ভবা বালা নিত্যাদেহ পুরা ত্বয়া
মুদিতে মনসঃ তেন পরমানুগ্রহাকুলম্ ॥ ৩২
সাধুনা মম সংসর্গো বৈকুণ্ঠেঽপি দুর্লভঃ ।
অন্যো ভবোঽবিনিশ্চেদো মরণাদপি দুষ্করঃ ॥ ৩৩

পরমেশ্বর, যোগী এবং নিস্তারবীজ পরম ব্রহ্ম "কৃষ্ণ" এই দুই অক্ষর উচ্চারণের মহিমা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

তাহার পর কৃষ্ণবিগ্রহের নয়নে পূর্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া এবং পশ্চিম দিকে চক্ষুদ্বয় রাখিয়া একজন মানুষের ন্যায় শয়ন করিলেন ॥ ২১

সেই সময় তাঁহার সহিত অন্তর্হিত হইয়া এই অবস্থা দেখিয়া ঋষিগণের বুদ্ধি সহসা তত্ত্ব মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে যোগবল অবলম্বনে পূর্বক প্রস্থান হইলেন ॥ ২২

অতঃপর ঋষিগণের পত্নীগণ এবং যাজ্ঞেয়া সকলে বিলাপ করিয়া অধিক রোদন করিতে আরম্ভিলেন। বিষ্ণুমায়ায় মোহিতা হইয়া তাঁহারা সকলে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত শোকপীড়িতা হইলেন ॥ ২৩

ঋষিগণের পশ্চাৎ যে পত্নীগণ মরণ বিধি প্রেমবতিমতী ছিলেন, সেই শ্যামা প্রেমসী ছোট সতী যাজ্ঞীর নাম—বালাবতী ॥ ২৪

সেই সময় এই বালাবতী নিজ আত্মাকে অর্থাৎ স্বয় পতির হৃদয়ে মনে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তীব্র রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকবিহ্বল হইয়া নিজ বিলাপ পতিকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৫

বালাবতী কহিলেন,—হে নাথ! হে নিত্য রমণশ্রেষ্ঠ! যে সকল ঋষিগণ শোকসাগরে বিহার করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য ॥ ২৬

হে সুরমণ! তুমি চন্দ্রকাননে, পুষ্পচন্দ্রাবতীর তীরে, মনোহর পুষ্পোদ্যানে, চন্দনপর্বতের সন্নিধান, রাসচন্দ্রকাননে, চন্দনবল্লী-বাসিত পরমরমণীয় চন্দনপুষ্পকাননে, রত্নময় নানা বেশধারণে, নবীভূতে, পুণ্যোক্তিলসিনামক মধুর কুঞ্জে, বৈশাখে ও মাল্যতীর জলসমাকীর্ণ নিভৃত স্থানে এবং কমলাসনে ও কমলাদেবী যেখানে পরস্পরকে বিভূষিত করায় অধিষ্ঠান করিয়া এক কমলাসনে রহিয়া বিরাজিত, যাঁহাদের শ্রীপরাক্রান্তত্বহেতু, অতএব শ্রীযুক্ত ও শ্রীবিষ্ণু (লক্ষ্মীপতি)-সেবিত দিব্য শ্রীযুক্তযোজিত শ্রীবৈকুণ্ঠে—এই সব বিভিন্ন স্থানে এবং মনোহরে তুমি পূর্বে এই ব্রতচারিণী আমার সহিত যে সব ক্রীড়া করিয়াছ, সেই সব আজ আমার মনকে আবিষ্ট করিতেছে ॥ ২৭-৩১

পূর্বে তুমি যে আমাকে অনুকূলতা প্রকাশ অভিবিক্ত করিয়াছিলে, সেই সব আজ স্মরণ হওয়ায় আমার মন সহজ প্রসাদিত হইতেছে। হায়! পরমাত্মা কি অতি দুর্লভ ॥ ৩২

হায়! এজগতে সাধু পুরুষের সহিত সংসর্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ বৈকুণ্ঠবাস হইতেও দুর্লভ; কিন্তু সাধুসঙ্গের পর সেই সাধু হইতে চিরকাল বিচ্ছেদ মরণ হইতেও অতি দুষ্কর দুঃখদায়ক ॥ ৩৩

অথাভ্যক্তাত্ত বিন্যেদঃ সাধুশোভনমঙ্গং পরঃ
অতোঽপি মৃদুভিন্যেদঃ শোকঃ পরমবাপ্নুতে । ৪৪
অতোঽপ্যধিতরাংযো হি মর্মস্বাভিনিবিশতে ।
মর্মঘাতে পতিত্যেষো হি তৎক্ষণাৎ নাত্র সংশয়ঃ । ৪৫
সমনে ভোজনে স্নানে যানে শয়নেঽপি চ ।
স্বামিভিন্যেদঃসততং নূতনঃ দিনে দিনে ।৪৬
মর্মণোঽতি বিশ্বাসেন স্ত্রী স্বামিনমেবমাচরেৎ ।
যদ্যন্যথা ন শক্নোতি যা স্ত্রী বিশ্বাসে পতিঃ । ৪৭
সাধ্বী বিশিষ্টঃ শক্নোতি যাতয়ং স্বামিনং বিনা
সাধ্বীনাং কুলজানাংবিনাশায় কলেযুগে । ৪৮
যে বিশ্বাসঘাত বিশ্বাসা যে মর্ম যে প্রজাপতে
বিশ্বাস ফলদাতার পতিঘাতক যেচি যে । ৪৯
ইত্যাহুঃ বিদ্বাংসো যা কন্যা বিবাহযন্ত ৫০

মূর্খাঃ কন্যাপ যত্নেন দুর্দমে বহবে ধনে । ৫০
বিচেতনা যত্ন ভর্তো কান্তং কুর্বা অবশ্যমি ।
পরিপূর্ণা বিধাতুঃ সংসৃষ্টিস্তেন কথিতা ।৫১
প্রয়াতে যেতনাঃ প্রাণাঃ বিন্যাস ভূমঃ মৃতঃ
ইত্যাহুঃ পুনস্তত্র ধৃতিঃ সংযোগ সা সতী । ৫২

মনোরনুশাসন

যে কৃত্ত ভবন্তো নাথ নাথ নাহং ভবদৃতিঃ
ভবন্ত ভবন্তং পাতা যা ন পাতি ভবং প্রেতঃ । ৫৩
অয়ং ভর্তায় ভার্যায়াঃ অবেতি ভব মাতরা ।
যদেব বান্ধবো ভর্তা নাবৈষা ধর্মতাবদন্ । ৫৪
সম্বন্ধঃ কর্মণা বাচা ভাবাদ্যেনন্ত কর্মণা ।
ন সত্যঃ কর্মতোঽন্যত্র কুত্ত সম্বন্ধনা নাং ত্রিয়াম্ । ৫৫

মেহেতু ঈশ্বরের সহিত বিচ্ছেদ অতিশয় শোকাবহ হইয়া থাকে। এই আত্মবিচ্ছেদ হইতেও বন্ধুবিচ্ছেদ অতি বিষাদ শোকাবহ হয়। ৪৩

বন্ধুবিচ্ছেদ হইতেও সম্বন্ধবিচ্ছেদ বরং অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক। কিন্তু এই সব হইতেও ঈশ্বরীয়ের পতিবিচ্ছেদ অধিক শোকাবহ; কারণ, ঈশ্বরীয়ের ইহা অপেক্ষা আর কোনও সন্তাপ নাই। ৪৪

বিচ্ছেদ। সমন, ভোজন, স্নান, যান (বিহার) ও শয়ন—এই সকল সময়েই স্বামিবিচ্ছেদের যে দুঃখ, তাহা দিনে দিনে যে অব নব আকারে ঈশ্বরীয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে ব্যথিত করিতে থাকে। ৪৬

প্রতারণা। স্ত্রী স্বামীর সহিত বিশিষ্ট হইবারার সর্বদাই ভোক্ত ভূলিয়া যায়; কিন্তু এ সংসারে এমন কোনও বস্তু দেখিতে পাই না, যাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রী পতিকে ভুলিয়া যাইতে পারে। ৪৭

অধিক কি বিলব। কুলজাত সাধ্বী ঈশ্বরীয়ের স্বামী অতীত অন্য কোনও বিশিষ্ট বন্ধুর অস্তিত্ব ইহা আমি দেখিতে পাই না, এই কথা স্বয়ং পরমেশ্বর ইহা বলিয়াছেন। ৪৮

যে বিশ্বাসঘাতের বিশ্বাসক বিশ্বাসালয়। যে ধর্ম। যে প্রজাপতি ঈশ্বর। যে বিশ্বাস পাত্র। যে অসৎকার্যের ফলদাতা। আপনারা আমাকে পতিঘাতক বলুন অর্থাৎ আপনারা আমার এই পতিবিয়োগ ঘটিয়া ঈশ্বরের সহিত আমাকে মিলিত করুন। ৪৯

এই কথা বলিয়া সেই পতিঘ্ন স্ত্রীলোকের কন্যা পতিবিয়োগে কাতর হইয়া দুঃখ সহ্য করিতে সেখানেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ৫০

তখন স্ত্রীলোক পতিকে নিজ বশে করিয়া ঐহিক ভোগের সম্পূর্ণ বিধাতার দেহের কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিবেন। ৫১

অনন্তর প্রস্থানকালে যেমন যায় তখন সেই যাবজ্জীবন পুনঃ পুনঃ তাহাকে বিলাপ করিতে থাকিবেন। সেই সতী তখন সর্বজ্ঞতাবশতঃ ঐহিকের অসারত্ব বুঝিয়া পুনরায় তখন এই কথা বলিবেন। ৫২

যাবজ্জীবন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে নাথ! আপনি আমার নাথ এবং আপনি আমার ভরণকর্তা, কিন্তু আমি ত' আপনার যাইতে পারি; হে প্রাণ! আর কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করিতেছেন না? ৫৩

হে প্রাণনাথ! আমি আপনারই মায়ায় মোহিত হইয়া ইহাই আমার স্বামী এবং আমি ইহার ভার্যা এরূপ ভাবিয়া এই বিশ্বাস করিয়াছি; কিন্তু বাস্তবিক বিচার করিলে দেখা যায়, আপনিই আমার প্রকৃত কর্তা এবং সকলের আমি কেহ নহি। ৫৪

কর্মানুসারে এই পতিই আমার বিবাহের পতি হইয়াছেন এরূপ কর্মফলেই আমি ইহাঁর বিবাহিতা ভার্যা হইয়াছি। এখন কর্মফল ভোগের শেষে বিধি তাহা আমাকে কোথায় রাখিয়া আবার ইহাঁর সহিত সংযোগিত করিয়া (জন্মান্তরের তায় বিবাহ) তিনি কোথায় করিয়া বিবাহেন। ৫৫

কো বা কস্যাঃ পতিঃ পুত্রঃ কা বা কস্য প্রিয়া প্রসূঃ।
সাধুনক্তি বিধাতা চ বিদুষক্তি চ তৎক্ষণাৎ। ৫৬

সংযোগে পরমানন্দো বিয়োগে প্রাণসঙ্কটঃ।
পরব্রহ্মণি মূর্খস্ত সংস্কারাংশ্চ বিন্দতি। ৫৭

সর্বেষাং বিধাতা সত্যঃ তোমস্ত বাক্যতো ভূবি।
যদা যাকঃ সুধাহীনঃ ভূধরঃ স্যাদ্বিনা পয়ঃ। ৫৮

তথাপি সন্তঃ সত্যং তাক্ত্বা পরমৈশ্বর্যমীপ্সিতম্
যান্তেব সত্যতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মং নিরাশ্রয়ম্। ৫৯

সর্বত্র জানিনঃ সন্তঃ কা স্ত্রী জ্ঞানবতী ভূবি।
তথো সন্তং বিমুঞ্চাতি বাসুদেবমিতি ধ্রুবম্। ৬০

ন যে যান্তাময়ত্বং চ সঙ্কটং মোক্ষমীপ্সিনি।
ইমং ত্যক্ত্বা বরং নেহি চতুর্বর্গফলং পরম্। ৬১

যাবন্তো জানিনো জাতির্জন্মাং তরীষরে।
কতৈতেভ্যি বরস্ত্বেক যাচেত্রমৃষঃ পতিঃ। ৬২

ভবৈষ বরা ভূমাঃ সর্বে ভূপাশি বিবিধানি চ।
দুর্লভানি চ সর্বাণি চাসবাঃ বিনা বরে। ৬৩

রূপেণ চ গুণৈশ্চৈব তেজসা বিক্রমেণ চ।
জ্ঞানেন শান্ত্যা সত্যেন ধরিত্রুল্যঃ প্রভূর্ধ্রুবঃ। ৬৪

ধরিত্রুল্যো ধরিত্র্যাশ্চ ধারণে ধারণো যথা।
গৌরিমান্ সূর্যতুল্যশ্চ তেজোবহ্নিসমস্তথা। ৬৫

চন্দ্রতুল্যঃ সুদৃশ্যশ্চ কন্দর্পসদৃশঃ সদা।
মূর্তো মূর্তস্বিনঃ কাব্যে অধিসমতুল্যা। ৬৬

যাদৃশ সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শ্রুতিকারাঃ কুযোগিষ।
কুবেরতুল্যো ধনবান্ ধর্মে যাতা মনোহিষ। ৬৭

যে ব্রহ্মণে। কেহ বা কাহার পতি এবং কেহ বা কাহার পুত্র অথবা কেহ বা কাহার প্রিয়া হইবে? সজ্জনগণই বিধাতা ও বিদ্বান্ (পতি-পুত্র প্রভৃতিরূপে সকল স্থাপন করিয়া দিলে) ও বিয়োগ সাধন করিয়া থাকেন। ৫৬

আমি বিদ্বান্ হইয়া বলিতে পারি যে, জগতে যে ব্যক্তিই এই সংযোগ ও বিয়োগ—ইহাদের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান থাকিলে পরমানন্দ লাভ করে, আর বিয়োগ হইলে প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হয়; কিন্তু যিনি মূর্খ, তাঁহার এসব কিছুই হয় না। ৫৭

এ জগতে সত্য সত্যই বিধি, যোগ ও বস্তু সকলের সম্বন্ধে সত্যই অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে; (সুতরাং মূলতঃ ইহাকে সত্য বলা যায় না) তবে যে ব্যক্তি এই সমস্ত বস্তুই চিরকাল সত্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খদের অগ্রণী; আর যেমন জগতের মধ্যে (কদাচিৎই হউক বা অল্প কোনও কালেও হউক) জল অভাব হয়, সেইরূপ কেবল দুগ্ধই আছে হইয়া থাকে। ৫৮

সেইহেতু সাধু মহাপুরুষগণ নিশ্চিন্তই এই সব পরিত্যাগ করিয়া সকল সময় ঐশ্বর্যশালী, সর্বজ্ঞতাবাহিক ও বিনাশশূন্য শ্রীকৃষ্ণের চিরাশ্রয়ে জ্ঞান করিয়া থাকেন। অথবা সেইহেতু সাধুপুরুষগণ যদিই বাহিরে এই সব সময় ঐশ্বরিক পরমৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ আত্মস্বরূপিত শ্রীচরণের সঙ্গে জানি করেন। ৫৯

এই কারণে বলা যায়—সর্বত্র সাধুপুরুষগণই জ্ঞান (তত্ত্ব জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ স্ত্রী জ্ঞানবতী হইয়াছেন? যে পরাশক্তি হরি। সেইহেতু যোষিতগণ এই ৬০ ধ্রুবকে জানিয়া তাহার বাহিরে নিজ পতিকে ত্যাগ করেন। ৬০

যে পাষণ্ডেরা। অথবা, নিজের এবং যোড়শপত্নী আদি বাসনা করি না। আমাদের আয়ুঃ, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের অন্যতম পরম নিত্য এই পরিত্যক্ত আমায় প্রদান করুন। ৬১

যে ব্রহ্মবিদ্গণ। আমি একটিকে জানিয়াই পরম সৌভাগ্যবতী যে, তাহার মত যদি অনেক, হিরণ্যের মত অনেক বিধাতা আমায় ছাড়া উহার সমস্তক্ষণস্থায়ী পতি কেহ নাই। ৬২

যে হরি। আপনি একবার একটীও ইচ্ছার সহিত সত্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই এই সৌভাগ্য (অথবা এসমস্ত আমাদের আমরণ জন্য আমরা বিবিধানি ঐশ্বর্যানি আমাদি বস্তুজাতানীতি।) এবং সুন্দর সকলপ্রকার সৌভাগ্যও বিদ্যমান। ৬৩

আমার এই রূপ, গুণ, তেজ (প্রতাপ), পরাক্রম, জ্ঞান, শান্তি ও সত্যতা—এই সবেই পরম শ্রেষ্ঠত্ব ধ্রুবের ধরিত্রী-তুল্য। ৬৪

আমার এই ধাম ধরিত্রীর, ধরিত্রী আমাদের ধারণকর্তৃ, সূর্যতুল্য গৌরিমান্ এবং অগ্নিতুল্য তেজ। ৬৫

তিনি চন্দ্রতুল্য সুদৃশ, কামদেবতুল্য সুন্দর, মূর্তিমান্ বেদতুল্য মূর্তস্বিনগণ এবং কবির সদৃশে সাক্ষাৎ বৈরাজের তুলনাযোগ্যতুল্য ছিলেন। ৬৬

আমার বাক্যবলী সত্যরূপিণী তিনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কুতপ্রতিজ্ঞ, কুবেরের মতন ধনবান্ এবং মনুর মত ধর্মে ধাতা ছিলেন। ৬৭

ধর্মে সর্বসমা নৌ নত্বো মহাব্রতাধিকঃ।
কুমারকুলাস্তনয়া ধাতারো ব্রহ্মণা প্রভঃ॥ ৫৮
ঐশ্বর্যে শক্রকুলান্ত ধরিষ্ণু পৃথিবীসমঃ।
এবমুক্তে মুনিঃ কান্তঃ প্রোবাচ ন যে কথম্॥ ৫৯
অথে মুনা মহাভাগো মুনিঃ ভোক্তুং কথা মুনি।
অক্ষোবাক্ষয়াভাস্ত করিষ্যামি চ লীলয়া॥ ৬০
নারায়ণ জগৎকান্ত নারদেন জগদ্গুরো
পৈত্রা ভৌম মহাকান্তকথা যাঃ পশ্যায়হে॥ ৬১
প্রজাপতে সুতপসাম্ব জগদ্ভোগ্যা ত্বয়ীতলে।
ত্বদৈবান্যবিকারিত্বং করিষ্যামোদ্ভূতা ভবে॥ ৬২
যে শব্দো জ্ঞানলোপাং যে করিষ্যামি শপেন চ।
দর্শনোপক্ষ ধর্মস্ত করিষ্যাম্যলীলয়া॥ ৬৩

ধর্মাধিকারং মুনক্ত করিষ্যামি ন সাধকঃ।
সত্যং কালং শপিষ্যামি মৃত্যুকন্যা মুনিষ্ঠ্যাম্॥ ৬৪
শপামি সর্বানবৈরে ত্বয়া যাবিনা বিনাভূতা
যাবিনা ত্বয়া মৃত্যুর্নষ্ট্যন্তক শপেষম্॥ ৬৫
ইত্যুক্ত্বা কৌশিকৌঘাং জগাম শত্রুবের ভান্।
ধ্যানস্থো মহাভাগো সখা কৃত্বা স্বকর্মণি॥ ৬৬
তা শত্রুমুক্তয়ং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দেবপুরোগমঃ
জগাম সরসং বিষ্ণো ক্ষীরা ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥ ৬৭
তত্র স্থায়া চ দুষ্টায় পরমাত্মানমীশ্বরম্
বিষ্ণো ব্রহ্মা জগৎকান্তমিত্যুবাচ হ কৌতবম্॥ ৬৮

অক্ষোবাচ

ঈশবর্ণপত্নী যা কন্যা চিত্রবন্ত চ।
কান্তয়েত্বান্ত যাং যেষাং শপে ত্বাং চ মাধব॥ ৬৯

ধর্মাধিকারে তিনি ধর্মকুল ধর্মসহায়, সত্যের ধারিত্ব সত্যনিষ্ঠ বিশেষ, সত্যকুমার-কুলা তনয়া এবং ধাতার ন্যায় সত্যাচারসম্পন্ন বিশেষ।। ৫৮

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্যশালী এবং পৃথিবীসম ধরিষ্ণু বিশেষ। হায়! আমার এরূপ জগৎপূজ্য পিতৃ পতি মৃত হইয়াছেন, তথাপি আমার চোখ কেন বিদীর্ণ হইতেছে না।। ৫৯

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মাণ্ডব্যপত্নী প্রেমরসের উদ্রেক হয়, তখন বলিতেছেন,—আমার দেবপতি! তোমরা কেমন এই মুনিকে যজ্ঞভাগী হইয়া বৃথা ভোজন করিতেই সমর্থ; তাহাকে উপকার করিতে পার না; অতএব আমার এই বিষয়ে তোমরা কেমন সমর্থ হইয়াই ইহিয়াছ কেন। সুতরাং আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের অকর্মণ্যতার জন্য আমি 'অক্ষভাগী' অর্থাৎ যজ্ঞভাগ হইতে বিমুক্ত করিব।। ৬০

হে জগন্নাথ নারায়ণ! আপনি এই জগতের ভাগ্যকর্তা, আর আমি জগতের বাহিরে নহি; অতএব আমাকে ইহা করা আপনার একান্ত কর্তব্য; সুতরাং সত্বর আমার পতিকে জীবিত করিয়া দিন, অন্যথায় আমি আপনাকে অভিসম্পাত প্রদান করিব।। ৬১

হে প্রজাপতে ব্রহ্মন্! আপনি সুতের পালনকর্তা, সুতগণ আপনার ভোগ্য হইয়াছেন। আর আমি এখন আপনাকে অভিসম্পাত দিয়া আপনার সৃষ্টি জগতের উপর আপনার অধিকারের নষ্ট করিয়া দিব।। ৬২

হে ভগবান্ মহেশ্বর! আমি অভিসম্পাত দ্বারা আপনার জ্ঞান লোপ করিব। হে ধর্ম! আমি অজ্ঞানান্ধকারে আপনার ধর্মলোপ অর্থাৎ ধর্ম হইতে চ্যুত করিব।। ৬৩

অতিসম্পাতের আমি অন্যের অধিকার খর্ব করিয়া দিব,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, আমি কালকে এবং অতিশয় নিষ্ঠুর মৃত্যুকন্যাকে অভিশাপ প্রদান করিব।। ৬৪

অথবা ও মানসিক পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য সমস্ত দেবতাকে আমি একমাত্র অভিশাপ প্রদান করিব; কারণ, তুমি ও মানসিক আমার পতির মৃত্যুর হও নাই।। ৬৫

এই কথা বলিয়া সেই মহাসতী সাধ্বী মাণ্ডব্যপত্নী ধীর অবস্থানকে অন্ত করিয়া সেই দেবতাকে সাথ লয় করিবার জন্য কৌশিকী নদীর তীরে গমন করিলেন।। ৬৬

এদিকে ঐদিকে সাথ লয় করিতে উদ্যত দেখিয়া দেবতাগণ মুনিকর্তৃক তাঁহারা তাঁহাদিগের তীর গমন করত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন।। ৬৭

তখন সেই ঐশ্বরাজার দেবতাগণ ব্রহ্মা তাঁহাদের আগে বিষ্ণু হইতে ক্ষীরসমুদ্রের অধীশ্বর পরমাত্মার স্তব করিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহার হইয়া অন্যান্য বিষ্ণুকে এই কথা বলিলেন।। ৬৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মাধব! চিত্রবন্ত কন্যা ও ঈশবর্ণপত্নী অর্থাৎ সেই মাণ্ডব্যপত্নী নিজ পতির কথা আমাদের এবং দেবতাদের

যাবন্তি সাধবঃ সন্তো ভবন্তি যোষিতো ধ্রুবা।
যশো ভাগবতে চৈব সর্বকার্যেষু সাধবম্। ৭০
সর্বাধারভূতার্থে পরিত্রাণপরায়ণে।
স্ব স্ব কর্মফলেষু [illegible] সততং সদা। ৭১
পূজা যে পুত্রলাভেন বিধিনা সাধ্বতঃ প্রভো।
অবিদ্যাপুত্রং সাক্ষ করোতি মঙ্গলী সতী। ৭২
সর্বাদিকারো ব্রহ্মাণ্ডে যথা সতঃ পূজা প্রভো।
সম্প্রত্যেকাদৃশী নাম বাঞ্ছাযোগ্যস্তব। ৭৩

মহাদেব উবাচ।

যথা সতঃ মহাপ্রাণ শুদ্ধা সর্বেষু দুর্লভম্।
সর্বদেবময়স্বরূপেণ পূজয়ে পুরা। ৭৪
তীর্থানি যা বনা যানি বিদ্যা যা বিজ্ঞযোষিতা।
জানামি পরমার্থং কন্যা নাহং বিযোগিনী। ৭৫

সর্বাশ্রয়ং সর্বশুদ্ধাত্মদীব দুর্লভং পরম্।
মম তপস্যাসমস্তং পাদেন যাতি যোষিতঃ। ৭৬
যথো পরিতুষ্টাস্তেষু সর্বেষাং যোষিতাং পরম্।
যেযোষিতস্মেন সহ যা যং স্ব স্ব হবে হবে। ৭৭

ধর্ম উবাচ

সর্বধর্মং পরং শ্রুত্বা ধর্ম এব সনাতনঃ।
বাসুদেবোঽপিরো ধর্মাত্মা সতঃ পূজা প্রভো। ৭৮
সত্যসংকল্পস্বরূপেণ সতমেব
প্রাপ্তো ধর্মপূজা যাতি সাধেন যোষিতঃ প্রভো। ৭৯

দেবা ঊচুঃ।

বিজ্ঞাতো যুক্তযুক্তা বয়মেব যথা কৃপাঃ
যোষিত্মাপেন তং সর্বপূজা যাতি নাবেৎ। ৮০
[illegible] সংস্কারঃ সর্বে শুক্লশুদ্ধ তত্তাদিনাঃ
এবম্বিধস্বরূপেণ নাম সতুয়ান্সৌভিদ্যা। ৮১

নাগলায় ধরিবে উচিত হইয়াছে, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬৯

সাধু, সজ্জন ও যোষিদ্‌গণ আপনি সাধকের ঘরে, আমাদের এবং সকল কার্যে অর্থাৎ সম্পদে-বিপদে সর্ববিপদনাশন যাবৎ আপনারই স্মরণ করেন। ৭০

দীন ও আর্তগণ যদি আপনার শরণাপন্ন হয়, তবে আপনি তাহাদিগকে সত্বর রক্ষা করেন। হে ভক্তবৎসল! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। ৭১

প্রভো! এক যা পুত্র লাভের অভিলাষে আমরা পূজা করিয়া থাকি, তাহার উপর এই সতী রমণী আমাদের অধিকারচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৭২

প্রভো! আপনিই ব্রহ্মাণ্ডে এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বাধিকার দিয়াছেন, হে নাথ! আপনার দেওয়া আমাদের একণ সমস্ত অধিকার নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ৭৩

মহাদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি পূর্বে পুত্রের মঙ্গলের জন্য জগতের কল্যাণ সর্বত্র দুর্লভ এবং আমার যোগনিদ্রা মহাজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রদান করিয়াছেন। ৭৪

সেই মহাজ্ঞানের মহিমা আমি আর কি বলিব? সমস্ত তীর্থ, সমস্ত বন, সর্ববিধ বিদ্যা কিংবা সম্পূর্ণ সন্ন্যাস—এ সকল সেই সন্ন্যাস জ্ঞানের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের তুল্যও হইবার যোগ্য নহে। ৭৫

সর্বাধার সর্বাশ্রয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু যোগনীয় এবং অতিশয় দুর্লভ, অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ আমার সেই ধন আমাকে ছাড়িয়া এক রমণীর অভিলাষে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ৭৬

হে হরে! প্রভো! অধিক আর কি বলিব, এই যে, সমস্ত যোগযুক্ত হইতে যেই এই পতিব্রতার (পতিব্রতা রমণী মালাবতীর) তেজ, হে হরে! আমি সেই পতিব্রতার যোষিত্ব কহিতে পারি নাই; আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। ৭৭

ধর্ম বলিলেন,—হে প্রভো! সমস্ত ধর্ম হইতেই শ্রেষ্ঠ হয় বলিয়া সনাতন ধর্ম; আপনার দেওয়া একণ ধর্ম আমার নষ্ট হইয়া যাইবে। ৭৮

হে সর্বেশ্বর! পদ্মযোনির অনুগ্রহে আমাকে এই ধর্ম আমি আপনার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। হে প্রভো! একণে আমার সেই ধর্ম এক স্ত্রীর কারণে নষ্ট হইয়া যাইবে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। ৭৯

দেবগণ বলিলেন,—হে নাথ! আপনিই আমাদিগকে রক্ষাকারী ও পূজাকারী করিয়াছেন, কিন্তু একণ আমাদের সেই সব অধিকার এক রমণীর অভিলাষে নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ৮০

এই কথা বলিয়া ভগবানের সম্মুখে দেবগণ সতত হইয়া অত্যন্ত স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলের সম্মুখে মহাদেবী বাণী অর্থাৎ সরস্বতী দেবী বাণী হইল। ৮১

দূরং গচ্ছন্ত মদ্ভূতা বিস্মরন্তী জগদ্বিধিম্ ।
পশ্চাত্ত্বং হাসসি শাস্ত্রার্থবিধিং যো ন মন্যসে ॥ ৭৬
ক্রুদ্ধা তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রস্থিতায়াশ্চ তৎক্ষণাৎ ।
তদ্ভূর্ণালাবলীস্থানং কৌথিকৌঘৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭৭
তাবেব দদৃশতুর্দেবী মালাবত্যৌ সতীম্
রত্নমালেতি বিখ্যাতাং কন্যাকন্যাম্ ॥ ৭৪
বহিঃস্থাং তত্তদাধারে বিষ্ণুবিষ্ণুমুখিরাম্ ।
সহস্রপ্রস্থাং শাস্ত্রার্থং যোগতন্ত্রীং বিলম্বিনীম্ ॥ ৭৯
পঠিত্বেমামহর্বর্গ-চিরলব্ধিমুক্তেতরা ।
প্রত্যক্ষতাং পুনর্যাতি মাসাদ্ধাদ্ধিরোভবাম্ ।
যোগানন্দং পুরীতীর্থং সর্বকল্পসুখপ্রিয়াম্ ·

পুরস্যাং স্থাপিনো যোগাং বিপ্রস্যৈতাং দক্ষিণে করে ॥ ৮০
অর্ধচন্দ্রমুখীকাঞ্চ্যাং শুক্লপক্ষীকমালিকাম্ ।
অক্ষয়া যোগিনং কাঞ্চ্যং বিপ্রস্যৈতাং যোগমুদ্রয়া ॥ ৮৭
চারুচম্পকবর্ণাভ্যা বিপ্রস্যৈতাং রত্নমালিনীম্ ।
দদৌ যোড়শবর্ষীয়াং সর্বযৌবনসৌভগাম্ ॥ ৮৯
মৃদঙ্গিবরতাধার্যাং শীলমোদিনযোগয়াম্ ।
পঞ্চস্রোতঃ সমাসীনং তত্তদ্বৃত্ত্যা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯০
এবমুক্ত্বা তদা দৃষ্ট্বা দেবাস্তে বিস্ময়ং যযুঃ ।
দৃষ্টিমাত্রং তদা তত্র সাধিতা সর্বযোগিভিঃ ॥ ৯১

ইতি শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবে মহাপুরাণে যৌক্তিশৌনকসংবাদে
ব্রহ্মখণ্ডে মালাবতীবিলাসো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

যে দেবগণ। তোমরা সেই মালাবতীর বিষয়ই বলিতেছ। তোমাদিগের দ্বারা করিয়া তত্ত্ব এবং আমি ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীনারায়ণ ব্রাহ্মণরূপে পরে তথায় করিলাম। ৭৫

এই বিবরণী শুনিয়া দেবগণ সর্বাঙ্গসুন্দর দেবী ঐশ্বরিক-ভিন্ন কৌথিকী নদীর তীরে মালাবতীর বিষয়ই যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৬

তথায় দেখেন উহার তত্ত্বাধিত মালা আভরণসমূহে ভৈরবের এবং সতীর আবাসস্থলে সতী মালাবতী দেবীকে দর্শন করিলেন। ৭৭

তিনি তখন অতিক্রুদ্ধ হন যত পরিমাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তখনকে বিষ্ণুদেহ বিষ্ণু দেখা পাইলেন, তিনি পরমেশ্বরের চন্দ্রের মাত্র প্রধানী, মালা এবং তাঁর তত্তৎপরিচ্ছদ বিষ্ণুমুখকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। ৭৮

অধিক দেখাশুনা পরে বর্ণ পাল্য করত: বীর্যেতর করিয়া পঠিত পারিবেন। তেজ অধিক অধিকার প্রতীত বিদায় আর তিনি প্রস্থিতা হইয়াছিলেন। ৭৯

যোগাসনে উপবিষ্টা সেই মালাবতী তথায় নিজ পরিচ্ছদ দেখেন তথায়ন্তন বাহন করিয়া ব্রাহ্মণাধিকের এবং তাহা উপস্থিতের পরম তথায়ন্তা যাঁরা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। ৮৫

তিনি ত্রিস্রোতম তাহাঁর প্রতি তাঁর ও যেন: স্বেত: যোগমুদ্রা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ও অক্ষয়া-অক্ষয়িনী অক্ষয়ার তাহা তত্ত্ব তাঁহাকে মালা ধারণ করিয়াছিলেন। ৮৮

চম্পকপুষ্পবর্ণ-সদৃশ অবয়ব বর্ণবিশিষ্টা, বিষয়ের তার রক্ষিবার তাঁর ও অবতরণকারিণী এবং রত্নমালাধারিণী মালাবতী তথা ষোড়শবর্ষীয়া তথাকার তার মূর্তির যৌবনবতী ছিলেন। ৮৯

তাঁহার বিবরণের মৃদঙ্গ তিনি বলিয়া অধিকার তাহার ছিল, তথায়ন্তন ও তথায়ন্তন তথায়ন্ত তাহার ছিল। বিবরণ প্রাপ্তের পরিচ্ছ মৃদঙ্গের সমস্তরূপ পরিচ্ছ পৃথক্ পৃথক্ তিনি বর্ণন করিয়াছিলেন। ৯০

বর্ণিতাঁত বাণিজ্য সেই দেবগণ তথায় মালাবতীর এরূপ অবস্থায় বর্ণন করিয়া তথায় তিনির হইলেন এবং তথায়ন্ত বিস্ময় হইয়া তথায়মান হইলেন। ৯১

শ্রীবৃহদ্বি দেবতাখণ্ডের শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে যৌক্তি- যোগ-নারায়ণসংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে মালাবতীর বিলাসবাদে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[মালাবতীসমীপে ব্রাহ্মণবেশধরস্য বিষ্ণোরাগমনং, বিপ্র-মালাবতীসংবাদে কর্মফলবর্ণনঞ্চ।]

সৌতিরুবাচ।

অথ বিপ্র ক্ষণং দেবা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
[illegible] ১

মালাবতী [illegible] পতিব্রতা।
[illegible] ২

[illegible]
[illegible] ৩

[illegible]
[illegible] ৪

[illegible]
[illegible] ৫

[illegible]
[illegible] ৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

[illegible]
[illegible] ৭

[illegible] বিষ্ণুঃ।
[illegible] ৮

[illegible]
[illegible] ৯

[illegible]
[illegible] ১০

[illegible]
মালাবতী [illegible] ১১

মালাবত্যুবাচ

[illegible]
[illegible] ১২

চতুর্দশ অধ্যায়।

[মালাবতীর নিকটে ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণুর আগমন এবং ব্রাহ্মণ-মালাবতীসংবাদে কর্মফল বর্ণন।]

সৌতি কহিলেন,—হে মুনিবর শৌনক! অনন্তর ব্রহ্মা ও শিবপ্রমুখ সেই দেবগণ [illegible] মালাবতীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১

হে মুনে! পতিব্রতা মালাবতী দেবগণকে দর্শন করিয়াই [illegible] প্রণাম করিলেন এবং দেবগণের সম্মুখে [illegible] রোদন করিতে লাগিলেন। ২

এমন সময়ে কোনও এক মনোহর ব্রাহ্মণবালক [illegible] সেই দেবগণের মধ্যস্থলে আগমন করিলেন। ৩

এই ব্রাহ্মণবালক দণ্ডধারী ও ছত্রধারী ছিলেন। তিনি [illegible] একটী দীর্ঘ পুস্তক ছিল। তিনি [illegible] ছিলেন। ৪

[illegible]

(মালাবতীকে) এই কথা বলিলেন। ৫-৬

ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু কহিলেন,—ব্রহ্মা ও শিবাদি সমস্ত দেবগণ কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? [illegible] এস্থানে আগমন করিয়াছেন? ৭

[illegible] উপস্থিত আছেন। [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন। ৮

কি হেতু [illegible]; কি নিমিত্ত [illegible]? কি কারণে এস্থানে [illegible] কি নিমিত্ত [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন? ৯

হে [illegible] ১০

সেই দেবগণকে এবং সেই মালাবতীকে এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ [illegible] মালাবতী সেই [illegible] এই কথা বলিলেন। ১১

মালাবতী কহিলেন,—[illegible] ১২

অবধানং কুরু বিজ্ঞা শোকার্ত্তায়া বিনোদনে
মমা দুঃখা সত্যাং সত্যমুদ্যোগঃ খেদো ফলাবধারম্ ॥১০
উপদেষ্টব্যায়াং তস্যা চিত্তায়ত্ত ৪
সর্বে মনোরথাঃ কৃত্বা হৃদি বিশ্রম্ভপূরক ॥ ১৪
বিদ্যাং লব্ধমুখং মমো স্থানে স্থানে মনোহরে
কৃত্বা ক্রীড়ং চ যত্নেন বাসিনা সহ ॥ ১৪
প্রিয়ে স্নেহো যি সাক্ষীবাং যাবান্ বিশ্লেষ্ট্র যোষিতাম্ ।
সর্বং সাক্ষাদুপায়েন তাবানি মং বিচক্ষণ ॥ ১৬
অকস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ শাপাং ভাগ্যাতস্যাশ্চ মংপতিঃ ।
যেনাদুশ্চিন্ত বিলাপে মমঃ স্ত্রীতি মংপতিঃ ॥ ১৭
যস্যাধ্যায়নে সর্বে ব্যগ্রাস্ত্র ফলস্তীতলে
তাবাস্যাং ন তাবন্তি কেবলা' আর্যবংশজাঃ ॥১৮
পুত্রাঃ দুঃখং তত্র শোকঃ মন্তাপঃ কর্ষণা নৃণাম্ ।
ঈশ্বরাঃ পরাধ্যেষো ফলদুষ্টান্ত নোক্ষম ॥ ১৯

যে বিজ্ঞা। আপনার বিনয়ী এই শোকার্ত্তীয়া রমণীর কিছু বিশেষ আছে, আপনি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। মহামু মনুষ্যজীবনের যত কর্মের সমাবেশ হইয়া থাকে ; ইহারা সমস্ত পাপ ও অপার এরূপ বিচার না করিয়া সকলেই সমানভাবেই সহ্য করিয়া থাকেন ॥ ১৩

যে ব্রাহ্মণোত্তম। আমি পরমেশ্বরের উপদেশের কার্য্য এবং চিত্তপ্রসাদের কথা আপনাকে সর্বদা 'আলাবন্ধী' এই স্থানে বলিয়া থাকি ॥ ১৪

আমি এই রমণীর সহিত মিত্র সখ্য স্থাপন করিয়া রমণীয় ও মনোহর স্থানসমূহে বিশ্রম্ভের ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া—বিহার করিয়াছি ॥ ১৫

যে বিজ্ঞান বিশ্রেষ্ঠ। সত্য সাক্ষী ঈশ্বরের প্রিয় পত্নির উপর যেরূপ স্নেহ থাকে, তত্ত্ব সমস্তই শাস্ত্রানুসারে আপনি আর অবগত ॥ ১৬

আমার এই পত্নি প্রথম অধিকারে অকস্মাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; সেইহেতু আমি সেবমানকে সফল করিয়া বিলাপ করিতেছি, যাহাতে আমার পত্নি পুনরায় জীবিত হন ॥ ১৭

কিন্তু হায়। আমি দেখিতেছি যে, এই ভূমণ্ডল সকলেই আর্যসন্তান হইয়া হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সাধনে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে ; তাহারা অন্যের সুখ ও দুঃখ কিছুই আলোচনা করে না ॥ ১৮

মনুষ্যজন্মের কর্মসমূহের ফলভোগে পুত্র, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, ঈশ্বর, পরমাত্মা, মন্ত, বৃক্ষ ও লোক—এই সকলই

দেবতাও কর্মফলের কারণ, কর্মনাশ ফলম্ ।
কর্ত্তারং কর্মভূতানাং দুঃখেষু চ সৌখ্যেষু ॥ ২০
ন যি দেবাং পরো বন্ধুঃ যি দেবাং পরো রিপুঃ ।
স্বয়মাত্ম যি দেবাংচ ন চ দ্বারা স্বতঃ পরঃ ॥ ২১
সর্বান্ দেবানবহে যাচে পতিশ্চাত্র অবেক্ষিতম্ ।
সর্বসর্বকারণেশ্বরাং ফলদাংশুপ্রভুরূপম্ ॥ ২২
যদি দাস্যতি দেবা মে ভাস্কুরাদ্যা যথেপ্সিতম্ ।
ত্বত্তঃ তত্তাস্তথা ভোক্তা দাস্যামি স্ত্রীবধং ধ্রুবম্ ॥ ২৩
পশিষ্যামি চ সর্বাংশ্চ দাস্যতঃ দুর্বিনাশকম্ ।
দুর্বিনাশাং সভীনাপত্নপদা কেন আর্যদ্রুহে ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা মানসী মাতা শোকার্ত্তাস্তুবনাশয়ি ।
বিরাম বিপ্রশ্রেষ্ঠস্যানুবাচ চ সৌনক ॥ ২৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কর্মণা ফলদাতারো দেবাঃ সত্যক মানসি ।
ন সন্তঃ সৃষ্টিহেতৌব যাচ্ঞং কৃতবতঃ নৃণাম্ ॥ ২৬

কর্তা ইহাদের দেবতারা। ইহারাই কর্মসমূহের ফলদাতা, এবং আমাদিগেরই কর্মানুরূপফলদাতা সুনিশ্চিতরূপেই ॥ ১৯-২০

এই দেবতা হইতে কেহ বন্ধু নাই, দেবতা হইতে অধিক শত্রুও আর কেহ নাই, দেবতা ব্যতীত স্বয়ংও কেহ নাই এবং দেবতা হইতে কেহ পরাভূত আর কেহ নাই ॥ ২১

অতএব আমি সমস্ত দেবতাদের বিষয়ই আমার মনোমধ্যে রক্ষা পরিজ্ঞান অর্থাৎ পরিচয় লইয়া বিশেষ প্রার্থনা করিতেছি ; কারণ, এই দেবতা ব্যতীত সমস্তফলদাতা, ইহারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল দান করিয়া থাকেন ॥২১

আমার মনস্কামনানুসারে দেবতা যদি আমার প্রিয় পতিদান করেন, তাহা ভালই ; অন্যথা আমি তাঁহাদিগকে স্ত্রীবধ পাপ অবশ্যই প্রদান করিব ॥ ২৩

দেবতা ইহাই আর, আমি তাঁহাদিগের সমস্তকেই দুর্বিনাশ বিনাশন পরিজ্ঞান প্রদান করিব ; দেখিব,—ইহারা কোন্ কারণের বশে এই সতীসাধ্বী নারীদিগের বিনাশন করেন ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া সেই সতী সাধ্বী শোকার্তিকা মানবী দেবতাদিগের বিষয় বলিলেন। যে সৌনক। তাহা সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাত্মাকেই বলিলেন ॥ ২৫

ব্রাহ্মণ (সৌনী মহাশয়) কহিলেন,—মানবি। তুমি যে এইরূপ দেবতা কর্মফলের কথাই বলিলে, ইহা সত্য ; কিন্তু

পুত্রী চ কুলকন্যা ক্ষেত্রে [illegible] নহি।
যশপুত্রো ভবেৎ কালে কালে পুত্রঃ [illegible] ॥ ২৭
কালে [illegible] ভবতি কালে প্রোক্তাতি [illegible]।
এবং সর্বে মনুষ্যাশ্চ [illegible] কর্মণঃ ফলম্ ॥ ২৮
[illegible] ভবতি [illegible] পুত্রো [illegible]।
কালে [illegible] পুত্রঃ কালে প্রোক্তাতি [illegible] ॥ ২৯
পুণ্যবান্ পুণ্যযুক্তো চ [illegible] সুচিরম্মনঃ।
[illegible] ॥ ৩০
ব্রাহ্মণানাং সুখং ক্ষেত্রে [illegible] এব চ।
যো [illegible] তস্য চ ন [illegible] নিশ্চিতম্ ॥ ৩১
ন [illegible] ন চ সৌন্দর্যং [illegible] ন [illegible]।
নৈব স্ত্রী ন চ [illegible] বিনা ॥ ৩২
[illegible] যো হি তস্য [illegible]।
ন [illegible] বিনীতাক্ত [illegible] ॥ ৩৩

[illegible] যেমন গৌণ [illegible] করিয়া [illegible] তাহাকে [illegible] দিতে পারেন না ; [illegible] করিতে হয়, সেইরূপ এই [illegible] কর্মীর [illegible] দিতে পারেন না ॥ ২৬

যদি ; যেমন কোনও [illegible] ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকে, [illegible] হইলে তাহার [illegible] এবং [illegible] তাহা [illegible] পতিত হইয়া [illegible] করে ॥ ২৭

[illegible] হইলে সেই [illegible] এবং [illegible] করিবার [illegible] সেই [illegible] ব্যক্তি যেমন তাহা [illegible] হইয়া থাকে, সেইরূপ [illegible] পূর্বের কর্মের [illegible] হইয়া থাকে, [illegible] হইবে ॥ ২৮

[illegible] সেই [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] হইলে সেই [illegible] হইতে [illegible] এবং সেই [illegible] হইলে [illegible] পতিত হইয়া থাকে, [illegible] সেই [illegible] হইতে [illegible] ॥ ২৯

কিন্তু যে ব্যক্তি পুণ্যবান্, সেই ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র [illegible] যে দীর্ঘকাল [illegible] সেই [illegible] হইবেন—এই [illegible], ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩০

যদি ; ব্রাহ্মণগণ [illegible] সেই [illegible] যিনি তাহা [illegible], তিনি [illegible] লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩১

বিদ্যা [illegible] পুত্রঃ পৌত্রঃ [illegible] ধনং [illegible]।
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫
যদীদং [illegible] যো হি তস্য [illegible]।
[illegible] ॥ ৩৬
বিদ্যাং [illegible] পুত্রঃ পৌত্রঃ [illegible]।
[illegible] ॥ ৩৭
[illegible] যো [illegible]।
বিদ্যাবৈবর্তাখ্যানস্য [illegible] ॥ ৩৮
যো [illegible] বিনেয়তম্।
বিদ্যা [illegible] পুত্রঃ [illegible] ॥ ৩৯
[illegible] যো [illegible]।
সর্বাঙ্গপূর্ণঃ [illegible] তস্য [illegible] ॥ ৪০

[illegible] এই [illegible] যশ, সৌন্দর্য, [illegible], ধন, পুত্র, স্ত্রী এবং [illegible]—এ সব [illegible] ॥ ৩২

যে ব্যক্তি এ [illegible] ভক্তিসহকারে [illegible] সেবা করে, সেই ব্যক্তি [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

সেই [illegible] পুত্র, পৌত্র, ভূমি, ধন ও [illegible]—এই সকল লাভ করে ॥ ৩৪

হে মুনি ; যে ব্যক্তি [illegible], [illegible] এবং [illegible], [illegible] ভক্তিসহকারে [illegible] করে, সেই ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, তবে [illegible] ([illegible]) এবং স্ত্রী হইলে [illegible] ([illegible]) লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৫-৩৬

[illegible] সেই [illegible] বিদ্যা, [illegible], [illegible], পুত্র, পৌত্র, [illegible], ধন এবং [illegible] লাভ হয় ॥ ৩৭

যে ব্যক্তি [illegible] করে, সেই ব্যক্তিও [illegible], স্ত্রী—[illegible], বিদ্যা, [illegible] ও [illegible]—এই সকল লাভ করে ॥ ৩৮

যে মানুষ ভক্তিসহকারে [illegible] করে, সেই মানুষ [illegible] বিদ্যা, [illegible], ধন ও পুত্র, লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৯

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে [illegible] সকল [illegible] পূর্ণাঙ্গ, সর্বাঙ্গ, [illegible] করে,

বিষ্ণুনাম্নো ভবেত্তস্য ফলং [illegible] ।
ধনধান্যৈশ্বর্য্যপুত্রঃ পৌত্রঃ ধনং প্রজাঃ ॥ ৪১
জ্ঞানং বিদ্যা মুক্তিরিতি লভতে মানবঃ [illegible] ।
স্মরতে যো হি বিষ্ণুং [illegible] ॥ ৪২
[illegible] ভবেৎ যদি [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৩
[illegible]
বিষ্ণুং [illegible] যো [illegible] লভতে পদম্ ॥ ৪৪
বিষ্ণুবিষ্ণো [illegible] বিষ্ণুমায়া
[illegible] ॥ ৪৫
[illegible] বিষ্ণুঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৬
ইহলোকে [illegible] বিষ্ণোঃ পরং পদম্,
যো [illegible] লভতে [illegible] ॥ ৪৭
[illegible] বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ [illegible] যো হি [illegible] পদম্ ॥ ৪৮
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯
[illegible] বিষ্ণুম্,
[illegible] ॥ ৫০
[illegible]
[illegible] ॥ ৫১
[illegible]
[illegible] ॥ ৫২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৪
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible],
[illegible] ॥ ৫৫

জন্মাই ধন ও ধান্যাদি—সকল বস্তুই লাভ [illegible] এবং সেই ব্যক্তি ধনধান্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, পৌত্র, ধন, প্রজা, জ্ঞান, বিদ্যা ও মুক্তি—এসকলই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ যে ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি যদি পাপাত্মা হয়, তবে [illegible] নাশ করে, [illegible] নির্বাণ মোক্ষ লাভ হয়। সেই পাপ [illegible] বিষ্ণুর [illegible] মনুষ্য [illegible] কোটি [illegible]। কিন্তু যে দুষ্ট ব্যক্তি সর্বদা বিষ্ণুর [illegible] করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও [illegible] হয়। সর্বক্রতুফলদাতা সর্বগামী [illegible] সেই নারায়ণ [illegible] কৃপা করেন, [illegible] তিনি বিষ্ণু [illegible] পূর্বক [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] হয়। ৪০-৪৩

সেই [illegible] ইহলোকে [illegible] করিয়া [illegible] বিষ্ণুর পরম পদে গমন করে। [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] যে কোন [illegible] করে, সেই ব্যক্তি [illegible] সেই লোকে [illegible] সেই জন বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষ্ণু,

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিতে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]—[illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible], সেই ব্যক্তি [illegible] এবং সেই [illegible] কখন [illegible] না। ৪৮-৫১

[illegible] সেই [illegible] বিষ্ণুই [illegible] করিয়া থাকেন। ৫২

[illegible] (যাহার [illegible]) [illegible] ও [illegible] এবং [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] করেন, [illegible] করেন না। সেই [illegible]—[illegible] সেই [illegible] থাকেন। ৫৩-৫৪

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] করেন না, সেই জন শ্রীকৃষ্ণের [illegible] দ্বারা [illegible] করিয়া [illegible] থাকেন। ৫৫

পরিপূর্ণতমঃ ব্রহ্ম [illegible] ।
[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৫৬
[illegible] পূর্ণব্রহ্ম [illegible] ।
[illegible] পুত্রাদপি [illegible] ॥ ৫৭
[illegible] গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ।
[illegible] ॥ ৫৮
[illegible] গোলোকে [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬০
[illegible]
[illegible] ॥ ৬১
[illegible] কোটিজন্মকৃতানি চ ।

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] পরিপূর্ণতম [illegible] কোটি [illegible] পূর্ণ [illegible] গোলোকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] গোলোকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

[illegible] ॥ ৬২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৪
[illegible] গোলোকং [illegible] ।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৬৫
[illegible] গোলোকে [illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে গোলোক-[illegible] ব্রহ্মখণ্ডে [illegible] নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

[illegible] ॥ ৫৮-৫৯

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ॥ ৬০

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৬২-৬৪

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] গোলোকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৬৫

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ॥ ৬৬

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে গোলোক-[illegible] চতুর্থ অধ্যায় [illegible] ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[বালাবতী-কালমুক্তলক্ষণাবর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কেন যোগেন হি মুক্তোঽহমুদ্বাহার্হি ত্বয় প্রিয়ে।
সর্বলোকচিকিৎসাজ্ঞে ব্রূহি চ চিকিৎসিতম্ ॥ ১

মৃত্যুনাঃ দুষ্ট যোগায় মন্ত্রায়োত্তারণে মতি
মহাজ্ঞানেন তং ভীরু ভীরুবামাবলীলয়া ॥ ২

ব্রহ্মা দুষ্টায় যঃ কালঃ যাবিষ্যাণীর বৎসুতঃ।
নিবদ্ধা শাস্ত্রঃ সংক্রান্তঃ যাবো ন্যস্তঃ পতঃ যথা ॥ ৩

যত্রো ন সন্তাপ যাবিষ্যেষু বেদবাদিনাম্।
যাবীনাং ভাবো ন্যস্তঃ যং সর্বং জ্ঞানমি সুন্দরি ॥ ৪

যত্রো ন সন্তাপ যাবিষ্যেষু দুষ্টনমস্তম
ত্বয়াপাঃ বিজানামি শাস্ত্রস্যাস্যাসারতঃ ॥ ৫

যো যা যোগেন যোগেন যোগ্যাংশ্চ করোতি চ
তত্ত্ব তং ভীরুযোগায় জানামি যোগবর্ধনঃ ॥ ৬

ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্ত্রীত্বা বালাবতী সতী
সুস্মিতা বিহসিত্বা সা তমুবাচ প্রহর্ষিতা ॥ ৭

বালাবত্যুবাচ।

অহো শ্রুতং বিজানামি যদ্যত্ত বালরক্ত ত্বং।
যদ্যদাহরিষিপূর্ণো জ্ঞানং যোগবিধাং পরম্ ॥ ৮

যত্র কৃত্বা প্রবিত্তা চ ত্বাত্তঃ ভীরুবিদুঃ যম।
বিপাকীত্বং ন সন্দেহো ভূতভব্যা ভীরিতঃ পরিঃ ॥ ৯

ভীরুবিদুঃ সংক্রান্তঃ পশ্চাত্ বেদবিদাং বরঃ।
অন্যং পৃচ্ছামি সংসারাত্তরান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১০

সন্তাপাঃ ভীরিতে কাত্তে তত্ত ভীরুত্ব সন্নিধৌ।
যাং বি প্রভূং ন সন্তাপঃ বিদ্যমানে মনীষয়ে ॥ ১১

এতে ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিদ্যমানাস্ত সাম্প্রতি
তত্ত যেবধিবাং জ্ঞেয়ো ন চ ভক্তিস্তবেশ্বরঃ ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[বালাবতী ও কালমুক্তের সংবাদ বর্ণন।]

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—সর্বজ্ঞাজ্ঞে বালবতি! তোমার এই প্রিয় পতি এখন কোন্ যোগে মুক্ত হইয়াছে? আমি এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিলাম, তুমি তোমার চিকিৎসা আমি জানি। ১

সতি! তোমার মুখ না মৃত্যুমুখ ব্যক্তিকে আমি আমার মহাজ্ঞানবলে অনায়াসেই লাভ দিবার মত জীবিত করিতে পারি। ২

আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আমি যোগের পন্থাকে সহজ করিয়া আনিতে পারি, যেমন আমিত্ব ব্রহ্মা, মৃত্যু, যম, কাল ও আমিকে সহজ করিয়া তোমার সম্মুখে আনিতে পারি। ৩

সুন্দরি! যমলোকে যেসকল বেদবাদী ব্যক্তিগণের যোগে আমি সমর্থ হইতে না পারে, সেই আমিবিদ্যার যে যে তাৎপর্য আছে, তাহাও আমি জানি। ৪

যাহাদের মৃত্যু ও যমলোকের আমিত্ব নীচ পর্যন্ত সমাপ্তি হইতে না পারে, শাস্ত্রবর্ণিত তত্ত্বানুসারে তাহাদের উপায় আমি জানি॥ ৫

যে ব্যক্তি যোগবলে কিম্বা তোমার যোগে যেরূপভাবে তাহার জীবনের উপায় যোগবর্ণনানুসারে আমি তাহাও জানি। ৬

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সতী বালাবতী ঈষদ্ধাস্য ও মুখে হাত দিয়া আনন্দিত-মনে যেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ৭

বালাবতী কহিলেন,—আহা! আজ আমি এই ব্রাহ্মণ-বালকের মুখ হইতে কি অদ্ভুত কথা শুনিলাম! বোধহইতেছে, ইনি বয়সে বালক হইলেও যোগবিদ্ যোগিজনদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ধারণ করেন। ৮

যে ব্রাহ্মণবালক! আপনি যখন আমার পতিকে জীবিত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমার পতি অবশ্যই জীবিত হইয়া ফিরিবেন; কারণ, মহাপুরুষদের বাক্য কখনও বিপরীত অর্থাৎ বিফল হয় না। ৯

যে ব্রাহ্মণবালক! আপনি যখন আমার পতিকে জীবিত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমার পতি অবশ্যই জীবিত হইয়া ফিরিবেন; কারণ, মহাপুরুষদের বাক্য কখনও বিপরীত অর্থাৎ বিফল হয় না। ১০

যে ব্রাহ্মণবালক! আপনি যখন আমার পতিকে জীবিত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমার পতি অবশ্যই জীবিত হইয়া ফিরিবেন; কারণ, মহাপুরুষদের বাক্য কখনও বিপরীত অর্থাৎ বিফল হয় না। ১১

যে ব্রাহ্মণবালক! আপনি যখন আমার পতিকে জীবিত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমার পতি অবশ্যই জীবিত হইয়া ফিরিবেন; কারণ, মহাপুরুষদের বাক্য কখনও বিপরীত অর্থাৎ বিফল হয় না। ১২

নাহং রক্ষামি [illegible] ন কোঽপি রক্ষিতুং ক্ষমঃ
শক্তিঃ করোতি যদি স ন কোঽপি রক্ষিতা ভুবি ॥১৩
এবং দেবেষু যো শক্তিঃ [illegible]
স্ত্রী-পুরুষস্য [illegible] স্বামী কর্তা চ যোষিতাম্ ॥১৪
স্বামী কর্তা চ হর্তা চ পাতা পোষ্টা চ রক্ষিতা।
[illegible] পুত্রান্ত ন [illegible] বাদিনঃ পরঃ ॥১৫
কন্যা [illegible] যা যা [illegible]।
যা স্বয়ং চ যা দুষ্টা [illegible] কুলটা জনম্ ॥১৬
দুষ্টা পরপুরুষাসক্তা দেবস্থে বা [illegible]
সা নিন্দতি পতিং [illegible] ॥১৭
[illegible] চ।
[illegible] সদা [illegible] ॥১৮
[illegible]।
[illegible] ॥১৯

এই অবস্থায় আমাকে [illegible] রাখিবার জন্য (আমার পতি [illegible]) [illegible] নাই ॥১২

হে [illegible]! পতি যদি [illegible] রক্ষা [illegible] তবে [illegible] করিতে [illegible] হন না। [illegible] পতি যদি [illegible] করেন, তাহা হইলে এই [illegible] তাহাকে রক্ষা করিবার [illegible] নাই ॥১৩

[illegible] স্বামীই কর্তা, [illegible] স্ত্রী-পুরুষের [illegible] স্বামীই [illegible] থাকিবে। [illegible] পতি [illegible] রক্ষা [illegible] নাই ॥১৪

[illegible], স্বামীই [illegible] কর্তা, হর্তা, পালক, পোষক ও রক্ষক এবং [illegible] ও পূজনীয়। স্ত্রীলোকের স্বামী [illegible] নাই ॥১৫

যে কন্যা [illegible] করেন, সেই কন্যাই [illegible] পতির [illegible] থাকেন। কিন্তু যে কন্যা [illegible], সেই কন্যা [illegible] (কুলটাকারিণী) [illegible] হয় ॥১৬

[illegible] যে নারী [illegible], সেই নারী [illegible] পতির নিন্দা করিয়া থাকে। [illegible] নারী [illegible] হইবে ॥১৭

হে [illegible]! [illegible] পতির [illegible] একাল [illegible] ॥১৮

মানসকৌতুকঃ [illegible] বিপ্রো [illegible] যোষিতাং বরঃ।
[illegible] ॥২০
[illegible] মানসী সতী।
[illegible] ॥২১
[illegible]
[illegible] ॥২২
[illegible] মানসী।
[illegible] শ্রীমদ্বৃন্দাবনপ্রভুঃ ॥২৩
[illegible] চতুর্বিংশতি [illegible]।
[illegible] ॥২৪
[illegible]
[illegible] ॥২৫
[illegible]।
[illegible] ॥২৬

হে [illegible]! [illegible] বিষ্ণুকে [illegible] তথাপি এবং আমার [illegible] ॥১৯

[illegible] সেই [illegible] এই কথা [illegible] করিয়া [illegible] সেই [illegible] পূর্বক [illegible] ॥২০

সেই [illegible] সতী [illegible] ॥২১

[illegible] বিষ্ণু [illegible] এবং [illegible] ॥২২

তাহার [illegible] করিলেন। [illegible] এবং [illegible] ছিলেন। তাঁহার [illegible] ॥২৩-২৪

[illegible] ॥২৫

[illegible] ॥২৬

[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ॥ ২৮

[illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible]

[illegible] ॥ ৩১

[illegible]

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible]

[illegible] ॥ ৪০

[illegible]

[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭

[illegible] ॥ ৩৮

[illegible] ॥ ৩৯

[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ॥ ২৮–২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৩৫

[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭–৩৮

[illegible] ॥ ৩৯

পুত্রঃ [illegible] সর্বদাপি ।
তথা [illegible] বিশিষ্য ॥ ৪০

নারায়ণ উবাচ ।

হে কাল [illegible] সনাতন ।
[illegible] ॥ ৪১
[illegible]
[illegible] ॥ ৪২

কালপুরুষ উবাচ ।

কো [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৩
[illegible]
[illegible] সর্বজ্ঞঃ ॥ ৪৪
[illegible]
[illegible] পুণ্যানি [illegible] ॥ ৪৫

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯
[illegible] ।
[illegible] পৃথিবী [illegible] ॥ ৫০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫১
[illegible]
পুরাণানি চ সর্বাণি [illegible] ॥ ৫২

এই [illegible] ৪০

নারায়ণ কহিলেন,— [illegible] ৪১

হে প্রভো! হে কৃপানিধে! আপনি সর্বজ্ঞ, [illegible] ৪২

নারায়ণের কথা শ্রবণ করিয়া কালপুরুষ কহিলেন,— আমি কে! এই মৃত্যু বা কে! এই মৃত্যুকন্যা এবং ব্যাধি-সকলই বা কে! [illegible] ৪৩

প্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি [illegible] ৪৪

যে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ৪৫

[illegible] ৪৬

যাঁহার [illegible] ৪৭

যাঁহার [illegible] ৪৮

[illegible] ৪৯

যাঁহার [illegible] পৃথিবী [illegible] ৫০

যাঁহার [illegible] ৫১

[illegible] ৫২

অত্র ব্রাহ্ম বিধিবিষ্ণু দেবতে পুরুষান্ বিরাট্ ।
ষোড়শাধ্যায়ো ভগবতঃ স এব ভেষজো ভিষজঃ । ৫৩
অর্থৈষঃ কালকালো মৃত্যোর্মৃত্যুঃ পরাৎপরঃ ।
সর্ববিঘ্নবিনাশায় তং ভক্তাঃ পরিচিন্তয় । ৫৪
সর্বাতীতৈক ভর্ত্রায়ঃ প্রণামস্তব কৃপানিধে ।

ইমে বৎপ্রেরিতাঃ সর্বে ন দাস্যা সর্বসম্পদাম্ । ৫৫
ইত্যুক্ত্বা কালপুরুষো বিরতাম ভৌমক ।
কথা কথিতুমারেভে পুরুষেষু তু তাত্ত্বিকম্ । ৫৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে নারায়ণী-কালপুরুষসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ । ১৫

ধাঁহার নাম বিধি, বিষ্ণু এবং পুরুষান্ বিরাট্ পুরুষ সেবা অর্থাৎ ঔষধ তুল্য করেন। এই পুরুষান্ বিরাট্ পুরুষ সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশে জাত । ৫৩

যিনি সকলের ঈশ্বর, কালের কাল, মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি সমস্ত বিঘ্নবিনাশের জন্য চিন্তা কর । ৫৪

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভোমাকে সমস্ত ঈশ্বরের বড় এবং শ্রীমন্নারায়ণ সেবাসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানানুসারে ব্রহ্মখণ্ডে ভৌমি-ভৌমক সংবাদপ্রসঙ্গে নারায়ণী কালপুরুষসংবাদ-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

পরি প্রদান করিবেন। (ভগবান্ সমস্ত দেবতাদের নিকট অনুমতি নিবেদন পূর্বক কালপুরুষ বলিলেন,—) হে ভগবন্ যিনি যেরূপ করেন অর্থাৎ ভাল বা মন্দ যাহা বিধান করেন, সেই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্বসম্পৎপ্রদায়ক । ৫৫

হে ভূমিপুত্র ভৌমক। এই কথা বলিয়া সেই কালপুরুষ তখন নীরব রহিলেন। ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্তী শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৫৬

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

[বিষ্ণু-নারায়ণীসংবাদে ব্যাধীনামুৎপত্তি, তথা চিকিৎসাপ্রকরণ]

ব্রাহ্মণ উবাচ

সৃষ্টৌ কালো যমো মৃত্যুরুক্তা ব্যাধিগণা অপি
অস্মাভিশ্চ ন সম্বোধস্তৎ সৃষ্টং কথমেব তৎ । ১
ব্রাহ্মণশ্চ যঃ কথা শ্রুত্বা নারায়ণী সতী ।
তদনোনিধিকং প্রশ্নং চকার তদবীহয়ন্ । ২

নারায়ণ্যুবাচ ।

যথা যৎ কথিতো ব্যাধি প্রাণিনাং প্রাণঘাতকঃ ।
তৎসংহারক বিধিরং সর্বমেতে বিভূপিতম্ । ৩
অতো ন সম্ভবন্ ব্যাধির্বিধাতোঽতুলাবতঃ ।
তদুপায়ক নাকস্যাঃ তথাস্ত্বং বক্তুমিহার্হসি । ৪
যং যং পৃষ্টবপৃষ্টং বা জ্ঞাতব্যজ্ঞানমেব যৎ ।
সর্বং তথা তদুদ্ধারং কুরু সর্বজ্ঞসংসদঃ । ৫
নারায়ণীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্ররূপী জনার্দনঃ ।
ব্যাধিনাং বক্তুমারেভে সাধিষ্ঠাত্রীক বৈষ্ণবীম্ ৬

ষোড়শ অধ্যায় ।

[ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু নারায়ণীর সংবাদপ্রসঙ্গে ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি তথা এবং তাহার চিকিৎসা প্রকরণ ।]

ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন,—হে ভদ্রে ! তুমি কাল, যম, মৃত্যুকন্যা ও ব্যাধিসমূহকে দেখিতে পাইলে—ইহা আশ্চর্য্য । এখন তোমার মনে কি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা কর । ১

ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সতী নারায়ণী জিজ্ঞাসিতা হইলেন। তিনি তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অভিপ্রায় স্থির এই প্রশ্ন করিলেন । ২

নারায়ণী কহিলেন,—হে ভদ্রে ! আপনি যে সর্বজ্ঞসমাজে ব্যাধিসমূহের প্রাণসংহারকারী এবং তাহার নানাবিধ ভয়ঙ্কর ভেদ বিবৃত করুন । ৩

এই অতিভয়ঙ্কর এবং দুর্বিষহ ব্যাধি যাহাতে প্রাণিদেহে জন্মিতে না পারে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার সমুদয় উপায় বর্ণনা করুন । ৪

আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি বা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, আমি যাহা জানি কিংবা জানি না, আপনি সেই সব বিষয় আমাকে বলুন ; কারণ, আপনি সর্বজ্ঞসমাজে গুরু —ভগবান্ নারায়ণ । ৫

নারায়ণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবী (বৈষ্ণবশক্তি) সহিতা এবং সেই ব্যাধিসমূহ আহ্বান করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন (এই শ্লোকের শেষ চরণ পাঠান্তরে যেরূপ পাওয়া যায়—

ব্রাহ্মণ উবাচ।

বন্দে তং সর্ববীজং সর্বকারণকারণম্।
বেদবেদাঙ্গবীজস্য বীজং শ্রীকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৭

স ঈশস্ত্রকৃতো যেষাং সসৃজে সর্বসম্ভবান্
সর্বেষামপি বেদানাং সসৃজে ॥ ৮

ঋগ্‌-যজুঃ-সামাথর্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং চৈবায়ুর্বেদং চকার সঃ ॥ ৯

কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ
স্বতন্ত্র সংহিতাং তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ ॥ ১০

ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্বেদং স্বসংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ ॥ ১১

তেষাং নামানি বিদুষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানি চ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বি মত্তো নিশাময় ॥ ১২

ধন্বন্তরির্দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽশ্বিনীসুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ ॥ ১৩

জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এব চ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ ॥ ১৪

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি ॥ ১৫

চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ
চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশিরাজশ্চকার সঃ ॥ ১৬

চিকিৎসাসারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যকসর্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ ॥ ১৭

চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দনম্
জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার হ ॥ ১৮

চ্যবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবানৃষিঃ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনম্ ॥ ১৯

'আদিত্যাদেব [illegible]' ৷ এখানে বৈদ্যক অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, বিবিধ সংহিতা এবং অর্থ প্রতিপাদ্য হইবে।) ॥ ৬

ব্রাহ্মণ (রাজমাতণ্ডী শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন,—যিনি সর্বকারণের কারণ, বেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব) এবং বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ) বীজেরও প্রধানতম বীজ ও সর্বস্বরূপ, আমি সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৭

সমস্ত বেদসমূহেরও সর্বাগ্রে বীজস্বরূপ পরমেশ্বর সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম বিধান-মূর্তি ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব—এই চারি বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৮

এই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বনামক চার বেদ দেখিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদের অর্থ বিবেচনাপূর্বক সর্বশাস্ত্রের পূর্বক আয়ুর্বেদনামক একটি পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করিলেন ॥ ৯

সেই প্রভু ব্রহ্মা পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিয়া সূর্যদেবকে প্রদান করিলেন। সেই সূর্যদেব তখন আয়ুর্বেদের ভিতর হতে এক স্বতন্ত্র সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ১০

অনন্তর সূর্যদেব আয়ুর্বেদ এবং রচিত সংহিতা নিজের শিষ্যদের প্রদান করিলেন ও অধ্যয়ন করাইলেন। তখন তাহার শিষ্যগণ আবার প্রত্যেকেই আয়ুর্বেদের ও সূর্য-প্রণীত সংহিতা হইতে বহু সংহিতাসকল প্রণয়ন করিলেন ॥ ১১

হে সতী সাধ্বি! সেই সব বিদ্বান্ ব্যক্তিদের নাম এবং ব্যাধিনাশের বীজস্বরূপ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১২

১। ধন্বন্তরি, ২। দিবোদাস, ৩। কাশিরাজ, অশ্বিনী-পুত্রদ্বয়—৪। নাসত্য এবং ৫। দস্র, ৬। নকুল, ৭। সহদেব, ৮। অর্করাজ, ৯। চ্যবন, ১০। জনক, ১১। বুধ, ১২। জাবাল ১৩। জাজলি, ১৪। পৈল, ১৫। করথ এবং ১৬। অগস্ত্য। এই ষোড়শজন ব্যাধিনাশক বৈদ্য বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে বিশারদ ছিলেন ॥ ১৩-১৪

সতি! ভগবান্ ধন্বন্তরি সর্বপ্রথমে 'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান' এই নামে এক মনোহর তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১৫

তাহার পর দিবোদাস 'চিকিৎসাদর্পণ' এই নামে এক তন্ত্র রচনা করেন। কাশীরাজ 'চিকিৎসাকৌমুদী' নামে দিব্য তন্ত্র নির্মাণ করেন ॥ ১৬

অশ্বিনী কুমারদ্বয় ভ্রমনাশক 'চিকিৎসাসার-তন্ত্র' নামে তন্ত্র প্রণয়ন করেন। নকুল 'বৈদ্যক-সর্বস্ব' নামে এক তন্ত্র রচনা করেন ॥ ১৭

সহদেব 'ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দন' নামে এক তন্ত্র প্রণয়ন করেন। যম 'জ্ঞানার্ণব' নামে এক মহাতন্ত্র প্রণয়ন করেন ॥ ১৮

ভগবান্ ঋষি চ্যবন 'জীবদান' নামে এক তন্ত্র সৃষ্টি করেন। যোগী জনক 'বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন' নামে এক তন্ত্র সম্পাদন করেন ॥ ১৯

যো হি স্নানাদ্যহোরাত্রী ব্রহ্মচর্য্যাদ্যা লঙ্ঘয়েৎ নরঃ।
তেন পাপেন দাহ্যন্তে তস্য তদ্দুষ্কৃতস্য হি ॥ ৪৯
পাপানাং ব্যাধিভিঃ সাদ্ধং সিদ্ধয়ো নশ্যন্তি ধ্রুবম্।
পাপং ব্যাধিস্বরূপেণ বিস্তরীকৃত্য নিশ্চিতম্ ॥ ৫০
পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা
পাপেন জায়তে মৃত্যুঃ দুঃখযোনৌ ভবন্তি তাঃ ॥ ৫১
তস্মাৎ পাপং মহাঘোরং রোগবীজমমঙ্গলম্
জায়তে সততং যস্মাৎ ব্যাধয়শ্চ ভয়াবহাঃ ॥ ৫২
স্বধর্মাচারযুক্তশ্চ যৌক্তিকঃ বুদ্ধিসেবকঃ
শুদ্ধসেবাভিযোগাচ্চ সততং সকলং তপঃ চ ॥ ৫৩
ব্রহ্মোপাসনযুক্তশ্চ সদা দীর্ঘনিসেবকম্
রোগা ভবন্তি তা দৃষ্ট্বা দৈবদ্বেষবিযোগযাঃ ॥ ৫৪
এতান্ ত্যক্ত্বা ন সেবেত ব্যাধিসঙ্ঘান্ দুরাত্মনঃ।
সর্বং রোগময়ং জ্ঞাত্বা সর্বং প্রতিসৃষ্টি ॥ ৫৫

যস্তন্ত্র সর্বরোগাণাং জনকঃ কথিতঃ বুধৈঃ ।
পিত্তশ্লেষ্মসমীরাস্তে ত্রয়স্তন্ত্রাশ্রয়াঃ ॥ ৫৬
এতে যদা সমাবস্থাং যান্তি চ দেহিনু
তদেব বিধিযোগাস্যাঃ সাক্ষি সন্তো নিগদ্যতে ॥ ৫৭
কুরি ভাবস্বভাবাত্মাধারয়ন্তো এব চ ।
প্রোক্তিয়াঃ জায়তে পিত্তঃ চক্রে চ নবিশুদ্ধকে ॥ ৫৮
তালবিষ্কলয়ো মুক্ত্বা রসপানক তৎক্ষণম্
তদেব তু হৃদয়ে পিত্তং সন্তঃ প্রোণয়ন্তঃ পয়ম্ ॥ ৫৯
তত্রোলকক শব্দাদি ত্বাত্রে ত্বিক্তঃ বিশেষতঃ
দৈবপ্রকল্প যো ভুক্তে পিত্তঃ তস্য প্রকোপতে ॥ ৬০
সমর্থকত বস্ত্রাতং পিত্তং পৈত্তোপকারিতম্ ·
চক্ষুঃ সর্বগমাক্ত ধরি পক্তমিত্তিজিত্ ॥ ৬১
বিষত্বালক্ষণাঃ পক্তাঃ নবৈশ্চক্ষমবেব চ ।
আর্দ্রতা মৃদুমৃদুক ত্বিলশিষ্টঃ সমর্থনম্ ॥ ৬২

কার্যকারিতা ।), দুরাত্মকপক্ষে এবং যে নারী অনুচিত্ত, যে ব্যক্তি এই সব নারীর সঙ্গ ভোগ করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী হয়। তথা এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহিত তাহার বিদ্যা উপস্থিত হয় ।৪৮-৪৯

পাপসমূহের ব্যাধিসঙ্গের সহিত চিরস্থায়িনী মিত্রতা আছে, ইহা অতি ধ্রুব সত্য ; এই পাপই ব্যাধি ও জরার বীজ (কারণ) এবং এই পাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিস্তার হীন ।৫০

এ সেই ব্যাধির জন্ম হয়, পাপের জন্মে জরার উৎপত্তি হয়, পাপে মৃত্যুসমূহ উদ্ভব হয় এবং পাপসমূহ দুঃখ ও অশুভের যোনিরূপ হইয়া থাকে ।৫১

সেই কারণে পাপসমূহকে তথা অমঙ্গলীয়ের বীজরূপ এই ভয়ঙ্করকে অবশ্যকরে, যেহেতুহতে ও মহাভয়ঙ্কর পাপ অর্থাৎ পাপকর্ম অনুষ্ঠান করেন না ।৫২

মনীষিগণ যেরূপ যন্ত্রকে বলিয়া থাকে পাকাশয় করে, সেইরূপ রোগসমূহের জন্মদাতারূপ, আত্মাধারণ, যৌক্তিক, বুদ্ধিসেবক, শুদ্ধ তপঃ, ব্রহ্মোপাসনযুক্ত, সদাগ্নি সেবনকারী পিত্ত, রস ও উপযোগ-সমূহের এবং সদা ঔষধসেবক বলিয়া তিন প্রকার হয় ।৫৩-৫৪

এই পূর্বোক্ত বিরুদ্ধস্বভাব সমূহকারী ব্যক্তিসমূহকে ত্যাগ ও দূরে পরিত্যাগ আচরণ করিতে পারে না। কিন্তু এ সমস্ত অসুখের কারণ বুঝিতে হইবে, সমস্ত রোগে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে অর্থাৎ ভরা হইবে ।৫৫

বুদ্ধি জ্ঞানাবস্থা। এর সমস্ত রোগসমূহের জনক বলিয়া কথিত হয়। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু—এই তিনটি তন্ত্রের আশ্রয় ।৫৬

যখনই সমাবস্থা। এই সব রোগ দেহধারী জীবসমূহের মধ্যে যেভাবে সংঘটিত হয় এবং যেভাবে আসিয়া দেহসমূহ আশ্রয় করে, তাহারই বিধি কারণ বুদ্ধি আমরা নিম্নে বর্ণিত হইতে প্রবৃত্ত হয় ।৫৭

প্রথম পিত্তের কথা বলিতেছেন,—আমাদের কুসুম উৎপন্ন হইবে আমাদের যে অঙ্কুরের পর প্রাণিসমূহের দেহ-মধ্যস্থিত নাভিমূল-স্থানে পিত্ত উৎপন্ন হয় ।৫৮

তাল এবং বেল তৎক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভক্ষণের পর সেই সময়েই উহাই প্রাণসমূহের হৃদয়ে পিত্তরূপে পরিণত হইয়া যায় ।৫৯

যে ব্যক্তি সমস্তকালে দৈবগ্রস্ত হইয়া থাকে তখন এবং বিশেষভাবে তাহাদের পিত্ত রস পান করে, তাহার পিত্ত উৎপন্ন হয় ।৬০

অবস্থার পিত্তসমূহের কথা বলিতেছেন,—সর্বদা (তিনি)-বিধির পাচক তথা সব প্রকার চূর্ণ অর্থাৎ অম্লের ধারণ, রসক (রোগা) এবং পরি ও তক্ত (ঘোল) সহিত আহারের সর্ব প্রকার পক্ক, পক্ক পিত্ত ও ঝাল, তিক্ত (তাল) তাল সর্ব রস, আর্দ্রক (আদা), মৃদুল (মৃদুকলার)-মূল এবং সর্বপ্রকারের

পিত্তকরঞ্চ মাংসোল্বণপুষ্টিপ্রদং পরম্
পিত্তনাশক ত্বগ্দোষরক্তহং মিশ্রমেব চ। ৬৩
ভোজনানন্তরং তাম্বং ভক্ষণাদ্বা বিনা ত্বপা।
ত্রিদোষঘ্নং স্মৃতিকরং স্মৃতিবাতহরং বরম্। ৬৪
পর্যুষিতান্নং তক্রঞ্চ পক্কং রম্ভাফলং দধি
দোষায় পর্বণাযোগাৎ পুষ্টিবলপ্রদেষ্বপি। ৬৫
বায়ুশ্লেষ্মকরং রুক্ষমুষ্ণং পর্যুষিতং জলে
গুরুমুষ্ণাপক্কফলং মূলকং কফবর্দ্ধনম্। ৬৬
বাতঘ্নান্নং বর্ষাসু মূলকং শ্লেষ্মকারকম্।
শ্রমহরং চ তদ্বচ্চ বংশীবিবাদপ্রদম্। ৬৭
ধাত্রীফলং শ্রীফলঞ্চ পক্কতৈলবিশেষকম্
শ্রবণা গুরুতক্রঞ্চ গুরুপক্কফলৌকসী। ৬৮
পিত্তাম্লকফলঞ্চ রম্ভাফলমপক্কম্।
বেসবারং পিত্তবায়ু অন্যান্নং তপ্তমেব চ। ৬৯
মধুতঃ ষোড়শাদূর্দ্ধং মধুতঃ শুষ্কপর্ণকম্
মধ্বীঃ পিপ্পলঃ শুষ্কমার্দ্রকং জীরকং মধু। ৭০

ত্রপা-লোহাদি সান্নধি মদ্যভেষজয়োরপি চ
বলপুষ্টিকরাণাঞ্চ বায়ূনাঞ্চ নিষেবণম্। ৭১
ভোজনানন্তরং মদ্যোদ্গমনং বাময়ং ক্ষুধা
ক্লেদং বহ্নিঞ্চাপি পরং শ্রমনৈমুদ্যম্। ৭২
দুষ্টাস্রোগমরৌ চৈব মদ্যসেবাপি এব চ
অতিরুক্ষনরাণাঞ্চ মৃদ্বং কলমেব চ। ৭৩
কটুবাক্যং তথা শোকং ক্লেদনং বায়ুকারণম্।
আজ্ঞাচক্রে গুরুত্বং মিশ্রাণাং তমোময়ম্। ৭৪
পক্কং রম্ভাফলঞ্চৈব লঘীনং সর্ব্বরোগকম্
বাতশ্লেষ্মকরঞ্চৈব লঘুত্বকরং সুপিষ্টকম্। ৭৫
বাহ্নিং দধি স্থিতিং ক্লেদনং বা মলবর্দ্ধনম্।
লঘু পর্যুষিতান্নঞ্চ লৌহীনাং শীতলোদকম্। ৭৬
পক্কতৈলবিশেষঞ্চ ত্রিদোষঘ্নঞ্চ ক্লেদনম্।
নাগলী-ভাল-খর্জ্জুরমূলকানলকৌরবম্। ৭৭
শীতলোষ্ণোদকস্নানং সুস্নিগ্ধোদ্বর্তনং শ্রমঃ।
স্নিগ্ধপক্কফলস্নিগ্ধং সুস্নিগ্ধান্নানি চ। ৭৮

ত্রিদোষ দূর (কিংবা ত্রিদোষিক)—এই সব বস্তু লঘু; পিত্তনাশক, বলকারক ও পুষ্টিকর বলিয়া কথিত হয়। এই জাতি ভোজনের পিছু দাবের উপযোগী এবং পিত্তের কারণ নহে বলিয়াই, এখন আমি বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬১-৬২

ভোজনের পর তাম্র, ভক্ষণ বাতীত অন্যথায়, ত্রিদোষ নাশক, বিশ্ব নাশক, বুদ্ধিকর, পর্যুষিত (বাসী) অন্ন, তক্র, পক্ক রম্ভাফল, দধি, বৃদ্ধির জন্য, পর্ব্বাদিতে জন্য, অধিকন্তু ত্রিদোষ জন্যকারী, বায়ুশ্লেষ্মকর জন্য, পর্যুষিত জলে রক্ষ হয়, পক্ক গুরু-মূলা (গুরুমূল) জন্য, অধিকন্তু পক্ক কর্কটীফল (শাঁকুড়), বর্ষাকালে বাতঘ্নকারক হয় এবং মূলক—এই সব বাতঘ্নের অধিকন্তু শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে। এই শ্লেষ্মা শ্রমহরকে বিনষ্ট হয় এবং বৈশিক বাদ্যকারকে নষ্ট করিয়া থাকে। ৬৩-৬৭

বাহ্নিকর, বৃদ্ধি ধাত্রীফল, পক্ক শ্রীফলবিশেষ, ক্লেদ, তক্র গুরু জন্য, তক্র ও পক্ক ফলৌকসী, অপক্ক পিত্তাম্লকর (অম্লপিত্ত-বিনাশ,), অপক্ক রম্ভাফল, বেসবার (বেসন), নিষ্ঠুবায় (দুষ্পাচ্যকর), অন্যান্ন, অন্নান্ন (অন্নপান বা ক্ষুধা), মধুর ষোলো (ষষ্ঠিরা) চূর্ণ, মধুর শুষ্ক পর্ণিকা, মধ্বীঃ, পিপ্পল, শুষ্ক আর্দ্রক, জীরক (অষ্টবর্গীয় ঔষধবিশেষ) এবং মধু—এই সকল দ্রব্য লঘু জানা শ্রেয়ঃ বিধেয় করে। বর্ষাঋতুজাত। এই সকল দ্রব্য বাতনাশক বল ও পুষ্টিকারক হইয়া থাকে। অতঃপর বায়ুর বাড়ন প্রকার কথা। ৬৮-৭১

ভোজনের পর উদ্গমনের বমন ও বাময় (বমন), ক্লেদন, অগ্নির উদ্গম, পুনঃ পুনঃ শ্রমণ, নিদ্রাবস্থার স্ত্রী সহবাস; দুষ্টা রক্ত-বমন, শুক্রের মন্দতাপ, অতিরুক্ষ ক্লেদ কিন্তু বস্তু ভোজন করা কিংবা অতিরুক্ষ অবস্থায় কৌরাদি করা, অন্যান্ন, মৃদু, কলাই, কটুবাক্য, শোক ও ক্লেদ—এই সব ক্লেদন বায়ুর কারণ। এই বায়ু আজ্ঞাচক্রের উদ্গম হয়। ইহার উদ্গমের ভেদ শ্রবণ কর। ৭২-৭৪

ভোজনের পর রম্ভাফল অম্ল ও বাতঘ্ন (বাতনাশক), ক্লেদন, অগ্নির উদ্গম, পুনঃ পুনঃ শ্রমণ, নিদ্রাবস্থায় স্ত্রী সহবাস; দুষ্টা রক্ত-বমন, শুক্রের মন্দতাপ, অতিরুক্ষ ক্লেদ কিন্তু বস্তু ভোজন করা কিংবা অতিরুক্ষ অবস্থায় কৌরাদি করা, অন্যান্ন, মৃদু, কলাই, কটুবাক্য, শোক ও ক্লেদ—এই সব ক্লেদন বায়ুর কারণ। এই বায়ু আজ্ঞাচক্রের উদ্গম হয়। ইহার উদ্গমের ভেদ শ্রবণ কর। ৭২-৭৪

লঘুকর পক্ক রম্ভাফল অম্ল, বর্ষাঋতুজাত অম্ল অর্থাৎ তিন্তিড়ি সমেত, বাহ্নিকর অম্ল, লঘু বিশেষ অম্ল, উষ্ণ স্নিগ্ধ, অধিকন্তু ত্রিদোষ বিনাশক ক্লেদন রবি কিংবা লবণযুক্ত রবি ও বিষ্টাম্ল, অম্লাম্ল পর্যুষিত অম্ল, লৌহীঃ (তাঁতী), শীতল জল, পক্ক তৈলবিশেষ, ত্রিদোষ ত্রিদোষঘ্ন, নাগলী (বাহ্নিকর), ভাল, খর্জ্জুর, মূল (পরিষ্কার মাংস বা ভাল খর্জ্জুর ভক্ষণ যেমি), আমলকীফল (এস্থলে 'নাগলী-ভাল-খর্জ্জুরমূলকামলকীফলম্' এই পাঠান্তর দেখা যায়। যেমন……খর্জ্জুর ও মূলক আমলকীফল), শীতল ও উষ্ণোদক স্নান, অর্থাৎ মূলক জল ঠাণ্ডা করিয়া স্নান কিংবা ঠাণ্ডা জলে মূলক জল মিশাইয়া উষ্ণ-পাকা জলে স্নান, সুখদ

এতত্তে কথিতং বৎসে [illegible] ।
ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ পুত্রাঃ ক্লেশ-সন্তাপ-কারকাঃ ॥ ৭৯
[illegible] বিবিধানি চ ।
তানি [illegible] সন্তি বৈ চ ।
[illegible] সর্বাণি [illegible] চ ।
[illegible] ॥ ৮১
ন [illegible] কথিতুং [illegible] চ ।
[illegible] ॥ ৮২
যেন যোগেন [illegible] মৃতঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৩

সৌতিরুবাচ ।

ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা কন্যা [illegible] চ ।
[illegible] সা সাধ্বী প্রহর্ষিতা ॥ ৮৪

মালাবত্যুবাচ ।

যোগেন [illegible] ।
[illegible] কাস্যো যৎ বিপ্র বিশারদ ॥ ৮৫
[illegible] মনোহরম্
[illegible] পুনঃ [illegible] বিনা ॥ ৮৬
[illegible] দেহি দেহি [illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৭
মালাবতীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্ররূপী জনার্দনঃ ।
[illegible] ॥ ৮৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে মালাবতী-বিপ্রসংবাদে চিকিৎসাপ্রকরণে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

ক্লেশপ্রদ, [illegible] এবং [illegible] (শারীরিক মানসিক)—সম্বন্ধে । এই [illegible] ক্লেশ, সন্তাপ ও [illegible] । ৭৯-৮০

[illegible] । এই [illegible] তোমার নিকট [illegible] করিলাম । ৮০

এই সকল [illegible]; [illegible] এবং [illegible] । ৮১

[illegible] । [illegible] করিতে সমর্থ হইব না । ৮২

[illegible] । এখন তুমি [illegible], এই [illegible] যোগে [illegible] । [illegible] আমি এক [illegible] তোমার এই [illegible] জীবিত হইয়া উঠিবে । ৮৩

সূতপুত্র কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ শৌনক । [illegible] এই কথা শ্রবণ করিয়া [illegible] সেই কথা মালাবতী [illegible] এবং [illegible] করিলেন । ৮৪

মালাবতী কহিলেন,—হে বিপ্রবর । [illegible] এই [illegible] হইয়া [illegible] । ৮৫

[illegible] । এখন আমি আপনার নিকট হইতে [illegible] এই [illegible] করিলাম । [illegible] হইতে [illegible] হইতে [illegible] কি ? ৮৬

হে বিপ্রবর । আপনি [illegible] প্রদান করুন, প্রদান করুন । আমি [illegible] প্রদান করিয়া [illegible] করিব । ৮৭

মালাবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপ্ররূপী ভগবান্ [illegible] নিকট হইতে [illegible] গমন করিলেন । ৮৮

শ্রীমহর্ষি [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে মালাবতী-বিপ্রসংবাদে চিকিৎসাপ্রকরণে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

[দেবানাং সমীপে বিপ্রস্তপিনো [illegible], [illegible] ১ ।]

গৌতম্যুবাচ।

দৃষ্টা বিষং দেবদত্তং মহাত্মানো [illegible] চ ।
[illegible] মহাত্মা বহুধ তত্র সংসদি ॥ ১

ন চৈব বুবুধিরে দেবাঃ শ্রীভিঃ বিপ্রবিশিষ্টম্ ।
গৌতমীপার্শ্বঃ বিদ্বাংসঃ [illegible] [illegible] ॥ ২

[illegible] মহাত্মা বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] ।
উবাচ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

উপসর্গদ্বারেষু কৃত্বা [illegible] চ ।
যথাচ [illegible] [illegible] লোককর্ত্তিনা ॥ ৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] সর্ব [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫

[illegible] [illegible] [illegible] সর্বান্ সাধ্বী [illegible] যথা ।
অথঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
উবাচ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৯

[illegible]উবাচ ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] পুত্র [illegible] ॥ ১০
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুত্র ॥ ১১
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[দেবগণের [illegible] বিপ্রবর্গী [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে দেবীক ! তখন সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া [illegible] পূর্বক [illegible] [illegible] করিলেন। তাহার সেই দেবগণের [illegible] [illegible] [illegible] হইতে লাগিল ॥ ১

কিন্তু তখন সমস্ত দেবগণ বিদ্যাধর [illegible] হইয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারিলেন না এবং [illegible] গৌতমীর [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন ॥ ২

হে বিপ্রবর ! তখন সেই [illegible] সমস্ত দেবগণের [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই কথা বলিলেন ॥ ৩

ব্রাহ্মণ ([illegible] শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন,—হে দেবগণ ! [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] লোকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন ॥ ৪

সুতরাং এখন আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া, [illegible] আপনারা সকলে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] ॥ ৫

সতী সাধ্বী [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] দেবগণের [illegible] করিতে [illegible] হইয়াছে। আমি আপনাদিগের সকলের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] এবং [illegible] সে [illegible] হইয়াছে ॥ ৬

আপনারা সকলে ত' দেবগণ [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু আপনাদের সেই [illegible] [illegible] আপনাদের এই [illegible] কেন আপনাদের [illegible] [illegible] নাই ? ৭

সেই সময় যে এই [illegible] হইয়াছিল—'[illegible] [illegible] [illegible],' সেই [illegible] [illegible] হইতে [illegible] এখন [illegible] হইল ॥ ৮

[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] কথা বলিলেন ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল এবং [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে ॥ ১০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া সে [illegible] [illegible] পুত্র হইবে ॥ ১১

হে বিপ্রবর ! সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ধারণাদি ক্রীড়ারূপক যথা: বিষ্ণো: প্রসাদক:
যৌবন: ৯ সম্পূর্ণং ধারণাত্ম করিষ্যামি বিস্তিতম্ ৪১০
ধারণো ধরিত্রেতি ধৃতা যত্ন অবিদ্যা ক্রিয়:।
ধৃতি: সর্বত্র সর্বাত্মা বিষ্ণো: কৃত আহৃত: ৪ ১৪
যেনাত্মন: পর: ব্রহ্ম তত্ত্বানুগ্রহবিগ্রহ:।
সর্ব: পশ্যতি সর্বত্র সর্বাত্মানি সমাহৃত: ৪ ১৫
কি: তস্য ধারণয়ত্নো ধৃত্য সর্বত্রগতস্য ৪
সর্বব্যাপী চ সর্বাত্মা যেন বিষ্ণু: প্রকীর্তিত: ৪ ১৬
অপক্ষিত: পবিত্রো বা সর্বাবস্থ: সদা: পুমান্
ভক্ত্যা চ য: স্মরেন্ নিত্যং সবাহ্যাভ্যন্তর: শুচি: ৪১৭
সর্বারম্ভে চ মন্ত্রে বা যেন বিষ্ণুং ন: স্মরেৎ।
পরিপূর্ণ: তস্য তৎ বৈধিক্ষ তন্ত্রেষু দ্বিজ ৪ ১৮
অয়ং প্রশ্নো চ ভবতা বিধাতো মম বো ৪৯:।

সর্বজ্ঞ কর্তব্য: সাধো বক্তাহ্যপরিপালক: ৪ ১৯
কলৌ সাধুতে লোকান্ যথা: শান্তা চ পালিনাম্।
উপৈতি দুষ্টু: সর্বান্ত [৪৯] যত্নাজ্ঞয়া দয়া ৪ ২০
সর্বেশা যা চ সর্বাত্মা প্রকৃতি: সর্বগু: পুমা
সা ছীতা যত্ন পুরুষো যত্নাজ্ঞ:পরিপালিকা ৪২১

মহেশ্বর উবাচ।

পুত্রাণাং ব্রহ্মপুত্রত্বাং ত্বয় বাপোহয়ো ত্বয়ম্
যেনাবধীতা ভবতা জ্ঞাত: কঃ সার এব চ ৪ ২২
কিন্তু: তস্য ত্বনীতস্য ত্বয়ং নস্তা চ লো দ্বিজ।
বিস্তর্তুমিচ্ছামি তিগুহ্যপোহমি সাম্প্রতম্ ৪ ২৩
বিষ্ণুরূপি যেনাত্ম বিষ্ণুস্থাকরীশ্বরম্
ক্ষবিষ্ণুক ন ভাবাদি পরমাত্মানমীশ্বরম্ ৪ ২৪
অধিন্ যত্নে পরেত্ যেন্ যেনিনা: পরমাত্মনি।
প্রয়াত্তি সর্বে তৎপশ্চাৎ নরদেবাসুরা ইব ৪ ২৫

অবধিষ্ট আছে। সম্প্রতি তাহার সার সমস্ত আমি অবধিষ্ট বর্ণিয়াছি ৪ ১।

তখনই শ্রীগুরুর কৃপায় আমি তত্ত্বই ধারণ ঔংকারাদি করিয়া এবং তাহাতে ধারণে অভিলাষ আর স্পর্শ না করিয়া পারে, তাহাও মুখিকিত তত্ত্বে স্থির করিয়া দিব ৪ ১২

যে দ্বিজ! আপনি যে বলিলেন, শ্রীহরি আপনাদের এই বিষয়ে অমনস্ক নাই কেন? তাহার উত্তরে আমাইতেছি যে, শ্রীহরি সর্বত্র বিরাজমান আছেন, কারণ, তিনি সর্বাত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মা। সেই পরমাত্মার আবার কে ধারণা করিবে? তিনি সর্বধারণী, তিনি যে যাহা ধারণ করেন একমাত্র হইবেন কেন? ১৪

অনন্ত সেই পরম ব্রহ্ম ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দেহধারণ বিগ্রহ—যে ধারণ করেন। কিন্তু তিনি সব কিছু দেখিতেছেন ও সব কিছুই জানেন; কারণ, তিনি সর্বত্র বিরাজমান সমস্তাত্মা পরমেশ্বর ৪ ১৫

'বি' ও 'ষ্ণ' এই দুই অক্ষর নাশি বুঝায় এবং 'উ' এই অক্ষর সর্বত্র বুঝায়, সেইজন্য 'বিষ্ণু' সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মা বলিয়া কথিত হন ৪ ১৬

মানুষ অপবিত্র থাকুক কিংবা পবিত্র থাকুক, যে কোনও অবস্থাতেই থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে বিষ্ণুকে স্মরণ করে, সে তৎক্ষণাৎ বাহির ও ভিতর শুচি হইয়া যায় ৪ ১৭

হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি কর্মের আরম্ভকালে ও মন্ত্রে জিহ্বা দ্বারা বিষ্ণুকে স্মরণ করে, তাহার সেই কর্ম অবশ্যই হইবেক পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং বেদবিহিত বিধি অনুসারে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ বেদবিহিত সমস্ত ফল লাভ করে ৪ ১৮

যাঁহার আজ্ঞা পরিপালনকারী হইয়া আমি জগতের রক্ষা বিধান করিতেছি, যিনি সংহারকারী হইয়াছেন এবং যিনি সকল কর্মসমূহের সাক্ষী হইয়াছেন ৪ ১৯

যাঁহার আজ্ঞায় ভীত হইয়া কাল লোকসকলকে সংহার করেন, যম পাপীদিগকে শাস্তিদান করেন এবং দুষ্টু সকলকেই শাস্ত করেন ৪ ২০

যে প্রকৃতি সকলের আত্মা, সকলের জননী ও সকলের ঈশ্বরী, যিনিও ভীতা হইয়া যাঁহার সম্মুখে অবস্থান করেন এবং যাঁহার আজ্ঞা পরিপালন করেন ৪ ২১

মহেশ্বর কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনি কখনও প্রকাশ পুরুষদের মধ্যে কোন্ পুরুষ রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন? আপনি যেরূপভাবে অবস্থান করিয়া সার পদার্থ কি বুঝিয়াছেন ৪ ২২

হে দ্বিজ! আপনি কোন্ বুঝিবার দিন? আপনার সার কি? আপনি এখন শাস্তক হইলেও আমি পূর্ণ হইতেও অধিক ইচ্ছা করি হইয়াছি ৪ ২৩

আপনি এপ্রকার যেরূপভাবে বিষ্ণুকে বলিয়াছেন কেন? বিষ্ণু আমাদের ব্রহ্মময় ঈশ্বর। আপনি কি জানিয়াও সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে জানেন না? ২৪

যে পরমাত্মা হইতে হইয়া যাইলে পর দেবতারা প্রাণিসমূহ যেন পতিত হইয়া যায় এবং তাহার অনুগত প্রজারা

ভৌষজং প্রতিবিম্বঞ্চ মনো জ্ঞানঞ্চ চেতনা ।
প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়বর্গাশ্চ বুদ্ধির্মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২৬
নিদ্রা দয়া চ তন্দ্রা চ ক্ষুৎতৃষ্ণা পুষ্টিরেব চ ।
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীশ্চ ক্রিয়া চ শুদ্ধা লজ্জাদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭
এতানি সর্বতঃ শক্তিভেদাত্ত্বং নন্দনাদ্ভুতে ।
এতৎ সর্বং চ শক্তিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদিনিবাসিনঃ ॥ ২৮
ঈশ্বরশ্চ স্থিতো দেহী কৃষ্ণঃ সর্বকর্মসু ।
সবেজ্জ্বল্যশ্চ শক্ত্যাধারঃ ক্বচিৎ দেহী ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
যদা শক্তিশ্চ ভগবান্ বিধাতা সর্বকারকঃ ।
পদার্থনিবহান্নিত্যং সাধয়েদ্ধুতমক্ষয়ঃ ॥ ৩০
ভূমণ্ডলং কাননং শ্রীকৃষ্ণশ্চ রেতসা ।
যথা বহ্নিঃ জ্বালা চ তথা প্রভুঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৩১
যথাকাশাৎ দৃষ্টিঃ [illegible]

স্তুতিঃ কর্তা ন শক্নোমি কেন বদ্ধতে ॥ ৩২
অমুনা পঞ্চবক্ত্রেণ ধ্যানকালকীর্তনম্ ।
যাবৎ জন্মানি করিষ্যামি বিশ্বেশ্বরস্য সর্বকর্মসু ॥ ৩৩
নভো মামি চ [illegible] কীর্তনাৎ ।
[illegible] ॥ ৩৪
সর্বপাপানি [illegible] ।
স্তুতিঃ [illegible] পুণ্যকীর্তনম্ ॥ ৩৫
কালে [illegible] বিনোদাদ্ধনাদিব্যক্তঃ পুনঃ ।
ন কালো [illegible] ॥ ৩৬
গোলোকে যঃ স বৈকুণ্ঠে শ্বেতদ্বীপে স এব চ ।
[illegible] ॥ ৩৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৮

যেরূপ রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ সেই শক্তি সকলও প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে অবস্থিত হয়। জীবাত্মা, মন, জ্ঞান, চেতনা, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, লজ্জা, ক্ষমা ও শান্তি প্রভৃতি শক্তি সকল ॥ ২৬-২৭

ঈশ্বর সর্বাত্মস্বরূপ হইলে শক্তি তাঁহার সঙ্গেই গমন করেন। জীবাত্মা প্রভৃতি পূর্বোক্ত সকল এবং ঐ শক্তি সেই পরমেশ্বরের কেবল আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ॥ ২৮

সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর দেহে অবস্থান করিলেই দেহধারী প্রাণী সমস্ত কার্য করিতে সমর্থ হয়, আর তিনি চলিয়া যাইলেই দেহধারীর সেই দেহ শবে পরিণত হইয়া ভস্মসাৎ হয় এবং তাহা দগ্ধ হইয়া পরিণতি লাভ করে, সুতরাং প্রাণস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে কোন্ দেহী অনুমান করিতে না পারে ? ২৯

অনন্তর বিধাতা ব্রহ্মা বলেন, কিন্তু স্তুতি করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাদির সমস্ত গুণ স্মরণ করেন এবং তাহাতে তাহা তাঁহার বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না ॥ ৩০

এই বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে গিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হয় এবং তখন স্তুতি করিতে সক্ষম হন ॥ ৩১

আমিও পূর্বে কাল হইতে অনেক কাল ধরিয়া সেই শ্রীহরির উদ্দেশে তপস্যা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমারও মন অদ্যাপি স্তুতি লাভ করিতে পারিতেছে না, আমি কেন ? এই [illegible] ক্ষয় পর্যন্ত [illegible] কেহ স্তুতি করিতে পারে না ॥ ৩২

সেই আমি এখন আমার পঞ্চ মুখ দিয়া সর্ব বিশ্বেশ্বর হরির নাম ও গুণ (গীতঃ) কীর্তন করিতে করিতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকি ॥ ৩৩

তাঁহার নাম ও গুণ কীর্তন করিয়া আমার আনন্দ [illegible] হইতে মৃত্যু পর্যন্ত [illegible] 'মৃত্যুঞ্জয়' হইয়াছি। এইরূপ যে ব্যক্তি নিয়ত তাঁহার নাম [illegible] তাঁহার সেবিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৪

অতএব প্রভু তাঁহার তপস্যা [illegible] এবং তাঁহার নাম ও গুণকীর্তন আদি সকল মঙ্গলের [illegible] হইয়াছি এবং 'মৃত্যুঞ্জয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৫

আমার [illegible] উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাতেই নিলীন হইয়া যাই এবং [illegible] তিনি যাহাকে অভিলাষ [illegible] তাঁহার কৃপাশক্তি [illegible] করিতে পারে না এবং মৃত্যু তাহাকে দংশন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৬

হে বৎস ! যিনি গোলোকে বিরাজমান আছেন, তিনি বৈকুণ্ঠে আছেন এবং তিনিই শ্বেতদ্বীপেও বিরাজমান রহিয়াছেন ; কারণ, বহ্নি ও বহ্নির স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যেরূপ কোন ভেদ নাই, সেইরূপ অংশী ও অংশের মধ্যেও কোনও ভেদ নাই ॥ ৩৭

তিনি একমাত্র চতুর্ভুজ এক স্বরূপ [illegible] এবং অন্য কালে এক দ্বিভুজ [illegible] ; ঐরূপ [illegible] হইলে রূপ ধারণ করেন। ('চতুর্ভুজশ্চ [illegible] বিষ্ণুর [illegible]—বিষ্ণুপুরাণ) ॥ ৩৮

এবমন্যাপ্যবিধিষ্টেন পত্নযাদ্যুক্তো বিধিঃ।
পাত্রে লোচনসাক্তে বধিত্বেঃ পাদমাদ্যুক্ত ॥ ৫৯
অথ ঊনাদ্যুবচ কৃত্বা পাদমাদ্যুক্ত
পরং বধিত্বা বো মন্ত্রস্য তাদাদি চ বিদ্যুক্ত ॥ ৬০
ইত্যাদ্যুক্ত্বা পত্নযাদ্যুক্ত বিধানং চ যৌবক
বর্ষন্ত বক্তুমারেভে যঃ সাক্ষী সর্বতন্ত্রবিৎ ॥ ৬১

ঋষ উবাচ।

যদ্যপ্যবিপাকো মর্ত্তি চক্ষুস্ত সর্বদর্শনম্।
মর্যাদয়া প্রত্যক্ষেণ্ডপ্রত্যক্ষস্য চ দর্শনম্ ॥ ৬২
অনুমানেপি সত্যঃ বিষ্ণুমায়াতি ইতি যতঃ
ত্বয়োক্তং তৎ কথা মুখ্যা মুনীনাঞ্চ মতিস্তব ॥ ৬৩
মন্যন্তি, তদেব যত্র নৈব দাদ্যুং মুনোতি তাদ্
নিশ্চয়ং জ্যোতুমিঃ দাঢ়ং কৃত্বীপাকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৪

ত্রিধা নৈবাত্মবিদ্যিঃ শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণাদ্ ধ্রুবং।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥ ৬৫
কামতোঽকামতো বাপি বিষ্ণুনিন্দাং করোতি যঃ।
স মূঢ়োতি ধ্রুবং যং সন্তাপো নরকেষু চ ॥ ৬৬
মূঢ়ীপাকে পতত্যি স যাবদ্ধি ব্রহ্মণো বয়ঃ।
ক্ষয়ং দুঃখেনপূরক মুত্রাপাদ্যুঃ যথা দ্বিজ ॥ ৬৭
প্রাণী চ নরকং যাতি ক্ষয়ং ভূত্বেহ জন্মনি
বিষ্ণুনিন্দা চ দ্বিবিধা কথিতা পূর্বমাগমে ॥ ৬৮
অপ্রত্যক্ষং মৃষাবাদ ইতি যা তব চ শ্রুতে।
নেবাক্ষমাত্রাঃ কৃত্বেহ জ্ঞানেনৈবো নরাধমঃ ॥ ৬৯
ত্বয়াত্র বিষ্ণুনিন্দাতি যাদ্ বৈ ব্রহ্মণঃ পত-
ত্বোনিন্দাং যঃ করোতি বিষ্ণুনিন্দাং নরাধমঃ ॥

এইরূপ অন্যান্যবিধিষ্ট পত্নি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ এক ব্রহ্মার পতন হইলে পর সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর একবার লোচনপাত হয়। অর্থাৎ তখন বিষ্ণুর এক নিমেষকাল মাত্র গত হয়। ৫৯

এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদি ও অবিনশ্বর স্বরূপে কথিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার মহিমার পারদর্শী যে হইতে পারে অর্থাৎ তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে অন্যের সাধ্য নাই। আমিও সে বিষয়ে বিজ্ঞ আমি না। ৬০

হে যৌবক! পরন্তু এই কথা বলিয়া তখার নীরব হইলেন। অনন্তর যিনি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সাক্ষী, সেই ধর্ম তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১

ধর্ম কহিলেন,—যদিও এক ও সর্ব সর্বজ্ঞ বিশ্বাত্মক, তাঁহার চক্ষু বিশ্বের সব কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তিনি সমস্তের অন্তর্যামী, সাধু-মহাত্মাগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি ইন্দ্রিয়াদ্যুমের অগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য দেখিতে পান না। ৬২

সেই সর্বজ্ঞ বিষ্ণু অনুমান যোগে এই যোগমায়ায় আসিয়াছেন না; আপনি যে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা কোন্ বুদ্ধি অনুসারে বলিয়াছেন—বলি না। যেহেতুতি, মুনিগণের মতিও এরূপ। ৬৩

অথবা অন্যান্যবিধি নিশ্চয় হয়, অথবা কোনও সাধু সেই অন্যান্যবিধি নিশ্চয় করেন না; কারণ, নিশ্চয়কারী ব্যক্তি জ্যোতুমণ্ডলীর সহিত কৃত্বীপাকে গমন করে। ৬৪

যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা তা অনিন্দ্রিয় দ্বারা সর্বাত্মক বিষ্ণুর নিশ্চয় করে, কিংবা যে ব্যক্তি নিশ্চয় করে অথবা নিশ্চয় করিতে চায় করে, সেই সমস্ত পুরুষ প্রত্যহ যমদূতদিগের হাত কৃত্বীপাকে পতিত পাক হইতে থাকে। হে দ্বিজ! বিষ্ণুনিন্দাকারী যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থান মূত্রাপাদের ন্যায় অপবিত্র হইয়া যায়। ৬৫-৬৭

প্রাণীমাত্রেই বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণ করিলে পর অবশ্যই নরকে গমন করিয়া থাকে। (এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে—যে স্থানে যদি কোনও প্রাণী প্রত্যক্ষভাবে করেন করে তাহাকে অবশ্যই নরকগামী হইতে হয়। ; পূর্বে তাহা বিষ্ণুনিন্দা বিষয়ক বলিয়াছেন। ৬৮)

আমারই নরাধম ব্যক্তিই ১। অপ্রত্যক্ষে ইহার নিন্দা করে, ২। ইহাকে মাত্র দর্শন না নিন্দা ৩ অন্য এক সমাধান দেখাইয়া ইহাকে অতিরিক্ত করে। (অপ্রত্যক্ষ, অবজ্ঞা ও অন্য দেবতামূল—এই ত্রিবিধ বিষ্ণুনিন্দা—এরূপ আখ্যাত করা যায়।) ৬৯

তাহার আর পর ব্রহ্মার মহাপাতিত্ব কারণে বিষ্ণুনিন্দা নাম হয় না। এইরূপ যে নরাধম ব্যক্তি ব্রহ্ম নিন্দা করে এবং অন্যান্য নিন্দার নিন্দা করে, সেই অতিশয় দুষ্ট এবং দুর্মতি তিনি কল্প পর্যন্ত নরক ভোগ করিয়া থাকে ৭০

ন ব্যক্তি [illegible] -বিবাহতো ॥ ৫০
বিষ্ণুর্ব্বক্ষ [illegible]
[illegible] ॥ ৫১
[illegible]
[illegible] ॥ ৫২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৫৩
ইতি [illegible]
[illegible] ॥ ৫৪
[illegible]
ইতি [illegible] ॥ ৫৫
[illegible]
[illegible] পূর্ব্বতঃ [illegible] ॥ ৫৬

[illegible]
[illegible] ॥ ৫৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৬০
[illegible]
[illegible] ॥ ৬১
[illegible]
[illegible] ॥ ৬২
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৩

এই বিশ্বমধ্যে শ্রীবিষ্ণু সকলের গুরু (বিশ্বগুরু), [illegible] (সৃষ্টিকর্তা), [illegible] হইতে পরিত্রাণকারী এবং [illegible] ॥ ৫১

সেই বিপ্রেরা [illegible] ব্রহ্মা, মহেশ ও ধর্ম্ম—এই তিন দেবতার [illegible] করিয়া [illegible] পুনরায় [illegible] সেই দেবগণকে বলিলেন ॥ ৫২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে [illegible] দেবগণ! আশ্চর্য্য! আমি কি কিছু মিথ্যা বলিয়াছি? আমি কেবল এই কথা বলিয়াছি যে, [illegible] নাই, [illegible] হইয়াছে ॥ ৫৩

[illegible] সর্ব্ব দেবগণ! আপনারা সকলে বলুন যে, আমি এই কথা মূর্খের মত বলিয়াছি কি না? [illegible] কোনও মহাত্মা [illegible] করিয়া কথা বলেন না; কারণ, [illegible] কথা বলিলে [illegible] পুরুষকে [illegible] থাকে কিংবা তাহাকে [illegible] হইতে হয় ॥ ৫৪

আপনারা [illegible] বলিয়া কথিত হন, সুতরাং আপনারাই বলুন—বিষ্ণু যদি সকল [illegible] থাকেন, তবে আপনারা কেন [illegible] জন্য [illegible] করিয়াছিলেন? ৫৫

যদি [illegible]—এই [illegible] থাকে এবং উহাই আপনাদের [illegible] হয়, তবে [illegible] পুরুষগণ [illegible] সেই পূর্ব্বতন [illegible] আলোচনা কেন করেন? ৫৬

অতএব সৃষ্টির [illegible] পূর্ব্বাদিদেব [illegible]; সেই [illegible] কোটি [illegible] এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণকেই সেবা করিতে [illegible] ॥ ৫৭

[illegible] করিতে [illegible] কি [illegible] এবং কি [illegible] সেই পদ [illegible] করিতে [illegible] ॥ ৫৮

যে বিষ্ণু নিজ বিভূতি অর্থাৎ [illegible], তিনিই আবার [illegible]। আপনারা—ব্রহ্মা, মহেশ, ধর্ম্ম ও বিষ্ণুগণ এবং [illegible] সকলেই নিজ [illegible] করিতেছেন ॥ ৫৯

[illegible] ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ এবং [illegible] প্রতি নিজ নিজ বিষয়ে [illegible] ॥ ৬০

সেই বিশ্বমধ্যে এবং [illegible] মধ্যে কে [illegible] হইবে? কিন্তু [illegible] অনুগ্রহ করিবার জন্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের [illegible] ॥ ৬১

সমস্ত [illegible] হইতে উর্দ্ধে [illegible] বৈকুণ্ঠ নামে [illegible] এবং বৈকুণ্ঠ হইতে [illegible] কোটি যোজন উর্দ্ধে গোলোকধাম বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৬২

মৃত্যু, জরা ও দুঃখাদি [illegible] সেই বৈকুণ্ঠধামে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬৩

[illegible] বিষ্ণুঃ [illegible] । [illegible] ॥ ৬৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৬
[illegible] বিষ্ণুঃ [illegible] ।
কোটিকন্দর্প[illegible] মনোহরম্ ॥ ৬৭
[illegible],
[illegible] ॥ ৬৮

[illegible] ॥ ৬৯
[illegible] বিষ্ণু [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বিষ্ণু-[illegible] ॥ ১১

[illegible] ॥ ৬৪

[illegible] ॥ ৬৫

[illegible] ॥ ৬৬

[illegible] ॥ ৬৭

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৬৮–৭০

[illegible] ॥ ৭১

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৭২

[illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বিষ্ণু-[illegible] বিষ্ণু [illegible] সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্নারায়ণস্তবঃ, [illegible], মালাবতীকৃত মহাপুরুষস্তোত্রম্, উপবর্হণস্য জীবনপ্রাপ্তিশ্চ ।]

সৌতিরুবাচ ।

দেবাঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য [illegible] ।
[illegible] ॥ ১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২

[illegible]
[illegible] ॥ ৩

[illegible]
[illegible] ॥ ৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮

মালাবত্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

(ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক [illegible] উপবর্হণের [illegible], মালাবতী কৃত মহাপুরুষস্তোত্র এবং উপবর্হণের জীবনপ্রাপ্তি ।)

সৌতি কহিলেন,—হে শৌনক ! মালাবতী [illegible] প্রদান করিলেন । ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] করিলেন ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

[illegible] ॥ ৫

[illegible] হইল ॥ ৬

[illegible] হইল না ॥ ৭

[illegible] আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

মালাবতী কহিলেন,—আমি সেই [illegible] হয় ॥ ৯

তিনি [illegible] সমর্থ হয় না ॥ ১০

যে [illegible] সেই [illegible] মূর্ত্তি করিয়াছেন ॥ ১১

[illegible]

যাচন্তে যা পুরাঃ সর্বে মুনয়ো দেবতাদয়ঃ
নিত্যাশ্চ যোগিনঃ সন্তঃ সন্তস্তং প্রকৃতেঃ পরম্ । ১৩
সাকারঃ নিরাকারঃ পরঃ যোগীশ্বরঃ বিভুঃ ।
যঃ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মং ধ্যেয়ং ধ্যায়ন্তি যাবতাং ১১৪
তপাংসঃ তপসাধীশঃ তপসাঞ্চ ফলপ্রদঃ
যঃ তপঃস্বরূপশ্চ তপস্বিনাং তপঃ । ১৫
তপোধনঃ তপোধীশঃ তপঃ তৎকর্মণাং ফলম্ ।
তেজসাং তেজসাধারঃ তেজীয়ঃ তেজসাংপরম্ । ১৬
যঃ তেজঃস্বরূপশ্চ তেজসাং তেজসিনাম্ ।
যেষাং যাবৎ ন ঘটতে তত্তানাং বিগ্রহং বিনা । ১৭
তত্ত্বজ্ঞেঃ তত্ত্বজ্ঞানাং তত্ত্বকোটিগুণপ্রদম্ ।
অতীবসুন্দরীকান্তং তত্ত্ব তত্ত্ব মনোহরম্ । ১৮
নবীননীরদশ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ।
শরৎপার্বণচন্দ্রাস্যকোটিসৌন্দর্যসংযুতম্ । ১৯
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ । ২০
বিভুজং মুরলীহস্তং পীতকৌশেয়বাসসম্
কিশোরবয়সং শান্তং রাধাকান্তমনন্তকম্ । ২১
গোপালবালপরিবৃতং কুঞ্জচিহ্নিতে বনে ।
কুঞ্জচিত্রাসনবরাস্থং রাধয়া পরিসেবিতম্ । ২২
কুঞ্জচিহ্নৈ ষোড়শভিঃ বেষ্টিতং গোপবালকৈঃ ।
শতমূলাঙ্গোৎকৃষ্টে শ্রমে চন্দনবনে বনে । ২৩
বিকসৎ কামদনুবাং রত্নস্থং শিতবাসিনম্ ।
গোলোকে বিরজাতীরে পারিজাতবনে বনে । ২৪
স্মেরং রত্নস্থং মধুরা গোপীসম্ভোগকোবিদম্ ।
নিত্যস্থং চ বৈকুণ্ঠে কুঞ্জচিহ্নে চতুর্ভুজম্ । ২৫

প্রহরায়ক, এইরূপ বিষ্ণু যাঁহার সেবা করিয়া জগৎপালক হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা পদ্ম যাঁহার সেবা করিয়া জগদ্ধাতা হইয়াছেন । ১২

সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ এবং মনু, শিব ও সাধু যোগিগণ প্রকৃতির অতীত যে পরমাত্মাকে সতত ধ্যান করেন । ১৩

যে যোগীশ্বর সর্বব্যাপী পরাৎপর জগৎ সাকার, জগৎ নিরাকার । তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের ধ্যেয়, তিনি ব্রহ্মার ধ্যানেরও সর্ব এবং ধ্যেয় কারণ । ১৪

তিনি তপস্যার জগদ্রূপ, তপস্যার ঈশ, সমস্ত তপস্যার ফলদাতা, স্বয়ং তপঃস্বরূপ এবং সমস্ত বিদ্বানগণ বলিয়া সর্বজগৎ । ১৫

তিনি সকলের আধার (আধার), জগতের ঈশ (ঈশান), জগদ্রূপ, সমস্ত কর্মের জগদ্রূপ, সমস্ত কর্মের জগদাধার ও ঈশ এবং জগৎ কারণ । ১৬

তিনি স্বয়ং তেজঃস্বরূপ এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুগ্রহ করিবার জন্য তিনি বিগ্রহ (মূর্তি) ধারণ করেন ; কারণ, বিগ্রহ ধারণ না করিলে তত্ত্বজ্ঞানের সেবা ও ধ্যান কিছু হইতে পারে না । ১৭

কোটি সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ও মনোহারক যে বাঁহার দেহ, সেই দেহ অতীব সুন্দর । সেই দেহের (জ্যোতির) তুলনায় অতি অসাধারণ এত রূপ আছে । ১৮

সেই রূপের বর্ণনা,—নবজলধরতুল্য শ্যামবর্ণ, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল শোভাসম্পন্ন, পাদপদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুঃ কোটি কন্দর্পের লাবণ্য একত্রে মিলিত হইলে যেরূপ হয়, সেই রূপ লাবণ্যের আধার, মনোহর, সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত এবং রত্নময় আভরণসমূহে বিভূষিত । ২০

বাঁহার দুইটি হস্ত, একটিতে মুরলী শুভ শোভা পাইতেছে, পীতবর্ণের কৌষেয় বস্ত্র (পট্টবস্ত্র) যিনি পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি বয়সে কিশোর, শান্ত, যাঁহার অন্ত (বিনাশকারী) কেহ নাই (অথবা যাহার শেষ "ক" প্রভৃতি গ্রহণ করিলে এরূপ অর্থ হইবে—যিনি ব্রহ্মাদিরও অন্ত জানিতে কিংবা যাঁহার অন্ত—শেষ সীমা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না) এবং যিনি "রাধাকান্ত" বলিয়া অভিহিত । ২১

যিনি অনন্ত গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া কোন বিশেষ কুঞ্জ চিহ্নিত করেন এবং তথায় রাধাদেবীর সমভাবে বসিয়া রাধা কর্তৃক সেবিত হন । ২২

তথায় শতমূলযুক্ত সর্বত্র হরিদ্বর্ণ উৎকৃষ্ট চন্দনবনে কুঞ্জমধ্যে ষোড়শজন গোপবালক পরিবেষ্টিত হইয়াছেন । ২৩

তথায় বিকসিত কামদ লতিকা সমূহের নিম্নে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট গোপীদিগের সম্ভোগের কারণ বহুল নৈপুণ্যযুক্ত হইয়াছেন । তথায় আবার বিরজার তীরে অর্থাৎ সমস্ত উপরোক্ত বিভূতিসহ চতুর্ভুজ রূপে তত্ত্বজ্ঞানীদের ধ্যানের বস্তু হইয়া রহিয়াছেন । ২৪

নিত্যস্থ হইয়া বৈকুণ্ঠে কুঞ্জচিহ্নে চতুর্ভুজ রূপে তত্ত্বজ্ঞানীদের ধ্যানের বস্তু হইয়া রহিয়াছেন । ২৫

লক্ষ্মীকান্তঃ পার্ষদৈশ্চ সেবিতশ্চ চতুর্ভুজৈঃ
ভূষিতঃ পার্ষদশ্রেষ্ঠৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা ॥ ২৬
শেষশীর্ষে বিহৃতঃ শয্যা পরিবেষ্টিতম্ ।
ভূষিতঃ পার্ষদশ্রেষ্ঠৈঃ প্রত্যাপ্তে ব্রহ্মণিবম্ ॥ ২৭
নিরপত্রাঃ শিবঃ পার্ষদৈর্নিষ্কলম্ ।
ব্যাঘ্রচর্মপরীধানেন বর্ত্তমানঃ পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২৮
যঃ সর্বান্ শিবঃ স্থিতঃ শুভঃ [illegible] ।
নীলকণ্ঠ পার্ষদৈঃ [illegible] পার্ষদৈঃ ॥ ২৯
নারায়ণঃ বিজ্ঞঃ পীতং বেদাঃ সনাতনম্ ।
বন্দিতং ভূষিতং সদ্যঃ যোগিনাং হৃদয়ে সদা ॥ ৩০
প্রাণেশ্বরী প্রাণিনাঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
বন্দে গোকুলমধ্যস্থং নির্গুণং বিভুম্ ॥ ৩১
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ সাক্ষিরূপং [illegible] ।

যা যোগমায়ামোহিতঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৩২
পরমক্ষং দুর্জ্ঞেয়ং [illegible] বচনেন ।
যং স্তোতুং ন ক্ষমা বাণী বেদাশ্চ যস্য নাম্নঃ ॥ ৩৩
যং স্তোতুং ন ক্ষমা শ্রীশ্চ শম্ভুশ্চ সনকাদয়ঃ ।
বেদা ন শক্তাঃ যং স্তোতুং কো বা বিদ্বান্ বেদবিৎ ॥ ৩৪
কিং স্তৌমি জননীভাবে লোকাক্ষী স্ত্রী পরাৎপরম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা চ পার্বতী বিররাম ক্ষণায় চ ॥ ৩৫
রূপাণি বিবিধানি দৃষ্ট্বা চ পুনঃ পুনঃ ।
পুনশ্চ পরিবিক্তং সর্বনির্মোহঃ [illegible] ॥ ৩৬
কৃষ্ণং স্তোতুং ক্ষমাঃ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ।
ইত্যাহ নিত্যং স্তোত্রং পুণ্যং প্রাতঃ চ সাধবী ॥ ৩৭
এবমাহ দেবকর্ষ্য ব্রাহ্মণ পুরুষঃ বিভুঃ ।
বেদাশ্চ পুরাণো দেবাঃ পুস্তকৈশ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮

চতুর্ভুজ পার্ষদগণ দ্বারা সেবিত হইতেছেন, কোন সময়ে তাঁহার আপনাকে অনেক পার্ষদ ধরিয়া কত বিভূতি ধারণ করত পদ্মা কর্তৃক সেবিত হইতেছেন। কখনও তিনি আপনার আত্মা এই প্রকারে প্রকার রূপ ধারণ করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ২৬-২৭

আবার কখনও তাঁর অংশে পঞ্চবক্ত্র অবধারণ বিদ্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যিনি তাঁর অংশের কোন অংশের এক অংশে ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন, যে বিভূতি পুষ্পের প্রতি যোগজ্ঞান বিশ্বাস বিরাজে আছে এবং যে বিভূতিপুঞ্জ সর্বদাই [illegible] ও সাক্ষীগণ। যিনি তাঁর অংশের কলা দ্বারা ধ্যানাবস্থায় সকল তথা পরিপালন করিয়া আছ [illegible] এবং [illegible] করেন এবং যিনি সেই সব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সনাতন সারথ্য, যিনি শুধু সাধু-সন্তের সঙ্গে বাস করেন, সকল যোগিগণের হৃদয়ে ধ্যান করেন এবং সকল সম্পূর্ণাদিগের হৃদয়ে বাস করেন ॥ ২৮-৩০

যিনি প্রাণীদিগের প্রাণেশ্বর এবং যিনি নির্গুণ সর্বব্যাপী পরমাত্মা পরমেশ্বর, আমি এক সামান্য অবলা স্ত্রী হইয়া কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইব ? ৩১

যিনি নির্লিপ্ত ও নিরীহ (নিষ্কাম), এবং সাক্ষী ও সকলের অতীত স্বরূপ, তাঁহাকে স্বয়ং মহামায়াও স্তব করিতে সমর্থ হন না ॥ ৩২

অনন্ত শিব, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, অনন্ত এবং অন্যান্য কুমার প্রভৃতি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হন না। এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব ? স্বয়ং সরস্বতীও তাঁহার সম্যক্ যোগিকে স্তব করিতে সমর্থ হন না ॥ ৩৩

শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং তাঁহার স্তব করিতে পারেন না, এবং সনকাদি ঋষিরাও তাঁহার স্তব করিতে পারিয়া উঠেন না। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রও তাঁহার যথার্থ স্তব করিতে পারেন না, সেখানে আর কোন এক জন বিদ্বান্ ব্যক্তি স্তব করিতে সমর্থ হইবে ? ৩৪

অতএব আমি এক লোকদিগের জননী হইয়া সেই নির্গুণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কি স্তব করিব ? সেই পার্বতী সাধ্বী এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

অনন্তর তাঁহার প্রেমে সেই পার্বতী কৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম বিভোর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিতোষ সহিত স্বয়ং পার্বতীর সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই পার্বতী সাধ্বী উদ্ধত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন এবং সম্মুখে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন দেবগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন, সেই বর্ধমানপতীর সম্মুখে বিনীত হইয়া দেখিয়া তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাদের

দৃষ্ট্বা তোলসি সম্মুখোঃ প্রেমতঃ শয্যান্বিতম্।
মহতী দেবপুরতো ধর্ম্মঃ কর্ম্মণা কৃপম্ ॥ ৪৯
কৌতিবঃ পুত্রঃ প্রাণ দেবানাক হরেন চ।
প্রসাদ শয্যা মাধব পিতা মাতা চ বন্দিতঃ ॥ ৫০
উপবর্হণস্বরূপা গন্ধর্ব্বরাজঃ পুনঃ
মালাবতী প্রকোষ্ঠিঃ ধনানি বিবিধানি চ ॥ ৫১
দদত্যৌ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভোজয়ামাস তান্ সতী।
তেভাস্ত পাঠয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ৫২
মহোৎসবঞ্চ বিবিধং ধনৈর্বৈভবজন্ম,
ব্রহ্মণেভ্যশ্চ দত্তাবান বিপ্রাশী রতিঃ যতঃ ॥ ৫৩
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং সুসংবাদং স্তোত্রম্।
ইদং স্তোত্রং পুণ্যকাম পুণ্যকালে তু যঃ পঠেৎ ॥ ৫৪
হরিভক্তিঃ হরেদাস্যং লভতে বৈষ্ণবো ভবেৎ।

উপবর্হণ পুনঃ জ্ঞানোদয় করিলেন। তাঁহার সেই স্বর্গ উপবর্হণ ঋষিগণ দেবগণের সম্মুখে পুনঃ করিলেন এবং দান করিলেন। ৪৮-৪৯

[illegible] তাঁহার বর প্রদান করিলেন এবং তিনিও স্বীয় ভার্য্যার সহিত পিতা, মাতা ও পত্নী মালাবতীর সহিত পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। তখন সতী মালাবতী নানাবিধ ধন-রত্ন ও কোটি কোটি মুদ্রা ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন, তাঁহাদিগকে দিয়া বেদ পাঠ করাইলেন এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক কর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন। ৫০-৫২

তখন মালাবতী এবং গন্ধর্ব্বগণ হরিনাম কীর্ত্তন এবং বিবিধ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ সুখে হরির স্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন। ৫৩

শৌনক! আমি তোমাকে নিকট এই সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। যে ব্যক্তি পুণ্যকালে এই পুণ্যপ্রদ স্তোত্র নিত্য

বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং চান্তিকঃ শয্যাবান্তা ॥ ৫৫
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাণাং বিমুক্তো লভতে ফলম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ৫৬
ভার্য্যার্থী লভতে ভার্য্যাং পুত্রার্থী লভতে সুতম্
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং যশোঽর্থী লভতে যশঃ ॥ ৫৭
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং প্রজাভ্রষ্টঃ প্রজাং লভেৎ।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৫৮
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতশ্চ ধনং নষ্টং লভেৎ।
দস্যুগ্রস্তো মহারণ্যে বিমুচ্যেত দাবাগ্নিদগ্ধঃ।
নাগার্দিতো মুচ্যতে বিমুচ্যতে জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে মালাবত্যুপাখ্যানে
মহাপুরুষস্তোত্রকবচাদিকং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

পুণ্যকালে পাঠ করেন, তিনি হরিভক্তি এবং বৈষ্ণবী দাস্য লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন আবার ভক্তি সহকারে পূর্ব্বোক্ত এই স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই স্তোত্রপাঠে বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করেন এবং ধনার্থী ধনলাভে সমর্থ হন। ৫৪-৫৬

ভার্য্যার্থী ব্যক্তি ভার্য্যা প্রাপ্ত হন, পুত্রার্থী পুত্র লাভ করেন, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম এবং যশোঽর্থী যশঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৭

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রাজ্য লাভ করেন এবং প্রজাভ্রষ্ট প্রজা লাভ করিয়া থাকেন। রোগপীড়িত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হন এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৫৮

ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হন, ধন নষ্ট হইলেও ধন লাভ করেন, দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, মহারণ্যে বিপদ দাবাগ্নিদগ্ধ পতিত এবং নাগপীড়িত যে ব্যক্তি হইতে ও সাধক নিশ্চয় হইয়াও এই স্তোত্রের পাঠে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যান। ৫৯

শ্রীমদ্বেদব্যাস-প্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে মালাবতী-উপাখ্যানে মহাপুরুষস্তোত্র-কবচাদি-কথন
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ব্রহ্মণোপদেশঃ শ্রীকৃষ্ণস্তবঃ, শ্রীসূর্য্যস্তোত্রবর্ণনম্]

সৌতিরুবাচ

মালাবতী যদা প্রাপ্তা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদর্শিতা।
চকার বিবিধং দানং মাঙ্গল্যং ভাবিতং তদা ॥ ১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পূজয়ামাস দেবতাঃ।
তেন সার্দ্ধং প্রণমিত্বা যেয়ং মা দর্শয়ং মুদা ॥ ২
মহাপুরুষস্তোত্রঞ্চ পূজাঞ্চ কবচং মনুম্।
বিষ্ণুনা বোধয়ামাস পরং তদপি সুব্রতা ॥ ৩
পুরা দত্তঃ বশিষ্ঠেন স্তোত্রপূজাদিকং যতঃ।
সর্ব্বং চ বালকৈঃ ষড়ক্ষরঞ্চ পুষ্করে ॥ ৪
বিশিষ্টং স্তোত্রকবচং বশিষ্ঠেন কৃপানিধিঃ
সর্ব্বেভ্যঃ যদি বোধয়ামাস মুনিঃ ॥ ৫
এবং চকার বালাক্ষ সূর্য্যস্তবসমন্বিতম্।
আজ্ঞয়া শঙ্করস্যৈব সর্ব্বং বাহ্যং যঃ ॥ ৬
কথামধ্যরসাভিষ্ণ শ্রোতুমিচ্ছাসি চেৎ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

(ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণস্তব, শ্রীসূর্য্যস্তবের বর্ণন।]

সৌতি কহিলেন,—হে শৌনক! মালাবতী জ্ঞাত আশীর্ব্বাদ পাইয়া ব্রাহ্মণগণের ধন দানে পূর্ব্বক স্বামীর মঙ্গলার্থে বহু বিধের দেবতা আরাধনা পরিতুষ্ট করিলেন। ১

অনন্তর তিনি স্বামীর শুশ্রূষা এবং সমস্ত দেবতা পূজা করিতে লাগিলেন। সুন্দরী সতী মালাবতী আপন সতীত্ব ধর্ম উপবর্হণের সহিত সৌভাগ্য বাস বিহার করিলেন। ২

পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পুত্রবৈর্ব শ্রীহরির স্তোত্র ও পূজাবিধি দিয়াছেন এবং শ্রীহরির যে এক উত্তম মন্ত্র উপবর্হণ এবং মালাবতীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বকুমার বিষ্ণুর প্রসাদে উভয় তৎকালে সতী মালাবতী সহ নির্বিঘ্ন স্থানে সেই মহাপুরুষস্তোত্র, পূজাবিধি, কবচ ও মন্ত্র শ্রীহরিকে অর্পণ করাইয়া দিলেন। ৩-৪

পুষ্করতীর্থে বশিষ্ঠ পূজাদি সহিত বিষ্ণুর স্তোত্র-কবচাদি নির্জ্জন স্থানে বসিয়াছিলেন উপবর্হণকে উপদেশ দিয়া প্রত্যর্পিত করিলেন। ৫

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর উপবর্হণ সূর্য্যস্তব-কবচপূজা শীঘ্র আজ্ঞায় অর্পিত হইলেন সর্ব্বপ্রদান সহিত এইরূপে গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা অর্চিত থাকিলেন। ৬

তিনি সূর্য্যের স্তোত্র ও কবচ ধারণে তাহার সম্পূর্ণতা অর্জন প্রকাশ পাইয়া নিজ স্বামীর সহিত গন্ধর্ব্বলোকে বসতি করিলেন। ৭

কাব্যা ভক্তিঃ সতী দেবী কর্মণ্যা ভক্তঃ পুরা ॥ ৭

শৌনক উবাচ

কিং স্তোত্রং কবচং কিংবা শ্রীহরিপূজাবিধিঃ পুরা।
দত্তো বশিষ্ঠেনোক্তঞ্চ যস্মাৎ বন্দ্যঞ্চ তৎ ॥ ৮
গন্ধর্ব্বরাজপুত্রে মুনিনা কথয়িত্বা
যতঃ সর্ব্বং প্রাপ্তং বশিষ্ঠেন চ কিং পুরা ॥ ৯
অপি শ্রুতি যে সৌতে শ্রোতুং কৌতুহলং মম।
স্তবস্তোত্রকবচং যত্র হৃদি বিদ্যমানম্ ॥ ১০

সৌতিরুবাচ

দৃষ্ট্বা যেন স্তোত্রেণ মালতী মহাদেবম্।
কবচং স্তোত্রং ভক্তি শুদ্ধ কবচং শৃণু ॥ ১১
ঐ প্রথম ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা।
ইতি মন্ত্র কল্পবৃক্ষঃ প্রদত্তো বোধনায় চ ॥ ১২
পূজা দত্তা সুখায় যথা পুষ্করে যতঃ।
পূজা দত্তা পূর্ব্বং সোমেন পুষ্করে চ ॥ ১৩

সূর্য্য সর্ব্বাধিকের এক মন্ত্র ত্রৈলোক্য জানিয়া নিজ স্বামীর সহিত গন্ধর্ব্বলোকে বাস করিয়াছিলেন। ৭

শৌনক কহিলেন,—হে সূতপুত্র! বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বে উপবর্হণ ও মালাবতী—এই উভয়কে শ্রীবিষ্ণুর কি স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বলুন। ৮

পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব এই গন্ধর্ব্বকে উপবর্হণকে দিয়া যে জগন্মঙ্গল মন্ত্র ও কবচাদি প্রদান করিয়াছিলেন, আপনি তাহাও বলুন। হে সৌতে! আমার পূর্ব্বশ্রুত স্তোত্র, কবচ ও মন্ত্র প্রবণ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৯-১০

মালাবতী যে স্তোত্রের দ্বারা মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তোত্রই বশিষ্ঠদেব প্রদান করিয়াছিলেন। এখন মন্ত্র এবং কবচ শ্রবণ করুন। ১১

"ঐ প্রথম ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা" এই কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ বোধনার্থক মন্ত্র বশিষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন। ১২

পূর্ব্বে ব্রহ্মা শ্রীহরির এই মন্ত্র পুষ্করতীর্থে কুমারকে (সনৎকুমারকে) প্রদান করিয়াছিলেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণ

যাবিক্ষিকারোহেত্যুক্তঃ শাখতঃ সর্বসম্মতঃ।
মূলেন সর্বদেবেভ্যো বৈশ্বদেবাদিকমুচ্যতে ॥ ১৪

অস্মীব তদ্বদেবঃ স্যাদ্বিপ্রস্তিষ্ঠেদ্ যথাসুখম্।
পিণ্ডে দত্তঃ পুরা বিপ্র যজ্ঞায়ঃ পূর্ণিমা ক্রমম্ ॥ ১৫

পূর্ণিমে প্রক্ষয়ে দত্তঃ ষোলোকে ভানমণ্ডলে
বর্ষায় পোষীকায়েব কৃপয়া পরমাদৃতম্ ॥ ১৬

প্রাদ্ধোপযোগি।

যাবাকান্ন যবান্নায় তথাঃ বং প্রকাশিতম্।
প্রদ্ধাতপায়নঃ নাম কৃপয়া তথ্য প্রেতো ॥ ১৭

যাং যত্নেন চ বর্ষে তত্ত্বং তত্ত্বমন্বেষণ
যৎপ্রসাদেন পুত্রেভ্যো যাস্যামি ভক্তিমদ্ভূতঃ ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি ব্রহ্মণ যদ্যেতঃ তথঃ পরম্
অহং যাস্যামি যুষ্মাভ্যঃ পোষণীয়ঃ পুরুষ্কৃতম্ ॥ ১৯

যদ্যৈ কৃষ্ণৈ চ যাস্যামি প্রাণভূল্যাঃ যদৈব হি।
যত্নেতো মম দেবেষ্বপি অত্যন্তঃ তথাপি চ ॥ ২০

দুঃখ সৃষ্টিমিমাং দৃষ্ট্বা যাস্যা বিপ্রস্তথা তব।
মাতর্ত্তা তব যে পত্নেঃ মম তুল্যো ভবে তব ॥ ২১

যে বর্ষ তথিমা দৃষ্ট্বা তথাস্তো চ কর্মণাম্।
তথাস্যাঃ তথাস্তো চ দৃষ্ট্বা তথাস্ত মমুদ্যতাং ॥ ২২

প্রদ্ধাতপায়নস্যাস্য তথস্য বিধি বক্ষ্যে।
তথিশ্চন্দ্রস্য যাস্যামি দেবোঽহং তথসৌখ্যঃ ॥ ২৩

বর্ষাবর্ষান্তরেষ্বেষু বিশিষ্যোগঃ প্রকীর্তিতঃ।
বিশেষযাস্যতীনাং সিদ্ধিঃ তথাঃ বিধে ॥ ২৪

যো তথে বিধিবদ্যত্নো মম তুল্যো ভবেত্ নরঃ।
তেতথা সিদ্ধিযোগেন প্রাপ্নোতি বিপ্রবেদ চ ॥ ২৫

প্রবাসো যে পিতঃ শাস্তু মমা যাস্যেষ্যতে চ।
তাসাং পাষাণভেদেষ্বপি মমো যাস্যেষ্যতে চ ॥ ২৬

যোগাভ্যাসে পরায়ণে পূর্বে এই মন্ত্র দান করিয়াছিলেন। ১৩

তখন শ্রীবিষ্ণু দেবর্ষিগণ সর্বসম্মতি যাহাতে পরায়ণে প্রেম করিয়াছিলেন। মূল মন্ত্র বৈশ্বদেবাদি মন্ত্র দেয় উহাও বহু বিস্তার করিতে হয়। ১৪

যে বিপ্রের পৌরব। আমি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় পোষণীয় কল্প পিতৃদেবের দুঃখে প্রকাশ করিয়াছি। এই কল্প পূর্বে পরমেষ্ঠীর মুখপদ্মে শুনা। আমার পিতৃদেবকে প্রেম করিয়াছিলেন। ১৫

আর ইহা। পূর্বে যোগোকারে ব্রাহ্মণগণের পোষণীয় তথ্যার্থ শ্রীকৃষ্ণ পরম, ব্রহ্মা ও বর্ষাকে প্রেম করিয়াছিলেন। ১৬

ব্রহ্মা কল্প তাহাকে পূর্বক বলিলেন,—হে প্রেতো। হে মহাভাগ ব্রাহ্মণ। আপনি 'ব্রহ্মাতপায়ন' নামক যে কল্প প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কল্প আপনি তথ্যকর্তা আমাদের, আমাদের এবং বর্ষার কৃপা করিয়া উপদেশ করুন। যে তথ্যকল্প তথ্যের। আপনার কৃপাপ্রসাদে ভক্তিযুক্তভাবে আমি তাহা অনুষ্ঠানাদি পূর্বকল্প প্রকাশ করিব। ১৭-১৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। হে অমর। হে বর্ষে। আমি সর্বাগ্রহ তথ্য বলিতেছি, তোমরা প্রবণ কর। এই কল্প অমর দুর্লভ এবং পোষণীয় ব্রাহ্মণকে আমি তোমাদিগকে প্রকাশ করিব। ১৯

আর এই কল্প যাহাকে তাহাকে প্রকাশ করিবে না; তাহা, ইহা আমার প্রাণ-তুল্যই। আমার এই দেহে যে কেন আমার, তাহা এই তথ্যের আছে। ২০

ব্রহ্মন্। তুমি এই তথ্য দান করিয়া দুঃখী আমার কন্যা বিপ্রস্তথার দুঃখ। হে মাতর্ত্তা। তুমি এই তথ্য দান করিয়া সহায়কারী হও এবং তথ্যের আমারই তুল্য বলিয়াছিলে হও। ২১

হে বর্ষে। তুমি এই তথ্য দান করিয়া সকল তথ্যের সাক্ষী হও। আমার সহ তোমরা তিন জনই তথ্যার তথ্যকর্তা হইবে। ২২

এই 'ব্রহ্মাতপায়ন' নামক তথ্যের বিধি হইতেছে এরূপ। শ্রীহরি, তথ্য যাহারী এবং দেবতা তার তথ্যকর্তা আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। ২৩

বর্ষ, বর্ষ, কাল ও যোগ—এই চতুর্বর্ণ তথ্য প্রাপ্তিতে বিশেষ বিশিষ্টযোগ হয় বলিয়া তথ্যিত আছে। হে বিপ্র। বিশেষ যাহা পাই করিলে এই তথ্য সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। ২৪

এইরূপে যে ব্যক্তি সিদ্ধতথ্য হইতে পারিবে, সেই ব্যক্তি তেজ, সিদ্ধিযোগ, জ্ঞান ও বিপ্রে আমারই তুল্য হইয়া যাইবে। ২৫

প্রবাস (বা) আমার তথ্যকর্তা হইয়া করুন, 'আমা যাস্যেষ্যতে' এই মন্ত্র আমার কল্যাণ তথ্য করুন এবং 'আমা যাস্যেষ্যতে' এই মন্ত্র আমার দুই তেজের তথ্য করুন। ২৬

কৃষ্ণঃ পাতাৎ যোগবন্ধুঃ যে বক্ষঃ প্রাণবল্লভঃ ।
কিঙ্কিণীঃ পীতবাসা তু কৃষ্ণঃ পাতু হরিঃ ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহেতি চ কণ্ঠং পাতু সর্বদা ।
হ্রীং কৃষ্ণায় নমো বক্ষঃ শ্রীপূর্বশ্চ ভুজদ্বয়ম্ ॥ ২৮

নমো গোপাঙ্গনেশায় নেত্রযুগ্মং সদাবতু ।
দন্তপঙ্‌ক্তিমোষ্ঠযুগ্মং নমো গোপীশ্বরায় চ ॥ ২৯

ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা ।
স্বয়ং বক্ষঃস্থলং পাতু মন্ত্রোঽয়ং ষোড়শাক্ষরঃ ॥ ৩০

ঐং কৃষ্ণায় স্বাহেতি চ কর্ণযুগ্মং সদাবতু ।
ওঁ বিষ্ণবে স্বাহেতি চ কঙ্কালং সর্বতোঽবতু ॥ ৩১

ওঁ হরয়ে নম ইতি পৃষ্ঠং পাদং সদাবতু ।
ওঁ গোবর্দ্ধনধারিণে স্বাহা সর্বশরীরকম্ ॥ ৩২

প্রাচ্যাং মাং পাতু শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয্যাং পাতু মাধবঃ ।
দক্ষিণে পাতু গোপীশো নৈঋত্যাং নন্দনন্দনঃ ॥ ৩৩

বারুণ্যাং পাতু গোবিন্দো বায়ব্যাং রাধিকেশ্বরঃ ।
উত্তরে পাতু রাসেশ ঐশান্যামচ্যুতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৪

সন্ততং সর্বতঃ পাতু পরো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৫

মম জীবনতুল্যঞ্চ যুষ্মভ্যং দত্তমেব চ
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব কবচস্যৈব ধারণাৎ ॥ ৩৬

গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।
স্নাত্বা তং চ নমস্কৃত্য কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৩৭

কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেদ্‌ দ্বিজ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে মহাপুরুষ-ব্রহ্মাণ্ডপাবনো নাম শ্রীকৃষ্ণকবচং সমাপ্তম্

কৃষ্ণ আমার স্কন্ধ (কাঁধ) সর্বদা রক্ষা করুন, 'যে হরি' তিনি আমার মস্তিষ্ক রক্ষা করুন, পীতবাস হরি 'আমার' মাথার কিরীটকে এবং 'কৃষ্ণাত্ত'—তিনি আমার মস্তক রক্ষা করুন। ২৭

'শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। 'হ্রীং কৃষ্ণায় নমঃ' এই মন্ত্র আমার বুককে রক্ষা করুন এবং 'শ্রীং কৃষ্ণায় নমঃ' এই মন্ত্র আমার দুইহাতকে রক্ষা করুন। ২৮

'নমো গোপাঙ্গনেশায়' এই মন্ত্রটি সর্বদা আমার দুইচক্ষুকে রক্ষা করুন। 'নমো গোপীশ্বরায়' এই মন্ত্র আমার দন্তপংক্তি ও ওষ্ঠাধরকে রক্ষা করুন। ২৯

'ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা' এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ৩০

'ঐং কৃষ্ণায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার কর্ণদ্বয়কে রক্ষা করুন এবং 'ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বতোভাবে আমার কঙ্কালকে রক্ষা করুন। ৩১

'ওঁ হরয়ে নমঃ' এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় সদা রক্ষা করুন। এবং 'ওঁ গোবর্দ্ধনধারিণে স্বাহা' এই মন্ত্র আমার সমস্ত শরীরকে রক্ষা করুন। ৩২

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পূর্বদিকে রক্ষা করুন, মাধব অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, গোপীশ দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং নন্দনন্দন নৈঋত কোণে আমাকে রক্ষা করুন। ৩৩

গোবিন্দ পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন, রাধিকেশ্বর বায়ুকোণে, রাসেশ উত্তর দিকে আমাকে রক্ষা করুন এবং স্বয়ং অচ্যুত ঈশান কোণে আমাকে রক্ষা করুন। ৩৪

স্বয়ং পরমাত্মা নারায়ণ সর্বদা আমাকে সর্বদিক্ দিয়া রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে এই অতিশয় অদ্ভুত 'ব্রহ্মাণ্ডপাবন' নামক কবচ বলিলাম। ৩৫

আমার জীবনতুল্য এই কবচ আমি তোমাদিগকেই প্রদান করিলাম। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ—এই সব কিছুই এই কবচ ধারণের ষোড়শ ভাগের একভাগের যোগ্য নয়। ৩৬

সুধী ব্যক্তি স্নান করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা বিধি অনুসারে গুরুদেবের অর্চনা করত তাঁহাকে নমস্কার এবং প্রণাম করিয়া ধারণ করিবে। ৩৭

এই কবচের প্রসাদে মানুষ জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। হে ব্রহ্মন্! যদি কোনও ব্যক্তি সিদ্ধকবচ হইতে পারেন, তবে তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু হইয়া যান। ৩৮

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে 'মহাপুরুষ-ব্রহ্মাণ্ডপাবন' নামক শ্রীকৃষ্ণকবচ সমাপ্ত।

মৌক্তিকন্যাস

বিনিয়ুক্ত করতঃ প্রেক্ষ্য আত্মরাশিমি সৌবল।
যদিহৈব চ যত্কিঞ্চ মন্ত্রবীর্য চ যো মনুঃ ॥ ৪৯
ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বায় স্বাহেতি চ মনুঃ
যাতঃ যদিহৈব পুরা পুরুষে কৃপয়া বিভো ॥ ৫০
অয়ং মন্ত্রো ধারণায় প্রহরো রক্ষণায় পুরা।
যথা শত্রুণ বাণায় রক্ষা দুর্বাসসে পুরা ॥ ৫১
মূলেন মর্ম হৃদয় নৈঋত্যাদিকমুক্তমম্

যাবেষ্টিরাদিকং ধ্যানং যোগোক্তং সর্বসম্মতম্ ॥ ৫২
ওঁ নমো নারায়ণায়।

ধ্যানের উপায় ॥

ধ্যায়েন্ নারায়ণং দেবং যং প্রকাশিতম্
সাক্ষাদ্যোগীশ্বরৈ ব্রহ্ম কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৫৩

মন্ত্রের উপায় ॥

শৃণু বক্ষ্যামি হে বৎস কথয়ং পরমাদ্ভুতম্
অয়ং তুভ্যং প্রদাস্যামি যোগলীলা সুদুর্লভম্ ॥ ৫৪
পুরা দুর্বাসসে দত্ত ত্রৈলোক্যবিজয়ায় চ।
ত্রৈবেক্ষ কথয়া তস্মা যো যাবদ্ধে পুরাঃ ॥ ৫৫
ত্রেতুং শক্তোতি ত্রৈলোক্যং ত্রয়স্ত্রিংশলীলয়া
সাক্ষাদ্যোগীশ্বরস্যাপি কথয়ং প্রোক্ষ্যতি ॥ ৫৬
অবিশ্বাস্যমিদং সাম্বো দেবোঽপ্যেক অবেদয়ঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৭
পঞ্চাঙ্গন্যাসমেবৈ নিত্যং কথয়ং ভবেৎ।
যো ভবেৎ সিদ্ধিকথয়ো মম তুল্যো ভবেৎ ধ্রুবি ॥ ৫৮
ত্রেতুমা সিদ্ধিযোগেন তপসা বিক্রমেণ চ।
পঞ্চপূর্বে নমঃ পাদু দুর্বঃ পাদু অন্তরাঃ
নমঃপদ্মুক্তিঃ নৈঋর্তেঽপ্যন্তরোঃ ॥ ৫৯ খড়্গং
খড়্গং পাদু ত্রিশূলং তদ্বো দুর্বভাবনঃ।

সুবদন কহিলেন,—হে সৌবল! যদি যদি যন্ত্রমন্ত্রে (যাদৃশ আত্মরাশির যন্ত্রমন্ত্রাদিকে) বিনিয়োগ যে মন্ত্র, তাহা এবং ত্রেতুর প্রকার কহিতেছিলেন, তাহাও আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৪১

হে ত্রেতুঃ! 'ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বায় স্বাহা' এই তাদৃশাত্মক বিনিয়োগ মন্ত্র পূর্বে পুরুষ ঈশ্বর দুর্বাসার কৃপা করিয়া উপদেশক প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

পুরাকালে এই মন্ত্রই তাহাকে ত্রৈলোক্যবিজয়ক দিয়াছিলেন। পূর্বে তাহা পাদু এই মন্ত্র ধারণ করিয়া (এই ধারণের প্রভাবের ত্রৈলোক্যের পুরুষ বিনাশক, বিনাশের পুরুষ যদি এরূপ যদির পুরুষ ধারণপূর্বক এবং এই ধারণপূর্বক তাহা ঈশ্বর দুর্বাসা শ্রীকৃষ্ণকে দেবীর অধিকারের বিষয় বলিয়াছিল।) এবং তাহাই দুর্বাসাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫

বিনিয়ুক্তার মূল মন্ত্রে ত্রৈলোক্যাদি সমস্ত ত্রেতুর যেরূপ প্রকাশ করিতে হইবে এবং 'ত্রয়স্ত্রিংশলীলয়া সাক্ষাৎ' ইত্যাদি যোগাঙ্গ ধ্যানে বিনিয়ুক্তার সর্বসাধারণের প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ৪৬

'ওঁ নমো ভগবতে'। সুবদন কহিলেন,—হে প্রভো! হে আত্মাধার মহাত্মন্! 'ত্রয়স্ত্রিংশলীলয়া' বাক্যে আপনার যে কথা প্রকাশিত আছে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ৪৭

ভগবান্ কহিলেন,—বৎস! যেই সর্বোত্তম ও অদ্ভুত কথা আমি তোমার নিকট বলিব, তুমি শ্রবণ কর। অতি এই কথা যোগশীল এবং অতিশয় দুর্লভ, তথাপি আমি তোমাকে উহা প্রকাশ করিব ॥ ৪৪

আমি পূর্বে এই কথা ত্রৈলোক্য বিজয়ের জন্য দুর্বাসাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন অবধি পরম যোগাধারণী হয়। যে মুহূর্তে আমি অন্তর্ধানের আমার এই কথা প্রকাশ করিব, সেই ক্ষণ কি অন্যান্যেই এই বিদ্যোপকে বন্ধ করিয়ে সমর্থ হইবে ॥ ৪৫-৪৬

'অন্যান্য-পাদ' এই কথাতে অতি ত্রৈলোক্য প্রকাশিত, যাহারা তখন এরূপ দেখা আমি যাহা অবেদয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধফলের ইহার বিনিয়োগ হয় বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৭

পঞ্চ অঙ্গ ন্যাস করিলে এই কথা সিদ্ধিপ্রদ হয়। এইরূপে যে ব্যক্তি নিত্যকাল ইহাকে পাঠ, সেই ব্যক্তি জ্ঞেয়, সিদ্ধিযোগ তপস্যা ও বিক্রমে এই ভূতলে আমারই তুল্য হইয়া থাকে ॥ ৪৮

পদ্ম আমার মস্তক রক্ষা করুন, গরুড় আমার মুখ রক্ষা করুন, শ্রীবৎস আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন এবং খড়্গ ও আমার অস্ত্র ও বর্ম রক্ষা করুন ॥ ৪৯

ত্রিশূল আমি ত্রৈলোক্যের আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, সুদর্শনাস্ত্র পূর্ব ভাগ রক্ষা করুন, শ্রীবৎস দক্ষিণের রক্ষা করুন এবং বিনয়ী আমার পূর্ব রক্ষা করুন ॥ ৫০

নন্দনন্দন নীলকণ্ঠ পাতু পৃষ্ঠং দিবানিশম্ ॥ ৫০
সর্বাঙ্গং পাতু বিশ্বেশঃ সর্বদিক্ষু চ সর্বদা ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব স্থাণুর্মাং পাতু সন্ততম্ ॥ ৫১
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৫২
যৎ ফলং সর্বতীর্থানাং স্নানেন লভতে নরঃ
তৎ ফলং লভতে নূনং কবচস্যৈব ধারণাৎ ॥ ৫৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেন্মাং যঃ সুমন্দধীঃ
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৫৪
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে সমাপ্তম্,

সৌতিরুবাচ

ইদং কবচং প্রোক্তং স্তোত্রং শৃণু শৌনক ।
মন্ত্ররাজঃ কল্পতরুর্বশিষ্ঠো দত্তবান্ পুরা ॥ ৫৫
ওঁ নমঃ শিবায় ।
বাসের উবাচ
নমো গুরবে দেবায় গুরুদেবং নীলকণ্ঠাদিকম্ ।
যোগীশ্বরং যোগবীজং যোগিনাং গুরোর্গুরুম্ ॥ ৫৬
জ্ঞানানন্দং জ্ঞানরূপং জ্ঞানবীজং সনাতনম্
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্বসম্পদাম্ ॥ ৫৭
তপোরূপং তপোবীজং তপোধনধনং বরম্
বরং বরেণ্যং বরদমীড্যং সিদ্ধগণৈর্বরৈঃ ॥ ৫৮
কারণং ভুক্তিমুক্তীনাং নরকার্ণবতারণম্
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং করুণাময়সাগরম্ ॥ ৫৯
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভম্
ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৬০
বিষয়াণাং বিভেদেন বিভ্রন্তং বহুরূপকম্
জলরূপমগ্নিরূপমাকাশরূপমীশ্বরম্ ॥ ৬১
বায়ুরূপং চন্দ্ররূপং সূর্যরূপং মহৎ প্রভুম্ ।
আত্মনঃ স্বপদং দাতুং সমর্থমবলীলয়া ॥ ৬২
ভক্তজীবনমীশঞ্চ ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ।
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি তং প্রভুম্ ॥ ৬৩

বিষয় সকল সর্বদিক রক্ষা করুন। স্বপ্নে ও জাগরণে স্থাণু আমাকে সতত রক্ষা করুন ॥ ৫১

ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার পরম ও অদ্ভুত এই কবচ কহিলাম। এই কবচ যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না, বিশেষ যত্নসহকারে ইহাকে গোপন রাখিবে ॥ ৫২

মানুষ সকল তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ করে, এই কবচ ধারণ করিলেই মানুষ সেই ফল অবশ্যই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৩

অতিশয় মন্দমতি যে ব্যক্তি আমার এই কবচ না জানিয়া আমার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি যদি আমার মন্ত্র শতলক্ষ জপও করিয়া থাকে, তথাপি সেই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না ॥ ৫৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে সনাতন-নারদ সংবাদে কবচ সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন,—হে শৌনক! পূর্বকালে কল্পবৃক্ষতুল্য মন্ত্ররাজ প্রদান করিয়াছিলেন যে মন্ত্র ('ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা') প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই কবচ আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে স্তোত্র শ্রবণ কর ॥ ৫৫

ওঁ নমঃ শিবায়। বাসুদেব কহিলেন,—যিনি দেবগণের গুরু দেব, গুরুদেব, নীলকণ্ঠাদি, যোগীশ্বর, যোগবীজ এবং যোগিগণের গুরুরও গুরু, সেই মহাদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫৬

যিনি জ্ঞান ও আনন্দময়, জ্ঞানরূপ, জ্ঞানের বীজ, সনাতন, সকল তপস্যার ফলদাতা এবং সর্ববিধ সম্পদ দান করেন ॥ ৫৭

যিনি তপোরূপ, তপস্যার বীজ, তপোধন মুনিগণের ধন, বরণীয়, বরেণ্য, বরদ, বরিষ্ঠ, সিদ্ধগণ ও শ্রেষ্ঠগণের পূজনীয় ॥ ৫৮

যিনি ভুক্তি ও মুক্তির কারণ, নরকার্ণব হইতে উদ্ধারকারী, আশুতোষ (সহজে প্রসন্ন হন), প্রসন্নবদন এবং করুণার সমুদ্রস্বরূপ ॥ ৫৯

যিনি হিম, চন্দন (শ্বেত চন্দন), কুন্দপুষ্প, কুমুদ (শালুক) ও পদ্ম (শ্বেত পদ্ম—পুণ্ডরীক)-তুল্য শুভ্রবর্ণ, ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ এবং ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য মূর্তিধারণ করিয়াছেন ॥ ৬০

সেই প্রভু বিষয়সমূহের নানা ভেদবশতঃ বহুরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করেন। যিনি ঐ ভাবে জলরূপ, অগ্নিরূপ, আকাশরূপ, বায়ুরূপ, চন্দ্ররূপ ও সূর্যরূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত আছেন। যিনি অনায়াসে স্বপদ প্রদান করিতে সমর্থ ॥ ৬১-৬২

যিনি ভক্তগণের জীবন এবং ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য কাতর থাকেন। বেদসকল যাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হন না, আমি সেই প্রভুর কি স্তব করিব? ॥ ৬৩

অপরিক্লিষ্টরৌপ্যাদ্যৈ র্যাদৃক্সংখ্যৈঃ পরৈঃ ।
যাদৃক্বর্ণাদৃক্সংস্থানৈঃ বৃত্তস্তম্ভৈ র্বিনির্মিতম্ ।
বিপুলশ্লক্ষ্ণবরৈঃ শয়িতৈঃ প্রস্তরেশ্চিতম্ । ৬৪

উদ্ধৃত্য তুষরাশেস্তু বিধানং যাদৃগুচ্যতে ।
প্রথমেহহ্নি পরশ্বো তদ্বদাদ্যন্তু মুনীশ্বরঃ ।৬৫

ইদং ব্রতঃ বশিষ্ঠেন ব্রহ্মণায় পুরা স্মৃতম্ ।
কথিতঞ্চ ময়াপ্যেতৎ মুনিভিঃ পরমাদৃতম্ ৬৬

ইদং ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সাক্ষৈরুক্তং ময়া তব ।
স্মরেদ্য ইমমধ্যায়ং তস্যাপ্যেতি নিশ্চিতম্ । ৬৭

অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনহীনো ধনং যশঃ ।
নারোগ্যঞ্চ ভবিষ্যন্তী প্রথমা লভতে তনুম্ ।
বলমুচ্চৈ র্মহাপুণ্যং ধর্মৈকং মুনিভাষিতম্ । ৬৯
অবশ্যং মুচ্যতে রোগাদ্ যাদৃগাত্মাভিধি শ্রুতম্ । ৭০

কায়ারোগ্যেঽপি যত্নো যো নৈব প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্,
ক্ষেত্রং শ্রুত্বা মানবেষু মুচ্যতে সত্বরান্ ধ্রুবম্ । ৭১

শ্রীরাজো অন্তরাত্মাং তদ্বদ্যা মাসঃ মুখোক্তি যঃ ।
মাসং শ্রুত্বা মানবস্তু লভেত্ শ্রীরুত্তমং ধনম্ । ৭২

যশঃপ্রদো ধর্মফলপ্রদাতিকো যঃ মুখোক্তি যেৎ ।
নিশ্চিতং মুচ্যতে রোগাৎ সত্বরন্তু নরোত্তমঃ । ৭৩

যঃ মুখোক্তি সদা ভক্ত্যা তুষরাশেরিমং বিধিং
তস্যাপ্যাত্মাং বিমুচ্যতে নাস্তি কিঞ্চিত্ সংশয়ঃ । ৭৪

কদাচিদ্ যদুবিক্ষেপো ন ভবেত্তু তারতে
অন্যদা পরমৈশ্বর্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ । ৭৫

তুষরাশেরিমং ভক্ত্যা যঃ মানবেষু মুখোক্তি যঃ ।
অন্যার্থা লভতে ধর্ম্যাং সুবিনীতং সতীং ধনম্ । ৭৬

এই পরমেশ্বর সাতটা ও ধনের অষ্টটা এবং অপরিক্লিষ্ট। তুষরাশির উপরিস্থ বিস্তৃত স্থলে সাতপ্রকারের বস্তু পরিধান করিবে। এই প্রকারের মত বিস্তৃত ও শক্তিশ করিয়া তুষরাশির উপরিভাগে। ৬৪ হইতে ধান্যসিদ্ধি পর্যন্ত। ৬৫

এই কথা বলিয়া মুনীশ্বর তৃতীয়বার এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত ও উপদেশকালে প্রথমে এই তুষরাশের কথা আরম্ভ করিতে লাগিলেন। ৬৬

যে মুনি। এই ক্ষেত্র পূর্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে (ইনবংশের শিক্ষা ব্রহ্মাজ্ঞাকে) প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরম ও অদ্ভুত পুণ্যপ্রদ মহাদেবের মহাপ্রসাদ স্বরূপ আমি আপনাকে বলিলাম। ৬৮

যে মানব মহাভক্তিসহকারে এই ক্ষেত্র উচ্চিঃস্বরে পাঠ করে, সেই মানব সমস্ত তীর্থসমূহের ফলের ন্যায় বিশিষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। ৬৯

যে ব্যক্তি এই মহাক্ষেত্রের এক মহাপ্রকাশ নিয়ম সর্বদাই প্রবণ করে, সেই ব্যক্তি পুত্রবিহীন হইলেও এই ক্ষেত্রের মহিমায় পুত্র লাভ করে। ৬৯

যে ব্যক্তি ধনহীন হইয়া কিংবা মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে, সেই ব্যক্তি যদি ভক্তি সহকারে এ ক্ষেত্রের শ্রবণ করিয়া ও মনের সহিত ধারণ করিয়া অন্যলোককে শোনায় তবে এক বৎসরমধ্যেই এই ক্ষেত্রের ফল পাইবে, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই রোগ হইতে মুক্ত হয়—এই মানবদেহের মধ্যে আত্মার ন্যায় করিয়াছি। ৬৯-৭০

যে ব্যক্তি কায়ারোগ্য লাভ করিয়া (কোন রোগেই দুঃখ পাইবার উপায় না দেখিয়া) তুষরাশির পরিমাণের যা, সেই ব্যক্তি একমাস এই ক্ষেত্র শ্রবণ করিলে নিশ্চয় হইবে অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। ৭১

যে ব্যক্তি তুষি মহাক্ষেত্রের এই ক্ষেত্র এক মাস শ্রবণ করিবে, সেই ব্যক্তি রাজলক্ষ্মীর সমৃদ্ধির ন্যায় ঐশ্বর্য লাভ করিবে। এইরূপ সংযম সহকারে যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্র এক মাস শ্রবণ করিবে, তাহার অন্যান্য ইচ্ছা বাহিরের পুরুষদের মত প্রাপ্ত হইবে। ৭২

যজ্ঞাবশেষে আহারের যে ব্যক্তি আত্মিক বৃদ্ধি অবলম্বন করত ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে এক বৎসর এই ক্ষেত্র শ্রবণ করে, তবে সেই ব্যক্তির শরীরের দুঃখপ্রকাশ অবশ্যই রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ৭৩

যে বিষয়ে সৌরভ। যে ব্যক্তি অতিমহাভক্তি সহকারে নিত্য এই অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার নিশ্চয়ই অন্য কিছুই অসাধ্য থাকে না। ৭৪

এই আমার তারার অন্যান্য বস্তু বিশেষ হয় না এবং যে অন্যান্য পরমৈশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই। ৭৫

যে ধর্মশীল ব্যক্তি সাবধানচিত্তে অতিশয় ভক্তিসহকারে এই ক্ষেত্র একবার শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি ধনিবীর, সর্বজনপ্রিয় সতীসাধ্বী ভার্যা প্রাপ্ত হয়। ৭৬

[illegible] সর্বদা [illegible] পুনাতি সঃ ।
[illegible] ॥ ১১
[illegible] পুনাতি সঃ ।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯
[illegible]
[illegible] ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে [illegible] ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

[illegible] যে ব্যক্তি এই স্তোত্র [illegible] পাঠ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকে । ১৭

যে ব্যক্তি [illegible] এই স্তোত্র [illegible] করে, [illegible] প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ১৮

সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া, [illegible] এবং [illegible] গমন করে । ১৯

যে ব্যক্তি [illegible] এই [illegible] পাঠ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] সেবা করিতে থাকে । ২০

[illegible] ব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে [illegible] এই 'ঊনবিংশ' অধ্যায় [illegible] অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible] পুত্রযোগো [illegible]-কথনম্ ।]

সৌতিরুবাচ ।
[illegible] নমঃ ।
[illegible] ॥ ১
[illegible] মম ।
[illegible] ॥ ২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩
[illegible] ।
[illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] ॥ ৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬

বিংশ অধ্যায় ।

([illegible] বর্ণন ।)

[illegible] বলিলেন,— [illegible] করিতে লাগিলেন । ১

[illegible] ([illegible]) [illegible] করিতে লাগিলেন । তিনি সেই [illegible] অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ২

[illegible] করিতে লাগিলেন এবং [illegible] করিতে লাগিলেন । ৩

[illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] করিলেন । ৪

[illegible] হইলেন । ৫

[illegible] করিলেন । ৬

কালে বরং ব্রহ্মণাপাং প্রাণাত্যাগস্তু বিলম্বতঃ।
ন তু ব্রহ্মে মুষলীমর্থে ব্রহ্মবৈরেন সৌমক ॥ ৭

মালাবতী ব্রহ্মমুতে পুত্রবে তামহে মুনি।
কৃত্বা তু দাহিতঃ কায়ঃ প্রাণোত্তরাত্মে না সতী ॥ ৮

পরস্তরং তু পশ্চাত্তে মুনিবাক্যোত্তরেণ চ।
তত্তে মুনির সাধ্বী সা পুণ্যা তাপিত্বরা বরা ॥ ৯

উপবর্ণপরার্থঃ পরিবর্তে তথিবেতি চ।
ইতিহাসা কাম্বুকী সা মুষলী মুষলীবরা ॥ ১০

সৌমক উবাচ।

ব্রহ্মবীর্যাৎ মুনেপত্যাঃ পর্যন্তোপপর্বকং।
তাতঃ কেন প্রকারেণ তদ্বদান্ বদ্ধুর্মহি ॥ ১১

সৌত্তিরুবাচ

তাতকুক্ষে চ দেবে চ ক্রমিলো নাম রাজতঃ।
ধনাবতী তস্য পত্নী বভূব সুপি পতিব্রতা ॥ ১২

যাজিলোধেন সা বভূব তাতে চ ভর্তুরাজতা।
উপসন্নে ঘনে ঘোরে মারুতা তাড়নাঃ মুনিম্ ॥ ১৩

যাগমানক শ্রীকৃষ্ণ অলভ্যঃ ব্রহ্মবেতসা।
ঊর্ধ্বো মুখেনা কৃত্বা সা যাগাত্তক মুনেঃ পুরঃ ॥ ১৪

শ্রীমুখনা কুমারাণ্ড প্রতাড়ুলোন বেতসা।
তপস্তা মুনয়োঽপোনং ধর্মীনা বহুবৎসরা ॥ ১৫

যাগান্তে চ মুনিস্তাঁস্থা পরঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
ধর্মং পুত্রো মুনে মুষলীঃ দ্বিজবৈবাহ্ ॥ ১৬

চারুচন্দ্রকবর্ণাভা। সহস্রপত্রলোচনাম্
সরসাবিস্ফুরাভাং মহাকৃষ্ণবিভূষিতাম্ ॥ ১৭

মুষলিত্বং মারাস্তাঃ পীনস্তনবিলম্বিতাম্
সোভিতাং পীতবস্ত্রেন মহিতাং ব্রহ্মলোকনাম্ ॥ ১৮

মোহিতা মুনিভূপেন ভাবয়াপপ্রতীহিতাম্।
ধর্মপত্নীং তদা ভার্যা বৈমুখ্যাসক্তচেতসা ॥ ১৯

যে সৌমক। তখনও ব্রহ্মহত্যা উপস্থিত হইলে এই ক্রিয়ার দ্বারা উপবর্ণন করার অভিপ্রায়পূর্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৭

সেই সময় সতী মালাবতী মুনিকে ভাবিতবর্ণাবর্ণক পুত্রবীর্য প্রদান করিয়া মৃতমুখে তাঁহ দাহিত কায়া করে প্রাণত্যাগ করিবেন ॥ ৮

তৎপরে এই সতী সাধ্বী মালাবতী মুনিবাক্যানুসারে পুনরায় পতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই পুণ্যবতী দেবী এই জন্মে মেই ভাবিত্বরা হইবেন ॥ ৯

সেই মুষলীরূপী মুষলী মালাবতী মুনিকালে উপবর্ণিত যেন আমার পতি হন' এরূপ কামনা করতে সোমক করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ॥ ১০

সৌমক কহিলেন,—হে মুনিবর। ব্রহ্মবীর্যপুত্রা উপবর্ণির কি প্রকারে ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্র-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন ॥ ১১

সূতপুত্র কহিলেন,—হে সৌমক। তাতকুক্ষ প্রদেশ ক্রমিল নামে এক সোমরাজ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ধনাবতী, ধনাবতী বড়ো পতিব্রতা ছিলেন ॥ ১২

এই ধনাবতী রাজার সেবায় বড়ো ছিলেন। সোম একদিন ধনাবতী রাণী ক্রমিলের রাজসূয়যজ্ঞে যোগ দান করিয়া রাজন (এই 'রাজন' শব্দের অর্থ রাজা পরে জানব,১১ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।) তাঁহার মৃত্যু বিলম্বে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩

ঈশ্বরের ধ্যান বিনা এক ব্রহ্মহত্যের প্রবর্তিত সেই মুনির শ্রীকৃষ্ণের মহাক্রোধের প্রকাশিত মূর্তিস্বরূপ ভীষণ দেহ দেখিতে পাইয়া সেই ধনাবতী রাজন মুনির নিকটে যাইয়া অনেক স্তব করিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গের প্রার্থনা করিয়া নিজের যোগমূলা গ্রহণ করিয়া সেই মুনিবরের সম্মুখে অবস্থান করিলেন ॥ ১৪-১৫

অনন্তর ধ্যানাবসানে কৃষ্ণপরায়ণ সেই মুনিশ্রেষ্ঠ রাজন সম্মুখে বিদ্যমানা নিজ সোমবংশজা এক মুষলী ধর্মপত্নীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৬

এই মুষলীর দেহকান্তি মুষলের ন্যায় শ্যাম বর্ণ-সদৃশ, সহস্রদল পদ্মের ন্যায় চক্ষুদ্বয় শোভিত, বদন সরোবরের পূর্ণবিকশিত পদ্মের ন্যায় সুন্দর ছিল। মুখমণ্ডল আকর্ণবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ বিলম্বিত ছিল ॥ ১৭

এই মুষলীর নিতম্ব দেশ ও জানুদ্বয় বিশাল এবং শ্রোণি (কটিদেশ, ও জঘনমণ্ডল স্থূল (ভারসহ) ছিল। পীতবস্ত্রে সুশোভিতা এই মুষলীর বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত মধুর ছিল এবং সমস্তদেহে ব্রাহ্মণের গরিমা ছিল অথবা ব্রাহ্মণের আকার ছিল ॥ ১৮

এই মুষলী মুনির রূপে মোহিতা হইয়া ভাবনাবশে পতিরূপে ভাবিয়া ছিলেন এবং বৈমুখ্যাসক্তচিত্তা হইয়া ভর্তৃবাণী বলিতেছিলেন ॥ ১৯

সিন্দূরবিন্দুযুক্তাভ্যাং সুচারুকজ্জলোজ্জ্বলাম্ ।
শরৎপঙ্কজনেত্রাভ্যাং ... ॥ ২০
মুনিঃ সংপ্রেক্ষ্য তাং কা ত্বং কস্য কামিনি নির্জনে ।
... পুংশ্চলি ॥ ২১
... কম্পিতা চ কলাবতী ।
উবাচ বিনয়েনৈব প্রণম্য ব্রাহ্মণং মুনিম্ ॥ ২২

কলাবত্যুবাচ ।

গোপিকাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ... কামিনী ।
... ॥ ২৩
... ।
... ॥ ২৪
... মুনিসত্তমঃ
উবাচ নীতিং সত্যাঞ্চ ... ॥ ২৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যঃ ... ।
... ॥ ২৬
... ।
... ॥ ২৭
... ।
... ॥ ২৮
... ।
... ॥ ২৯
... ।
... ॥ ৩০
... ।
... ॥ ৩১

উহার কপালে সিন্দূর বিন্দু থাকায় অধিকতর শোভা পাইতেছিল এবং ... উহাকে অতীব উজ্জ্বল বোধ হইতেছিল। শরতের পদ্মতুল্য নয়নে ... তাহার অপাঙ্গ দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন এই রমণী মদনের ভগিনী। ২০

মুনিবর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— কামিনি! এই নির্জন বনে একাকিনী তুমি কে? কাহার পত্নী? কেনই বা এখানে আসিয়াছ? সত্য করিয়া সব বল। (তোমাকে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি কোন এক পুংশ্চলী—বেশ্যা) ২১

মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া কলাবতী ভয়ে কম্পিতা হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনয়সহকারে বলিলেন। ২২

কলাবতী কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আমি এক গোপ-কুমারী। আমি তোমার ... নহি। ... আমি আপনার ... ইচ্ছা করিয়াছি। ২৩

অতএব আপনি আমাকে ... করুন। ... কোনও ... উচিত নয়। ... কোনও ... না। ২৪

সেই সুন্দরীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত (স্ফুরিত) হইতে লাগিল। তখন তিনি এই নীতিপূর্ণ সত্য কথা সেই কলাবতীকে বলিলেন। ২৫

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—যে ব্যক্তি নিজের ... লক্ষী-স্বরূপা ... ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি ... ; ... —এই বেদ-বাণী ... ২৬

তুমি ... করিতেছ ... হইবে না। ... তাহা হইলে সে তোমাকে ... করিবে না। ২৭

যে ব্রাহ্মণ নিজের ... গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ ... হইয়া যান, তাঁহার ... কোনও ... থাকে না। ২৮

... এই কথা বলিয়াছেন যে, ... এবং ... তাঁহার আর কোনও ... থাকে না। ২৯

... এবং ... পুরুষ—এই সব ... থাকে ... ৩০

... এবং তাহার ... হইতে থাকে। ... হইয়া যায়,

অনিষ্টেরেবো দুষ্টাদি ন বৈষ্ণবো ন ভক্ষয়েৎ।
দদ্যাদ্বিপ্রায় ব্রাহ্মণায়ং তদ্বয়ং পুত্রীবরং ॥ ৩১
দুষ্টীপাত্রে পড়াতে ন শুদ্ধাদ্বাঃ ধারয়েদ্ব দি
একবিংশতিপুরুষৈঃ সার্দ্ধং নরাক পুংগতি ॥ ৫৫
সম্রোক্ষিতেন যো ভুঙ্‌ক্তে দুগ্ধাপাং ব্রাহ্মণস্যতু।
তদ্ভুঙ্‌ক্তে নরকেষ্ঠী বৈষ্ণবাদিত্রয়ভাবিতম্ ॥ ৫৪
দুগ্ধে বা যদি দুষ্টাদি ব্রাহ্মণীঃ ভাবদুর্দ্দিতে।
ন পশ্যন্তে কালসূত্রং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥৫৫
অষ্টাবিংশত্রাবধিঃ কালং কালসূত্রকে।
ব্রাহ্মণী পতয়ে তস্য তস্মিন্না বিনিবিষ্টির্যম্ ॥ ৫৬
তদন্তঃসংস্থানো চ নস্তু। তস্য চ ব্রাহ্মণী।
দুগ্ধস্য দুষ্টী তদ্যতি তাবিনিঃ পরিবর্ত্তিতঃ ॥ ৫৭
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো বিরমাস চ শৌনক।
দুষ্টী তৎপুত্রতস্তো তত্তথৈবোত্তমানুত্তা ॥ ৫৮

এবমিত্যুক্তবা তেন পথা যাতি চ বেগতঃ।
তত্রা উচ্চঃ স্তনঃ দৃষ্ট্বা দুগ্ধেনাপূর্ণো পপাত হ ॥ ৫৯
তদুদ্ভাতা চ দুষ্টী পীত্বা তত্র তদঃ দুগ্ধা।
মুনিং প্রণম্য প্রস্থেতা প্রযযৌ তদ্ভুবর্ত্তিনম্ ॥ ৬০
তদা প্রণম্য তমিদং কান্তঃ তান্তা মনোরমম্।
মুনিং স্থিরবয়াসং দুষ্টাদ্বাঃ গর্ভবেদুত্তম্ ॥ ৬১
কলাবতীবাচঃ ব্রহ্মণ্ড প্রস্থেষ্টবরেশ্বর্ণ।
উবাচ তান্তা মধুরং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৬২

ত্রয়োদশ উবাচ।

বিপ্রেণ যৌবনা তদ্বর্ণে বৈষ্ণবেন মহাত্মনা।
বৈষ্ণবো তবিতা বালঃ তব তাদাবতী সতী ॥ ৬৩
তদ্বর্ণে বৈষ্ণবো তাতো যত্ন যৌবনো যা ভবি।
তত্রোর্ণাতি চ বৈষ্ণবঃ পুত্রপাপাং পতঃ পতম্ ॥ ৬৪

তাদৃশ ব্রাহ্মণের স্পর্শ করিলেও তিনি ঔষধাদি ভক্ষিত করিবেন। ৩১

সেই ব্রাহ্মণের ঔষধের দ্বারা এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি অন্যের যা এক অন্যের গ্রহণ করিবে না। সন্তানাদি ও ব্রাহ্মণের তাহার প্রেত অন্যের বিধানুসারে অর্থাৎ বলিয়া এবং করিবে। ৩২

পুংশ্চলি (অসতী)। সেই ব্রাহ্মণ বিষের একবিংশতি পুরুষের সহিত ইহার সাযুজ্যলাভ পর্যন্ত অবশ্য দুগ্ধীপাত্র নরক হইতে রক্ষা করে। ৩৩

আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণের পুরুষের পাদপ্রক্ষালিত তোয়ন করে এবং যে ব্রাহ্মণ দুগ্ধপায়ী অন্যান্যেরা অর্থাৎ অন্য দুগ্ধ আর, ইহারা উভয়েই পুত্র-দুগ্ধ হইয়া যায়। ৩৪

তোয়ন আচমনীয় অর্থাৎ যৌবনাদি পূর্ব ব্রাহ্মণের গ্রহণ করে, সে চতুর্দশ ইন্দ্রের কাল পর্যন্ত কালসূত্র নামক নরক হইতে তোয় করিতে পারে। ৩৫

যার দুগ্ধপুত্র ব্রাহ্মণী অষ্টাবিংশ ইন্দ্রের পরিবর্ত্তিতকাল পর্যন্ত তাহাকে ভক্ষিত করিয়া হইতে হইতে রক্ষা তোয় করে। ৩৬

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণী তদ্গর্ভসম্ভূতে ব্রাহ্মণ করিয়া থাকে এবং পুত্র দুগ্ধ তোয়ী হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করে। ৩৭

হে শৌনক। সেই দুষ্টিকারী ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। অনন্তরে সেই পুত্র-পাত্রীর দুষ্টি করে তাঁর, তাঁর ও তাদৃশ তাঁর হইয়া যাইল, এই অবস্থায় সে দুষ্টি লক্ষ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৮

এই সময়ে সেই পথ দিয়া তোতা আসী এক ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। তাহার উচ্চ ও স্তন দেখিয়া দুষ্টির বীর্যপাত হইল। ৩৯

এদিকে তদুদ্ভাতা সেই পুত্রপাত্রী তাদাবতী ব্রাহ্মণ সহকারে তাদাদের সেই দুষ্টি-বীর্য পান করিয়া দুষ্টির প্রসন্ন পূর্বক তাহার প্রার্থনানুসারে তাহা ভক্ষিতের সহিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪০

তিনি কলাবতী তিনিকে আবাহন করি ভক্ষিতের প্রণাম করিয়া পরিশেষে সবের মুখাদ্য উপদেশ নিবেদন করিল। ৪১

কলাবতী। তাতা প্রণাম করিয়া ভক্ষিতের তব ও প্রসন্ন প্রসন্ন হইল এবং পরিণামে সুখাবহ এই মধুর বাক্য তিনিকে তাদাদের বলিলেন। ৪২

ভক্ষিত বলিলেন,—বিপ্রকুলে মহাত্মা ব্রাহ্মণের বীর্য তোমার গর্ভে সঞ্চিত হইয়াছে, অতএব তোমার বিপ্রকুলে পুত্র হইবে; সতী তুমি পরম তাদাবতী। ৪৩

সতি। তাঁহার গর্ভে বৈষ্ণব পুত্র জন্মিয়া থাকে তিনি তাঁহার যৌবনে বৈষ্ণব পুত্র তাদে, তাঁহাদের বিপ্রের পর পর পুত্রও বিপ্রকুলে বলে তাদে। ৪৪

[illegible] বিপ্রবিমানেন [illegible] চ ।
[illegible] বৈকুণ্ঠপদং [illegible] ॥ ৪৫ ॥
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যঃ [illegible]
[illegible] দদৌ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো [illegible] দদৌ ॥ ৪৭ ॥
[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৪৮ ॥
[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৪৯ ॥
[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৫০ ॥
[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৫১ ॥

[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৫২ ॥
[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৫৩ ॥
দদৌ বৈকুণ্ঠ[illegible] ।
[illegible] ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৫৪ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৫ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৬ ॥
ন চ বিপ্রবিমানেন [illegible] চ ।
[illegible] বৈকুণ্ঠং [illegible] ॥ ৫৭ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৮ ॥

[illegible] বিপ্রকে [illegible] ॥ ৪৫

[illegible] । তুমি [illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] । [illegible] তুমি বৈকুণ্ঠধামে [illegible] ॥ ৪৬

[illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] করিলেন ॥ ৪৭

তিনি [illegible] ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৮

[illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] প্রদান করিলেন ॥ ৪৯

[illegible] ব্রাহ্মণকে বিতরণ করিলেন ॥ ৫০

[illegible] ব্রাহ্মণদিগকে [illegible] প্রদান করিলেন ॥ ৫১

[illegible] ব্রাহ্মণকে বিতরণ করিলেন ॥ ৫২

[illegible] ব্রাহ্মণদিগকে [illegible] প্রদান করিলেন ॥ ৫৩

তিনি [illegible] ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন ॥ ৫৪

[illegible] ॥ ৫৫

[illegible] করিলেন ॥ ৫৬

[illegible] বিপ্রবিমানে [illegible] করিলেন ॥ ৫৭

[illegible] তিনি [illegible]

যত্নে বলাবতী নাম্নে ঔদ্বাহ্য প্রকরোদ্ব হ।
যত্নো ভ্রাতরস্তাত্ত্বা তাং ব্রাহ্মণেনৈব যজিতা। ৪৯

ব্রাহ্মণো বাহুবিস্ফোট্য তাং পুরীং মুখাধিতঃ।
ভয়ার্ত্ত ভয়পূর্ণতি যাবেত্ত অবেত ১। ৫০
যা বিপ্রবেশে লাজী ১ পুরাব ভবনং যয়ু
ভয়ুক্তাভবর্ণাঃ যন্তঃ ব্রহ্মবেতসা। ৫১
ভয়া যোষিতঃ সর্বা ভয়ুর্ত্তবালকঃ শুভম্।
ঔদ্বাহ্যাহ্বয়ার্ত্তবিতাঃ তং ব্রহ্মবেতসা। ৫২

ব্যাসবেদাবিতাঃ ভূপে ভ্রাবিকভ্রাভবন্
সহস্রপার্ষদপ্রাহ্যঃ সহস্রপত্তলোচনম্। ৫৩

হস্তাপালাদিলিঙ্গিতা ভুজপোতাঃ মনোহরম্।
পদ্মচক্রাঙ্কিতঃ পাদপদ্মঃ বাহুভূলমুজাম্। ৫৪

ভয়ভূতঃ বাহুভূলক ভূলকক ভূবাদিনম্।
যোবিতো বালকঃ দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টঃ বাজ্ঞয়ং মুদা। ৫৫

পুরবাসভূতো বিপ্রঃ ব্রহ্মণ্ড নমর্ত্ত হ।
ন বালো ভয়ুরে ঔদ্ব ভূতপক্ষে যথা শশী। ৫৬

পুলোম ব্রাহ্মণস্তক ভপুত্রাকে যথা সুতাম্। ৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে যৌতি-সৌনক-সংবাদে ঔদ্বাহ্যোপাখ্যানকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২০

যাহা ঔদ্বিদ্ধ হইয়া যাইবে সে ওজাবতী ঔদ্বাহ্যের যোগ্য করিতে থাকিবেন। তাহাদের অভিযে প্রাপ্তকাল করিতে উদ্যত হইলে কোনও এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বধ করেন। ৪

সেই ব্রাহ্মণ যাহাকে ওজাবতীকে 'ভার্যা' বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করত ওজাবতীর মধ্যে বিবাহ যজ্ঞপূর্ণ ওজাব ধারণ করিবেন। ৫০

সেই সতী সাধ্বী ওজাবতী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে ওজ উচ্চারণ করত (শুনিয়া) ভয়ে করিবেন। সেই শুনিয়া সর্ব ওজাবতীপুরীর অধিবাসী বিপ্র ওজাবতীকে তিনি যেন প্রবেশিত হইতে বিলম্ব করিবেন। ৫১

ওজাবতী বিপ্র সমস্ত হইলে সেই পরম সুন্দর ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবেন, এই ব্রাহ্মণ ওজাবতী বিপ্রের ওজাবতীর ব্রাহ্মণগণের মুখাবয় ওজ যেন প্রবেশিত হইয়াছিলেন। ৫২

এই ব্রাহ্মণ ওজাবতীর ঔদ্বাহ্যের অধিক ওজাবান্ বিপ্রের, ওজ হইতেও অধিক সৌন্দর্যযুক্ত ওজাবতী ওজ ওজ সহস্রওজাবতীর পৃথিবীর ওজাবতীর ওজাবতীর ওজাবতীর বিপ্র। ৫৩

ওজাবতীর ওজাবতী ও পাদপদ্মাদি ওজাবতীর অতি সুন্দর বিপ্র। তাঁহার ওজাবতী (ওজাবতী) ওজাবতী সুন্দর ও মনোহর বিপ্র। তাঁহার ওজাবতীওজাবতীর ওজ ওজ ওজ অতিশয় ওজাবতীর ও উজ্জ্বল বিপ্র। ৫৪

এই ব্রাহ্মণের ওজাবতী সুন্দর বিপ্র। ওজাবতীর অতিশয় ওজ এই ব্রাহ্মণ ওজাবতী যোবিৎ ওজাবতীকে। ওজাবতী ওজাবতীর এই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া সাধ্বীর বিপ্র বিপ্র ব্রাহ্মণের ওজাবতী ওজাবতীর। ৫৫

এদিকে সেই ব্রাহ্মণ বিপ্রের পুত্র ও দুই হইয়া ওজাবতীর পুত্রকে দেখিয়া ওজাবতী হইয়া ওজাবতীর ওজ ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে থাকিবেন। আর সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-পুত্র ওজ পক্ষের চন্দ্রের ওজাবতী ন্যায় বৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকিবেন। ৫৬

আর সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রের অধিক ওজাবতীকে বিপ্রের ওজাবতী ওজাবতী ও ওজাবতীর করিতে থাকিবেন। ৫৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে যৌতি-সৌনকসংবাদে ঔদ্বাহ্যোপাখ্যানকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[উপবর্হণের [illegible], মারুতাদি[illegible]। [illegible]]

সৌতিরুবাচ।

[illegible] ॥ ১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২

[illegible]
[illegible] ॥ ৩

[illegible]
[illegible] ॥ ৪

[illegible]
[illegible] ॥ ৫

শৌনক উবাচ।

[illegible] ॥

[illegible] ॥ ৬

সৌতিরুবাচ।

[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯

শৌনক উবাচ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০

সৌতিরুবাচ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১

একবিংশ অধ্যায়

[উপবর্হণের [illegible], মারুতাদি [illegible] এবং [illegible]।]

সৌতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! [illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

হে মুনে! [illegible] ॥ ৫

শৌনক কহিলেন,—সুতপুত্র! [illegible] ॥ ৬

সুতপুত্র কহিলেন,—[illegible] 'মারুত' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭

[illegible] 'মারুত' নাম [illegible] ॥ ৮

হে মুনে! [illegible] 'মারুত' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯

শৌনক কহিলেন,—সৌতে! [illegible] 'মারুত' [illegible] ॥ ১০

সৌতি কহিলেন,—[illegible] ॥ ১১

সৌরভ উবাচ।

অমুনা নামমাত্রেণাপি ভক্তা সৌরে শিলোচ্চয়ে।
মুক্তাফলেন তুল্যত্বে কথং ন নামতাধিক্যং ॥ ১৯

সৌত্তিকরাজ।

তন্নামাক্ষরে প্রত্যক্ষরং বহুবর্ণবিন্যাসো নয়াঃ
নয়ান্ বলো বলবতঃ স্তোন তত্ত্বয়ং তুচ্ছম্ ॥ ১০
তত্তো বহুব বালক এবমাহ কর্তৃবেদনঃ।
অত্তো শ্রদ্ধা নাম চক্রে নামবন্তেষ্বি মন্ত্রম্ ॥ ১১
শাস্ত্রাঃ সিতমুক্তাহার আবভাষে বিস্ময়ন
উপালম্ভহাস্যেন বিস্মিতঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১২
ক্রমে ক্রমে পোপিকায়াস্তো বিপ্রত্বেহে দিনে দিনে।
বসুধায়াং পালিতায়াং চক্রে ব্রাহ্মণ্য আদরম্ যথা ॥ ১৩
এবমিক্ষুরসে বিপ্রা আবভূবিপ্রমধিকম্।
নিশ্চয়ঃ পক্কতরীয়া মধ্যাহ্নেঽধিনো যথা ॥ ১৭

ব্রহ্মণঃ স্তবনস্তস্য শ্রীমৎবাক্যবাচনম্।
মধুপর্কাধিকং কৃত্বা ভাবনায় মুদী দ্বিজঃ ॥ ১৮
কলমূলাধিকং কালে চকারো ভূরিপুজনাঃ।
বিপ্রবরঃ মুক্তিত্বে তৎপেয়ঃ মুক্তকে দিতঃ ॥ ১৯
চতুর্থকো মুনিস্তস্মৈ কৃতজ্ঞত্বং বরো মুদা।
দেহাং দাস্যে ন বহুন বিত্তম মনুরাজ্ঞয়া ॥ ২০
এবমা দিতমাতা চ মন্ত্রজ্ঞো দিবি দর্শনি।
নমস্য দর্শনীঃ চ তৎকথাঃ স্মরতো ধরিম্ ॥ ২১
স্তত্তো ভগবান বৈকুণ্ঠঃ বিষ্ণুযানেন যা সভা।
বিষ্ণুপার্ষদমাযুক্তা নয়ন্তমিদ্বিজেন চ ॥ ২২
প্রোচ্চবাদো দ্বিজৈঃ সার্দ্ধঃ প্রত্যবো বিপ্রসন্নিধাৎ।
ভক্তজ্ঞানং লভন্তৈব ব্রাহ্মণাস্ত কৃপালয়ঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মপুত্রাঃ সিতং ভাক্তু যজ্ঞানা প্রবভূ ভিদ।
যজ্ঞানাদী সিতস্তস্মৈ মন্ত্রাভীরে মনোহরে ॥ ২৪

সুরাদীন ব্রাহ্মণ ভাবস্থান ৫৪ পৃষ্ঠ হয়ে আছে, সেইহেতু কাজেই 'আছে' স্থানে অতিথিত হয়। ১৬

সৌরভ বলিলেন,—সৌরে। এখন পুত্র সৌত্তিক তাঁর শিষ্যত্ব (অর্থাৎ তাঁহার শাসন মানিবার) স্থান মুক্তাদি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ব্রাহ্মণের কি প্রেত্ব আছে তাহাকে ইহারাদিগ। ১৭

বৃষপুত্র কহিলেন,—ভক্তাক্ষরে ভক্তার অর্থ হইতে বহু বহু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কারণ ভক্তার অর্থকে 'বহুল' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ১৮

তত্ত্বতঃ ভক্তার সেই বহুল অর্থ হইতে এক বালক উৎপন্ন হয়, সেইহেতু ভক্তা সেই বালকের 'মাতা' এই সম্বন্ধের কারণরূপ জানিল। ১৯

এখন আমি ভক্তাবতীপুত্র বালকের বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহাতে এবণ করুন। উপালম্ভ (বিদ্রূপহাস্য)-পূর্ণ ভাবের (সোপালীয় ভাবের) কথা বিপ্রবরদের নিকটে বলিবার আর প্রয়োজন কি। ২০

সোপিকা ভক্তাবতীর সেই পুত্র দিনে দিনে ব্রাহ্মণের কৃপার ভাজন হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত ভক্তাবতীর বিশেষ কথা আর পরিচয় করিতে পারিলেন। ২১

এই সময় সেই ব্রাহ্মণের কৃপায় মহাভেজস্বী ব্রাহ্মণদের তায় প্রাপ্তি হয় (যথা, সত্যবল, কৃপাত্ত ও দ্রোণ) মহাভেজস্বী পক্ক বয়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন। ২২

ব্রাহ্মণদের সত্যসন্ধতাবীয় মূর্খের ভেদরেখা ব্রহ্মবাদী সেই চার ব্রাহ্মণপুত্রকে মধুপর্কাদি অতিথি সৎকারোচিত প্রথানুসারে প্রথম করিয়া সেই মুখী ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৮

ফলমূলাদি সেই চার মুনিকেই ব্রাহ্মণপুত্রেরা ভোজন করিলেন। পরে সেই দিন (অর্থাৎ বৃষপুত্র ব্রাহ্মণ) ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট ভোজন করিলেন। ২৯

এই চার মুনি ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত চতুর্থ মুনি ব্রাহ্মণকে নানারূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন তাহার সহিত ভক্তাবতী ও সোপিকা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুসারে এই চারিজন ব্রাহ্মণপুত্রের বাস হইলেন। ৩০

একদিন সিত বালকের সহিত ভক্তাবতী ব্রাহ্মণের বালকের সর্পদষ্টা হইয়া ঈশ্বরচিন্তন পরম করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করেন। ৩১

সেই সময় সতী সাধ্বী ভক্তাবতী উত্তম বস্ত্রবিশিষ্ট বিষ্ণুযানে করিয়া বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ৩২

তাহাদিগে তাঁহার পুত্র সাধক এই ব্রাহ্মণেরা সহিত পরমেশ ব্রাহ্মণের কৃপা হইতে প্রাপ্তি হইলেন। কৃপালু এই ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে জীবনদান প্রদান করিলেন। ৩৩

ব্রাহ্মণগণ এই ব্রহ্মপুত্রগণ পরমেশ বালককে আশীর্বাদ করিয়া গমনে গমন করিলেন। তখন মহাভোগী সিত (বালক) বালক যজ্ঞানের পরমাত্মীয়ে অবস্থান করিতে পারিলেন। ৩৪

[illegible] বিরজাস্ক [illegible] ।
ক্ষুৎ-পিপাসা-শোক-মোহজরাঃ [illegible] দুর্লভম্ ॥ ২৫
[illegible]
[illegible] গোলোক [illegible]
গোলোক উবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৭
সৌতিরুবাচ ।
[illegible]
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
ওঁ শ্রী [illegible] ।
শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৩০
[illegible] ।

[illegible] বিরজায় (বিরজাতে) স্নান করিয়া [illegible] ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক ও মোহজরাদি এবং সর্বপ্রকার [illegible] করিতে থাকিলেন ॥ ২৫

[illegible] ॥ ২৬

গোলোক বলিলেন,—হে [illegible] ! [illegible] হইয়াছিলেন ? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ২৭

[illegible] কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! [illegible] কৃপা করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ২৮

সেই [illegible] ॥ ২৯

[illegible]
[illegible] ॥ ৩০

[illegible] 'মহাপুরুষ' [illegible]

[illegible] ॥ ৩১
[illegible]
[illegible] ॥ ৩২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৮

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible]

শোভিতং তাম্রচূলাভ্যাং বালকীবনমালয়া।
ধ্বজবজ্রাঙ্কিতকরং তপ্তকাঞ্চনভাস্বরম্,। ৩৯
মণিনা কৌস্তভেনেব বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্,
দীপ্তিভিঃ শোভিতাভিশ্চ সর্বতঃ সমলোকৈঃ। ৪০
বিদ্যাযৌবনযুক্তাভিঃ স্ত্রীভিরাভিশ্চ সঙ্গতম্।
দূরৈর্বিতাড়িতশ্চ রাজবংশকুলদ্বিষম্। ৪১
ধ্বজবিভূষিবাহৈশ্চ পূজিতঃ বন্দিতঃ স্তুতম্।
জিগোষুঃ প্রার্থিকাকান্তঃ শান্তস্তপঃ পরায়ণম্। ৪২
নিলিম্পং শাক্তিপক্ষং বিষ্ণুং প্রকৃষ্টঃ পরম্।
প্রাপ্যেব সর্বৈরঃ যত্ন পরমস্থানমীশ্বরম্। ৪৩
ইতঃ যে ঋষিঃ প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞং ক্রমতঃ ক্রমে
জন্মাদ্যোপাধিকং সত্যং সমুক্ত যত্নপাংশুলঃ। ৪৪
শাস্ত্রতঃ বালকস্যাস্য যাবদ্বক্তব্য যৌবন
বিদ্যা বর্ষসহস্রক বিদ্যাতেঃ কুলোদ্ভবঃ। ৪৫
শক্তিমান্ পরিপূর্ণশ্চ সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবঃ

সর্বং বালস্যতা যাবদ্বে বিদ্যাঃ লোকে বালকম্। ৪৬
চন্দ্রমিবোদয়কক্ষে চন্দ্রমুখপরিচ্ছিদম্,।
কিশোরবয়সং শ্যামা যোগয়েদক্ষ শক্তিম্। ৪৭
যোগৈর্যোগাঙ্গজাভিশ্চ দেহিনঃ শীঘ্রযায়িনম্,।
বিষ্ণুঃ মুরারীংশ্চ স্বপ্নেন বিচিত্রিতম্,। ৪৮
ধ্বজবিভূষিবাহৈশ্চ স্তুতমানং পরাৎপরম্,।
দৃষ্ট্বা চ পুচ্ছিয়া শাস্ত্রা শাস্তশ্চ যোগিকাসুতঃ ৪৯
বিদ্যায়াং চ যোগার্থে বলা ঋষ্যস্তুমন্ত্রকঃ
ক্রমোদাবধমূলে চ ন দৃষ্ট্বা বালকং শিশুঃ। ৫০
মনুষ্যাকারমাত্রীতি জ্ঞাত্বা বালকং প্রতি।
সত্যং প্রযোগযুক্তশ্চ বিদ্যেব বিদ্যাস্বয়ম্,। ৫১
মনুষ্য যত্ন ঋষিঃ প্রাপ্তা ক্রমেব নামুনা পুনঃ।
অধিগম্যক্রমাপায়া দুর্লভশ্চ দুরোদিনাম্,। ৫২
এতস্মিন্ বিজ্ঞহেতৌচে সংপ্রাপ্তে বিদ্যাবিগ্রহে।
পূর্বস্কন্দাদি যোগিন্দ ক্রমমুক্তাক্রমাহরম্,। ৫৩

কৌস্তভমণিক সর্বজ্ঞেষ্ঠবলি ধারণ করেছেন বলিয়ে উল্লেখ, যোগিকাকে উহা বহিবসরে বলা হইয়াছে নিত্যযৌবন কহিয়েছেন, সাবাশি তুলনমূলে বিষ্ণুবিদ্যা বিদ্যাযৌবনযুক্তা যোগীজন কর্তৃক সতত পরিবেষ্টিত, ইহারা সকলেরে অবস্থিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি যেকেন কর্তৃক পূজিত ও স্তুত, কিশোর (কিশোরমূর্তি), প্রার্থিকাকান্ত, শান্তস্বরূপ, পরাৎপর, নিলিম্প, শাক্তিপক্ষ, বিষ্ণু, প্রভৃতি ইহাতে তিন অবস্থা প্রকাশিত আছেন, সর্বজনবর্গ সর্বেশ্বর পরমাত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। ৩৩-৪৩

৪৪ মূলে। আদি ব্রাহ্মণের নিকট পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রে দিক্ষিতের উপাসনা প্রকার প্রাপ্ত, ক্রোড় ও ক্রম বর্ণনা করিয়াছে। পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের এই প্রাক্তিপক্ষাবলম্বন মন্ত্র অবলম্বন করুন। ১৪

৪৫ যৌবন। বালক যাহার সম্প্রতি সেই স্থানে বিদ্যা সহজ অবলম্ব করিয়া থাকে ইহা অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময় বিদ্যাগ্রহে থাকায় তাঁহার উহা মূল হইয়া বিদ্যাছে। ৪৫

কিন্তু শিব অন্যের প্রভাবে যাহে শক্তিমান্ ও পরিপুষ্ট ছিলেন। বালক যাহার সেই সময় যাহে বিদ্যা যোগ ও ক্রম বিদ্যা বালকের বর্ণন করিয়েন। ৪৬

সেই বালক ত্রাণিবাহনে অধিরোহিলেন, ধ্বজা আজানুলম্বিত বিভূষিত, কিশোরবয়স, শ্যামবর্ণ, যোগাবলম্বী এবং

ছিন্ন হাস্যের ন্যায় ছিলেন। ৪৭

তিনি যোগ ও যোগীজন পরিবেষ্টিত, গীতবস্ত্রপরিহিত, বিদ্যাত, দূরগামীত এবং চক্রের বিশেষরূপে চিহ্নিত ছিলেন। ৪৮

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি যেকেন সেই পরাৎপর স্তবস্তুতিতে স্তুত করিয়েছিলেন। যোগিকা কন্যাটীর পুত্র শান্ত যাহার সেই শক্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া বর্ণন করিয়া পরম ভক্তি অবলম্বন করিয়ে লাগিলেন। তখনকার বিষ্ণুকাল শান্ত বালক যাহার যখন তাঁহাকে আর দেখিতে দেখিতে পাইলেন না, তখন অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। বালক সেই বালকরূপী ভগবান্নাথ না দেখিয়া তখন এক অন্তর্যামীর স্থলে অবস্থান করত রোদন করিতে লাগিলেন। ৪৯-৫০

এই রোদনকারী বালকের নাম করিয়া তখন সত্য, জ্ঞানবর্ণ, বিক্রম ও বল অন্তর্যামিনী এই আকাশবাণী হইল। ৫১

মানব। তুমি একবার যে ক্রম বর্ণন করিয়াছ, তাহা এখন পুনরায় তুমি বর্ণন করিতে পারিবে না; কারণ, যাহাদের বিদ্যমানতা-ক্রমিত ছিল যোগাঙ্গিকের পথ হয় যায়, সেই সব দুরোদিনদের এই ক্রম দুর্লভ অর্থাৎ বর্ণন করা অসম্ভব হইয়া থাকিবে। ৫২

যোগায় এই ক্রমের অবসান হইলে পর যখন তুমি বিদ্যা

ইতি ব্রহ্মা নারদঞ্চ বিধায় মুনিভিঃ সহ।
কালে বভাষে তীর্থে চ তস্য শুক্রঃ স্মৃতি শান্ ॥ ৩৪
সেহর্ঘ্যপূজাঃ স্বর্গে পুণ্যপ্রবৃদ্ধিকৃত চ।
বভূব পশ্চাদ্ভূতঞ্চ নারদঞ্চ মহামুনিঃ ॥ ৩৫
তত্র তাভ্যাং ন কৌষঞ্চ বিলোমো ব্রহ্মবিত্তমঃ।

[illegible] করিবে, তখন তুমি পুনরায় জন্ম, মৃত্যু ও জরাদিশূন্য হইয়া গোলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৩৩

নারদ ঋষির এই অভিশাপবাণী শ্রবণ করিয়া অভিশাপ [illegible] হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর গোলোকস্থিত [illegible] উৎপত্তি হইলে নারদ তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ করিতে করিতে সেই দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৪

সেই সময় স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং পুষ্পবৃষ্টি হইল। মহামুনি নারদ এইরূপে পিতা ব্রহ্মা কর্তৃক শাপ [illegible]

বভূব প্রাদুর্ভাবিতাঃ কাশ্যপ্যাং বিশালিতঃ ॥ ৩৬
আবির্ভাবতিরোভাবঃ কেষাঞ্চ নিত্যদেহিনাম্
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবিবর্জিতাঃ নাস্তি শৌনক ॥ ৩৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে নারদশাপবিমোচনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকিলেন ॥ ৩৫

সেই নারদ আবার তাঁর জন্ম লাভ করিয়া কশ্যপের বিশাল হইয়া থাকিলেন। আবার পিতা ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহার নাম সমুচিত হইয়াছিল তাঁর পূর্ব জন্মের মত আবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬

হে শৌনক! নিত্যদেহধারী ভগবৎপার্ষদগণের কিন্তু ইচ্ছানুসারেই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে; অথচ তাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি—এসব কিছুই নাই ॥ ৩৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে নারদশাপবিমোচন নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(নারদাদি-ব্রহ্মপুত্রাণাং নামব্যুৎপত্তিকথনম্)

সৌতিরুবাচ।

অথ কণ্ঠদেশতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ মরীচিমিশ্রো মুনে।
মরীচিমিশ্রৈর্মুনিভিঃ সার্ধং কণ্ঠাদ্বভূব সঃ ॥ ১
বিধের্নিদেশাত্তস্য কণ্ঠদেশাদ্বভূব সঃ।
নারদশ্চেতি বিখ্যাতো মুনীন্দ্রস্তেন হেতুনা ॥ ২
যঃ পুত্রশ্চেতসো ধাতুর্বভূব মুনিপুঙ্গবঃ
তেন প্রচেতা ইতি চ নাম চক্রে পিতামহঃ ॥ ৩
বভূব ধাতুর্যঃ পুত্রঃ সহসা জঠরানলাৎ।
সর্বেষামপি সর্বস্য তেন দক্ষঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪
যেনাসৌ কর্দমঃ নামজ্ঞানাৎ কর্দমে ক্ষিতৌ।
বভূব কর্দমান্নাম কর্দমস্তেন কীর্তিতঃ ॥ ৫
তেজোভেদে মরীচিশ্চ যেনাসৌ বর্তসে মুনিঃ
তস্মাৎ মরীচিস্তেজস্বী মরীচিস্তেন কীর্তিতঃ ॥ ৬

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

(নারদাদি ব্রহ্মপুত্রগণের নামব্যুৎপত্তি কথন।)

সৌতি কহিলেন,—হে মুনিবর শৌনক! আপনি এক্ষণে ব্রহ্মপুত্রগণের নামব্যুৎপত্তি শ্রবণ করুন,—কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মার অতীত হইল বিধাতার পুত্ররা মুনিশ্রেষ্ঠ মরীচিপ্রভৃতি মুনিগণের সহিত নারদ প্রকাশ হইলেন হইতে উৎপন্ন হন ॥ ১

মুনিশ্রেষ্ঠ বিধাতার কণ্ঠ-দেশ হইতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইহেতু এই মুনিশ্রেষ্ঠ 'নারদ' এই নামে বিখ্যাত হন ॥ ২

যে মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র বিধাতার চেতঃ (চিত্ত) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইহেতু পিতামহ তাঁহার নাম 'প্রচেতা' রাখিয়াছিলেন ॥ ৩

যে পুত্র সহসা বিধাতার জঠর হইতে উৎপন্ন হন এবং সমস্ত কর্মবিষয়ে তিনি দক্ষ ছিলেন, সেইহেতু বিধাতার এই পুত্র 'দক্ষ' নামে খ্যাতি লাভ করেন ॥ ৪

যেহেতু কর্দম শব্দ 'ছায়া' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইহেতু বিধাতার এই পুত্র ছায়া (বিধাতার) ছায়া হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, সেইহেতু তিনি 'কর্দম' এই নাম প্রাপ্ত হন ॥ ৫

এইরূপ তেজো মরীচি শব্দ তেজোভেদ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, অতএব ব্রহ্মার তেজ হইতে অতি তেজস্বী যে পুত্র আবির্ভূত হন, তিনি 'মরীচি' এই নামে খ্যাতি লাভ করেন ॥ ৬

ক্রতুসমস্ত বালের কুতো ভগবতোঽনুজঃ ।
ব্রহ্মসূত্রেঽপি তস্যায় ক্রতুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৭

প্রবোধাদ্ধেতুঃ ধাতুস্তুতো ব্রাহ্মণস্য বালকঃ
ইত্যেতদ্বিষয়বোধপরিভাষেন কীর্তিতঃ ॥ ৮

অত্রিভেদবিধি কৃত্বর্ষভেদে মাত্রি লৌকিক ।
ভাতঃ বয়োঽত্রিভেদস্থো কৃতভেদেন প্রকীর্তিতঃ ॥ ৯

বালোঽপ্যকুণ্ঠবর্ষস্থ ভাতঃ বয়োঽত্রিভেদকঃ ।
প্রথমস্যুত্তরেণেদমা চারুবিভেদেন কীর্তিতঃ ॥১০

হসা আত্মবশা যস্য যোগেন যোষিতী ক্রমম্ ।
বালঃ পরমযোগীন্দ্রভেদেন হংসো প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১

ধনীভূতস্ত বিত্তস্থ ভাতঃ বয়ো হি বালকঃ ।
অত্রিভিন্নস্ত ধাতুস্ত বসিষ্ঠভেদেন কীর্তিতঃ ॥১২

দন্তরঃ যস্য বয়স্ক ভগবতু বালকস্তু চ ।
প্রকীর্তিতো বহ্নিভেদেন দাবাগ্নঃ পর্বিকর্মসু ॥ ১৩

পুলস্ত্যস্যেতি যেষাং তু ভূতীয়েতি চ ।
ভূতীয়স্যানুজস্ত পুলস্ত্যভেদেন বালকঃ ॥ ১৪

পুলস্ত্যস্যানুজস্ত যস্যাতি পূর্বজন্মনি ।
ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্ত পুলস্ত্যভেদেন বালকঃ ॥১৫

বিত্তমায়া প্রভূত্যা বিত্তিভেদস্ত প্রবর্ততে ।
অন্যোন্যক্তিঃ প্রভা যস্য ভেদে বালোঽত্রিভিন্নতে ॥ ১৬

ভট্টা বহ্নিনিবারণাঃ পক্ষ দন্তি চ যস্যতে ।
ভগবত্তোত্তরা যস্য স চ পর্জন্যিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭

অন্যান্তরতমে ভেদে ভগবদ্ভেদকস্তথা ।
অন্যান্তরতমা নাম নিশেষাভেদেন প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৮

যাঃ ভগঃ সমগ্রোক্তি যাবতেষু প্রাপ্যবৎ পরান্ ।
ঈড়ঃ সর্বত্রগমি যোগীন্দ্রভেদেন প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৯

ভগবত্তেজসা বালো দীপ্তিমান্ নভবঃ স্মৃতঃ ।
ভগান্ত ভোজনে চিত্তঃ ভরিভেদেন প্রকীর্তিতঃ ॥ ২০

ভগবান যে পুত্র ভগবানের ক্রতুরূপ অর্থাৎ যজ্ঞময় করিয়াছিলেন, তিনি বর্তমান মন্বন্তরে ব্রহ্মার 'ক্রতু' এই নামের অভিহিত হন। ৭

ইহ সব বেদবিদ্যাতে, বুদ্ধির প্রেরণ অর্থ হয়ে; যাহার সেই বেদবী প্রেরণ অর্থ হয় হইতে যে বালক উৎপন্ন হয়, তিনি 'অত্রিভিন্ন' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ৮

যে গৌরব। 'কৃত' এই নাম অর্থাৎ অন্য অত্রিভেদকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি অত্রিভেদকারী হইয়া ব্রহ্মার পুত্রগণের ভগবান করিয়াছেন, তিনি 'কৃত' নামে কথিত হন। ৯

ব্রহ্মার যে পুত্র নিজের অত্রিসম ভেদের অকুণ্ঠবর্ষ হইয়া ভগবান করিয়াছেন এবং যাঁর ভগবান উৎপন্নিত যাঁহার অকুণ্ঠবর্ষ ভেদ প্রকীর্তিত হয় (অথবা অকুণ্ঠভগবান যাঁহার তিনি অন্য প্রকীর্তিত বালক), সেই পুত্র 'বালখি' (অত্রি) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ১০

যে বালক পরম যোগীন্দ্র এবং যাঁহার যোগবলে স্ত্রী-সমাজ যোষিৎ আত্মবশীভূত হইয়াছেন (অথবা আত্মাকে ব্রহ্মের বা পরমাত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন), ব্রহ্মার সেই পুত্র 'হংসো' নামে কীর্তিত হন। ১১

যে পুত্র অন্য নাম অত্রিভাই ব্রহ্মার বশীভূত, বিত্তি ও অত্রিসম ভিন্ন ভিন্নের, তিনিই পরম 'বসিষ্ঠ' এই নাম প্রাপ্ত হন। ১২

ব্রহ্মার যে পুত্র সদা সকল ভগবান যজ্ঞসমান এবং যিনি বয়স অর্থে সংজ্ঞক বালক, তিনি পরম সেই বালক 'অগ্নি' নামে আখ্যা লাভ করেন। ১৩

যেসে 'পুলস্ত্য' অন্য ভগ এবং 'ঃ' সব স্থানে অর্থ হওয়ায়, অতএব ব্রহ্মার যে পুত্র পুলস্ত্যভগবান্, তিনি 'পুলস্ত্য' এই নাম প্রাপ্ত হন। ১৪

পুলস্ত্য-সব ভগবানের হওয়ায়, পূর্ব পূর্ব জন্মকৃতের ভগবানের যাঁহার আছে এবং যিনি ভগবদ্ভক্তিযুক্ত, ব্রহ্মার সেই পুত্র 'পুলস্ত্য' নামে কীর্তিত হন। ১৫

বিত্তমা প্রভৃতি এই অর্থে 'ত্তি' পদ এবং বিত্ত এই অর্থে 'ত্ত' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; বিত্তমা প্রভৃতি এবং বিত্ত—এই উভয়েরই প্রতি যাঁহার ভক্তি সমান, ব্রহ্মার সেই পুত্রের নাম 'অত্রি'। ১৬

যাঁহার মস্তকে অগ্নিনিবারণের যোগীসমান পাঁচটী শিখা আছে এবং যাঁহার সেই পাঁচটী শিখা ভগবান ও ভোগ (অথবা ভগবান) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মার সেই পুত্রের নাম 'পর্জন্যিক'। ১৭

যিনি অন্য ৬৯ জনে ভগবানের ভগবান করিয়াছিলেন, সেই বিভূপুত্রের নাম হয় 'ভগবদ্ভেদক'। ১৮

যিনি যত ভগবান সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ভগবানকে যিনি সকল বস্তু করিয়া লইয়া যাইতেন, অত এব অত্রিসম্ভব সেই ভগবান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি সেই ভগবান অনুষ্ঠানে সমর্থ, সেইজন্য তিনি 'ঈড়' নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৯

যে ভগবান্ যে বালক ভগবান ও ভোগে সদা দীপ্তিমান্ এবং যাঁহার চিত্তে ভগবদ্ভাবে সদা ভরি, সেই বালক 'ভরি' নামে প্রসিদ্ধ হন। ২০

যোগকালে বহুযুগে বহুরেকান্তে বভূবুঃ।
যোগমার্গেণ কৃষ্ণস্য যোগিনাঞ্চৈব যেমুরা ॥ ২১

শৌনক উবাচ।

অপরেকস্যা বালো সহস্র ইতি যে শ্রুতঃ।
তথান্ পুত্রাংশ্চ তত্ত্বঃ সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি ॥ ২২

সৌতিরুবাচ

বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণঃ পাতা ব্রহ্মা স্রষ্টা রজোগুণঃ
তমোগুণাশ্রয়ো রুদ্রঃ দ্ববিধাতা ত্রয়স্ত্রয়ঃ ॥ ২৩
কালাধিকৃতঃ সর্বেষাং যেষেশঃ সমতানকঃ।
শুভসন্তত্ত্বগণস্তু নিষ্কলঃ নিবহঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪
অতঃ কৃষ্ণ চ কলাস্বামো বিষ্ণু-সনকো।
যতো সনৎকুমারৌ যৌ পরিপূর্ণতমৌ চ ॥ ২৫
উক্তঃ ক্রতোরস্তে বালক এবং বিষ্ণবিধিঃ।
মায়য়া মোহিতঃ সর্বং দুর্গাবিধবদ্ধঃ ॥ ২৬
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ চতুর্থকঃ সুতঃ ॥ ২৭
ব্রহ্মা প্রাহ পুত্রানুপূর্বাত্‌ যে ন দেহিরে
যেন [illegible] তাতা ক্রতুঃ যোগযোগেন যুবে ॥ ২৮
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৌ ধাতানন্দাত্মকৌ
আবস্থিতৌ চ বাল্যো যৌ ভক্তিপূর্ণতমৌ সদা ॥ ২৯
সনাতনস্ত শ্রীকৃষ্ণো নিত্যঃ পূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
অন্তরস্তনঃ সর্বং কৈঃ যাসঃ সনাতনঃ ॥ ৩০
সনৎ নিত্যানন্দং দৃষ্টাঃ শিশবশ্চঃ।
সনৎকুমারো যেনৈবস্তুতাং কুলোদ্বহঃ ॥ ৩১
তত্রাপি বালকানাং দুষ্টপতিঃ শুভিতা ত্রুৎ
মাহাত্ম্যঃ সারস্যাধঃ প্রত্যক্ষ ব্যাকুলম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনক-সংবাদে ব্রহ্মপুত্রপ্রসঙ্গনিরূপণং নাম দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

ব্রহ্মার যোগকালে তাঁহারা বিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংসারে একান্ত এবং তাঁহারা যোগমার্গ, যোগ [illegible] বলিয়া তাঁহারা 'বাল' নামে কথিত হন ॥ ২১

শৌনক কহিলেন,—হে সৌতে। এই একান্ত [illegible] মধ্যে সনৎকুমার (১) বলিয়া ব্রহ্মার এক পুত্র আছেন, এরূপ আমার শুনা আছে; আপনি পুরাণবেত্তা, অতএব আমার সেই সন্দেহ আপনি অপনোদন করুন ॥ ২২

সৌতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণু পালক, রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা স্রষ্টা এবং তমোগুণাত্মক এই রুদ্র ধ্বংসকর্তা ॥ ২৩

সেই [illegible] মধ্যে একজন হইলেন কালাধি, তিনি সকলের আধারস্বরূপ এবং সর্বদর্শী বলিয়া খ্যাত। সংপূর্ণতত্ত্ব [illegible] নিত্য হইলেন স্বয়ংভগবান ॥ ২৪

আর ব্রহ্মার সনক [illegible] শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু বিষ্ণু ও শিব— ইঁহারা উভয়েই পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, সেইহেতু উভয়েই সনাতন এবং [illegible] ॥ ২৫

হে ব্রহ্মন্। আমি পূর্বে [illegible] বলিয়াছি, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন [illegible] সকলেই মায়ায় মোহিত আছেন; সুতরাং আপনার এই বিস্মৃতি দেখিয়া দুঃখিত হই না, দুঃখিতেরও পরিহার [illegible] ॥ ২৬

সনক, সনন্দ, তৃতীয় সনাতন এবং চতুর্থ পুত্র ভগবান্ সনৎকুমার—এই চারি জন ব্রহ্মার পূর্ব—প্রথম পুত্র ॥ ২৭

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই সৃষ্টি পুনশ্চ সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মার সেই আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হন নাই; ইহাতে পিতামহ ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হন। হে মুনে! এই ক্রোধে ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে [illegible] উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ২৮

সনক ও সনন্দ—এই দুই জন ধাতানন্দ, অতএব ব্রহ্মার এই দুই পুত্র সদা আনন্দিত এবং ভক্তিপূর্ণতম ॥ ২৯

সনাতন স্বয়ং নিত্য পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি সেই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তিনি সর্বদা তাঁহারই তুল্য; সেইহেতু ব্রহ্মার এই পুত্র সনাতন নামে খ্যাত হইয়াছেন ॥ ৩০

সনৎ—এই শব্দের অর্থ নিত্য এবং কুমার অর্থ শিশু—বালক; সেইজন্য [illegible] ব্রহ্মা তাঁহার এই পুত্রকে 'সনৎকুমার' বলিয়া ডাকিতেন অর্থাৎ সনৎকুমার নাম রাখিয়াছিলেন ॥ ৩১

হে মুনে! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মার পুত্রগণের নামের ব্যুৎপত্তি বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আপনি ক্রমানুসারে [illegible] উপাখ্যান শ্রবণ করুন ॥ ৩২

(১) [illegible] এক্ষণে তাহার নাম [illegible] আছে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনকসংবাদে ব্রহ্মপুত্রগণের নামব্যুৎপত্তিনিরূপণ নামক দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[হব্য-কব্যপাত্রাপাত্রবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

[illegible] বিধাতা [illegible] ।
[illegible] পৌরব ॥ ১
[illegible] পরিকীর্তিতাম্ ।
[illegible] বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

[illegible]
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪
[illegible] পুত্র [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫
ন চ [illegible] ।

ন [illegible] ॥ ৬
ন পতিতঃ ন চ [illegible] ন চ পুণ্যবান্ ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] পুণ্যবান্ [illegible]
[illegible] ॥ ৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯
[illegible]
[illegible] ॥ ১০
[illegible]
[illegible] ১১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

[হব্য ও কব্যের পাত্রবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে [illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

পুত্র! [illegible] ॥ ৫

যে ব্যক্তি [illegible] ॥ ৬

যে ব্যক্তি [illegible] ॥ ৭

[illegible] ॥ ৮

[illegible] ॥ ৯

[illegible] ॥ ১০

[illegible] ॥ ১১

ব্যাধেনো যত্র অপি [illegible] মুক্তিকারণঃ।
উৎপত্তিঃ [illegible] জীবঃ [illegible] ॥ ১৩

নারদ উবাচ

একদা যদ্যপি [illegible] পুত্রকঃ।
ধর্মিষ্ঠপ্র [illegible] ॥ ১৪

যথা [illegible] শঙ্কর্ষ [illegible]।
[illegible] ॥ ১৫

[illegible] যে [illegible] যে ভক্তিং দিনে।
[illegible] ন [illegible] ॥ ১৬

ন পিতা ন গুরুর্বন্ধু ন পুত্রঃ ন মনীষঃ।
যঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিং [illegible] ॥ ১৭

[illegible] যদি [illegible]।
নিষ্কৃতি [illegible] ন পিতা [illegible] ॥ ১৮

যে ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] হইয়া, তিনি [illegible] জীবিত থাকেন। আর যে ব্যক্তি [illegible] জীবিত, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও [illegible] হইয়া যায় ॥ ১১

[illegible] এই [illegible] করিয়া [illegible] হইয়া থাকিলেন এবং [illegible] তিনি [illegible] এই কথা বলিলেন ॥ ১২

নারদ কহিলেন,—পিতঃ! [illegible] পিতা-পুত্র [illegible] হইয়া [illegible] ([illegible]) ॥ ১৩

সেই [illegible] ([illegible]) ও [illegible] ([illegible]) [illegible]। আর [illegible] হইয়াছেন ॥ ১৪

হে পিতঃ! [illegible] হইবে এবং [illegible] হইবেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, [illegible] এই [illegible] হইতেছে, [illegible] নাই ॥ ১৫

তিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে [illegible] ভক্তি দান করেন, তিনিই পিতা, তিনি গুরু, তিনি বন্ধু, তিনি পুত্র ও তিনিই [illegible] ॥ ১৬

[illegible] যদি

যাহারা [illegible] পিতা ।
[illegible] ॥ ১৯

[illegible] কেবলং ন [illegible] চ।
[illegible] ॥ ২০

[illegible]
[illegible] ॥ ২১

[illegible] [illegible] ॥ ২২

[illegible] ॥ ২৩

[illegible]।
[illegible] ॥ ২৪

[illegible]।
[illegible] চ [illegible] ॥ ২৫

[illegible] হইতে [illegible] করিয়া থাকেন ॥ ১৮

আর যে পিতা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পুত্রকে [illegible] করেন, তাঁহা [illegible] সেই পিতা [illegible]। অথবা তিনি কি পিতা ॥ ১৯

[illegible] যেমন [illegible] ([illegible]) [illegible] ও [illegible] বর্ণিত হয় ॥ ২০

হে বৎস! [illegible] তিন প্রকার,—মানসী ([illegible]), [illegible] ও [illegible] ([illegible]), [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ([illegible]) থাকেন ॥ ২১

মানসী স্ত্রী [illegible] ও [illegible] সেবা করেন ॥ ২২

[illegible] স্ত্রী [illegible] করিয়া [illegible] সেবা করিতে থাকেন, তিনি [illegible] করিতে [illegible] ॥ ২৩

এই [illegible] স্ত্রী [illegible] হইতে [illegible], [illegible] এবং [illegible] হয়, [illegible] থাকেন ॥ ২৪

[illegible] স্ত্রী [illegible] ([illegible]) এবং [illegible], তিনি [illegible] করিয়াই [illegible] ॥ ২৫

যদা পুংযোগমানসুবর্ণমা মনসাকুলা।
আত্মাচারবিবঃ তাবং প্রাপ্তরূপী যথা নরম॥ ২৬
তত্রাপ্যে বগতিঃ স্বাত্ত হংসানিবৃত্তি পুংসকী।
শুভাং যো বিয়ংভূতো জীবনঃ তত্র বিহ্বলম্॥ ২৭
কথিতা যোষিতঃ নষ্টা উত্তিনাম-বনাবঃ।
আহারাদঃ বিভাবিত্তি মনস্থানঃ ন পরিতাঃ॥ ২৮
শুদ্ধঃ কুৎসাচারঃ সর্বসংরোধনাং বৃথা।
সুবামনঃ পুংযুতঃ মঙ্গলঃ মার্গশিক্ষায়॥ ২৯
প্রকোপেন বিমুক্তাভ বিষাদে সর্বনাশনম্
স্থূলৈঃ সর্বভিতাবা নিবৃত্ত কর্ম কেবলম্॥ ৩০
যদা ত্বাত্মানবিবাদঃ প্রেমঃ স্বাত্মঃ পরম্।
যোষেবৎকর্তঃ হৃদয়ংকর্মঃ নরবাচা প্রকারা॥ ৩১
পুংসকাত্ম তব স্বাত্মঃ সর্বথানো জনন্তুরো

এই পুংসী সকল কামার্ত হইয়া সম্মুখবর্তী মহাভাব ভাবনা করে এবং তাহাতে উদ্যত বর্জিত চিত্তরূপ অর্থ হয় উৎপত্তি সাধন করে॥ ২৬

পিতঃ। এই পুংসকী (পুংসী) তখনই উৎপত্তির জন্য বিষয়ে পতিত এবং পতিতে বিরত হয়, সুতরাং এরূপ পুংসী ধর্মচিত্ত যে পূর্ব গতি বিনাশ করে, তাহার জীবনই বিফল হয়॥ ২৭

এই জাতি আপনার বিষয়ী উত্তম, বলে ও মনে উদ্যমের বিষয় বর্জন করিলেন। বস্তুতঃ যোষিতেরা এই উচিত্যের সর্ব বুঝিতে পারেন, সংসার পরিত্যাগ উদ্যত ও বুঝিতে পারেন না॥ ২৮

এই মার্গগামীর জন্য পুংসকার-রূপ জীব, কিন্তু উহাদের পুংসাধনে কল্যাণকর কমিবার সুখদ। মার্গনির্দিষ্ট জন উহারা সুখাদের সুখপ্রদ বাক্য প্রয়োগ করে॥ ২৯

উহারা যখন আত্মার সুখ হয়, তখন কিছু উহারা বিশুদ্ধ মানস আত্মাতে বিরুদ্ধ করে। মার্গনিরতের উদয় বিষয়ে পতিত সর্বনাশ হয়, উহাদিগের সন্নিধানে দুষ্কর্ম এবং কর্মের ফল নিবৃত্ত॥ ৩০

তাহাদের যখন আত্মীয়, প্রভাবিত, অতিশয় সাধন, যোষা-বিষয় ও কর্মবিষয় যেমন হয়। উহাদের বাহ্যিক বুদ্ধিপ্রবৃত্তি॥ ৩১

যে সর্বজ্ঞদয়। পুংসক অবস্থা মার্গনিরতের ভাব যখন সার্বিক অধিক, আত্মার নিবৃত্ত বিষয় এবং নিবৃত্তির চতুর্গুণ যেমন হয়॥ ৩২

আত্মারো বিষয়ো নিরাঃ ত্রৈমূর্তিক চতুর্গুণম্॥ ৩২
যোগঃ পুংসঃ বহুজন্ম মাধ্যমানস নির্মিতম্।
অজ্ঞানে যোষিতাঃ কারা তত্র নিবারম্॥ ৩৩
কা ক্রীড়া কিং সুখং পুংসঃ কিমু প্রপূর্বমানি।
যেষঃ প্রস্তোঃ প্রত্যেকে বিষয়াণে নশঃ কাঃ॥ ৩৪
নশ্বরভিন্নবিন্দবীতো চরাচরতো বস্তুকাঃ।
নাস্তিকো লোকমঃ নহি কথয়ে মাধ্যমানসম্॥ ৩৫
সর্বানন্দ বিষয়ে প্রথম মাত্রৈব কিং সুখ-
কারকো চ যেষঃ নিত্যা যোষাবাসঃ॥ ৩৬
পুনাংসো সর্বকর্মে সর্বপ্রস্তরণে কি।
যোষিতঃ বিষিতঃ সুখঃ যোষিদ্ বা প্রেমবে প্রিয়ম্॥ ৩৭
লোকাচারমতাদেব সবাত্মারাসুখম্
উভোসঃ কথিতঃ সর্বঃ প্রবৃত্তাম্বাদো যথা॥ ৩৮

পুরুষ এইরূপ উহাদের কোপ ও আনন্দের প্রভাব অধিক। বিশ্বাস। যে কার্মিকের এই সব লোকস্তুত বিবিধ ভাবে বিরাজমান, সেই কার্মিকের আত্মার আশা কি করিয়া হইবে॥ ৩৩

যে রূপই কিছু ও সুখদ আনয়ন, সেই যন্ত্রীকের পুরুষের আত্মার ক্রীড়া (বিলাসসুখ) কি এবং সুখই বা (সর্বনাশের মূল) কি? মার্গ-সমক্ষে পুরুষের যেন নষ্ট হইয়া যায় এবং বিষয়ে আত্মার কভিলে যোষবিহারস্মরণঃ নশ্বর হইয়া যায়॥ ৩৪

যন্ত্রীকের অধিক প্রীতি জন্মিলে আনন্দ হয়, অভ্যাসের হইলে যেরূপ হয়, তাহার অধিক সন্তানে লোভ নষ্ট হয় এবং ক্ষমতা হইলে সমান নষ্ট হয়॥ ৩৫

অন্যন্। যন্ত্রীকে বিষয়ে কভিলে সর্বনাশ হয়, সুতরাং যন্ত্রীকের কি সুখ আছে? পুরুষ সর্বনাশ করে, যোষকী, ঐশ্বর্যকামী (বা লোভকামী) এবং যোষাকাম্য স্বভাব, অতএব যে নারীকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়॥ ৩৬

নারী বাহ্যিক দর্প যোষাচার, অধীন না হয় যেমন, তাহার লোকাচার অনুসারে সেই নারীকে বশে রাখা তাহার প্রয়োজন করে (বিষয়ের কথা বলা হয় না)॥ ৩৭

হে বৎস! এই জাতি আপনার বিষয়ী আত্মার বিষয় জ্ঞান-বুদ্ধি-বিষয়ে অনুসারে যন্ত্রীকের সকল বিষয় বর্জন করিলাম॥ ৩৮-৩৯

অহং ভাষামি সর্ব্বজ্ঞ মা ত্বামাবেদয়ো ক্রমাৎ।
মদ্গুহং পুত্র বিনো বিবাহং দেহি সাম্প্রতম্।
ত্বৎকৃতিং প্রার্থয়ামি তব চরণৌ শরণম্ ॥ ৩৯

ইত্যুক্ত্বা নাগেন্দ্রশ্চ মুদা বাসুকির্নিজম্।
আজ্ঞাং মমঃ তেনিবেদ্য সর্ব্বং কথিতং মহৎ ॥ ৪০
পুত্রোৎপত্তিয়ো মুদা চক্রিস্থাপয়ন্তঃ।
মুদা তোষিতঃ সর্ব্বা দত্তাঃ পতিপুত্রায়ঃ ॥ ৪১
স্বর্ণশঃ ব্রহ্ম পুষ্টা বিবাহো শ্রবণঃ সুতঃ।
কালোত্তরৈর্দ্ধৃকণ্ঠ মহাত্মানামিতোঃ যথা ॥ ৪২

কথে মুদা নমস্থিতা দুষ্টে চ পুনঃ পুনঃ।
ভিতঃ ব্রহ্ম মুদা চ বাসুকেশ্চ ভাইবি ॥ ৪৩
মানাধ্যমেশ্বরো ব্রহ্মা যোগিনীনাং গুরোর্গুরুঃ।
তেজঃ তেজস্ব ন শশাক বিমৃত্যো ইহস্যো জগাম ॥ ৪৪
কাতরঃ পুত্রকোমে যোগিনো বিষ্ণুমায়া।
শোকার্ত্তো বন্ধুমাতাকে পুত্রং মনোষা গৌতম ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্ম-খণ্ডে ব্রহ্মব্যাস-
নারদে ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ত সকলই জানেন; তথাপি, আপনি আমাকে এ বিষয়। হে বিভো! আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। এখন আপনি আমাকে বিবাহ দিন অথবা আমাদিগের বংশ রক্ষা হইবে আমাকে পুত্র করিয়া দিন। হে প্রভো! আপনি ভক্তবৎসল, আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩৯

এই কথা বলিয়া বাসুকি নিজ ভগিনী মনসার সহিত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজের নিকট প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪০

বাসুর সেই কথা শুনিয়াই তিনি প্রীতিমান হইয়া আসিয়া যথাযোগ্য সেবার পূর্ব্বক বাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪১

মুনিবর শৌনক! জরৎকারু এবং পুত্র আস্তিক আসিয়া মাতাকে দেখিয়া এবং মাতাও যোগযুক্ত আস্তিক পুত্রকে আর পুনর্ব্বার বিবাহের চেষ্টা করিতে পারিলেন ॥ ৪২

তাহার পর মনসার সহিত বাসুকি তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রণাম পুনঃ পুনঃ স্তব করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল স্থান বাস করিয়া ব্রহ্মা বাসুকেও বহু আনুকূল্য দেখাইলেন ॥ ৪৩

যোগীন্দ্রগণের আত্মজ গুরু এবং বাসুকির মহাত্মাগণের ইহার ব্রহ্মা তথন পুত্রের এই বিয়োগ সহ করিতে পারিলেন না; সেই হইতেই পুত্রশোকে মনের বিষ আছে বিষয় হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪৪

হে শৌনক! বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া পুত্র বিচ্ছেদে কাতর ও শোকার্ত্ত হইয়া পুত্র আস্তিককে মনোমধ্যে পূর্ব্বক ধরিয়া আবার কহিলেন ॥ ৪৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদপ্রসঙ্গে ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণদিগের অর্থ লাভের উপায় উপদেশ]

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ধৃতং বস্তু ভবদ্ভিঃ যৎ কিং বো ব্রাহ্মণবর্ধনি।
অহং তদ্বাঞ্ছামি যোগোঽপি বিজ্ঞাতুং কৃতনৈষ্ঠিকম্ ॥ ১

ব্রহ্মণস্ত ব্রহ্মণস্ত কৃতীরস্ত ভবাদৃশঃ।
ব্রহ্মকুমারো বৈরাজী চতুর্থপুত্র এব চ ॥ ২

ষষ্ঠী দক্ষো ঢাক্ষণিস্ত যোড়ঃ পত্নিষ্বজায়া।
পুত্রাকুলাধিনঃ সর্বে কিং বো ব্রাহ্মণবর্ধনি ॥ ৩

ষড়ভরো নবীচিস্তে অত্রিরাসঙ্গ কৃতস্তথা।
ক্রতিরঙ্গিঃ বশিষ্ঠস্ত প্রচেতোঽন্ত ক্রতুর্নবঃ ॥ ৪

বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ সর্বেষু চ গুণেষু চ।
অস্তু বিধেহিনোঽধ্যায়াঃ কিং বো ব্রাহ্মণবর্ধনি ॥ ৫

শিবায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মন্নি যোগেশঃ ভগবান্ গুরুঃ।
পারমেষ্ঠ্যোত্তমস্তস্তাঃ চতুর্থশ্চক্ষুষ প্রভুঃ ॥ ৬

ধর্মার্থকামমোক্ষান্তে সর্বে বাঞ্ছন্তি শক্তিতাঃ।
যেনপ্রবিষ্টিতান্ লোকান্ লভন্তে চ প্রশংসিতান্।
যেনপ্রবিষ্টিতো ধর্মো ভবদ্ভিস্তদ্বিশেষতঃ ॥ ৭

আদৌ দ্বিজো ব্রহ্মসুতঃ পরিযায় সুখং সুখে
লব্ধবিদ্যা ততো যোগান্ সমাধি গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৮

ততঃ প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্থা পুরিণীষ্যাং মনুদ্বয়ে ॥ ৯

যা সাধ্বী বৃদ্ধশর্মা চ পত্নিষ্বেষাস্তু তৎপরা।
সমাধে দুহিতীয়া চ প্রসূতেব ভবিষ্যতি।
আকৃতে পদ্মরাগাণা ভব ভাগ্যবতঃ সুতঃ ॥ ১০

অনন্তশক্তিপুত্রা বা পিতৃযোগীশ্বরো মহান্
দুহিতীয়া চ যা হ্যস্তা ভবিষ্যতি সর্বমঙ্গলা ॥ ১১

ন যস্য দুষ্টাঃ সর্বাস্তু যোষিতঃ কমলাকরাঃ
সর্বৈশ্বর্যাণ্যস্ত দুষ্টা অনন্তঃ সমুদ্ভবঃ ॥ ১২

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণদিগের অর্থলাভের উপায় উপদেশ।]

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! তুমি যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমার আর সন্তোষ কিসে হইবে? আমি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিষয় ত্যাগ করিয়া এক যোগেশ্বরের শরণ লইব। ১

সনক, সনন্দ, কৃতীর সনাতন এবং চতুর্থ পুত্র সনৎকুমার—ইহারা ব্রহ্মপুত্র বৈরাজী। ২

প্রজাপতি দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা, যোড়শ, এবং পঞ্চশিখ—এই সকল পুত্রলাভে তৎপর, পুত্রলাভ সম্বন্ধে আপনার কি প্রয়োজন? ৩

আপনার মরীচি পুত্রদ্বয় মধ্যে কেহ, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং প্রচেতার অনুজ বসিষ্ঠ—এই সকলের পুত্র হয়ে আপনার আজ্ঞাপালনকারী; কিন্তু এত সন্তানে বিষণ্ণ ও অসন্তোষ প্রকাশ, সুতরাং আপনার সন্তান লাভে কি প্রয়োজন? ৪-৫

ব্রহ্মন্! আপনি এবং যোগেশ্বর ভগবান্ (শ্রী গুরু)-সনন্দাদি, ধর্মাদি চতুর্বিধ পুরুষার্থ, যোগেশ, ভগবানের নাভি পদ্মিন, তুমি সকল কর। ৬

ধর্মার্থকামমোক্ষান্তে সর্বে বাঞ্ছন্তি শক্তিতাঃ।
যেনপ্রবিষ্টিতান্ লোকান্ লভন্তে চ প্রশংসিতান্।
যেনপ্রবিষ্টিতো ধর্মো ভবদ্ভিস্তদ্বিশেষতঃ ॥ ৭

আদৌ দ্বিজো ব্রহ্মসুতঃ পরিযায় সুখং সুখে
লব্ধবিদ্যা ততো যোগান্ সমাধি গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৮

ততঃ প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্থা পুরিণীষ্যাং মনুদ্বয়ে ॥ ৯

যা সাধ্বী বৃদ্ধশর্মা চ পত্নিষ্বেষাস্তু তৎপরা।
সমাধে দুহিতীয়া চ প্রসূতেব ভবিষ্যতি।
আকৃতে পদ্মরাগাণা ভব ভাগ্যবতঃ সুতঃ ॥ ১০

অনন্তশক্তিপুত্রা বা পিতৃযোগীশ্বরো মহান্
দুহিতীয়া চ যা হ্যস্তা ভবিষ্যতি সর্বমঙ্গলা ॥ ১১

ন যস্য দুষ্টাঃ সর্বাস্তু যোষিতঃ কমলাকরাঃ
সর্বৈশ্বর্যাণ্যস্ত দুষ্টা অনন্তঃ সমুদ্ভবঃ ॥ ১২

সমস্ত পরিজনের সমাজনয়ে প্রজাবিবৃদ্ধি ও বেদবিহিত, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই ৪ পুরুষার্থে প্রার্থনা আছে; তাহা, যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম এবং যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই অধর্ম। ৭

প্রথম আশ্রম হইতে অর্থাৎ বেদবিহিত উপনয়ন করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম) সমাপন করিয়া যথাবিধিতে বেদাধ্যয়ন করিবার পর গুরু দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৮

অনন্তর আশ্রম সেই আশ্রম সমুদ্রসম্ভারা ও দুহিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহ করিবেন। মনুষ্যসম্ভূতা সেই সাধ্বী দুহিতী যখন পরিণয়ের উপযুক্ত হয়। সম্প্রতি তখনও দুহিতীয়া কন্যা উৎপন্না হয় নাই; তাহার, পরমায়ু যদি আকৃতে (পরিণত) তিনিয়ার আকৃতির উৎপত্তি হইবে। ১০

আমার যে দুহিতী অনন্তশক্তিতে উৎপন্না, সেই দুহিতী মহাযোগিনী পিতার সেবায় দুহিতীয়া ও যোগাঙ্গে হইয়া এবং সেই দুহিতী সকল অর্থে যোগাচারিণী হইয়া থাকে। ১১

যদি আমার যে সমস্ত আশ্রমসূতা সকল দুহিতী হইয়া না, কেবল যাহারা ধর্মাচরণের অন্তরে অন্তরঙ্গ করে, তাহারাই অনন্তশক্তিতে উৎপন্না হইয়া দুহিতী অর্থাৎ দুহিতীয়ানিনী যোগাচারিণী হয়। ১২

নির্গুণং সাক্ষিনং সাক্ষী সেবতে চ প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ন সেবতে চ কুপুত্রঃ পিতরং কিঞ্চিৎ নরাধমঃ ॥ ১৩
সাধুঃ সৎসঙ্গাৎ কর্ম্মা প্রাক্তনং পরিত্যজেৎ ।
তস্মাৎ পুত্রান্ সদ্‌গুণান্ সুবুদ্ধ জনয়েৎ রক্ষেৎ ॥ ১৪
যাং ত্বমদ্য যাসি সর্ব্বজ্ঞ চ কর্ত্তুং ।
একোঽহং ত্বয়া ধাতঃ প্রিয়া বুদ্ধিদা সা ॥ ১৫
যথাঽহং ত্বয়া বেদা সত্ত্ব গুণবর্জ্জিতাম্
পুত্র বেদৈর্বেদৈঃ কুরু দারপরিগ্রহম্ ॥ ১৬
যস্য যঃ কুলজাতো পূর্ব্বপ্রকৃতিং সমাশ্রিতঃ ।
বিবাহং কুরু কন্যাং কুলাচারে চ বিবাহে ॥ ১৭
সদ্বংশোদ্ভবশ্চৈব সমানং পুত্র সতী ।
তৎকুলে কন্যা দত্তা চ কুলেন তাদৃশেন বশঃ ॥ ১৮
প্রাপ্যং কুরু তাং ব্রহ্মণাস্য কন্যাং কন্যাম্ ।

([illegible]) সতীসাধ্বী রমণী স্বামীর পরিচর্যা সেবা করেন এবং তাঁহার বশবর্ত্তিনী থাকেন ; কিন্তু ([illegible]) কুপুত্র স্বামী পতি কিংবা ও সদ্‌গুণ কুপিতাদিগের তাঁহার সেবা করে না, বরং হিংসা করে । ১৩

সেই কারণে সজ্জন ব্যক্তি বিশেষ সৎসঙ্গলাভের সদ্‌গুণশালা কন্যাকে বিবাহ করিবেন এবং সেই কন্যাতেই স্বয়ং পুত্র উৎপাদন করিয়া পুত্র যতনে সদ্‌গুণের জন্য যত্ন করিবেন । ১৪

হে বৎস ! অদ্য তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা বলি, অতএব এই সব একাদশ বুদ্ধিপ্রদা তিনি বলিবে বলি তোমার ধাতার প্রিয়বাদিনী শরণাগত হইয়া থাকে । ১৫

পুত্র ! আমি যেমন বেদসকল জানিয়াছি, অতএব তুমি সেইরূপ এইরূপ গুণবর্জ্জিতা প্রমাণ কর যে, তুমি দার-পরিগ্রহ কর অর্থাৎ বিবাহ সম্পন্ন কর তুমি বেদাদির প্রমাণ কর । ১৬

কল্যাণকর বৎস ! তুমি সৎকুলজাতা পূর্ব্বপ্রাপ্তা (পূর্ব্ব জন্মে তাহার উৎপত্তি সাথে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার সাধ্বী ছিলেন কিন্তু কন্যা মায়াবতী ।) কুলাচারকে অবলম্বন করিয়া বিবাহ কর । ১৭

সেই সতী সৎকুলজাতা সদ্‌বংশজাত স্ত্রীরত্ন পুত্র জোটাও যত অনুরূপ করিয়া তাহাদের জন্য করিতেছে । ১৮

তুমি সেই কন্যাকে ব্রহ্মপুত্রী স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিয়া লইয়া যাও । তাহাদের পুত্র তোমার কন্যা অনুরূপ তাহার সমান হয় না । ১৯

সাধুর প্রধান স্ত্রী হইবে অর্থাৎ বিবাহ করিয়া যাইয়া সর্ব্ব

তারতে ন ভবেৎ বর্ত্তা ভবতঃ তপসঃ ফলম্ ॥ ১৯
কালো ভবেৎ স্ত্রী লোকেঃ যাজনাপরঃ পরম্ ।
ভক্তভাগী যোগাত্ম তত্র এবং কালো কর্ত্তা ॥ ২০
দৈবেনাস্য বহুধা তপসা চ কালো কর্ত্তা ॥ ২১
দৈবতঞ্চ পুত্রে তিষ্ঠ কুরু কুলসম্ভবম্ ।
অর্দ্ধাঙ্গে বর্ত্তিনি তত্র কিং তপসা পুত্র ॥ ২২
মাতুর্দ্ধায়ে বর্ত্তিনি তত্র কিং তপসা বৃথা
তপসা বঞ্চিতাস্তস্য যাসঃ কথনে বিফলে ॥ ২৩
অত্র তত্র কুরুঃ কুলপ্রদেবঃ পরমঃ তপঃ ।
যথা যত্নবদৈব পুত্রে বিপ্রঃ বদিঃ তত্র ॥ ২৪
স্ত্রী তব মুনিশ্রেষ্ঠ সুবিদ্যাঃ সর্ব্বদা সুখম্ ।
সাবিত্রীঃ সুখমন্ত্রাঃ সর্ব্বলোকাস্য সুস্থর্শঃ ॥ ২৫

পালন করিবে, তাহাদের বাক্যের অবলম্বন করিবে অর্থাৎ পরিচালক হইবে ; অতএব যোগসাধনের জন্য তপস্বী হইবে অর্থাৎ তপস্যা করিবে—এরূপ স্ত্রী যেবে তবে যাও, তিনি যে-বিবিধ বর্ষ । ২০

তাহারা বিদূষক, তাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীহরির অর্চনা করাই তপস্যা—তাঁহা কেবলিক নিষ্ঠ বলিয়া আমি কল্পনাতি । ২১

পুত্র ! তুমি দৈবজ—বিদূষক, সুতরাং পুত্র অবশ্যই জন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্চনা কর । যাহার অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি বিরাজমান অর্থাৎ যিনি মনে মনে সদা শ্রীহরির চিন্তা করেন এবং বাহিরে শ্রীহরিপূজার অর্চনাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করেন, তাঁহার আর অন্য বাহিরে তপস্যায় কি হইবে ? (তপস্যা করা ত' অন্তঃকরণে শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহাকে লাভ হওয়া, সেই তপস্যার ফলস্বরূপ শ্রীহরিকে তুমি পুত্র বাহিরে অন্তরে বাহিরে লাভ করিতেছ, সুতরাং তপস্যার আর প্রয়োজন কি ?) ২২

আরও দেখ, যাহার অন্তরে ও বাহিরে হরি নাই অর্থাৎ মনে মনে তাঁর চিন্তা কিংবা তৎ বলিয়া হরি স্মরণ হয় না এবং বাহিরেও অর্চনাদি দেবাদি পূজা দ্বারা সাধন বলিয়া শ্রীহরিপূজা করে না, সুতরাং তাহার বাহিরে কি তপস্যা ফল হয় না ? কারণ, তপস্যার দ্বারা ত' সেই শ্রীহরি আরাধ্য ; তবে আর কোনো বেদোক্ত তপস্যার দ্বারা আত্মবিনাশপ্রাপ্ত মাত্র । ২৩

বৎস ! এই তত্ত্ব বাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই প্রধান পরম তপস্যা, অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে পুত্র থাকিয়া শ্রীহরির অর্চনা কর । ২৪

অথর্বনঙ্গিরস্পর্শী বাহুভ্যাং মুদ্গরোদ্যতঃ।
সর্বশস্ত্রধরঃ শ্রীমান্ দুষ্পর্শঃ সুখবান্ পরম্ ॥ ২৬
ভক্তঃ পুত্রবতাং পুত্র ধর্মবান্ সত্যবাক্ শুচিঃ।
অর্চ্যৈঃ প্রেমবতী কান্তা প্রিয়া তেন প্রকীর্তিতা ॥২৭
পুত্রসংরোধনা কান্তা পত্নকান্তাপ্রিয়ঃ সুতঃ।
বাহ্নি পুত্রাৎ পরো যস্মাদ্বাহ্নি পুত্রাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৮
অর্থৈতো ভরবিদ্ধেহং পুত্রাদেকাৎ পরাভবম্।
ন চাস্মাদ্ধি প্রিয়োঽন্যশ্চ তস্মাদসি প্রিয়ঃ সুতঃ ॥ ২৯
অতঃ প্রিয়তমে পুত্রে ফলেনাত্মসমাঃ সমম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা স তদা বিরমাম চ গৌরবঃ ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ

ইত্যাহ যদা তাতঃ ব্যাসো আবিবাং বরঃ।
তদা বিজ্ঞায় মর্যাদাং তদপৃচ্ছ দেবদর্শনম্।

প্রবর্তয়ন্তমাত্মার্থে ন তাতানু কথং পিতা ॥ ৩১
তমনুদ্রুত্যবং ধর্মঃ সাক্ষাদ্বিধিরি নঃ সতাম্।
তমন্বেষ্যো যথা পিত্রা তথা ত্বয়ন্ তথেত্যয়ম্ ॥৩২
বিহায় ঋষিধর্মাংশ্চ বিবেদ যদনন্তরম্।
দুর্লভা মানবং জন্ম বহুনু তত্ত্ব নিষ্ফলম্ ॥ ৩৩
তা যা তত্ত্ব প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃ কো বা তথার্জবে।
তবৌদ্বিজিবোঽনা চ তমন্যো বিরোধনা ॥৩৪
সুকর্ম কারয়েন্ যো হি তদ্বিদ্যা স পিতা গুরুঃ।
বিনুদ্ধিং কারয়েন্ যো হি স বিপুত্র কথং পিতা ॥৩৫
ইত্যেবং কথিতঃ তাত বেদবীজং যথাতথম্
এবং তথাপি তর্ষণাং তথাত্মাপরিপালনম্ ॥ ৩৬
আহো বাতাসি তথবত্ত-মাত্মানিত্রত্রম্
মাত্রাত্মকথা ক্রুতা করিষ্যে তাবদাত্মিম্ ॥ ৩৭

দৃষ্টিহেই নাহে। দৃষ্টি দুটী হও; অবশ্য, দুটী অক্ষিগোলক সর্বাংশে সুন্দর হয়। অক্ষিগোলক যে সংস্কার দ্বারা, তাহা পূর্বজন্মে অর্জিত কর্মফল ॥৩০॥ ২৪

৪ বিদ্বেষ কি বর্ণিব। বীভৎস রোগ বলিয়া বোধ হয়, বীভৎসরস এই অক্ষিগোল স্পর্শ ও নিরীক্ষণ করিয়া অক্ষিগোলের স্পর্শ —ইহাই মাত্র অনুভব; অবশ্য, তখন যাহা কিছু স্পর্শ সুখ আসে, তখনকার দৃষ্টিতেই দৃষ্টিসুখ স্পর্শ করা সুখ হেই ॥ ২৬

দৃষ্টিসুখ পুত্র। সেইরূপ দুর্গন্ধের বর্জন ও সুগন্ধের অন্বেষণ দ্বারায় ঘ্রাণসুখ বর্জিত আছিবে। এই দুই সমস্ত ত্রিয়ে বস্তু অপেক্ষা অধিক ত্রিয় বলিয়া 'ঘ্রেয়সী' 'কান্তা' ও ত্রিয়া—এই সব নামে অভিহিত হন ॥ ২৭

পুত্র। আমার দেখ, পুত্রলাভের অনন্তর দুই প্রজাপতি, আর পর দুই অপেক্ষা পুত্র ত্রিয়; সেইজন্য পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেহ নাই এবং পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ ত্রিয়তম আর কেহ নাই ॥ ২৮

সকলের নিকট হইতে ভয় আশঙ্কা করিবে, কিন্তু একমাত্র পুত্র হইতে পরাভবের আশঙ্কা করিবে—এমন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে (ইহার অনুকূল অন্য) একটী আখ্যান পাওয়া যায়—"পর্বতের অধিত্যকায় পুত্রাভিধান পরাভবম্"।) আমার দেখ, প্রজাপতিরা নিজের বীর্য আত্মা হিসাবে, সেই আত্মা হইতে জন্ম নিজের পুত্র হিসাবে নয়। সেই হিসাবে আত্মা হইতেও পুত্র ত্রিয় ॥ ২৯

অতএব তাদৃশ ত্রিয়তম পুত্রকে আত্মা অপেক্ষাও সেই জন্য ফলে সমান করিবে। হে গৌতম! তখন আমাকে এই কথা বলিয়া পিতা বিরত হইলেন ॥ ৩০

ব্যাস কহিলেন,—আবিবাংবর তখন যেই আমার পিতা পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া পিতা ঈদৃশভাবে এই কথা বলিলেন, —তখন যে পিতা বেদবীজের আবশ্যিকের সকল তত্ত্ব অথবা বেদ ও ধর্মের সমস্ত তত্ত্বের সকল তত্ত্বের ধর্মার্থ বিশেষভাবে অবগত হইয়াও নিজের পুত্রকে তপস্যার্থ অর্থাৎ বনে—অধিষ্ঠা সন্ন্যাস গ্রহণে প্রবর্তিত করেন, তিনি কিরূপ মহাত্মা পিতা হইবেন ॥ ৩১

যে ঈদৃশ। তমনুদ্রুত্যবের স্থানে এই সম্পূর্ণ সংস্কার করা (সাধনীয়)। যেরূপ তমন্বেষ্যো বিদ্যা অর্থাৎ তমন্বেষ্টব্য, সেই এই পরিভূতমান ক্রিয়মাণ বিদ্যা ॥ ৩২

আমার ঈদৃশ মন ঋষিধর্ম পালন বর্জন করিয়া বিষয় আসক্ত হয়, সেই অবিদ্যার ফলেই মানব জন্ম নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৩৩

এই সংসারচক্রে পাশবদ্ধ কে আমার পিতা, কে আমার পুত্র কিংবা কে আমার বন্ধু? কিন্তু কিন্তু কর্মফল অনুসারে আত্মা পরস্পর তখনও সম্বোধন ও তখনও বিরোধ করিয়া বিরোধ হয় ॥ ৩৪

যে পিতা পুত্রকে বিদ্যা পর্যন্ত করাইয়া থাকেন, তিনি ত্রিয় ও তিনিই গুরু এবং যে পিতা পুত্রকে বুদ্ধিহীন করেন তখনকার কথায়, তিনি কি পিতা? তিনি পিতা কিরূপে হইবেন? ৩৫

যে পিতা। আমার বোধ হয়, তখনকার এই আখ্যানের নিজেই আমি বেদের বীজস্বরূপ অর্থাৎ বেদমূলক সারভূত বলিলাম। যদিও এই তত্ত্ব আমি জানি সত্য, তথাপি আত্মার আত্মাপালন করা আমার কর্তব্য ॥ ৩৬

যে তখনও। আমি এখন অধিকারী সত্য-সাক্ষাৎকার আমার নাই, তখন সাক্ষাৎকারের লীলা-সাক্ষাৎ তখন করিয়া পরে সাক্ষাৎকার করিব ॥ ৩৭

ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্বিররাম পিতুঃ পুরঃ।
পুত্রস্তদ্বচনং শ্রুত্বা [illegible] ॥ ৩৮

অথ পিতুঃ পুরঃ স্থিত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ।
উবাচ চ পুনর্বিনয়েন [illegible] ॥ ৩৯

শ্রীনারদ উবাচ।

দেহি মে [illegible] ॥
[illegible] ॥ ৪০

[illegible]
[illegible] পুত্র সুখী ॥ ৪১

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা [illegible]।
উবাচ পুত্রস্নেহেন [illegible] বচঃ ॥ ৪২

এই কথা বলিয়া মুনিবর নারদ পিতা ব্রহ্মার সম্মুখে মৌনব হইলেন, তখন তাঁহার [illegible] পুত্রবাণী শুনিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

অনন্তর পিতার সম্মুখে [illegible] মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ পুনরায় পিতাকে [illegible] এই বাক্য বলিলেন ॥ ৩৯

নারদ কহিলেন,—হে পিতঃ! আপনি আমাকে যাহা আমার মনোবাঞ্ছিত, সেই [illegible] এবং [illegible] [illegible] তাহাও আমাকে প্রদান করুন ॥ ৪০

তাহাতেই আমি আমার [illegible] করিব। [illegible] পরিপূর্ণ হইলে [illegible] পূর্ণ হইলে মানুষ সুখী হইয়া ([illegible]) সকল কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৪১

নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া [illegible] ব্রহ্মা অতীব হৃষ্ট হইলেন। [illegible] পুনরায় প্রিয় পুত্র নারদকে বলিলেন ॥ ৪২

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! [illegible]

ব্রহ্মোবাচ।

[illegible]।
[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] কামিনী।
[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] পুত্রাদয়ঃ।
[illegible] ॥ ৪৫

[illegible] পুত্রকাৎ।
[illegible] ॥ ৪৬

[illegible] সৌনক
[illegible] মুনি ॥ ৪৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে [illegible] সৌতি-সৌনকসংবাদে চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

[illegible] পিতা [illegible] গ্রহণ করিলেন না। ([illegible]) [illegible] পুত্রকে [illegible] করিলে না ॥ ৪৩

[illegible] সকল [illegible] গুরু, [illegible] স্ত্রী, পিতা, পুত্র, [illegible] [illegible] পুত্র। [illegible] ([illegible]), এই [illegible] [illegible] পুরাতন [illegible] [illegible] মুনি [illegible] [illegible] ॥ ৪৪-৪৫

সেই পুরাতন [illegible] পিতার [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] করিয়া এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] ॥ ৪৬

হে সৌনক! [illegible] ব্রহ্মা নারদকে এই বলিয়া বিরত হইলেন। [illegible] মুনিবর নারদ [illegible] পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া [illegible] গমন করিলেন ॥ ৪৭

শ্রীমহর্ষি [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণ [illegible] সৌতি-সৌনক সংবাদে চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শিবলোকবর্ণনম্ [illegible] শিবলোকবর্ণনম্ ।)

সৌতিরুবাচ

[illegible] বিপ্রেন্দ্রাঃ [illegible]

[illegible] মহান্ [illegible] ।

[illegible] শিবলোকো [illegible]

[illegible] মুনিনা ॥ ১

[illegible]

[illegible] বিবিধৈর্ভাবিতম্ ।

[illegible]

[illegible] বিরাজিতম্ ॥ ২

[illegible]

[illegible] শোভিতম্ ।

[illegible]

[illegible] শিবোদ্ভবৈঃ ॥৩

[illegible]

[illegible] যথা ।

বিরাজিতং [illegible]

[illegible] ॥ ৪

[illegible]

ন [illegible] শিব [illegible] ।

[illegible]

[illegible] সৌধকং ॥ ৫

[illegible]

[illegible] ।

[illegible]

[illegible] শোভিতম্ ॥ ৬

[illegible]

[illegible] ।

বিরাজিতং [illegible]

[illegible] ॥ ৭

[illegible]

শিবস্য [illegible] ।

[illegible] শিবলোক [illegible]

[illegible] ॥ ৮

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

[শিবলোকবর্ণন, [illegible] এবং শিব-[illegible]]

সৌতি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! [illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

এই [illegible] শিবলোকে [illegible] ॥ ৪

হে দ্বিজগণ! [illegible] ॥ ৫

এই শিবলোক [illegible] ॥ ৬

[illegible] ॥ ৭

[illegible]

যুবে মহামণ্ডলনায়কঃ শিবং
স্বসৈন্য আস্থঃ শিবরং মনোরমম্ ।
পরিক্রমেণ্ডঃ বিধুশেখরদ্যুতেঃ
সকাশেঃ নির্বলয়প্রদেশবম্ ॥ ৯
প্রবৃত্তহেমাভরণঃ বিধুঃ
দিবসঃ ওষ্ণরবন্ধনকরম্
মধাকিনীপুষ্করবীজমালয়া
কৃতেতি নামৈব মুদা জপন্নয় ॥ ১০
সুনীলকণ্ঠঃ শুকসন্নিভৈঃ
যোগীন্দ্র-সিদ্ধেন্দ্র-মুনীন্দ্রবন্দিতম্
সিদ্ধেশ্বরং সিদ্ধিবিধানকারণং
মৃত্যুঞ্জয়ং কাল-মবাস্তকারকম্ ॥ ১১
প্রণম্যমাত্মানমনোহরং পরা
দ্বিগীশবন্দ্যেন শিবং বরপ্রদম্ ।
মহাতপোঽর্থং তমসোঽবরোধিকা
তপস্বিনঃ তপসাধনৈকবন্ধুম্ ॥ ১২

মহা মহীপঃ মুনিবেষ ধারিবং
প্রণাম মূর্ধা পুলকাবিলপ্রবম্
বীণাং ত্রিস্রোঃ জলম্ শুদ্ধবৈরী
কৃতঃ প্রভাবাং কলহংসকণ্ঠঃ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রপ্রবরং সমিত্বঃ
স্বিতঃ পুরঃ বেদবিদাং বরিষ্ঠম্ ;
যোগীন্দ্র-সিদ্ধেন্দ্র-মহর্ষিভিঃ সহ
তমেব শীর্ষোপরিবর্তীবরঃ ॥ ১৪
মহো চ তাঁস্মৈ মুনয়ে মহামুন-
মালিঙ্গনকাশিষমভাষিতম্ ।
পপ্রচ্ছ তাংশ্চ স্বমনোরথোত্তম
উপোদয়ং তাং তপসাঞ্চ যৌবম্ ॥ ১৫
সমস্তমিত্যাত্মবপুষ্মতে মহে
যোগায় পশুর্যপাধিভৈঃ সহ
যোগায় প্রাণ্ডমনঃ পুটাঞ্জলি-
র্মহাত্ম-ভক্তা প্রণতঃ প্রভূঃ বিভ ॥ ১৬

যোগী মহাদেবের ভক্ত, তাঁহার এই শ্লোকে ৫ নম্বর আছে বিশ্লিত ছি। এই শিবলোক ত্রিলোক ছাড়িয়া ছাড়িয়া বিলক্ষণ (উপরেই), সেই এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম্বা, আদা ও অন্যান্যবাসী অনুক্রম শ্লোক। ৮

যেখানে আসে বৃদ্ধ হইতে মহাসত্ত্বগুলের মহাকাশে বিরাজমান, শান্ত, মহাপ্রাণ, অনোহর, পরমুক্তা মহাদেব মহাদেব যোগিত, ৪র্থ নয়ন মুক্তির পরমেশ্বরশক্তির, মস্তকে মহাদেবীর বাহনকারী, অনন্যই নির্মল চন্দ্রবিরাজিত শিবকে বর্ণন করিলেন। ৯

প্রভাত অর্ণবর্ণ আভাযুক্তিমাত্রী, সর্বাঙ্গধারী, শিবের, ওজস্বর্ণ, আনন্দ ও অমৃত মহাদেব মহাকিনীমাত্রে পরমেশ্বরের মালার মতো 'কৃষ্ণ' এই নাম জপ করিতেছেন। ১০

তাঁহার, কণ্ঠদেশ অঞ্জিনের নীলবর্ণ, তিনি মহাদেবগণের পূজনীয়, যোগীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক বন্দিত, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধিবিধানের কারণ, কাল ও মৃত্যুরও অন্তকারী মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব। ১১

তাঁহার মনের প্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত মনিরা পরম মনোহর, তিনি শিবের ও ইষ্টবিধিদাতার মূক পূজকগণের জন্যান্য দাতা এবং বরদাতা, সদা আত্মভাব (অর্থাৎ জগতে তিনি সকল সৃষ্টি এর), তমোরাশিবিধি, তপস্বিগণের তিনি এবং তপস্যাসাধনের একমাত্র বন্ধু। ১২

মুনিবর নারদ মুনিগণাদি পরিবৃত হইয়া পূজনীয় বসন করিয়া পূজনাদিবিধানে সভক্ত যাত্রা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখনকার অন্তঃকরণপরিপূর্ণা মুক্তি নারদ বিনম্র যোগী নারদ করিতে করিতে কৃষ্ণনাম ও তব কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্তব করিলেন। ১৩

অনেক শিব মুনীন্দ্রগণই, বেদজ্ঞগণের ও মাননীয়, ঈশ্বরাদি মুক্ত সব মহাপুরুষ নারদকে দেখিয়া যোগীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও মহর্ষিগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১৪

হে যৌবনা ! নারদের সেই সময় সেই মুনিবর নারদকে সম্মানের আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং আসনাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর তপোধন নারদের তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহার আগমনের প্রয়োজনও জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৫

তারপর পশু ভাব প্রধান পার্থিবগণের সহিত যেই মুনির যজ্ঞবিধানের উপাসনা করিলেন। হে প্রভু! মহাপুরুষ নারদ কিন্তু তখন উপবেশন করিলেন না, তিনি প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভু মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ॥
[illegible] [illegible] পুনরেব [illegible]
[illegible] [illegible] ॥ ১৭
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ।

[illegible] পুনর্জন্মনঃ কৃপানিধি-
[illegible] [illegible] [illegible] ॥১৮

ইতি শ্রী[illegible] মহাপুরাণে [illegible] লোমশ-শৌনক-
সংবাদে [illegible] নাম
পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

[illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনরায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'ওঁ' এই [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৮

[illegible] [illegible] [illegible] মহাপুরাণে [illegible] লোমশ-শৌনক সংবাদে [illegible] [illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible] ।

ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]]

লোমশ উবাচ

[illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্ববিধি [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১ ॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজাবিধানতঃ ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩

[illegible] উবাচ ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪

শ্রী[illegible] উবাচ

[illegible] [illegible] মুহূর্ত্তে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৭

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায় ।

[[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]]

লোমশ বলিলেন,—হে [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩

[illegible] বলিলেন,—হে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪

শ্রী[illegible] বলিলেন,—[illegible] মুহূর্ত্তে [illegible] ॥ ৫-৭

[illegible] বিধিনা বিধে।
[illegible] দেবেভ্যঃ [illegible] ॥ ৮
[illegible] ।
[illegible] মন্ত্রোচিতম্ ॥ ৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
ন [illegible] গুরুঃ পরঃ ॥ ১১
[illegible] ।
গুরুঃ [illegible] যদি ॥ ১২
[illegible] ।
[illegible] গুরোঃ পরঃ ॥ ১৩
[illegible] গুরুঃ ।
ন [illegible] সর্বদেবতাঃ ॥ ১৪

[illegible] পরে পরে।
[illegible] সর্ব্বদা ॥ ১৫
ন [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] পরঃ ॥ ১৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২১

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণদেবের ধ্যান করিয়া তাঁহার মস্তকে এবং [illegible] ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে। ৮

যে দেবের যেরূপ ধ্যান শাস্ত্রে কথিত আছে, সেইরূপেই ইষ্টদেবের ধ্যান করিবেন। পরে শ্রীকৃষ্ণদেবের অনুমতি অনুসারে যথাবিধি [illegible] অর্চনা করিবে। ৯

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদেবের ধ্যান করত প্রণাম করিয়া বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে এবং তাঁহার পূজা করিবে। ১০

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদেবের পূজার কারণ বলিতেছেন, [illegible] ইষ্টদেব এবং ইষ্টদেবও [illegible], পূজাবিধি ও [illegible] করিতে পারেন, কিন্তু ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে [illegible]; সেইহেতু ইষ্টদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণদেবই শ্রেষ্ঠ। ১১

গুরু ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), গুরু বিষ্ণু (পালনকর্তা), গুরুদেব মহেশ্বর (সংহারকর্তা), গুরু [illegible] প্রকৃতি ([illegible]), গুরু [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]) এবং রবি ([illegible])। ১২

গুরু বায়ু ([illegible]), বরুণ ([illegible]), গুরু [illegible] ([illegible]), পিতা ([illegible]) [illegible] ([illegible]) এবং গুরুই [illegible]

[illegible] এই গুরু হইতে [illegible] আর কেহ নাই। ১৩

[illegible] ইষ্টদেব [illegible] শ্রীকৃষ্ণদেব [illegible] করিতে [illegible], কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ [illegible] তাহাকে [illegible] পারেন না। ১৪

যাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণদেব [illegible], তাহার [illegible] হয়, কিন্তু যাহার উপর শ্রীকৃষ্ণদেব [illegible], তাহার [illegible] হইতে থাকে। ১৫

যে মূঢ় ব্যক্তি [illegible] পূজা [illegible] না করিয়া [illegible] ইষ্টদেবের পূজা করে, তাহার [illegible] পাপ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৬

[illegible] ([illegible]) [illegible] ; সেইহেতু [illegible] ইষ্টদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্যতর। ১৭

[illegible] শ্রীকৃষ্ণদেবের ধ্যান ও [illegible] করিয়া [illegible] ইষ্টদেবের ধ্যান এবং [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] করিবে। ১৮

কোন্ কোন্ [illegible] তাহা বলিতেছেন, —[illegible], ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible]

ক্রীড়াকূলা ধর্মাগারা সভাপ্রপা বৃক্ষবাটী তথা।
বৃক্ষচ্ছায়াসুরম্যং তদনেকপ্রকারাপসর্পণম্ ॥ ২২
দূষ্যস্থানং তুল্যস্থানং স্বদীক্ষণস্থানমেব চ।
তুলাদোষসমৃদ্ধিং তাদৃগার্ঘক পরিক্রয়ম্ ॥ ২৩
এবং সর্বং পরিজ্ঞায় তুলাকালবিভাজিতম্।
কৃত্বা যত্নং তুলায়ৈব তুল্যং পরিবর্তয়েৎ ॥ ২৪
তুলাদণ্ডস্য তুল্যস্য দিবাকৃত্যাহরেদ্ গৃহে।
পক্ষিমাভিমুখো তাস্যে তত্রাধারং নিধায় চ ॥ ২৫
যৌনী কৃত্বা চ নিক্ষাসং তথা অন্যে চ মণ্ডলে।
তাভ্যাং দৃষ্ট্বা সমাক্ষাস্তে যৌগা তুল্যাস্য নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬
কৃত্বা তু তাদৃগৈতৌ চ তদ্বদেতৌ চ তাদৃশৌ।
দ্বয়ঙ্গুলৈশ্চ তৈরেব তথৈবাদায় নিক্ষিপেৎ ॥ ২৭
একাং নিত্যং তুলাং তত্রাদ্ বাসয়েত্ তত্ত্বতঃ।
উত্তরোত্তরযোর্যে তু তুল্যযৌগাঃ প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৮

তুল্যযৌগ্য বিক্রয় মৈথুনাবস্থায় হবি।
মৈথুনাবস্থয়ে যৌগ্যং তুল্যযৌগ্যং চতুর্গুণম্ ॥ ২৯
একা নিত্যে তথা দ্বিত্রিতুলা বাসয়ত্যপি চ যদি।
উত্তরোঃ সপ্ত মাষাদ্যাঃ পাদো ঘর্ষেণ তুল্যতি ॥ ৩০
পুরীষযৌগ্যং বিজ্ঞায়াং পূরিমাণমিদং চ তৎ।
বিবাহাদৌ বিক্রয়ং যৌগ্যমেষা প্রকীর্তিতম্ ॥ ৩১
যত্নীনাং মৈথুনাদৌ তু ক্রয়ে প্রত্যহারিণাম্
চতুর্গুণং পূরিমাণং তেষাং যৌগ্যং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৩২
যো দ্বাদশযৌগ্যেষু বিক্রয়ঃ সূত্রসম্মিতঃ
ষড়্লেপকস্তথা তেষাং যৌগ্যং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৩৩
যৌগ্যং তত্ত্ব-বিশেষেষু বিজ্ঞায়াং পূরিমাণং সমম্।
বিক্রয়ঃ মৈথুনাদীনাং পূর্বেষাং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩৪
মূল্যাধিক্যে চ কর্তব্যা যৌগ্যং তদ্বিদ্যমাত্মনঃ।
প্রাগন্তিকং প্রযুঞ্জীত বিধিমাত্মিক্রয়ে ক্রয়ে ॥ ৩৫

স্থানে, কোন্ত প্রপা উত্তম, কোন্ত সভার উপর, দূষ্যযুক্ত স্থানে, তুল্যযুক্ত স্থান, বস্তুর (ক্রীতব্য) স্থানে, ক্রয়ে অবস্থানের জন্য পরিষ্কার স্থান, কোন্ত স্থানে উপযুক্ত পরিক্রয় স্থান,—এই সব স্থান পরিজ্ঞান করিয়া মূল্যকাল (যৌগ)-বশতঃ স্থানে সর্বদা পুরীষ (বিষ্ঠা) ও মূত্র ত্যাগ করিবে ॥ ২১-২৪

পুরীষ ও মূত্র ত্যাগ বিপরীতভাবে উত্তর মুখ হইয়া করিবে, ক্রয়ীকরণে পশ্চিম মুখ এবং সভাকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া করিবে ॥ ২৫

দ্বিতীয় ব্যক্তি দিবসকালাবধানে যৌগী হইয়া থাকিবে এবং একাসনাদরে নিক্ষাস অর্থাৎ স্থান-প্রদান গ্রহণ করিবে, তাহাকে সাক্ষিভাবনা অবলম্বন না করে। বিক্রয় ভাব করিয়া সেই সর্ব দৃষ্টিকার ভাল আত্মাদিক করিবার পর বিক্রি যৌগ্য অর্থাৎ দৃষ্টিকারযৌগ্য ও তুল্যযোগ্য যৌগ করিবে ॥ ২৬

প্রথমে দৃষ্টিকারযৌগ্য করিয়া পরে তুল্যযৌগ্য করিতে হয়। দৃষ্টিকারযোগ্য যৌগ ও তুল্যযোগ্য যৌগ—এই উভয় যৌগের প্রমাণ এক হয় ॥ ২৭

মূল্যকালের পর বিক্রয়ের যৌগ করিতে হইবে, তাহার তাহারই বলিতেছেন,—মূল্য তুলাদণ্ডের পর তুল্য দিয়া যৌগ করিবার পর ক্রিয়ে একবার দৃষ্টিকা দিবে অর্থাৎ দৃষ্টিকারমণ্ডল করিবে এবং পরে তাহা তুল্যের অন্য যৌগ করিবে, যাহা হইতে চারবার এবং উত্তর হইতে দুই বার দৃষ্টিকা দিবে—ইহাই মূল তুলাদণ্ডের পর যৌগক্রিয়ার কথিত হইয়াছে ॥ ২৮

মূল্যযৌগ্যের বিক্রয় যৌগ মৈথুনাদির (স্ত্রীসম্বন্ধাদির) পর করিতে হইবে। মৈথুনাদির পর মূল্য তাহার করিলে সেই সময় মূল্যযৌগ্যের চতুর্গুণ যৌগ করিতে হইবে ॥ ২৯

বিক্রয়যৌগ্য করিতে হইবে,—বিক্রয় তাহার পর তুল্যযৌগ্য করিবে, তাহার পর ক্রিয়ে একবার, অথবা (বিশেষনির্দেশবশতঃ —অন্তে) দ্বিতীয়বার, যাহা হইতে তুল্যযোগ্য, উত্তর হইতে পরবর্তী এবং উত্তর পক্ষে তুল্যযোগ্য দৃষ্টিকারমণ্ডলে অধিষ্ঠান হয় ॥ ৩০

এই পুরীষ যৌগ (বিষ্ঠাযৌগ্য)-জানিবে স্ত্রী ব্যক্তিভেদের জন্য কথিত হইল। বিবাহাদিতে পক্ষে ইহার দ্বিগুণ যৌগ ব্যবস্থা বিহিত আছে ॥ ৩১

যত্নি (দাসী), মৈথুন, প্রবারি ও প্রত্যহারিণীদের যৌগ ব্যবস্থা দৃষ্টিকারের চতুর্গুণ বলিয়া কথিত আছে ॥ ৩২

মূল্যযৌগ্য জানিবে, সূত্র ও ষড়্লেপকাদির যে পরিমাণ দৃষ্টিকারমণ্ডলে দৃষ্ট হয়। সেই পরিমাণে যৌগ্যব্যবস্থা বিহিত আছে ॥ ৩৩

অন্যান্য ও মৈথুনাদির যৌগ স্ত্রী ব্যক্তিবিশেষে যৌগের অনুরূপ, কেবল মৈথুন ও দূষিকাদির পক্ষেই দ্বিগুণ যৌগ বিহিত আছে ॥ ৩৪

ক্রয়িকারী ব্যক্তির যেরূপ যৌগ্যব্যবস্থা, বিক্রয় মূল্যাধিক্য হইলে তাহার; কারণ, আত্মবিষয়ে ব্যবস্থা অধিকতর করিলে প্রাগন্তিক করিতে হয় ॥ ৩৫

গৌড়ঃ [illegible] মন্ত্র [illegible] বিধায় চ
সূর্যোদয়ে চ [illegible] ॥ ৩৬
[illegible] সুবর্ণদানং তথা ।
গৌড়বর্ণিভ্যঃ [illegible] ॥ ৩৭
[illegible] [illegible] দ্বিজোত্তমঃ ।
[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] ।
[illegible] গৌড়ীনাং [illegible] ॥ ৩৯
[illegible] ।
[illegible] গৌড়েন [illegible] ॥ ৪০
গৌড়ীরোহিণীবিবাহসর্বাঃ সর্বকর্ম ।
[illegible] গৌড়বিপ্রঃ [illegible] ॥ ৪১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪২
পুনঃ [illegible] সমাচরেৎ ।
[illegible] ॥ ৪৩

বিপ্রশিষ্যঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫
[illegible] ।
[illegible] তথা ॥ ৪৬
[illegible] পরিবর্জিতম্ ॥ ৪৭
[illegible] ।
[illegible] পরিবর্জিতম্ ॥ ৪৮
[illegible] সর্বগৌড়বিপ্রৈঃ ।
গৌড়ীরোহিণীবিবাহসর্বাঃ সর্বকর্ম ॥ ৪৯
[illegible] গৌড় [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫০
[illegible] ।
ন [illegible] সর্বতীর্থেষু [illegible] সমাচরেৎ ॥ ৫১

[illegible] । এই [illegible] বিপ্র [illegible] করে। [illegible] তাহার [illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] করিবে।

ব্রাহ্মণ যদি [illegible] না [illegible], [illegible] গৌড় [illegible] করেন। ব্রাহ্মণ যদি গৌড়ীন হন, তাহা হইলে তিনি [illegible] হইয়া থাকেন। এইভাবে [illegible] ॥ ৩৭-৪

[illegible] করিয়া [illegible] করিবে ॥ ৪১

[illegible] করিবে,

[illegible] । [illegible] ॥ ৪৩

[illegible] করিয়াছেন। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]) এবং [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible], ও [illegible] ॥ ৪৪-৪৮

[illegible] গৌড়ীন [illegible] হয়। গৌড়ীন [illegible] ॥ ৪৯

সেই কারণে ব্রাহ্মণ [illegible] ([illegible]) [illegible] করিবে ॥ ৫০

[illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] করেন। তিনি [illegible] করেন, তিনি [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] ॥ ৫১

মিলন্তীনোহপাতিচন্দ্রঃ সর্বকর্মসু
যস্তন্ত্র কুরুতে কর্ম ন তস্য ফলভাক্ ভবেৎ । ৫২
যোগস্থিতীতি যঃ পূর্বং যোগান্তে যস্তু পশ্চিমম্,
স মুহূর্তস্ত বিজ্ঞেয়ো মধ্যাহ্নঃ ত্রিমুহূর্তকঃ । ৫৩
পূর্বাং সন্ধ্যাং পরিত্যজ্য যথান্যায়ং পশ্চিমাং তথা ।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি প্রায়শ্চিত্তং ন তস্য বিদ্যতে । ৫৪
একাদশীবিহীনো যঃ সন্ধ্যাহীনস্তথা দ্বিজঃ ।
অন্ধং ভুঙ্‌ক্তে কালসূত্রং যথা হি মৃতপায়িনঃ । ৫৫
বিধায় প্রাতরাচান্তো ভক্তিযুক্তঃ সুরং রবিম্ ।
ব্রহ্মাণমীশং বিষ্ণুঞ্চ দ্বারাং পশ্যেৎ সরস্বতীম্ । ৫৬
প্রণম্য গুরুবাক্যান্তে দর্শনং মনু কাঙ্ক্ষয় ।

স্পৃষ্ট্বা গায়ত্রিকা জপ্যে পূর্বাহ্নে সাবকাশবান্ ৫৭
পুস্তকিশাস্ত্র যাগান্তে যথা প্রাপ্তং সমাচরেৎ
মধ্যাহ্নে পঞ্চপিণ্ডানাং যোগী বিদ্যাৎ । ৫৮
সন্ধ্যাং সায়ং তথা যোগে বা তীর্থে বা গ্রামমাচরেৎ ।
পূর্বাহ্নে সায়ং তু সন্ধ্যাং তত্র গ্রামে পুনর্ব্রজেৎ । ৫৯
শ্রীকৃষ্ণশ্রীবিষ্ণবাদ্যৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
মন্ত্রস্য দীক্ষাকৈব কৃতপাতকনাশনম্ । ৬০
বিপ্রঃ কৃত্বা তু মন্ত্রস্য দ্বয়ং যাতি প্রলোপতাম্ ।
বেদোক্তমন্ত্রদানেন দোষভাগী ভবেন চ । ৬১
অন্তকালে মন্ত্রকাণ্ডে বিষ্ণুকাণ্ডে তথাপরে ।
মৃত্যুঞ্জয়ে তু যে পাপাঃ মন্ত্রস্য চ দুষ্কৃতং ভবেৎ । ৬২

(১) পাঠ উপরোক্ত করিলাম যত,—"ঐ উপরোক্তিটি পাঠ ভ্রম পূর্ণ পাঠক ও। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহা পাঠি দেখি পাঠ হয়।"

এই মন্ত্রের ঋষিরা বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণাদি তাহারা এবং সাধারণ পূর্ণ পরিচয় পাশ্চাত্যে তাহারা করিয়া পাঠক করিলেন। ৬০

এইভাবে পাঠক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ভোজ-মন্ত্রের দ্বারা বিপ্র ভোজ করিয়া ভোজন করিলেন। ৬১

হে মনুবর। তুমি 'অন্তকাণ্ড' ও 'বিষ্ণুকাণ্ড' 'ব্রহ্মকাণ্ড' এই বিভাগে বিভক্ত। (পূর্বে সমস্ত পুথিটী—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন মহাপাঠকগণ পরিচিত্তা ছিলেন। অন্তকাণ্ড — মুক্তাদি মহাদেব, ব্রহ্মকাণ্ড — আদিত্যাদিমহাদেব এবং বিষ্ণুকাণ্ড—ঐশিত্ব।—এই পাঠকাণ্ড পাঠকমহাদেবের সহিত এইভাবে সমস্ত পুথিতে হইবে)। এই তিন মহাপাঠকগণ পুথিতাদিগণ পুথিতে। আমি যাহা পড়িব (পাঠ করি) করিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৬২

* অত্র দেখা যায়, এই ভাগবতপুরাণের তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অত্র শিবপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের গ্রন্থে এই কথা বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মাদি মহাদেবগণের পঞ্চকাণ্ডাদিগণ পাঠকে,—
ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাঃ স্মৃতা মুক্তা ঃ পরিকীর্তিতাঃ।
মুক্তমূলে ঃ যজ্ঞ যাগ পঞ্চ ব্রহ্মময়ং শিবং।
পঞ্চব্রহ্মাণ প্রোক্তাশ্চ প্রাণতুল্যং পার্থিব তথা।
পঞ্চাক্ষ পাঞ্চভৌতিক ভাবিত্ব মন্ত্র প্রবেদয়ঃ।
ইত্যাদয়ঃ বিধি যজ্ঞা মূলমূলে ঃ সংস্থা ঃ
প্রাণতত্ত্বানি ন বাহ্যানি সন্ধ্যা মন্ত্রিরোপাধি।
অন্যান্ ঋষি প্রবাহ্যানি শিবা ঋষি আত্মনে।

চতুর্দ্দশপ্রমাণাঙ্ক কৃত্বা মণ্ডলিকাঃ শুভাম্ ।
তীর্থান্যাবাহয়েত্তত্র স্তবং যত্নাৎ সংপঠেৎ ॥ ৬৬
যানি যানি চ তীর্থানি সর্বাণি ভবনানি যে ॥ ৬৭
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৬৮
নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৬৯
পদ্মাবতী গোমতী চ সর্বদা চ কৌশিকী ।
ক্ষমা পুষ্টি চ তুষ্টা বিশোকা চ বিপাপ্মা ॥ ৭০
বিতস্তা সুভদ্রা চ লোকপ্রমাদিনী ।
ক্ষেমা চ বৈষ্ণবী শান্তা শান্তিদা গোমতী সতী ॥ ৭১
সাবিত্রী তুলসী দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা লোপামুদ্রাদিতিঃ রতিঃ ॥৭২

অহল্যা চাদিতিঃ সংজ্ঞা স্বধা স্বাহাপাত্রকন্ধতী ।
শতরূপা দেবহূতিঃ রোহিণী ... স্মরেৎ সুধীঃ ॥ ৭৩
স্নাত্বা সুস্নাতা বাসোযুক্তঃ কুর্য্যাত্ তিলকং সুধীঃ ।
ললাটে মূর্ধ্নি চ কণ্ঠে চ বক্ষসি চ ॥ ৭৪
স্রাবঃ স্নানঃ ... তৈলং পিতৃতর্পণ ।
তথ সর্বং নিষ্ফলং যাতি ললাটে তিলকং বিনা ॥ ৭৫
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৃত্বা কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাঞ্চ তর্পণম্ ।
নমস্কৃত্য গুরুন্ ভক্ত্যা সুরঃ সংশ্রয়সিদ্ধিঃ ॥ ৭৬
অন্যান্য পাপং ... পুত্রা পৌত্রে চ বান্ধবী ।
নিশ্চয়ং প্রাপ্নুবন্ প্রাণ উপায় বদিতেৎ চ ॥ ৭৭
উদ্দেশ্যাদি যথাযেন কৃতেন পরতোহস্য ।
আরম্ভ মম সাধ্যানি সর্বাণাং প্রোক্তম ॥ ৭৮
পূজার বেদি মহাভাগে স্নানারম্ভা কৃত্বা যাম ।
বৈদ্যাক্যা চ ভবে সাক্ষিপ্রাপ্তে মনুপূর্বকম্ ॥৭৯

সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বাক্য করিয়া লোকেরকে উত্তর করিয়াছেন অর্থাৎ লোকসমূহ শিক্ষা পূর্ব্বিধেয় উল্লাসিত করিয়াছেন। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে আবেদন করিয়া আমার সকল পাপকে এক্ষণে দূর করিতে আমাকে প্রসন্ন করিয়া লও। ৬৫

হে মহাভাগে যমুনে! তুমি আমাকে পুণ্য প্রদান কর এবং আমাকে স্নান করিতে আজ্ঞা দান কর, এই কথা বলিয়া অর্ঘ্য সুর্য্যাকে দান করিয়া সাবিত্রীর সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চারি হাত প্রমাণ এক চতুষ্কোণ মণ্ডল করত যে করিবেন। সেই মণ্ডলের মধ্যে করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা তীর্থসমূহের আবাহন করিবে। যে সকল তীর্থের আবাহন করিতে হইবে, যা সমস্ত আমি তোমার নিকট বলিতেছি। ৬৬-৭০

হে গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে!
সিন্ধু! কাবেরি! তোমরা সকলে এই জলে সন্নিহিত হও। ৭১

অনন্তর গুণী (সুকৃতি) ব্যক্তি নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মহাপদ্মা মালিনী, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, পদ্মাবতী, গোমতী, সর্বদা, কৌশিকী, ক্ষমা, তুষ্টি, পুষ্টা, বিশোকা, শিবা, অদিতি, বিতস্তা, সুভদ্রা, লোকপ্রমাদিনী, ক্ষেমা, বৈষ্ণবী, শান্তিপ্রদায়িনী, শান্তা, গোমতী, সতী, সাবিত্রী, তুলসী, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা, লোপামুদ্রা, দিতি, রতি, অহল্যা, অদিতি, সংজ্ঞা, স্বধা, স্বাহা, অরুন্ধতী শতরূপা এবং দেবহূতি—এই সব দেবীগণকে স্মরণ করিবেন। ৭২-৭৫

এইরূপে উত্তম স্নান করিয়া অর্থাৎ উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নানাদি শুদ্ধ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত সুধী ব্রাহ্মণ দুই বস্ত্র পরে, ললাটে, কণ্ঠদেশে ও বক্ষে তিলক করিবেন। ৭৬

ললাটে তিলক না থাকিলে স্নান, দান, তপস্যা, দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য—এ সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। ৭৭

ব্রাহ্মণ তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যা ও তর্পণ কার্য্য করিবেন। তাহার পর ভক্তিসহকারে দেবতাদিগকে (অর্থাৎ ৩০-৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) প্রণাম করিয়া মানসে সূর্য্য ধ্যান করিবেন। ৭৮

পাপসমূহ প্রক্ষালিত করিয়া যথাসাধ্যে পৌত্র পুত্রী (পরিবার সহ ও বৈষ্ণবী বধূ) পরিবেষ্টন করিয়া আমি আমি পূজার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবেন,— হে মুনে শ্রীহরি উপদেশ করিয়াছেন। ৭৯

বিনা শাস্ত্রৌ চ প্রোক্তা যাত্রা বিনতি নন্দিনম্ ।
তত্র স্নানাদিকং নৈব সম্যগ্রোক্তং শক্যতে ॥ ৭৭
পতিতার স্থিতম্ তু যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ দূরৌ ।
কৌ সর্বাধ্যাঙ্গু বাপি নাশং হ্রদা যূথমেব ॥ ৭৮
উর্দ্ধপুণ্ড্র চ যো বিনঃ শাস্ত্রৌ প্রশস্যতে যদি ।
তাবৎ তাবৎ তং বাসং যজ্ঞং ন পশ্যতি ॥ ৭৯
উপবিষ্টানুবেশ্যা মাসঃ ভক্তি ।
পূজাং কুর্যাৎ শোকতঃ ভক্তিযুক্তো হি মানবঃ ॥ ৮০
শালগ্রামে মণৌ মন্ত্রে প্রতিমায়াং জলে স্থলে ।
গোপৃষ্ঠে বা গুরৌ বিপ্রে প্রণবার্চনং হরেঃ ॥ ৮১
সর্বে প্রশস্তা পূজা চ শালগ্রামে চ নারদ ।
পূজানামপি সর্বেষাং শ্রেষ্ঠেষ্ঠেমৈব চ ॥ ৮২
ন তথা সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ
শালগ্রামোপকণ্ঠে যোহর্চয়েত্ তস্য ফলং ॥ ৮৩

শালগ্রামশিলাং দৃষ্ট্বা নিত্যস্য কিং বহু মাত্র ।
তীর্থযুক্ত ন চ ভবেৎ বাস্যতে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮৪
শালগ্রামশিলাচক্রং যত্র তিষ্ঠতি নারদ ।
ন চেতা ভবসাম্যে চ কীর্তিনামি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৫
যত্র যো হি দৃষ্টা দেবী তারাধারেণ দৈবতঃ
দ্বারবিধিঃ প্রাণেন ন ভাতি শ্রীতলঃ পরম্ ॥ ৮৬
শালগ্রামং বিনাপ্যত্র কঃ সাধু পূজয়েৎ দ্বিজ ।
কৃতা তত্র যত্র পূজাং পরিপূর্ণতাম্ ব্রজেৎ ॥ ৮৭
পূজাবাক্য কথিতঃ আযাতঃ পূজনঃ
হরেঃ পূজাং মহাভাগ কথয়ামি যথাক্রম্ ॥ ৮৮
কর্মিভি হ্যাদি হরেঃ তোলতারেণ যোজন ।
পুষ্পাদি পরিত্যানি নিত্যং ভক্ত্যা চ দৈবতঃ ॥ ৮৯
ভক্তি যাবৎ যথাপি শতবৃদ্ধি কন্দন
যোহর্চয়েৎ কামরূপিণীকৃত পূজনে ॥ ৯০

শালগ্রাম প্রক্ষালিত না করিয়া কেবল স্নান করা যদি কহিতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সেই পতিত সন্ন্যাসি ও শত-কোটি পুরুষ নরক পর্যন্ত যাই হইয়া যান ॥ ৭৭

পুণ্য সাধি যদি বিনা মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য প্রদান করেন, তবে তাহা তাই হইয়া বিনাশ ভক্তিমান হয় তবে সেই পুণ্য হইতে চলিয়া যায় ॥ ৭৮

যেমন মানব যদি উর্দ্ধপুণ্ড্র হইয়া পাপ প্রকাশন করেন, তখন তিনি যতক্ষণ চণ্ডাল (পুণ্য বর্জিত) হইয়া থাকেন, ততক্ষণ না যজ্ঞ স্পর্শ করেন ॥ ৭৯

অতএব। মানব ভক্তি ভক্তি, মন্ত্র ও প্রতিমায় হইয়া আসনে উপবেশন করত শাস্ত্র পূর্বোক্ত দেবতার বিধি অনুসারে পূজা করিবেন ॥ ৮০

শালগ্রাম, মণি, মন্ত্র, প্রতিমা, জল, স্থল, গোপৃষ্ঠ, গুরু অথবা ব্রাহ্মণে শ্রীহরির পূজা করা প্রশস্ত ॥ ৮১

নারদ। এই সব পূজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম শিলায় পূজা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, এই শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারাই অধিষ্ঠান করেন যেমন এই শালগ্রাম শিলায় অধিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৮২

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার তীর্থ জল পরিষিক্ত হন, তিনি সমস্ত তীর্থে স্নান ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হন অর্থাৎ সমুদয় তীর্থ স্নানের এবং সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৩

যে মনুষ্য প্রত্যহ ভক্তিপূর্বক শালগ্রামশিলার জলপান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন এবং অন্তে (মৃত্যু পরে) শ্রীহরিধামে গমন করেন ॥ ৮৪

নারদ। যেখানে শালগ্রামশিলাচক্র অবস্থান করেন, সেখানে ভগবান শ্রীহরি এবং সমস্ত তীর্থ বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৮৫

যেখানে যে যেখানে প্রাণী দ্বারবতীপুরীতে অথবা না অর্থাৎ মৃত হয়, সেই প্রাণী সর্ববিধ পাপ হইতে শ্রীহরির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৬

সাধু যেমন ব্যক্তি শালগ্রাম শিলা ভিন্ন অন্য আধারে শ্রীহরির পূজা করিবেন। অর্থাৎ শালগ্রামশিলা ব্যতীত অন্য শ্রীহরির পূজা করেন না; কারণ, এই শালগ্রাম শিলাতে শ্রীহরির পূজা করিলে তিনি পূজার পরিপূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮৭

নারদ। আমি তোমাকে পূজার আধারের কথা বলিলাম, অতঃপর তুমি পূজার ক্রম শ্রবণ কর। আমি তোমাকে যথাক্রমে ও যথা অনুক্রমে শ্রীহরিপূজা বলিব ॥ ৮৮

যোগী বিধিপূর্বক প্রথম পুষ্প এবং পবিত্র যেরূপ উপচার (পূজার উপকরণ) শ্রীহরির ভক্তিপূর্বক প্রদান করেন ॥ ৮৯

ভক্তগণ যেরূপ সকল উপচার, যেরূপ সব উপচার প্রদান করেন। শ্রীহরির যেমন সাধ্য, তদনুসারে তাঁহারা যেরূপ উপচার দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন। কিন্তু এই পূজার ভক্তি হইল মূল ॥ ৯০

আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।
পুষ্পং চন্দনধূপঞ্চ দীপ-নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ৯১
গন্ধং মাল্যঞ্চ শয্যাঞ্চ ললিতাং সুবিলক্ষণাম্ ।
জলমন্নঞ্চ তাম্বূলং সাধারং দেয়মেব চ ॥ ৯২
[illegible] বিপ্র প্রত্যাপি বাদ্যং ।
পাদ্যার্ঘ্যনৈবেদ্য-পুষ্পাদ্যোপচারাণি পঞ্চ চ ॥ ৯৩
গন্ধাদ্যোপচারাণি মূলেন দদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ ।
ওঁ [illegible] মূলেন প্রণম্য ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৪
আবাহ্য পূজা [illegible] ততঃ পরম্ ।
[illegible] ততঃ পরম্ ॥ ৯৫
[illegible] বিধিবৎ [illegible] ।
[illegible] কৃত্বা তত্র পূর্ব্বং প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৬
[illegible] কৃত্বা [illegible] ।
ততঃ সংপূজ্য বিধিবৎ [illegible] ॥ ৯৭
[illegible] ।

১। আসন, ২। বস্ত্র, ৩। পাদ্য, ৪। অর্ঘ্য, ৫। আচমনীয়, ৬। পুষ্প, ৭। চন্দন, ৮। ধূপ, ৯। দীপ, ১০। উত্তম নৈবেদ্য, ১১। গন্ধ (অগুরু প্রভৃতি), ১২। মাল্য, ১৩। কোমল ও সুন্দর শয্যা, ১৪। পানার্থ জল, ১৫। ভক্ষ্য অন্ন, ১৬। আধার সহিত তাম্বূল (পান)— এই ষোড়শটি দ্রব্য ষোড়শোপচার(১) পূজায় প্রদান করিতে হয়। ৯১-৯২

অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও তাম্বূল এই চারিটি দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিলে অবশিষ্ট [illegible] দ্রব্যকে দশোপচার বলা হয়। ১। পাদ্য, ২। অর্ঘ্য, ৩। জল, ৪। নৈবেদ্য এবং ৫। পুষ্প—এই পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চোপচার বলা হয়। (২) ৯৩

সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই সব দ্রব্য মূল মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবেন। এবং ভক্তি [illegible] প্রণাম করিবেন। ৯৪

সাধক প্রথমে [illegible] করিয়া তাহাকে পাদ্য প্রদান করিবেন, তদনন্তর [illegible] দান করিয়া পরে [illegible] করিবেন। ৯৫

তাহার [illegible] করিয়া [illegible] করিবেন। [illegible]

(১) [illegible] ষোড়শোপচার—"আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কঞ্চ স্নানং বসনাভরণানি চ॥ গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ নৈবেদ্যাচমনং তথা। তাম্বূলমর্চ্চনং স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া। [illegible]"—তন্ত্রসারঃ।

(২) পঞ্চোপচার—"গন্ধ-পুষ্পে তথা ধূপ-দীপৌ নৈবেদ্যমেব চ। অখণ্ডফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্॥"—তন্ত্রসারঃ।

অথবা তুলসী পুষ্পং চ তৎ যোগ্যাদেঃ শুচিঃ ॥ ৯৮
সাধকেন [illegible] পুষ্পাঞ্জলিমুট্টঃ ।
[illegible] মহাপুরুষম্ আথবা ॥ ৯৯
[illegible] পূজয়েন্নিত্যম্ ।
পূজাং কৃত্বা [illegible] বিশেষতঃ ॥ ১০০
স্তোত্রপাঠঃ বিবিধঃ [illegible] পঠেৎ ।
কৃত্বা পূজাং [illegible] ভূমৌ ॥ ১০১
কৃত্বা চ দেবপূজাং [illegible] নিত্যশঃ ।
[illegible] মুনে ॥ ১০২
[illegible] বিতরণম্ ।
কৃত্বা কৃত্বা চ [illegible] ক্রমাৎ ॥ ১০৩
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং বেদোক্তং পুরাতনম্ ।
আহ্নিকঞ্চ [illegible] কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে শিবনারদসংবাদে আহ্নিককৃত্যকথনং নাম ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

পূজা করিবেন। ৯৬

সাধক [illegible] পূর্ণ করিয়া সেই [illegible] স্থাপন করিবেন। [illegible] বিধি অনুসারে পূজা করত [illegible] আবাহন করিবেন। ৯৭

পুনরায় সেই [illegible] পূজায় উপচারসমূহ প্রদান করিবেন। তদনন্তর [illegible] পুষ্প এবং [illegible] করিবেন। সাধক [illegible] করিয়া [illegible] পূজায় [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবেন। ৯৮-৯৯

অতঃপর বিধি অনুসারে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন। তদনন্তর যথাশক্তি [illegible] করিয়া সেই দেবতার উদ্দেশে [illegible] অর্পণ করিবেন। ১০০

বিবিধ [illegible] প্রণাম করিয়া ভূমি [illegible] করিবেন। তাহাদের [illegible] করিয়া [illegible] প্রণাম করিবেন। ১০১

হে মুনে! [illegible] পূজা করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিবেন। ১০২

অতঃপর [illegible] দান করিয়া যথাশক্তি [illegible] দান করিয়া [illegible] করিবেন। এই [illegible] বলা যায়। ১০৩

হে নারদ! আমি তোমার নিকট [illegible] বিধি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। অতঃপর তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১০৪

ইত্যর্থে [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে শিব-নারদসংবাদে আহ্নিককৃত্যকথনপ্রসঙ্গে ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[নরাণাং ভক্ষ্যাভক্ষ্য-কর্তব্যাকর্তব্যকথনম্ ।]

তার্ক্ষ্য উবাচ ।

ভক্ষ্যং কিং বাল্যাভক্ষ্যং কিমাচারং পূর্বিকা প্রভো
বক্তুমর্হসি দৈবমানস্য বিষয়াভক্ষ্যাবিধিম্ ।১

কিং কর্তব্যমকর্তব্যং ভোজ্যাভোজ্যং চ যৎ
সর্বং কথয় সর্বজ্ঞ সর্বেশ সর্বকারণ ।২

মহাদেব উবাচ ।

কশ্চিদ্ব্রাহ্মণো বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুভক্তো দ্বিজঃ স্মৃতঃ ।
কশ্চিৎ সর্বোত্তমো ভক্তো ব্রাহ্মণো চ খগেন্দ্র ।৩

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণঃ শূদ্রো চ পৃথিবীতলে ।
যোষিতশ্চ চ যা তথা ভক্ষ্যা বিবিধা গতিঃ ।৪

ব্রহ্মহত্যা ভক্ষণাৎ প্রোক্তং পৃথিব্যাং খগ ।
নারায়ণো নিত্যং দৈবনিবেদনমকরণম্ ।৫

ভক্ষ্যং বিষ্ণু এতৎ শূদ্রা বহুবিধং কামস্থবিশেষম্ ।

বিষ্ণুং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষকারক পরিত্যজেৎ ।৬

ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণেভ্যো যো শূদ্রকে পরিত্যজেত ।

ত্রৈলোক্যজয়িনঃ পাপং যোঽপি শূদ্রকে পরিত্যজেত ।

ত্রৈলোক্যজয়িনা পাপং যোঽপি শূদ্রকে ন সংশয়ঃ ।৭

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং কদাচন ;

পৃথিব্যাং তিলৈশ্চান্যৈঃ সংস্থাপ্য পরিত্যজেৎ ।৮

শূদ্রী বৈশ্যক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণো ভক্ষ্যবর্জিতঃ ।

এতান্বিবর্জ্যপূর্বকং শূদ্রং চ পরিত্যজেৎ ।৯

তুলসীমিশ্রিতং নানাবিধং ভক্ষ্যং নিরীক্ষ্য ।

বিষ্ণুপ্রসাদং কৃত্বা ভক্ষিতব্যং তু সর্বশঃ ।১০

ভবান্যৈকাদশীদিনে ভানুবারেঽপি বিশেষতঃ ।

নিরাহারো চ যো শূদ্রকে যোঽপি বিষ্ণুপদাপ্তয়ে ।১১

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

[ভক্ষ্যাভক্ষ্য এবং কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ ।]

গরুড় কহিলেন,—প্রভো । ব্রাহ্মণ, শূদ্রী, ক্ষত্রিয় (বৈশ্য), বৈশ্য, স্ত্রিয় ও অন্যান্যদিগের কি ভক্ষণীয় এবং কিই বা অভক্ষণীয় ? ১

হে সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর । তাহাদের কি কর্তব্য ? কি অকর্তব্য ? কি ভোগ্য এবং কিই বা অভোগ্য ? আপনি এ সমস্ত বর্ণনা করুন । আপনি সকলের কারণ, অতএব আপনিই এই সব বলিবার উপযুক্ত । ২

মহাদেব কহিলেন,—কোনও ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত হইয়া নানা জীবন কেবল ভগবানে অর্পণ করেন, এইজন্য কেহ বিষ্ণুভক্ত বিপ্রশ্রেষ্ঠ দ্বিজ, কেহ আবার সর্বোত্তমভক্ত (ভাগবত) এবং কেহ বা আবার উপাসক । ৩

কোন শূদ্রী ব্রাহ্মণ আপনার পৃথিবীর সহিত ব্রাহ্মণ হইয়া যথাকালে আহারাদি গ্রহণ করেন । (শূদ্রের সকলের ভক্ষ্য সমান নহে ।) অথবা ; তাহাদের কেবল নিয়ম, তাহারা যেরূপ আচার ; সেরূপ ভক্ষ্য নানাবিধ পরিত্যাগ করিতে হয় । ৪

শূদ্রী ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিষয় বর্জনীয় হয় ; এই বর্জিত নানাবিধ বিষয় অভিলাষী কিছু সকলের হইবে । নারায়ণকে নিবেদন করা না হইলে বর্জিতের আহার হইয়া যায় । ৫

বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় কি, এখন তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি এবং তাহা শূদ্রগণের বর্জনীয় । ইহা ব্রাহ্মণের অতি পবিত্রভাবে যেন বিষ্ণু ও শূদ্রগণ এবং সর্বপাপক্ষয়কারক বলিয়া কথিত হয় । ৬

ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুর নৈবেদ্য ব্যতীত একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণের ত্রৈলোক্যজয়ীর সমান পাপ ভোজন করা হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৭

গরুড় ! একাদশী উপস্থিত হইলে অন্ন পূর্বে ব্রাহ্মণগণ কখনই অন্ন ভোজন করিবেন না, অন্ন ভোজন করিবেন না, অন্ন ভোজন করিবেন না । (অর্থাৎ ঐ বাক্য তিনবার উক্তি করিয়া বলায় কোনও অবস্থাতেই অন্ন ভোজন করা উচিত নহে ।) ৮

শূদ্রী ব্রাহ্মণ, তিনি যদি তৈল (তিলতৈল), মাংস (মধু) ভোজন ; এবং তৈলাদি (বিষ্ণুসেবক)-ও হন, তথাপি একাদশীতে যদি তিনি অন্ন ভোজন করেন, তবে তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হইবে । ৯

সেই ব্রাহ্মণ যাহার মাংসভক্ষণ নৈবেদ্য তুলসীর সহিত হইতে থাকে এবং বিষ্ণু নিবেদিত (বিষ্ণু ও শূদ্র) ভোজন করিয়া চতুর্থী তিথিতে অন্ন পরিত্যাগ বাস করিয়া থাকেন । ১০

ভাদ্রপদ একাদশী (ভীমপাণ্ডবাদশী) ও অন্যান্য (বৈষ্ণব অবশিষ্ট একাদশী) এবং শিবরাত্রি (শিবচতুর্দশী তিথিতে)—এই তিন দিনে যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তির বিষম পাপভাগী হয় অর্থাৎ একাদশী তিথিতে অন্ন ভোজন করিলে পাপ হইবে বিষম পাপ হইয়া থাকে । ১১

উপবাসাসমর্থশ্চ ফলমূলজলং পিবেৎ ।
নষ্টে শরীরে স ভবেদাত্মঘাতকঃ ॥ ১২
সকৃদ্ধবিষ্যং ভুঞ্জীত বিষ্ণোর্নৈবেদ্যকং চ বা ।
ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী স চোপবাসফলং লভেৎ ॥ ১৩
একাদশ্যামনাহারঃ পুণ্যো যো ভারতে ।
স চ তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদ্ বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ১৪
দৈবে পৈত্রে কর্মণি চ বিধিরুক্তো মানব ।
বিশেষতো বৈষ্ণবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ১৫
নিত্যং নৈবেদ্যভোজী যঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ বৈষ্ণবঃ ।
নিত্যং শতোপবাসানাং জীবন্মুক্তঃ ফলং লভেৎ ॥ ১৬
বাঞ্ছন্তি তস্য সংস্পর্শং তীর্থানি সর্বদেবতাঃ ।
আলাপং দর্শনঞ্চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৭
বিষ্ণোর্দত্তং পুষ্পং তথা দেবনিবেদিতম্ ।
নাতিপ্রশস্তং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে ॥ ১৮

উপবাসে অসমর্থ হইলে ফল, মূল ও জল পান করিতে পারিবে; কারণ, উপবাসের ফলে যদি শরীর নষ্ট হয়, তবে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মহত্যার পাপ হয় ॥ ১২

অথবা শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত হবিষ্যান্ন একবার মাত্র ভোজন করিবে, ইহাতে সে প্রত্যবায়ভাগী (পাপভাগী) হয় না, বরং উপবাসের ফল লাভ করিয়া থাকে। (ইহা কেবল অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে।) ॥ ১৩

এই ভারতবর্ষে পুণ্য ব্যক্তি যদি একাদশীতে আহার না করেন, তবে তিনি ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৪

মানব! দৈব ও পৈত্র্য পুণ্য কর্মানুষ্ঠানের জন্য এই বিধি বর্ণিত হইল। বিশেষতঃ বৈষ্ণব, যতি (সন্ন্যাসী) এবং ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণও এই বিধি সর্বদাই পালন করিবেন ॥ ১৫

যে বৈষ্ণব প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত ভোজন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াই অন্ন ও ফল-মূলাদি আহার করেন, অন্য কোনও কিছু আর গ্রহণ করেন না, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া নিত্য শত উপবাসের ফল লাভ করেন ॥ ১৬

সেই বৈষ্ণবের সংস্পর্শ সমস্ত দেবতা এবং তীর্থসমূহ বাঞ্ছা করেন। কারণ বৈষ্ণবের সহিত আলাপ ও তাঁহাকে দর্শন— ইহাতেই সর্ববিধ পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭

বিষ্ণুর অর্পিত পুষ্প ও [illegible] (নিজ [illegible]) ও পুস্তক ([illegible]—[illegible]), দেবোদ্দিষ্ট দ্রব্য দান করিলে পুণ্য হয় বটে, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভোজন এবং শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ বিষয়ে— এই উভয় কার্যেই প্রশস্ত নয় ॥ ১৮

অভক্ষ্যঞ্চ যতীনাঞ্চ বিধবা-ব্রহ্মচারিণাম্ ।
[illegible] ॥ ১৯
তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংসসদৃশং ধ্রুবম্ ॥ ২০
সর্বেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ [illegible] ।
[illegible] চ বদতি [illegible] ॥ ২১
তাম্রপাত্রে [illegible] ।
[illegible] ॥ ২২
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু ।
ঐক্ষবং তাম্রপাত্রস্থং সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
[illegible] ।
সুরাপী চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৪
অনিবেদ্যং [illegible] নিবোধ ।
[illegible] ॥ ২৫

যমদূত! দেবতা, ঋষি, পিতৃ এবং অভ্যাগতদের নিকট তাম্বূল (পান) অভক্ষ্য, সেইরূপ পুণ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে [illegible] ও নিষিদ্ধ জানিবে ॥ ১৯

হে বিষ্ণুভক্ত মানব! বিধবা স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী-দিগের পক্ষে তাম্বূল গোমাংসতুল্য জানিবে ॥ ২০

মানব! শ্রীহরি নারদকে শালিগ্রাম-শিলা [illegible] যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে পুণ্য ব্রাহ্মণদের জানিবে নয় [illegible] ॥ ২১

তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃত ভোজন এবং লবণের সহিত দুগ্ধ পান— [illegible] এই তিনটি জানিবে ॥ ২২

কাংস্য পাত্রে নারিকেলের জল, তাম্রপাত্রে স্থিত মধু এবং তাম্রপাত্রে স্থিত ইক্ষুরস (গুড়, দধি প্রভৃতি, ইক্ষু হইতে উৎপন্ন দ্রব্য) মদ্য তুল্য হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩

ব্রাহ্মণ যদি তাম্র পাত্রে দুগ্ধ পান করেন, তবে তিনি সুরাপায়ী হন এবং সমস্ত ধর্ম কর্ম হইতে পতিত অর্থাৎ ধর্মকার্যে অনধিকারী হইয়া যান ॥ ২৪

বুদ্ধিমান মানব! হরির অনিবেদিত অন্ন (মাংসের তুল্য

নারিকেলফলৈশ্চৈব তোষয়েৎ কার্তিকে নৃপম্।
মাসে চ দ্বাদশে চৈব ফলানি সদ্যো যথা ॥ ২৬
বেলফলং সুখদং মদ্যং দধ্যাদ্যং চ।
সর্বেষাং আজ্ঞাধারে তাজ্যং সর্বদেশতঃ ॥২৭
নবম্যাং নারিকেলং দুষ্টং তেনাযাত্রা ক্রমাৎ।
প্রাতঃকিঞ্চ শস্তং কৃত্বা ত্রিভির্দোষৈর্বাদনং ॥ ২৮
প্রতিপৎসু চ কুষ্মাণ্ডমর্থনাশনম্।
দ্বিতীয়ায়াং বৃহতীভোজনে ন স্মরেদ্ধরিম্ ॥ ২৯
অষ্টম্যাং নারিকেলং অম্বুফলম্ নাম।
তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং মূলকং ধননাশনম্ ॥ ৩০
কলম্বশাকৈশ্চৈব পঞ্চম্যাং বিবর্জয়েৎ।
নিষ্পাবাদিভিঃ প্রাপ্নুয়াৎ ষষ্ঠ্যাঞ্চ নিবর্জয়েৎ ॥৩১
তালফলৈশ্চৈব সপ্তম্যাং বর্জয়েৎ।
নবম্যাং তথা যাবৎ নবম্যাং চ নারিকেলম্ ॥ ৩২

নারিকেলফলং চৈকাদশ্যাং দুগ্ধভোজনম্।
তুম্বী ত্রয়োদশ্যাং তোষয়েৎ দশম্যাং কলম্বিকা ॥৩৩
একাদশ্যাং তথা শিম্বী দ্বাদশ্যাং পূতিকা তথা
ত্রয়োদশ্যাং তু বার্তাকী ভক্ষণং পুত্রনাশনম্ ॥ ৩৪
চতুর্দশ্যাং মাষভক্ষ্যং মহাপাপকরং নৃণাম্।
পঞ্চদশ্যাং তথা মাংসভক্ষণং বর্জিতং বুধৈঃ ॥ ৩৫
ষষ্ঠ্যাং প্রোক্তঃ মাংসং ভক্ষয়েৎ চতুর্দশ্যাং চ
প্রাতঃস্নানে তথা আদৌ নাৰ্কিং ব্রতবাসরে ॥ ৩৬
অষ্টম্যাং নারিকেলং তৈলং পঞ্চদশ্যাং বর্জয়েৎ।
কুষ্মাণ্ডং মূলকং চতুর্দশ্যাং চ ॥ ৩৭
দ্বাদশ্যাং আদৌ বর্জয়েৎ চ স্ত্রী তিলতৈলকম্।
মাংস ভক্ষণং আমিষং চ ত্যজেৎ ॥ ৩৮
নিষিদ্ধঃ পর্বসু চৈব দুর্বাসাঃ প্রোক্তবান্।
নিষিদ্ধঃ সর্বশাস্ত্রেষু দিবা স্ত্রীসম্ভোগম্ ॥ ৩৯

হয়), কুষ্মাণ্ডভোজী অর্থ এবং পৌষ্যবর্গের ক্ষয় করে। শোষণযুক্ত (অভক্ষণ দর্শিত পরিত্যাজ্য।) ॥ ২৬

কার্তিক মাসে দাড়িম্ব (বেদানা) ভোজনে দুঃখ দর্শিত হয়। এইরূপ মাসে মদনে দুঃখ (দুধ) এবং শুক্লপক্ষের (আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত—এই চারি মাস শ্রীহরির শয়নকাল) একাদশী মাত্র ভোজননিষুদ্ধ বর্জিত আছেন ॥ ২৭

নারিকেলফলে নবম ভাদ্রমাসের বেলফলাদি তাল, বকুল তাল এবং দধি দর্শিত পরিত্যাজ্য ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ যদি বেলের মধ্য ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ তিন দিন উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন ॥ ২৮

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) বর্জনীয়, এই দিনে কুষ্মাণ্ড ভোজন করিলে অর্থনাশ হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে বৃহতী (ছোট বেগুন—বৃহতী বেগুন ও কণ্টকারি—কাঁটাবেগুন) ভোজন করিলে শ্রীহরির স্মরণ করিবার শক্তি থাকে না ॥ ২৯

তৃতীয়াতে পটোল বর্জনীয়, এই দিন পটোল খাইলে শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চতুর্থীতে মূলা খাইলে ধননাশ হয়, অতএব এই দিন মূলা বর্জনীয় ॥ ৩০

পঞ্চমী তিথিতে বিল্ব ভক্ষণ কলঙ্ককারক হয় এবং ষষ্ঠীর দিন ভক্ষণ করিলে শরীরের বিবিধপ্রকার পাপ হইয়া থাকে ॥ ৩১

সপ্তমী তিথিতে অধুকফলের তাল ভক্ষণ নিষেধ; কারণ, এই দিন তালভক্ষণ রোগবৃদ্ধি করে এবং শরীরের নাশকারক হয় ॥ ৩২

অষ্টমী তিথিতে নারিকেল ভক্ষণে বুদ্ধি নাশ হয়। নবমীতে তুম্বী (লাউ) বর্জনীয় এবং দশমীতে কলম্বীশাক গোমাংসতুল্য বলিয়া বর্জনীয় ॥ ৩৩

একাদশী তিথিতে শিম্বী (শিম) এবং দ্বাদশীতে পূতিকা (পুঁইশাক) বর্জনীয়। ত্রয়োদশী তিথিতে বার্তাকী (বেগুন) ভক্ষণে পুত্র নাশ করে ॥ ৩৪

চতুর্দশী তিথিতে মাষ ভক্ষণ মহাপাপজনক হয়। এই পঞ্চদশীতে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে স্ত্রীসঙ্গের মাংস ভক্ষণ মহাপাপজনক হইয়া থাকে ॥ ৩৫

স্ত্রী অনুষ্ঠান করে এই দিন প্রোক্তমত মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। কারণ, প্রাতঃস্নানে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধে উপবাসের ব্যবস্থা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে এবং রবিবারে স্ত্রীসঙ্গ তৈল এবং মাংস তৈল বর্জনীয় ॥ ৩৬-৩৭

রবিবারে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে স্ত্রী-সম্ভোগ, তিলতৈল মর্দন, মাংসভক্ষণ (পাঁঠাজাত মাংস) এবং মসুরাদি (লাল মসুর ডাল) ভক্ষণ ও কাংস্যপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ৩৮

দুর্বাসামুনিকালে প্রোক্তমত দুর্বাসার প্রোক্তি হইতেছে নিষিদ্ধ। সকল পর্বে শাস্ত্রোক্ত দিবাভাগে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ ॥ ৩৯

[illegible] ॥ ৪০

[illegible] ॥ ৪১

[illegible] ॥ ৪২

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] ॥ ৪৫

[illegible] ॥ ৪৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনক-সংবাদে [illegible] নাম সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

[illegible] ॥ ৪০

[illegible] ([illegible]), [illegible] ॥ ৪১

[illegible] ॥ ৪২

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৪৫

[illegible] ॥ ৪৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে [illegible] সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible] ।]

নারদ উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১

[illegible] ।
কিং [illegible] ॥ ২

কিং বা [illegible] কিং ন বা ।
কিং বা [illegible] কিং [illegible] ॥ ৩

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

[[illegible] ।]

নারদ কহিলেন, — [illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

কথাবিদিত্বা প্রকৃতিং কিং বা ব্রহ্মবাদিনী ।
প্রকৃতেশ্চাপ্যর কিং বা বাহ্যতঃ প্রত্যো প্রভো ॥ ৪
কথং মৃত্যোশ্চ প্রাণাঃ ক্ষয়োর্ণিতা বাং পরম্ ।
বিপ্রর্ষী ব্যথ সর্বং সর্বজ্ঞ বদ নঃ প্রভো ॥ ৫
মার্কণ্ড উবাচ প্রশ্না পরমার্থঃ প্রাতেষ্ট ।
ভগবান্ বভুবাক্তোকে পাপপ্রবিনাশনম্ ॥ ৬

ব্যাসের উবাচ ।

যদ্ যদ্ পৃষ্টো বর্ণা যম বিষ্ণুঃ জানসূকেন ।
সার্বজিজ্ঞ দেবেষু পুরাণেষু চ সাধব ॥ ৭
অতঃ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দেবো বর্ণো মহান্ বিভুঃ ।
সর্বং বিজ্ঞানিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ জ্ঞানিভির্ণিধা ॥ ৮
মহর্ষিসমাপকৃতেন পুনঃ প্রাপ্যতেয় চ ।
অভিবানিজ্ঞানাদিভিঃ বেদবিদাং বর ॥ ৯
দৈত্যশ্চ চ পুনা পৃষ্টো বর্ণং ব্রহ্মণা নয়া ।
স্বভাব বর্তি বিভিন্নিয়োগ কদাচিৎ যে ॥ ১০

মাতৃভূক ব্রহ্মাশ্রমাদ্যাকালোনানম্ ।
দৈবসম্যঃ কালনদস্ক্রষ্টপ্রতোপনম্ ॥ ১১
পাপানাম্বরণঞ্চ পাপকং মহাত্মন্ ।
সর্বদেবিতঃ মানবিন্নাম্ দেবিকর্মাণম্ ॥ ১২
প্রাণাঃ পঞ্চ বাচঃ বিষ্ণুর্যে ব্রহ্মা প্রকাশতি ।
সর্বজ্ঞানবর্ষলোকেশ নচিঃ প্রকৃতিভৌ ॥ ১৩
আত্মাযোনা বাং সর্বং শ্রিত জ্ঞানেন মান্ত্রিবাঃ ।
যত্তে মহাকা পদে মাহেশ্বরিবাস্থাঃ ॥ ১৪
চৌরক্ষারবিবিশ্বে ন চ যোগী চ কর্মাম্ ।
ব্যর্থ-প্রজ্ঞানবিদা অপূর্বাঃভূ চ ॥ ১৫
দিত্যা কঠিনং ভবন্ প্রনীনকন্ত-পূর্ণতোঃ ।
কথা দৃষ্টো চ ব্রহ্মাং চৌরো ব্রহ্মণি শৌচে ॥ ১৬
একমেব পরা ব্রহ্ম যেষে যদ জয়ন্তে ।
যাং প্রনীবাত্তবে ভবদেবকান্তাচম্ ॥ ১৭

এক হইতে প্রকৃতি কর্মবিধা কিংবা প্রকৃতি ব্রহ্মবাদিনী ; যেমে প্রকৃতি মানুষ মধ্যে না কি বিভিন্ন আছে ? ৪

কথ ও প্রকৃতি—এই উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিতে উভয়ে প্রদান ? উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? হে সর্বজ্ঞ ! আর মনে কিরে করিয়া আসিবে এই সব প্রশ্ন বল আমাকে বলুন ॥ ৫

মাধবের এই প্রশ্ন দিয়া বল করিয়া পদাবক ভগবান্ মহাদেব উত্তর দাও পূর্বের উত্তর ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬

মহাদেব বলিলেন,—বৎস ! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে সকলই আমার গূঢ় এবং উত্তম জানিয়াছেন ; শাস্ত্রে উহা সকল বেদে ও পুরাণসমূহে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৭

ব্রহ্মা ! জাতি (শিব), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরুণ, বর্ণ এবং মহান্ বিভূ—এই আমরা সকলে না জেনেও সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারি নাই ॥ ৮

দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন । যাহা বিশ্বব্যাপক, শুদ্ধ এবং প্রকাশ, তাহাই যেন আমরা নিরূপণ করিয়াছি ॥ ৯

পুরাকালে দৈত্যবিনাশ জাতি, বর্ণ ও ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই কিছু আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০

যাহা সকল মহাপুরুষের আদি মানুষ, ব্রহ্মাদের অবতারের জ্ঞানকরণ এবং দৈব (বিনাশকরণ), মর ও অপরাজের কারণভূতী উৎপত্তি প্রতীপকরণ ॥ ১১

পাপনাশকরণ মহাত্মা পরমেশ্বর সর্বলোকে অবস্থিত এবং যেখানেই জীবগণের সকল কর্মের সাক্ষিরূপী হইয়া বিরাজমান ॥ ১২

যাঁহা বিষ্ণু যেখানেই জীবগণের পঞ্চ প্রাণ, প্রকাশতি ব্রহ্ম মন, সর্বত্র সর্ববিদ জ্ঞানময় এবং বিভু প্রকৃতি শক্তি ॥ ১৩

আমরা এখনে অন্তরে চক্ষিতের আমরা কিছু সেই পরমাত্মার অধীন, তিনি যেতে অবস্থান করিলে আমরা অবস্থান করি । অতএব সেই পরমাত্মা যখন করিলে আমরা অদৃশ্য হইয়া যায় তাঁহারই অনুসরণ করি ॥ ১৪

অসম্পূর্ণ যাই যেমন সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ জীব সেই মধ্যে প্রতিবিম্বিত হন, তিনিই সকল কর্মের সাক্ষিরূপে থাকেন ॥ ১৫

যাঁ অন্য হইতে যেমন জল ও সূর্যের কিম্বা বিনাশ হইয়া যায়, সেইরূপ তুমি কারণ হইয়া থাকিলে জীবগণ আমি নাশ হইয়া থাকে ॥ ১৬

বৎস ! জীব যখন কারণ হইতে যেমন একবার পরমাত্মায় বিলয়ন থাকেন । আমরা এক এই প্রকারে অন্য উহাতেই লীন হইয়া যাই ॥ ১৭

তচ্চ জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ মণ্ডলাকারমেব চ ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্তণ্ডকোটিকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৮
আকাশমিব বিস্তীর্ণং সর্বব্যাপকমব্যয়ম্ ।
সুখদৃশ্যং যথা চন্দ্রবিম্বং যোগিভিরেব চ ॥ ১৯
বদন্তি যোগিনস্তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
দিবানিশং ধ্যায়তে সত্যং তৎ সর্বমঙ্গলম্ ॥ ২০
নিরীহঞ্চ নিরাকারং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং স্বতন্ত্রঞ্চ সর্বকারণকারণম্ ॥ ২১
পরমানন্দরূপঞ্চ পরমানন্দকারণম্ ।
পরং প্রধানং পুরুষং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২২
তত্রৈব লীনা প্রকৃতিঃ সর্ববীজস্বরূপিণী ।
যথাগ্নৌ দাহিকা শক্তিঃ প্রভা সূর্যে যথা মুনে ॥ ২৩
যথা দুগ্ধে চ ধাবল্যং জলে শৈত্যং যথৈব চ ।
যথা শব্দশ্চ গগনে যথা গন্ধঃ ক্ষিতৌ সদা ॥ ২৪
তথাপি নির্গুণং ব্রহ্ম নির্গুণা প্রকৃতিস্তথা ।
সৃষ্ট্যুন্মুখেন তদ্ব্রহ্ম চাংশেন পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫
স এব সগুণো ব্রহ্ম প্রাকৃতো বিশ্বতো স্মৃতঃ ।
সা চ শক্তিঃ স্ত্রিয়া পরা মায়াযুক্তা স্মৃতা ॥ ২৬
যথা মৃদা কুলালশ্চ ঘটং কর্তুং ক্ষমঃ সদা ।
তথা প্রকৃত্যা তদ্ব্রহ্ম সৃষ্টিং স্রষ্টুং ক্ষমং মুনে ॥ ২৭
স্বর্ণেন কুণ্ডলং কর্তুং স্বর্ণকারঃ ক্ষমো যথা ।
যথা ব্রহ্ম তথা সা চ সৃষ্টিং কর্তুং নিযোজ্যতে ॥ ২৮
কুলালস্বর্ণকারৌ ন চ মৃত্তিকা এব সকাঞ্চনী
ন সর্বকার্যক্ষমৌ তৎকর্তৃকে নিরাশ্রয়ে চ ॥ ২৯
নিত্যাং তাঞ্চ পরং ব্রহ্ম নিত্যা চ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ।
হরয়োঃ সমতাং প্রাহুরিতি কেচিন্মুনয়ো বি ॥ ৩০

এই সময় তথায় মণ্ডলাকার জ্যোতিঃসমূহ বিরাজমান থাকেন। সেই জ্যোতি গ্রীষ্মকালীন কোটি কোটি মধ্যাহ্নকালিক সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ॥ ১৮

সেই জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, সর্বব্যাপক ও অব্যয় (অক্ষয়স্বরূপ)। চন্দ্রের ন্যায় সুখদৃশ্য জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া সুখ্যাত হইলেও যোগিগণ কিন্তু তাঁহাকে সকল সময় ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ১৯

যোগিগণ সেই ব্রহ্মকে জ্যোতির্ময়রূপী সনাতন পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করেন এবং দিবারাত্র সেই সর্বমঙ্গলময় সত্যস্বরূপের ধ্যান করেন ॥ ২০

সেই পরমেশ্বর পরমাত্মা নিরীহ (নিশ্চেষ্ট), নিরাকার, স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং সকল কারণসমূহেরও কারণ ॥ ২১

তিনি পরমানন্দরূপ, পরমানন্দের কারণ, প্রধান, পরম পুরুষ, নির্গুণ ও প্রকৃতির অতীত (অথবা প্রকৃতি হইতে পৃথক)। সর্ববীজস্বরূপিণী প্রকৃতি তাঁহাতেই নিয়তই লীন হইয়া থাকে ॥ ২২

হে মুনে! যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, সূর্যে প্রভা, দুগ্ধে ধবলতা (শুভ্রতা), জলে শৈত্য (শীতলতা), গগনে শব্দ এবং পৃথিবীতে গন্ধ—স্বাভাবিক ভাবেই বিরাজিত থাকে, সেইরূপ নির্গুণ পরব্রহ্মে নির্গুণা প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিরাজমানা—উভয়ের পার্থক্য কল্পনা করা যায় না ॥ ২৩-২৪

হে নারদ! সেই ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হইয়া নিজ অংশে পুরুষরূপ ধারণ করেন। সেই পুরুষই সগুণ, প্রাকৃত (প্রকৃতিবিশিষ্ট) ও বিশ্বাত্মা বলিয়া কথিত হন। তখন সেই মহা বিশ্বো নাম প্রকৃতিও তাঁর পুরুষের মায়ারূপে বিরাজিত থাকেন অর্থাৎ পুরুষের মায়াশক্তিরূপে নিয়ত অবস্থান করেন ॥ ২৫-২৬

হে মুনে! কুলাল (কুম্ভকার) যেমন মৃত্তিকাদ্বারা ঘটী নির্মাণ করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম এই প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন (উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে এখানে বুঝিতে হইবে যে উপাদান না থাকিলে কুম্ভকারও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা না হইলে ঘট হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি না হইলে সৃষ্টি হয় না। এইজন্য সৃষ্টির ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ।) ॥ ২৭

আরও বলিতে ইচ্ছা: ভগবান যেমন ব্রহ্ম ও প্রকৃতির ঐক্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের সহযোগে কুণ্ডল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতির সহযোগে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৮

মৃত্তিকা যেমন স্বর্ণকারের (কথা তাহিনী) বলিয়া নিত্যা, সেইরূপ কুলালকেই ঘটাদি নিত্য নিত্য করে; এইরূপ স্বর্ণ নিত্য হইলেও স্বর্ণকার-সৃষ্টি কুণ্ডল নিত্য নিত্য নহে। (স্বর্ণকার নিজে স্বর্ণ সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কুম্ভকার নিজে মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না; অতএব নিত্য বলিতে দেখা যায়—নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই নিত্য বলিতে হইবে) ॥ ২৯

এই দৃষ্টান্তে—সেই পরব্রহ্ম নিত্য এবং প্রকৃতিও নিত্যা বলিয়া কথিত হন; সেই কারণে মুনি কেহ উভয়ের সাম্য—এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩০

পুরুষঃ প্রকৃতিঃ সর্বাত্মা পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মকৌ
সর্বেশী ন চ দুর্জ্ঞেয়ঃ সর্বব্যাপকে সদা। ৫১
[illegible] প্রকৃতেঃ পরস্য চ নাস্তি।
ইতি কেচিদ্ বদন্ত্যেব বদন্তি নিত্যতা প্রভো। ৫২
কেচিদ্ বদন্তি [illegible] প্রকৃতিঃ পুমান্।
তথাবিধিত্ত্বা প্রকৃতিরেষাপি চ কেচন। ৫৩
তদ্ ব্রহ্ম পরমং ধাম সর্বকারণকারণম্
[illegible] তথাপি বিভিন্ন একো ব্রজন্। ৫৪
তথা চান্যা চ সর্বত্র বিভিন্নঃ সাত্ত্বতাম্।
সর্বব্যাপি চ সর্বাত্মাপ্যনন্ত একো ব্রজন্। ৫৫
তৎ প্রকৃতিঃ প্রকৃতিঃ সর্বোপকারিণী।
[illegible] তথা তেষা প্রকৃতিষ্মতঃ। ৫৬
তেজোভাগং [illegible] যোগিনঃ সদা।
চৈতন্যস্য বস্তুস্য বস্তুনঃ পুরুষঃ।
অতএব তথা [illegible] পুরুষঃ বিনা ৫৭।

পুরুষ ও প্রকৃতি যেমন দুর্জ্ঞেয় এবং সর্ব ব্যাপক রহিয়া থাকে, যেমন দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব পুরুষ এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করিতে পারে না। ৫১

আবার, কেহ কেহ এই কথাই প্রকৃতি হইতে ভেদ, কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; কিন্তু উভয়ই নিত্যতা এবং, এই কথা [illegible] বলেন। ৫২

কেহ বলেন—তাহা পরে প্রকৃতি ও পুরুষ। আবার কেহ বলেন—প্রকৃতি তথা হইতে অভিন্না। ৫৩

ঈশ্বর। সেই কথাই পরম ধাম এবং সকল কারণের কারণ—সেই ব্রহ্ম এই সকল ভেদে থাকে, ইহা আমি প্রচার করিয়াছি। ৫৪

তথা সকলের আত্মা, বিভিন্ন ও সাত্ত্বিক এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মা—এরূপ অনন্ত বোধিত, ইহা আমি প্রকাশ করিয়াছি। ৫৫

সর্বোপকারিণী প্রকৃতি তাঁহার সেই তত্ত্বই শক্তি, যেহেতু সেই শক্তি অন্য [illegible], অতএব তাহা অভিন্ন, ইহা প্রকৃতির কথা। যোগিগণ সদা তেজোভাগ অর্থাৎ জ্যোতির্ময় সেই তত্ত্বের ধ্যান করেন। ৫৬

কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপ তাহা ধ্যান করেন না, কারণ, তাঁহারা বলেন—সেই তেজ কোথায়? অতএব পুরুষ-রূপী আমার প্রতীত বিজ্ঞানে সেই তেজের ধ্যান করেন। ৫৭

তাবেন বিনা কার্য্যং কুতো না প্রবর্ত্ততে।
যাদৃশ চৈতন্যাত্মাভাস ত্বপি বদেৎ স্বয়ম্। ৫৮
যোগ্যাত্মা পুরুষঃ যাথাত্ম্যাবনঃ সদা।
[illegible] সর্বব্যাপী পূর্ণকান্তিনিভপ্রভে। ৫৯
নিত্যা পূর্ণা কেবলা যোগো যোগাভিমতেন চ।
অনন্তকান্তিযোগশ্চ চতুর্ভুজা মহোজ্জ্বলম্
[illegible] নিত্যাশ্রয়ঃ সদা। ৬০
শুদ্ধঃ সর্বলোকাত্মা মহেশ্বর প্রজানতম্।
[illegible] বিচারাত্মক যোগ্যতা। ৬১
চৈতন্যঞ্চ নিত্যং চৈতন্যস্য অনন্তকান্তিমাস্থিতম্।
যোগ্যোপাসনীয়াঃ পুরুষঃ বহুকল্পসমন্বিতম্। ৬২
কালবস্তুবিভাবৈশ্চ রাজতস্বস্তিকম্।
কৃপাবতবানাদ্যঃ বিজ্ঞানেনৈব পুনঃ। ৬৩
শঙ্খসূত্রং শতসূর্যৈঃ স্বতীয়ঃ শীতরশ্মিভিঃ।
অনন্তকান্তিপরিবিষ্টৈঃ স্বয়ংপ্রকাশৈঃ। ৬৪

যেমন কারণ বিনা কোনও কার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ পুরুষ আমার বিনা সেই তেজ বিকাশ পাইতে পারে? সেইহেতু চৈতন্য সেই তেজোময় এবং স্বয়ং সকল বাসী বলেন। ৫৮

তেজোময়, সর্বত্র, সর্বব্যাপী সর্বপুরুষের সেই পূর্ণ-রূপ জ্যোতির্ম্ময়, অনন্তকান্তি সেই তেজোময় অবস্থিত, নিত্য, শুদ্ধ, নিত্য এবং অনন্তকান্তি যোগের বিভু, চতুর্ভুজ (চতুর্বাহু) মহোজ্জ্বল তেজোময় এবং বাস বিচারের আধার। তাঁহা উভয় উভয় সেই যোগমূর্ত্তি শক্তি এবং যোগীগণ সদা ধ্যান করিয়াছেন। ৫৯-৬০

এই তেজোময়রূপ চৈতন্য পুরুষ, মহাদেবের ন্যায় তেজোময়, উজ্জ্বল ব্যাপিত এবং জ্ঞানের বিস্তার যাহা বিরাজ করিতেছেন। ৬১

এই নিত্য তেজোময়কে চিন্তামাত্র হইতে পরাৎপর কোটি যোজন দীর্ঘ ব্যাপিত, যো, যোগ ও যোগীগণ যুক্ত এবং অনন্তকল্পে সুসাধিত। ৬২

তুমি। ইহা কালবস্তুর পরিণাম, রাজতস্বস্তিক বিভূষিত, কৃপাবতার (কৃপাতীত) স্বয়ং মহাত্মা এবং বিজ্ঞান দ্বারা পরিদৃশ্যমান। ৬৩

শঙ্খসূত্রনিভ শতসূর্য্যের শতসূর্য্যসম দীপ্তি ও অধিক দীপ্তিযুক্ত, এই তেজোময়ের অধিষ্ঠিত, অনন্তকান্তি এবং স্বয়ং

শতমন্দিরসংযুক্তমাশ্রমং সুমনোহরম্ ॥ ৪৫
প্রাকারপরিখাযুক্তং পারিজাতবনান্বিতম্ ।
কৌস্তুভেন্দ্রেণ মণিনা নির্মাণকলসোজ্জ্বলম্ ॥ ৪৬
হীরাসারবিনির্মাণ-সোপানশতসংযুতৈঃ ।
মণীন্দ্রসারনির্মাণৈঃ কপাটৈর্দর্পণান্বিতৈঃ ॥ ৪৭
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যৈরাশ্রমঞ্চ সুসংস্কৃতম্ ।
ষোড়শদ্বারসংযুক্তং শ্রীযুক্তং রত্নদীপকৈঃ ॥ ৪৮
রত্নসিংহাসনে রম্যে চামূল্যরত্ননির্মিতে
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যে বসন্তং সুন্দরং বরম্ ॥ ৪৯
নবীননীরদশ্যামং কিশোরবয়সং শিশুম্ ।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং প্রভামোচনলোচনম্ ॥ ৫০
শরৎপার্বণপূর্ণেন্দুশোভাপ্রচ্ছাদনাননম্
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলানিন্দিতমূর্তিকম্ ॥ ৫১
কোটিচন্দ্রপ্রভাজুষ্টপুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহম্ ।
সস্মিতং মুরলীহস্তং সুপ্রসন্নং সুমঙ্গলম্ ॥ ৫২
বহ্নিশুদ্ধাংশুকেনাতিসমুজ্জ্বলম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ৫৩
আজানুমালতীমালাবনমালাবিভূষিতম্ ।
ত্রিভঙ্গললিতাযুক্তং মণিমাণিক্যভূষিতম্ ॥ ৫৪
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
রত্নকেয়ূরবলয়রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্ ॥ ৫৫
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ।
মুক্তাপংক্তিবিনিন্দৈকদন্তপংক্তিমনোহরম্ ॥ ৫৬
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নতশোভনম্ ।
বীক্ষিতং গোপিকাভিশ্চ বেষ্টিতাভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ৫৭
স্থিরযৌবনযুক্তাভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সাদরম্ ।
ভূষিতাভিশ্চ সদ্রত্ননির্মিতাভরণৈশ্চ ॥ ৫৮
গন্ধতোয়েন পূর্ণেন সুবিলিপ্তাঙ্গবৈভবৈঃ
রত্নবিন্দু-বিভাসম্ব-সর্বাঙ্গৈর্নিশং মুদা ॥ ৫৯

কোটিশশিতুল্য অতি মনোহর আশ্রমসমূহে সুশোভিত। এই যোজনবিস্তার এক আশ্রম আছে, উহা সুমনোহর শত মন্দিরে সংযুক্ত । ৪৫-৪৬

এই যোজনবিস্তারিত এই আশ্রম প্রাকার (প্রাচীর) ও পরিখাপরিবেষ্টিত, পারিজাতবনে সুশোভিত, কৌস্তুভমণি ও হীরকসারবিনির্মিত কলসসমূহে সমুজ্জ্বল, উহাই হীরক-সারে বিনির্মিত সোপান (সিঁড়ি)-শতে অতি সুন্দর এবং উহাতে শ্রেষ্ঠ মণিনির্মিত কপাট ও দর্পণ দ্বারা অতিশয় সুশোভিত । ৪৬-৪৭

নানাচিত্র বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত ও সুসংস্কৃত এই আশ্রম ষোড়শদ্বারবিশিষ্ট অর্থাৎ এই আশ্রমের ষোলটি দ্বার আছে এবং উহা শ্রেষ্ঠ রত্নদীপসমূহে সদা আলোকিত হইয়া রহিয়াছে । ৪৮

সেই আশ্রমমধ্যে অমূল্য রত্নে নির্মিত এবং নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র শোভায় সুশোভিত রমণীয় এক রত্নসিংহাসনে সর্বশ্রেষ্ঠ পরম সুন্দর বিরাজমান আছেন । ৪৯

তিনি নবীন জলদশ্যাম, কিশোরবয়স্ক ও শিশুরূপে শোভিত। তাঁহার নয়নযুগল শরৎকালের মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের প্রভাকেও হ্রাস করিয়া দেয় । ৫০

সেই আননমণ্ডলের শোভা শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের শোভাকেও আচ্ছাদিত করিয়া এবং তিনি কোটি কন্দর্পের (কামদেবের) লাবণ্যকে অনায়াসে পরাভূতকারী পরম সুন্দর । ৫১

তাঁহার শ্রীমুখে স্মিত কোটি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় পুষ্ট, তিনি সদা স্মিত হাস্যময়, সুপ্রসন্ন মঙ্গলময় এবং হস্তে মুরলী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । ৫২

অগ্নিশুদ্ধ পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া আছেন। তিনি অতি উজ্জ্বল বর্ণময়, তাঁহার সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত এবং কৌস্তুভ মণিদ্বারা তিনি সমুদ্ভাসিত । ৫৩

তিনি আজানুলম্বিত মালতী মালা ও বনমালায় বিভূষিত রহিয়াছেন। তিনি ত্রিভঙ্গললিত ঠামে শোভমান অতি ও মণিমাণিক্য সমূহে অলঙ্কৃত রয়েছেন । ৫৪

তিনি চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন, এবং মস্তকে উজ্জ্বল রত্নমুকুট ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বাহুতে রত্ননির্মিত কেয়ূর ও বলয় শোভা পাইতেছে এবং তাঁহার চরণে রত্ননূপুর রঞ্জিত আছে । ৫৫

রত্ননির্মিত কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার গণ্ডদেশে শোভিত আছে। তাঁহার দন্ত-(পংক্তি)-শ্রেণী মুক্তাশ্রেণী হইতেও অতি সুন্দর বলিয়া অতিশয় মনোহর । ৫৬

তাঁহার ওষ্ঠ ও অধর পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম, নাসিকা উন্নত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। স্থির যৌবনবতী ও সস্মিতা রত্ননির্মিত ভূষণে বিভূষিতা গোপীগণ সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং সাদরে তাঁহাকে সতত দর্শন করিতেছেন । ৫৭-৫৮

সুগন্ধিজল, অগুরুবিলেপন, মৃগমদ, কস্তুরিকাদি এবং

ব্রহ্মবিষ্ণু-[illegible]
[illegible] ॥ ৬০
[illegible] ॥ ৬১
[illegible] ॥ ৬২
[illegible] ॥ ৬৩
ন এব ভগবানাদির্লোকে বিপুলঃ [illegible]
[illegible] ॥ ৬৪
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকেশ্বরঃ।
[illegible] ॥ ৬৫
[illegible]
সর্বাত্মা চ পরং ব্রহ্ম যেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬৬
[illegible]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত ও ধর্মাদি দেবগণ আনন্দসহকারে তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৫৯

শ্রীরাধিকা[illegible] বিরাজমান মুরলি[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] (১৩৬) [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ৬০

হে মুনিবর নারদ! [illegible] সেই [illegible] এই কৃষ্ণ [illegible]) ॥ ৬১

সেই ভগবান্ [illegible] ([illegible]), [illegible], নির্গুণ, নিরীহ ও প্রকৃতির অতীত ॥ ৬২

তিনি সর্বাধার ([illegible]—[illegible]), সর্ববীজ ([illegible]), সর্বজ্ঞ, সর্বরূপ, সর্বেশ্বর, সর্বপূজ্য, সর্বসিদ্ধিদ ও সর্বসিদ্ধিস্বরূপ ॥ ৬৩

এই সেই ভগবান্ [illegible] আদি। তিনি [illegible] ॥ ৬৪

এই শ্রীমান্ রাধিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম, [illegible], সর্ব [illegible] সর্বাত্মা [illegible] ॥ ৬৫

'কৃষ্' এই [illegible] 'কৃষি' [illegible] অর্থ সর্ব, 'ণ' [illegible] অর্থ আত্মা, সেই হেতু সর্বাত্মা পরব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' নামে [illegible]

সর্বাদিপুরুষো যাশী যেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬৭
স এবাংশেন ভগবান্ বৈকুণ্ঠে চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ [illegible] ॥ ৬৮
স এব কলয়া বিষ্ণুঃ পাতা চ জগতাং প্রভুঃ
শ্বেতদ্বীপে [illegible] চতুর্ভুজঃ ॥ ৬৯
এতত্তে কথিতং সর্বং পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।
[illegible] ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা [illegible] চ শৌনক
[illegible] ॥ ৭১
মুনি[illegible]
[illegible] ॥ ৭২
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে [illegible] ॥ ২৮

[illegible] হয় ॥ ৬৬

[illegible] এবং [illegible] আদি [illegible], সেইহেতু সর্বাদি সর্বাত্মা [illegible] 'কৃষ্ণ' নামে কথিত হন ॥ ৬৭

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ভুজ [illegible] চতুর্ভুজ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়াছেন ॥ ৬৮

সেই শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সর্ব জগতের প্রভু ও [illegible] (পালক) চতুর্ভুজ বিষ্ণু হইয়া শ্বেতদ্বীপে [illegible] বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬৯

এই আমি তোমার নিকট 'পরব্রহ্মনিরূপণ' বর্ণন করিলাম। এই পরব্রহ্মনিরূপণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible], [illegible] ও [illegible] ॥ ৭০

হে শৌনক! [illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] হইলেন এবং নারদ [illegible] ॥ ৭১

ভগবান্ [illegible] ॥ ৭২

মুনি [illegible] নারদ [illegible] শ্রবণ [illegible] ॥ ৭৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে 'নারদ-প্রশ্ন' নামক অষ্টাবিংশতি-তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[নারায়ণং প্রতি নারদস্য প্রশ্নঃ ।]

নৈমিষিকাঃ ।

সর্বশাস্ত্রবদাংশ্চার্যান্ বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্
ঋষিনারায়ণশ্চৈব হরীশ্বরমধোক্ষজম্ । ১
নারায়ণকলাকৌর্ণং পুরাণোক্তিলক্ষণলক্ষিতম্
শতকোটৈঃ কেশবীর্ত্যাখ্যৈশ্চতুর্ভিঃ পরিবেষ্টিতম্ । ২
ঋষীণাঞ্চ প্রহর্ষেণ হিংসারহিতবিগ্রহম্ ।
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠং ধর্মাধিকনরোত্তমম্ । ৩
দ্বিজেন্দ্রাণাং ভূমীন্দ্রাণাং রাজ্ঞাং ত্রিকোটিভিঃ ।
আবৃতং ঽশ্বমাধ্যপারিজাতবনাধিপম্ । ৪
ধর্মং তমুপবীতাক্ষং সভামধ্যে মনোরমম্ ।
ত্রিষষ্টিকোটিনিত্যৈস্তৈরাবৃতং পূর্ণবর্ষভম্ । ৫
ঋষীন্দ্রাণাঞ্চ পঞ্চাশৎকোটিভিস্তাদৃশৈর্বৃতা ।
বিদ্যাব্রতীনাং নৃপাণাং পঞ্চসপ্ততিভিস্তথা । ৬
সপ্তর্ষিভিঃ সনকাদ্যৈঃ ক্রতুবস্ত্বা মনোরমম্ ।
মরুদ্ভিঃ সাধনৈর্যজ্ঞং যজন্তং যোগিনাং গুরুম্ । ৭
তপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণাক্ষরমনীশ্বরম্ ।
প্রণম্যাহ চ তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মপুত্রস্তু নৌমক । ৮
ঈষায় নরনাসিক্য মুনয়ে পরমাত্মবিৎ ।
পদ্মজ্ঞ মুখতঃ শ্রেষ্ঠোঽবাপ্তবিদ্যস্তমব্রত । ৯
মন্ত্রনিধানমনে যস্যে যাবন্যাসে সাধনম্ ।
বিদ্যমানমনে যস্যে ধর্মব্রতবিবর্দ্ধিতঃ । ১০
ঈষায় তমৃষিশ্রেষ্ঠঃ ক্রতবস্ত্বা নরাত্মজম্ ।
অর্চীত্বা যেষান্ নর্যাংশ্চ পিতৃঃ স্থানে সুহর্ষিতান্ । ১১
জ্ঞানং তপশ্চরণা যোগীন্দ্রাণাঞ্চ পরমাদ্ দ্বিজা ।
মনো মে নহি তৃপ্যতি হরিবাসক চক্রম্ । ১২
পৃষ্টঃ যত্না তৎপরাত্মং মমনা প্রেষিতেন চ ।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

[নারায়ণের প্রতি নারদের প্রশ্ন ।]

নৈমিষি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! তাহার পর দেবর্ষি নারদ ঋষি নারায়ণের অনুমতি (ক্রমানুসারে) পরিশোভিত আসনে-খানি এক আসন গ্রহণ করিলেন । ১

এই আসন নারায়ণ ও কমলসম্ভব পরিশোভন, পুরাণোক্তি-লক্ষণের সুসংযমে সুশোভিত এবং পরমব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর), কেশবীর্ত্য (পরব্রহ্ম শিব) ও নারায়ণে পরিবেষ্টিত । ২

তখিনেই নারায়ণের প্রভাবে এই আসন (যিনি পরমব্রহ্ম পরিবেষ্টিত থাকিতেন) হিংসা ও ভয়শূন্য ছিল । মহাভাগ-বতগণ শিব করিয়া এই আসন অলঙ্কৃত করিয়া ছিল এবং ধর্ম হইতেও অধিক মনোহর ছিল । ৩

সিদ্ধেন্দ্র ও ভূমীন্দ্রগণ ছিল কোটি আসনে আবৃত এই নারায়ণাসন চমৎকৃতরূপে এবং পারিজাতবনাধিপে সুশোভিত ছিল । ৪

ধর্ম এই আসনবরাধিপ সভামধ্যে ত্রিষষ্টি কোটি নিত্যেন্দ্র-গণে পরিবৃত পূর্ণাবয়ব কেশবী অবলোকন করিলেন এবং নারায়ণকে ধর্ম করিলেন । ৫

ঋষিগণ নারায়ণের ভক্তি সহকারে ক্রমে পঞ্চসপ্ততি বিদ্যাব্রতীগণের সহিত ধর্ম করিলেন । ৬

সপ্তর্ষিগণ সনকপ্রমুখ ক্রতুবস্ত্বা মনোরম, মরুদ্গণ ও যোগিগণের গুরু নারায়ণ কৃষ্ণ পরম ব্রহ্মের ঈশ্বরীয় তপস্যা-চরণে নিযুক্ত ছিলেন । ৭

যিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণনাম ধারণ করিয়াছিলেন, সৌমক ! সেই নারায়ণকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মপুত্র নারদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । ৮

তখন নারায়ণ নরসখা ঈষিকে দেখিয়া নারদকে আসিতে অনুজ্ঞা করত আশীর্বাদ প্রদান করিলেন, হে নরসখ ! নারদকে মুনিগণ শ্রেষ্ঠ করিলেন এবং অধিক সংকার করিলেন । ৯

নারায়ণের যিনি নারদকে এক রমণীয় মন্ত্রনিধানের উপদেশ করাইলেন । নারদ সেই রমণীয় আসনে উপবেশন করিয়া পরমব্রতধারিত্ব প্রাপ্তিপূর্ণ হইলেন । ১০

তখনত্ত নারদ তখনাত্ম নরাত্মজ ঋষিকেই নারায়ণাত্মক করিলেন,—তখনত্ত । আমি পিতা ব্রহ্মার নিকটই অতি দুর্লভ মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়াছি । ১১

হে দ্বিজেন্দ্র ! যোগীন্দ্র পরমের নিকট হইতে মন্ত্র এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও আমার হৃষিকেশ ও তাঁহার যশ শ্রবণ করিতে পরিতৃপ্ত হয় না । ১২

---

* "অষ্টাদশসুসংখ্যানি তাবতঃ পুরাণানি চ ।
দিব্যং হরেঃ সমাখ্যাতি পরমস্য মহাত্মনঃ ॥"

ইতি নারায়ণস্তবঃ ।

কিঞ্চিৎ জ্ঞানবিশেষঞ্চ সর্ব্বং বিজ্ঞাপি নারায়ণ ॥ ১৩
তত্র কিঞ্চিদ্বদস্বানঃ ভবদুক্তমবাপ্য চ,
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং পুরাণং পুরা বিভো ॥১৪
কঃ কিমর্থং পুনস্তেষাং ধ্যানঞ্চ কিঞ্চনাঃ ।
কথাং শ্রুত্বা প্রভবেৎ পুণ্যং বা কিমতীষ্টকে ॥ ১৫
কো বা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপাস্যস্তথা ॥

আমি সর্ব্বতোভাবে ইহা আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। সম্প্রতি আমি আপনার নিকট হইতে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৩

যে আদিতে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি প্রভৃতি বিশ্বমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে বিষ্ণুঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ এবং দেবেন্দ্র, মুনিগণ ও ত্রিভুবন মধ্যে যাঁহাকে ধ্যান (ধ্যান) করিয়া থাকেন; যাঁহা হইতে সৃষ্টি হয় এবং যাঁহাতে বা এই সব বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে ॥ ১৩-১৫

অশেষরূপং কিং রূপং কর্ম বা কিং কথ্যতে ॥ ১৬
বিমুখো নরো যদি ভবেদ্ যত্নৈর্বর্ত্ততে,
নাস্তিকঃ স চ পাপী স্যাৎ ভবসাগরে ॥ ১৭
কথাং ভক্তিবিহীনস্তু পুরাণং পুরুষাধমঃ, ॥১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-
সংবাদে নারায়ণং প্রতি নারদপ্রশ্নো নাম
ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

সকল অবস্থাতেও কাহার সর্ব্বত্র বিমুখ না হয়। যে অবস্থাতে। সেই নাস্তিকের কর্ম্ম কীর্ত্তন এবং কর্ম্মী না বিধান ॥ ১৯

আপনি সব স্থলে বিচার করিয়া পুরাণপুরুষের এই সব প্রভাব উক্ত প্রকার কথন। আমাকে এই কথা প্রকাশ করিয়া বলিবেন ভগবান্ নারায়ণ হইতে পুরাণ পুরুষের পুরাতনী পুরাণপুরুষ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬-১৯

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে নারায়ণের প্রতি নারদের প্রশ্ন নামক ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীনারায়ণকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তবঃ]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।
মহাবিষ্ণুর্বিধিরীশপতিঃ শিবো দেবাঃ
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মনবো মুনীন্দ্রাঃ ।
বাণী শিবা ত্রিপথগা কমলাদিকা যা
ভক্তিপ্রদেয়ং ভবকর্ম্মহরং পাদারবিন্দম্ ॥ ১
সর্ব্বাত্মনামপি তথৈব সর্ব্বেশ্বরাঃ
নারায়ণং নরমহেশ্বরমুকুন্দমীশং ।
সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্বশক্তিমাদিমিতি যো হি নিত্যং
ভক্তিপ্রদেয়ং ভবকর্ম্মহরং পাদারবিন্দম্ ॥ ২
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণধীরবিলাসিনীর বিভো
ধৃতাঙ্গিতো চ বনমালয়া কণ্ঠ প্রিয়া ।
বিশ্বানি গোপবিস্তরং বিকম্পমানঃ
ভক্তিপ্রদেয়ং ভবকর্ম্মহরং পাদারবিন্দম্ ॥ ৩
গোপাঙ্গনাবদন-চন্দ্রচকোরকং
রাসেশ্বরং রসিকারাধ্য পুরুষঃ ।
বৃন্দাবনে বিহরতো ব্রজবেশধারিণঃ
ভক্তিপ্রদেয়ং ভবকর্ম্মহরং পাদারবিন্দম্ ॥ ৪

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

(শ্রীনারায়ণকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।)

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—মহাবিষ্ণু (মহৎ), বিষ্ণু, ঈশাপতি শিব, ব্রহ্মাদি দেবগণ, মনু এবং মুনীন্দ্রগণ, বাণী (সরস্বতী), শিবা (দুর্গা) ও কমলা (লক্ষ্মী) প্রভৃতি দেবীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ১

যে ব্যক্তি এই প্রকৃতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বাদি সর্ব্বাত্মস্বরূপ দেববিদিত, ভক্তিপ্রদায়ক এবং সমস্ত কর্ম্মবন্ধন নাশকারী উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করিতে থাকে, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২

গোবর্দ্ধনধারণকারী লীলাময় শ্রীবিষ্ণুরূপী পৃথিবী ধারিণী বিভু এবং বনমালাবিভূষিত বিভো যাঁহার কণ্ঠে বিরাজিত তিনি পৃথিবীতে উদ্ধার করিয়া ধারিয়া ছিলেন, সকল বিশ্ব যে ভাবিত সর্ব্বতোভাবে গোপবিস্তারে বিহারে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করেন ॥ ৩

যিনি গোপীগণের বদনচন্দ্রচকোর স্বরূপ), রাসেশ্বর,

স্থূলবিশেষণস্তিরো ভগবান্ বিরাট্
    তদর্দ্ধং যস্য কথিতং ক্ষুদ্রং স সর্ব্বঃ ।
তথাপি বাসুদেবস্য পরাৎপরম্
    দশিষ্যং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিবিম্বম্ ॥ ৫
ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রং তত্র কলাকলাংশাঃ
    কলাকলাংশা মহতো মুনীন্দ্রাঃ ।
কলাদিতস্য ভগবান্ স্থিতা
    যাবৎ বিরাড্‌বপুঃ কলাবিশেষঃ ॥ ৬
মহতশীর্ষঃ শিরঃ প্রদেশে
    বিরাট্ বিশ্বর্দ্ধিতস্য বিষ্ণুঃ ।
ঊর্দ্ধ্বে চ লোকা যথাক্রমে তস্য তদা
    ঊর্দ্ধে তত্ত্বং কলাকলাংশঃ ॥ ৭
গোলোকনাথস্য ত্রিলোকেশ্বরঃ
    অন্যৌ পুরাণে ন হি বিস্তরং স্ফুটম্ ।

ন পারদৃশ্যাঃ কশ্চিৎ সর্ব্বাঃ
    সর্ব্বেশ্বরঃ সঃ তত্র পারদৃশ্যম্ ॥ ৮
বিশ্বং সর্ব্বং চ বিশ্বেশঃ
    নাশ্রয়েৎ পরম্ বিধি-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ ।
বেদাশ্চ যস্যাঃ প্রাপ্তব্যং বেদাঃ
    পরা ন জানন্তি যথেষ্টা তত্র ॥ ৯
কদাপি সৃষ্টিং ন বিশ্ববিধাঃ
    বিধায় বিধাতা প্রকৃতিং জগৎস্রষ্টুম্ ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রাকৃতিকাশ্চ সর্ব্বে
    প্রকৃত্যাঃ শ্রীঃ প্রকৃতিং জনয়ন্তি ॥ ১০
ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতির্নিত্যা
    যথা চ সৃষ্টিঃ কৃষ্ণস্য সনাতনম্ ।
ত্রিগুণা সর্ব্বা কলয়া জগৎসু
    মায়া চ সর্ব্বং চ তত্র বিমোহিতাঃ ॥ ১১

দশিতঃ-রহস্য, দুরাগম্য বিশ্বব্যাপী, পরমপুরুষ, প্রধান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করেন ॥ ৫

কলা। তাঁহার অংশ বিশ্বব্যাপকে বিরাট্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে কেহই তাঁহার সর্ব্ব বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে না। হে মানব মুনে! বুদ্ধির পরম অবস্থায় থাকিয়া সেই বৈষ্ণব শ্রীশ্যামের চিন্তা কর ॥ ৬

কোন কোন গ্রন্থে এই দুই শ্লোকের পাঠান্তর দেখা যায়,—

"গোলোক-বৈকুণ্ঠবিঃসুপ্তৌ বিকাশৈঃ
বৈকুণ্ঠ-গোলোকস্তৈ বিশ্ববিধাতৃঃ ।
ভগবতঃ বিধাতৃ-লোকবিভেদিতঃ
দশিতাঃ সর্ব্বসমস্তাং বিশ্বম্ ॥ ৫"
"দুর্গাদশ সর্ব্বসুরেশ্বরস্য বিশ্বে
বিরাটি লোকবিশেষং বিশ্বভূতাঃ ।
অসংখ্যং চ বিরাট্ তথাপি পরম
দশিতাদ্ সর্ব্বসমস্তাং বিশ্বম্ ॥ ৬"

যে ব্যক্তি স্বয়ং ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি হতে এবং মায়াদি লোকে বিবর্জিত হইয়াছেন, যিনি বেদ ও বেদে বর্ণিত জ্ঞানের অতীত মূল, বেদাদি এবং বেদের বিচার বিধানেও বিশেষ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধামাদিতে বাস করেন ॥ ৭

তিনি গোলোকে স্বকীয় প্রধানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ মহা ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি হইতে উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, যে বিশাল বিরাট্ মূর্ত্তি গোলোকধামে স্থিত অনন্তব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রকৃতি হইতে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোলোকে শ্রীরাধার সহিত বাস করেন ॥ ৮

গোলোক ও অন্যান্য উর্দ্ধে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং বৈকুণ্ঠ ও সূর্য্যমণ্ডল তাঁহার প্রভাব প্রকাশিত। বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক প্রভৃতি বেদসমূহ তাঁহার প্রকাশিত এবং তাঁহার বিরাট্ স্বরূপও তাঁহার প্রকাশিত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯

সর্ব্বত্রই অনন্তের তাঁর বিরাট্‌রূপে এই বিরাট বিশ্বের বেদবিধি-মূলক বাক্য স্থাপিত রহিয়াছে, সেই অনন্তের মূর্ত্তির উপর হইয়াছে অনেক ব্রহ্মাণ্ড তাঁর অনন্ত প্রতিভাতে। সেই মূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত আনন্দময় ॥ ৭

সর্ব্বব্যাপী গোলোকনাথ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশাল মহাবাক্য বেদে ও পুরাণে স্পষ্ট বলিয়া কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, যদিও বেদ ও পুরাণে তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহা বর্ণিতে সমর্থ হন না, তুমি সেই পরমাত্মাকে জানিও এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৮

বিশ্বের সেই পরমাত্মার সকল বিশ্বসৃষ্টি কর যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিন জন অন্যান্য দেবতাগণ, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহা বেদ ও বেদান্ত নির্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না, তুমি সেই পরমের শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৯

বিধাতাও বিধাতা সেই পরমেশ্বর প্রভাবে অব্যক্তা নিত্যা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহারই মায়াতে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন, সুতরাং ব্রহ্মাদি সকলেই প্রাকৃত বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা সকলে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী "শ্রী" (লক্ষ্মী) হইতে শক্তিলাভ করেন ॥ ১০

স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করেন,

নারায়ণী সা শক্তা সমাখ্যা
শক্তিশ্চ পুংসঃ পরমাত্মনশ্চ ।
আত্মেশ্বরস্যাপি যথা চ শক্তিমান্
তয়া বিনা প্রভুশক্ত এব ॥ ১১
যয়া বিনাহঃ [illegible] মাদৃশা
কর্তুং [illegible] নিবৃত্তিমেব ।
জ্যোতির্বিষ্ণ প্রতিমায়াং কলেবরে
সর্বত্র পূজ্যা বিশ্বে চ সর্বদা ॥ ১৩
পত্নীং পূজয়েদ্ যো হি [illegible] ।
প্রকৃতিস্তস্য সন্তুষ্টা যথা [illegible] বিবর্জিতে ॥১৪
সা চ যোষিৎস্বরূপা চ প্রতিবিশ্বস্য মায়য়া ।
যোষিতামপমানেন পরাভূতা চ সা ভবেৎ ॥ ১৫
বিপ্রা স্ত্রী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন সর্বমঙ্গলদায়িনী ॥ ১৬
মূলপ্রকৃতিরেকা সা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ।
সৃষ্টৌ পঞ্চবিধা সা চ বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ১৭
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী যা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
সর্বেভ্যঃ প্রেয়সী কান্তা সা রাধা পরিকীর্তিতা ॥ ১৮
নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীঃ সর্বসম্পৎস্বরূপিণী ।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা সা চ পূজ্যা সরস্বতী ॥ ১৯
সাবিত্রী বেদমাতা চ পূজ্যমানা দ্বিজৈঃ স্তুতা ।
শঙ্করস্য প্রিয়া দুর্গা যস্যাঃ পূজ্যা শ্রুতাবপি ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনক-
সংবাদে ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

ব্রহ্মখণ্ডং সমাপ্তম্ ।

সেই ব্রহ্মস্বরূপপ্রকৃতি সেই এই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন। মনুষ্য স্বল্পবুদ্ধিতে যত দূর দেখিতে পান, তাঁহারা সকলেই এই প্রকৃতির অংশ এবং শক্তিস্বরূপ। এই ব্যাপারটা জ্ঞাতব্য সকলেই বিশেষভাবে বোধিত হইয়া থাকে ॥ ১১

সেই সনাতনী নারায়ণী পরমাত্মা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—প্রধানা শক্তি। তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর হইলেও তাঁহাকে "শক্তিমান্" বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিনা তিনি সৃষ্টি করিতেই সমর্থ হন না ॥ ১২

বৎস! এখন তুমি সুখে গমন করিয়া বিবাহ কর; কারণ, বিবাহ করিলে পাপক্ষয় এবং মর্যাদা বর্দ্ধিত। যে ব্যক্তি জ্ঞান আলোক পালন করে, সেই ব্যক্তি সদা বিজয়ী ও সর্বত্রই পূজনীয় হয় ॥ ১৩

যে ব্যক্তি ধ্যান, অধ্যয়ন ও বেদপাঠাদির দ্বারা পত্নীকে বিশেষ সম্মান করে, তদবধি শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পূজা করিতে যেরূপ সন্তুষ্ট হন, তাহার প্রতি সেইরূপ প্রকৃতি দেবী সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন ॥ ১৪

সেই প্রকৃতি দেবী মায়া প্রভাবে জগতের প্রতি বিশ্বে স্ত্রী রূপে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং স্ত্রীদের অপমানে সেই প্রকৃতিদেবীই পরাভূতা অর্থাৎ অপমানিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৫

যে ব্যক্তি পতি-পুত্রবতী সতী ও বিপ্রজননীকে উত্তম পূজা করে, সেই প্রকৃতি দেবী তাহার দ্বারা পূজিতা হইয়া তাহাকে সর্বপ্রকার মঙ্গল প্রদান করেন ॥ ১৬

পূর্ণব্রহ্মরূপিণী সেই মূল প্রকৃতি সনাতনী বিষ্ণুমায়া এক হইলেও সৃষ্টিকালে তিনি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৭

যে প্রকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও সকল প্রাণিবর্গের মধ্যে পরম প্রেয়সী কান্তা, তিনি 'রাধা' এই নামে অভিহিতা হন ॥ ১৮

যে প্রকৃতি সর্বসম্পৎস্বরূপিণী, তিনি 'লক্ষ্মী' নামে পরিচিতা এবং নারায়ণের প্রিয়া। যে প্রকৃতি বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী (ও বিদ্যারূপা), পূজনীয়া সেই দেবী 'সরস্বতী' নামে খ্যাতা এবং নারায়ণের প্রিয়া ॥ ১৯

যে প্রকৃতি বেদমাতা হইয়া সকলেরই পূজনীয়া বলিয়া পূজ্যমানা, তাঁহার নাম 'সাবিত্রী', তিনি দ্বিজগণের প্রিয়া। যে প্রকৃতি শঙ্করের প্রিয়া এবং যাঁহার পূজা শ্রুতিতে আছে তাঁহার নাম 'দুর্গা'। সৃষ্টিকালে মূলভূতা প্রকৃতি রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সাবিত্রী ও দুর্গা এই পঞ্চ প্রকৃতিরূপে বিভক্তা হইয়া সৃষ্টিকার্য করিয়া থাকেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদাত্মক ত্রিংশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

* * * *

পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তে ব্রহ্মখণ্ডং বিভজ্যতাম্ ।
ত্রিংশদধ্যায়সংযুক্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানসংযুতম্ ॥

ব্যাস -শৌনক-সূত-সৌতি-সংবাদযুক্তং সুদুর্লভম্ ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বেদপাঠফলং লভেৎ ॥

ব্রহ্মখণ্ড সম্পূর্ণ ।

অথ দ্বিতীয়ং প্রকৃতিখণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রকৃতিবিভাগবর্ণনম্ ।]

(নারায়ণঃ [illegible] । দেবী সরস্বত্যৈব [illegible] ।)

নারদ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ১
আবির্বভূব সা কেন কা বা সা জ্ঞানিনাং বর।
কিং বা তল্লক্ষণং সা চ বভূব পঞ্চধা কথম্ ॥ ২
সর্ব্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং গুণমীপ্সিতম্।
অবতারঃ কুত্র কস্যাঃ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ ॥ ৪
প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ ৫
গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ৬
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥ ৭
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ ৮
যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী
যথাত্মা চ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা ॥ ১০
অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুম্ভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥ ১১
স্বেচ্ছাময়স্যেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া।
সাবির্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১২

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অনন্তর দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

[প্রকৃতি প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন।]

নারদ কহিলেন,—প্রভো! গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী - এই পাঁচ দেবী সৃষ্টি কার্য্যে পঞ্চ 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত হন। ১

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেই প্রকৃতি কেন আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং তিনি কে? তাঁহার লক্ষণ কি? সেই প্রকৃতি কেমন করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্তা হইয়াছেন? ২

আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাদের সকলের চরিত, পূজাবিধান, গুণ, অভিলষিত কার্য্য এবং কিরূপে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন,—এসমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে বলুন। ৩

নারায়ণ কহিলেন,—বৎস! প্রকৃতির লক্ষণ কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। তথাপি আমি ধর্ম্মদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ৪

'প্র'—এই শব্দ প্রকৃষ্ট (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) বাচক এবং 'কৃতি'—শব্দ সৃষ্টিবাচক, সুতরাং সৃষ্টি কার্য্যে যিনি প্রধান, সেই দেবীই 'প্রকৃতি' বলিয়া প্রথিতা। ৫

বেদে 'প্র'-শব্দ প্রকৃষ্ট (উত্তম) সত্ত্বগুণে, 'কৃ'-শব্দ মধ্যম রজোগুণে এবং 'তি'-শব্দ নিকৃষ্ট (অধম) তমোগুণে—এই তিন গুণবাচক বলিয়া কথিত আছে। ৬

অতএব যিনি ত্রিগুণাত্মক (ত্রিগুণময়ী) ও সর্ব্বশক্তিশালিনী এবং সৃষ্টি কার্য্যে প্রধান, সেইজন্য তিনি 'প্রকৃতি' নামে কথিতা হন। ৭

'প্র'—শব্দ প্রথম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং 'কৃতি'—শব্দ সৃষ্টিবাচক, সুতরাং যে দেবী সৃষ্টির আদ্যা (আদিভূতা), তিনিই 'প্রকৃতি' শব্দে কথিতা হইয়াছেন। ৮

সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যকালে যোগবলে দুইরূপে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ অঙ্গ পুরুষ এবং বামার্দ্ধ অঙ্গ প্রকৃতি বলিয়া কথিত হন। ৯

সেই প্রকৃতি দেবী ব্রহ্মস্বরূপা, নিত্যা, ও সনাতনী। যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি অবস্থান করে, সেইরূপ যেমন পরমাত্মা, তেমনি এই প্রকৃতিদেবীও পরমাত্মাতে বিরাজ করেন। ১০

হে ব্রহ্মন্! সেইহেতু যোগীন্দ্র মহাপুরুষ স্ত্রী-পুরুষের কোন ভেদ স্বীকার করেন না। নারদ! তিনি সর্ব্বদা সকল সংসারকে ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করেন। ১১

স্বেচ্ছাময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে সিসৃক্ষায় (সৃষ্টি করিবার বাসনায়) উৎপন্ন হইলে সেই মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী সহসা তাঁহা হইতে আবির্ভূতা হইলেন। ১২

[illegible] সর্বাণ্যপি তেজসঃ।
[illegible] ব্রহ্মাপূজ্যপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৩
সর্বস্বরূপা দুর্গা বা নিবৃত্তা নির্বিকল্পা
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৪
ব্রহ্মাদিদেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা সদা।
সর্বাধিষ্ঠাতৃদেবী সা ব্রহ্মরূপা সনাতনী ॥ ১৫
ধর্মসত্যপুণ্যকীর্তিযশোমঙ্গলদায়িনী।
সুখমোক্ষহর্ষদাত্রী শোকার্তিদুঃখনাশিনী ॥ ১৬
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণা।
তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৭
সর্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সন্ততম্
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী ॥ ১৮
বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎ পিপাসা ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ।
জাতিঃ ক্ষান্তিশ্চ শান্তিশ্চ কান্তির্ভ্রান্তিশ্চ চেতনা ॥ ১৯
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা লক্ষ্মীর্ধৃতির্মায়া তথৈব চ।
সর্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২০
উক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতগুণশ্চাতিস্বল্পো যথাগমম্।
গুণোঽস্ত্যনন্তোঽনন্তায়া অপরাঞ্চ নিশাময় ॥ ২১
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা চ পরমাত্মনঃ।
সর্বসম্পৎস্বরূপা যা বা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২
কান্তা দান্তাতিশান্তা চ সুশীলা সর্বমঙ্গলা।
লোভমোহকামরোষমদাহঙ্কারবর্জিতা ॥ ২৩
ভক্তানুরক্তা পত্যুশ্চ সর্বাভ্যশ্চ পতিব্রতা।
প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রী প্রিয়ংবদা ॥ ২৪
সর্বশস্যাত্মিকা সর্বজীবনোপায়রূপিণী
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারতা সদা ॥ ২৫
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহে চ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬
সর্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা।
প্রীতিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সেই [illegible] মূর্তিভেদে [illegible] নিত্যা হইলেও [illegible] অনুগ্রহ করিবার জন্য মূর্তিভেদে সেই [illegible] বিরাজ করেন ॥ ১৩

নির্বিকল্পা সর্বময়ী [illegible] দুর্গা নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া ও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়া কথিত হন ॥ ১৪

সেই সর্বাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মরূপা সনাতনী ব্রহ্মাদিদেবগণ, মুনিগণ ও মনুগণ সদা পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫

সেই দেবী দুর্গা পূজিতা হইলে ভক্তগণকে ধর্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্তি (বিখ্যাতি), যশ (প্রতিপত্তি) এবং মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি সুখ (লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় সুখ), মোক্ষ ও হর্ষ প্রদান করেন এবং শোক, আর্তি (পীড়া [illegible]) ও দুঃখ নাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

তিনি শরণাগত, দীন (দুঃখী) ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য সদা তৎপর থাকেন। সেই তেজঃস্বরূপা দেবী তেজের অধিষ্ঠাত্রী পরমদেবী ॥ ১৭

সর্বশক্তিস্বরূপা (তিনি ঈশ্বর শক্তি বলিয়া কথিত) এই দেবী দুর্গা পরমেশ শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিস্বরূপিণী শক্তি। সিদ্ধরূপা এই দেবী সিদ্ধ পুরুষগণের ঈশ্বরী, সিদ্ধিদাত্রী এবং সিদ্ধিদাতৃগণের ঈশ্বরী ॥ ১৮

তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শান্তি, কান্তি, ভ্রান্তি ও চেতনা ॥ ১৯

তিনি তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, ধৃতি এবং মায়া। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিস্বরূপা ॥ ২০

বেদে এবিষয়ে যে সব গুণ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অতি অল্প; বস্তুতঃ সেই অনন্তরূপিণীর গুণের অন্ত নাই [illegible] অর্থাৎ তিনি যেমন অনন্তরূপিণী, তাঁহার গুণও সেইরূপ অনন্ত। অপরা অপর এক শক্তির কথা শ্রবণ কর ॥ ২১

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা শক্তি, তিনি পদ্মা (লক্ষ্মী)। তিনি সর্বসম্পৎস্বরূপা, তিনি সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ২২

তিনি কান্তা, দান্তা, অতিশান্তা, সুশীলা, সর্বমঙ্গলা এবং লোভ, মোহ, কাম, রোষ ও অহঙ্কারাদি বর্জিতা ॥ ২৩

তিনি পতিভক্তিপরায়ণা, ভক্তগণের উপর সদা অনুরাগবতী, সকলের অপেক্ষা পতিব্রতা, শ্রীভগবানের প্রাণতুল্যা, প্রেমপাত্রী ও সদা প্রিয়ভাষিণী ॥ ২৪

তিনি সর্বশস্যস্বরূপা, সকলের জীবনের উপায়রূপিণী এবং মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠধামে [illegible] সদা পতি নারায়ণের সেবায় নিরত থাকেন ॥ ২৫

তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, নৃপগণে রাজলক্ষ্মী এবং এই মর্ত্যলোকে সকল গৃহী মানুষের গৃহে গৃহলক্ষ্মী রূপে সদা বিরাজমানা ॥ ২৬

বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাঙ্কুরা।
দয়াময়ী ভক্তমাতা ভক্তানুগ্রহকাতরা ॥ ২৮
চপলে চপলা ভক্তসম্পদো রক্ষণায় চ।
জগজ্জীবন্মৃতং সর্বং যয়া দেব্যা বিনা ধ্রুবম্ ॥ ২৯
শক্তির্দ্বিতীয়া কথিতা বেদোক্তা সর্বসম্মতা।
সর্বপূজ্যা সর্ববন্দ্যা চান্যাং মত্তো নিশাময় ॥ ৩০
বাগ্‌বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানাধিদেবতা পরাত্মনঃ।
সর্ববিদ্যাস্বরূপা যা সা চ দেবী সরস্বতী ॥ ৩১
সুবুদ্ধিঃ কবিতা মেধা প্রতিভা স্মৃতিদা সতাম্।
নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকল্পনাপ্রদা ॥ ৩২
ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সর্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী ॥ ৩৩
স্বরসঙ্গীতসন্ধানতালকারণরূপিণী।
বিষয়জ্ঞানবাগ্রূপা প্রতিবিশ্বেষু জীবিনাম্ ॥ ৩৪
ব্যাখ্যামুদ্রাকরা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥ ৩৫
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া ॥ ৩৬
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনাম্।
সিদ্ধিবিদ্যাস্বরূপা চ সর্বসিদ্ধিপ্রদা সদা ॥ ৩৭
দেবী তৃতীয়া গদিতা শ্রুত্যুক্তা জগদম্বিকা।
যথাগমং যথাকিঞ্চিদপরাং সন্নিবোধ মে ॥ ৩৮
মাতা চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদাঙ্গানাং চ ছন্দসাম্।
সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাং চ বিচক্ষণা ॥ ৩৯
দ্বিজাতিজাতিরূপা চ জপরূপা তপস্বিনী।
ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৪০

তিনি সর্ববিধ প্রাণীতে এবং দ্রব্যসমূহে মনোহর শোভা-স্বরূপা (সৌন্দর্যরূপিণী), পুণ্যবানদিগের মধ্যে প্রীতিরূপা এবং সকল নৃপগণের প্রভাস্বরূপা ॥ ২৭

তিনি বণিকদিগের বাণিজ্যরূপা, পাপীদিগের মধ্যে কলহ-উৎপাদনকারিণী, দয়াময়ী, ভক্তমাতা এবং ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য কাতরা ॥ ২৮

তিনি চপল ব্যক্তিদের চপলা এবং ভক্তগণের সম্পদ রক্ষা করিবার জন্য স্থিরা। নিশ্চিত আছে, যে দেবী ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃত ॥ ২৯

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকটে সকলের পূজনীয়া ও সকলের বন্দনীয়া, বেদোক্তা, সর্বসম্মতা দ্বিতীয়া শক্তির (পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রথমা শক্তি দুর্গা, দ্বিতীয়া শক্তি এই লক্ষ্মী) কথা বর্ণন করিলাম। অতঃপর অন্য শক্তি অর্থাৎ তৃতীয়া শক্তির কথা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৩০

তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাক্, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানরূপা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনিই সর্ববিদ্যাস্বরূপা দেবী সরস্বতী ॥ ৩১

তিনি সাধুগণমধ্যে কবিতারূপিণী এবং সুবুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতিদায়িনী। নানা প্রকার সিদ্ধান্তভেদে যে নানাপ্রকার অর্থ হইয়া থাকে, তিনি ঐ সমুদয় অর্থের কল্পনা প্রদান করেন ॥ ৩২

তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপা ও বোধস্বরূপা। তিনি সর্ববিধ সন্দেহভঞ্জনকারিণী, বিচারকারিণী, গ্রন্থকারিণী ও শক্তিরূপিণী ॥ ৩৩

তিনি স্বরসঙ্গীতসন্ধান, তাল ও তানের কারণরূপিণী এবং প্রতি বিশ্বস্থিত জীবগণের বিষয়, জ্ঞান ও বাক্য (ভাষা)-স্বরূপা ॥ ৩৪

তাঁহার হস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা, তিনি শান্তস্বরূপা এবং বীণা ও পুস্তকধারিণী। তিনি সুশীলা ও শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা, তিনিই শ্রীহরিপ্রিয়া সরস্বতী ॥ ৩৫

এই দেবী সরস্বতী হিম (তুষার), চন্দন (শ্বেত), কুন্দপুষ্প, কুমুদ (শ্বেতোৎপল) ও শ্বেতপদ্মের ন্যায় কান্তিশালিনী এবং রত্নমালা দ্বারা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন ॥ ৩৬

তিনি তপঃস্বরূপা, সকল তপস্যার ফলদায়িনী, তাপস-বান্ধবী, সিদ্ধিরূপা, বিদ্যারূপা এবং সদা সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥ ৩৭

এই শ্রুতি-কথিতা জগদম্বিকা (সরস্বতী) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয়া শক্তি বলিয়া কথিতা হন। এই তৃতীয়া শক্তির বিষয় আমি বেদানুসারে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া তোমাকে জানাইলাম। এখন অপরা অর্থাৎ চতুর্থী শক্তির কথা আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৩৮

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই চতুর্থী শক্তি সাবিত্রী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের মাতা, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদাঙ্গ)-

[illegible] পুতঃ কথং সর্বং [illegible]
দেবী চতুর্থী কথিতা [illegible] ॥ ৪১
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৪২
সর্বলোকাশ্রয়া চ [illegible]
[illegible] ॥ ৪৩
[illegible]
[illegible] চ দেবী [illegible] চ পূজিতা ॥ ৪৪
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫
রাসেশ্বরী সুরসিকা [illegible]
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা ॥ ৪৬
[illegible] চ সত্ত্বাদিরূপিণী ।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ।
বেদানুসারাদ্ধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৮
দৃষ্টিদৃষ্টা সর্বেষু [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৫০
[illegible] চ [illegible] চ যা
[illegible] চ [illegible] ॥ ৫১
[illegible]
[illegible] ।
[illegible] সা সৌভাগ্যবতী [illegible] ॥ ৫২

সকলের ও সকলদুঃখের [illegible]। এই ত্রিভুবন দেবী সকল সম্পত্তি মঙ্গল এবং শুভকর্মের দাতা ॥ ৩৯

তিনি ত্রিভুবনের [illegible], [illegible], [illegible], ব্রহ্মাণ্ডস্থা শক্তি এবং সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৪০

তাঁহার শ্রীচরণপদ্ম [illegible] পবিত্র হইয়া থাকে। [illegible] এই জন্য [illegible] চতুর্থী শক্তি [illegible] করিবে ॥ ৪১

তিনি বেদ ও প্রণবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং [illegible], তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible], [illegible] এবং [illegible] ॥ ৪২

তিনি সর্ব লোকেশ্বরী, [illegible] ও লোকপূজ্যা। তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণপূজ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ॥ ৪৩

[illegible], [illegible], [illegible], সনাতনী, [illegible], [illegible] এই দেবী [illegible] পূজিতা ॥ ৪৪

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] অধিষ্ঠাত্রী দেবী [illegible] এবং [illegible] ॥ ৪৫

রাসেশ্বরী ও সুরসিকা এই দেবী গোপীবেশ [illegible] গোলোকবাসিনী [illegible] ॥ ৪৬

[illegible] এই দেবী সত্ত্ব ও [illegible], নির্গুণা, নিরাকারা, নির্লিপ্তা ও আত্মস্বরূপা ॥ ৪৭

তিনি নিরীহা (কোনও কামনা বা বাসনা [illegible]), নিরহঙ্কারা এবং [illegible] বিগ্রহ [illegible]। [illegible] বেদানুসারে [illegible] ধ্যান করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানিতে পারেন ॥ ৪৮

[illegible] পঞ্চপ্রকৃতির মধ্যে [illegible] এবং [illegible] সেই দেবীকে দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়াছেন ([illegible] —"দৃষ্টিদৃষ্টা ন সর্বেষু"— [illegible] —[illegible] ও [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] সেই দেবীকে চিন্ন চিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিতে সমর্থ হন না।) ॥ ৪৯

তাঁর [illegible] কোটি [illegible], [illegible] ([illegible]) যুক্ত, [illegible] করিবার জন্য [illegible], [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] এবং [illegible] ॥ ৫০

যে দেবী [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] এই [illegible] কোটি [illegible]। এই [illegible] দেবী [illegible] এই দেবী [illegible] ([illegible]) [illegible]

যদিঃ দর্শনমাত্রেণ প্রভবঃ তপসা পুরা ।
যৎপাদপদ্মসংস্পৃষ্টৈঃ চাপ্যপত্যে ।
ন চ দৃষ্টৈব সাক্ষাদপি প্রত্যক্ষেণাপি বা কথা ॥ ৫৩
যেনৈব তপসা দৃষ্টা তুমি বৃন্দাবনে বনে ।
কথিতা পত্নী দেবী সা তথা পরিকীর্তিতা ॥ ৫৪
[illegible] কলারূপা কলাংশাংশসমুদ্ভবা ।
প্রকৃতেঃ প্রতিবিম্বম্ দেবী চ সর্বতোষিতঃ ॥ ৫৫
পরিপূর্ণতমঃ পরমিতা দেবস্য কীর্তিতাঃ ।
যা যা প্রধানাংশরূপা বর্ণয়ামি নিশাময় ॥ ৫৬
প্রধানাংশস্বরূপা চ গঙ্গা ভুবনপাবনী ।
বিষ্ণুবিগ্রহসম্ভূতা দ্রবরূপা সনাতনী ॥ ৫৭
পাপিপাপেন্ধদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী
সর্বস্নানপানাদৈর্নির্বাণপদদায়িনী ॥ ৫৮

গোলোকস্থানপ্রস্থানসুখসোপানরূপিণী ।
পবিত্ররূপা তীর্থানাং সরিতাঞ্চ পরা বরা ॥ ৫৯
শম্ভুমৌলিজটামেরু-মুক্তাপংক্তিস্বরূপিণী
তপঃসম্পাদনী সদ্যো ভারতে চ তপস্বিনাম্ ॥ ৬০
শশিপদ্মক্ষীরনিভা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী ।
নির্মলা নিরহংকারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৬১
প্রধানাংশস্বরূপা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী ।
বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদস্থিতা সতী ॥ ৬২
তপঃসঙ্কল্পপূজাদিসদ্যঃসম্পাদনী মুনে ।
সারভূতা চ পুষ্পাণাং পবিত্রা পুণ্যদা সদা ॥ ৬৩
সর্বস্পর্শনাদ্যাশু সদ্যো নির্বাণদায়িনী
কলৌ কলুষশুষ্কেধ্মদাহায়াগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৬৪
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা
যৎস্পর্শদর্শনে বাঞ্ছন্তি তীর্থানি চাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৬৫

[illegible]। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে এই বসুধা পবিত্রা হইয়া বিরাজেন ॥ ৫১

মুনিবর নারদ! তথাপি যোগিগণ তাঁহার দর্শন করিতে সমর্থ হন না, এই ভারতবর্ষে সেই দেবীকে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সকলেরই অগোচরীভূত হইয়া [illegible] রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় উক্তা সেই দেবী যে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে বিরাজমানা [illegible] তাহা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৫২

পুরাকালে যখ মুনিগণও তাঁহার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রভাব বর্ণনের কথা কি বলিব? আমার বর্ণন করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫৩

সেই [illegible] এই [illegible] তুলসীর দর্শন করিয়াছেন (অর্থ)। [illegible]। তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পত্নী দেবী (শক্তি) বলিয়া কথিতা হন, তিনি "[illegible]" এই নামে খ্যাত আছে ॥ ৫৪

প্রতি দিনে দিনে দেবীগণ ও সকল [illegible] এই প্রকৃতির যেমন অংশ হইতে উৎপন্ন, যেমন কলা হইতে উৎপন্ন এবং যেমন কলাংশেরও অংশ হইতে উৎপন্না বলিয়া কথিত ॥ ৫৫

এই পরিপূর্ণতম পাঁচ দেবী (দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা) মূল প্রকৃতি (মহাপ্রকৃতি) বলিয়া কথিত হন। যে যে দেবী এই সব প্রধানাংশরূপে প্রধান অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, [illegible] তাঁহাদের বিষয় এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৬

সুরধুনী গঙ্গা প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা, বিষ্ণুদেহ (দ্রব) হইতে উৎপন্না, সনাতনী এবং দ্রবরূপিণী ॥ ৫৭

পাপিগণের পাপসমূহ দগ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিরূপিণী এবং তিনি দর্শন, স্পর্শ, স্নান ও পান দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন করিলে, স্পর্শ করিলে, তাঁহার জলে স্নান করিলে এবং তাঁহার জল পান করিলে তিনি নির্বাণ মুক্তি দান করিয়া থাকেন ॥ ৫৮

গোলোকধামে গমন করিবার জন্য তিনি উত্তম সোপান-(সিঁড়ি) রূপা, সমস্ত তীর্থসমূহের মধ্যে পবিত্ররূপা, সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ভগবান্ শম্ভুর জটামণ্ডলে মুক্তা পংক্তির মত শোভমানা।

এই ভারতবর্ষে তিনি সকল তপস্বী ব্যক্তিগণের তপস্যা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি শশী, পদ্ম ও দুগ্ধ সদৃশ শুভ্রবর্ণা এবং শুদ্ধসত্ত্বরূপা।

এই দেবী গঙ্গা নির্মলা, অহংকারশূন্যা, সতী-সাধ্বী ও নারায়ণের প্রিয়তমা ॥ ৫৯-৬১

বিষ্ণুকামিনী তুলসী দেবী প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা। এই সতী তুলসী শ্রীবিষ্ণুর ভূষণরূপিণী এবং শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে সদা বিরাজমানা ॥ ৬২

হে মুনে! এই তুলসী তপস্যা, সংকল্প ও পূজাদি দৈব কার্য্য [illegible] সকলই সম্পাদন করেন অর্থাৎ তপস্যা, সংকল্প ও পূজাদি, সকল কর্ম সাফল্যান্বিত হয় যদ্যপি তুলসীর দ্বারাই।

ধরা বিনা চ বিশ্বেষু সর্বঃ কর্মাভিনিষ্ফলম্।
যোক্ষ্যে যা ভূতধাত্রী ত্বামিনা সর্বকামদা। ৬৬
কল্পদ্রুমস্বরূপা চ ত্বামতে বিশ্বরূপিণী।
ত্রাণায় ত্বামহামায়ে পুরাণৈঃ পরমেষ্ঠিভা। ৬৭
প্রধানাংশস্বরূপা চ সমস্তা ভক্তপালিকা।
ধরত্রিলোকিনিত্যা চ মহাজ্ঞানবিধায়িনী। ৬৮
মাধবেন্দ্রস্বরূপা ত্বমিনী মাধবমূর্তিকা।
মাধবেন্দ্রী মাধবানী মাধবী মাধবাত্মিকা। ৬৯
মাধবেন্দ্রস্বরূপা যা মাধবস্বরূপিকা।
মাধবেন্দ্রধনিত্যা সিদ্ধযোগিনী মাধবামিনী। ৭০
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা।
ভগবন্তা ভগবান্ ভগবাত্মা ভগবিনী। ৭১
বিদ্যা ত্রিলোকবন্দ্যা চ ভগবন্তঃ ধরা ধরঃ

ভগবিনীষু পূজা চ ভগবিষু চ ভারতে। ৭২
সর্বযজ্ঞাধিদেবী চ ফলদা ব্রহ্মরূপিনী।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণা। ৭৩
ভবৎকান্তমুখে পত্নী কৃষ্ণস্যাপি প্রিয়ংবদা।
আস্তীকস্য জুনর্মাতা প্রবরস্য ভগবিনাম্। ৭৪
প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ মাতৃকা।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা যা চ ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা। ৭৫
শিশূনাং প্রতিবিম্বেষু প্রতিপালনকারিণী।
ভগবিনী বিষ্ণুভক্তা কার্তিকেয়স্য ভামিনী। ৭৬
ষষ্ঠ্যাংশরূপা প্রকৃতেশ্চতুর্থ ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী চ জগতাং সদা। ৭৭
সুখদা মুক্তিদা নৃণাং সততং হর্ষযুক্তিকে
স্থানে শিশূনাং পরমা কুশলা চ যোগিনী। ৭৮

সর্বসিদ্ধি পুণ্যসমূহের মধ্যে সারভূতা তুলসী নাম ধারিণী ও পুণ্যদায়িনী। ৬১

এই তুলসী দেবীকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে তাবতীয় বিপদের মৃত্যি লাভ করিয়া থাকেন। এই তুলসীতে পাদোদক প্রদান করিলে এই তুলসীদেবী সাক্ষাৎ অভিলষিতা। ৬

অধিক কি বলিব? যাহা এই দেবী বসুন্ধরা রূপিণী সাগরসঙ্গমে সকলি পবিত্র হইয়া বিরাজেন। সমস্ত তীর্থসমূহ নিজেদের মৃত্যি ভয়। তীর্থ যাইয়া পাপীরা পাপ ভারত করিয়া আসেন, সেই পাপভারে পীড়িত তীর্থসমূহ নিজেদের মৃত্যি কামনায়) যাঁহার (যে তুলসীদেবীর) স্পর্শ ও দর্শন লাভ করেন। ৬৩

বিষ্ণুভক্ত যাঁহা দিগে অর্থাৎ যে তুলসী দেবী যাহাকে লাভ করেন সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া যান, তিনি মুহূর্মুহু পুনর্জন্মের ভোগ এবার করেন এবং সকল পাপিগণের সর্বসিদ্ধি কামনা প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৪

বিষ্ণুপ্রিয়া এই দেবী তুলসী ভারতবর্ষে ভারতস্থিত সমস্ত প্রজাবর্গকে পবিত্রিত করিবার জন্য সমস্ত দেবতাগণের বিরাজমানা আছেন। ৬৫

কল্পবৃক্ষা মনোরমা প্রকৃতির প্রধানাংশরূপা, সমস্তের স্থিতি বিধাতা এবং মহাজ্ঞানবিধায়িনী। ৬৮

এই দেবী সমস্ত মাধবগণ অপেক্ষা ভগিনী, মাধবের মূর্তিরূপা, মাধবজয়ী, মাধবাত্মা, সুন্দরী (কৃষ্ণস্বরূপা) এবং মাধবাত্মিকা। ৬৯

সেই দেবী সমস্ত মাধবেন্দ্রগণ অপেক্ষা মাতৃকা, মাধবস্বরূপে বিদ্যমানা, মাধবেন্দ্রগণ সমস্ত ভগিনী, সিদ্ধযোগিনী এবং মাধবাত্মিকা অর্থাৎ মাধবগণের সমস্ত ধাত্রী হয়েন। ৭০

বিষ্ণুভক্তা এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণা হইয়া বিষ্ণুভক্তগণের মাতৃ করিয়াছেন। ভগবিনী এই দেবী ভগবান করিতে করিতে ভগবন্তগণের প্রাণ হইয়াছেন এবং সমস্ত ভগবান তুল্য ধারণ করেন। ৭১

যিনি ত্রিলোকবিধাতে ত্রিলোক সমস্ত প্রীতিরূপ ভগবান করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে যিনি ভগবিনী ও ভগবতীদিগের সমস্ত পরম পূজনীয়া। ৭২

যিনি সর্বযজ্ঞসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপা বলিয়া পরমা (সর্বোত্তমা) এবং ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণা বলিয়া বিদ্বান। ৭৩

এই সমস্ত ভারতভূমির পতি, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ ভজনা করেন, শিষ্যের ন্যায় আরাধনা করেন, আস্তীক মুনির মাতা এবং ভগবিনীদিগের সমস্ত সর্বপ্রধানা। ৭৪

যে মাতৃকা। যিনি দেবসেনা, যিনিও প্রকৃতির প্রধানাংশরূপা এবং মাতৃকাদিগের সমস্ত পূজনীয়া। যিনি 'ষষ্ঠী' এই নামে কথিতা হন। ৭৫

যিনি প্রতি শিশুর নিজ শিশুদিগের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, ভগবিনী, বিষ্ণুভক্তা এবং কার্তিকেয়ের পত্নী। ৭৬

পূজ্যা দ্বাদশমাসেষু যস্যাঃ ষষ্ঠ্যাশ্চ সন্ততম্।
পূজা চ সূতিকাগারে পরষষ্ঠদিনে শিশোঃ ॥ ৭৯
একবিংশতিমে চৈব পূজা কল্যাণহেতুকী।
মুনিভির্বিহিতা চৈষা নিত্যা কাম্যাপ্যতঃ পরা ॥ ৮০
মাতৃরূপা দয়ারূপা শশ্বদ্রক্ষণকারিণী
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশূনাং স্বপ্নগোচরা ॥ ৮১
প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা
প্রকৃতের্মুখসম্ভূতা সর্বমঙ্গলদা সদা ॥ ৮২
সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্তিতা ॥ ৮৩
প্রতিমঙ্গলবারেষু প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা
পঞ্চোপচারৈর্ভক্ত্যা চ যোষিদ্ভিঃ পরিপূজিতা ॥ ৮৪
পুত্রপৌত্র-ধনৈশ্বর্য-যশো-মঙ্গলদায়িনী।
শোকসন্তাপপাপার্তিদুঃখদারিদ্র্যনাশিনী ॥ ৮৫
পরিতুষ্টা সর্ববাঞ্ছাপ্রদাত্রী সর্বযোষিতাম্।
রুষ্টা ক্ষণেন সংহর্তুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী ॥ ৮৬
প্রধানাংশস্বরূপা চ কালী কমললোচনা।
দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮৭
দুর্গার্ধাংশস্বরূপা চ গুণেন তেজসা সমা।
কোটিসূর্যপ্রভাজুষ্ট-পুষ্টজাজ্বল্যবিগ্রহা ॥ ৮৮
প্রধানা সর্বশক্তীনাং বরা বলবতী পরা।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা সিদ্ধিযোগিনী ॥ ৮৯
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী ॥ ৯০
সংহর্তুং সর্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ।
রণং দৈত্যৈঃ সমং তস্যাঃ ক্রীড়য়া লোকশিক্ষয়া ॥ ৯১

ইনি প্রকৃতি দেবীর ষষ্ঠাংশরূপা বলিয়া 'ষষ্ঠী' নামে খ্যাতা। ইনি সমস্ত বালকের ধাত্রী এবং পুত্র পৌত্রদানকারিণী ॥ ৭৭

ইনি বালকের বিষ্ণুমায়া সতত শিশুর পার্শ্বে থাকিয়া আয়ু ধারণ করেন এবং শিশুদিগের সহিত থাকিয়া যোগিনী হইয়া সুখদে অবস্থান করেন ॥ ৭৮

দ্বাদশ মাসেই যে ষষ্ঠীর সতত পূজা হয়, শিশু জন্মের পর ষষ্ঠ দিবসে সূতিকাগৃহে যে ষষ্ঠীর পূজা হয়, একবিংশতি দিবসে শিশুর কল্যাণনিমিত্ত সূতিকাগৃহে ষষ্ঠীর বিধানানুসারে যে পূজা হয়, তাহা নিত্য এবং ইহা ছাড়া ভিন্ন যে কাম্যস্বরূপ বাসনায় যে ষষ্ঠী পূজা, তাহা কাম্য বলিয়া কথিত ॥ ৭৯-৮০

মাতৃরূপা ও দয়ারূপা এই ষষ্ঠী দেবী শিশুগণের রক্ষাকার্যে রত হইয়া সর্বদা অবস্থান করিয়া শিশুগণের রক্ষা বিধান করেন এবং জলে, স্থলে ও অন্তরিক্ষে ইনি শিশুদের স্বপ্নে দর্শন দেন ॥ ৮১

প্রকৃতির প্রধানাংশরূপা যে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা নামে খ্যাতা, তিনি প্রকৃতির মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন এবং সর্বদা সকলের মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮২

এই দেবী সৃষ্টিকালে মঙ্গলরূপা, কিন্তু সংহারকালে তিনি কোপরূপিণী (ক্রোধরূপা) হইয়া থাকেন; সেইজন্য পণ্ডিতগণ এই দেবীকে 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৮৩

প্রতিবিশ্বে প্রতি মঙ্গলবারে এই মঙ্গলচণ্ডী পূজিতা হন। সমস্ত রমণীগণ পঞ্চোপচারে (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য — পূজার এই পঞ্চ উপচার বলিয়া উক্ত হয়।) এবং ভক্তি সহকারে সেই দেবীকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

এই দেবী পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য, যশ ও মঙ্গল প্রদান করেন এবং শোক, সন্তাপ, পাপ, মনঃপীড়া, পীড়া, দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮৫

এই দেবী মঙ্গলচণ্ডী সন্তুষ্টা হইলে সমস্ত রমণীগণের সর্ববাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং রুষ্টা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে এই মহেশ্বরী সম্পূর্ণ বিশ্বকে সংহার করিতে সমর্থ হন ॥ ৮৬

কমললোচনা কালী প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা। এই দেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন ॥ ৮৭

দেবী কালিকা দুর্গার অর্ধাংশস্বরূপা, গুণ ও তেজে দুর্গাতুল্যা এবং ইহার দেহ কোটি সূর্যের প্রভাযুক্ত এবং পুষ্ট ও দেদীপ্যমান ॥ ৮৮

ইনি সমস্ত শক্তিদেবীগণের মধ্যে প্রধানা, শ্রেষ্ঠা, বলবতী, সর্বসিদ্ধিপ্রদা, দেবী (জ্যোতির্ময়ী), পরমেশ্বরী ও সিদ্ধি-যোগিনী (সিদ্ধিরূপা ও যোগরূপা) ॥ ৮৯

এই দেবী কালিকা কৃষ্ণভক্তা এবং তেজে, বিক্রমে ও গুণ-সমূহে কৃষ্ণতুল্যা। সদা শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা (ধ্যান) করিতে করিতে এই সনাতনী কালী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গিয়াছেন (ইনি প্রথমে শুভ্রবর্ণা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণধ্যানে এই দেবী পরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন—টীকাকার।) ॥ ৯০

এই সর্বশক্তিমতী দেবী নিঃশ্বাসমাত্রেই সর্বব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে সমর্থা। লোকশিক্ষার জন্য ক্রীড়ার জন্য

[illegible] পূজিতা ।
[illegible] ॥ ৯২
[illegible]
[illegible] পূজিতা ॥ ৯৩
[illegible]
[illegible] পূজিতা [illegible] ॥ ৯৪
[illegible]
যথা বিনা [illegible] ॥ ৯৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৯৬
[illegible] পূজিতা
যথা বিনা [illegible] ॥ ৯৭
[illegible] পূজিতা
যথা বিনা [illegible] ॥ ৯৮

যথা [illegible] পূজিতা [illegible] ।
পূজিতা [illegible] যথা বিনা ॥ ৯৯
[illegible] পূজিতা
[illegible] যথা বিনা ॥ ১০০
[illegible] পূজিতা [illegible] ।
যথা বিনা [illegible] ॥ ১০১
[illegible] পূজিতা [illegible]
যথা বিনা [illegible] ॥ ১০২
[illegible] পূজিতা [illegible] ।
[illegible] যথা বিনা ॥ ১০৩
[illegible] পূজিতা
[illegible] যথা বিনা ॥ ১০৪

[illegible] এই দেবীর [illegible] যায় ॥ ৯১

[illegible] পূজিতা [illegible] —এই [illegible] ॥ ৯২

[illegible] দেবীর [illegible] দেবী [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৯৩

[illegible] এই [illegible] এই দেবীর পূজা [illegible] ॥ ৯৪

[illegible] ([illegible]) । [illegible] যায় ॥ ৯৫

[illegible] । [illegible] দেবীর [illegible] ॥ ৯৬

[illegible] পূজিতা [illegible] । [illegible] ॥ ৯৭

[illegible] পূজিতা [illegible] ।

এই [illegible] যায় ॥ ৯৮

[illegible] । এই দেবীকে [illegible] এই দেবী [illegible] যায় ॥ ৯৯

[illegible] । [illegible] পূজিতা [illegible] ([illegible]) [illegible] —এই [illegible] ॥ ১০০

এই [illegible] পূজিতা দেবী [illegible] । [illegible] যায় ॥ ১০১

[illegible] পূজিতা [illegible] দেবী [illegible] । এই দেবী [illegible] ॥ ১০২

[illegible] পূজিতা দেবী [illegible] । [illegible] এই দেবী [illegible] যায় ॥ ১০৩

[illegible] পূজিতা দেবী [illegible] । [illegible] যায় ॥ ১০৪

[illegible] পূজিতা । [illegible] যায় ॥ ১০৫

ক্রীড়াধিষ্ঠাতৃদেবী যা কামপত্নী রতিঃ সতী
কেলিকৌতুকহীনাশ্চ সর্বে লোকা যয়া বিনা ॥ ১০৬
সত্যপত্নী সতী মুক্তিঃ পূজিতা জগতাং প্রিয়া।
যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা ॥ ১০৭
মোহপত্নী দয়া সাধ্বী পূজিতা চ জগৎপ্রিয়া।
সর্বে লোকাশ্চ সর্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৮
পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পূজ্যমানা চ পূজিতা।
যয়া বিনা জগৎ সর্বং জীবন্মৃতসমং মুনে ॥ ১০৯
সুকর্মপত্নী কীর্তিশ্চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা
যয়া বিনা জগৎ সর্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১১০
ক্রিয়া উদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্বসম্মতা।
যয়া বিনা জগৎ সর্বমুচ্ছিন্নমিব নারদ ॥ ১১১
অধর্মপত্নী মিথ্যা সা সর্বধূর্তৈশ্চ পূজিতা
যয়া বিনা জগৎ সর্বমুচ্ছিন্নং বিধিনির্মিতম্ ॥ ১১২
সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী।
অর্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে সংবৃতা হ্রিয়া ॥ ১১৩
কলৌ মহাপ্রগল্ভা চ সর্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ।
কপটেন সমং ভ্রাত্রা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে ॥ ১১৪
শান্তির্লজ্জা চ ভার্যে দ্বে সুশীলস্য চ পূজিতে।
যাভ্যাং বিনা জগৎ সর্বমুন্মত্তমিব নারদ ॥ ১১৫
জ্ঞানস্য তিস্রো ভার্যাশ্চ বুদ্ধির্মেধা স্মৃতিস্তথা।
যাভির্বিনা জগৎ সর্বং মূঢ়ং মত্তসমং সদা ॥ ১১৬
মূর্তিশ্চ ধর্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা।
পরমাত্মা চ বিশ্বৌঘা নিরাধারা যয়া বিনা ॥ ১১৭
সর্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্মীমূর্তিমতী সতী।
শ্রীরূপা মূর্তিরূপা চ মান্যা ধন্যা চ পূজিতা ॥ ১১৮
কালাগ্নিরুদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী।
সর্বলোকাঃ সমাচ্ছন্না মায়াযোগেন রাত্রিষু ॥ ১১৯

সতী রতিদেবী কামদেবের পত্নী। ইনি ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবী ব্যতীত সমস্ত লোকসকলই কেলি ও কৌতুকহীন হইয়া যায়। ১০৬

সত্যের পত্নী হইলেন 'মুক্তি' (অন্যমতে 'ধৃতি')। সতী মুক্তি সর্বজনপূজিতা ও জগতের প্রিয়া। ইঁহার ব্যতীত সকল লোক সদা বন্ধুহীন হইয়া যায়। ১০৭

মোহের পত্নীর নাম দয়া। এই সাধ্বী সর্বজনপূজিতা ও জগৎপ্রিয়া। এঁর বিনা সমস্ত লোক সর্বত্র নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ১০৮

পুণ্যের পত্নী হইলেন প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা সদা পূজ্যমানা ও সর্বপূজিতা। মুনে! ইঁহা বিনা সম্পূর্ণ জগৎ জীবন্মৃত-তুল্য হইয়া যায়। ১০৯

সুকর্মের পত্নীর নাম কীর্তি। ইনি ধন্যা মান্যা ও পূজিতা। এই কীর্তি ব্যতীত সম্পূর্ণ জগৎ যশোহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়। ১১০

উদ্যোগের পত্নীর নাম ক্রিয়া। ইনি সর্বজনপূজিতা ও সর্বসম্মতা (সর্বজনগ্রাহ্য অথবা ব্রাহ্মণগণ বিহিত ভাবে স্বীকৃতা)। নারদ! এই ক্রিয়া বিনা সম্পূর্ণ জগৎই যেন উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ১১১

অধর্মের ভার্যার নাম মিথ্যা। সকল ধূর্তগণ এই মিথ্যাকে বিশেষভাবে পূজা করে। এই মিথ্যা বিনা বিধিসৃষ্ট সম্পূর্ণ জগৎ উচ্ছিন্ন হয়। ১১২

এই মিথ্যা সত্যযুগে অদৃশ্যভাবে, ত্রেতাযুগে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া, দ্বাপরযুগে অর্ধাবয়বে লজ্জিত অবস্থায় আবৃত থাকিয়া অবস্থান করেন। ১১৩

কলিযুগে অতীব প্রগল্ভা হইয়া বলপূর্বক সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভ্রাতা কপটের সঙ্গে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করেন। ১১৪

সুশীলের সর্বজনপূজিতা শান্তি ও লজ্জা—এই দুই জন ভার্যা। নারদ! এই শান্তি এবং লজ্জা ব্যতীত সম্পূর্ণ জগৎ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যায়। ১১৫

জ্ঞানের তিন ভার্যা; ইঁহাদের নাম বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি। ইঁহারা ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ সদা মূঢ় এবং উন্মত্ত হইয়া থাকিত। ১১৬

ধর্মের পত্নীর নাম মূর্তি. এই দেবী মনোহর কান্তিরূপিণী। এই মূর্তি না থাকিলে বিশ্ব, পরমাত্মা ও বিশ্বসমূহ নিরাধার হইয়া থাকিতেন অর্থাৎ জগন্মধ্যে কোথাও অবস্থান থাকিত না। ১১৭

এই সতী মূর্তিদেবী সর্বত্র শোভারূপা ও মূর্তিমতী লক্ষ্মী-স্বরূপা। তিনি শ্রীরূপা ও মূর্তিরূপা হইয়া মান্যা, ধন্যা এবং পূজিতা হইয়াছেন। ১১৮

কালাগ্নিরুদ্রদেবের পত্নীর নাম নিদ্রা। ইনি সিদ্ধযোগিনী। রাত্রিকালে ইঁহার মায়াযোগে সমস্ত লোক আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ১১৯

কালক্ত ত্রিয়ো ভার্যাংশে সন্ধ্যা চারিত্রিণামি ৫
কারিত্রিণা বিদ্যো ৫ ধাত্রো কর্তৃঃ ন শব্দরূপে ৫ ১২৭
ভূৎ-পিপাসে লোহকারো ধনো যাচে ৫ পূরিতে
যাচ্ঞা যাচ্ঞা তথা ভোজনকৃত ত্রিয়ন্তরে ৫ ৫ ১২৮
প্রভা ৫ নায়িকা ভৈরবে ন কার্যে ভেদনক্রিয়া।
যাচ্ঞা ত্রিয়া তথা প্রকৃতিঃ ত্রিয়ো ৫ নামীয়ঃ ৫১২৯
কালকৃতে মৃত্যু-কালে প্রথমান্ত ত্রিয়ে ত্রিয়ে
যাচ্ঞা তথা সমুচ্চয়ঃ ত্রিয়ো ত্রিমিত্তে ত্রিয়ে ৫ ১৩০
নিত্যকর্তা ৫ ভক্তা সা ক্রীত্রিয়া পূর্বপ্রিয়ে।
যাচ্ঞা যাচ্ঞা তথা সর্বঃ ত্রিয়ন্তরে ত্রিয়ে ত্রিয়ে ৫ ১৩১
বৈরাগ্যে ৫ যে কার্যে প্রভা অভিন্ন পূরিতে।
যাচ্ঞা শব্দ তথা সর্বঃ ক্রীত্রিয়ন্তরিয়ে ভূমে ৫ ১৩২
আরিত্রিবৈরনাম্নো ৫ পূরিতে সন্ধ্যা প্রকৃতঃ।
ত্রিয়ন্ত ত্রৈরাক্তমো ক্রমন্ত ত্রিয়ো ধাতুঃ ৫ ১৩৩
উপযুক্তাঃ পূরিত্রিয়ো প্রভাদ্য ভেদকে তথা।
তথাক্তাঃ সন্তি বহবোঽপ্যু কার্ত্রিয়ায়াং যে ৫১৩৪

যোগিনী ৫ প্রেতী ৫ মাতা পূর্বান্ত কারিকা।
পত্নন্তা অযোগিন্যো পত্নীপ্রান্ত ৫ যোগিনী ৫ ১৩৫
ধাত্রা ত্রিয়ন্তরেণায়াঃ ধনিত্রিয়ান্তাঙ্গতো
অন্যা যৌগিকো আপ্যানন্ত্যাত্রিকাদিনী ৫ ১৩৬
যেন্তুতো ত্রিবন্ত প্রকৃতিবিশিষ্টকারিনী।
শিক্ষণাং যানসো ভক্তা যেনকা নায়িকাগ্রন্থে ৫ ১৩৭
লোপামুদ্রা তথাদ্যুতী ত্রুবেত্রকারিনী তথা।
বক্তানী যন্ত্রী ৫ যন্ত্রিণ্ড্যাবলীতি ৫ ; ১৩৮
ত্রুতী ৫ পথস্থো ৫ অন্যোপা যেন্তী মতী।
যাচ্ঞাতী যৌগিকী যৈন্যা নায়িকী সন্ধ্যাবস্থিতা ৫ ১৩৯
ত্রুবত্রাত্রিয়া সাক্ষী ধাত্রাযাত্রা তথাবতী।
অন্যবতী ৫ যৌগিন্যা ত্রুবত্রা ত্রৈতী তথা ৫ ১৪০
যেন্তী সন্ধ্যায়া ৫ কারিন্যো লক্ষণা তথা।
ভাবন্তী নায়িকী ত্রিয়ন্তিয়া তথাপরা ৫ ১৪১
লক্ষণা কারিনী সৌতা ধাত্রা লক্ষ্যঃ প্রকীর্তিতা।
তথা যোগবন্তী ৫ ধাত্রাযাত্রা তথাবতী ৫ ১৪২

ত্রয়ন্তর ত্রিয় ধাত্রো—সন্ধ্যা, ধাত্রি ও ত্রিয়ন্তরা। ত্রৈলিঙ্গিক পরিবর্তন করিয়া ধাত্র বিশেষণ সংজ্ঞা ত্রিয় করিলে অর্থাৎ সমস্ত বলা করিতে পারেন না। ১২৮

ভোজের দুই ভার্যার নাম ভূপা ও পিপাসা। ইহারা উভয়ে বধূ, সন্ধ্যা ও সর্বজনভূমিকা। ইহাদের ভোজন দ্বারা ধাত্র তথা ভূপ ও ত্রিয়ন্ত হইয়া থাকে। ১২৯

ভোজন দুই ভার্যার নাম প্রভা ও নায়িকা। ইহাদের সাহায্যে না করিয়া ধাত্র বিশেষ তথা ভূমি করিতে সমর্থ হন না। ১৩০

ভাবের দুই কন্যা ভূপা ও ধাত্রা ভোজনের ত্রিয়া ভার্যা। ত্রিয়ন্তর ভূমি তথা ত্রৈলিঙ্গিকের ধাত্রে ভূপা সম্পূর্ণভাবে ধাত্রে হইয়া যায়। ১৩১

ত্রিয়ার সন্ধ্যা ধাত্রা ও চৌটি ভূপের দুই ত্রিয় পত্নী। ত্রিয়ন্তর নাম। ত্রিয়ন্তরী সম্পূর্ণ তথা ত্রৈলিঙ্গিকের ধাত্রা ধাত্র হইয়া ত্রিয়ন্তরে। ১৩২

সর্বজনভূমিকা ধাত্রা তথা তথি এই ত্রিয়ন্তর ত্রৈলিঙ্গিকের ভার্যা। ভূপ। ত্রৈলিঙ্গিকের ধাত্রা এই পত্নিভূমিকার তথা ভোজন ভূমিকা হইয়া থাকিতে পারে। ১৩৩

যেন্তুতো ধাত্রি, যোগিনী তথা পত্নী ভূমি, ত্রৈলিঙ্গিকী যিনি, ধাত্র, ত্রিয়ন্তর ও ধাত্র—ত্রৈলিঙ্গ প্রকৃতির তথা এবং ভূমি ধাত্রী উপযুক্ত। এতদ্ ভিন্নও আরও অন্য ধাত্র আছে, আমি ত্রৈলিঙ্গের কিছু বর্ণনা করিয়াছি, ভূমি আমার নিজের ধাত্রে তাহা কর। ১২৮-১৩৭

ধাত্রপত্নী ভোগিনী, ভূপিপত্নী সন্ধ্যা, ধাত্র-পত্নী পত্নীগণ এবং ত্রিয়ন্তর পত্নী। ১৩৮

ধাত্রন্তর ভার্যা ধাত্রা, ধাত্রির পত্নী ধাত্রন্তরী, ভোজনের স্ত্রী ধাত্রন্তা এবং অন্যির ভার্যারূপে নাম ধাত্রন্তরা। ১৩৯

ধাত্রির পত্নী ধাত্রন্তি, ধাত্রের স্ত্রী ধাত্রন্তি, ত্রিয়ন্তরের ধাত্রন্তী ধাত্রা ভোজনা ধাত্রিকা (ধাত্রী)-ভোজীর ধাত্রন্তী (ধাত্র ত্রিয়ন্তরের ভার্যা।) ১৪০

ভোগাধাত্রা, ধাত্রন্তি, ধাত্রন্তরপত্নী, ধাত্রন্তী, ধাত্রন্তী, ধাত্রিপত্নী ত্রিয়ন্তরী, ধাত্রী, ধাত্রন্তী, ধাত্রন্তা, সন্ধ্যা ধাত্রন্তী, ধাত্রন্তী, ভোগিনী, ত্রিয়া, সন্তানদের পত্নী ধাত্রিকী, ধাত্রন্তাধাত্রা ভার্যা ধাত্রন্তরা, ধাত্রন্তরী, ভোজনা, ধাত্রন্তা, ত্রৈলিঙ্গী, ধাত্রন্তী, ধাত্রন্তাধাত্র, কারিন্যী, ধাত্রন্তা ধাত্রন্তরী, ধাত্রন্তিকী, ত্রিয়ন্তিকা, ধাত্রন্তা, ত্রিয়িনী, ধাত্রন্তা,—ইহারা সকলে ধাত্র পত্নী ধাত্রিকা। প্রত্রিয়া ধাত্রাধাত্রা ধাত্রন্তী ভোজনধাত্রা (ধাত্রন্তী) প্রকৃতির ধাত্রন্তরা। ১৪১-১৪৪

বাণপুত্রী তথোষা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী।
প্রভাবতী ভানুমতী তথা মায়াবতী সতী ॥ ১২৬
রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা হলিমাতা চ রোহিণী।
একানংশা চ দুর্গা যা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ॥ ১২৭
বহ্ব্যঃ সন্তি কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যস্তাঃ সর্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১২৮
কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১২৯
ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ॥ ১৩০
কুমারী চাষ্টবর্ষীয়া বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
পূজিতা যেন বিপ্রস্য প্রকৃতিস্তেন পূজিতা ॥ ১৩১
সর্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ॥ ১৩২
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
সুখসম্ভোগবশ্যাশ্চ স্বকার্যে তৎপরাঃ সদা ॥ ১৩৩
অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ।
দুর্মুখাঃ কুলটা ধূর্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ১৩৪
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৩৫
এবং নিরূপিতং সর্বং প্রকৃতেঃ পরিকীর্তনম্।
তাঃ সর্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৩৬
পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা ॥ ১৩৭
তৎপশ্চাজ্জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা।
জাতাদৌ দক্ষপত্ন্যাং চ নিহন্তুং দৈত্যদানবান্ ॥ ১৩৮
ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভর্তুশ্চ নিন্দয়া।
জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্ ॥ ১৩৯

বাণকন্যা ঊষা, তাঁহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, ভানুমতী, সতী মায়াবতী, ভৃগুর মাতা রেণুকা, বলদেবের মাতা রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী একানংশা, যিনি 'দুর্গা' নামে খ্যাতা, ইঁহারা সকলে প্রকৃতির কলা। এইরূপ বহু কলা এই ভারতবর্ষে আছেন। যে যে গ্রামদেবীগণ বিরাজমানা আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির কলা ॥ ১২৬-১২৮

প্রতি বিশ্বে যে সমস্ত রমণী আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং রমণীগণের অপমানে স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই অপমানিতা হইয়া থাকেন ॥ ১২৯

যে ব্যক্তি পতি-পুত্রবতী সতী ব্রাহ্মণীকে বস্ত্র, অলঙ্কার এবং চন্দন দ্বারা পূজা করেন, সেই ব্যক্তি স্বয়ং প্রকৃতি দেবীকেই পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৩০

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অষ্টবর্ষীয়া কুমারী কন্যাকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা পূজা করেন, তিনি স্বয়ং প্রকৃতিকেই পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৩১

উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা—এই সকল রমণীই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না। যাঁহারা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তাঁহারা উত্তমা রমণী; ইঁহারা সকলেই সুশীলা ও পতিব্রতা হন ॥ ১৩২

যাঁহারা প্রকৃতির রজ অংশ হইতে উৎপন্না, তাঁহারা মধ্যমা ও ভোগ্যা বলিয়া খ্যাতা। ইঁহারা সকলে সুখসম্ভোগবশ্যা এবং সদা স্বকার্যসাধনে তৎপরা ॥ ১৩৩

যাঁহারা প্রকৃতির তম অংশ হইতে উৎপন্না, তাঁহারা অধমা বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা অজ্ঞাতকুলসম্ভবা (কোন্ কুলে জন্ম হইয়াছে, তাহা নির্ণয়ে জানা যায় না), দুর্মুখ, কুলটা, ধূর্ত, স্বতন্ত্রা (স্বেচ্ছাচারিণী) ও কলহপ্রিয়া হন ॥ ১৩৪

পৃথিবীতে যে সব কুলটা আছেন এবং স্বর্গে যে সব অপ্সরা আছেন, ইঁহারা সকলেই প্রকৃতির তমোংশ হইতে জাতা 'পুংশ্চলী' (বেশ্যা) বলিয়া খ্যাত ॥ ১৩৫

এই আমি তোমার নিকট প্রকৃতির সমস্ত রূপ বর্ণনা করিলাম। তাঁহারা সকলে এই পৃথিবীতে বিশেষতঃ পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে পূজিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৩৬

সর্বপ্রথম রাজা সুরথ দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে পূজা করিয়াছিলেন। তৎপরে দ্বিতীয়বারে রাবণকে বধ করিবার মানসে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৩৭

তাহার পর হইতে জগন্মাতা দুর্গা ত্রিলোকেই পূজিতা হইতেছেন। এই জগন্মাতা দুর্গা প্রথমে দৈত্য ও দানবগণকে বধ করিবার জন্য দক্ষপত্নী প্রসূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩৮

অনন্তর যজ্ঞে স্বামী শিবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পশুপতি শিবকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ১৩৯

[illegible] পরং কৃষ্ণ: [illegible] বিষ্ণুলোকে |
[illegible] ॥ ১৩০
[illegible] প্রথমে পরিপূজিতা |
ত্রিষু লোকেষু [illegible] মুনি-মানবৈঃ ॥ ১৩১
[illegible] পরিপূজিতা |
[illegible] ত্রিষু লোকেষু [illegible] মুনি-মানবৈঃ ॥ ১৩২
[illegible] দেবী [illegible] পরিপূজিতা
[illegible] ত্রিষু লোকেষু [illegible] মুনি-মানবৈঃ ॥ ১৩৩
[illegible] পূজিতা [illegible] |
[illegible] ॥ ১৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৩৫

[illegible]
[illegible] পূজিতা [illegible] ॥ ১৩৬
পূজিতা [illegible] দেবী [illegible] পূজিতা |
[illegible] ॥ ১৩৭
ত্রিষু লোকেষু [illegible] |
[illegible] পূজিতা [illegible] ॥ ১৩৮
[illegible] পূজিতা [illegible] |
পূজিতা [illegible] ॥ ১৩৯
[illegible]
[illegible] ॥ ১৪০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে প্রকৃতিচরিত্রং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

[illegible] ॥ ১৩০

[illegible] পূজা [illegible] ॥ ১৩১

[illegible] পূজা করিতে [illegible] ॥ ১৩২

[illegible] পূজা [illegible] পূজা [illegible] ॥ ১৩৩

[illegible] পূজিতা [illegible] পূজা করিতে [illegible] ॥ ১৩৪

[illegible] পূজা [illegible] ॥ ১৩৫

[illegible] পূজা করেন ॥ ১৩৬

[illegible] পূজা করেন ॥ ১৩৭

[illegible] পূজা [illegible] ॥ ১৩৮

[illegible] পূজা করেন ॥ ১৩৯

[illegible] পূজিতা [illegible] ॥ ১৪০

[illegible] ॥ ১৪১

[illegible]

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

('শক্তি'-প্রকৃতিস্বরূপনির্ণয়, ব্রহ্মাণ্ডাদীনামুৎপত্তিকথনম্, দেব-দেবীনামুৎপত্তিবর্ণনঞ্চ।)

নারদ উবাচ।

সমাসেন শ্রুতং সর্বং দেবীনাং চরিতং বিভো।
বিবোধনায় বোধস্য ব্যাসেন বক্তুমর্হসি ॥ ১
সৃষ্টেরাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবির্বভূব হ।
কথং বা পঞ্চধা ভূতা বদ বেদবিদাং বর ॥ ২
ভূতা যা যাশ্চ কলয়া তয়া ত্রিগুণয়া ভবে।
ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৩
তাসাং জন্মানুকথনং পূজাধ্যানবিধিং বুধ।
স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্যং শৌর্যং বর্ণয় মঙ্গলম্ ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

নিত্য আত্মা নভো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা।
বিশ্বানাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এব চ ॥ ৫
তদেকদেশো বৈকুণ্ঠো নম্রভাগানুসারকঃ
তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীনা সনাতনী ॥ ৬
যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ
শশ্বদ্যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্তুমক্ষমঃ।
বিনা মৃদা কুলালো হি ঘটং কর্তুং ন হীশ্বরঃ ॥ ৮
ন হি ক্ষমস্তথা সৃষ্টিং স্রষ্টুং স্বয়ং তয়া বিনা।
সর্বশক্তিস্বরূপা সা যয়া চ শক্তিমান্ সদা ॥ ৯
ঐশ্বর্যবচনঃ শক্ চ ক্তিঃ পরাক্রমবাচকঃ।
তৎস্বরূপা তয়োর্দাত্রী যা সা শক্তিঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১০
সমৃদ্ধি-বুদ্ধি-সম্পত্তি-যশসাং বচনো ভগঃ
তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১
তয়া যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে।
স চ স্বেচ্ছাময়ো দেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শক্তি প্রকৃতি তত্ত্ব নির্ণয়, ব্রহ্মাদির উৎপত্তি কথন এবং দেব-দেবীগণের আবির্ভাব বর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—হে বিভো নারায়ণ! আমি আপনার নিকট এইরূপ দেবীগণের চরিত সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি। এই অধ্যায় জ্ঞানের নিমিত্ত আপনাকে তাহা আবার তাঁহাদিগের চরিত বিস্তার সহকারে বলুন। ১

হে বেদবিদগণের শ্রেষ্ঠ! সৃষ্টিকার্যে আদ্যা সৃষ্টি প্রকৃতি-দেবী কেন আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং কেনই বা তিনি দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা,—এই পঞ্চবিধা হইয়াছিলেন? ২

এ জগতে কলাক্রমে সেই ত্রিগুণা প্রকৃতি কলা দ্বারা যে যে রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের সকলেরই চরিত বিস্তার সহকারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

এক্ষণে আপনি তাঁহাদের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। তাঁহাদের ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র, কবচ, ঐশ্বর্য, শৌর্য ও মঙ্গলময় ব্যাপার বর্ণনা করুন। ৪

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—যেমন আত্মা নিত্য, আকাশ নিত্য, কাল নিত্য, দিক্সমূহ নিত্য এবং বিশ্বসমূহের গোলক যেমন নিত্য, গোলোক নিত্য এবং সেই গোলোকেরই একদেশ ও নম্রভাগ বৈকুণ্ঠ নিত্য, সেইরূপ ব্রহ্মলীনা সনাতনী প্রকৃতি নিত্যা। ৫-৬

যেমন অগ্নিতে দাহিকা, চন্দ্র ও পদ্মে শোভা এবং সূর্যে প্রভা নিত্য যুক্ত হইয়া থাকে, কোনক্রমেই ভিন্ন হইয়া থাকে না, সেইরূপ প্রকৃতি আত্মাতে লীন থাকেন, তিনি আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। ৭

যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল নির্মাণ করিতে অক্ষম এবং মৃত্তিকা বিনা কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা এই প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন না; কারণ এই প্রকৃতি সর্বশক্তিস্বরূপা, ইঁহার দ্বারা সকলে শক্তিমান্ হন। ৮-৯

'শক্'-শব্দ ঐশ্বর্যবাচী এবং 'ক্তি'-শব্দ পরাক্রমবাচক। তিনি ঐশ্বর্যস্বরূপা ও পরাক্রমস্বরূপা এবং তিনি এই ঐশ্বর্য ও পরাক্রম প্রদান করেন, তিনি 'শক্তি' নামে কথিত। ১০

'ভগ' এই শব্দ সমৃদ্ধি, বুদ্ধি, সম্পত্তি ও যশোবাচী, সেইহেতু শক্তি 'ভগবতী' নামে অভিহিত হন; কারণ, সেই শক্তিই সদা ভগরূপা। ১১

পরমাত্মা সেই ভগবতী শক্তি দ্বারা সদা যুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে 'ভগবান্' নামে অভিহিত করা হয়। সেই স্বেচ্ছাময় দেবতা ভগবান্ ইচ্ছা অনুসারে সাকার এবং প্রকারে নিরাকার হইয়া থাকেন। ১২

ভেদোজ্ঞানং বিজানাতি যাচতে যোগিনং সদা
যদস্তি যে পরং তত্ত্বং পরমাত্মানমীশ্বরম্ । ১০

অদৃষ্টং সর্বদৃষ্টারং সর্বজ্ঞং সর্বতোমুখম্ ।
সর্বজ্ঞং সর্বজ্ঞানাত্মকরণং সর্বলোকভৃত্ ॥ ১১

বৈকুণ্ঠাত্তং ন সন্তত্তে ভক্তকাঃ পুরুষর্ষিতঃ
যাচতীতি তত্ত্ব ভেদত্তে ভেদবিদ্যা বিদা ॥ ১২

ভেদোজ্ঞানমবাপ্তুং ত্রয়ঃ ভেদবিদঃ পরম্
যেন্দ্রাবরং সর্বজ্ঞাং সর্বজ্ঞানবতারম্ ॥ ১৩

অতীব সুন্দরা ত্রয়ঃ বিদ্বত্তঃ সুমনোহরম্
হিরণ্যবরদং শান্তং সর্বজ্ঞাং পরাৎপরম্ ॥ ১৪

নবীননীরদশ্যামং রাজৈকস্তনসুন্দরম্
পদ্মপত্রায়তেক্ষণং পাণ্ডরোজ্জ্বললোচনম্ ॥ ১৫

মুক্তাবলিবিনিক্ষেপকণ্ঠং কিরীটোজ্জ্বলম্
মকরকুণ্ডলযুক্তং হারকৌস্তুভভূষিতম্ ॥ ১৬

সুবর্ণা সহিতং পদ্মচক্রশঙ্খগদাধরম্
জলদস্নিগ্ধবৈকুণ্ঠীয়াতপত্রোপশোভিতম্ ॥ ১৭

বিষ্ণুং সুরেশ্বরা ভক্তপুরুষর্ষিতঃ
সর্বাধারং সর্বেশং সর্বশক্তিযুতং বিভুম্ ॥ ১৮

সর্বৈশ্বর্যপ্রদং সর্বং যজন্তং সর্বমঙ্গলম্ ।
পরিপূর্ণতমং নিত্যং নির্বিকারং নিরাময়ম্ ॥ ১৯

যাচন্তে বৈকুণ্ঠাং পদমেবা ভগবং সনাতনম্ ।
ওমমুচ্চারয়ন্তোহিং পরমীক্ষিরয়া পরম্ ॥ ২০

ব্রহ্মণো বরদা যস্ত নিত্যং ঈশত্বমীয়তে ।
ন চান্যা পরমা তত্ত্ব কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২১

কৃষিশ্চ কর্ষিভূবাচী ণশ্চ কর্মপ্রধানকঃ
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২২

কৃষিশ্চ সর্বজগতো ণকারো মোক্ষবাচকঃ
সর্বশ্রেষ্ঠা পরা ত্রয়ং কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৩

যোগিনং সর্বদা ভেদজ্ঞান বিজ্ঞানের ভিক্ষুকের ন্যায় যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই ঈশ্বরকেই পরমেশ্বর, পরমাত্মা, অদৃষ্ট, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞান, সর্বজ্ঞাতা, সর্বকরণ, জগৎপতি, ভক্তগণ, সর্বজ্ঞানদাতা ও পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১০-১৩

বৈকুণ্ঠনাথ ছাড়া ব'লে আর কাহাকে, বিষ্ণুভক্তগণ মুক্তকণ্ঠে, ভাবিয়া আকুল হে, ভেদবিদ্যা পুরুষ ব্যতীত কাহার আমার ভেদ জানিতে পারে ॥ ১৪

ভেদোজ্ঞানলাভের অভিপ্রায়ে অতিশয় উত্তম, তিনি ভেদবিদ্যা, ভেদী (আমরা প্রকৃতি হইতে পর—ভিন্ন), ভেদোজ্ঞান, সর্বজ্ঞগণ এবং কারণসমূহেরও কারণ ॥ ১৩

তিনি পরম সুন্দরী মনোহর ও অতীব সুন্দর ত্রয় নাম ধারণ করিয়া বিরাজমান থাকেন। তিনি হিরণ্যবরদাতা, শান্ত, সর্বজ্ঞাতা ও পরাৎপর পরম পুরুষ ॥ ১৪

তিনি নবীন (নব) নীরদ (নীরদ অর্থাৎ পরমেশ্বরোক্তি নীরদ—মেঘ) তুল্য শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ), রাজলক্ষ্মীর আধারভূত, শ্যামসুন্দর, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত পদ্মনেত্রী। মোক্ষ প্রদানকারী ভেদজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ কৈবল্যাদি মুক্তিপ্রদাতা ॥ ১৫

তিনি মুক্তাবলিবিনিক্ষিপ্ত অতীব শোভায় শোভমানগলদেশযুক্ত, মকরকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত এবং হারযুক্ত কৌস্তুভমণিতে শোভমানবক্ষ ॥ ১৬

সুবর্ণা সহিত পদ্মচক্রশঙ্খগদাধারণ
জলদস্নিগ্ধবৈকুণ্ঠীয়াতপত্রোপশোভিত ॥ ২০

বিষ্ণুকে সুরেশ্বরা ভক্তপুরুষর্ষিতে
সর্বাধারক সর্বেশ সর্বশক্তিযুত বিভু ॥ ২১

সর্বৈশ্বর্যপ্রদ সর্ব যজন্তা সর্বমঙ্গল ।
পরিপূর্ণতম নিত্য নির্বিকার নিরাময় ॥ ২২

যাচন্তে বৈকুণ্ঠ পদমেবা ভগ সনাতন ।
ওমমুচ্চারয়ন্তোহিং পরমীক্ষিরয়া পর ॥ ২৩

ব্রহ্মণো বরদা যস্ত নিত্য ঈশত্বমীয়তে ।
ন চান্যা পরমা তত্ত্ব কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৪

কৃষিভূবাচিশব্দো ণশ্চ কর্মপ্রধানকঃ
তয়োরৈক্য পরা ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৫

কৃষিশ্চ সর্বজগতো ণকারো মোক্ষবাচকঃ
সর্বশ্রেষ্ঠা পরা ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৬

ইহার নায়িকা অভিন্ন মূলত্ব এবং ৭৭৭ ইষৎ লক্ষিতে মূলমূর। তিনি ভক্তবৎসল অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্ব সদা উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়াছেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে পরিচিত থাকায় তিনি অভিন্ন ভোগ পাইয়াছেন ॥ ১০

তাঁহার ৭৪ নাম, তিনি সকল মূলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ভক্তাভক্তবন্ধুর বিষ্ণুবিভু, সর্বাধার (সকলেরই আধারস্বরূপ), সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিযুক্ত এবং বিভু—সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ॥ ১১

তিনি সর্বজীব ঈশ্বরাভোগকারী, সর্বজ্ঞানী, ভক্তগণ, সর্বমঙ্গলস্বরূপ, পরিপূর্ণতম, নিত্য (পরমনিত্য), নির্বিকারক ও নিরীহ ধারণ ॥ ১২

সকল বৈকুণ্ঠনাথ সদা ধন্য, কৃষ্ণ, ভগ (ঐশ্বর্য), যাচ্ঞা, ওম ও ঈক্ষিরণাদি সনাতন পরমেশ্বর ঈশ্বরকে ঈক্ষণে ধ্যান করেন ॥ ১৩

ব্রহ্মার বরদাতৃত্বিতি (চতুর্মুখের চতুর্থ ব্রহ্মার এক দিন হয়, ব্রহ্মার এই পরিমাণে পরমায়ুর পরার্দ্ধ) ঈশত্বের ঈশ্বর হয়, ইহাকে অন্য কোন পরমাত্মা পরমেশ্বরকে কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করা হয় ॥ ১৪

'কৃষি' শব্দের অর্থ ভূমি, এবং 'ণ'-শব্দের অর্থ ধারণ ; তিনি ভূমি ও ধারণ প্রদান করেন, তিনি 'কৃষ্ণ' বলিয়া কথিত হন ॥ ১৫

'কৃষি'-শব্দ সর্বজগতী এবং 'ণ'-শব্দ মোক্ষবাচী ; তিনি সর্বজীবস্বরূপ, তিনি পরব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১৬

অনন্তব্রহ্মাণ্ডানাং নাশে কালেঽতীতেঽপি নারদ ।
মহতুলানাং নাস্তি নাশস্তথাপ্যস্মে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭
ন কৃষ্ণঃ সর্বসৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষুরেক এব চ ।
সৃষ্ট্যোন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৮
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ ।
স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ ॥ ২৯
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাং সনাতনঃ ।
অতীব কমনীয়াঞ্চ চারুচম্পকসন্নিভাম্ ॥ ৩০
চন্দ্রবিম্ববিনিন্দৈকনিতম্বযুগলাং পরাম্ ।
সুচারুকদলীস্তম্ভনিন্দিতশ্রোণিসুন্দরীম্ ॥ ৩১
শ্রীযুক্তশ্রীফলাকারস্তনযুগ্মমনোরমাম্
পুষ্টাং যুক্তাং সুললিতাং মধ্যক্ষীণাং মনোহরাম্ ॥ ৩২
অতীব সুন্দরীং শান্তাং সস্মিতাং বক্রলোচনাম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৩৩
শশ্বচ্চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবন্তীং সততং মুদা ।
কৃষ্ণস্য সুন্দরং মুখচন্দ্রং চন্দ্রকোটিবিনিন্দিতম্ ॥ ৩৪
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা ।
সমং সিন্দূরবিন্দুঞ্চ ভালমধ্যে চ বিভ্রতীম্ ॥ ৩৫
বক্রিমং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতম্
রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকামুকীম্ ॥ ৩৬
কোটিচন্দ্রপ্রভামৃষ্টপুষ্টশোভাসমন্বিতাম্ ।
গমনে রাজহংসস্য গজগর্ববিনাশিনীম্ ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা তাং তু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে ।
রাসোল্লাসেষু রহসি রাসক্রীড়াং চকার হ ॥ ৩৮
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্তিমানিব ।
চকার সুখসম্ভোগং যাবদ্ বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৩৯
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা ।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দঃ শুভক্ষণে ॥ ৪০
গাত্রতো যোষিতস্তস্যাঃ সুরতান্তে চ সুব্রত ।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসা হরেঃ ॥ ৪১

নারদ ! যে কালবশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ হয়, সেই কাল অতিক্রান্ত হইলেও উঁহার অন্তর্নিহিত বিনাশ হয় না এবং অন্য উঁহার নাশ আর কেহ নাই ॥ ২৭

সর্বসৃষ্টির আদিতে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হইলে উঁহারই অংশস্বরূপ কাল সেই প্রভুকে সৃষ্টি করিবার প্রেরণা দান করিলেন ॥ ২৮

অনন্তর সেই স্বেচ্ছাময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় দ্বিধা রূপ ধারণ করিলেন। উঁহার বামভাগাংশ হইতে এক স্ত্রীমূর্তি এবং দক্ষিণাংশ হইতে পুরুষ মূর্তি হইল ॥ ২৯

তখন মহাকামী সনাতন কামাধারা সেই স্ত্রী মূর্তি দর্শন করিলেন। সেই প্রকৃতি অতীব কমনীয়া, মনোহর চম্পকপুষ্পের আভাবিশিষ্টা, চন্দ্রবিম্ববিনিন্দিত নিতম্বযুগলশালিনী, পরা—সুন্দর কদলীস্তম্ভ-বিনিন্দিত শ্রোণিদেশে সুশোভিতা যাহা দেখিতে পরম সুন্দরী ॥ ৩০-৩১

তিনি শ্রীযুক্ত (শোভাসমন্বিত), শ্রীফলাকার (বিল্বফলতুল্য) স্তনযুগলে মনোরমা (মনঃ আকর্ষণকারিণী), পুষ্টিযুক্ত দেহধারিণী, সুললিতা, ক্ষীণমধ্যা এবং মনোহারিণী ॥ ৩২

তিনি অতিশয় সুন্দরী, শান্তস্বভাবা, ঈষৎ হাস্যযুক্তমুখী, বক্রনেত্রা, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রপরিহিতা এবং রত্নের ভূষণসমূহে বিভূষিতা ॥ ৩৩

তিনি সর্বদাই চক্ষুরূপ চকোর দ্বারা কোটি চন্দ্রবিনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখচন্দ্র আনন্দে পান করিতেছেন ॥ ৩৪

তিনি ললাটমধ্যে কস্তূরী বিন্দুর সহ তাহার অধোভাগে চন্দনবিন্দু এবং সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৫

মালতী পুষ্পের মালায় অলঙ্কৃত বক্র কবরী এবং রত্নেন্দ্রসার-বিনির্মিত হার ধারণ করিয়াছেন এবং কান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামাভিলাষিণী হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৬

কোটি চন্দ্রের প্রভাসদৃশ উজ্জ্বল শোভাযুক্তা প্রকৃতি গমনে রাজহংস এবং গজের গর্ব খর্ব করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

এই মনোহারিণী রমণী দেখিয়া রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে উঁহার সহিত রাসোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া এক নির্জন স্থানে রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

মূর্তিমান্ শৃঙ্গার যেন সেই রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার বয়ঃপর্য্যন্ত কাল সেই প্রকৃতি সুন্দরীর সহিত নানাপ্রকার শৃঙ্গার অবলম্বন পূর্বক সুখসম্ভোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

অনন্তর নিত্যানন্দ জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া এক শুভক্ষণে প্রকৃতি দেবীর গর্ভে বীর্যাধান করিলেন ॥ ৪০

সুব্রত নারদ ! সুরতাবসানে অর্থাৎ রতিক্রিয়া শেষ হইলে, শ্রীহরির তেজে পরিশ্রান্ত সেই প্রকৃতির গাত্র হইতে শ্রমজল নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৪১

মহাসমর্থশিষ্টা নিধানমন্ত্র মন্ত্রয় ৪
ওমাবাহমন্ত্রমন্ত্রয় তৎ সর্বং বিদ্যোপদেশম্ । ৪১
ন চ নিধানমন্ত্রস্ত সর্বাধারো মন্ত্রয় ব
নিধানমন্ত্রাঃ সর্বেষাং ভৌমিকে মন্ত্রয়ে চ ॥ ৪০
মন্ত্রয় মূর্তিম্ মাত্রোদ্ধারাদারং প্রাণবল্লভা
তৎসন্তী মা চ তৎপুত্রা প্রাণাঃ পঞ্চ চ ভৌমিনঃ । ৪৪
প্রাণোপহারাঃ সমাবৈত্রেবাদানো ধানং এব চ ।
মন্ত্রয়ন্ত্রেষ তৎপুত্রা অন্তঃ প্রাণাস্ত পঞ্চ চ । ৪৫
বর্ণন্যাসাদিবেদ্যস্ত মন্ত্রয় মন্ত্রাঃ সমান্ ।
তদ্ধারাভাস্ত তৎসন্তী মন্ত্রমাত্রী মন্ত্রয় মা । ৪৬
অথ মা কৃতপত্রিস্ত কৃতাসনা ধ্যায় ব ।
পঞ্চমন্ত্রয়ন্ত্র যাবজ্জন্তী প্রকৃতিস্তথা । ৪৭
কৃতপ্রাণাদিবেদী মা কৃতপ্রাণাদিপ্রিয়া ।
কৃতন্ত্র সহিতী পঞ্চম কৃতাস্তঃকরণস্থিতা । ৪৮

পঞ্চমন্ত্রয়ন্ত্রাত্মীয়কালেঽতীতেঽপি পুনর্যদী ।
পুনর্যাব ক্রিয়ঃ সর্বাস্তাঃ বিদ্যাধারাসমং পঠেৎ । ৪৯
দৃষ্ট্বা ক্রিয়ক মা দেবী হৃদয়েন বিপুনতা ।
উৎসর্গং চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং সোমকে জলে ।
দৃষ্ট্বা কৃতন্ত্র তদ্ধ্যানং হাহাকারং চকার চ
সশাপ দেবীং দেবেশস্তৎক্ষণাৎ ধ্যানযোগিনম্ । ৫১
অহোঽহন্যাং ধরা ত্যক্তং সোমলোকে পুনির্ভূয়ে ।
ত্বয় ত্বমসমাপি চাস্ত প্রকৃতি নিশ্চিতম্ । ৫২
যা মাতৃসপ্তকন্যা চ ভবিষ্যন্তি পুরস্ত্রিয়ঃ
অনন্তরান্ত তাঃ সর্বাস্তৎসমা নিধাযোগিনঃ । ৫৩
এবমিত্যুক্তে দেবীভিঃ প্রাণ্য সমা ভয়ঃ ।
আবির্ভূয় ভবৈতা গুরুবর্গা মনোহরা । ৫৪
পীতপ্রসনবীণাবা বীণাপুস্তকধারিনী
হরভূষণভূষাঢ্যা সর্বাধ্যাত্মিকেশ্বরা । ৫৫

মহাসমর্থশিষ্টার ক্রোধ অবসন্ন। প্রকৃতি দেবীর দুর্দশা নিবারণ করতে অক্ষম বিবেচনা করে সকলে। তাঁহার দেহ হইতে যেই সময় যে প্রকারের বহির্গত হইল, তারা যোগাভ্যাসে অভিজ্ঞ হওয়ায় সেই সব প্রকারের এক একটী নিধি যোগাধারে পরিণত হইল। ৪১

তাঁহার সেই নিধানমন্ত্র সকলের আধারস্বরূপ হইল। অন্য কথায় প্রাকৃতিলিয়ে এই নিধানমন্ত্রই বিদ্যমান রইল। ৪০

সেই মূর্তিমান্ মন্ত্রয় মাত্রার দ্বারায় এক হই বিদ্যমান রইলেন, এই হই তাঁহার প্রাণপ্রিয়া হই হইলেন। পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) তাঁহার পঞ্চ পুত্র হইলেন। ৪৪

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই তাঁহার পঞ্চ পুত্র অন্তঃপ্রাণস্থ হইলেন। ৪৫

প্রকৃতির বর্ণন্যাসাদিবিদ্যে হইলেন মাতৃকা মন্ত্র। তাঁহার মাতৃকা হইতে তৎসন্তী মন্ত্রমাত্রী উদ্ভূত হইলেন। ৪৬

অনন্তর সেই কৃতপত্রি প্রকৃতি দীক্ষিত হইতে বর্ষ ধারণ করিলেন। সেই সময় সেই কৃতপত্রিসম্ভূত বর্ষ তিনি একত্র সমস্ত ধারণ করিয়া উদ্ধারস্থ হয়ে প্রকাশিত হইতে ছিলেন। ৪৭

এই ঘোড়শকৃতি দীক্ষিতস্থ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, দীক্ষিতস্থ প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়া, দীক্ষিতস্থ নিত্য সঙ্গিনী এবং দীক্ষিতের অন্তঃকরণ রূপা বিরাজমানা আছেন। ৪৮

এই বর্ষধারণকাল পর সমস্ত অধিবাসিত হইয়া যাইবার পরই সুন্দরী প্রকৃতিদেবী সর্বজ্ঞত্ব, সর্বদর্শিত্ব (অর্থাৎ ভোগী নিয়ের আত্মা) এক নিধি প্রদান করিলেন। ৪৯

প্রদানের পর নিধি দেখিয়া (সন্তান না দেখিয়া) অত্যন্ত অধিক হৃদয়ে দেবী প্রকৃতি ভোগসমূহ ভোগাকার উৎসর্গের সেই নিধি বিনাশ করিলেন। ৫০

তখন তৎক্ষণাৎ দীক্ষিত সেই নিধিকে পরিত্যাগ করিয়া দেখিতে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সেইক্ষণে দীক্ষিত তৎক্ষণাৎ প্রকৃতি দীক্ষাদাতাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ৫১

দীক্ষিত কহিলেন,—অধিনস্ত নিষ্ঠুর ভোগসমূহাদি ভোগ করিয়া তুমি এই নিধিরূপী অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করিলে, সেইহেতু অদ্য হইতে নিশ্চয়ই তুমি অসম্পন্না হইবে। ৫২

অতঃপর তোমার অন্য হইতে যে সমস্ত স্ত্রীলোক আবির্ভূত হইবে, তাহারাও তোমার সমান অসম্পন্না ও নিষ্ফলদায়িনী হইবে। ৫৩

এই সময় সেই দেবীর নিকট হইতে সহসা অন্তরিক্ষ এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। অন্যান্যাদিনী সেই কন্যা অত্যন্তা ছিলেন। ৫৪

তিনি পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, হস্তে পুস্তক ও বীণা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, মহাভূষণসমূহে বিভূষিতা এবং সর্বাধ্যাত্মসমূহের অধিশ্বরী। ৫৫

অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধারূপা বভূব হ ।
বামার্ধাংশা চ কমলা দক্ষিণার্ধা চ রাধিকা ॥ ৫৬
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব হ ।
দক্ষিণার্ধশ্চ দ্বিভুজো বামার্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭
উবাচ বাণীং শ্রীকৃষ্ণস্তামেব কামিনীং তদা ।
অস্যৈব কামিনী ত্বং চ ভব স্বয়ং হরিপ্রিয়ে ॥ ৫৮
এবং লক্ষ্মীং চ প্রদদৌ তুষ্টো নারায়ণায় চ ।
স জগাম চ বৈকুণ্ঠং তাভ্যাং সার্ধং জগৎপতিঃ ॥ ৫৯
অনংশৌ চ যে যে চ ধ্রুবা নারায়ণস্তথা ।
তুল্যা নারায়ণস্যৈব পার্ষদাশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৬০
তেজসা বয়সা রূপগুণাভ্যাং সমা হরেঃ ।
বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসীকোট্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৬১
অথ গোলোকনাথস্য লোম্নাং বিবরতো মুনে ।
বভূবুর্গোপগণাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬২
রূপেণ চ গুণেনৈব বেশেন বিক্রমেণ চ ।
প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্বে বভূবুঃ পার্ষদা বিভোঃ ॥ ৬৩
রাধাঙ্গলোমকূপেভ্যো বভূবুর্গোপকন্যকাঃ ।
রাধাতুল্যাশ্চ সর্বাস্তা রাধাতুল্যাঃ প্রিয়ংবদাঃ ॥ ৬৪
রত্নভূষণভূষাঢ্যাঃ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ ।
অসংখ্যাতাশ্চ তাঃ সর্বাঃ পুংসঃ সংখ্যা মহত্তম ॥ ৬৫
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র সহসা কৃষ্ণদেহতঃ ।
আবির্বভূব সা দুর্গা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৬
দেবী নারায়ণীশানী সর্বশক্তিস্বরূপিণী ।
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬৭
দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
পরিপূর্ণতমা তেজঃস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৮
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সূর্যকোটিসমপ্রভা ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা সহস্রভুজসংযুতা ॥ ৬৯

অনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর সেই শ্রীরাধিকা দেবীও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার বামার্ধভাগে কমলা (লক্ষ্মী) এবং দক্ষিণার্ধভাগে রাধিকা—এই দুই অংশে ব্যক্ত হইলেন। ৫৬

এই সময়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দুই অংশে বিভক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণার্ধ ভাগ দ্বিভুজধারী (কৃষ্ণ) এবং বামার্ধভাগ চতুর্ভুজধারী (শ্রীবিষ্ণু) হইলেন। ৫৭

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাণী দেবীকে বলিলেন, তুমি এই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী হও। এখানেই কামিনী রূপে থাকিলে, [illegible] কিছু করিতে হইবে না, তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে না। অথবা [illegible] বিষয়ে তোমাকে অভিমান করিতে তোমার হইবে না। ৫৮

এইরূপে তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীকে নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন; অর্থাৎ লক্ষ্মীকে নারায়ণের পত্নীরূপে প্রদান করিলেন। তখন জগৎপতি শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৫৯

যেহেতু বাণী ও লক্ষ্মী—ইঁহারা উভয়ে মূলপ্রকৃতি রাধার অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, সেইহেতু এই দুই দেবীও (বাণী ও লক্ষ্মী) অংশরূপা হইলেন। ইঁহারা সহ শ্রীনারায়ণের অংশ হইতে চতুর্ভুজধারী বহু পার্ষদ উৎপন্ন হইলেন। ৬০

এই সব পার্ষদগণ তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে শ্রীহরির সমান ছিলেন। এইরূপ কমলার অঙ্গ হইতে তাঁহারই তুল্যা কোটি কোটি দাসী উৎপন্না হইলেন। ৬১

হে মুনে! অনন্তর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপের ছিদ্র হইতে বয়স ও তেজে সমান অসংখ্য গোপগণ উদ্ভূত হইলেন। ৬২

রূপ, গুণ, বেশ ও বিক্রমে তুল্য এই সব পার্ষদগণ প্রাণতুল্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র ছিলেন। ৬৩

শ্রীরাধার অঙ্গস্থিত লোমকূপসমূহ হইতে অসংখ্য গোপী উদ্ভূতা হইলেন। ইঁহারা সকলে রূপে রাধাতুল্যা ছিলেন এবং রাধাতুল্যা প্রিয়ংবদিনী ছিলেন। ৬৪

ইঁহারা সকলে রত্নময় ভূষণে ভূষিতা এবং সদা সুস্থির-যৌবনা ছিলেন। অসংখ্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে ইঁহারা অসংখ্য সর্বদা অবস্থান (নিত্যধাম) হইয়া রহিলেন। ৬৫

হে বিপ্র! এই সময়ে সহসা শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। ৬৬

এই দেবী নারায়ণী ঈশানী (ঈশান শিবের পত্নী ঈশানী অথবা ঈশান শিবের অর্ধাঙ্গিনী নারায়ণী বা ঈশানী) এবং সর্বশক্তিস্বরূপিণী। এই দেবী দুর্গা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৬৭

ইনি দেবীগণের বীজরূপা, মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী, পরিপূর্ণতমা, তেজঃস্বরূপা ও ত্রিগুণাত্মিকা। ৬৮

ইনি তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ-তুল্য কান্তিময়ী, কোটি সূর্যতুল্য প্রভাময়ী, ঈষৎ হাস্যের দ্বারা প্রসন্নবদনা এবং সহস্র বাহুশালিনী। ৬৯

নানাশস্ত্রাস্ত্রনিকরং বিভ্রতী সা ত্রিলোচনা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ১০
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুঃ সর্বযোষিতঃ
সর্ববিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতাঃ মায়য়া যয়া ॥ ১১
সর্বৈশ্বর্যপ্রদাত্রী চ কামিনাং গৃহবাসিনাম্।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী চ বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ১২
মুমুক্ষূণাং মোক্ষদাত্রী সুখিনাং সুখদায়িনী।
স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীঃ সা গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বপি ॥ ১৩
তপস্বিষু তপস্যা চ শ্রীরূপা যা নৃপেষু চ।
যা চাগ্নৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ১৪
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ পদ্মেষু চ সুশোভনা
সর্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ১৫
যয়া চ শক্তিমানাত্মা যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ।
যয়া বিনা জগৎ সর্বং জীবন্মৃতমিব স্থিতম্ ॥ ১৬

যা চ সংসারবৃক্ষস্য বীজরূপা সনাতনী।
স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা ফলরূপা চ নারদ ॥ ১৭
ক্ষুৎপিপাসা দয়া শ্রদ্ধা নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষমা ধৃতিঃ।
শান্তির্লজ্জা-তুষ্টি-পুষ্টি-ভ্রান্তি-কান্ত্যাদিরূপিণী ॥ ১৮
সা চ সংস্তূয় সর্বেশং তৎপুরঃ সমুবাস হ।
রত্নসিংহাসনং তস্যৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ১৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সস্ত্রীকশ্চ চতুর্মুখঃ।
পদ্মনাভেঃ নাভিপদ্মান্নিঃসসার পুমান্ মুনে ॥ ২০
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাং বরঃ।
চতুর্মুখস্তং তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ২১
সুন্দরী সুদতী শ্রেষ্ঠা শতচন্দ্রসমপ্রভা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ২২
রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্তূয় সর্বকারণম্।
উবাস স্বামিনা সার্ধং কৃষ্ণস্য পুরতো মুদা ॥ ২৩

তাঁহার হস্তে নানাশস্ত্র ও ত্রিশূলাদি নানা অস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়া বিরাজিত অর্থাৎ তিনি সর্বাস্ত্রধারিণী ও সর্বাস্ত্র-সম্পন্না ছিলেন। সেই ত্রিলোচনা দুর্গা বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রপরিহিতা এবং রত্নালঙ্কারসমূহে ভূষিতা ছিলেন। ১০

তাঁহার অংশাংশের কলা হইতে (সব স্ত্রী জাতের এক অংশকে অংশ বলে, সেই অংশের যদি সেই অংশের এক অংশকে অংশাংশ বলে। সেই অংশাংশের ষোড়শাংশের এক অংশকে কলা বলে) সমস্ত রমণী উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার মায়ায় সর্ববিশ্বস্থিত লোকসকল মোহিত হইয়া থাকে। ১১

তিনি গৃহবাসী কামীদিগের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করেন এবং এই বৈষ্ণবী দেবী বৈষ্ণবদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন। ১২

এই দেবী মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষ প্রদান করেন, সুখী ব্যক্তিদিগকে সুখদান করেন, স্বর্গলোকে স্বর্গলক্ষ্মী এবং এই দেবী গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা। ১৩

তিনি তপস্বীদিগের তপস্যা এবং নৃপগণের রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা। তিনি অগ্নিতে দাহিকা শক্তি ও সূর্যে প্রভারূপিণী। ১৪

তিনি চন্দ্রে শোভারূপা এবং পদ্মে পরম শোভারূপা। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে এই দেবী সর্বশক্তিরূপা হইয়া বিরাজমানা আছেন। ১৫

যাঁহা দ্বারা আত্মা শক্তিমান্, যাঁহা দ্বারা এই জগৎ শক্তি-সম্পন্ন শক্তিমান্। যাঁহা ব্যতীত এই সম্পূর্ণ জগৎ জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করে। ১৬

নারদ! এই দেবী সংসাররূপ বৃক্ষের সনাতনী বীজ-রূপা। ইনি স্থিতিরূপা, বুদ্ধিরূপা ও ফলরূপা। ১৭

ইনি ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষমা, ধৃতি, শান্তি, লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রান্তি ও কান্তি প্রভৃতি রূপ রূপিণী। ১৮

সেই দেবী সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে স্তুতি করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। রাধিকাপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে একটি রত্নসিংহাসন প্রদান করেন। ১৯

হে মুনে! এই সময় সহসা শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্মুখ পদ্মযোনি এক পুরুষ নির্গত হইলেন। ২০

তিনি কমণ্ডলুধারী, পরম সুন্দর, তপস্বী, জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চতুর্মুখ ও ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন। আবির্ভাবের পর তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ২১

এই চতুর্মুখ ব্রহ্মার সহিত আবির্ভূতা সুন্দরদন্তা সুন্দরী শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রপরিহিতা এবং রত্নালঙ্কারসমূহে বিভূষিতা ছিলেন। ২২

এই দেবী সর্বকারণ পরমাত্মার স্তব করিয়া এক রমণীয় রত্নসিংহাসনে স্বামীর সহিত আনন্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ২৩

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণো গোপিকাপতিঃ ॥ ৬৪
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো হরঃ ॥ ৬৫
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভো জটাভারধরঃ পরঃ।
ভস্মভূষণগাত্রশ্চ সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৬
দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সর্পভূষণভূষিতঃ।
বিভ্রদ্দক্ষিণহস্তেন রত্নমালাং সুসংস্কৃতাম্ ॥ ৬৭
প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৬৮
কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকভীতিহরং পরম্ ॥ ৬৯
সংস্তূয় মৃত্যোর্মৃত্যুং তং জাতো মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস হরেঃ পুরঃ ॥ ৭০
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে দেবদেব্যুৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দুইরূপে বিভক্ত হইলেন। তন্মধ্যে তাঁহার বামার্দ্ধাঙ্গ মহাদেব হইলেন এবং দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ হইলেন। ৬৪

সেই হর শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ শুভ্রবর্ণ, শতকোটি সূর্য্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, ত্রিশূল ও পট্টিশধারী এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত ছিলেন। ৬৫

তিনি তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট জটাভার ধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ ভস্মে ভূষিত, মুখ ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং মস্তকে চন্দ্র ভূষণ ছিলেন। ৬৬

এই মহাদেব দিগম্বর (দিগ্বসনধারী), নীলকণ্ঠ, সর্পভূষণে ভূষিত এবং দক্ষিণ হস্তে সুসংস্কৃত রত্নমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৬৭

তিনি নিজ পঞ্চমুখে ব্রহ্মজ্যোতিঃ, সনাতন, সত্যস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। ৬৮

তিনি সমস্ত কারণেরও কারণ, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়হারী, মৃত্যুর মৃত্যু, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া জগতে 'মৃত্যুঞ্জয়' নাম প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর হরের সম্মুখে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৬৯-৭০

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদরূপ দেব ও দেবীদের উৎপত্তি-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
[বিরাড়াবির্ভাববর্ণনম্ ।]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।
অথ ডিম্বো জলে তিষ্ঠন্ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
ততঃ স কালে সহসা দ্বিধাভূতো বভূব হ ॥ ১
তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
ক্ষণং রোরূয়মাণশ্চ স্তনান্ধঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ২
পিতৃমাতৃপরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাসংখ্যনাথো যো দদর্শোর্দ্ধমনাথবৎ ॥ ৩
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোঽপি নাম্না দেবো মহাবিরাট্।
পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থূলাত্তথাপ্যসৌ ॥ ৪

তৃতীয় অধ্যায়।
[বিরাড়াবির্ভাব বর্ণন।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—নারদ! অনন্তর প্রকৃতিদেবী কর্ত্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত সেই ডিম্ব ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করিল। তাহার পর যথা নির্দিষ্ট সময়ে কাল উপস্থিত হইল, তখন সেই ডিম্ব সহসা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ১

তাহার মধ্যে শতকোটি সূর্য্যসম প্রভাবিশিষ্ট এক শিশু ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ক্ষণকাল রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই স্থলে স্তনপান করিতে না পাওয়ায় অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ২

এই শিশু পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা প্রকৃতি দেবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জলমধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া রহিলেন। তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের নাথ (প্রভু), কিন্তু তখন অনাথের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। ৩

তিনি স্থূল হইতে স্থূলতম বলিয়া সেই দেবই 'মহাবিরাট্' নাম প্রাপ্ত হইলেন। পরমাণু যেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, সেই মহাবিরাট্ স্থূল হইতে স্থূলতম। ৪

ভেদনাথ যোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
অথাতোঽসংখ্যবিধানাঃ মহাবিষ্ণুস্ত প্রাকৃতঃ ॥ ৪
প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিরাজি নিবসামি চ।
অস্যাপি ভেদাঃ সংখ্যাশ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ ॥ ৬
সংখ্যা ভেদোঽস্তরাণীতি বিধানাঃ ন জগদ্ভব
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭
প্রতিবিশ্বেষু সংখ্যাবঃ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
পাতালাদ্ ব্রহ্মলোকান্তা ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৮
তত্র ঊর্দ্ধে চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডস্য বহিস্তথা সঃ
চ চ সপ্তাবরণাস্ত পরব্যাপ্তাস্তথা ॥ ৯
অধস্তাৎ তৈব লোকাঃ পাতালস্য কোটিযোজনাৎ
বিদ্যা, সপ্তাবরণাস্ত যথা কৃষ্ণস্তথাপরম্ ॥ ১০
সপ্ত ঘৌপবিদ্যা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা
ঊনপঞ্চাশৎপঞ্চাশদ্ব্যাপ্তৈশ্চৈব বিদ্যা ॥ ১১

ঊর্দ্ধং সপ্ত চ স্বর্গাশ্চ ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ
পাতালানি চ সপ্তাধস্তৈঃ ব্রহ্মাণ্ডমেব চ ॥ ১২
ঊর্দ্ধং ভূর্লোক ভূর্লোকো ভুবর্লোকস্তদূর্দ্ধতঃ পরঃ।
স্বর্লোকস্তু ততঃ পশ্চাদ্ধ্রুবস্তস্মাদ্ধ্রুবস্তুতঃ ॥ ১৩
ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ
ততঃ পরো ব্রহ্মলোকস্তুতস্তাবন্নিবিদ্ধঃ ॥ ১৪
এবং সর্বং কৃত্রিমঞ্চ যদ্যত্তদ্বয় এব চ।
ত্রিবিধাশে বিনাশশ্চ সর্বেষামেব নাশয় ॥ ১৫
জলবুদ্বুদবৎ সর্ববিশ্বমজ্ঞানবিজৃম্ভম্।
নিত্যো গোলোক-বৈকুণ্ঠৌ সত্যো সত্যস্ত্রিধৌ ॥ ১৬
লোমকূপে চ ব্রহ্মাণ্ডঃ প্রত্যেকেষু বিভিন্নম্।
এবং সংখ্যা ন জানামি কৃষ্ণোঽপ্যন্তং ন বেদ কঃ ॥ ১৭
প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
ভিন্নঃ কোটিঃ পুরাণাশ্চ সংখ্যা নাস্তি পৃথক্ ॥ ১৮

যদি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোলোকাংশের ষোল ভাগের এক ভাগ। একটি রোমে যখন এই অসংখ্য বিশ্বসমূহের অবস্থান ॥ ৪

তাঁহার প্রতি লোমকূপে অগণিত বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন। অথচ আমি এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই সব বিষ্ণুর সংখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৬

এবং ব্রহ্মাণ্ডের বা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদের সংখ্যা কেহ বলিতে পারেন, কিন্তু এই বিশ্বসমূহের সংখ্যা কখনও করা যায় না। এইরূপ বিশ্বসমূহে স্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরও সংখ্যা করিতে কেহ সমর্থ হন না ॥ ৭

এইরূপ প্রতি বিশ্বেই ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণ আছেন। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত একত্র ব্রহ্মাণ্ড বলে ॥ ৮

তাহার ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠলোক, উহা ব্রহ্মাণ্ড হইতে বহির্দেশে পৃথগ্‌ভাবে বিরাজমান আছেন। যেরূপ নারায়ণ সপ্তাবরণ ও বিদ্যা, সেইরূপ এই বৈকুণ্ঠধামও সপ্তাবরণ এবং বিদ্যা ॥ ৯

এই বৈকুণ্ঠধাম হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে গোলোক। যেরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যা ও সপ্তাবরণ, সেইরূপ গোলোকধামও বিদ্যা ও সপ্তাবরণ ॥ ১০

এই পৃথিবী সপ্ত দ্বীপবতী ও সপ্ত সাগরসমূহা। এই পৃথিবীরও ঊনপঞ্চাশৎ ব্যাপে এবং অনন্ত পর্যন্ত ও অনন্তরূপ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১১

এই পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকসহ সপ্ত স্বর্গলোক এবং অধোদিকে সপ্ত পাতাল লোক—এই সমস্তের সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় ॥ ১২

পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ভূর্লোক, তাহার অর্থাৎ ভূর্লোকের ঊর্দ্ধে ভুবর্লোক, এইরূপ ভুবর্লোকের ঊর্দ্ধে স্বর্লোক, স্বর্লোকের ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোক এবং তাহার ঊর্দ্ধে তপোলোক ॥ ১৩

তপোলোকের ঊর্দ্ধে সত্যলোক, তাহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং সত্যলোকের ঊর্দ্ধে ভক্তজনবিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ গোলোক ॥ ১৪

সার। পৃথিবীর সবই লয় বিনাশ হইবে; এই পৃথিবীর বিনাশের সময়েরই নাম প্রলয় বলা যাইতে পারে ॥ ১৫

এই বিশ্বসমূহ জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য; কিন্তু গোলোক ও বৈকুণ্ঠ লোক নিত্য, সত্য এবং সত্য অবস্থিত ॥ ১৬

এই মহাবিরাটের প্রতি লোমকূপে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বিভিন্নরূপে বিরাজমান আছে। স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই সব ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অবধির সমর্থ হন না; সুতরাং অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে ॥ ১৭

সেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি আছেন। আর; অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন কোটি বেদ, বিশ্বসমূহ ও বিশ্বপালকগণ, পুরাণাদি, এবং ব্রহ্মাদি সকলেই বিরাজমান আছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড আয়তনে সাতটি বর্ণ, আবরণরূপে সাতটি এবং সাতটি পর্যন্ত আছে ॥ ১৮-১৯

দিব্যশ্রবৈঃ [illegible] নারাণাদি [illegible] ।
তুমি [illegible] [illegible] ॥ ১৯
অথ কালেন স বিরাড় [illegible] পুনঃ পুনঃ ।
[illegible] ন দ্বিতীয়ঃ [illegible] ॥ ২০
[illegible] পুনঃ পুনঃ ।
[illegible] ॥ ২১
[illegible] ।
[illegible] বিপুলঃ [illegible] ॥ ২২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৪
[illegible] ।
[illegible] ।

অনন্তর কালক্রমে সেই বিরাট্ পুনঃ পুনঃ ঊর্ধ্বে দর্শন করিয়া [illegible] [illegible] অবলোকন করিলেন, দ্বিতীয় [illegible] দেখিতে পাইলেন না ॥ ২০

তিনি [illegible] চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং [illegible] হইয়া [illegible] রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই [illegible] করিয়া সেই মহাবিরাট্ [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিলেন ॥ ২১

অনন্তর তিনি সেখানেই [illegible] ব্রহ্মজ্যোতিঃ, [illegible], নীলজলদবিনিন্দিত, [illegible] এবং বিপুল [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তখন সেই [illegible] মহাবিরাট্ [illegible] হইয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন ॥ ২২-২৩

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] তাঁহাকে [illegible] প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বৎস। তুমি আমারই [illegible] হও, [illegible] এবং [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] কর। তুমি [illegible] হইয়া [illegible] এবং [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] ॥ ২৪ ২৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া [illegible] মহাবিরাটের [illegible] [illegible] (ঐ প্রকার বাক্য) [illegible] করিলেন ॥ ২৬

[illegible] পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩০
[illegible] ।
[illegible] পুনর্ভবেৎ ॥ ৩১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩২

সেই [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] (প্রকৃতি) এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিলে [illegible] হয়। এই সব [illegible], [illegible] ও [illegible] ॥ ২৭

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ মহাবিরাট্কে এই বর প্রদান করিয়া তাঁহার [illegible] করিলেন। তদনুরূপ [illegible]। তিনি যে [illegible] [illegible], [illegible] আমি তোমাকে [illegible], তুমি [illegible] ॥ ২৮

প্রতি [illegible] বিষ্ণু [illegible] বৈষ্ণব [illegible] করিবে, [illegible] ও [illegible] (সর্বলোকবাসী) এই মহাবিরাট্ [illegible] ॥ ২৯

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] ॥ ৩০

যে ব্যক্তি যে কোনও [illegible] যে বৈষ্ণব [illegible] করে, সেই [illegible] সেই সব [illegible] করিয়া থাকেন; কিন্তু [illegible] সেই [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] হইয়া যায় ॥ ৩১

সর্বব্যাপী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ মহাবিরাট্কে [illegible] [illegible] করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জহুর্ষ মহাবিরাট্ ।
অবরো বালকস্তত্র বচঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৩০

মহাবিরাডুবাচ ।

বরং মে দেহি হে তাত ভক্তিমচলাং নিশ্চলাং ।
সততং যাবদায়ুর্মে ক্ষণং বা সুচিরং বা ॥ ৩১

ত্বদ্ভক্তিযুক্তো যো লোকে জীবন্মুক্তঃ স সন্ততম্ ।
ত্বদ্ভক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩২

কিং জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ ।
ব্রতেনোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৩

কৃষ্ণভক্তিবিহীনস্য মূর্খস্য জীবনং বৃথা ।
যেনাত্মনা জীবিতশ্চ তমেব নহি মন্যতে ॥ ৩৪

যাবদাত্মা শরীরেঽস্তি তাবৎ স শক্তিসংযুতঃ ।
পশ্চাদ্ যান্তি গতে তস্মিন্ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৫

স চ ত্বঞ্চ মহাভাগ সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ

তোমার যদি কোন অভিলষিত বর থাকে, তবে তাহা বল, আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব। ২৮

পিতা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বালকরূপ বালক মহাবিরাট্ তাঁহাকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ২৯

মহাবিরাট্ কহিলেন,—পিতঃ! আমার আয়ু অল্পকালই হউক বা অতি দীর্ঘকালই হউক, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, ইহাই আমার অভিলষিত বর। ৩০

এ জগতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি ভক্তিমান্, সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি ভক্তিহীন, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও মৃত অর্থাৎ ভক্তিশূন্যব্যক্তি মৃত এবং মূর্খ। ৩১

যে ব্যক্তি আপনার ভক্ত নয়, তাহার জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, উপবাস, পুণ্য তীর্থ ও তীর্থসেবায় কি হইবে? অর্থাৎ এ সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। ৩২

কৃষ্ণভক্তিহীন মূর্খের জীবনই বৃথা; কারণ, যে আত্মা দ্বারা সে জীবিত থাকে, সেই আত্মাকেই সে অবজ্ঞা করে। ৩৩

যতকাল আত্মা শরীরে থাকেন, ততকালই সেই ব্যক্তি শক্তিমান্ অর্থাৎ জীবিত থাকে, কিন্তু ঐ আত্মা অন্তর্হিত হইলে তাহার শক্তিসকল তাঁহার পশ্চাৎ গমন করেন, যেহেতু আত্মা হইতে শক্তি রক্ষিত আছে। ৩৪

সোঽপ্যাত্মস্ত পরিতো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ। ৩৬

ইত্যুক্ত্বা বালকস্তত্র বিররাম চ নারদ।
উবাচ কৃষ্ণঃ প্রত্যুক্তিং মধুরাং শ্রুতিসুখাবহাম্ ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

সুচিরং সুস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং ত্বং তথা ভব
ব্রহ্মণোঽসংখ্যপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৮

অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ত্বঞ্চ ক্ষুদ্র বিরাড্ ভব।
ত্বন্নাভিপদ্মাদ্ ব্রহ্মা চ বিশ্বস্রষ্টা ভবিষ্যতি ॥ ৩৯

ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তু।
শিবাংশেন ভবিষ্যন্তি সৃষ্টিসংহারণায় বৈ ॥ ৪০

কালাগ্নিরুদ্রস্তেষ্বেকো বিশ্বসংহারকারকঃ।
পাতা বিষ্ণুশ্চ বিশ্বস্য ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪১

মদ্ভক্তিযুক্তঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে।
ধ্যানেন কমনীয়ং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪২

মহাভাগ বৎস! সেই আত্মাই সকলের আত্মস্বরূপ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তোমাতে সকলের আধিভৌতিক স্বরূপ এবং সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি। ৩৫

বালক! এই কথা বলিয়া সেই বালক মহাবিরাট্, বিরত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে এই শ্রুতিসুখকর ও মধুর বাক্য বলিলেন। ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—বৎস! তুমি আমার ন্যায় সুচিরকাল যাবৎ সুস্থির হইয়া অবস্থান কর। অসংখ্য ব্রহ্মার পতন (বিনাশ) হইলেও তোমার পতন হইবে না। ৩৭

পুত্র! তুমি প্রতি অংশে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র বিরাটরূপে অবস্থান কর। তোমারই নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবে। ৩৮

সৃষ্টিসংহারের জন্য সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে শিবাংশে তাহা একাদশ রুদ্র উদ্ভূত হইবে। ৩৯

এই একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন কালাগ্নি নামক রুদ্র বিশ্বের সংহারকর্ত্তা হইবে। ক্ষুদ্রাংশে অবতীর্ণ বিষ্ণু বিশ্ব তোমাদের হইয়া আমার বিষ্ণু—বিশ্বপালক রক্ষাকর্ত্তা হইয়া সকলের পালক হইবে। ৪০

তুমি আমার বরে সর্ব্বদা আমার প্রতি ভক্তিমান্ থাকিবে এবং ধ্যানযোগে আমার কমনীয় রূপ নিরন্তর দর্শন করিবে। ৪১

যাবত্তা কমলাক্ষ মম [illegible] :
যাবি লোকাঃ স্থিতি ব্রহ্মাণ্ডস্য লোকসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬
তথা স্বর্গাদিঃ প্রথমাঃ [illegible] স ইহাত্ম ॥
[illegible] নাৰ্দ্ধীতস্য [illegible] ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

স্থিরঃ স্থাণু যথা ধ্যানাৎ নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব
মহাবিরাট্ লোমকূপে কৃষ্ণস্য চ দিবে মুদা ॥ ৩৮
যথা ধ্যানং মহাবিষ্ণু ব্রহ্ম তাংস্তদ্বদো ভব ।
ধ্যানেন চ মহাকালং যাবচ্চ প্রতিষ্ঠং জগৎ ॥ ৩৯
উক্ত্বা কৃষ্ণস্তমাহ্বানং বিধানং বিধিবন্মুদা ।
জগাম নাম্না তং ব্রহ্ম স্থিত্বা বিধাতকঃ ॥ ৪০
মহাবিরাট্ লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে
স বভূব বিরাট্ ক্ষুদ্রো বিরাডংশেন সাম্প্রতম্ ॥ ৪১
শ্যামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্পকে ।
ঈষদ্ধাস্যঃ প্রসন্নাস্যো বিশ্বব্যাপী জনার্দনঃ ॥ ৪২
তন্নাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোদ্ভবঃ ।
সম্ভূয় পদ্মদণ্ডে চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৪৩
নাপ্যন্তং জগাম হংসঃ পদ্মদণ্ডস্য পদ্মজঃ
নাভিজস্য চ পদ্মস্য চিন্তামাপ পিতা তব ॥ ৪৪
স্বস্থানং পুনরাগত্য দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্
ততো দদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা ॥ ৪৫
শয়ানং জলতল্পে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকাপ্লুতে ।
যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তং চ তৎপরমীশ্বরম্ ॥ ৪৬
শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপি গোলোকং গোপগোপীসমন্বিতম্
তং সংস্তূয় বরং প্রাপ তত্ত্বঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥ ৪৭
বভূবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সনকাদয়ঃ ।
ততো রুদ্রাঃ কপালাচ্চ শিবস্যৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪৮
বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্য বামপার্শ্বতঃ ।
চতুর্ভুজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ ॥ ৪৯

আমার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত তোমার মাতা প্রকৃতি দেবীকে [illegible] দর্শন করিব। বৎস! আমি এখন গোলোকে গমন করিব, তুমি অবস্থান কর'। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৬

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে স্বর্গলোকে গমন করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাকে এবং পালন করিবার জন্য নারায়ণকে বলিলেন ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বৎস বিধে! তুমি সৃষ্টি করিবার জন্য স্থির হও এবং বিরাটের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হও। মহাবিরাটের প্রতি লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধাতা তুমি হও ॥ ৩৮

বৎস মহাদেব! তুমি ধ্যানস্থ হও এবং [illegible] প্রতিষ্ঠিত থাক। মহাদেব! [illegible] তুমি চিরকাল তপস্যা করিতে থাক ॥ ৩৯

বিধিপুত্র নারদ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মা এবং মহাদেব [illegible] তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিবার জন্য মহাবিরাটের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড গোলকের জলে বাস করিলেন। সেই মহাবিরাটের অংশ ক্ষুদ্র বিরাট হইলেন ॥ ৪০-৪১

সেই বিরাটের শরীর শ্যামবর্ণ, যুবক, পীতবসনধারী, জলশয্যায় শয়ান এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রসন্নবদন ॥ ৪২

তাঁহার নাভিকমল হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা জন্মিয়া সেই পদ্মের দণ্ডে লক্ষযুগ ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

পদ্ম হইতে জাত ব্রহ্মা তথাপি সেই পদ্মদণ্ডের নাভিজাত পদ্মের অন্ত নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তোমার পিতা ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৪

তখন ব্রহ্মা স্বস্থানে (নাভিপদ্মে) আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধ্যানযোগে দিব্য চক্ষু দ্বারা ক্ষুদ্রশায়ী বাসুদেবকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৫

ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোককে আপ্লুত করিয়া জলশয্যায় যিনি শয়ান ছিলেন এবং যাঁহার লোমকূপে সেই ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, তিনি সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপ-গোপীগণ পরিবৃত গোলোকের স্তব করিয়া বর লাভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৭

প্রথমে ব্রহ্মার মন হইতে সনকাদি মানস পুত্রগণ উৎপন্ন হইলেন। তাহার পর তাঁহার কপাল হইতে শিবের একাদশ রুদ্র আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৮

ক্ষুদ্রশায়ী বাসুদেবের বামপার্শ্ব হইতে জগৎপালক বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। এই ভগবান্ বিষ্ণু চতুর্ভুজ ও শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী ॥ ৪৯

[illegible] ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বিশ্বনির্দেশো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

[illegible] ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বিশ্বনির্দেশন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

(সরস্বত্যাঃ পূজাবিধান-কবচ-স্তোত্রাদি-বর্ণনম্।)

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্বমপূর্বঞ্চ ত্বৎপ্রসাদাৎ সুধোপমম্।
অধুনা প্রকৃতীনাঞ্চ ব্যস্তং বর্ণয় পূজনম্ ॥ ১

কস্যাঃ পূজা কৃতা কেন কথং মর্ত্যে প্রকাশিতা।
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা মুনে ॥ ২

কবচং স্তোত্রধ্যানঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভম্।
কাসাং কাসাং কৃতং কেন তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ৪

আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্ভুতঃ।
সুধোপমঞ্চ চরিতং সর্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৫

প্রকৃত্যংশাঃ কলা যাশ্চ তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্।
সর্বং বদামি তে ব্রহ্মন্ সাবধানং নিশাময় ॥ ৬

বাণী বসুন্ধরা গঙ্গা ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডিকা।
তুলসী মনসা নিদ্রা স্বাহা স্বধা চ দক্ষিণা ॥ ৭

[illegible] ॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায়।

[সরস্বতীর পূজাবিধান, স্তব, স্তোত্র ও কবচাদি বর্ণন।]

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে সুধা-তুল্য এই সব অপূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতিগণের পূজাদি বিস্তারপূর্বক বর্ণন করুন। ১

যে মুনে! প্রথমে কাহার পূজা হইয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি কাহার পূজা করিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া তাহা মর্ত্যলোকে প্রকাশিত হইয়াছে? কাহার দ্বারাই বা কোন্ প্রকৃতি পূজিত হইয়াছিলেন? কাহার দ্বারাই বা কোন্ দেবী স্তুতা হইয়াছিলেন? ২

ভগবন্! আপনি প্রকৃতি দেবীগণের কবচ, স্তোত্র, ধ্যান, প্রভাব এবং শুভ চরিত আমাকে বলুন। কোন্ দেবীর [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন? এই সব আমার নিকটে কৃপা করিয়া কীর্তন করুন। ৩

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে বৎস! সৃষ্টিকার্যে গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী—এই পঞ্চ প্রকৃতি নিরূপিত আছেন। ৪

ইঁহাদের পূজা পূর্বে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আছে, ইঁহাদের প্রভাব পরম অদ্ভুত, সুধাতুল্য ও সর্বমঙ্গল কারণ শুভ চরিত্র প্রথিত আছে। ৫

ইঁহারা এই সব প্রকৃতির অংশ এবং কলা, ইঁহাদিগেরও চরিত্র শুভকর। ব্রহ্মন্! আমি এ সমস্ত তোমাকে বলিব, তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। ৬

বাণী (সরস্বতী), বসুন্ধরা (পৃথিবী), গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বাহা, স্বধা ও দক্ষিণা, ইঁহারা [illegible] ৭-৮

মাকেন্দমাসাদ্ধর্জিতঃ পুণ্যঃ ভক্তিপুৰ্ব্বকম্ ।
জীবকর্মবিপাকঞ্চ তত্র কল্যাণি সুন্দরম্ ॥ ৯
দুর্গাঘ্নাক্ষৈক যাথায় বিস্তীর্ণঃ চরিতং মহৎ ।
তত্র পশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যেনা ক্রমতঃ শৃণু ॥ ১০
আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা ।
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ১১
আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ ১২
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমাতরম্
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভজ নারায়ণং সাধ্বি মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্ ।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমম্ ॥ ১৪
কামজ্ঞং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং লীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্ ॥ ১৫
কান্তে কান্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্থাতুমিহেচ্ছসি ।
ত্বত্তো বলবতী রাধা ন তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ১৬
যো যস্মাদ্ বলবান্ সাধ্বি ততোঽন্যং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ।
কথং পরান্ সাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ ॥ ১৭
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ ।
তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ১৮
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ।
প্রাণতোঽপি প্রিয়ঃ পুত্র কেষাং বাস্তি চ কশ্চন ॥ ১৯
ত্বং ভদ্রে গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ।
পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্ ॥ ২০
লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধ-মান-হিংসাবিবর্জ্জিতা ।
তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মী রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ২১
তয়া সার্দ্ধং তব প্রীত্যা সদা কালঃ প্রযাস্যতি ।
গৌরবং সমভাবঞ্চ তুল্যাং করিষ্যতি পতির্দ্বয়োঃ ॥ ২২

ইহাতে জীবকর্ম্মবিপাক ও সুন্দর চরিত এবং দুর্গাখ্যান বর্ণ বিস্তার আমি (তোমাকে) বিস্তারিতরূপে বলিব ॥ ৯

তাহার পর দুর্গা এবং তাঁহার বিস্তীর্ণ ও মহৎ চরিত তোমাকে বলিব। তুমি সংখ্যান ক্রমানুসারে ক্রমানুসারে [illegible] চরিত শ্রবণ কর ॥ ১০

প্রথম সরস্বতীদেবীর পূজা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! তাঁহার প্রসাদে অতীব যে মূর্খব্যক্তিও অক্লেশে পূর্ণ পণ্ডিত হইয়া থাকে ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ-পত্নী রাধিকাদেবীর মুখ হইতে যখন এই দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হন, তখন কামরূপিণী কামুকী এই দেবী বাণী কামবাসনায় শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন ॥ ১২

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনোগত ভাব জানিয়া সেই সর্ব্বমাতা সরস্বতীকে পরিণামে সুখদায়ক, হিত ও সত্য এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সাধ্বি! তুমি আমারই অংশ সর্ব্ব-গুণবান্, যুবক, সুন্দর, চতুর্ভুজধারী এবং আমার সমরূপ নারায়ণকে ভজনা কর ॥ ১৪

এই নারায়ণ কামিনীদিগের কামজ্ঞ এবং তাঁহাদিগের কাম-পূরণকারী। কোটি কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্যবিশিষ্ট এবং লীলাভূষণে অলঙ্কৃত নারায়ণকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছে ॥ ১৫

কান্তে! তুমি যদি আমাকেই কান্ত করিয়া আমার নিকটে বাস করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার কল্যাণ হইবে না; কারণ, রাধা তোমা হইতেও বলবতী ॥ ১৬

সাধ্বি! যে যাহা হইতে বলবান্, সেই ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা হীনবল জন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে। কেহ যদি স্বয়ংই অক্ষম হয়, তাহা হইলে সে অন্য ব্যক্তিকে কিরূপে উদ্ধার বিধান করিতে পারে? ॥ ১৭

যদিও আমি সর্ব্বেশ্বর ও সকলের শাসনকর্তা, তথাপি আমি রাধাকে কোনরূপেই বাধা দিতে পারিব না; কারণ, সেই দেবী রূপ, গুণ ও তেজে আমার সমান ॥ ১৮

সেই রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুতরাং প্রাণকে ত্যাগ করিতে কেই বা সমর্থ হইবে? আর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু কাহার আর কোথায় আছে? ॥ ১৯

ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর, তাহাতে তোমার মঙ্গলই হইবে। সেই বৈকুণ্ঠপতিকে পতিরূপে বরণ করিয়া তুমি সুচিরকাল পরিতৃপ্ত সুখসম্ভোগ করিতে থাক ॥ ২০

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মান ও হিংসাবর্জ্জিতা লক্ষ্মী রূপ, গুণ ও তেজে তোমারই তুল্যা ॥ ২১

তুমি তাঁহার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সুখকালে বাস করিয়া বিহারে কাল যাপন করিবে। আর নারায়ণ তোমাদের পতি সমভাবে উভয়কেই তুল্য গৌরবদান করিবেন ॥ ২২

প্রতিবিম্বেষু যে পূজা সর্বৌষি দুর্গবিষা
নারদ গুহ্যকথাঃ বিপ্রারম্ভেষু দুর্গতি ॥ ২৩
শালগ্রাম সর্বদা সেবা দুর্গাতীর্থ সুদুর্লভ
দর্শন যোগিনঃ বিপ্র নাগ-নর্ত্ত-কিন্নরাঃ ॥ ২৪
দর্শনে কালিকাদি নরে কল্পে যথাবিধি ।
ভক্তিযুক্তানাং যথা বৈ যোগধ্যানেষু যে তুল ॥ ২৫
কাংস্যপাত্রোপরিবিষ্টা ধ্যানেন মুখেন চ
দ্বিতোয়স্তাঃ মাধবাস্য ষষ্ঠী চ পুষ্পকেঽপি চ ॥ ২৬
কৃত্বা পূর্বোত্তিষ্ঠিতাঃ ধ্যানস্বরূপবিধান
কণ্ঠস্থ শ্রীনৌষধি কণ্ঠে বা বক্ষিণে মূলে ॥ ২৭
পরীক্ষিত চ বিধানে পুষ্পকালে চ পূজিতে ।
বিষ্ণুরূপ পূজানাম ব্রাঃ দেবীঃ সর্বপূজিতাঃ ॥ ২৮
গণেশপূজাঃ চক্রার্ক-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
অন্যন্যানি দর্শিত সুরৌশ্রী মহর্ষিণাঃ ॥ ২৯
সর্বৈ দেবাশ্চ ততো দুর্গাশ্চ মানবাঃ ।
সম্পূর্ণ পূজিতা দিব্যা সর্বলোকৈঃ সাবিত্রী ॥ ৩০

নারদ উবাচ

পূজাবিধানং স্তবনং ধ্যানং কবচমীপ্সিতম্ ।
পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্ ॥ ৩১
বদ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুং কৌতূহলং মম ।
বক্তে ভাস্করঃ সর্ব বিধিনং কৃতিপুণ্যম্ ॥ ৩২

শ্রীনারায়ণ উবাচ

দ্বৃষ্ট নারদ বক্ষ্যামি কাণ্বশাখোক্তপদ্ধতিম্ ।
জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণ সাবিত্র্যাঃ পূজাবিধিনিরূপিতাম্ ॥ ৩৩
নারদ ভক্তবজ্যাঃ বিপ্রাঃ সুবিবেকেঽপি চ
পূর্বেঽহ্নি সাবিত্রীং কৃত্বা স্থাপয়ি সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৩৪
স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা ঘটে সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ।
সংপূজ্য দেবতাষট্কং নৈবেদ্যাদিভিরেব চ ॥ ৩৫
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ ।
সম্পূজ্য সমাবাহয়েৎ চ ধ্যানেনাভীষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৬

সূর্যদি। নাগ সকলে প্রতিমায় সাবিত্রী বিধিমত এবং বিপ্রগণ বিষ্ণুযন্ত্রে ঘটে বিষ্ণুমূর্তি ম্যানের অনুসারে দেবীর সাবিত্রী পূজা হইবে। ২৭

নারদ, মনু, দেব, মুনীন্দ্র, দুর্বাসা, বায়ু, কোটী, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ কাহারও বরে ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগের উপচার প্রদান করে বিধি অনুসারে কল্পে কাহা দেবীর পূজা করিবেন। ২৩-২৪

দ্বিতোয়ার দিনে পূজাদেব কাণ্বশাখোক্ত বিধি অনুসারে করিয়া কাল ও বাসে শালা ষষ্ঠী এবং পুষ্পেও দেবীর পূজা করিবেন। ২৬

সর্বত্র ভক্তির (পদক, মাধবি) বিধান অনুসারে বা ও চন্দনে ভক্তি করিয়া দেবীকে কণ্ঠ দক্ষিণে বাহু কিংবা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে। ২৭

পূজিতা দেবী। পূজাকালে বিধানের দেবীর কণ্ঠ পাঠ করিবেন। এই কথা বলিয়া সেই সর্বদেবতাপূজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রী দেবীর পূজা করিলেন। ২৮

তাহার পর ব্রহ্মাদি অন্য, বিষ্ণু, মহেশ, গণেশ, সূর্য, মুনিগণ এবং মনুষ্যাদি সকলেই সেই সাবিত্রী দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। ২৯

সমস্ত দেবতা, মনু ও মানবগণ এবং নাগাদিগণ তাঁহার পূজা করিলেন। এইরূপে সর্বলোক কর্তৃক সেই দেবী সাবিত্রী দিব্য পূজিতা হইতে লাগিলেন। ৩০

নারদ বলিলেন,—বেদবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ। সেই দেবী সাবিত্রীর পূজাবিধান, স্তব, ধ্যান, কবচ, উহার অভিলষিত বস্তু, পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দনাদি কিরূপ? ও সকলই আমাকে বলুন। ভক্তিযুক্ত এই সব বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য সম্প্রতি আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৩১-৩২

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—নারদ। কাণ্বশাখোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বলিতেছি। সাবিত্রী দেবীর পূজাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩

হে নারদ! জ্যৈষ্ঠের সাবিত্রী বিধিতে এবং বিপ্রগণের পূর্বদিবসে সংযত থাকিয়া ব্রত পূজাদিতে শুচি ও সংযত থাকিবে। ৩৪

স্নান করিয়া নিত্যকর্ম সমাপনান্তর ভক্তিপূর্বক ঘটস্থাপন পূর্বক নৈবেদ্যাদি দ্বারা ষট্দেবতার পূজা করিবে। ৩৫

গণেশ, দিনেশ (সূর্য), বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা—এই ছয় দেবতার পূজা সমাপন করিয়া তাহার পর অভীষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। (যে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে পূজার অধিকারপ্রাপ্তির জন্য এই ছয় দেবতার পূজা করিতে হয়, অন্যথা পূজার অধিকারী

যাবেন বক্ষ্যমাণেন যাবায়ত্তে ত্বহী মূলং ।
যাবা পূজ: ষোড়শোপচারৈশ পূজয়েদ্ গুরৌ ॥ ৩১
পূজোপকরণং নৈবেদ্যং যদ্যৎ যেন নিবেদিতম্ ।
বক্ষ্যামি সাম্প্রতং কিঞ্চিদ্ যথাবৌত্তা যথাগমম্ ॥ ৩২
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং লাজাংশ্চ বিমলস্তথা
ইক্ষুনিষ্ক্বথমং শুক্লবর্ণং শর্করতঃ মধু ॥ ৩৩
ঘণ্টিকা সর্করা: শুদ্ধমাজ্যমাক্তমনশ্বরম্ ।
অধিবাসশ্চ যাবাস্ত পূজনং শুক্লযোনকম্ ॥ ৩৪
কৃতমৈক্ষবমাজ্যাদৈর্বিত্তাজ্ঞ যদ্যদ্ভবেৎ ।
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকা: কৃতমাকৃতম্ ॥ ৩৫
পিষ্টকা ঘণ্টিকাশ্চাপি পক্বস্তাজ্যপক্বস্ত ॥
পরমান্নং মধুনঃ পিষ্টাশ্চ পূর্বোপমম্ ॥ ৩৬
মাহিষেণ: শুদ্ধতা ক্ষেত্রজ: মূলনার্জকম্ ।
পক্বস্তাজ্যপক্বা ঘাশ্চ শ্রীফলা: ঘবপীলকম্ ॥

কালদেশোদ্ভবং পক্বফলং শুক্লং সুসাত্ত্বিকম্ ॥ ৩৮
সুবর্ণং শুক্লসুক্ষ্মং চ সুবর্ণি শুক্লপত্রকম্ ।
নবীনশুক্লবস্ত্রঞ্চ সর্বত্র সুমনোহরম্ ।
যানাশ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লবাসশ্চ সুন্দরম্ ॥ ৪৪
যদ্ যদ্ দৃষ্টং শ্রুতৌ যানং প্রশস্তং শ্রুতিসুন্দরম্ ।
তত্তিথোক্ত মহাযানং প্রশস্তমনকারণম্ ॥ ৪৫
সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং দর্শিতাং সুমনোহরাম্
কোটীন্দুপ্রভয়াযুক্তাং-পুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহাম্ ॥ ৪৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং মণিযাং সুমনোহরাম্,
রত্নযানেন্দ্রনির্মাণ-রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৪৭
সুপূজিতাং সুরগণৈর্ব্রহ্মবিষ্ণু- শিবাদিভিঃ ।
মনসা ভক্ত্যা বন্দিত্বা তাং মূলোক্ত-মনু-ধ্যানতঃ ॥ ৪৮
এবং ধ্যাত্বা চ মূলেন সর্বং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ
দাতুঃ করচ: দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভুবি ॥ ৪৯

আনে না। "অথেদানীং বিশেষতঃ বক্ষ্যে বিষ্ণু শিবয়োঃ পূজাং শিবায়াঃ" ইত্যাদি। সম্পূজ্য দেবেশানীমন্ত্রিকোষ্ঠে চ পূজয়েৎ।"—শ্রীদেবী ভাগবত। এই পুরশ্চর্যা প্রকৃতিখণ্ডের নবম অধ্যায়ের ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৩০

বৃদ্ধিমান্ ও ভক্তিমানের পূজক যজমান যাবের দ্বারা ছাই দেবতার আবাহন করত পূজার্থ যাব করিয়া ষোড়শ উপচার দ্বারা মূল দেবতার পূজা করিবে। ৩৭

পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য দ্বারা যেরূপ নিবেদিত হইবে এবং এ বিষয়ে আমি যেরূপ দ্বারা অবগত হইয়াছি, সেই বেদবিহিত নৈবেদ্য আমি তোমাকে এখন বলিব। ৩৮

নবনীত (মাখন), ঘৃত, ক্ষীর (দুগ্ধ), লাজ (খৈ), বিমল লাজভূত, ক্ষীর (আখ), ইক্ষুরস, ইক্ষুরসোদ্ভব শুক্লবর্ণ শর্করা ও মধু এই সকল মধু। ৩৯

ঘণ্টিকা (মাখন তোলার ঘাঁটি ও ঘিরী দ্বারা সংস্কারের উপযোগী যাবনির্মিত), শর্করা (মিশ্রি), শুদ্ধ ঘৃতের মাখন তোলন, মাখন তোলন, অধিবাস শুক্লযোনকের অর্থাৎ মাখনতোলনিকের (ঘিঁয়ের), শুক্ল যোনক। ৪০

ঘৃত ও নৈবেদ্য সকল যাহা নিষ্পন্ন যাবাদিতে সকলপ্রকারের হবিষ্যান্ন, যব-চূর্ণ ও গোধূম (গম) চূর্ণ হইতে উৎপন্ন শুদ্ধ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক। ৪১

ঘণ্টিক (মাখনতোলন-চূর্ণ হইতে) উৎপন্ন পিষ্টক, পক্ক ঘৃতাক্ত দ্বারা কৃত পিষ্টক, পরমান্ন, এবং মূলাদ্যুক্ত সকল নিবেদ্য। ৪২

মাহিষেণ, মাহিষের দুগ্ধ, ক্ষেত্রজ (স্বকৃত ফল), মূলক, আর্জক (আদা), পক্ক ঘৃতে ভাজা, কৃষ্ণ বিমল এবং ঘবজাত ভাজা (ফুল), ঘবাকারে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠাদি শুদ্ধান্ন পক্বান্ন। ৪৩

কৃষ্ণবর্ণ শুক্লপুষ্প, সুবর্ণি (বেত) শাক, সুন্দর শুক্লবস্ত্র, অধিবাস প্রকাশের পক্ষ, শুক্লপুষ্পসমূহে বিহিত পুষ্পমালা এবং শুক্লবর্ণ ও শুক্ল সুন্দর—এই সকল বেদবিহিত পূজার উপকরণ। ৪৪

যে যানাকারে যাহার। যেরূপ শ্রুতিসুখর ও প্রশস্ত যে যান আমি দেখিয়াছি, তাহা তোমার অবগতিরূপে বলিয়াছি, তাহা প্রশস্ত হয়। ৪৫

সরস্বতী শুক্লবর্ণা, বিবিধালঙ্কারা, অতীব মনোহারিণী, কোটি চন্দ্রের প্রভাধারিণী, পুষ্টা, সৌন্দর্যসমন্বিত মূর্তি, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা হইয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা থাকায় অতিশয় মনোহারিণী হইয়াছেন, উত্তম রত্নবিনির্মিত যেই সুন্দরযানে বিরাজিতা, দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি কর্তৃক পূজিতা এবং মূলোক্ত, মনু ও ধ্যানমন্ত্র কর্তৃক বন্দিতা বাগ্দেবীকে আমি ভক্তি সহকারে স্মরণ করি।" ৪৬-৪৮

বিজ্ঞ পূজক ব্যক্তি এইরূপে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রে নৈবেদ্যাদি সমস্ত প্রদান করত ও করপাত্র করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৪৯

ভূমে। মাহাত্ম্য এই যেরূপ সরস্বতী ইষ্টদেবী, তাহারা এইরূপে নিজেই পূজাদি কর্ম করিবে। অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে

যেষাঞ্চেবমিষ্টেষ্টী ভেষাং নিত্যক্রিয়া ভূবে।
বিস্তারস্তে চ সংপ্রাপ্তে কার্যান্তে পঞ্চমী স্মিতে ॥ ৫৮
অর্ধোপস্থতো মূলস্ত বৈদিকীষ্টিকরঃ পরঃ।
যেষাং যেষোপযেষো বা যেষাং স মূল এব চ ॥ ৫৯
অন্যথা চেত্তুর্থান্তো বহিঃকার্যান্ত এব চ ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণাদীনাঞ্চ মন্ত্রাণামেষ কল্পনাপ্রকল্পঃ ॥ ৬০

"শ্রীঁ হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা"।

পূজা নারায়ণস্যেয়ং বাস্তোরস্য কৃপানিধেঃ
প্রণবো ব্রহ্মবীজঞ্চ পূজাকল্পে চ তারকে ॥ ৬১
তৃতীয়ো চ তথায়ং পুত্রঃ পূর্বার্ণবিধি
চক্রান্তর্বহি বাহ্যে চ যথো বাক্যান্তরে মুখা ॥ ৬২
তুরুষে চ যথো তুষ্টো ব্রহ্মা বহ্নিকায়ত্রে।
আস্তীকায় তথৈবাস্তৈর্যথো ক্ষীরোদবাসিনে ॥
বিধাতৃকো যথো যেষো ব্রহ্মণ্যায় চ সোমতে ॥ ৬৪
শিষ্ট কল্পানুরূপে চ যোজয়ন্ত যথো মুনে।
পূর্বান্ত বাক্যবন্ধায় তথা কার্যান্তরোয় চ ॥ ৬৫

যেষাং পার্শ্বিয়ে চৈব তত্তদাকার সীমতে।
যথো সাবর্ণিরায় পুত্রায় বলিনামপি ॥ ৬৭
তত্তৎকল্পেষ্টিরৈব বহ্নিশিষ্টির্যেষু,যায়।
যদি স্যাৎ সিদ্ধমন্ত্রো বি দৃষ্টসিদ্ধিস্তদা ভবেৎ ॥ ৬৮
তথা নৃপু বিপ্রেন্দ্র যত্ন স্যাৎ বিধিনা পুরা
বিপ্রেন্দ্রৈর্বিধিবদ্ধ তৃপ্তয়ে সত্তমাননে ॥ ৬৯

তৃতীয়পাঠ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ।
সর্বজ্ঞ সর্বজনক সর্বেশ সর্বপূজিত ॥ ৭০
সরস্বত্যাস্তু কবচং শ্রুতি বিশ্বজয়া প্রভো
অজ্ঞাতমাবয়োরাপ্তা মনুনাসাদুরং পরম্ ॥ ৭১

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুতেরুক্তং শ্রুতিপূজিতম্ ॥ ৭২
উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে
রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসেন রাসমণ্ডলে ॥ ৭৩

বিস্তারস্তলিনে ও কার্যান্তে মাতৃকান্যাসে তথা সকলীকরে এই দেবীর পূজা তন্ত্রোক্তা ॥ ৫৩

যেষাঞ্চ অর্থাৎ যেষ্ট মন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত। অথবা ব্যাখ্যাকার যেরূপ অন্বয় উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগের উহাই মূল মন্ত্র ॥ ৫৯

অন্যথা-শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অন্যে বহিঃপূজা দ্বারা মন্ত্র প্রয়োগ করিবে বলিয়া "শ্রীঁ হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা" —মন্ত্রটীকে (শ্রীঁ) মায়াবীজ (হ্রীঁ) আদিতে সংযোগ করিয়া যে এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইল, ইহাই কল্পপ্রকল্প ॥ ৬১

সূত্রাকারে কৃপানিধের সম্বন্ধে এই মন্ত্র পূজাকল্পে তারকবর্ণে যথাস্থানে বাক্যান্বিত প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩

ব্রহ্মাদি কৃত এই মন্ত্র পূজা বহ্নির আধারস্থান আস্তীকাদিকে উপলক্ষ করিয়াছিলেন। সরস্বতী আনন্দময় সহিত পূর্তিমা নিবিষ্ট এই মন্ত্র বাক্যগতি তাৎপর্যানুসারে প্রয়োগ করেন ॥ ৬৪

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া অগ্নিকার্যান্তে এই মন্ত্র কৃষ্ণকে প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। ক্ষীরসাগরের পরিত্র অন্তঃকারস্থানি আস্তীক মুনিকে এই মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। বিধাতৃক যেরূপমন্ত্রকে বীজান বজ্রকল্পকে এই মন্ত্র দান করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

মুনিবর নারদ। শিব কল্পানুষ্ঠি ও যৌজয়ন্তিকে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সূর্যদেব বাক্যবন্ধ ও তাহাদের মুনিকে এই উপদেশ করেন ॥ ৬৬

ব্রহ্মবন্ধের এই মন্ত্র পার্শ্বিকে, বীজা বৃহৎকল্পক এবং মূলকে (তৃতীয় পাতালস্থানকে) বলিদানের সময় সাবর্ণিকে প্রদান করেন ॥ ৬৭

এই মন্ত্র যার পক্ষে তত্তৎ কল্পিত অনুষ্ঠানের সমর্থিত হইয়া থাকে। যদি কোনও প্রকার বিঘ্নের উদয় না পায়, তবে সে দৃষ্টসিদ্ধিযুক্ত হইয়া যায় ॥ ৬৮

মহা কথা পরমাদর সহকারে বীণার পুত্র কৃষ্ণকে পূর্বে যে বিপ্রেন্দ্রে 'বিধিবৎ' নামক কথা প্রদান করিয়াছিলেন, সে বিপ্রেন্দ্র নাম। তুমি তাহার জ্ঞান কর ॥ ৬৯

কৃত বন্দনাদন,—ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্। আপনি ব্রহ্মজ্ঞানে বিশেষ, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞেষ্ঠ, সর্বেশ্বর ও সর্বলোকে পূজিত ॥ ৭০

হে প্রভো! আপনি আমাকে সরস্বতী দেবীর অত্যন্তিমাত্র সম্বন্ধযুক্ত শ্রেষ্ঠ 'বিজয়' নামক কবচ বলুন ॥ ৭১

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস। আমি তোমাকে বেদসার, শ্রুতি-সুখকর, বেদপূজিত এবং সর্বকামনাপ্রদায়ক কবচ বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৭২

এই কবচ পূর্বে গোলোকধামে কৃষ্ণাক্ত-ক্রমে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর সর্বজ্ঞানী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭৩

অতীব গোপনীয়ঞ্চ কবচঞ্চমমং পরম্
অক্ষয়াহ্যুত্তমস্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ । ৬২
যস্ত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মন্ বৃদ্ধিমান্ত্ বৃহস্পতিঃ ।
যস্ত্বা ধারণাদ্ ভগবান্ ভৃগুঃ সর্বৈশ্চরাচরৈঃ পূজিতঃ । ৬৩
পঠনাদ্ধারণাদ্ বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মিকো মুনিঃ
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যস্ত্বা ধৃত্বা সর্বপূজিতঃ । ৬৪
কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ ।
প্রস্থঃ কণাদ যস্ত্বা ধৃত্বা কণ্বাদ্যশ্চ বভূব হ । ৬৫
ধৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ
চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ । ৬৬
শাতাতপশ্চ সংবর্তো যমিষ্টশ্চ পরাশরঃ ।
যস্ত্বা পঠিত্বা প্রথমং বভূবুর্ব্রহ্মণঃ সুতাঃ । ৬৭
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্বাভীষ্টাতিরিক্তকম্
ত্রৈলোক্যযোগিত্বঞ্চ তাবদ্ভির্ধৃতয়া সর্বপূজিতঃ । ৬৮
কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র ঋষিরেষঃ প্রজাপতিঃ

এই কবচ অতীব গোপনীয়, সর্বমন্ত্রের সমূহস্বরূপ কাম্যবস্তুপ্রদায়ক, অক্ষয় ও অদ্ভুত মন্ত্রসমূহে সমৃদ্ধ । ৬১

ব্রহ্মন্ ! যে কবচ ধারণ করিয়া বৃহস্পতি বুদ্ধিমান্ হইয়াছেন এবং যাহা ধারণ করিয়া ভগবান্ ভৃগু সমস্ত চৈতন্যসমূহে পূজিত হইয়াছেন । ৬৩

এই কবচ ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া মুনিবর বাল্মীকি বাগ্মী এবং কবীন্দ্র হইয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু যাহা ধারণ করিয়া সকলের পূজিত হইয়াছেন । ৬৪

কণাদ, গৌতম, কণ্ব, পাণিনি, শাকটায়ন, প্রস্থ ও কণ্ব কবচধারণ দ্বারা ধারণ করিয়া প্রস্থ প্রভৃতি হইয়াছেন ॥ ৬৫

ব্রহ্মন্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা ধারণ করিয়া বেদবিভাগ এবং সমস্ত পুরাণসকল লীলামাত্রেই অর্থাৎ অনায়াসেই রচনা করিয়াছেন ॥ ৬৬

যাহা ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া শাতাতপ, সংবর্ত, যম, পরাশর ও ব্রাহ্মণপুত্র প্রভৃতি হইয়াছেন ॥ ৬৭

বহুনুক্ত, অধিক কি, সমস্ত অভীষ্ট, ত্রৈলোক্য, যোগিত্ব ও আধারি যাহা ধারণ করত সর্বজনপূজিত হইয়াছেন । ৬৮

হে বিপ্রেন্দ্র ! এই কবচের ঋষি স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, ছন্দ বৃহৎ এবং দেবতা স্বয়ং ধারণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ । ৬৯

সমস্ত মন্ত্রসমূহের ও সর্বার্থসাধন বিষয়ে সমস্ত কবিতা-

যস্ত্বা ধৃত্বা ধরণ্যাঞ্চ বেদো ভবতি সম্প্রভুঃ । ৭০
সর্বমন্ত্রপরিজ্ঞানং সর্বশাস্ত্রেষু ৷
কবিত্বঞ্চ ভবেত্তস্য বিদ্যেয়ং প্রকীর্তিতা । ৭১

ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্বতঃ
শ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা ভালং মে সর্বদা বতু । ৭২
ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু । ৭৩
ঐং হ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্বতোঽবতু ।
হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু । ৭৪
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপঙ্‌ক্তীঃ সদাবতু ।
ঐঁহ্রীমিত্যনেনৈব মম কণ্ঠং সদাবতু । ৭৫
ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্বাহা মে শ্রীং সদাবতু
শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা স্কন্ধং সদাবতু । ৭৬
ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাম্ ।
ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু । ৭৭

সমূহে বিধান বিনিয়োগ অর্থাৎ এই কবচের বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে । ৭০

"ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তকের সর্বদিক্ রক্ষা করুন। "শ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্বদা আমার ললাট রক্ষা করুন । ৭২

"ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র নিরন্তর শ্রোত্র—অবশ্যই (কর্ণদ্বয়) রক্ষা করুন । "ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সদা আমার নয়নযুগল রক্ষা করুন । ৭৩

"ঐং হ্রীং ব্রাহ্মণ্যৈ স্বাহা" আমার নাসিকা সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। "হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা" সদা আমার ওষ্ঠ রক্ষা করুন । ৭৪

"ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা"—এই মন্ত্র আমার দন্তপঙ্‌ক্তি সতত রক্ষা করুন। 'ঐং' এই একাক্ষর মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ সদা রক্ষা করুন । ৭৫

"ওঁ হ্রীং হ্রীং" এই মন্ত্র আমার গ্রীবা রক্ষা করুন। 'শ্রীং' এই মন্ত্র আমার স্কন্ধ সতত রক্ষা করুন। "শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সদা আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন । ৭৬

"ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা' আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন । ৭৭

ওঁ [illegible] নমাম্যহম্
ওঁ [illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৯
ওঁ [illegible] নমাম্যহম্ ।
ওঁ হ্রীঁ [illegible] ॥ ১০
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ [illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ১১
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ [illegible] নমাম্যহম্ ।
[illegible] ॥ ১২
ওঁ [illegible] নমাম্যহম্ ।
ওঁ [illegible] ॥ ১৩
ওঁ [illegible] নমাম্যহম্
ওঁ হ্রীঁ [illegible] নমাম্যহম্ ॥ ১৪
ঐঁ হ্রীঁ [illegible] নমাম্যহম্ ।
ওঁ [illegible] ॥ ১৫

ইতি যে [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯
[illegible]
[illegible] ॥ ২০
[illegible]
[illegible] ॥ ২১
ইতি শ্রী[illegible] মহাপুরাণে [illegible]
[illegible] চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

"ওঁ [illegible]" [illegible] ॥ ৯

"ওঁ [illegible]" [illegible] ॥ ১০

"ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ [illegible]" [illegible] ॥ ১১

"ওঁ হ্রীঁ [illegible]" [illegible] ॥ ১২

"ওঁ [illegible]" [illegible] ॥ ১৩

"ওঁ [illegible]" [illegible] ॥ ১৪

"ওঁ ঐঁ হ্রীঁ [illegible]" [illegible] ॥ ১৫

১৬। [illegible]

[illegible] ॥ ১৭

[illegible] ॥ ১৮

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ১৯

[illegible] ॥ ২০

[illegible] ॥ ২১

শ্রী[illegible] মহাপুরাণে [illegible]
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

[যাজ্ঞবল্ক্যোক্তমাধ্বীস্তবঃ]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

বাগ্দেবতায়াঃ স্তবনং শ্রূয়তাং সর্ব্বকামদম্ ।
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্টাব তাং পুরা ॥ ১ ॥
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হতবিদ্যো বভূব হ ।
তদা জগাম দুঃখার্ত্তো রবিস্থানঞ্চ পুণ্যদম্ ॥ ২ ॥
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং কোণার্কে দৃষ্টিগোচরে ।
তুষ্টাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥
সূর্য্যস্তং পাঠয়ামাস বেদবেদাঙ্গমীশ্বরঃ ।
উবাচ স্তুহি বাগ্দেবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪ ॥
তমিত্যুক্ত্বা দীননাথো হ্যন্তর্ধানং চকার সঃ ।
মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্টাব ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেবং হততেজসম্ ।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬ ॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে ।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্ ॥ ৭ ॥
গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্ ॥ ৮ ॥
লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশান্নবীভূতং পুনঃ কুরু ।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী ।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥ ১০ ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং সদা ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১১ ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা ।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

[মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতী-স্তব ।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! পূর্ব্বকালে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য যে স্তব দ্বারা বাগ্দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বকামপ্রদ স্তব তুমি শ্রবণ কর । ১

মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য শ্রীগুরুর অভিশাপে যখন বিদ্যাহীন হইয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখার্ত্তচিত্ত হইয়া পুণ্যপ্রদ সূর্য্যস্থানে গমন করিলেন । ২

অতঃপর তপস্যা করিয়া কোণার্কে (কোণারকে) সূর্য্যদেবকে সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর করিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য শোকার্ত্ত হইয়া সূর্য্যদেবকে স্তব করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন । ৩

অনন্তর সূর্য্যদেব তাঁহাকে বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করাইলেন । তৎপরে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—বৎস ! তুমি স্মৃতি লাভের নিমিত্ত ভক্তিসহকারে বাগ্দেবীর স্তব কর । ৪

দীননাথ সূর্য্যদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । সূর্য্যদেবের বাক্যে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য স্নান করত ভক্তিভরে অবনত মস্তক হইয়া বাগ্দেবীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন । ৫

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে জগন্মাতঃ ! আমি শ্রীগুরুদেবের অভিশাপে স্মৃতিভ্রষ্ট, বিদ্যাহীন এবং হতশ্রী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি, আপনি আমাকে কৃপা করুন । ৬

বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবি ! আপনি আমাকে জ্ঞান দান করুন, স্মৃতি দান করুন, বিদ্যা দান করুন, প্রতিষ্ঠা দান করুন, কবিতা দান করুন এবং শিষ্যপ্রবোধিকা শক্তি অর্থাৎ শিষ্যকে জ্ঞানদানের উপযোগী শক্তি দান করুন । ৭

গ্রন্থরচনা করিবার শক্তি, সুপ্রতিষ্ঠিত সচ্ছিষ্য, সৎসভায় প্রতিভা অর্থাৎ সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কল্যাণজনক বিচারের ক্ষমতা প্রদান করুন । মাতঃ ! এ সমস্তই দৈব দুর্বিপাকবশতঃ আমার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । যেমন দেবতা ভস্ম মধ্যে পতিত বীজকে পুনরায় অঙ্কুরিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি কৃপা করিয়া আমার লুপ্ত বিদ্যাকে পুনরায় আমার মধ্যে নবীভাবে সঞ্চারিত করুন । ৮-৯

যিনি ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতির্ম্ময়ী সনাতনী এবং যিনি সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি সেই বাণীকে প্রণাম করি । ১০

যাঁহা বিনা জগতের সব কিছুই নিয়ত জীবন্মৃত হইয়া থাকে এবং যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি সেই সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করি । ১১

যাঁহার কৃপা ব্যতীত সমস্ত জগৎ মূক ও উন্মত্তের ন্যায় অবস্থিত হয় এবং যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বাণীকে আমি প্রণাম করি । ১২

[illegible] ।
[illegible] তস্যৈ [illegible] নমো নমঃ ॥ ১৩
[illegible] ॥
[illegible] যা দেবী [illegible] নমো নমঃ ॥ ১৪
[illegible]
[illegible] যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৫
[illegible] যা দেবী [illegible] ।
[illegible] যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৬
[illegible]
[illegible] তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯

যিনি [illegible] এবং যিনি [illegible] দেবী, আমি সেই [illegible] প্রণাম করি ॥ ১৩

[illegible] এবং সেই [illegible] দেবী, সেই [illegible] আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১৪

[illegible] সেই [illegible] আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১৫

যে দেবী [illegible] দেবী এবং [illegible], আমি সেই দেবী [illegible] পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১৬

মাতঃ ! [illegible], আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১৭

একদা [illegible] করিয়া ছিলেন ; কিন্তু [illegible] করিতে [illegible] ॥ ১৮

সেই সময় [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করিলেন। তিনি [illegible] বলিলেন,— [illegible] । তুমি [illegible] ॥ ১৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০
[illegible]
[illegible] ॥ ২১
[illegible]
[illegible] ॥ ২২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৩
[illegible]
[illegible] ॥ ২৪
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৫
[illegible] ॥

তখন [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আমাদিগকে [illegible] করিয়াছিলেন। সেই সময় [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ২০

[illegible] দেবী [illegible] একদিন [illegible] করেন, তখন তিনি [illegible] ([illegible]) [illegible] করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন সেই [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] তিনি [illegible] করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

একদিন যখন [illegible] করেন, তখন সেই [illegible] করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই [illegible] হইলেন এবং [illegible] করিলেন ॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সেই [illegible] ([illegible]) করিতে লাগিলেন এবং [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছিলেন। সেই সময় [illegible] হইতে [illegible] '[illegible]' [illegible] ॥ ২৫

তখন তিনি [illegible] অর্থাৎ [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]—এই [illegible] করিয়াছিলেন

[illegible] ॥ ২৬
[illegible]
[illegible] ॥ ২৭
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ॥ ২৯
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৩০
[illegible]
[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ২৬-২৭

[illegible] ॥ ২৮

[illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible]

[illegible] ॥ ৩২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে [illegible] নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৩৫

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে [illegible] নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[সরস্বতীপ্রস্তাবে সরস্বতী-লক্ষ্মী-গঙ্গাদেবীনাং পরস্পরাভিশাপাঃ, তাসাং ভারতাগমনাদিকঞ্চ]

নারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী সা বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণান্তিকে
গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং চাগতা সরিৎ ।১
পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী
পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে ।২
তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী ।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ।৩
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মৃতা বৈষ্ণববৈষ্ণবি
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি ।৪
ভারতে কৃতপাপী চ স্নাত্বা তত্র চ লীলয়া
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্ ।৫
চতুর্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে ।
ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽপ্যন্যস্মিন্ পুণ্যবাসরে চ ।৬
অনুষঙ্গেণ যঃ স্নাতি হেতুনা শ্রদ্ধয়াপি বা
সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি ।৭
সরস্বতীমনুং মাসমেকং যো জপেন্নরঃ
মহামূর্খঃ কবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ।৮
নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নাতি মুণ্ডয়ন্নরঃ
ন গর্ভবাসং কুরুতে পুনরেব স মানবঃ ।৯
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্ভারতীগুণকীর্তনম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।১০
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহমিমং শৌনক সাদরম্ ।১১

নারদ উবাচ ।

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে ।
কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ।১২

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[সরস্বতী দেবীর উপাখ্যান—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গাদেবীর পরস্পর অভিসম্পাত এবং ভারতে অবতরণ আদি ।]

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! শ্রীবৈকুণ্ঠধামে স্বয়ং নারায়ণের সমীপে গঙ্গাদেবীর সহিত বিবাদবশতঃ তাঁহার দ্বারা অভিশপ্তা হইয়া সেই দেবী সরস্বতী অংশে এই ভারতবর্ষে নদী (সরস্বতী নদী) হইয়াছেন । ১

হে মুনে ! পুণ্যতীর্থরূপা পুণ্যজননী পুণ্যদায়িনী সরস্বতী নদীকে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ সেবা করেন এবং তাঁহারা পুণ্যবান্, তাঁহারাই এই নদীর তীরে বাস করেন । ২

ইনি তপস্বীর তপস্যারূপা এবং তাপসদিগের তপস্যারূপিণী । পাপীদিগের পাপরূপ কাষ্ঠদাহের জন্য এই সরস্বতী নদী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপা । ৩

যে মনুষ্য জ্ঞানপূর্বক সরস্বতী নদীর জলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরিসভায় বাস করিয়া থাকে । ৪

এই ভারতবর্ষে কোনও ব্যক্তি যদি পাপকর্ম করে, তবে সেই ব্যক্তি এই সরস্বতী নদীর জলে স্নান করিয়া অবলীলাক্রমে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । সেই ব্যক্তি চিরকালই বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে । ৫

চতুর্দশী, অক্ষয় তিথি, পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা), (অমাবস্যা) দিনক্ষয়, ব্যতীপাত যোগ ও গ্রহণ এবং অন্য যে কোনও পুণ্য দিবসে কোনও ব্যক্তি যদি হেতু করিয়া কিংবা শ্রদ্ধা করিয়াও আনুষঙ্গিক স্নান করে, তবে সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া শ্রীহরির স্বরূপ লাভ করে । ৬-৭

যে ব্যক্তি একমাস সরস্বতী মন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি যদি মহামূর্খও হয়, তথাপি সে কবীন্দ্র হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৮

যে ব্যক্তি নিত্য সরস্বতী নদীর জলে স্নান করে এবং মস্তক মুণ্ডন করে, সেই ব্যক্তিকে আর গর্ভ (মাতৃগর্ভে) বাস করিতে হয় না । ৯

এই আমি তোমার নিকটে সরস্বতীর কিছু গুণকীর্তন করিলাম, যে গুণ সুখ ও মোক্ষদান করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ । তুমি পুনরায় আর কি শুনিতে বাসনা কর ? ১০

শৌনক ! নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বিশেষ আদরসহকারে তখন তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন । ১১

নারদ কহিলেন,—প্রভো ! গঙ্গাদেবীর অভিশাপে কলহের কারণে দেবী সরস্বতী এই ভারতবর্ষে কীরূপে অংশরূপে পুণ্যদায়িনী নদী হইয়াছিলেন ? ১২

অবশে ক্রন্দিষ্যন্ত্যাঃ মুষ্টতে কৌমুদং ধন ।
কথাদুষ্টায়াং মে তুষ্টিঃ কেন জোষয়ি কল্পতে । ১৩
কথং শংসাম যা যজ্ঞে সুভিরাং ভ্রা মহত্তমৈঃ
সাম্বয়ন্ত্যন্বয়না চ পুণ্যয়া মর্ত্যা নুণায় । ১৪
কেতবিদ্যোর্ধ্বরেঃ শ্রীমদ্ভাবং ক্রতিমুপেয়ুষঃ ।
সুরর্ষিঃ পুরাবেদু তন্ত্রে ব্যাখ্যাতুমর্হসি । ৯

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি যথাবেদং সুরাঙ্গনাঃ ।
যত্তাঃ সহস্রমাত্রেণ সর্বসাপাৎ প্রমুচ্যতে । ১৬
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা ত্রিস্রো ভার্যা যদৃচ্ছয়া ।
প্রেম্ণা সমাত্তবিষ্ণুতি সরস্বাং বরিমন্থিনৌ । ১৭
ঈক্ষায়া সৈকয়া গঙ্গা বিক্রান্তুর্ধনিরীক্ষণম্
দধিক্রাবিসমাস্যা চ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ । ১৮
বিস্ফূর্জথাম তদ্বক্ত্রং বিহাস্য চ ভয়ং মুধা

ক্ষমাং চকার তদ্দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীর্নৈব সরস্বতী । ১৯
বোধয়ামাস বাং পদ্মা সরস্বত্যা চ সন্নিধৌ
জোষাবিদ্ধৌ চ মা যাতী ন চ শাপা মহত্ত্ব ব । ২০
ইত্যুক্ত্বা তদ্ধা তস্থাতাং চক্রতুশ্চোচ্চকা ।
অস্পিত্বা কোপবেগেন সরস্বত্যুপচক্রমিরে । ২১

সরস্বত্যুবাচ ।

নমো নমস্তাবুদ্ধি মহত্ত্বং কারিণী প্রতি
ধর্মিষ্ঠে ধর্মিষ্ঠে বিদুষী বা ন চ । ২২
আহো সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াঃ যে সরাগয়
কমলায়াঃ তত্ত্বস্যাঃ ন চ কিঞ্চিদপি প্রেয়ো । ২৩
গঙ্গায়াঃ পদ্মা সার্ধং শ্রীভিস্তাপি পুনঃপুনঃ ।
ক্ষমাং চকার যেনেদং বিপরীতং ধরিত্রিয়া । ২৪
কিং জীবনেন দেহেন দুর্ভাগায়াশ্চ যোষিতঃ ।
বিফলং জীবনং তস্যা যা পত্যুঃ প্রেমবঞ্চিতা । ২৫

অবশেষ সাম্বয়ন্ত্য এই সব কথাদুষ্ট প্রকরণিয়ার আমার কৌতুক ঘটিত হইয়াছে, ইহাতে আমার তুষ্টি হইতেছে না। জোষাদানে তাহারই বা তুষ্টি হয় ! ১৩

সর্বদা মহত্তমগণ পুণ্যদায়িনী, সাধুজনপ্রিয়া ও সন্তুষ্টা সেই যজ্ঞাদেবী কেন সর্বজনপূজিতা সরস্বতী দেবীকে সাপদান করিয়াছিলেন ! ১৪

এই দুই কেতবিনী দেবীর প্রথমসম্বাদ ও পুরাণসমূহে অভিনব ইর্ষা বিবাদের কারণ কি ! তাহা আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া অনুন । ১৫

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! এই প্রাচীন কথা আমি তোমাকে বলিব, তুমি শ্রবণ কর। যে কথার শ্রবণমাত্রেই মানুষ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ১৬

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা—এই তিন জন শ্রীহরির ভার্যা। ইহারা প্রেমে সমান বিষ্ণুর এক শ্রীহরির সহিত রমণ করিতেন । ১৭

সেই গঙ্গাদেবী একদিন ঈষৎ হাস্যমুখ সহকারে কটাক্ষপাত পূর্বক পুনঃ পুনঃ শ্রীহরির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লিলেন । ১৮

প্রভু শ্রীহরিও আনন্দসহকারে তাঁহার এবং কটাক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিলেন। এরূপ এক অবস্থা অবলোকন করিয়া লক্ষ্মীদেবী ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সরস্বতীদেবী ক্ষমা করিতে পারিলেন না । ১৯

তখন সন্তুষ্টমনী লক্ষ্মীদেবী ঈষদ্হাস্যসহকারে দেবী সরস্বতীকে বুঝাইবার একটী করিলেন, কিন্তু জোষাবিষ্টা সেই সাধুদেবী জোষসম্বরণ করিতে পারিলেন না । ২০

তখন ক্রোধে তাঁহার মুখ ও নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধভরে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার অধর সেই সময় মুখ প্রস্ফুরিত হইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি স্বামী নারায়ণকে ও সেই গঙ্গাদেবীকে বলিলেন । ২১

সরস্বতী কহিলেন,—পতি যদি সৎ, ধার্মিক এবং জ্ঞানী হন, তাহা হইলে সেই পতির স্ত্রীদিগের প্রতি সমবুদ্ধি থাকে ; কিন্তু পতি যদি অসৎ হন, তবে ইহার বিপরীত বুদ্ধি তাঁহার হইয়া থাকে । ২২

যে অধম ! তোমার অধিক সৌভাগ্যের কথা অর্থাৎ তোমার প্রতি আমাদের অধিক প্রেমের বিষয় আমিও পারিলাম। লক্ষ্মীর প্রতিও আপনার তাঁহারই তুল্য অধিক প্রেম আছে—ইহাও বুঝিতে পারিলাম। হে প্রেয়ো ! আমার প্রতি আপনার প্রেম কিছুই নাই—ইহাও আমি বুঝিতে পারিলাম । ২৩

আমার পদ্মার (লক্ষ্মীর) সহিত পুনঃপুনঃ (লক্ষ্মীসহিতা) অধিক প্রীতি আছে, সেই কারণে ধরিত্রিরা লক্ষ্মী এরূপ বিপরীত ভাব তাব করিয়াও ইহাকে ক্ষমা করিয়াছেন । ২৪

আমি অভিশয় দুঃখিনী, সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর আর প্রেমাস্পদ

যাং সর্বেশং সমুদ্ভূতং যে যদ্যি মনীষিণঃ
তে চ মূর্খা ন বেদজ্ঞা ন জ্ঞাস্যন্তি কদিচন্ ।২৬
সমস্তভীতঃ প্রদ্রুত্য দৃষ্ট্বা তাং কোপসংযুতাম্
সমস্তা ন সমালোক্য প্রস্থাস্যে যদি সত্বরম্ । ২৭
অথ সাধারণেনৈব পক্ষাবুদ্ধ্যা নির্ভয়ঃ কৃত্বা
যাস্যামিষ্টাং দেবীং সা যাস্যতি ত্রিদশালয়ম্ । ২৮
যে নিন্দন্তে সতাং মধ্যে যঃ স্যাদ্বিদ্বেষী জনোঽপি কিম্
অধিকং স্যাদিমৌ তস্যাঃ বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছসি । ২৯
মানমূর্খঃ কবিষ্যামি তবাস্য কবিসংহতৌ ।
কিং করিষ্যতি মে কান্তো মৌনং কান্তস্য ভূষণম্ । ৩০
ইত্যেবমুক্ত্বা সকলাং কেশঃ প্রৌঢ়মুদ্ধুনা ।
বামহস্তেন তাং পত্নী মধ্যকেশেষ্বধারয়ৎ । ৩১
পশ্চাৎ বামী তাং পত্নীং মধ্যকেশেষ্বধারয়ৎ ।
মুক্তকণ্ঠা করিষ্যন্তী কবিষ্যামি ন সাধ্বহম্ । ৩২

কি ? যে দুই পণ্ডিত প্রেম হইতে বঞ্চিত, তাহার ঔষধ বাদ বিবাদ (তাহা, যে দুই কেবল অনুরাগবশে পাইয়া থাকে) । ২৫

যে সব মনীষী পুরুষগণ সরস্বতীর আশীর্বাদে সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেন, তাঁহারা সকলেই মূর্খ ; তাঁহারা 'বেদজ্ঞ' আদি এই কথা বলিতে পারি না ; কারণ, তাঁহারা আপনার মতি (অনুরাগ ভাব) জানেন না । ২৬

তাঁহারি সরস্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার ক্রোধাবিষ্টা দেখিয়া মনে মনে ভয়বিহ্বল সমালোচনা করত সভার বাহিরে চলিয়া যাইবেন । ২৭

যাহাতে সেই সভা চলিয়া যাইলে পর সাধারণীরূপী দেবী সরস্বতী ক্রোধভরা নির্ভয় স্বভাবে এই অভিপ্রায় সাধন করিতে পারিবেন । ২৮

যে নিন্দিছে । কাহারি । তুমি কি যাহার মর্ম অধিগতবিদ্ ? তুমি কি আমাদের অধিক পারিমলতত্ত্বের জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ? ২৯

আমি আমার শ্রীবরির সম্মুখে তোর মান চূর্ণ করিয়া দিব । যে পণ্ডিতমন্য । তোর প্রিয় পণ্ডি আমার কি করিবে ? ৩০

এই কথা বলিয়াই তুমি সরস্বতী বাগদেবীর কেশপাশ করিতে উদ্যত হইলেন । তখন সতী পণ্ডীদেবী উদ্যমের উদ্যমের (তুমি ও সরস্বতীর) মধ্যস্থানে আসিয়া সরস্বতীর কিয়দংশ করিলেন । ৩১

বিদ্বেষীং মাং সমুদ্ভূতা কিমিতি ত্বং ধরিষ্যসি ।
বক্ষিষ্যসি সভামধ্যে যথা তুভ্যং যথা মহি । ৩২
খণ্ডং কৃত্বা চ মাং দেবী ন শমং তু কোপং চ
ত্যক্ত্বেব তুষ্টিমা তাং তুষ্টা বাণীং তুষ্টা ভবেৎ চ । ৩৩
অনুমন্যতাং তাং তুষ্টা কোপপ্রদুষ্টিমানসা ।
ইত্যেব বদা তাং দেবীং পশ্চাৎ পশ্চাদ্গতা । ৩৪

অনুষ্টুপ ।

মমুমুক্ষু মমাগ্রাক্ষ পশ্চে কিং মে করিষ্যসি
যাস্যন্তী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীং জনপ্রিয়া । ৩৫
যাবন্তী যোগমায়াস্তাশ্চ যাবন্তী শক্তিদেবতা ।
তত্রা অপ্যেতু যাবক্ষ মমা যাতঃ সুদুর্মুখঃ । ৩৬
সকলং মমৈব বলং বিজ্ঞাপয়িতুমর্হতু
তাবন্তু মর্মে যাতয়োঃ প্রত্যাবং বিক্রমং সতি । ৩৭

ইহাতে সরস্বতী আরও অধিক ক্রুদ্ধা হইয়া সেই লক্ষ্মীদেবীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—যেহেতু তুমি এই বিদ্বেষীর ভাব দেখিয়াও কিছু বলিলে না, সমস্ত এই সভামধ্যে মূক ও মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করত নির্জীব হইয়া আমার অধিক্ষেপ করিলে, সেইহেতু তুমি মূকত্বলা এবং জড়িমা হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৩১-৩২

সরস্বতীর এই অভিশাপবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই লক্ষ্মীদেবী কিন্তু সরস্বতীকে শাপদান করিলেন না এবং ক্রুদ্ধাও হইলেন না । তিনি সেই সময় সরস্বতীদেবীকে হস্ত ধরিয়া লইয়া গমন করিয়া ধরিয়া সভামধ্যে আনিয়া বসাইলেন । ৩৩

কিন্তু পদ্মলোচনা পদ্মাদেবী সরস্বতীদেবীকে সেই সময় অমনভাবে দেখিয়া ক্রোধে মনে প্রদুষিত করিতে করিতে এই কথা বলিলেন । ৩৪

যদা করিলেন,—সখি । তুমি এই অনুচিত কার্যের বাহিরা যাও, যে আমার কি করিবে । এই বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীর যাহা কিছু ক্রুর এবং যে অমঙ্গলিতা আছে তাহা তাহাকে গ্রহণ করিতে থাকুক । ৩৫

এই অমনভাবে দুর্মুখীর যত যোগমায়া আছে কিংবা যত শক্তি আছে, তাহা লইয়া আমার সহিত বিবাদ করুক । ৩৬

সখি সখি । অমনভাবে তার যে কিছু বল এবং আমার যে বল, তাহা এখন জানান আবশ্যক ; কারণ, সকলেই আমাদের উভয়ের প্রভাব ও বিক্রম জানুক । ৩৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫০

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫২

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৩

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৫

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৮

[illegible]
[illegible] ॥ ৫৯

[illegible]
[illegible] ॥ ৬০

[illegible]
[illegible] ॥ ৬১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬২

এই কথা বলিয়া [illegible] অভিশাপ দিলেন যে, [illegible] ॥ ৫২

[illegible] ॥ ৫৩

[illegible] অভিশাপ দিলেন যে, তুমি [illegible] ॥ ৫৪

এই সময়ে [illegible] শ্রীভগবান্ চতুর্ভুজ [illegible] চতুর্ভুজ [illegible] ॥ ৫৫

[illegible] ॥ ৫৬

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৫৭

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সাধ্বি ! তুমি [illegible] ([illegible]) [illegible] । তুমি [illegible] ॥ ৫৮

[illegible] । তুমি [illegible] । তুমি [illegible] 'তুলসী' নামে [illegible] ॥ ৫৬-৫৭

[illegible] । তুমি [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৫৮

[illegible] । তুমি [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৫৯

[illegible] তুমি [illegible] 'বৃন্দাবনী' নামে খ্যাতি লাভ [illegible] পূজ্যা [illegible] ॥ ৬০

[illegible] । [illegible] তুমি [illegible] ॥ ৬১

[illegible] । তুমি [illegible] । তুমি [illegible] ॥ ৬২

যত্র চ ইন্দ্রনগরং ব্রহ্মণঃ কারিণী তব ।
যত্রা বাসু শিবস্থানমত্র পত্নৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৫৪
পত্নী চ কোপনহিতা মহতো মহতপস্বিনী
যথালাভী যতাহারা সুশীলা ধর্মচারিণী ॥ ৫৫
যমনিয়মযুতা দক্ষা নিষ্ঠাস্থে পতিব্রতাঃ ।
সাধুজনাঃ সুশীলাশ্চ প্রতিনিধেষু যোষিতঃ ॥ ৫৬
ত্রিস্রো ভার্যাস্তিস্রঃ শালাস্ত্রয়ো দ্বারাশ্চ যস্য যত্র
ত্রয়ং যেষিন্ত্রয়াশ্চ বসন্তে যজমানস্য ॥ ৫৭
স্ত্রী পুংষণ্ড ভূয়ে যেষাং দৃশ্যতে স্ত্রীবদঃ পুমান্
নিষ্ফলশ্চ ভবতি যেষামুভয়ং পক্ষে পক্ষে ॥ ৫৮
মৃদ্বাদ্যা যোনিস্থিতা যস্য স্ত্রী কলপ্রিয়া ।
আপঃ যেন সন্তর্প্যন্তে যাবদ্যঃ দুষ্যন্ত যস্য ॥ ৫৯
ওষধয়শ্চ ফলবত্যঃ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ
সততং ফলদা যত্র ন যেষাং তদ্ ফলমপি চ ॥ ৬০
যত্রাস্তে বিষ্ণুবিপ্রেভ্যস্তুল্যা সহিতো পুরুষ ।

অন্যোঽপি ভবতা পুত্রো ভবিষ্যতীতি প্রত্যয় ॥ ৬১
যাজিন্যালা বিষ্ণুমালা যত্র পুত্রাঃ যজামহে ।
ভবিষ্যন্তো মুখমালা মহাপাতকিনিষ্কৃতে ॥ ৬২
পুংষশ্চ স্ত্রীজিতমৈত্রং ভীরুমন্ত্র নিষ্ফলা ক্রিয়া ।
যাস্য মুক্তকে কর্ম ন তস্য ফলমাপ্ত্ ভবেৎ ॥ ৬৩
ন নিন্দিতোঽন্ন সর্বত্র পক্ষে পক্ষে ভবেৎ ।
যস্য কৌণ্ডিন্যিনৌ যো কৌণ্ডন্যপি দুষ্যো যি যঃ ॥ ৬৪
যজ্ঞৌযাঞ্চ যজমানৌ দৈবজ্ঞ ব্রহ্মসী স্থিতিঃ ।
একতার্থাঃ সুখী নৈব যজতার্থাঃ কথাঞ্চন ॥ ৬৫
যত্র যজ্ঞে শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সতস্তথা ।
অত্র বিষ্ণুঃ সহেন্দ্রেণ সুশীলা কলদাসতা ॥ ৬৬
সুদাদ্যা যস্য পত্নী চ সুশীলা চ পতিব্রতা
ইহ ধর্মসুখং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকে পরত্র চ ॥ ৬৭
পতিব্রতা যস্য পত্নী স চ দুষ্কৃতঃ তথিঃ সুখী
জীবন্মুক্তোঽন্তিমে কালে মুক্তিমেব স যঃ ॥ ৬৮

তুমি যদি ব্রহ্মস্থানে যজ্ঞ করিয়া ঈশ্বরার্চনা কর। যদি শিবস্থানে যজ্ঞ কর, তাহাতে কেবল পত্নী (দক্ষিণী) অবস্থান করুক। ৫৩

আর, এই যজ্ঞে যাজ্ঞা, কোপনস্বিভাবা, আহার অল্প, মহাতপস্বী মহাব্রতী, যথালাভী, সুশীলা ও ধর্মচারিণী হউন। ৫৪

ইহাতে আপনার কথা বলা। প্রতি বিষয়ে ইন্দ্রপত্নীর ন্যায় যজ্ঞে; সেই সব ইন্দ্রপত্নীর ন্যায় সুশীলা, পাতিব্রত্য, ধর্মিষ্ঠা ও পতিব্রতা হইয়া থাকেন। ৫৫

নিয়মের আচার, নিষ্ঠাই মূল, নিয়মের মূলে এবং নিয়মের মধ্যে—ইহারা আপনারই যোগিনীরা, অতএব ইহাদের দ্বারা যজ্ঞের ক্ষতি হইতে পারে না। ৫৬

যে সব মূর্খের মূলে দুই পুরুষের এবং যে পুরুষ হইতে স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত, তাহাদের অল্প নিষ্ফল ও পক্ষে পক্ষে তাহাদের অন্তত লাভ হইয়া থাকে। ৫৭

যে যজমানের স্ত্রী কলপ্রিয়া, মৃন্ময়ী (মৃত্তিকাদি) ও যোনি-স্থিতা (অন্তরা), যে যজমানের জল দ্বারা ঋষি তৃপ্তি হইত; তাহার নিজেরই মূল অন্নপানাদি অবশ্যকর্তব্য। ৫৮

যেহেতু যেই যজমানের নিজেই অন্ন, ফল (দান আদিবার স্থান) ও ফলদাতার প্রাপ্তি ফলদ হইয়া থাকে; ফলে কিছু তাহার এই সব ফলদ হয় না। ৫৯

যাহা অধিকন্তু এখন কিছু ফলদানের বর্ধনের স্থানও তাহার

মূলদাতা হইতে পারে, তথাপি ইষ্টা ইহার বিষয়ে যাহা দেয়া পূজাফলদের মূলদাতারই থাকে। ৬০

মূলদাতা : আদিম স্থানা, বিষ্ণু স্থানা আর স্থান, কিন্তু ইষ্ট ইন্দ্রাদের মূলদ স্থানা মূলদ হইতেও অধিক মহত্বাবাহক। ৬১

ইষ্টিক (ইষ্টি) পুরুষের ঔরস অবস্থা বিনষ্ট হইয়া যায়; যেহেতু বিনাশবশ ১৩ বর্ষের ঊর্ধ্ব সে ঔরসত্বে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। ৬২

সেই যাজি ও ঔরসে বর্ষের নিশ্চিত হয় এমন পরমপদের সন্ধান যদি করে। যে যাজি মল ও কৌণ্ডিন্য, যে যাজির যাজিদের মূল বলিয়াই ধরা হয়। ৬৩

বহু সন্তানে একের বিধি কদাপিকর হয় না। সেইহেতু যে যাজি একপত্নী, সেই যাজি সুখী হয়; কিন্তু বহুপত্নী যাজি কদাপি সুখ লাভ করিতে পারে না। ৬৪

যজ্ঞে অন্তরে তুমি বিষ্ণুস্থানে ব্রহ্ম কর এবং পরমেষ্ঠী ব্রহ্মস্থানে ব্রহ্ম করুক। এই বিষ্ণুস্থানে অন্তরের আবার মূল সুশীলা কলদাসতী অবস্থান করুক। ৬৫

যাহার পত্নী কলীকৃতা, সুশীলা ও পতিব্রতা, সেই যাজি ইহলোকে ধর্মসুখ ভোগ করে এবং পরলোকেও তাহার স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ৬৬

যাহার পত্নী পতিব্রতা, সেই যাজি মৃত, অন্ত ও সুখী; কিন্তু যাহার পত্নী দুশ্চরিত্রা (দুষ্কৃতিকা), সেই যাজি জীবন্মৃত, অন্তিম ও দুঃখভাগী। ৬৭

ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম চ নারদ ।
অত্যুচ্চৈঃ রুরুদুর্দেব্যঃ সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ॥ ৬৮
তাশ্চ সর্বাঃ সমালোচ্য ক্রমেণোচুঃ সবেপথু ।
কম্পিতাঃ সাশ্রুনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ৬৯

সরস্বত্যুবাচ ।

দিবাসঃ দেহি মে নাথ যাবজ্জীবাং সুদারুণম্ ।
সৎস্বামিনা পরিত্যক্তাঃ কুত্র জীবন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭০
দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্ ।
অত্যুন্নতো নিপতনং প্রাপ্নোতীতি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭১

গঙ্গোবাচ

অহং কেনাপরাধেন ত্বয়া ত্যক্তা জগৎপতে ।
দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দোষায়া বধং লভ ॥ ৭২
নির্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো নরো ভবে ।
স যাতি নরকং কল্পং কিং তে সর্বেশ্বরস্য বা ॥ ৭৩

পদ্মোবাচ ।

নাথ সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব ।
প্রসাদং কুরু ভার্যাভ্যাং সদীশস্য ক্ষমা বরা ॥ ৭৪
ভারতে ভারতীশাপাদ্ যাস্যামি কলয়া যদি ।
কতিকালং স্থিতিস্তত্র কদা যাস্যামি তে পদম্ ॥ ৭৫
দাস্যন্তি পাপিনঃ পাপং মহ্যং স্নানাবগাহনাৎ ।
কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৭৬
কলয়া তুলসীরূপা ধর্মধ্বজসুতা সতী ।
ভূত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদাম্বুজমচ্যুত ॥ ৭৭
বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি ত্বদধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
সমুদ্ধরিষ্যসি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ৭৮
গঙ্গা সরস্বতীশাপাদ্ যদি যাস্যতি ভারতম্ ।
শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা যাস্যতি ত্বৎপদম্ ॥ ৭৯
গঙ্গাশাপেন সা বাণী যদি যাস্যতি ভারতম্ ।
কদা শাপাদ্ বিনির্মুক্তা লভিষ্যতি পদং তব ॥ ৮০

নারদ! এই কথা বলিয়া জগতের নাথ নারায়ণ নীরব হইলেন। তখন সেই তিন দেবী, সরস্বতী ও অপর দেবী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৬৮

অনন্তর তাঁহারা সকলে বিষয় আলোচনা করিয়া ভয় ও শোকে সাশ্রুনেত্র এবং কম্পিতা হইয়া ক্রমে ক্রমে বলিলেন। ৬৯

সরস্বতী কহিলেন,—হে নাথ! এই দুষ্টা আমাকে আপনি যাবজ্জীবন দারুণ দিবাস দিন। সৎস্বামি কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া কোন্ স্ত্রীলোক আর কোথায় জীবিত থাকে? ৭০

আমি যোগবলে ভারতবর্ষে দেহ ত্যাগ করিব। যে ব্যক্তি অতিশয় উচ্চ পদবী অতিক্রম করিয়া উচ্চে হয়, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। ৭১

গঙ্গাদেবী কহিলেন,—জগন্নাথ! আমাকে আপনি কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিতেছেন? আমি নির্দোষ, অথচ আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া আমি অবশ্য দেহ ত্যাগ করিব, ইহাতে আপনাকে স্ত্রীহত্যার অপরাধী হইতে হইবে। ৭২

সংসারে যে ব্যক্তি নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি কল্পকালাবধি নরকগামী হয়। যদিও আপনি সর্বেশ্বর, তথাপি আপনাকেও এই নরক ভোগ করিতে হইবে। ৭৩

পদ্মাদেবী কহিলেন,—নাথ! আপনি সত্ত্বস্বরূপ, আপনার কেন কোপ হইল? আশ্চর্য! আপনি এই ভার্যাদ্বয়ের প্রতি প্রসন্ন হন; কারণ, সদীশের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ৭৪

যদি আমি ভারতীর (সরস্বতীর) অভিশাপে অংশদ্বারা ভারতবর্ষে গমন করি, তাহা হইলে আমাকে তথায় কত কাল অবস্থান করিতে হইবে এবং কবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিব? ৭৫

পাপীরা আমাতে স্নান ও অবগাহন করিয়া আমাকে পাপসকল প্রদান করিবে, কিরূপে আমি সেই সব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে ফিরিয়া আসিব? ৭৬

হে অচ্যুত! আমি অংশদ্বারা তুলসীরূপে ধর্মধ্বজের কন্যা হইয়া পুনরায় কবে আপনার শ্রীচরণ লাভ করিতে সমর্থ হইব? ৭৭

হে কৃপানিধে! যখন আমি আপনার তুলসীবৃক্ষরূপা হইয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব, তখন আপনি কবে আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন? তাহা আপনি আমাকে বলুন। ৭৮

যদি এই দেবী গঙ্গা সরস্বতীর শাপে ভারতবর্ষে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি কবে শাপ হইতে এবং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় আপনাকে লাভ করিবেন? ৭৯

আর এই দেবী সরস্বতী যদি গঙ্গার অভিশাপে ভারতবর্ষে গমন করেন, তবে কখন শাপ হইতে মুক্ত হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবেন? ৮০

তাং বাণীং প্রত্যয়ন্নত্বা গঙ্গা বা নিরবন্দিতম্।
সম্ভ্রমং পরমং লেভে তদ্বাক্যং চ ন্যষেধয়ৎ ॥ ৮৭
ইত্যুক্ত্বা তমসা তাত্ত্বপ্তং দৃষ্ট্বা মনসা চ।
ব্যকোশৎ পৌরিমা চ ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৮
উবাচ পরমোদারাং পরাং দৃষ্ট্বা স্বকর্মণি
ইন্দ্রাদ্যাঃ প্রণয়ন্তো ভক্ত্যানুগ্রহবাঞ্ছয়া ॥ ৮৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মদ্বাক্যান্নাত্র সন্দিহ্যাদি স্বয়ম্ভাক্ত পুরেষ্বপি
সমস্তাক্ত ভবিষ্যামি মৃত্যু তৎ ক্রমযেব চ ॥ ৯০
তাবত্তী মাত্র তমসা সরিদ্রূপা চ তারকম্,
অষ্টাংশা ত্রিপথগা ধরা বিষ্ণুং মদ্ভুবে ॥ ৯১
তৃতীয়েন নীতঃ সা গঙ্গা যাস্যতি তারকম্।
পুনঃ কর্তৃং ত্রিভুবনং ধরং বিষ্ণুং মদ্ভুবে ॥ ৯২
ভবিষ্যে চতুরোলেক্ষ লোকাংস্তি তুর্লভম্।
যত্র যত্রাবতঃ পূতাপাতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
তত্রাংশাংশেন চ যন্ত্র তারকে তমসোদ্ভবে।
পরাংশী সরিদ্রূপা তুলসী বৃক্ষরূপিণী ॥ ৯৪
তলে পঞ্চশতে চ গত্বে ঘর্মে চ যোজনম্,
মূলাকং সরিতাং তুরো মদ্ভুবে তারমিষ্যথ ॥ ৯৫
তপসা যেতুতুরা চ বিপদ্ভিঃ সর্বসরিদ্যম্।
বিনা বিপদ্ভিরিদা যেষাং পদে তবেদ্ভবে ॥ ৯৬
মন্ত্রস্যোপাসকানাক্ত তথা গ্রামাবহারকম্।
মূলাকং যোজনং পাপাৎ পাপিনস্তাক্ত স্পর্শনাৎ ॥ ৯৭
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্তানত্বানি পুষ্করি।
ভবিষ্যন্তি চ পূতানি মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৮
মন্ত্রস্যোপাসকা ভক্তা গ্রামন্তি তারকে সরি।
পূতাঃ কর্তৃং তারকক্ত পুনরিত্যাং মদ্ভুবম্ ॥ ৯৯

যে মাম্। আপনি যে সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞানের এবং পরমেশ্বর বিষয়ক ধারণা করিবার জন্য বলিয়াছেন, আপনি আমাদের এই জন্য প্রকারের দৃষ্টান্ত ক্ষমা করুন ॥ ৮৬

সন্তী দেবী এই কথা বলিয়া তমসাকার নারায়ণের শ্রীমূর্তি ধারণ পূর্বক প্রথমে করিলেন এবং নিজ দেবমায়ার দ্বারা দেবীর তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ গোপন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭

তখন তত্ত্বদর্শনে অনুগ্রহকারী প্রসন্নমন ইন্দ্রাদির অনুরূপ পরমোদার নারায়ণ পরমেশ্বর (সন্তী দেবীকে) নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া ইহাকে বলিলেন ॥ ৮৮

নারায়ণ কহিলেন,—সুরেশ্বরি! আমি তোমার বাক্য পালন করিব এবং নিজের মরণও ইচ্ছা করিব। তারকের তোমার মাতা ও আমার মাতা সমস্তাবেই পার্থিব হও, আমি তাহার করিব, তুমি তাহার ক্রম ক্রমে কর ॥ ৮৯

তারকী গঙ্গা তমসা যাহা অবতরণ করত তারকবধ করিবে, অষ্টভাগে ত্রিপথগাও করিবে এবং যাহা আমার ক্রমে অবস্থান করিবে ॥ ৯০

তৃতীয় অংশে গঙ্গা হইয়া এই দেবী প্রবিষ্ট হইয়া দেবী বিষ্ণুবক্ষের পরিত্র করিবার জন্য তারকবধ করিবে এবং তাহা আমার ক্রমে অবস্থান করিবে ॥ ৯১

দেবতারা যাহা ব্রহ্মাদেবের নিকট দুর্লভ বলিয়া প্রার্থনা করেন এবং আমারই ক্রমে যে ব্রহ্মাদেবী পূজা হইবেন বিষ্ণুবক্ষ-স্থিতা হইয়া পার্থিব পবিত্রা হইবে ॥ ৯২

তুমি তমসা নামক যাহা পরাংশীরূপে বর্তমানা ও তুলসীরূপে বৃক্ষরূপা হইয়া তমসাতীরে অর্থাৎ পার্বতীয় তারকবধে গমন কর ('তমসোদ্ভবে' ইহাকে সম্বোধন পদ করিয়া 'পরাংশী' তমসাস্থানের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত' এরূপ অর্থও করা যায়।) ॥ ৯৩

তারকের অধিকারের পাঁচ হাজার যোজন অতিক্রান্ত হইলে পর তটিনীরূপা তোমাদের দুটি নাম হইবে। তখন মূলাকা তোমরা আমার মুখে আসিবে ॥ ৯৪

পরে। তুমি যেরূপ সমস্ত দেবতারা তাহাদের সম্বন্ধের হেতুভূতা, সেইরূপ বিপদ্বরও হেতুভূতা। এজন্যে বিপদ্ আমাদের তাহাদের বর্জিতা (সম্পদ-সমতা, বাধিতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায়গুলির সাহায্যে; অথবা অর্থাৎ বর্জিতা তাহাদের উপলব্ধি হয়।) অর্থাৎ তাহাদের বিবর্জিত হও ॥ ৯৫

পার্থিবপ্রদেশে পাপ হইতে তোমরা আমার মন্ত্র উপাসক-গণের এবং মন্ত্রীসমূহের স্নান ও অবগাহনমাত্রের দুটি নাম হইবে ॥ ৯৬

পৃথিবী। পৃথিবীতে যে সমস্ত অনেক তীর্থসমূহ আছে, তাহারা সমস্তেই আমার ভক্তগণের স্পর্শ এবং দর্শন হেতু পবিত্র হইয়া যাইবে ॥ ৯৭

মন্ত্রী। তারকের এবং অধিকার পবিত্রা সমুদায়কে আরও পবিত্র করিবার জন্য আমার মন্ত্রের উপাসক ভক্তগণ তারকবধে প্রার্থিবিক গমন করিবেন ॥ ৯৮

সহস্রা যত্র তিষ্ঠন্তি পাপং [illegible] ।
[illegible] মহাতীর্থে মুক্তিঃ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৪
চৌরো [illegible] কৃতঘ্নশ্চ [illegible] ।
[illegible] তবৈব পূতো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৫
একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোঽথ নাস্তিকঃ
নরঘাতী ভবেৎ পূতো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৬
অসিজীবী মসিজীবী যাজকঃ বৃষবাহকঃ ।
[illegible] ভবেৎ পূতো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৭
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ ।
স্থাপ্যহারী ভবেৎ পূতো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৮
[illegible] পুংশ্চলীপতিঃ ।
শূদ্রশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৯
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ দেবলো গ্রামযাজকঃ ।
অদীক্ষিতো ভবেৎ পূতো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০০
[illegible]
পিতৃমাতৃগুরুত্যাগী [illegible] পূতো মদঙ্গস্পর্শনাৎ ॥ ১০১
[illegible] নিত্যং [illegible] ।
[illegible] ॥ ১০২
[illegible] যো ন পূজাদি বর্জয়েৎ
স মহাপাতকী পূতো মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০৩
দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ
লাক্ষালোহরসানাঞ্চ বিক্রেতা দুহিতুস্তথা ॥ ১০৪
মহাপাতকিনশ্চৈব শূদ্রাণাং শবদাহকঃ
ভবেযুস্তে পূতাশ্চ মদঙ্গস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০৫

নারায়ণ উবাচ ।

তত্রাধারং [illegible] তুমি [illegible]
[illegible] ॥ ১০৬

আমার অঙ্গ স্পর্শ এবং [illegible] করিবে এবং [illegible] করিবে, সেই স্থান মহাতীর্থ পবিত্র হইবে ও অন্যেরা [illegible] পবিত্র হইয়া যাইবে ॥ ৯৩

চৌর্যকারী, দেবদ্রব্যহারী, দুষ্ট (উপকারীর উপকার স্মরণ না করিয়া উপকারীর অপকারকারক অথবা কৃতঘ্ন) ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করিয়া নিষ্পাপ হইয়া যায় ॥ ৯৪

যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত পালন করে না, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-বন্দনা করে না, যে ব্যক্তি নাস্তিক ও যে ব্যক্তি নরহত্যাকারী, ইহারা সকলে তোমার অঙ্গ স্পর্শ ও দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৯৬

অসিজীবী (খড়্গ দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী), মসীজীবী (মসী—কালী অর্থাৎ [illegible] লেখনী প্রভৃতি বিষয়ে লিখন দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী), পুরোহিত ও বৃষভ বাহন করিয়া [illegible] যদি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করে, তাহা হইলেও শুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৯৭

বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহত্যাকারী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, স্থাপ্য-হরণকারী (রক্ষিত দ্রব্য বা [illegible] অপহরণকারী) ব্যক্তিগণ যদি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করে, তবে তাহারাও পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৯৮

[illegible], শূদ্র [illegible] (শূদ্রা), [illegible] ([illegible] —[illegible] [illegible]), [illegible] এবং [illegible] যদি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করে, তবে তাহারাও পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৯৯

শূদ্রদিগের পাচক (রন্ধনকারী), দেবল (দেবতা দ্বারা [illegible] জীবিকা অর্জনকারী), গ্রামযাজক (বহু ব্যক্তির যজনকারী); এবং অদীক্ষিত (গুরুর নিকট দীক্ষা না করিয়া থাকিলে) ব্যক্তিরা তোমার অঙ্গ স্পর্শ ও দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ১০০

পিতৃমাতৃগুরুত্যাগকারী, [illegible] এবং [illegible] বহু [illegible] তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া যায় ॥ ১০১

হে গঙ্গে! [illegible], পিতা, [illegible], [illegible], গুরু, [illegible], [illegible], অতিথি, [illegible] (পুত্র-[illegible]) [illegible], দ্বিজ ও [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] করে না, সে মহাপাতকী। সেই ব্যক্তি যদি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করে, তবে শুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ১০২-১০৩

দেবদ্রব্যাপহারী, ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণকারী, লাক্ষা, লৌহ ও [illegible], কন্যাবিক্রয়কারী এবং শূদ্রদের শবদাহ-কারী—ইহারা সকলে মহাপাতকী বলিয়া কথিত হয়। ইহারাও যদি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ ও দর্শন করে, তবে পবিত্র (পাপমুক্ত) হইয়া যায় ॥ ১০৪-১০৫

নারায়ণ কহিলেন,—'হে [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] দর্শন ও স্পর্শ করিয়া [illegible] শুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ১০৬

[illegible] [illegible] ।
[illegible] বৃক্ষাঃ [illegible] ॥ ১০৭

পুণ্যক্ষেত্রে [illegible] যেষাং [illegible]
যেষাং [illegible] পূজা [illegible] ॥ ১০৮

যেষাং [illegible] স্পর্শঃ সেবা [illegible]
সর্বেষাং [illegible] ॥ ১০৯

ন [illegible] তীর্থানি ন [illegible] ।
যে পুণ্যা [illegible] বিশুদ্ধাঃ [illegible] ॥ ১১০

[illegible] ।

[illegible]
বিশুদ্ধ্যা [illegible] ॥ ১১১

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১২

[illegible] চ ।

[illegible] ॥ ১১৩

[illegible]
[illegible] ॥ ১১৪

[illegible] পূর্বং পূজাং [illegible]
[illegible] ॥ ১১৫

[illegible] চ [illegible] ।
[illegible] চ পূজা [illegible] ॥ ১১৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১৭

[illegible] ।
[illegible] চ ॥ ১১৮

ন [illegible] ।
[illegible] ॥ ১১৯

[illegible] ।
[illegible] চ [illegible] ॥ ১২০

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]—এই সব [illegible] এবং [illegible] বৃক্ষ [illegible] ॥ ১০৭

[illegible] ও [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] এই [illegible] পবিত্র হইয়া থাকেন ॥ ১০৮

[illegible] ও [illegible] সেই [illegible] ॥ ১০৯

[illegible] এবং [illegible] ও [illegible] ; [illegible] যে, সেই [illegible] করিয়া থাকেন ॥ ১১০

যৌতিক [illegible],—[illegible] । [illegible] এই কথা [illegible] সেই [illegible] ॥ ১১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—[illegible] । [illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible], সেই সকল [illegible] ও পবিত্র [illegible], [illegible] ॥ ১১২-১১৩

[illegible] হয়, [illegible] ও [illegible] পবিত্র [illegible] ॥ ১১৪

সেই [illegible] ॥ ১১৫

[illegible] যে কোনও [illegible] যে [illegible] যে [illegible] এবং পবিত্র [illegible] ॥ ১১৬

যে সব [illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] হয়, [illegible], [illegible] ও [illegible] ॥ ১১৭-১১৯

[illegible] এবং [illegible] ॥ ১২০

তথাঽপি বিনশ্যন্তি দেবা ব্রহ্মাণ্ডস্থাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদিবিলুপ্তস্য মৃত্যো ন প্রণশ্যতি ॥১১॥
ক্ষণেন পারদে তস্য নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডম্
তেষামপি গতিঃ মহী পূর্ণা ব্রহ্মাণ্ডঃ মহাশয় ॥১২॥

এই পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন প্রকার প্রলয় ও বিলুপ্ত হইয়া থাকে না ॥১১॥

দেবি! আমার এক মুহূর্তে এই ভারতবর্ষে দুর্লভ মানব জন্মলাভ করিয়া সকল জন্ম হয় এবং মুহূর্তে পতিত হইয়া থাকে সকল বৈভবের আধার বৈকুণ্ঠলাভ করা ঘটে ॥১২॥

ইত্যেবং কথিতং সর্বং কৃষ্ণ পদে সমাহিতম্
সাধ্যাসাধ্যাং ভাগ্যপূর্ণবিমুক্তো সুখানন্দে ॥১৩॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে গঙ্গাপ্রশ্নোপাখ্যানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

বিপ্রগণ কহিলেন! এই যাহা তোমাকে কহিলাম, যাহা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হয়, তাহাই পালন কর। সেই সময় শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গাদেবী নিজ নিজ অংশে পালন করিলেন এবং শ্রীহরির নিজ আলয়ে পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

শ্রীমদ্বিদ্যাভ্যাসরত্নত্বনিধি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে 'সরস্বতী উপাখ্যান' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সরস্বত্যা 'বাণী' প্রভৃতিনামনির্বচনম্, কালমানাদিনিরূপণঞ্চ]

নারায়ণ উবাচ।
সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রে আজগাম চ ভারতম্।
গঙ্গাশাপেন কলয়া স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদম্ ॥১॥
ভারতী ভারতং গত্বা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী চ কীর্তিতা ॥২॥
সর্ববিশ্বং পরিব্যাপ্য স্রোতোজলেন হি দৃশ্যতে।
হরিঃ সরস্তস্যেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥৩॥
সরস্বতী নদী সা চ তীর্থরূপাতিপাবনী।
পাপিনাং পাপেধ্মানাং জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥৪॥
পশ্চাদ্ভগীরথানীতা মহীং ভাগীরথী শুভা।
সমাজগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ ॥৫॥
তত্রৈব সময়ে তাং চ দধার শিরসা শিবঃ।
বেগং সোঢুমশক্তায়া ভুবঃ প্রার্থনয়া বিভুঃ ॥৬॥

সপ্তম অধ্যায়

[সরস্বতীর 'বাণী' প্রভৃতি নামনির্বচন, কাল ও কালমানাদির নিরূপণ।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—নারদ! দেবী সরস্বতী গঙ্গার অভিশাপে অংশ দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীহরির পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১॥

তিনিই সেই সময় ভারতবর্ষে আগমন করায় ব্রহ্মার প্রিয়া হইয়া 'ব্রাহ্মী' এই নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া 'বাণী' এই নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ॥২॥

সর্ববিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া স্রোতোজলরূপে অবস্থিতা থাকায় শ্রীহরি সরঃ নামে অভিহিত হন। সরঃ শ্রীহরি। সেই হরির প্রিয়া বলিয়া, সেই দেবী বাণী 'সরস্বতী' নাম প্রাপ্ত হন ॥৩॥

(সরঃ সরোবরবৎ জলাদেব্ যস্যা অস্তীতি 'সরস্বতী'; অথবা সরঃ সরোবরসদৃশঃ সর্বব্যাপিত্বাৎ অস্তীতি 'সরস্বতী'। যিনি শ্রীহরিরূপ সরোবরের আশ্রয় ও অতিশয় মহৎ ব্যাপিকা বাক্-স্বরূপে বিরাজ করেন, সেই বাগ্রূপাই হইলেন 'সরস্বতী'।

সুতরাং এই ভারতবর্ষে সরস্বতী নদীরূপে যিনি বিরাজমান আছেন এবং বাগ্রূপে যিনি সর্বব্যাপী সরোবর শ্রীহরির মধ্যে বিরাজ করেন—এই উভয়রূপেই দেবীর নাম 'সরস্বতী' ইহা সুপ্রসিদ্ধ।)

সেই দেবী বাণী পাপিগণের পাপরূপ কাষ্ঠ দাহনের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিরূপিণী ও অতিশয় পাবনকারিণী তীর্থস্বরূপা 'সরস্বতী' নামে নদী হইয়া এই ভারতবর্ষে প্রবাহিতা আছেন। (এই শ্লোকে 'সরস্বতী নদী সা চ' এই পাঠস্থলে 'সরস্বতী নদীনাং চ' এই পাঠ দেখা যায়। সেস্থলে 'এই সরস্বতী আবার দিব্য নদীর উত্তরবাহী' এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।) ॥৪॥

হে নারদ! পরে দেবী গঙ্গা ভগীরথ কর্তৃক নীতা হইয়া সরস্বতী 'ভাগীরথী' নামে খ্যাত হন। এইভাবে গঙ্গা সরস্বতীর শাপে অংশ দ্বারা পৃথিবীতে আগমন করেন ॥৫॥

শিব সেই সময়েই এই পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁহার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া পৃথিবীর প্রার্থনায় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

পঞ্চাঙ্গযজ্ঞ ক্রমশঃ না চ পঞ্চাবত্তী নদী
তাবন্তঃ তাবতীশাস্ত্রং যজ্ঞঃ তৎস্থে হবেৎ পশুম্ ॥ ৭
উত্তোহন্তরা সা ক্রমশঃ সপ্তাঙ্গ ক্রম তাবন্তে।
বর্ষত্রয়ন্তুরা লক্ষ্মীবিবাহো তুলসীতি চ ॥ ৮
পুরা সায়ন্তনীশাস্ত্রাত্তৎপঞ্চাঙ্গবিনাশনম্ ॥
বহুব বৃক্ষকণ্যা চ ক্রমশঃ বিবাহবতী ॥ ৯
ক্রমে পঞ্চবাত্রেণ বহঃ ত্রিধা চ তাবতে
ক্রমশুদ্ধ সবিস্তরণং বিবাহ প্রাহরেঃ পশুম্ ॥ ১০
যানি কর্মাণি তীর্থানি যাশীমুখাবহঃ বিধা।
যাবন্তি মাঙ্গ তাবিন্ত বৈষ্ণবৈস্তাবন্তা হবেৎ ॥ ১১
শালগ্রামো হবেদ্যত্র তিষ্ঠতি পরমেশ্বর তাবন্
কল্পেশ্বরসহস্রাণি যাবৎ যাবন্তু হবেৎ পশুম্ ॥ ১২
বৈষ্ণবান্ত পুরাণানি পঞ্চাঙ্গ প্রাহরেশ্বরম্

যেবোক্তানি চ কর্মাণি যুগৈস্তৈঃ মাধবেব ॥ ১৩
ধরিপূজা হবেন্নাম তৎকীর্তিস্তনকীর্তনম্
যেবোক্তানি চ নামানি যুগৈস্তৈঃ মাধবেব ॥ ১৪
নরক নরাঃ যবন্ত যেবান্ত ক্রমাবেবন্তঃ।
প্রেতঃ তপন্তাবন্তঃ যুগৈস্তৈঃ মাধবেব ॥ ১৫
যাবাচারহরাঃ সর্বে বিবাহকালটাদযুক্তাঃ।
তুলসীবর্জিতা পূজা তবিষ্যন্তি তত্তঃ পশুম্ ॥ ১
একাদশীবিহীনাস্ত সর্বে সর্ববিবর্জিতাঃ
ধরিপ্রসন্নমিচ্ছন্তা সর্বে তবিষ্যন্তি তত্তঃ পশুম্ ॥ ১৭
পঞ্চাঃ কৃত্বা তাত্ত্বিকান্ত মহাবরাহমূর্তয়ঃ।
চৌরান্ত বিনয়ন্তঃ সর্বে তবিষ্যন্তি তত্তঃ পশুম্ ॥ ১৮
পুত্রাঃ যেবান্ত স্ত্রীকেবো বিবাহো যাপি নিত্যঃ
ধর্মাধিক্যেন যজ্ঞনাঃ ন তবিষ্যন্তি তত্তঃ পশুম্ ॥ ১৯

এই পঞ্চ (নদী) যেবী তাবতীর (সরস্বতীর) অধিকারে তথাকার পঞ্চাবতী নদী হইয়া এই তাবতবর্ষে তথাকার অধিষ্ঠাতা-যেব। আর তার শ্রীহরির সর্বাংশে অবতার করিতে পারিবেন ॥ ৭

তদনন্তর আর এক তথাকার এই সরস্বতীরই পঞ্চাঙ্গক্রমে 'তুলসী' এই নামে বিবাহ হইয়া তাবতবর্ষে তপস্যা করেন ॥ ৮

পূর্বে সায়ন্তনীর পাপনাশক; এবং শ্রীহরিরই অধিষ্ঠানস্বরূপ: সেই সরস্বতীরই তথাকার বিবাহবতী বৃক্ষকণ্যা অর্থাৎ তুলসী বৃক্ষরূপা হন ॥ ৯

তাহার পর তদ্বিবাহের পঞ্চরাত্রের মধ্যে তাবতবর্ষে অবস্থান করিয়া সরীসৃপ জাব সকল শ্রীহরিবার বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন ॥ ১০

কাশী ও তুলসীর কৃষ্ণ সায়ীর অত যে সব তীর্থ আছেন, তাঁহারা সকলে শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে এই তিন দেবী লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পঞ্চাবতীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন ॥ ১১

শালগ্রাম ও তথায় শ্রীহরির এই দুই মূর্তি (অথবা শালগ্রাম, শ্রীহরির মূর্তি বাম, কৃষ্ণমূর্তি ও তথায়) অধিষ্ঠানের কল

তথাচ্ছন্দপুরাণে আদিষ্ট হইয়াছে, পঞ্চাঙ্গের তাবতের পরিচয় হইল (যেহেতু এই শ্লোকের অনুবাদ আদি করিলাম, সেইহেতু পঞ্চাঙ্গ পঞ্চকল্পের পরিচয়)—তথা বারাহ কল্প, বৈষ্ণব অবতার, অষ্টাবিংশতিতম মন্বন্তরে, বার বার, ১৯৮৬ সম্বৎসর, ১২৯৩ শকাব্দ চলি মাস, তাবতবর্ষ বৈবস্বত, এই অধিকার অধিকারে হইয়াছে ৫০৮২ পাঁচ হাজার বিরাশি বৎসর।

হাজার বৎসর অধিকার হইবে না এই তাবতবর্ষ তাগ করিয়া শ্রীহরিবারে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবেন ॥ ১২

বৈষ্ণবান্ত, পুরাণসকল, পঞ্চাঙ্গসহ, তাবত, তর্পণ, যেবোক্ত অন্যান্য কর্মসমূহ তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যাইবেন ॥ ১৩

শ্রীহরিপূজা, শ্রীহরিনাম, শ্রীহরির কীর্তি ও তব-সমূহের কীর্তন, যেবোক্তসমূহ (বিষ্ণু, রুদ্র, বাসুদেব, বিষ্ণুক, ব্রহ্ম ও জ্যোতিঃ—এই ছয় যেবের) এবং তাহার পারিষদগণ তাঁহাদের সহিত গমন করিবেন ॥ ১৪

নরক, নরা, যবী, (যমদূতগণ, প্রেতসমূহ, একাদশী প্রভৃতি প্রহরগণ, তপস্যা ও তপস্বিগণ তাঁহাদের সহিত গমন করিবেন ॥ ১৫

বিবাহ তথা সমস্ত (অধিকারের) অনুকূল শুভ যাবাচার ইত্যাদি (এখানে অত্র অত্র ইত্যর পাঠের যেবা যায়, যথা—"যাবাচারহরাঃ" স্থলে "তাবাচারহরাঃ"। তাবাচার অর্থে বৈষ্ণবের যা তাবাচারী।), বিবাহকারী, তথাচারপূর্ণ পূজাতাবাচারসমাযুক্ত হইবে। তুলসীহীন পূজা তাহার পক্ষে তাবত হইবে ॥ ১৬

তদনন্তর সমস্ত একাদশীহীন হইয়া সর্ববিধি হইবে এবং তিথিসর্বস্বহীন হইবে ॥ ১৭

তাহার পর তার সকলে পাঁচ, রুদ্র, পাঞ্চিক, তথাচ তাবতারী, যোর এক নিত্য হইবে ॥ ১৮

পুত্রকন্যার যেব, শ্রীযজ্ঞ, বিবাহ, নিত্য নিত্য

সর্বে জনাঃ স্ত্রীবশাশ্চ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে ।
তর্জনৈর্ভর্ৎসনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ২০
গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাধিকোঽধমঃ
[illegible] ॥ ২১
[illegible] বণিজো [illegible]
[illegible] নাস্তি [illegible] ন বিদ্যতে ॥ ২২
যথা [illegible]
[illegible] বিনা ॥ ২৩
[illegible] চ ।
[illegible] কলৌ ॥ ২৪
[illegible] ।
[illegible] চ মেদিনী ॥ ২৫
[illegible] ।

[illegible] ॥ ২৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৭
[illegible]
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible]
[illegible] চ ॥ ৩২

([illegible]) এবং [illegible] হইবে না । (এই শ্লোকের [illegible]) ॥ ১৯

সকল পুরুষ স্ত্রী-বশীভূত হইবে, ঘরে ঘরে [illegible] করিবে ॥ ২০

গৃহিণী অর্থাৎ স্ত্রী [illegible] হইবে [illegible] হইবে ॥ ২১

[illegible] থাকিবে না ॥ ২২

যে কোনও [illegible] থাকিবে না ॥ ২৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য [illegible] এবং [illegible] হইবে ॥ ২৪

তাহারা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] হইবে । [illegible] হইবে এবং [illegible] পৃথিবী [illegible] হইবে ॥ ২৫

[illegible] হইবে, [illegible] ([illegible]) হইবে, [illegible] হইবে এবং [illegible] হইবে না ॥ ২৬

[illegible] হইবে, [illegible] হইবে এবং [illegible] হইবে ॥ ২৭

[illegible] হইবে । [illegible] এবং [illegible] হইবে ॥ ২৮

[illegible] থাকিবে না । [illegible] ও [illegible] ॥ ২৯

[illegible] ও [illegible] করিবে । [illegible] ও [illegible] হইবে ॥ ৩০

কোনও কোনও [illegible] ও [illegible] হইবে । [illegible] ও [illegible] হইবে ॥ ৩১

[illegible] হইবে । [illegible] ও [illegible] থাকিবে ॥ ৩২

ব্রহ্মাদীনি চ ক্ষেত্রাণি শস্যহীনানি যান্তু।
ধীমান্ ক্লৈশ্যে বসিনো শূদ্রশ্চৈর্দ্বিজাঃ ॥ ৫৩
অল্পবীর্যা ধীনা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অধীতবাদিনো মূর্খাঃ শঠাশ্চ নষ্টবাদিনঃ ॥ ৫৪
শাসিনঃ পুরাপুরুষাঃ শ্রীহীনাঃ স্ত্রিয়ো এব চ।
স্ত্রিয়শ্চৈব মনস্তাভিঃ পুংশ্চল্যঃ পতিকাঃ ॥ ৫৫
তপস্বিনঃ পাপরতা বিপ্রকাঃ মৈথুনাঃ।
অতিশয়া লব্ধপুণ্যেষ্বাপ্যাং সর্বাদিনঃ ॥ ৫৬
বিপ্রক্ষেত্রা মূর্খা বিপ্রহারানৃত্তি চ
কৃষ্যাদিবেদাবিদ্যা ভবন্তঃ ধনবাদিনঃ ॥ ৫৭
পুত্রিকাশ্চ ভবিষ্যন্তি কন্যা ভার্যবিনাঃ।
ধাতুনা শাস্ত্রিতানাং যা নার্যঃ সর্বতঃ ॥ ৫৮
অল্পপুণ্যা ভবিষ্যন্তি যৌবনেষু কলৌ যুগে
পতিতাঃ ষোড়শে বর্ষে স্বাস্থ্যস্ত বিনশ্যতি ॥ ৫৯

উহার (কলিযুগে) তাহার পর এই মনুষ্যেরা অল্প হইবে। বিবাহ্ ধনি মনুষ্য অল ও সর্বাদি হইয়া দীনপুরুষ হইবে অর্থাৎ তাহারা আসন্ন হইয়া দরিদ্রতা হইবে। ৫৩

কলিযুগে লোক ... অনুষ্ঠান নাই (বৈদিক) হইয়া থাকিবে। নারীরা পুরুষদের পুরুষদের বিশ্বাসী, পূর্ব এক পত্নী হইবে। (অথবা স্ত্রীরা দাসদাসী সেইসব অবিশ্বাসী বিশ্বাসী, পূর্ব ও পর্ব দিয়া পরিবর্তিত হইবে।) ৫৪

নারীরা পুরুষদের অবিশ্বাসিনী, অর্থাৎ নিজেরাই, অন্যে বিবাহিত অবিশ্বাসী, সেবা পবিত্রতা ত্যাগীনিজ, নারী তাপস্বরে, অইন্দ্রিয় বিপ্রকল্পের এবং ক্রোধ ও অহংকারী হইয়া অনিত্য ব্যাপার অনুষ্ঠানের উপর এক বিদ্যা করিয়া থাকিবে। ৫৫-৫৬

দুর্ভিক্ষ বিপ্লব (দারিদ্র্যবশে) ত্যাগ করিয়া অর্থ বিদ্যা ও উপায় করিতে আরম্ভ করিবে। তাহারা দুঃখ-কেশাদির সেবা করিয়া অসহ্য দ্বারা অবনমনের কার্য করিতে থাকিবে। ৫৭

কিন্তু সেই সব ... সকল দুর্ভিক্ষ অবস্থা দূরিত হইয়া থাকিবে। সেই সময় সকল নর-নারীদের ধারণ (শস্যাদি), অভিপ্রায় ও অসৎ হইবে। কলিকালে অসুর লোকসমূহকে দুঃখ দিয়া থাকিবে। কেশপ্রদেশ ... অনন্ত দূর হইয়া থাকিবে এবং উৎসাহ বহিয়া থাকিবে। আর দিন অনেক আগে হইতে কষ্টের ধনিতা পরিবর্তিত হইবে। ৫৮-৫৯

বালবৃদ্ধ স্ত্রিয়ো প্রথমে যুবতী বোধয়ন্ত্রিয়ঃ ।
স্বাধ্যায়ে অন্যান্য স্ত্রী যোড়শবর্ষ ধনাদিকা। ৬০
এবং কালে মহত্যেব ক্ষয়মোপি কালৌ যুগে।
কলাবিনষ্টেন সর্বে ধর্মাদ্যাঃ এব চ। ৬১
যাত্রাদানসুখা কালোপার্জিতধনাঃ।
ত্যজনাৎ ভবিষ্যন্তি কালোপার্জনেকৈবিনঃ। ৬২
হোমাদিবিবর্জিতা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে
বায়ুপর্ণা গতেষু সৌহিত্যবর্জকাঃ। ৬৩
অংশমেবমনালোভ্য সর্বদুর্দশাজিতাঃ।
সেবাত্মিকা অধ্যায়িনঃ বৃত্তিঃ ত্যজেচ্চ ৬৪
মাত্রাঃ শত্রুবা বা বিদ্বেষদুর্ভিক্ষাদি।
বহুবাসাদিনঃ কেচিৎ কেচিৎ মনোদিনঃ
কেচিৎ বহুলাদিনশ্চ কেচিৎ সর্বাদিনঃ
অভিনীতাদিনঃ কেচিৎ নম্রো মাতৃকাদিনঃ। ৬৫-৬৬

সেই সময় কোনও কোনও স্ত্রী স্বামী থাকিতে অন্য পুরুষে যুবতী হইয়া অসংযত হইবে এবং তাহার সহ সর্ব ত্যাগ করিয়া স্বাধ্যায়ে অত্যন্ত ভ্রমণ করিবে। যদি কোনও অসৎ স্বামী হইতেই দুঃখ ভোগ হইয়া থাকিবে। ৬০

সকল ক্ষত্রিয় অল্প এবং অসৎ হইবে কলিযুগের উপদ্রব হইবে, তাহারা সকলেই ক্রয় করিবে। অসৎপথে চাষ করা ক্ষত্রিয়গণ এক প্রবৃত্তি হইবে। ৬১

তাহার অধিকাংশ মানুষ দাস, নারী ও পুত্রকন্যাদের অভিপ্রায় অসৎ ক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। এইরূপ কলা ও অধিকারের কল্যাণের সব দৌর্বাস্য নির্বাহ করিবে। ৬২

কলিযুগে মনুষ্যগণ অভিমানবিশিষ্ট হইবে এবং আর বিবাহ জীবনধর্মের দ্বারা সর্বপ্রকার লাভ করিবে। ৬৩

তাহার পর বিদ্যার্থী মন দ্বারা বালকোর্জিত হইবে বাস, বিবাহ দৌরাত্ম্য উত্থান করিবে। কলিযুগের মনুষ্যগণ অধিক হইবে না নারকী হইবে কেহ কেহ, এবং ও অন্যদের বৃদ্ধি উদ্যম অর্থাৎ অভ্যাসবশে করিয়া আচার করিতে থাকিবে। কেহ কেহ দুরাচারী হইবে। ৬৪-৬৫

কেহ পুত্রসম্ভব করিবে, কেহ তাহার সর্বনাশী অর্থাৎ হীনমতি অসৎকারী হইবে। অন্যান্য কুকীর্তিবাসী হইবে এবং অন্যান্য তাহার সর্বনাশকারী হইবে। ৬৬

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং তথৈবান্ত্যজন্মনাম্ ।
অন্তরাদ্যবসায়ীনাং তথা বৈ পুরুষাকৃতীঃ ॥ ৪৭
আত্মযোনিং পরিত্যজ্য বিবর্ততি মহীতলম্ ।
পক্ষীণাং নির্যয়ো নাস্তি যাবৎ কল্পো ধ্রুবে স্থিতে ॥ ৪৮
প্রজানামীক্ষণে প্রাণাঃ স্থাবরাণাং বিনেষতঃ ।
অনীকবাহিনঃ সর্বে সর্বে তোয়াশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯
পাশ্চাত্যং হিমকাস্তং সর্বে চ রসযোনিজম্ ।
ব্রহ্মক্ষত্র-বিশাং বপ্তা তথৈবান্ত্যজ পার্থিবঃ ॥ ৫০
লাক্ষা-লৌহ-রসানাং ব্যাপারঃ সর্বশস্য চ ।
কুসুম্ভা বিপ্রবর্ণাঃ স্যুঃ ক্ষত্রিয়াঃ সরকাসিতাঃ ॥ ৫১
শূদ্রাঃ তোক্ষিনঃ সর্বে সর্বে চ কুসুমীভবাঃ ।
পক্ষপর্ণপরিচ্ছন্নাঃ কৃষ্ণবাস্তৌ চ তোক্ষিনঃ ॥ ৫২
মজ্জমূত্রবিহীনাশ্চ সন্ত্যাশৌচবিহীনকাঃ ॥ ৫৩
পুংস্কলাঃ চার্বঙ্গা বৃক্তা কৃষ্ণী চ ভক্তলা ।
বিপ্রাণাং ভক্তমাধবে তথৈব ক্ষিতি চ পার্থিব ॥ ৫৪

অন্নাদাং নির্যয়ো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ ।
আত্মযোনাং তথান্নাদ্যে সর্বে ক্ষেমাঃ কল্পো ধ্রুবে স্থিতে ॥ ৫৫
এবং কল্পো মহাস্থূরে সর্বে ক্ষেমবহা ভবে ।
ভক্তপ্রযাণে ধ্রুবে চ ক্ষুদ্রযাণে চ মারুতে ॥ ৫৬
বিপ্রেষু বিষ্ণুধর্মাঃ স্যুঃ ক্ষত্রা তথিবাস্তি ।
নারায়ণকলাশ্চক্ষ তথান্ত্যজ বলিনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৭
যৌধেন ক্ষত্রধর্মেণ পৌর্যেণ চ তথৈবচ ।
ক্ষেমপূরাঃ ক্ষিতিঃ সর্বা বিপ্রবৈশ্যান্ত্যজন্মনাম্ ॥ ৫৮
নিত্যস্থিতাং বসুধাং কৃত্বা অনুষ্ঠানং তথিবাস্তি ।
অন্তাকা চ বসুধা বসুশ্রেষ্ঠা তথিবাস্তি ॥ ৫৯
সুমেরুধারা ষড়্বক্ত্রা সর্বধাতুময়ী মহী
লোকপূজা বৃক্তপূজা পুরুপূজা তথিবাস্তি ॥ ৬০
তত্রস্থ ঘোষবাহিন্যাঃ তথিবাস্তু ধরা ধ্রুবে ।
প্রাণাস্তানি তত্রস্থাঃ পুরী সদা ক্ষেমাক্ষ ক্ষেমদা ॥ ৬১

অন্তিমুগে এর মানুষ ও তুল্য আয়ী হইবে। প্রায় সকলে ধ্রুব সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিবে। ৫৭

অন্তিমুগে আত্মযোনি অর্থাৎ মনুষ্যোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল জীব পক্ষিরই বিচরণ করিতে থাকিবে। পক্ষীর ডোম নির্ণয় থাকিবে না, এইরূপ পক্ষিগণ কোনও নির্ণয় থাকিবে না অর্থাৎ জী পুরুষ সকলেই অন্নাদ্যবান্ হইবে। ৪৮

প্রজাগণের, স্থাবরগণের ও বিশেষতঃ মনুষ্যগণের যে অভিমানী, তাহারা ডোম—একদম কোনও স্থির থাকিবে না। সকলেই বিমানারোহী ডোম ও সম্পন্ন হইবে। ৪৯

মনুষ্যগণ পাশ্চাত্য বিদেশবাসী ও সাগরবাসী হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ত্যজন্মগণকে পালনকারী হইবে। ৫০

লাক্ষাযন্ত্রকার, ধাতুযন্ত্রকার, লৌহ, সীসক ও রসযন্ত্রের ব্যবসায়ী হইবে। ব্রাহ্মণগণ কুসুম্ভ রঙ্গে বস্ত্রাদি রঞ্জন করিবে, মুখের পরিধান করিবে, মুখাগ্রভাগী হইবে। ক্ষত্রিয়েরা সকলেই মুখাগ্রভাগী হইবে। সকলেই মুখিবাদি পঞ্চ পর্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যপক্ষের বাহিরে অন্যাদি ডোজন করিবে। ব্রাহ্মণগণ সকলেই মজ্জমূত্র ত্যাগ করিবে এবং সন্ধ্যা ও শৌচাচার বর্জন করিবে। ৫১-৫৩

বেশ্যা, অবীরা (পতি-পুত্রহীনা স্ত্রী) কন্যা, কুট্টনী (ঘটকী-বিশেষ), কুটনীবিশিষ্টা যে স্ত্রী ডোজন পুরুষের সাধন ডোজন স্ত্রীর সহযোগ এবং বিবাহ করিবে, তাহাকে কুট্টনী স্ত্রী কহে।)

এবং একমাত্র ধর্মই এ অন্ধকারের বন্ধু-স্বরূপে সাথিরূপে রহিবে। ৫৪

অন্তিমুগে অন্নডোজনাদির বিচার থাকিবে না, বিশেষতঃ যোনির ডোজন বিচারই থাকিবে না। এইরূপ আত্মযোনিমুগের ও মনুষ্যগণের ডোজন বিচারবিধি থাকিবে না। সকলেই অন্তিমুগে ক্ষেম পাইয়া যাইবে। ৫৫

এইভাবে অন্তিমুগের প্রথম হইতে শেষ অবধি সকলেই ক্ষেমযুক্ত হইবে। তখন কল্পের পরিসমাপ্ত হইবে এবং এক লক্ষ বৎসর ধরিয়া মহাপ্রলয় থাকিবে। ৫৬

এরূপ অবস্থায় বিপ্র বিষ্ণুমন্ত্রের পূজকদের নারায়ণের অংশরূপ ধর্মশালী যৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মরাজ ভগবান্ ক্ষত্র ধর্মে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন। ৫৭

সেই ক্ষত্র ধর্ম যৌদ্ধ যোদ্ধার অবশ্য বিধান করণের (করণীয়) দ্বারা স্থির রহিয়াছে সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষেমপূর্ণ করিবেন। ৫৮

তিনি পৃথিবীকে ক্ষেমপূর্ণা করিয়া অবস্থিতি হইবেন। ইহাকে নিত্যস্থিতা বসুধার অন্তাকা করিয়া অনুষ্ঠান করা হইবে। ৫৯

তাহার পর এক রাত্রি থাকিয়া সুমেরুধারা বসুন্ধরাকে দুষ্টি দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থিতা, বৃক্তপূজা ও পুরুপূজা হইবে। ৬০

ঘৃত। তখনকার আকাশে বায়ু আন্দোলিত হইতে থাকিবে। এই আন্দোলনের ফলে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ধূলিবিমুক্ত করা হইবে। ৬১

অন্যো অহ্নে ১ দ্বয়োর্বা সংগ্রহমুক্তে ক্রমে মুখে
ভগ্নসন্ধানসমাপ্তৌ বর্ষপূর্ণে ভবিষ্যতি। ৬১
ভগবিদ্ভ্য ধর্মিষ্ঠা বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা ভূমি
পরিক্রম্যাশ্ব ধর্মিষ্ঠা যোগিভ্যশ্চ মুনে মুনে। ৬২
ব্রাহ্মণাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চ বর্ষে বিপ্রক্রমাংশ্চ বৈশ্যকান্
যোগাদ্যন্তরা ধর্মিষ্ঠাঃ পুণ্যকর্মকরাঃ সদা। ৬৩
বৈশ্যা বার্দ্ধুষিকা বিপ্রক্রমাশ্চ বার্দ্ধিকাঃ
পূজ্যাশ্চ পুণ্যশীলাশ্চ ধর্মিষ্ঠা বিপ্রসেবিনঃ। ৬৪
বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং তথা বিষ্ণুরূপপরায়ণাঃ।
বিষ্ণুভক্তাস্তথা সর্বে বিষ্ণুভক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। ৬৫
স্মৃতি-সৃষ্টি-পুরাণজ্ঞা বর্ণজ্ঞা ধর্মবাদিনঃ।

লেখা যান্তি ধ্রুবর্ষাণাং বর্ষপূর্ণে ক্রমে মুখে। ৬৭
বর্ষত্রয়ান্তে বেদাস্যাং বিপ্রাশ্চ স্যাদ্রে মুখঃ।
ক্রমো প্রযুক্তে বৈশ্যানাং বর্ষমুক্তস্তঃ সদা। ৬৮
যাত্রা সদা তথা বিপ্র বিষয়ঃ যোড়শে মুখাঃ।
ক্রমা ধান্যধনাদ্যে ধরায়ন্ত যজ্ঞে ৫। ৬৯
দ্বৌ পক্ষৌ চাপরে যে চ ভবন্তি প্রহরৈর্দিনে।
চতুর্ভিঃ প্রহরৈরাদ্যৈর্মধ্যাহ্নস্তৈস্তথা। ৭০
যদ্যৎ পক্ষদ্বিয়ে জ্ঞেয়ঃ কালো দশাধ্যায়িভিস্তদে।
ক্রমা চাদ্যেষু যজ্ঞেষু তথা মুখচতুষ্টয়ে। ৭১
বর্ষে পূর্বে মনুষ্যাণাং বেদারম্ভঃ স্যাদ্যিনঃ।
পরস্তরে যজ্ঞেষ্বিহে সমাপ্তে মুখ পক্ষে।
বেদারম্ভে মুখঃ জ্ঞেয়ঃ কালদশাধ্যায়িভিঃ সদা। ৭২

এইরূপে ১৪৫ অধিমাস পর্যন্ত হইলে পর সত্রমুখের আরম্ভ হইবে। তখন এই সত্রমুখ তথায় ও সত্রের সমাপ্তি হইয়া বর্ষপূর্ণ হইবে। ৬২

এই সত্রমুখে ক্রমের আরম্ভের তথাই, বাপিত ও বেদজ্ঞ হইবেন। মুখে মুখে যথাবিধি সকলে পরিক্রমা ও অর্চ্চনা করিবেন। ৬৩

বিপ্রেরও সমস্ত অধিমাস তথা হইবেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধস্থানের প্রধানকারী, বাপিত এবং সদা পুণ্যকর্মকারী হইবেন। ৬৪

বৈশ্যেরা বার্দ্ধুষিকাদি, বিপ্রেরও, বাপিত হইবেন এবং পুণ্যবান পুণ্যশীল, বাপিত ও বিপ্রসেবী হইবেন। ৬৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমস্তদিগের সকলে বিষ্ণুভক্ত-পরায়ণ, বিষ্ণুভক্তগণও এবং সকলেই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব হইবেন। ৬৬

তাঁহারা স্মৃতি, সৃষ্টি ও পুরাণজ্ঞ এবং বর্ণজ্ঞ হইবেন। ধর্মবাদিগণ তাঁহারা প্রবচন করিবেন। বর্ষপূর্ণ সত্রমুখে অধ্যয়ন বেদসমূহ থাকিবে না। ৬৭

বেদমুখে বর্ষ ত্রিবর্ষান্ত ও যজ্ঞমুখে বর্ষ ত্রিবর্ষ বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু অধিমুখে বর্ষ একবার হইয়া যায় এজন্য তাহার শেষে সেই বর্ষ ত্রিবর্ষের মুখ (মুখ) হইয়া থাকিবে। ৬৮

বিপ্রের যাত্রা। অগ্নি, সোম, মরুত, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—এই সাতটী যাত্র। অশ্বযুক্ত, প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা—এই ষোলটী তিথি। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ; পৌষ এই আটমাস ব্যতীত যাত্র বলা হইবে, বসন্তকাল এই তৈত্রাদি চারিমাস যাত্র বলা প্রসিদ্ধি হওয়ায় এস্থলে এই ব্যবস্থাটীর সমর্থন হইল।), সৌম্য, যাম্য, ভাস্কর ও ঐন্দ্র—এই সাতটী যাম। প্রাণ, বর্ষ, সমর, বেদজ্ঞ, পীত ও বলদ—এই ছয়টী বস্তু অধিক আছে। (পূর্ব্বে অগ্নিদৈবত—সৌম্য—বেদজ্ঞ, যাম-ভাস্কর—পীত, ঐন্দ্র-বৈশাখ—বলদ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় - প্রাণ, শ্রাবণ-ভাদ্র—বর্ষা এরূপ আশ্বিন-কার্ত্তিক—সমর এই ছয় বস্তু অধিক ছিল)। ৬৯

ক্রমসত্র ও ক্রমমুখ—এই দুইটী সত্র। উদয়াদ্যন (মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়—এই মাঘাদি ছয়মাস উদয়াদ্যন বলিয়া কথিত হয়) ও অস্তাদ্যন (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ—এই শ্রাবণাদি ছয়মাস অস্তাদ্যন বলিয়া কথিত হয়।)—এই দুইটী অয়ন। চারিটী প্রহরে (দিন দশটার ৩০ হইতে ১২, ৩৩৭ হাত হইতে অর্থাৎ ৩৩ ঘটীর ৩৩টিকে) একদিন হইয়া থাকে এরূপ ৪টী রাত্রি (অর্থাৎ রাত্র ৩০টীর ৩০ রাত্রি, মুহূর্ত্তাদি বিপরীতি ক্রমে বিপরীত অর্থাৎ ৫টীর ৩০টিকে একদিন পূর্ণ হইয়া থাকে।) হয়। এইরূপ তিন পূর্ণ দিনে (দিন-রাত্রি বিলিয়া ৬০টীতে পূর্ণ হইয়া থাকে।) এক মাস হয়। ৭০

যাত্র মাসে এক অয়ন হইয়া থাকে। কাল দশাধ্যায়িদিগের ক্রমানুসারে অয়ন পাঁচ প্রকার। এই সব অয়নে বেদারম্ভ ও অন্ত করে, অনুসারেই সত্র, বেদ, যাগ ও অগ্নি এই চারি মুখ হইয়া থাকে। ৭১

সত্রমুখের এই সময় পূর্ব হইলে বেদারম্ভিদিগের এক বিদায়-দিন আসে এরূপ হয়। এইরূপে সত্রমুখের ত্রিবর্ষের যাত্র মুখ

মন্বন্তরস্য বিপ্রর্ষে মূলাদারেক্ষণাদিকম্ ।
মন্বন্তরেষু ভেদাংশ্চ যুগে সংকীর্তয়িষ্যে ॥ ৭০
অষ্টাবিংশতিরে ভেদে গতে বৈবস্বতেঽন্তরে
অন্যে তত্রে ধর্মপত্যে পত্যে পাঞ্চজন্য হরেঃ ॥ ৭১
প্রজাপতিঃ প্রাকৃতো ভেদুস্তুরীয়ো যজ্ঞসংজ্ঞিতঃ ।
তন্মনূনামি বিপ্রাণি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাশ্রয়ঃ ॥ ৭২
যজ্ঞো বৈবস্বতে সর্গে লোকাঃ ত্রয় ইব পরাংপরে
ঔত্তমে প্রকৃতিলীনা যেন প্রাকৃতিকো লয়ঃ ॥ ৭৩
অন্যে প্রাকৃতিকেস্মীন্যে পাদে চ ব্রহ্মণো মুনে ।
দ্বিপরার্ধাত্মকঃ কালস্য কৃত্স্ন পরমাত্মনঃ ॥ ৭৪
এবং সঙ্খ্যাতি সর্গাণি ব্রহ্মণস্তু নাবিলানি চ ।
দ্বিতীয়ো লোকশৈলূষী শ্রীকৃষ্ণস্য নিশাময় ॥ ৭৫
বিশ্বেষাত্মঃ প্রধানো যত্র বিশ্বঃ ভূপুরুষম্ ।
বিশ্বেষাত্মত্বয়ে কালে পুনঃ সৃষ্টিঃ ক্রমেণ চ ॥ ৭৬

এবং কবিবিধা সৃষ্টির্নঃ কবিবিধাবপি যা ।
কবিকৃত্বো মন্বন্তরেঃ সংখ্যাঃ কালোচি যঃ
সৃষ্টিযাত্ত্ব মন্বন্তরে ব্রহ্মণোঽন্তরে নাবে ।
ব্রহ্মণোঽন্তরে ব্রহ্মণে সংখ্যাঃ কালোচি যঃ পুনঃ ॥ ৮১
ব্রহ্ম তামাত্ত্ব সর্বেষামীশ্বরস্তৈক এব সঃ
সর্বেষো সর্বদাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৮২
ব্রহ্মণশ্চ তথাংশাত্মনাংশশ্চ মহাবিষ্ণুঃ ।
তথাংশশ্চ বিষ্ণুঃ ক্ষীরশায়ী প্রকৃতিঃ পুমা ॥ ৮৩
স চ কৃষ্ণো বিশ্বাত্মনো বিষ্ণুশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে লোকে বিষ্ণুঃ স্বয়ম্ ॥ ৮৪
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তা সর্বঃ প্রাকৃতিকো ভবেৎ ।
ন চ যত্র প্রাকৃতিকঃ সৃষ্টেঃ সর্গঃ সনাতনে চ ॥ ৮৫
এবং বিধি সৃষ্টিরেষা সংখ্যা বিদ্যা সনাতনী ।
যোগমায়ং পরং ব্রহ্ম বিদ্যুর্বিপ্র পরং ॥ ৮৬

অভিপ্রায় এইরূপ যেসকলস্থলের এক রূপ হইয়া থাকে, তাহাই কালবিধ ও সংখ্যাবিধায়ক অভিধেয় । ৭৭

এইরূপ যেসকলস্থানে একাদশ চতুর্দশ অভিধানিত হইলে এক মন্বন্তর হয় । এই এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত ইন্দ্রের আধিপত্য অভিহিত জানিবে । ৭৩

এইরূপ অষ্টাবিংশতি অর্থাৎ আটাশ কল্প ইন্দ্র গত হইলে পর ব্রহ্মার এক দিবসের পরিমাণ একদিন হয় । এইরূপ অষ্টোত্তর শত বৎসর অন্তর হইলে ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে । ৭৯

ইহা প্রাকৃত প্রলয়কাল বলিয়া জানিবে । এই প্রাকৃতপ্রলয়ে পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া থাকেন । বিশ্বসমূহ অন্তর্হিত হইয়া যায় । পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণরূপী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরূপবান্, অভিন্ন এক জীবাত্মা সকলের লীন হইয়া যান । এই সময় ব্রহ্ম প্রকৃতির শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া থাকেন, সেইজন্য এই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলা হয় । ৮০-৮১

হে মুনে ! এইরূপে প্রাকৃতিক প্রলয় অর্থাৎ প্রকৃতি যেখানে শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া এবং ব্রহ্মার পতন হইলে পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক দিবসাবসান কাল হইয়া থাকে । ৮২

এইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিনষ্ট হইলে পর যোগমায় এক বৈকুণ্ঠলোক অবস্থান করেন । পার্ষদগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও বিরাজমান থাকেন । ৮৩

যাহাতে নিত্য অবস্থিতি হয়, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামস্থান । এইরূপ আর এক নিত্যধামের কথা জানিবে পর পৃষ্ঠায় সৃষ্টি হয় । এই ক্রমে প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে । ৮৫

এইরূপে কত প্রকার সৃষ্টি ও কত প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা কোন্ ব্যক্তি জানিতে সমর্থ হয় ? ৮৬

যে মহান্ । এইরূপে এই বিষয়সমূহে সৃষ্টি, কল্প ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহের এবং তাহাদের সংখ্যার কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে ? ৮৯

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ও সকলের ঈশ্বর হইলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ । সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ (যা প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ) । ৮১

তাঁহার অংশ ব্রহ্মাদি, তাঁহার অংশ মহাবিষ্ণুই, তাঁহার অংশ ক্ষুদ্র বিষ্ণুই এবং তাঁহারই অংশ প্রকৃতি—ইহাই কথিত হইয়াছে । ৮৩

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু ও চতুর্ভুজ—এইরূপে দুইরূপে বিভক্ত হইয়াছেন । তিনি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ পূর্বক বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিতেছেন । আর তাঁহার বিষ্ণু হইয়া গোলোকেই বিরাজমান থাকেন । ৮৪

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্ত যারা কিছু সৃষ্টিবিশিষ্ট হয়, তাহারাই প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া জানিবে । যারা যারা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারাই নশ্বর—নাশশীল । ৮৫

এইরূপে যেই সনাতন, বিদ্যা, সনাতনী, যোগমায়, নিত্যধাম, নিত্য, পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সৃষ্টির হেতু বলিয়া জানিবে । ৮৬

বিজয়াদি নিবাসান্তং শক্তিপূজাবিধিক্রমম্ । ৮৭
অষ্টাঙ্গযোগমার্গেণ সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়কম্ । ৮৭
বিষ্ণুঃ সূর্যশ্চ দেবেশঃ শৈবশাক্তবিধায়কম্ ।
সর্বত্র সর্বদেবাশ্চ পরমাত্মস্বরূপিণম্ ৮৮
ওঁকারাদি রমঃ রমান্তং জ্ঞানাত্মা ভবভোক্তৃকম্ ।
নিত্যো দুঃখাদ্যতীতশ্চ সাক্ষী সর্বত্রগঃ বিভুঃ ৮৯
যস্য জ্ঞানাৎ ভবেন্মুক্তিঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদো হরিঃ
মহাবিভূতিমিত্যুক্তঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগো ভবম্ । ৯০
সর্বব্যাপী সর্বশক্তঃ প্রধানঃ সর্বসম্মতঃ
বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরঃ ভবন্ যস্য জ্ঞানাজ্জগৎসৃষ্টিঃ । ৯১
মহামায়া চ প্রকৃতিঃ সর্বশক্তিস্বরূপিণী
যস্যজ্ঞানাদ্ যস্য তপসা যস্যেচ্ছা যস্য সেবয়া । ৯২
সাদিষ্টে সেবনাদ্যা চ সেবাসিদ্ধিপ্রদেবতা ।
পূজা বিধানাঃ সেবন্তা যস্যজ্ঞানাদ্ যস্য সেবয়া । ৯৩
সর্বসিদ্ধিপ্রিয়ত্বে সা পূজ্যা চ বিদুষ : সদা

যৎসেবয়া যৎতপসা যস্য জ্ঞানাৎ সরস্বতী । ৯৪
যস্য সেবয়া যঃ তপসা প্রলয়ে সর্বসংহারম্
হর-ব্রাহ্মণিরূপেণ যা তত্তৎসৃষ্টৌ সনাতনী । ৯
যৎসেবয়া যৎ তপসা সর্বসিদ্ধিষু পূজিতা ।
সর্বত্রগামিরূপেণ যা সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী । ৯৬
সর্বেশ্বরী সর্বসত্তা সর্বসিদ্ধা প্রাণ যা পরিত্ ।
সর্বত্রগা চ সর্বজ্ঞা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী । ৯৭
কৃষ্ণমায়াস্বরূপা কৃষ্ণাপ্রেমাধিদেবতা ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রেম্না রাধিকা কৃষ্ণসেবয়া । ৯৮
অধিষ্ঠিতা কৃষ্ণস্য সৌভাগ্যমানরূপতঃ ।
কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থাত্ত পত্নীত্বং প্রাপ সেবয়া । ৯৯
তপশ্চক্রুঃ যা পূর্বং বৃন্দাবনে চ গোপিকাঃ ।
শিবাঃ মুনয়শ্চৈব বিরাধাদ্যা চ স্ত্রিয়ঃ তথা । ১০০
কৃষ্ণাঃ নিত্যাশ্চ যা দিব্যাঃ পূর্ণা চন্দ্রকলোপমাঃ ।
কৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণা কৃষ্ণস্য তপসা বিভূঃ । ১০১

বিধি বিধানাদি ও বিরাধার বৃন্দাবনে তত্ত্বজ্ঞানে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণু—সেই শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রী প্রভু ঈশ্বর ভবানীর ও নমস্কারার্হ । ৮৭

যিনি বিষ্ণু, সূর্যদেব, দেবাধিদেবী, বিধানকর্তা, সর্বত্র, সর্বজনের (অথবা সর্ব—বিশেষণ), পরমসত্তা পরমাত্মা । ৮৮

যাঁহার জ্ঞান ও যাঁহার তপস্যা জ্ঞানাত্মা পরমাত্মাদি রূপে জগতের সৃষ্টি করেন এবং যিনি দুঃখাদি, অতীত ও সর্বত্রগামি হইয়াছেন। যাঁহার কৃপায় যিনি সর্বজ্ঞ, ভবমুক্তা ভবান্ । মহাবিভূতিমান্ এবং সর্বত্র গত সর্বজ্ঞ হইয়াছেন । ৮৯-৯০

যাঁহার জ্ঞানবলে বিষ্ণু সর্বব্যাপী, সর্বশক্তা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরী, সর্বসম্মতপ্রধান, সর্বেশ্বর, পরমাত্মারূপে ও জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন । ৯১

যাঁহার জ্ঞান, যাঁহার তপস্যা, যাঁহার ইচ্ছা ও যাঁহার সেবায় মহামায়া প্রকৃতি সর্বশক্তিরূপী পরমেশ্বরী হইয়াছেন । ৯২

যাঁহার জ্ঞান ও যাঁহার সেবাবলে যেখী সাবিত্রী সেবনাদ্যা, সেবাসিদ্ধিদাত্রী দেবী, সেবনা ও বিধানরূপ পূজনীয়া হইয়াছেন ৯৩

যাঁহার সেবা, যাঁহার তপস্যা এবং যাঁহার জ্ঞানবলে দেবী সরস্বতী সর্বসিদ্ধিপ্রিয়েবী, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের পূজনীয়া ও সর্বসেব্যা হইয়াছেন । ৯৪

যাঁহার সেবা ও যাঁহার তপস্যার ফলে যে সনাতনী প্রলয়ে সর্বসংহারকারিণী হইয়াছেন। যাঁহার সেবা ও যাঁহার তপস্যার ফলে যেখী সকল সিদ্ধিপ্রদা পূজিতা, সর্বত্রগামিরূপিণী ও সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী সনাতনী মহাদেবী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । ৯৫-৯৬

যাঁহার সেবা ও তপস্যায় দুর্গাদেবী সর্বেশ্বরী, সর্বজগৎস্বরূপিণী, সর্বজনপূজ্যা, সর্বজ্ঞা ও দুর্গতিনাশিনী হইয়াছেন এবং সর্বত্রগা বিষয়ে শক্তিমত্তা লাভ করিয়াছেন । ৯৭

যেখী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে উৎপন্না হইয়া কৃষ্ণপ্রেমাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী হইয়াছেন । ৯৮

কৃষ্ণসেবাবলে যিনি সর্বাধিক রূপ, সৌভাগ্য, মান ও যৌবন লাভ করিয়া কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে স্থান এবং কৃষ্ণপত্নীত্ব লাভ করিয়াছেন । ৯৯

এই রাধিকা পূর্বে পরমপূত বৃন্দাবনে বিশু সখ্য দৃঢ় করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই সময় যিনি বিরাধানামে খ্যাতা ছিলেন অর্থাৎ তপস্যা করিয়া পরে । ১০০

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যেই সময় নিত্যাসমন্বিতা এবং চন্দ্রকলোপমা কৃষ্ণা (স্ত্রীরা) দেখিয়া কৃষ্ণাপূর্বক বক্ষঃস্থলে ধারণ করত যোগ করিয়াছিলেন । ১০১

যত্র তত্রৈব সর্বো মাং সর্বেষামপি দুর্লভম্।
মম বক্ষঃস্থলে নিত্যং যদি তে ভক্তিরিষ্যতে ॥ ১০১

সৌভাগ্যেন চ মানেন প্রেম্না চ গৌরবেণ চ।
যা মে প্রেষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ প্রেয়ী সর্বাধিষ্ঠাত্রী ॥ ১০২

ধরিত্রী চ ধরিত্রী চ সর্বশস্যা পূজিতা সদা।
সমস্তা তব সাবর্ণেরুদ্ধারে প্রাণবল্লভে ॥ ১০৩

ইত্যুক্ত্বা জগতা মাতৃস্তস্যাঃ চক্রে প্রদক্ষিণম্ ॥
সপ্তাবৃত্তিরিতাং ভক্ত্যা প্রণম্য প্রাণবল্লভাম্ ॥ ১০৪

যোগাং যা সর্বতো যোগ্যা পূজিতাস্তত্র যোগিভিঃ।
তপস্যা মানুষী যোগ্যা তাসাং যাস্যুক্তলাং মুনে ॥ ১০৫

দিব্যাং বর্ষসহস্রঞ্চ তপস্তপ্ত্বা দিবানিশম্।
দুর্গা চ তৎপরা যাত্রা সর্বপূজ্যা বভূব হ ॥ ১০৬

সরস্বতী তপস্তপ্ত্বা পর্বতে গন্ধমাদনে।
লক্ষবর্ষঞ্চ দিব্যঞ্চ সর্বসিদ্ধা বভূব সা ॥ ১০৭

লক্ষ্মীর্দুগ্ধতঃ দিব্যা তপস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে।
সর্বসম্পৎপ্রদাত্রী চ বভূব তস্য সেবয়া ॥ ১০৮

সাবিত্রী মন্দরে তপ্ত্বা বিষ্ণুপূজা বভূব সা।
ষষ্টিবর্ষসহস্রঞ্চ দিব্যা যাত্রা চ বৎসরম্ ॥ ১০৯

পতিব্রতানাং তপ্তং সহস্রেণ পুরা ত্রিতে।
পতিসেবয়তৈব তস্যেদং ফলমুত্তমম্ ॥
সপ্তসপ্তসহস্রাণি বিষ্ণুতপ্ত্বা পরা বভূব হ ॥ ১১১

পঞ্চপঞ্চসহস্রাণি সর্বতপ্ত্বা পুরা বভূব হ
মন্বন্তরশতেনাপি যেষাং ভক্তা চ নারদ ॥ ১১২

যন্নয়ন্তে পুরাণজ্ঞা ব্রহ্মণস্তস্য বৈ চ ॥ ১১৩
দিব্যাং পঞ্চসহস্রেণ বায়ুতপ্ত্বা চ ভক্তিতঃ
সর্বশ্রান্ত সর্বপূজ্যঃ সর্বাধারো বভূব সঃ ॥ ১১৪
এবং কৃষ্ণস্য তপসা সর্বে দেবাস্ত পূজিতাঃ।
মুনয়ো মানবা তুল্যা ব্রাহ্মণ্য চৈব পূজিতাঃ ॥ ১১৫

তদনন্তর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠে! এই যে তপস্যা করিলে যে, তুমি আমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিবে এবং আমাকে তোমার ভক্তিলাভ হইবে ॥ ১০১

সৌভাগ্য মান, প্রেম ও গৌরবে তুমিই আমার জ্যেষ্ঠা, প্রিয়তমা এবং সমস্ত ঐশ্বর্যেরও মূলা জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ সর্বাধিষ্ঠাত্রী হও ॥ ১০২

যে প্রাণবল্লভে! তুমি আমার যাত্রা পূজিতা ও সর্বপূজ্যা হইয়া সকলের বরণীয়া ও পরীয়সী হও। আমি সকল যোগের যোগীভূত ও আরাধ্য আছি ॥ ১০৩

এই কথা বলিয়া সেই জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নীরার মনে হৈতন্য সম্পাদন করত সেই রাধিকাকে সপ্তাবৃত্তি প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ১০৪

যে মুনে! যে সব যোগিগণের আরাধ্য যে যে যোগী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার পূজিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের নীরার যেরূপ তপস্যা আছে, তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০৫

সেবী দুর্গা হিমালয়পর্বতে হৈমবতিনীরূপে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের সাধ্যস্য দান করত সকলের পূজনীয়া (অথবা সর্বেশ্বর—শিবেরও পূজনীয়া) হইয়াছেন ॥ ১০৭

এইরূপ দেবী সরস্বতী গন্ধমাদনপর্বতে দিব্য লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া সকলের বরণীয়া হইয়াছেন ॥ ১০৮

সেই দেবী লক্ষ্মী পুষ্করতীর্থে দিব্য শত বৎসর ধরিয়া তপস্যা করত সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রভাবে সর্বসম্পৎপ্রদাত্রী হইয়াছেন ॥ ১০৯

সেই দেবী সাবিত্রী মন্দরপর্বতে তপস্যা করিয়া এবং দিব্য ষাট হাজার বৎসর সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনারায়ণ ধ্যান করিয়া বিষ্ণুপূজার পূজনীয়া হইয়াছেন ॥ ১১০

দিব্যা (যোগসিদ্ধিসম্পন্না) সাধ্বী। পুরাকালে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পতিব্রতা নারী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছেন। এইরূপ সহস্র ভক্তিসহকারে সপ্ত সপ্তসহস্র বৎসর ধরিয়া তাঁহার তপস্যা করিয়াছেন। বিষ্ণু পঞ্চ সহস্রবৎসর তাঁহার তপস্যা করিয়া সমস্তের তপস্বিনী হইয়াছেন ॥ ১১১

এই পঞ্চ সহস্রবৎসর তপস্যা করিয়া পূজনীয় হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ। তদনন্তর সহস্র বৎসর ভক্তিসহকারে তাঁহার তপস্যা করিয়াছেন ॥ ১১২

বায়ু দিব্য পঞ্চ সহস্র বৎসর ধরিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ ঔদ্ধি-তাত্মার তপস্যা করিয়া সকলের প্রাণ, সকলের পূজনীয় ও সকলের আধার (আশ্রয়) হইয়াছেন ॥ ১১৩

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তপস্যা করিয়া সমস্ত দেবতাগণ পূজিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদেই তত্ত্ব সূর্য, বায়ব, তুলসি ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যা করিয়া পূজিত হইয়াছেন ॥ ১১৪

[illegible] ॥ ১১৬

[illegible] ॥ ১১৮

[illegible]

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

[পৃথিব্যুপাখ্যানে,—পৃথিব্যা উৎপত্তি-পূজা-স্তোত্রাদিবর্ণনম্]

নারদ উবাচ ।

[illegible] ॥ ১ ॥

[illegible] ॥ ২ ॥

[illegible] ॥ ৩ ॥

[illegible] ॥ ৪ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

[illegible] ॥ ৫ ॥

[illegible] ॥ ৬ ॥

[illegible] ॥ ৭ ॥

[illegible] ॥ ৮ ॥

[illegible] ॥ ৯ ॥

[illegible] ॥ ১০ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

(পৃথিবীর উপাখ্যান,— পৃথিবীর উৎপত্তি, পূজা ও স্তোত্রাদি কথন।)

নারদ কহিলেন,—[illegible] ॥ ১ ॥

[illegible] ॥ ২ ॥

[illegible] ॥ ৩ ॥

[illegible] ॥ ৪ ॥

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর [illegible] ॥ ৫ ॥

[illegible] ॥ ৬ ॥

[illegible] ॥ ৭ ॥

সেই মধু এবং কৈটভ [illegible] ॥ ৮ ॥

[illegible] মধু ও কৈটভের [illegible] এই পৃথিবী [illegible] ॥ ৯ ॥

সেইহেতু, 'মেদিনী' এই নামে পৃথিবী বিখ্যাত হন, এই কথা

অথাপি চ যথাস্য সার্দ্ধং সর্বত্র দশিতম্ ।
পৃথ্বী জাতা মধুকৈটভমেদসা পৃথক্ ॥ ১১
মহাবিরাড্দেহলোমকূপস্থা চিরং স্থিতা ।
যতো বভূব কালেন সর্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ১২
ন চ তিষ্ঠতি সর্বত্র জলোপরি স্থিরা চ ।
কালেন মহতা জাতা বভূব বসুধা পুরে ॥ ১৩
প্রলয়ে প্রতিষ্ঠে তত্র জলে না স্থিরা স্থিরা ।
আবির্ভূতা তিরোভূতা সহসা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪
আবির্ভূতা সৃষ্টিকালে জলস্য পর্যালম্বিতা ।
প্রলয়ে চ তিরোভূতা জলাভ্যন্তরবর্তিনী ॥ ১৫
প্রতিবিশ্বেষু বসুধা শৈলকাননসংযুতা ।
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমিতা সতী ॥ ১৬
হিমাদ্রিমেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রার্কসংযুতা ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ সুরৈর্লোকৈস্তথা যুতা ॥ ১৭
পুণ্যতীর্থসমাযুক্তা পুণ্যভারতসংযুতা ।
কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা সপ্তদুর্গসমন্বিতা ॥ ১৮
পাতালাঃ সপ্ত তদধঃ ঊর্দ্ধ্বং ব্রহ্মলোককঃ ।
ধ্রুবলোকশ্চ তত্রৈব সর্বং বিশ্বঞ্চ তত্র বৈ ॥ ১৯
এবং সর্বাণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্মিতানি বৈ ।
ঊর্দ্ধ্বে গোলোকবৈকুণ্ঠৌ নিত্যৌ বিশ্বপরৌ চ তৌ ॥ ২০
নশ্বরাণি চ বিশ্বানি সর্বাণি কৃত্রিমাণি চ ।
প্রলয়ে প্রাকৃতে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে ॥ ২১
মহাবিরাডাদিসৃষ্টৌ সৃষ্টঃ কৃষ্ণেন চাত্মনা ।
নিত্যা স্থিতিঃ প্রলয়ে কাষ্ঠাকাশেশ্বরৈঃ সহ ॥ ২২
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা বারাহে পূজিতা সুরৈঃ ।
মুনিভির্মনুভির্বিপ্রৈর্গন্ধর্বাদিভিরেব চ ॥ ২৩

উহাতে অচল, উদাসীন এই জল হয়—এই পৃথিবী পূর্বে জলপ্লাবিতা ও শূন্য ছিলেন। সুতরাং এই কারণ পৃথিবী পৃথক্ ছিলেন, কেবল মধু ও কৈটভের মেদে উহার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ॥ ১০

সেই কারণে আমি তোমাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী ও সর্বাধারা রূপ প্রকার বলিতেছি, তাহা শুন। অতি-অতি এই দেবী পূর্বে আমি সূক্ষ্মরূপে জলের মধ্যে অবস্থান করিতেছি ॥ ১১

মহাদেবী ও উহার অধিষ্ঠাত্রী মহাবিরাট্ পুরুষের লোমকূপে ছিল এবং সেই কাল অতীত হইলে উহার পর তাহা হইতে সৃষ্টি হইল ॥ ১২

সেই জল মধ্যে উহার সর্বত্র অবস্থান হইল। সে সূক্ষ্ম। অতি দীর্ঘকাল পরে তাহা হইতেই এই বসুধা উৎপত্তি হয় ॥ ১৩

এই বসুধা সেই মহাবিরাটের প্রতি লোমকূপমধ্যে মায়া-রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই পৃথিবী এই ভাবে সৃষ্টি হইয়া যাবে যাবে আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হন। (অথবা 'সহসা' স্থলে 'সকল' পাঠ গ্রহণ করিলে 'জলমধ্যে হইয়া যাবে যাবে আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হন)। ॥ ১৪

তিনি সৃষ্টিকালে সেই জল হইতে আবির্ভূতা হইয়া জলের উপরে অবস্থিতা হইয়া অবস্থান করেন এবং প্রলয়কালে আবার জলমধ্যে তিরোভূতা হইয়া জলের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন ॥ ১৫

প্রত্যেক পৃথিবী প্রতি বিশ্বে পর্বত ও কাননযুক্তা, সপ্তসাগরে পরিবেষ্টিতা এবং সপ্ত দ্বীপ যুক্তা হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১৬

সেই পৃথিবী হিমালয় ও মেরুপর্বতযুক্তা, গ্রহগণ, চন্দ্র এবং সূর্যবেষ্টিতা ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের আশ্রয়ভূমিতে বিরাজমানা ॥ ১৭

পুণ্যতীর্থসমূহে অলঙ্কৃতা, পুণ্য ভারতবর্ষে যুক্তা, কাঞ্চনী ভূমিযুক্তা এবং সপ্তবিধ দুর্গসমূহে পরিবেষ্টিতা থাকেন ॥ ১৮

এই পৃথিবীর অধোভাগে সপ্ত পাতাল এবং ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক বিরাজিত এবং এই পৃথিবীতে ধ্রুবলোক ও সকল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে ॥ ১৯

এইরূপে পৃথিবীতে সমস্ত বিশ্বসমূহ নির্মিত আছে। উহাদের ঊর্দ্ধে গোলোক ও বৈকুণ্ঠ লোক এই দুই লোক অবস্থান করিতেছে। এই দুই লোকই নিত্য এবং বিশ্ব হইতে পৃথক্ ॥ ২০

এই দুই লোক ব্যতীত সকল বিশ্ব কৃত্রিম ও নশ্বর। হে ব্রহ্মন্! প্রাকৃত প্রলয়কালে ব্রহ্মার পতন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তখন সৃষ্টির সময়ে মহাবিরাটের সৃষ্টি করিলেন। মহাপ্রলয়কালে দিক্, আকাশ ও ঈশ্বরগণের সহিত সেই এক মহামায়া শ্রীকৃষ্ণই বিরাজিত ছিলেন ॥ ২১-২২

বারাহকল্পে ক্ষিতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই পৃথিবীকে দেবগণ, মনু ও মুনিগণ এবং গন্ধর্বাদি সকলেই পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২৩

বিষ্ণোর্বরাহরূপস্য পত্নী সা প্রকৃতিঃস্মৃতা
তৎপুত্রো নরকো জ্ঞেয়ঃ সুষবশ্চ মহাসুরঃ । ১৪

নারদ উবাচ ।

পৃথিব্যা কেন রূপেণ বারাহে চ পুরৈষণী
বারাহেণ চ বারাহী সহৈব সর্বশক্তয়া সহ । ১৫

ভগবঃ পূজাবিধানকালাধ্যানস্তবক্রমম্ ।
বদস্ব সর্বজ্ঞোসি তুমি যাদঃ পতের্গুরো । ১৬

নারায়ণ উবাচ ।

বারাহে চ বরাহস্য ব্রহ্মণা সংস্তুতঃ পুরা ।
উদ্ধরায় মহীং হত্বা হিরণ্যাক্ষং মহাসুরম্ । ১৭

জলে বা স্থলমায়ান্তং পাতালতল বর্ত্মনি ।
ত্রৈলোক্য নিধনং ব্রহ্মা সর্বশিল্পং মনোহরম্ । ১৮

দৃষ্ট্বা তদবিদেবীঞ্চ মহাসত্ত্বাং কামুকাং হরিঃ ।
বরাহরূপী ভগবান্ কোটিসূর্যসমপ্রভঃ । ১৯

কৃত্বা মহিতরীং মধ্যাং মূর্তিঞ্চ সুমনোহরাম্ ।
ঔষ্ঠাক্ষকার মধ্যে বিশ্বমর্ত্যমবিন্দত্ । ৩০

সুমনোহরাস্যসংস্পর্শাদ্মূর্ছাং লব্ধ্বা মহাসতী ।
বিবেদয়া বিদেহেন সংযোগমভিপুরুষম্ । ৩১

বিষ্ণুস্তত্রাজগামেবং বুধ্বা চ বিশ্ববিদম্ ।
ধর্মাত্মে চেতনাং প্রাপ্য কামী তস্যাঞ্চ কামুকীম্ ৩২

পূর্বরূপঞ্চ বারাহং ধৃত্বা চাকল্পলীলয়া ।
পূজাঞ্চক্রার তস্যাশ্চ ষোড়শীং সপ্তমীং তথা ৩৩

ঘৃতৈরৌষ্ণৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ বিষ্ণুনৈবমুদাহৃতৈঃ ।
ষষ্ঠ্যাং পূজ্যেত্ত বলিভিঃ সাপূজোপায় ঈরিতঃ ৩৪

নারায়ণ উবাচ ।

সর্বাধারা তব তনুঃ সর্বৈঃ সংপূজিতা শুভম্ ।
মূলিতিথ্যুক্তিবারৈঃ নিত্যৈশ্চ যোগযিষ্যতি ৩৫

অনুধ্যাতোযোগিনিনে মুনয়স্তত্রবন্তরে ।
যাস্যীয়ন্ত্যাশ্চ তে মূর্তে চ কৃষ্ণিকর্ত্রি । ৩৬

বরাহকল্পধারী বিষ্ণুর ঔরসজাত পত্নী যেই দেবী পৃথিবী। ইঁহার পুত্র নরক এবং মহাসুর সুষব (অথবা অসুর) । ১৪

নারদ কহিলেন,—ভগবন্ ! বরাহরূপে যেরূপ বিধানে যেই পৃথিবীর পূজা করিয়াছিলেন ? বরাহরূপী বিষ্ণুপত্নী সতী পৃথিবী কিরূপে বরাহের সহিত মিলিত হইয়া সকলের আরাধ্য হইয়াছেন ? ১১

হে ব্রহ্মন্ ! সেই পৃথিবীর পূজাবিধান, অধ্যানের প্রকৃত উপায়ের ক্রম এবং মন্ত্রসমূহের সকলই হে জগদ্গুরো—আপনি সংস্তুত বিস্তার সহকারে বর্ণনা করুন । ১৬

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! পূর্বে বরাহরূপ ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হইয়া বরাহরূপধারী বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষাসুরকে অনুচরবর্গ বধ করিয়া রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ১৭

পরে জলোত্থিত সাগরের তলের উপর অনন্তনাগ শয়নের জন্য পৃথিবীকে অনন্তনাগ স্থাপিত করিলেন। তারপর সৃষ্টি ব্রহ্মা সেই পৃথিবীতেই বরাহের সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ১৮

তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকর্তৃক স্তুতা ও বরাহরূপী ভগবান্ কোটিসূর্যসমপ্রভ বিষ্ণু বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । ১৯

তখন তিনি অতিসুন্দর মনোহর রূপ ধারণ করিয়া মহিত উপযোগী মধ্যা বিগ্রহ ধারণ করিয়া ঔষ্ঠাক্ষকারে প্রবেশপূর্বক বিশ্ব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ২০

সুন্দরী পৃথিবী শ্রীহরির সুন্দর মনোহরস্পর্শে মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু (মূর্ছান্তে) সুন্দরের সহিত মিলন হইবার সময়ও সুন্দরকে করিয়া থাকে । ২১

বিষ্ণু পৃথিবী দেবীর ভাব অবগত করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। ধর্মাত্মা বিষ্ণু চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কামবশীভূতা ষোড়শী পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিলেন । ২২

তখনকার বরাহ রূপধারীকে পূর্বরূপ আবার ধারণ করিয়া এবং সতী দেবী যেরূপে পূজা করিয়া অভিলষিত হইয়াছিলেন তাঁহার পূজা করিলেন । ২৩

শ্রীহরি ঘৃত, ঔষ, নৈবেদ্য, বিষ্ণুক্ত, অনুমন্ত্র, মন্ত্র, পূজা এবং বলি (উপহার) প্রভৃতিসহকারে ভক্তি বিধানপূর্বক পূজা করিয়া সেই পৃথিবী দেবীকে বলিলেন । ২৪

হে কল্যাণি (ভদ্রে শ্রীহরি) বলিলেন,—সর্বাধারা দেবি ! তুমি সকলের আধার (আধার) রূপ এবং তুমি, মধু, মেষ, বিষ্ণু ও রাশিচক্রের সহিত যোগ হইয়া তুমি পূজা করিবে । ২৫

তব পূজাং করিষ্যন্তি মদ্বরেণ সুরাদয়ঃ।
মূঢ়া যে ন করিষ্যন্তি যাস্যন্তি নরকঞ্চ তে ॥ ৩৭

বসুধোবাচ।

বহামি সর্বং [illegible]
লীলামাত্রেণ ভগবন্ বিশ্বং সচরাচরং ॥ ৩৮

মুক্তাং শুক্তিং হরেরর্চাং শিবলিঙ্গং শিবাং [illegible]।
শঙ্খং প্রদীপং যন্ত্রঞ্চ মাণিক্যং হীরকং মণিম্ ॥ ৩৯

যজ্ঞসূত্রঞ্চ পুষ্পঞ্চ পুস্তকং তুলসীদলম্
জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরঞ্চ সুবর্ণকম্ ॥ ৪০

গোরোচনাং চন্দনঞ্চ শালগ্রামজলং তথা।
এতান্ বোঢুং অশক্তাহং ক্লিষ্টা চ ভগবন্ শৃণু ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

দ্রব্যাণ্যেতানি যে মূঢ়া অর্পয়িষ্যন্তি সুন্দরি।
তে যাস্যন্তি কালসূত্রং দিব্যং বর্ষশতং ধরে ॥ ৪২

ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ নারদ।
বভূব তেন সার্দ্ধং [illegible] ॥ ৪৩

[illegible], [illegible], [illegible], বাণী ও [illegible] কর্তৃক [illegible] এবং [illegible] তোমার পূজা করিবেন; কিন্তু যে সব মূঢ় ব্যক্তি এই সকল কার্যে তোমার পূজা করিবে না, তাহারা নরকগামী হইবে। ৩৬-৩৭

বসুধা (পৃথিবী) বলিলেন,—ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে বরাহরূপ ধারণ করিয়া লীলামাত্রে এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই বহন করিব। ৩৮

মুক্তা, শুক্তি, হরির অর্চা, শিবলিঙ্গ, শিবা, শঙ্খ, প্রদীপ, যন্ত্র, মাণিক্য, হীরক, মণি, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন এবং শালগ্রামশিলার জল—এই সকল দ্রব্যের ভার বহন করিতে আমি অসমর্থ। ভগবন্! এই সব বহন করিতে আমার ক্লেশ হইবে, ইহা শ্রবণ করুন। (উপরিলিখিত দ্রব্যগুলি [illegible] ভূমিতে [illegible] রাখিতে নাই, [illegible] এই সব বর্জিত হয়।) ৩৯-৪১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সুন্দরি! যে মূঢ় ব্যক্তিগণ তোমার উপরে বিনা আধারে এই সব দ্রব্য স্থাপন করিবে, তাহারা দেবপরিমাণে শত বৎসর [illegible] 'কালসূত্র' নামক নরকে [illegible] ভোগ করিতে থাকে। ৪২

নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। তাহার পৃথিবীর গর্ভ হইতে [illegible] উৎপন্ন হইলেন। ৪৩

পূজাবিধৌ পৃথিব্যাঃ [illegible] সর্বে [illegible]।
কাণ্বশাখোক্তধ্যানেন তুষ্টুবুঃ [illegible] ॥ ৪৪

দত্ত্বা মূলেন মন্ত্রেণ নৈবেদ্যাদিকমেব চ।
সংস্তূয় ত্রিষু লোকেষু পূজিতা সা বভূব হ ॥ ৪৫

নারদ উবাচ।

কিং ধ্যানং স্তবনং কিং বা তস্যা মূলঞ্চ কিং বদ।
গূঢ়ং সর্বপুরাণেষু শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥ ৪৬

নারায়ণ উবাচ।

আদৌ চ পৃথিবী দেবী বরাহেণ চ পূজিতা।
ততো হি ব্রহ্মণা পশ্চাৎ [illegible] পূজিতা পুরা ॥ ৪৭

ততঃ সর্বৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ মনুভির্মানবাদিভিঃ।
ধ্যানঞ্চ স্তবনং মন্ত্রং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ ॥ ৪৮

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বসুধায়ৈ স্বাহা।
ইত্যনেন চ মন্ত্রেণ বিষ্ণুনা পূজিতা পুরা ॥ ৪৯

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং [illegible]
[illegible] ॥ ৫০

সেই সময়ে দেবগণ [illegible] কাণ্বশাখোক্ত [illegible] পৃথিবী দেবীর পূজা করিলেন এবং স্তব [illegible] করিলেন। ৪৪

তাহারা মূল মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্যাদি [illegible] করিলেন। সেই দেবী পৃথিবী ত্রিভুবনে [illegible] পূজিতা ও [illegible] হইলেন। ৪৫

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! এই পৃথিবী দেবীর ধ্যান কি? স্তব কি? এবং তাঁহার মূলমন্ত্র বা কি? [illegible] এই বিষয় [illegible] আমার [illegible] কৌতূহল হইতেছে। ৪৬

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—প্রথমে বরাহ; [illegible] এই পৃথিবী দেবীকে [illegible] শ্রীবিষ্ণু পূজা করিয়াছিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা পূজা করেন এবং [illegible] তাঁহার পূজা করেন। ৪৭

তদনন্তর সমস্ত মুনীন্দ্রগণ, মনুগণ এবং মানবাদি সকলেই তাঁহার পূজা করেন। নারদ! এক্ষণে আমি পৃথিবী দেবীর ধ্যান, স্তব ও মন্ত্র বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৪৮

পুরাকালে [illegible] বিষ্ণু এই পৃথিবী দেবীকে "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বসুধায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৪৯

শ্বেতচম্পকবর্ণাভা, [illegible], [illegible], [illegible] বিভূষিতা, [illegible], [illegible] (রবি)-[illegible]

ভদ্রাধারায় ভদ্রমূর্ত্যৈ ভদ্রকল্যাণদায়িন্যৈ ।
বহ্নিজায়া স্বাহাধারা সর্বিতায়ৈ বদ্ধিতায়ৈ স্বধে ॥ ৫১
ধারণেশ্বরৈ নমো দেব্যৈ সর্বৈশ্বর্য্য পূজিতায়ৈ স্বধে ।
স্বধায়ৈ পূর্ণ বিদ্যেশ্বর কান্তায়ৈ স্বধে ॥ ৫২

দ্বিতীয়ধারা ।

বজ্রমূলধারায়ৈ ও ধরায়ৈ দেব্যৈ ধরায়ৈ
ধরে ধরে ধরাধারে ধরণীধরে ধরণ্যৈ ॥ ৫৩
মঙ্গলে মঙ্গলাধারে মঙ্গলমঙ্গলপ্রদে
মঙ্গলার্থে মঙ্গলার্থে মঙ্গল দেবি দে ধরে ॥ ৫৪
সর্বাধারে সর্বধৃতে সর্বশক্তিসমন্বিতে
সর্বাভদ্রে দেবি সর্বেষ্টে দেবি দে ধরে ॥ ৫৫
পূর্ণাবয়বরূপে ত্বীধারায়ৈ পূর্ণরূপে নমস্তুতি
পূর্ণাধারে পূর্ণাবয়বাধারে পূর্ণায়ৈ ধরে ॥ ৫৬
ভদ্রাধারে ভদ্রমূর্ত্তে ভদ্রাভদ্র সমন্বিতে ।
ত্রীধারূপে ভদ্রাদ্রে ভদ্রধারায়ৈ ধরে ॥ ৫৭
সর্বশক্তাধারে সর্বশক্তাধারে সর্বশক্তে ।

সর্বশক্তাধারে ধারে সর্বশক্তিরূপে ধরে ॥ ৫৮
কূর্মে কূর্মিলমূর্ত্যৈ কূর্মিলাধারায়ৈ ।
কূর্মিলাবয়বাধারে কূর্মিঃ দেবি চ কূর্মিণে ॥ ৫৯
ইলা ক্ষেত্রে মহাপূজ্যা ত্বাং নমামি চ ত্বং পাহি
কোটি কোটি ভদ্র ভদ্র ন ভদ্রায় কূর্মিণেস্তুতঃ ॥ ৬০
কূর্মিলাবরূপা পূজ্যা নমস্তে পঞ্চমাঙ্গকে ।
কূর্মিলাবরূপাং পাদাধারূপায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬১
অনুষ্ঠাধী কূর্মবরূপাদায় ন কূর্মায়ে ধরে ।
অনুকূলে কূর্মবরূপায় পাদায় ন কূর্মায়ে ধরে ॥
পরকূর্মাকারায় পাদাধারূপায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬২
কূর্মো বীরাধারূপাদায় কূর্মো বীরাধিরূপায় ।
পাদায় প্রকৃতায়ে প্রাজ্ঞ স্তোত্রস্য পঠনাদ্ধরে ।
অন্তঃসংস্থঃ পূজ্যা নমস্তে নমো নমঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে পৃথিব্যুপাখ্যানে পৃথিবীস্তোত্রং নাম অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮

মনুজা, বন্দিতা সুরসংঘিতা এবং ত্রৈলোক্যধাত্রী দেবী পৃথিবীকে স্তব করি ॥ ৪৩-৪৯

এই মন্ত্রের দ্বারা যেই দেবী বসুন্ধরাকে সর্বদেবী পূজা করিয়া ছিলেন। বিস্তার সার। অন্যান্য দ্বারায় বিস্তৃতি ঐরূপ ব্যাখ্যাপ্রয়োগ হয় এবং ৫৩ ॥ ৫১

বিষ্ণু কহিলেন,—ভদ্রমূর্তে, দেবি ধরে! তুমি নিত্যের ভদ্রস্বরূপ এবং ভদ্র, তোমার আধার (আধার)-রূপা, মঙ্গলাদা, মঙ্গলরূপা এবং মঙ্গলাধারের পাত্রী, অতএব তুমি আমাকে রক্ষা প্রদান কর ॥ ৫৩

দেবি মঙ্গলার্হি। তুমি মঙ্গলের আধারভূতা, মঙ্গলাস্পদের মঙ্গলদাত্রী, মঙ্গলময় প্রয়োজনরূপা অথবা মঙ্গলই তোমার একমাত্র প্রয়োজন এবং তুমি মঙ্গলের আধারূপিণী, তুমি এ জগতে আমাকে মঙ্গল প্রদান কর ॥ ৫৪

দেবি। তুমি সর্বাধারা, সমস্তের ধীজস্বরূপা, সর্বশক্তিমন্ত্রী এবং সকল অভীষ্টপ্রদায়িনী। তুমি এ জগতে আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ॥ ৫৫

হে পূর্ণরূপে নমস্কার! তুমি সকল ঐশ্বর্যের পূর্ণাবয়বরূপা, পূর্ণের অধিষ্ঠাত্রী, পূর্ণাবয়বগুলির ধারণকর্ত্রী এবং অন্যান্য তুমি সকলকেই পূর্ণ-দান কর ॥ ৫৬

ভদ্রার আধারস্বরূপিণি। দেবি! তুমি ভদ্রমূর্তি, ভদ্রাভদ্রযুক্তা (অর্থাৎ ভদ্রাভদ্র—যাবতীয় বস্তুরূপিণী) এবং সর্বাধারস্বরূপিণী। তুমি আমাকে অভিলষিত মঙ্গলযুক্ত প্রদান কর ॥ ৫৭

সর্বশক্তাধারে ধারে সর্বশক্তিরূপে ধরে ॥ ৫৮
কূর্মে কূর্মিলমূর্ত্যৈ কূর্মিলাধারায়ৈ ।
কূর্মিলাবয়বাধারে কূর্মিঃ দেবি চ কূর্মিণে ॥ ৫৯
ইলা ক্ষেত্রে মহাপূজ্যা ত্বাং নমামি চ ত্বং পাহি
কোটি কোটি ভদ্র ভদ্র ন ভদ্রায় কূর্মিণেস্তুতঃ ॥ ৬০
কূর্মিলাবরূপা পূজ্যা নমস্তে পঞ্চমাঙ্গকে ।
কূর্মিলাবরূপাং পাদাধারূপায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬১
অনুষ্ঠাধী কূর্মবরূপাদায় ন কূর্মায়ে ধরে ।
অনুকূলে কূর্মবরূপায় পাদায় ন কূর্মায়ে ধরে ॥
পরকূর্মাকারায় পাদাধারূপায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬২
কূর্মো বীরাধারূপাদায় কূর্মো বীরাধিরূপায় ।
পাদায় প্রকৃতায়ে প্রাজ্ঞ স্তোত্রস্য পঠনাদ্ধরে ।
অন্তঃসংস্থঃ পূজ্যা নমস্তে নমো নমঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে পৃথিব্যুপাখ্যানে পৃথিবীস্তোত্রং নাম অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮

দেবি ধরণি। তুমি সর্বাধিব সকলমূলের বিশালমূর্তি, সর্বসমস্ত ঐশ্বর্যধারিণী, সর্বসমস্তা, এ জন্যই তোমাকে তুমি সমস্ত পরমাদি হয় ৫৩ এবং আমার তথায় সর্বসম্পত্তিদাত্রী হও ॥ ৫৮

হে কূর্মি দেবি। তুমি কূর্মবিশেষ সর্বশ্রেষ্ঠরূপা, কূর্মাদিপ্রধানা এবং কূর্মাবিশেষ আধারস্বরূপা। হে কূর্মিরূপে! তুমি আমাকে কূর্মি দান কর ॥ ৫৯

হে দেবি। যেকোন পূজা করিয়া যে ব্যক্তি এই মহাপুরুষের স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি কোটি কোটি ভদ্র অবতার করিয়া কূর্মিরূপের ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাস্বরূপী হইয়া যাবে ॥ ৬০

এই ,আর পাঠ করিলে মানুষ কূর্মিলাবরূপ পূজা লাভ করে এবং কূর্মিলাকে করিয়া পূজার ভবনমন্দির মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬১

অনুষ্ঠাধীকারে কূর্মবরূপাদায়ের পাদ হইতে এবং পরকূর্মে কূর্মাবরূপাদায়ের পাদ হইতে যেই ব্যক্তি (এই কূর্মিস্তোত্র পাঠকারী) অবশ্যই মুক্ত হইয়া যায় এবং পরকূর্মিরূপ ধ্যান করিলে যে পাদ হয়, সেই পাদ হইতেও মুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬২

কূর্মিরূপ বীরাধারূপাদায়ের পাদ হইতে এবং কূর্মিরূপে বীরাধি (৩৬-৬০ হোম যাহার প্রকৃতি) স্বরূপাদায়ের পাদ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। হে কূর্মে! যেই ব্যক্তি সব অবস্থায় স্তোত্র পূজা লাভ করিয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে পৃথিবীর উপাখ্যানপ্রসঙ্গে নারায়ণ-নারদসংবাদে পৃথিবীস্তোত্র নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

(ভূমিদানেফলবর্ণন, তদ্ধরণে পাপকথন।)

নারদ উবাচ

ভূমিদানকৃতঃ পুণ্যাৎ পাপং তদ্ধরণে ভবেৎ
পরভূমৌ হ্রাসবৃদ্ধৌ ভূমৌ ভূমৌ তথা। ১
অন্যায়োদ্ধৃতদণ্ডস্য তথাত্মকরণস্য চ
দীপাদিবিধানস্য চ পাপং প্রেত্যভূমিদায়িনি বদতঃ। ২
অতঃ যঃ পৃথিবীদাতুঃ পাপং তদ্ধরণে ভবেৎ।
যদ্যস্তি তৎপ্রতীকারং তদ্ব মেবিধাতা বদ। ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

বিঘস্তিমাত্রং ভূমিং যো দদাতি চ ভারতে।
সন্ধ্যাপূতায় বিপ্রায় স যাতি বিষ্ণুসন্নিধিম্। ৪
ভূমিং সর্ষপমাত্রাং যো ব্রাহ্মণায় দদাতি বৈ।
ভূমিদেবুপ্রমাণেন বর্ষং বিষ্ণুপদে বসেৎ। ৫
প্রাদাৎ ভূমিং যাবতীং যো দদাত্যেবদাতি চ।

সর্ষপাদ্যা বিনির্মুক্তো লোকে বৈকুণ্ঠবাসিনো। ৬
ভূমিং দাতুঞ্চ যদ্ধরণে চ সাধুশাস্ত্রানুসারতে।
স প্রযাতি চ বৈকুণ্ঠং বিমুক্তো ব্রহ্মবধাদিতঃ। ৭
যদ্ধরাং পরদত্তাং বা হরেত্তু নিরয়েত্তু সঃ
স বিষ্ঠাদি কালসূত্রং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ৮
তৎপুত্রপৌত্রপ্রভৃতির্ভূমিহীনঃ শ্রিয়া ভবঃ
পুত্রহীনো ধরিত্রশ্চ অন্তে স যাতি চ রৌরবম্। ৯
সর্ষমাত্রং বিনির্মুক্তং যদ্ধরাং হরতি নরঃ।
বিষাং বর্ষশতং ভূত্বা কৃমীণাঞ্চ চ জায়তে। ১০
যোদ্ধা ভূমেঃ বিমুক্তং ব্রাহ্মণস্য হরতি যঃ
স চ বিষ্ঠাসীসূত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ। ১১
পরকীয়ত্বকালে চ সত্যবুদ্ধ্যা হরেত্তু যঃ
রেণুপ্রমাণবর্ষঞ্চ ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ। ১২

নবম অধ্যায়

[ভূমিদানের ফলবর্ণন এবং ভূমিহরণে পাপকথন।]

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্! ভূমিদানকর্ত্তা পুণ্য, ভূমিহরণ করিলে যে পাপ হয় তাহা, পরভূমি হ্রাস করিলে যে দোষ হয়, পরভূমিতে ভূমধ্যস্থ যে দোষ হয় এবং সেই ভূমধ্যবর্ত্তিত যে পাপ হয়, অন্যায়ভাবে ভূমি গ্রহণ করিয়া যাঁহা যোগ্যাদিবর্ত্তিত যে দোষ এবং ভূমিতে দীপাদি স্থাপন করিলে যে পাপ হয়, এই সমস্তই আমি ভগবদ্বক্তাকে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১-২।

হে জ্যোতিষ্পতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আপনার এই প্রশ্নের পর আর যাহা কিছু পৃথিবীজন্য পাপ আছে, তৎসমস্ত এক সেই সহস্র প্রকারের উপায় আমাকে বলুন। ৩

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—সম্যক্ নারদ! তাম্রশাসন যে ব্যক্তি এক বিঘস্তিমাত্র অর্থাৎ ত্রিশ অঙ্গুলিপরিমিত ভূমি সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুসন্নিধি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে। ৪

যে ব্যক্তি সর্ষপমাত্রপূর্ণা (সরিষা পরিমাণ পরিমিতা কিম্বা সরিষা পরিমিত উপযোগযোগ্য) ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই ব্যক্তি ভূমিস্থিত রেণুসংখ্যক কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপদে অবস্থান করে। ৫

যে ব্যক্তি গ্রাম, ভূমি ও বাস দান করে এবং যে ব্যক্তি তাহাদের গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই সর্ষপাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে থাকে। ৬

যে সাধু ব্যক্তি ভূমিদাতাকালে সেই ভূমিদান অনুমোদন করেন, তিনি ব্রহ্মবধাদি সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। ৭

যে ব্যক্তি পরদত্তা কিম্বা স্বয়ংকৃতা ভূমিকে অর্থাৎ ভূমি হরণ করে, সেই ব্যক্তি যত দিবস সূর্য্য ও চন্দ্রমা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ কালসূত্র নামক নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ৮

যাহার পুত্র এবং পৌত্রপ্রভৃতিরা ভূমিহীন, শ্রীহীন, পুত্রহীন ও দরিদ্র হয় এবং অন্তে রৌরব নরকে গমন করে। ৯

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সর্ষপাদিপরিমিত পর্য্যন্ত ভূমি হরণ করিয়া লয়, সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা পূর্ণ নরকের কৃমি হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবসান কাল পর্য্যন্ত বিষ্ঠাসীসূত্র নামক নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ১০-১১

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা ও অজ্ঞান প্রভৃতিবশে করিয়া পর এবং পরস্ব হরণ করে, সেই ব্যক্তি রেণুসংখ্যক বৎসর ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ১২

যে ব্রাহ্মণ (ভূমিদাতার অনুসন্ধিক্রমে) ব্রাহ্মণের অভাব হইলে পর উদ্ধার করিয়া সেই পর উদ্ধার অর্থাৎ পর ভাগ্যবান্ প্রদান করে, সেই ব্রাহ্মণ পরের রেণুপ্রমাণ বৎসরকাল ব্রহ্মলোকে বাস করে। ১১

[illegible] ॥ ১০

[illegible] ॥ ১৩

[illegible]

[illegible] ॥ ১৪

[illegible]

[illegible] ॥ ১৬

[illegible]

[illegible] ॥ ১৭

[illegible]

[illegible] ॥ ১৮

[illegible]

[illegible] ॥ ১৯

[illegible]

[illegible] ॥ ২০

[illegible]

[illegible] ॥ ২১

[illegible]

[illegible] ॥ ২২

[illegible]

[illegible] ॥ ২৩

[illegible]

[illegible] ॥ ২৪

[illegible]

[illegible] ॥ ২৫

[illegible]

[illegible] ॥ ২৬

যে [illegible] ॥ ১২

যে ব্যক্তি ভূমিতে [illegible] ধারণ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] ॥ ১৩

যে ব্যক্তি ভূমিতে মুক্তা, মাণিক্য, হীরক, স্বর্ণ ও মণি ধারণ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] ॥ ১৪

যে ব্যক্তি [illegible] ॥ ১৬

যে ব্যক্তি [illegible] ॥ ১৭

যে [illegible] কর্পূর ও [illegible] ভূমিতে [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] ॥ ১৮

[illegible] ॥ ১৯

যে ব্যক্তি ভূমিতে [illegible] ধারণ করে, সেই [illegible] ॥ ২০

সেই ব্যক্তি [illegible] ॥ ২১

যে ব্যক্তি [illegible] ভূমিতে [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] ॥ ২২

যে ব্যক্তি ভূমি[illegible] ভূমি [illegible] সেই [illegible] ॥ ২৩

[illegible] ভূমি [illegible] ॥ ২৪

যিনি শ্রীহরি [illegible] পৃথিবী [illegible] ॥ ২৫

এই পৃথিবী [illegible] ‘বৈষ্ণবী’ [illegible] ‘ক্ষৌণী’ [illegible] এই পৃথিবী [illegible] ॥ ২৬

কাশ্যপী কাশ্যপস্যেয়মতো বিখ্যাতিমাগতা।
বিখ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু বসুধারণতঃ ॥ ২৭
পৃথ্বী পৃথুকন্যকাত্বাৎ বিস্তৃতত্বাচ্চ বিস্তৃতা ॥ ২৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-সংবাদে পৃথিব্যুপাখ্যানে নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

কশ্যপের কন্যা বলিয়া ইহার অপর নাম 'কাশ্যপী', ধারণ না করিয়া ... অর্থাৎ ... বলিয়া 'বসুধা', বিখ্যাত বলিয়া 'বিখ্যাতা' এবং অন্য (বসুধা) এবং ... নামে অভিহিতা হন ॥ ২৭ ... পৃথুর কন্যা এবং বিস্তৃতা বলিয়া 'পৃথিবী' ও 'পৃথ্বী' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৮

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে পৃথিবী-উপাখ্যান নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গঙ্গোপাখ্যানম্ ।]

নারদ উবাচ।

শ্রুতং পৃথিব্যুপাখ্যানমতীব সুমনোহরম্।
গঙ্গোপাখ্যানমধুনা বদ বেদবিদাং বর ॥ ১
ভারতং ভারতীশাপাৎ জগাম সুরেশ্বরী।
বিষ্ণুস্বরূপা পরমা স্বয়ং বিষ্ণুপদী সতী ॥ ২
কথং কুত্র যুগে কেন প্রার্থিতা প্রেরিতা পুরা।
তৎক্রমং শ্রোতুমিচ্ছামি পাপঘ্নং পুণ্যদং শুভম্ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ

রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সগরঃ সূর্যবংশজঃ।
তস্য ভার্যা চ বৈদর্ভী শৈব্যা চ দ্বে মনোহরে ॥ ৪
সত্যস্বরূপঃ সত্যেষ্টঃ সত্যবাক্ সত্যপালকঃ।
সত্যধর্মবিচারজ্ঞঃ সদা সত্যপরায়ণঃ ॥ ৫
একস্যাং তনয়ো জাতো বভূব সুমনোহরঃ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতঃ শৈব্যায়াং কুলবর্ধনঃ ॥ ৬
অন্যা চারাধয়ামাস শঙ্করং পুত্রকামুকী।
বভূব গর্ভস্তস্যাশ্চ হরস্য চ বরেণ চ ॥ ৭
গতে শতাব্দে পূর্ণে চ মাংসপিণ্ডং সুষাব সা।
তদ্দৃষ্ট্বা শিবং ধ্যাত্বা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপেণ তৎসমীপং জগাম হ।
চকার ষষ্টিসাহস্রং বিভজ্য পিণ্ডমীশ্বরঃ ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

[গঙ্গোপাখ্যান।]

নারদ বলিলেন,—হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আমি আপনার নিকট অতীব মনোহর পৃথিবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান বলুন ॥ ১

সুরেশ্বরী গঙ্গা ভারতী (সরস্বতী)-দেবীর অভিশাপে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সতী সর্বশ্রেষ্ঠা এই দেবী স্বয়ং বিষ্ণুরূপা ও বিষ্ণুপদে বিরাজমানা ॥ ২

এই দেবী কাহা কর্তৃক প্রার্থিতা ও প্রেরিতা হইয়া কোন্ যুগে কেন ভারতে আসিয়াছিলেন? আমি এই পাপঘ্ন, পুণ্যপ্রদ ও মঙ্গলময় উপাখ্যান ক্রমানুসারে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—সূর্যবংশে উৎপন্ন শ্রীমান্ সগর নামে এক রাজরাজেশ্বর রাজা অর্থাৎ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার বৈদর্ভী ও শৈব্যা নামে দুই মনোহরা পত্নী ছিলেন ॥ ৪

রাজা সগর সত্যস্বরূপ, সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সত্যপালক, সত্য ও ধর্মবিচারে বিশেষ পারদর্শী এবং সর্বদা সত্যপরায়ণ ছিলেন ॥ ৫

তাঁহার এক পত্নীর এক পুত্র ছিল। কুলবর্ধন সেই পুত্র শৈব্যার গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া অসমঞ্জ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৬

অপরা পত্নী বৈদর্ভী পুত্রকামনা করিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। শঙ্করের বরে তাঁহার গর্ভ হইল ॥ ৭

এই গর্ভ শত বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পর সেই বৈদর্ভী এক মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া বৈদর্ভী শিবকে ধ্যান করত উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন শম্ভু ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বৈদর্ভীর নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর প্রভু সেই মাংসপিণ্ডকে বিভক্ত করিয়া ষাট হাজার করিলেন ॥ ৯

অর্ঘং বহুবৃচং পুত্রাস্ত যথালিপরিক্রমাঃ।
শ্রীহরয়াহ্বয়ার্ঘতঃ প্রাঃ পূর্বাদিকেষবঃ ॥ ১৮
কর্ণিকস্ত কোণস্থা বহুবৃর্ঘমন্ত্র যে।
দ্বারা হৃদয়ং যজ্ঞা ওমায় বষট্ ওঁ ॥ ১৯
ওমস্তবা।।মেত্যা যজ্ঞায়ুধমন্ত্রকাবয়ম্।
ওমঃ কৃত্বা নমস্তর্যঃ যজ্ঞা কাল্পযোগতঃ ॥ ২০
আওমাত্তত পূর্বেণ যজ্ঞানয়ুধকাবয়ম্।
ওমঃ কৃত্বা নমস্তর্যঃ যজ্ঞা কাল্পযোগতঃ ॥ ২১
বিলীপত্তস্ত ওমরো যজ্ঞানয়ুধকাবয়ম্।
ওমঃ কৃত্বা নমস্তর্যঃ ওমে লোকাত্মিকা নুপ ॥ ২২
ওঁইশ্বরস্তস্ত পুত্রা যজ্ঞাস্তবয়ঃ স্মৃতাঃ।
বৈষ্ণবো বিষ্ণুরুদ্রস্ত ওমায়নমন্ত্রকাবয়ঃ ॥ ২৩
ওমঃ কৃত্বা নমস্তর্যঃ যজ্ঞানয়ুধমন্ত্রকাবয়ম্।
স্বর্গং হৃদয় ওঁহ্রীঞ্চ পূর্বাগ্নেয়াদিদলস্থকম্ ॥ ২৪
বিষ্ণুরুঃ ত্রৈলোক্য বিজোয়ঃ যোগমন্ত্রকম্।
পরমাত্মবয়ীনঞ্চ ওঁকারাদ্যুক্তবিগ্রহম্ ॥ ২৫
যোগাত্মনঃ পরা ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং বিষ্ণুম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মেতি ওমঃ ত্রিবর্ণাত্মকং ত্রিধা ॥ ২৬
বিশিষ্টঃ সাত্ত্বিকাদ্যস্ত বিশুদ্ধঃ প্রকৃতেঃ পরম্।
ঈশ্বরাত্মঃ প্রসাত্মা ওঁকারাদ্যুক্তবিগ্রহম্ ॥ ২৭
ধ্যায়িত্বাত্মানমাত্মানং যজ্ঞেদ্যুধমন্ত্রকম্ ॥ ২৮
ত্রয়ীবং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
লীলয়া চ বরা প্রাপ্য বাহ্নিকঃ যযৌ গৃহান্ ॥ ২৯
আরাধ্যাথ বরং লব্ধা ধ্রুবাৎ পরমাদ্ভুতম্।
তং প্রণম্য প্রহৃষ্টো চ উৎপুরং সংপুরে ঽবিশৎ ॥ ৩০
উত্তানপাদরাজস্ত ধ্রুবং দৃষ্ট্বা পুনর্যোগিনম্
মূর্ধ্নোপ্তং তনয়ং নিত্যং পূজয়ামাস বিপ্রাগ্র্যাঃ ॥ ৩১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভারতে ভারতীখণ্ডে যজ্ঞ শৈত্রঃ পুরাবিদি।
ত্রয়ন্ত স্মৃতান্ বর্ষান্ পূজ্যান্ কৃত্ব যম ভূয়া ॥ ৩৪

সেই ২।১ ব্যক্তির ব্যাখ্যানিতেই তাহাকে ও তাহার উত্তরাধিকারী পুত্রগণকে অভিষেক করিল। ইহাদের অভিষেকের পর শ্রীকৃষ্ণের ধ্রুবাখ্যানের দ্বিতীয়াংশ তাহা আরম্ভ করিল। ১৩

ইহার পরবর্তী অংশে ধ্রুবের পুত্রগণের অধিক বৃদ্ধির ক্রোধ-বৃদ্ধিতে তাহাদের নাম করা হয়। এই সময়ে ধ্রুব তাহার রাজ্য তাহার হাতে হইতে রক্ষা করিতে আশিলেন এবং পরে বৃদ্ধাবস্থা আসে। ১১

পুত্রগণ ধ্রুবকে প্রণাম করিবার জন্য সেই সময় তাহাদের তাহার নিকটে আসিলেন। তিনি তাহা আসন করিয়া তাহার তাহাদের বৃদ্ধাবস্থা আসন। ১২

ইহার পর ধ্রুবকে পরমাত্মার তত্ত্ব তাহা বিষয় তাহার তাহার তাহাদের বৃদ্ধাবস্থা পরিচয় হয়। ১৩

ইহার পর ধ্রুবা তিনি তাহা আসনের তত্ত্ব তাহা বিষয় তাহার তাহার তাহাদের তাহা তাহাদের। ১৪

ধ্রুবাদের বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্র ধ্রুবা, ধ্রুবী (পত্নি), বিষ্ণুরুদ্র, বৈষ্ণব, ধ্রুবায়ন, ধ্রুবক (ধ্রুবক ঈশ)

এবং আসন (ধ্রুবপ্রিয়া) বিষ্ণুম্। ১৬

তিনি পরা আসনের তত্ত্ব তাহা বিষয় তাহার তাহার তাহাদের তাহা তাহাদের। ১৭

বিষ্ণু, পুরুষোত্তম বিষ্ণোঃ, যোগমন্ত্রাত্মা, ওঁকারাদ্যুক্ত তাহার বিগ্রহ (মূর্তি) ধারী, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, যোগাত্মা, পরমাত্মা, পরিপূর্ণতম, বিষ্ণু (সর্বব্যাপী), ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিব রূপে তিন, ত্রিবিধ পরিলক্ষিত, ত্রিবিষ্ণু, সাত্ত্বিকাদি, বিশুদ্ধ, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর রূপের ধ্রুব তাহা, ওঁকারাদ্যুক্ত অনুভবকারী, বহিরস্থ মহাশক্তিতে ও মহাত্মা আত্মাসম্পন্ন বিষ্ণুমূর্তি সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ধ্রুবা তাহার পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্বক তব করিতে লাগিলেন। তাহার তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া বাহ্নিক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৯-২১

ধ্রুবের পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সেই ধ্রুবলোকে তাহার তাহাদের তাহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পুরাণ'সমূহে তাহার অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২

উত্তানপাদ শ্রীকৃষ্ণ পুনর্যোগিনমের নিকা তাহাকারিণী অধিনস্থ আসনের সেই ধ্রুবলোকের দেখিয়া ইহাদের বর্ণিলেন। ৩০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারতবর্ষে আমি। তুমি সমস্তবীয় পাদানুসারে শৈত্র তাহার তাহা তব এবং আমার আজ্ঞায় সমস্ত পুরাণসমূহে পরিচয় হও। ৩৪

তৎস্পর্শবায়ুনা পূতো যাস্যন্তি মম মন্দিরম্
বিষ্ণবো বিশ্বসৃষ্টিং যে বিশ্বরূপধরাদিনঃ ॥ ১১
যৎস্পর্শদা ভবিষ্যন্তি সর্বতীর্থা নিরাময়াঃ।
সমুদ্ভিন্ন সর্বপাপো মুক্তঃ তস্মাদি জন্মনি ॥ ১২
কোটিজন্মার্জিতং পাপং তাবদ্ভবতি যৎ ক্ষয়ং ন যাবৎ
গঙ্গায়াঃ স্পর্শবাতেন তরঙ্গস্থি প্রদেহী প্রজন্ম ॥ ১৩
স্পর্শবাদ্ধর্মনাদ্ দেবাঃ পূতা যৎপূতা যতঃ
যৌবনস্থানবাদ্যেন মাদ্যাস্তবিষয়ে নৃণাম্।
শতকোটিজন্মপাপাং নশ্যতীতি প্রদেহী প্রজন্ম ॥১৪
যানি তানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তস্যাসংখ্যাস্তিথাত্রেব ক্ষয়ং যান্তি ন কৃত্যানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তি যৌবনস্থানতো নৃণাম্ ॥ ১৫
পূতাস্তস্থানজাঃ পূতাঃ যেষা দৈব ভবন্তি চ।
কৈমিত্যং যান্তি তে দেবি তস্যদেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাস্তু সর্বে দৈব ভবন্তি চ।
নাশাস্তবিষয়স্থানা ভবন্তু পূতমূর্তয়ঃ ॥ ১৭
পূতাং যৎপূতরূপৈব যৌবনস্থানতঃ পরম্
ভবন্ত্রি সর্বতঃ পূতা যতিসংস্তবনে দিনে ॥ ১৮
অনাকাঙ্ক্ষিণি তৎ তুল্যাং বিদ্যতে ত্রিদিবালয়ে।
ঊর্ধ্বো দশগুণং পুণ্যং নরনারায়ণাশ্রমে ॥ ১৯
চাতুর্মাস্যাং যৌবনাস্থানস্থা পুণ্যফলেন চ।
অক্ষয়ায়াঞ্চ তৎতুল্যং নৈমিষে বিদ্যতে নৃণাম্ ॥ ২০
অনাদ্যে পুণ্যক্ষেত্রেষু স্নানদানক্ষয়ং।
স্নানং তবিষয়স্থানাদ্ দানাদ্যক্ষয়ণং ফলম্ ॥ ২১
মন্বন্তরাদ্যাঃ বেদেষি যুগাদ্যাদ্যাঃ তথৈব চ।
মাঘস্য সিতসপ্তম্যাং তীর্থাদ্যাস্যাং তথৈব চ।
তস্যাপ্যশোকাষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ তথা মতে ॥ ২২
তত্রোপি বিদ্যতে পুণ্যং যথান্যত্র ন দৃশ্যতে
যথাস্থানবশাচ্চ যুগাদ্যাদিনাং ফলম্ ॥ ২৩

ভাবিয়া তোমার স্পর্শযুক্ত বায়ু দ্বারা পবিত্র হইয়া বিষ্ণু যেন আমার মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমার মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিবে। ১০

তাহারা তখন অনাময়রূপ সর্বতীর্থে অবস্থিতি করিয়া অর্ধক্ষণের নিমিত্তও আমার সান্নিধ্য হইবে। ১১

তাহাদের স্পর্শবায়ুর দ্বারা যে কোটি জন্মার্জিত পাপসমূহ, তাহার স্পর্শ এবং তাহার স্পর্শযুক্ত বায়ু দ্বারা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়, ইহা আমি তোমে প্রকাশ করিয়াছি। ১২

তাহাদের দর্শন ও স্পর্শনে তাহা অপেক্ষা অধিক পূতা হয়। কোনও পূতা স্ত্রিয়ি প্রভৃতি যা বাহিনের এক তাহাদের বিষয়ে তাহার যৌবন স্থান অর্থাৎ মুখ পর্যন্তের অবস্থানের স্থান করিলেই মনুষ্যদের শতকোটি জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়, ইহা আমি প্রকাশ (তোমে) প্রকাশ করিয়াছি। ১৩

ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপসমূহ, অসংখ্য জন্মার্জিত ও তোমার কৃত সর্বপ্রকার পাপরাশি তাহার মুখস্থানে মনুষ্যদের অবস্থানে ক্ষয় হইয়া যায়। ১৪

দেবি। তোমার অন্যে পূতা বিষ্ণুমূর্তে স্নান করিলে যে পূতা উৎপন্ন হয়, তাহা তো তাহা সর্বদা করেন যাই অর্থাৎ যেন সেই পূতাদের তুলা হইতে সমর্থ নয়। তোমে তোমে অবশ্য তাহার মাহাত্ম্যসমূহ তাহা বলিয়া থাকেন। ১৫

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণও সকল পূতাদের তুলা হইতে পারেন না। তুলাদি। এখন তাহার বিষ্ণুর হইতে তাহার বিষয়ে স্থান ও সময়ের প্রকাশ করি। ১৬

তাহার যৌবন স্থানে ইতর সকল পূতা হয় এবং সংক্রান্তির স্নানে করিলে তাহা হইতে তিন গুণ অধিক পূতা হয়। ১৭

তাহাদের তুলা স্নান করিলে সংক্রান্তির তুলাস্নানের সমান ফল হয়। বক্তিদানে সংক্রান্তির তুলা স্নান করিলে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয় এবং ঐরূপ সংক্রান্তির পর স্নান করিলে মনুষ্যদের বক্তিদানে সংক্রান্তির তুলাস্নান অপেক্ষা দশ গুণ ফল লাভ হয়। ১৮

চাতুর্মাস্য-ব্রত গ্রহণ পূর্বক তুলাস্নান করিলে এবং পূর্ণিমাতে তুলা স্নানের সমস্ত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অক্ষয়াতে (বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াকে অক্ষয়া তৃতীয়া বলে) তুলা স্নান করিলে যে তুলাদা ফল লাভ হয়, তাহা নৈমিষে বিদ্যমান হয় নাই। ১৯

এই সমস্ত তিথি স্নান ও দান করিলে অসংখ্য পুণ্যফল লাভ হয়। নারায়ণ আশ্রম স্নান এবং দান করিলে দশগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ২০

বেদোক্ত। যথা। মন্বাদ্যা, যুগাদ্যা, মাঘী সপ্তমী, তীর্থাদ্যাদী, অশোকাষ্টমী এবং তীর্থাদ্যনবমীতে তুলা স্নান করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হয়। অন্যান্য (একাদশী, দ্বাদশী ও ষষ্ঠী তিথিতে তুলা বলা হয়) তুলা স্নান করিলে তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। তুলাদিতে বেদি। যথাস্থান ও তথাতীত তোমার অন্যে (তুলা অন্যে) স্নান করিলে তুলাস্নানিতে তুলাস্নানের সমান ফল লাভ হয়। ২১-২৩

ন্যাসমন্ত্রক যাজ্যান্তা সর্বপূর্বং চতুর্থকম্ ।
তত্তদ্বক্তুর্ণবা পূজা বিন্যসেৎপূর্বকে সতি ॥৮৮
পূজ্যাঃ কেশবিভূতয়ঃ তৈশ্চ সামান্যস্থানতো হি বৎ ।
ঐশ্বর্যাস্যাবতরণে পূজা বৈকুণ্ঠতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৯
পুরোহসাবৌদয়ে কালে তত্তঃ সত্যগুণা ক্রমম্ ।
সর্বৈশ্বর্যের সত্যস্থো বৈকুণ্ঠনাথ বিগর্হাঃ ॥৯০
ক্রমান্তরবিধিঃ ঔপবৃক্তাশ্চ বৈকুণ্ঠাঃ ।
মধ্যপ্রতিষ্ঠিতিকালান্তে সর্বত্র সর্বৈশ্বর্যম্ ॥ ৯১
ওঙ্কারস্থাত্ বিষ্ণুমন্ত্রা ওত্ত বর্ণে প্রতিষ্ঠিতি ।
ঔপবৃক্তাঃ বৈকুণ্ঠাঃ তত্ত যোগাঃ সর্বে বসন্তি চ ॥৯২
পূজ্যমানাঃ সদাঃ পূর্বাঃ সৌভূক্তত পরা পরম্
সাক্ষাদ্যস্ত চ সদাঃ সাক্ষাঃ সাক্ষাদ্যমন্ত্র ॥ ৯৩
ভূমিনীঃ প্রাক্তরৈতে ভাগিনেয়ক সাক্ষাদ্যম্
স্বয়ত পত্তরৈতে ওঙ্কারস্থাঃ ওত্তরাঃ পূজ্যঃ ॥ ৯৪

ওঙ্কার ভাগবতাত্মা বিশ্বক সত্যাবিশম্ ।
কৃত্যা বিদ্যা তথা চেষ্টিঃ প্রজ্ঞাঃ আনন্দমন্ত্রিকৌ ॥৯৫
ঔপবৃক্তাস্থানা নাথিঃ সাক্ষাদ্যস্থানতঃ
সাক্ষাদ্যমাত্রেণ ঔপবৃক্তো ভবেদ্ধঃ ॥ ৯৬
ওত্ত সাম্পর্কনাথ পূজা ঔর্ধ্বে ভূমি ভাগবম্ ।
ওত্তৈব পাদয়ত্তা সত্যপূজা বসন্তি ॥ ।
পাদোদকপত্তসংস্কারঃ ঔর্ধ্বেনৈব ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৭
অন্যঃ বিষ্ণো তথা মূর্তঃ সাক্ষিকোত্রিবেদিনম্
বৈকুণ্ঠাস্ত ন বাধন্তি তৈবেহতোত্রিনঃ তথা ॥ ৯৮
বিষ্ণোত্রিবেদিনাত্মক বিদ্যাঃ যে মূলতে নরাঃ
পূজাদি সর্বতীর্থানি যোগাত্ সম্পর্কনাদ্যো ॥ ৯৯
বিষ্ণোঃ পাদোদকঃ পূজ্যঃ বিদ্যাঃ যে মূলতে নরাঃ ।
যেষত্ত পাপাঃ পলাতন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ১০০
যেষাং সম্পর্কনাত্রেণ পূজক মুক্তিভাগম্
বিষ্ণোঃ পূজনিনঃ ভক্তাঃ সত্যতাঃ স্থানে বসন্তি ॥ ১১

সাক্ষাদ্যের পঞ্চস্থানে ক্রমিক অবস্থানসমূহ যথা ১৪, মধ্যমাক্ষরীয় ন্যাস ক্রমিক চতুর্থ ও তদ্ধ পাদ এবং মহা প্রণবাক্ষরীয় ন্যাস ক্রমিক তাহা হইতে চতুর্থ পূজনীয় হইয়া থাকে । ৮৮

সামান্যতঃ অবতারে যে পূজনীয় থাকে হয়, ঐশ্বর্যতে ন্যাস ক্রমিক তাহা আসনা কোটি গুণ অধিক হয় ; আর সূর্যোদয়ের পরবর্তীন ক্রমিক তাহা হইতেও দশ গুণ অধিক পূজা হইয়া থাকে । ৯৯

আর্যাবর্তে যোগে পঞ্চম স্থানে ক্রমিক সূর্যোদয়ের অবস্থান হইতে সত্যগুণ মুক্ত হয় থাকে হয়। এই প্রক্রিয়ে পূজনীয়ের অবস্থানের অন্ত সম্ভব আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথের তাহার বিপরীত আচরণ দেখা যায় । ৯০

অতএব, বৈকুণ্ঠনাথ অবতারাত্মাদির এবং ঔপবৃক্ত । তাঁহারা সর্বদা সকল কর্মে কেবল আমার প্রীতি ও আমার প্রতি ভক্তির বৃদ্ধিমা করিয়া থাকেন । ৯১

ঔপবৃক্তদেবের অবস্থানস্থল হইতে বিষ্ণুমন্ত্র বৈকুণ্ঠ মন্ত্রে প্রবেশ করে, সকল দেব তাঁহাকে ঔপবৃক্ত বৈকুণ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন । ৯২

সেই বৈকুণ্ঠের বিদ্যা মন্ত্রের উচ্চারণে সত্য পূজনে এবং অবস্থান সত্য পূজনে, সাক্ষাদ্যমের সত্য পূজনে, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণাত্ম (ব্রাহ্মণী), ঔর্ধ্বনী ব্রাহ্ম, ভাগিনেয়, মাতুল, ব্রহ্ম, ওঙ্কার, ওঙ্কারস্থ, ওঙ্কারপুর, ব্রাহ্মণের ওঙ্ক, সত্যাবী বিশ্ব, কৃত্য, বিদ্য, প্রজ্ঞা, বিষ্ণুর আনন্দমন্ত্রীয় বিশ্ব প্রকাশক ; বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর সহিত ঐক্যান্বিতের মত প্রকাশক উপায় করেন। মাতুল বিষ্ণুমন্ত্র ঔপবৃক্তদেবের বিশেষ ।ইতে প্রকৃত ব্রহ্মাবার ঔপবৃক্ত হইয়া যায় । ৯৩-৯৬

বিষ্ণুমন্ত্রপ্রবর্তকারী বৈকুণ্ঠের সম্পর্কে মুক্তির সকল ঔর্ধ্ব পরিষ্ক হয় এবং ব্রাহ্মণত্ব পরিষ্ক ।ইয়া যায়। তাঁহার পাদোদক (পদধূলি)-স্পর্শ মাত্রেরা ব্রহ্মণের পরিষ্কা হয়। বৈকুণ্ঠের পাদোদক যে স্থানে পরিষ্ক হয়, সেই স্থান সকলই ঔর্ধ্বস্থানে পরিণত হয় । ৯৭

যে সব বিষ্ণুমন্ত্র বিগ্রহের কথা বলা হইল, সেই সব বিষ্ণু এবং যে সব বিষ্ণুমন্ত্র বিগ্রহের কথা বলা হয় নি, তাহা সমভাবে অর্চনীয়। বৈকুণ্ঠের অবতার মাত্র ও তদ্ধ ভেদ করেন না ; কারণ, তাঁহারা সকলে বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণুমন্ত্র বিগ্রহবিশিষ্ট অবতার) ভোগের অধিকারী । ৯৮

যে সব মানুষ বিষ্ণু বিষ্ণুমন্ত্র বিগ্রহবিশিষ্ট আত্মাকে ভোগের করেন, তাহারা । তাহাদের স্পর্শমাত্রে সকল ঔর্ধ্বলোক পবিত্র হয় । ৯৯

যে মানুষেরা প্রথম ঔপবৃক্ত পূজা সমাপনান্তে (ব্রাহ্মণাত্ম-স্থান হয়) পান করে, বিষ্ণুমন্ত্রের অবতারের অঙ্গে স্পর্শিত যেরূপ পবিত্রতা আসে, সেইরূপ তাহাদের নিকট সকল পাপ পলায়ন করে । ১০০

[illegible] যে চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ
[illegible] বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫১
[illegible]
[illegible] বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৩
[illegible]
[illegible] বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৪
[illegible]
[illegible] বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৬
[illegible]
[illegible] বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৮

মহেশ্বর উবাচ

[illegible]
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৬০
[illegible]
[illegible] ॥ ৬১
[illegible]
[illegible] ॥ ৬২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

[illegible]
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৪

[illegible] শ্রীবিষ্ণু [illegible] । ৫১

[illegible] 'বৈষ্ণবোত্তম' [illegible] । ৫২

[illegible] বৈষ্ণবোত্তম [illegible] । ৫৩

[illegible] বৈষ্ণবোত্তম । ৫৪

[illegible] বৈষ্ণবোত্তম । ৫৫

[illegible] বৈষ্ণবোত্তম । ৫৬-৫৭

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । ৫৮

[illegible] বলিলেন,—নাথ। [illegible] । ৫৯

হে প্রভো! [illegible] । ৬০

[illegible] হে সর্বেশ্বর! [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । ৬১

হে সর্বেশ্বর! হে সর্বজ্ঞ প্রভো! [illegible] । ৬২

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সুরেশ্বরি শিবে! [illegible] । ৬৩

[illegible] । ৬৪

যাবন্তঃ সন্তি নক্ষত্রা ভারত্যাকাশে তাবতে
সৌভাগ্যং তব তাবৎ সহযোগেন সৌম্যতে । ৬৪

অত্র প্রকৃতি যেষেষি ক্ষেত্রে সন্তমহত্তমম্
ধর্মা স্থিতিস্তে তারত্যাঃ খাদেন তারতে ভূবি । ৬৬

নিত্যা ধনিষ্ঠিনা সার্দ্ধং বসিষ্ঠসি হয়োত্তমৈঃ
ত্বমেব রমিতা দেবী রমিতেন্দ্রেণ সংযুতা । ৬৭

যাঃ তেজস্বিতি চ ত্রোদশে তত্ত্বীয়কুলেন চ ।
তারত্যা তব সর্বে পুত্রস্থিতি ভবিষ্যতঃ । ৬৮

সৌম্যযোগেন যাবেন যাবা যাঃ পুত্রস্থিতি ।
যঃ স্তৌতি প্রণতঃস্থিত্বা সোমবারেষ্বলা সকৃৎ ৬৯

ধন্য সংজ্ঞেতি যো ব্রূয়াৎ সোমবারাং পরৈরপি ।
মৃত্যুতে সর্বপাপেভ্যো বিমুক্তোকা স গচ্ছতি ।৭০

সহস্রপাপিনাঃ স্নানাদ্ যৎ পাপং যে তরিষ্যতি ।

যদুক্তৈকমন্ত্রস্যেব তবেব হি বিনিষ্কৃতি । ৭১

পাপিনাস্তু সহস্রাণাং সঙ্গস্পর্শেন যদ্ভবেৎ
তদ্ভবেদ্ধনিষ্ঠাস্নানাত্তবেতি বিনিশ্চিতি । ৭২

অত্র ত্বত্র তবেদ্ যত্র সন্ধ্যাবন্দনকীর্তনম্
তত্রৈব তদ্বিধানাং তরিষ্যতস্তবোদ্ভবাং । ৭৩

সার্দ্ধং তরিষ্যতি জ্যৌতিঃ সহযাত্রাদিতি তবে ।
তত্ত্বং তীর্থং-তবেৎ যত্রা যত্র সন্ধ্যাবন্দনকীর্তনম্ । ৭৪

তত্রৈবস্পর্শমাত্রেণ পুত্রঃ তথতি পাবকী
তেনপ্রিয়াবা বর্ষাক্ত স বৈকুণ্ঠে তথেব চ্যুতম্ । ৭৫

স্নানেন যদি যে ভক্তা স্নানমন্ত্রস্তুতিপূর্বকং
সমুদ্রপ্রভৃতি প্রাপ্যন্তে তে যন্ত্রন্তি মহান্ত পদম্ । ৭৬

সর্বতিপ্রবাহাত্তে চ তরিষ্যন্তি ন্যেতিষম্
সহ প্রাক্তনিকঃ তে চ ভ্রাতারি চাপ্যনাথাকম্ ।৭৭

তারতম্যের তারতী (নায়কী) প্রভৃতি যে নয়জন স্ত্রী আছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা তোমার সহিত সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলের অধিক কৃপাদৃষ্টি হইবে । ৬৪

যেখানে অন্ধ। সমস্তটা খাদে তারাগুলি তুমিতে আসা হইতে অধিকাংশের পাঁচহাজার বৎসর পর্যন্ত (বরাহমিহির অধিকাংশ ৫০০২ বৎসর অধিকারের বলিয়াছেন । অধিকাংশের প্রথম সপ্তাংশ ৩৪৩১ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ সপ্তাংশে খ্রিষ্টাব্দ ৩৪৯৯ হইতে ৩৪৯৯ হইতে ৩৪৯৯ হইতে

দুষ্কৃত [illegible] যদি [illegible]।
প্রয়াতি ন চ বৈকুণ্ঠং [illegible] ॥ ৭৮
[illegible]
ধ্রুবং যাতি [illegible] করোমি তত্ত্ব পার্বতি ॥ ৭৯
[illegible] যদি প্রাণান্ [illegible]।
ধ্রুবং যাতি [illegible] করোমি তত্ত্ব পার্বতি ॥ ৮০
[illegible]
ধ্রুবং যাতি [illegible] ॥ ৮১
[illegible]
ধ্রুবং যাতি [illegible] ॥ ৮২
[illegible] নাস্তি [illegible]।
[illegible] ॥ ৮৩
পুত্রঃ [illegible]
[illegible] ন প্রয়াতি চ ॥ ৮৪
[illegible] যে যে যে তে [illegible]
তে যান্তি [illegible] ॥ ৮৫
[illegible] যে চ [illegible] যদি।
[illegible] যে পুত্রা [illegible] ॥ ৮৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৭
[illegible]
[illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৯

নারদ উবাচ

কেন [illegible] কেন [illegible] চ
পূজা [illegible] ॥ ৯০

[illegible] । ৭৮

[illegible] । ৭৯

যদি [illegible] । ৮০

[illegible] । ৮১

[illegible] । ৮২

[illegible] । ৮৩

[illegible] । ৮৪

যদি [illegible] । ৮৫

[illegible] । ৮৬

[illegible] । ৮৭

[illegible] । ৮৮

নারদ বলিলেন,—[illegible] । ৯০

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা পূজা যৌত্বে চ বাসসী ।
সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ সংযতো ভক্তিপূর্বকম্ । ৯১
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ রুদ্রং বিষ্ণুং শিবাং শিবাম্ ।
সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ দোষবিনাশী চ পূজয়েৎ । ৯২
অথবেশং বিঘ্ননাথং সিদ্ধনাথং বিনায়কম্,
ধর্মং স্বতন্ত্রং বিষ্ণুং সূর্যঞ্চ পূজয়েন্নরঃ । ৯৩
শিবাং জ্ঞানেশং জ্ঞানেশং শিবঞ্চ বুদ্ধিরূপিণম্ ।
সম্পূজ্যৈবমনুক্রমেণ শ্রান্তো বিপত্তীরতযোঽক্ষয়া । ৯৪
ধর্মাধর্মৌ দহত্যগ্নিঃ পূর্ণ বায়ুং তথৈব চ ।
যানঞ্চ যৌবনঞ্চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ । ৯৫
যেঽস্মৎপক্ষবর্তিনঃ সন্তঃ পাপপ্রধ্বংসিনীম্,
কৃষ্ণবিপ্রেরিতাং কৃষ্ণকৃপাং পশ্যন্তি সন্ততম্ । ৯৬
যস্মিন্নিবাসে ভক্তানাং সন্তুষ্টমনসাং সদা,

সদৎপূর্ণেন্দুসদৃশ-প্রভাযুক্তৈকলেবরাম্ ৯৭
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শরৎ পূর্ণিমকৌমুদীম্ ।
নানারত্নশ্রিয়াঃ সান্দ্রাং মনোজ্ঞাভরণোজ্জ্বলাম্ । ৯৮
বিদ্রুতীং বরমালাঞ্চ মালতীমালয়াযুতাম্ ।
বিশ্বং বিশ্বফলপ্রখ্যং দধতীং চন্দ্রবিস্মৃতিম্ । ৯৯
কম্বুগ্রীবাঞ্চকরং ঘনং নানাশিল্পসমন্বিতম্ ।
পদ্মবিপ্রবিনিষ্কৃষ্ট-পীঠং দুষ্টবৃকোদরম্ । ১০০
বৃক্ষাগ্রং কিংশুকাগ্রং বৈকঙ্কাগ্রং কিংশুকোদরম্,
সুরাক্তনয়নাং নক্তাঞ্চক্ষুরোগাম্ । ১০১
কমীনাং শ্রীফলাভাং তুঙ্গবৃক্ষ-সমাশ্রয়ম্ ।
ধ্যাত্বাপ্নোতি সুকমীনাং সন্তাতস্তুবিনির্দিষ্টাম্ । ১০২
ফলদং প্রভাসুষ্টসাধনপত্রযুতং বরম্,
সন্তানসন্ততিযুক্তং কৃষ্ণকাকং সদাশ্রয়ম্ । ১০৩
দেবেন্দ্রৌলিসদ্মারহস্যাক্ষরাশ্রয়ম্,
সুরলিঙ্গদুরীক্ষ্যঞ্চ সন্তাধীনমুরং সদা । ১০৪

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—বৎস নারদ! শ্রীগুরু অনুমতি হইয়া যাইলে পর মহারাজ তদীয় স্নান পূর্বক শৌচ সমাপন পরিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিজ কর্ম যথাসম্পন্ন করত ভক্তি সহকারে দশমহাবিদ্যার ছয় দেবতার পূজা করিয়া। (তথা পূজার ফলশ্রুতি বলিতেছেন) । ৯১

অথর্ব, বিনায়ক (সূর্য), রুদ্র, বিষ্ণু, শিব ও শিবা (দুর্গা) —এই ছয় দেবতার পূজা করিলে পর অন্য পূজা করিবার অধিকার জন্মে । ৯২

বিঘ্ননাথের ছয় অক্ষরাত্মক, বিঘ্নাশ হইবার জন্য মূলমন্ত্রে, ধর্মাধর্মের জন্য অগ্নিকে এবং বুদ্ধিনাশের জন্য ৭ মূল বিষ্ণুর পূজা করিবে । ৯৩

জ্ঞানেশানের জ্ঞানেশের শিবের এবং বুদ্ধির প্রদাতের জন্য জ্ঞানেশানী মূর্তিরও পূজা করিবে এই। ঐরূপক্রমে পূজা করিয়া শ্রান্ত (বিরতী) করিবে এই সব মন্ত্র জপ করে। ইহার অনুষ্ঠানের ফলে বিপত্তীর ক্ষয় হয় । ৯৪

অগ্নি আমার। সর্বপাপনাশন কৌমুদ-পাপা শ্লোক যে স্থান ভক্তের দ্বারা স্থান করিলে হয়, সেই স্থানে মূর্তি যথাযথ ভাবে স্থাপন করে । ৯৫

যেসব ভক্তগণ পূজার অর্থের ভার বহনকারিগণের, পাপনাশিনী, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিপদ্ধা, কৃষ্ণকৃপা, দেখেন, সততই, যাহাদের

আরাধনায়, ভক্তগণের বিপদ্ধারা, পরমকরুণের পর পূর্ব চন্দ্রের প্রভাসমকান্তি দেবমূর্তা, ঈষৎ হাস্যে প্রসন্নবদনা, বিভা মূর্তির সৌন্দর্যশ্রী, নানারত্নশ্রিয়া, সান্দ্রা, উজ্জ্বল সৌন্দর্যশালী, অক্ষয়ী-ভারণধারিণী, মালতী পুষ্পের মালাযুক্তিকা, চন্দ্রবিম্বসদৃশের সহিত সমান্তে বিশ্বের বিশ্বফল সদৃশ মনোজ্ঞা পূজা দেবী । ৯৬-৯৯

যাহা ত্রিক-বিভিন্নের কম্বুগ্রীবাযুক্ত পূজা দেবীর স্বরূপের পোষিত হইয়াছে। পদ্ম বিষ্ণুবিনির্মিত বহিমার উদরের উদর পীঠভূমি । ১০০

বৃক্ষাগ্রবাসীর প্রত্যয়মাত্রিত স্বরূপকে তিনি অনুধ্যান, কর্ণিকার মধ্যস্থ বহিমবরক্ষমাত্রিতা এবং ভক্তাভয়প্রদাত্রী থাকায় অনায়াস সেবা লাভ করিয়াছেন । ১০১

ঈষার ভক্তগণের শ্রীকমল (বিষ্ণুকমল) দ্বারা অর্চিত এবং তাহাদের পরাবলি বিরচিত, ঈষার শ্রোণী মূল এবং ভক্তাভক্ত ধ্যানের অতি অর্চিত । ১০২

ঈষার স্বরূপমধ্যে অতিমুক্ত উত্তম পাকস্বরূপের ভক্তের পাপক্ষয় সম্পূক্ত, মূলের ও অন্যভক্তের অর্চিত, দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকস্থিত মন্দার পুষ্পের উজ্জ্বল (মধুর বা মন্দার পুষ্পের) তলাভাগে অবস্থিতা এবং দেব, শিব ও বুদ্ধিজ্ঞানপ্রদের অধীনস্থের দ্বারা পরিপালিত । ১০৩-১০৪

তপস্বিভ্যো লিলিখিতপ্রদানশ্বেতবসনাম্বরাম্।
মুক্তিদাত্রীং প্রসন্নাং তাং ভাবিতাং সর্বতোভদ্রাম্ ॥ ১০৪
ধ্যাঃ সর্বদা ধ্যায়ঃ শক্তাপ্রতঞ্চ তারাম্
শ্রীবিষ্ণোঃ পদসম্ভূতাং ধ্যায়েৎ বিষ্ণুপদীং সতীম্ ॥ ১০৬
ধ্যানেন চ ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্রিপথগাং শুভাম্।
দত্ত্বা সম্পূজয়েদ্ ব্রহ্মন্নুপচারাংশ্চ ষোড়শ ॥ ১০৭
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনম্।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্ ॥ ১০৮
বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধমাচমনীয়কম্।
মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ১০৯
দত্ত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেৎ সংস্তূয় সংপুটাঞ্জলিঃ।
সংপূজ্যৈবং প্রকারেণ ষোড়শোপচারেণ ভজেৎ ॥ ১১০
স্তোত্রঞ্চ কৌথুমোক্তঞ্চ সংস্থাপ্য বিষ্ণুপদ্মজে
মুচ্য সর্বাণি পাপানি পাপঘ্নং পুনঃ পুনঃ ॥ ১১১

শিব উবাচ।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপ্রভো।
বিষ্ণো বিষ্ণুপদীস্তোত্রং পাপঘ্নং পুণ্যকারণম্ ॥ ১১২

শ্রীনারায়ণ উবাচ।
শিবসঙ্গীতসংমুগ্ধশ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্রবোদ্ভবাম্
রাধাঙ্গদ্রবসংযুক্তাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৩
যজ্জন্ম সৃষ্টেরাদৌ চ গোলোকে রাসমণ্ডলে
সন্নিধানে শঙ্করস্য তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৪
গোপৈর্গোপীভিরাকীর্ণে শুভে রাধামহোৎসবে।
কার্তিকীপূর্ণিমাজাতাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৫
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে লক্ষগুণা ততঃ
সমাবৃতা যা গোলোকং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৬
ষষ্টিলক্ষযোজনা যা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা
সমাবৃতা যা বৈকুণ্ঠং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৭

তপস্বিগণের সর্বজন প্রদানকারীকে শুক্লবর্ণ ৩-৪ শ্বেতবসনা মুক্তিদাত্রী প্রসন্না ভাবিতা এবং সর্বতোভদ্রাকে চিন্তা করিতে হয় এবং ধ্যান করিবে। ১০৪

সর্বশক্তি, সর্বাধার, সনাতনী, শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এবং শক্তিময়, শ্রীবিষ্ণুর পদসম্ভূতা, নদী ও বিষ্ণুপদী দেবী গঙ্গাকে বন্দনা করি। ১০৬

ব্রহ্মন্। ধ্যানের এই রূপের দ্বারা ত্রিপথগা ত্রিলোকতারিণী গঙ্গাকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে ষোড়শ উপচারে প্রদান পূর্বক পূজা করিবেন। ১০৭

ব্রহ্মন্ যে ষোড়শ উপচার প্রদান করিতে হইবে, তাহা এখানে উল্লিখিত হইতেছে—১। আসন, ২। পাদ্য, ৩। অর্ঘ্য, ৪। স্নানীয়, ৫। অনুলেপন, ৬। ধূপ, ৭। দীপ, ৮। নৈবেদ্য, ৯। তাম্বূল, (পান), ১০। শীতল জল, ১১। বস্ত্র, ১২। ভূষণ, ১৩। মাল্য, ১৪। গন্ধ, ১৫। আচমনীয় এবং ১৬। মনোহর শয্যা—ষোড়শোপচারে পূজায় এই ষোড়শ দ্রব্য প্রদান করিতে হয়। ১০৮-১০৯

ভক্তিসহকারে এই ষোড়শ উপচার প্রদান পূর্বক পূজা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তুতি করিয়া দেবীকে প্রণাম করিবে। এইরূপে বিধানক্রমে পূজা করিয়া মানুষ সর্বপাপ-মুক্ত হইয়া থাকে। ১১০

নারদ। বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সমক্ষে—উক্তি প্রসঙ্গে কৌথুমশাখোক্ত, পাপনাশী ও পুণ্যজনক স্তোত্র পাঠ কর। ১১১

শিবের জিজ্ঞাসা,—হে দেবেশ! হে জগৎপতে! হে লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণো! আমি আপনার নিকট হইতে বিষ্ণুপদী গঙ্গার পাপনাশী ও পুণ্যজনক স্তোত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১১২

শ্রীনারায়ণ কহিলেন—শম্ভু। পূর্বে গোলোকে সংগীত শ্রীকৃষ্ণ শিবের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়া দ্রবীভূত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে দ্রব নির্গত হয় এবং রাধাপ্রকৃতি শ্রীরাধা হইতে দ্রব নিঃসারিত হয়, সেই দুইটি দ্রব মিশ্রিত হইয়া যিনি উৎপন্না হইয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। ১১৩

সৃষ্টির আদিতে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে শঙ্করের সন্নিধানে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করি। ১১৪

গোপগণ ও গোপীগণে পরিব্যাপ্ত এবং মঙ্গলময় রাধামহোৎসবে কার্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। ১১৫

যিনি কোটি যোজন বিস্তীর্ণা ও তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ যোজন অধিক দৈর্ঘ্য লক্ষ কোটি যোজন দীর্ঘা হইয়া শ্রীগোলোকধামকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করি। ১১৬

যিনি ষাট লক্ষ যোজনবিস্তীর্ণা ও দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ যোজন দীর্ঘা হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করি। ১১৭

[illegible] যোজনা বা [illegible] তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৮
[illegible] যোজনা বা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৯
[illegible] বিস্তীর্ণা বা তৈর্থো [illegible]
[illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২০
[illegible] বিস্তীর্ণা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২১
[illegible] বিস্তীর্ণা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২২
[illegible] যোজনা বা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৩
[illegible] বিস্তীর্ণা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৪

[illegible] যোজনা বা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৫
[illegible] যোজনা বা ৬ তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৬
[illegible] যোজনা বা তৈর্থো [illegible]
আপ্লুত্য [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৭
[illegible] বিস্তীর্ণা [illegible]
[illegible] তৈর্থো [illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৮
[illegible] বিস্তীর্ণা [illegible]
[illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২৯
[illegible]
[illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৩০
[illegible] পৃথিবীতলে ।
[illegible] বাসুদেবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৩১

যিনি [illegible] যোজন বিস্তীর্ণ ও [illegible] যোজন তীর্থ হইয়া [illegible] আপ্লুত করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১১৮

যিনি [illegible] যোজন বিস্তীর্ণ ও [illegible] যোজন তীর্থ হইয়া [illegible] পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১১৯

যিনি [illegible] যোজন বিস্তীর্ণ ও [illegible] যোজন তীর্থ হইয়া [illegible] পরিবৃত করিয়া [illegible] রহিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২০

যিনি [illegible] যোজন বিস্তীর্ণ [illegible] যোজন তীর্থ হইয়া [illegible] আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২১

যিনি [illegible] যোজন [illegible] যোজন পরিমিত হইয়া [illegible] পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২২

যিনি [illegible] যোজন [illegible] পরিমিত [illegible] করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২৩

যিনি [illegible] বিস্তীর্ণ ও [illegible] যোজন তীর্থ হইয়া [illegible] আপ্লুত করিয়াছেন, সেই বাসুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২৪

যিনি [illegible] যোজন [illegible] যোজন পরিমিত হইয়া [illegible] আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২৫

যিনি [illegible] বিস্তীর্ণ [illegible] যোজন তীর্থ হইয়া [illegible] পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২৬

যিনি [illegible] পরিমিত হইয়া [illegible] আপ্লুত করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২৭

যিনি [illegible] বিস্তীর্ণা [illegible] যোজন পরিমিত তীর্থ হইয়া [illegible] রহিয়াছেন, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২৮

যিনি পৃথিবীতে [illegible] বিস্তীর্ণ, [illegible] তীর্থ [illegible] বিস্তারিত, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১২৯

[illegible] বাসুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩০

যিনি [illegible] পৃথিবীতলে [illegible] আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১৩১

যস্যাঃ প্রভাবেণ ভূমৌ পুরাণে চ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
যা পুণ্যা পাপহন্ত্রী তাং বন্দে প্রণতাভয়ম্ ॥ ১৩২
স্বর্গাপবর্গবিজ্ঞানং পাপবিনাশ শিবাম্বুজম্।
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ং পাপং কোটিজন্মার্জিতং দহেৎ ॥ ১৩৩
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ মহাগঙ্গেতিবিশ্রুতম্।
স্তোত্রমেতৎ পরমং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩৪
নিত্যং যো হি পঠেদ্ ভক্ত্যা সম্পূজ্য চ সুরেশ্বরীম্।
অশ্বমেধফলং নিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৫
অপুত্রো লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ প্রিয়াম্।
রোগাৎ মুচ্যেত রোগী চ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৩৬
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় গঙ্গাস্তোত্রমিদং শুভম্ ॥ ১৩৭
শুভং ভবেদ্ দুঃস্বপ্নে গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ১৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নবমোঽধ্যায় সমাপ্তঃ।

নারায়ণ উবাচ।
কার্তিক্যাং পূর্ণিমায়ান্তু রাসে রাসেশ্বরী তথা।
কৃষ্ণং তাং পূজয়ামাস গঙ্গামত্যুত্তমাং সতীম্ ॥ ১৩৯
বৈকুণ্ঠে যে মহাপুণ্যাঃ গঙ্গায়াঃ স্পর্শমাত্রতঃ।
কার্তিকেন সা যাতা তেন জাহ্নবী স্মৃতা ॥ ১৪০
ইত্যেবং কথিতং সর্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্।
পুণ্যদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪১
নারদ উবাচ।
লিখনং তীর্থমাহাত্ম্যং শ্রীকৃষ্ণস্য জলাত্মকঃ।
জলাত্মক মহাভাগ রাধায়াঃ কিং বভূব হ ॥ ১৪২
তয়োস্তাভ্যাং কৃতং যদ্ যদ্ যদ্ যচ্চ কিং মুনিসত্তম।
এবং সর্বং মহাভাগ কৃপয়া বক্তুমিচ্ছসি ॥ ১৪৩
নারায়ণ উবাচ।
কার্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ রাধায়াঃ সুমহোৎসবে।
কৃষ্ণঃ সম্পূজ্য তাং তস্থৌ উবাস রাসমণ্ডলে ॥ ১৪৪

যাঁহার প্রভাব শ্রুতি পুরাণে ও কথিত শ্রবণ করিয়াছি, এবং যিনি পুণ্যরূপা এবং পাপহারিণী, আমি সেই পাপহারিণী গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ১৩২

শিবাম্বু! যাঁহার স্পর্শমাত্রে পাপী ব্যক্তিগণের কোটি জন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ১৩৩

ব্রহ্মন্! এইরূপে গঙ্গাবিষয়ক স্তব (পুণ্যশ্লোক) বিশেষ গঙ্গাদেবীর স্তোত্র আমি তোমাকে বলিলাম। এই পরম পবিত্র স্তোত্র পাপনাশক ও পুণ্যবর্দ্ধক ॥ ১৩৪

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিসহকারে সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবীর পূজা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি নিত্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৩৫

এই স্তোত্র পাঠে অপুত্র পুত্র লাভ করে, ভার্য্যাহীন ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ১৩৬

অস্পষ্টকীর্ত্তি ব্যক্তি সুযশ প্রাপ্ত হয় এবং মূর্খ পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই মঙ্গলময় গঙ্গা-স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তির দুঃস্বপ্নও শুভ ফলদায়ক হয় এবং সে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ করে ॥ ১৩৭-১৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের নবম-অধ্যায় সমাপ্ত।

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! কার্তিকী পূর্ণিমা রাত্রি রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা গঙ্গাদেবীকে সতী এবং অতি উত্তমা বোধে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৩৯

তখন বৈকুণ্ঠে বহু পুণ্যবান ব্যক্তি গঙ্গার স্পর্শমাত্রে বৈকুণ্ঠধাম গমন করিলেন। এই দেবী কার্তিক মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গাদেবী 'জাহ্নবী' নামে খ্যাত হইলেন ॥ ১৪০

নারদ! এই আমি তোমার নিকটে গঙ্গাদেবীর উত্তম সমস্ত উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। ইহা সর্বসারভূত, পুণ্যপ্রদ ও মোক্ষপ্রদ। অতঃপর তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ॥ ১৪১

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। জলাত্মক শ্রীকৃষ্ণ জলীভূত হইলেন এবং মহাভাগা রাধাদেবীর জলীভূতা হইবার পর কি প্রকার সমস্ত ঘটিয়াছিল? ॥ ১৪২

সেই সময় তাঁহারা উভয়ে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা তখন কি উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন? এই সমস্ত কৃপাপূর্বক আপনি বিস্তারপূর্বক আমাকে বলুন ॥ ১৪৩

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে গোলোকধামে রাধিকার মহোৎসব সহিত যে রাসোৎসব হইয়াছিল, সেইদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাধার রাসমণ্ডলে পূজা করিয়া রাসমণ্ডলে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৪

মুক্তকচ্ছ পুরিতা তাবৎ সংপূজ্য ভৈরবানন্দঃ।
ঔর্দ্ধ্বাধারঃ সর্বে তদ্বয়ঃ সমকালতঃ ॥ ১১৭
এবমিত্যুক্তবতে কৃতকৃত্যায় ভৈরবী
তথৌ পুনস্তাম্বেন যৌনয়া চ মনোহরম্ ॥ ১১৮
তুষ্টো তদা সবৌ তস্যৈ তত্ত্বজ্ঞানাধারকম্।
দিব্যদৃষ্টিপ্রদায়ক মহিমজ্ঞানপ্রদম্ ॥ ১১৯
কৃত্বা কৌতুকতঃ সর্বসন্তুষ্টে পরা সতী
অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিসংযোগদায়কং চাবিশৎ ॥ ১২০
তারাবক্ত্রতঃ তত্ত্বমালাং মনোহরম্,
অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিসংযোগং সর্বসিদ্ধিকরম্ ॥ ১২১
বিদ্যুন্মালা তদবধৌ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
দুর্গা তারাভৈরবানী বিদ্যুত্তল্লিং সুদুর্লভাম্ ॥ ১২২
সর্বসুখিনি সর্বত্র সর্বদা বিপুলা তথা।
বহিস্তত্ত্বাত্মকং বহ্নির্বহ্নিং সর্বত্র পূজয়ন্ ॥ ১২৩

এবমিত্যুক্তবতে সদ্গুরবে প্রেষিতো মুদা।
তথৌ ঔড্ডিয়কং পীঠং তারোল্লাসমবাপ্নুয়ম্ ॥ ১২৪
দুর্গাং প্রাপ্য দুরাঃ সর্বে ছিন্নমুক্তলিকা যথা।
তথৈব তেজসাং প্রাপ্য সদ্গুরুং ধ্যানমণ্ডলম্ ॥ ১২৫
ফলং সর্বং তদাকার্যৈঃ তারাকৃতবিহীনকম্,
অদ্ভুতৈঃ কৃতকৃত্যঃ সর্বে যোগ-যোগ্যাঃ পুরা স্থিতাঃ ॥ ১২৬
যোনেন তদা যুবুধে সর্বসিদ্ধকরীশ্বরম্,
সকলং তারয়া সার্ধং ঔড্ডিয়কো অবস্থিতি ॥ ১২৭
তথৌ তত্রাধারঃ সর্বে তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্,
বভূবুঃ সর্বে স্থিরো যাস্থিতঃ তাঃ বয়ঞ্চ সঃ ॥ ১২৮
এবমিত্যুক্তবতে তং যাস্ত্বং মহুং শরীরিণী
তাবেব তথাস্তুঃ সর্বে সুবাক্যাং মধুরাধিকাম্ ॥ ১২৯
সর্বাত্মাবস্থিতং শক্তির্ভক্তানুগ্রহকিয়া
মনোনস্তাপ্তে যে দেবা দেবেশ ইতি মায়য়ো ॥ ১৩০

ঔড্ডিয়ক কর্তৃক পূজিতা দেবী তারাদেবীকে পূজা করত ভৈরবানন্দ তাঁহাকে দেবতার এবং সাধনাদি করিতে বলিলেন। ১৩৪

সেই সময়ে দেবী সরস্বতী নীলাম্বরে মুক্তমুক্তায় শ্রেষ্ঠমন্ত্রে অবাধের কৃতকার্যতা দান করিতে লাগিলেন। ১৩৫

ইহাতে তুষ্ট হইয়া তথা দেবী সরস্বতীকে তত্ত্বজ্ঞানাধিষ্ঠিত হার এবং সকল প্রকারে অতি দুর্লভ সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্তিযুক্ত বিদ্যুত্তল্লিকা প্রদান করিলেন। ১৩৭

ঔড্ডিয়ক তাঁহাকে সকল তত্ত্ব হইতে সেই ও উহাকে কৌতুক বশি প্রদান করিলেন এবং তাহাকে দেবী তাঁহাকে অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিযুক্ত সর্বসিদ্ধিকর হার প্রদান করিলেন। ১৩৮

তদবধি তারাদেব সরস্বতী দেবীকে অবাধে অবলম্বনপূর্বক করিলেন এবং মহেশ্বরী তাঁহাকে অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিযুক্ত মহাকার মূলা প্রদান করিলেন। ১৩৯

তদবধি বিদ্যুন্মালা মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী ঈশানী তারাদেবী দুর্গা অধিকার মূলতঃ বিদ্যুত্তল্লি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ১৪০

সর্ব তাঁহাকে সকল সর্ব, বৃষ্টি ও বিপুল তত্ত্ব প্রদান করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে অধিকার সহিতের বহ্ন এবং বায়ু তাঁহাকে অধিষ্ঠিতির মূলতঃ প্রদান করিলেন। ১৪১

এই সময়ের সকল তথায় তথা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গমন তত্ত্বমন্ত্রাদি পূর্ব ঔড্ডিয়ক সকলে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। ১৪২

বিদেহী এই কৃতকৌশলে তথন করিয়া সমস্ত দেবতা দুর্গা প্রাপ্ত অর্থাৎ তারাদিকে হইলেন এবং ছিন্নমুক্তলিকার ন্যায় ঔড্ডিয়ক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তথাকার পরে তেজসা প্রাপ্ত হইয়া তেমন ধ্যানমণ্ডলী দেখিতে পাইলেন। ১৪৩

ধ্যানমণ্ডলের ফলকার সম্পূর্ণ তথে কার্তি এবং তারা ও কৃতকৃত্যদি দেখিয়া সমস্ত যোগ ও যোগীগণ এবং তেমন এ বিষয়ে অধিনায় ঔড্ডিয়কের যোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪

তখন তথা তাহাদিগকে জানিতে পারিলেন যে, তদবধি ঔড্ডিয়ক তারার সহিত মহাযুক্ত হইয়াছেন এবং এতদবধি তাঁহার অবস্থিতেন। ১৪৫

তদবধি তথাদি সকলে সেই পরমেশ্বর ঔড্ডিয়কের তব আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন,—হে বিভো! আপনি তারাদিগের আশ্রয়। বৃষ্টি সর্ব তথায় এবং তারাদের অধিনায়ক তত্ত্ব প্রদান করুন। ১৪৬

এই সময়েই দেবতাগণ তারা হইল, মুক্তমুক্ত ও অতি শ্রেষ্ঠ সেই তারাদেবী তখন সকলে তথন করিলেন। ১৪৭

অতি সর্বাত্মা তথায় সকলের আত্মা পরমাত্মা এবং ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে সদা বৃষ্টিমতী এই তারা শক্তিস্বরূপিণী; তাঁহাকে যে দেবতা। তারার তারাদের উদ্ধারের যেন তাহার প্রয়োজন কি? ১৪৮

সন্তো মানবাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চৈব বৈষ্ণবাঃ ।
মমস্মৃত্যা মা ভূমির্ভাবমিষ্টি মৎপদম্ ॥ ১৫৯
ভূমিঃ [illegible] যদি মুনেশ্বরাঃ ।
তথাপি পদ্মপুত্রৈব মধ্যেঃ স্থাতাপানম্ ॥ ১৬০
অহং বিধাতা বঃ ব্রহ্মাদ্যাঃ [illegible] ।
কর্ত্তুং [illegible] গোলোকে [illegible] ॥ ১৬১
অপূর্ব্বরত্ননির্ম্মাণৈঃ [illegible] ।
গোলোকে [illegible] পুষ্পাদিভিৰ্ভূষিতৈঃ ॥ ১৬২
[illegible] ।
তথাপি বিষ্ণুর্যে [illegible] ॥ ১৬৩
[illegible] ।
যে যে জনা [illegible] মৎপদম্ ॥ ১৬৪
[illegible] সর্ব্বে গোলোকবাসিনঃ ।
নিক্ষেপ্তা [illegible] সর্ব্বঃ [illegible] ॥ ১৬৫

জনাঃ [illegible] কুর্ব্বতে ভবে ।
পৃথিবীবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বর্গনিবাসিনঃ ॥ ১৬৬
অন্যেনিবাসিনঃ কেচিৎ ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ ।
কেচিদ্ বা বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্চ গোলোকনিবাসিনঃ ॥ ১৬৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭১
[illegible] ।
ন যাতি [illegible] ॥ ১৭২

মনু, মানব, মুনি ও বৈষ্ণবগণ সকলে আমার মন্ত্র পবিত্র হইয়া আমাকে দর্শন করিবে। তখন আমার পরম পদ এই "গোলোক" ধামে আগমন করিবে। ১৫৯

হে মুনেশ্বরগণ! তথাপি তোমরা যদি আমায় মূর্ত্তি দর্শন করিতে একান্ত বাঞ্ছা হও, তবে পদ্ম একমাত্র আমার বাক্য প্রতিপালন করুন। ১৬০

অপূর্ব্ব রত্নময়! আমি যদি মন্দির গোলোকধাম নির্ম্মাণ (এই বাক্য [illegible]) করুন কর। ১৬১

সেই সার অপূর্ব্ব রত্নময়, মধ্য মণিময় প্রদীপ, মণিমণ্ডপ, [illegible] এবং পুষ্পবিভিন্ন অলঙ্কারে যুক্ত থাকিবে। ১৬২

আমার মত, [illegible] করিয়া [illegible]। তারা [illegible] এবং [illegible] হইবে, তাহাই করিবে। ১৬৩

সহস্র [illegible] আমার মহা-[illegible] হইবে। সেই সেই আমার [illegible] আমার [illegible] হইয়া আমার এই গোলোকধামে আগমন করিবে। ১৬৪

অথবা অর্থাৎ সকলেই যদি আমার [illegible] হয়, তবে তাহারা সকলে গোলোকবাসী হইয়া যাইবে। আর এই [illegible] হইবে অর্থাৎ [illegible] হইয়া ॥ ১৬৫

কিন্তু দুই [illegible] লোক বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহারা পৃথিবীবাসী এবং কাহারা আবার স্বর্গ-বাসী। ১৬৬

যাহারা [illegible], তাহারা ব্রহ্মলোকবাসী, কাহারা বা বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী এবং কাহারা বা আমার লোকবাসী অর্থাৎ গোলোকবাসী। ১৬৭

এই আমার [illegible] করিবার জন্য [illegible] এই [illegible] ; তাহা হইলে সকলে আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ১৬৮

এই কথা বলিয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বিরত হইলেন। [illegible] সেই [illegible] [illegible] প্রতিজ্ঞা করিবার কথা বলিলেন। ১৬৯

[illegible] বিশ্ব [illegible] করিয়া [illegible] গোলোক [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। ১৭০

তিনি বলিলেন,—আমি শ্রীকৃষ্ণের আমার [illegible] বিষ্ণুর [illegible] তোমায় [illegible] করিব। ১৭১

কোনও ব্যক্তি যদি [illegible] স্পর্শ করিয়া মিথ্যা কথা বলে, সেই ব্যক্তি [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নরকে বসবাস করে। ১৭২

বৈকুণ্ঠে সহসে তত্র গোলোকেশস্য মনসি ।
আবির্বভূব শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ সংসদি ॥ ১৭৩
[illegible] প্রাপুরীশাঃ চরাচরাঃ ।
[illegible] পূর্ণং তু ॥ ১৭৪
সা এষা [illegible] যা গঙ্গা গোলোকবল্লভা
রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা ভক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৭৫
স্থানে স্থানে স্থাপিতা সা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা
কৃষ্ণাঙ্গরূপা পরমা সর্বত্রঃপূজিতা ॥ ১৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গঙ্গোপাখ্যানং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

রাখেন। পরে এই কথা বলিয়া সেই গোলোকনাথের সভায় শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৭৩

তখন সেই সব দেবগণ রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পুলকিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিয়া [illegible] পূর্ণ হইয়া পুনরায় উঠিয়া আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭৪

অনন্তর যথাকালে অনাদ্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অভিমতে গোলোকবাসী [illegible] দর্শন করিলেন। [illegible] এইরূপ আমি তোমার নিকট [illegible] গঙ্গার গোলোকের কথা বর্ণনা করিলাম ॥ ১৭৫

এই যে গঙ্গা কথা, ইনি গোলোকে উৎপন্না হইয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা এই গঙ্গাদেবী ভক্তি ও মুক্তিফল প্রদান করেন ॥ ১৭৬

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে স্থানে স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। এই গঙ্গাদেবী কৃষ্ণাঙ্গরূপা, পরমা এবং সর্বলোক-পূজিতা ॥ ১৭৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদসংবাদাত্মক গঙ্গা দেবীর উপাখ্যানাত্মক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গঙ্গায়া বিষ্ণুপদীতিনামনির্বচনম্, [illegible] প্রভৃতি [illegible], কৃষ্ণাৎ রাধায়াঃ [illegible] স্থানে শ্রীকৃষ্ণচরণে [illegible], ব্রহ্মাদীনাং প্রার্থনয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মতো গঙ্গায়াঃ পুনরাবির্ভাবঃ]

নারদ উবাচ ।
কলেঃ পঞ্চসহস্রান্তে সা গমিষ্যতি সুরেশ্বরী
ক গতা সা মহাভাগা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।
ভারতং ভারতীশাপাৎ সমাগত্য চ জাহ্নবী ।
জগাম তত্র বৈকুণ্ঠং শাপান্তে পুনরেব সা ॥ ২
ভারতং ভারতী ত্যক্ত্বা জগাম চ হরেঃ পদম্ ।
পদ্মাবতী চ শাপান্তে জগাম [illegible] ॥ ৩
গঙ্গা সরস্বতী লক্ষ্মীশ্চৈতাস্তিস্রঃ প্রিয়া হরেঃ ।
তুলসীসহিতা ব্রহ্মন্নেবং চতস্রঃ কীর্ত্তিতাঃ শ্রুতৌ ॥ ৪

একাদশ অধ্যায় ।

(ভাগীরথী 'বিষ্ণুপদী' এই নাম কিরূপে, গঙ্গা দেবীর জন্ম গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের রাধার নিকটে, কৃষ্ণ রাধা দেবীকে শাপ করিতে উদ্যত হইলে গঙ্গা দেবীর শ্রীকৃষ্ণচরণে অবস্থান এবং ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার পুনরাবির্ভাব ।)

নারদ কহিলেন,—প্রভো! কলিকালের পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইলে সেই সুরেশ্বরী মোক্ষদায়িনী গঙ্গা কোথায় গমন করিবেন? এই প্রশ্ন আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন ॥ ১

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! সরস্বতীর শাপে ভারতে আগমন করিয়া জাহ্নবী শাপান্তে তিনি পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন ॥ ২

ভারতী অর্থাৎ সরস্বতী ভারত ত্যাগ করিয়া হরির পদে গমন করিবেন, তিনিও শাপান্তে ভারত ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। হে নারদ! এইরূপ পদ্মাবতী (লক্ষ্মী) শাপান্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন ॥ ৩

শ্রীহরির গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী—এই তিন জন ভার্য্যা। ব্রহ্মন্! তুলসীর সহিত ভার্য্যা চারিজন বলিয়া কথিত। বেদে চারিজন শ্রীহরির ভার্য্যা ॥ ৪

নারদ উবাচ।
বভূব সা মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা [illegible]
অহো কেন প্রকারেণ [illegible] ॥ ৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ।
পুরা বভূব গোলোকে সা গঙ্গা দ্রবরূপিণী।
[illegible] সম্ভূতা [illegible] ॥ ৬
[illegible] সা [illegible]।
[illegible] ॥ ৭
[illegible]।
[illegible] ॥ ৮
[illegible]।
[illegible] ॥ ৯
[illegible]।
[illegible] ॥ ১০

[illegible] ॥ ১১
[illegible]।
[illegible] ॥ ১২
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৩
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৫
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৬
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৭

নারদ বলিলেন,—[illegible]। এই দেবী [illegible] শ্রীনারায়ণের [illegible] হইয়াছিলেন, [illegible] বর্ণন করুন ॥ ৫

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—নারদ! পুরাকালে এই [illegible] গোলোকধামে [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] ॥ ৬

তিনি [illegible] দেবী, [illegible] ॥ ৭

তাঁহার [illegible], তিনি [illegible] ॥ ৮

তাঁহার [illegible] ॥ ৯

তাঁহার [illegible] ॥ ১০

তিনি [illegible] ॥ ১১

তাঁহার [illegible] ছিলেন। তাঁহার [illegible] ॥ ১১

তিনি [illegible] ॥ ১৩

তিনি [illegible] (রাসমণ্ডল?) হইয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]। তিনি এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ॥ ১৪

[illegible] তাঁহার [illegible] ছিল। তিনি [illegible]। এই [illegible] ॥ ১৫

এই সময় [illegible] ॥ ১৬

সেই সময় [illegible] হইয়া উঠিল। [illegible]

অনুলেপনসুরভিবাসবাসিতপরিধিকা । ১৮
অনুলাপচিতঃ হারনূপুরাঃ মণিমেখলিকম্ ।
দীর্ঘাক্ষমনুকূলঃ নীলীমুক্তঃ বিলেপনী । ১৯
ফলপল্লবপ্রবালকুসুমোপচিতাভিরাম্ ।
কুসুমরাগনিবেশ-বিমলাবয়বচ্ছদ ৫ ।
যেষামানা ৫ নবৌদ্ধি যেষচারবরাঙ্গনা । ২১
কনকগৌরিস্থিমূর্তিং ভবনেষুসমর্পিতম্ ;
নীলনীলপ্রভাবক্ত্রা নিস্থবিস্থুফলস্তনম্ । ২২
ঘনশ্রী তামরসা ৫ নীলশাবরবাসসে ।
পারিভাদ্রপ্রসূনাভা মণিমূক্তং সুবস্ত্রিনম্ । ২৩
কুরাকবতীভাসং কল্পবল্লী ৫ কল্পিতা ।
সুরাক্তমাল্যাভরণা কল্পবল্লী ইবা । ২৪
অযোধাম কৃতদার্ঢে রূপমিবাত্মনঃ যত্ন ।
নবৌবাক্ মধুরৈশ্চ পরিপূর্ণা বিচেষ্টাঃ নতা । ২৫

তাক দৃষ্টা সমুদ্যতো কৃষ্ণঃ মাধবপূর্বকম্ ।
সংস্তাপ্ত সমুদ্যাতৈঃ মণিভিশ্চ সমুদ্যতঃ । ২৬
প্রণেমুরভিসংহৃষ্টা গোপা গোপাস্তথৈব চ ।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা চ তাঞ্জা চ দৃষ্টায় পরমেশ্বরঃ । ২৭
উবাচ বচা মধুরা সন্তাষ্য চ তথা তা
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ গোষ্ঠাধিবিনিবেশনে চ । ২৮
ব্রজস্থাবস্থিতা তত্রা তত্রকর্তৃত্বে ব্যাপৃতা ।
রাজ্ঞে শশংসাথা শ্রীকৃষ্ণায়ামিতৌজসে । ২৯
অনুরূপপদে স্থিতঃ কুলে তীর্থাতে ভরতর্ষভে ।
বসুধ স্থিরবিক্রমঃ সা সর্বৈশ্বরূপে চ । ৩০
উপেতে নিয়োজনকৃত্যে রাজ্যঃ পদ্মা বর্ষে যা
নমিয়ার সুবসুধাক্ত মনস্বী ব্রহ্মবেদমা । ৩১
অমন্যাব্রহ্মণাধ্যায়ো চাণিস্ত্রীঃ মনাকনীম্ ।
যদা যাবনবর্ষীয়া ভক্তাক নবযৌবনাম্ । ৩২
বিষয়ুক্তে নিরুদ্যমা ভূপেন চ গুপ্তেন চ ।

যেখা অবস্থিতা মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অগ্রজ বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং অভিমতভাবে উপহার প্রদান করিলেন। ২৭-২৯

এই সময় মহাযোগী নারদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমা বর্ণন করিলেন এবং তাঁহা হইলে অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৮

এই সময় তাঁহার ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বর্ষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তখন মহারাজ অযোধন কর্তৃক গোকুলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৯

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভবিষ্যৎ অবস্থান করিয়া তাঁহা যথাযথরূপে অবধারণ করিলেন। তখন তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ৩০

সেই সময়ে তিনি ৫ম বর্ষে উপনিবেশসন্নিহিত রাজ্যে অধিষ্ঠানকরিয়া, অতএব মুখে বর্ষপ্রবেশে, কিন্তু ব্রহ্মচর্যে প্রবেশিয়া অবস্থার বর্ণন করিলেন। ৩১

তিনি অমনস্ক ব্রহ্মচর্যের অধিষ্ঠিতা স্ত্রীজাতী ব্রহ্মচারী পরমা-প্রকৃতি এবং যাবনবর্ষীয়া ভক্তার তার নবযৌবনসম্পন্না। ৩২

এই শ্রীরাধা অধিক কিং ভবনাদর ভ্রমণ ও ভ্রম নিরূপণা, পাতা, কাম্য, অন্তরকলা এবং আদি ও অন্তর্বিদ্যা সখী হইবে। ৩৩

নাস্বাদ [illegible] ন চৌষ্ঠ॥ ৩৩
শুভাঃ সুকান্তাঃ সুভগাঃ [illegible]।
সৌন্দর্য্য সুন্দরীশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বাঃ সুন্দরী ঽ॥ ৩৪
কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গ কৃষ্ণসমাঃ তেজসা বয়সা ত্বিষা
পূজিতাঃ [illegible] ঽ॥ ৩৫
[illegible] প্রভয়া [illegible]
[illegible] ঽ॥ ৩৬
[illegible] সর্ব্ববন্দ্যা রাধা [illegible] নাগিনী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ প্রাণাধিকপ্রিয়া [illegible]॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা রাসেশ্বরী কৃষ্ণং ন তৃপ্তিং [illegible] সুন্দরী।
নিমেষরহিতা [illegible] চ পপৌ॥ ৩৮
এতস্মিন্নন্তরে রাধা [illegible] মুনে।
[illegible] বিনীতা [illegible] পুরে॥ ৩৯

রাধিকোবাচ।

হেরং প্রাণেশ [illegible]।

তিনি শুভাঙ্গী, সুভগা, সৌভাগ্যবতী, শান্তি সৌভাগ্যরূপিণী এবং সৌন্দর্য্যে সমস্ত সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। ৩৩

এই রাধা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা, তেজ, বয়স ও কান্তিতে শ্রীকৃষ্ণতুল্যা। এই দেবীকে [illegible] সহিত পূজা করিয়াছিলেন। ৩৪

অতিশয় [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে যেন [illegible] করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি [illegible] ([illegible]) [illegible] করিতেছিলেন। ৩৫

এই রাধা [illegible] বিনা, [illegible] প্রকৃতি, রসা, রাধা, নাগিনী, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা [illegible] এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণসেবাপরা ছিলেন। ৩৬

সুন্দরী রাধা সেই রাসেশ্বরী বালকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহরির মুখপদ্ম পান করিতে লাগিলেন। ৩৮

হে মুনে! এই সময় রাধা বিনীতা [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৩৯

রাধিকা বলিলেন,—গোবিন্দ! এই [illegible] কে? এই রমণী তোমার [illegible] করিতে [illegible] তোমার পার্শ্বে [illegible]। দেখিতেছি, যে [illegible] হইয়াছে। ৪০

পশ্যামি সততং পার্শ্বে [illegible]॥ ৪০
[illegible] পুনঃ পুনঃ॥ ৪১
[illegible]
যদি জীবতি গোলোকে [illegible]॥ ৪২
[illegible]
[illegible]॥ ৪৩
[illegible]
[illegible] যদি যে [illegible]॥ ৪৪
[illegible]
[illegible]॥ ৪৫
[illegible]
[illegible]॥ ৪৬

তোমার [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] পুনঃ পুনঃ তোমাকে দর্শন করিতেছে। ৪১

তুমি [illegible] ([illegible] হইবে) [illegible]; কিন্তু এই গোলোকে আমি জীবিত থাকিতে তোমার এরূপ [illegible] হইবে। ৪২

দেখিতেছি যে, তুমি এইক্ষণ [illegible] করিয়া যাইতেছ; আর আমি [illegible], আমার [illegible] ([illegible]); সেই [illegible] আমি [illegible] করিয়া থাকি। ৪৩

(কিন্তু আর আমি সহ্য করিব না;) অচ্যুত! তুমি তোমার [illegible] এই [illegible] গোলোক হইতে [illegible]; [illegible] তোমার [illegible] হইবে না। ৪৪

এইক্ষণ আমি পূর্ব্বে একদিন বিরজার সহিত তোমাকে মিলিত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সখীদের প্রভাবে তোমাকে উদ্ধার করি। ৪৫

সেই সময় তুমি আমার ভয়ে [illegible] হইয়াছিলে, আর সেই বিরজা [illegible] ত্যাগ করিয়াছিল। ৪৬

কোটিযোজনবিস্তীর্ণা [illegible] চতুর্বর্ণা ।
[illegible] [illegible] ॥ ৪৭

[illegible] পূর্বং [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] ॥ ৪৮

[illegible] ।
[illegible] দর্শয় ॥ ৪৯

[illegible]
[illegible] ॥ ৫০

[illegible]
[illegible] ॥ ৫১

[illegible]
[illegible] ॥ ৫২

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৩

কিঞ্চিৎ [illegible] কিঞ্চ ॥ ৫৪

[illegible] কিঞ্চ ।
[illegible] কিঞ্চ ॥ ৫৫

কিঞ্চিৎ [illegible] কিঞ্চ ।
[illegible] কিঞ্চ ॥ ৫৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৮

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯

[illegible] কিঞ্চ ।
কিঞ্চিৎ [illegible] কিঞ্চ ॥ ৬০

[illegible] কিঞ্চ ।
[illegible] কিঞ্চ ॥ ৬১

কোটি যোজন বিস্তীর্ণ এবং [illegible] চতুর্বর্ণ [illegible] কোটি যোজন দীর্ঘ [illegible] যে তোমার [illegible] বিহার করিয়াছ । ৪৭

পরে [illegible] তুমি [illegible] 'বিরজা' 'বিরজা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে [illegible] লাগিলে । ৪৮

সেই সময় [illegible] তোমাকে [illegible] তুমি [illegible] তোমাকে দর্শন দান করে । ৪৯

তখন তুমি তাহার [illegible] হইয়া তাহার [illegible] করিয়াছিলে । তাহাতে তাহার [illegible] হইতে [illegible] হয় । ৫০

এইরূপ [illegible] তোমার [illegible] থাকিতে তোমাকে দেখি ; কিন্তু তখন তুমি তাহার [illegible] হইয়া বিরাজিত । ৫১

যাই [illegible] করিয়া [illegible] বিরাজিত । তখন তাহার [illegible] হইল । ৫২

পরে তুমি [illegible] কিছু [illegible] কিছু [illegible] এবং কিছু [illegible] করিয়াছ । ৫৩

কিছু [illegible] কিছু [illegible] কিছু [illegible] এবং কিছু [illegible] করিয়াছ । ৫৪

কিছু [illegible], কিছু [illegible], কিছু [illegible] ([illegible]) এবং কিছু [illegible] করিয়াছ । ৫৫

কিছু [illegible], কিছু [illegible], কিছু [illegible] এবং কিছু [illegible] করিয়াছ । ৫৬

এইরূপ আমি [illegible] তোমাকে [illegible] হইয়া থাকিতে দেখিলাম । কিন্তু [illegible] তুমি [illegible] হইয়া [illegible] বিরাজিত । ৫৭

এখন সেই [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছিলে । [illegible] হইয়া [illegible] । ৫৮

'তাহার পর [illegible] তুমি [illegible] করিতে করিতে সেই [illegible] ([illegible] করিয়াছিলে, [illegible]) [illegible] এবং [illegible] প্রদান করিয়াছ । ৫৯

তদনন্তর কিছু [illegible], কিছু [illegible], কিছু [illegible] এবং কিছু [illegible] প্রদান করিয়াছ । ৬০

কিছু [illegible], কিছু [illegible], কিছু [illegible], কিছু [illegible] এবং কিছু [illegible] প্রদান করিয়াছ । ৬১

শ্রীদাঃ সৌভাগ্যযুক্তেভ্যো বস্ত্রবিভ্যশ্চ কিঙ্কর।
অদ্য যত্রা চ সর্বেভ্যঃ পূর্বে যোগিভ্যুদ্যতঃ। ৬৮
শাস্ত্রা গোপ্যা সুরম্যঞ্চ দৃষ্টোঽহং রাসমণ্ডলে।
বসন্তে পুষ্পবত্যাঞ্চ মালাবানক্ষয়োজ্জ্বলঃ। ৬৯
রত্নপ্রদীপৈর্যুক্তশ্চ রত্নসিংহাসনস্থিতে
রত্নভূষণভূষাঢ্যো রত্নভূষিতয়া সহ। ৭০
যত্রা যত্নেন তাম্বূলং ভুক্তবত্যা সুরম্যয়া চ
যত্রা যত্নেন তাম্বূলং ভুক্তবান্ যং পুরা বিভো। ৭১
নখৈো রত্নস্বরূপেণ বিরোধরূপা কৃতা যয়া।
শান্তির্দেবৈঃ পরিত্যক্তা বিরা লীলা যদি প্রভো। ৭২
তত্তত্তস্যাঃ সরীরূপ তদ্রোষ্টঃ বহুধা ন।
সংবিভক্তা যয়া সঙ্গে প্রেম্না চ রুদতা পুরা। ৭৩
বিশ্বে বিশ্বস্থিতে বিভিৎ সত্তরূপায় বিজ্ঞয়ে।
তত্তত্তস্যাঃ সরীরূপাদ্ বিভিন্নাঙ্গা পুরা বিভো। ৭৪

যত্তত্রোপাত্তকেয়ান্ত বৈক্তেরেভ্যশ্চ কিঙ্কর।
তপস্বিভ্যশ্চ যত্নাং যদিষ্টেভ্যশ্চ কিঙ্কর। ৭৫
যত্রা পূর্তি যং পূর্তো যোগ্যা চ ভক্তয়া সহ
সুরেশভূষিতো যাদবান্ বস্ত্রাভরণমাবৃতঃ। ৭৬
রত্নভূষিতয়া যত্নাভরোজ্জ্বিতয়া তয়া।
সুখেন বৃদ্ধিযত্নে পুষ্পতল্পমনোজ্ঞে। ৭৭
স্ত্রিগ্ধোঽহং তুষ্টিয়া সঙ্গে সুখেন নবযৌবনে।
যত্রা প্রযোষিতা মাং চ তদাসঙ্গে স্মরাতুরে। ৭৮
পূর্বোক্ত শৈবযত্নে যে মূলী চ মনোহরা।
যবনালা যৌক্তরক্তপাদুকা রত্নভূষণম্। ৭৯
পশ্চাৎ প্রেত্রা চ সখীনাং যত্নাদ্বে।
লব্ধ্বা কৃতার্থোঽহমুত্তস্থাপি চ তদান্ প্রভো। ৮০
তদা গোঃ পরিত্যক্তা লব্ধ্বা পৃথিবীং গতা।
তত্তত্তস্যাঃ সরীরূপাদ্ বহুধা ন তং।

পাঠ করিয়া বিষ্ণুলোক বিজয় অবশ্যই করিবে)। যিনি সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুকে, তাঁর সন্ধ্যাকালে অর্চনা করে, যিনি যোগার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণকে, যিনি তপস্বিগণকে, যিনি ব্রাহ্মণকে এবং যিনি অতিথি ব্যক্তিগণকে সেবা করিয়াছিলে। ৬৪-৬৫

এইরূপ পূর্বে আমি একদিন তথা সাধ্বী গোপীর সহিত তোমাকে মিলিত হইয়া থাকিতে দেখি। তখন তুমি উত্তম বেশভূষায় ভূষিত, মালাধারী ও সুন্দরি চন্দনচর্চিত ছিলে। ৬৬

তুমি সেই সময় পুষ্প চন্দনসমূহ শয্যায় রত্নের আসনে বসিয়া বিভূষিতা এবং তুমি চন্দনভূষিতা তথায় সাধ্বী তুমি সুখে শয়ন করিয়া বৃদ্ধির অর্থাৎ বাঞ্ছাদান পূর্ণ হইয়া ছিলাছিলে। ৬৭

তোমার দ্বারা আমিভিত হইয়া মম সন্তুষ্টমনে সুখে সেই তথা তৎকালে নিশাভিভূতা হইয়া সঙ্গে। তারপর আমি আসিয়া তাহাকে এবং তোমাকে আশ্বাসিত করি, এই কথা তুমি স্মরণ করিয়া দেখ। ৬৮

সেই সময় আমি তোমার শৈবযন্ত্র, মনোহরা মূলী, যবনালা, বৌদ্ধরক্তপাদুকা এবং অমূল্য রত্নভূষণ কাড়িয়া লই। কিন্তু সেই নবযৌবনের অনুরোধেতেই এবং প্রেমবশতঃ তোমাকে পুনরায় আমি সেই সব প্রদান করি। প্রেত্রা। তুমি কিন্তু সেই সময় লজ্জায় কৃতার্থ হইয়া যাও, সেই কৃতার্থ তোমার আমার আজ। ৬৯-৭১

অতিরিক্ত তখনলীন তথা যেন যাচন করিয়া লজ্জায়

আবিভূতা যথা বক্ত্রাৎ প্রেমণা চ জলদ্যুতা।
বিভিন্ন প্রকা বিভাতে চ বৈষ্ণবেষ্বাত্ত বিগ্রহম্ ॥ ৭৮
ব্রহ্মিষ্ঠেষ্বাত্ত সর্বত্র তৎসেবাত্ত বিগ্রহম্।
তপস্বিনেষ্বাত্তি বেদেষ্বা পতিব্রতাত্ত বিগ্রহম্ ॥ ৭৯
এবমেব সবিদ্যাঃ সর্বাঃ কিং তুচ্ছা মোহমিশ্রিণি
ব্রহ্মণশ্চ বক্ত্রাত্তা জ্ঞানাগ্নি ত্যাগতা প্রভো ॥ ৭৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী ব্রহ্মণশ্চাত্তর্ধানতা।
গতা ব্রহ্মণ্ড মধ্যেত্তে ব্রহ্মণোত্তা সরস্বতী ॥ ৭৯
যথা ব্রহ্মণ্ড বিজ্ঞায় বোধেন সিদ্ধযোগিনী।
ত্রিলোকস্থ সভাযথাং স্বকলা প্রবিবেশ সা ॥ ৮০
তথা যোগেন বিজ্ঞায় সর্বব্রহ্মণ্ডবিগ্রহাত্ত জ্ঞান
পাদ কর্তুং সভাযেত্তে বভূবাথ সিদ্ধযোগিনী ॥ ৮১
যথা ব্রহ্মণ্ড বিজ্ঞায় বোধেন সিদ্ধযোগিনী।
শ্রীকৃষ্ণস্যাত্তরাত্মোক্তং বিবেশ পরমা স্বয়ী ॥ ৮২

যোগোক্তৈশ্চ বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলোকাদিকা যথা।
দর্শনং যাথা সর্বত্র বৈষ্ণবা যত্রাং দর্শনং যা ॥ ৮৩
সর্বেষা তৎসুখাত্তক শুভদত্তত্বযোগতা।
জলত্তত্বমুখৈশ্চৈব মৃত্যুরোগৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ৮৪
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্তক-ধর্মেন্দ্রাত্তু-দিবাকরাঃ
সমযো মনবস্তাঃ সর্বে দেবাঃ সিদ্ধাত্তসংযিতাঃ ॥ ৮৫
যোগোক্তক সমাত্তক্তু শুভকাত্তঃ উদাহৃতাঃ
সর্বে প্রবেক্তুমীশিক্ষা সর্বেষাং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮৬
ধরা তত্ত্বেষা ধরণা ধরিত্রীঃ ধারকাত্তদম্
তত্ত্বাত্তক ধার্মিক সর্বেষা প্রধরা প্রভূ- ॥ ৮৭
নিরীহক নিরাধারাঃ নিশ্চিন্তক নিরাশ্রয়ম্
নির্ভীক নিষ্প্রমাণাঃ নিত্যু র্ণিক নিরন্তরম্ ॥ ৮৮
যোগাত্তক সাকাত্তা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
সত্যাত্তক্তপা সত্যাত্তা সাক্ষিত্তপা সনাতনম্ ॥ ৮৯

পৃথিবীতে ইহা যায় এবং তাহার সেই দেহে তখন এক জ্যোতি আসিয়া হয়। ৭৬

তুমি তখন প্রেম ভোগ করিতে করিতে পূর্বে তাহার দেহ বিলীন করিয়া তাহার স্থানে প্রেম করিয়াছিলে। এইরূপে তিনি বিষ্ণুকে প্রেম করিয়াছিলেন এবং তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বরের দাস করিয়াছিলেন। ৭৭

তিনি ব্রহ্মাণ্ড সাক্ষিস্বরূপ, তিনি ধর্মের, তিনি কৃষ্ণলিঙ্গের, তিনি তপস্বিনীর, তিনি দেবতাদের এবং তিনি পতিব্রতাদের প্রধান করিয়াছেন। ৭৮

এই আমি তোমার কাছে কথা তিনি বলিলাম, আর কি শুনিতে চাহ? বলো। এইরূপ তোমার যত প্রশ্ন আমি জানি। ৭৯

এই কথা বলিয়া সেই দেবী তোমার চরণ হইতে অন্তর্ধান করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৮০

সিদ্ধযোগিনী সরস্বতী যোগবলে সব ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ তাহার অবয়ব অবিদ্যার অবয়ব হইয়া তাহাদের সভাস্থল হইতে বিলুপ্ত হইলেন এবং তিনি তাহাদের প্রবেশ করিলেন। ৮১

এমনি সিদ্ধযোগিনী দেবী যোগবলে শ্রীহরির অবয়ব জানিয়া তাহার অবয়বে প্রবেশ করিলেন। ৮২

তত্ত্ব অবিদ্যার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পরমাত্মা হইলেন। ৮৩

তাহা সেই সমস্ত যোগোক্ত, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত অবয়ব করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও কোনো দেখিতে পাইলেন না। ৮৪

তাহা সকলের সব তত্ত্ব পাইয়া তাহার সর্বত্র জলময় হইল। যোগোক্ত তত্ত্বসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তত্ত্বসমূহ তত্ত্বসমূহ তাহাদের পরিমাণ হইল। ৮৫

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মত্ব, ধর্ম, ইন্দ্র, সূর্য, মনুগণ, মনুগণের, সমস্ত দেবতাগণ, শিব ও তাহাদিগের সকলেই তখন যোগোক্তে অবয়ব করিলেন। সেই সমস্ত তাঁহাদের সকলেরই কর্ম, ধর্ম ও তাহা তত্ত্ব হইয়া বিরাজিত। তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ পরমাত্মা যোগিনীকে ধর্মের ঐশ্বর্যের প্রধান করিলেন। ৮৬-৮৮

এই শ্রীকৃষ্ণ যত (সর্বজ্ঞা), অধরা (ধারণা), ধরণাত্মা ধরিত্রী, ধারকাত্মা, আধার, সত্য ই এবং সকলেরই ধরা (ধারণ) হন। ৮৯

তিনি নিরীহ (নিষ্কাম), নিরাধার, নিশ্চিন্ত, নিরাশ্রয় অর্থাৎ নিরাধার, নির্ভীক, নিষ্প্রমাণ, নিত্যু র্ণিক (চিরন্তন বিষ্ণু স্বরূপিণী) এবং নিরন্তর। ৮৮

তিনি যোগাত্মা, সাকার (কৃষ্ণ মূর্তিধারী), ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ, সত্যাত্মরূপা, সত্যরূপা, সাক্ষিত্মরূপা সনাতন। ৮৯

পঞ্চঃ পরেশঃ পরমঃ পরমাত্মাবনীশ্বরঃ
প্রণম্য দূরাদ্‌ভূমৌ তে তস্থিরে ভক্তিনম্রাঙ্গকন্ধরাঃ। ১৮
সপত্নীকাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ।
হর্ষে সাম্বুদ সর্বেশঃ উবাচ তান্ পরঃ পরঃ। ১৯
জ্যোতিরূপঃ পরব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্
অনুপমেষ্বনির্বাচ্যমনির্দেশ্যমনশ্বরম্। ৯০
যোগানাঞ্চ যোগীন্দ্রৈঃ যোগিভিশ্চাপ্যযোগিভিঃ
যোগালিঙ্গাত্মকাঙ্গৈশ্চ লক্ষ্যতে লক্ষিতং যদা। ৯১
পরিত্যজ্য বায়ুরূপং সহস্রযোগৈশ্চ দুর্লভৈঃ।
চন্দ্রজ্যোতিরনির্বাচ্যং রত্নভূষণভূষিতম্। ৯২
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং সুমনোহরম্
দধ্যৌ যাবন্মহাযোগী যোগালম্বিপরঃ। ৯৩
কোটিসূর্যপ্রভাপুঞ্জৈঃ শ্রীযুক্তবিগ্রহে
যত্রৈকস্মিন্ পরিস্থঃ সুস্থাপুক্তঃ সনোহরম্। ৯৪
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য-লীলালাবণ্যধামকম্।
কৃষ্ণবামক যোগীন্দ্রঃ দদর্শাত্মনি সন্মুখম্। ৯৫

কৃষ্ণপ্রেমৈকবিবাসিন্ত্যক্তেন্দ্রাদিপরিচ্ছদৈঃ
শিবস্তোত্রিদেশৈরাদ্যাঃ মুনয়স্তত্র প্রহর্ষিতাঃ। ৯৮
প্রাণাধিকপ্রিয়েণাদ্যাবাধকঃকৃষ্ণবিগ্রহম্।
তদা প্রসন্নঃ ভাবুদ্য সুকৃতম্ভ পুরাসিতম্।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষে দদর্শ সর্বতঃ পুরাঃ। ৯৯
মূলতে মাধবাঃ সিদ্ধাঃ কৃপয়া চ গণধিনঃ।
প্রজগ্রাহাদরাঃ সর্বে কৃষ্ণঃ পরাবিগ্রহম্। ১০০
পরস্পরং সমালোক্য তে সমুচ্চুক্তুর্মুখম্
নিষেদিরে তদাজ্ঞাতঃ আদিপ্রাদরতোষিতম্। ১০১
ব্রহ্মা তদাজ্ঞয়া ক্রত্বা বিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্য বক্ষিণে।
বামতো বামদেবক ক্রমাদ্ কৃষ্ণমধিষ্ঠিতে। ১০২
পরমানন্দমূলক পরমানন্দরূপকম্।
সর্বং কৃষ্ণময়ং ধাতৃ ধর্মং ব্রাহ্মণমণ্ডলে। ১০৩
সর্বং সমবেষেশক সমাধানসমন্বিতম্। ১০৪
বিষ্ণুঃ মূলপীঠস্থঃ সমাধানবিভূষিতম্
মধুপুঞ্জচূড়ক কৌস্তুভেন বিরাজিতম্। ১০৫

তিনি পর (প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যাহা শ্রেষ্ঠ), পরেশ, পরম (সর্বোত্তম), পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর। সকলে ভক্তিভরে তাঁহার স্তবন করিয়া সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ১০

এই দেবেশ সকলে পূর্ণভক্তিসহকারে সম্ভ্রমপূর্বক ও প্রেমপূর্ণ নেত্রে সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞের স্তবনম্ শ্রবণ করিয়া জ্যোতির্ময়, পরব্রহ্ম, সকল কারণসমূহেরও কারণ, অনুপমেয়-বিহীন নির্বাচ্য নির্দেশাতীত স্তবনীয়, যোগাধিপ কর্তৃক যোগ-চক্ষুরও দৃশ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট। যোগীন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত কৃত্য ও যাহা যোগের বলে সাধকের অনুমোদনকারী, নিজের পরমকারী যোগসমূহ দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত, সর্বাগ্রে কৃষ্ণ-কর্তৃক, তাঁহাকর্তৃক বিষ্ণুকে, সকলেরমধ্যে শ্যামবর্ণ, নিত্যকাম, গৌরবসম্পন্নী, যোগাসনধারী ও যাবৎ ঐশ্বর্য যাহাতে বাসকরিয়া কৃষ্ণবাস, কোটিসূর্যের প্রভাযুক্তির, পুষ্ট (কৃষ্ণাঙ্গ) শ্রীযুক্তবিগ্রহ (নিজস্ব সৌন্দর্যশালী অথবা কৃষ্ণমূর্তিধারী) যাঁর দেহে পরিবৃত (পরিবেষ্টিত), নিত্য সুখে মনোহর। তাহা, অথবা যেহেতু কোটি কামদেবের সৌন্দর্য একাধারে অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া থাকায় নামকরণ বাসকরণ, উহা হাসমুখী যোগীন্দ্র কর্তৃক দেখা হইয়াছে, তাহাদের নিজের নিজের নাসাগ্রে কৃষ্ণবাস, তাহাদের যোগীন্দ্র কর্তৃক নিজ নিজ নাসা-মূলে দেখা হইয়াছে মুখারবিন্দ দর্শন দ্বারা যেন আনন্দিত, প্রাণাধিকপ্রিয়তা দ্বারা বক্ষঃস্থলে সদা অধিষ্ঠিত, পরিপূর্ণতম হইয়া চারিদিক মুখারবিন্দ ভাবুদ্য তখন করিতেছেন, সেই রাস-মণ্ডলে সর্বত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই রূপমাধুরী দর্শন করিয়া আসিলেন। ৯১-১১

তাঁহার এই রূপ দর্শন করিয়া মুনি, মাধব ও গণসিদ্ধ রূপদিদের সকলে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ১০০

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিয়া স্বিজনের আরাধক অভিপ্রায় হইতে অবস্থানকে নিবেদন করিবার জন্য চতুরানন ব্রহ্মাকে বলিলেন। ১০১

ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন এবং যাইয়া দেখিলেন—কৃষ্ণের দক্ষিণে বিষ্ণু ও বামে বামদেব (মহাদেব) বিরাজমান রহিয়াছেন। ১০২

বিধিবিধাতা ব্রহ্মা সেই রাসমণ্ডলে সব বিষ্ণুই পরমানন্দপূর্ণ, পরমানন্দস্বরূপ এবং কৃষ্ণময় দর্শন করিলেন। ১০৩

তিনি আরও দর্শন করিলেন যে, সেখানে সকলে সমাধান বেদধারী এবং সমাধি আসনে সকলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ১০৪

সকলেই বিষ্ণু, মূলপীঠস্থ, সমাধানবিভূষিত, মধুপুঞ্জ-বিনিন্দিত কুন্তলশোভিত ও কৌস্তুভমণিবিভূষিত। ১০৫

অতীবসুকুমারীঞ্চ পুনরঃ পাণ্ডবিপ্রিয়ম্
কৃষ্ণাকৃষ্ণস্তদেব যেজনা যদনা প্রিয়ঃ । ১০৬
যাসমা যদমাকৃষ্যা মূর্খা । ভক্তিরয়া মদম ।
পরিপূর্ণতমঃ সর্বঃ সর্বৈর্যদোদয়ান্বয়ঃ- । ১০৭
ক্ব যেবা যেবঃ যঃ যা মূর্খা নির্বিকৃতমঃ ।
অথা ভেজঃপ্রকাশক ভগবানিমুঃ অনম্ । ১০৮
একঃযেব তথা কৃষ্ণঃ যাবয়া সহিতঃ পরম্ ।
প্রেম্ণোদ্যদয়ন্ত্যক্ষ তয়া চ সহিতং অনম্ । ১০৯
যাবয়াশ্লেষরঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণরূপতলক্ষেম্
বিং শ্রীরূপক পুষ্পাণাং বিহারী যাদুবল্লভঃ । ১১০
ছুংপদ্মক শ্রীকৃষ্ণ যাবা যাবেব ভেজয়ঃ ।
ভয়ার কৃষ্ণঃ তত্রয়া পরিহারমনেবয়া । ১১১
তয়ঃ স চক্রুকলীলা পুনস্ত যদুভয়া
যদর্শ কৃষ্ণঃ কৃত যাবাযেজঃকুলপ্রিয়ম্ । ১১২

যদাবৈঃ পরিবৃতঃ যোগীন্দ্রকুলবিভিয় ।
পুনঃ প্রেম্ণোদ্যুতা দৃষ্টা চুচুম্বু । পুনস্ত কে । ১১৩
বিজ্ঞায় তথতিচারং তাদুবাড় মুকুন্দকঃ ।
ধর্মাত্মা সর্বযজ্ঞেশঃ সর্বেশঃ সর্বযাদবঃ । ১১৪

শ্রীভগবানুবাচ

আসন্ন কুশলঃ ব্রহ্মন্নাসন্ন কলাশকে
ইদানন্তে মহাদেব সত্বং কুশলমস্ত যঃ । ১১৫
আসেতাঃ পুরুষাস্যা যজ্ঞেরনকাঙ্ক্ষণাৎ ।
যজ্ঞা যজ্ঞপতাস্তেতে ভবেন পরম যজ্ঞা । ১১৬
যাবেযাঃ পাণ্ডুমিত্রস্তী দৃষ্টা ২৫মহিযাবয়ঃ
যাস্তাযৌয়ঃ যবিকৃয়া মুখঃ কৃষ্ণত নির্ভয়ম্ । ১১৭
শ্রীকৃষ্ণত যঃ প্রজ্ঞা সহিতঃ অনন্তেতুতঃ
দৃষ্টাব যবিয়াযাস্তাং যাযাঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্তিয়ম্ । ১১৮
যাস্তু চক্রুস্তি সাদুর ভক্তিস্নাস্তত্তয়ঃ
যাস্তা চক্রুর্যা যেযানাদুযাং চক্রুয়ানঃ । ১১৯

১০৫নং অভিধায় এবংবীর কৃষ্ণ, সত্যভামা এবং রুক্ম, কৃষ্ণ, রুক্ম, বেত্র, সত্যা, ভাতি, যদু, রুক্ম, ভাবী, বৃষ্টি ও অভিধায় সমান, সকলেই পরিপূর্ণতম এবং সর্বশক্তি ঐশ্বর্যশালী । ১০৪-১০৭

ইতিপূর্বে যারা যে যেমন যা যে যেমন ইহা দেখিয়া বর্ণিত পারা যায় না। ইহারা সকলে অবতারে যেমনভাবে ইহা অবস্থান করিয়াছেন । ১০৮

তখনও যারা কৃষ্ণ একাকীই বিহার করিয়াছেন, তখনও সেই পরমেশ্বর যারায় সহিত বিহারস্থান যাইতেন। অন্যান্য যারা আমার যেমন যায়—যোগেশ্বর ঈশ্বরকৃষ্ণ তত্ত্ব আমার ছিল, সেই হেতুর আমার এত ও কৃষ্ণ যারায় সহিত অবস্থান করিয়াছেন । ১০৯

তখনও কৃষ্ণ যারাগণ যারে করিয়া বিহার করিয়াছেন, তখনও যা যারা কৃষ্ণগণ যারে করিয়া বিহারিছেন; এইরূপ দেখিয়া যারা বিস্মিতচিত্তা তারা যোগেশ্বরগণের কৃষ্ণ কি শ্রীকৃষ্ণপাত্নী বা পুরুষকৃষ্ণপাত্নী—ইহা অভিধায় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না । ১১০

তখন তারা নিজের যাবেরে করিয়া কৃষ্ণসহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিনন্দনের তত্ত্ব বর্ণিতে আরম্ভিলেন এবং নিজের সহচরি অবস্থানের জন্য তারা ভিক্ষা করিলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বরাবস্থিত সহজেন নিজের হইয়া নিজের আত্মস্থি আরাধনেন । ১১১

তখনও তারা শ্রীকৃষ্ণের আবেশে আত্মবিস্মৃতিতে চতুর্ভুজ ঈশ্বরিতে করিয়া তারার যথাস্থান অবস্থিত এক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন । ১১২

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বীর পার্ষদগণে পরিবৃত ও যোগীন্দ্রকুলে বন্দিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া সেই অবসরে তিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে তাঁহাকে চুম্বন করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁর বন্দিত হইতে লাগিলেন । ১১৩

তখন যুদুরাজ, সর্বাত্মা, সর্বজ্ঞানবিগতি, সর্বেশ্বর ও সর্বযজ্ঞময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে অভিপ্রায় জানিয়া ইতিকর্তব্য বলিলেন । ১১৪

শ্রীভগবান্ অভিলেন—ব্রহ্মন্। যথাসুখ আমাদের তত্ত্ব। কুশলপ্রশ্ন। আমাদের তত্ত্ব। মহাদেব। এখনও আমাদের তত্ত্ব। তোমাদের সম্বন্ধেও যথা কুশল হউক । ১১৫

যে মহাত্মাগণ। তোমরা যজ্ঞ আমাদের জন্য আমার সহিত আগমন করিয়াছ; কিন্তু যজ্ঞ ফলদাতা তবে আমার পরমাত্মার সকল প্রকার করিয়াছ । ১১৬

যারা আমাকে পতিরূপে পাইব কল্পিত ইহা অভিপ্রায়ে দেখিয়া সেই যজ্ঞ আমার অভিপ্রায়ে আগত হইয়াছে। আমি তাহাদের আমার পরমেশ্বর হইতে বাহির আনিয়া বিমুক্তি। তোমরা সকলে তাহাদের অবস্থান কর । ১১৭

শ্রীকৃষ্ণের এই যারা প্রথম করিয়া অবস্থানেতি প্রথা ইহার যারা অভিপ্রায় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণমূর্তিয়া, তখনও সকলেরই আত্মারা শ্রীরাম এত তত্ত্ব অভিপ্রায় আনিলেন । ১১৮

চতুর্ভুজের উপাসকে চতুর্ভুজের ভক্তে অবস্থান করিয়া যারি অবস্থান যারার তত্ত্ব আরও বর্ণিলেন । ১১৯

ব্রহ্মোবাচ

[illegible] ॥ ১১০
[illegible] ॥ ১১১
[illegible] ॥ ১১২
[illegible] ॥ ১১৩
[illegible] ॥ ১১৪
[illegible] ॥ ১১৫
[illegible] ॥ ১১৬
[illegible] ॥ ১১৭
[illegible] ॥ ১১৮
[illegible] ॥ ১১৯
[illegible] ॥ ১২০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

[illegible]

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! [illegible] ॥ ১২০

[illegible] ॥ ১২১

[illegible] ॥ ১২২

[illegible] ॥ ১২৩

[illegible] ॥ ১২৪

[illegible] ॥ ১২৫

তখন ব্রহ্মা সেই বন হইতে ভিন্ন ভিন্ন [illegible] স্থাপিত করিলেন। [illegible] ॥ ১২৬

তাহার পর [illegible] পুষ্প, [illegible] প্রদান করিলেন। তখন সতী [illegible] পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১২৭-১২৮

[illegible] সতী, সাবিত্রী [illegible] ও বিদ্যাধরী তুলসী— [illegible] ॥ ১২৯

তদনন্তর কৃষ্ণ [illegible] ॥ ১৩০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! হে মহেশ! [illegible] ॥ ১৩১

তোমরা, [illegible] মুনি, মনু সিদ্ধ ও [illegible]

যে যে ভৌমাশ্চ গোলোকে [illegible] ।
তত্সুখঃ [illegible] প্রাপ্নুবন্তি ধ্রুবম্ ॥ ১৭৩
তস্মাৎ [illegible] [illegible] ।
বৈকুণ্ঠে [illegible] ॥ ১৭৪
যত্র [illegible] পূর্ণ [illegible] ।
[illegible] বিরজা [illegible] ॥ ১৭৫
[illegible] বিষ্ণু [illegible] ।
[illegible] পুনঃ [illegible] ॥ ১৭৬
[illegible]
[illegible] ॥ ১৭৭

বৈকুণ্ঠে [illegible] ।
[illegible] পুনঃ [illegible] ॥ ১৭৮
গোলোকে চ [illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] ।
[illegible] পুণ্যা [illegible] ॥ ১৭৯
[illegible] ।
নির্বাণা বিষ্ণুপদ্যা [illegible] বিষ্ণুপদী [illegible] ॥ ১৮০
[illegible] শ্রুতম্ [illegible] ।
[illegible] কিং [illegible] ॥ ১৮১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গঙ্গোপাখ্যানে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

কিন্তু [illegible] বিষ্ণুপদে [illegible] ১৭১-১৭৩

[illegible] অগ্নিতে [illegible] ১৭৪

[illegible] ১৭৫

[illegible] ১৭৬

[illegible] ([illegible]) [illegible]

আবার [illegible] পৃথিবীতে [illegible] ১৭৭

[illegible] ১৭৮

[illegible] গোলোকে, বৈকুণ্ঠে, শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে [illegible] । [illegible] শ্রীবিষ্ণু [illegible] নির্বাণা [illegible] "বিষ্ণুপদী" এই নাম [illegible] ১৭৯-১৮০

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট [illegible] । [illegible] তুমি [illegible] ১৮১

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গঙ্গোপাখ্যানে একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ৪

[লক্ষ্মীনারায়ণয়োর্বিবাহবর্ণনম]

নারদ উবাচ

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী লোকপাবনী
এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রঃ প্রিয়া মতাঃ । ১

কথা তস্যাশ্চ বৈকুণ্ঠবিরহের ব্রহ্মণ কথা ।
কথং বা তস্য পত্নী চ বভূবেতি চ তে ব্রূহি । ২

নারায়ণ উবাচ

গঙ্গা তস্যাশ্চ বৈকুণ্ঠঃ কথা পদ্মোদ্ভবস্য বিধেঃ ।
যত্নোঽস্যা ভক্তা সার্দ্ধং প্রণয়ো ভগীরথস্য । ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

রাধা-কৃষ্ণাংশসম্ভূতা যা দেবী তুলসীতরুঃ ।
তদ্বিষ্ণোস্তদ্বচোঽংশেন উৎপন্নাপ্রতিমা ভুবি । ৪

নবযৌবনসম্পন্না পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রিকা বরা ।
উদ্যদ্রত্নস্বরূপা চ জ্যোতীরূপাতিরঙ্গিকা । ৫

ব্রহ্মস্বরূপা সাক্ষাৎ মূলপ্রকৃতেরংশতঃ বিনা
তুল্যাপি সাবিত্রী বাণী ন তয়াধিকেতি যৎ । ৬

সমুদ্ভূতা সাধুবিদ্বাং তীর্থেষু পুণ্যরূপিণী
বিনেশ চরণাম্ভোজে তুলসী পুণ্যরূপিণী । ৭

সর্বং বিহায় যোগেশং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপং তম ।
যোগেশ্বর ক্রম কৃষ্ণ সর্বত্যাগপ্রকারকে । ৮

সর্বাধিষ্ঠাতা সর্বং যো জ্ঞাত্বাতিপ্রাজ্ঞবেব চ
বভিস্কার তদাজ্ঞা পারাকৃষ্টমনাঃ প্রভুঃ । ৯

ভগবান্ সাবিত্রীমাহূয় পূর্ণিময়া চ যোগতম
সংপ্রেষ্য চ বাণেশং পুণীতাজ্ঞামথ বিভুঃ । ১০

শাস্ত্রবিধিং বিবাহের পুরাবেদোঃ সুবেষ্টিতম্ ।
সুবেষ্টিতঃ ঋষিকঃ ঋষিকাং তদভাষত । ১১

সুভগাঃ সুভগে বেদেষু স্ত্রীণাং তীর্থিঃ সতী ।
বিবাহো বিবাহেষু সমানো গুণবান্ ভবেৎ । ১২

বুদ্ধি করিয়া সমাধা শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধাতনে প্রেরণ করিলেন । ৬-৭

সেই সময় আদি যোগেশ্বরের সমস্ত বিগ্রহাংশ তথা হইয়া মাত্রে দেখিয়া ব্রহ্মার সাধ্যমত শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিতেছেন, সমস্ত কৃষ্ণাংশ অবতার হইবার তত্ত্ব সেই যোগেশে বাস করিলেন । ৮

তখনকার সকলের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই ব্রহ্মাদেবীকে তাঁর সাধনলোকে অচিরে অন্তর্ধান করিতে আদেশ করিলেন । ৯

তাহার পর আদি সেই সময়ে এই ব্রহ্মাদেবীর বিবাহকার্য প্রেরণ করিয়া তথা যোগেশ্বরীকে ব্রহ্মাদেবীর সমীপে পূর্ণ করাইয়া ব্রহ্মাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করত ইহাকে ব্রহ্ম করিয়া যে প্রেরণা এই বৈকুণ্ঠে আগমনের বিষয়ে আদেশ করিয়াছি । ১০

যে ঋষিকন্যা আমি ব্রহ্মাদেব (ব্রহ্মের উপাসক) ও সুরেশ্বর, সুতরাং আপনি কৃপা করিয়া এই ঋষিকা সুরেশ্বরী ব্রহ্মাদেবীকে বাহ্যিক-বিবাহানুসারে প্রেরণ করুন । ১১

আপনি সমস্ত যোগেশ্বরের মধ্যে এবং পুরুষগণের মধ্যে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আর এই সতী কন্যা স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে স্ত্রীরত্নস্বরূপা; অতএব বিবাহার বিবাহের সহিত সমান গুণবান্ অর্থাৎ গুণযুক্ত হইবে । ১২

উপস্থিতায় যঃ কন্যাং ন দদাতি মহেশ্বর ।
তং বিহায় মহালক্ষ্মী কন্যা যাতি চ সাগরম্ ॥ ১৪
যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ লোকে প্রকৃতিঃ সারমঙ্গলে ।
সর্বে প্রকৃতিভাঃ পূজ্যঃ কাঙ্ক্ষিতঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১৫
ভবেৎ ভগবতাংশো বিষ্ণোঃ প্রকৃতেঃ পতিঃ ।
ব্রহ্মণো বিষ্ণুতঃ রুদ্রোঽপ্যাদিদেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৬
কৃত্বাসনং স্বভূত্বা যত্নেন স্থাপিতা পুরা ।
যস্মিন্নাসা স্বয়ং দেবী চ যত্নেনাপি তত্রসা ভবেৎ ॥ ১৭
তেন যাং সা পুরোভোগ যত্নস্তেনেশ্বরস্য চ
এতস্মিন্নৈব শ্রীপুরোধিষ্ঠা প্রকৃতি-পূজনে ॥ ১৮
ইত্যেবমুক্ত্বা স যযৌ চ যাং মনসা তয়ায় সঃ ।
মাদ্ধর্বং বিবাহেন যাং তস্যাং ধরিং যযৌ ॥ ১৯

সবয়াং হরিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চিতাম্ ।
তেনে ভগবতিষ্ঠন্ত যত্নাং হরিতো মুদা ॥ ২০
যাং পূজয়ন্তি সততং যত্নাং ভক্তিপূর্বকম্
নির্ধনঃ বিদ্যুতাদাঢ্যঃ যত্নঃ বিষ্ণুসমো ভবেৎ ॥ ২১
মূর্খো মহাজ্ঞানী সা দেবী সর্বমঙ্গলমঙ্গলঃ
যাসনা পূজনাদ্যোঽপি নিত্যেশ্বরসমো ভবেৎ ॥ ২২
অনুষ্ঠা দুর্ভিক্ষা বাণী সা পদ্মেষ্টিবিনির্গতা
নিত্যসৌধাদি যাং বাণী চ চ যত্নাং সরস্বতীম্ ॥ ২৩
সকলা সর্বিতৈশ্চৈব বিদ্যো ভাণ্ডো ভবেৎ তয়ঃ ।
সাঙ্গং ভুলসা পত্রাক্ষ চতুর্ভুজাং যত্নুবিতে ॥ ২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে যত্নোপাখ্যানে নাম যত্নোপাখ্যানং নাম ৪১২

যে ব্যক্তি যত্ন উপস্থিত করাতে অসমর্থতা হইলে প্রদান করে না, সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করত মহালক্ষ্মী স্বয়ং তাহার নিকট হইতে চলিয়া যান, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৪

যিনি পণ্ডিত (পরমজ্ঞ ও বিবেকবান্) হন, তিনি কখনও প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করেন না ; কারণ, সকল পুরুষই প্রকৃতি-সম্ভূত এবং কামিনীরূপ প্রকৃতির অনুগত ॥ ১৫

ভগবান্ অর্থাৎ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও প্রভূত ঐশ্বর্য বিশিষ্ট মহাপুরুষ । আপনি ঐশ্বর্যে বিষ্ণু তুল্যরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং ঐশ্বর্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ন্যায় কথিত হইয়াছেন ॥ ১৬

পূর্বে ইনি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেজন্য ইহার (লক্ষ্মী) আপনার আদেশকর্তা অর্থাৎ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেজন্য এই হেতু আপনার আপনার পরিত্যাগকর্তা হইবার শক্তি আছে ॥ ১৭

সেইজন্য ইনি আপনাকেই বরণ করিবেন ; সেজন্য ইনি আপনার দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সেজন্য প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে নিত্য হইয়া একত্র রহ ॥ ১৮

এই কথা বলিয়া সেই বিষ্ণুবিগ্রহ ব্রহ্মা আপনাকে সমর্পণ করিয়া গমন করিলেন। তখন শ্রীহরি আপনি সেই আপনাকেই

বাসরগৃহে বিবাহানুষ্ঠানের প্রথম করিলেন ॥ ১৯

আপনার ইচ্ছা (লক্ষ্মী)-সদৃশ আকারের পুষ্প ও চন্দন বিলিপ্ত হরিমূর্তিকে পূজা করিয়া সাদরে আপনার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ২০

যেহেতু 'যাং' অর্থাৎ যাঁর ও পূর্বে যাঁহার যত্ন করিয়াছিলেন, এবং পুনরায় আপনি আদর করিয়াছেন, সেইহেতু ইহার নাম 'যত্না' হয়। অনন্তর ইনি বিষ্ণুর হাতে নির্মিত হওয়ায়, নাম 'বিষ্ণুমায়া' নামেও কথিত হন ॥ ২১

সেই হরিমূর্তি আপনার মুখপদ্মাংশ হইতে উদ্ভিন্নরূপ সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী মায়ারূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ২২

উঁহাদের এই আদেশে বেদিনী বাণী উদ্ভিন্না হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মী (লক্ষ্মী) তাহাতে কোনরূপ ঈর্ষা প্রকাশ করিলেন না। সেইজন্য ইঁহার বাণী নামক নাম ঈর্ষা করিতে থাকিলেন ; কিন্তু বাণীকে (সরস্বতীকে) কিছু বলেন ঈর্ষা করিলেন না ॥ ২৩

তথাপি নারায়ণের পত্নীর সহিত বিবাদ হওয়ায় উঁহার তিন রূপ (লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা) ধারণ হয়। পরে তুলসীর সহিত উঁহার বিবাদ হওয়ায় উঁহারা সংখ্যায় চারজন হইয়াছিলেন অর্থাৎ নারায়ণের লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী—এই চারিজন ভার্যা হন ॥ ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণ প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদপ্রসঙ্গে যত্নোপাখ্যানবঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

[তুলস্যুপাখ্যানারম্ভঃ, তুলস্যা জন্মাদিবর্ণনঞ্চ]

নারদ উবাচ ।

নারায়ণপ্রিয়া সাধ্বী কথং সা চ বভূব হ ।
তুলসী কুত্র সম্ভূতা কা বা সা পূর্বজন্মনি ॥ ১
কস্য বা সা কুলে জাতা কস্য কন্যা তপস্বিনী ।
কেন বা তপসা সা চ সম্প্রাপ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২
নির্বিকল্পং নিরীহঞ্চ সর্বসাক্ষিস্বরূপকম্ ।
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩
সর্বারাধ্যঞ্চ সর্বেশং সর্বজ্ঞং সর্বকারণম্ ।
সর্বাধারং সর্বরূপং সর্বেষাং পরিপালকম্ ॥ ৪
কথমেতাদৃশী দেবী বৃক্ষত্বং সমবাপ হ ।
কথং সা দানবগ্রস্তা সম্বভূব তপস্বিনী ॥ ৫
সন্দিগ্ধং মে মনো লোলং প্রেরয়ন্মাং মুহুর্মুহুঃ ।
ছেত্তুমর্হসি সন্দেহং সর্বসন্দেহভঞ্জন ॥ ৬

নারায়ণ উবাচ ।

মনুশ্চ দক্ষসাবর্ণিঃ পুণ্যবান্ বৈষ্ণবঃ শুচিঃ ।
যশস্বী কীর্তিমাংশ্চৈব বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৭
তৎপুত্রো ধর্মসাবর্ণির্ধর্মিষ্ঠো বৈষ্ণবঃ শুচিঃ ।
তৎপুত্রো বিষ্ণুসাবর্ণির্বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
তৎপুত্রো দেবসাবর্ণির্বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ।
তৎপুত্রো রাজসাবর্ণির্মহাবিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ৯
বৃষধ্বজশ্চ তৎপুত্রো বৃষধ্বজপরায়ণঃ ।
যস্যাশ্রমে স্বয়ং শম্ভুরাসীদ্দেবযুগত্রয়ম্ ॥ ১০
পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো নৃপে তস্মিন্ শিবস্য চ ।
ন চ নারায়ণং মেনে ন চ লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥ ১১
পূজাঞ্চ সর্বদেবানাং দূরীভূতাং চকার সঃ ।
ভাদ্রে মাসি মহালক্ষ্মীপূজাং মত্তো বভঞ্জ হ ॥ ১২
মাঘে সরস্বতীপূজাং দূরীভূতাং চকার সঃ ।
যজ্ঞঞ্চ বিষ্ণুপূজাঞ্চ নিনিন্দ ন চকার সঃ ॥ ১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[তুলসী-উপাখ্যান আরম্ভ এবং তুলসীর জন্মাদি বর্ণন ।]

নারদ কহিলেন,—প্রভো ! সেই সাধ্বী তুলসী কিরূপে নারায়ণের প্রিয়া ভার্যা হইলেন ? তিনি পূর্ব জন্মে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি কে ? ১

অথবা যে তিনি কাহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? সেই তপস্বিনী কাহার কন্যা ? কোন্ তপস্যায় সেই দেবী তুলসী প্রকৃতি হইতে পর, নির্বিকল্প, নিরীহ, সর্বসাক্ষিস্বরূপ, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, সর্বারাধ্য, সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বকারণ, সর্বাধার, সর্বরূপ এবং সকলের পরিপালক নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করেন ? ২-৪

সেই দেবী কিরূপে বা এতাদৃশ বৃক্ষত্ব লাভ করিয়াছেন ? সেই তপস্বিনী তুলসী কেন দানবের ভার্যা (উপভুক্তা) হইয়াছিলেন ? ৫

হে সর্বসন্দেহভঞ্জনকারী নারায়ণ ! আমার সন্দিগ্ধ ও চঞ্চল মন মুহুর্মুহুঃ এই বিষয় জানিবার জন্য প্রেরণা দিতেছে, অতএব আপনি আমার এই সন্দেহ ছেদন করুন । ৬

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ ! দক্ষসাবর্ণি নামে এক মনু পুণ্যবান্ বিষ্ণুভক্ত, পবিত্র, যশস্বী ও কীর্তিমান্ ছিলেন এবং বিষ্ণুর অংশ হইতে উৎপন্ন হন । ৭

তাঁহার পুত্র ধর্মসাবর্ণি ধর্মিষ্ঠ, বৈষ্ণব (বিষ্ণুভক্ত) ও পবিত্র ছিলেন । তাঁহার পুত্র বিষ্ণুসাবর্ণি বৈষ্ণব এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন । ৮

তাঁহার পুত্র বিষ্ণুব্রতপরায়ণ দেবসাবর্ণি, তাঁহার পুত্র রাজসাবর্ণি মহাবিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । ৯

তাঁহার পুত্র বৃষধ্বজ, তিনি বৃষধ্বজ (শিবের) একান্ত ভক্ত ছিলেন । ইঁহার আশ্রমে স্বয়ং শম্ভু দৈবপরিমিত যুগত্রয় বাস করিয়াছিলেন । ১০

শিব এই রাজা বৃষধ্বজকে পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করিতেন । রাজা বৃষধ্বজ নারায়ণ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে মানিতেন না । ১১

তিনি নিজ রাজ্যমধ্যে সমস্ত দেবতার পূজাই দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং শিব ব্যতীত অন্য দেবতাদিগের পূজা বন্ধ করিয়া দিলেন । তিনি মত্ততায় ভাদ্রমাসে মহালক্ষ্মী পূজা ভঙ্গ করিয়াছিলেন । ১২

মাঘ মাসে সরস্বতী পূজাও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন । এতদ্ব্যতীত যজ্ঞ ও বিষ্ণুপূজার নিন্দা করিতে থাকিলেন এবং উহাও বন্ধ করিয়া দিলেন । ১৩

ন কোঽপি দেবো দুর্গেভ্যো দদাহ নিজতেজসা।
ততোঽতিক্রুদ্ধ দুর্গেভি দমন তং [illegible] ॥ ১৪
পুনঃ বৃহীত্বা তং পুনঃ দদার দন্তঃ স্বয়ম্।
পিত্বা মার্গ নিষেকে ব্রহ্মা গমনং ততঃ ॥ ১৫
নির্যুদ্ধমুদ্যুক্ত [illegible] ততো ক্ষুধা
ব্রহ্মা মুখঃ পুনরপি বৈকুণ্ঠং ততো দিবা ॥ ১৬
পুনঃ গৃহীত্বা তং মূর্ধা দদার দন্তঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশান্ সমুদ্রাঃ [illegible] ॥ ১৭
নারায়ণ সর্বেশং তে যত্র সম্প্রতি দিবা
মূর্তি প্রত্যক্ষ যথা [illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
সর্বে বিনয়সম্পূর্ণং [illegible] ॥ ১৯
নারায়ণ কৃপয়া দেবেশা বি [illegible] ততঃ।
বিবাহ তত্র তে তীর্থা তাঃ কিং যো নহি বিদিত ॥ ২০
যদ্যপি তে যত্র তত্র যাঃ বিলয়ৌ তথাপিতঃ।
তাসুত্র যাঃ [illegible] ॥ ২১

কিন্তু কোনও দেবতা নিজের তেজ দ্বারা দুর্বাসাকে দাহ করিতে পারেন নাই। তখন বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া 'রামমূ'। তুমি [illegible] এই বলিয়া [illegible] নিক্ষেপ করিলেন। ১৪

তখন তাহা পুনঃ বজ্র হইতে বিমুখ হইয়া করিয়া সেই দুর্বাসার দিকে ধাবিত হইলেন। [illegible] দুর্বাসা পুনঃ শিবের আশ্রয় লইতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ১৫

শিব [illegible] হইতে বিমুখ হইয়া [illegible] গমন করিলেন। তখন ব্রহ্মা হইতে দুর্বাসা যাত্রা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১৬

তাঁহার [illegible] পুনঃ গ্রহণ করিয়া দুর্বাসার [illegible] করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মূর্তি নিজেদের সকলেই [illegible] গমিতেন এবং তখন [illegible] ॥ ১৭

তখন তাঁহারা সকলে [illegible] নারায়ণের [illegible] করিলেন। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ [illegible] [illegible] করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ [illegible] থাকিলেন। ১৮

অনন্তর তাঁহারা সকলে [illegible] বিনয় [illegible] নারায়ণের [illegible] করিলেন। ১৯

তখন নারায়ণ কৃপা করিয়া [illegible] বলিলেন। তিনি বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমরা [illegible], আমি [illegible] তোমাদের [illegible]। ২০

হে [illegible] যে তোমাদের [illegible]

যাহারা [illegible] সেবাঃ [illegible] সদা।
[illegible] নিষ্কামাঃ ॥ ২২
[illegible] [illegible]।
বিনাশ [illegible] ॥ ২৩
যুগং [illegible] যো [illegible]।
[illegible] ॥ ২৪
[illegible]।
[illegible] ॥ ২৫
[illegible]
[illegible] ॥ ২৬
[illegible] মূর্তিকোটিভিরীশ্বরঃ।
কোটিভি [illegible] ॥ ২৭
[illegible]
[illegible] ॥ ২৮

[illegible] আমি [illegible] আমাকে [illegible] করি। ২১

হে দেবগণ। আমি [illegible] (নারায়ণ), [illegible] করিয়া মূর্তি [illegible] এবং [illegible]। ২২

আমি শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমি, আমি মূর্তি এবং আমি [illegible]—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (ব্রহ্মা [illegible], বিষ্ণু [illegible] এবং শিব [illegible])। আমিই [illegible] করিয়া মূর্তি [illegible]। ২৩

দেবগণ। তোমরা [illegible], তোমাদের [illegible]। আমি থাকিতে তোমাদের [illegible] হইবে? [illegible] তোমাদের কোনও ভয় নাই। ২৪

সেই ভগবান্ [illegible] (আত্ম—[illegible], [illegible]) [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]। ২৫

হে [illegible]। দুর্গা ও শিব—[illegible]। [illegible] কিছু [illegible] নাই। ২৬

মহাদেব [illegible] কোটি মূর্তি [illegible] করিতে পারেন। [illegible] কি [illegible]। ২৭

অন্বেষয়ঃ চিন্তয়ন্তি তৎস্নানাশঃ বিধাবিদম্ ।
যে যথা যাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥১৯
বিশ্বকর্তৃত্বো ভগবান্ বিশ্বাধিষ্ঠাতৃদেবতঃ ।
শিবী ভবতি তস্মাচ্চ শিবঃ তেন নিগদ্যতে ॥ ৩০
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মাতথায় সত্বরঃ স্বয়ম্ ।
পূর্ণকুম্ভো ধৃতাঙ্কুঃ রক্তপল্লবশোভনঃ ॥ ৩১
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং ভক্তিস্নাতস্তরঃ ।
নমাম তত্ত্বা তং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং পরাৎপরম্ ॥ ৩২
ত্রয়স্ত্রিংশদমরৈঃ স্তুয়মানং মুদান্বিতম্ ।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চক্রিণং বনমালিনম্ ॥ ৩৩
নবীননীরদশ্যামং পূর্ণচন্দ্রে চতুর্ভুজম্ ।
চতুর্ভিঃ সেবিতং যোগিমহেন্দ্রাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ ॥ ৩৪
ঋগ্বেদোক্তির্মনোজ্ঞৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্তবনাদরা ।
লক্ষ্মীপ্রহর্ষরাধুনা চুম্বন্তং বারম্ ॥ ৩৫
বিদ্যাধরীকরাভীতা পদ্মাভ্যাং সহিতং মুদা
ঈশ্বরং পরমাত্মানং ব্রহ্মাদ্যুত্রবিগ্রহম্ ॥ ৩৬
তং নমাম মহাদেবো ব্রহ্মাণঞ্চ নমাম হম্ ।
নমাম সূর্য্যো তত্ত্বা চ মহাকুম্ভাগ্রসেবয়ম্ ॥ ৩৭
ভক্তপদ্ম প্রণামত্বা তুষ্টাব চ নমাম চ ।
শিবঃ সাম্বুর সর্বেণা নমুবাস সুখাসনে ॥ ৩৮
সুখাসনে সুখাসীনং বিধাত্তং চক্রসেবয়ম্ ।
ঋগ্বেদাদ্যৈশ্চ বাক্যৈশ্চ সেবিতং বিষ্ণুপার্ষদৈঃ ॥ ৩৯
অক্ষোভ্যং সত্বরাদর্শং প্রণম্য শিরসা মুদা ।
স্তুবন্তঃ পঞ্চবক্ত্রৈশ্চ পরং নারায়ণং বিভুম্ ॥ ৪০
তত্ত্বা চ প্রণম্য প্রণম্য সুরসংসদি
পীযূষকলসং মধুরং বচনং সুধাবাহম্ ॥ ৪১

শিব বিবাহের আমার বাসে বিষ খাওয়ায় বাহ্যজ্ঞান তাঁহার কিছুই থাকে না। তিনি পঞ্চমুখে সদা আমার নাম ও আমার লীলা-কথা উচ্চিস্বরেই গান করেন। ১৮

সেইজন্য আমিই সর্বদা তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করি। কারণ, যাহারা আমাকে যেখানে ভজনা করে, আমিও তাহাদিগকে সেইখানে কৃপা করি। ১৯

শিবের (কল্যাণের) অধিষ্ঠাতা বেদ ভগবান্ বিশ্বকর্তা, সেইজন্য তিনি "শিব" হইয়াছেন; জ্ঞানী পুরুষগণ সেইহেতু "শিব" বলিয়া থাকেন। অথবা আমার আরাধনাহেতু শিবের আদি মঙ্গল কল্যাণ চিন্তা করায় সেই ভগবান্ 'শিবকল্প' (কল্যাণময়) হইয়াছেন এই কারণে আদিদেব তাঁহাকে "শিব" বলিয়াই থাকেন। ৩০

এই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্মজ হস্তে বিষ্ণু যাগ কলস লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার নয়ন প্রেমে গদগদভাব ধারণ করিল। ৩১

পদ্মজ পীত রথ হইতে নামিয়া ভক্তিভরে ধীর ভাবে অবতরণ করিয়া পরাৎপর লক্ষ্মীকান্ত পীতবসন সেই নারায়ণকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। ৩২

শ্রীনারায়ণ তখন ত্রয়স্ত্রিংশদমরে অবস্থান করিতেছিলেন ও ব্রহ্মাদ্যোত্রসমূহে বিভূষিত ছিলেন। তিনি মস্তকে কিরীটী, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, হস্তে চক্র এবং গলে বনমালা ধারণ করিয়া ছিলেন। ৩৩

তিনি নবজল জামবর্ণ, সুন্দর ও চতুর্ভুজ ছিলেন। চতুর্ভুজ-ধারী পার্ষদগণ সেই চারি দিকে তাঁহার সেবা করিতে ছিলেন। ৩৪

বামে। পীতবস্ত্রপরিহিত ও সর্বাঙ্গে চন্দনচর্চিত নারায়ণ তখন অবলীলাক্রমে লক্ষ্মীকরস্থিত পদ্মের আঘাত তখন করিতে ছিলেন। ৩৫

তিনি সাম্বক ঈশ্বর ব্রহ্মস্বরূপধারণ বিদ্যাধরীগণের কৃতভীত দর্শন করিতে ছিলেন। ঈশ্বর ও পরমাত্মা হইলেও তিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার তরে বিগ্রহ (মূর্তি) ধারণ করেন। ৩৬

মহাদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি পরে ব্রহ্মাদেবকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহে সূর্য্য ভক্তিসহকারে ব্রহ্মাদেবের শিষ্যকে প্রণাম করিলেন। ৩৭

তখন অতিশয় ভক্তিসহকারে তব করিলেন এবং প্রণাম করিলেন। শিব সকলের মনোরঞ্জক বিশেষ তব করিয়া সুখ-কর আসনে উপবেশন করিলেন। ৩৮

সুখাসনে আসনে সুখ উপবিষ্ট হইয়া বিধাতাকে অর্চনার পর ব্রহ্মদেবের শিষ্যকে বিষ্ণুপার্ষদগণ বেদোক্তাদির বাক্যে ভক্তি সহকারে সেবা করিতে লাগিলেন। ৩৯

সত্বরাদর্শ বিষ্ণু ও বিষ্ণুপার্ষদগণের অক্ষোভ্য শিব ক্ষোভশূন্য হইলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর নারায়ণ পঞ্চবদনে সর্বব্যাপী পরাৎপর নারায়ণের তব করিতে লাগিলেন। ৪০

তখন প্রণয়ভক্তি নারায়ণ দেবসভাতলে প্রণয় সেই শিবকে অভিনন্দন করিয়া। ও অমৃতসদৃশ মধুর ভাষায় বলিলেন। ৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

অজ্ঞাতমূলহারক বিবেচয়া দিবে দিবম্
লৌকিকং বৈদিকং প্রেম্ন ত্বাং পৃচ্ছামি তথাপি তৎ ৪২
তথ্যাং ক্ষমস্বাতাং হাস্যাং দর্শয়স্বাম্।
সম্পশ্যন্ত্রং তথাভেদমন্যোন্যং ত্বাং নাশ্রয়ম্ ॥ ৪৩
জ্ঞানাদিদেবং দর্শনে জ্ঞানং পৃচ্ছামি কিং বৃথা।
নিত্যাপরি বিশ্বতন্ত্রমন্ত্রা বৃত্তান্তরে বরে ॥ ৪৪
ত্বামেবাবন্ধং প্রভুমন্ত্রং পাত্রত্বমাধবে।
আত্মতোঽপি যথা ত্বত্ত ইত্যেবং বর ভাষণম্ ॥ ৪৫

শ্রীব্যাসদেব উবাচ।

বৃষভধ্বজ মহত্তুল্য মম প্রাণাধিকপ্রিয়ম্।
পূর্বং যথাস ইতি যে কারণং ব্রাহ্ম-রোপয়োঃ ॥ ৪৬
পূত্রবাৎসল্যশোকেন পূর্বং ব্রহ্ম মহাত্মনঃ।
ন প্রত্যয়ঃ তোষস্তু সমূর্বস্তু বিবিধুরি ॥ ৪৭

ধরি যে সরণাপন্না ধাবের ক্ষমাপি যা।
নিরাপরাধে নিত্যতা ক্ষমাযুক্তে তৈত্তিরিঃ ॥ ৪৮
সাক্ষাদ্ বধ পরণাপন্নাকুকলঃ কিং বধামি তোঃ
ধরিমুক্তিস্তারকয়া দর্শয়স্বলয়া সদা ॥ ৪৯
কিং যে ভক্তস্ত ধরিয়া ত্বত্তে ত্বরি ত্বয়ংপ্রভো।
শ্রীবৎসাঙ্ক কুরু পূর্বাপাদেন হেলুয়া ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোহভিধাতো বৈষ্ণবে যুধানাবেকবিংশতিঃ।
বৈকুণ্ঠে ভক্তিকাষ্ঠেন শ্রীঃ যথৌ কৃপালয়ম্ ॥ ৫১
দুর্বাসসো দুষ্ট কালাদ্ দুর্নিবারাদ্ দুরাত্মনাৎ।
হেলয়ন্তঃ তৎপুত্রো দুষ্টঃ সোঽপি শিবা যথঃ ॥ ৫২
তৎপুত্রো চ মহাভাগৌ বর্ষলক্ষ-দুরন্তরৌ।
যেন্দ্রিয়ৌ পূর্বাপাদাস্তৌ চ পরমবৈষ্ণবৌ ॥ ৫৩
রাজপ্রত্যৌ শিবাভক্তৌ কমলাপাদসাধুতৌ।
ভরতস্ত ভার্যয়োর্গর্ভৌ: কন্যা চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—শঙ্কর। তুমি বিশ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের, সুতরাং সেই বিষয়ক বিবেচন দ্বারা তত্ত্বতঃ জিজ্ঞাসা করা তোমার উপযুক্ত হইবে; তথাপি আমি লৌকিক এবং বৈদিক অর্থাৎ লোকাচার ও বেদের অনুসরণ করিয়া এই পূর্বক তোমার মূলক জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৪২

তুমি তথ্যসমূহের তথ্যরূপ এবং সর্বদিক সম্পূর্ণরূপে, অতএব এখন তোমাকে সম্পূর্ণরূপের প্রেরক ও তথ্যোপিরূপে এই স্থানে মূলভূত রূপে বলিয়া আমি মনে করি। ৪৩

তুমি আমার অবীক্ষণ দর্শক, তোমাকে আমার বিষয়ে এই কথার মূল। তুমি যদি বিশ্বাস করিয়া বল, সুতরাং তোমাকে 'তোমার নিকট হইতে আমি ও' ইত্যাদিরূপে বিশ্ব জিজ্ঞাসা করার অনুচিত। ৪৪

তুমি তোমার নিজের আত্মারই আশ্রিত, অতএব তোমাকে আশ্রয় করার ক্রম না। কেবল এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কেন ভীত-ত্রস্ত হইয়া আসিয়াছ, আমার তাহা জানা নাই। ৪৫

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—ভগবন্। তুমিই আমার ভক্ত এবং যে আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। তুমি আমাকে অভিমান করিয়াছ, ইহাই আমার ত্রাস ও ক্লেশের কারণ। ৪৬

আমি পুত্রবাৎসল্যবশতঃ সমস্ত হইয়া পূর্বকল্প এই বলিয়াছিলাম। ইহাতে তুমি প্রত্যয় করিয়া পরমাপন্ন হইয়াছিলে। এখন প্রত্যয় পূর্বক আশ্রয় পরমাপন্ন হইয়াছ। ৪৭

যাহারা ভাগবতের যা ধারণা আশ্রয় পরমাপন্ন হয়, তাহারা নিরাপদ ও নির্ভয় হইয়া যায় এবং ভগবান্ ইহাদিগকে তাহারা রক্ষা করিয়া থাকেন। ৪৮

যে প্রভো। যাহারা সাক্ষাৎভাবে আপনার সম্মুখে আসিয়া আপনার পরমাপন্ন হয়, তাহার জন্য আমি আর কি বলিব। ঐহিকিরা সদা সকলকে অভয়দান করে এবং সমস্ত বন্ধন প্রদান করে। ৪৯

হে ভগবন্! আমার অন্তরে কি আছে হইবে। তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। যে সুদর্শন চক্র-রেখা শ্রীবৎস ও দুই হইয়াছে। ৫০

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—শঙ্কর। বৈকুণ্ঠে অষ্টাক্ষরী মন্ত্রের বৈষম্যবিচারে একবিংশতি যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন সেই বৃত্তান্তের কথা শুন। ৫১

দুরন্তের দুর্নিবার্য দুরাচরণ ভাগবতাপরাধে দুষ্ট হইয়াছে। তাহার পুত্র দুর্বাসাও, সে-ও শ্রীহরি হইয়া শিবত্ব হইয়াছে। ৫২

তাহার দুই পুত্র মহাভাগ বর্ষলক্ষ ও দুরন্তর। সুদর্শনের ইহারাও শ্রীহরি হইয়াছে; কিন্তু তাহারা উভয়েই পরম বৈষ্ণব। ৫৩

এই বর্ষলক্ষ ও দুরন্তর উভয়ে রাজপুত্রই ও শ্রীহরি হইয়া কমলার (লক্ষ্মীর) চরণারবিন্দ আশ্রয় এই দুইজনের ভার্যার গর্ভে দুইটী কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবে। ৫৪

সম্প্রাপ্তকৌ যদা তৌ চ কুশধ্বজধর্মধ্বজৌ
দৃষ্ট্বা সেবকঃ শ্রেষ্ঠো মম দৃষ্ট্বা শঙ্করঃ ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা চ সলক্ষ্মীকঃ সভাতোঽন্তর্দধে হরিঃ।
দেবা জগ্মুশ্চ স্বস্থানং শঙ্করঃ স্বং পুরং মুনে ॥ ৫৬
শিবশ্চ তপসে যাতঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

উভয় এই দুই ভ্রাতা ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ মন্ত্রপূত ও শ্রীযুক্ত হইবে। লক্ষ্মী তোমাদের উভয়ের গৃহে কন্যা হইবেন। তুমি এখন স্বস্থানে গমন কর। দেবগণ তোমরাও গমন কর ॥ ৫৫

এই কথা বলিয়া নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত সভা হইতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তাহার পর দেবগণও ব্রহ্মার সহিত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬

অনন্তর শিব তপস্যা করিবার জন্য পরিপূর্ণতম হরিও নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে তুলসী উপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[বেদবত্যাদ্যুপাখ্যানম্, সীতায়াঃ ছায়াহরণম্]

নারায়ণ উবাচ।

লক্ষ্মীং তৌ চ সমারাধ্য চোগ্রেণ তপসা মুনে।
বরমিষ্টং চ প্রত্যেকং সম্প্রাপতুরভীপ্সিতম্ ॥ ১
মহালক্ষ্মীবরেণৈব তৌ পৃথ্বীশৌ বভূবতুঃ
ধনবন্তৌ পুত্রবন্তৌ ধর্মধ্বজ-কুশধ্বজৌ ॥ ২
কুশধ্বজস্য পত্নী চ দেবী মালাবতী সতী।
সা সুষাব চ কালেন কমলাংশাং সুতাং সতীম্ ॥ ৩
সা চ ভূমিষ্ঠমাত্রেণ জ্ঞানযুক্তা বভূব হ।
কৃত্বা বেদধ্বনিং স্পষ্টমুত্তস্থৌ সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৪
বেদধ্বনিং সা চকার জাতমাত্রেণ কন্যকা।
তস্মাত্তাং তে বেদবতীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫
জাতমাত্রেণ সুস্নাতা জগাম তপসে বনম্।
সর্বৈর্নিষিদ্ধা যত্নেন নারায়ণপরায়ণা ॥ ৬
একমন্বন্তরং চৈব পুষ্করে চ তপস্বিনী,
অত্যুগ্রেণ তপসা লীলয়া চ চকার সা ॥ ৭
তথাপি পুষ্টা ন ক্লিষ্টা নবযৌবনসংযুতা।
শুশ্রাব সহসা সা চ বাচমাকাশবাসিনীম্ ॥ ৮
জন্মান্তরে তে ভর্তা চ ভবিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্
ব্রহ্মাদিভির্দুরারাধ্যং পতিং লপ্স্যসি সুন্দরি ॥ ৯

চতুর্দশ অধ্যায়।

[বেদবতীর উপাখ্যান এবং সীতার ছায়াহরণ।]

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে মুনে নারদ! ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ—ইঁহারা উভয়ে মহালক্ষ্মীর আরাধনা করত উগ্র তপস্যা দ্বারা প্রত্যেকে অভিলষিত ইষ্ট বর প্রাপ্ত হইল। ১

ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ মহালক্ষ্মীর বরে পৃথিবী-পতি হইল এবং ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইল। ২

কুশধ্বজের পত্নী সতী মালাবতীদেবী। তিনি কমলার অংশে উৎপন্না এক সতী কন্যাকে যথাকালে প্রসব করিয়াছিলেন। ৩

সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জ্ঞানযুক্তা হইলেন। তিনি তখন সুস্পষ্টরূপে বেদধ্বনি করিয়া সূতিকাগৃহ হইতে উঠিলেন। ৪

যেহেতু সেই কন্যা জন্মিবামাত্র বেদধ্বনি করিয়াছিলেন, সেইহেতু মনীষী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বেদবতী' বলিয়া অভিহিত করিলেন। ৫

সেই কন্যা জন্মিবামাত্রই উত্তমরূপে স্নান করত তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। নারায়ণপরায়ণা সেই কন্যাকে সকল লোকে যত্নপূর্বক নিষেধ করিয়াছিল। ৬

সেই তপস্বিনী বেদবতী পুষ্করতীর্থে এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত লীলাক্রমে অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। ৭

তথাপি নবযৌবনসম্পন্না সেই বেদবতী অনাহারনিবন্ধন শীর্ণা বা ক্লিষ্টা হইলেন না; বরং আরও পুষ্টা হইলেন। ঐ সময় তিনি আকাশে সহসা এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ৮

সুন্দরি! জন্মান্তরে স্বয়ং হরি তোমার স্বামী হইবেন। তুমি ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য শ্রীহরিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। ৯

ইতি শ্রুত্বা তু সা [illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৫
[illegible] ।
ন চক্রে [illegible] ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই দেবী [illegible] নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০

সেখানে [illegible] করিতে লাগিলেন। সেখানেই একদিন তিনি সম্মুখে [illegible] দেখিলেন ॥ ১১

তাঁহাকে দেখিয়া তিনি [illegible] প্রণাম করিলেন এবং [illegible] প্রার্থনা করিলেন ॥ ১২

[illegible] সেই [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন,—[illegible]। তুমি কে এবং কাহার কন্যা ॥ ১৩

তাহার পর তখন সেই [illegible], [illegible] সতী দেবীকে দেখিয়া [illegible] হইল। তখন সে [illegible] দেবীকে ধরিয়া [illegible] ॥ ১৪-১৫

তখন সেই সতী দেবী [illegible] তিনি [illegible] হইলেন না। পরে তিনি [illegible] দিলেন যে, তুমি আমার [illegible] ॥ ১৬

[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯
[illegible] ।
ইতি [illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ২০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২২

দেবী তাহাকে বলিলেন,—যেহেতু তুমি [illegible] আমার এই দেহ স্পর্শ করিলে, সেইহেতু আমি এই দেহ [illegible] পরিত্যাগ করিব, তুমি দেখ। কিন্তু [illegible] হইবে না ॥ ১৭

তখন [illegible] (অগ্নি) [illegible] করিতে লাগিল। সেই দেবী তখন [illegible] তাহাকে অভিশাপ দিলেন ॥ ১৮

এই কথা বলিয়া সেই দেবী যোগবলে [illegible] করিলেন। তখন দেবীর পরিত্যক্ত দেহকে [illegible] করিয়া [illegible] গমন করিল ॥ ১৯

তখন [illegible] বলিল—"মাতঃ! আমি আজ কি [illegible] এবং আমি এখন কি [illegible] কার্য করিয়াছি?" ইহা চিন্তা করিয়া [illegible] দেবীর [illegible] পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ২০

এই সাধ্বী দেবীই [illegible] এবং 'বেদবতী' এই নামে বিখ্যাত হন; [illegible] ॥ ২১

সেই দেবী [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] পরিপূর্ণতম [illegible] শ্রীহরি [illegible] বলেন, "[illegible]।" ২২

সাপ্রোপা তপসারাধ্য স্বামিনং জগৎপতিম্
সা তথা সুচিরং ভেজে তাবেব সহ পুত্রকৌ ॥ ১৩
তাভিস্তয়া চ স্বরভি তপসশ্চ ফলং পৃথক্।
পুত্রেণ তজ্জন্মনৌ সর্বং দুঃখমপি সুখং ভবেৎ ॥ ১৪
নানাপ্রকারবিতর্কজ্ঞা সুচিরং সতী
সম্প্রাপ্য দুর্লভাং তস্মাদ্ভাবং নবযৌবনম্ ॥ ১৫
শুশ্রূষ রসিকং শান্তং কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্ভবম্।
শ্রীধারং মনোজ্ঞা সুচিরং তথা ভেজে মনোজিয়ম্ ॥ ১৬
পিতৃমন্ত্রাপালনাবং সভায়াস্তা মনুব্রতঃ।
জগাম ভাবনাং পশ্চাৎ কালেন চ বলীয়সা ॥ ১৭
তত্রৌ লক্ষ্মবিকটে নীতয়া লক্ষ্মণেন চ
সর্বং তত্র যদ্বিপ্রেন্দ্রপত্নয়া রহিং ॥ ১৮
তা তাবং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা স চ দুঃখী বভূব হ
উবাচ কিঞ্চিৎ মনোজ্ঞং সর্বাঃ সন্ত্রাসয়ন্নঃ ॥১৯

তপস্যারম্ভা আরাধ্য করিয়া তপস্যপতি শ্রীহরিকে লাভ-করণে আর তথায় সেই দুজনী সখীগণা নীতা ভাবের সহিত অতি দীর্ঘকাল থাকিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ১৩

তিনি তাহিতয়া ছিলেন, সেইজন্য পূর্ব জন্মকৃত তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁহার পুত্রন হইতে আসিল। তখনকার দুঃখভোগ হইতে থাকায় তিনি পূর্বজন্মের সেই সব তপোবলিত ফল পরিহার করিলেন; কারণ, দুঃখে এখন সুখরূপ অনুভব করিলেন। ১৪

সতী নীতা নবযৌবনসম্পন্ন ও সুন্দরী রামকে পতিরূপে পাইয়া তখন নানাবিধ বিতর্ক উপস্থিত করিতে লাগিলেন। ১৫

তখনই রসিক, শান্ত, অনোজ্ঞকলেবরী, মনোহর, শ্রীমানের অতি মনোজ্ঞ এবং মনের অভিলাষিত রামকে নীতা লাভ করেন। ১৬

তখনই তাহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া লক্ষ্মণ (লক্ষ্মণেরিক) সুন্দর রাম পিতৃমন্ত্রাপালনের জন্য বনে তথায় করিলেন। ১৭

হরি রামরূপ নীতা ও লক্ষ্মণ সহিত যখন সমুদ্রের তীরে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি তথায় রাক্ষসকুলনাশী অভিপ্রায়ের বর্ণন করিলেন। ১৮

অতি রামকে দুঃখিত দেখিয়া নিজেও দুঃখিত হইলেন। তখন সন্ত্রাসকারী অভিপ্রায় রামকে মন্দ ও ভিন্নরূপ কিছু নয় কথা বলিলেন। ১৯

বহ্নিদেব কহিলেন—তখন্। যাহা তাহাদের উপস্থিত হইবে, সেই প্রকার কিছু বলিতেছি, তখন শুনুন। আপনার তখন নীতারূপ কাল উপস্থিত হইয়াছে। ২০

বহ্নিপ্রবাচ।
তথেতি ভদ্রকারো বাক্যং কালেন সমুপস্থিতম্।
নীতারূপকালোঽয়ং তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ৩০
দৈবেন দুর্নিবার্যেণ ন চ দৈবং পরা বলম্
যথেচ্ছসি তথা কর্তুং স্বাধীনোঽসি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
রাক্ষসানি নীতাং দৃষ্ট্বা পরীক্ষ্যাদরতে পুনঃ
দেবৈঃ প্রক্ষালিতোঽয়ং ন চ বিপ্রো দুরাশয়ঃ ॥ ৩২
যাস্যন্ত্যন্তঃপুরং ত্বক্তা ন চ প্রকাশ্য চ লক্ষ্মণম্।
ঘাতয়ন্তি চ যজ্ঞেন ভূতলেন বিদূরতঃ ॥ ৩৩
বহ্নিযোগেন নীতায়া মায়ানীতাং চকার হ
তত্ত্বপ্রকাশনপ্রজ্ঞা তাং যথৌ রামায় নারদ ॥ ৩৪
নীতাং গৃহীত্বা স যযৌ সোপায়ং বক্তুং বিধেয়া চ
লক্ষ্মণো নৈব বুবুধে সোপায়ন্তস্য কা কথা ॥ ৩৫
একস্মিন্নন্তরে রামো দর্শং ত্যক্তঃ মৃগম্
নীতা তং প্রেষয়ামাস বধার্থে মনুপূর্বকম্ ॥ ৩৬

দৈব দুর্নিবার্য অর্থাৎ বিধাতার ভোগের জন্যই বিধাতার কথা বলা যায় না, দৈব হইতে শ্রেষ্ঠ বল আর কিছু নাই। আপনি আমার মায়া নীতাদেবীকে আমার নিকট রাখিয়া এখন যাহা নীতাকে নিজের নিকটে রাখুন। ৩১

আমি এই নীতাদেবীকে পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা সময়ে প্রকাশ করিব। যেমন আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি আসিব নহি, ইত্যাদি (আদি)। ৩২

রাম অগ্নিদেবের এই কথা এবং কার্য লক্ষ্মণের নিকট এই সময়ে প্রকাশ না করিয়া অন্যান্য বানিবৃন্দের সেবায় নীতার করিয়া লইলেন। ৩৩

বাহন। তখন বহ্নি যোগবলে নীতা হইতে মায়ানীতাকে সৃষ্টি করিলেন এবং নীতাদেবী তখনই সেই মায়া-নীতাকে রামসমীপে প্রদান করিলেন। ৩৪

তাহার পর অগ্নি যোগবলে নীতা ব্যতীত অন্য কাহাকেও না বলিয়া নিজের কার্য নীতাদেবীকে লইয়া গমন করিলেন। এই যোগবলে নিজে রাম অথবা লক্ষ্মণ তখন বুঝিতে পারেন নাই, অন্যের কথা আর কি বলিব ? ৩৫

এই সময় রাম এক বধ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। নীতা

---

* শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে এই মায়ানীতার কথা আছে। এই মায়ানীতা বৃত্তান্ত বাল্মীকিবিরোধী মত বলিয়া তাহার সমর্থনে এই অনুবাদক পূর্বমুদ্রণাদির মত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই পুরাণের তাহার সমর্থন পাওয়া যাইল। সুতরাং শ্রীমদ্বাল্মীকি যেখানের অধ্যাত্মরামায়ণে প্রবর্তিত মায়ানীতা বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক নয়। এবং মূল প্রমাণের উপর মূলবিশ্বাস।

সাসস্স লক্ষণং যাসো জাণইআ ইক্কণে ঘরে
ঘরং ওআস রক্খা তং বিআরং সাহইজ্জ ৪ ৫৭
লক্ষণেহি ৪ লক্ষণং কুরা ৪ মাহরা মুণং।
প্রোণাকুরাণং সরসা পুরা দৃষ্টা বহিঃ স্বয়ম্ ৫৮
মৃষকস্য পরিত্রাতা বিবাহস্য বিধায় চ।
হনুমিরিংসমানেন বৈকুণ্ঠং স ওআস ৪ ৫৯
বৈকুণ্ঠাগারে ধন্যাসীৎ কিন্নরো ঘরেপালহো।
ওঅ-বিআরসোহৈত্তং ঘরসাংস্ত কিত্তাহিঅং ৪ ৬০
শালেন মনস্যালীনাং মন্ত্রাণাং রাক্ষণীং তনুম্।
পুনর্জগাম রত্নাভরণাদ্যো ন ঘরপালহো ৪ ৬১
অথ লক্ষণ মা রুদ্ধা লক্ষণেহি ৪ বিস্তরম্
নৌকা তং প্রেরয়ামাস লক্ষ্মণ রামসন্নিধৌ ৪ ৬২
ঘরে ৪ লক্ষ্মণ রামঃ রাবণো দুর্নিবারকঃ।
নৌকাং দৃষ্ট্বা প্রবদ্যৌ লক্ষ্মণেন ক্ষণীয়তা ৪ ৬৩

বিবাহং ৪ রামস্য ঘরে দৃষ্ট্বা ৪ লক্ষ্মণ।
দূর্বাক্ষ বাক্যৈরং বহ্বা নৌকাং নৈব দদর্শ সঃ ৪৬৪
মূর্খাং সম্ভাষ্য সূচিরং বিলক্ষাল ক্ষণং পুনঃ
পুনর্যজ্ঞায় গচ্ছন্নে তবোবেশপূর্বিকম্ ৪ ৬৫
কালে সংপ্রাপ্য তরণ্ডো পক্ষিণ্যা নৌমটং।
সমাদাং বানরা ক্ষুরা বরস্য মাসরং বহিঃ ৪ ৬৬
লক্ষ্যা দত্তা রঘুশ্রেষ্ঠো ওআস মাহরেন ৪।
ঘরাভ্যরং রাবণস্য নৌকাং সম্প্রাপ্য রূপিণ্যম্ ৪ ৬৭
তাঞ্চ বহিঃস্থিতাঞ্চকে কারয়ামাস মন্ত্রিণম্।
রত্নাভরণসংযুক্তে স্থানে বাস্তবী জানকী ঘরে ৪ ৬৮
ইত্যাচ শ্রুত্বা বহিঃ স্থাপ্য কিন্নরাধিপা।
করিষ্যামীতি নিশ্চিত্য তত্রপায়ং ঘরং যে ৪ ৬৯

বহিঃস্থবাচ।

ত্বং কস্য ভগবতো দেবি? পুরুষস্য সুখাবহম্।
ভূয়া ভগবত্যা ভর্ত্রৈব ধর্মপত্নীতিবিশ্রুতি ৪ ৭০

সেই কথা শুনিয়া আধিবাহ্য তাহা অতি যত্নসহকারে রাখিয়া দিলেন। ৬৬

এমন সময়ে রামের বয়স্য জনকনন্দিনী সীতার রক্ষার ভার লক্ষ্মণের উপর দিয়া তাহা হইতে সেই কথা শুনিয়া তাহা মনে অঙ্কিত করিলেন এবং যাহাতে সেই কথা কিছু ভুলিলেন। ৬৭

রামায়ণে কথকঠাকুর যাহাকে 'লক্ষণ' এইরূপ ভ্রমময় আখ্যাবলে বলা করিয়া কিছুতে রামকর্মচারী প্রীতিহিত স্বর্গ করত তাঁহাকে স্থান করিয়া করিয়া লক্ষ্মণ প্রাণ ত্যাগ করিল। ৬৮

অনন্তর যাহাতে নিজের কথকন পরিত্রাণ করিয়া বিবাহের বাধা করত দুর্নিবারিত ভাবে করিয়া বৈকুণ্ঠাগারে গমন করিলেন। ৬৯

বৈকুণ্ঠাগারে ধান্যাসীন কথ ও কিন্নরের কিন্নরাধিপ এক অদ্ভুত কিন্নর ছিলেন, তিনিও সদা বৈকুণ্ঠাগারে বাসী হইয়া অবস্থান করিতেন। ৭০

এই কিন্নর সর্বদাই অধিবাহের স্থানে রামকার্যের প্রতি করত এই রামকার্য কিন্নর হইয়া রামকার্যের অন্ত-বিস্তরের পূর্বেই পুনরায় বৈকুণ্ঠাগারে আগমন করিলেন। ৭১

এদিকে সাহইজ্জ মৃত্যুকালীন রামকৃত্য হয় অবলম্বনে 'লক্ষণ' বলিয়া আত্মায় পক্ষ গ্রহণ করিয়া সেই নৌকাবেশী বানরূপ হইয়া উঠিলেন এবং রামকার্যের লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ৭২

লক্ষণ রামকার্যের গমন করিলে পর দুর্দান্ত রাবণ নৌকারূপ ধারণ করিয়া নিজের বৈকুণ্ঠাগারের অন্তঃপুরীতে গমন করিল। ৭৩

ত্বরিত বাক্যের কথা নৌকাং নৈব দদর্শ সঃ ৪৬৪
মূর্খাং সম্ভাষ্য সূচিরং বিলক্ষাল ক্ষণং পুনঃ
পুনর্যজ্ঞায় গচ্ছন্নে তবোবেশপূর্বিকম্ ৪ ৬৫
কালে সংপ্রাপ্য তরণ্ডো পক্ষিণ্যা নৌমটং।
সমাদাং বানরা ক্ষুরা বরস্য মাসরং বহিঃ ৪ ৬৬
লক্ষ্যা দত্তা রঘুশ্রেষ্ঠো ওআস মাহরেন ৪।
ঘরাভ্যরং রাবণস্য নৌকাং সম্প্রাপ্য রূপিণ্যম্ ৪ ৬৭
তাঞ্চ বহিঃস্থিতাঞ্চকে কারয়ামাস মন্ত্রিণম্।
রত্নাভরণসংযুক্তে স্থানে বাস্তবী জানকী ঘরে ৪ ৬৮
ইত্যাচ শ্রুত্বা বহিঃ স্থাপ্য কিন্নরাধিপা।
করিষ্যামীতি নিশ্চিত্য তত্রপায়ং ঘরং যে ৪ ৬৯

বহিঃস্থবাচ।

ত্বং কস্য ভগবতো দেবি? পুরুষস্য সুখাবহম্।
ভূয়া ভগবত্যা ভর্ত্রৈব ধর্মপত্নীতিবিশ্রুতি ৪ ৭০

রাম লক্ষ্মণকে অন্যত্র আজ্ঞা দেখিয়া অন্তঃ বিস্তারের ইচ্ছায় এবং অধিকন্তু নিজ আত্মার বাহিরে তিনি নৌকাকে আর দেখিতে পাইলেন না। ৬৪

অন্য নৌকাস্থানে তিনি দুর্দান্তরূপ হইয়া ধৈর্যহীন অন্তঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাহার পর সেই স্থান অন্য নৌকাকে অন্বেষণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৬৫

অনন্তর অন্যান্য ভ্রমণ করিতে করিতে এক অন্য তাঁহার সময় অন্তঃ অন্যান্যের অন্তঃস্থ বানর এক পক্ষিণ্যা নৌকারূপধারী প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি রামকার্য বাহনস্কন্ধে সহায় করিয়া বাসস্থানে করিলেন। ৬৬

হনুমান্ রাম রামকার্যসম্পূর্ণকে লক্ষ্মণ সময় অন্তঃ বাসস্থান সমাদর রামকে ৪৪ করিয়া হৃদয়ানন্দিতা নৌকাকে প্রাপ্ত হইলেন। ৬৭

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ নৌকাকে অন্বিষ্টানন্দ করিলেন এবং সেই পরীক্ষাকালে তাহা রূপান্তর প্রকৃত নৌকায় রামকার্যে সমর্পণ করিলেন। ৬৮

তখন সেই রক্ষিণী তাহাদিগকে নিজ সমক্ষে রক্ষিতে এবং রামকে বলিলেন,—'তোমার আমি কি করিব' তাহার উপায় আমাকে বলুন। ৬৯

তাহা বলিলেন,—দেবি। তুমি তপস্যা করিলে তবে অধিকার পুরুষের পুরুষার্থের ধর্ম হয়। তুমি আমার তপস্যা করিয়া পরে 'ধর্মপত্নী' হইবে। ৭০

মা চ বৎসরং [illegible] পুত্রে বদঃ।
নিবাঃ [illegible] সর্বে [illegible] ॥ ৫১
মা চ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫২
[illegible] পুণ্যদক্ষায়া তথা।
[illegible] ॥ ৫৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৪

নারদ উবাচ।

ভিয়াঃ পঞ্চ কথা [illegible]
ইতি মে [illegible] ॥ ৫৫

নারায়ণ উবাচ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৬
[illegible]

[illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৭
পঞ্চ দেহি পঞ্চ দেহি পঞ্চ দেহি [illegible] ।
পঞ্চ দেহি পঞ্চ দেহি [illegible] ॥ ৫৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬০
[illegible] ।
[illegible] পুনঃ ॥ ৬১
[illegible]
[illegible] ॥ ৬২
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible] ।
[illegible] পূজা ॥ ৬৪

সেই [illegible] ॥ ৫১

[illegible] ॥ ৫২

[illegible] ॥ ৫৩

সেই [illegible] ॥ ৫৪

[illegible] বলিলেন,—হে [illegible] ॥ ৫৫

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ। [illegible] ॥ ৫৬

[illegible] পুনঃ [illegible] ॥ ৫৭

পুনঃ প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন,—হে [illegible] ১। পতি দেহি (পতি [illegible]), ২। পতি দেহি, ৩। পতি দেহি, ৪। পতি দেহি, ৫। পতি দেহি' এই [illegible] পতি প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫৮-৫৮

[illegible] 'তোমার পঞ্চ পতি হইবে' ॥ ৫৯

এই [illegible] ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

[illegible] ॥ ৬২

[illegible] ॥ ৬৩

[illegible] ॥ ৬৪

তুলসীকানুরূপাখ্যানং সংক্ষেপেণেদমুত্তমম্।
ধর্ম্মধ্বজসুতাখ্যানং বিস্তারং কথয়ামি তে॥৫৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলসীপাখ্যানে বেদবতীপ্রস্তাবে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ! আমি তোমার নিকট তুলসীকানুরূপ বেদবতীর উপাখ্যান সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে তোমার সমীপে ধর্ম্মধ্বজ-কন্যা তুলসীর উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫৪

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলসীর উপাখ্যানে বেদবতীপ্রস্তাবনামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

(ধর্ম্মধ্বজস্য মাধব্যাং তুলস্যা জন্ম, বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণং, ব্রহ্মণশ্চ বরলাভঃ।)

নারায়ণ উবাচ।

ধর্ম্মধ্বজস্য পত্নী চ মাধবীতি চ বিশ্রুতা।
নৃপেণ সার্দ্ধং সা রম্যে রেমে চ গন্ধমাদনে॥১
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গী পুষ্পচন্দনবায়ুনা॥২
স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী রত্নভূষণভূষিতা।
কামুকী রসিকশ্রেষ্ঠা রসিকেন চ সংযুতা॥৩
সুরতিবিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতবিজ্ঞয়োঃ।
গতং বর্ষশতং দৈবং দিবারাত্রিমজানতোঃ॥৪
ততো রাজা মতিং প্রাপ্য সুরতাদ্বিররাম সঃ।
কামুকী সুন্দরী কিঞ্চিন্ন চ তৃপ্তিং জগাম সা॥৫
দধার গর্ভং সা দেবী দৈবাদ্বর্ষশতং সতী।
শ্রীগর্ভা শ্রীযুতা সা চ সংবভূব দিনে দিনে॥৬
শুভক্ষণে শুভদিনে শুভযোগেন সংযুতে।
শুভলগ্নে শুভাংশে চ শুভস্বামিগ্রহান্বিতে॥৭
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ সিতবারে চ পদ্মজে।
সুষাব সা চ পদ্মাংশাং পদ্মিনীং তাং মনোহরাম্॥৮
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্।
রাজহংসীবিনিন্দ্যাঞ্চ সর্ব্বাবয়বশোভনাম্॥৯
রাজহংসীগতিযুক্তাং রাজহংসবিনিন্দিতাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্॥১০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(ধর্ম্মধ্বজের পত্নী মাধবীর গর্ভে তুলসীর জন্ম, অতিবাল্যে তাঁহার তপস্যা এবং ব্রহ্মা হইতে তাঁহার বর লাভ।)

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! ধর্ম্মধ্বজের 'মাধবী' এই নামে বিখ্যাতা পত্নী ছিলেন, সেই মনোহরা মাধবী রাজার সহিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে পুষ্প ও চন্দনযুক্ত রতিসুখকরী শয্যা রচনা করিয়া চন্দনযুক্ত উপবনে রমিতে লাগিলেন; পুষ্প ও চন্দনযুক্ত বায়ু তাঁহার সুখকর এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দনচর্চ্চিত, স্ত্রীরত্ন-ভূতা, অতি কোমল মনোহরাঙ্গী, রত্নালঙ্কারা, রসিকশ্রেষ্ঠা, রসিকের সহিত রতি করিয়া বিহারে ছিলেন।১-৩

সুরত (রমণ) বিষয়ে অভিজ্ঞ এই দুই দম্পতীর ও মাধবীর সেই সময় সুরত কার্য্যে বিরতি ছিল না। এই কারণে উভয়ের দেব পরিমাণে শতবৎসর অতিবাহিত হইলেও তাঁহারা দিবারাত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।৪

অনন্তর রাজা জ্ঞানলাভ করিয়া সুরত হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু সেই কামুকী সুন্দরী মাধবী তখনও কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিলেন না।৫

সতী মাধবী সেই সময় গর্ভবতী হইয়া সেই গর্ভ দেব-পরিমাণে শত বৎসরকাল ধারণ করিলেন। শ্রীগর্ভা সেই দেবী দিনে দিনে শ্রীযুক্তা হইয়া উঠিলেন।৬

অনন্তর সেই ধর্ম্মধ্বজপত্নী মাধবী শুভক্ষণে, শুভদিনে, শুভযোগযুক্ত সময়ে, শুভলগ্নে, শুভাংশে এবং শুভগ্রহাধিষ্ঠিত কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে পদ্মের (লক্ষ্মীর) অংশজাতা মনোহরা পদ্মিনী কন্যাকে প্রসব করিলেন।৭-৮

এই কন্যার শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মুখ শোভা পাইতেছিল এবং তাঁহার নয়ন শরৎপদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ছিল।৯

এই কন্যা রাজহংসী বিনিন্দিতা এবং রাজহংসের গতিশালিনী দেবী ছিলেন। ইঁহার বর্ণ শরৎকালের পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় অতি মনোহর ছিল ও নয়নযুগল শারদীয় পদ্মের ন্যায় সুন্দর ছিল।১০

পঞ্চবিংশত্যধিকে শতবর্ষে বয়সি স্থিতা।
[illegible] নির্মলা মনোহরা ॥ ১১
[illegible] নিত্যযুবতী [illegible]
শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুশীতলা ॥ ১২
[illegible]
[illegible] ॥ ১৩
[illegible] তাং দৃষ্ট্বা [illegible]
[illegible] চ তুলসীং [illegible] ॥ ১৪
সা চ [illegible] যোষা স্ত্রী [illegible]
[illegible] ॥ ১৫
[illegible]
[illegible] চ [illegible] ॥ ১৬
[illegible] চ প্রাপুহি।
[illegible] ॥ ১৭

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ১১

[illegible] ॥ ১২

[illegible] ([illegible]), [illegible] (এক হাত—[illegible])- [illegible] ([illegible])-[illegible] ॥ ১৩

[illegible] 'তুলসী' [illegible] ॥ ১৪

সেই তুলসী [illegible] ॥ ১৫

তখন তিনি '[illegible] স্বামী [illegible]' [illegible] ॥ ১৬

[illegible] চ সা।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯
[illegible] দৃষ্ট্বা তাং [illegible]।
[illegible] ॥ ২০
[illegible] সা দৃষ্ট্বা [illegible]।
[illegible] ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

[illegible] তুলসি [illegible] বাঞ্ছিতম্।
[illegible] ॥ ২২

তুলস্যুবাচ।

[illegible] মনসি বাঞ্ছিতম্।
সর্বজ্ঞোঽপি [illegible] ॥ ২৩

তিনি [illegible] ([illegible]), [illegible] ॥ ১৭

সেই [illegible] তুলসী [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ১৮

[illegible] তুলসী [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ১৯

[illegible] ॥ ২০

তখন সেই [illegible] তুলসীদেবী [illegible] ॥ ২১

ব্রহ্মা কহিলেন,—তুলসি! তোমার যাহা বাঞ্ছিত, সেই বর তুমি প্রার্থনা কর। [illegible] তুমি [illegible] প্রার্থনা কর। (আমি প্রদান করিব) ॥ ২২

অহং চ তুলসী গোপী গোলোকেহভবং প্রিয়া পুরা।
কৃষ্ণপ্রিয়া কিঙ্করী চ তদংশা তৎসখী প্রিয়া ॥ ২৩
গোবিন্দেন সহাসক্তাহতৃপ্তা সা চ মূর্চ্ছিতা।
রাসেশ্বরী সমাগত্য দদর্শ মামুপস্থিতাম্ ॥ ২৪
গোবিন্দং ভর্ৎসয়ামাস মাং শশাপ রুষান্বিতা।
যাহি ত্বং মানবীং যোনিমিত্যেবঞ্চ শশাপ হ ॥ ২৫
মামুবাচ স গোবিন্দো মদংশং ত্বং চতুর্ভুজম্।
লভিষ্যসি তপস্তপ্ত্বা ভারতে ব্রহ্মণো বরাৎ ॥ ২৬
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশোহপ্যন্তর্ধানং চকার সঃ।
দেব্যা ভিয়া তনুং ত্যক্ত্বা প্রাপ্তা জন্ম ভুবি ॥ ২৭
অহং তামিহাপ্তা [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৮

শঙ্খচূড় উবাচ।

সুদামা নাম গোপোহহং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসমুদ্ভবঃ

তুলসী কহিলেন,—হে বীর! আমার মনে যে বাসনা আছে, তাহা আমাদের উচিতই, কারণ স্ত্রীলোক। আমি সর্বদা, তুলসীর আশ্রয় লইয়া আছি এবং আর কাহার কি আছে ॥ ২৩

আমি তুলসী, আমি পূর্বে গোলোকধামে এক গোপী ছিলাম। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া কিঙ্করী, তাঁহার অংশস্বরূপা এবং তাঁহার প্রিয় সখী ॥ ২৪

এক সময়ে আমি গোবিন্দের সহিত রতিক্রীড়ায় আসক্তা হইয়া অতৃপ্ত অবস্থায় মূর্চ্ছিত হই, সেই সময়ে রাসেশ্বরী রাধা রাসমণ্ডলে আসিয়া এবং আমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন ॥ ২৫

তিনি তখন গোবিন্দকে ভর্ৎসনা করিলেন। পিতামহ! রোষান্বিতা হইয়া তিনি আমাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি মানবযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর ॥ ২৬

তখন গোবিন্দ আমাকে বলিলেন যে, তুমি ভারতবর্ষে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিবে ॥ ২৭

এই কথা বলিয়া সেই দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। আমিও রাধাদেবীর ভয়ে দেহত্যাগ করিয়া এই ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ॥ ২৮

হে বীর! আমি সেই সুদর্শনকে পাইবার আশায় (নারায়ণের) [illegible] এখানে তপস্যা করিতেছি, এক্ষণে বরং আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ২৯

শঙ্খচূড় কহিলেন,—সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন সুদামা নামে এক গোপ গোলোকধামে ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশস্বরূপ ও অতিশয় তেজস্বী; সে এক্ষণে রাধার শাপে দানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩০

সেই সুদামা রাধিকার অভিশাপে দানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 'শঙ্খচূড়' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে আমার সেই দেহ ভয়ে পূর্ববৎ নাই ॥ ৩১

পূর্বে গোলোকে তোমাকে দেখিয়া আমার মন কামে উন্মত্ত হইয়াছিল, কিন্তু রাধিকার প্রভাবে তোমাকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই নাই ॥ ৩২

সেই শঙ্খচূড় আমিই, সে মন্দভাগ্য বলিয়া আমার দ্বারা তোমাকে লাভ করিল। সুন্দরি! তুমি জাতিস্মরা, অতএব সকল বিষয় তুমি জান ॥ ৩৩

অয়ি! এখন তুমি সেই শঙ্খচূড়ের পত্নী হও। গোবিন্দ! আর সেই নারায়ণ অংশরূপে তাঁহার (তিনি পতি)-রূপে লাভ করিবে ॥ ৩৪

তুমি দৈবযোগে বৃক্ষরূপে অভিশাপবশতঃ হইয়া পূজ্য বিশ্বপাবনী বৃন্দাবনী (তুলসী বৃক্ষ) হইবে ॥ ৩৫

তুমি সকল পুষ্পসমূহের মধ্যে প্রধানা হইয়া বিষ্ণুর প্রাণাধিকা প্রিয়া হইবে এবং তোমা বিনা সকল দেবতাদের পূজা বিফল হইবে ॥ ৩৬

তদংশশাভিনিবেশঞ্চ প্রাপ্ত এবং ভারতে ॥ ৩০
রাধাশাপাৎ রাধিকায়াশ্চ শঙ্খচূড়সমুদ্ভবঃ
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতস্ত্রৈলোক্যে ন চ তদ্বশঃ ॥ ৩১
গোলোকে ত্বাং পুরা দৃষ্ট্বা কামোন্মত্তমনাঃ
বিলম্বিতুং ন শশাক রাধিকায়াঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩২
স চ জাতিস্মরস্ত্বং যা জানাসি সর্বং চ।
জাতিস্মরাপি সর্বং সর্বং জানাসি সুন্দরী ॥ ৩৩
অধুনা তস্য পত্নী চ ভব ভাবিনি গোবিন্দ
পশ্চান্নারায়ণং কান্তং লপ্স্যসে পতিমুত্তমম্ ॥ ৩৪
শাপান্নারায়ণস্যৈব কলয়া দৈবযোগতঃ।
ভবিষ্যসি বৃক্ষরূপা ত্বং পূজ্যা বিশ্বপাবনী ॥ ৩৫
প্রধানা সর্বপুষ্পাণাং বিষ্ণুপ্রাণাধিকা ভবেৎ
ত্বয়া বিনা চ সর্বেষাং পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৩৬

বৃন্দাবনে বৃন্দয়া সার্দ্ধং বৃন্দাবনেতি চ
তৎপাদৈর্ব্রজগোপিকা গোপাঃ পূজিতাস্তি মাধব, ।৫৭
বৃন্দাবিপিনেশোঽয়ং গোবিন্দঃ প্রেমসম্ভবম্ ।
বিভিন্নাপি গোপেন যশসা নন্দনেন চ ॥ ৫৮
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা দর্শিতা স্তাবয়াঃ
প্রেমাণং চ প্রাণাশং শুভ বিভিন্নাংশ ॥ ৫৯

কৃষ্ণোবাচ ।

যথা তে বিগ্রহে কৃষ্ণ বাক্যং চ স্তুতবচনং ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যে স্বায় ন যথা চ চতুর্ভুজে ॥ ৬০
অতুল্যঃ গোবিন্দে দৈবতং পূজামহেশ্বরঃ ।
গোবিন্দৈকং বচনং প্রার্থয়ামি চতুর্ভুজম্ ॥ ৬১
তৎপ্রসাদেন গোবিন্দ পুষ্পেরপ পূজার্থম্ ।
প্রসাদেবং সর্বিষ্ণাদি প্রার্থয়ামি প্রেমোজ্জ ॥ ৬২

রাধোবাচ ।

স্বামিন্ নাস্তি বিকার্য্যং তথাপি যোজনাময় ।
তথাপি প্রাপ্তসুখা য বদেৎ সবিষ্ণামি ॥ ৬৩
স্থানং কুর্বন্তি যোজনার্থনারায়ণ চ রাধিকা
মধ্যাস্থা যঃ শুভা গোবিন্দ ভবিষ্যতি ॥ ৬৪
ইত্যেবমুক্ত্বা বসা চ গোবিন্দ গোকুলান্তরম্
সহং সৈব জনন্যা গোরোচনা স্থানং গমন ॥ ৬৫
শর্বং পূজাবিধানং পুরুষার্থাদিবিভিন্নম্
শিবং প্রসাদিনাং কৃত্বা গোকুলান্তরং চকার ॥ ৬৬
সা চ রাজ্যাপনেন পুণ্যে ধর্মবিকারগ্রে
তথাপি শ্রদ্ধা সহং শ্রেষ্ঠং পূর্বভবনং ॥ ৬৭
বিবাহ বাসনয়াঃ পূজাঙ্কৈঃ চকার সা ।
বহুধা বিধা সা দেবী তৎপ্রসাদেমাদর ॥ ৬৮
দিনে দিনে মঞ্চে চ সহং প্রাপ্তা বর্দ্ধিতম্ ।
বৃক্ষে চ স্থানাং কৃষ্ণবিরং পূজাৰ্থং ॥ ৬৯
প্রসাদবাক্যা দেবী স্তব্যং তৎপ্রসাদ কৃষ্ণম্
দিনে দিনে মহাভাব স্থানে পূজাকর্ম্ম ॥ ৭০

তুমি বৃন্দাবনে 'বৃন্দাবনী' এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে। গোপিকা ও গোপগণ তোমার সেই পাদপদ্মের সর্বদা নিত্য সাধনে পূজা করিবেন ॥ ৫৭

তুমি আমার মনে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিবে। বৃন্দাবনী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত বিরাজ করিবে ॥ ৫৮

রাধার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় তিনি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সেই রূপ দেখিয়া এবং বিশেষ কিছু বলিয়া উঠিবার জন্য করিলেন ॥ ৫৯

কৃষ্ণকে কহিলেন,—হে প্রাণ প্রিয়! বিভুর মহাভূজন তৃতীয় আমার যেরূপ শ্রদ্ধা, গোকুল চতুর্ভুজ সাধারণ মাত্র, ইহা মনে করিয়া আপনাকে বলিতেছি ॥ ৬০

বৈষ্ণবগণ; এইরূপ পূজাঙ্কে আমি গোবিন্দ অতুল ঠাকুরাণি; কিন্তু সেই গোবিন্দেরই পাদে আমি চতুর্ভুজ সর্বাঙ্গে পরিচয় প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬১

আমি তাহারই কৃপাগুণে সেই আমি চতুর্ভুজ গোবিন্দকে পূজায় অবশ্যই লাভ করিব, কিন্তু আপনি আমাকে প্রসাদ করিয়া হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৬২

রাধা কহিলেন,—স্বামি! আমি তোমাকে যোজনাবধি রাখিলাম বহু প্রণাম করিতেছি, অতএব; ইহাতে তুমি আমার মনে রাখিবার প্রাণপূজা দিতে হইবে ॥ ৬৩

তখন রাধিকা তদনুসারে গোপাঙ্গনাগণকে ভক্তসহ গোবিন্দের পূজায় অনুমতি দান করিলেন এবং তুমি গোবিন্দের প্রাণপূজা করিবেনা দিতে হইবে ॥ ৬৪

এই কথা বলিয়া সেই কন্যাগণ সখা বৃন্দাবনে গোকুলান্তরে রাখিয়া যান। সেইখানে সেই স্থান, বহুল পূজা বিধান এবং পুরুষার্থাদিবিভিন্ন প্রণাম করত ইষ্ট প্রসাদেনীর্ণ পান করিয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৬৫–৬৬

রাধার উপদেশানুসারে সেই কৃষ্ণনী পূজা ধর্মবিকারগ্রে বিবাহ পূর্ব্ব অবস্থা স্বাভা ভবনীতে, সেই ইহার সহ জন অধিষ্ঠ থাকিলেন ॥ ৬৭

তিনি সেই সময় দিনে বাসনা বহুধা পর্যন্ত পূজা-অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে সেই দেবী তুলসী দিনে দিনে পর্যন্ত বিভিন্নরূপ করিলেন এবং রাধিকা দেবীর প্রসাদেনের প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৮

এইরূপে বৃক্ষের তলায় তিন দিন হইতে পর তিনি অভিলাষানুসারে যে বারে স্নান তাহা সকল বিষয়ানুসারে আমি কৃষ্ণ, সেই মহাভাবাদিকে সেই উপদেশে পূজিত থাকিলেন ॥ ৬৯

তখন সেই দেবী তুলসী মনে মনে প্রসাদ এইরূপ প্রসাদ প্রেম পরিপূর্ণ করিলেন; কারণ, সদুপদেশ অনুসারে দিনে দিনে সহ মহাভাব প্রণয় ইহার পূজা পরিণত হইতে সাগ ॥ ৭০

তুলসী পীত্বা চ সন্তুষ্টঃ সরলঃ চকার হ।

অন্তে মনোহরে তত্র পুষ্পচন্দনচর্চিতে। ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলসীবৃত্তান্তে তুলসীবৃক্ষরোপণাদি নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ। ১৫

তাহার পর তুলসী মুখে পান ও তোজন করিয়া সন্তুষ্টা হইয়া পুষ্পচন্দনচর্চিত মনোহর শয্যায় শয়ন করিলেন। ৪১

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদসংবাদে তুলসীর উপাখ্যানবিষয়ে তুলসীকে বরদানাদি নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[তুলসীর অন্তরে শঙ্খচূড়ভাবনা, উভয়ের অন্যোন্যভাবনা, তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহ, শঙ্খচূড়ের স্বর্গারোহণ-শ্রবণ, দেবতাদের পরাজয়, বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া পরাজিতদিগের নিকটে শঙ্খচূড়বৃত্তান্তের নিবেদন, ভগবান বিষ্ণুর শিবের মূলপ্রাপ্তির।]

নারায়ণ উবাচ।

তুলসী পরিতুষ্টা চ সুখাসন্তুষ্টমানসা।

সরহোবরসম্পন্না চতুরস্তুষ্টা বরাঙ্গনা। ১

নিত্যং পতিব্রতাধর্ম পরমাপ্তং যা প্রবি

পুণ্যানুরূপং সা লব্ধা পুণ্যপল্লবচিতা। ২

পুলকাভিরমাঙ্গী ঘর্মাম্বরকলোজ্জ্বলা।

তদা সা তুষ্টাব প্রাপ্য তদা মূর্ধ্নাবনতা। ৩

তদা সা চেতনাং প্রাপ্য তদা প্রাপ বিবস্ত্রতাম্।

উত্তিষ্ঠন্তী তদা তস্মাৎ সন্তুষ্টা নিকটং তদা। ৪

প্রণতা তদনুজ্ঞাতা বিবসনা তদা পুনঃ।

তদনন্তর মনুজ্ঞাতং পুণ্যাপ পুনরেব সা। ৫

পুষ্পচন্দনতল্পঞ্চ তদ্ বহুমানিকপ্রভম্

বিবসনাহাসুখাস্ত বিবাসনা তদা তদন্ত। ৬

নিত্যস্তে নিত্যকান্তঃ পুণ্যস্তুষ্ট স্তদা তদা

নিত্যপ্রকৃতিভিস্তস্য তদনুকূলাস্ত তদন্ত। ৭

তদা তদর্শ তস্যাস্তাং পুরুষং পুরুষং সতী।

পুণ্যস্তং পুণ্যকং বহ্নিং যদিবেত্যবদন্ত। ৯

এইরূপে তিনি উঠিলেন, তখন তুলসী তাঁহার প্রণাম ও তখন তাঁহার প্রণাম বিফলতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তখনকার তাঁহার প্রণামগ্রহণ করিয়া উঠিলেন। ৪

তিনি তখন চেতনা লাভ করিলেন এবং তখন তাঁহার বিবস্ত্রতা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ তিনি তখনকার পরা হইতে উঠিয়া প্রণামানন্তর উঠিলেন এবং তখন নিকটস্থানে গমন করিলেন। ৫

তিনি তৎপরে তাঁহার তখনকার তখন করিয়া লইলেন এবং পুনরায় তখনকার তখন গমন করিয়া উঠিলেন। তিনি তখনকারমতো তাঁহার তখন উপায় গমন করিলেন। ৬

এই সময় তাঁহার চন্দনবাসিত পুষ্পশয্যার অতীব তখনকারী বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। বিবা ও মুরারি তখন-তখন বিবাহগ্রহণে পরিণত হইল। ৭

তাঁহার নারায়ণও তাঁহার নিকটে পুরুষের হইতে লাগিলেন, পুণ্য যাহা তাঁহার নিকটে অবিদ্যমান বলিয়া তখন হইয়াছিল এবং তখনই নিত্যপ্রকৃতি নিজ তখনকার তাঁহাদের তখন তাঁহার তখনকারক হইয়াছিল। ৮

সতী তুলসী তখনকার তাঁহার তখনকারের দেখিলেন,—উহার বাহনের তখনি তুরাধনি এক মুখের মুখক পুণ্যে উহার তখনকার

ত্বমেবোক্তিমর্হসি ভদ্রমুখপঙ্কজম্ ।
আগচ্ছন্তং দাস্যমন্তং পশ্যন্তং তদনুব্রতম্ ॥ ১০
কথয়ন্তং হরিকথাং চুম্বন্তমধরং মুহুঃ ।
সম্ভাষন্তং তাবে চ মনশ্চিত্তহরীপ্সিতম্ ॥ ১১
পুনরেব তু সম্ভাষ্য তাংশ্চান্তঃ যদন্তরম্
তাবে ক যাসি প্রাণেশ বিচ্ছেদেনমুবাচ চ ॥ ১২
পুনঃ স্বচেতনাং প্রাপ্য বিলাপ পুনঃ পুনঃ ।
এবং তপোবনে সা চ জগ্মৌ তত্রৈব নারদ ॥ ১৩
শঙ্খচূড়ো মহাযোগী তৈস্তৈর্ভাবৈরনোরমম্ ।
কৃষ্ণস্য মন্ত্রং সম্প্রাপ্য কৃত্বা সিদ্ধিঞ্চ পুষ্করে ॥ ১৪
নবলক্ষ বনে রম্যে হরিমন্ত্রমনন্যধীঃ ।
তত্রৈবাশ্রম ঘরং প্রাপ্য তস্থৌ তস্মিন্ মহামতিঃ ॥ ১৫
আজগ্মতুস্তদা যোদ্ধুমপি বলাদ্ধরাধরৌ ১৬
আগচ্ছন্তং শঙ্খচূড়ং দৃষ্ট্বা তুলসী মুনে ।

নবযৌবনসম্পন্নং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১৭
শ্বেতচম্পকবর্ণাভং রত্নভূষণভূষিতম্ ।
শরৎপার্বণচন্দ্রাভং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ॥ ১৮
রত্নসারবিনির্মাণবিমানস্থং মনোহরম্
রত্নভূতলসূক্ষ্মেণ শতফলবিরাজিতম্ ॥ ১৯
শারিত্রাভক্তপুষ্পাভং বালার্কসদৃশং দধিতম্ ।
রত্নভূষণভূষাঢ্যং সুস্মিতঞ্চাননাধিতম্ ॥ ২০
সা দৃষ্ট্বা সহিতানে তং বৃথমোহাত যাদসা ।
মনিষ্যাতঃ নিরীক্ষন্তী নতাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
বহুযাভিঃস্তুতা নবযৌবনসন্নিধৌ
কামুকী কামবাণেন পীড়িতা পুলকাঞ্চিতা ॥ ২২
নিষণ্ণা তস্য পার্শ্বেতঃ লোভনোত্তাক্ত সম্ভ্রমম্ ।
ধর্মং শঙ্খচূড়স্য তস্যাশ্চোপবনে ॥ ২৩
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গী মদনস্য বাণজর্জরাম্
পপ্রচ্ছ তুলসীং সদ্যং সন্নিধৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৪

তাহার ইন্দ্রিয় হরণ করেন। তাহার সর্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত, রত্নময় ভূষণসমূহে বিভূষিত, মালাধারী এবং ইহার (তুলসীর) মুখপদ্ম অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার নিজ আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি অতিথিসেবক বলিয়া কথা বলিতেছেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহার অঙ্গে চুম্বন করিতেছেন, পরক্ষণে পরম ভক্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার অতি প্রিয় ॥ ৮-১১

সেই অবসরে পুনঃ কিছু পরে করিয়া পুরুষার প্রস্থানের করিয়াছেন। সেই তুলসী দেবী যেন তখন বলিতেছেন—প্রিয়তম প্রাণেশ! তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর ॥ ১২

তুলসী পুনরায় বিরহ বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বারং বার বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাস্তবে এইভাবে সেই তুলসী সেই আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

এদিকে মহাযোগী পুরুষ শঙ্খচূড় বিবিধ ভৈরবীচক্রের বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুষ্করে গিয়া নানা করিয়া মনে সর্বমনোরমন্ত্রম শ্রীকৃষ্ণের পরম কবচ প্রাপ্ত বিভাগ (অথবা প্রাপ্ত ও সিদ্ধির বিভাগ) হইতে অনোপাধিক বর লাভ করিয়া তথায় আত্মানুসারে তিনি অতিশয়রূপে আবদ্ধ করিলেন ॥ ১৪-১৬

হে মুনে! তখন তুলসীদেবী কামবেদনায় অধৈর্যচিত্ত হইয়াছেন। নবযৌবনসম্পন্ন শঙ্খচূড়কে তথায় আগমন করিতে দর্শন করিলেন ॥ ১৭

শ্বেতচম্পকবর্ণাভ রত্নভূষণভূষিত, শরৎপার্বণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখমণ্ডল বিভূষিত, পঙ্কজলোচন এবং রত্নসারনির্মিত ও নানারত্নে শোভিত বিমানে অবস্থিত ॥ ১৮-১৯

তিনি রত্নভূষণবিভূষিত বিগ্রহে অবস্থান করিতেছিলেন, বেষ্টিত হইয়াছেন তিনের এবং রত্নভূষিত কুণ্ডলদ্বয়ে শোভিত মুখমণ্ডল ॥ ২০

তিনি পারিজাত পুষ্পমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহার বাহুদ্বয় রত্নভূষণ ও রত্নকঙ্কণে বিভূষিত ছিল এবং মুখমণ্ডল চন্দনে চর্চিত ছিল ॥ ২০

সেই তুলসীদেবী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া মহাকামে মুগ্ধ আত্মাবশ পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ করিতে করিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার প্রশংসা করিতেছেন ॥ ২১

অনন্তর অঙ্গিকা তুলসী দেবী তখন মহাসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পরিচয় সেই কামুকী তুলসী পুলকিত হইতে লাগিলেন ॥ ২২

তিনি তাঁহার মহাসনে নানা তাঁহার মুখকমল দেখে পান করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্খচূড় সেই অশোকের এক তথায় ধর্ম দর্শন করিলেন ॥ ২৩

এই শঙ্খচূড় গোলোকবাসী, ইনি বিবিধ মূল-মন্ত্রের বিভূষিত, মহাকালের পৃথিবীর প্রথম তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের মহাসনোচিত ও সাধারণ ভাবের তার মূল মহাবলসম্পন্নবিধ ছিলেন ॥ ১৮

তিনি মন্ত্রসাধনসিদ্ধির বিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, বেষ্টিত হইয়াছেন ছিলেন এবং সপ্তবিংশতি কুণ্ডলদ্বয়ে বলয়ন্ত মুশোভিত ছিল ॥ ১৯

তিনি পারিজাত পুষ্পমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহার বাহুদ্বয় রত্নভূষণ ও রত্নকঙ্কণে বিভূষিত ছিল এবং মুখমণ্ডল চন্দনে চর্চিত ছিল ॥ ২০

সেই তুলসীদেবী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া মহাকামে মুগ্ধ আত্মাবশ পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ করিতে করিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার প্রশংসা করিতেছেন ॥ ২১

অনন্তর অঙ্গিকা তুলসী দেবী তখন মহাসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পরিচয় সেই কামুকী তুলসী পুলকিত হইতে লাগিলেন ॥ ২২

তিনি তাঁর মহাসনে নানা তাঁহার মুখকমল দেখে পান করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্খচূড় সেই অশোকের এক তথায় ধর্ম দর্শন করিলেন ॥ ২৩

মুনীবরষ্টিসংস্তোণীঃ পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্,
মুক্তাপঙ্ক্তিবিচিত্রামুষ্টস্তনভরকিন্নরীম্ । ৫৫
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঞ্চ সুবালাং সুন্দরীং বরাম্ ।
তপ্তজাম্বূনদাভাসাং শাম্ভবস্তম্ভরূপিণীম্ । ৫৬
অতেজসা পরিভূতাঃ উদ্যন্ত্যাঃ মনোভবম্
কন্দুকীবিমুখিঃ মার্তণ্ডমণ্ডলবিমুখা । ৫৭
বিম্বাধরবিমুখা সদ্যঃ সীমন্তাবল্লোজ্জ্বলাম্
স্নিগ্ধাক্ষিতারকাঞ্চ অমরস্ত্রিবলীযুতাম্ ৫৮
কাশপদ্মলাবণ্যাং নবযৌবনবিভূষিতাম্ ।
সুবলপ্রভাযুতাং পাণ্ডুস্তন্যস্তবিন্তকীম্ । ৫৯
আবক্তবর্ণললিতমলক্তকসমপ্রভম্ ।
ঊর্দ্ধপিণ্ডপ্রকাশস্তনভরাভিরামিকাম্ । ৬০
সরস্বিম্বাধরৈকত্রসংস্থাপিতাস্যিকাম্
অমৃতাস্থবিনির্বাণা-কারলিঙ্গধৃতাম্ । ৬১
মণীন্দ্রমালাবিন্যাসকণ্ঠস্থলীবিরাজিতাম্ । ৬২
বলয়ী কনকাভীরাঃ বালরৌদ্রালয়াঃ ভুজম্ ।
অমূল্যরত্নবিন্যাসকরাঙ্গুলিবিরাজিনীম্ । ৬৩
হিরণ্ময়ূরপুচ্ছেন পত্রত্রয়বিরাজিতাম্ ।
মণ্ডলাকারাকারোঃ স্তনবস্ত্রাঞ্চলাঞ্চলাম্ । ৬৪
রত্নকঙ্কণসংস্থানস্থূলবাহুবিরাজিতাম্ ,
চারু চূড়ীরবৈর্বিরোকুলাবলিরাজিতাম্ । ৬৫
দৃষ্ট্বা তাং ললিতাং রম্যাং সুশীলাং সুন্দরীং সতীম্,
ঈষাস্য কথমারেণে চ মধুরং তামুবাচ সঃ । ৬৬

মন্মথ উবাচ ।

ভদ্রে ত্বয়া কথং কন্যা মনো মোহো সুযোষিতাম্ ।
যা ত্বং মাদিসি তন্নাসি সর্বজ্ঞাবাসাদিসি । ৬৭
সর্বজ্ঞোসাদিসাদেবি বিবাহে হারকণিণি
সংসারসারসময়ে চ সাবাবাহে মনোহরে । ৬৮

৬৪।১ বর্ণিতা আছেন, ইহাতে মূল সহ্য বিশেষিত অতিরেকেন, ইহা বাহুল্য ও অধিকন্তু অপরাধিনী বিবেচ্য ।

৫৫ কন্যার বিষয় বলা হইল, এক্ষণে (তাঁহার) মূল এবং উপায়, তিনি মুক্তাবলির প্রভাবে যেরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন । ৫৫

তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং নাসিকা সুন্দর ছিল । যেই সুন্দরী সেই কন্যা স্বভাবসুন্দর কান্তিবতী ও শম্ভুর স্তম্ভরূপ প্রভাযুক্তা ছিলেন । ৫৬

যদিও তিনি নিজ তেজে পরিপূর্ণা ছিলেন, তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডল ও মনোহর ছিলেন । কন্দুকীবিম্বমণ্ডল ও তাঁহার মুখমণ্ডলের সহিত বিম্বমণ্ডল দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্যের আলোচনায় সদা তৎপর হইতেছে । তাঁহার নাসিকা বিম্বফল বর্তী এবং তাহার অধরোষ্ঠ ছিলেন সোভিতা হইয়াছে । ৫৭-৫৮

তাঁহার ত্রিবলীযুক্ত উদর যখন তাঁহার বক্ষ স্থলস্থলের ন্যায় হইতে লাগিল এবং সদ্য স্তনযুগল সোভা পাইতেছে । সেই কন্যার স্তনভরের প্রভাবিনিকট পরাজয় হইল হইতে, অতি মূর্খ ও অসভ্যজনগণ সোভাপাইল । এমনের ঊর্দ্ধবিম্বস্থিত মনোহর দেখিয়া মনে হইতেছে যেন স্তনদ্বয় বিকসিত হইয়াছে এবং তাঁহার পক্কজবর্ণ সোভা বিশেষ হইয়াছে । ৫৯-৬০

পক্কবিম্বের মধ্যে সোভাবিশিষ্ট একমাত্র মনোহর দ্বারা তিনি বিশেষ সোভা ধারণ করিয়াছিলেন এবং অমূল্য রত্নবিনির্মিত বাহু ধারণ করিয়াছেন । ৬১

মণীন্দ্রমালাবিন্যাসকণ্ঠস্থলীবিরাজিতাম্ । ৬২

বলয়ী কনকাভীরাঃ বালরৌদ্রালয়াঃ ভুজম্ ।

অমূল্যরত্নবিন্যাসকরাঙ্গুলিবিরাজিনীম্ । ৬৩

হিরণ্ময়ূরপুচ্ছেন পত্রত্রয়বিরাজিতাম্ ।

মণ্ডলাকারাকারোঃ স্তনবস্ত্রাঞ্চলাঞ্চলাম্ । ৬৪

রত্নকঙ্কণসংস্থানস্থূলবাহুবিরাজিতাম্ ,

চারু চূড়ীরবৈর্বিরোকুলাবলিরাজিতাম্ । ৬৫

দৃষ্ট্বা তাং ললিতাং রম্যাং সুশীলাং সুন্দরীং সতীম্,

ঈষাস্য কথমারেণে চ মধুরং তামুবাচ সঃ । ৬৬

মন্মথ উবাচ ।

ভদ্রে ত্বয়া কথং কন্যা মনো মোহো সুযোষিতাম্ ।

যা ত্বং মাদিসি তন্নাসি সর্বজ্ঞাবাসাদিসি । ৬৭

সর্বজ্ঞোসাদিসাদেবি বিবাহে হারকণিণি

সংসারসারসময়ে চ সাবাবাহে মনোহরে । ৬৮

ইহার অধি অধরা বধি ও ইহাদের নীল বধিবিশিষ্ট মুখমণ্ডল উহার চরণ অনুধিক হইতে থাকায় বিশেষ সোভা ধারণ করিয়াছিল । ৬৩

কামদেব সুন্দরের কামপ্রদীপ ধারণ করিয়া চলিয়াছেন । অতএব ত্রৈলোকিক যতপ্রকার সৌন্দর্যবিশিষ্ট বিভিন্ন মূলনমূহ তাঁহার পরস্পর বিশেষ সোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাদের বিশেষ ধারের দ্বারা তাঁহার মূল মনোহর উদ্ভাসন হইয়াছে । ৬৪-৬৬

তিনি ত্রিবলয় বলয়, বেষ্টন ও পক্ক মূলন সমূহে বিভূষিতা এবং চূড়ীবিশিষ্ট বিশ্ব অঙ্গুলী সমূহের দ্বারা তাঁহার সমস্ত অঙ্গুলী সোভিত হইয়াছে । ৬৫

পদ্মমুখ সুন্দরী, ললনীয়া, সুশীলা, সুন্দরী পদ্মমুখা ও সতী নামী সেই কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন । ৬৬

পদ্মমুখ কহিলেন,—ভদ্রে ললনীয়ে আমাদের অন্তে । তুমি কেন এই রূপ ধারণ করিলে । তুমি কাহার কন্যা ? তাহাদি । তুমি কে ? তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, তুমি সর্বজ্ঞতাপারিনী । ৬৭

দেবি । তুমি সর্বজ্ঞোসাদিতে সারস্বরূপা, বিবাহবিষয়ে হারস্বরূপা এবং সংসারের সমস্ত ভাবীসময়ে সদা সারভূতা । তুমি আমার আরাধনীয়া মনোহরা । ৬৮

কামবিকারেণ [illegible] ।
যোনৌ [illegible] ॥ ৩৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪০

তুলস্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪১
কামিনী [illegible] কামিনী [illegible] ।
ন [illegible] ॥ ৪২
[illegible] ।
[illegible] কামিনীম্ ॥ ৪৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫০
কামিনী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫১

[illegible] ([illegible])। তুমি [illegible] । তুমি [illegible] । তুমি [illegible] কেন ? [illegible] ॥ ৩৯

[illegible] ॥ ৪০

তুলসী কহিলেন,—আমি [illegible] কামিনী হইয়া এই [illegible] আমি কে ? [illegible] ॥ ৪১

[illegible] কোনও [illegible] কোনও [illegible] কামিনীকে কিছু [illegible] না, এখন [illegible] করিয়াছি ॥ ৪২

যে ব্যক্তি [illegible] যে [illegible] করে নাই, সেই [illegible] কামিনী [illegible] করে ॥ ৪৩

এই কামিনী [illegible] কিন্তু [illegible] । কামিনী [illegible] কিন্তু [illegible] ([illegible] যে পুরুষকে [illegible] করে) ॥ ৪৪

এই কামিনী [illegible] । যে [illegible]

[illegible] কখনও হইয়া থাকে ॥ ৪৫

কামিনী [illegible] থাকে, কিন্তু [illegible] না । [illegible] কিছু [illegible] থাকে —[illegible] থাকে ॥ ৪৬

অধিক কি বলিব ? [illegible] যে ও [illegible] নাই [illegible] করিতে পারেন নাই, সেই কামিনীদিগের [illegible] কোন্ [illegible] করিবেন ? ৪৭

[illegible] কোন পুরুষ [illegible] ; তাহারা [illegible] পুরুষ [illegible] করে । কোনও [illegible] পুরুষ দেখিলে [illegible] সেই পুরুষকে [illegible] করে ॥ ৪৮

[illegible] থাকে । এই কামিনী [illegible] ও [illegible] হয় ॥ ৪৯

কামিনীর [illegible] পূর্ণ থাকিলেও [illegible] করিয়া [illegible] । [illegible] পুরুষকে [illegible] করিতে [illegible] হয়, কিন্তু [illegible] থাকে ॥ ৫০

এই কামিনী [illegible] কামিনী [illegible] হইয়া [illegible] করে, [illegible]

৫৪

দৃষ্টিমাত্রং পীতবেশোপাসকাঙ্গজ্ঞাতা চ মায়য়ে।
সুন্দরং তদ্বিনঃ বালকং পুরাণং শক্তিনঃ সদা। ৫২
সুরাণ সমর্থদিবেশঃ কৃষ্ণো তত্রিকর্তারি।
ব্রহ্মাণ্ডকোটিবিষয়ঃ সত্যেন্দ্রসূজনঃ বিভুঃ। ৫৩
শক্তিঃ বিষ্ণুরূপাঙ্গ্যঃ বা দেবানামক।
তথা দুর্গা শতং সেন মাতঃ সুরকাশনঃ
ধ্যানং ক্রমশঃ বং বৈষ্ণব ইব শোভতঃ।
ক্রমাদেশমূলাত্ সর্বলোকমাত্রাং সদা। ৫৪
সত্যং ধর্মবিনাশং তুমাদ্যাপ্রজ্ঞেয়রূপ
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাঃ কর্তারং যে প্রাণিপাত। ৫৬
জগতাশীর্বাদাং শব্দস্থিতাব্যক্তাত্মিকা। ৫৭
রক্তবর্ণিস্থিতরবিভা সর্বায়াপরক্ষিকা।
সংসারাত্তায়াতে চ শব্দবিজ্ঞানরূপিণীম্। ৫৮
বৈষ্ণবানামপাতক নিত্যাবাদিকরূপিণীম্।

নিত্যা শরণোপন্নাং মহাপ্রসবিভূতিবিভূ। ৫৯
আবাহিত্বমপুত্রাণাদায়ঃ কলাসূক্তম্।
সর্বসিদ্ধপ্রদায়ঃ প্রাণপ্রক্ষমাসূত্রম্। ৬০
বামাহ্নং পাত্রিকাত্ বিনিবা বিভিন্না পূজা
বিষ্ণুঃ পুষ্পশক্তাভৈ সর্বা। ৬১
বৈকুণ্ঠে পুষ্পে তত্র বিষয় ও রাজ।
পতিতঃ শব্দকৃত্য প্রতক্ষ দুর্গাত্তরে। ৬২

শঙ্কর উবাচ।

শুভঃ সং ক্ষমিতা দেবি ও চ সর্বলোকমন্।
বিবিধ সত্যলোকে বিভিন্ন নিবাস। ৬৩
বিবিধঃ বিবিধঃ মায়া ভক্তিনা সর্বোৎপত্তি।
পুত্রাদিনা বাহনক প্রদাতৃত্বপ্রদানং বিষয়। ৬৪
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকাদিকম্।
শক্তিস্বরূপমালায়াঃ প্রকৃতিনিচয়। ৬৫

উচিত হয়, কিন্তু সেই দেবগণ মধ্য এবং প্রভাবেতে করে। ৫১

এই শক্তির মূর্তি সব প্রকৃতি ও পরিচয় সব প্রাকৃত বিষয়সকল সুন্দর, চরিত, চিত্র, সকলই ও সুন্দর মূর্তিতে বিশেষ মনে মনে ধ্যান করে। ৫২

ধর্মিষ্ঠের পূজন করার পর রহিতের যদি যেন থাকে; কারণ, সর্বপ্রকার দিনে পূজা করার বিষয় তাই সর্বদাই বলিয়া বিবাদ। ৫৩

এই শক্তি দেবতাদের ও সব পুরুষের শক্তিরূপা মনে করে, সেইজন্য সকলে পূজা করিয়া থাকেন বলিয়া সদা ভজন করে। ৫৪

বেদাদিশাস্ত্রে প্রভাবের শক্তি বলা সর্বদা করিয়া শক্তির পূজায় সব লোকের জন্য, যে ব্রহ্মাদিদেবতা এবং সদা সকল লোকের কারণ। ৫৫

শক্তির বিষয় ব্রহ্মরূপিণী, সূক্ষ্মা, অবিনাশিনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের প্রধানা যোগেশ্বরী। ৫৬

এই শক্তির অনাদ্যন্ত অর্থাৎ (নিত্য)-স্বরূপা এবং সদা মূর্তির দ্বারা প্রকাশিতরূপা বলিয়া কথিত হয়। ৫৭

শক্তির প্রতিনিধি বিশ্বরূপিণী, সর্বসিদ্ধি দাত্রী ভক্তিদা (দেবী) এবং সংসারের পালনকারী বিশেষ দীপ্তিমান রূপিণী স্বরূপা। ৫৮

শক্তির ধ্যানস্বরূপা, নিত্যানন্দময়ী মূর্তি (পরমাত্মস্বরূপিণী), তাঁহার লোকের মধ্যে থাকিয়া বাক্যের কি হইবে, ইহাদের প্রকার অর্থাৎ বিষয় বলিয়া দিলেন। ৫৯

এই শক্তির সকল বিষয়, সুখ ও দুঃখাদির দাতা, অনাদি, সর্বজ্ঞের মূর্তি এবং ভক্তবৃন্দ দ্বারা পূজা করিয়া। ৬০

সেই বিষয়ে এই শক্তির মাহাত্ম্যের মাধ্যমে মূর্তি প্রতিষ্ঠান এবং সুন্দর পুষ্পমালার সঙ্গে নৈবেদ্য (অর্পণ) বিধানে করিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ৬১

নারদ। এই কথা বলিয়া দুর্গা স্তবের বিষয় শুনিলেন। তখন শঙ্কর দিব্য প্রকাশনে দুর্গার কথার উত্তর দিয়ে আরম্ভ করিলেন। ৬২

শঙ্কর কহিলেন,—দেবি। তুমি যে সব কথা বলিলে, সকলেই জানিত (নিত্য) আছে; ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার অর্থের জন্য, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৬৩

সেই বিষয়ে শঙ্করের দেবগণের জীবন প্রকাশের বিষয় করিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠানের। পুরাতন ও নবীন—এই প্রকার হইয়া। এই উভয়ের মধ্যে নবীন—প্রকাশিত এবং পুরাতন—বিদিত। ৬৪

লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও রাধিকাদি—ইহারা মূর্তির আবির্ভাবরূপা; প্রকৃতি প্রথম বিশেষরূপে মূর্তি সকলে নাই। ৬৫

এতন্মোদনেচ্ছায়াঃ যৎ স্ত্রীত্বং বাস্তবং সুব্রত
তৎ প্রসঙ্গাৎ মনোজ্ঞস্য সর্বমঙ্গলরূপিণঃ ॥ ৬৬
সত্যভামা দেবহূতী যমা যাহা চ যজ্ঞিনা।
ধারাবতী রোহিণী চ বরুণানী শচী তথা ॥ ৬৭
কুবের-ধারুণস্ত্রী দাক্ষায়ণিস্তথা বিতিকৃষ্ণা
লোপামুদ্রানন্দুহা চ নৈঋতী কুমতী তথা ॥ ৬৮
অহল্যাকৃষ্ণতী দেবা স্বাহা মনোহরী পরা।
মনুষ্ঠী দেবকী বলা চ নন্দা তথা ॥ ৬৯
পুষ্টিষ্টুতিঃ তুষ্টিরিলা কালিকা চ বসুন্ধরা।
ধৃতি মঙ্গলচণ্ডী চ মূর্তিশ্চ ধর্মকামিনী ॥ ৭০
ঋদ্ধিঃ শ্রদ্ধা চ কান্তিশ্চ বৃষ্টিঃ কান্তিস্তথা পরা।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধ পিপাসা লজ্জা কান্তিরিমানি চ ॥ ৭১
সম্পত্তি-মৃতি-কীর্ত্যন্ত ক্রিয়া-শোভা-প্রভাধিকম্
যৎ স্ত্রীরূপং মনুষ্যাণাং তদ্ধরূপং সুখ ॥ ৭২
কৃত্যারূপাঃ তথ যত্ নর্তক্যাধিকরূপং চ
তৎপ্রসঙ্গাৎ বিষ্ণোঃ পুংস্কলাত্বমাত্মনঃ চ ॥ ৭৩

ইতিহাসের অংশবিশেষ যে স্ত্রী, তাহা বাস্তব বলিয়া কথিত হয়। তাহা প্রেমদেবীর, অথবা এরা সমস্ত মনোজ্ঞার রূপ ॥ ৬৬

সত্যভামা, দেবহূতী, যমা, যাহা, যজ্ঞিনা, ধারাবতী, রোহিণী, বরুণানী, শচী, কুবেরপত্নী, ধারুণস্ত্রী, অদিতি, দিতি, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, নৈঋতী, কুমতী, অহল্যা, কৃষ্ণতী, দেবা, স্বাহা, মনোহরী, মনুষ্ঠী, দেবকী, বলা, নন্দা, পুষ্টি, তুষ্টি, ধৃতি, দেবা, কালিকা, বসুন্ধরা, ঋদ্ধি, মঙ্গলচণ্ডী, মূর্তিমতী বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, কান্তি, তুষ্টি, মনসা কান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্জা, ক্রান্তি, দিবা, সম্পত্তি, তুষ্টি, কীর্তি, ক্রিয়া, শোভা, প্রভা, প্রভৃতি স্ত্রীরূপে যে মূর্তে সুখ বিশেষ হয়, ইহারা বাস্তব স্ত্রীরূপে বিদ্যমান। ৬৭-৭২

যাহা কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীরূপ ও বিষ্ণুসূত্রে দ্বিজ পুংস্কলীরূপা (কৃষ্ণা) স্ত্রীরূপ, তাহাই কৃষ্ণাতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে, এই কৃষ্ণা স্ত্রীরূপ অতত্ত্বজ্ঞানীয় ॥ ৭৩

যে জন সত্যভামা অর্থাৎ সত্যরূপ জানিতেছেন, তাহা উত্তমাদেবী তথা ও উত্তম, সকল বিষয় তাহা সত্যীনারায়ণরূপ বলিয়া প্রমাণিত ॥ ৭৪

ধারাবতী তাহার স্ত্রীরূপ বলিয়া জানিতে হইবে, ইহা মনীষী

সত্যপ্রধানঃ যজ্ঞেশঃ যজ্ঞ ওঙ্কার ঈশ্বরঃ
তদ্রূপত্বে বিষ্ণোঃ নারায়ণঃ প্রেম-নিত্যম্ ॥ ৭৪
তথ যাজ্ঞিক বিষ্ণোঃ প্রকৃতি রমৌষিৎ।
মনোজ্ঞস্য অনোজ্ঞস্য কৃষ্ণাস্য বিবিধ সুব্রত ॥ ৭৫
যানাত্যাযং অনাত্যাবাত্মযুক্তেরভাবতঃ।
যেষাক্রমেণ যোগেন সংসারার্ণব পুরুষি ॥ ৭৬
অধোঽধঃপুরুষৈরেব বিশ্বু-যাজ্ঞিকরূপেন চ
মনোজ্ঞস্য নারী রোহেণৈরোপলক্ষাতে ॥ ৭৭
ইহ মহাযজ্ঞস্য প্রকৃতি রমৌষিৎ।
অনোজ্ঞস্য ঋষিবার্যোঽয়ং তদ্ বিষ্ণুর্বাঃ ॥ ৭৮
ন পুরুষি মূলে তাঃ পতিতশ্চ পরস্ত্রিয়ম্।
নির্জনেঽনির্জনে বাপি মনসাপ্য পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৭৯
আপদ্ধামি যৎমনোজ্ঞস্যা ব্রহ্মণোঽধুনা।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন যাং স্ত্রীত্বামি লোকনে ॥ ৮০
অয়মেব পন্থাস্তুত্যা দেবস্ত্রিয়োপভোগতঃ।
মনুষ্যলোকযো দ্বিত্ব সুখাভাবঃ ঘরে পুরে ॥ ৮১
অবশ্যস্ত্রীত্ব লোপেষু যোষিৎপাণিগ্রহেষু চ।

পুরুষের অধম। কৃষ্ণা স্ত্রীরূপ যে ভোগ-মনোজ্ঞ ও অনোজ্ঞ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭৫

মুক্তির যানাভাব, অযানাভাব অর্থাৎ সবরাভাব, প্রাণীর অভাব, যেমক্রম, যোগ, সংসার, এই অধঃপুরুষ তথা যান, পঞ্চতত্ত্ব এবং যাজ্ঞিকাদি কারণে মনোজ্ঞা স্ত্রীর সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সব কারণে যাহাদের সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সব কারণে যাহাদের সঙ্গীত যোগবলে লাভ করা যায় ॥ ৭৬-৭৭

মনীষী পুরুষগণ এই মনোজ্ঞাদেরে মহাযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন। আমি পুরুষগণ অযোজ্ঞ কৃষ্ণাকে ঋষিবার্য, সুতরাং অজন্ম বলিয়া জানেন ॥ ৭৮

পরস্ত্রী নির্জনে,অনির্জনে কিংবা অন্তরে অন্তরালে থাকিলেও মনুষ্যলোক পতিত (পাপগ্রস্ত) করি পরস্ত্রীতে কিছু বিশ্বাস করেন না ॥ ৭৯

হে ব্রহ্মন্। আমার আপদ আসিয়া এখন তোমার নিকটে আসিয়াছি। গান্ধর্ব বিবাহ দ্বারা আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিব ॥ ৮০

আমিই দেবরিরাজক দেবভোগী বলিয়া এ জগতে মানবগণের অবজ্ঞাস্পদ হইয়াছি, জীবনে সকলে যোগাভ্যাসে আমি কৃষ্ণার নামে তাঁহার সেবক এরূপ বিধান দিলাম ॥ ৮১

অথুনা সাবধানেন্দ্রাঃ সাধিকারান্ত সাধনঃ ।৩২
তাসিষ্যেহহং তাসামি কৃষ্ণ-ভূপস্য ধন্যঃ
আসিষ্যে হং তুলসী সাধকা হরিণা পুরা । ৩৩
তস্মৈব সাধিকা কোপাৎ তাসামি তারতে ভূবি
যাং সংস্কৃত্য নিজ কোহং সালঃ সাধারণাস্তঃ । ৩৪
ইত্যেবমুক্ত্বা স পুনান্ বিরয়ায় মহামুনে ।
সমিত্বা তুলসী স্ত্রী প্রকৃতিমুপাজগমে । ৩৫

তুলসীস্তবঃ ।

এবমিত্বা মুনে বিপ্রে মুনেষু চ প্রণমিতঃ ।
কাশ্যেবধিঃ কাশ্যা সর্বসিদ্ধিতি কাশকঃ । ৩৬
তয়াসমুক্ত এবাহং বিধাতেব পরাত্মিকা ।
ন নিশ্চিতঃপ্রভাতিঃ পুনাংস্ত দ্বিয়া ভিতঃ । ৩৭
নিশ্চমি পিতরো দেবা যস্যাস্ত্রীতিক্ত জন্ম
স্ত্রীতিঃ মনসা বাচা পিতা স্ত্রাতা চ নিশ্চমি । ৩৮

তস্মাদ্ বিপ্রা দশাবের ভাস্তকে মৃতকে তথা ।
তুলিসো যাবশাবের বৈষ্ণবঃ পক্ষশাবকঃ । ৩৯
সূত্রো যাবেন বেদেষু মাতৃবন্ধুর্নশব্দতঃ
অতঃ স্ত্রীতিঃ তুবোক্তিভাবাবকালয়ঃ । ৪০
ন সুকৌহ্যা তস্য পিতঃ পিতরর্পণম্ ।
ন সুকৌহ্যা দেবাস্তস্য পুষ্পজলাদিকম । ৪১
কিং তস্য জাবতপসা জপহোমব্রতৈঃ ।
কিং বিদ্যয়া বা যস্যা স্ত্রীর্জিহ্বা নবোহতম্ । ৪২
বিদ্যাপ্রতাবজ্ঞানার্থং যয়া ইত পরীক্ষিতঃ ।
কৃষ্ণা পরীক্ষাং কাস্তস্য তুলাসি তামিনী যথা । ৪৩
যথার তুলসীনাথ তুষ্যাবাজ্ঞানিনে তথা ।
ধরিত্রায় চ মূর্খায় ভোগিনে মূঢ়চিত্তায় চ । ৪৪
অত্যন্তকোপযুক্তায় চাত্যন্তাধর্মিণায় চ ।
পতুলাত্যাগহীনায় চাত্যায় ধনিনায় চ । ৪৫

যোগোক্তবাহন যো ও যোগ-যোগী সার্বসাধ্যে আমা এক ভাই যোগসত্ত্ব সর্বদা আমি একত্বে বিলাস। কিন্তু তাহিতা-দেবীর অভিশাপবশতঃ আমি এখন নারায়ণে হইয়া অবস্থান করিতেছি। ৩১

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবে আমি সব বিষ্ণুই আমি এখন তাহিতাত্ত্ব হইয়াছি। তুমি শ্রীহরি কর্তৃক সংরক্ষা অর্থাৎ ইশমুক্তা যোগাত-যাগিনী তুলসী, তুমিও তাহিতা। ৩৩

তুমিও ঐভাবার অভিশাপে এই ভারতভূমিতে অবস্থান করিবে। আমি যোগবলে যোগবল ইচ্ছাবলে করিবার বাসনা করিলেও ইহাকে অন্য ভারতে সমর্থ হই নাই। ৩৪

মহামুনে নারদ। এই কথা বলিয়া সেই পদ্মমুখ বিপ্র হইলেন। তুলসী তখন আত্মবিস্মৃতা হইয়া মহাভক্তিভরে বিষ্ণুর স্তব বন্দনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫

তুলসী কহিলেন,—এইরূপ বিধাতা সর্বসিদ্ধি বিধাতার আধিষ্ঠানের প্রভাবের পাত্র হইয়া থাকেন। কাশ্যেবী বিষ্ণুর কাশ্যাবাসময়ে একদা কাশ (তিনি) পরীক্ষার্থই তাঁর করিতে ইচ্ছা করেন। ৩৬

তখনই আমি তাঁহাদিগের বিষ্ণুতে পরাত্মিকা হইলাম। যে পুরুষ স্ত্রী কর্তৃক পরাজিত হন, সেই পুরুষই তখনই নিশ্চিত হন এবং তাঁর অপরিচ্ছন্ন থাকেন। ৩৭

স্ত্রীতিঃ পুরুষের পিতৃগণ, দেবগণ ও বান্ধবগণ সকলেরই নিকট অবজ্ঞেয় হন। পিতা ও ভ্রাতা স্ত্রীতিঃ বাক্যে বাক্য এবং মনের দ্বারা নিন্দা করিয়া থাকেন। ৩৮

তাই কহিলাম যে বাসক বা মৃতক অবস্থায় হয়, তাহাদের তাহিলাত্ত্ব অধিক, অতিথি তার নিজে এবং বৈষ্ণব পক্ষের নিজে শুদ্ধ হন। ৩৯

এইরূপ পুত্র একমাত্রে তাহিলাত্ত্ব হয়েন এবং তাঁহাদের মাতৃকুলের অপবাদ হয়। বিধাতা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে বিধিত হইয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীতিঃ পুরুষের বিশ্বাস অপবাদ থাকে, তিনিতে তখন তাহার বেদ বন্ধ হইবে, তখনই যে তাঁহি বাদ তাহিবে। ৪০

তাহার পিতৃগণ তখনও পিণ্ড ও তর্পণ-জল দেবতার গ্রহণ করেন না এবং দেবগণও নিত্যনৈমিত্তিক তাহাদের পুষ্প ও জলাদি গ্রহণ করেন না। ৪১

স্ত্রীতিঃ কর্তৃক যাহার জিহ্বা অস্পৃষ্ট হইয়াছে, সেই স্ত্রীতিঃ পুরুষের জপ, তপস্যা, ব্রত, হোম, পূজা, বিদ্যা কিংবা জ্ঞানের দ্বারা কি হইবে? অর্থাৎ এ সমস্তই তাহার নিষ্ফল হইয়া যায়। ৪২

আমি যেমন বিষ্ণু, প্রভাব ও জ্ঞান পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম; কারণ, তামিনী কান্তকে (তিনি পুরুষকে) পরীক্ষা করিয়াই তাহাদের মান করেন। ৪৩

যে ব্যক্তি অজ্ঞান, মূঢ়, অজ্ঞান, ভোগী, অতিমূঢ়, পশু,

কল্পং তৈব মৃত্যুং শ্রীকৃষ্ণস্য পাপিনে।
অশ্বত্থস্য নরং যোঽপি যঃ খনতি পাতকি চ ॥ ৯৬
পাপাত্মা কথিতঃ তৈব মুনে চ বিপ্রবৃত্তিকম্।
বৈকুণ্ঠস্য পুরঃ যত্র কল্পান্তকং নরঃ ॥ ৯৭
যঃ কন্যাপালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি
বিপ্রঃ লোভেন কুম্ভীপাকে ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮
কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী
কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৯
তদন্তে ব্যাধযোনৌ চ শতজন্মনি জায়তে।
বিক্রীণাতি মাংসভারং বহতে চ বিক্রিণম্ ॥ ১০০
ইত্যেবমুক্ত্বা তুলসী বিররাম তপোধনে।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা তত্রাজগাম নারদ ॥ ১০১
দৃষ্ট্বা ননাম তুলসী শঙ্খচূড়শ্চ নারদ।
উবাচ তত্র দেবেশস্তাভ্যাঞ্চ হিতমুত্তমম্ ॥ ১০২

ব্রহ্মোবাচ।

কিং করোষি শঙ্খচূড় সংবাদমনয়া সহ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন বিবাহং কুরু শোভনম্ ॥ ১০৩
ত্বঞ্চ পুরুষরত্নঞ্চ স্ত্রীরত্নঞ্চ সতী স্বয়ম্।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ১০৪
নির্বিরোধসুখং রাজন্ কো বা ত্যজতি দুর্লভম্।
যোঽবিরোধসুখত্যাগী স পশুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫
কিং ত্বং পরীক্ষসে কান্তমীদৃশং গুণিনং সতি।
দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাং বিমর্দকম্ ॥ ১০৬
যথা লক্ষ্মীশ্চ লক্ষ্মীশে যথা কৃষ্ণে চ রাধিকা।
যথা ময়ি চ সাবিত্রী ভবানী চ ভবে যথা ॥ ১০৭
যথা ধরা বরাহে চ যথা যজ্ঞে চ দক্ষিণা।
যথাত্রাবনসূয়া চ দময়ন্তী নলে যথা ॥ ১০৮
রোহিণী চ যথা চন্দ্রে যথা কামে রতিঃ সতী।
যথাদিতিঃ কশ্যপে চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী যথা ॥ ১০৯
যথাহল্যা গৌতমে চ দেবহূতিশ্চ কর্দমে।
যথা বৃহস্পতৌ তারা শতরূপা মনৌ যথা ॥ ১১০

অশ্বত্থ, অগ্নি, অতিথি, জল, তুলসী, ব্রাহ্মণ ও পাপী ব্যক্তিকে কষ্ট দান করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়। ৯৩-৯৬

এইরূপ যে ব্যক্তি পাপ, অন্যায়, গুরু বিপ্র ও বিপ্র-পত্নীকে কথা বলে, সেই ব্যক্তি কল্প পর্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। ৯৭

যে ব্যক্তি কন্যাকে পালন করিয়া বিক্রয় বা অন্যভাবে সেই কন্যাকে যদি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কুম্ভী-পাক নরকে বাস করিয়া থাকে। ৯৮

সেই পাপী চন্দ্র সূর্য যতকাল থাকে ততকাল সেই নরকে থাকিয়া কন্যার মূত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে থাকে এবং কাক ও কৃমিগণ তাহাকে দংশন করে। ৯৯

তাহার পরে সেই পাপী ব্যাধযোনিতে শতজন্ম জন্মগ্রহণ করে এবং বিক্রয়ের জন্য মাংসভার বহন করে ও তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে। ১০০

সেই তপস্বিনী তুলসী শঙ্খচূড়কে এই কথা বলিয়া বিরতা হইলেন এবং সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০১

নারদ! তখন তুলসী ও শঙ্খচূড় তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পরে দেবেশ্বর ব্রহ্মা উভয়ের হিতকর এই কথা বলিলেন। ১০২

ব্রহ্মা কহিলেন,—শঙ্খচূড়! তুমি ইহার সহিত এক্ষণে কি আলাপ করিতেছ? গান্ধর্ব বিবাহ বিধি অনুসারে তুমি ইহাকে পাণিগ্রহণ কর। ১০৩

তুমি এক পুরুষরত্ন এবং এই সতী তুলসী স্ত্রীরত্নস্বরূপা, সুতরাং তোমার ন্যায় রসিকের সহিত এই রসিকা রমণীর এই মিলন অবশ্য গুণযুক্ত হইবে। ১০৪

রাজন্! এই অবিরোধ সুখ, অতএব নির্বিরোধ সুখ কোন্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করে? যে ব্যক্তি এরূপ অবিরোধ সুখ ত্যাগ করে, সে মানুষ নয়—পশু, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০৫

সতি তুলসি! তুমি এই দেবতা ও দানবগণের বিমর্দনকারী মহাত্মা, সর্বগুণবান্ এ এরূপ প্রিয় কান্তকে কেন পরীক্ষা করিতেছ? ১০৬

যেমন লক্ষ্মীপতি নারায়ণে লক্ষ্মী, কৃষ্ণে রাধিকা, আমাতে সাবিত্রী, শিবে দুর্গা, বরাহে ধরা (পৃথিবী), যজ্ঞে দক্ষিণা, অত্রিতে অনসূয়া, নলে দময়ন্তী, চন্দ্রে রোহিণী, কামদেবে সতী রতি, কশ্যপে অদিতি, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, গৌতমে অহল্যা, কর্দমে দেবহূতি, বৃহস্পতিতে তারা, মনুতে শতরূপা, দক্ষিণা, স্বায়ম্ভুব (মনুতে) তারা, ষড়াননে (দেবসেনা ষষ্ঠী)

যথা চ দক্ষিণ: যত্নে যথা বামো ন্যাসনে
যথা পত্যৌ সংন্যস্ত চ যথা পৃথিব্যাং সপত্নী। ১১১

যেষামন্যা যথা ভূমে হরে মূর্তিরিবা সতী
যৌবাদ্যো মূর্তিরো তত পত্যুস্তে তথা তব ॥১১২

অন্যেন সার্দ্ধং পৃথিব্যাং সুপ্তয়োশ্চ চ সুপ্তয়ো
স্থানে স্থানে বিরাজন্ত যোষিন্তঃ সুক্ত সন্ততম্ ॥১১৩

পশ্চাৎ প্রাপ্যাদি যোষিন্তঃ যোগেন্দ্রে সুপ্তয়োশ্চ চ।
চতুর্ভুজত্ব বৈকুণ্ঠে পত্যুস্তে ভূত্ব সন্তি ॥ ১১৪

ইত্যেবমাদিভিঃ কৃত্বা আদরং শ্রেষ্ঠধর্ম বিধিং।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন তুলস্যা তত্ত্ব যাদবঃ ॥ ১১৫

অর্থে ভূমিরাত্মত পুণ্যপৃথিবীমুদ্ব ॥
ন যেন যদবা সার্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যেন যোগবিৎ ॥১১৬

মুর্ধ্বা দত্ত্বাপি তুলসী নবরত্নসমন্বিতা
নিত্যা নির্ধনে দাতা ব্রহ্মাগ্রমুখমাত্মনে ॥ ১১৭

ইত্যেবমীশ্বরাদানং চতুর্থমীরিতং পুরা

স্ত্রী, অর্থাৎ পৃথিবী, ভূমে (ভার্যিতে) যেমনভাবে এবং অর্থে সতী মূর্তি আনয়ন করিয়া বিবাহমন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেইরূপ যৌবাদ্যো ও মূর্তিরা তুমি পত্যুস্তে আনয়ন করিয়া বিবাহ-মন্ত্রে আবদ্ধ হও। ১০৯-১১১

মূর্তিরি। তুমি এই মূলের পুরুষ পত্যুস্তের সহিত দীর্ঘকাল থাকিয়া সাধারণের নিকট-পুরাণে সকল বিধান কর। ১০৩

এই পত্যুস্ত মূল হইলে পর তুমি পুনরায় যোগেন্দ্রের যোষিদ্বেশে প্রাপ্ত হইবে এবং বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণেরও দাস হইবে। ১১৪

বিবাহিতা ব্রহ্মা এইরূপে তুলসী ও পত্যুস্তকে আশীর্বাদ করিয়া বিবাহের ব্রহ্মধাতা অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা হইলেন। অনন্তর যাদব পত্যুস্ত সেই তুলসীকে গান্ধর্ব বিবাহ অনুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ১১৫

তখন অর্থে ভূমিরাত্ম হইতে আদিত্য এবং আকাশ হইতে পুণ্যশ্লোকী হইল। সেই পত্যুস্ত সেই সময় তীর্থ অবতার যাদবকে তুলসীর তুলসী তুলসীর সহিত দান করিতে লাগিলেন। ১১৬

ত্রিরাত্রের সহিত নবরত্নের বিনিময় হইয়া তুলসী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। মহীয়সী তুলসী নির্ধনে মূলধাতাগণকে বিলাইয়া হইলেন। ১১৭

ব্রাহ্মণায় যদিকৃত্বং ত্রিরাত্রায় যথোচিতম্ ॥ ১১৮
অন্তঃপ্রবাসমাত্রেণ পূর্বং ত্রীণ্যেবোদিতম্।
তৎপূর্বং তুলসীভূতায় ত্রিরাত্রং যদিতেষ্যতে ॥ ১১৯
অতীব হৃদয়ং যেষাং ন সর্বজ্ঞবিবর্জিতে।
পুণ্যাঃ পুণ্যকরং চ পুণ্যাঃ পুণ্যবাসুনা ॥ ১২০
পুণ্যাত্মানং নরো ভীরে পুণ্যাঃ পুণ্যবর্তিতে
পৃথীয়া ত্রিরাত্রং যাদবং পুণ্যাঃ পুণ্যবর্তিতম্ ॥ ১২১
তুষিত্বা তুলসীং সর্বৈরতীবপুরুষোত্তমম্
পুরাণবিধিনাদ্যন্তি ত্রয়ঃ পুরুষবিজয়ে ॥ ১২২
ত্রয়ার যাদবঃ সর্বৈঃ পুণ্যা তুলসী সতী।
তেষাং ত্রিরাত্রাত্ত ত্রয়ার ত্রয়ত্রাধিপি ॥ ১২৩
যজ্ঞবল্ক্যেন যাদবেন ত্রিরাত্রং বিধিবার যা।
ন চ ত্রয়ার তথাত্ত নিষ্ফলবিপুলত্রয় ॥ ১২৪
ন ত্রয়ত্রমি তথাত্ত যাদবেষা যদৌ পুরা
যা যদৌ তত্ত্বযাদবার্থে করতুবলত্রয় ॥ ১২৫

তাহাদের চতুর্থরিত্রাধিষ্ঠিত ত্রিরাত্রের অধিষ্ঠিত যে চতুর্থরিত্রায় ত্রিরাত্র ইঁহাদিত আছে, ত্রিরাত্রের পত্যুস্ত অন্ত-প্রবাসের অধিক পূর্বেও ত্রীণ্যেবোদিত সেই সকল পুরাণবিধিত মূল তথন অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ১১৮-১১৯

সর্বজ্ঞতার প্রতিবিধিত অধিষ্ঠিত হৃদয়ীয় যোগ পুণ্য-প্রকাশ-যুক্ত থাকা মূলত্রয়ুক্ত পুণ্য-চলন হইত পত্যুস্ত, তখনও যা হৃদীয়ের পুণ্য-চলনস্থিত পুণ্যাত্মাদের পত্যুস্ত পুণ্য-চলনস্থিতা, সর্বধিত তুলসীযুক্ত বিভূষিতা, অতীব মনোহরা ও হৃদয়ীয়া হৃদিয়া তুলসীকে লইয়া তুলে সন্তোষ করিতে লাগিলেন। মূলত তৎপর বিপুল সেই তুলসী ও পত্যুস্তের যথা তুলত্রয় বিধান ছিল না। ১২০-১২২

সতী তুলসী তখন অবতারশ্রেষ্ঠ যাদব পত্যুস্তের সহ হরণ করিলেন। আদার হৃদয়ি ও তাবলি পত্যুস্ত হৃদিয়া তুলসীর তেজা হরণ করিলেন। ১২৩

তুলসী পত্যুস্তের পত্নীরূপে প্রথম এবং দুই বাহুতে দুই ভিন্ন মূর্তিরা বিলম্ব এবং পত্যুস্তও তখন তুলসীর পদাঘাতিত বিপুল-বিপুলাদি তোড়া গ্রহণ করিলেন। ১২৪

পত্যুস্ত সেই সময় তাদবত্বত্বত্বয় তীর্থের মধ্যে সত্যবতী (সত্য-ভক্ত) করিয়া বিলম্ব এবং সেই তুলসীর তখন ত্রিরাত্রস্থ যাদবার্থে করতুবলত্রয় ঠিক অধিত করিলেন। ১২৫

তাভ্যাং সংস্তূয়মানশ্চ যযৌ হৃদয়মন্দিরম্।
তত্রস্থমূর্তয়ে সা চ প্রণমৌ ভক্তিপূর্বকম্॥ ১২৯
পুনরেত্যবিতস্থৌ সৌ চ সমুত্থায় সসম্ভ্রমম্।
স্মারেণ চক্রতুস্তত্র স্তবনমপি বাঞ্ছিতম্॥ ১৩০
দুর্বাসাস্তচ্ছ্রবণেন সা তুষ্টৈ তিলকা যযৌ।
সর্বান্তে পুনরে যযৌ চকার চাসুরেশ্বরম্॥ ১৩৮
সুধাদিতক আসুদ্য বহিস্তুষ্টে চ বাসবৌ।
পারিজাতমা কুসুমং মালাকৈব সুশোভনম্॥ ১৩৯
অমূল্যরত্নখচিতং সুরত্নকবচোত্তমম্।
পুনশ্চক্র মহিমাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্॥ ১৩০
বালী তথাবিধিত্যেবং সমুক্তা পুনঃ পুনঃ
নমাম পরমা ভক্ত্যা যাহিনা তপসালিনম্॥ ১৩১
সম্বিদা তমুবাচোক্তং লোচনাভ্যাং পপৌ পুনঃ।
স্নিগ্ধয়ন্নিব সংভাষ্য সন্তুষ্টশ্চ পুনশ্চ তম্॥ ১৩২

স চ তাভ্যাং সমাকৃষ্টং চকার বক্ষসি স্বিয়ম্।
সস্মিতং বাসসাস্যাশ্চ দদৌ মুখপতঙ্গম্॥ ১৩৩
চুম্বনং কৃতবান্ গণ্ডে বিশ্বে শ্রী পুনরেব চ।
যযৌ তস্যৈ বরমুদ্রাং বরদাতাচ্যুতশ্চ যং॥ ১৩৪
উপাস্যতা ভবত্যেষাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
যযৌ নতীস্তুষ্টশ্চ তাং দাস্তে প্রণত যং॥
বেদমূর্তয়ঃ প্রাণায়া তোষিণ্যাস্তৈব কুণ্ডলম্॥ ১৩৫
অমূল্যরত্নরাজি বরাস্তে বরভূষণম্।
শঙ্খঃ প্রকটিয়ঃ চিত্রং যযুরঃ বিস্ময়কর্মণা॥ ১৩৬
বিচিত্রপীঠরত্নেষু সর্বাকাপি দুর্লভাস্তু।
তুষ্টাব চ তুষ্টা চ পরীতায়ঃ চকার চ॥ ১৩৭
নির্যায় জগতীতায়ঃ তস্যাস্তে মালাকমুদ্যম্।
সুচিত্রং পুষ্পকং যত্তে তত্রেষেষ্যঃ তথা॥ ১৩৮
চন্দ্রলেখাবিভিন্নুক্তং চন্দনেন সুগন্ধিনা
পরিতঃ পরিতস্তিষ্ঠৈঃ সাধ্বীঃ কুসুমবিভূতিঃ॥ ১৩৯

তাহার পর তিনি সমাকৃষ্ট (স্নেহ) হইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সেই সুন্দরী তখন তাঁহার মুখ পতঙ্গের ন্যায় চুম্বন করিলেন। ১৩৩

এইরূপে ক্রমে তাঁহাদের সুস্থতার অবসান হইলে পর তাঁহারা উভয়ে পরস্পর হাসিয়া নিজ নিজ মনোগত সুখের কথা বলিলেন। ১৩৭

সেই সময় সুন্দরী সুস্থ-সুস্থ চন্দনের দ্বারা তাঁহার তিলক রচনা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার ললাটে সুন্দর সিন্দূরের বিন্দু অঙ্কন করিলেন। ১৩৮

সুধাদির স্বাদুর, বহিঃস্থিত ভক্ত সমূহ, পরিতোষের সুখ এবং পরিতোষের অতিসুখের সাক্ষী, অমূল্য রত্নখচিত উত্তম কবচ এবং দিব্য লোকে দুর্লভ সুন্দর মণি প্রদান করিয়া সুন্দরী 'আমি তোমার দাসী' এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ পূর্বক অতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিলেন। ১৩৯-১৩১

তাহার পর ইন্দ্র প্রাণতুল্যা সুন্দরী বিশিষ্টের দুই কর্ণে দুইটি সুন্দর কুণ্ডল বিশেষ পূর্বক তাঁহার মুখকমল পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকিলেন। ১৩২

তখন সমাকৃষ্ট সেই স্ত্রিয়া সুন্দরীকে টানিয়া নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্র হাস্যমুখ ও সুন্দর মুখকমল দেখিতে থাকিলেন। ১৩৩

তাহার পর তাঁহার কবচ অমূল্য ও বিচিত্রসুন্দর রত্নের দ্বারা নির্মিত হইল। তখনও সেখানে নিজেই হইতে আনীত অমূল্য এবং তাঁহার নিজেই হইতে আনীত বিচিত্রবিধানে উজ্জ্বল বিচিত্র সুন্দরীকে ভূষণ করিলেন। ১৩৪

তাহার (বহ্নি-দত্তের) নিজেই হইতে আনীত দুইটি সুন্দর, তাহার (সূর্য-দত্তের) নিজেই হইতে আনীত দুইটি শ্বেত, রোচিষীর (চন্দ্রদত্তের) নিজেই হইতে তুলিত চন্দন, বরুণের (তাহাদত্তের) নিজেই হইতে আনীত বহুবিধির অমূল্যরত্নে এবং বিশ্বকর্মা যে উত্তম ভূষণ, অতি সুন্দর ও বিচিত্র পদ্ম বিদ্যাধিদেব, তাহাও উক্ত সুন্দরীকে প্রদান করিলেন। ১৩৫-১৩৬

বিচিত্রপীঠরত্নেষু, সুন্দরীর পদ্মা ও সহধির ভূষণসমূহ প্রদান করত তাঁহার স্তুতি সম্পাদন করিলেন। ১৩৭

তাহার পর স্ত্রিয়ার তরণীতায় নির্যাণ করিয়া তাহাতে মালাধারণোদ্যম করত তাহাকে পুষ্পক যানে আরোহণপূর্বক সুচিত্র পদ্ম রচনা করিয়া সুন্দর চন্দনদ্বারা চারিদিকে বিচিত্র বৃত্তুল-বিন্যাসক্রমে সহিত সমাটে প্রকল্পিত কৌশিষ্য-সমূহ বিন্যুক্ত-চিত্তক প্রদান করিলেন। তাহার পর তাঁহার চন্দন-বিলিপ্ত পাদপদ্মযুগল এবং নখসমূহ চিত্র অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিলেন। তখনও সেই অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণপদ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বাক্যপূর্বক 'যে দেবি! আমি তোমার দাস' এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করত তাহা সম্বন্ধে সেই সুন্দরীকে

ফলৎপ্রতীপাকারক বিম্বৃতিনিকরঃ যত্নৈ।
উৎপাদয়ন্তরুমূলে ফলসন্ততিমিশ্রিতে ॥ ১৪৭
চিত্রালক্তকরাগক নখরেষু যত্নৈ মুদা।
স্বয়ংভূমি মুহুর্বাক্ষ দরাগঃ ঈষদ্ভূতম্ ॥ ১৪৮
যে যেহি যব হংসোঽবিচ্ছাকাঃ পুনঃ পুনঃ।
ভক্ষয়িত্বাপযাবের তাকে ছত্রা স্বয়ংভূমি ॥
অন্যোন্যবং পরিচয়,ত্বা ভাকাঃ স্বাদয়ন্তঃ যত্নৈ ॥ ১৪৯
কন্দরে কেবলিন্দরে শৈলে শৈলে বনে বনে
স্থানে স্থানেঽভিনয়ো চ পুন্নোঽস্যেঽভিনির্দিশেৎ ॥ ১৫০
ভক্ষণে কথনে বিদ্বুতীরে চ পুরুষে বনে।
পুনরুত্থাকাকীতীরে নীত্বাভক্ষনোবরে ॥ ৫১
পুলিনে পুলিনে বিত্তো নদ্যাং নদ্যাং বনে বনে।
মহৌ মধুকরীণাক মধুরঞ্জনিনাদিতে ॥ ১৫২
বিনিক্ষেপে পুনরুনে নদ্যুনে যদুযাবনে।
দেবোদ্যানে দেবগনে চিত্রে চন্দনকাননে ॥ ১৫৩
চন্দ্রকান্যাং কেতকীনাং মাধবীনাক মাধবে।
কুন্দানাং মালতীনাক কুসুমোদ্গমকাননে ॥ ১৫৭
বন্ধুজীবে বন্ধুজীবে পারিজাতবনে বনে।
নির্জনে তাকশীযাবে বসে কাঞ্চনপর্বতে ॥ ১৫৮
কাঞ্চীযাবে বিকল্পকে বকুলে তাকশাকরে।
পুন্নাগবনয়ন্তে চ পুংযোগিনকুজে জগতে ॥ ১৫৯
পুন্নাগবনয়ন্তুকঃ পুন্নাগবনাদুনা।
কাদুকা কাদুকঃ কাপাং ন যেবে যাদয়া সহ ॥ ১৬০
ন ফুল্লো নাবযেদ্রুক্ত ভূমিরৈব ভদাব না।
ইতিহা ভূকবর্ষেণ বয়ুবে মধবস্তাযাঃ ॥ ১৬১
ভয়া সহ মধাগয়া যত্নেবং নাবযন্তকঃ।
মদাকীড়ালয়ঃ কৃত্বা বিহরাব পুনবক্ষঃ ॥ ১৬২
এবং মাধুকুজে তাদৃশে মধুকুজ প্রধাবযন্।
একদন্তরুতা পূর্বং রাজরাজেশ্বরো ভবী ॥ ১৬৩
যেবানাযপুরাণাক যাবণানাক সন্তকম্।
মন্ত্রণাযাং বিরূপাযাং তাকনাযাক পাতিতঃ ॥ ১৬৪
ভ্রতাবিভাগা যেবাক চতুর্ভি বিম্বুতা যথা ॥ ১৬৫
পুত্রাযোবাদিকঃ ভেদো ভদায় বিদিতঃ ভদাৎ।
আত্মনঃ চাবিতাযাক শত্রুপুত্রবধাদিকম্ ॥ ১৬৬

উদ্যত যাদব করিয়া বৃষ্টিবিদ্ধি যাদব অবতারের অন্তর যেই অন্যোন্য পরিত্যাগ পূর্বক অন্তর্যাদব যাদব করিবেন ॥ ১৫৮-১৫৫

অন্যত্র যেবানে মন্ত্র পর্বতে, অন্যত্র অন্যত্র পর্বতে পর্বতে, এইরূপ বনে বনে, অতি ভয়ঙ্কর স্থানে স্থানে, অভিনির্দেশ পুন্নোক্তানে, অন্যত্র অন্যত্রে, বিম্বুতীরে অন্যত্র পুরুষ বনে, অন্য অন্য এবং মুখরি, কুকীরব ও মন্ত্র মন্ত্র বাদ্য দ্বারা মনোহর পুন্নাগ্রা কাকীতীরে, দিবা পুলিনে পুলিনে, প্রতিবন বনিবে, বনে বনে, ভোগ সময়ে মধু (চৈত্র) মাসে, মধুকরদের মধুর ঝঙ্কারযুক্তিত, নির্জনস্থানস্থিত মৃদুস্পর্শ পবনযুক্ত ও নন্দন (আনন্দদায়ক)-পরমাদ পর্বতে, দেবোদ্যানে, দেবগনে, বিচিত্র চন্দনকাননে (নন্দনবনে নন্দনকাননে), অন্যত্র চন্দন, কেতকী ও মাধবী বনে এবং ভোগ সময়ে কুন্দ, মালতী, কুসুম ও পরকাশিত, ভোগ সময়ে বন্ধুজীব বন্ধুজীবে, পারিজাতবনে বনে, নির্জন তাকশয্যা স্থানে, বন তাকন পর্বতে, তাকীযাবে, তাকনবনিবৃক্ষিত বিকল্পে ও বকুলযাবে প্রভৃতি এবং ভোগিদের মৃদুস্পর্শিতে অতিমৃদু স্থানে পুন্নাগবনস্থিত নদ্যাং তাদৃশ পবনযুক্ত পুন্ন কুসুম ও অন্যত্র ভ্রমিত হইয়া পুন্ন

এবং ভোগিদের মৃদুস্পর্শী তাদৃশযা ভোগিনা তাদৃশী কুসুমীয় কুসুমীয় সহিত ভদ্র অর্থাৎ ইতিমুখ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ১৫৫-১৫৩

অথাপি যাদবেন্দ্র পবনযুক্ত কৃত ভাবিবেন যা এরূপ সেই কুসুমীয় কুসিনাস ভবিবেন না, এবং মুহূর্তাদিতে বৃষ্টিপ্রাপ্ত আসিয়া তার উপরেন্দ্র উদ্যোগ তাদৃশযা অধিক হইল ॥ ১৫৪

অনন্তর যাদব পবনযুক্ত কুসুমীয় সহিত আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া কুসুমীয় ক্রীড়াযুক্ত নির্বাণ অনন্ত পুনরায় তথায় বিহার করিতে থাকিলেন ॥ ১১২

প্রজাপরাজী রাজরাজেশ্বর পবনযুক্ত সেই সময় এক মহাযজ্ঞের পূর্ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ১৫৩

পবনযুক্ত সেই সময় সভা বেদ, অনুক্ত, বাদব, পবর্ত, বিদ্বান ও রাজনবন্ধুক পাতি দান করিলেন। বেদবান বিদ্বানের অধিকার হইল দ্রুত হইয়া বিম্বুতবিদ্যের তার বিহার করিতে থাকিলেন ॥ ১৫৪-১৫৫

পবনযুক্ত বনপূর্বক বেদবনের পূজা, বোমাদি, বিদ্বান—ভাদা, আভাস, অধিকার, সত্ত, অন্ন এবং কুসুমাদি সমস্তই কাড়িয়া লইলেন ॥ ১৫৬

বিস্ময়াঃ সুরাঃ সর্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা ।
তে চ সর্বে [illegible] প্রণেমুর্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ১৫৭
তুষ্টাব কমলানাথং চতুর্বক্ত্রঃ পুনঃ পুনঃ ।
তদা ব্রহ্মা মহেশঃ সার্ধং [illegible] ॥ ১৫৮
সর্বৈঃ [illegible] বিষয়া [illegible] ।
তথা [illegible] দেবৈঃ সার্ধং বৈকুণ্ঠং [illegible] ॥ ১৫৯
দুর্দর্শং পরং ধাম [illegible] পরম্ ।
দদৃশুশ্চ [illegible] ॥ ১৬০
হর্ম্যং [illegible] ।
শোভিতান্ [illegible] ॥ ১৬১
ধনধান্যাদিভিঃ সর্বান্ [illegible] ।
[illegible] চতুর্ভুজান্ ॥ ১৬২
দদৃশুস্তান্ [illegible] ।
ব্রহ্মা তান্ কথয়ামাস [illegible] ॥ ১৬৩
তেভ্যো [illegible] প্রবিবেশ [illegible] ॥ ১৬৪
এতৎ ষোড়শ[illegible] ।
দেবৈঃ সার্ধং [illegible] প্রবিবেশ [illegible] ॥ ১৬৫
দেবর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ।
নানাভূষণভূষিতৈশ্চ সর্বৈঃ কৌস্তুভভূষিতৈঃ ॥ ১৬৬
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাভাসৈঃ চতুর্দ্বারৈঃ মনোহরম্ ।
মণিরত্ন[illegible] ॥ ১৬৭
অমূল্যরত্নখচিতৈঃ খচিতৈঃ [illegible] ।
মাণিক্যমালাজালাঢ্যৈঃ মুক্তাপঙ্‌ক্তিবিভূষিতম্ ।
খচিতৈঃ [illegible] ॥ ১৬৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৯
গোপাঙ্গনা[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭১
পারিজাত[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭২

[illegible] সকল দেবতা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া রহিলেন এবং তাঁহারা সকলে দণ্ডের ন্যায় [illegible] প্রণাম করিলেন ॥ ১৫৭

[illegible] ব্রহ্মা বিষ্ণুকে [illegible] স্তব করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তোত্র করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত [illegible] গমন করিলেন ॥ ১৫৮

[illegible] ব্রহ্মা [illegible] ও শিব সেই দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ১৫৯

অতিশয় দুর্দর্শ, [illegible], পরম ধাম বৈকুণ্ঠে [illegible] শ্রীহরির [illegible] তাঁহারা উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬০

তথায় তাঁহারা [illegible] দর্শন করিলেন। [illegible] সুসজ্জিত, [illegible] শোভিত, [illegible] বিভূষিত, [illegible], [illegible], [illegible], চতুর্ভুজ, [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] সেই সব [illegible] তথা [illegible] তাঁহাদের [illegible] প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহারা [illegible] অনুমতি প্রদান করিলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাদের [illegible] প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬১-১৬৪

অনন্তর [illegible] ব্রহ্মা [illegible] দেবগণের সহিত সেই [illegible] প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬৫

সেই সভা দেবর্ষি এবং কৌস্তুভবিভূষিত, [illegible], চতুর্ভুজ সমস্ত পার্ষদগণে পরিবৃত ছিল ॥ ১৬৬

ঐ সভার [illegible] (চারিক্রোশব্যাপী), পূর্ণচন্দ্র [illegible] মনোহর, [illegible] বিনির্মিত, [illegible] মুক্তাপঙ্‌ক্তিতে বিভূষিত, [illegible], [illegible] মণিকাদিবিভূষিত [illegible], [illegible] মাণিক্যমালায় [illegible] বিভূষিত, [illegible] কোটি [illegible], [illegible] ও [illegible] ভূষিত [illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] সোপানে সংযুক্ত, [illegible] শোভিত, [illegible] বেষ্টিত, [illegible], [illegible] সংযুক্ত, পারিজাতপুষ্পরচিত মালাসমূহে সুশোভিত, [illegible] সুশোভিত, [illegible]

সুবর্ণসূত্রান্ত দর্ভৈঃ বাধিত্বা সম্ভরেদ্ভুবম্।
বিন্যস্যোদগ্‌দ্বয়ং দর্ভৈস্তত্র মণ্ডলমালিখেৎ। ১১৩
সহস্রবেদ-ব্যাসাখ্যং পরিপূর্ণং বিধুং তথা
ধ্যাত্বা শ্রীহরিং ব্রহ্মা সম্ভরেত্তত্র পূর্ববৎ। ১১৪
তমস্তা তত্ত্বরাসেন তেষ্বেষু তারয়ারূপম্।
অমূলাস্তমনির্বাণ-চিন্নিগোত্রমনশ্বিতম্। ১১৫
বিকীর্ণনি তুণ্ডনিত্য তত্ত্বমালাবিভূষিতম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং চতুর্ভুজম্। ১১৬
নবীনবীরবস্ত্রাঢ্যং পুনরা পুরুষোত্তমম্।
অমূল্যরত্ননির্মাণং সর্বভূষণভূষিতম্। ১১৭
চন্দ্রোজ্জ্বিত-সর্বাঙ্গং কিরীত কেলিপল্লবম্।
পুনরো বৃক্ষকীলক পল্লবা দর্ভিতঃ মুদা। ১১৮
শান্তং দান্তমতীতাক্ষং লক্ষ্মীভূষণভূষিতম্।
ভক্তপ্রেমরসাপূর্ণং ভূক্তমুক্তা সুখাদিদম্। ১১৯
অক্ষতা পরমা ভক্তা যোজিতঃ যোগমার্গৈঃ।

সর্বৈশ্চ তুলসীদাম ভক্তিস্নাত্বাত্মকৈঃ। ১২০
এবমিষ্টিঃ তা পূজা পরিপূর্ণবিধং বিধুম্,
ব্রহ্মাবাহ্য পুনঃ সর্বে প্রণমা তুষ্টুবুস্তদা। ১২১
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ সংপরাঃ।
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্টা স্তোত্রা স্তান্ত্রস্তরাঃ। ১২২
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা বিধিনা ভক্তয়ামপি।
পুরাস্তা ভবরাসাদ্য বিস্ময়েন হরেঃ পুরঃ। ১২৩
হরিস্তবমচনা ব্রহ্মা সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শিবৎ।
প্রণম্যোবাচ ব্রহ্মাণং ভক্তমুক্ত মনোহরম্। ১২৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পদ্মভূতক বৃত্তান্তা সর্বং জানামি পদ্মজ।
ভক্তস্ত্ব মোপস্ত মহাভেজবিনং পুরা। ১২৫
পুরাঃ সুমুক্ষ ভবসর্বসিদ্ধিরাসং পুরাতনম্।
মোক্ষোপায়ৈশ্চ বিবিধং পাপঘ্নং পুণ্যবর্ধনম্। ১২৬

মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, বিষ্ণুমন্দিরের সন্নিকটে মণ্ডলের, সহস্র যোজনবিস্তৃত এবং বিষ্ণুরূপে পরিপূর্ণ করিবেন। এই মণ্ডলের ব্রহ্মা সম্ভার এবং দেবগণের সহিত শ্রীহরির স্তব করিবেন। ১১৩-১১৪

ঐ যেরূপ মণ্ডলমধ্যে পরিস্তৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেইরূপ শ্রীহরি সেই মণ্ডলে অবস্থান করিয়া চতুর্ভিধি বিভিন্ন বিকারূপে উপবিষ্ট আছেন। ১১৫

তিনি মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও গলে বনমালা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। তিনি চতুর্ভুজ, সেই হাত দক্ষিণের অধঃক্রমে পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ১১৬

তিনি নবীনবস্ত্রশোভা ধারণেন, মুকুট, অভিনব অলঙ্কার, অমূল্য রত্নবিনির্মিত সর্বাবিধ আভরণসমূহে বিভূষিত। ১১৭

তিনি সর্বাঙ্গে চন্দনচর্চিত, হস্তে কেলি পল্লব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মনুষ্য অঙ্কুরিত বৃক্ষ-কীলক দর্শন করিতেছেন এবং সদা বিরাজমান রহিয়াছেন। ১১৮

তিনি শান্ত, দমগুণসম্পন্ন, অক্ষয়িদেবী তাঁহার পার্শ্বদেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি ভক্তজনের সুখাদিত ভাবে ভক্তি করিতেছেন। ১১৯

যোগমার্গসমূহ পরমাদেবী পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং সমস্ত তুলসীদাম ভক্তিস্নাত্বাত্মকরূপে। ১২০

এবম্বিধি ভক্তি দ্বারা পূজা পরিপূর্ণবিধ বিষ্ণুর, ব্রহ্মাবাহন সুরাঃ সর্বে প্রণমা তুষ্টুবুস্তদা। ১২১

পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ সংপরাঃ।
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্টা স্তোত্রা স্তান্ত্রস্তরাঃ। ১২২

পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা বিধিনা ভক্তয়ামপি।
পুরাস্তা ভবরাসাদ্য বিস্ময়েন হরেঃ পুরঃ। ১২৩

হরিস্তবমচনা ব্রহ্মা সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শিবৎ।
প্রণম্যোবাচ ব্রহ্মাণং ভক্তমুক্ত মনোহরম্। ১২৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পদ্মভূতক বৃত্তান্তা সর্বং জানামি পদ্মজ।
ভক্তস্ত্ব মোপস্ত মহাভেজবিনং পুরা। ১২৫

পুরাঃ সুমুক্ষ ভবসর্বসিদ্ধিরাসং পুরাতনম্।
মোক্ষোপায়ৈশ্চ বিবিধং পাপঘ্নং পুণ্যবর্ধনম্। ১২৬

ভক্তিসহকারে এবং মনস্ত ভক্তজন অবলম্বনপূর্বক বিধিমত ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১২৩

এইরূপ ভক্তিবিধিই পরিপূর্ণরূপ সহস্রযজ্ঞের ফল বলিয়া দেবগণ সমক্ষে ব্রহ্মাকে প্রদান করত তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ১২১

ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাদি দেবগণের সর্বাগ্রে পূজা করিতে হইবে লাগিল, সেই জন্যই এই মন্ত্র এবং এই ভক্তজন পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার নিকটে নিজ নিজ ভক্তি অবলম্বন করিয়া প্রণাম করিলেন। ১২৪

তাঁহাদের ভক্তে ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিধিসহকারে শ্রীহরির সম্মুখে সম্পূর্ণ ভক্তজন স্তবাদি করিতে লাগিলেন। ১২৫

সর্বজ্ঞতাবিদ ও সর্বজ্ঞ শ্রীহরি ব্রহ্মার সেই ভাব দেখিয়া হাস্য করত ব্রহ্মাকে এই ভক্তপূর্ণ মনোহর বাক্য বলিলেন। ১২৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—পদ্মজাত ব্রহ্মন্! পদ্মভূতের সমস্ত বৃত্তান্ত আমি জানি। সে পূর্বে আমার মহাভক্তশ্রেষ্ঠ ছিল (তুমারা নামে) যোগ ছিল। ১২৭

হে দেবেশ! তোমরা সকলে সেই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। যোগাভ্যাসই সমস্তের এই বৃত্তান্ত পাপ নাশ করে এবং পুণ্যের বর্ধন করিয়া থাকে। ১২৮

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮৯(?)
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৩
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৬
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০০

মুরারিকে এই [illegible] ॥ ১৮৭

তখন আমি একদিন [illegible] ॥ ১৮৮

তখন সেই রাজা [illegible] ॥ ১৮৯

তাহার বিবাহের [illegible] ॥ ১৯০

পূর্বে আমাকে [illegible] ॥ ১৯১

যাহা শ্রবণ করিয়া [illegible] ॥ ১৯২

মুরারির [illegible] ॥ ১৯৩

[illegible] ॥ ১৯৪

সেই রাজা তখন [illegible] ॥ ১৯৫

মুরারি [illegible] ॥ ১৯৬

হে বৎস! তুমি যাও, যাইও না, কোথায় যাইতেছ? [illegible] ॥ ১৯৭

তখন সকল [illegible] ॥ ১৯৮

আমি তাহাকে [illegible] ॥ ১৯৯

হে [illegible] ॥ ২০০

স এব শঙ্খচূড়শ্চ পুনস্তবৈব বাঞ্ছতি
মহার্ণিতঃ যোগীন্দ্রঃ সর্বমায়াবিশারদঃ ॥ ১০১
মম পূর্বং মুনীনাং চ শিবঃ শঙ্কর তারকম্
শিবঃ কদাচিৎ তনয়ং তব পূর্বেণ নায়কম্ ॥ ১০২
অদ্যৈব নবমঃ কার্যং সর্বত্রস্তম্ভনম্ ।
বিবৃতি তাবতঃ সর্বং মহাপাপবিনাশনঃ ॥ ১০৩
মম বক্ষসি স্থিতা দেবী ন কোঽপি বিদিতুঃ ক্ষমঃ ।
মম যা, [illegible] কথিতানি বিনাশকোপাহস্যে চ ॥ ১০৪
সর্বোত্তমস্তুলসী তব কালে ভবিষ্যতি ।
তব কালে তব মূর্তিঃ তব তথাপি ॥ ১০৫
তৎ [illegible] বৈকুণ্ঠপরিস্থিতানি বিদ্যিতম্ ।
[illegible] তব মূর্তিশ্চ ন তাবকঃ ॥ ১০৬
পশ্চাৎ না দেহমুখস্য অধিকৃতি স্থিতা বা ।
বৈকুণ্ঠে তথাঃ নাথো নারী পূর্ণ: ধরায় ॥ ১০৭
পূর্ণঃ যয়া মধো শিবঃ পরিতস্থাপূর্ণঃ পূর্ণা
তারকম্ মমূর্তিনা ব্রহ্ম-কমপূর্ণাবাহঃ ॥ ১০৮
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-
নারায়ণসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

অতএব এই মহাযোগী যোগীন্দ্র সর্বমায়াবিশারদ শঙ্খচূড় পুনরায় সেই তোমাকেই বরণ করিবে ॥ ১০১

হে সুন্দরি! আমার এই পুত্র শঙ্খ তোমার তপস্যার ফল। শিব মহাদেব পূর্বে তাহা সেই বরদান [illegible] ॥ ১০২

সেই সময় তাহার সর্বসম্পদসমেত [illegible] দেহ ত্যাগ করিয়া, গোলোকে সে সম্পূর্ণ সমস্ত মন অধিক সার্থ হইয়াছে ॥ ১০৩

হে তন্বি! সেই কবচ যত দিন থাকিবে না সেই পর্যন্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না, সেইজন্য আমি বিপ্ররূপে তাহার নিকট যাইয়া সেই কবচ প্রার্থনা করিব ॥ ১০৪

আর তুমি তাহাকে বধ নিবার যে, তোমার বর্তিত সতীত্ব যে সময়ে নষ্ট হইবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে ॥ ১০৫

সেই কারণ আমি তাহার পত্নী তুলসীর গর্ভে বীর্য নিক্ষেপ করিব, তাহাতেই সেই শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হইবে—ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ১০৬

তাহার পর সেই তুলসী নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রিয়া হইবে। এই কথা বলিয়া জগন্নাথ নারায়ণ বিদায় দিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ১০৭

নিজের পুণ্য প্রকাশ করিয়া শ্রীহরি ব্রহ্মার সহিত তুলসীকে বরদান করিলেন। অতি ধন্য ও দিব্যাঙ্গি দেবগণ তাহাকে পরিবৃত হইয়া বাস করিলেন ॥ ১০৮

শ্রীমদাদি বেদব্যাসকৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতি-খণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে তুলসী-উপাখ্যানবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

> হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে !
> গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥
> —[illegible]

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ৪

[শিবের নব পঞ্চমুখের মুক্তাদি মুক্তাভরণে পুষ্পরথের প্রেরণ , তুলসী-পঞ্চমুখযোঃ সংস্তোষবর্ণন ।]

নারায়ণ উবাচ ।

ব্রহ্মা শিবং সংবিধেয়ো মাধবে যাববস্তু চ ।
তস্মাদ্ যাবদঃ তূর্ণং যযাবাশ্বঃ যযাবুরে । ১

চন্দ্রাবাসনদীতীরে বটমূলে মনোরমে
তত্র তস্থৌ মহাদেবো দেবনির্মাণরেরবে । ২

দূরাৎ দৃষ্ট্বা পুষ্পরথং পঞ্চবিংশতিযোজনম্ ।
শীঘ্রং প্রত্যুদ্গমনায় পঞ্চমুখাস্তিকং যযৌ ৩

স চেশরাজ্ঞয়া শীঘ্রং যত্নো তত্রাগতঃ পরম্ ।
মহেন্দ্রনগরোৎকৃষ্টং দৃষ্ট্বারুরুহ বানিকম্ । ৪

পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং দৈর্ঘ্যে তদ্বিগুণা ভুবে ।
স্ফটিকাকারসংবিষ্টনির্মাণসংবিবেষ্টিতম্ ।
মণিভিঃ পরিবাহিন্ত দুর্গমাদ্রি সমন্বিতম্ । ৫

অমরদ্রিমিতৈঃ পদ্মকলিতৈঃ রত্নকোটিভিঃ
মুক্তক শীর্ষিমতৈরদ্রিবিলসমন্বিতৈঃ । ৬

পরিতো বহিরা শ্রেণীনানাবৃক্ষবিরাজিতৈঃ
সিন্দূরাকারসংবিষ্টনির্মিতৈশ্চ বিভিত্তিভিঃ । ৭

তুষিতঃ তুষিতৈর্দিব্যৈরাদ্যৈঃ পঞ্চকোটিভিঃ
যথা স্বর্গ তথা পদ্মপুরাদঃ তথম্ । ৮

অমরীবলয়াকারং যথা পূর্ণেন্দুমণ্ডলম্ ·
অমরদ্রিমিতাকিন্ত পরিখাভিস্তথাদ্রিভিঃ । ৯

সুবর্ণমক্ত প্রাকারমহাঃ সুমনঃ সুখম্ ।
অন্নাদৈর্দশসংবর্ণবিপ্রাচীরবেষ্টিতম্ । ১০

হাদিভিঃ বাহপথৈর্বিংশালসমন্বিতৈঃ ।
রত্নকুক্ষিসমাদ্যৈঃ রত্নদর্শনভূষিতৈঃ ।
দীপ্তমানৈর্নিরাদৈঃ শোভিতং লক্ষমন্দিরৈঃ । ১১

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[শিবের রথির পঞ্চমুখের মুক্তের সহ দুরকথন পুষ্পরথের প্রেরণ এবং তুলসী-পঞ্চমুখের সন্তোষবর্ণন ।]

নারায়ণ কহিলেন,—মহামুনে নারদ ! তখন পঞ্চমুখকে সঙ্গে করিয়া সেই ব্রহ্মা শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়া অতি সত্বর রত্নসোপানে অবতরণ করিলেন । ১

এদিকে মহাদেব দেবদেব শিবাদেবের সহ চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এক মনোহর বটমূলের তলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ২

তাহার পরে পদ্মজ শিব অর্থাৎ ব্রহ্মা পুষ্পরথকে দূর হইতে সহর পঞ্চমুখের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । ৩

তখন সেই পুষ্পরথ মহাদেবের আজ্ঞানুসারে বেগবান হইয়া অমরাবতী হইতে উৎকৃষ্ট এবং ভূতলের তখন হইতেও অধিক সৌন্দর্যশালী পঞ্চমুখের সেই সময় সত্বর গমন করিলেন । ৪

হে মুনে ! এই রথ পঞ্চযোজন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দশযোজন পর্যন্ত দীর্ঘ । স্ফটিকাকার মণিসমূহদ্বারা বিনির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং দুর্গম নানাটী পরিখা দ্বারা যুক্ত । ৫

এতদ্ভিন্ন অতিমুক্ত কোটি কোটি রত্নসমূহে সদা দেবীগণের ও মণিময় দেবীসমন্বিত পদ্ম দ্বারা শোভিত (উদ্যান) দ্বারা যুক্ত । ৬

চারিদিকে বহির্ভূমিতল দ্বারা বহুপ্রকারে সুসজ্জিত । সিন্দূরাকার মণিসমূহ দ্বারা বিনির্মিত ও বিবিধ চিত্রদ্বারা চিত্রিত । ৭

দ্বারদেশে সুসজ্জিত দিব্য সহস্র কোটি অমরসমূহে সেই সমস্ত তুষিত ছিল । পুষ্পরথ এরূপ অবস্থানে যাইয়া তখন পঞ্চমুখের যেরূপ তখন বর্ণন করিলেন । ৮

যেরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডল শোভাকর, সেইরূপ এই তখন অমরাবতীর অর্থাৎ শোভাকর ছিল এবং প্রত্যেক অট্টালিকাসমূহ দুর্গম চারিটী পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত । ৯

এই তখন পঞ্চমুখের অবাধ দুর্গম ছিল অর্থাৎ অন্যের এই তখনে প্রবেশ করিতে পারিত না ; কিন্তু নিজমনের সুখে (অবাধভাবে) গমনাগমন ছিল । অন্নদাতাদী অন্নপূর্ণ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল । ১০

বাহপথসমূহ বারটী দ্বারা এই তখন সুশোভিত ছিল । রত্নবিনির্মিত কুক্ষির পদ্মসমূহ ও রত্নময় দর্পণসমূহদ্বারে এই সব স্থান শোভা পাইতেছিল । দীপ্তিমানবিনির্মিত লক্ষ মন্দিরে পদ্মমুখের তখন পরিপালিত ছিল । ১১

মোক্তিকৈঃ রত্নজালৈশ্চ সমন্তাদ্বিরাজিতৈঃ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণৈশ্চ মহারত্নসমাচিতৈঃ।
মহেন্দ্রধ্বজসংকাশৈঃ সুকৃতৈশ্চিত্রকর্মভিঃ ॥ ১১
পরিতো রক্ষিতঃ শশ্বদ্রাক্ষসৈর্ঘোরদর্শনৈঃ
শিতৈঃ প্রাসাসিভিঃ শূলৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ
সুবর্ণৈশ্চ সুবর্ণৈশ্চ নানালঙ্কারভূষিতৈঃ ॥ ১২
তান্ দৃষ্ট্বা পুনরায়ান্তানি বানরো ধর্ম আঃ
ধারে নিযুক্তং সুকৃতং সুমহত্তচ্চ মন্দিরম্ ॥ ১৩
বিষ্টব্ধং বিপুলস্তম্ভৈঃ কাঞ্চনৈর্বর ভাজনম্।
কৃতমালায় দুর্দ্ধর্ষং তদাসে অনুত্তমম্ ॥ ১৪
অভিক্রম্য ততো দ্বারং দ্রুমসংজ্ঞাতরং শুভম্
ন দৈত্যৈশ্চ রক্ষিতং শ্রীমান্ দুর্দ্ধর্ষণং ততঃ ॥ ১৫
দদর্শ সোহতিতুষ্টাত্মা দ্বারং রাক্ষসপূজিতম্।
ততঃ সর্বগুণোপেতা বিমানশিখরস্থিতা ॥ ১৬
স চ তত্র তদা দৃষ্ট্বা চ দৃষ্টঃ সন্তুষ্টবাচ হ।

ন দয়া নথমুক্তঃ স্যাৎ ধর্ম পুরুষোত্তম্ ॥ ১৮
মহাসত্ত্বসমাযুক্তং ধর্মনিত্যাসনস্থিতম্
মহেন্দ্রসদৃশং বিত্তং রত্নসঞ্চয়সংযুতম্ ॥ ১৯
তত্রস্থিতপুরুষৈশ্চাপি প্রেষ্যতং পোষিতং ত্বয়া।
ক্ষমস্ব মম তৎকর্ম ধর্মজ্ঞঃ ধর্মবৎসল ॥ ২০
যেষিতঃ পার্শ্বসংস্থৈশ্চ বিকৃতাকারৈঃ
সুবর্ণা পুত্রা ইবাঃ চন্দ্রসূর্যসমদ্যুতিম্ ॥ ২১
মালাযুক্তেশপাশ সুবর্ণা বহুক ধরতা মুনে।
হারনেত্রৈঃ পরিবৃতং সুবর্ণৈশ্চ বিকোটিভিঃ ॥ ২২
শতকোটিভিরন্যৈশ্চ প্রমদাভরণাদিভি।
এবং কৃতক ধং দৃষ্ট্বা পুনরাগা নিবিষ্টা ॥ ২৩
উবাচ বচনং তাক্ষ্ণং বচনং শ্রবণে চ ॥ ২৪

পুনরপি উবাচ

রাজেন্দ্র বিপুলোরস্কঃ পুনরাগাতিঃ প্রভো
বহুক্তঃ শরণং বৈব তদ্ তবৌমি নিবোধ ॥ ২৫

রাক্ষসিনির বহুমূল্য বহুমূল্য মোতিরত্নযুক্ত সোতিক, মণিখচিত কনকসিংহাসন, উহা বহুমূল্য রত্নকম্বলের দ্বারা এবং অতিশয় চমৎকার মহামূল্য আস্তরণ বিস্তারণের দ্বারা সেবিতশোভায় বিশেষ ॥ ১৪

পঞ্চকোটি লক্ষ্মীদেবী দ্বারা এই ভবন চারিদিকে সুরক্ষিত ছিল। এই সমস্ত রাক্ষসগণ ভয়ানক, মহাবলবান্, বিকটমূর্তি, নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী সজ্জিত, সুন্দর ও সুবেশধারী ছিল ॥ ১৩

পুষ্পকস্থ হনুমানকে দেখিয়া ভবনের রক্ষকগণ দেখিতে পাইলেন। সেই ভবনে বিশ্বকর্মার এক সুন্দরী পুত্রবধূ-স্বরূপা স্ত্রী ছিল ॥ ১৪

তাহার অবস্থিতি সেই ভাগ্যবান্ হনুমান সমস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পুষ্পকস্থ হনুমানকে ধার্মিক-স্বভাব বলিয়াই এই তাহার আত্মাসমান অনুভব করিলেন ॥ ১৫

তিনি মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তাহার সুন্দরতা উহার আত্মসংযমশীলতা জানিয়া উহাকে কেহ নিবারণ করিল না ॥ ১৬

তাহার পুষ্পকস্থ অবস্থান কালে তাহার একটি ভাবনাকে অভিব্যক্ত,—তুমি যিনি রাজাকে দুষ্ট বুদ্ধি নিবেদন কর ॥ ১৭

তখন তাহার পঞ্চমুখের সব কথা নিবেদন করিতে পঞ্চমুখ উহাকে আশ্বাসিত অনুমতি করিল তাহাকে সুন্দর অন্তরালে যাইতে বলিল। তাহার পুষ্পকস্থ অবস্থা যাইয়া অতিশয় সাবধান পঞ্চমুখকে বর্ণন করিলেন ॥ ১৮

মহাসত্ত্বশালী মহা অবস্থিত এবং ধর্ম নিত্যাসনে উপবিষ্ট পঞ্চমুখ মণ্ডলাকৃতি ও নিজ রত্নের পঞ্চমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৯

তথা তাহার মহান পুষ্পকস্থানে অতি সুন্দরভাবে যোতির পঞ্চমুখের সঙ্গে ৪০ ক্রমে অবস্থান বর্ণনের ভাবে করিয়াছে ॥ ২০

সেই সমস্ত অন্তরে পার্শ্বসংস্থ আসন ও বেশ ভূষায় ভাহা রাক্ষসীগণ অলঙ্কৃত, চন্দ্রসূর্য, সুবর্ণ ও সুন্দর পঞ্চমুখের মতো করিয়াছিল ॥ ২১

যে সুন্দর পঞ্চমুখ আসন ও বস্ত্রাদি অনুরূপভাবে ভূষিত, সুন্দর বস্ত্রপরিহিত সুবর্ণ ভিন্ন কোটি নারীরত্ন পরিবৃত ছিলেন ॥ ২২

এই সব কোটি নারীর অঙ্গ বাস করিয়া চারিদিকে ২২৭ করিয়াছে। এইরূপ সেই পঞ্চমুখকে বর্ণন করিয়া পুষ্পকস্থ অবস্থা বিশিষ্ট হইলেন ॥ ২৩

পুষ্পকস্থ পঞ্চমুখের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সুন্দরভাবে সব পঞ্চমুখকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪

পুষ্পকস্থ বলিলেন,—প্রভো! রাজেন্দ্র! আমি বিপুল বুক এবং আমার নাম পুষ্পকস্থ। অতএব পরম যাহা বলিবার তাহা, আমি তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২৫

তত্রাঃ যেহি ৬ দেবানামধিকারক মাশ্রয়ম্ ।
দেবাশ্চ শঙ্খমাদায় দেবেশং শ্রীহরৌ যযুঃ । ১৬
ধৃতঃ বিষ্ণুঃ হরিণা তব শঙ্খাশিতঃ শিবঃ
চন্দ্রভাগানদীতীরে বটমূলে জিতোঽভবৎ । ২০
বিষ্ণুঃ যেহি তেনাপি মুক্তঃ যা কৃত নিশ্চিতম্ ।
যদা বক্ষ্যামি তিা শঙ্খঃ তদ্ধ্বয়ান্ যদ্ভবিষ্যতি । ২৮
মুক্তশ্চ বটমূলে ত্রুদা শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ৬
প্রত্যাজেহয়ং পরিত্যজ্য যুদ্ধ শঙ্খেশ্বরাভবৎ ৬ । ৩১
স শঙ্খোঽপি তূর্ণঃ তঃ বটমূলমুপাগতম্ ।
শঙ্খচূড়শ্চ বভ্রাম তদীয়ঃ যং পরিশ্রমম্ । ৪০
একবিংশত্যুরে তস্য আজগাম শিবান্তিকম্ ।
বীরভদ্রশ্চ নন্দী ৬ মহাকালঃ মুদ্ধতঃ । ৩১
বিশালাক্ষশ্চ ঘাণশ্চ পিঙ্গলাক্ষো বিকম্পনঃ ।
বিদ্ধংশো বিকৃতিবৈত্তব পণ্ডিতশ্চণ্ড বাহুকঃ । ৩২
কপিলাক্ষো দীর্ঘদংষ্ট্রো বিকটশ্চক্রলোচনঃ । ৩৩
কালভৈরো বলী এতঃ কালজিদ্ধ কৃতীশ্বরঃ

ঘণ্টাকর্ণো মহাকর্ণো দুর্জয়ো দুর্মদস্তথা । ৩৪
অষ্টৌ ৬ ভৈরবা রৌদ্রা রুদ্রাশৈকাদশ স্মৃতাঃ ।
বলয়ো বাদবাঃশ্চাপি আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
হুতাশশ্চ ৬শ্চন্দ্রশ্চ ধ্রুবশ্চাপিলিনৌ ৬ তৌ । ৩৫
ধূর্বেশশ্চ মহাবীরো ভদ্রকূটঃ বসূদ্ভবঃ । ৩৬
দ্বাদশ্চ বসবশ্চৈব ধূলয়ো মরুতস্তথা ।
দর্শশ্চ পর্ণিতীবাশ্চ কাশ্যপশ্চ বীর্যবান্ । ৩৭
ঐরাবতো মোহশ্চণ্ডো কোষ্ঠী বৈকটকো তথা
ধনঃ শঙ্খচূড়া দেবী ভদ্রকালী ভাবতী । ৩৮
ভদ্রেশ্বরাদয়শ্চৈবাপ্যধিকাশ্চোপরি সংস্থিতা ।
মহাবলপরীবারা মহাসংগ্রামলোলুপাঃ । ৩৯
মূলাস্ত্রী ৬ ধনস্ত্রী ৬ দ্বাদশ্ত্রী মুদ্ধতঃ দুধা ।
অভবৎ ধরণী তত্রমহত্যা সা তঃ বিপুম্ । ৪০
বিস্তৃতী বিকটাঃ ভিত্বা পুলোলাঃ যোজনায়তাঃ ।
বর্ণাঃ বর্ত্মলাকারাঃ মহীঃ যোজনায়তম্ । ৪১
বিপুলঃ মহদন্ধশ্চ শক্তিশ্চ যোজনায়তাম্ ।

বিষ বলিয়াছেন—শঙ্খচূড়! তুমি এখন দেবগণের দ্বারা ও অধিকার প্রদান কর। এইরূপ শ্রবণ করিয়া দেবেরা শ্রীহরির সমীপে গমন করিলেন। ১৯

সেই শ্রীহরি শিবকে এই বিষয় প্রদান করিয়া তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। সেই নিমিত্তই শিব তখন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বটমূলে অবস্থান করিয়াছেন। ২৭

তুমি সেই দেবগণকে দ্বারা প্রদান কর এবং শিবকে মুক্ত কর। অতএব আমি যিহা সেই শঙ্খকে যি বলিব, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ২৮

নৃপের বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্খচূড় হাস্য করত উঁহাকে বলিলেন; আহা, মূঢ়! তুমি যাও, আমি প্রত্যহ তাঁহার নিকটে গমন করিব। ২৯

তখন সেই নৃপসত্তম তথা প্রত্যাবর্তন করিয়া সত্বরে বটমূলে অবস্থিত মহেশ্বরকে শঙ্খচূড়বধির যাত্রা এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া—পরিশ্রম-ধর্ম্ম তথা বলিলেন। ৩০

এই সময়ের অগ্রে সেই স্থানে বিশালাক্ষাদি তথা (কথিত) আগমন করিলেন এবং বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, মুদ্ধতঃ, বিশালাক্ষ, বিকম্পাক্ষ, ঘাণ, পিঙ্গলাক্ষ, বিকম্পন, বিকল, বিকৃতি, বলিভদ্র, চণ্ডবাহু, কপিলাক্ষ, দীর্ঘদংষ্ট্রী, বিকটী, চক্রলোচন, কালভৈরো, বলীভদ্র, কালজিৎ, কৃতীশ্বর, ঘণ্টাকর্ণ, মহাকর্ণ, দুর্জয়, দুর্মদ ও রুদ্রগণ অষ্টসংখ্যক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩১-৩৪

এইরূপ সেই সমস্ত রুদ্রগণ অষ্ট ভৈরব, তদ্ভিন্ন একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশাদিত্য (দ্বাদশ—ইন্দ্র) দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিষ্ণুকর্ণী, দুই অশ্বিনীকুমার, ধ্রুবরা, যম, ধরাধর ও বসুদ্রব আগমন করিলেন। ৩৫-৩৬

বায়ু, বসন্ত, ধ্রুব, সোম, ধর্ম্ম, অনিল, ঈশান ও বীর্যবান্ কাশ্যপগণ তথায় আগমন করিলেন। ৩৭

এইরূপ ঐরাবত, ঐরাবত, কোষ্ঠী, বৈকটী এবং ধনঃ দেবী শঙ্খচূড়া ভদ্রকালী তথায় উপস্থিত হইলেন। ৩৮

ভদ্রেশ্বরাদিগণ বিদ্যমান উপর অবস্থিতা ভদ্রকালী ভদ্রেশ্বরাদিগণে বিদ্যমান এবং মহাসেনা ও সংগ্রামে অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। ৩৯

তিনি আগমন তথায় ত্রুদা করিতেছিলেন, ধারণ করিতেছিলেন এবং তথায় যা মুদ্ধতঃ যান করিতেছিলেন। সেই ভদ্রকালীর ভারাক্রান্তে অভবৎ করিতেছিলেন এবং পক্ষিদিগকে ভরণ করিতেছিলেন। ৪০

তিনি মুখমধ্যে যোজনবিস্তৃতা বিকটাকারা জিহ্বা ধারণ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্মলাকার-মহীঃ ও যে তথায় বর্ণঃ (শরীরের), বিপুল, যোজনবিস্তৃতা শক্তি, শঙ্খ, গদা, পদ্ম,

১৬৪ আর্যাসপ্তশতী [প্রকীর্ণক

সখ্যঃ শ্রুত্বা মদনাৎ পত্যুঃ পরাঙ্মুখতাং তয়োরন্যম্ ।৪২
মুদমাহরং মুদমন্যং ধাত্রীঃ ফলকমুজ্জহার ।
হৈমন্তাস্তু বাসন্তীস্তু বহ্নিক্ষ আসপাবন্তম্ । ৪৩
বায়ব্যাস্তু প্রস্রাস্তু বারুণীং বারুতঃ তথা
পার্জন্যক পারুষ্যঃ কৃত্তিকাসুক পার্বতম্ । ৪৪
মাহেন্দ্রাস্তু বায়ব্যাঃ বহ্নঃ সংস্তৌদনস্তথা । ৪৫
অন্যর্ষভূপতয়ঃ শিবাস্তুদকতঃ পরম্ ।
আবহা তত্র তত্রৈ মা বেশিনীনাং ত্রিকোটিভিঃ ।
দাহৈ বৈ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ ৪৬
কৃষ্ণাঃ শ্বেতাঃ পিশঙ্গাশ্চ কৃষ্ণাঃ প্রস্থাঃ কপর্দিনঃ
বেতালাস্তৈব যক্ষাশ্চ রাক্ষসাস্তৈব কিঙ্করাঃ । ৪৭
ডাকিন্যশ্চৈব যাঃ ঘোরাঃ শ্রেণয়ঃ ষড়্ভ্রমেবরাঃ,
পিঙ্গুঃ পার্শ্বে সহায়াশ্চ সমুদায়ঃ তথাস্তরাঃ । ৪৮
অথ মূলে গতে তত্র সপ্তমূলঃ প্রজাপবান্ ।
ঈয়াচ্চ মূলমৌ ধাত্রীঃ সমাক্রান্তায়ের চ । ৪৯

ত্রপমাণশ্চ মা ক্রুদ্ধা শুভকর্তৃরীমালুভা ।
ঈয়াচ্চ মধুরঃ সাধ্বী ত্রপমেন বিমুহ্যতা । ৫০

মূলকারিকা

যে প্রাবনব্য যে যজ্ঞো বিষ্ণু যে যজমি তথা ।
যে প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেব যজ্ঞ যে জীবনং তথা । ৫১
মূঢ়ত্ব তত্ত্বমন্যমানঃ যদ্ যৈ যজমি বাহ্নিতম্ ।
পত্যাদি ত্বাং তথা কিঙ্করোদ্ভাবনাভ্যাঃ পিশাচিকা ৫২
আলোলয়ন্তি প্রাণা যে মনো হরন্তি সন্ততম্ ।
দুঃখক্ষয় মহা দৃষ্ট্বাদ্যৈব চরণে নিধি । ৫৩
মূলমৌক্তমং প্রাপ্য মূঢ়া পীত্বা মূলেশ্বরং ।
ঈয়াচ্চ যত্নং প্রাজ্ঞো বিত্তং সদ্যাঃ অযোচিতম্ । ৫৪

পঞ্চমূঢ় ঈয়াচ ।

ত্বাদেন যোজিতা সর্বং কর্মযোগানবন্ধনে ।
শুক্লা বর্হিঃ মুখং কৃত্বা তত্ত্বং লোকময়লম্ । ৫৫
কালে তত্রস্থি মূঢ়ানাং তত্ত্বস্তত্ত্ব কালতঃ ।
ক্রমেণ পুনরাস্তন্ত তত্ত্বস্তত্ত্ব কালতঃ । ৫৬

মাহেন্দ্রাঃ, তত্ত্বতঃ বহ্নঃ, মূলেশ্বর, মূলেশ, সপ্ত ঋষি উত্তরে ৪৪৩, হৈমন্তাঃ বাসন্তাঃ, আগ্নেয়াঃ, সাবর্ণাঃ, বারুণ্যশ্চ প্রস্রাঃ, বারুণীঃ, বারুণাঃ, পার্জন্যাঃ, পারুষ্যশ্চ কৃত্তিকাঃ, পার্জন্যাঃ মাহেন্দ্রায়াঃ, বায়ব্যাঃ, বহ্নঃ, সাংস্তৌদনঃ, অন্যর্ষি ভূপালাঃ শিব শত্রু এবং সপ্তমেই দিবা শত্রু শত্রু তাহা করিয়াছিলেন । ৪১-৪৪

ত্রিকোটীনাং ত্রিন কোটী ডাকিনীর সহিত তিন কোটী ঘোরিণী তথায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৪৬

কৃষ্ণ, শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণাভ, প্রস্থাকপর্দিগণ এবং বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস ও কিঙ্করগণও তথায় আসিলেন । ৪৭

যেই সব শক্তিগণের মধ্যে ছয় প্রকারের বিশেষ প্রধান অন্যত পিঙ্গল (শিবের) পার্শ্বে থিকার আজ্ঞানুসারে সহায়রূপে উপবেশন করিলেন । ৪৮

তদনন্তর মূল নক্ষত্র গতিয়া যাইলে পর প্রজাপবান্ সপ্তমূল অন্তর্মূলে প্রবেশ করত মূলেশ্বরে ঈয়ার্চা আসন করিলেন । ৪৯

তখন মূলেশ্বরী যেই ঈয়ার্চা গ্রহণ করিলে পর তাহা ঈয়ার্চা করি, তাই ও তাহা তাহা হইয়া যাইল । লজ্জাবতী মূলেশ্বরী যেই সময় তথায় উপস্থিত মূলেশ্বর মধুর ঈয়ার্চা এই কথা বলিলেন । ৫০

মূলেশ্বরী কহিলেন,—যে প্রাণনাথ ! যে আত্মা ! তুমি আমার যজ্ঞ আমার জীবন হও ! যে প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেব ! তুমি আমার জীবন হও । ৫১

হিতৈষণ ! ইহা মনে ভাবনাবশত অবহিত আছে, তথাপিতা হইয়া এই প্রকার ভাবা তথায় তোমাকে আমার ভাবনানুসারে বর্ণন করি । ৫২

আজ আমার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে এবং মন সদা হরণ করিয়া যাইতেছে । আমি আজই ত্রিভুবনের এক ঈশ্বর বর্ণন করিয়াছি । ৫৩

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা পঞ্চমূঢ় মূলেশ্বরীর ধনের প্রতি কখন যত্ন ও তোমার সমান্য করিয়া মূলেশ্বরকে এই সমস্তোচিত ত্রিভোজন করিলেন । ৫৪

পঞ্চমূঢ় কহিলেন,—ত্রিন ত্রিন কর্মফল তোমের বশ করায় সত্ত্বগুণে শুক্ল, রজ, মূঢ়, তম, শুক্ল, তোম ও তমোময় এই সমস্ত কর্মফলের সহিত সংযোজিত আছে । ৫৫

কৃষ্ণবর্ণ কালে ত্রিগুণ হয় এবং তাহার তাহার ক্রমবিবিধি হয় । তাহারা ক্রমে সেই সব কৃষ্ণ মূল হয় এবং কালক্রমে ত্রিগুণ তমোময়ী হয় । ৫৬

যে সর্বে কথিতঃ কালে কালে কালঃ প্রভাতি চ ।
ত্বমপি কালে ভূতানি কালে কালং প্রভাতি চ ॥ ৫৭
কালে ত্বমপি বিশ্বানি কালে সৃজসি সর্বদা ॥ ৫৮
কালে প্রকৃতি ব্রহ্মা চ পাতা শক্তি চ পালকঃ ।
সংহর্তা সংহরেৎ কালে সর্বমপি ন সংহরেৎ যে ॥ ৫৯
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং সর্বেষাং প্রভুঃ পরঃ
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্তা যঃ কৃষ্ণঃ তং নমাম্যহম্ ॥ ৬০
কালো ন এব প্রকৃতিঃ নির্গুণ (স্বরূপ) প্রভুঃ ।
নির্গুণ প্রকৃত্যা সর্বান্ বিশ্বানাং ভাসয়ন্ ॥ ৬১
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তাঃ সর্বে কৃত্রিমরেব চ ।
প্রভবন্তি চ কালেন নশ্যন্তি হি নশ্বরম্ ॥ ৬২
তপঃ সত্যং পরং ব্রহ্ম সাক্ষিণঃ নিরূপণং পরম্ ।
সর্বেশঃ সর্বরূপশ্চ সর্বাত্মা সর্বদৈবতম্ ॥ ৬৩

তপঃ ফলেন প্রকৃতি তপঃ শান্তি ফলেন চ ।
তপোফলং ফলেনৈব তং কৃষ্ণং তপ নমাম্যহম্ ॥ ৬৪
যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ শীঘ্রগামী চ সন্ততম্ ।
যস্যাজ্ঞয়া চ তপনস্তপত্যেব দিবানিশম্ ॥ ৬৫
যস্যাজ্ঞয়া বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু ।
যস্যাজ্ঞয়া দহত্যগ্নিশ্চন্দ্রো ভ্রমতি শীতকঃ ॥ ৬৬
মৃত্যোর্মৃত্যুং কালকালং যমস্য চ যমং পরম্ ।
বিধেঃ স্রষ্টুশ্চ স্রষ্টারং পাতুঃ পালকং তং ভজে ॥ ৬৭
সংহর্তারং সংহর্তুঃ কৃষ্ণং নমামি তং বরম্ ।
কো বন্ধুশ্চ কেষাং বা সর্ববন্ধুং তং বিনা ॥ ৬৮
অথ কো বা চ বঃ কা বা বিধিনা যোজিতাঃ পুরা
যথা নাম্ভঃ ফেনাশ্চ পুনস্তেন বিয়োজিতাঃ ॥ ৬৯
জ্ঞানী কারণঃ লোকে বিপত্তৌ চ ন পণ্ডিতঃ ।
সুখং দুঃখং জ্ঞানবান্ সমত্বোপলব্ধ্যা চ ॥ ৭০

কালক্রমে ধ্যান উপস্থিত হইলে পর সেই সব অসংখ্য কৃষ্ণ আবার ধ্যানস্থলে পতিত এবং সর্বত্র কাল হইয়া যায়। তুমিও কালে উৎপন্ন হও এবং কালে কালরূপে লীন হইয়া যাও। ৫৭

সমুদয় বিশ্ব কালে উৎপন্ন হয়। তুমিও পরে সেই সব বিশ্ব কালে বিলীন হইয়া যায়। ৫৮

আবার সৃষ্টির কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা সব কিছুই সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার্থী কালানুসারে সকলকে রক্ষা করেন এবং সংহারকর্তা সংহারের কাল উপস্থিত হইলে পর সকলকে কালে সংহার করেন। ৫৯

যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের ঈশ্বর, প্রকৃতির অতীত, স্রষ্টা, পাতা (পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা) এবং সংহর্তা, সেই নিরতিশয় শ্রীকৃষ্ণকে তুমি সদা ভজনা কর। ৬০

সেই প্রভুই তাঁর ইচ্ছায় প্রকৃতির অবলম্বনে সৃষ্টি করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বনিখিল প্রকাশ প্রতিবিম্বিতকে সৃজন করেন। ৬১

সেইরূপ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই তৃণ পর্যন্ত সমুদায় সব কিছুই কৃত্রিম, ইহা অবশ্যম্ভাবী সত্যম; কারণ, এই সব নশ্বর বস্তু অবশ্যই কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে। ৬২

সুতরাং তুমি নিরন্তর অতীব, সত্যস্বরূপ, সর্বেশ্বর, সর্বরূপ, সর্বাত্মা, অনন্ত ও সাক্ষাৎ ভগবান পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। ৬৩

যিনি তপস্যার ফলদাতা তুমি তাহা, যিনি তপস্যায় ফলকে ধারণ করেন এবং তপস্যাই ফলকে গ্রহণ করেন, তুমি সেই কৃষ্ণকে ভজনা কর। ৬৪

যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু শীঘ্রগামী হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছেন এবং যাঁহার আজ্ঞানুসারে সূর্যদেব দিবারাত্র তাপ দান অথবা তাপোৎপন্ন করেন। ৬৫

যাঁহার আদেশে ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, প্রাণিগণের মধ্যে মৃত্যু বিচরণ করেন, অগ্নি দহনশীল হন এবং চন্দ্র শীতল হইয়া ভ্রমণ করেন। ৬৬

মৃত্যুর মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর মৃত্যু স্বরূপ (মৃত্যু মৃত্যু), কালের কাল, যমের যম, স্রষ্টার স্রষ্টা, পালকের পালক এবং সংহর্তার সংহর্তা পরম শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যে কাহার বন্ধু (উপকারকারী) হইতে পারে? যিনি সকলের বন্ধু, তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। ৬৭-৬৮

আমিই বা কে? তুমিই বা কে? কেবল বিধাতার প্রতিবন্ধে তোমার সহিত আমাকে বিধি মিলিত করিয়াছেন; আবার সময় হইলে বিধিই আমাদের উভয়কে বিযুক্ত করিবেন। ৬৯

কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞান, সেই ব্যক্তিই বিপৎকালে শোকে কাতর হয়, কিন্তু পণ্ডিত (জ্ঞানী) ব্যক্তি সেরূপ হন না; কারণ, তিনি জানেন—এ জগতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সেইরূপ (প্রতি—প্রকার প্রাপ্তমতে) ভাব নিয়মে ধারণ করিতেছে। ৭০

মায়ায়েণ তং সর্বেণ কান্তা প্রাপ্নোমি নিশ্চিতম্।
তপঃ কৃত্বা বরং বব্রে ৬ পুত্রা বদরিকাশ্রমে। ১
দত্তা তং তপসা লব্ধা প্রত্যক্ষং হরেণ হি।
হরেবর্ষে তব তপো হরিঃ প্রাপ্নুমি কামিনি। ৭২
বৃন্দাবনে ৬ গোবিন্দ গোপেন্দ্রং তং পতিষ্যসি।
অহং যামামি তল্লোকং তবৈ তাস্তু। ৬ চানঘী। ৭৩
ষট্ ত্রিংশদ্যাদি মাং যুক্ত ভবে ৬ ত্রিংশদ্যাদি মন্বন্তরম্।
আসনং যাবিতাধাপাং তাবত্তক পুরন্দরম্। ৭৪
পুনর্বাস্যামি তত্রৈব তং গোপো যে ভূমু স্থিরে।
তং বিনেয়ং পরিত্যজ্য বিবাহপরং বিবাহ ৬। ৭৫
তৎকালং প্রাপ্তাদি হরিং মা ভাবে তাবতা তব
ইত্যুক্ত্বা ৬ বিবাহে ৬ ত্বয়া সাধ্বি মনোহরে। ৭৬
দুষ্ট্বা শোভনে তত্র পুনস্তত্রান্তরিতে
মায়াপ্রভাবিতবে ৬ত্যন্ত দুরন্তবিশ্বে। ৭৭

দত্তপ্রহীণসম্ভূতে স্ত্রীত্বং প্রাপ্য পুনস্তীব্র
বিবাহ তত্রাং তাতং ক্রীড়ন্তে তুরঙ্গলম্। ৭৮
কৃত্বা তত্রাদি তাত্ত্বা তাং দত্তস্তীমিত্যধিয়াহ্।
দুষ্পোত্তীং বিবাহায়া বিবহ্যা শোকসাগরে। ৭৯
পুনস্ত্বা যোগমায়াশ্চ বিবাহাবের আবিশৎ।
পুত্রা কৃষ্ণং বরস্তা তাত্তীং তত্রাদুত্তমম্। ৮০
ন ৬ তত্রৈ বধৌ তত্র সর্বশোকহরং পরম্।
আনং সংপ্রাপ্য সা দেবী প্রমহরসনেত্রা। ৮১
ক্রীড়ং ৬ত্যা বর্ষেণ হর্ষং মহাবিবহম্।
তৌ দম্পতী ৬ ক্রীড়ন্তৌ বিহরৌ তুরঙ্গসে। ৮২
পুনস্তাভিস্তর্যাভৌ মুক্তিস্থৌ নির্জনে মুনে।
অন্তঃপ্রজ্ঞাসমাযুক্তৌ মুক্তাত্মৌ স্বাত্মতোষকৌ। ৮৩
এবাত্মৌ ৬ তথা যৌ যৌ চাত্মবাত্মীয়ৌ যথা।
প্রাপ্তেশ্বরং তুলসী দেবেত্রাণাধিকং পরম্। ৮৪

ত্রিভুবনে। তুমি আমার মত পূর্বে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলে, সেই সন্তোষে নারায়ণকেই তুমি বিষ্ণুর পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। ৭১

আমি তোমাকে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া বর লাভ করিয়াছি। কামিনি। তুমি শ্রীহরিকে লাভ করিবার জন্যই তপস্যা করিয়াছ, সুতরাং তুমি সেই শ্রীহরিকেই লাভ করিবে। ৭২

তুমি গোপরাজ নন্দের পুত্রলাভে সেই গোপিকাকে লাভ করিবে। আমি তাহার অনুমতিক্রমে গোলোকে গমন করিব। ৭৩

তখন তুমি আবার দেখিবে এবং আমিও সত্বর তোমাকে দেখিতে পাইব। অবিলম্বে অভিলাষানুসারে আমি এই অভিলষিত দুর্লভ ভাগ্যফলই আশির্বাদ করিয়াছি। ৭৪

পুনরায় সেই ভাগ্যেই অর্থাৎ গোলোকধামেই গমন করিব। প্রিয়ে! আমার জন্য আর শোক কি করিবে? তুমিও যোগ আশ্রয় করিয়া এক বিবাহের আশ্রয় করিয়া তৎকালেই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি আমার জন্য আসিও না। এইরূপ বলিয়া সন্তুষ্ট চিত্তেই সেই তুলসীর সহিত অযোনিজ ও অবিকৃতরূপ পুনঃ-প্রসঙ্গক্রমে সনাতন নারায়ণ বিবাহ করিলেন। তাহাতে নানাবিধ বিচিত্রপূর্ণ উৎসব শ্রীগোলোকে আনন্দোৎসব সহকারিগণ বিবাহ করিতে আসিলেন। রাজা সন্তুষ্ট তুলসী শ্রীহরি প্রাপ্ত হইয়া মনোরম ক্রীড়া-কৌতুকাদি দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৭৫-৮৪

সেই সময় অতিশয় হর্ষিতা, তুরঙ্গারূঢ়া, বিবাহার্থা, সোভাগ্যের নিধিরা এবং যৌবনসম্পন্না তিন্না তুলসীকে দেখে বাহন করিয়া অনুরূপবিধ পত্নীরূপ নিধি লাভের দ্বারা পুনরায় তাঁহাকে মুক্তাত্মাকে লাভিলেন। পূর্বে তত্র ক্রীড়ন্ত তাতীত্বরে তাঁহাকে যে উত্তম বরলাভ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বরপ্রভাবের সেই অনুরূপ পত্নীরূপ তত্র তুলসীকে প্রদান করিলেন। সেই তাত লাভ করায় তুলসীদেবী তত্রস্থিতা ও প্রফুল্লমনা হইলেন। ৮৫-৯১।

তখন সেই দুই দম্পতি পত্নীরূপ এবং তুলসী সহ নিজেই অভিলষিত মনে করিয়া হর্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং ক্রীড়াতে অবসান হইয়া পড়িলেন; কিন্তু উভয়েই সেই সময় মুক্তাত্মারূপে বিহার বিনোদন। ৯২

মুনে! তখন সেই দুই দম্পতি সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল এবং তাঁহারা নির্জনস্থানে মুনে অভিমুখ হইয়া পড়িলেন। মুনিরূপে উপযুক্ত হইয়া নিজ নিজ অন্ত-প্রজ্ঞাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে আত্মার ক্রীড়িমান করিলেন। ৯৩

তাঁহাদের অন্ত-প্রজ্ঞাকে এরূপ মুক্ত হইয়া এবার হইয়া বিহারিত হয়, তাঁহাদের যেমিত আত্মে হইতে আত্মিন, তাঁহারা তিন্নের যেন একান্ত অর্ধনারীশ্বর (রাধা-গৌরী) মূর্তি। সেই সময় তুলসী প্রাপ্তেশ্বর সন্তুষ্টরূপ প্রাপ্ত আপনাকে ধারিত যেই মনিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৯৪

প্রাণাধিকাঞ্চ তাং দেবে কান্তাং প্রাণাধিকেশ্বরীম্।
যৌ দিতৌ দুষ্প্রাপ্তৌ চ ত্রিদিতৌ দুষ্প্রাপৌ নরৌ ॥ ৮১
দুষ্প্রাপৌ দুষ্প্রাপ্তোপস্থাপৌ দুষ্প্রাপোপরৌ
অন্যে সর্বেষাঞ্চ যৌ চ ত্রিদিতৌ ত্রিদাত্রিদাত্রে।
কথাং দদ্যোদ্বাহং বিধায় ত্রিদাত্রৌ চ অন্যে পুনঃ ॥ ৮৬
উক্তবন্তৌ চ ত্রাত্মানং প্রেষ্যত্বে পরমস্মৈ।
পরস্মাৎ দেবিতৌ চ সভীতৌ ত্রৈত্রেয়ামৈঃ ॥

অন্যে সর্বাত্মনৌ দাস্যৌ ত্রিদাত্রৌ চ অন্যে পুনঃ ॥ ৮৮
অন্যে কৈলিনিযুক্তৌ চ ত্রিদাত্রাপ্রদাত্রিতৌ
দুষ্প্রাপৈর্বিত্তিরাপ্তি যৌ ত্রিদিতৈঃপতিতৌ ॥ ৮৯
সততং ভক্তযুক্তৌ যৌ অন্যে নৈব পরাত্রিতৌ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-সংবাদে তুলসীপাখ্যানে তুলসীবৃন্দাবৃক্ষয়োর্যো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

ভাতা শঙ্খচূড় যখন প্রাণাধিকেশ্বরী তুলসীকে প্রাণাধিকা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সেই উভয়ই অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য বস্তুগুলির তখন অন্যান্যের এবং দুষ্প্রাপ্য বিনিময় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

উভয় দেবদুষ্প্রাপ্যা, অন্যান্য অধিগম্য মনোহর সেই দুই পতিপত্নী দুষ্প্রাপ্যোপস্থাপ্যরূপ: বিষ্ণুকে বিনোদ। আবার অন্যান্য-মনোহর দেবতা আশ্রিত পর তাঁহারা উভয় ত্রৈলোক্যবিজয় বিষ্ণু মনোহর অন্যান্যের অন্যান্যের করিতে লাগিলেন। অন্যান্য আবার হাস করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬

অন্যান্য আবার পরস্পর বলিতে লাগিলেন—আমি তাদৃশ অন্য সর্বাত্মনৌ দাস্যৌ হয়েছি ও অন্য পুনঃ ॥ ৮৮
অন্য কৈলিনিযুক্তৌ ও ত্রৈলোক্যবিজয়বিজয়ী
দুষ্প্রাপৈর্বিত্তিরাপ্তি যৌ ত্রিদিতৈঃপতিতৌ ॥ ৮৯
সততং ভক্তযুক্তৌ যৌ অন্যে নৈব পরাত্রিতৌ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-সংবাদে তুলসীপাখ্যানে তুলসীবৃন্দাবৃক্ষয়োর্যো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

প্রদান করিয়াছি অথবা পরাস্পর ঢেলে তাদৃশ পরস্পর তখন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮

পরস্পর পরাস্পরের অথবা প্রীতি হইয়া যেরূপভাবে যাহা যাহার করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সাধ্যের মতন করিয়া রহিলেন, আবার অন্যান্য বলিয়া উঠিলেন ॥ ৮৯

অন্যান্য আবার যাহা যে-ভাব অবলম্বন করিয়া যেমি করিতে লাগিলেন। দুষ্প্রাপ্যবিষয়ে বিশেষ অধিক সেই দুই পতিপত্নীরূপ দুষ্প্রাপ্য কর্তৃক বিনোদি নিত্য না ॥ ৯১

সেই সময় তোমার অন্য উভয়েই অন্যে হইয়াছিলেন। অন্য তোমার সখায় উভয়েই পরাজিতভাবে করিতে বিলম্ব না ॥ ৯০

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলসীর উপাখ্যানবিষয়ে তুলসী-শঙ্খচূড়সম্ভোগবর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিষ্ণুর জন্য তুলসীর শঙ্খচূড়রূপ ধারণ, বিষ্ণু-শঙ্খচূড়যোঃ অন্যোন্যকথন]

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণঃ মনসা মায়া ত্বাত্মা কৃষ্ণপরায়ণঃ।
প্রাপ্তে মুহূর্তে উত্থায় পুণ্যতল্পাদনোহরাৎ ॥ ১
প্রাহিণোদ্বং পরিত্যজ্য স্বায়া মঙ্গলদায়িনী।
যৌতে চ বাসসী দুর্বা কৃষ্ণা স্নিগ্ধমুজ্জ্বলম্ ॥ ২
চন্দনাক্তিকনাবণ্যচতুর্বেদসমন্বিতম্।
বয়োজ্যা মধু সাত্ত্বিক বর্ণং বস্তু মনোরম্ ॥ ৩
রত্নসারৈঃ বনিশ্রেষ্ঠা গ্রন্থেনৈক কাঞ্চনম্।
রাজ্যেন্দ্রো যথো তত্ত্বা ধ্বা নিত্যাত্ত নারদ ॥ ৪
অমূল্যরত্নঃ মণিকিঙ্কিণীমুক্তাদিভূষিতম্।
যথো বিপ্রায় গুরবে ব্রহ্মণায়ণ্যবেত্তবে ॥ ৫
গজরত্নমনোরত্নঃ বেত্রেরত্নং মনোহরম্।
যথো সর্বং বনিশ্রায় বিপ্রায় মঙ্গলায় চ ॥ ৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[বুদ্ধ করিতে শঙ্খচূড়ের গমন এবং শিব-শঙ্খচূড় কথোপকথন]

নারায়ণ কহিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণপরায়ণ ভাতা শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ধ্যান করিয়া মনোহর পুণ্যশয্যা হইতে প্রাতে মুহূর্তে উঠিয়া প্রাণবায়ু যত্ন পরিত্যাগ করত নিজের অন্য স্থান পূর্বক বেত্র যত্নপূর্বক পরিধান করিয়া অতি উজ্জ্বল নিজের অন্যকর্তব্য আহ্নিক (সন্ধ্যাদি) ও অতীষ্টদেবের অর্চনা করিলেন। তাহার পর মঙ্গলময় ধেনু, বৃষ, মধু ও লাজ (খই) স্পর্শ করিলেন ॥ ১-৩

নারদ। তাহার বিদ্যা অর্থাৎ তার শঙ্খচূড় ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে চতুর্বেদ, বলিষ্ঠেই, রত্নেরই এবং কাঞ্চন (স্বর্ণ) দান করিলেন ॥ ৪

মূল্যবান্ মণিময় অন্য শঙ্খচূড় ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে অমূল্য রত্ন এবং অতিকিঙ্কিণি মুক্তা, মণি ও হীরক দান করিলেন ॥ ৫

তাহার পরিত্র ব্রাহ্মণকে মঙ্গল হাতের ও বস্ত্রের, অন্যান্য, মনোহর বেত্রের—এই সব প্রদান করিলেন ॥ ৬

তাতোবাচ মহাপ্রাজ্ঞ সেনাবীজং নিবোধত।
ত্রয়াণাং সপ্তকোটিনাং ত্রাহ্মণেন্দ্রো যতো ভূবা ॥৭
পুত্রং কৃত্বা চ মন্ত্রেণ পুত্রস্ত্বং যাহি ভূ চ।
পুত্রে সর্বস্ব তাবেতে ত্রাহ্মণে দর্ভসম্ভবে ॥৮
প্রোক্ষয়ন্তু চ মন্ত্রেণ তাতোবাচ্যমাত্মিকম্
যবং মন্ত্রাভিপূতঞ্চ যজ্ঞপাত্রিবিনির্মিতং ॥৯
কৃত্বাধারা ক্রুবেণৈব চ্ছত্রং সৈন্যসমন্বিতম্।
অশ্বানাঞ্চ ত্রিসপ্তেন পঞ্চসপ্তেন হস্তিনাম্ ॥১০
রথানামযুতেনৈব বাহুতাং ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভিস্ত্রিসাহস্র মূলিনাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥১১
কৃত্বা সেনাপতিত্বে চ সংস্থাপ্যেন্দ্রং মহাত্মনঃ
তস্যাঃ সেনাপতিত্বেন যুদ্ধসজ্জবিধানতঃ ॥১২
মহাযজ্ঞং সমিচ্ছেয়ো ধর্মিণাং প্রবরো ভবেৎ।
ত্রিসপ্তকোটিনী সেনাপতিং কৃত্বা মহাবিলঃ ॥১৩

ত্রিংশৎকোটিনী যাজ্ঞতাত্ত্বৈতক চ্ছত্রং চ।
ধর্মিণঞ্চৈব নিবিষ্টাত্মনস্য শ্রীবহিঃ সমৃদ্ধ্ ॥১৪
ইন্দ্রেণ্ডমাত্মনির্বাক্য-বিধানমাত্মতেজস চ।
গুরুবর্ণান্ পুরস্কৃত্য প্রবরো বরয়াত্মিজম্ ॥১৫
পুণ্যস্তত্রানেতীত্যে ব্রহ্মাত্মবরঃ শুভঃ।
নিত্যাত্মকঃ নিত্যানাং নিত্যিত্বেত্তক নামতঃ ॥১৬
ফলিনক্ত তপঃস্থানাং পুণ্যত্বেত্তক তাপসে।
পশ্চিমোদধি পূর্বে চ মলয়স্য চ পশ্চিমে ॥১৭
শ্রীশৈলাত্তস্থরূপে চ মন্ত্রমাত্মবলস্থিতে।
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা তথা ॥
পাবনী তত্তপূর্বা চ পুণ্যত্বেত্তা নদী শুভা ॥১৮
নবযোজনিত্রা তাবী পশ্চাৎ সৌত্যাগ্যমাত্মতা।
শুভ্রকটিতত্তপ্রাণা তাবতে চ পুণ্যগা ॥১৯
পরাবর্তীমিত্রিত্রা চ নির্বিঘ্না মা বিমানতাং।
গোকর্ণঃ যাত্মঃ কৃত্বা প্রবিষ্টো পশ্চিমোদধৌ ॥২০

পরে আত্মসমর্পণকারী পঞ্চকুল বধ করিবার সময় তাহার, কিন্তু সত্য বলায়, সত্য কোটি ব্রহ্ম দান করিলেন। ৭

তদনন্তর পুত্র দুর্জয়কে সেনাপতির অভিষিক্ত করিয়া সেই পুত্রের উপর তাহা, রাজ্য, সর্বসম্পদ, প্রজাবর্গ, অনুচরবর্গ, তাহার এবং আত্মাদি সমস্তই সমর্পণ করিয়া ধর্মিষ্ঠ ব্রহ্ম ধর্মের ব্রত গ্রহণ করিতে মনু উপদেশ করিলেন। ৮-৯

তদনন্তর কুবের দ্বারা ক্রমশঃ সৈন্য সজ্জা করিলেন—তিন সপ্ত অশ্ব, পাঁচ সপ্ত হস্তী, দশ হাজার রথ, তিন কোটি ধনুর্ধারী সৈন্য, তিনকোটি চর্মধারী, তিন কোটি মূলধারী,—এইভাবে অসংখ্যক সৈন্যবাহিনী সজ্জা করিলেন। মানব। ধার্মিক-প্রবর মহাত্মা সেই ধার্মিকীশ্রেষ্ঠ এক মুখ্যসৈন্যাধ্যক্ষ মহাবল যোদ্ধাকে সেনাপতি করিলেন। ১০-১২

এই সেনাপতি মুখ্য ইন্দ্রী ঐশ্বর্যের অথবা প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাহিয়। রাজা মহাত্মা তিন সপ্ত ব্রাহ্মণীযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত সঙ্গে করিলেন। তদনন্তর মহাত্মা ধর্ম ধর্ম ঐশ্বর্যিকে গমন করিবে ঘোষিত হইবেন ঘোষিত হইলেন। ১৩-১৪

পরাত্মা সেই মহান ব্রহ্মজ্ঞানাধিষ্ঠিত বিধানে আরম্ভণ করিলেন এবং গুরুবর্গকে সম্মুখে রাখিয়া শাস্ত্রজ্ঞানীগণ প্রবিষ্ট হইলেন। ১৫

পুণ্যত্মা নদীর তীরে যখন তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানী বিরাজমান আছে, সেই স্থানে 'নিত্যত্বেত্তা' এই নামে নিত্যানের এক নিত্যাত্মা আছে। ১৬

তাহারই তাহা ফলিনের তপঃস্থান ও পুণ্যত্বেত্তা বলিয়া বিখ্যাত। ইহা পশ্চিম সাগরের পূর্বে অর্থাৎ ইহার পশ্চিম সীমা পশ্চিমসাগর, মলয় পর্বতের পশ্চিমে অর্থাৎ পূর্বসীমা মলয়পর্বত। ১৭

ইহা শ্রীশৈল পর্বতের উত্তর ভাগে অর্থাৎ শ্রীশৈল যাহার দক্ষিণসীমা এবং মহেন্দ্রপর্বত পর্বতের দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ মহেন্দ্রপর্বত যাহার উত্তরসীমা। এই স্থান প্রস্থে পাঁচ যোজন এবং দৈর্ঘ্যে পাঁচ পঞ্চ যোজন পরিমিত। এই স্থানে সেই তত্ত্বজ্ঞানী পাবনী ও তত্ত্বত্বা পুণ্যত্মা নদী বিরাজিত আছে। ১৮

এই পুণ্যত্মা নদী মলয়পর্বতের নিম্ন ভাগে, ইহা সৌভাগ্যবতী, শুভ্র কটিতত্ত্বপ্রদেশে এবং এই তাহারই পুণ্যপ্রদায়িনী। ১৯

এই পুণ্যত্মা নদী বিমানস্থ হইতে নির্বিঘ্না হইয়া এবং পরাবর্তী নদীর সহিত মিলিতা হইয়া গোকর্ণ পর্বতকে বাম ভাগে রাখিয়া পশ্চিম সাগরে প্রবিষ্টা হইয়াছে। ২০

[illegible] যথা [illegible] সর্বং [illegible] ।
বটমূলে সমাসীনং সূর্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ২১
[illegible] যোগাসনং [illegible] ।
[illegible] ॥ ২২
ত্রিশূল-[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৬
বিশ্বরূপং বিশ্ববীজং বিশ্বকারণকারণম্ ।
[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] ॥ ৩২

শ্রীমহাদেব উবাচ

[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] বটমূলে উপবিষ্ট, কোটি সূর্যসম [illegible] ॥ ২১

[illegible] ॥ ২২

তিনি [illegible] ॥ ২৩

তিনি [illegible] ॥ ২৪

তিনি [illegible] ॥ ২৫

তিনি [illegible] ॥ ২৬

তিনি [illegible] ॥ ২৭

তিনি [illegible] ॥ ২৮-২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

তাবেতা চ বন্ধুঃ সালী তমবলৌভাগোন চ বর্ধিতা।
চতারিংশদ্বর্ষা: পুত্রা বালবাহুবলসোজসঃ। ৫৭
ভেত্তারো বিপ্রতিপত্তিসিন্ধু বহবঃ-পরাক্রমে
তমপুত্রা ধরিত্রী সদ্যো বিক্রমস্যেব বিক্রমাদিত্যস্য। ৫৮
তত্রাপি পঞ্চমঃ পুত্রঃ পুত্রেষু লক্ষণবত্তমঃ।
তমস্যোর্বীং গুরুং কৃত্বা কৃতজ্ঞ ইবাশ্রয়ন্। ৫৯
তদা তং তনয়ঃ প্রাপ্য সারং কুলপরায়ণম্।
পুত্রা যং সার্বভৌম ভোগো ভোগেষ্বিব বাহিতঃ। ৬০
অধুনা রাহিতোপায়ং তাবতে বাহয়েদ্বয়ম্।
আত্মস্বভাবসর্বাস্বং ভ্রমা মেনে চ বৈকতঃ। ৬১
আলোকা-মার্ক্টি-মার্তণ্ড-মার্তীলোকা: ক্রমেণ চ।
বীরাদ্যাঃ চ সুতাস্তি বৈকতা: সেবন্ত বিদা। ৬২
ক্রমেণ তনয়ঃ বা কৃত্বা: মেনে চ বৈকতঃ
ইত্যুক্তঃ বা কৃতেত্যুক্তঃ বা ন মেনে তনয়ান্ চ। ৬৩

কৃতজ্ঞতয়া যে কিং বা সেবায়াং বিদুষে ক্রমে।
সেবি চাতাক সেবায়া: তমশ্রীতিং কৃত কৃতিণ। ৬৪
পুত্রং স্বরাজ্যে যং ভিত্তি সেবাভিষ্টং যে পরে।
অসঃ প্রাকৃতিযোগেন সর্বে কৃতজ্ঞতাসতা। ৬৫
যানি তানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানিত্যেবক পাপস্য কথাং বাইহি যোক্ষ্যসি। ৬৬
তমস্যস্তাকে যানিকে যদি তাবেত্ত সঙ্গমে।
সর্বাবস্থাসু তমস্য সেবা: তানি চ সর্বদা। ৬৭
প্রত্যক্ষং বিদ্যোপায়ে সদ্যে প্রাকৃতিকে যদি।
আবির্ভাবং পুনস্তস্য প্রত্যবেক্ষেত্তরা। ৬৮
তাবঃ বুদ্ধিস্ত তপসা তুষ্টির্দেবতক নিশ্চিতম্
তবোক্তি পষ্টিঃ তাবেন প্রভা সোহপি ক্রমেণ চ। ৬৯
পরিপূর্ণতমো বর্ষঃ সতো সত্তাত্মকঃ সদা।
ত্রিতাপঃ সোহপি ত্রেতায়াং বিতাপো দ্বাপরে পুনঃ। ৭০

সেই ত্রয়োদশ তপোধনের এক কন্যা সপ্তর্ষি ঘরে সৌভাগ্যে বর্ধিতা হন। সেই সপ্ত ঋষি ইঙ্গিত মাত্র পুত্র হয় এক তাহারা সকলে তেজস্বী ছিল। তন্মধ্যে সেই পুত্রবধূর স্বামীর নাম প্রতিষ্ঠি হয়। ৫৭

সেই চতুর্দশ জন পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম হইল—বিতৃষ্ণি। এই বিতৃষ্ণি মহাতেজ ও মহাপরাক্রমশালী ছিল। তাহার পরাক্রমে এক ধার্মিক, বিদ্বেষিত ও বিদ্বেষক পুত্র ছিল। ৫৮

সেই পুত্র ওজোবীর্যের তুল্য তাহার পরাক্রমে ধরিত্রীকে শীঘ্র পুত্রের বশ করিয়া লয়। ৫৯

সেই সময়ই পুত্র উহার কৃতজ্ঞতাবশে তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করে। কিন্তু তুমি পূর্বে ধরিত্রীকে যেরূপ ভোগের অধীন করিয়া রাখিতে ছিলে। ৬০

সম্প্রতি তুমি ধার্মিকের অধিনায়ক এই ভাবনার্থে সম্ভাবনার পাত্র হইবে। তুমি বৈকত, বৈকত আলোক হইতে পর্যন্ত সব বিদ্বেষী হয় বলিয়া মনে করিবে। ৬১

বৈকতদের ধরিত্রির সেবা করিবার ধরিত্রি সন্তানেরা, মার্ক্টি, মার্তণ্ড, মার্তীলোক ও ধরিত্রা—এই সব সৃষ্টি ধরিত্রিরূপে তাহার অধিষ্ঠিত হইয়া সেবা করেন না। ৬২

বিদ্বেষক প্রভৃতি যা তাহাদের পুত্র বলিয়াই মনে করায়। আর ধরিত্রি কিংবা কৃতজ্ঞতা—এ সমস্ত যা তাহাদের অর্থাৎ এ সব প্রাকৃতিক বলিয়াই মনে করেন না। ৬৩

কৃতজ্ঞতা কে কিং বা সেবায়াং বিদুষে ক্রমে। ৬৪

তুমি কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা তোমার এই প্রকারের সেবকদের তাহার কি প্রয়োজন আছে। তুমাদ। তুমি সেবকদের তাহা হইতে কর এবং তাহার শ্রীতি সম্পাদন কর। ৬৪

তুমি কৃতজ্ঞ বিদ্বেষ তাহার তাহাদের কর এবং সেবকদের নিজ স্বরূপ অবস্থাতে রাখিবে। আর তাহাদিগের তোমার প্রয়োজন নাই। কারণ, সেবকদের ও সেবকদের সকলেই তাহাদের। ৬৫

সকলের তাহাদের যে সমস্ত পাপসমূহ আছে, সেই সব পাপই তাহাদিগের পাপসব তোমার তাহাদের হইতে পারে না। ৬৬

তাহাদের। যদি তুমি ধৈরয়ের ধীর সম্পাদের যানি এইরূপ বলিয়া মনে কর; তবে তাহাদের সকলে এই যে, সকল অবস্থায় সর্বদা তাহাদের সকল তাহার যান বল। ৬৭

যেন, প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইলে যা সৃষ্টিকর্তা তাহাদের বিদ্বেষভাব—তাহা হয় এবং পুনরায় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৬৮

সত্য তিনি ধীর তাহাদের প্রলয় প্রলয় সব সৃষ্টি তাহার; তাহার, তিনিই প্রভু। সৃষ্টি সেই সব তাঁর নিজ নিজ ভাব, সৃষ্টি ও সৃষ্টি নিশ্চিতভাবে সৃষ্টিকর্তা তপস্যানুসারে পাইয়া থাকে। ৬৯

সত্যযুগে সত্তাত্মক বর্ষ সদা পরিপূর্ণতমভাবে থাকেন। তিনিই তাহার ত্রেতাযুগে ত্রিতাপ এবং দ্বাপর যুগেতে অবস্থান করেন—ইহা উচিত হয়। ৭০

একত্রাসঃ কলৌ পূর্বে তদ্রূপাদস্য ভবেদ্ ভয়ম্ ।
কলাবাত্র কলৌ দেহে কৃত্বাঃ চ প্রকলা যথা । ৪৯
যাদৃক্ ক্ষেত্রে যথাক্ষেত্রে ন তাদৃক্ নিখিলে পুনঃ ।
দিনে চ যাদৃগ্যথাক্ষে নাস্যা প্রাক্তর্ন তথেদম্ । ৫০
উদয়ঃ যাতি কালেন কালোঽপ্যেতি ভবেদ্ চ ।
প্রকাশত্বাচ্চ তৎপশ্চাৎ কালেস্তস্য পুনর্যদা যদা । ৫১
দিনে দেহস্তথা যাতি কালে চ দুর্দিনে ভবেৎ ।
রাহুগ্রস্তে চন্দ্রিকস্তু পুনর্যোগে প্রদৃশ্যতে । ৫২
পরিপূর্ণত্বশক্তঃ পূর্ণিমায়াঞ্চ যাদৃশঃ ।
তাদৃশো ন ভবেদ্যাতি অন্যে যাতি দিনে দিনে । ৫৩
পুনঃ স পূর্ণিমায়াং তাতি পরমূহ্যা দিনে দিনে ।
সম্পদ্যুক্তঃ তথাপক্ষে ভূক্তে ভূমৌ ভবেদ্যা । ৫৪
রাহুগ্রস্তে দিনে যাদৃশ দুর্দিনে নিখিলে ভবেৎ ।
কালে ভদ্রো ভবেৎ তদ্বো শ্রীহরিঃ কালরূপকঃ । ৫৫
তথিতি যদিশেদ্রো শ্রীহরিঃ পুরুষোত্তমঃ ।
কালেন পূর্বো বক্তাত্রা সর্বাত্মা বসুন্ধরা । ৫৬
কালে জন্মে নিধনা যা বিশ্বোদ্ভূতা বিশ্বরূপা ।
কালে বস্তুনি বিধানি প্রভবন্যেব কালজঃ । ৫৭
চরাচরান্ত কালেন বস্তুনি প্রভবন্তি চ
ঈশ্বরস্যৈব সমতা কৃতস্ত পরমাত্মনঃ । ৫৮
অহং মৃত্যুস্তরো মত্তাদিদমন্যা প্রাদুরং সদা ।
অবর্ণনীয়া ঐশ্বর্যাদি যাবৎ যাবৎ পুনঃ পুনঃ । ৫৯
ন চ প্রকৃতিজন্মস্য ন এব পুরুষঃ স্মৃতঃ
সর্বাত্মা সর্বভাবস্থ নারায়ণপরঃ পরঃ । ৬০
অরোগি সততা যো হি তত্ত্বান-তপকীর্তনম্ ।
তাদা মৃত্যুঃ ন ভবতি তদ্ভয়োগঃ তথাভবম্ । ৬১

সেই পর্বত আবার কলিযুগে পূর্বে—প্রথমে একহাতে বিস্তার থাকিবে, ক্রমে ক্রমে সেই একহাতের হ্রাস হইয়া যাইবে, সুতরাং কলির শেষে আমাদের এখনকার মানুষের যেমন দেহ সেইরূপ হইবে। এখনকার অবস্থিতি ৭ হাত। ৪৯

শ্রীকৃষ্ণকালে সূর্যের যেরূপ তেজ—তাপ থাকে, শ্রীরামকালে কিন্তু সেরূপ থাকে না। এইরূপ দিনে যেরূপ তাপের তাপ থাকে, তদ্রূপ তাপ কিন্তু রাত্রিকালে কিংবা প্রাতঃকালে থাকে না। ৫০

এই সূর্যদেব কালে উদিত হন, তাপাদিদ্বারা প্রকাশ পাইয়া পরে ধীরে ধীরে অস্তগত হইয়া যান। তদনন্তর সেই সূর্যদেবই পরে অন্যের কাল উপস্থিত হইলে অস্তমিত হইয়া যান। ৫১

এই পৃথিবী আসিলে পর অর্থাৎ যেখানিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে পর সেই সূর্যদেব বিকাশের প্রকাশ—অনুভব হইয়া থাকে এবং রাহুগ্রস্ত হইলে তিনি কম্পিত হন, পরে রাহুমুক্ত অবস্থায় তিনি প্রকাশিত থাকেন। ৫২

যেরূপ পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র পরিপূর্ণরূপে তাহার অবস্থান করেন, তদ্রূপভাবে কিন্তু তিনি থাকেন না; তিনি দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হন। ৫৩

পুনরায় সেই চন্দ্র অমাবস্যা পরে হইলে পর দিনে দিনে পুষ্টি লাভ করেন। তিনি ভক্তপক্ষে সম্পদযুক্ত এবং ভক্তপক্ষে ভক্ত-প্রদ হন। ৫৪

সম্পদযুক্ত কারণ কালবশতঃ চন্দ্র রাহুগ্রস্ত দিনে এবং যে যেরূপ অবস্থায় দুর্দিনে ম্লান হইয়া যান। সেই চন্দ্রই পরে কালক্রমে শুদ্ধ থাকেন। এইরূপে কালেরই ভেদে চন্দ্র বিশেষ এক ভাবেই অর্থাৎ ম্লান হন। এই শ্লোকের তৃতীয় পাদে পাঠান্তর দেখা যায়—"কালে ভেদো ভবেদ্ভুবঃ" এই পক্ষে ইহার কালে সম্পদযুক্তী ও কালে ঐশ্বর্যযুক্তী হন' এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ৫৫

যে যদি কালক্রমে একদিন ইহা হইবে, সেই যদি এখন ঐশ্বর্যযুক্তী হইয়া ভূতলে বাস করিতেছেন। কালক্রমে এই পৃথিবী নষ্টপূর্বা থাকেন, আবার বসুধা হইয়া অর্থাৎ সমস্ত ধন ধান্য উদ্ভিদ লতাদিতে আবার হইয়াছেন। ৫৬

সেই পৃথিবীই আবার কালে অর্থাৎ প্রলয়কালে জলধিতে গত হইয়া বিলয় হইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন এবং বিলয় হইতেছে। কালেই বিশ্বসমূহ বিলয়ী হয় এবং কালক্রমেই বিশ্বসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৫৭

চরাচর প্রাণিসকল কালে নাশপ্রাপ্ত হয় এবং কালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। একমাত্র পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সদা সমানভাবে বিরাজমান থাকেন। ৫৮

ইঁহার কৃপাপ্রসাদে আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবার ক্ষমতা প্রাপ্তিরূপ প্রলয় বর্জন করিয়াছি এবং আমার পুনঃ পুনঃ বর্জন করিব। ৫৯

সেই শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতিজন্যাতীত এবং তিনিই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। তিনিই আত্মা সর্বভাবরূপী এবং নারায়ণপরায়ণ পরমাত্মা। ৬০

যে ব্যক্তি সতত সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্তন করে, সেই ব্যক্তিই কালকে এবং মৃত্যুকে জয় করিয়া

শঙ্খচূড়ঃ [illegible] ও স্নিগ্ধোঽভবৎ।
কৃপাভিঃ পুষ্পবৃক্ষাংশ্চ [illegible] ॥ ৭৬

শ্রীনারদ উবাচ।

বৃক্ষাভিঃ সহ বৃক্ষঃ কে [illegible]।
কা কন্যা সতী [illegible] পরাভবে ॥ ৭৭
বৃক্ষাদৌ [illegible] বধূনা কৈটভেন চ
বিষ্ণোর্নিবেদিতৈঃ সহ কেনাপ্যা বৃণ ॥ ৭৮
বিষ্ণোশ্চ বৃক্ষ পুষ্প [illegible]।
বিষ্ণুতৈঃ সহ বৃক্ষ যথা চাপি পুষ্পা [illegible] ॥ ৭৯
সর্বৈর্বৃক্ষৈঃ [illegible] একত্রাপি বহুধা।
সহ [illegible] পূর্বঃ সমরঃ [illegible] ॥ ৮০
পার্থিব [illegible] সমন্বয়ঃ।
যে যে [illegible] কৈষ্যা যদি কেঽপি [illegible] ॥ ৮১
কা কন্যা সতী [illegible] সহ বৃক্ষ [illegible]।
[illegible] ॥ ৮২
যেহি [illegible] কিং [illegible]।
বৃক্ষঃ [illegible] যে বিজিতাঃ [illegible] ॥ ৮৩
[illegible] বিষয়ান চ [illegible]
[illegible] শঙ্খচূড় [illegible] ॥ ৮৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-
নারায়ণসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে শিব-শঙ্খচূড়সংবাদো-
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

সেই আপনি যে এখন আমাদের সহিত [illegible] যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। যাহার সঙ্গে যদি আমরা সকলে যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে [illegible] সমানের হইবে; কিন্তু যদি সেই যুদ্ধে আপনার পরাজয় হয়, তবে ত' আপনার অকীর্তি হইবে। ৭৭

শঙ্খচূড় এই কথা [illegible] বলিয়া বিরত হইলে [illegible] প্রত্যুত্তর দিলেন। ৭৮

শ্রীনারদ কহিলেন,—প্রভো! [illegible] সহিত যুদ্ধ আমার [illegible] কি আছে? [illegible] কি আছে? ৭৯

পূর্বে মধু ও কৈটভের সহিত শ্রীহরির যুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব। সেই [illegible] সহিত পূর্বে [illegible] যুদ্ধ হইয়াছিল। ৮০

সেই [illegible] সহিত পূর্বে [illegible] যুদ্ধ ৮১। আমি পূর্বে [illegible] সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। ৮২

সর্বজ্ঞ [illegible] ([illegible]) [illegible] পূর্বে [illegible] সহিত [illegible] যুদ্ধ হইয়াছিল। ৮৩

তুমি [illegible] এক [illegible], যে যে দৈত্যগণ পূর্বে [illegible], তাহারা কেহই তোমার সমান [illegible]। ৮৪

রাজন্! তোমার সহিত আমার এই যুদ্ধ [illegible] কি আছে? বিশেষতঃ [illegible] সেই কীর্তি আমাকে এই যুদ্ধ [illegible] করিয়াছেন। ৮৫

যুদ্ধে এই [illegible] কি [illegible] আছে? তুমি [illegible] সহিত যুদ্ধ কর—ইহাই আমার [illegible]। ৮৬

নারদ! এই কথা বলিয়া [illegible] বিরত হইলেন। তখন শঙ্খচূড় [illegible] সহিত [illegible] হইলেন। ৮৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতি-খণ্ডে [illegible] তুলসী উপাখ্যানে শিব-শঙ্খচূড় সংবাদ বিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

[illegible] যোগিন [illegible]
[illegible] যদি [illegible]
ইতি [illegible]

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(দেব-দানবসৈন্যানাং বৈষ্ণবযুদ্ধবর্ণনম্, শম্বরযুদ্ধেন সহ যুদ্ধে তস্যস্য পরাজয়ঃ, তারী-শম্বরয়োর্যুদ্ধবর্ণনঞ্চ।)

নারায়ণ উবাচ।

বিনতঃ প্রণম্য পিতরং বাক্যমেতদুবাচ হ।
দদাতেরাং ত্বরাকং স্বামহৈতৎ সহ সমরঃ। ১
বিনতঃ পতিভিঃ দেবাস্তে প্রোয়াযাদ সমরতঃ।
ধানবৈশ্চৈঃ সমৈস্তৈশ্চ যুযুধাতেঽতু বহুধা। ২
ধ্বজঃ সমেত্যো যুযুধে সার্দ্ধং দুর্দমর্ষণা।
তারকো যুযুধে বিপ্রচিত্তিরিত্যা সহ সমরঃ। ৩
সংযুদ্ধ সহ চক্রেণ তারার সমরা পরম্
কালেয়রেণ কালস্ত লোকর্ষেণ প্রতাপবান্। ৪
কুবেরঃ কালকেয়েন বিবর্ত্তা সহেন চ।
ত্বষ্টাসুরেণ যুযুধে সংযাদেন মহাত্মনা। ৫
ধনবিদেন বজ্রাঙ্গদেনেন সমীরণঃ।
যুযুধে দুর্মুখেনৈব বজ্রাঙ্গেন শনৈশ্চরঃ। ৬
ভাস্করো মহাবীর্যেণ সমযো বর্চসাদিত্যৈঃ।
অগ্নিনৌ চ বীর্যিবন্তা যুযুধে বলবৃত্রহঃ। ৭
মরুদ্ভিরেব সার্দ্ধং চ মরুদ্ভাঙ্গেন সমরঃ।
লোহাক্ষরৈশ্চৈবেনাঃ পিতৃভিরেব চ সমরঃ। ৮
ঈশানুযেন যুযুধে বজ্রবেগেনি অরেন চ।
ভাস্করীযুযেন শিবেন যুযুধে সমরন্বিতা। ৯
বিষ্ণুন চ পলাশেন চাদিত্যা যুযুধুঃ পরম্।
এবমাসন মহাযুদ্ধাস্তৈরন্যৈরসুরৈঃ। ১০
মহামায়ী চ যুযুধে চৌক্রমাণিভিঃ সহ।
নন্দীশ্বরাদয়ঃ সর্বে গানবানাঃ সহৈঃ সহ। ১১
যুযুধুস্তে সহ যুদ্ধে প্রেক্ষন্তে চ ভাস্করে।
ধর্মদূতে চ শম্বরস্ত তারী তারুন চ। ১২
সর্বে চ যুযুধুঃ সৈন্যৈরন্যোন্যং সমরতঃ যুদ্ধে।
ভয়ানিযামনে তস্মে জোগ্রিগীর্বাণৈঃ সহ। ১৩
ইত্যেষ শম্বরস্যুক্ত মরুদ্গণবধুবিধিঃ
শম্বরস্য চ যোধাস্তে যুদ্ধে সর্বে পরাজিতাঃ। ১৪

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[দেব ও দানব সৈন্যগণের বিবিধ যুদ্ধ বর্ণন, শম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে তাহার পরাজয় এবং তারী-শম্বরাসুরের যুদ্ধবর্ণন।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! প্রজাপতিগণী বাসবগণ শত্রুর অবস্থানস্থলে নিকটে প্রস্থান করিয়া নিজ সৈন্যসমূহের সহিত সমর আরম্ভ করিলেন। বাসব আরোহণ করিলেন ঐরাবত নামক হস্তিরাজ পূর্বক দৈত্যসমূহ বধ করিলেন। ১

তখন বিনত নামক দৈত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বাসবগণ শত্রুর সৈন্যের আগমন করিলে উহা সহজে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ২

ধ্বজ দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দমর্ষী বাসবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সূর্যগণের সহিত বিপ্রচিত্তির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৩

চন্দ্র শত্রুগণের সহিত তারার সহিত যুদ্ধ দিতে লাগিলেন। এইরূপ কাল কালেয়গণের সহিত, অগ্নি লোকর্ষের সহিত, কুবের কালকেয়ের সহিত, বিবর্ত্তা অসুরের সহিত, ত্বষ্টা ধনবিদের সহিত যম দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪-৫

পবন বজ্রাঙ্গদের সহিত, সূর্য্য দুর্মুখের সহিত, বৃত্র যুদ্ধপরায়ণ বজ্রাঙ্গের সহিত, শনৈশ্চর লোহাক্ষগণের সহিত, ভাস্কর মহাবীর্য্যের সহিত, বসুগণ বর্চাগণের সহিত, অগ্নিদ্বয় বীর্য্যবানের সহিত, বলবৃত্রহা বৃত্রাসুরের সহিত, ধর্ম মরুদ্গণের সহিত, রুদ্রগণ মরুদ্ভাঙ্গের সহিত, শিব পিতৃগণের সহিত এবং শনৈশ্চরের সহিত মঙ্গল (যাজ্ঞবল্ক) যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬-৮

ঈশানুষ, বৃত্র, বজ্রবেগ, অজ, ভাস্করীযুষ, শিব, বৃত্র, সন্ধ্যাদি, বিষ্ণু ও পলাশ—এই সব অসুরবিগণের সহিত আদিত্যগণ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবম্প্রকার মহাযুদ্ধ এবম্প্রকার অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৯-১০

দেবী মহামায়ী চৌক্রমাণির সহিত যুদ্ধ দিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বর প্রভৃতি সকলে অন্যান্য বাসবদিগের সহিত সেই অসুরগণ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধে তাহারা ও সূর্য্য তাহাদের সহিত বিশ্ব অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১-১২

সুরগণ এই যুদ্ধে সমর সৈন্যগণ সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট কোটি বাসবগণের সহিত বাসবগণ শত্রুগণ যুদ্ধের আরম্ভনে বিদ্যুতি হইয়া ভয়ানক ভয়ানিযামনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শম্বরাসুর সমস্ত যোদ্ধাগণকে যুদ্ধে পরাজিত দেখিলেন। ১৩-১৪

দেবাশ্চ চক্রুঃ সর্বে [illegible] ।
[illegible] ১৫
[illegible] ।
[illegible] ১৬
[illegible] ।
[illegible] ১৭
[illegible] ।
[illegible] ১৮
[illegible] ।
[illegible] ১৯
[illegible] ।
[illegible] ২০
[illegible] ।
[illegible] ২১
[illegible]
[illegible] ২২
[illegible]
[illegible] ২৩
[illegible] ।
[illegible] ২৪
[illegible] ।
[illegible] ২৫
[illegible]
[illegible] ২৬
[illegible]
[illegible] ২৭
[illegible] ।
[illegible] ২৮
[illegible]
[illegible] ২৯

[illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। ১৫

[illegible] করিতে লাগিলেন। ১৬

[illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। ১৭

সেই সময় [illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। [illegible] ([illegible]) [illegible] করিতে লাগিল। ১৮-১৯

এই সময় [illegible] করিল। ২০

[illegible]—[illegible] করিল। ২১

[illegible] সেই সময় [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] এবং সেই [illegible] হইল। ২২

[illegible] এবং [illegible] করিলেন। ২৩-২৪

[illegible] হইতে লাগিল। ২৫

[illegible] এবং [illegible] করিলেন। [illegible] করিতে লাগিলেন। ২৬

[illegible] করিতে লাগিলেন। ২৭

[illegible] হয়, সেইরূপ [illegible] হইয়া পড়িলেন। ২৮

[illegible] করিলেন, [illegible] করিলেন এবং [illegible] করিলেন। ২৯

মধুরং মধুরৌদ্গারঃ পিবাম্যেষ সুধাং মুদা।
শক্তিং চিন্তয়ন্ পূর্ণাত্মানং তত্ত্বমসি ধারয়ন্ ॥ ৫৭
ততঃ মূর্দ্ধানং সংপ্রাপ্য নাদরন্ধ্রে চেতসা পুনঃ
পূরয়িত্বাত্মতুরিয়া মদ্যং বিষ্ণুময়ং পুনঃ ॥ ৫৮
হৃদ্যেনেত্যনির্দ্দেশ্যং ধ্যানমাত্মস্থ কারিকঃ।
সমুদ্ধৃত্য পুরীষং চ চক্রং তদুপরিস্থিতং ॥ ৫৯
দর্শয়ন্তং পরিষ্যাংশৈর্ন কৃষ্ণান্তং প্রত্যয়ান্তরং
দর্শয়ন্তিশ্চেতসা যোগেন হিরণ্যেন বিশারদঃ ॥ ৬০
ধৃত্বা নির্বাপয়ামাস পার্শ্বেনৈব প্রজাপতিঃ।
ততঃ স্বয়ন্তু চিন্তেন সমুদ্ধৃত্য লীলয়া ॥ ৬১
সমাধায় সাধবিত্বৈব কিলৌচ্চৈঃ মুমুচেঽঞ্জলিং
চিন্তেন শক্তিমুদ্ধায়ঃ ব্যাবহেন্তু যথমি ॥ ৬২
মূর্দ্ধানং সংপ্রাপ্য বায়ুং চ মনসা চেতসা পুনঃ।
আত্মস্থ ইব ধ্যানেনৈব মুহূর্ত্তমাত্র সমরঃ ॥ ৬৩
চক্রাত্ত পরমাত্মানং মায়য়া বারিবাঃ যথঃ।
গুরুস্থানাত্ত সময়ে পরমাত্মানং সাধয় ॥ ৬৪

ততঃ শক্তিসমাধায় পরমূর্দ্ধায়প্রভাং।
প্রেমরাশিনিধানাত্মা বিন্যস্তেত্ত চেতসাত্মনা ॥ ৬৫
চিন্তেন স্বাত্ম যোগেন ধ্যানেনেত্ত কারিকে।
পশ্যন্ত শক্তিসদ্ভাবে বহ্নিরাশিরিবোজ্জ্বলঃ ॥ ৬৬
মূর্দ্ধানং সংপ্রাপ্য সহসা চ কারিকেরো মহাকন্দ।
কালী পুরীষং তং ক্রোড়ে নিধায় নিজমাত্মনি ॥ ৬৭
নিজস্বরূপাদি জ্ঞানেন জীবধারায় লীলয়া
মদ্যে ভগবতস্তত্ত্ব ন ক্রোড়স্থো প্রজাপতিঃ ॥ ৬৮
কালী ভগাদ্ধ মধ্যা বরাহ কারিকং নিজং
জীবাত্মানমুদ্ধৃত্য তে চ সর্বৌষধারসঃ ॥ ৬৯
সর্বে দেবাস্ত সর্বাণ যজ্ঞ-যাজক-বিগ্রহাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাত্মস্ত যজ্ঞঃ সপ্তকোটির্বিলাবকাঃ ॥ ৭০
যা চ যজ্ঞা চ সংপ্রাপ্তঃ নিধনায়ঃ চকার চ।
যেষাস্ত নিধনায়ের প্রাপুর্মূর্দ্ধানং ধারণা ॥ ৭১
অষ্টোত্তরাত্মবিধিঃ চকার চ পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মা সপৌ চ যাজ্ঞীকা নবর্ষ ধনমূর্দ্ধনি ॥ ৭২

তিনি বিনাশ করা মন্ত্রকে (কারিকেরের মস্তকে) অর্পিত করিয়া দূরিলেন। অনন্তর পদ্মভূ এই প্রাণশক্তিরূপী পক্ষি হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৩

পক্ষির আগমনে কারিক অন্তরাত্মা মূর্ছা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় চেতনা লাভ করত পূর্ণ বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত জল এক বিন্দু গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাভিমুখে যাবে আরোহণ পূর্বক অন্ত-পত্র করিয়া তাহার সহিত আবেশ করিলেন ॥ ৫৪-৫৫

বিশ্বকর্ম্ম কারিক যোগবলপ্রভাবে বিধাতা দ্বারা সমস্ত মর্ম, পর্বত, বৃক্ষ ও প্রজাসমূহকে দেখিতে করিলেন ॥ ৫৬

প্রজাপতিগণী তখন পার্শ্বদেশের দ্বারা বহ্নিকে নির্বাপিত করিলেন। তাহার পদ্মভূতের বসু, রুদ্র, মরুৎ, সাধ্যগণ এবং অশ্বিনী উভয় যুগ্ম-কিরীট (যখন করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত উদ্ধারপূর্বক এই পক্ষি বিসর্জন করিলেন ॥ ৫৭-৫৮

তাহা পদ্মভূ ইহাকে মূর্ছা প্রাপ্ত হইয়া পরে চেতনা লাভ করত তত্ত্ব এই বাক্যে তাহাদের পূর্বকে নমস্কার বসু গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৯

তাহার সেই ব্রাহ্মণীদিগের সহিত সেই পদ্মভূ ব্রাহ্মণের ধারণাসহ মূর্তি করিলেন। পরে; মূলমন্ত্রে সেই ব্রাহ্মণের কারিকের আত্মসাৎ করিয়া পদ্মমূর্তিমূলক প্রজাপতিদিগকে অনন্তর এই পক্ষি গ্রহণ করিলেন। এই পক্ষি প্রজাপতিদিগমূলী ও বিষ্ণুতেজে আবৃতা ছিল ॥ ৬০-৬৮

তাহার ব্রাহ্মণগণ পদ্মভূ অন্তরাত্মে এই পক্ষির ধ্যানযোগ করিলেন ইহার বিসর্জন করিলেন। দক্ষিণাগিপুত্রা অনুষ্ঠানে সেই পক্ষি তত্ত্ব কারিকের যোগে বিয়া পক্ষিত হইল ॥ ৬৯

সেই পক্ষিত আগমনে ধ্যানস্থ কারিকের মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কালী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিজমূর্তির ধারণ করিলেন ॥ ৭০

অনন্তর নিজ নিজ জ্ঞানযোগে অন্তর্যামীরূপে তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং সেই কারিকের তখন হস্ত প্রদান করিলেন। ইহাতে সেই প্রজাপতিগণী কারিক জীবিত হইলেন ॥ ৭১

তাহার পর তাহা কালী ভগাদ্ধে ধারণ করিলেন। শিব কারিকের ক্রোড়ে করিয়া থাকিলেন। তখন সর্বৌষধি প্রভৃতি ঔষধগণ তাঁহার অনুধাবন করিলেন ॥ ৭২

সমস্ত দেবগণ এবং পর্বত, বৃক্ষ, যাজক ও বিগ্রহগণ এবং ব্রহ্মাণ্ডে যাজকগণ ও সপ্তকোটি বলাবকগণ ধারণ করিলেন ॥ ৭৩

সেই কালী সংপ্রাপ্তস্থলে ধারণ করিয়া নিধনপ্রাপ্ত করিলেন। দেবীর নিধনপ্রাপ্ত যাহারা মূর্ছা প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪

তাহার তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে অষ্টোত্তর করিয়া থাকিলেন। সেই সময় তিনি ব্রহ্মাণ্ডের যাজীক মূর্তি ধারণ করিলেন এবং তাহাদের ধনমূর্তি করিয়া থাকিলেন ॥ ৭৫

উগ্রদংষ্ট্রা চোগ্রচণ্ডা কোট্টরী চ পপৌ মধু।
যোগিনীনাং ডাকিনীনাং গণাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা কালীং শঙ্খচূড়ঃ শীঘ্রমাজিং সমাযযৌ।
দানবাশ্চ ভয়ং প্রাপু রাজা তেভ্যোঽভয়ং দদৌ ॥ ৩৭
কালী চিক্ষেপ বহ্নিং চ প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্।
রাজা নির্বাপয়ামাস পার্জন্যেনাস্ত্রলীলয়া ॥ ৩৮
চিক্ষেপ বারুণং সা চ অতীব চাদ্ভুতম্।
গান্ধর্বেণ চ চিচ্ছেদ দানবেন্দ্রশ্চ লীলয়া ॥ ৩৯
মাহেশ্বরং প্রচিক্ষেপ কালী বহ্নিশিখোপমম্।
রাজা জঘান তদ্বীর্যং বৈষ্ণবেনাস্ত্রলীলয়া ॥ ৪০
নারায়ণাস্ত্রং সা দেবী চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্বকম্।
রাজা ননাম তং দৃষ্ট্বা অবরুহ্য রথাদহো ॥ ৪১
ঊর্দ্ধং জগাম তদস্ত্রং প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্।
পপাত শঙ্খচূড়শ্চ ভক্ত্যা চ দণ্ডবদ্ভুবি।
ব্রহ্মাস্ত্রং সা চ চিক্ষেপ যত্নতো মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মাস্ত্রেণ মহারাজো নির্বাণং চ চকার হ।
দিব্যাস্ত্রাণি চিক্ষেপ সা দেবী মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ৪৩
রাজা দিব্যাস্ত্রজালেন নির্বাণং চ চকার হ।
দেবী চিক্ষেপ শক্তিং চ যত্নতো যোজনায়তাম্ ॥ ৪৪
রাজা তীক্ষ্ণাস্ত্রজালেন শতখণ্ডং চকার হ।
জগ্রাহ মন্ত্রপূতং চ দেবী পাশুপতং রুষা ॥ ৪৫
নিক্ষেপ্তুং সা নিষিদ্ধা চ বাক্ বভূবাশরীরিণী।
মৃত্যুঃ পাশুপতেনাপি নৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৪৬
যাবৎ স্থাস্যতি কণ্ঠে চ কবচং চ হরেরিতি।
যাবৎ সতীত্বমস্তীতি সত্যাশ্চ নৃপযোষিতঃ ॥ ৪৭
তাবদস্য জরামৃত্যুর্নাস্তীতি ব্রহ্মণো বরঃ।
ইত্যাকর্ণ্য ভদ্রকালী ন চিক্ষেপ চ তং সতী ॥ ৪৮
শতলক্ষং দানবানাং জগ্রাস লীলয়া ক্ষুধা।
গ্রস্তুং জগাম বেগেন শঙ্খচূড়ং ভয়ঙ্করী ॥ ৪৯

উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা ও কোট্টরী তখন মধুপান করিলেন এবং যোগিনী ও ডাকিনীগণ এবং দেবতাদি সকলে মধু পান করিলেন ॥ ৩৬

শঙ্খচূড় যুদ্ধক্ষেত্রে কালীকে দর্শন করিয়া সত্বর আগমন করিলেন। দানবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কালীকে দর্শন করিয়া ভীত হইল; কিন্তু রাজা শঙ্খচূড় তাহাদিগকে অভয়দান করিলেন ॥ ৩৭

কালী প্রলয়াগ্নিশিখাতুল্য বহ্নিকে অর্থাৎ এক অগ্ন্যস্ত্র তখন ক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু রাজা শঙ্খচূড় পার্জন্যাস্ত্র দ্বারা সেই অগ্ন্যস্ত্রকে অবলীলাক্রমে নির্বাপিত করিলেন ॥ ৩৮

সেই কালী অদ্ভুত এবং তীব্র বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। দানবেন্দ্র শঙ্খচূড় গান্ধর্বাস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্রকে অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন ॥ ৩৯

তখন কালী বহ্নিশিখাতুল্য মাহেশ্বর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাজা শঙ্খচূড় বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই অস্ত্রকে ছেদন করিলেন ॥ ৪০

তখন সেই দেবী মন্ত্রপূর্বক নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাজা শঙ্খচূড় তখন সেই নারায়ণাস্ত্র দেখিয়া রথ হইতে নামিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪১

তখন সেই প্রলয়াগ্নিশিখাতুল্য নারায়ণাস্ত্র ঊর্দ্ধদিকে গমন করিল এবং শঙ্খচূড় ভক্তিসহকারে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন কালী যত্নসহকারে মন্ত্রপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৪২

মহারাজ শঙ্খচূড় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা উহাকে নির্বাপিত করিলেন। তখন সেই দেবী কালী বহু দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৪৩

রাজা দিব্য দিব্যাস্ত্রসমূহ দ্বারা তাহা নির্বাপিত করিলেন। দেবী তখন যোজনবিস্তৃতা এক শক্তি শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৪

রাজা তীক্ষ্ণাস্ত্রসমূহ দ্বারা সেই শক্তিকে শতখণ্ড করিয়া দিলেন। তখন দেবী মন্ত্রপূত পাশুপতাস্ত্র ক্রোধে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫

কিন্তু সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে তিনি নিষিদ্ধা হইলেন। সেই সময় আকাশবাণী হইল—মহাত্মা রাজা শঙ্খচূড়ের এই পাশুপতাস্ত্র দ্বারা মৃত্যু হইবে না ॥ ৪৬

যে পর্যন্ত হরির কবচ ইঁহার কণ্ঠে থাকে এবং যে পর্যন্ত এই রাজা শঙ্খচূড়ের পত্নী সতী তুলসীর সতীত্ব থাকিবে, তাবৎকাল ইঁহার জরা ও মৃত্যু হইবে না, এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সতী ভদ্রকালী সেই পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না ॥ ৪৭-৪৮

তখন ক্ষুধাতে ভদ্রকালীদেবী অবলীলাক্রমে শত লক্ষ দানবকে গ্রাস করিলেন অর্থাৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই ভয়ঙ্করী কালী শঙ্খচূড়কে গ্রাস করিতে সবেগে গমন করিলেন ॥ ৪৯

বিমোহ্য তৌ মহাবীর্যৌ মহামায়া জগন্ময়ী।
যদা স্থিতবতী দেবী যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ ॥ ৬০

বিমোহিতৌ মহামায়া মধুকৈটভ দানবৌ।
পুনর্যুদ্ধং মহাদেবী যেনেব চ কর্তুমৈচ্ছৎ ॥ ৬১

নিবারয়ামাস চ তং সর্বদিক্ষ্বপরো যতঃ।
যেনেব বুদ্ধিনা কালী কোপযুক্তা জগন্ময়ী ॥ ৬২

মহাবলং যতঃ তত্র ক্ষয়ায় বাসবি নদী।
সা চ যুক্তা ছিন্ন ধনুর্বাণাধিপতি শাসনম্ ॥ ৬৩

দানবেন্দ্র ক্ষয়ায় মধুকৈটভ দানবৌ।
মুক্তা ভয়াব যঃ দেবী মহাদেবেন যোধযুদ্ধ ॥ ৬৪

ব্রহ্মা যদা বৈরাজং মনঃ মুক্তবিমানে চ।
অনেন চেতনাঃ প্রাণা মধুকৈটভৌ প্রজাপতি ॥ ৬৫

ন চৈতাং বাহুযুদ্ধেন দৃষ্ট্যা দানব বলাৎ ধাবন্।
যোগনিদ্রাযুক্ত ছিন্নে ক্ষয়ায় চ বাহুবলা ॥ ৬৬

তখন মধুকৈটভ বুদ্ধির বিনাশের দ্বারা তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। তখন দেবী যোগনিদ্রাময়ী মূর্তিতে আর্য যেন্দ্রো এক বল মধুকৈটভে দৈন্য বিধান করিল। ৬০

সেই দানব মধুকৈটভ এক বিনাশের দ্বারা দেবীনির্মিত মায়াকে শক্তিহীন করিয়া দিলেন। তখন কালী বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে ত্রাণ করিবার জন্য মনোযোগ করিয়া থাকিলেন। ৬১

সেই সময় সর্বদিকব্যাপী দানবদ্বয় তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। তাঁহাকে কোপযুক্তা হইয়া জগন্ময়ী কালী যাহাতে এক বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার ক্ষয়ের জন্য চেষ্টা করিলেন এবং সেই দেবী তখন তাঁহাকে আকর্ষিত না করিলেন। তাহাতে প্রজাপতি বিধাতৃশক্তি মায়ার এক মুক্তি বিধান করিলেন। ৬২-৬৩

মধুকৈটভ সেই মুক্ত দানবদ্বয় ক্ষমাবলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর সহিত যুক্ত হইয়া দেবী ব্রহ্মাকে এক বুদ্ধির আশ্রয় করিলেন। ৬৪

বিষ্ণু সেই দৈত্য বাহিনী দ্বারা বুদ্ধিতে আবিষ্ট হইলেন এবং অনন্তশয্যা থেকে উত্থিত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সেই প্রজাপতি মধুকৈটভ দানবদ্বয় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হইলেন। ৬৫

কিন্তু সেই দেবী মায়ার সহিত যখন তাহারা বাহুযুদ্ধ করিতেছিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাহাতে দেবীনির্মিত বাহু তিনি যেন বলিয়া থাকিলেন এবং দেবীর যোগে সেই সকল দেবকে আবার ধীর বেগে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৬৬

সেই সময় বিষ্ণুকে মধুকৈটভ অতিবলবান বাহুযুদ্ধে আর সেই জগন্ময়ী মতি বল বিধান করিলেন না। ৬৭

তখন দেবী মহাকালী যোগনিদ্রা দানব মধুকৈটভকে বারবার পুনঃ পুনঃ মুষ্টিতে ঊর্ধ্বে আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে প্রজাপতি মধুকৈটভ দানব দীর্ঘ কাল ধরিয়া পতিত হইলেন। ৬৮

যুদ্ধের পরিশ্রান্ত হইয়া মধুকৈটভ চিন্তিত হইলেন এবং আকাশস্থিত প্রণাম করিয়া মহামায়ানির্মিত বরদানে বল এক বিষ্ণুর ঊর্ধ্বেতে আরোহণ করিলেন। তিনি সেই মহাবল দেবেন্দ্রকে বিবাদ করিলেন না। ৬৯

অনন্তর দেবী মহাকালী যুদ্ধকালে দানবেন্দ্রের উপর পাদ করিয়া প্রবল বেগে যখন করিয়া মহাবলের বধ করিলেন এবং পূর্বের মতন বুদ্ধিবলে মধুকৈটভে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন। ৭০-৭১

তখন প্রভু দানবদ্বয়কে সেই বিষ্ণুশক্তি গ্রহণ করিয়া প্রাণ করিলেন। হে দানবদ্বয়! তোমরা মধুকৈটভ আর দানবেন্দ্র আমি এখন বলবানবৎসম দৈত্য অবস্থিত আছ, আর আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাদের মধুকৈটভ যুদ্ধ পাইবার জন্য বর প্রার্থনা কর যাহা তোমরা ইচ্ছা কর।

বিস্ময়ং প্রাপ্য তৌ তস্য মধুকৈটভ দানবৌ। ৬৭
ক্রুদ্ধৌ দানবৌ দেবী স্তম্ভিতৌ পুনঃ পুনঃ।
বিষ্ণুর্বৈ চ যোগমায়ায় মহাদেবেন কোপতঃ।
বিষ্ণোঃ পদাত যেনেব মধুকৈটভ প্রজাপতেঃ। ৬৮
বিশন্তী চ মধুকৈটভৌ তস্য ভয়ানিদ্রায়াঃ।
যোগমায়াবিমোহিতা বিষ্ণুবাক্যং মনোরমম্।
আকর্ণ্য বিষ্ণুযুক্তৌ ন বিচারৌ মহাবলৌ। ৬৯
দানবাবাহ কথং যাচক বিষ্ণুং মুদা। ৭০
দীয়তাং যুদ্ধং ত্বয়া প্রীত্যা ভবতা চ যুধ্যতাম্।
উভয় যুদ্ধযোগ্যতাঃ পৌরুষশালিনঃ বাহুযুদ্ধম্। ৭১
ক্ষমা দাতা বাহুযুদ্ধ দানবাবাহ বিষ্ণুনম্।
নন্দ দানবেন্দ্রো বরদানবিশিষ্ট প্রণাম মুদা। ৭২
বিষ্ণুকে বুদ্ধ্যা সার্ধং মধুকৈটভৌ।
সংগ্রামে দানবাবাহ বহুং পাতয়েতে বৈ। ৭৩

[illegible] শঙ্খচূড়… [illegible]।
[illegible] মহাকালী [illegible] ॥ ৭৪
ন চ [illegible] শিরশ্ছেদ [illegible] ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে তুলসীপাখ্যানে কালীশঙ্খচূড়যুদ্ধে
ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

শঙ্খচূড় তোমার বধ্য নহে' [illegible] দৈববাণী হইল। [illegible] শঙ্খচূড় মহাজ্ঞানী, [illegible] ও [illegible], সে আমার [illegible] উপর [illegible] কিছুই করে নাই, কেবল আমার [illegible] শত যে কেবল করিয়াছিল ॥ ৭১-৭৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদস্থলে তুলসী উপাখ্যানে কালী-শঙ্খচূড়যুদ্ধবিষয়ক ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন বিষ্ণুকর্তৃকং শঙ্খচূড়সমীপতঃ কবচগ্রহণম্, শিবেন শঙ্খচূড়স্য বধঃ, শঙ্খচূড়াস্থিনা শঙ্খস্য উৎপত্তিকথনঞ্চ।]

নারায়ণ উবাচ।

শিবস্তত্র [illegible]।
[illegible] ॥ ১
শঙ্খচূড়ঃ শিবং দৃষ্ট্বা [illegible]
[illegible] শিরসা [illegible] ॥ ২
[illegible]।
[illegible] ॥ ৩
[illegible]।
ন [illegible] ॥ ৪
[illegible]।
[illegible] শঙ্খচূড়স্য [illegible] ॥ ৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬
[illegible]।
[illegible] ॥ ৭

বৃদ্ধব্রাহ্মণ উবাচ।

দেহি [illegible]।
[illegible] ॥ ৮
[illegible]।
[illegible] ॥ ৯

বিংশতিতম অধ্যায়।

[বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বিষ্ণু কর্তৃক শঙ্খচূড়ের নিকট হইতে কবচ গ্রহণ, শিবকর্তৃক শঙ্খচূড় বধ এবং শঙ্খচূড়ের অস্থিসমূহ হইতে শঙ্খের উৎপত্তি কথন।]

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! [illegible] শিব [illegible] যুদ্ধ করিবার [illegible]। [illegible] সহিত [illegible] যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ১

শঙ্খচূড় [illegible] করিয়া [illegible] শিবের [illegible] প্রণাম করিলেন ॥ ২

শঙ্খচূড় শিবকে প্রণাম করিয়া [illegible] আরোহণ করিলেন এবং [illegible] ধারণ করিলেন। [illegible] শিব [illegible] বহু [illegible] করিলেন ॥ ৩

[illegible] সেই [illegible] শিব ও দানব শঙ্খচূড়ের [illegible] যুদ্ধ হইল, কিন্তু সেই যুদ্ধে [illegible] জয়-পরাজয় হইল না ॥ ৪

[illegible] শিব [illegible] এবং [illegible] শঙ্খচূড় সেই [illegible] এবং [illegible] যুদ্ধস্থলে শিব [illegible] করিলেন ॥ ৫

এই যুদ্ধ [illegible] শঙ্খচূড়ের [illegible] ছিল। [illegible] সেই [illegible] করিয়া দিলেন ॥ ৬

[illegible] বিষ্ণু [illegible] পূর্বক [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] শঙ্খচূড়কে [illegible] ॥ ৭

বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু কহিলেন,—রাজেন্দ্র! [illegible] ভিক্ষার্থী (উপবাসী), তৃষিত ও পীড়িত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে তুমি ভিক্ষা দান কর। [illegible] বিষ্ণু প্রার্থনা করিলে তুমি [illegible] প্রদান করিয়া থাক, [illegible] তুমি পূর্ণ কর। তুমি [illegible] আমার [illegible] কর, তাহার পরে তোমাকে আমার প্রার্থনার কথা বলিব ॥ ৮-৯

অবিস্মৃতায় চারেত্তঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
ভবার্থী ভক্তকাম্যিত্বাদ্যাহেতি চাহরা ॥ ১৮
তৎ শ্রুত্বা সাধবশ্রেষ্ঠো নত্বা কমলভূভবম্।
পূজীয়া স্বয়ং বিদ্যাং তথায় বক্ষিতেন চ ॥ ১৯
পদ্মভূক্ত ভালেন তথায় তুলসীং প্রতি।
পত্রা তত্রাগ সাধবা চ যৌবনাবস্থয়া হ ॥ ২০
অথ পদ্মভূবঃ পূর্ণং তত্রায় সাধবা প্রতি।
প্রীত্যথা হ্যার্তপত্রক্ষেত্রমুক্তম্ ॥ ২১
সাধ্যেণাবিষ্টিতাঙ্গং তত্রাবিষ্টিতযাধবম্
বিদ্যাবিষ্টিতমূলক কামাবিষ্টিতযাধবম্ ॥ ২২
বিদ্যাযুক্তিমুক্তঃ তত্রাবিষ্টিতযোগিনম্।
ত্রিবার্তাক দুর্ধর্ষিযার্থ বৈষ্ণিযাত্তম্ ॥ ২৩
ক্ষেত্রমা ভক্তমুক্তাক সর্বশাস্ত্রবিদাত্তম্
শিবঃ কেশবযোগেন্দ্রঃ দুর্বাক তত্ত্বত্তম্ ॥ ২৪

যমুনাযাত্রা দীর্ঘেণ প্রেমেন পত্রত্তম্ ॥
মহীং তত্রত্তম পিত্রাপনবিদ্বিত্তম্ ॥ ২৫
সংবর্তুং সর্বত্রজ্ঞাত্তমক তুলসীলয়া
বিক্ষেপ দূর্বনং কৃত্বা পদ্মভূক্তে চ নারদ ॥ ২৬
যাত্রা তাপঃ পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণত্তবাপ্তুত্তম্
ধ্যানং চক্রুঃ তত্ত্বত্তা চ কৃত্বা যোগাসনং বিদ্বা ॥ ২৭
মূলক্ত শ্রবণং কৃত্বা পদ্মায় ব্রাহ্মযোগিনি।
চকার তত্ত্বসাক্ষক সর্বজ্ঞালীলয়া ॥ ২৮
ত্যক্ত্বা কৃত্বা বিদ্যাক্ষণং কিশোরযোগবেষত্তম্
বিভূত্বা মূলীভক্তঃ তত্ত্বত্তবপুবিত্তম্ ॥ ২৯
তত্ত্বেত্রনাবনির্বাণা বেদ্বিঃ যোগাক্তোটিভিঃ।
যোগোকারেণতঃ তাবাক্তত্ত্ব তৎপুত্রা তত্ত্বৌ ॥ ৩০
পত্রা নমাম পিতরা তাবা-মাধবযোর্যুগে।
তত্ত্বা তত্ত্বপাত্তোক্ত তাবে মুখাবনে তত্ত্বে।
মুখাবাসে তৌ চ পুত্রা প্রসন্নবদনেক্ষণৌ ॥ ৩১

তখন রাজেন্দ্র পদ্মভূ প্রসন্নমনে ও সৌম্যভাবে বলিলেন—আমি আপনার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনাকে তাহা করিব। সেই মূল ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু তাহা অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—আমি তোমার কর্তৃত্ব ও কার্য প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩

ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সত্যসন্ধ পদ্মভূ ঈষাহাস্য উচ্চারণ করিয়া প্রদান করিলেন। ঈশ্বরের সেই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া পদ্মভূ করিলেন ॥ ১১

তাহার পর নারায়ণ পদ্মভূকে তপ দান করিয়া তুলসীর নিকটে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি নারায়ণকে তুলসীর সহিত মৈথুনাবস্থায় দেখিতে পাইলেন ॥ ১২

অনন্তর এদিকে তুষ্টমনে পদ্মভূ শ্রীবিষ্ণুদেবের ঐশ্বর্যপূর্ণ মনোহর-স্থানস্থিত পত্র মূর্তিকে প্রণাম করার জন্য পদ্মভূকে মূল নারায়ণ প্রতি বিক্ষেপণ করে গমন করিলেন ॥ ১৩

এই মূলের অন্তরালে নারায়ণ অধিষ্ঠিত আছেন, তথা নারায়ণে অধিষ্ঠিত আছেন, শিব মূলে অর্থাৎ মূলস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন এবং কাম নারায়ণে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৪

এই মূল বিদ্যাবর্ণবিদ্যাযুক্ত, ব্রহ্মোক্তি বিদ্যার তায় তত্ত্বত্ত, দুর্নিবার্য, দুর্ধর্ষ, অজর ও পরমতত্ত্ব ছিল ॥ ১৫

এই মূল মূলবর্ণ ব্রহ্মমূল বেদবেদী, সর্বশাস্ত্রবিদ্যাপন্ন, শিব ও বিষ্ণু তাহাতে আছেন দুর্বল এবং তত্ত্বত্ত ছিল ॥ ১৬

ইহা সহজ বৃত্তান্তমাত্র (ইহা হইতে এক বস্তু হয়)। "মূল-বিদ্যামূলো ব্রহ্মমূলক বক্তঃ মূলমূ"।) বীর্য এবং প্রেমে পত্র হইয়া প্রণাম দিল। এই মূল সর্বজ্ঞ, তত্ত্বত্ত, বিদ্যা এবং অধিষ্ঠিত ছিল ॥ ১৭

এই মূল তত্ত্বজ্ঞানীগণের সহিত ঐক্যতা লাভ করিতে সমর্থ। তাহার। এবম্ভূত মূলকে নিজ মূর্তিতে পদ্মভূকের উপর বিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮

তখন রাজা পদ্মভূ ধীর মনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি অনুসারে যোগাসন করে অভিলাষানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমগ্ন হইতে লাগিলেন ॥ ১৯

এদিকে বিশেষজ্ঞিত সেই মূল মূর্তিতে মূর্তিমান পদ্মভূকের উপর পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তথায়ের তত্ত্ব মূল পদ্মভূকে তত্ত্বত্তাৎ করিয়া দিল ॥ ২০

তাহাতে রাজা পদ্মভূ বিষ্ণুত্ব, মূলত্ব, তত্ত্বত্তবপূত্ব বিষ্ণুত্ব, কিশোর ও দিব্য যোগবেশ ধারণ করিয়া তেজী যোগশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মেন্দ্রনাবনির্বাণ এবং যোগাক্ত হইতে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়া সেই যোগাকপুত্র ধারণ করিলেন ॥ ২১-২৩

মূলে যোগাসন দ্বারা তিনি অজন্মস্বরূপ ব্রহ্মমন্ত্রে তত্ত্বত্তাৎ ব্যবস্থা (তত্ত্বত্তাৎ) রূপ-মাধবের শ্রীচরণযুগলে অভিলাষানুযায়ী প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সেই মুখারবিন্দ দেখিয়া প্রসন্নমন ও সৌম্যবদনে রহিলেন ॥ ২৪

তদা চ চক্রুঃ কোষেষু হেমেন পরিমার্জনম্।
অথ মূলক যোগেন প্রযযৌ মূলিনং করম্। ২৩
শঙ্খরত্নেন মূলেন মূলপার্শ্বিকৃত দ্রুঃ।
স নিবত্তেন মূলেন নারায়ণাধিষ্ঠানেন্দ্রম্। ২৪
প্রেম্না চ প্রেরয়ামাস সবযোগে চ সাদরে।
অধিষ্ঠিঃ পঞ্চভূতৈশ্চ শঙ্খস্তস্থৌ দৃঢ়ং চ সঃ ২৫
নানাপ্রকারয়ন্ত্রণা চ সবযন্ত্রা সুরাচিতে।
প্রণম্য শঙ্খযোগেন যোগানাং প্রীতিদং পরম্। ২৭
তীর্থতোয়ৈশ্চ পবিত্রৈঃ সন্তুষ্টা বিধা।
শঙ্খমধ্যে তথৈব যত্ন তত্র লক্ষ্মীশ্চ স্থিরা। ২৮
সুরাশ্চ সর্বতীর্থেষু যঃ স্নাতঃ শঙ্খবারিণা।
শঙ্খে যত্নেন্দ্রিয়াণাং যত্র শঙ্খস্তথো হরিঃ ২৯

তত্রৈব সন্তত্যং লক্ষ্মীর্দুর্গা তুষ্টবনন্তরম্।
শ্রীবাক্ত শঙ্খনির্ঘোষঃ পূতানাক বিশেষতঃ ৩০
তীর্থা তত্রা যাতি লক্ষ্মীঃ বৈকুণ্ঠবৎ ক্ষণাদ্ধতঃ।
নিত্যং তত্রাবসং যত্রা নিত্যলোকং তথাপ সঃ ৩১
প্রস্থাপ্যো বৃষবাহেন সর্বৈশ্চ সমাবৃতঃ।
সুরাঃ সর্বিদ্যঃ প্রাপুঃ পরানন্দমনুত্তমম্ ৩২
নেত্রাশ্রুভিঃ তথা হর্ষে ভক্তর্যবিভিরন্তরা
বহুব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ নিবন্ধোপরি সন্তত্যম্। ৩৩
প্রণম্যাশু প্রযাতক মুনীন্দ্র প্রযযাবতঃ। ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলসীপাখ্যানে শঙ্খচূড়বধপ্রস্তাবো নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

সেই সময় ইহারা উভয়ে স্নেহে পরিপ্লুত হইয়া মুরারিকে ক্রোড়ে করিলেন। অনন্তর নিবেদিত সেই মূল সবযোগে মূলরাজ নিবেদন করিয়া আসিল। ২৪

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত সেই মূলের দ্বারা সত্বর সেই সবয হইতে 'মূলপার্শ্বি' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তখন নিজ সেই মূলের দ্বারা তাহার শঙ্খাধারের অধিষ্ঠানে সাদরে সবযোগপূর্ব সাবধানতা বিধান করিলেন। শঙ্খাধারের সেই অধিষ্ঠানের দ্বারা তাহাতে শঙ্খাদির দৃঢ়তা হইল। ২৫-২৬

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্টা সেই শঙ্খাদি বিদ্যা—সবা পবিত্র। শঙ্খের জল (শঙ্খস্থাহিত জল) যোগীদের প্রণম্য এবং যোগসবার পরম প্রীতিপ্রদ। ২৭

বিবিধা তীর্থের জল যোগীদের শঙ্খ জল তীর্থজলদ্বারা পবিত্র। (এজন্য বিবিধ শঙ্খাধারের বিধি আছে।) যোগীদের শঙ্খাদিতে অর্থাৎ শঙ্খাদিতে সবা হয়, তখন তাহা দৃষ্টিয়া অর্থাৎ আসিয়া হইয়া অবস্থান করেন। ২৮

যে ব্যক্তি শঙ্খ জল দ্বারা স্নান করে, সেই ব্যক্তি বিধি অনুসারে সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়া থাকে, কারণ, শঙ্খ তীর্থাদি অধিষ্ঠিত আছেন, অতএব যথায় শঙ্খ, তথায় তীর্থাদি বিরাজ করেন। ২৯

তথায় সমস্ত লক্ষ্মীদেবীও অবস্থান করেন। সেখানে হইতে সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া যায়। বিষ্ণু ইহাঁর কর্তৃক এবং বিশেষতঃ পুরুষ কর্তৃক (এজন্য জাতি আখ্যানে বহু স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতি কর্তৃক) শঙ্খধ্বনি দ্বারা লক্ষ্মী তথা ও তথা হইতে সেখান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যান। ৩০

অতঃপর নিজ অবতার কারণরূপ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া শ্রীহরিতে যেমন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রুত আরোহণ করত নিজধামে গমন করিলেন এবং দেবগণও তখন আনন্দিত হইয়া তথা হোক প্রতিষ্ঠা করিলেন। ৩১-৩২

সেই সময় অর্থ ঋষিগণদি হইতে নারিল, হর্ষের ও বিস্ময়বশ তথা করিতে পারিলেন এবং স্নিগ্ধ হইতে লাগিল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৩৩

তখন সমস্ত দেবগণ এক মুনিশ্রেষ্ঠগণ সকলেই সেই স্থিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৪

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদপ্রসঙ্গে তুলসী উপাখ্যানে শঙ্খচূড়বধ-প্রস্তাবনামক বিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible] তুলসী[illegible] [illegible]]

নারদ উবাচ ।

নারায়ণশ্চ ভগবান্ বীর্য্যাধানং চকার হ ।
তুলস্যাং কেন রূপেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

নারায়ণশ্চ ভগবান্ দেবানাং সাধনেষু চ ।
শঙ্খচূড়স্য [illegible] ॥ ২
[illegible] ।
পুনর্বিধায় [illegible] তুলসীগৃহম্ ॥ ৩
[illegible] তুলসীদ্বারসন্নিধৌ
[illegible] তুলসীম্ ॥ ৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১

তুলস্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

[শঙ্খচূড়ের [illegible] তুলসী[illegible]]

নারদ কহিলেন,—ভগবন্! নারায়ণ তুলসীর গর্ভে কিরূপে [illegible]

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible]

নারায়ণ [illegible] শঙ্খচূড়ের [illegible]

তিনি তুলসী-[illegible]

সেই [illegible] তুলসী [illegible] নারায়ণ [illegible]

তুলসী [illegible] ।

[illegible] ॥ ৭

তিনি তুলসী [illegible] ॥ ৮

[illegible] তুলসী [illegible] ॥ ৯

[illegible] ॥ ১০

[illegible] তুলসী [illegible] ॥ ১১

তুলসী কহিলেন,—[illegible]

তুলসীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য কমলাপতিঃ ।
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ তামুবাচানৃতং বচঃ ॥ ১৩

শ্রীহরিরুবাচ ।

আবয়োঃ সমরঃ কান্তে পূর্ণমব্দং বভূব হ ।
নাশো বভূব সর্ব্বেষাং দানবানাঞ্চ কামিনি ॥ ১৪
প্রীতিঞ্চ কারয়ামাস ব্রহ্মা চ স্বয়মাবয়োঃ ।
দেবানামধিকারশ্চ প্রদত্তো ব্রহ্মণা পুরা ॥ ১৫
ময়া গৃহং সমাগত্য শিবলোকং শিবো গতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথঃ শয়নঞ্চ চকার হ ॥ ১৬
রেমে রমাপতিস্তত্র রময়া সহ নারদ ।
সা সাধ্বী সুখসম্ভোগাদাকর্ষণব্যতিক্রমাৎ ।
সর্ব্বং বিতর্কয়ামাস কস্ত্বমেবেত্যুবাচ হ ॥ ১৭

তুলস্যুবাচ ।

কো বা ত্বং বদ মায়েশ ভুক্তাহং মায়য়া ত্বয়া ।
দূরীকৃতং মৎসতীত্বমথবা ত্বং শপামি হ ॥ ১৮
তুলসীবচনং শ্রুত্বা হরিঃ শাপভয়েন চ ।
দধার লীলয়া ব্রহ্মন্ স্বমূর্ত্তিং সুমনোহরাম্ ॥ ১৯
দদর্শ পুরতো দেবী দেবদেবং সনাতনম্
নবীননীরদশ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ॥ ২০
কোটিকন্দর্পলীলাভং রত্নভূষণভূষিতম্
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং শোভিতং পীতবাসসা ॥ ২১
তং দৃষ্ট্বা কামিনী কামং মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ লীলয়া ।
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য পুনঃ সা তমুবাচ হ ॥ ২২

তুলস্যুবাচ

হে নাথ ! তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্য চ
ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ ॥ ২৩
পাষাণসদৃশস্ত্বং দয়াহীনো যতঃ প্রভো ।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভুবি দেব ভবাধুনা ॥ ২৪
যে বদন্তি দয়াসিন্ধুং ত্বাং তে ভ্রান্তা ন সংশয়ঃ
ভক্তো বিনাপরাধেন পরার্থে চ কথং হতঃ ॥ ২৫
সর্ব্বাত্মা ত্বং সর্ব্ববেত্তা ন জানাসি পরব্যথাম্
অস্মজ্জন্মনি ভবেৎ বিস্মৃতিরপি ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বা চ মহাসাধ্বী নিপত্য চরণে হরেঃ ।
ভৃশং রুরোদ শোকার্ত্তা বিললাপ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৭

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, উঁহার সহিত যুদ্ধে আপনার কিরূপে বিজয় হইল, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১২

তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্খচূড়রূপধারী কমলাপতি বিষ্ণু হাস্য পূর্ব্বক এই মিথ্যা কথা তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৩

শ্রীহরি বলিলেন,—প্রিয়ে! আমাদের উভয়ের যুদ্ধ এক বৎসর হইয়াছিল। কামিনি! সেই যুদ্ধে সমস্ত দানবদের বিনাশ হইল ॥ ১৪

তাহাতেই স্বয়ং ব্রহ্মা আগমন করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতি সম্পর্ক স্থাপন করাইয়া দিলেন। আমি তখন ব্রহ্মার বাক্যে দেবগণের অধিকার প্রদান করি ॥ ১৫

অনন্তর আমি আমার গৃহে চলিয়া আসি এবং শিব শিবলোকে গমন করেন। এই কথা বলিয়া সেই জগন্নাথ সাধ্বীর সহিত শয়ন করিলেন ॥ ১৬

নারদ! তখন রমাপতি সেইখানে সেই রমণীয়া তুলসী দেবীর সহিত রমণ-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সতী সাধ্বী তুলসী সুখসম্ভোগ ও আকর্ষণের ব্যতিক্রম অনুভব করিয়া সেই সব বিষয়ে খুব তর্ক-বিতর্ক করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরে উঁহাকে বলিলেন,—'তুমি কে?' ১৭

তুলসী বলিলেন,—মায়েশ! তুমি কে? তাহা আমাকে বল। তুমি মায়াদ্বারা আমাকে উপভোগ করিয়াছ। তুমি আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছ, সেই কারণে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ১৮

ব্রহ্মন্! তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি অভিশাপের ভয়ে লীলাপূর্ব্বক সুমনোহর নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ১৯

দেবী তুলসী তখন সম্মুখে সনাতন নবীনমেঘবর্ণ, শরৎ পদ্মতুল্য লোচনযুক্ত দেবদেবকে দর্শন করিলেন ॥ ২০

তিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় লীলাভিরাম, রত্নাভরণে বিভূষিত, ঈষৎহাস্যযুক্ত, প্রসন্নবদন এবং পীতবসনে শোভিত ছিলেন ॥ ২১

তাঁহাকে দর্শন করিয়া সেই কামিনী তুলসী দেবী কামাবেশে মূর্চ্ছিতা হইলেন। পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া সেই তুলসী দেবী শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২

তুলসী বলিলেন,—হে নাথ! আপনার দয়া নাই, আপনি পাষাণ-সদৃশ। আপনি ছলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমার স্বামীকে বধ করাইয়াছেন ॥ ২৩

প্রভো! যেহেতু আপনি পাষাণ-সদৃশ দয়াহীন, সেইহেতু হে দেব! আপনি এক্ষণে পাষাণ হউন ॥ ২৪

যাঁহারা আপনাকে দয়াসিন্ধু বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তিনি আপনার ভক্ত, তাঁহাকে আপনি বিনা অপরাধে অন্যের জন্য কেন বধ করিলেন (করাইলেন)? ২৫

প্রভো! আপনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও পরের দুঃখ জানেন না।

[illegible] পুষ্পৈঃ [illegible]
[illegible] । ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

[illegible] তুষ্টঃ নাস্তি সর্বে [illegible] প্রিয়ে ।
সর্বে [illegible] ভুবি [illegible] । ২৯
[illegible] বিষ্ণোঃ [illegible] ।
[illegible] । ৩০
ইহঃ [illegible] চ দিব্যঃ [illegible] বিহায় চ
[illegible] । ৩১
ইহঃ [illegible] চ বিজ্ঞো।
পূজা [illegible] পূজা [illegible] । ৩২
[illegible] পূজ্যা [illegible] ।
তুলসীকেশসম্ভূতা তুলসীতি চ বিশ্রুতা । ৩৩
ত্রিলোকেষু চ পুষ্পাণাং [illegible] দেবপূজনে ।
[illegible] তুলসী ভবিষ্যতি [illegible] । ৩৪

সর্বে মর্ত্যে চ পাতালে বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ ।
[illegible] তুলসীবৃক্ষা [illegible] পুষ্পেষু [illegible] । ৩৫
গোলোকে বিরজা তীরে রাসে বৃন্দাবনে ভুবি ।
[illegible] । ৩৬
[illegible] কেতকী [illegible] ।
[illegible] পুণ্যস্থানেষু পুণ্যদা । ৩৭
তুলসীতরুমূলে চ পুণ্যদেশে [illegible] ।
অধিষ্ঠানঞ্চ তীর্থানাং সর্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি । ৩৮
তত্রৈব সর্বদেবানাং সমধিষ্ঠানমেব চ ।
তুলসী[illegible] চ [illegible] । ৩৯
ন [illegible] সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
তুলসী[illegible] [illegible] । ৪০
[illegible] ন তৃপ্তিঃ [illegible] ।
যা চ তৃপ্তি[illegible] তুলসীপত্র[illegible] । ৪১

তুমি [illegible] না, [illegible] অর্থাৎ [illegible] বিশ্রুত হইবে। (এই তুলসীর নাম শ্রীভগবান্ [illegible] সার্থক হয়।) ২৮

এই কথা বলিয়া সেই মহাত্মা শঙ্খচূড়কে [illegible] তুলসী [illegible] [illegible] অতঃপর [illegible] করিতে লাগিলেন এবং [illegible] হইয়া [illegible] বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৯

[illegible] সেই তুলসীদেবীকে [illegible] বিলাপ করিতে দেখিয়া [illegible] বলিলেন। ৩০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সাধ্বি! তুমি [illegible] আমাকে [illegible] করিতে [illegible] এবং [illegible] তোমাকে [illegible] করিয়াছ। ৩১

[illegible] সেই [illegible] তোমাকে [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছে। [illegible] তোমার [illegible] আমার [illegible]। ৩২

তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করত [illegible] হইয়া আমার সহিত বিহার করিবে। ৩৩

তোমার এই দেহ [illegible] নামে খ্যাত হইবে 'গণ্ডকী' এই নামে বিখ্যাত হইয়া [illegible] পুণ্যপ্রদায়িনী [illegible] হইবে। ৩৪

আর তোমার এই কেশসমূহ পুণ্যবৃক্ষ [illegible]। সেই বৃক্ষ তুলসীরূপে [illegible] বিখ্যাত হইয়া 'তুলসী' এই নামে [illegible] হইবে। ৩৫

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এবং বৈকুণ্ঠে আমার সন্নিধানে তুলসীবৃক্ষ সকল পুষ্পমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। ৩৬

গোলোকে বিরজানদীর তীরে, রাসমণ্ডলে, বৃন্দাবনে ভূমিতে, [illegible], [illegible], কেতকী, [illegible] এবং [illegible] পুণ্যস্থানে [illegible] হইবে। ৩৭-৩৮

[illegible] তুলসীবৃক্ষমূলে সমস্ত তীর্থসমূহের অধিষ্ঠান হইবে। ("[illegible] তীর্থানাং [illegible]।" এই [illegible] সমস্ত পৃথিবীর [illegible] তীর্থ [illegible]। তুলসীবৃক্ষমূলে এই সমস্ত তীর্থ বিরাজ করেন।) ৩৯

সেই তুলসীবৃক্ষমূলে সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠান হইবে; [illegible] তুলসীপত্র [illegible] তুলসীপত্র [illegible] সমস্ত [illegible] তুলসীপত্রজলে [illegible] করিবেন। ৪০

যে ব্যক্তি তুলসীপত্রজলে [illegible] অভিষিক্ত হইবে, সেই ব্যক্তি সকল তীর্থে স্নান এবং সকল যজ্ঞে দীক্ষা [illegible] করিবে। ৪১

সর্বতীর্থাবগাহেন যৎ ফলং লভতে নরঃ ।
তুলসীপত্রতোয়েন তৎ ফলং লভতে সতি ॥ ৫১
তুলসীপত্রতোয়ঞ্চ মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ ।
স মুচ্যতে সর্বপাপাদ্ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫২
নিত্যং তুলসীতোয়ং যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা চ মানবঃ ।
স এব জীবন্মুক্তশ্চ গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
নিত্যং যস্তুলসীং দত্ত্বা পূজয়েচ্চ মাধবম্ ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা দেহে ধৃত্বা চ মানবঃ
প্রাণাংস্ত্যজতি তীর্থেষু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৫
তুলসীকাষ্ঠনির্মাণমালাং গৃহ্লাতি যো নরঃ ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥ ৫৬
তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা স্বীকারং যো ন রক্ষতি ।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫৭

করোতি মিথ্যাশপথং তুলস্যা যো হি মানবঃ ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥ ৫৮
তুলসীতোয়কণিকাং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ ।
রথমারুহ্য বৈকুণ্ঠং স প্রয়াতি চ ॥ ৫৯
পূর্ণিমায়ামমাবস্যাদ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে
তৈলাভ্যঙ্গে চ স্নানে চ মধ্যাহ্নে নিশিসন্ধ্যয়োঃ ॥ ৬০
অশৌচেঽশুচিকালে বা রাত্রিবাসোঽন্বিতে নরাঃ ।
তুলসীং যে চ ছিন্দন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ ॥ ৬১
ত্রিরাত্রং তুলসীপত্রং শুদ্ধং পর্যুষিতং সতি ।
শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে বা প্রতিষ্ঠায়াং সুরার্চনে ॥ ৬২
ভূগতং তোয়পতিতং দত্তং বিষ্ণবে সতি
শুদ্ধং তুলসীপত্রং ক্ষালনাদন্যকর্মণি ॥ ৬৩
বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা গোলোকে চ নিরাময়া
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং সততং নিত্যক্রীড়ং করিষ্যতি ॥ ৬৪

মনুষ্য সর্ব্ব তীর্থে অবগাহন করিয়া তুলসীর দলে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, পুণ্যপূর্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলে সেরূপ ফলভাগী হয় না। ৫১

সতি! মৃত্যুকালে যদি তোমাকে মানুষ যে জলপান করে, নিশ্চয় একটি পত্র তুলসীপত্রের মানুষের সেই ফল লাভ হয়। ৫২

তুলসীপত্রমিশ্রিত জল যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে পান করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং বিষ্ণুলোকে সেই ব্যক্তি গমন করে। ৫৩

যে মানুষ প্রতিদিন ভক্তিসহকারে তুলসীতোয় জল বা তুলসীপত্রমিশ্রিত জল পান করে, সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয় এবং গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। ৫৪

যে মানব নিত্য তুলসী পত্র দিয়া মাধবের (নারায়ণের) পূজা করে, সেই মানব লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৫

যে মানব নিজ হাতে তুলসী ধারণ করিয়া এবং নিজদেহে তুলসী ধারণ করিয়া তীর্থক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে, সেই মানব বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ('তীর্থেষু' এই পদ দ্বারা প্রয়াগাদি তীর্থস্থান—তুলসীবৃক্ষের অধিষ্ঠানস্থান নির্দেশিত হয়। টীকা দ্রষ্টব্য (টীকা)) । ৫৬

তুলসীকাষ্ঠনির্মিত মালা যে মানব গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করে, সেই মানব পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞের নিশ্চিত ফললাভ হয়। ৫৭

তুলসী স্বকরে ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অঙ্গীকার (প্রতিজ্ঞা) না করে, সেই ব্যক্তি সূর্য্যচন্দ্র বিদ্যমান থাকে ততকাল কালসূত্র-নামক নরকে অবস্থান করে। ৫৮

যে মানব তুলসী লইয়া মিথ্যা শপথ করিবে, সেই মানব চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল যাবৎ কুম্ভীপাক নরকে বাস করিয়া থাকে। ৫৯

তুলসী-জলকণা যে মানব মৃত্যুকালে লাভ করে, সেই মানব রথারোহণে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। ৬০

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, রবিবার, সংক্রান্তি, তৈলাভ্যঙ্গ হইয়া স্নান করিবার সময় ('তৈলাভ্যঙ্গে চ স্নানে চ---' এই স্থলে 'স্নান করিয়া, স্নান না করিয়া' এরূপ অর্থ হইবে।) মধ্যাহ্ন কাল, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা, অশৌচকালে, অশুচি অবস্থায়, রাত্রিবাসপরিযুক্ত হইয়া যে সব মানুষ তুলসী ছেদন করে অর্থাৎ তুলসী পত্র চয়ন করে, তাহারা শ্রীহরির মস্তক ছেদন করিয়া থাকে। ৬১-৬২

সতি! তুলসীপত্র তিন রাত্রি পর্য্যুষিত অর্থাৎ তিনদিনের বাসি হইলেও সেই পত্র শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, এবং দেবপূজায় শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। ৬৩

সতি! শ্রীবিষ্ণুকে প্রদত্ত তুলসীপত্র যদি ভূমিতে বা জলে পতিত হয়, তবে সেই পত্র জলে প্রক্ষালিত করিয়া অন্য কার্য্যে শুদ্ধ হইবে। অথবা ভূপতিত, জলপতিত ও শ্রীবিষ্ণুকে প্রদত্ত যে তুলসী পত্র, তাহা জলে ধৌত করিয়া লইলে অন্য দেবকার্য্যে বা পিতৃকার্য্যে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ৬৪

সর্বসিদ্ধাকুলেশী বা তারাদেহ ও সমুদ্ভবা।
সর্বমন্ত্রময়ী শক্তী চ সর্বশস্ত্র অধিষ্ঠিতি ॥ ৫৬

ইতি শ্রীঃ মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে সম সন্নিধৌ।
বসামহা চ যাবে চ তবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭

অষ্টক বৈষ্ণবী চ সপ্তকৌমারিসন্নিধৌ।
অষ্টিনঃ তবিষ্যন্তি তারতে তব শাসনাঃ ॥ ৫৮

ষড়কৌণচক্রেতা ষড়ক্ষ্রীস্ত তথা বৈ
বক্ষিস্যাকুলে চক্রং তবিষ্যন্তি নরীয়তম্ ॥ ৫৯

একযারে ১ত্রিকক্রং ত্রয়ালালাবিভূষিতম্
নবীননীরদশ্যামা লক্ষ্মীনারায়ণান্বিতম্ ॥৬০

একযারে ৪ত্রিকক্রং নবীননীরদোপমম্ ;
লক্ষ্মীনরহরিঃ ক্রোড়ে রহিতং বনমালয়া ॥ ৬১

তারতে ৮ত্রিকক্রং সোপ্তমেন সমন্বিতম্ ;
চতুর্ভাষান্বিতং ক্রোড়ে রহিতং বনমালয়া ॥ ৬২

অষ্টিকুলং বিচক্রং নবীনরূপসমন্বিতম্ ।

ধরিত্রীসমান্বিতং ক্রোড়ে পৃথিবাক্ষ পৃথপ্রভম্ ॥ ৬৩

অষ্টিকুলং বিচক্রং বনমালাবিভূষিতম্ ।
বিষ্ণোঃ শ্রীধরঃ ক্রোড়ে শ্রীপ্রভং পৃথিবীঃ সদা ॥ ৬৪

ষুলক বর্তুলাকারং রহিতং বনমালয়া ।
বিচক্রং ষুটবক্তাক্ষা ক্রোড়ে বাগোদ্যান্বিতম্ ॥ ৬৫

বয়ালং বর্তুলাকারং বিচক্রং বাগবিভূষিতম্ ।
ত্রিনয়নান্বিতা ক্রোড়ে পরতৃপসমন্বিতম্ ॥ ৬৬

বয়ালং বর্তুলচক্রং ষড়তৃপসমন্বিতম্,
রাজরাজেশ্বরঃ ক্রোড়ে রাজশশপ্রভা বৃতাম্ ॥ ৬৭

বিমলচক্রং ষুলক নবীনরূপপ্রভম্ ।
অনন্তাখ্যং বিক্রোড়ং চতুর্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৬৮

চক্রকোরং বিচক্রং নরীয়ং ফলপ্রদম্ ।
সুমেরুপুরং বয়ালং বিক্রোড়ং বহুফলম্ ॥ ৬৯

সুদর্শনচৈব চক্রং শুক্লচক্রং বয়ালয়ম্ ।
বিচক্রং বরবক্ত্রাঢ্যং বহ্নীয়া প্রকীর্তিতম্ ॥ ৭০

---

৫৪ ত্রিকোণকুলের বিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি সিদ্ধিদাত্রী যোগাকারায় শ্রীচক্রের অধিক নিকটে নিজক্রোড়ে অবস্থিতা আছেন। ৫৫।

তিনি তারতম্যে মৃত্যুনাশিনী নামক অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি আমাদের আনন্দরূপ মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন। ৫৬

তুমি মহা মহালক্ষ্মী, অতএব বৈকুণ্ঠধামে আমার সন্নিধানে চিরকালের জন্য বসবাস করিবে। ৫৭

আর আমি যত অষ্টমী নামক দেবী বিকটী ঘোরার পাশে বৈষ্ণবী (পর্যন্ত)-রূপী হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিব। ৫৮

যেই স্থানে ষড়কোণবিশিষ্ট ঊর্ধ্ব কোণচক্রের বিন্দুরেখা সকলটা সেই শিবার অভ্যন্তরে আমার চক্র রূপে অঙ্কিত। ৫৯

যে শিবায় একটী মাত্র তারে ত্রিকোণ চক্র অঙ্কিত থাকিবে এবং অন্যান্য তারে যে শিবায় একটী মাত্র অঙ্কিত থাকিবে, সেই সমস্তগুলা ত্রিকোণ শিবার (ষাড়্গুণ্য-শিবার) নাম অষ্টী-নারায়ণ। ৬০

যে শিবা এক তারে চতুষ্কোণ, নবীনমেঘবর্ণযুক্ত ত্রিকোণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণে অঙ্কিত, সেই শিবার নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ। ৬১

যে ষাড়্গুণ্য শিবা দুইটী তারে, তারে চক্র, ষোড়শ-কোণযুক্ত এবং নবীনমেঘবর্ণে অঙ্কিত, সেই শিবার নাম মহামায়া। ৬২

যে শিবা তারতম্যে অষ্টিকুল, যাহা চক্র-বিহীন এবং যুগল ত্রিকোণের ত্রায় চতুষ্কোণ, সেই চক্রের নাম ধরিত্রীবরাহ। ৬৩ যে শিবা পৃথিবীদেবীর ন্যায় পৃথ্বী। ৬৩

অষ্টিকুল, বিচক্র ও বনমালাবিভূষিত যে ষাড়্গুণ্য শিবা, তাহাকে শ্রীধর বলিয়া জানিবে। এই শিবা পৃথিবীকে সদা 'শ্রী' প্রদান করে। ৬৪

যে শিবা ষুলক—মুক্তাকৃতিবিশিষ্ট, বর্তুলাকার (গোলাকার), অথচ পদ্মাকারে দুইটী চক্রযুক্ত, তাহার নাম বনমালয়। ৬৫

যে শিবা বয়াল, বর্তুলাকার, ত্রিচক্রবিশিষ্ট, বাগবিভূষিত এবং বাগবিভূষিত এবং নাম ও কুলযুক্ত, তাহার নাম ত্রিনয়না। ৬৬

বয়ালাকৃতিবিশিষ্ট, বড় চক্রযুক্ত এবং ষড় ও কুলচিহ্নিত শিবা রাজরাজেশ্বরী নামে অভিহিত হয়। ইনি মহাচক্রযুক্ত রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ৬৭

বিমলচক্র, ষুলক (মুক্তাকার) এবং নবীন মেঘবর্ণযুক্ত বাগদ্বারা অবয়ব দ্বারা অভিহিত হয়। ইনি চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। ৬৮

চক্রকোরা, ত্রিচক্রবিশিষ্ট, ঊর্ধ্বযুক্ত, মেরুবর্ণ ও ষোড়শকোণবিশিষ্ট বয়ালাকৃতি শিবার নাম সুমেরুপুর বলিয়া জানিবে। ৬৯

অতীব বিস্তৃতাস্যা চ দ্বিচক্রা বিকটা সতী।
নরসিংহাভিধা জ্ঞেয়া সদ্যো বৈরাগ্যদা নৃণাম্ ॥ ৭১
দ্বিচক্রা বিস্তৃতাস্যা চ বনমালাসমন্বিতা।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিজ্ঞেয়ো গৃহিণাং সুখদঃ সদা ॥ ৭২
দ্বারদেশে দ্বিচক্রা চ সশ্রীকা চ সমা স্ফুটা।
বাসুদেবশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৭৩
প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রশ্চ নবীননীরদপ্রভঃ।
সুষিরচ্ছিদ্রবহুলঃ গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদঃ ॥ ৭৪
দ্বে চক্রে চৈকলগ্নে চ পৃষ্ঠে যত্র তু পুষ্কলম্।
সঙ্কর্ষণঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ সুখদো গৃহিণাং সদা ॥ ৭৫
অনিরুদ্ধস্তু পীতাভো বর্তুলশ্চাতিশোভনঃ।
সুখপ্রদো গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৬
শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তত্রৈব লক্ষ্মীর্বসতি সর্বতীর্থসমন্বিতা ॥ ৭৭
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তি শালগ্রামশিলার্চনাৎ ॥ ৭৮
ছত্রাকারে ভবেদ্রাজ্যং বর্তুলে চ মহাশ্রিয়ঃ।
দুঃখঞ্চ শকটাকারে শূলাগ্রে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৭৯
বিকৃতাস্যে চ দারিদ্র্যং পিঙ্গলে হানিরেব চ।
লগ্নচক্রে ভবেদ্ব্যাধির্বিদীর্ণে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৮০
ব্রতং দানং প্রতিষ্ঠা চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্।
শালগ্রামশিলায়াশ্চৈবাধিষ্ঠানাৎ প্রশস্তকম্ ॥ ৮১
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ৮২
সর্বদানেষু যৎপুণ্যং প্রাদক্ষিণ্যে ভুবো যথা।
সর্বযজ্ঞেষু তীর্থেষু ব্রতেষ্বনশনেষু চ ॥ ৮৩
যস্য স্পর্শং বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানি চ।
জীবন্মুক্তো মহাপূতো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪

সুদর্শনচিহ্নযুক্ত যে শিলা তাহা একটি চক্রযুক্ত এবং গুপ্তচক্র-বিশিষ্ট, তাঁহার নাম গদাধর। দুইটি চক্রযুক্ত ও হয়মুখের ন্যায় শিলার নাম হয়গ্রীব। ৭০

সতি। অতি বিস্তৃত মুখ, দ্বিচক্রযুক্ত ও বিকটাকার শিলার নাম নরসিংহ। এই শিলাপূজনে মনুষ্যের সদ্যই বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ৭১

দুইটি চক্রযুক্ত, বিস্তৃতমুখ, বনমালাবিভূষিত চক্র লক্ষ্মীনৃসিংহ-নামে কথিত হয়। ইনি গৃহী ব্যক্তিদিগকে সদা সুখপ্রদান করেন। ৭২

যাঁহার দ্বারদেশে দুইটি চক্র এবং শ্রীচিহ্ন সমান ও পরিস্ফুট, সেই প্রস্তর নাম বাসুদেব। ইনি কামনা অনুসারে সর্ববিধ ফল প্রদান করেন। ৭৩

নবমেঘতুল্য সর্ববিধি, সূক্ষ্মচক্রযুক্ত এবং শিলায় ছিদ্রবহুল বহুছিদ্রযুক্ত প্রস্তর নাম প্রদ্যুম্ন। ইনি গৃহিগণকে সুখপ্রদান করেন। ৭৪

যে শিলায় পরস্পর সংলগ্ন দুইটি চক্র থাকে এবং পৃষ্ঠদেশ পুষ্কল—অতি প্রশস্ত, তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। ইনি সদা গৃহস্থগণকে সুখপ্রদান করেন। ৭৫

যে শিলা পীতবর্ণ, বর্তুলাকার, শোভাবিশিষ্ট এবং শোভমান, মনীষী পণ্ডিতগণ সেই শিলাকে গৃহস্থদিগের সুখপ্রদ অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত করেন। ৭৬

যেস্থানে শালগ্রামশিলা বিরাজ করেন, সেই স্থানে শ্রীহরি বিরাজমান থাকেন। সে স্থানেই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত তীর্থসমূহের সহিত বাস করেন। ৭৭

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সমস্ত পাপসমূহ আছে, তৎসমস্তই শালগ্রামশিলা-পূজায় নষ্ট হইয়া যায়। ৭৮

শালগ্রামশিলা ছত্রাকার হইলে রাজ্যলাভ হয়, বর্তুলাকার হইলে সুখ এবং শূলাগ্রাকার হইলে অবশ্যই মৃত্যু লাভ হইয়া থাকে। ৭৯

বিকৃতমুখ হইলে দারিদ্র্য, পিঙ্গলবর্ণ হইলে হানি—অর্থবিনাশ প্রভৃতি, লগ্নচক্র হইলে ব্যাধি এবং বিদীর্ণ চক্র হইলে অবশ্যই মৃত্যু হইয়া থাকে। ৮০

ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ এবং দেবপূজা—এই সমস্ত কর্মই শালগ্রাম শিলার অধিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইলে অতি প্রশস্ত হইবে অর্থাৎ উক্ত সকল কর্ম শালগ্রামশিলা সন্নিধানে করিবে। ৮১

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা-প্রক্ষালিত জল দ্বারা অভিষেক করেন, তিনি সমস্ত তীর্থসমূহে স্নান ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণের ফল প্রাপ্ত হন। ৮২

সর্ববিধ দানে, পৃথিবী প্রদক্ষিণে, সমস্ত যজ্ঞে, সমস্ত তীর্থে ও অনশনাদি ব্রতসমূহে যে পুণ্যলাভ হয়, শালগ্রামশিলাজলে অভিষিক্ত হইলে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ৮৩

অধিক কি। সমস্ত তীর্থসমূহ তাঁহার স্পর্শ বাঞ্ছা করেন। আর অধিক সেই ব্যক্তি (শালগ্রামশিলাজলাভিষিক্ত ব্যক্তি) জীবন্মুক্ত ও মহাপবিত্র হইয়া থাকেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৮৪

পাত্রে চোর্দ্ধ্বং যেনান্যা তপসাং করণে মতি।
তৎপুণ্যং লভতে নূনং শালগ্রামশিলার্চনাৎ ॥ ১৪
শালগ্রামশিলাতোয়ং নিত্যং ভুঙক্তে চ যো নরঃ।
সুরপতিষু [illegible] ॥ ১৬
[illegible] নিবিলানি চ
[illegible] ॥ ১৭
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible] চ।
তত্ত দৃষ্ট্বা [illegible] ॥ ১৯
[illegible]।
[illegible] ॥ ২০
শালগ্রামশিলাতোয়ং [illegible] চ যো নরঃ।
সর্বপাপৈঃ [illegible] ন সংশয়ঃ ॥ ২১
[illegible]।

বিষ্ণুলোকে [illegible] ॥ ২২
শালগ্রামশিলাং [illegible] ॥
ন [illegible] ॥ ২৩
শালগ্রামশিলা [illegible]।
ন [illegible] ॥ ২৪
তুলসী [illegible]।
[illegible] ॥ ২৫
তুলসী [illegible] চ।
[illegible] ॥ ২৬
শালগ্রামে তুলসীং [illegible] চ।
যো [illegible] ॥ ২৭
[illegible] চ।
[illegible] ॥ ২৮
যঃ [illegible]।
[illegible] ॥ ২৯

১৪। যে পাত্রে এবং যেরূপ তপস্যায় অনুষ্ঠানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কেবল শালগ্রামশিলা পূজা করিয়াই সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১৫

যে মানব [illegible] এবং [illegible] শালগ্রামশিলা [illegible] পান করেন, [illegible] তাহার [illegible] করে। তাই সেই মানব [illegible] ও [illegible] হইয়া যান এবং [illegible] বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ১৬-১৭

সেই মানব [illegible] হইয়া [illegible] বিষ্ণু [illegible] সহিত [illegible] করেন। ১৮

[illegible] যে [illegible] সেই [illegible] করে। ১৯

[illegible] হইয়া যায়। [illegible] হইয়া যান। ২০

[illegible] যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলাজল [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে গমন করে। ২১

সেই ব্যক্তি [illegible] করে, [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং বিষ্ণুর [illegible] হয়—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ২২

শালগ্রামশিলা [illegible] করিয়া যে ব্যক্তি [illegible] করা হয়, সেই ব্যক্তি [illegible] মানব [illegible] গমন করে। ২৩

শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিয়া [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] পালন না করে, সেই ব্যক্তি [illegible] কাল যাবৎ বাস করিয়া থাকে। ২৪

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা হইতে তুলসীপত্র বিযুক্ত করে (অর্থ [illegible] হইতে—শালগ্রামশিলা [illegible] তুলসী [illegible] তুলসীপত্র [illegible] থাকে [illegible] না।), সেই ব্যক্তির [illegible] হইয়া থাকে। ২৫

এইরূপ [illegible] হইতে যে ব্যক্তি তুলসীপত্র বিযুক্ত করে, সেই ব্যক্তি [illegible] হয় এবং [illegible] রোগ ভোগ করে। ২৬

শালগ্রামশিলা, তুলসী ও [illegible] যে [illegible] ব্যক্তি একত্রে [illegible] করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তি [illegible] হয়। ২৭

এক্ষণে যে ব্যক্তি যে তীর্থ [illegible] করে, তাহার [illegible] সেই তীর্থ বিষয়ক [illegible] হয় না; কেবল [illegible] করে; [illegible] বিষয়ক [illegible] হয় না—[illegible] ভোগ করে। ২৮

এই [illegible] তুমি [illegible] বিস্তার করিলে, [illegible]

ঈশ্বরঃ শ্রীহরিস্তাঞ্চ বিন্যাস্য চ ... ।
সা চ দেবী পতিব্রতা দিব্যরূপা বভূব হ ॥ ১০০
যথা শ্রীশ্চ তথা সা চ চতুর্ভুজা হরিপ্রিয়া ।
প্রকৃত্যা তয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং কমলাপতিঃ ॥ ১০১
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী চাপি নারদ ।
হরেঃ প্রিয়াশ্চতস্রশ্চ বভূবুরীশ্বরস্য চ ॥ ১০২
সদ্যস্তদ্দেহজাতা চ বভূব গণ্ডকী নদী ।
হরেরংশেন শৈলশ্চ তত্তীরে পুণ্যদো নৃণাম্ ॥ ১০৩
কুর্ব্বন্তি তত্র কীটাশ্চ শিলাং বহুবিধাং মুনে ।
জলে পতন্তি যা যাশ্চ ফলদাশ্চ বিনিশ্চিতম্ ॥ ১০৪
স্থলস্থাঃ পিঙ্গলা জ্ঞেয়াস্তপ্তাস্তাপাদ্রবেরিতি ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদনারায়ণ-সংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

অথবা যদি ও তোমার বিষয়ে কেহ তোমার উপকারী হইবে। ৯৯

সেই শ্রীহরি তুলসীকে আদরে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর সেই তুলসী তখন নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করিলেন। ১০০

যেমন কমলেশ্বরী শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে বাস করেন, সেইরূপ তুলসী শ্রীহরির সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর কমলাপতি শ্রীহরি তাঁহার সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১০১

নারদ! লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী—এই চারিজন পত্নীরূপে শ্রীহরির প্রিয়া হইলেন। ১০২

এদিকে তুলসীর সেই পরিত্যক্ত দেহ হইতে গণ্ডকী নামে এক নদী উৎপন্ন হইল। এই গণ্ডকী নদীর তীরে শ্রীহরির অংশে মনুষ্যদিগের পুণ্যপ্রদ এক পর্ব্বত উৎপন্ন হইল। ১০৩

হে মুনে! সেই স্থানে কীটেরা উক্ত পর্ব্বতে নানাপ্রকার শিলা নির্ম্মাণ করিতেছে। তাহার মধ্যে যে যে শিলা-সমূহ গণ্ডকী নদীর জলে পতিত হয়, সেই সব শিলা নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১০৪

কিন্তু যে সকল শিলা স্থলে থাকে, সেই সব শিলা সূর্য্যের উত্তাপে পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া জানিবে। এই আমি তোমাকে সব কিছুই বলিলাম, অতঃপর আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১০৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসকৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদবিষয়ক তুলসীর উপাখ্যানবিষয়ক একবিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[তুলসীনামাষ্টক-স্তোত্রম্, তুলসীপূজাবিধানঞ্চ ।]

নারদ উবাচ ।

তুলসী চ কদা পূজ্যা পূজ্যা নারায়ণপ্রিয়া ।
তস্যাঃ পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং কিং ন ব্রূহি মাম্ ॥ ১
কেন পূজা কৃতা কেন স্তুতা প্রথমতো মুনে ।
তত্র পূজ্যা সা বভূব কেন চ বদ মামহো ॥ ২

সূত উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
কথাং কথিতুমারেভে পুরাণাং পুরাতনীম্ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

হরিঃ সংপ্রাপ্য তুলসীং রেমে চ রময়া সহ ।
রমাসমাং তাং সৌভাগ্যাং চকার গৌরবেণ চ ॥ ৪

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

(তুলসীনামাষ্টকস্তোত্র ও তুলসীর পূজাবিধান ।)

নারদ কহিলেন—ভগবন্! যে তুলসী সকলপূজ্যা, পবিত্রা ও নারায়ণপ্রিয়া, তাঁহার পূজাবিধান ও স্তোত্র আমি কিছুই অবগত নাই। ১

হে নারায়ণ মুনে! পূর্ব্বে প্রথমে কে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন? সেই তুলসী কিরূপে আপনাদের পূজনীয়া হইলেন? এ সকল আপনি আমাকে বলুন। (এই শ্লোকের 'সকলপূজ্যা' স্থানে 'সর্ব্বপূজ্যা' এই পাঠান্তর দেখা যায়, সে স্থলে 'তুলসী কিরূপে সর্ব্বপূজ্যা বা বিশ্বপূজ্যা হইলেন?' এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে।) ২

সূত কহিলেন—অনন্তর নারায়ণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করতঃ পুরাতনী সেই পুরাণকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

নারায়ণ কহিলেন—শ্রীহরি তুলসীকে প্রাপ্ত হইয়া রমার (লক্ষ্মীর) সহিত রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেই তুলসীকে গৌরবে রমাতুল্য সৌভাগ্যবতী করিলেন। ৪

সেহে পর্বীন্দ্র যদা চ তত্রৈব নরবরম্ ।
তৌ তাস্যা তৌ তস্যাঃ কোপাত্তে সেহে চ সমস্বতী ॥ ৫
মা তাং কদাচ জন্মতে শান্তিনী হরিপ্রিয়া ।
তীক্ষ্ণা বাগ্বাণেন সাধ্বীনাং চকার হ ॥ ৬
সর্বসিদ্ধেশ্বরী দেবী শান্তিনী সিদ্ধযোগিনী ।
বহুস্বামিনি কোপাত্ সর্বং চ হতাহরো ॥ ৭
হরিণা দৃষ্টা তুলসী যোগবিদ্যা মহাবলা ।
অদৃশ্যাং দৃষ্টা চ জগাম তুলসীবনম্ ॥ ৮
তত্র গত্বা চ স্নাত্বা চ তুলসা তুলসীং সতীম্ ॥ ৯
পূজয়ামাস তত্রা তাং ধ্যাত্বা স্তোত্রং চকার হ ।
লক্ষ্মী-মায়া-কাম-বাণীবীজপূর্বং দশাক্ষরম্ ॥ ১০
শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং বৃন্দাবন্যৈ স্বাহা ।
বৃন্দাবনীতি বেদেষু বহ্নিজায়ান্তকেন চ ।
অনেন কল্পতরুণা মন্ত্ররাজেন নারদ ॥ ১১
পূজয়েচ্চ বিধানেন সর্বসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ।
ঘৃতদীপেন ধূপেন সিন্দূরচন্দনেন চ ॥ ১২

নৈবেদ্যেন চ পুষ্পেণ চোপচারেণ নারদ ।
হরিস্তোত্রেণ তুষ্টা সা চাবির্ভূয় মহীরুহাৎ ॥ ১৩
প্রসন্না চরণাম্ভোজে জগাম শরণং শুভা ।
বরং দদৌ তস্যৈ বিষ্ণুঃ সর্বপূজ্যা ভবেতি চ ॥ ১৪
অহং ত্বাং ধারয়িষ্যামি স্বমূর্ধ্নি বক্ষসীতি চ ।
সর্বে ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি স্বমূর্ধ্নি সুরাদয়ঃ ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বা চ প্রযযৌ স্বালয়ং বিভুঃ ॥ ১৬

নারদ উবাচ

কিং ধ্যানং স্তবনং কিং বা কিং বা পূজাবিধিক্রমম্ ।
তুলস্যাশ্চ মহাভাগ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৭

নারায়ণ উবাচ ।

অন্তর্হিতায়াং তস্যাং চ গত্বা চ তুলসীবনম্ ।
হরিঃ সম্পূজ্য তুষ্টাব তুলসীং বিরহাতুরঃ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

বৃন্দারূপাশ্চ বৃক্ষাশ্চ যদৈকত্র ভবন্তি চ ।
বিদুর্বুধাস্তেন বৃন্দাং মৎপ্রিয়াং তাং ভজাম্যহম্ ॥ ১৯

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ও সাধ্বী গঙ্গাদেবী সহ্য করিলেন বটে কিন্তু কোপবশতঃ সরস্বতী তুলসীর সেই সৌভাগ্য এবং সৌভাগ্যকে সহ্য করিলেন না ॥ ৫

একদিন শান্তিনী হরপ্রিয়া কলহ করিয়া শ্রীহরির সম্মুখেই সেই তুলসীকে আঘাত করিলেন। তখন লজ্জাবশতঃ ও তিরস্কার অপমানে তুলসীদেবী অন্তর্হিতা হইয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৬

তখন সেই সর্বসিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধযোগিনী দুর্বিজ্ঞা দেবী তুলসী যোগবলে শ্রীহরির অদৃশ্যা হইয়া রহিলেন ॥ ৭

শ্রীহরি সেই সময় তুলসীকে না দেখিয়া সরস্বতীকে প্রবোধ দান করত তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তুলসীবনে গমন করিলেন ॥ ৮

শ্রীহরি তথায় স্নান করিয়া ধ্যান পূর্বক ধ্যান করত তুলসী দ্বারা সতী তুলসীর পূজা করিলেন। তাহার পর লক্ষ্মী (শ্রীং), মায়া (হ্রীং), কাম (ক্লীং) ও বাণী (ঐং) বীজযুক্ত দশাক্ষর তুলসী মন্ত্র 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং বৃন্দাবন্যৈ স্বাহা' উচ্চারণপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

নারদ! পূর্বোক্ত ভাবে বেদে এই 'বৃন্দাবনী' এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিজায়া স্বাহা যোগ পূর্বক যে মন্ত্র হইবে অর্থাৎ পূর্বকথিত 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং বৃন্দাবন্যৈ স্বাহা' কল্পতরু-স্বরূপ এই মন্ত্ররাজ দ্বারা যে ব্যক্তি বিধানানুসারে তুলসীর পূজা করিবে, সেই ব্যক্তি সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি ঘৃতদীপ, ধূপ, সিন্দূর, চন্দন, নৈবেদ্য, পুষ্প ও অন্যান্য উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তাহার পর শ্রীহরির স্তোত্রে সন্তুষ্ট সেই তুলসী দেবী বৃক্ষমধ্য হইতে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীহরির চরণকমলে শরণাপন্না হইলেন। তখন প্রভু শ্রীবিষ্ণু সেই তুলসীকে 'তুমি সর্বপূজ্যা হও' এই বর প্রদান করিলেন ॥ ১১-১৪

আমি তোমাকে শীর্ষ মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিব। দেবাদি সকলেই নিজ নিজ মস্তকে তোমাকে ধারণ করিবেন। প্রভু শ্রীহরি তুলসীকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করত স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ১৫-১৬

নারদ কহিলেন,—মহাভাগ নারায়ণ! তুলসীদেবীর ধ্যান কি? স্তব কি এবং পূজাবিধিক্রমই বা কি? এ সকল আমার নিকট আপনাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১৭

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! সেই তুলসী দেবী অন্তর্হিতা হইয়া থাকিলে পর তাঁহার বিরহে কাতর শ্রীহরি তুলসীবনে গমন করত তুলসীর পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বৃন্দারূপ (বহুসংখ্যক বৃক্ষ) যে বৃক্ষসমূহ একত্র উৎপন্ন হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে বৃন্দা বলেন, ১। 'বৃন্দা' এই শব্দ অনেক বুঝায়, অতএব সেই প্রিয়া বৃন্দাকে আমি ভজনা (আরাধনা করা সেবা) করি ॥ ১৯

পুরা বভূব যা দেবী ত্বাদৌ বৃন্দাবনে বনে।
তেন বৃন্দাবনী খ্যাতা তাং সৌভাগ্যাং ভজাম্যহম্॥ ২০
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু পূজিতা যা নিরন্তরম্,
তেন বিশ্বপূজিতাখ্যাং জগৎপূজ্যাং ভজাম্যহম্॥ ২১
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি পবিত্রাণি যয়া সদা।
তাং বিশ্বপাবনীং দেবীং বিরহেণ স্মরাম্যহম্॥ ২২
দেবা ন তুষ্টাঃ পুষ্পাণাং সমূহেন যয়া বিনা।
তাং পুষ্পসারাং শুদ্ধাঞ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শোকতঃ॥ ২৩
বিশ্বে যৎপ্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্তানন্দো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
নন্দিনী তেন বিখ্যাতা সা প্রীতা ভবতাদ্ধি মে॥ ২৪
যস্যা দেব্যাস্তুলা নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা তাং যামি শরণং প্রিয়াম্॥ ২৫
কৃষ্ণজীবনরূপা যা শশ্বৎপ্রিয়তমা সতী।
তেন কৃষ্ণজীবনীতি মম রক্ষতু জীবনম্॥ ২৬
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তত্র তস্থৌ রমাপতিঃ।
দদর্শ তুলসীং সাক্ষাৎ পাদপদ্মে নতাং সতীম্॥ ২৭
রুদতীমবমানেন মানিনীং মানপূজিতাম্,
প্রিয়াং দৃষ্ট্বা প্রিয়ঃ শীঘ্রং বাসয়ামাস বক্ষসি॥ ২৮
ভারত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা চ স্বালয়ঞ্চ যযৌ হরিঃ
ভারত্যা সহ তৎপ্রীতিং কারয়ামাস সত্বরম্॥ ২৯
বরং বিষ্ণুর্দদৌ তস্যৈ বিষ্ণুপূজ্যা ভবেতি চ।
শিরোধার্যা চ সর্বেষাং বন্দ্যা মান্যা মমেতি চ॥ ৩০
বিষ্ণোর্বরেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ।
সরস্বতী তামাশ্লিষ্য বাসয়ামাস সন্নিধৌ॥ ৩১
লক্ষ্মীর্গঙ্গা সস্মিতা তাং সমাশ্লিষ্য চ নারদ।
গৃহং প্রবেশয়ামাস বিনয়েন সতীং তদা॥ ৩২
বৃন্দা বৃন্দাবনী বিশ্বপাবনী বিশ্বপূজিতা।
পুষ্পসারা নন্দিনী চ তুলসী কৃষ্ণজীবনী॥ ৩৩
এতন্নামাষ্টকঞ্চৈব স্তোত্রং নামার্থসংযুতম্।
যঃ পঠেত্তাঞ্চ সংপূজ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৩৪

পুরাকালে যে দেবী বৃন্দাবনে বনে প্রথমে উৎপন্না হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ২। 'বৃন্দাবনী' এই নামে খ্যাতি লাভ করেন, আমি সেই সৌভাগ্যবতী বৃন্দাবনীকে ভজনা করি। ২০

যে দেবী অসংখ্য বিশ্বসমূহে নিরন্তর পূজিতা হন এবং সেই কারণে তিনি ৩। 'বিশ্বপূজিতা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি সেই জগৎপূজ্যা দেবীকে ভজনা করি। ২১

যাঁহার দ্বারা অসংখ্য বিশ্বসমূহ সদা পবিত্র থাকেন, (সেইহেতু তিনি 'বিশ্বপাবনী' নামে অভিহিতা হন,) আমি সেই ৪। 'বিশ্বপাবনী' দেবীকে আজ বিরহকাতর হইয়া স্মরণ করিতেছি। ২২

দেবগণ যাঁহা বিনা অর্থাৎ যে তুলসী ব্যতীত অন্য নানাবিধ পুষ্পসমূহের দ্বারা তুষ্ট হন না, (সেই কারণে তিনি পুষ্পসারা বলিয়া বিখ্যাত,) আমি সেই শুদ্ধা ৫। 'পুষ্পসারা' দেবীকে আজ শোকার্ত হইয়া দেখিতে ইচ্ছা করি। ২৩

বিশ্বমধ্যে যাঁহাকে লাভ করিলে নিশ্চয়ই ভক্তি ও আনন্দ লাভ হয়, সেইহেতু তিনি ৬। 'নন্দিনী'—এই নামে বিখ্যাত, তিনি আজ আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ২৪

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে দেবীর কোনও তুলনা নাই, সেইহেতু তিনি ৭। 'তুলসী' এই নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আমি আজ আমার প্রিয়া তুলসীর শরণ গ্রহণ করিলাম। ২৫

যে সতী দেবী শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপা নিত্য প্রিয়তমা, সেই কারণে তিনি ৮। 'কৃষ্ণজীবনী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আজ আমার জীবন রক্ষা করুন। ২৬

রমাপতি শ্রীবিষ্ণু এইরূপ স্তব করিয়া সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তখনই দেখিলেন—সতী সাক্ষাৎ তুলসী তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছেন। ২৭

প্রিয় শ্রীহরি মানপূজিতা মানিনী প্রিয়া তুলসীকে অপমানে রোদন করিতে দেখিয়া শীঘ্র তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ২৮

তারপর সরস্বতীর আজ্ঞা লইয়া শ্রীহরি নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং সত্বর সরস্বতীর সহিত তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন। ২৯

অনন্তর বিষ্ণু তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন যে, তুমি 'বিষ্ণুপূজ্যা হও' এবং সকলের শিরোধার্যা হইয়া আমার বন্দনীয়া ও মাননীয়া হও। ৩০

বিষ্ণুর এই বরের দ্বারা সেই দেবী তুলসী পরম সন্তুষ্টা হইলেন। সরস্বতী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের নিকটে বসাইলেন। ৩১

নারদ! লক্ষ্মী ও গঙ্গা মৃদুহাস্যসহকারে সেই সতী তুলসী দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া সেই সময় বিনয়সহকারে তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ৩২

১। বৃন্দা, ২। বৃন্দাবনী, ৩। বিশ্বপাবনী, ৪। বিশ্বপূজিতা, ৫। পুষ্পসারা, ৬। নন্দিনী, ৭। তুলসী, ৮। কৃষ্ণজীবনী—এই নামাষ্টকস্তোত্র পূর্বকথিত নামার্থসমন্বিত

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ তুলস্যা [illegible] ।
[illegible] পূজা চ বিহিতা [illegible] পুরা ॥ ৩৩
[illegible] পূজয়েত্তাঞ্চ [illegible] চ বিশ্বপাবনীম্ ।
সর্বপাপাদ্ বিনির্মুক্তো [illegible] ॥ ৩৬
কার্ত্তিকে তুলসীদানং [illegible] যো দদাতি চ
[illegible] বিমুক্তিম্ ॥ ৩৭
[illegible] পুনঃ [illegible] লভেৎ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] পুত্রং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৯
[illegible] পূজাবিধিং শৃণু
[illegible] ॥ ৪০

[illegible] পূজা করিয়া যে ব্যক্তি [illegible] করিবে, সেই ব্যক্তি [illegible] ॥ ৩৩-৩৪

কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তুলসীর [illegible] হয়, সেজন্য [illegible] এ তিথিতে তুলসীর পূজার [illegible] করিয়াছেন ॥ ৩৫

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে [illegible] বিশ্ব-পাবনী তুলসীর পূজা করিবে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে [illegible] করিয়া থাকে ॥ ৩৬

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে তুলসীপত্র বিষ্ণুকে প্রদান করে, সেই ব্যক্তি [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৩৭

তুলসী দেবীর [illegible] পুত্রহীন পুত্র লাভ করে, [illegible] এবং [illegible] ॥ ৩৮

রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, [illegible] হইতে মুক্ত হয়, [illegible] হইতে মুক্ত হয় এবং পাতকী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯

নারদ! এইক্ষণে আমি তুলসীর [illegible] বলিলাম, [illegible]

[illegible] পূজয়েত্তাঞ্চ [illegible] বিনা
[illegible] ॥ ৪১
তুলসীং [illegible] পূজাং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪২
[illegible] তুলসী [illegible]
[illegible] তুলসী [illegible] ॥ ৪৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৪
ইতি [illegible] পূজাং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে [illegible] ।

[illegible] পূজাবিধি [illegible] । তুলসী [illegible] যে বস্তু আমি তোমাকে বলিব, তাহা তুমি শুন। তুলসীর [illegible] [illegible] তুলসীর পূজা করিবে। [illegible] তুমি [illegible] ॥ ৪০-৪১

পুষ্পসারা, [illegible], [illegible], [illegible] তুলসীদেবী [illegible]-পূজা। [illegible] দেবীগণের [illegible] । [illegible] তুলসী বলিয়া [illegible] ॥ ৪২-৪৩

যিনি [illegible] ও [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible] এবং [illegible], আমি সেই [illegible] দেবী তুলসীকে [illegible] করি ॥ ৪৪

[illegible] ব্যক্তি এই স্তব (৪২-৪৪ [illegible]) তুলসী দেবীর [illegible] করিয়া এবং তাঁহার পূজা [illegible] করিয়া [illegible] করিবে। এই ব্যক্তি [illegible] তুলসীর [illegible] করিলাম। [illegible] তুমি আর কি [illegible] ॥ ৪৫

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদ [illegible] তুলসীর উপাখ্যান [illegible]
[illegible] সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ

[সাবিত্র্যুপাখ্যানম্,—অশ্বপতয়ে মহামুনিপরাশরোপদেশঃ সাবিত্র্যা ধ্যান-পূজাবিধানাদিবর্ণনম্, ব্রহ্মণা কৃতঃ স্তোত্রস্য কথনঞ্চ]

নারদ উবাচ।

তুলস্যুপাখ্যানমিদং শ্রুতমতীব সুধোপমম্।
অথ সাবিত্র্যুপাখ্যানং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

পুরা কেন সমুদ্ভূতা সা শ্রুতা চ শ্রুতিপ্রসূঃ।
কেন বা পূজিতা দেবী প্রথমে কৈশ্চ বা পরে ॥ ২

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণা বেদজননী পূজিতা প্রথমে মুনে।
দ্বিতীয়ে চ দেববৃন্দৈস্তৎপশ্চাদ্ বিদুষাং গণৈঃ ॥ ৩

তথা চাশ্বপতিঃ পূর্বং পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসুর্বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৪

নারদ উবাচ।

কো বা সোঽশ্বপতির্ব্রহ্মন্ কেন বা কেন পূজিতা।
সর্বপূজ্যা চ সাবিত্রী তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ।

মদ্রদেশে মহারাজো বভূবাশ্বপতির্মুনে।
বৈরিণাং বলহর্তা চ মিত্রাণাং দুঃখনাশনঃ ॥ ৬

আসীত্তস্য মহারাজ্ঞী মহিষী ধর্মচারিণী।
মালতীতি চ সা খ্যাতা যথা লক্ষ্মীর্গদাভৃতঃ ॥ ৭

সা চ রাজ্ঞী মহাসাধ্বী বশিষ্ঠস্যোপদেশতঃ।
চকারারাধনং ভক্ত্যা সাবিত্র্যাশ্চৈব নারদ ॥ ৮

প্রত্যাদেশং ন সা প্রাপ মহিষী দর্শনং নহি।
গৃহং জগাম সা দুঃখাদ্ধৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৯

রাজা তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা বোধয়িত্বা নয়েন বৈ।
সাবিত্র্যাস্তপসে ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং তদা ॥ ১০

তপশ্চচার তত্রৈব সংযতঃ শতবৎসরম্।
ন দদর্শ চ সাবিত্রীং প্রত্যাদেশো বভূব হ ॥ ১১

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

(সাবিত্রীর উপাখ্যান আরম্ভ—অশ্বপতিকে মহামুনি পরাশরের উপদেশ, সাবিত্রীর ধ্যান, পূজাবিধানাদি বর্ণন এবং ব্রহ্মকৃত তাঁহার স্তোত্র কথন।)

নারদ কহিলেন,—হে নাথ। সুধাসম এই তুলসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। সাবিত্রী দেবীর উপাখ্যান যাহা আছে, এখন তাহা আপনি আমাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে উপদেশ করুন। ১

পূর্বে সেই বেদমাতা সাবিত্রী কেমন আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। সেই দেবীকে প্রথম কোন্ ব্যক্তি পূজা করিয়াছিলেন? পরেই বা তাঁহাকে কাহারা পূজা করেন? ২

নারায়ণ কহিলেন,—হে মুনে। সেই বেদমাতা সাবিত্রীকে প্রথমে ব্রহ্মা পূজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দেববৃন্দ তাঁহার পূজা করেন এবং তাঁহার পর বিদ্বদ্গণ তাঁহার পূজা করেন। ৩

পূর্বে এই ভারতবর্ষে রাজা অশ্বপতি সেই সাবিত্রী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতে চারিবর্ণের মনুষ্যগণ তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছেন। ৪

নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। এই অশ্বপতি কে? কেনই বা তিনি সাবিত্রী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন? তাহার পর এই দেবী কিরূপে সর্বপূজ্যা হইলেন? এ সমস্ত আপনি বিস্তৃত ব্যাখ্যানপূর্বক আমার নিকট বর্ণন করুন। ৫

নারায়ণ কহিলেন,—হে মুনে! মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি শত্রুদিগের বলহর্তা এবং মিত্রগণের দুঃখনাশন ছিলেন। ৬

সেই মহারাজ অশ্বপতির এক ধর্মচারিণী মহারাজ্ঞী মহিষী ছিলেন। সেই মহারাজ্ঞী মালতী এই নামে বিখ্যাতা ছিলেন। ৭

নারদ! সেই মহাসাধ্বী মহারাজ্ঞী মালতী বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে ভক্তিসহকারে সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৮

কিন্তু সেই মহিষী তাঁহার কোনও প্রত্যাদেশ পাইলেন না এবং তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইলেন না। এজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ৯

রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া নীতিপূর্ণ বাক্যে প্রবোধদান করত ভক্তিসহকারে সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে তপস্যা করিবার জন্য পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। ১০

রাজা অশ্বপতি সংযত হইয়া তথায় শতবৎসর তপস্যা করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী দেবীর দর্শন পাইলেন না। তবে এই প্রত্যাদেশ তিনি প্রাপ্ত হইলেন। ১১

তস্মাদাত্মপবিত্রাৰ্থং সম্যগাচম্য শোধিতঃ।
গায়ত্রী দশসহস্রং জপেৎ বৃদ্ধিবিধানতঃ ॥ ১২

একবিংশতিতমং তত্র শতসহস্রং পাপনাশনম্‌।
সহস্রাষ্টশতং জপেৎ বুদ্ধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৩

পাপানাং উপায়

মনুষ্যাণাং মহাপাপাঃ পাপা বিনশ্যন্তি ধ্রুবং।
যথা জ্ঞানাদ্‌পাপং বিশুদ্ধাত্মাভবেৎ চ ॥ ১৪

অথবা চ কর্মাদ্যৈঃ পাপাঃ মানসিকং পাপম্‌।
মহতা জপাদ্যৈঃ কৃতং মহাপাতকম্‌ ॥ ১৫

লক্ষমাত্রজপে পাপং দশলক্ষং ত্রিজন্মকম্‌।
সর্বজপেন পাপং শতজন্মকৃতং বিনশ্যতি ॥ ১৬

কোট্যাদি বৃদ্ধিঃ বিপ্রাণাং জপো যজ্ঞ উদাহৃতঃ।
ততঃ চতুর্বিংশাত্মকং কৃতং তু ঊর্ধ্বং বৃদ্ধিকম্‌ ॥ ১৭

আত্মশুদ্ধ্যৈ অথবা প্রাতঃ প্রাত্য ত্রিকং।
অনাদিকালসঞ্চিতপাপক্ষয়ে চ ॥ ১৮

সর্বাশুদ্ধিপাপক্ষয় জপ্যৈব জপং করে।
দেবপূজাদিষু জ্ঞানাত্মকং সংস্কৃতম্‌ ॥ ১৯

কৃত্বা বা মালিকাঃ মন্ত্রম্‌ জপেৎ শীর্ষে পূজাদয়ে।
সংখ্যা গণনাপূর্বকমেবমেব জপেৎ ॥ ২০

কৃত্বা যোগোপাসনাত্মক মনসা গায়ত্রী পূর্বাঃ।
গায়ত্রীজপং জপেত বিধিপূর্বকম্‌ ॥ ২১

অথবা পদ্মবীজ মালা মালা চ রুদ্রাক্ষা
অথ সুবর্ণাদিরেব মালা মণিময়ী কৃত্বা ॥ ২২

এবং জপেন গায়ত্রী দশসহস্রং জপো কৃতং।
মালাবৃদ্ধ্যাদি শান্তিঃ ত্রিজন্মপাপক্ষয়াৎ ॥ ২৩

সেই সময় তুমি অগ্নি এই গায়ত্রী জপ করিলে অর্থাৎ দৈবকার্যে জপ করিলে—তুমি এই পুস্তকে জপ করা গায়ত্রী জপ কর ॥ ১২

এই সময় সকলেই বসুবৃদ্ধি পাপের উপায় জানিতে চাহিলেন। তুমি অগ্নির উত্তরে প্রশ্ন করিলেন। তাহার পর বুদ্ধির পাপের প্রসঙ্গে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

পাপের প্রতিকার—যথা। একবার গায়ত্রী জপ করিলে নিত্য-কৃত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। দশবার গায়ত্রী জপ করিলে অনুমানের দিবা ও রাত্রি এই উভয় কালকৃত পাপ নাশ হয় ॥ ১৪

শতবার গায়ত্রী জপ করিলে মাসকৃত পাপ ক্ষয় হয় এবং সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে বৎসরকৃত পাপ ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ১৫

লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলে জন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়, দশলক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে তিন জন্মের পাপ নষ্ট হয় এবং শত লক্ষ জপ করিলে সর্বজন্মকৃত পাপ ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ১৬

কোটি জপ হইলে অর্থাৎ এক কোটি গায়ত্রী জপ করিলে বিপ্রগণের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বোক্ত উপায়ের দ্বারা উর্ধ্বে বৃদ্ধির প্রকার সর্বপ্রকারে করিয়া বিধি অবশ্য দ্রষ্টব্য বিষয় জানিয়া পালন করিবেন। দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাঙ্গুলের সাহায্যে ঊর্ধ্বদিকে গুণ দেখ গণিত জপ জানিয়া জপ করিতে হইবে। তিনটি হস্তে অপেক্ষা করে। (এইরূপ দশবার গায়ত্রী জপ হয়;

পরে পাঁচ হস্তে সংখ্যা রাখিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি অনুসারে মধ্যভাগে সংখ্যা রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে দশবার জপ করিয়া বাম হস্তে এক সংখ্যা রাখিতে রাখিতে যখন বামহস্তে দক্ষিণ সংখ্যা জপ পূর্ণ হইবে, তখন একশত জপ হইবে। বাম দক্ষিণহস্তের অনামিকা অঙ্গুলির পর্ব দ্বারা হইতে তর্জনী অঙ্গুলির মধ্যপর্ব পর্যন্ত সংখ্যা গণা হয়। এই প্রকারে গায়ত্রী জপ করিতে হয়। জপ হইতে মধ্য জপ পর্যন্ত জপ গণনা করিবার বিধি আছে। "অনামা বা মধ্য নাভি জপ অঙ্গুলিয়া জপেৎ। দূর্বাঙ্গুলিভিঃ জপেদ্বিধি জপেৎ বিধিঃ পূজা"। অতএব মালাজপের নিয়ম বলিব (বিস্তার)। তাহার দেবপূজার যোগশাস্ত্রের দ্বারা এবং মন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারা মালা জপ করিয়া তাহার সংস্কার করত সেই সংস্কারণ দ্বারা বা দেবতাদের জপ করিতে হয়। অতঃপর মালাসংস্কারের বিধি বলিয়া দিতেছেন—তুমি প্রথম সংস্কার হইয়া গায়ত্রী জপ দ্বারা উপর মন্ত্রকে রাখিয়া সেই মালাকে যোগ-সাধিকা করত গায়ত্রী দ্বারা জপ করাইবে। তাহার পর সেই মালাতে শত বার গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ১৮-২১

অথবা পদ্মবীজের দ্বারা মালিকার জপ করাইলে মালার সংস্কার হয়। কিংবা কেবল রুদ্রাক্ষের দ্বারা জপ করাইলেও মালা শুদ্ধরূপা হইয়া থাকে ॥ ২২

হে অগ্নে! এইরূপ প্রকারে তুমি দশ লক্ষ গায়ত্রী জপ কর, ইহাতে তোমার ত্রিজন্মকৃত পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে তুমি আমার সান্নিধ্যলাভের যোগ্য হইবে ॥ ২৩

নিত্যং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ কবিস্তুতি দিনে দিনে ।
যথাচ্ছে চাপি মাধ্যাহ্নে প্রাতঃস্নান ভক্তিঃ সদা ॥ ২৪
মত্তাহীনোহশুচিন্নিত্যান্যতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
যস্য যুক্তং কর্ম ন তথা কালাত্যয় স্মৃতঃ ॥ ২৫
যোগবিহীনো যঃ পূর্বং যোগাদ্ভ্রষ্টঃ পতিত্যাম্ ।
স মূত্রস্য নিবিত্যাঙ্কঃ সর্ব্বযাগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং বধিরস্যাং ভবেদ্ধি চ ।
স চ পূর্ব্বদগ্ধো বিপ্রশ্চাণ্ডালঃ জপদা চ স ॥ ২৭
হুংকারপরস্য মনুষ্যা মহাপূতা মনুষ্যা ।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী মহাপূতো হি যো দ্বিজঃ ॥ ২৮
তীর্থানি চ পবিত্রাণি যস্য স্পর্শনমাত্রতঃ ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ২৯
ন গৃহ্ণাতি সুরাঃ পূজাঃ পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্ ।
যোগ্যতা চ বিনা যেন ত্রিসন্ধ্যারহিতেন চ ॥ ৩০

বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতো দ্বিজঃ ।
একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩১
হরের্নৈবেদ্যভোজী চ ধাবকো বৃষবাহকঃ ।
শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩২
শবদাহী চ শূদ্রাণাং যো বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ।
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৩
শূদ্রাণাং প্রতিগ্রাহী শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ ।
অসিজীবী মসিজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৪
যো বিপ্রোঽবীরান্নভোজী ঋতুস্নানান্নভোজকঃ ।
ভগজীবী বার্দ্ধুষিকো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৫
যঃ কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরেনামবিক্রয়ী ।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী মূঢ় বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৬
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ ।
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৭

যুক্তি মত নিত্য ঐ তিন নিত্য প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সায়ংকালে—এই তিন কালে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা করিবে ॥ ২৪

যে ব্যক্তি (অর্থাৎ অধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) সন্ধ্যাহীন ও অশুচি অর্থাৎ স্নানাদিবিহীন শৌচকার্য্যহীন, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ ধর্মীয় কর্মে অনধিকারী হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি দিবসে যে কর্ম করে, তাহার ফলভাগী হয় না ॥ ২৫

যে ব্যক্তি পূর্বে সন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার উপাসনা করে না এবং পতিত হয় অর্থাৎ সাধুসন্ধ্যার উপাসনা করে না, সেই ব্যক্তিকে মূত্রের ন্যায় বিষ্ঠাতুল্য সমস্ত কর্ম হইতে বহিষ্কার করা হউক ॥ ২৬

যে দ্বিজ যাবজ্জীবন অপবিত্র ক্রিয়া করেন, সেই দ্বিজ চণ্ডাল ও পূর্বদগ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ২৭

যে দ্বিজ ত্রিসন্ধ্যাপূত, তিনি তেজস্বী ও জীবন্মুক্ত ; তাঁহার স্পর্শমাত্রে সকলই পবিত্র হইয়া যায় ॥ ২৮

সেই দ্বিজের স্পর্শমাত্রেই তীর্থসকল পবিত্র হইয়া যায়। যেমন গরুড়কে দেখিয়া সর্পসকল ভয়ে পলায়ন করে, তেমন তাঁহাকে দেখিয়া সকল পাপ পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ২৯

যে দ্বিজ যোগ্যতা ত্রিসন্ধ্যা পরিত্যাগ করে, তাহার দত্ত পূজা দেবতা গ্রহণ করেন না এবং তাহার দত্ত শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পিতৃগণ পিণ্ড এবং তর্পণ জল গ্রহণ করেন না ॥ ৩০

যে দ্বিজ বিষ্ণুমন্ত্রহীন, ত্রিসন্ধ্যারহিত ও একাদশীব্রতহীন, সেই দ্বিজ বিষহীন সর্পের ন্যায় বিফল ও নিন্দিত কর্ম্ম অনধিকারী ॥ ৩১

যে দ্বিজ শ্রীহরিকে নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে না, যেই কর্ষক বা বৃষবাহক, ধাবক ধাবন করে এবং শূদ্রান্ন ভোজন করে, সেই দ্বিজ বিষহীন সর্পের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় ॥ ৩২

যে দ্বিজ শূদ্রের শবদাহ করে, শূদ্রাণী এবং শূদ্রা পাচক হইয়া শূদ্রের কার্য করে, সেই দ্বিজও বিষহীন সর্পের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় ॥ ৩৩

যে দ্বিজ শূদ্রের দান গ্রহণ করে, শূদ্রযাজনকারী, অসি-(অস্ত্র)-জীবী (জীবিকার্জনকারী) এবং মসী-(কালী—লেখনীরস)-জীবী (জীবিকানির্বাহকারী), সেই দ্বিজও বিষহীন সর্পের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় ॥ ৩৪

যে দ্বিজ অবীরার (পতি-পুত্রহীনা স্ত্রীর) অন্নভোজনকারী, ঋতুস্নাতা স্ত্রীর অন্নভোজী, ভগজীবী (যোনিবৃত্তি অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জনকারী) এবং বার্দ্ধুষিক (কুসীদজীবী—সুদখোর), সেই দ্বিজও বিষহীন সর্পতুল্য নিন্দনীয় ॥ ৩৫

হে মূঢ় ! যে দ্বিজ কন্যাবিক্রয়ী, যে হরিনামবিক্রয়কারী অর্থাৎ হরিনাম কীর্তন করিয়া জীবিকার্জনকারী এবং যে দ্বিজ বিদ্যা বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেই দ্বিজও বিষহীন সর্পের ন্যায় অপদার্থ ॥ ৩৬

যে দ্বিজ সূর্য্যোদয়ের পর দুইবার সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিবাবিভাগের মধ্যে দুইবার ভোজন করে, যে দ্বিজ মৎস্য ভোজন করে এবং

বৈষ্ণবঃ। ঋষিমুখাৎ সর্বপূজাবিধিক্রমম্।
আযুধাচ্চ সাবিত্র্যা ব্যবহিতবতীশিবাম্ ॥ ৩৮
দত্ত্বা সর্বং কৃতজ্ঞায় প্রযযৌ স্বালয়ং মুনিঃ।
রাজা সম্পূজ্য সাবিত্রীং ধর্ম্ম বভার চ ॥ ৩৯

নারদ উবাচ

কিং বা ব্রতঞ্চ সাবিত্র্যাঃ কিং বা পূজাবিধানকম্।
স্তোত্রমন্ত্রং কিং দত্ত্বা প্রযযৌ স স্বালয়ঃ ॥ ৪০
মুনিঃ কেন বিধানেন সম্পূজ্য অভিবাঞ্ছন্
রাজা কিং বা সংপ্রাপ সঃ [illegible] ॥ ৪১

নারায়ণ উবাচ।

জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং শুদ্ধকালে চ সুব্রতঃ।
ব্রতমেব চতুর্দশ্যাং ব্রতী ভক্ত্যা সমাচরেৎ ॥ ৪২
ব্রতং চতুর্দশাব্দঞ্চ বিধেয়ঞ্চ শুভপ্রদম্
দত্ত্বা বিধানতো দ্রব্যং পুষ্পপুষ্পাদিকং তথা ॥ ৪৩
ফলং চতুর্দশেনৈব নৈবেদ্যং বিবিধং তথা।
সংস্থাপ্য কলশং শুদ্ধং জলপূর্ণং সপল্লবম্ ॥ ৪৪
ঘটেনৈব বিধানেন বহিঃ বিন্দুঃ শিবং শিবাম্।
সংপূজ্য পূজয়েদ্বিষ্ণুং ষষ্ঠী আবাহিতে সুরম্ ॥ ৪৫
সূর্য্য ব্যাসং সাবিত্র্যাদেবতাঃ ব্রাহ্মণঃ চ ষট্।
স্তোত্রঃ পূজাবিধানঞ্চ দত্ত্বা সর্বকামদম্ ॥ ৪৬
বস্ত্রাণ্যলঙ্কারাণি দ্বাদশ্যাঃ বন্দ্যৈকদা।
শ্রীমন্তাঃ স্বর্ণাদি-স্বর্ণাভরণযুতানাম্ ॥ ৪৭
উত্তমান্ প্রদানাৎ ব্রতপূর্ণফলমিত্যাহ।
বহিঃপুরঃ উপাচারাঃ বস্ত্রাপুষ্পাদিকাদানম্ ॥ ৪৮
সুবর্ণঃ মুক্তিদঃ শ্রান্তঃ কাঞ্চন দ্রব্যং দিবেৎ।
সর্বসম্পত্প্রদাতাং বেদমাতাং সর্বসম্পদাম্ ॥ ৪৯
বেদাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীম্।
বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজে তাং বেদমাতরম্ ॥ ৫০
ধ্যাত্বা ধ্যানেন চানেন দত্ত্বা পুষ্পং স্বমূর্দ্ধনি।
পুনর্ধ্যাত্বা ঘটে ভক্ত্যা দেবীমাবাহয়েদ্ ব্রতী ॥ ৫১

—

স্নাত্বা আচমনপূর্বক সর্ব কর্ম, সেই দিন বিধান সহকারে ব্রতাদি। ৩৭

এই বলিয়া সেই ঋষিবর নারায়ণ রাজা অশ্বপতিকে সমস্ত পূজাবিধির ক্রম এবং সাবিত্রী দেবীর ধ্যানাদির ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। ৩৮

ঋষিবর নারায়ণ শ্রীসম্পন্ন অশ্বপতিকে সবকিছু প্রদান করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা অশ্বপতি সাবিত্রী দেবীর পূজা-আরাধনা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন এবং বরপ্রাপ্ত হন। ৩৯

নারদ কহিলেন,—ভগবন্। সেই ঋষিবর নারায়ণ রাজাকে সাবিত্রীদেবীর কি ব্রত, কিরূপ পূজাবিধান এবং কি স্তোত্র ও মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৪০

মুনি কোন্ বিধানানুসারে দেবমাতা সাবিত্রীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই নৃপবর অশ্বপতি কি লাভ বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪১

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে শুদ্ধকালে এই সাবিত্রী-ব্রতের আচরণ করিতে হয়। ৪২

চতুর্দশ বৎসরব্যাপী এই ব্রত। এই ব্রত চতুর্দশ বৎসর পালন করিতে হয়। বিধানে চতুর্দশ (চতুর্দশ সংখ্যক চতুর্দশ) বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া পূজা ও পুষ্পাদি দান করিতে হইবে। ৪৩

ঘট, বহ্নিদেবীর ও কোনো দান করিবে। হে মুনে! বিধি অনুসারে ঘট ও পঞ্চ পল্লবাদিযুক্ত কলসটি স্থাপন করিয়া গণেশ, দিনেশ, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা—এই ছয় দেবতার পূজা পূর্বক আবাহন করিয়া সেই ঘটে ইষ্টদেবী সাবিত্রীর পূজা করিবে। ৪৪-৪৫

নারদ। মাধ্যন্দিন শাখার সাবিত্রী দেবীর যে ধ্যান কথিত আছে, সেই ধ্যান এবং স্তোত্র ও সর্বকামপ্রদ পূজা বিধান শ্রবণ কর। ৪৬

উত্তপ্তকাঞ্চনবর্ণবিশিষ্টা, ব্রহ্মতেজঃ প্রজ্বলিতা, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নকালীন সহস্র সূর্যপ্রভা তেজস্বিনী, ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রসন্নবদনা, রত্নালঙ্কারভূষিতাঙ্গী, বহ্নিশুদ্ধবস্ত্রপরিধানা, ভক্তগণের অনুগ্রহ করিতে তৎপরা, সুখদায়িনী, মুক্তিদাত্রী, শান্তা, জগদ্ধাত্রী। বিধির বিধাতা জননী, সর্বসম্পৎপ্রদা, সমস্ত সম্পদদায়িনী, বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বেদ-শাস্ত্রস্বরূপিণী, বেদবীজস্বরূপা, এবং বেদমাতা সাবিত্রী দেবীকে আমি ভজনা করি। ৪৭-৫০

এই ধ্যান মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান পূর্বক পুনরায় পূজা করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে ঘটে দেবীর আবাহন করিবে। ৫১

যথা দেবেভ্যোপচারং বেদোক্তমনুপূর্ব্বিকম্ ।
সম্পূজ্য যথা প্রদাতব্যং দেবেভ্যো বিধানতঃ ॥ ৫২

আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়মনুলেপনম্ ।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্ ॥ ৫৩

বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধমাচমনীয়কম্ ।
মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ৫৪

দারুসারবিকারঞ্চ হেমাদিনির্ম্মিতং তথা ।
দেবাধারং পুষ্পকঞ্চ যত্নাৎ বিপ্র নিবেদিতম্ ॥ ৫৫

তীর্থোদকঞ্চ পাদ্যঞ্চ পুষ্পঞ্চ শীতলং শুভম্ ।
পুষ্পচন্দনযুক্তং যত্নাৎ তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৬

পবিত্রগন্ধার্ঘ্যং দূর্ব্বাপুষ্পাক্ষতান্বিতম্ ।
পুণ্যং শঙ্খতোয়োক্তং যত্নাৎ তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৭

সুগন্ধিধাত্রীতৈলঞ্চ দেহসৌন্দর্য্যকারণম্ ।
যত্নাৎ নিবেদিতং তুভ্যং স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৮

মলয়াচলসম্ভূতং দেহশোভাবিবর্দ্ধনম্ ।
সুগন্ধিযুক্তং সুখদং যত্নাৎ তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৯

গন্ধযোগেন পুণ্যঃ সৌরভ্যো বিবিধান্বিতঃ ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬০

জগতাং দর্শনীয়ঞ্চ দর্শনং দীপ্তিকারণম্ ।
অন্ধকারধ্বংসবীজং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৬১

সুস্বাদু সুরসৈশ্চৈব সৌরভং ক্ষুন্নিবারণম্ ।
পুণ্যং সুক্রমঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬২

তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ৬৩

তৃষ্ণাঘ্নং শীতলং স্বচ্ছং পিপাসানাশকারণম্ ।
জগতাং জীবনরূপং জীবনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৪

দেহশোভাস্বরূপঞ্চ সভাশোভাবিবর্দ্ধনম্ ।
কার্পাসজঞ্চ কৃমিজং বসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৫

দেবতার উদ্দেশে ক্রমানুসারে বেদোক্ত উপচার সমূহ (পর পর বলিতেছি।) প্রদান করিয়া পূজা করত বুধ ব্যক্তি বিধি অনুসারে দেবতাকে প্রদান করিবে ॥ ৫২

আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, আচমনীয় ও মনোহর শয্যা—এই ষোলটি দ্রব্য দেবতা উদ্দেশে প্রদান করিতে হয় ॥ ৫৩-৫৪

আসনদানের মন্ত্র—এই দারুসারবিকার (কাষ্ঠময়) বা হেমাদি নির্ম্মিত (স্বর্ণময় বা রজতময়) এই পুষ্পকে দেবতার—দেবতার আধারস্বরূপ এই আসন নিবেদন করিলাম ॥ ৫৫

পাদ্যদানের মন্ত্র—পুষ্পযুক্ত, সৌরভযুক্ত, সুন্দর তীর্থোদক, পুষ্প ও চন্দন (উত্তম) তীর্থজলরূপ পাদ্য আমি ভক্তিভাবে আপনাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৫৬

অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—দূর্ব্বা, পুষ্প ও অক্ষত (আতপ চাউল)-যুক্ত শঙ্খজলান্বিত, পবিত্র এই পবিত্রকর অর্ঘ্য আমি আপনাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৫৭

স্নানীয়দানের মন্ত্র—দেহসৌন্দর্য্যের কারণ সুগন্ধি ধাত্রী-তৈলাদি এই স্নানীয় আমি ভক্তিভাবে আপনাকে নিবেদন করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৫৮

অনুলেপনদানের মন্ত্র—দেহের শোভাবর্দ্ধনকারী, মলয় পর্ব্বতে উৎপন্ন, সুগন্ধ ও সুগন্ধিযুক্ত এই চন্দনানুলেপন আমি আপনাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৫৯

ধূপ দানের মন্ত্র—গন্ধযোগে উত্তম, সৌরভযুক্ত, বিবিধ দ্রব্যান্বিত ও পুণ্যজনক এই ধূপ আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নিবেদন করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৬০

দীপদানের মন্ত্র—জগতের দর্শনীয়, দর্শন-দীপ্তির কারণ ও অন্ধকারধ্বংসের কারণ এই দর্শন-দীপ আপনাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৬১

নৈবেদ্যদানের মন্ত্র—সুস্বাদ, সুরস, সৌরভ ও সুন্দর এবং ক্ষুন্নিবারণকারী এই সুন্দর নৈবেদ্য নিবেদন করিলাম, গ্রহণ করুন ॥ ৬২

তাম্বূলদানের মন্ত্র—তুষ্টিদ ও পুষ্টিদ, কর্পূরাদিসুবাসিত রমণীয় উত্তম তাম্বূল আপনাকে ভক্তিভাবে নিবেদন করিলাম, গ্রহণ করুন ॥ ৬৩

জলদানের মন্ত্র—পিপাসানাশের কারণ, তৃষ্ণাঘ্ন ও সুশীতল এই জগতের প্রাণস্বরূপ, জীবন (জল) নিবেদন করিলাম, গ্রহণ করুন ॥ ৬৪

বস্ত্রদানের মন্ত্র—দেহের শোভাস্বরূপ, সভার শোভাবর্দ্ধনকারী, কার্পাস সূত্রনির্ম্মিত ও কৃমিজাত এই বস্ত্র আমি নিবেদন করিলাম, গ্রহণ করুন ॥ ৬৫

[illegible]বিনির্মিতং শ্রীযুক্তং শ্রীকরং সদা
পুষ্পদং পুণ্যদঞ্চৈব পুষ্পং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৬
নানাপুষ্পবিনির্মিতং বহুশোভাসমন্বিতম্,
প্রীতিদং পুণ্যদঞ্চৈব মাল্যঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৭
সর্বমঙ্গলরূপঞ্চ সর্বমঙ্গলদং বরম্ ।
পুণ্যপ্রদঞ্চ সদ্গন্ধং গন্ধঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৮
শুদ্ধং শুদ্ধিপ্রদঞ্চৈব শুভদং প্রীতিদং বরম্ ।
[illegible] বরং [illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৯
গন্ধদ্রব্যবিনির্মিতং পুষ্পচন্দনসংযুতম্ ।
সুগন্ধং পুণ্যদঞ্চৈব সুধূপং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭০
নানাবৃক্ষসমুদ্ভূতং নানারূপসমন্বিতম্ ।
ফলস্বরূপং ফলদং ফলঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭১
সিন্দূরং রুচিরং রম্যং ভালশোভাবিবর্ধনম্ ।

পুষ্পদানের মন্ত্র—[illegible]বিনির্মিত, শোভাযুক্ত, সদা শোভাবর্ধনকারী, পুষ্পদ ও পুণ্যপ্রদ এই পুষ্প নিবেদন করিলাম, গ্রহণ করুন ॥ ৬৬

মাল্যদানের মন্ত্র—নানাবিধ পুষ্পরচিত, পুষ্পসমন্বিত, (পুষ্পসমন্বিত স্থলে 'বহুশোভাসমন্বিতম্' এই পাঠ কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায়, সেস্থলে 'নানাপুষ্পরচিত বলিয়া বহুবিধ শোভাবিশিষ্ট' এই অর্থ হইবে।) প্রীতিপ্রদ ও পুণ্যপ্রদ এই মাল্য আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৬৭

গন্ধদানের মন্ত্র—সর্বমঙ্গলস্বরূপ, সর্বমঙ্গলপ্রদ, পুণ্যদ, উত্তম গন্ধপূর্ণ এই গন্ধ আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন ॥ ৬৮

অনুলেপনের মন্ত্র—শুচিকর, পবিত্র, শুভ [illegible] প্রীতিকারক এই সুগন্ধি অনুলেপন আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৬৯

ধূপদানের মন্ত্র—উত্তম গন্ধদ্রব্যবিনির্মিত পুষ্পচন্দন সংযুক্ত সুগন্ধ ও পুণ্যপ্রদ এই ধূপ (ধূপ ধূনা) কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন ॥ ৭০

ফলদানের মন্ত্র—নানা বৃক্ষে উৎপন্ন, নানা রূপবিশিষ্ট, ফলদ, ফলস্বরূপ এই ফল আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭১

সিন্দূরদানের মন্ত্র—যে সিন্দূর রুচির, রম্য (ললাট)-শোভাবর্ধনকারী, সর্বোত্তম ভূষণস্বরূপ, সেই সিন্দূর আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭২

ভূষণং ভূষণানাঞ্চ সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭২
বিশুদ্ধগ্রন্থিসংযুক্তং পুণ্যসূত্রবিনির্মিতম্
পবিত্রং বেদমন্ত্রেণ যজ্ঞসূত্রং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৭৩
দ্রব্যাণ্যেতানি মূলেন দত্ত্বা স্তোত্রং পঠেৎ সুধীঃ ।
ততঃ প্রণম্য বিপ্রায় দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্ ॥ ৭৪
সাবিত্রীতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ।
লক্ষ্মী-মায়া-কামপূর্বং মন্ত্রোঽয়ং বিদুঃ ॥ ৭৫
মাধ্যন্দিনোক্তং স্তোত্রঞ্চ সর্ববাঞ্ছাফলপ্রদম্
বিপ্রজীবনরূপঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৭৬
কৃষ্ণেন দত্তা সাবিত্রী গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা
ন যাতি সা তেন সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকঞ্চ নারদ ॥ ৭৭
ব্রহ্মা কৃষ্ণাজ্ঞয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বেদমাতরম্ ।
তদা সা পরিতুষ্টা চ ব্রহ্মাণং চকমে সতী ॥ ৭৮

যজ্ঞোপবীত দানের মন্ত্র—বিশুদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত, পবিত্র সূত্রনির্মিত, বেদমন্ত্র দ্বারা পবিত্র এই যজ্ঞসূত্র কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন ॥ ৭৩

সুধী ব্যক্তি এই সকল দ্রব্য মূল মন্ত্রে প্রদান করিয়া পরে "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং সাবিত্র্যৈ স্বাহা" এই মূল মন্ত্র দশবার উচ্চারণ পূর্বক স্তোত্র পাঠ করিবে। অনন্তর প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৭৪

সাবিত্রী দেবীর মূল মন্ত্র উদ্ধার করিতেছেন—সাবিত্রী এই পদে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া 'সাবিত্র্যৈ' এই পদের শেষে বহ্নিজায়া স্বাহা-পদ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ 'সাবিত্র্যৈ স্বাহা' এই পদের পূর্বে লক্ষ্মী বীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) ও কামবীজ (ক্লীং) যোগ করিলে 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং সাবিত্র্যৈ স্বাহা' —এই অষ্টাক্ষরযুক্ত মন্ত্র 'সাবিত্রী-মন্ত্র' বলিয়া বিখ্যাত জানিবে ॥ ৭৫

নারদ! এক্ষণে আমি তোমাকে মাধ্যন্দিন শাখোক্ত, সর্ববাঞ্ছাফলপ্রদ ও বিপ্রগণের জীবনস্বরূপ স্তোত্র বলিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৭৬

পূর্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রী দেবীকে ব্রহ্মার হস্তে প্রদান করেন, কিন্তু সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন না ॥ ৭৭

তখন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মা ভক্তিপূর্বক বেদমাতা সাবিত্রীর স্তব করেন। তখন সেই সতী সাবিত্রী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রহ্মাকে কামনা করেন ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ ।

নারায়ণবক্ষসে চ নারায়ণি সনাতনি ।
নারায়ণাৎ সমুদ্ভূতে প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৭৯
তেজঃস্বরূপে পরমে পরমানন্দরূপিণি ।
দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮০
নিত্যে নিত্যপ্রিয়ে দেবি নিত্যানন্দস্বরূপিণি ।
সর্ব্বমঙ্গলরূপেণ প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮১
সর্ব্বস্বরূপে বিপ্রাণাং মন্ত্রসারে পরাৎপরে ।
সুখদে মোক্ষদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮২
বিপ্রপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমে ।
ব্রহ্মতেজঃপ্রদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরী ॥ ৮৩
কায়েন মনসা বাচা যৎপাপং কুরুতে নরঃ ।
তৎ তে স্মরণমাত্রেণ ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তত্র তস্থৌ চ সংসদি ।
সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং জগাম সা ॥ ৮৫
অনেন স্তবরাজেন সংস্তূয়াশ্বপতির্নৃপঃ ।
দদর্শ তাঞ্চ সাবিত্রীং বরং প্রাপ মনোরথম্ ॥ ৮৬
স্তবরাজমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যায়াঞ্চ যঃ পঠেৎ ।
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎফলং তল্লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সাবিত্রীস্তোত্রকথনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারায়ণস্বরূপে! তুমি সনাতনী নারায়ণী; কারণ, তুমি নারায়ণ হইতে উৎপন্না হইয়াছ। সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৭৯

তেজঃস্বরূপে! তুমি পরমা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) ও পরমানন্দরূপা এবং দ্বিজাতিদিগের জাতিরূপা। হে সুন্দরি! তুমি সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৮১

হে দেবি! তুমি বিপ্রদের সর্ব্বস্বরূপা, মন্ত্রসারা, পরাৎপরা, সুখদা ও মোক্ষদাত্রী, সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৮২

দেবি! তুমি বিপ্রদের পাপরূপ কাষ্ঠ দাহনের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাস্বরূপা এবং ব্রহ্মতেজঃপ্রদায়িনী; সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৮৩

নর দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা যে সব পাপাচরণ করে, তোমাকে স্মরণ করিবামাত্র তাহার সেই সব পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৮৪

এই কথা বলিয়া সেই জগদ্ধাতা বিধাতা দেবলোকস্থ সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৮৫

রাজা অশ্বপতি এই স্তবরাজের দ্বারা সাবিত্রীদেবীর স্তব করিয়া সেই সাবিত্রীকে দর্শন করিলেন এবং মনোরথ বর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৬

যে ব্যক্তি এই পুণ্য স্তবরাজ ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি চতুর্বেদ পাঠের ফল অবশ্যই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৮৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদ-প্রসঙ্গে সাবিত্রী উপাখ্যানে সাবিত্রীস্তোত্রকথননামক ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রী-সত্যবতোর্বিবাহঃ, সত্যবতো মৃত্যুঃ, সাবিত্রীসমীপে যমস্য [illegible] [illegible] প্রদর্শনঞ্চ।]

নারায়ণ উবাচ।

[illegible] লোকপতিঃ সম্পূজ্য বিধিপূর্ব্বকং
[illegible] [illegible] দেবীঃ [illegible] ॥ ১
[illegible] [illegible] [illegible] মহী।
[illegible] [illegible] [illegible] বিনির্ম্মিতা ॥ ২

সাবিত্র্যুবাচ

[illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিনিশ্চিতম্ ॥ ৩
[illegible] [illegible] [illegible] সাবিত্রী
[illegible] [illegible] পুত্রং [illegible] [illegible] ॥ ৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫
[illegible] সাবিত্রী [illegible] [illegible]।
সাবিত্রীতি চ [illegible] [illegible] ॥ ৬
[illegible] [illegible] [illegible] চ দিনে দিনে
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
সাবিত্রী চ [illegible] [illegible] ॥ ৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
ন চ [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৯
ন চ [illegible] সত্যবান্ [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০
[illegible] [illegible] সাবিত্রী [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] সত্যবান্ ॥ ১১
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

[সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ, সত্যবানের মৃত্যু এবং যম [illegible] সাবিত্রীর [illegible] [illegible] [illegible]।]

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! সেই রাজা অশ্বপতি পূর্ব্বোক্ত [illegible] [illegible] সাবিত্রীর [illegible] [illegible] বিধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই সাবিত্রী [illegible] [illegible] করিলেন। ১

[illegible] সতী সাবিত্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] দিন [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] সেই রাজা অশ্বপতিকে এই কথা [illegible]। ২

সাবিত্রী দেবী কহিলেন,—মহারাজ! আপনার মনে যে [illegible], তাহা আমি জানি এবং আপনার পত্নী [illegible] [illegible] জানি, আমি সমস্ত [illegible] [illegible] ([illegible]) করিব। ৩

আপনার পত্নী এক সতী সাধ্বী কন্যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনাদের [illegible] এই [illegible] [illegible] পূর্ণ হইবে। ৪

রাজা অশ্বপতিকে এই কথা বলিয়া [illegible] সাবিত্রী [illegible] গমন করিলেন। রাজাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] তাঁহার এক কন্যা [illegible] [illegible]। ৫

সাবিত্রীদেবীর আরাধনায় [illegible] [illegible] [illegible] এক কন্যা জন্ম হয়। রাজা অশ্বপতি সেই কন্যার সাবিত্রী এই নাম রাখিলেন। ৬

[illegible] [illegible] [illegible] কলা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই রাজকন্যা [illegible] দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া রূপ-যৌবন-[illegible] হইলেন। ৭

সেই সময় সাবিত্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বরণ করিলেন। ৮

[illegible] রাজা অশ্বপতি [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] প্রদান করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] সেই কন্যা সাবিত্রীর [illegible] করিয়া [illegible] গমন করিলেন। ৯

বিবাহের এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর সেই [illegible] সত্যবান্ পিতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গমন করিলেন। ১০

সেই সময় [illegible] সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিলেন। [illegible] সত্যবান্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। ১১

হে মুনে! সেই সময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] সাবিত্রীর

পশ্চাত্তাং কুণ্ডলীং পৃষ্ট্বা বভূব মাধবনৌপতিঃ।
উবাচ মধুরং সাধ্বীং সান্ত্বয়ন্না প্রণয়ৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩

স্বয় উবাচ

অহো ক যাসি সাবিত্রি পুরীয়ং সাধুযোঃ কুলম্।
যদি যাস্যসি কান্তেন সার্দ্ধং দেবং ফলং লভ ॥১৪

সন্তঃ সন্তোঽন্ন পশ্যন্তি পুরীয়া পাপরৌদ্ধিকম্
যেষাং যমলোকশ্চ নগরং নগ্নং নগ্নং নগ্নং ॥ ১৫

তত্ত্বং তে কালপূর্ণশ্চ বভূব ভারতে সতি
সকর্মফলভোগার্থং সত্যবান্ যাতি মন্দুরম্ ॥ ১৬

কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্মণৈব প্রপদ্যতে ॥ ১৭

কর্মণেন্দ্রো জগজ্জেতা ব্রহ্মপুত্রঃ সকর্মণা।
সকর্মণা ধরেশোঽন্নং ব্রহ্মাদিত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১৮

সকর্মণা সর্বসিদ্ধিময়ত্বং লভতে ধ্রুবম্।
লভতে সকর্মণা বিষ্ণোঃ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৯

কর্মণা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ মুক্তিশ্চ সকর্মণা।
ব্রহ্মত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ ব্রাহ্মেন্দ্রত্বং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২০

কর্মণা চ মুনীন্দ্রত্বং তপস্বিত্বঞ্চ কর্মণা
কর্মণা ঋষিত্বঞ্চ বৈষ্ণবত্বঞ্চ সকর্মণা ॥ ২১

কর্মণা বৈষ্ণবং মুক্তমন্তকালে সকর্মণা ॥ ২২

সকর্মণা চ ব্রহ্মত্বং লভতে নান্যথা ক্বচিৎ।
সকর্মণা ত্রিলোকেশ্বরত্বং সকর্মণা ॥ ২৩

সকর্মণা চ শৈলত্বং বৃক্ষত্বঞ্চ সকর্মণা।
সকর্মণা পশুত্বঞ্চ পক্ষিত্বঞ্চ সকর্মণা ॥ ২৪

সকর্মণা কুম্ভকারঃ কৃষিত্বঞ্চ সকর্মণা।
সকর্মণা চ সর্পত্বং মন্ত্রগুপ্তঃ সকর্মণা ॥ ২৫

সকর্মণা রাজনরঃ ক্ষিতিপত্বং সকর্মণা।
সকর্মণা চ বণিজঃ কৃষাণত্বং সকর্মণা ॥ ২৬

সকর্মণা চ ভোজত্বং বৈশ্যত্বং সকর্মণা
তুরগত্বঞ্চ শিবাত্বং ডাকিনীত্বং সকর্মণা ॥ ২৭

তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সাধ্বীশ্রেষ্ঠা সেবীও গমন করিলেন ॥ ১২

পশ্চাতে পশ্চাতে কৃষ্ণসতী সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া সাধুপুত্রের মনে হইল, মহাপুরুষ ও সাধ্বীশ্রেষ্ঠা (যমপত্নী)-সহিত যম সত্যবানকে সাবিত্রী দেবীসহ এই নগরে আসিতে বলিলেন ॥ ১৩

যম বলিলেন,—সাবিত্রি! আমি আজ্ঞা দিলাম। তুমি আমার দেহ ধারণ করিয়া এখানে আসিলে। যদি তুমি ফিরে পতি সত্যবানের সহিত যাইবেই ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁর দেহ পরিত্যাগ কর ॥ ১৪

আহা, এমন সময় কোনও সাধুপুত্র পরস্ত্রীসহবাস করিয়া যমলোকে যাইতে সমর্থ হয় না ॥ ১৫

সতি! এই ভারতে তোমার পতির জীবিতকাল যা তোমার গর্ভ হইয়া রহিয়াছে। স্বকর্মের ফলভোগের জন্য সত্যবান্ এখন যমালয়ে গমন করিতেছে ॥ ১৬

কারণ, জীব কর্মের দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ম দ্বারাই বাসস্থান হয়। সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭

জীব স্বকর্মফলে ইন্দ্র হয়, আবার স্বকর্মফলে ব্রহ্মপুত্র হয়। স্বকর্মফলেই ব্রহ্মাদিত্রিদিব হইয়া জীবহিত লাভ করে ॥ ১৮

জীব কর্মদ্বারা জীব সর্বসিদ্ধি লাভ ও বৈষ্ণব পদ লাভ করে। স্বকর্মফলে জীবের বিষ্ণুর সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯

কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ও স্বকর্মফলে মুক্তি লাভ হয়। মানুষ স্বকর্মদ্বারা দেবত্ব, মনুষ্যত্ব এবং ব্রাহ্মেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

কর্মদ্বারা মুনীন্দ্রত্ব, কর্মদ্বারা তপস্বিত্ব, কর্মদ্বারা ঋষিত্ব এবং স্বকর্মদ্বারা বৈষ্ণবত্ব লাভ হয় ॥ ২১

কর্মফলদ্বারা মুক্তত্ব এবং স্বকর্মফলেই অন্তকালে লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২

জীব কর্মফলে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। স্বকর্মদ্বারা ত্রিলোকেশ্বরত্ব ও স্বকর্মদ্বারা ত্রিলোকত্ব লাভ হয় ॥ ২৩

স্বকর্মফলে শৈলত্ব (পর্বতত্ব) ও স্বকর্মফলে বৃক্ষত্ব, স্বকর্মদ্বারা পশুত্ব এবং স্বকর্মফলে পক্ষিত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪

স্বকর্মফলে কুম্ভকারাদি কৃষকত্ব, স্বকর্মে কৃষিত্ব, স্বকর্মে স্বকর্মফল এবং স্বকর্মে সর্পত্ব লাভ হয় ॥ ২৫

স্বকর্মে রাজত্বলাভ, স্বকর্মে ক্ষিতিত্ব, স্বকর্মে বণিক্ত্ব এবং স্বকর্মে জীব কৃষাণত্ব লাভ করে ॥ ২৬

স্বকর্মে ভোজত্ব, স্বকর্মে বৈশ্যত্বলাভ, এবং স্বকর্মদ্বারা তুরগত্ব, শিবাত্বলাভ ও ডাকিনীত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭

দৈবেনা [illegible] কর্মণা ।
কর্মণা পুণ্যবান্ জীবো [illegible] কর্মণা ॥ ২৮
কর্মণা [illegible] চ কর্মণা ।
কর্মণা [illegible] কর্মণা ॥ ২৯
কর্মণা [illegible] জীবঃ [illegible] কর্মণা ।
কর্মণা [illegible] কর্মণা ॥ ৩০
কর্মণা [illegible] কর্মণা ।
কর্মণা [illegible] কর্মণা [illegible] ॥ ৩১
[illegible] কর্মণা ।
[illegible] কর্মণা ॥ ৩২
[illegible] কর্মণা ।
[illegible] কর্মণা ॥ ৩৩

কর্মণা চ [illegible] কর্মণা
কর্মণা [illegible] ॥ ৩৪
কর্মণা যাতি বৈকুণ্ঠং গোলোকং নিরাময়ম্ ।
কর্মণা চিরজীবী চ [illegible] কর্মণা ॥ ৩৫
কর্মণা কোটিকল্পায়ু [illegible] কর্মণা ।
জীবন্মুক্ত [illegible] কর্মণা ॥ ৩৬
ইত্যেবং কথিতং সর্বং ময়া [illegible] সুব্রতে ।
কর্মণা তে [illegible] ॥ ৩৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদনারায়ণসংবাদে কর্মবিপাকে [illegible] নাম চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

[illegible] ॥ ২৮

[illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৩৫

[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭

শ্রীনারায়ণ [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে [illegible] নামক চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(কর্মবিপাকে সাবিত্রীপ্রশ্নঃ, যমস্য উত্তরদানঞ্চ।)

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যমস্য বচনং শ্রুত্বা সাবিত্রী চ পতিব্রতা।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তমুবাচ মনস্বিনী॥ ১

সাবিত্র্যুবাচ।

কিং কর্ম বা তৎ বৈ কর্মবীজং কিং বা তদ্ধেতুকঃ স্মৃতঃ।
কর্ম নির্মূলরূপেণ কেন বা মানবো ভবেৎ॥ ২
কর্মণাং বীজরূপঃ কঃ কো বা কর্মফলপ্রদঃ।
কিং কর্ম উদ্ভবেৎ কেন কো বা তদ্ধেতুরেব চ॥ ৩
কো বা কর্মফলং ভুঙ্‌ক্তে কো বা নির্লিপ্ত এব চ।
কো বা দেহী কশ্চ দেহঃ কো বাত্র কর্মকারকঃ॥ ৪
কিং বিজ্ঞানং মনো বুদ্ধিঃ কে বা প্রাণাঃ শরীরিণাম্।
কানীন্দ্রিয়াণি কিং তেষাং লক্ষণং দেবতাশ্চ কাঃ॥ ৫
ভোক্তা ভোজয়িতা কো বা কো ভোগঃ কা চ নিষ্কৃতিঃ।
কো জীবঃ পরমাত্মা কঃ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৬

যম উবাচ।

বেদপ্রণিহিতঃ কর্ম তদ্বেদে মঙ্গলং পরম্।
অবৈদিকন্তু যৎ কর্ম তদেবাশুভমেব চ॥ ৭
অহৈতুকী বিষ্ণুসেবা সঙ্কল্পরহিতা সতাম্।
কর্মনির্মূলরূপা চ সা এব হরিভক্তিদা॥ ৮
হরিভক্তো নরো যশ্চ স মুক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকভীতিবিবর্জিতঃ॥ ৯
মুক্তিশ্চ দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্বসম্মতা।
নির্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্॥ ১০
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ॥ ১১

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

[কর্মবিপাকবিষয়ে সাবিত্রীদেবীর প্রশ্ন এবং যমকর্তৃক তাহার উত্তরদান।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! যমের বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা মনস্বিনী সাবিত্রী পরম ভক্তি-সহকারে তাঁহার স্তব করিলেন এবং পরে তাঁহাকে (সেই যমকে) বলিলেন॥ ১॥

সাবিত্রী কহিলেন,—ধর্মরাজ! অনুগ্রহপূর্বক কোন্ কর্ম শুভ এবং কোন্ কর্ম বা অশুভ? মানুষগণের কিরূপে এই কর্মের নির্মূলন হইবে? অর্থাৎ এই কর্মসমূহের কিরূপে সম্পূর্ণ ভাবে উচ্ছেদ ঘটিবে?॥ ২॥

কর্মের বীজ-স্বরূপ কে? অর্থাৎ কর্মের বীজ কি? কেই বা কর্মের ফলদান করেন? কিরূপে কর্ম উৎপন্ন হয়? আর এই কর্মের হেতুই বা কে?॥ ৩॥

কেই বা কর্মফল ভোগ করে? আর কেই বা কর্মে নির্লিপ্ত থাকে? কেই বা দেহী এবং দেহই বা কে? আর এই দেহ-মধ্যে কেই বা কর্ম করে?॥ ৪॥

বিজ্ঞান কি? মন ও বুদ্ধিই বা কি? শরীরধারী প্রাণিগণের প্রাণ কি? ইন্দ্রিয় কি? তাহাদের লক্ষণই বা কি? সেই সব ইন্দ্রিয়ের দেবতা কি?॥ ৫॥

কে ভোক্তা (ভোগকর্তা)? কেই বা ভোজয়িতা (ভোগের কারণ)? ভোগ কি? সেই ভোগ হইতে নিষ্কৃতি বা কি? কে জীব? কে পরমাত্মা? আপনি এই সব বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাকে বলুন॥ ৬॥

যম বলিলেন—সাধ্বি! বেদবিহিত যাহাই ধর্ম এবং সেই কর্মই উত্তম মঙ্গলজনক হইয়া থাকে অথচ বেদবিহিত কর্ম [illegible] করিয়া [illegible] পরিণামে মুক্তি তাহার [illegible] থাকে। আর যাহা অবৈদিক (বেদবিহিত নহে, সাধুদের অসম্মত কর্ম) কর্ম, তাহাই অমঙ্গলজনক অশুভ [illegible] বলিয়া কথিত হয়॥ ৭॥

সাধুগণকর্তৃক সঙ্কল্পশূন্য যে অহৈতুকী অর্থাৎ নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠিত বিষ্ণুসেবা, তাহাই সমস্ত কর্মের নির্মূলন করিয়া দেয় এবং হরিভক্তি প্রদান করে॥ ৮॥

যে মানব হরিভক্ত, তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়শূন্য হইয়া থাকেন এবং সেই মুক্তিলাভ করেন, ইহা শ্রুতি বেদে শ্রবণ করিয়াছি॥ ৯॥

সাধ্বি সাবিত্রি! শ্রুতিকথিত ও সর্বজনসম্মত মুক্তি দ্বিবিধ, এক মনুষ্যদের নির্বাণপদদাত্রী এবং দ্বিতীয়—হরিভক্তিপ্রদায়িনী॥ ১০॥

বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিরূপা মুক্তিই বাঞ্ছা করেন। অন্য সাধুগণ নির্বাণরূপা মুক্তি কামনা করেন॥ ১১॥

কর্মণো বীজভূতস্য সম্ভবঃ তৎফলপ্রদঃ।
কর্মফলস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ১১
সোঽপি যদ্যেচ্ছয়া কর্ম কৃত্বা তেন ন লিপ্যতে।
জীবঃ কর্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ। ১২
আত্মনঃ প্রতিবিম্বস্য দেহো জীবঃ স এব চ।
পাঞ্চভৌতিকস্যাস্য দেহো নশ্বর এব চ। ১৩
পৃথিবী বায়ুরাকাশো জলং তেজস্তথৈব চ।
এতানি ভূতরূপাণি সৃষ্টিঃ সৃষ্টীশিতেঃ স্মৃতেঃ। ১৪
কর্তা ভোক্তা চ দেহী চ আত্মা ভোক্তরিতা মতা।
ভোগো বিষয়ভেদস্য নির্লিপ্তস্তস্য নিত্যদা চ। ১৫
মনস্তত্ত্বমহঙ্কার আত্মা নানাবিধো ভবেৎ।
বিষয়াণাং বিভাগানাং ভেদকৃদ্ভেদ ঈরিতঃ। ১৬
বুদ্ধিরিত্যেতয়োরাত্মা সা জ্ঞানদৃগনী স্মৃতৌ।

বায়ুস্তেজশ্চ আপশ্চ বসুস্তাসাঞ্চ দেহিনাম্। ১৮
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রেরয়ন্ ঈশ্বরাণাং সমুদ্যমম্,
প্রেরকঃ কর্মণাঞ্চৈব ধৃনিবার্তাক দেহিনাম্। ১৯
অনিরুদ্ধাত্মযুক্তঃ জ্ঞানজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম পুরুষম্। ২০
লোকানং শ্রবণং ঘ্রাণং ত্বগ্‌জিহ্বাদিকমিন্দ্রিয়ম্।
অধিষ্ঠানস্বরূপাক প্রেরকো হর্ষকর্ষণম্। ২১
ত্রিগুণস্য ত্রিরূপস্য ত্রয়স্য ত্রয়স্য সর্বা।
সূর্যো বায়ুশ্চ পৃথিবী যথাত্মা দেবতাঃ স্মৃতাঃ। ২২
প্রাক্-সৌরাদিকৃৎ যো বি ন জীবঃ পরিভৌতিকঃ।
পরমাত্মা পরঃ ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ২৩
জ্ঞানদঃ জ্ঞানদাতাক শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
ইত্যেবং কথিতং সর্বং ময়া পৃষ্টঃ যথাতথম্, ২৪

সকল কর্মের বীজস্বরূপ এবং যেই সব কর্মের ফলদাতা ইহাদের প্রকৃতির অতীত অথবা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ১১

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই আপন ইচ্ছা। কখনো কখনো কর্ম করিয়াও কর্ম নিষ্পন্ন হন। তাঁর সেই কর্মের ফলভোক্তা এবং আত্মা যে বিষয়ে নির্লিপ্ত। ১২

আত্মার প্রতিবিম্বরূপে দেহধারী জীবই দেহী বলিয়া কথিত হয়। পঞ্চভূত পঞ্চভূতই দেহ বলিয়া গণ্য এবং সেই দেহ নশ্বর। ১৩

পৃথিবী, বায়ু, জল আকাশ ও তেজ—ইহারা পঞ্চভূত। শ্রীহরির ভগবদ্‌ইচ্ছায় ইহারাই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অথবা পঞ্চাত্মার মূলতত্ত্ব। ১৪

দেহী কর্তা ভোক্তা কর্মের কর্তা এবং কর্মফলদাতা আত্মা পরমাত্মার ইচ্ছামত ভোক্তরিতা। বিষয়ের ভোগ যাঁহার ইচ্ছায় যে ভোগ, তাহাই ভোগ বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ভোগ হইতে মুক্তির নির্দেশ। ১৫

জ্ঞান নানাবিধ; এই জ্ঞান সব বিদ্যা ও জ্ঞান—অধিষ্ঠান করা, অহঙ্কার কর্তা ও আত্মারূপ ভেদের পৌরাণিক এবং বিষয়সমূহের অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চবিধ বিষয়সমূহের যে নানা বিভাগ, সেই সবেরও ভেদের পৌরাণিক বলিয়া কথিত হয়। ১৬

বিভক্তা বুদ্ধি বলিয়া কথিতা এবং সেই বুদ্ধিই আত্মার ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানজন্মী বুদ্ধি বলিয়া কথিতা। সেইজন্যই বলা যে পঞ্চ বায়ুরূপ অর্থাৎ প্রাণ, আপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চবায়ু দেহের অথবা সমাধারক হইয়া প্রাণস্বরূপ কথিত হয়। ১৮

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রধান, ঈশ্বরগণের সমুদ্যম অর্থাৎ কার্যসম্পাদনকল্পে অহঙ্কারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা 'ঈশ্বরাণাং-সমুদ্যমম্'. এই পাঠান্তরে ঈশ্বরগণের সমুদ্যম, কর্মফলদাতা ভেদক, দেহীদিগের ধৃনিবার্তা, অনিরুদ্ধাত্মযুক্ত এবং জ্ঞানজ্ঞেয়, আত্মা এই বলিয়া কথিত হয়। ১৯-২০

অতীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং কর্মফল প্রেরক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক (চর্ম) ও জিহ্বা (আধিদৈবে সত্ত্ব, শক্তি, গন্ধ, বায়ু ও উদক—এই পঞ্চ অধিষ্ঠিত প্রকৃতির) এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়। ২১

এই ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূতী ও ত্রিগুণী হইয়া ত্রি-ত্রয় প্রকার আছে। সূর্য, বায়ু, পৃথিবী, বাণী প্রভৃতি দেবতা বলিয়া কথিত হন। (শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাগণের পাঞ্চভৌতিক আছে, "বিশ্বস্যাসৌ প্রমাতৃত্বাদ্বিশ্বাত্মাঙ্গোভয়াশ্রয়-বিভূতয়ঃ") ২২

প্রাণ ও সৌরাদিক বিশ্বি আদি-সৌরাদি কারণ, তিনিই জীব বলিয়া কথিত হন। প্রকৃতির অতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। ২৩

তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকল জ্ঞানদাতা জ্ঞান। সৃষ্টি

জ্ঞানিনাং জ্ঞানদাতারং ধর্ম্মং বদে বদাম্যহম্ ॥ ২৫

সাবিত্র্যুবাচ

[illegible] ॥ ২৬

কেন বা কর্ম্মণা পুংসাং স্বর্গঃ কেন বা নরকঃ ।
কেন বা কর্ম্মণা মুক্তিঃ কেন ভক্তির্গুরৌ ভবেৎ ॥ ২৭
কেন বা কর্ম্মণা যোগী রোগী কেন চ কর্ম্মণা ।
কেন বা দীর্ঘজীবী চ কেনাল্পায়ুশ্চ কর্ম্মণা ॥ ২৮
কেন বা কর্ম্মণা দুঃখী সুখী কেন চ কর্ম্মণা ।
অঙ্গহীনশ্চ কাণশ্চ বধিরঃ কেন কর্ম্মণা ।
অন্ধো বা পঙ্গুরথবা [illegible] কেন কর্ম্মণা ॥ ৩০
ক্ষিপ্তোঽতিলুব্ধকশ্চৈব কেন বা নরঘাতকঃ ।
কেন সিদ্ধিমবাপ্নোতি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩১
কেন বা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ তপস্বিত্বঞ্চ কেন বা ।
স্বর্গভোগাদিকং কেন বৈকুণ্ঠং কেন কর্ম্মণা ॥ ৩২
গোলোকং কেন বা ব্রহ্মন্ সর্ব্বোৎকৃষ্টং নিরাময়ম্ ।
নরকং বা কতিবিধং কিংসংখ্যং নাম কিঞ্চ বা ॥ ৩৩
কো বা কং নরকং যাতি কিয়ন্তং তেষু তিষ্ঠতি ।
পাপিনাং কর্ম্মণা কেন কো বা ব্যাধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৪
যদ্যৎ পৃষ্টং ময়া ব্রহ্মন্ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যম-সাবিত্রী-সংবাদে কর্ম্মবিপাকে সাবিত্রীপ্রশ্নো নাম চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি তোমায় সব কিছুই বলিলাম। ইহা জ্ঞানীদিগের জ্ঞানপ্রদ। বৎসে! তুমি এখন যথাসুখে গমন কর। ২৪-২৫

সাবিত্রী কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া এবং আমার স্বামী [illegible] ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? আমি এখন যাহা যাহা প্রশ্ন করিব, আপনি কৃপা করিয়া সেই সকল বিষয় ব্যাখ্যা করুন। ২৬

হে পিতঃ! ধর্ম্ম! জীব কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কি কি যোনিতে জন্ম লাভ করে? কোন্ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ করে এবং কোন্ কর্ম্মের দ্বারাই বা নরকে গমন করিয়া থাকে? ২৭

কোন্ কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি লাভ হয়? কোন্ কর্ম্মে হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে? কোন্ কর্ম্মে জীব রোগী হয় এবং কোন্ কর্ম্মেই বা নীরোগ হইতে পারে? ২৮

কোন্ কর্ম্মে দীর্ঘজীবী হয়? কোন্ কর্ম্মেই বা অল্পায়ু হয়? কোন্ কর্ম্মে দুঃখী এবং কোন্ কর্ম্মের দ্বারাই বা সুখী হইয়া থাকে? ২৯

কোন্ কর্ম্মে লোক অঙ্গহীন, কাণ (কানা) ও বধির (কালা) হয়? কোন্ কর্ম্মে লোক অন্ধ, পঙ্গু বা [illegible] হয়? ৩০

কোন্ কর্ম্মে ক্ষিপ্ত (পাগল), অতিলুব্ধ ও নরঘাতক হয়? কোন্ কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়? এবং সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় কোন্ কর্ম্মে লাভ হইয়া থাকে? ৩১

কোন্ কর্ম্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়? কোন্ কর্ম্মেই বা তপস্বিত্ব লাভ হয়? কোন্ কর্ম্মে স্বর্গ-ভোগাদি প্রাপ্তি হয় এবং কোন্ কর্ম্মে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে? ৩২

হে ব্রহ্মন্! কোন্ কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় গোলোক লাভ হয়? নরক কত প্রকার? নরকের সংখ্যা কত? উহাদের নামই বা কি? ৩৩

কোন্ ব্যক্তি নরকে গমন করে? নরকে তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়া থাকে? পাপিগণের কোন্ কোন্ কর্ম্মে কি কি ব্যাধি হয়? আমি এই যে যে বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া সেই সমুদয় বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া [illegible] করুন। ৩৪-৩৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে সাবিত্রী-উপাখ্যানে যম-সাবিত্রী-সংবাদে কর্ম্মবিপাকবিষয়ে সাবিত্রী-প্রশ্ননামক চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কর্মবিপাকে কর্মানুরূপগতিবর্ণনং ।]

নারায়ণ উবাচ

সাবিত্রীবচনং শ্রুত্বা জগাম বিস্ময়ং যমঃ ।
প্রহস্য বক্তুমারেভে কর্মপাকঞ্চ জীবিনাম্ ॥ ১

যম উবাচ ।

কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া বৎসে ত্বং বয়সাধুনা
জ্ঞানং তে পূর্ববিদুষাং যোগিনাং জ্ঞানিনাং পরম্ ॥ ২
সাবিত্রীব্রতজেন ত্বং সাবিত্রী কলয়া সতী ।
প্রাপ্তা পুরা ভূভৃতা চ তপসা ত্বমনেন বৈ ॥ ৩
যথা শ্রীঃ শ্রীপতেঃ ক্রোড়ে ভবানী চ ভবোরসি
যথা রাধা চ শ্রীকৃষ্ণে সাবিত্রী ব্রহ্মবক্ষসি ॥ ৪
ধর্মিণি যথা মূর্তি শতরূপা মনৌ যথা
কর্দমে দেবহূতী চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী যথা ॥ ৫
অদিতিঃ কশ্যপে চাপি যথাহল্যা চ গৌতমে ।
যথা শচী মহেন্দ্রে চ যথা চন্দ্রে চ রোহিণী ॥ ৬
যথা রতিঃ কামদেবে যথা স্বাহা হুতাশনে ।
যথা স্বধা চ পিতৃষু যথা সংজ্ঞা দিবাকরে ॥ ৭
বরুণানী চ বরুণে যজ্ঞে চ দক্ষিণা যথা ।
যথা ধরা বরাহে চ দেবসেনা চ কার্ত্তিকে ॥ ৮
সৌভাগ্যা প্রিয়া ত্বং ভব সত্যবতি প্রিয়ে
ইদং দেহি মহাভাগে সর্বং বাঞ্ছিতং নিশ্চিতম্ ॥ ৯

সাবিত্র্যুবাচ

সত্যবদৌরসেনৈব পুত্রাণাং শতকং বর
অভিমতং মহাভাগ [illegible] ॥ ১০
মৎপিতুঃ পুত্রশতকং শ্বশুরস্য চ চক্ষুষী ।
রাজ্যলাভো ভবত্বস্য [illegible] ॥ ১১
অন্তে সত্যবতা সার্দ্ধং যাস্যামি হরিমন্দিরম্ ।
সমতীতে লক্ষবর্ষে [illegible] ॥ ১২
জীবকর্মবিপাকঞ্চ শ্রোতুং কৌতূহলঞ্চ মে ।
বিশ্বনিস্তারবীজঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায় ।

(কর্মবিপাকবিষয়ে কর্মানুরূপ গতিবর্ণন ।)

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যম বিস্মিত হইলেন এবং হাস্য করত জীবগণের কর্মবিপাক বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১

যম বলিলেন,—বৎসে ! তুমি এখন দ্বাদশ বৎসরের এক কন্যা ; কিন্তু তোমার এই যে জ্ঞান, তাহা প্রাচীন বিদ্বান্ পুরুষ, জ্ঞানী ও যোগিগণেরও অধিক । ২

অশ্বপতি রাজা সাবিত্রীর পূজা তপস্যা করিয়া সাবিত্রী দেবীর বরপ্রভাবে সাবিত্রী দেবীর কলা সাবিত্রীকলাস্বরূপা সতী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৩

যেমন শ্রী (লক্ষ্মী) শ্রীপতির (জগৎপতি নারায়ণের) ক্রোড়ে, ভবানী (দুর্গা) ভবের (শিবের) বক্ষে, যেমন রাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে, সাবিত্রী ব্রহ্মার বক্ষে, ধর্মের বক্ষে যেমন মূর্তি, মনুতে শতরূপা, কর্দমে দেবহূতি, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, কশ্যপে অদিতি, গৌতমে অহল্যা, শচী দেবরাজ ইন্দ্রে, চন্দ্রে রোহিণী, যেমন রতি কামদেবে, যেমন স্বাহা হুতাশনে (অগ্নিতে), স্বধা পিতৃগণে, সংজ্ঞা দিবাকরে, বরুণে বরুণানী, যজ্ঞে দক্ষিণা, ধরা বরাহে এবং দেবসেনা কার্ত্তিকে সৌভাগ্যা প্রিয়া, তুমিও তদ্রূপ সত্যবানের সৌভাগ্যবতী প্রিয়া হও। তুমি এখন যেমন আমার নিকট প্রার্থনা করিলে, আমি এই বর তোমাকে প্রদান করিলাম। মহাভাগে দেবি ! ইহা ব্যতীত তোমার যদি অন্য কোনও বর অভিলষিত থাকে, তবে সেই বর প্রার্থনা কর, আমি সেই বর বিশিষ্ট তোমাকে প্রদান করিব । ৪-৯

সাবিত্রী কহিলেন,—মহাভাগ ধর্মরাজ ! সত্যবানের ঔরসে আমার শত পুত্র লাভ হউক, এই বরই আমার একান্ত অভিলষিত । ১০

আমার পিতা অশ্বপতির শত পুত্র এবং শ্বশুর দ্যুমৎসেনের দুই চক্ষু ও রাজ্যলাভ হউক—এই বরও আমার অতিশয় অভিলষিত । ১১

হে জগন্নাথ ! এই লক্ষবর্ষ অন্তে সত্যবানের অতিবাহিত হইলে পর যেন সত্যবানের সহিত হরিমন্দিরে গমন করি—এই বর আপনি আমাকে প্রদান করুন । ১২

জীবগণের কর্মবিপাক শ্রবণ করিবার জন্য আমার

অথ উদ্ধবঃ।

ত্বমিত্থমাত্মন্যমলান্তরাত্মনা সমাধিযোগেন কর্ম্মাণি কর্ম্মকৃৎ।
তুরীয়আত্মাধিপতির্যদাত্থ নঃ শ্রদ্ধাতুমস্মদ্বিষমা যতো মতিঃ ॥ ১৭

তুরীয়মাদ্যন্তবিহীনমব্যয়ং সত্ত্বং তমোরজ ইতি ত্রিবৃৎ পুমান্।
স এষ সাধ্বীভিরসদ্বিলক্ষণো অনাবৃতত্বাদুপলক্ষণঃ সতাম্ ॥ ১৮

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্ত্যমায়য়া নরো বিষজ্জেত কুতোঽবরাদয়ঃ।
বিনির্জিতো মায়িভিরিন্দ্রিয়ৈরহো বিতৃষ্ণ আত্মন্যবরুদ্ধসৌহৃদঃ ॥ ১৯

বিশেষতো মানবধর্ম্ম ইত্যপি ত্বয়াধিপে সর্ব্বগুণৈরুপাসিতে।
তবেশ কীর্ত্তির্ন তথাদৃতা ভুবি ত্বদাশ্রয়া ভাগবতা যথা জনাঃ ॥ ২০

কর্ম্মাণি ভদ্রশ্রবসোঽস্য তে মুহুর্বিরিঞ্চিতন্দ্রাদয়ো লোকসাধ্বসাৎ।
কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তিদ আস্ত তে পরো বিধিং ন হন্তারমুপৈতি কালবৎ ॥ ২১

অথ উদ্ধবঃ।

ত্বমিত্থমাত্মন্যমলান্তরাত্মনা সমাধিযোগেন কর্ম্মাণি কর্ম্মকৃৎ।
তুরীয়আত্মাধিপতির্যদাত্থ নঃ শ্রদ্ধাতুমস্মদ্বিষমা যতো মতিঃ ॥ ১৭

তুরীয়মাদ্যন্তবিহীনমব্যয়ং সত্ত্বং তমোরজ ইতি ত্রিবৃৎ পুমান্।
স এষ সাধ্বীভিরসদ্বিলক্ষণো অনাবৃতত্বাদুপলক্ষণঃ সতাম্ ॥ ১৮

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্ত্যমায়য়া নরো বিষজ্জেত কুতোঽবরাদয়ঃ।
বিনির্জিতো মায়িভিরিন্দ্রিয়ৈরহো বিতৃষ্ণ আত্মন্যবরুদ্ধসৌহৃদঃ ॥ ১৯

বিশেষতো মানবধর্ম্ম ইত্যপি ত্বয়াধিপে সর্ব্বগুণৈরুপাসিতে।
তবেশ কীর্ত্তির্ন তথাদৃতা ভুবি ত্বদাশ্রয়া ভাগবতা যথা জনাঃ ॥ ২০

কর্ম্মাণি ভদ্রশ্রবসোঽস্য তে মুহুর্বিরিঞ্চিতন্দ্রাদয়ো লোকসাধ্বসাৎ।
কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তিদ আস্ত তে পরো বিধিং ন হন্তারমুপৈতি কালবৎ ॥ ২১

অবতার কৌতূহল হইতেছে; বিশেষতঃ যাঁহার নাম ও মহিমের কর্ম্ম-বিধান আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তৃত ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বর্ণনা করুন। ১৬

অথ করিলেন,—হে মহাবাহো সাধিবি! তোমার এই সব মানবিক অভিলাষই পূর্ণ হইবে। এখন আমি ভাগবত ধর্ম্ম-বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭

মানবধর্ম্ম এই পুরুষের তারতম্যের জন্য নানা করিয়া সর্ব্বত্র অর্থাৎ তাহাদের সকল অবস্থাই তত্ত্ব ও অন্তর ধর্ম্ম-সমূহের অনুযোগ করে, অন্তর নহে। এই শ্লোকের "তুরীয়মাদ্যন্তবিহীনমব্যয়ং সত্ত্বং তমোরজ ইতি ত্রিবৃৎ পুমান্।" এই পাঠান্তর দেখা যায়। সে স্থলে সমুদয় তত্ত্ব ও অন্তর ধর্ম্ম দ্বারা তাহাকে অন্য প্রকাশ করে, কিন্তু সর্ব্বথা পৃথক হইয়া অবস্থান অন্তর অন্যভাবে করে না অর্থাৎ তাঁহার তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধের অন্য অন্তর অন্তর্ভাব করে না"। এখন আমরা বলিব। ১৮

দেব, দৈত্য, মানব ও অন্যান্য এবং ব্রহ্মাদি সকলে ও মমুষ—ইহারা সকলেই অর্থাৎ ইহারা সকলেই কর্ম্মবীর। আমার সম্মুখেই কিন্তু সমকক্ষ হইতে পারে না। ১৯

ইহারা বিধিবিধানী, ইহারাই সকল যোনিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফল ভোগ করায়। বিশেষতঃ মানবধর্ম্ম সকল যোনিতেই প্রবল করে। ২০

সকলেই পূর্ব্বজন্মাদির তারতম্য কর্ম্মের ফল ভোগ নির্বাণপ্রদা সেবা চ মুক্তস্য পরমাত্মনঃ।
যোগী অকর্ম্মণা ভীতস্তাবেতৌ শুক্লকর্ম্মণা। ২০
দীর্ঘজীবী চ ভীরুশ্চ দুখী চ সুখী চ নিন্দিতঃ।
অন্তাবন্তাবহীনাঃ দুঃখিত্বেন চ কর্ম্মণা। ২১
নিত্যাদিকৃত্যবাক্যোক্তি র্ন্যায়কৃদ্ভেদ কর্ম্মণা
সাধারণঃ ক্ষত্রিয়ঃ সর্বং বিশেষঃ পৃথু পুণ্যকৃৎ। ২২
পুরুষঃ পুরুষাকার পুরাণে চ ক্রিয়াবলি। ২৩
দুর্লভা মানবী জাতিঃ সর্ব্বজাতিষু ভারতে।
সর্বেষো ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মণঃ কর্ম্মণঃ। ২৪
বিষ্ণুভক্তো বিশেষেণ মহীয়ান্ ভারতে ভুবঃ
নিষ্কামশ্চ সকামশ্চ দ্বৈধয়ো বিধিঃ স্মৃতি। ২৫
সকামশ্চ প্রধানশ্চ নিষ্কামো গুণ এব চ
কর্ম্মযোগী সকামশ্চ নিষ্কামো বিষ্ণুভক্তঃ। ২৬

করে। তাহারা তত্ত্ব কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মবিশেষকে বরণ করিয়া থাকে। ২৮

আমার অন্তত অর্থের দ্বারা জীবন লাভ করিতে হইবে। এই তত্ত্বাতত্ত্ব কর্ম্মের তুলোদ্ধার করিতে হইলে যুক্তিলাভ করিতে হইবে। সেই যুক্তি দুই প্রকার। ২৯

নির্ব্বাণপ্রদা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপা। জীব অন্তত দ্বারা যোগী হয় ও শুভ কর্ম্মদ্বারা অন্যান্য ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। অন্তত কর্ম্মদ্বারা জীব ভীরু, দুখী, দুখী, অন্তর্যামি এবং অন্তহীন হয়। ২০-২১

সর্ব্বাধারণী কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ সাধারণ কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রিয়াদি লাভ হইয়া থাকে। মুক্তিঃ আমি তোমাকে এই সাধারণ কর্ম্মের কথা বলিলাম। এখন বেদ ও পুরাণাদিতে যাহা অন্তত দুর্লভ এবং যোগসাধন দ্বারা (যা মুক্তিদাধারণ) নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বিশেষ-অর্থের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২-২৩

এই ভারতবর্ষে সমস্ত জন্ম হইতে মানব-জন্মই দুর্লভ, মনুষ্য সমস্ত জন্ম হইতে আবার ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ২৪

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের আবার বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণই মহীয়ান্ (সর্ব্বোত্তম)। শাস্ত্রে সেই বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—সকাম এবং নিষ্কাম। ২৫

সকাম দ্বৈধভক্ত ব্রাহ্মণপ্রধান—কর্ম্মযোগী এবং নিষ্কাম দ্বৈধভক্ত ব্রাহ্মণভক্ত (শ্রীভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ, অন্য সাধারণ

স যাতি দেবং যাত্যু চ শঙ্খ শিবলোকমিহায়ুষম্।
পুনরাগমনং প্রাপ্তি তেষাং বিজাতিবিপ্রঃ সতি ॥ ২৭

যে সেবন্তে চ বিষ্ণুং প্রকাশপ্রমাণভীমম্।
বৈষ্ণবাঃ যান্তি তে তস্মা নিবাসবিবর্জিতম্ ॥ ২৮

যে চ নারায়ণং ভক্তাঃ সেবন্তে চ বৈষ্ণবাঃ
বৈকুণ্ঠং যান্তি তে সর্বে নিবাসপরিবর্জিতম্ ॥ ২৯

সকামিনো বৈষ্ণবাশ্চ গত্বা বৈকুণ্ঠমেব চ
তাবতঃ পুনরায়াতি যেষাং কর্ম বিভাতিযু ॥ ৩০

তাম্বুলে যে চ বিপ্রায় বহিস্তি কন্দকে চ।
হরিদ্র নির্মলাঃ যুক্তির যেজ্ঞা প্রাপ্তি নিশ্চয়ম্ ॥ ৩১

ব্রাহ্মণাং বৈষ্ণবানাং মহতাং সর্বজন্মনাম্।
ন যেষাং নির্মলা যুক্তিবিষ্ণুভক্তিবিবর্জিতা ॥ ৩২

তীর্থবিতরা যিবা যে চ বসন্তি বিষ্ণুতীর্থাঃ সতি।
যে যান্তি ব্রহ্মলোকং পুনরায়াতি ভারতম্ ॥ ৩৩

স্বর্ণবিধরা যে চ তীর্থান্তরনিবাসিনঃ
প্রযান্তি যে মহলোকং পুনরায়াতি ভারতম্ ॥ ৩৪

স্বর্ণবিধরা বিপ্রাঃ পূর্বজন্মাসু ভারতে
প্রযান্তি সূর্যলোকং যে পুনরায়াতি ভারতম্ ॥ ৩৫

স্বর্ণবিপ্রঃ বিপ্রাঃ বৈশ্যাঃ শাক্তাঃ শিশবঃ।
যে যান্তি শিবলোকং পুনরায়াতি ভারতম্ ॥ ৩৬

যে বিপ্রা জন্মবোধাঃ স্বর্ণবিধরাঃ সতি।
যে যান্তি স্বরলোকং পুনরায়াতি ভারতম্ ॥ ৩৭

হরিভক্তাশ্চ নিরাধঃ স্বর্ণভক্তিরা বিপ্রাঃ।
যেষাং যান্তি মহর্লোকং ক্রমাদ্ভক্তিমন্নয়ঃ ॥ ৩৮

স্বধর্মনিরা বিপ্রা যেজ্ঞাজবনিরা সদা
অজ্ঞানান্ধানাম যে যান্তি নরকা গ্রুবম্ ॥ ৩৯

স্বধর্মবিরাটকৈর্বৈর্বংশিকায় এব চ।
তপঃক্লান্ত তাবকেন বর্ণাঃ ফলভাগিনঃ ॥ ৪০

অর্থ : বিষ্ণুর [illegible] ও শিবের বিপ্রকর্মের স্বধর্ম [illegible]। যথা [illegible] বিপ্রগণ যত বর্ষ ধরিয়া—তাঁহার যত আয়ু কাল থাকে; কারণ তাঁহার কাঁসারি অর্থের অধিকের লোপ হয়; কিন্তু বিপ্রের সর্বদা বিদ্যমান ॥ ২৬

সতি! যেই বিপ্রের ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকে সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠে বিরাজ পাপ হতে বাস করেন এবং সেই বিপ্রে অধিকের আয়ু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৭

যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর সন্নাসী সংসেবা বৈষ্ণবগণ সেবা করেন, সেই সকল বিনাশন রহিত করিয়া গোলোকধামে বাস করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যে সকল চতুর্ভুজধারী নারায়ণের সেবা করেন, তাঁহারা সকলে বিনা দান ধ্যান করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করেন ॥ ২৯

কিন্তু যাঁহারা সকাম ভক্ত, সেই সব বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণ বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া তাহার পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩০

তাহারা অর্থাৎ কামনার জন্মের হইলে পর তাঁহাদের কামনা জন্ম হতে নিষ্কাম হইয়া থাকে। তাঁহারা এই জন্মে হরিভক্তের নির্মলভাবের নির্মল ভক্তি এবং মুক্তি প্রাপ্ত করেন ॥ ৩১

কিন্তু বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত যত যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিহীন, তাঁহারা অধঃপাতী সকল হন, তাঁহাদের মুক্তি বিষ্ণুভক্তি-রহিত হওয়ায় কখনও নির্মল হয় না ॥ ৩২

সতি! যে সব ব্রাহ্মণ তীর্থে বাস করেন এবং তপস্যা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন এবং পুনরায় এই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ তাঁহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ৩৩

যাঁহারা স্বধর্মনিরত হইয়া তীর্থ হইতে বিদায়ে বাস করেন, তাঁহারা মহর্লোকে গমন করেন এবং পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসেন ॥ ৩৪

ভারতে যে ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণ বিপ্র ও সূর্যভক্ত, তাঁহারা সূর্যলোকে গমন করেন এবং তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসেন ॥ ৩৫

স্বধর্মনিরত যে সব ব্রাহ্মণ শিব (শিবভক্ত), শাক্ত (শক্তি উপাসক) এবং গাণপত্য (গণপতিভক্ত), তাঁহারা শিবলোকে গমন করেন এবং পরে পুনরায় এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৬

সতি। এইরূপ যে ব্রাহ্মণগণ অন্য দেবতার ও স্বধর্মনিরত, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করেন এবং পুনরায় ভারতে আসেন ॥ ৩৭

বিপ্র হরিভক্ত ব্রাহ্মণগণ যদি স্বধর্মরহিত হন, তথাপি তাঁহারা হরিভক্তিবলে ক্রমে মুক্তিলাভ করেন ; যথা। হরিভক্তিবলে ॥ ৩৮

কিন্তু যে সব ব্রাহ্মণ স্বধর্মরহিত, অন্য দেবের উপাসক, সদা কর্মরত এবং ধর্মশূন্য অপবাদি, তাহারা অবশ্যই নরকে গমন করে ॥ ৩৯

এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের মানুষগণ স্বধর্মনিরত হইলে পর অবশ্যই শুভ কর্মের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৪০

স্বর্ণালঙ্কারে চ যজ্ঞঃ খাতি বি প্রথম্ ।
ভাণ্ডে চ রত্নপাত্রে গর্ভে কলশাদিকে ॥ ৪১
স্বর্ণসিংহাসনাদি বিপ্রায় স্বর্ণালঙ্কার চ ।
দত্ত্বা ক্ষমাতি বিপ্রায় চন্দ্রলোকে বসতি সে ॥ ৪২
বসতি তত্র সে নাশি চন্দ্রনিক্ষিপ্তকৃতেন ।
সালঙ্কারা নারেন বিপ্রে কলমুখাবে ॥ ৪৩
বধামা বাস্তি ভক্ষাখ্যে ন নিকাসেন্দ্রৈঃ বৈকাখ্যঃ ।
যে প্রযাতি বিষ্ণুলোকং কমলানন্দিতাঃ ॥ ৪৪
ধনেন ধন্যং যাতি সঃ সদ্যং সনং কলম্
যে বস্ত্রাণ বিপ্রেভ্যো দাস্যতি কিং ফলং চ ॥ ৪৫
বসতি সে চ গোলোকে যাবজ্জন্মং মবি ।
ভক্ত্যা পুষ্টিং বাসা দুর্ভিক্ষে তত্র সে কৃতাঃ ॥ ৪৬
যো দত্তাতি দুর্গে নাস্ত ভঃক্ষাদিকঃ সবি
সে বাস্তি দুর্গলোকে তত্র ব্রাহ্মণায় চ ॥ ৪৭

বসতি তত্র সে লোকে মবাঁনাসাতুর সতি ।
বিপুল চ চিরঃ বারা দুর্ভিক্ষ চ বিদ্যমানঃ ॥ ৪৮
দদাতি দুর্গং বিপ্রেভ্যো বস্ত্রাণি বিপুলানি চ ।
স যাতি বিষ্ণুলোকং চ [illegible] বসেত্তত্র ॥ ৪৯
ভক্তো বিনশ্যেত্তন্ বাসাংসি বিনাশতঃ ।
বিপুলঃ বিপুলে বাসে [illegible] পুত্ররান্ সতি ॥ ৫০
পুনঃ দদাতি বিপ্রায় যে জনা ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
সে যাতি সূর্য্যলোকং চিরং তত্র বসতি সে ॥ ৫১
পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ বাসঃ পুনাতি সবি ।
বিপুলঃ বিপুলে বাসে দুর্ভিক্ষ যাবন্তঃ সতি ॥ ৫২
যৌর যৌর চ দেবায় যে দদাতি পুষ্প নাঃ ।
স যাতি তত্র লোকং দেবলোকাপ্যবেল চ ॥ ৫৩
লোকে চতুর্দশে পুনঃ পুর্ণ নমস্কৃতং কলম্ ।
প্রভাতৈর্ভবতঃ কামাদিদানে বসন্তু ষৎ ॥ ৫৪

কিন্তু তাঁহারা যদি ধর্ম্মবিহীন হন, তাহা হইলে বিপক্ষই নরকে বাস করেন এবং এই ধাতুগুলিই তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ৪১

ধর্ম্মশালকর্ত্তা ব্রাহ্মণকে যদি ধর্ম্মশালার ব্রাহ্মণও প্রদান করেন, তবে তাঁহারা চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৪২

সাধ্বি সাবিত্রি! অর্দ্ধেক দিবস [illegible] তাঁহারা সেই চন্দ্রলোকে বাস করেন। যদি সালঙ্কারা কন্যা দান করেন, তাহা হইলে তিনি বিপ্র অবশ্যই পাইয়া থাকেন। ৪৩

কিন্তু এমন যদি ইহা বুঝিতে হইবে যে, যদি ব্রাহ্মণ অন্নসংযোগ ব্রাহ্মণ গমন [illegible] ভোগ করিতে যান, তাহা হইলেই চন্দ্রলোকে বাস করেন; যদি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বিপ্রের এবং অন্নদান-রহিত হন, তবে তাঁহারা চন্দ্রলোকে না যাইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করেন। ৪৪

তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ধন (মুদ্রাদি), রজত, স্বর্ণ, বস্ত্র, শয্যা, অন্ন ও জল দান করেন, তাঁহারা বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৪৫

সতি! তাঁহারা এক মন্বন্তরকাল যাবৎ সেই বিষ্ণুলোকে বাস করেন। তথায় [illegible] দুর্ভিক্ষকাল বাস করিয়া থাকেন। ৪৬

তাঁহারা পবিত্র (বিষ্ণুভক্ত) ব্রাহ্মণকে দুর্গ, যে ও তাহাতে প্রদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৪৭

সতি! তাঁহারা সূর্য্যলোকে অযুতবর্ষকাল বাস করেন। তাঁহারা সেই বিমান সূর্য্যলোকে সম্পূর্ণ বিমানে (জীবনে) প্রত্যেক বৎসরকাল বাস করেন। ৪৮

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ভূমি ও বিপুল ধনাদি প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি অবশ্যই বৈকুণ্ঠে অথবা বিষ্ণুলোকে বাস করেন। ৪৯

তিনি তথায় [illegible] ও সুবর্ণ বিনিময়ে বাস করেন। সতি! সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি বিমানে বিষ্ণুলোকে দুর্ভিক্ষকাল বাস করিতে সমর্থ হন। ৫০

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণকে গৃহ দান করেন, তাঁহারা দেবলোকে যান এবং তথায় চিরকাল বাস করেন। ৫১

সতি! মনুষ্য যদি সেই ধূলার যেমন দান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সেই ধূলার রেণুপরিমাণ বৎসরকাল বিবিধ দেবলোকে (স্বর্গে মনুলোকে) বাস করিয়া থাকেন। ৫২

মানুষ যে যে দেবতাকে বাসগৃহ প্রদান করেন, তিনি সেই সেই দেবলোকে গমন করিয়া গৃহের রেণুপরিমাণ কাল সুখে তথায় বাস করিয়া থাকেন। ৫৩

চতুর্দশভুবনে [illegible] যে, ভূমির [illegible]

যো দদাতি গুরবেঽন্নং বর্ষমেকমুপোষিতঃ।
স যাতি ব্রহ্মলোকং বৈ বর্ষাণামযুতং নরঃ। ৫৪

ব্রাহ্মণাং ক্ষমা পরমং প্রোক্তমিহ মানবস্য তঃ।
তথা ক্ষেত্রপ্রধানেন ক্ষমা সর্বত্র। ৫৬

ব্রহ্মক্ষত্রস্য প্রেষ্ঠো বৈশ্যো যাজ্ঞেন বিক্রিয়ম্
ন্যূনা যা ভাষতী প্রেষ্ঠা যা বাণী পরিকীর্তিতা। ৫৭

ক্ষমাবানিমমা ক্ষমা যদি পাত্রে প্রতীয়তে
ক্ষমা দদাতি বিপুলং যদি মানুষকং ভবেৎ। ৫৮

তৎক্ষমক ক্ষমাদানে চ পত্নোদ্ধারেণ তৎ ক্ষমম্।
বাণ্যাশ্চ পত্নোদ্ধারেণ বাণীস্তুলাক্ষমং লভেৎ। ৫৯

অক্ষয়ক্ষমাদানেন প্রবিষ্টেন ভবেদ্যি যঃ
স যাতি ব্রহ্মলোকং বৈ বর্ষাণামযুতং পরম্। ৬০

যঃ দদাতি গুরবেঽন্নং বর্ষমেকমুপোষিতঃ।
স যাতি ব্রহ্মলোকং চ বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্। ৬১

যো দদাতি বিমানেন বিষ্ণবে ভাস্বতে নরি।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবদ্বৈ ভূতসংপ্লবম্। ৬২

বিমানকং চ বিপুলে ক্ষমং ভস্য ভবেদ্ধ্রুবম্।
ক্ষমাং নিবিক্ষমাণে ভক্ষয়েদ্ধ লভেদ্ধ্রুবম্। ৬৩

যো দদাতি ভক্তিযুক্তো হরয়ে ঘোলমন্বিতম্।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবদ্বৈ ভূতসংপ্লবম্। ৬৪

ভাস্বদ্বাসঃ সৌবযুক্তং যঃ ক্ষমোদ্ধি পরিগ্রহে।
বর্ষাণামযুতং সোঽপি শক্রলোকে মহীয়তে। ৬৫

ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি যেভ্যো যানে ক্ষমলা লভেৎ
ক্ষমা ক্ষমা হি ভাস্বদ্ভ্যঃ ন ভক্তঃ সোপবিষ্টবে। ৬৬

সৌবলাবে চতুর্দশ ক্ষম যাত হয়, (ক্ষমাপবাদি) যানে পঞ্চদশ ক্ষম হয় এবং উহার ক্ষমাপবাদি যানের দ্বারা হরিকে যাইবার ক্ষমতা হইয়া থাকে। ৫৪

ব্রহ্মি। যে ব্যক্তি ভাস্বদ্বর্ণ লাভ করে (অর্থাৎ—আমার উদ্দেশে ভগবান প্রসন্ন হয়েন, সেই ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ক্ষমা করিয়া ভগবান অনুগ্রহলাভের যান করিতে সমর্থ হয়। ৫৫

মানব যদি যাণী (বাণীর পরিবর্তে ব্রহ্মি যাণী পাঠ হইবে) দান করেন, তবে তাহার যান হইতে পঞ্চদশ ক্ষমির ক্ষম যাত সমর্থ হয়। এইরূপ সোনার ক্ষমির ভাহার যানের ক্ষম যাত হয়। ৫৬

যে ক্ষমার ধৈর্য ব্রাহ্মিকার অনুবর্তিনী (ব্রাহ্মণের ক্ষম করে।) এবং প্রেষ্ঠ যেরূপ পরিমাণ ক্ষিতির ক্ষমা অপেক্ষা বিপুলতর। (বিষ্ণু ৫৭), তাহাকে 'বাণী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ৫৭

যদি ভক্তিপূর্বক সমর্পণ করা হয়, তবে বল বাণী পাত্রের জন্য হইয়া থাকে। আমার সেই ভক্তিপূর্ণ যদি ক্ষমার অক্ষয়ফলপ্রদ ভক্তিপূর্ণ হইয়া ক্ষমাদানে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ইহার বিপুল ফল লাভ হইয়া থাকে। ৫৮

এইরূপ ভক্তির সহিত যে ফল হয়, তাহার দ্বারাও পূর্ব উপাখ্যানের যো দদাতি মানবিং বর্ষমেকমুপোষিতঃ।
স ভবেৎ ব্রহ্মলোকে চ বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্। ৬১
যো দদাতি বিমানেন বিষ্ণবে ভাস্বতে নরি।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবদ্বৈ ভূতসংপ্লবম্। ৬২
বিমানকং চ বিপুলে ক্ষমং ভস্য ভবেদ্ধ্রুবম্।
ক্ষমাং নিবিক্ষমাণে ভক্ষয়েদ্ধ লভেদ্ধ্রুবম্। ৬৩
যো দদাতি ভক্তিযুক্তো হরয়ে ঘোলমন্বিতম্।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবদ্বৈ ভূতসংপ্লবম্। ৬৪
ভাস্বদ্বাসঃ সৌবযুক্তং যঃ ক্ষমোদ্ধি পরিগ্রহে।
বর্ষাণামযুতং সোঽপি শক্রলোকে মহীয়তে। ৬৫
ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি যেভ্যো যানে ক্ষমলা লভেৎ
ক্ষমা ক্ষমা হি ভাস্বদ্ভ্যঃ ন ভক্তঃ সোপবিষ্টবে। ৬৬

উদ্ধার করিলে সেই ক্ষমা যাত হইয়া থাকে। বাণীর পর উহার করিলে বাণীলাভের ক্ষম হয়। ৬১

যে ব্যক্তি অক্ষয় বস্ত্র রোপণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ব্যক্তি উহার উপোদ্ঘাতে অযুত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। ৬৫

মানবি। যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণিবর্গের উদ্দেশে পুণ্যদান প্রদান করেন, তিনি অবশ্য অনুবর্তমান ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৬১

ব্রহ্মি। যে ব্যক্তি ভাস্বদ্বর্ণে বিষ্ণুভক্তকে বিমান দান করেন, তিনি উহার বিষ্ণুলোকে যাবদ্ভূতসংপ্লব বাস করিয়া থাকেন। ৬২

এই বিমান যদি অতি বিপুল এবং যাবা ভাস্বদ্বর্ণ-যুক্ত হয়, অথবা তাহার চতুর্দশ ক্ষম হইয়া থাকে। তিনিও বাস করিলে তথায়ের অর্থ ক্ষম অবশ্যই লাভ হয়। ৬৩

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রীহরিকে ঘোলমন্বিত প্রদান করেন, তিনিও উহার বিষ্ণুলোকে যাবদ্ভূতসংপ্লব বাস অবশ্যই বাস করিয়া থাকেন। ৬৪

ব্রহ্মিগণ। যে ব্যক্তি ভাস্বদ্বর্ণে সৌবযুক্ত বস্ত্র দান করেন, সেই ব্যক্তিও অযুত বৎসরকাল ইন্দ্রলোকে মহীয়ান হইয়া উপভোগ করিয়া থাকেন। ৬৫

ব্রাহ্মণগণের এবং যেসকলকে যানে ক্ষমলা দান করা হয়। তাহা দান করা হয়, তাহারা অবশ্যই ভোগ করেন;

শূদ্রঃ স্বর্গাদিকং ভোক্তুং পুণ্যবান্ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৭
[illegible] পুণ্যবান্ বিপ্রো শূদ্রঃ স্বর্গাদিকং পরম্ ।
[illegible] ॥ ৬৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৯
[illegible] ।
শূদ্র ৬ [illegible] পুনঃ ॥ ৭০
ন শূদ্রঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭১
[illegible] ।
এতত্তে কথিতং সর্বং কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে কর্মবিপাকে কর্ম [illegible] নাম ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

কিন্তু যে বহু পাপ [illegible], সেই বহু [illegible] উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৬

[illegible] পুণ্যকর্মকারী [illegible] স্বর্গাদি সুখ উপভোগ করিয়া পুনরায় এই ভারতবর্ষে [illegible] এবং [illegible] ॥ ৬৭

ভারতবর্ষে পুণ্যকর্মকারী ব্রাহ্মণ স্বর্গাদি উত্তম সুখ উপভোগ করিয়া পরে [illegible]; কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি [illegible] ॥ ৬৮

[illegible] ॥ ৬৯

[illegible] ॥ ৭০

[illegible] ॥ ৭১

[illegible] তোমার নিকট সব কিছুই বর্ণন করিলাম, অতঃপর আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ৭২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে সাবিত্রী উপাখ্যানে কর্মবিপাকবিষয়ে [illegible] ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভূবর্ণবিশেষপ্রকরণম্]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

প্রাপ্তি [illegible] যেন যেনৈব কর্মণা
[illegible] পুণ্যফলং তথৈ ব্যাখ্যাস্যামি ॥ ১

যম উবাচ ।

[illegible] বিপ্রায় যো দদাতি চ ভারতে ।
[illegible] শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ২

[illegible] ন কৃষ্টং ন বপিষ্যতি ।
[illegible] কালনিয়মে কচিৎ ॥ ৩

[illegible] যো দদাতি চামরং যদি ।
মহীয়তে বহ্নিলোকে বর্ষাণামযুতং ক্রমম্ ॥ ৪

যো দদাতি চ বিপ্রায় [illegible] পয়স্বিনীম্ ।
[illegible] বৈকুণ্ঠে চ মহীয়তে ॥ ৫

[illegible] পুণ্যদিনে তীর্থে [illegible]

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

[ভূ-বর্ণ বিশেষ কথন ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ধর্মরাজ ! যে যে কর্ম দ্বারা [illegible] যে [illegible] ফল [illegible] তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১

যম বলিলেন,—মার্কণ্ড ! যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে [illegible] প্রদান করেন, তিনি [illegible] ইন্দ্র-লোকে পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ২

[illegible] হইতে [illegible] দান [illegible] করে কিম্বা [illegible] না । এই [illegible] পরবে পার হইলা কখিত হয় না এবং এই ব্যক্তির কোন কালেও বিনাশ নাই ॥ ৩

[illegible] কিম্বা ব্রাহ্মণদিগকে যদি কোনও ব্যক্তি [illegible] দান করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্নিলোকে [illegible] অযুত বৎসর [illegible] করিয়া থাকেন ॥ ৪

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিনা [illegible] ধেনু দান করেন, তিনি সেই ধেনুর লোমসংখ্যক বৎসর বৈকুণ্ঠে মহাসুখে [illegible] বাস করেন ॥ ৫

এই দান পুণ্যদিনে করিলে চতুর্গুণ [illegible] হয়,

বিশেষ [illegible] দান করিলে [illegible] [illegible] এবং [illegible] দান করিলে কোটি গুণ ফল লাভ হয় ॥ ৬

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে অতি পুণ্যযুক্ত ব্রাহ্মণকে গো দান করেন, তিনি [illegible] স্বর্গলোকে মহাসুখে বাস করেন ॥ ৭

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে [illegible] ধেনু দান করেন, তিনি সেই ধেনুর লোমসংখ্যক বর্ষকাল বৈকুণ্ঠধামে [illegible] হন ॥ ৮

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে [illegible] গৃহ দান করেন, সেই ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] বৈকুণ্ঠধামে মহাসুখে বাস করেন ॥ ৯

যিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে অতি মনোহর [illegible] দান করেন, সেই ব্যক্তি [illegible] [illegible] ভোগ করেন ॥ ১০

মুনে ! যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে [illegible] প্রদান করেন, তিনি [illegible] [illegible] বাস করেন ॥ ১১

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিনা [illegible] দান করেন, তিনি [illegible] ও [illegible] বর্ষপর্যন্ত [illegible] বাস করিয়া থাকেন ॥ ১২

যানং [illegible] কল্পকোটিশতং ধ্রুবম্ ॥ ৬

যাং যো দদাতি বিপ্রায় ভারতে ভক্তিপূর্বকম্ ।
বর্ষাণামযুতৈব স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭

[illegible] দদাতি ব্রাহ্মণায় চ ।
[illegible] বৈকুণ্ঠে চ মহীয়তে ॥ ৮

যো দদাতি ব্রাহ্মণায় [illegible] ।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে [illegible] ॥ ৯

যো দদাতি ব্রাহ্মণায় [illegible] ।
বর্ষাণামযুতং সোঽপি [illegible] ॥ ১০

বিপ্রায় [illegible] যো দদাতি চ ভারতে ।
মহীয়তে [illegible] বর্ষাণামযুতং মুনে ॥ ১১

যো দদাতি ব্রাহ্মণায় [illegible] বিপ্রায় [illegible] ।
মহীয়তে [illegible] ॥ ১২

যো দদাতি মহীশস্য দেবায় ব্রাহ্মণায়
বর্ষমেকং সোঽপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
সম্প্রাপ্য মানবীং যোনিং চতুর্ব্যাপ্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
ন যাতি যমলোকঞ্চ তেন পুণ্যেন সুন্দরি ॥ ১৪
কার্ত্তিকে ধান্যকং যো হি বিপ্রায় দদাতে ।
যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশ স্বর্গবাসী ভবেৎ ॥ ১৫
ভারতে যো ধান্যদানং করোতি ব্রাহ্মণায় চ ।
মোদতে স্বর্গে লোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৬
শালগ্রাম শিবিকাং যো হি দদাতি ব্রাহ্মণায় চ ।
মহীয়তে বিষ্ণুলোকে যাবদাহূতা যদি ॥ ১৭
যো দদাতি চ বিপ্রায় গাভঞ্চ দোহনাধারং ।
মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষলক্ষং ধ্রুবম্ ॥ ১৮
ধান্যপূর্ণং যো দদাতি ব্রাহ্মণায় চ ভারতে ।
স চ যাবজ্জীবনান্তঃ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৯

তত্রাপি যাবদিন্দ্রাঃ সংখ্যা চিরজীবী ভবেৎ সুখী ।
যাত্রা প্রতিষ্ঠা যো যো চ এবং বৈকুণ্ঠবাসিনো ॥ ২০
সর্বতঃ শ্রীহরেঃ মাতৃত্বে যো ভবেত্তাঃ ।
স এব চিরজীবী চ ভবেৎ মৃত্যুং ন জায়তে ॥ ২১
যো দত্ত্বা ভারতে দর্ভং যোষিতাং গাভরোহরা
পুণ্যাহবাচনেন যদি নিয়োজিতা ভবেৎ ॥ ২২
বৈকুণ্ঠলোকে সুধং ভুক্ত্বা বাসঞ্চ বিষ্ণুমন্দিরে ।
নিশ্চিতং নিবসেৎ শতবর্ষার্দ্ধং ॥ ২৩
ফলপুষ্পযুক্তাঃ বৃক্ষাঃ রোপয়িত্বা ভারতে
স্বর্গপুরোগী ন জায়তে জন্মলোকে ॥ ২৪
বিভবাৎ ব্রাহ্মণায় যঃ করোতি চ ভারতে
বিষ্ণুসামীপ্যং লভতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ২৫
তত্র যাবদিন্দ্রাঃ সংখ্যা চিরজীবী ভবেৎ সুখী
মাতাপিতামহাদেব বিষ্ণুর্ভক্তঃ ভবেৎ ॥ ২৬

যে ব্যক্তি দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে প্রাচীন দান করেন, তিনি এক বৎসর কাল যাবৎ ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। ১৩

সুন্দরি ! তাহার পর সেই ব্যক্তি মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই চতুর্বান্ হন এবং সেই পুণ্য বলে তিনি আর যমলোকে গমন করেন না। ১৪

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে ধান্য দান করেন, তিনি ইন্দ্রের পঞ্চাশ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের স্বর্গবাসী হন। ১৫

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে ধান্যদান করেন, তিনি চতুর্দশ ইন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন। ১৬

সতি ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে উত্তম শিবিকা দান করেন, সেই ব্যক্তি এক বৎসর কাল যাবৎ বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। ১৭

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে গাভী এবং দোহনাধার প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই বায়ুলোকে লক্ষবর্ষ কাল পূজিত হন। ১৮

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে ধান্যপূর্ণ (সর্বপ্রকার শস্যপূর্ণ গৃহ) প্রদান করেন, তিনি যাবজ্জীবন কাল বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। ১৯

তদনন্তর তিনি সেইস্থানে থাকিয়া চিরজীবী ও সুখী হন। এই যাত্রা প্রতিষ্ঠা ও বৈকুণ্ঠবাসিগণের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ২০

যে মানব ভারতবর্ষে সমস্ত শ্রীহরির দান (ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি) দান করেন, তিনি চিরজীবী হইয়া থাকেন, তাঁহার কিছুতেই মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে না। ২১

যে মানব ভারতবর্ষে পুণ্যাহবাচন দ্বারা কর্ত্তব্য কামনায় যোষিৎপুণ্যে চারিদিকে শ্রীহরির দোহনাধার স্থাপন করেন, সেই মানব স্বর্গপুর হন। ২২

তিনি বৈকুণ্ঠে সুখভোগ করিয়া পরে বিষ্ণুমন্দিরে বাস করেন। তথায় তিনি সুনিশ্চিত হইয়া শত বৎসরকাল বাস করেন। ২৩

যেই ফলপুষ্পযুক্ত বৃক্ষ ভারতবর্ষে রোপণ করা হয়, তবে তাহা দ্বারা তিনি স্বর্গভোগ লাভ করেন এবং তিনি স্বর্গভোগী হন, তাঁহার জন্মাদি আর হয় না। ২৪

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে বিভবদান করেন, তিনি বিষ্ণুসামীপ্য লাভ করেন এবং বিষ্ণুমন্দিরে সুখভোগ করেন। ২৫

তদনন্তর তিনি যাবদিন্দ্রের কাল চিরজীবী ও সুখী হন। সেই বিষ্ণু ভক্তগণের সহিত যদি বাস করা হয়, তাহা হইলে বিষ্ণু ভক্তগণও সুখী হন। ২৬

মাতৃভ্রাতৃঞ্চ জোষাঞ্চ সখ্যুঃ পুত্রযুতীঃ স্ত্রিয়ম্ ।
যো হন্যাদি ব্রাহ্মণং ভক্তং চ পতিব্রতাম্ ॥ ২৭

মহীয়তে ব্রহ্মলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ।
ভক্ত স্বর্গেন্দ্রঃ সার্দ্ধং জোষয়ে চ দিবানিশম্ ॥ ২৮

ভুক্তো সম্বর্দলোকে চ বর্ষাণামযুতং সতি ।
দিবানিশং কৌতুকেন জোষয়ে চ যং জোষয়ে ॥ ২৯

ততো ভবতি সংক্ষীণে জোষয়ে স্ত্রিয়ম্ ।
সখ্যুঃ জোষাযুতং ভক্তে জোষয়ে স্ত্রিয়বাদিনীম্ ॥ ৩০

যদাতি ব্রহ্মণঃ যুক্তং ব্রাহ্মণং চ যো নরঃ ।
ভক্তপ্রাণধরং শুদ্ধং লোকে মহীয়তে ॥ ৩১

পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য লভতে পুত্রমুত্তমম্ ।
ধনধান্যেঃ যুতং পুণ্যং মহান্তং ধর্মিণং সুতম্ ॥ ৩২

জ্ঞেয়ো ভবতি ধর্মাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
যজতে বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সম্যগাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৩

যদাতি ব্রহ্মণঃ যুক্তং ব্রাহ্মণং চ ন হন্তি যঃ ।
ভক্তপ্রাণধরং শুদ্ধং লোকে মহীয়তে ॥ ৩৪

পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য লভতে পুত্রমুত্তমম্ ।
ধনধান্যেঃ যুতং পুণ্যং মহান্তং ধর্মিণং সুতম্ ॥ ৩৫

জ্ঞেয়ো ভবতি ধর্মাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
যজতে বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সম্যগাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৬

যদাতি ব্রহ্মণঃ যুক্তং ব্রাহ্মণং চ যো নরঃ ।
ভক্তপ্রাণধরং শুদ্ধং লোকে মহীয়তে ॥ ৩৭

পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য লভতে পুত্রমুত্তমম্ ।
ধনধান্যেঃ যুতং পুণ্যং মহান্তং ধর্মিণং সুতম্ ॥ ৩৮

জ্ঞেয়ো ভবতি ধর্মাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
যজতে বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সম্যগাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৯

যদাতি ব্রহ্মণঃ যুক্তং ব্রাহ্মণং চ যো নরঃ ।
ভক্তপ্রাণধরং শুদ্ধং লোকে মহীয়তে ॥ ৪০

পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য লভতে পুত্রমুত্তমম্ ।
ধনধান্যেঃ যুতং পুণ্যং মহান্তং ধর্মিণং সুতম্ ॥ ৪১

জ্ঞেয়ো ভবতি ধর্মাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
যজতে বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সম্যগাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৪২

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের সখা, ব্রাহ্মণের ভ্রাতা, জোষা, সুন্দরী ও পতিব্রতা স্ত্রিয়া হত্যা করে, তিনি চতুর্দশ ইন্দ্রের পরমায়ুকাল ব্রহ্মলোকে পূজিত হন এবং তথায় তিনি অপ্সরোগণের সহিত দিবানিশি সুখভোগ করেন। ২৭-২৮

পরে। তদনন্তর তিনি ব্রহ্মলোক হইতে সম্বর্দলোকে গমন করিয়া তথায় অযুতবর্ষকাল সকৌতুকে ঈপ্সিতার সহিত সুখভোগ করেন। ২৯

তাহার পর সেই ব্যক্তি সহস্র সখা পর্যন্ত সখীমাতা, জোষাসখী, স্ত্রিয়বাদিনী, জোষা ও সুন্দরী স্ত্রিয়া পত্নী হন। ৩০

যে মানব ব্রাহ্মণের ভক্তপ্রাণী যুক্ত হনন করেন, তিনি ভক্তপ্রাণ সর্বলোক ঈপ্সিতলোকে পূজিত হন। ৩১

পুনরায় তিনি স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া উত্তম পুত্র লাভ করেন। ঐরূপ পুত্র ধনধান্য যুক্তপ্রাণ ধর্মিণ্য ও গুণবিশিষ্ট হইয়াথাকে। ৩২

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কেবল হনন করেন, তিনি ইন্দ্রত্বকাল পর্যন্ত ভোগ করিবার পর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পরমেশ্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন। (ঈশ্বরপদ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিবার এই জন্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মহান্ মুক্তির ভারতবাসীকে নির্দেশ করেন) ৩৩-৪২

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ এবং ব্রাহ্মণাদির পক্ষপর্যন্তের বিপুল (বিশাল বা প্রচুর) ধন ও ক্ষেত্রের দান করেন, তিনি সহস্র ভাই পর্যন্ত ধূম্রবর্ণলোকে বাস করিয়া থাকেন। তদনন্তর অযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহান্ (মহাপুরুষ) ও ধনবান্ হন। ৪৩-৪৪

পরে। যে ব্যক্তি পরপূর্বা অযোনিজা স্ত্রিয়ি এই পুরুষকল্প ভারতবর্ষে অভিগমনকারে ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি সহস্র মন্বন্তরকাল পর্যন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠধামে অবস্থান সহকারে বাস করেন। তাহার পর পুনরায় স্বযোনি (এই 'স্বযোনি' শব্দ দ্বারা যে ব্যক্তিকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির যুবায়) প্রাপ্ত হইয়া মহান্ ধনবান্ হন। ৪৫-৪৯

স্ত্রিয়ি সহস্র পর্যন্ত ঈদৃশকে ভাগ করেন না। তিনি শ্রীমান্, ধনবান্, পুত্রবান্ ও প্রভাবান্ হইয়া থাকেন। ৫০

যে ব্যক্তি প্রভাবান্ ঈদৃশ প্রাণ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি সপ্ত সহস্র ভাই পর্যন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠধামে মহাপুরুষের সহিত বাস করিয়া থাকেন। ৫১

তাহার পর তিনি স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত প্রাণ স্বযোনি প্রাপ্ত হন এবং তাহা পূর্বিণী ঈদৃশকে সপ্ত জন্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন না। ৫২

সপ্তাহং পুস্তকৈঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] বিপ্রায় দদাতি ভারতে ভুবি
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে [illegible] ॥ ৩২
পুণ্যং বদামি [illegible] ভারতে [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible] যো হি বিপ্রায়
[illegible] ॥ ৩৫
[illegible] ।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে কোটিবর্ষাণি [illegible] ॥ ৩৬
পুণ্যং বদামি [illegible]
[illegible] ভুবি ॥ ৩৭
[illegible] ।

[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] যো দদাতি বিপ্রায়
[illegible] ন [illegible] ॥ ৩৯
[illegible] যো দদাতি [illegible]
[illegible] ন [illegible] ॥ ৪০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৩১-৩২

[illegible] তিনি [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৩৩

[illegible] তিনি [illegible] ॥ ৩৪

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]) [illegible] তিনি [illegible] ॥ ৩৫-৩৬

[illegible] তিনি [illegible] ॥ ৩৭

[illegible]

[illegible] তিনি [illegible] ॥ ৩৮

যে ব্যক্তি [illegible] তিনি [illegible] ॥ ৩৯

[illegible] যে ব্যক্তি [illegible] ॥ ৪০

[illegible] ॥ ৪১-৪২

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible]

অন্তর্হিতে যোগতঃ বিদ্যাস্ত বিদ্যাবি নিখিলানি চ ।
কৃতকৃত্যো ন সন্দেহঃ তদনুগ্রহণাদপি ॥ ৫৬
তাহিতে তুলসীকাষ্ঠং তাবোনি লভতে চ যঃ
মূলং পত্রঞ্চ তস্যৈব যোগতে ন বিমুচ্যতে ॥ ৫৭
পুনঃ স্বাভাবিং সংপ্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্
মৃতো চ ত্রিদশীং চ ন জন্মোদ্ধারতে ভূবি ॥ ৫৮
কৃতপ্রবীণঃ যত্নে তাহিতে যো ন্যাসি চ
পলাশবর্ষকং যোগতে ন বিমুচ্যতে ॥ ৫৯
পুনঃ স্বাভাবিং সংপ্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ।
মহাসংকটং ন জন্মোদ্ধারতে বৈষ্ণবং বীক্ষিতম্ ॥ ৬০
যাবৎ ন স্মৃতি মন্ত্রাস্তাবৎ যোগিনাং কালতঃ ।
মূলমৃত্তিকাপ্রাপ্তি যোগতে ন বিমুচ্যতে ॥ ৬১
পুনঃ স্বাভাবিং ন প্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ।
ত্রিকোত্তিকাপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তঃ ন জন্মোদ্ধারতে ভূবি ॥ ৬২

যাবে যঃ স্মৃতি মন্ত্রাস্তাবে প্রাপ্তাবে চাক্ষয়োদয়ে ।
বৈষ্ণবং যোগতে লোকং লভতে ন বিমুচ্যতে ॥ ৬৩
পুনঃ স্বাভাবিং সংপ্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ।
তাহিতে চ মানুষা দেহং পুনর্যাতি নরো নরম্ ॥ ৬৪
যাতি তং পুনরাবৃত্তির্বৈষ্ণবং মহোদয়ম্ ।
করোতি বিধিবদ্যত্নং সংস্কারাদেব চ ॥ ৬৫
বিদ্যাস্তাবী চ যজ্ঞাবাং ন পুনঃ সূর্যাদয় ভূবি ।
সবে সংস্কারযোগেন লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥ ৬৬
ব্রাহ্মণৈঃ সাধনৈরন্যৈ মহাভূত বসুন্ধরা ।
যোগতে ন চ বৈষ্ণবং যাবদ্ভূতবিনাশনাৎ ॥ ৬৭
পুনঃ স্বাভাবিং সংপ্রাপ্য তপশ্চিত্তপরো ভবেৎ ।
অবর্ণবিহিতং কৃত্বা বিদ্যাস্ত ত্রিতিযোক্তিতঃ ॥ ৬৮
ঘৌর-কণ্টকৈরাকীর্ণে ঘাতং তপতি তাপসে ।
তাপসে যো মহাত্মোব তদন্যে ন বিমুচ্যতে ॥ ৬৯

তাহিতে আহিতাগ্নি এবং যোগতে অবস্থান করিলে অনায়াসে প্রাকৃত প্রলয় প্রভাব করেন । ৫৫

যেমন, নিয়ম এবং যমের নিয়মকল দান করে হয়, বিষ্ণু তথা ব্রহ্মা ও অন্যান্যদেবতাগণ কৃতকৃত্যরূপ দানপ্রাপ্ত হন না । ৫৬

যে ব্যক্তি তাহিত মরণে শ্রীহরিকে তুলসীদান করেন, সেই ব্যক্তি তুলসী-সমন্বিত মূল লইয়া শ্রীহরিবিষ্ণুর আনন্দলাভ করিয়া থাকেন । ৫৭

সেই ব্যক্তি এই ভারতভূমিতে পুনরায় স্বাভাবি প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন এবং মৃতী ও ত্রিদশীতী হন । ৫৮

যে ব্যক্তি তাহিত মরণে শ্রীহরিকে তুলসীদান দান করেন, তিনি প্রলয় তুলসীদানের প্রভাবপ্রযুক্ত পুনর্জন্মে শ্রীহরিসদৃশ হইয়া মুক্ত লাভ করেন । ৫৯

তাহার পর পুনরায় স্বাভাবি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অবশ্যই বিষ্ণুভক্তিলাভ করেন এবং মহাকাল, চক্ষুর ন্যূ ও তাহিতাগ্নি হন । ৬০

মহাসংকটে যে ব্যক্তি ভক্তিযোগাবলম্বনে শরণ লাভ করেন, তিনি ত্রিবিধ—(ত্রাহি মরণে) মৃতসঞ্জিবিত কাল শ্রীহরিবিষ্ণুর দান করিয়া মুক্তলাভ করেন । ৬১

তদনন্তর তিনি ভারতভূমিতে স্বাভাবি প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং তিনি যাবে যঃ স্মৃতি মন্ত্রাস্তাবে প্রাপ্তাবে চাক্ষয়োদয়ে ।
বৈষ্ণবং যোগতে লোকং লভতে ন বিমুচ্যতে ॥ ৬৩
পুনঃ স্বাভাবিং সংপ্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ।
তাহিতে চ মানুষা দেহং পুনর্যাতি নরো নরম্ ॥ ৬৪
যাতি তং পুনরাবৃত্তির্বৈষ্ণবং মহোদয়ম্ ।
করোতি বিধিবদ্যত্নং সংস্কারাদেব চ ॥ ৬৫
বিদ্যাস্তাবী চ যজ্ঞাবাং ন পুনঃ সূর্যাদয় ভূবি ।
সবে সংস্কারযোগেন লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥ ৬৬
ব্রাহ্মণৈঃ সাধনৈরন্যৈ মহাভূত বসুন্ধরা ।
যোগতে ন চ বৈষ্ণবং যাবদ্ভূতবিনাশনাৎ ॥ ৬৭
পুনঃ স্বাভাবিং সংপ্রাপ্য তপশ্চিত্তপরো ভবেৎ ।
অবর্ণবিহিতং কৃত্বা বিদ্যাস্ত ত্রিতিযোক্তিতঃ ॥ ৬৮
ঘৌর-কণ্টকৈরাকীর্ণে ঘাতং তপতি তাপসে ।
তাপসে যো মহাত্মোব তদন্যে ন বিমুচ্যতে ॥ ৬৯

ত্রিবিধ মুক্তির অধিকারপ্রাপ্ত হন । ৬২

যে ব্যক্তি মাধ্যাহ্নে প্রাপ্তে অক্ষয়োদয়ক্ষণে স্নানাদি দান করেন, তিনি ব্রহ্ম মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত শ্রীবৈষ্ণবলোকে সম্মানে বাস করিয়া থাকেন । ৬৩

তাহার পর পুনরায় স্বাভাবি প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার মরণান্তে তাঁহার মৃতদেহ পুনরায় শ্রীহরিলোকে গমন করেন । ৬৪

তদনন্তর শ্রীবৈষ্ণবী তাঁহার আর এই মৃতদেহ পুনরাগমন হয় না । তিনি শ্রীহরির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির সমান করিতে থাকেন । ৬৫

যে ব্যক্তি বিদ্যা যজ্ঞের দান করেন, তিনি মৃতদেহে পুনর্জন্ম লাভ করেন এবং তিনি পরে পরম অবশ্যই অক্ষয়-ফলের ফল প্রাপ্ত হন । ৬৬

ব্রাহ্মণ সাধনসমূহের দ্বারা ধরণীকে পরিত্যাগ করিয়া যান; তিনি ব্রহ্ম ও সূর্যাদয় অবধি কাল যাবৎ শ্রীবৈষ্ণবলোকের সম্মানে অবস্থান করেন । ৬৭

তাহার পর তিনি তাবোনি লাভ করিয়া তপশ্চরিতপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং তপশ্চরিত, ব্রত, বিদ্যা ও নিয়মযুক্ত হইয়া থাকেন । ৬৮

ঘোর (তীক্ষ্ণ) ও কণ্টকী (আকীর্ণ) এই উভয়ের দ্বারা আকীর্ণ বৈশাখ, বৈশাখ ও আষাঢ় এই তিন মাসে

মোদতে স চ বৈকুণ্ঠে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ।
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য [illegible] ভবেৎ ।৭০
[illegible]
[illegible] মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য [illegible] সুখী ভবেৎ ॥ ৭১
[illegible]
[illegible]
[illegible] মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ।৭২
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৩
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি [illegible]
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য [illegible] ॥৭৪
[illegible]
যে [illegible] বিষ্ণুলোকে চ [illegible] ॥ ৭৫
[illegible]

[illegible] মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭৬
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য [illegible] ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
[illegible] ভবেৎ ॥ ৭৭
[illegible] ॥ ৭৮
[illegible]
[illegible] মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৮০
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য [illegible]
[illegible] ॥৮১
[illegible]
[illegible]
([illegible]) ॥ ৮২

([illegible]) [illegible] সেই [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] তিনি [illegible] সেই ব্যক্তি সুখী ও [illegible] ৬৯-৭০

যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে [illegible] করেন, তিনি [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে সুখে বাস করিয়া থাকেন। পুনরায় তিনি [illegible] সুখী হন। [illegible] কোনও সংশয় নাই।

যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে [illegible] ([illegible]) দান করেন, তিনি [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে সুখে বাস করিয়া থাকেন। ৭১-৭২

যে ব্যক্তি [illegible] দান করেন, তিনি [illegible] হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭৩

তিনি [illegible] করেন এবং [illegible] সুখী হইয়া থাকেন। ৭৪

যে ব্যক্তি এই [illegible] দান করেন, সেই ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণুলোকে সুখভোগ করেন। ৭৫

যে ব্যক্তি [illegible] করেন, তিনি [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে বাস [illegible] করিয়া থাকেন। ৭৬

[illegible] তিনি [illegible] করিয়া বিদ্বান্, গুণবান্, শ্রীমান্ ([illegible]), [illegible] এবং [illegible] হন। ৭৭

যে ব্যক্তি [illegible] করেন এবং [illegible] করেন, সেই ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। ৭৮-৭৯

যে মানব [illegible] ([illegible]) দান করেন, সেই মানব [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে সুখভোগ করিয়া থাকেন। ৮০

তাহার পর তিনি [illegible] করিয়া থাকেন এবং [illegible] হন। ৮১

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]) [illegible]

বৈষ্ণবৈস্তৎসমাবৈশ্চ পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা।
কুম্ভীকাদিভির্দিব্যৈর্ব্বা কুঙ্কুমকৈর্দলৈঃ ॥ ৮৬
শিবলোকে বসেৎ সোঽপি যাবদাভূতসংপ্লবম্‌।
পুনঃ ধরণীং সংপ্রাপ্য ভূমিপো বিষ্ণুতৎপরঃ ভবেৎ ॥ ৮৭
অশ্বাং [illegible] পুষ্পৈরাবিভির্মিশ্রৈ
[illegible] সংবাদিভিঃ
[illegible] সোঽপি ভবেৎ ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮
[illegible] যোগ্যা [illegible] লোকে ॥ ৮৯
বিমানে তস্য সর্বদা পুণ্যভোক্তা চ জায়তে।
যো বৈষ্ণব [illegible] সোঽপি [illegible] ॥ ৯০
বৈকুণ্ঠে লোকে সোঽপি যাবদাভূতসংপ্লবম্‌।
পুনঃ ধরণীং সংপ্রাপ্য [illegible] ভবেৎ ॥ ৯১
[illegible] পুণ্যিতার্চ্চা [illegible]
[illegible] ধনং [illegible] প্রাপ্য লভেৎ ॥ ৯২
শিবলোকে [illegible] বা [illegible] নর

নানা বর্ণ এবং নানাবিধ [illegible] পুষ্পদ্বারা পূজা করেন, সেই ব্যক্তি বহু কল্প পর্যন্ত শিবলোকে বাস করেন। পরে তিনি এই ধরণীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভক্ত নরপতি হন ॥ ৮৬-৮৭

যেই ব্যক্তি পুষ্প-[illegible] দ্বারা শ্রী [illegible] পূজা করিয়া থাকেন এবং [illegible] ([illegible]) [illegible] ও [illegible] বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯০

যে ব্যক্তি পুষ্পদ্বারা [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] লোকে [illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] বাস করিয়া থাকেন এবং পুনরায় ধরণী প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যলাভ করেন ॥ ৯১-৯২

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে পুষ্পের [illegible] এবং [illegible] পূজা করেন, তিনি [illegible] বৈকুণ্ঠে বাস করেন এবং পরে পুনরায় [illegible] প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯৩-৯৪

তিনি [illegible] প্রাপ্ত হইয়া [illegible]

যাহিত্বে পুষ্পকেন্‌ যস্য তেনেচাবাপি যোজ্যম ॥ ৯৫
গোলোকে চ বসেৎ সোঽপি যাবদ্‌ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
[illegible] পুনরাগত্য হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবম্‌ ॥ ৯৬
[illegible] পুষ্পাঃ [illegible] ।
সোঽপি যাবৎ গোলোকে পুষ্পকে [illegible] ॥ ৯৭
[illegible] সংপ্রাপ্য [illegible] ।
পুষ্পকেশবঃ [illegible] ॥ ৯৮
[illegible] ।
বৈকুণ্ঠে লোকে সোঽপি যাবদ্‌ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৯৯
[illegible] পুনরাগত্য হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবম্‌।
পুনর্যাতি চ বৈকুণ্ঠং ন তত্র গমনং ভবেৎ ॥ ১০০
[illegible] পুষ্পকৈঃ।
হরিবর্ণ [illegible] মহীতলে ॥ ১০১
[illegible] ।
[illegible] হরিপূজা যঃ করোতি চ কার্ত্তিকে ॥ ১০২

সেই ব্যক্তি [illegible] পুনরায় গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৯৬

তথায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হইয়া থাকেন, [illegible] ([illegible]) [illegible] এবং তাঁহার আর পুনরায় গমন ([illegible]) হয় না ॥ ৯৯

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে [illegible] একজনো [illegible], সেই ব্যক্তি [illegible] বৈকুণ্ঠধামে [illegible] বাস করিয়া থাকেন ॥ ১০০

অনন্তর তিনি পুনরায় [illegible] হরিভক্তি লাভ করেন এবং পুনর্বার বৈকুণ্ঠধামেই গমন করেন, আর তাঁহার আর গমন হয় না ॥ ১০১

যে ব্যক্তি [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] পূজা করেন, তিনি [illegible] ইহলোকে পূজিত হন ॥ ১০২

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে [illegible] এবং [illegible] পূজা করিয়া [illegible] সেই ব্যক্তি পূর্ণ ও [illegible] পুণ্যলাভ [illegible] বাস

বৈষ্ণবো [illegible] [illegible] যো হি পূজয়েৎ।
মহীয়তে ব্রহ্মলোকে [illegible] ॥ ৯৯
পুনর্জন্ম [illegible] শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
চিরজীবী ভবেৎ সোঽপি জ্ঞানবান্ সম্পদাযুতঃ ॥১০০
যাবদ্ [illegible] পূজয়েদ্ [illegible] ।
[illegible] [illegible] যথা [illegible] ॥ ১০১
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবদ্ ব্রহ্মদিবানিশম্।
[illegible] চ পুনর্জন্ম ন ভবেৎ [illegible] ॥ ১০২
[illegible] যো হি [illegible] ।
নিত্যং [illegible] [illegible] ॥ ১০৩
[illegible] [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে।
[illegible] [illegible] ॥ ১০৪
ততঃ পুনরিহাগত্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০৫
[illegible] পুনরিহাগত্য [illegible] [illegible]।
সৌভাগ্যং পুত্রবান্ বিদ্বান্ জ্ঞানবান্ সর্বতঃ সুখী ॥১০৬

তোষয়েদ্ যো হি নিত্যং [illegible] [illegible]
বিমানেন [illegible] যাতি বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১০৬
ততঃ পুনরিহাগত্য স সুখী ভবেদ্ ধ্রুবম্।
বিদ্বান্ পুত্রী চিরজীবী চ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ॥ ১০৭
যো ব্যক্তি বা [illegible] [illegible] ভারতে।
[illegible] বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৮
ততঃ পুনরিহাগত্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্।
যদি [illegible] কোটিকুলং নয়েৎ ॥ ১০৯
[illegible] কোটিং [illegible] কেবলং [illegible]।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥১১০
লভতে ন পুনর্জন্ম বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে।
[illegible] [illegible] ন বাস পতনং ভবেৎ ॥১১১
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] স যাতি [illegible] ॥ ১১২

করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শ্রবণ করিলে [illegible] ও সম্পদশালী হয়। ৯৮-৯৯

যে ব্যক্তি বৈষ্ণব [illegible] চতুর্দশী তিথিতে সাত্ত্বিকী দেবীর পূজা করেন, তিনি [illegible] পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হন। ৯৯

তাহার পর তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীমান্, অতুল সম্পদশালী, চিরজীবী, জ্ঞানবান্ ও সম্পদশালী হন। ১০০

যে ব্যক্তি ভক্তি সহিত [illegible] ষোড়শ উপচারে [illegible] [illegible] দেবীর পূজা করেন, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে ব্রহ্মার দিবারাত্রি পরিমাণ কাল (চতুর্দশ মন্বন্তরে এক ব্রহ্মদিবস।) বাস করেন। তাহার পর পুনরায় [illegible] [illegible] হন। ১০১-১০২

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবৈবর্ত সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] দান করেন, তিনি [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible], [illegible] ও [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে বাস করেন। ১০৩-১০৪

অনন্তর তিনি পুনরায় এই ভারতভূমিতে আসিয়া [illegible] হন এবং শ্রীমান্, পুত্রবান্, বিদ্বান্, জ্ঞানী ও সর্বদা সুখী হন। ১০৫

যিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে নিত্য ভোজন করান, তিনি [illegible] [illegible] বিষ্ণুমন্দিরে [illegible] করেন। ১০৬

অনন্তর তিনি এই ভারতবর্ষে পুনরায় আসিয়া সুখী হন, বিদ্বান্, পুত্রবান্, চিরজীবী, শ্রীমান্ এবং অতুল সম্পদশালী হন। ১০৭

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে [illegible] কীর্তন শ্রবণ বা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। ১০৮

অনন্তর তিনি পুনরায় এই ভারতবর্ষে আসিয়া অচলা বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন। সেই ভক্তি দ্বারা তিনি [illegible] কোটিকুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। ১০৯

যে ব্যক্তি [illegible] একাদশী [illegible] করেন, তিনি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হন। ১১০

তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠে পূজিত হন, বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন এবং তাঁহার আর পতন হয় না। ১১১

মুদ্রা বেদপ্রমাণাঃ বিলোকে সঞ্চরন্তে ।
যজ্ঞঃ পুনর্বিধাস্যন্ত্যা মোক্ষায় ভবতি ৫ ১১৫
বিনাশ যোগৈরেবিদ্যাঃ বিদ্যাভোগক্ষ ভজতি
সঞ্চরন্তে ন বৈকুণ্ঠে যাবদ্ বৈ প্রলয়ঃ পরম্ ৫ ১১৬
অন্যো দক্ষঃ পুনর্যজ্ঞ বহিষ্কিস্যন্তি তৎ ।
সঞ্চরন্তে বিষ্ণুলোকে ন তত্র পরমা ভবেৎ ৫ ১১৭
অপাদানি হৈব সর্বাণি ত্রয়াণি বিবিধানি চ ।
মুদ্রা বিধিবি বৈকুণ্ঠে ন বহিষ্কিস্যন্তি পুনর্বিধ ৫ ১১৮
অন্যো দক্ষঃ পুনর্যজ্ঞ যাগেশ্বো ভাগতে ভবেৎ ।
অন্যো মুক্তো ভবেৎ পশ্চাৎ পুনর্যজ্ঞ ন বিদ্যতে ৫১১৯
যঃ স্যাদি সর্বযৌগেষু মুখ্যা মুদ্রা প্রকীর্তিতাঃ
ন চ বিধি পরমা যাদি ন তত্রাস্য ভবেৎ মুদ্রি ৫ ১২০

পুনাকেত্রে ভাগতে চ যোগযোগেন কারোদি চ ।
অন্যযোগপ্রমাণাঃ শক্তযুক্তাঃ সঞ্চরন্তে ভবেৎ ৫ ১২১
চতুর্থং যাগমুদ্রা ভদ্যাযোগেন ভাগতে ।
সংযোগেষ্বপ্রযোগাঃ যোগেন চ ভবেন চ ৫১২২
পুনর্যোগী চ ভদ্যক্ত পুনর্যাঃ চ সঞ্চরে ক্রমাৎ ।
সঞ্চরন্তে ন সঞ্চরন্তী চ যোগযোগমুদ্রাঃ ভবন্ত ৫ ১২৩
ভবেদ্যজ্ঞে বিদ্রোহী মুদ্রিভাগে চ ভাগভন্ত ।
পশ্চাদ্যাগী ভবন্তক ভদ্যাগে চি ভাগতে ৫ ১২৪
বিযোগে চ বিযোগক্ত পশ্চ হৈ ভবিষ্যন্তি ।
বিভাগে বিভক্তী যাগঃ ভবিষ্যন্তমযঃ ভবেৎ ৫ ১২৫
প্রাভাগন্যো প্রভাগাগো দুর্ভাগ্যদুর্ভাগ্যাঃ ভবেৎ ।
ইব ভাগভিন্নাঃ পশ্চ চ ভবিষ্যন্তি ৫ ১২৬
ভবিষ্যন্তে ভবেদ্যাঃ ভবে পশ্চমযঃ ভবেৎ ৫১২৭

যে যাজ্ঞ প্রভাব দুর্ভাগ্যাঃ বিবর্জিত বিদ্যাব ভাগতে আগামীকল্প যেই পাবিব যিন পুজা ভবেন, তিনি বিবর্জিতাব ভবন ভবেন ৫ ১২৪

সেই যাজি দুর্ভিক্ষাব বেদুপবিত্তি অন্যত্র ভাবে বিদ্যমানাব পূর্তিত হন। অন্যত্র তিনি পুনবাব এই ভাবতবর্ষে আগমন ভাবেন্ত হন ৫ ১২৩

যে যাজি নিজ আত্মজ্ঞান বিনা কর্তৃত্ব ভাবেন এবং সেই বিদ্যাজ্ঞ তত্ত্ব লাভ ভবেন, তিনি সত্ত্ব প্রভাব সাযুজ্যপবিত্তি ভাব শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পূর্তিত হন ৫ ১২৪

তাহাব পব তিনি পুনবাব ভগবান ভাবত ভবিষ্যত দুর্গত হবিভক্তি প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুলোকে পূর্তিত হন, আব পতন হ'ত না ৫ ১২৫

তিনি সর্বাত্মভাবে তপস্যা ও সমস্ত ভগবদ্ যজ্ঞন ভাবন ভবিষ্যা চতুর্থ বিষ্ণুব সাযুজ্যিকভাবে পবাব বৈকুণ্ঠে অবস্থান ভবেন ৫ ১২৬

তদনন্তব তিনি পুনর্বাব যাত্ত ভবিষ্যা ব্রাহ্মণকর্তে ভাবেন্তে হন। তাহাব পব তিনি মুক্ত হইয়া যান এবং ইহলত আব পুনর্বাব হন না ৫ ১২৭

তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ ভবিষ্যা সাত যোজন দীর্ঘ ; পৃথিবীব সর্বোচ্চস্থান সাত যোজনই অর্থাৎ সাতে তিন ক্রোশই দীর্ঘ আছে। "বিষ্ণুঃ ক্রোশোচ্চযঃ ক্রোশী চ ভীবস্যাঃ ন যুগ্মভীর্ণ"। ইতি) স্থান ভবেন, তিনি নিজীব মূর্তি ধাবণ ভবিষ্যা থাকেন, ইহাব আব এই পৃথিবীতে আগমন হয় না ৫ ১২৮

এই পুনর্যজ্ঞ ভাগভবর্ষে যে ব্যক্তি অন্যত্রে যজ্ঞ ভবেন, তিনি অন্যত্রবিধি ক্রোধসহিত্যে বংশ পর্যন্ত নিজের অধিকাবে উপস্থিত ভবেন অর্থাৎ নিজের অধিকাবী হন ৫ ১২৯

ব্রাহ্মণ যজ্ঞ ভবিলে মানুষ অন্ধকাবের চতুর্থাংশ জন্ম প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ ভবিলে অন্ধকাবের অর্ধ ভাগ এবং বৈশ্যের যজ্ঞ ভবিলেও অন্ধকারের অর্ধভাগ জন্ম লাভ ভবিবেন ৫ ১৩০

মানুষ পুনর্যজ্ঞী যজ্ঞ ভবিলে তাহার অর্ধ অর্থাৎ ক্রোধসহিত্যে অর্ধ এবং অবশিষ্ট সমস্ত লাভ ভবিবে। তাহাতেই তাহা ভবিলে ক্রোধেকমুখ জন্ম লাভ হইয়া থাকে ৫ ১১

বিদ্যাজ্ঞ যজ্ঞ ভবিলে তাহার সেই জন্ম অর্থাৎ ক্রোধেকমুখ জন্ম হয়। মানুষ পশুজ্ঞ ভবিলে ক্রোধেকমুখের অর্ধ জন্ম লাভ ভবিবে ৫ ১২২

বিদ্যাজ্ঞ যজ্ঞ ভবিলে ক্রোধহীন জন্ম এবং পশুযজ্ঞে অর্ধজন্ম লাভ ভবিয়া অর্ধমুখজন্ম ভবেন। বিদ্যা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ভবিয়া যাহা বিদ্যাহী হন, পশুযজ্ঞের অনুষ্ঠান অর্ধ ক্রোধ ভবিয়া থাকেন ৫ ১২৩

প্রাভাগন্যো যজ্ঞ ভবিলে পুনর্বিধাজ্ঞ প্রভাগাগ হয় এবং দুর্ভাগ্যদুর্ভাগ্যাঃ হইয়া থাকে। এই দুর্ভাগ্যদুর্ভাগ্যাঃ পুনর্যজ্ঞ যাগে ভাবেন্তে হন ৫ ১২৪

বিষ্ণুমন্ত্রঃ প্রযত্নেন সর্বমন্ত্রেষু দুর্লভঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতঃ পূর্বং মহাসন্ত্রাত্মকঃ শুভঃ ॥ ১২৪
যস্যৈব কর্ণয়োঃ যস্য শ্রুত-মাত্রেণ মর্ত্যতঃ।
শ্রেষ্ঠত্বং লভতে বিপ্রো নরো বিপ্রাস্ত ভোগতঃ ॥ ১২৫
যস্যো রোমাঙ্কিতস্যাঃ হরেশ্চ ভক্তসেবকঃ।
ভবেদ্ বিষ্ণুসমঃ পূতঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১২৬
ধর্মশ্চ কর্মণশ্চৈব সেবকাপি চ কর্মিণঃ।
যাংস্যুঃ সর্বমনুষ্যৈব তৎপুত্রশ্চ প্রিয়ব্রতঃ ॥ ১২৮
শিবঃ সর্বজ্ঞযোগীন্দ্র কপিলশ্চ প্রজাপতিঃ।
ব্রাহ্মণ্যমন্ত্রদাতারঃ সনৎকুমারো ভগবান্ চ ব্রহ্মপুত্রকঃ ॥ ১২৯
ব্রাহ্মণ্যস্যাস্ত্রদাতারঃ কণ্বাদ্যাশ্চ ঋষিগণাঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রস্য পূতো যস্যো যান্তি যেন ফলপ্রদঃ ॥ ১৩০
বরবর্ণস্তথৈবী চ ঔর্বপুত্রো জগদ্ গুরুঃ।
জ্ঞানের যোগদা চৈব বিষ্ণুভক্তেষু তৎপরঃ ॥ ১৩১
যোগাচার্য যথা বিষ্ণুর্যোগদাতা যথা শিবঃ।
আত্মজ্ঞানে যথা যোগী আত্মজ্ঞানী চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ১৩২

ঔর্বোরাচ যথা যজ্ঞা পবিত্রাণাং চ বৈষ্ণবঃ।
একাদশীব্রতানাং পুণ্যদাঃ তুলসী যথা ॥ ১৩৩
নক্ষত্রাণাং যথা চন্দ্রঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা
যথা সুরাণাং প্রকৃতিরাদ্যাদেবী বসুন্ধরা ॥ ১৩৪
পীঠস্থানেষ্বিন্দ্রিয়াণাং চক্ষুষাং যথা মনঃ।
প্রকাশকানাং রত্নানাং প্রকাশশ্চ যথা রবিঃ ॥ ১৩৫
দুষ্টানাং যমরাজশ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা।
শ্রীযুতানাং যথা শ্রীশ্চ বিদুষাং চ সরস্বতী ॥ ১৩৬
পবিত্রাণাং তুলী চ সৌভাগ্যানাং চ রাধিকা।
বিষ্ণুভক্তস্য যত্নেন মন্ত্রাঃ যন্ত্রেষু চ যথাবিধি ॥ ১৩৭
অথবেদশিরোবৈব মন্ত্রাঃ সন্তরে ক্রমম্।
মহান্তো বিষ্ণুমন্ত্রাঃ সাক্ষাৎ বৃত্তাদেব চ ॥ ১৩৮
সুমেরু সর্বশৈলেষু সর্বমন্ত্রেষু বীজকম্
সর্বেষাং ব্রতানাং ভগবান্ ফলদেব চ ॥ ১৩৯
পাদৌ দুর্গং যোগিনাং প্রাপ্তিদাতা তুলসী।
ফলং বৈষ্ণবিনঃ সর্বং মুক্তিদাঃ কৃষ্ণ-মন্ত্রকঃ ॥ ১৪০

ঔষধের মধ্যে যেমন অমৃত, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শিব, সাধুসঙ্গের মধ্যে বেদ, জ্ঞানযোগিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ঔর্ধ্বদেহের মধ্যে গঙ্গা, পবিত্রদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, গ্রন্থসমূহের মধ্যে একাদশী, পুষ্পসমূহের মধ্যে তুলসী, নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্র, পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় যেমন শ্রেষ্ঠ, আদ্যাপ্রকৃতির মধ্যে বসুন্ধরা, পীঠস্থানী চক্ষু ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, প্রকাশশীলদিগের মধ্যে রত্ন, প্রকাশকদিগের মধ্যে প্রকাশক, দুষ্টসমূহের মধ্যে যমরাজ, বর্ষসমূহের মধ্যে ভারত, শ্রীসম্পন্নদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, বিদ্বদ্গণের মধ্যে সরস্বতী, পবিত্রতা লাভ করিবার মধ্যে তুলী এবং সৌভাগ্যশালীদিগের মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠা, তদ্রূপ। সেইরূপ সমস্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রই মহত্তম—প্রধান ॥ ১৩১-১৩৯

পক্ষ অঙ্গদের মধ্যে যেমন অগ্রভাগ শ্রেষ্ঠ হয়, সমস্ত অঙ্গদের মধ্যে মস্তকের পর বিষ্ণুমন্ত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪০

সমস্ত বীজমন্ত্র, সর্বপ্রকার মন্ত্রের সীমা, সমস্ত মন্ত্রসমূহ ও সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ চারি বেদেরই এবং সমস্ত পূর্ববর্তী শাস্ত্রসমূহের মধ্যে—এই সমস্ত স্থলের এই বীজমন্ত্রটী কথা হইল বুঝিতেই হইবে ॥ ১৪১-১৪৩

পুরাণেষু চ বেদেষু চেতিহাসেষু সর্বতঃ।
নিরূপিতং সারভূতং কৃষ্ণপাদাম্বুজার্চনম্ ॥ ১৩১
তদর্চনে তৎস্মরণে তন্নামগুণকীর্তনে
তৎস্তোত্রে স্মরণে চৈব বন্দনে জপ এব চ ॥ ১৩২
তৎপাদোদকনৈবেদ্যভক্ষণং নিত্যমেব চ
সর্বসম্মতমিত্যেবং সর্বেপ্সিতমিদং সতি ॥ ১৩৩
ভজ কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্

যাহি বৎসে সুখং বৎসে স্বামিনা সহ মন্দিরম্ ॥ ১৩৪
এতৎ তে কথিতং সর্বং বিপাকং কর্মণাং নৃণাম্।
সর্বেপ্সিতং সর্বমতং পরং তত্ত্বপ্রদং নৃণাম্ ॥ ১৩৫
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদসংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সাবিত্র্যুপাখ্যানে
শুভকর্মবিপাকপ্রস্তাবো নাম
সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

কাম, শাস্ত্র বেদ, সমস্ত পুরাণ এবং ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মের অর্চনাই সারভূত বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে ॥ ১৩১

সতি! তাঁহার শ্রীচরণের অর্চনা, তাঁহার স্মরণ, তাঁহার নাম ও গুণকীর্তন, তাঁহার স্তোত্রপাঠ, স্মরণ, বন্দন ও তাঁহার মন্ত্র জপ করা, তাঁহার চরণোদক পান এবং তাঁহার নৈবেদ্যভক্ষণ,—এই সকল সর্বসম্মত ও সকলের ইপ্সিত কার্য্য বলিয়া জানিবে ॥ ১৩২-১৩৩

বৎসে! অতএব তুমি প্রকৃতির অতীত, পরব্রহ্ম ও নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। তোমার এই স্বামীর সহিত এখন সুখে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন কর ॥ ১৩৪

সাবিত্রি! এই আমি তোমাকে মনুষ্যগণের সমস্ত কর্মবিপাক বলিলাম; ইহা মনুষ্যদের অভীষ্ট, সর্বসম্মত ও তত্ত্বপ্রদ বলিয়া কথিত ॥ ১৩৫

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সাবিত্রী-যমসংবাদ-প্রসঙ্গে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক শুভ-কর্মবিপাকপ্রস্তাবে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রীকৃতযমস্তোত্রম্।]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।
হরেরুৎকীর্তনং শ্রুত্বা সাবিত্রী যমবক্ত্রতঃ।
সাশ্রুনেত্রা সপুলকা যমং পুনরুবাচ সা ॥ ১
সাবিত্র্যুবাচ।
হরেরুৎকীর্তনং ধর্ম স্বকুলোদ্ধারকারণম্।
শ্রোতৄণাঞ্চৈব বক্তৄণাং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ২
দানানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ সিদ্ধীনাং তপসাং পরম্।
যোগানাঞ্চৈব বেদানাং সেবনং কীর্তনং হরেঃ ॥ ৩
মুক্তত্বমমরত্বং বা সর্বসিদ্ধিত্বমেব বা।
শ্রীকৃষ্ণসেবনস্যৈব কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৪
ভজামি কেন বিধিনা শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্।
মূঢ়াং মামবলাং তাত বদ বেদবিদাং বর ॥ ৫
শুভকর্মবিপাকঞ্চ শ্রুতং নৃণাং মনোহরম্,
কর্মাশুভবিপাকঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

[সাবিত্রী-কৃত যমস্তব।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন—সাবিত্রী যমের মুখ হইতে শ্রীহরির গুণকথা শ্রবণ করত অশ্রুপূর্ণনয়নে ও পুলকিত-দেহে তিনি যমকে পুনরায় কহিলেন ॥ ১

সাবিত্রী কহিলেন,— ধর্মদেব! শ্রীহরির গুণকীর্তন নিজ কুলের উদ্ধারের কারণ এবং শ্রোতা ও বক্তা (কীর্তনকারী)—সকলেরই জন্ম, মৃত্যু এবং জরা (বার্দ্ধক্য) হরণ করেন ॥ ২

শ্রীহরির গুণকীর্তন এবং শ্রীহরিসেবা, সমস্ত দান, ব্রত, সিদ্ধি ও তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং যোগ ও বেদসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩

মুক্তি, মুক্তিলাভ, দেবত্ব বা সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্তি—এই সকলই শ্রীকৃষ্ণসেবার ষোড়শাংশের একাংশও হইতে পারে না ॥ ৪

হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ তাত! আমি এক অজ্ঞান অবলা, অতএব কোন্ বিধিঅনুসারে প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব? আপনি তাহা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন ॥ ৫

আমি আপনার নিকট হইতে শুভ কর্মসমূহের

ইত্যুক্ত্বা সা সতী ব্রহ্মন্ ভক্তিযুক্তা প্রণম্য চ।
স্তুতাব ধর্মরাজং বেদোক্তেন স্তবেন চ ॥ ৭

সাবিত্র্যুবাচ।

তপসা ধর্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্মরাজং নমাম্যহম্ ॥ ৮

সমতা সর্বভূতেষু যস্য সর্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯

যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কর্মানুরূপকালেন তং কৃতান্তং নমাম্যহম্ ॥ ১০

বিভর্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্বকর্মিণাম্ ॥ ১১

বিশ্বে চ কলয়ত্যেব যঃ সর্বায়ুশ্চাপি সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২

তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবানাং কর্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৩

স্বাত্মারামঞ্চ সর্বজ্ঞং মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবেৎ।
পাপিনাং ক্লেশদো যস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহম্ ॥ ১৪

যজ্জন্ম ব্রহ্মণো বংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যো ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম তমীশং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৫

ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে।
যমস্তাং বিষ্ণুভজনং কর্মপাকমুবাচ হ ॥ ১৬

ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭

মহাপাপী যদি পঠেন্নিত্যং ভক্ত্যা চ নারদ।
যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারদনারায়ণসংবাদে সাবিত্রীকৃতযমস্তোত্রং
নামাষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

আমার বিনাশ (জন্মমরণ পরিবর্তি) হরণ করিয়াছি। এখন আপনি স্বতন্ত্র কর্মসমূহের বিপাক দ্বারা গঠিত বিশ্বের স্বাধীনতারূপে ধর্ম শুনুন ॥ ৬

ব্রহ্মন্! সেই সতী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া ভক্তি-ভরে প্রথমে প্রণাম করিয়া ধর্মরাজ যমকে বেদোক্ত স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭

সাবিত্রী বলিলেন,—পূর্বকালে পুষ্করতীর্থে সূর্যদেব তপস্যাদ্বারা ধর্মের আরাধনা করিয়া ধর্মের অংশস্বরূপ যাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি সেই ধর্মরাজকে প্রণাম করি ॥ ৮

যাঁহার সর্বভূতে (প্রাণিমাত্রে) সমতা সর্ববিধ প্রাণের সাক্ষী হইয়া যাঁহার সমতা সমদর্শিতা আছে এবং এই সমদর্শিতা জন্য যিনি শমন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৯

যিনি বিশ্বমধ্যে নিজ সকল প্রাণিগণের উচিত কালে অন্ত করেন, সেই 'কৃতান্ত' নামধারী ধর্মরাজকে প্রণাম করি ॥ ১০

যিনি পাপিগণের শুদ্ধির জন্য দণ্ডধারণ করিয়া দণ্ডবিধান করেন এবং যিনি সকল কর্মসমূহের শাসক, সেই দণ্ডধর যমকে আমি প্রণাম করি ॥ ১১

যিনি বিশ্বমধ্যে সকলের আয়ু সদা গ্রাস করেন, আমি সেই অতীব দুর্নিবার্য কালকে প্রণাম করি ॥ ১২

যিনি তপস্বী, বৈষ্ণব, ধর্মপরায়ণ, সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি সকল জীবগণের কর্মফলদাতা, আমি সেই যমকে প্রণাম করি ॥ ১৩

যিনি স্বাত্মারাম, সর্বজ্ঞ পুণ্যবান্গণের মিত্র (হিতকারী) এবং পাপী ব্যক্তিগণের ক্লেশদাতা, আমি সেই পুণ্যমিত্র ধর্মরাজকে প্রণাম করি ॥ ১৪

ব্রহ্মবংশে যাঁহার জন্ম, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত ও যিনি পরব্রহ্মকে সদা ধ্যান করেন, সেই ঈশ্বর ধর্মরাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৫

হে মুনে! সেই সাবিত্রী এই কথা বলিয়া যমকে প্রণাম করিলেন। তখন ধর্মরাজ তাঁহাকে বিষ্ণুভজন এবং কর্মপাক উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৬

যে ব্যক্তি এই যমাষ্টক রোজ প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, তাহার যম হইতে ভয় থাকে না এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৭

নারদ! কোনও মহাপাপী ভক্তিপূর্বক যদি নিত্যদিন এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে যম তাহাকে 'কায়ব্যূহ' দ্বারা নিশ্চিত শুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ১৮

ইতি শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে সাবিত্রীকৃত যমস্তোত্রনামক অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

(মাহিষ্মতীপতেঃ যজ্ঞে সহস্রকৃতবর্ণনম্ ।)

নারায়ণ উবাচ ।

ততস্তৈস্ত বিকৃষ্টাস্তু সপ্তা ঽ বিংশতিপুঙ্গবাঃ
ঊর্দ্ধাতুত্তরিণাশ্চক্রু স্তাবদ্ভিঃ শতকৈঃ শুভাঃ । ১

যম উবাচ

শুভকর্ম্মবিপাকস্তু শ্রুণোঽ নারায়ণিঃ সখি
ঊর্দ্ধাতুত্তরিণাশ্চক্রু স্তথান্যানি নিশাময় । ২

নারায়ণোঽয়ং ধর্ম্মজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা সুরর্ষয়ঃ
তুষ্টুবুশ্চ মহাত্মানং নারায়ণিমমং নরং । ৩

নারায়ণোঽয়ং কৃষ্ণোঽয়ং ইতি নারায়ণিঃ নরঃ । ৪

নরনারায়ণৌ কৃষ্ণৌ ভবিষ্যতি নারায়ণিঃ নরঃ ।
নারায়ণাবতারত্বান্ নারায়ণিরিতি স্মৃতঃ । ৫

বিষ্ণুরিতি যতোঽয়ং ক্রুশ্ন বি ঽ ত্তীর্ণবান্ ।
তস্মাদ্বিষ্ণুরিতি খ্যাতো যে মনুষ্যেষু কৃষ্ণিষু । ৬

যতশ্চাসি ঽ কৃতান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বজ্ঞাঃ সখি ঽ ।
স্মিতাৎ স্মেরাঃ নারায়ণিঃ প্রশিষ্যান্তি ভবিষ্যতি । ৭

ঋষয়ঃ ঊচুঃ

ধন্যোঽসি ভগবন্ ধর্ম্ম ধন্যা তে জননী ভুবি
ধন্যা তে পিতরো ধন্যা যেষাং ত্বং পুত্রতাং গতঃ । ১

যদ্যস্তি নো ভবান্ প্রীতো যদি দেয়ো বরো হি নঃ
তদা ত্বমেব নারায়ণিঃ পুত্রো ভূয়াঃ সুতাস্তব । ২

ধর্ম্ম উবাচ

এবমস্তু মহাভাগা ভবিষ্যামি সুতস্তব
নারায়ণিঃ সুতো নাম্না ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ । ৩

ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মরাজস্তু তত্রৈবান্তরধীয়ত
ঋষয়োঽপি যথাকামং জগ্মুঃ সর্ব্বে যথাগতং । ৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

(মাহিষ্মতী সমীপে যজ্ঞে কৃষ্ণ সহস্রকৃত বর্ণন ।)

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! তুমি যাহা যজ্ঞ সেই সহস্র মাহিষ্মতীপতি বিষ্ণু অনুমতে বিকৃষ্ট প্রধান কহিয়া তাহার ঊর্দ্ধবিপাক বা ফলের বর্ণনা করিয়াছ ।

যম কহিলেন,—ঋষি ! তুমি যাহাদিগ হইতে ঊর্দ্ধবিপাক শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণ তাহাদিগ ঊর্দ্ধ বিপাকে যেরূপ হইয়াছে, শ্রবণ কর ।

ঊর্দ্ধ বিপাক তাহা যাহা নারায়ণাবতার ধর্ম্ম তাহার এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নারায়ণি প্রভৃতি তাহার করে ।

নরনারায়ণের নারায়ণি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার, নারায় নুষ্যেরে তাহাদিগের নারায়ণাবতার নারা যেরে দেখা যায় ।

যে যজ্ঞে সেই সব সহস্রকৃত বিষ্ণু, ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধবাহুক, ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধবাহুকি ও কৃষ্ণিরি ।

তাহার 'সহস্রবাহু' নামে অভিহিত সহস্রবাহু (১০)-সংখ্যক সহস্রকৃত আছে । সখি ! যেরে প্রশিষ্য সেই সব সহস্রকৃতের নাম কৃষ্ণ তাহা করে ।

১ । সখি(কৃত, ২ । ঊর্দ্ধবাহু, ৩ । ঊর্দ্ধবাহুক তাহাকৃত, ৪ । বিষ্ণুকৃত, ৫ । কৃষ্ণকৃত ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ৭ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ৮ । কৃষ্ণিরিকৃত, ৯ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ১০ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ১১ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত ১২ । কৃষ্ণিরি তাহাকৃত, ১৩ । নারায়ণকৃত, ১৪ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ১৫ । নারায়ণকৃত, ১৬ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ১৭ । কৃষ্ণকৃত ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ১৮ । কৃষ্ণকৃত, ১৯ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২০ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২১ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২২ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৩ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৪ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৫ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৬ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৭ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৮ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ২৯ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ৩০ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত, ৩১ । ঊর্দ্ধবাহুকৃত,

মৎস্যকুণ্ডং মুণ্ডকুণ্ডং গুল্মকুণ্ডং চ ভীষণম্ ।
লোমকুণ্ডং মজ্জাকুণ্ডং মাংসকুণ্ডং ভয়ানকম্ ॥ ১৪
[illegible]
বজ্রপাতাখ্যকুণ্ডং চ তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ডকম্ ॥ ১৫
লালাকুণ্ডং মসীকুণ্ডং চূর্ণকুণ্ডং সুদারুণম্ ।
চক্রকুণ্ডং বক্রকুণ্ডং কূর্মকুণ্ডং মহোল্বণম্ ॥ ১৬
জ্বালাকুণ্ডং ভস্মকুণ্ডং পূতিকুণ্ডং চ সুন্দরি ।
তপ্তসূর্মিমসিপত্রং ক্ষুরধারং সূচীমুখম্ ॥ ১৭
গোধামুখং নক্রমুখং গজদংশং চ গোমুখম্ ।
কুম্ভীপাকং কালসূত্রমবটোদমরুন্তুদম্ ॥ ১৮
পাংশুভোজং পাশবেষ্টং শূলপ্রোতং প্রকম্পনম্ ।
উল্কামুখমন্ধকূপং বেধনং দণ্ডতাড়নম্ ॥ ১৯
জালবন্ধং দেহচূর্ণং দলনং শোষণং কষম্ ।
সর্পজ্বালামুখং জিহ্মং ধূমান্ধং নাগবেষ্টনম্ ॥ ২০
কুণ্ডান্যেতানি সাবিত্রি পাপিনাং ক্লেশদানি চ ।
নিযুক্তৈঃ কিঙ্করগণৈ রক্ষিতানি চ সন্ততম্ ॥ ২১

দণ্ডহস্তৈঃ শূলহস্তৈঃ পাশহস্তৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ।
শক্তিহস্তৈর্গদাহস্তৈর্মদমত্তৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ২২
তমোযুক্তৈর্নির্দয়ৈশ্চ নির্দয়ৈঃ কৃপাহীনকৈঃ ।
[illegible] ॥ ২৩
যোগযুক্তৈঃ সিদ্ধযোগৈর্নানারূপধরৈঃ পরৈঃ ।
আসন্নমৃত্যুভিঃ পাপিভির্দৃশ্যৈর্নান্যৈশ্চ ভাবিনি ॥ ২৪
স্বধর্মনিরতৈঃ শৈবৈঃ শাক্তৈঃ সৌরৈশ্চ গাণপৈঃ ।
অদৃষ্টৈঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ সিদ্ধযোগিভিরেব চ ॥ ২৫
স্বধর্মনিরতৈর্বাপি বিরক্তৈর্বা স্বতন্ত্রকৈঃ ।
বলবদ্ভিশ্চ নির্ভীকৈর্বৈষ্ণবৈঃ স্বপ্নগোচরৈঃ ॥ ২৬
এতত্তে কথিতং সাধ্বি কুণ্ডসংখ্যানিরূপণম্ ।
যেষাং নিবাসো যৎ কুণ্ডে নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যমসাবিত্রীসংবাদে নরককুণ্ডসংখ্যানং নামোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

তপ্তসূর্মি (লোহার তপ্তমূর্তি), ৫৮। অসিপত্র, ৫৯। ক্ষুরধার, ৬০। সূচীমুখ, ৬১। গোধামুখ, ৬২। নক্রমুখ, ৬৩। গজদংশ, ৬৪। গোমুখ, ৬৫। কুম্ভীপাক, ৬৬। কালসূত্র, ৬৭। অবটোদ, ৬৮। অরুন্তুদ, ৬৯। পাংশুভোজ, ৭০। পাশবেষ্ট, ৭১। শূলপ্রোত, ৭২। প্রকম্পন, ৭৩। উল্কামুখ, ৭৪। অন্ধকূপ, ৭৫। বেধন, ৭৬। দণ্ডতাড়ন, ৭৭। জালবদ্ধ, ৭৮। দেহচূর্ণ, ৭৯। দলন, ৮০। শোষণ, ৮১। কষ, ৮২। সর্পমুখ, ৮৩। জ্বালামুখ, ৮৪। জিহ্ম, ৮৫। ধূমান্ধ; ৮৬। নাগবেষ্টন—সাবিত্রি। এই ছিয়াশিটি কুণ্ড পাপিগণের ভোগস্থান। যম কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যম-কিঙ্করগণ সর্বদা এই সব কুণ্ডের রক্ষা করিতেছে। ৭-২১

সেই সব যমকিঙ্করদের হাতে কেহ কেহ দণ্ডধর, শূলধর, পাশধর, ভীষণ শক্তিধর ও গদাধর এবং সকলেই মদমত্ত ও দারুণ ছিল। ২২

তাহারা সকলে মদোন্মত্ত, তামসিক, নির্দয়, দুর্নিবার্য, তেজস্বী ও নির্ভীক এবং উহাদের চক্ষু তাম্রবর্ণ। ২৩

এই যম-কিঙ্করগণ যোগযুক্ত, সিদ্ধযোগ, নানা রূপধারী এবং আসন্নমৃত্যু পাপী লোক ব্যতীত অন্য কেহ উহাদিগকে দেখিতে পায় না। ২৪

কিন্তু স্বধর্মনিরত শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যগণ এবং পুণ্যকর্মকারী সিদ্ধযোগী পুরুষগণ উহাদিগকে দেখিতে পান না। ২৫

স্বধর্মনিরত বা স্বধর্মহীন, স্বতন্ত্র ও বলবান্ এবং নির্ভীক বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও উহাদিগকে দেখিতে পান না। ২৬

সাধ্বি সাবিত্রি! এই আমি তোমাকে নরককুণ্ড সকল বিষয় বলিলাম। এখন যে সব পাপিগণ যে যে নরককুণ্ডে গমন করে, সেই সকল তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে সাবিত্রী উপাখ্যানে যম-সাবিত্রী সংবাদবিষয়ক নরককুণ্ডসংখ্যানামক ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

त्रिंशोऽध्यायः ।

[पालिभाषा छेदानुसारेण नरकस्वरूपवर्णनम्]

यम उवाच ।

यश्चिरेणाप्यकः क्रुद्धो योगी त्रिद्धो व्रती यतिः
कृपणो ब्रह्मचारी च न याति नरकं यतिः । १

कूटसाक्षी वाक्यघ्नश्च पक्षपाती च यो नरः
यमान् कदाचि यमयान् यमिनस्तु प्रयाति सः । २

गर्भस्रावप्रयोगश्च यश्च स्त्रियाः प्रघातने
गवयोनिमवाप्नोति रौद्रे नरकवह्निनि । ३

आक्रम्य दूषितः कृत्वा प्रेषणः पुरुषाधमम् ।
न लोकयति यो दुष्टस्तदपुत्रः प्रयाति सः । ४

यश्च लोकप्रसादार्थः स्त्रियो यश्च न हन्यिरः
तदपुत्रत्वं यान्तीह पक्षी च मनुजस्तथा ।५

ब्रह्मिष्ठाश्च ब्रह्मिष्ठाश्च ब्रह्मिष्ठाश्च ब्राह्मणाश्चरे
यश्चाप्यं कामयेद्योगः कदाचि यो वि मानवः । ६

न याति नरकं तस्मात् सूत्रमानाद्यवेव च ।

न ब्रह्मेद् ब्रह्मकर्मी योगिनः सदृशस्तु तस्य ते । ७

यमयां यमयाश्च या ब्रह्मयाश्चि यदेव् यः ।
यश्चिरं नरकान्ति विद्युद्युक्त प्रयाति सः । ८

यश्चिरं नरकान्ति स्त्रिद्योगी यश्च स्त्रिद्योगी ।
यश्चिरं नरकान्ति विद्युद्यस्मिन् पूर्वदि । ९

नरकोत्तरकाले च ब्रह्मारः सः करोति च
उत्पत्तेरेवैवलोके मूकदुष्टः प्रयाति सः । १०

अपरेषुमानवर्षं च ब्रह्मारो यश्च स्त्रिद्योगी ।
ब्रह्मचर्ये योगिका तैव न यश्चेव मनुष्यतः ।११

ब्रह्म सেই ব্রহ্মচর্য্যে দুঃখ ভোগ করে। তারপর সেই ব্রহ্ম পক্ষী হয়। ৩

ব্রহ্মিষ্ঠার, ব্রহ্মিষ্ঠাকারি, ব্রহ্মিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণীদের যে মানব অন্য স্ত্রীর সংযোগ করে, সেই মানব ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত নরকে গৃহপরিত্যাগ করার মানব ব্রহ্মযুক্ত নরকে যমের ব্রহ্ম অবস্থান করে এবং তারপর সে ব্রাহ্মণযোনি লাভ করে ব্রহ্মক হয়। ৮-৭

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্মবিদি ব্রহ্মণ করে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণযোনি ব্রহ্মদের ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মণ করে। ৮

সেই ব্রহ্মবিদ্যাবিহারকারী ব্যক্তি বিদ্যুদ্যোনি (বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট, যম)-কারী হইয়া সেই বিদ্যুদ্যুক্ত ব্রাহ্মণযোনি ব্রহ্মদের ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মণ করে। তারপর সে দুষ্কৃতে আসিয়া ব্রাহ্মণযোনি ব্রহ্মদের যে পুরুষরূপ বিদ্যুৎ সৃষ্টি হইয়া ব্রহ্মক। ৯

যে ব্যক্তি ব্রহ্মদের ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মণ ব্রহ্ম করে এবং বৈদ্যুতযোনি ব্রহ্মণ (ব্রাহ্মণিদের উদ্দেশে ব্রহ্মদের উদ্দেশ) করে, সেই দুষ্কৃত মানব ব্রহ্মক ব্রহ্ম করিয়া ব্রহ্মক। ১০

ব্রহ্মক যে ব্রহ্মযোনিবিশিষ্ট ব্রহ্মযোনি দুঃখভোগী হইয়া অবস্থান করে। পরে এই ব্রহ্মযোনি ব্রাহ্মণযোনি লাভ করে যোনিযা (যোনাস) হয়। ১১

একাকী মিষ্টমশ্নাতি ক্ষেত্রেঽপ্যপাতি নঃ
পূর্ণবর্ষশতঞ্চৈব অন্ধকূপে স তিষ্ঠতি ॥ ১১
পূর্ণবর্ষশতঞ্চৈব নঃ ক্ষেত্রা তাড়য়ে ভবেৎ।
ক্ষেত্র-সূত্র-শতঞ্চৈব পুনঃ শুদ্ধো ভবেৎ শুচিঃ ॥ ১২
পিতরং মাতরঞ্চৈব গুরুং ভার্য্যাং সুতং সুতাম্।
যো ন পুষ্ণাতি নরকে পততে ব্যাধি নঃ ॥ ১৩
পূর্ণবর্ষশতঞ্চ অন্ধকূপে স তিষ্ঠতি।
ততো তাহমুজ্যত্বানি সপ্তবর্ষং ভবেৎ শুচিঃ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বাতিথিং বক্রচক্ষুঃ করোতি যো হি মানবঃ।
পিতৃদেবাস্তস্য জলং ন গৃহ্ণন্তি চ পাপিনঃ ॥ ১৫
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
ইহৈব লভতে চাত্তে দৃষ্টিকাম্যশাৎ মানবঃ ॥ ১৬
পূর্ণবর্ষশতঞ্চৈব অন্ধকূপে স তিষ্ঠতি।
ততো নরো ভবেৎ সূতঃ পণ্ডিতঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮
শুধাং উপায় বিপ্রায় চাশ্নন্নৈ দোষতে যদি।
ন তিষ্ঠতি বন্দ্যপুত্রে অন্ধকূপে শতবৎসরম্ ॥ ১৯
ততো ভবেৎ স চাণ্ডালস্ত্রিজন্মনি ততঃ শুচিঃ।
কৃকলাসো ভবেৎ যোহপি তাড়য়ে সপ্তজন্মসু।
ততো ভবেৎ নরকে প্রতিগ্রাহদ্ভবেৎ চ ॥ ২০
পুরুষং কামিনী যানি কামিনীঃ বা পুমানপি।
যঃ শুদ্রঃ শাপয়েৎ তপ্তকুণ্ডঃ ব্যাধি নঃ ॥ ২১
পূর্ণবর্ষশতঞ্চৈব অন্ধকূপে স তিষ্ঠতি
যোনিকৃমিঃ শতঃ যাবৎ ভবেৎ দুষ্টি ততঃ শুচিঃ ॥ ২২
সন্ধ্যাং চ শুক্রং বিপ্রঃ অকৃণাবক করোতি।
স চ তিষ্ঠত্যন্ধকূপে অন্ধকূপে শতবৎসরম্ ॥ ২৩
ততো ভবেৎ পাতকী সপ্তজন্মসু তাড়য়ে।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ জন্মনি চ ॥ ২৪

যে ব্যক্তি সৎ ব্যঞ্জন দ্বারা থাকিয়া একাকী মিষ্ট ভোজন করে, সেই ব্যক্তি ক্ষেত্রপুরীষাদি নরকে বাস করে এবং তথায় পূর্ণ শতবৎসরকাল ক্লেশ ভোগ করে অবস্থান করে ॥ ১২

তাহার পর সেই ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট একশতবৎসর ক্লেশ হইয়া থাকে এবং ক্ষেত্র, সূত্র ও বিষ এবং পূর্ণ ভোজন করে, তাহাতে শুদ্ধ হয় ॥ ১৩

পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যাকে এবং অনাথকে যে ব্যক্তি ভরণ-পোষণ করে না, সে অন্ধকূপে বাস করিয়া থাকে ॥ ১৪

তথায় সে পূর্ণ শতবৎসর বর (বিষ)-ভোজী হইয়া অবস্থান করে এবং তাহার পর সপ্তজন্ম দুঃখভোগী থাকিয়া তাহার পর শুদ্ধ হয় ॥ ১৫

যে মানুষ অতিথি দেখিয়া বক্র দৃষ্টি করে, পিতৃদেবগণ সেই পাপী মানুষের তর্পণ জল গ্রহণ করেন না ॥ ১৬

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সমস্ত পাপ আছে, এ জন্মেই সেই ব্যক্তি সে সমস্ত পাপভাগী হয় এবং অন্তে দৃষ্টিকামুক বাস করে ॥ ১৭

তথায় পূর্ণ একশত বৎসর পর্যন্ত দুঃখিত ভোগ করিয়া অবস্থান করে। তাহার পর সে পৃথিবীতে মানুষ হয় এবং সাত জন্ম পর্যন্ত পণ্ডিত হয় ॥ ১৮

ব্রাহ্মণকে ভোজন দ্রব্য দান করিয়া সেই দ্রব্য যদি পুনরায় স্বয় অপহরণ দেখা হয়, তবে সেই ব্যক্তি বন্দ্যপুত্রে থাকিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করে ॥ ১৯

অনন্তর সে তিন জন্ম চাণ্ডাল হয় এবং তাহার পর তাহার সাত জন্ম কৃকলাস হয়। অনন্তর পতিত হয় এবং গতিত ও শুদ্ধ মানব হয় ॥ ২০

যে কোনও কামিনী যদি কোনও পুরুষকে অথবা কোনও পুরুষ যদি কোনও কামিনীকে শুদ্র শাপ করায়, তবে সে তপ্তকুণ্ডে বাস করে ॥ ২১

তথায় সে পূর্ণ শতবৎসর যাবৎ অন্ধকারে হইয়া অবস্থান করে এবং তাহার পর পৃথিবীতে শতবৎসর কৃমি-যোনি হইয়া থাকে। অনন্তর সে শুদ্ধ হয় ॥ ২২

যে ব্যক্তি সন্ধ্যা ও ব্রাহ্মণ আচার করিয়া ব্রহ্মণ্য করে, সেই ব্যক্তি অন্ধকূপে শতবৎসর অবস্থান করিয়া থাকে এবং শতবৎসর থাকিয়া তথায় সেই স্থান ভোজন করে ॥ ২৩

তাহার পর তাহার সাত জন্ম পাতকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর মানব জন্মে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ২৪

অজ্ঞ প্রাজ্ঞঃ যাবন্তঃ ভক্তঃ দৃষ্ট্বা চ পক্ষমন্ত
শ্রীকৃষ্ণলালাঃ ধীরে ধৈর্যোণ হি যো নরঃ। ১৪
স ভবেদ্ভক্তকূতে চ ভক্তোজী পক্ষমন্তম্।
ভক্তো ভবেদ্ন চ চাণ্ডালো দ্বিজশ্চাপি ভক্তঃ শুচিঃ ১৫
ভবেদ্যি খলঃ সর্বভক্তভক্তপরো নরঃ।
কৃত্বা মাহমলাদ্যাস্ত ন চ যাতি দশাদ্বয়ম্। ১৬
ভক্তঃ স মার্দবী যোনিমবাপ্নোতি দ্বিজশ্চাপি।
দ্বিজশ্চাপি চ শার্দূলীং ভক্তঃ ভক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্। ১৭
যদিবা যো ভক্তভোজং নিন্দত্যেব হি মানবঃ
স ভবেৎ তদ্বিষ্ঠাভুক্তে ভক্তোজী পক্ষমন্তম্। ১৮
ভক্তো ভবেদ্ন যদিবো দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মস্বজন্মঃ ভক্তঃ শুচিঃ স্যাদ্ধ্রুবম্। ১৯
লোভাৎ স্বপালনার্থায় জীবিনঃ যদি যো নরঃ।

মজ্জাভুক্তে ভবেৎ সোঽপি ভক্তোজী পক্ষমন্তম্। ২০
ভক্তো ভবেদ্ন স খলঃ সর্বভক্তভক্তঃ
এবাবশ্যং তদ্বিষ্ঠাভুক্তঃ শুচিঃ স্যাদ্ধ্রুবম্। ২১
স্বভক্তাপালনং কৃত্বা দ্বিজৌষাদি যো নরঃ।
অর্ধলোভাদ্বরাদ্বৃত্বা মাংসভুক্তঃ প্রজায়তে স্ম। ৯৩
ভক্তালোমপ্রমাণাঃ বৈ ভক্তোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ভক্তভুক্তে প্রজায়ন্তে ভবেদ্যি ব্যক্তিভক্তঃ। ৯৪
মাংসেতাঃ নুর্তি কৃত্বা রক্তপায়াং শিরেৎ ক্ষুরা।
ভক্তো হি তাদৃশে পাপী ভক্তবিষ্ঠে ভুক্তবিষ্ঠবেৎ। ৯৫
যদি বর্ষসহস্রেণাপি যাবন্তঃ সপ্তজন্মসু
দ্বিজশ্চাপি ভবাদ্যন্তঃ ভুক্তঃ সপ্তজন্মসু। ৯৬
সপ্তজন্মসু ভুক্তো ভবেদ্যি সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মসু ভাবন্তঃ ভক্তঃ শুচিঃ স্যাদ্ধ্রুবম্। ৯৭

শ্রীকৃষ্ণলীলাকথোদ্ভব স্থানে ভক্তবর্ণকারী ও সমুদ্ভবস্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলা বা শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনকারী ভক্তকে দেখিয়া যে মানব হাস্য করে, সেই মানব অজ্ঞ-ভোজী হইয়া পক্ষসহস্র মানব অজ্ঞমূত্র পান করিয়া থাকে। অনন্তর সে তির্যক যোনিতে জন্ম এবং তাহার পর শূকর যোনি লাভ করে। ১৪-১৬

যে মানব অজ্ঞভক্তদের যাহাদের নিন্দা করে, সেই মানব যাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাহার দশ জন্মের যাপন করে। ১৭

তাহার পর সে তির্যক যোনি হইতে এবং তাহার পর তির্যক যোনি পুনরায় হয়। অনন্তর সে অজ্ঞাতী যোনি লাভ করে। ১৮

যে মানব ধর্মিষ্ঠকে (ভাল ব্যক্তিকে) দেখিয়া হাস্য করে এবং নিন্দা করে, সেই মানব কর্মভক্তাতী হইয়া সহস্রবৎসরকাল কর্মবিষ্ঠামূত্র পান করে। ১৯

তাহার পর সে নীচ জন্মে জন্মিত এবং দরিদ্র হয়। তাহার পর নীচ জন্ম সে অজন্মীন হয়, অনন্তর সে মুক্তি লাভ করে। ৯০

যে মানব মাংসভোজনের লোভবশতঃ নিজের লোভনের জন্য কেবল প্রাণীবধ করে, সেই মানব পক্ষসহস্রকল্প মজ্জামূত্র ভক্ষণকারী হইয়া বাস করিয়া থাকে। ৯১

তাহার পর প্রাণীবিশেষ, অর্থাৎ মাংসভক্ষক ও

লোভ—এই অর্থের জন্য যে নীচ কর্ম করে (৯৪শ্লোক), নীচ তার নরক এবং নীচ জন্ম লাভ করিয়া তাহাকে (অর্থাৎ এই সব প্রাণী হয় এমন ইতরাদিকে হত্যা করিয়া অথবা তাহার মাংস ভোজন করে; কারণ, 'মাংস' শব্দের অর্থ হইল—"মাং—আমাকে, সঃ—সে, অত্তি—ভোজন করে"।) তাহার পর সে শূকর নীচ লাভ করিয়া থাকে। ৯২

যে অসাধু মানব নিজের ভরণের পালন করিয়া অর্থ লোভবশতঃ বিক্রয় করে, সেই মানব মজ্জাভুক্তে জন্ম করে। ৯৩

সেই মানব কন্যার যাবতীয় লোমপরিমিত সংখ্যক মাংসভোজী হইয়া সেই মাংসভুক্তে বাস করে। আর কুকুরের মাংসক যতগুলির প্রাণ হরিয়াছে ততগুলি জন্ম লাভ করে। ৯৪

তাহার পর সে মজ্জাক মাংসভোজনকারী হয় এবং সেই মাংস হইতে অর্জিত ভক্ষণীয় মূত্রপানীয় পান করে। তাহার পর সেই পাপী তাহার অর্থ কন্যার ভিন্ন ভাই-বোনের মলের কৃমি হইয়া থাকে। অনন্তর নীচ জন্ম লাভ করিয়া, ভিন্ন জন্ম লইয়া এবং নীচ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ৯৫-৯৬

তাহার পর নীচ মনুষ্য (নীচ) নীচ জন্ম লাভ করিয়া (মোক্ষ) এবং নীচ জন্ম লাভ হয়। অনন্তর সে মুক্তিপ্রাপ্ত অধিকার করিয়া থাকে। ৯৭

[illegible] ॥
ন করোতি [illegible] ॥ ২৮
স চ তিষ্ঠতি [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] যো [illegible] ।
স তিষ্ঠতি [illegible] ॥ ৩০
[illegible] যোনিঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] যো [illegible] তৈব [illegible] চ ।
স তিষ্ঠতি [illegible] ॥ ৩২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible] ।
[illegible] চ [illegible] স তিষ্ঠতি ॥ ৩৪

[illegible] যো [illegible] চ
[illegible] ন চ তিষ্ঠতি [illegible] ॥ ৩৫
ন [illegible] যোনিঃ [illegible] চ [illegible]
[illegible] ॥ ৩৬
যো হি [illegible]
[illegible] চ তিষ্ঠতি ॥ ৩৭
[illegible] চ ।
ন চ [illegible] তিষ্ঠতি [illegible] ॥ ৩৮
[illegible]
[illegible] চ [illegible] ॥ ৩৯
[illegible] বা [illegible] ।
[illegible] তিষ্ঠতি ॥ ৪০
[illegible] চ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪১

যে ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] অর্থাৎ এই সব [illegible] না, সেই ব্যক্তি [illegible] থাকে । ২৮

[illegible] । সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া [illegible] এবং [illegible] হয় । ২৯

যে ব্যক্তি [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকে । ৩০

তাহার পর [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] এবং [illegible] হয় । [illegible] যে [illegible] করে । ৩১

যে ব্যক্তি [illegible] না করে, সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকে । ৩২

[illegible] হয় । তাহার পরে যে [illegible] করে । ৩৩

যে [illegible] হয়, সেই [illegible] করে । ৩৪

[illegible] ([illegible]) [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] করে, সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকে । ৩৫

তাহার পর যে [illegible] এবং [illegible] হয় । তাহার পর [illegible] করে । ৩৬

যে ব্যক্তি [illegible] করে, যে [illegible] করিয়া থাকে । ৩৭

যে [illegible] করে, সেই [illegible] করে । ৩৮

তাহার পর সেই [illegible] এবং [illegible] করে । [illegible] যে [illegible] করিয়া থাকে । ৩৯

[illegible] ([illegible]) যে [illegible] করে, সেই [illegible] করে । ৪০

[illegible] সেই [illegible]

হিংসে জীবঃ যদি নির্দোষো যো হি পাচকঃ।
বিষ্ণুক্তে চ ভক্ষ্যেতি সর্বভক্ষক ইরিতি ॥ ৩১
ভক্ষ্যা ভবেদ্‌ব্রাহ্মণী চ ক্ষত্রী চ মনুরব্রবীৎ
মনুরব্রবীদ্ বৃষ্টে চ তত্র তাভ্যো ভবেদ্ ঋষিঃ ॥ ৩০
যজ্ঞেন যাজ্যেদ্ যো হি বৃষল বৃষবাহকঃ
বৃষবাহো যজমানো বা পুরুষেণে চ তাবুভৌ
প্রেতস্তত্রৈবজন্তুতে চ স বিষ্ঠায় কৃমির্ভবেৎ।
যথা লোমপ্রমাণাগ্রাঃ মৃত্যো ভবতি তৎপশুঃ ॥ ৩৪
তথেব ইতি জীবঃ যো লৌহেন যজিতেন বা
তদ্ভুক্তে ভবেৎ লোহপি সর্বাত্মনা ভূক্তঃ ইতি ॥ ৩৬
তত্র ঘাতোনিঃ সংপ্রাপ্য চোরব্যাধিসংযুক্ত
তথৈবেতেন ক্লেশেন তত্র তাভ্যো ভবেৎ ঋষিঃ ॥ ৩৭
যো ভুঙ্‌ক্তে চ বৃষবাহঃ সংভক্ষকো চ স ত্রয়ঃ।
সর্বেষামেব ভোক্তা চ কৃমিভূতঃ প্রজায়তে ॥ ৩৮

তথোপবাসনবধৈ ভক্ষকো যত্র বিষ্ঠিতি
তত্রঃ ভবেদ্‌ব্রাহ্মণাদিত্রিতয়মি তত্রো দ্বিজঃ ॥ ৩৯
ব্রাহ্মণঃ পূরবাহী চ পূরভুক্ ব্রাহ্মণাধমঃ।
পূরাণাং পবনাশী চ পূরভুক্ ব্রহ্মহা ঋষিঃ ॥ ৪০
যাবল্লোমপ্রমাণাগ্রাঃ যবমানস্য পুরুষে।
তাবিত্যা যমদূতেন ভক্ষকো যত্র বিষ্ঠিতি ॥ ৪১
তত্রো ভারতমাত্রো ন মৃত্যুঃ সংভবেন্নরঃ।
যথামূলী ভবিত্রস্য তত্রঃ তত্র পুনর্দ্বিজঃ ॥ ৪২
কৃতঘ্নাধমভক্ষ্যাঃ সর্পাঃ ভবন্তি চ যো নরঃ।
যাবল্লোমপ্রমাণাগ্রাঃ সর্পভূতাঃ প্রজায়ন্তি তং ॥ ৪৩
সর্পেণ ভক্ষিতঃ যোঽপি যমদূতেন তাড়িতঃ।
যমেন সর্ববিত্তভোক্তা তত্রঃ সর্পো ভবেদ্ ঋষিঃ ॥ ৪৪
তত্রো ভারতমানবৈস্তাবদ্ভূর্ভক্ষকাদৃতঃ।
মহাক্লেশেন তদ্‌ভুক্তে সর্পো ভক্ষিতো ঋষিঃ ॥ ৪৫

হয় (অথবা ঐশ্বরের কথা বলিলে ভুলিতে পারে অর্থাৎ বলিতে হয়)। তাহার পর সে ভক্ষিণাক করিয়া থাকে ॥৩৯

যে পাচক (অথবা) মানব জিহ্বার স্বাদ জিহ্বার জীবন নষ্ট করে অর্থাৎ আস্বাদন করে, সেই পাচক বিষ্ণুকে নিবেদনকারী হইয়া সহজ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া থাকে ॥৩০

তাহার পর সে নরযোনী ও ঋষী হয় এবং তাহার পর সে নাম মাত্র ব্রাহ্মণাদিজাতি হয়, তাহার উল্লিখিত করে ॥ ৩১

যে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি পূরুষের ভারবাহী হয় কিংবা বৃষভারা বৃষল বহনাদি করে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের তত্ত্ব ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করে এবং তাহার পর ঘোষণের ঘোষণাদিকে সমস্তজন্ম যাবৎ কৃমি হইয়া থাকে ॥৩৪-৩৫

মৃত্যু। যে ব্যক্তি যজ্ঞের প্রাণীকে বলপূর্বক, লোহদ্বারা কিংবা যষ্টির (লাঠির) দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করে, সেই ব্যক্তি বহুত সমস্তজন্ম লোহকৃমি হইয়া থাকে ॥ ৩৬

তাহার পর অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মানুষ ঐরূপের ক্লেশে আক্রান্ত হয় এবং ঐরূপের এক জন্ম ক্লেশভোগ করিয়া অন্তরে ঋষিত্ব লাভ করে ॥৩৭

অন্নভোজী যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণলবণে ভোজন করে এবং ঐরূপের অন্নাদির ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ কৃমিভূত জন্ম করিয়া থাকে ॥৩৮

উপবাস সেই ব্রাহ্মণ দ্বিজের ক্ষেত্রোপবাসাদিতে বধের কৃমিভোজী হইয়া অবস্থান করে। তাহার পর তিন জন ক্ষেত্রব্রাহ্মণের জন্মগ্রহণ করে এবং ঋষিত্বে জন্মগ্রহণ হয় ॥৩৯

যে ব্রাহ্মণ পূরবাহক, পূরভোজী এবং পূরভোজীর পরিবার পালন করে, সেই ব্রাহ্মণ অবশেষে পূরভুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৪০

মৃত্যুর। সেই ব্রাহ্মণ পূরবহনের যেরূপ লোমপরিমাণ বলের কাল যমদূতের দ্বারা পরাধীন প্রাপ্ত হইয়া পূরভোজন করত তথায় অবস্থান করে ॥ ৪১

তাহার পর সে ভারতে আসিয়া মাত্র কাল মৃত হয়, মহাপুরুষরূপে আক্রান্ত হয় ও নষ্ট হয়। তাহার পর ঋষি হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৪২

যে মানব মহাপাপ ঐকৃতঘ্নাদিযুক্ত সর্পের ভক্ষ্য হয়, সেই মানব নিজ লোমসংখ্যাপরিমিত বৎসর কাল সর্পভূতে যাইয়া থাকে ॥ ৪৩

তাহার সেই মানব সর্পকর্তৃক ভক্ষিত ও যমদূতদ্বারা পরাধীন হইয়া সর্পযোনী ভোজন করত সেই সর্পভূতে থাকে এবং তাহার পর সে আবার সর্প হইয়া অবস্থান করে ॥ ৪৪

তাহার পর সে ভারত ও মহাযোনিতে মানব হয় এবং সর্পের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া মহাকষ্টে নিশ্চিন্ত মৃত্যু লাভ করে ॥ ৪৫

বিধিং প্রবক্ষ্যে তীর্থানাং ক্ষুদ্রতক্ষুদ্র ভক্তি যঃ।
স যমেরমন্দিরে ঘোরে ন কদাচিদ্ গমিষ্যতি। ১৬
বিধায়াদৌ ক্ষিতিস্তোয়াকাশস্য প্রণবং।
বহ্নেশ্চাধিষ্ঠিতং বন্দুভূতেন তাড়িতং। ৬৭
ততো ভবেৎ ক্ষুদ্রজন্তুর্ভক্তিস্থ মানবো যুবা।
ততো ভবেদ্বায়বস্থ সোঽপ্যধীনস্তঃ শুচিঃ। ৬৮
যো ক্ষুদ্রা মনু মুদ্রাভি র্যদা চ মনুভক্তিতঃ
স এব যমলে ক্ষুদ্রে তীর্থিদানাশ্রমঃ ভবেৎ। ৬৯
ভক্তিতো যস্তৈদ্বেতো বন্দুভূতেন তাড়িতঃ।
ততো বি ভক্তিভাক্তিস্থঃ ততো ভবেদ্যুবা। ৭০
ততঃ ভবোদ্যাবস্থঃ চ বিপ্রবক্তঃ ভবেদ্যি চ।
ন ক্ষুদ্রঃ পঞ্চভূতাত্মা তীর্থানাং প্রভবেদ্যি চ। ৭১

বহ্নেশ্চাধিষ্ঠিতং ভক্ত্যা ততো ভবেদ্যুবা। ৭২
অর্ধলোকেন যো ক্ষুদ্রঃ প্রণবাদ্যঃ ভবেদ্যি চ
বৃষ্টিকারাক মুদ্রেণ অন্নাদ্যঃ যমেশ্বরম্। ৭৩
ততো বৃষ্টিভক্তিস্থ সন্তরন্ত্যু ভাবতে।
ততো ভবেদ্যুবা সাধিষ্ণুকো ভবেদ্যুবম্। ৭৪
ব্রাহ্মণঃ সন্ত্রয়াত্মা যো ক্ষুদ্রেণার ভাবতো ভবেৎ।
সন্ত্রাধীনস্ত মুক্তঃ ক্ষিতিক্রিয়ীনকঃ। ৭৫
ন ক্ষিতিং ঘলোকাক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষিপ্ত পরাদিপু
বিদ্ধঃ পরাদিভিঃ শক্তস্তঃ ততো ভবেদ্যুবঃ। ৭৬
তারাকারে নাক্ষকারে বিস্তারি প্রভাস্ত যঃ।
প্রবক্তঃ পঞ্চভূতেশ সোমক্ষুদ্র প্রয়াতি যঃ। ৭৭

যে মানব অন্তরে ক্ষুদ্রমন্ত্র স্মরণ রাখিয়া এবং ক্ষুদ্রমন্ত্রকে বাহ্য ভাগ করিয়া ক্ষুদ্র অন্তর্বিধানে যজন করে, সেই মানুষ এই ক্ষুদ্রমন্ত্রপরিমিত সময় মাত্র নরক (অন্তর্বিধান—১'ম)-মধ্যস্থলে বাস করিয়া থাকে। ৬৬

সেই মানুষের বিনাশের অবাধার থাকিবে না, যম-কিঙ্করগণ তাহাকে ভক্ষণ করে এবং সে ভস্ম আকাশে করিতে থাকে। মনুষ্য তাহার হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া যমের ও প্রহার করে। ৬৭

তাহার পর সে যত ক্ষুদ্রজন্তু হয় করিয়াছিল, তত পরিমাণ ক্ষুদ্রজন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার সে অন্তর্ধান মানব হয়, পরে শুচি নাম হয়। ৬৮

যে মনু (মূর্খ) মানুষ মনুমন্ত্রিকাবন্ধকে (মৌনাদি-বিধিতে) মন করিয়া মনু আহরণ করে, সেই মানুষ বিনত তীর্থস্থানপরিমিত সময় পাপমধ্যে বাস করে। ৬৯

সে ভক্তির পরম ভোজন করত পরমে যত হইতে থাকে আর মনুষ্য তাহাকে প্রহার করে। তাহার পর

ক্ষুদ্রজন্তু পাঁচ প্রকার যথা—"ক্ষুদ্র অন্তর্ধানিঃ জাত (১) মহাভোজনির্দেশঃ (২) মনু যোগপরিমাণস্য ভক্তিমাত্রেণ পাত্রকম্। (৩) অন্তর্ধানিঃ ক্ষুদ্রজন্তু (৪)-র্মূলাবধিঃ (৫) ভবেদ্যি।" যোগপরিমাণ—"পরে যথেষ্ট ক্ষুদ্রমন্ত্রকে যম ভিন্নিবার্ধিয়াঃ। যোগপরিমাণ তার কৃষ্ণির প্রবর্তি মহীবিদ্য।"

যে ব্যক্তি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ভস্মের ভক্ত হইয়া মানব হয়। ৭০

যে ব্যক্তি অন্তর্ধানীর মানুষকে যজমান করে এবং ব্রাহ্মণকে যজমান করে, সেই ব্যক্তি পঞ্চভূত জীবদেহ ক্ষুদ্রে যজন করিয়া থাকে। ৭১

যে চাতুরক্ত মানুষের যোগপরিমিত সময় তথায় বিনাশের অবধান করে এবং তাহাদের দ্বারা ভক্তিত হইয়া আকাশে যায়। তাহার পর সে ভক্ত হইয়া মানুষ হয়। ৭২

যে ক্ষুদ্রজি অর্ধলোকের প্রণবাদিমন্ত্রক ৭৩ বার করে, সেই ক্ষুদ্রজি বৃষ্টিমন্ত্রে মাহাত্ম্য প্রণবেরদিমি যোগ-পরিমিত সময় তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। ৭৩

তাহার পর সেই ক্ষুদ্রজন্তু মানবে মাত্র ভক্ত বৃষ্টিভক্ত (বিদ্যা) হয়। তখনে সে অন্তর্ধীন ও সাধিষ্ণুক মানুষ হয়। ৭৪

যে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ সন্ত্রয়াত্মা বোধা হয়, অন্তর্ধ ক্ষুদ্র জপ করে, সন্ত্রাধীন এবং ক্ষিতিক্রিয়ারিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ বিনত যোগপরিমিত সময় পরাদি ক্ষুদ্রাদি-মন্ত্রে অবস্থান করে। তথায় সে পরাদি দ্বারা বদ্ধ বিদ্ধ হইতে থাকে এবং তখনকার পরিত্র হইয়া মানব জন্মলাভ করে। ৭৫-৭৬

যে ব্যক্তি প্রবক্ত হইয়া অন্তরোমের অন্ধকারাচ্ছন্ন তারাকারে প্রভাস্তিকে যজন করিয়া ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি যোগমন্ত্রে যজন করিয়া থাকে। ৭৭

অন্বক্তঃ শক্তোমাক্তঃ মাংসমাত্রা অবস্থায়ম্ ।
ঔদুম্বরাট্টেন কাংস্যেন সমুক্তঃ লোমকূপতঃ ॥ ৭৮
কাংস্যেনিবা অসেক্তব্য শ্রোতোলোমাবরোধে চ ।
অথো অবয়ং প্রজাকূপত্বক্তঃ শুদ্ধো ন্যেতা ভূমি ॥ ৭৯
সন্ধ্যোপাস্তিবিহীনস্তু সন্ধ্যাহীন্ বদ্ধি যঃ সদি ।
সন্ধ্যকর্মসমাধায় সন্ধ্যকুতঃ প্রয়াতি সঃ ॥ ৮০
অথো ব্রহ্মাদিভিস্তিস্ত্র অবেদাদিন্ প্রতম্ ।
শুদ্ধঃ সন্ধ্যোপি শুদ্ধো হি গৃহেষেব সদা শুচি ॥ ৮১
যজ্ঞোপবীতমাত্রস্তু যঃ পশুতি সদস্রিয়াঃ ।
তাবেন ত্রাসুধো যো হি পুনঃসংস্কৃত ন তারতে ॥ ৮২
ন যাসং কাংস্যকূতে চ কাংস্যেন স্নুস্নোদ্ভবঃ
শুদ্ধঃ স্যালোমনাশাস্তু শুদ্ধস্তাবন্ত্রিরুদ্ধি ॥ ৮৩
স্নানিত্বা চ যো মূঢ়ঃ তারতে পুর-বিপ্রয়োঃ ।
স চ সন্ধ্যাসমূতে চ স্যালোমাঘঃ অসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮৪

সেই দুগ্ধ সহিত জলপূর্ণ, অন্তঃস্থানে ও তাহার। এই সেচনকৃত তাঁহাদের কাঁসার আসন আনে ॥ ৭৮

প্রোক্ষণের দ্বারা লোমপরিমিত স্থানের পর্যন্ত তাঁহাদের গায়ে দিয়া ইহার ধারণ করে। তাহার পর প্রজাকূপ হয় এবং পরে শুদ্ধ হইয়া যাগকর্ম লাভ করে ॥ ৭৯

যে ব্যক্তি সন্ধ্যোপাসনাদি হইতে হীনিত থাকে (কুষ্ঠীত) প্রকৃতিকে হয়া করে, সেই ব্যক্তি সন্ধ্যকর্মহীন একটি-পরিমিত স্থানের স্থান সন্ধ্যকৃতে যাইয়া অবস্থান করে ॥ ৮০

তাহার পর সে তিনী প্রকৃতি ব্রহ্মাদ্যার সঙ্গ হইয়া স্নান করে। অনন্তর এইরূপ শুদ্ধ যাহা অবশ্যই শুদ্ধ হইয়া পুনরায় যাগকর্ম হয় ॥ ৮১

যে ব্যক্তি পুরুষ ব্রাহ্মণকর্তা পুণ্যস্থানে এই তারতকর্ম সম্পাদন করে, জ্ঞানী (ব্রহ্মিষ্ঠ), তাহা ও দুগ্ধ দেখিয়া যাবে, সেই ব্যক্তি নিজ দেহের লোম পরিমিত স্থানের যাবৎ তাবৎকাল পর্যন্ত অন্যান্য পুরুষগণের হইয়া তাবৎকূপে স্নান করিয়া থাকে। অনন্তর তিনি শুদ্ধ হয় ॥ ৮২-৮৩

যে মূঢ় মানব তারতকর্ম দেবতা ও ব্রাহ্মণের কর্ম অসম্পন্ন করে, সেই মানব নিজ দেহস্থিত লোমপরিমিত অনন্ত যাবৎ মৃত্যুপিতৃগণের সঙ্গলাভ স্নান করিয়া থাকে ॥ ৮৪

তারিত্বা ধনুষ্কের প্রকারৈঃ দুগ্ধলোমতঃ ।
অনুবিদ্ধ্যোত্তী তত্রৈব তারকাস্ত্রিরুদ্ধি ॥ ৮৫
সন্তরণবিহীনস্তু যাবৎকূপে পাতকী
তারতে কর্মহীনস্তু ন চ কর্মবিদ্ শুচঃ ॥ ৮৬
যো তারতে তারতেরো দৌহত্রৈরস্ত পুত্রকি ।
ন চ লোমপ্রমাণাঘঃ যাবৎকূপঃ প্রয়াতি সঃ ॥ ৮৭
তত্রৈব যাবদ্বিদ্ধ্যোত্তী যাবৈরস্ত দুগ্ধলোমতঃ ।
তারিত্বা ধনুষ্কের শুচঃ শুদ্ধো ভবেদ্ ॥ ৮৮
তারতে দেবতৈরস্ত দেবকর্মাবিহারতঃ
পুনঃকরে যাবৎকূপে যাবলোমাঘঃ অসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮৯
দেবকর্মো হি তত্রৈরনাদারস্ত শুচঃ ।
তারিত্বা ধনুষ্কের শুচঃ শুদ্ধো ভবেদ্ ॥ ৯০
দৌলাদ্যমাত্তারনাত্ত তত্রৈরঃ পুর-বিপ্রয়োঃ ।
তত্রস্থাবাবকূপে চ যাবলোমাঘঃ অসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯১

তাহার ধনুষ্ক কর্তৃক তারিত ও সন্তরণের (যাবনাদী) দ্বারা দুগ্ধলোমের হইয়া সন্তরণকর্মহীন ব্যক্তি তাবৎ কাল পর্যন্ত এবং পরে নিজ কর্ম শুদ্ধ হয় ॥ ৮৬

তারাত পর যার তত্ত্ব বর্তিত, যাহাকূপ এবং পাপকারী হয়। অনন্তর তারতে কর্মহীন হয় এবং পরে কর্মবিদ্ হইয়া অবস্থান করে ॥ ৮৬

পুত্রকি ! যে ব্যক্তি তারতকর্ম তারতের ও দৌহত্রের হয়, সেই ব্যক্তি তাবৎপরিমিত লোমপরিমিত অনন্ত যাবৎকূপে যাইয়া স্নান করে ॥ ৮৭

অনন্ত যাবৎকূপের দ্বারা দুগ্ধলোমের হইয়া যাবৎকূপের ব্যক্তি তাবৎকাল ধনুষ্ক কর্তৃক তারিত হয় এবং তাহার পর শুদ্ধ হইয়া যাগের শুদ্ধ লাভ করে ॥ ৮৮

তারতকর্মে যে ব্যক্তি দেবতার অর্থাৎ দেবকর্মবিহারী দৃষ্টি করে এবং দেবকর্ম অসম্পন্ন করে, সেই ব্যক্তি নিজ দেহস্থিত লোমপরিমিত বর্ষ মৃত্যুর যাবৎকূপে স্নান করিয়া থাকে ॥ ৮৯

সেই যাবৎকূপ শুদ্ধ দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়, অন্যান্যের যে তথায় অবস্থান করে এবং ধনুষ্ক কর্তৃক তারিত হইয়া থাকে। তাহার পর শুদ্ধ হইয়া যাগকর্ম হয় ॥ ৯০

যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের দৌত্য, দান (দুগ্ধাদি) ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি তাবৎ নিজ লোম-পরিমাণ বর্ষের জন্য যাবৎকূপে স্নান করিয়া থাকে ॥ ৯১

তিষ্ঠতি স চ লোহপি [illegible] ।
[illegible] সপ্তকিন্দ কল্পাহস্তে [illegible] ॥ ৯২
ততো ভবতি [illegible] ১ পূর্ব্বে ৫ [illegible] ।
[illegible] ততো ভবেৎ ॥ ৯৩
[illegible] যো বদেৎ [illegible] ।
[illegible] ৫ [illegible] বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৪
ন [illegible] ।
[illegible] ততঃ শুচিঃ ॥ ৯৫
[illegible] যো [illegible]
[illegible] ॥ ৯৬
তাড়িতো যমদূতেন [illegible] তত্র তিষ্ঠতি
[illegible] ততঃ [illegible] ॥ ৯৭
[illegible] যো বিপ্রো [illegible] ভুবি ।
স ৫ [illegible] ॥ ৯৮

তাড়িতো যমদূতেন [illegible] তত্র তিষ্ঠতি ।
[illegible] ততঃ [illegible] ॥ ৯৯
তিষ্ঠতি [illegible]
[illegible] ততো [illegible] ॥ ১০০
[illegible] যো বদেৎ [illegible]
[illegible] ॥ ১০১
[illegible] বাড়িতঃ ।
[illegible] তিষ্ঠতি ॥ ১০২
ততো ভবেৎ [illegible] ভুবি ।
[illegible] ততঃ শুচিঃ ॥ ১০৩
[illegible] যো নরঃ ।
ন [illegible] ॥ ১০৪
[illegible]
[illegible] ততঃ শুচিঃ ॥ ১০৫

তাহার পর সেই ব্যক্তি তিন জন্ম [illegible], পরে তিন জন্ম [illegible], এক জন্ম [illegible] এবং অনন্তর [illegible] হইয়া থাকে ॥ ৯২

তাহার পর সাত জন্ম [illegible] ও [illegible] মানুষ হয়। অনন্তর [illegible] হয় ॥ ৯৩

যে ব্যক্তি [illegible] এবং [illegible] পাপ আচরণ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] কাল [illegible] বাস করিয়া থাকে ॥ ৯৪

অনন্তর সেই ব্যক্তি [illegible] জন্ম [illegible], তাহার পর [illegible] হয় এবং [illegible] হইয়া [illegible] করে ॥ ৯৫

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]), [illegible] এবং [illegible] করে, সেই ব্যক্তি [illegible] বাস করে ॥ ৯৬

সেই ব্যক্তি যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া [illegible] সেই [illegible] বাস করে। তাহার পর [illegible] হয় এবং অনন্তর [illegible] করে ॥ ৯৭

যে ব্রাহ্মণ এই [illegible] ও [illegible] হয়, সেই ব্রাহ্মণ [illegible] যাবৎ [illegible] বাস করিয়া থাকে ॥ ৯৮

সেই ব্রাহ্মণ [illegible] যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া [illegible]

([illegible]) [illegible] করে। [illegible] তাহার পর তিন জন্ম [illegible] হয় ॥ ৯৯

[illegible] তিন জন্ম [illegible] হয়, তাহার পর তিন জন্ম [illegible] হয় এবং অনন্তর [illegible] হয়। [illegible] হইয়া [illegible] জন্ম [illegible] করে ॥ ১০০

যে ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] ([illegible]), [illegible] গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] বাস করিয়া থাকে ॥ ১০১

সেইখানে সে যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া [illegible] বাস করে। তাহার পর সেই পাপী তিন জন্ম [illegible] ও তিন জন্ম [illegible] হয় ॥ ১০২

অনন্তর সে [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] মানুষ [illegible] জন্ম [illegible] করে এবং তাহার পর [illegible] করে ॥ ১০৩

যে মানব [illegible] এবং [illegible] করিয়া [illegible] করে, সেই মানব [illegible] হইয়া [illegible] বাস করিয়া থাকে (এই [illegible] '[illegible]' এবং '[illegible]' এইরূপ [illegible] দেখা যায়। [illegible] 'যে ব্যক্তি [illegible] করিয়া [illegible] করে,' এইরূপ অর্থ হইবে।) ॥ ১০৪

তাহার পর তিন জন্ম [illegible], [illegible] ও [illegible] মানুষ হয়, অনন্তর [illegible] করিয়া থাকে ॥ ১০৫

[illegible] [illegible] । ১০৬
[illegible] ।
[illegible] । ১০৭
[illegible] ।
[illegible] । ১০৮
[illegible]
[illegible] । ১০৯
[illegible] ।
[illegible] । ১১০
[illegible] ।
[illegible] । ১১১
[illegible]
[illegible] । ১১২
[illegible] ।
[illegible] । ১১৩
[illegible] ।
[illegible] । ১১৪
[illegible] ।
[illegible] । ১১৫
[illegible]
[illegible] । ১১৬
[illegible] ।
[illegible] । ১১৭
[illegible]
[illegible] । ১১৮
[illegible]
[illegible] । ১১৯

নদি । যে মনুষ্য [illegible] কৃমিগণ [illegible], সেই মনুষ্য [illegible] বাস করে এবং তথায় [illegible] বাস করে । ১০৬

তাহার পর [illegible] । ১০৭

যে [illegible] । ১০৮

তাহার পর তিন জন্ম [illegible], তিন জন্ম [illegible], তিন জন্ম [illegible] এবং তিন জন্ম [illegible] হইয়া থাকে । ১০৯

যে পাপী [illegible], সেই পাপী [illegible] । ১১০

[illegible] সেই পাপী [illegible] হয়, [illegible] । ১১১

যে ব্যক্তি [illegible], সেই পাপী [illegible] ।

[illegible] বাস করে এবং [illegible] হইয়া থাকে । তাহার পর সে [illegible] হয় । ১১২-১১৩

সেই পাপী [illegible], তিন জন্ম [illegible], এক [illegible] হয় । [illegible] সে [illegible] হইয়া থাকে । ১১৪

নদি । [illegible] কোনও মানুষ যদি [illegible] জন্ম [illegible], সেই মানুষ [illegible] বাস করে এবং তথায় [illegible] । [illegible] । ১১৫-১১৭

[illegible] হইয়া [illegible] সেই পাপী [illegible] । ১১৮

তাহার পর [illegible] । ১১৯

[illegible]
[illegible] ভারতে ॥ ১১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১১১
[illegible] পাপী [illegible] ।
[illegible] ॥ ১১২
[illegible] ।
[illegible] সপ্তজন্মসু ॥ ১১৩
[illegible] সপ্তজন্মানি [illegible] ত্রিজন্মনি
[illegible] ত্রিজন্মনি ॥ ১১৪
[illegible] করোতি চ
[illegible] যাতি ॥ ১১৫
[illegible] ।
[illegible] সপ্তজন্ম [illegible] ॥ ১১৬

যে দ্বিজ [illegible] সেই পাপী [illegible] ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১১০

সেই পাপী পূর্বোক্ত [illegible] অসিপত্র-নামক নরকে বাস করে। সেই [illegible] যদি [illegible] করে, তাহা হইলে [illegible] কাল অসিপত্র নরকে বাস করে ॥ ১১১

এই নরকে সেই পাপী [illegible] থাকে এবং যমদূত সেই [illegible] তাহাকে [illegible] করে ॥ ১১২

তাহার পর [illegible] (শাকপাখী), [illegible] কুক্কুর ও [illegible] শূকর হয় ॥ ১১৩

অনন্তর সাত জন্ম [illegible], তিন জন্ম [illegible], সাত জন্ম [illegible] এবং তিন জন্ম [illegible] হইয়া থাকে ॥ ১১৪

ঋষি! যে ব্যক্তি [illegible] করে, সেই ব্যক্তির [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া থাকে ॥ ১১৫

তাহার পর সেই পাপী [illegible] হইয়া [illegible] করিতে থাকে। [illegible] সাত জন্ম [illegible] ([illegible])-যোনী [illegible] ও [illegible] সাত জন্ম [illegible] ([illegible]) হয় ॥ ১১৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১৭
[illegible]
[illegible] ॥ ১১৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৩

তাহার পর [illegible] ভারতবর্ষে জন্ম হয় ও পরে [illegible] ॥ ১১৭

যে ব্যক্তি [illegible] করে, যে ব্যক্তি [illegible] এবং যে ব্যক্তি [illegible] করে, সেই পাপী মৃত্যুর পর [illegible] নরকে তিন যুগ বাস করিয়া থাকে এবং তাহার পর [illegible] হয় ॥ ১১৮-১১৯

অনন্তর [illegible] ও পরে [illegible] হইয়া [illegible] করে। [illegible] হইয়া থাকে, অনন্তর [illegible] করে ॥ ১২০

যে ব্যক্তি [illegible] করিয়া [illegible] এবং [illegible] করে, সে [illegible] নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ১২১

তাহার পর সেই পাপী [illegible] জন্ম হয়। [illegible] হইয়া থাকে ॥ ১২২

অনন্তর সে [illegible] হইয়া [illegible] করে এবং সেইকালে সে [illegible], দরিদ্র, [illegible] ও [illegible] সর্বদা [illegible] হয় ॥ ১২৩

যামাত্তরমহোরাত্রং যাবি নক্তমুষা মুহুর্ত্ত্ব,
তত্রো অহোরাত্রস্য যথাযোগী তত্ত্বঃ তত্ত্বিঃ। ১৫৪
যদ্বি যাবন্ত যজ্ঞাঙ্গৈর্ব মুহূর্তেন যথাযথম্
ন যাবি যজ্ঞসম্বন্ধ যথাযোগী মুহূর্তম্। ১৫৫
তাদ্বিত্রো যাবুহূর্তেন গজযন্ত্রেন সম্ভবম্।
ন তত্ত্বসমতাদ্বিত্ত মুহূর্তস্য ত্রিধর্মনি। ১৫৬
যোজাত্রিংশন্নক্ষাদ্বিত্ত যত্নঃ তত্ত্বো তত্ত্বেত্রঃ। ১৫৭
তত্র শিবস্তাঃ কৃষিবাং যাং যাবন্তি যো নাঃ
তত্ত্ব ত্রাযাবিংশন্ত যোমুহূর্তঃ যাবি যাবত্ত। ১৫৮
নাক্ষত্রং যোমুহূর্তাত্রাঃ কৃষিত্রৈত্রেকাবিংশ
তত্র নিত্যতি সন্তাত্রো যাবন্তযত্তত্ত্বাবি। ১৫৯
তত্ত্বো নক্তোঽপি যোহোত্রো যথাযোগী মহিত্রকঃ
মন্ত্রতন্ত্র তত্ত্বাদ্বিত্ত যত্নঃ তত্ত্বো তত্ত্বেত্রঃ। ১৬০
যোহত্রাঃ ত্রযত্রত্র্যাক্ষ তত্ত্বাত্রাদ্বিত্রেশিকীম্।
যো বি যজ্ঞেত্রযত্রাক্ষ সন্ত্রাহোরে'ত্রপাত্রীক্ষিতঃ। ১৬১

যে সাধারণ ব্রতকার, সে মন্ত্রমুখ যজ্ঞক যখন করে এবং তখায় এক মুখ দান করিয়া থাকে। তাহার পর সে যথাযোগ্যভাবে মানব হয়, পরে অভিষেক আর। ১৫৪

যে যথাযোগী যো, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যমন্ত্রক যজ্ঞ করে এবং তখায় তিন মুখ দান করিয়া থাকে। ১৫৫

সেই যথাযোগীর যমুখ যজ্ঞমন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করে। তাহার যে ত্রিমন্ত্রক যজ্ঞমন্ত্রি, ত্রিমন্ত্রক অন্ত-মন্ত্রি, ত্রিমন্ত্রক যোজনি ও ত্রিমন্ত্র তন্ত্রমন্ত্রি হইয়া থাকে। তাহার পর তন্ত্র হইয়া যমুখ হয়। ১৫৬-১৫৭

যে মানব মুক্তি হইয়া যথাযোগী যজ্ঞক ত্রিমাস করে অর্থাৎ তথায় যাস যায় যায়, এবং যোমেধাধীন হয়, সেই মানব যোমুখ নামক যজ্ঞ করে। ১৫৮

এই যোমুখ যজ্ঞক যোমুখাকৃতিবিশিষ্ট, ইহা ও তন্ত্র-মন্ত্রপূর্ণ। সেই পাপী যোমুখ যজ্ঞক যজ্ঞ হইয়া এক সহস্র তাম দান করে। ১৫৯

তাহার পর সাত তন্ত্র যোধীন, আত্মত্রাণী ও মহিত্র যমুখ হইয়া তন্ত্রমন্ত্রক করে এবং সাতজন যথাযথ আতি হয়। তাহার তন্ত্র হইয়া যমুখ হয়। ১৬০

যে অতি তাহাতর্ক আত্রিমন্ত্রিকী অর্থাৎ যথাযোগিত প্রক্রিয়াত ও তীর্থেষু ত্রাযযাত্রী ও হোমন্ত।
মুক্তাযাং মুক্তাত্রন্ত প্রত্যেত্রা মুক্তমীপতিঃ। ১৬২
যোহত্রাঃ যজ্ঞযত্রাক্ষ প্রীত্যত্রাক্ষ তত্ত্বোতি যঃ।
নিত্রত্রাযাং তন্ত্রযত্রাং যথাযোগী চ তাহতে। ১৬৩
মুক্তীপাকে ন চ হসেৎ যাবন্নিত্রান্তমুর্ধ্ব।
তাদ্বিত্রো যাবুহূর্তেন মুক্তমন্ত্র মন্ত্রতম্। ১৬৪
তন্ত্র পত্তি তত্ত্বো চ তন্ত্র পত্তি তন্ত্রতে
তন্ত্রক তন্ত্রত্রৈত্রেষু তন্ত্রযোত্রেষু চ তন্ত্রত্র। ১৬৫
তন্ত্রক তন্ত্রপাত্রাণে তন্ত্রত্রোত্রে তন্ত্র তন্ত্রঃ।
মুক্তকোটিসহস্রাণি পক্ষন্ত্রাণি মুক্তঃ। ১৬৬
তাহন্ত মন্ত্রতন্ত্রাণি মর্ণন্ত মন্ত্রতন্ত্রত্র।
ষষ্টির্ষষ্টিসহস্রাণি তন্ত্রক বি তৃমির্দ্ধতে। ১৬৭
তত্ত্বো তত্ত্বেত্র ন মুক্তত্রো তন্ত্রমুক্তী মহিত্রকঃ।
মন্ত্রাত্রত্রো মন্ত্রত্রীত্রো তাহাত্রীনন্তন্ত্রঃ তত্ত্বিঃ। ১৬৮

যোহত্রা ও তন্ত্রযাপিত মন্ত্রত্রা তত্ত্বে, যে তন্ত্রযা-তন্ত্রকারী, মন্ত্রাধীন, তন্ত্রীত্রিত, তন্ত্রাত্রীর্ণ প্রতিত্রন্ত্রকারী (তন্ত্রত্রন্ত্রকারী), ত্রাযযাত্রী, তন্ত্রত্র (মুক্তাতি), মুক্তের মুক্তত্রাণ, প্রত্রক, মুক্তমীপতি (মুক্তাপতি), যে যোহত্রা, তন্ত্রযত্রত্রা ও ত্রীত্রত্রা আর এক যে ত্রিত্রত্রা ও প্রীত-ত্রত্রা করে, সে তাহাতে যথাযোগী বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৬১-১৬৩

সেই যথাযোগী ত্রতুর্দ্দশ ত্রিত্রের পরমায়ু কাল যাবৎ মুক্তীপাক যজ্ঞক যাপ করে। তথায় যমুখ তন্ত্রক পরমায়ু হইয়া তন্ত্র মুক্তিতে থাকে। ১৬৪

সেই যথাযোগী মুক্তিতে মুক্তির তখনও তন্ত্রত্রাস মহিত্রক পতিত হয়, তোমত তন্ত্র যাবন্ত তন্ত্রীত্রক পতিত হয়, তোমত সময়ে তন্ত্র ত্রিমে পতিত হয় এবং তোমত তন্ত্র তন্ত্রমনে পতিত হয়। ১৬৫

তোমত তন্ত্র তন্ত্রপাত্রাণে, তখনও তন্ত্রত্রোত্রে পতিত হয়। তথায় পর তোমী তন্ত্রত্র তন্ত্র মুক্ত (মহিমি) হয় এবং পরমন্ত্রক মুক্তত্র হয়। ১৬৬

তাহার পর মন্ত্রে তন্ত্র কাক হয়। তন্ত্রের মাতৃতন্ত্র মর্ণ হয় এবং মাতৃত্রাণে তন্ত্রত্র ত্রিত্রে মুক্তি হইয়া থাকে। ১৬৭

তাহার পর সেই যথাযোগী মুক্ত, ('মন্ত্রতন্ত্র' এই নামে তন্ত্রত্রাত্র তোমমুক্ত) তন্ত্রমুক্তী, মহিত্র, মন্ত্রত্রাতন্ত্রক,

মাধিক্যাচ্চ ।

গোবধ্যা চ গোবধ্যা কিংবিধা ব্যাধিবর্জিতৌ
কা বা কুলাঙ্গনা বা কো বা সত্যবিহীনকঃ ॥ ১২৮

অলৌকিকঃ পুমান্ কো বা কো বা তীর্থে প্রতিগ্রহী
বিপ্রঃ কো বা আশ্বাসী কো বা বিপ্রশ্চ সেবকঃ ॥১২৯

শূদ্রাণাং শূদ্রকাঃ কঃ প্রণত্যো বৃষলীপতিঃ
এতেষাং লক্ষণং সর্বং বদ বেদবিদাং বর ॥ ১৩১

হর উবাচ

শ্রীকৃষ্ণে চ তদর্চায়াং তুলস্যাং প্রকৃতৌ তথা
শিবে চ শিবলিঙ্গে বা সূর্যে সূর্যমণৌ তথা ॥ ১৩২

গণেশে বা তদর্চায়াং যঃ করোতি প্রণাম্যতি ।

ন করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেত্ স নঃ ॥১৩৩

স্বগুরৌ স্বেষ্টদেবে বা জনকাদৌ মাতরি ।

করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্ স নঃ ॥১৩৪

বৈষ্ণবেষ্বন্যদেবেষু [illegible] চ ।

করোতি সমতাং যো হি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্ স নঃ ॥১৩৫

যো মূঢ়ো বিষ্ণুনৈবেদ্যে চান্যনৈবেদ্যকে তথা
বদেৎ [illegible] তথা ॥ ১৩৬

করোতি সমতাং যো হি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্ স নঃ ॥১৩৭

সর্বেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে সর্বকারণকারণে
সর্বাদ্যে সর্বদেবানাং সেব্যে সর্বান্তরাত্মনি ॥ ১৩৮

মায়য়া বহুরূপে চ যাতোহয় এক হি নির্গুণে ।

করোত্যভেদং সমতাং ব্রহ্মহত্যাং লভেত্ স নঃ ॥ ১৩৯

পিতৃশ্রাদ্ধার্চাঃ পৌর্ণিমাস্যাং বেদবিহিতাম্ ।

ন করোতি বিশেষেণ ব্রহ্মহত্যাং লভেত্ স নঃ ॥ ১৪০

যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তন্মন্ত্রোপাসকং তথা ।

পবিত্রাণাং পবিত্রং ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে ॥ ১৪১

অপবাদ ও অর্থহানি প্রাপ্ত হয়। তাহারা স্বয়ং অতি পাপ করে ॥ ১২৮

ব্যাধিত্রী [illegible],—পতিব্রতা। ব্যাধিবর্জিতৌ বন্ধ্যাত্ব [illegible] কিরূপ? কুলাঙ্গনা [illegible] কে? কোন্ ব্যক্তি বা সত্যবিহীন? ১২৯

কোন্ ব্যক্তি অলৌকিক? কোন্ ব্যক্তি তীর্থপ্রতিগ্রাহী? কোন্ ব্রাহ্মণ আশ্বাসী? আর কোন্ ব্রাহ্মণ বা সেবক (শূদ্রাদি)? ১৩০

কোন্ ব্যক্তি শূদ্রগণের শূদ্রক, কোন্ ব্যক্তি প্রণত্য? কোন্ ব্যক্তি বৃষলীপতি? হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাদেব! আপনি এই সকলের লক্ষণ বলুন। ১৩১

হর বলিলেন,— পুত্রি পার্বতি! যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্যাদিতে তুলসী প্রকৃতিতে, শিবে এবং শিবলিঙ্গে সূর্যে ও সূর্যমণিতে, গণেশ ও তাঁহার প্রতিমাতে প্রণাম করে [illegible] এবং তাহার প্রতিমাতে [illegible] ভেদবুদ্ধি করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপভাগী হয় (ইহারা আধিব্যাধিকৌ) ব্রহ্মহত্যা অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা বা অতিশয় ব্রহ্মহত্যাকারী; কারণ, '[illegible]')। ১৩২-১৩৩।

নিজগুরু ও ইষ্টদেবের প্রতি এবং জনকাদি পিতা ও মাতাতে যে ব্যক্তি যে ভেদবুদ্ধি করে, সে-ও ব্রহ্মহত্যা পাপ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৪

বৈষ্ণব ও অন্য দেবোপাসকের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতিসকলের মধ্যে যে সমতা বুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যা পাপভাগী হয় ॥ ১৩৫

যে মূঢ় ব্যক্তি বিষ্ণুনৈবেদ্যে ও অন্য দেবতা-নৈবেদ্যে এবং বিষ্ণুপাদোদকে ও অন্য দেব-পাদোদকে সমবুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয় ॥ ১৩৬-১৩৭

যিনি সকল ও ঈশ্বরের সর্বেশ্বরেশ্বরের ঈশ্বর, সমুদয় কারণেরও কারণ, যিনি সকলের আদি, সকল দেবতার সেব্য, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, যিনি এক হইয়াও মায়াবশে বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই নির্গুণ সর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে ব্যক্তি অন্য দেবতার সমতাবোধ করে, সেই ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয় ॥ ১৩৮-১৩৯

পৌর্ণমাসী অর্থাৎ পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা প্রতিদিন বেদবিহিত পিতৃ ও দেবতার পূজা যে ব্যক্তি বিশেষ করে অর্থাৎ যাহা করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হয় ॥ ১৪০

যে ব্যক্তি সমস্ত পবিত্রের মধ্যে পবিত্র হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার মন্ত্র উপাসকগণের নিন্দা করে, সে-ও ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ॥ ১৪১

পিতৃঃ পিতৃব্যস্য ভ্রাতুরাচার্য্যস্য স্ত্রিয়ম্ ।
পরিত্যজ্য পবিত্রং চ ব্রাহ্মণস্য সমাশ্রয় ॥ ১৬১
প্রধান দৈবতানাং চ দেবানাং দেবতৈবতম্
যে নার্চয়ন্তি নিন্দন্তি ব্রহ্মবাদাঃ নরাস্তু তে ॥ ১৬০
যে নিন্দন্তি বিষ্ণুনাথং বিষ্ণুভক্তিরতাং নরান্ ।
সর্বশক্তিমন্তানাং প্রকৃতিং সর্বসাধনম্ ॥ ১৬৪
সর্বেশ্বরাণাং সর্বজ্ঞঃ সর্বতঃ সর্বসিদ্ধিদাম্ ।
সর্বকারণভূতানাং ব্রহ্মবাদাঃ নরাস্তু তে ॥ ১৬৫
কৃষ্ণধর্মাদৈবৌঃ মাধবযোঃ পূজয়া পরাম্
নিন্দয়ন্তি যথা দৈবতামীঃ যাঃ ব্রজেত্তাঃ ॥ ১৬৬
পঞ্চরাত্রানি পূজ্যানি যে ন পূজিতি মানবাঃ ।
শঙ্করে ব্রহ্মবাদাঃ তে চাণ্ডালাধিকপাপিনঃ ॥ ১৬৭
অযুগ্মং পুনঃ পুনঃ ভবেৎ লৌকিকধীকরাঃ তে ।
পূজিতং মাধবে যত্নে ব্রহ্মবাদাঃ নরাস্তু তে ॥ ১৬৮

যিনি পরিত্যাগযোগ্য যেমন পতিত, চাণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, দৈত্যদেবেশ যথা প্রধান, দেবগণের দেবতা পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি নিত্য এবং অবতারগণের নিত্য অর্চনা (পূজা) যাহারা করে না, বরং নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মবধ পাপভাগী হয় । ১৬১-১৬৩

যিনি বিষ্ণুনিন্দাকারী মধ্যে বিষ্ণুনাথ, যিনি সর্বশক্তিমতা ও সর্বজ্ঞতা (প্রভৃতি) প্রকৃতি, যিনি সর্বেশ্বরেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বকারণভূত ও সর্বসিদ্ধিদ, তাঁহার যাহারা নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাকারী ॥ ১৬৪-১৬৫

পূজনীয়দিগের ও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণমাধবের, রাধামাধবের, নিত্যসিদ্ধ, একাদশী ও হরিবাসর,—এই পূজা পরম্পরা যাহারা পালন করে না, তাহারা চণ্ডাল হইতেও অধিক পাপী এবং তাহারা ব্রহ্মবধ পাপভাগী হয় । ১৬৬-১৬৭

অধম । এই কালবর্জিত যাহারা অনুষ্ঠিত পূজাদির বরং এবং তাহার উপর লৌকিক করে অর্থাৎ দুই বেলা বা দশ-দুই স্থান প্রভৃতি করে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাকারী হয় । ১৬৮

যে ব্যক্তি গুরু, মাতা, পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও অনাথদিগকে পালন-পোষণ করে না, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাপাপ প্রাপ্ত হয় । ১৬৯

গুরুং মাতরং তথা সাধ্বীং ভার্য্যাং তথা সুতম্ ।
অনাথান্ যো ন পুষ্যাতি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৬৯
বিবাহো যস্য ন ভবেৎ ন পশ্যতি সুতং চ যঃ
অবিভক্তবিত্তৈঃ যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৭০
একাদশ্যামেকভোজী বিধবা বিষ্ণুং ন পূজয়েৎ ।
পূজাং পাতিব্রত্যং বা ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৭১
মাতাপিত্রোঃ পূর্বাং পিণ্ডং যো নিবাপয়েৎ ।
যাতি গোহিংসকোর্পিতো গোবধান্ লভেত্তু সঃ ॥ ১৭২
গতৈর্দেবাপ্রকুলেষু যো বিপ্রঃ পুষ্যতেঃ ।
দিনে দিনে যথাং যথাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৩
যাতি গোভ্যো উচ্ছিষ্টে বাহয়েৎ বৃষবাহনম্ ।
গোভক্তেষু যস্মাৎ দঃ স গোবধাৎ গোবধ্ লভেত্তু সঃ ॥ ১৭৪
বৃষলীপতিঃ বাহয়েৎ যো বৃষং চেৎকারং যশ্চ যো নরঃ ।
গোহত্যাশতকং গোবধং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৫
পাদং দদাতি যঃ শ্রেষ্ঠ ও যাত্ৰ পাদেন তাড়য়েৎ
গৃহং বিদেশবাসৌ যো দ্বিজঃ স গোহত্যাং লভেৎ ॥ ১৭৬

যাহার বিবাহ হইবে না অর্থাৎ যে অবিবাহিত, বিবাহিত হইলেও যে পুত্রদর্শন করিল না যে অবিভক্ত বিত্ত, তাহারা ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হয় । ১৭০

যে ব্যক্তি বিধবা একাদশী দিবসে ভোজন করে না, শ্রীবিষ্ণুপূজা করে না কিংবা পূজা পাতিব্রত্য নিয়মিত পূজা করে না, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হয় । ১৭১

মাতা ও পিতার মধ্যে প্রথমে পিণ্ডদান করে যে ব্যক্তি বিবাহ করে এবং যে ব্রাহ্মণ ও গোর বধ করিয়া পালন করে, সেই ব্যক্তি গোহত্যাপাপভাগী হয় । ১৭২

যে দুই ব্রাহ্মণ দেবতা দ্বারা গোকে আহার করে এবং যে দিন দুইবার হয়, সেই ব্রাহ্মণ দিনে দিনে অর্থাৎ প্রতিদিন গোহত্যা পাপভাগী হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । (অথবা যে দুই ব্রাহ্মণ দুইবার এইরূপ আহার করিয়া সেই দুইকে আহার করে, সেই ব্রাহ্মণ গোহত্যা পাপভাগী হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই) । ১৭৩

যে ব্যক্তি গোভক্তকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, বৃষবাহক ব্রাহ্মণকে বিনা বাহনকার্যে করায় এবং বৃষবাহনকে বধ ভোজন করে, সেই ব্যক্তি শতবার গোহত্যা পাপভাগী হয় । ১৭৪

যে ব্যক্তি বৃষলীপতি ব্রাহ্মণকে বিনা বাহনে করায় এবং তাহার অন্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তি শত গোহত্যা পাপভাগী হয়,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ১৭৫

যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠকে পাদপ্রহার করে অর্থাৎ পা দেয় এবং পায়ের দ্বারা গোকে আঘাত করে, তাহার পর যে

যো মূঢ়ঃ কেশবিন্যাসং [illegible] চ
সূর্য্যোদয়ে চ [illegible] ন যোষাং লভতে জন্ম ॥১৭৭
অশ্বোচ্ছিষ্ট যো মূঢ়ঃ কে [illegible] চ ব্রাহ্মণঃ।
বহ্নিস্নানাবিহীনশ্চ ন যোষাং লভতে জন্ম ॥ ১৭৮
পিতৃ-[illegible] চ বিনিন্দে চ দেবতাঃ।
ন সেবতে তিথিং যো হি যোষাং ন লভতে জন্ম ॥১৭৯
অতিথিঞ্চ কৃতঞ্চ দেববৃত্তিং করোতি যঃ।
কটূক্ত্যা [illegible] ন যোষাং
লভতে জন্ম ॥ ১৮০
যোষার্থিনঃ [illegible] চ
[illegible] ন যোষাং
লভতে জন্ম ॥ ১৮১
[illegible] যোষণে [illegible]।
[illegible] ন যোষাং লভতে জন্ম ॥১৮২

[illegible] গৃহে গমন করে, সেই ব্যক্তি যোষৎপাপভাগী হয় ॥ ১৭৬

যে ব্যক্তি [illegible] ভোজন করে এবং [illegible] পান করে এবং সূর্য্যোদয় হইলে [illegible] হইয়া ভোজন করে, সেই ব্যক্তি [illegible] যোষৎপাপভাগী হয় ॥ ১৭৭

যে ব্রাহ্মণ অশৌচে (পতি-পুত্রহীনা [illegible]) অন্ন ভোজন করে, [illegible] এবং [illegible], সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই যোষৎ-পাপলিপ্ত হয় ॥ ১৭৮

যে ব্যক্তি [illegible] পিতৃদেব এবং [illegible] দেবগণের এবং [illegible] অতিথিগণের সেবা করে না, সে অবশ্যই যোষৎপাপভাগী হয় ॥ ১৭৯

যে নারী [illegible] ও [illegible] দেববৃত্তি করে এবং [illegible] গমন করে, সেই নারী যোষৎপাপে লিপ্ত হয় ॥ ১৮০

যে ব্যক্তি যোষার্থে [illegible] যোষণের [illegible] পদ [illegible] অথবা [illegible] বাক্য [illegible] করে, সে যোষৎ পাপভাগী হয় ॥ ১৮১

যে ব্যক্তি [illegible] যোষণ [illegible] করে, সেই ব্যক্তি [illegible] যোষৎ পাপভাগী হয় ॥ ১৮২

রাজকে দৈবকে [illegible] ন পারয়েৎ।
[illegible] যো মূঢ়ো যোষাং ন লভতে জন্ম ॥১৮৩
[illegible] যো হি [illegible]।
দৈবতঃ পুণ্যজ ন যোষাং লভতে জন্ম ॥ ১৮৪
[illegible] যো [illegible]।
[illegible] ন যোষাং লভতে জন্ম ॥ ১৮৫
[illegible] শুক্রং যা ব্রাহ্মণং নহি।
[illegible] যো হি ন যোষাং লভতে
জন্ম ॥ ১৮৬
ন [illegible] যো বিপ্রঃ।
বিপ্রান্ বিপ্রে চ বিপ্রান্ ন যোষাং লভতে জন্ম ॥১৮৭
যোষাং [illegible] চ কথিতা [illegible]
[illegible] কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৮৮

যে মূঢ় ব্যক্তি [illegible] বা [illegible] কোন ব্যক্তিকে ভোজন করায় না ("[illegible]" এই পাঠান্তর দেখা যায়, — সে স্থলে [illegible] যে লোককে পালন করে না), এবং লোককে [illegible] প্রদান করে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই যোষৎ পাপে লিপ্ত হয় ॥ ১৮৩

যে ব্যক্তি [illegible] এবং দেবপ্রতিমা, অগ্নি, [illegible], দৈবজ্ঞ, পুষ্প ও [illegible] করে, সেই ব্যক্তি যোষৎভাগী হয় ॥ ১৮৪

যে ব্যক্তি [illegible] 'নাই' এই কথা বলে, [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] সেই ব্যক্তি যোষৎপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮৫

সতি! যে ব্যক্তি দেবপ্রতিমা, [illegible] ও ব্রাহ্মণকে দেখিয়া [illegible] প্রণাম না করে, সে-ও যোষৎ পাপভাগী হয় ॥ ১৮৬

যে ব্রাহ্মণ [illegible] ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ প্রদান করে না এবং বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করে না, সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই যোষৎ-পাপভাগী হয় ॥ ১৮৭

সাবিত্রি! আমি পূর্বলোকে [illegible] যেরূপ [illegible], তদনুসারে [illegible] যোষৎ ও [illegible] তোমাকে বলিলাম। পুনরায় তুমি কি শুনিতে অভিলাষ কর? ॥ ১৮৮

শান্তিং প্রাহ ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েণ চ নরাধ পাপ-পূজ্যয়োঃ ।
তুল্যাধিকে চ যো [illegible] ॥ ১৮৮
[illegible] উবাচ ।
তুল্যানি ব্রাহ্মণঃ জ্যেষ্ঠঃ তুল্যাভিজনিকঃ ক্ষতি
তুল্যাভিজনিকঃ জ্যেষ্ঠো ব্রাহ্মণো তুল্য এব চ ॥ ১৯০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯১-১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৩
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯৪

[illegible] ধর্মবিৎ রাজা [illegible] ক্ষত্রিয়ের [illegible] জন্ম ([illegible]) ও [illegible] কি [illegible] । [illegible] ॥ ১৮৯

[illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] ক্ষত্রিয়ের [illegible] ; [illegible] ক্ষত্রিয়ের [illegible] ও ব্রাহ্মণ [illegible] ॥ ১৯০

[illegible] । [illegible] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের — [illegible] । [illegible] ॥ ১৯১

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible] , [illegible] ॥ ১৯২

[illegible], [illegible] ॥ ১৯৩

[illegible] ॥ ১৯৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৫
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৭
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯৯
[illegible]
[illegible] ॥ ২০০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০১

এই তিন [illegible] এবং এই [illegible] ; [illegible] ক্ষত্রিয় [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] ॥ ১৯৫

[illegible] ॥ ১৯৬

[illegible] যে, ক্ষত্রিয়ের [illegible] ॥ ১৯৭

[illegible] । [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] ও ক্ষত্রিয় [illegible] । [illegible] ॥ ১৯৮

[illegible] — [illegible] ॥ ১৯৯

[illegible] । [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] । [illegible] । [illegible] — [illegible] ॥ ২০০

[illegible] । [illegible] ; [illegible] ও [illegible] ॥ ২০১

পুত্রস্তস্য ব্রাহ্মণীং সঙ্গম্য প্রসবধর্ম্মিণীং লভেৎ।
তৎসমা ব্রাহ্মণী তাপি দুষ্টাপাকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২০২
যদি পুত্রং ব্রজেদ্ বিপ্রো মৃতবৎসত্বহিংসয়া সহ।
ন স্ত্রষ্টা বিপ্রজাতেস্তু চাণ্ডালাং সোঽধমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০৩
বিষ্ঠাসমস্তু তৎপিণ্ডো মূত্রতুল্যাস্তু তর্পণম্।
তৎপিতৃণাং মুত্রাশাস্তু পুত্রস্তে তৎসমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০৪
জোষ্টিকন্যাস্থিতং পুত্রং সন্ধাচারবিসর্জ্জিতম্।
বিজন্ত মৃতবৎসোঽয়মুক্তবান্ ন সংশয়ঃ ॥ ২০৫
ব্রাহ্মণস্তু পুরাশ্বিত্বা বিষ্ণুভোগী মৃতবৎসহা
ত্রিষষ্টিবৎসরভোগী চ দুষ্টাপাকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২০৬
গুরুপত্নীং ব্রাহ্মণস্ত্রীং সপত্নীমাত্মসম্ভবাম্ প্রসূম্।
সুতাং পুত্রবধূং স্বস্রীং সর্ব্বাং ভগিনীং লভেৎ ॥ ২০৭
সোদর-মাতুলস্যাপি মাতুলানীং পিতৃস্বসূম্।
মাতুঃ প্রসূং তৎসখায়ং ভগিনীং ভ্রাতৃকন্যকাম্ ॥ ২০৮
পিতুশ্চ পিতৃপত্নীঞ্চ ভাগিনেয়স্য ভাগিনীম্।
ভ্রাতুঃ পুত্রপ্রিয়াভৈষাং ভাগিনেয়স্য পত্নিকাম্ ॥ ২০৯
এতাশ্চৈকাদশৈতাঃ যা যো ব্রহ্মন্নবাপ্নুয়াৎ।
যমাতুরাখ্যো ভোগেষু ব্রহ্মবন্ধ্যাসমো ভবেৎ ॥ ২১০
অকর্ম্মাহোঽপি সোঽপ্যুক্তো লোকে ভোগৈকনিশ্চিতঃ।
ন যাতি দুষ্টাপাকঞ্চ যমাপাপী সুদুষ্কৃতম্ ॥ ২১১
অযোক্তব্যাস্তথা সন্ধ্যাঞ্চ সন্ধ্যাং যা ন করোতি যঃ।
ত্রিসন্ধ্যাং বর্জ্জয়েদ্ যো যা সন্ধ্যাহীনস্তু স দ্বিজঃ ॥ ২১২
বৈষ্ণবশ্চ তথা বৈদ্যঃ শাক্তঃ সৌরশ্চ পাপপম্
সোঽহন্যহন্যাত্ম দুষ্কৃতি মন্ত্রং সোঽহীতি সঃ স্মৃতঃ ॥ ২১৩
প্রযাতসময়ে কৃত্বা ধ্যাত্বা মন্ত্রমুদীরয়েৎ
তত্র নারায়ণঃ স্বামী সন্ধ্যাসর্ব্বাত্মকো মতঃ ॥ ২১৪
তত্র নারায়ণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মহৎ পদে।
যমাবপ্তাং মহাপাপং সন্ধ্যাসন্ধ্যাসমন্বিতে ॥ ২১৫

যদি পুত্র ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে সে পর ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়। আর তাহা। ব্রাহ্মণীও পাপনিষ্ঠা হইয়া নিশ্চয়ই দুষ্টাপাক নরকে পতিত হয়। ২০২

যদি ব্রাহ্মণ পুত্রপত্নীতে উপগত হয়, তবে সেই ব্রাহ্মণ মৃতবৎসপতি বলিয়া খ্যাত হইবে এবং ব্রাহ্মণ-জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডালত্ব হইতেও অধম হইবে। ২০৩

মহিষ। এই সব পাপিষ্ঠের প্রদত্ত পিণ্ড পিতৃগণের পক্ষে বিষ্ঠাতুল্য এবং প্রদত্ত তর্পণজল মূত্রতুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ পুত্রদ্বারা পূজা হইলেও প্রদত্ত দ্রব্য পিতৃগণের পক্ষে মূত্রতুল্য হয়। ২০৪

ব্রাহ্মণ মৃতবৎসী (মৃতা) সন্তানের জননীত্ব অবস্থায় জ্যেষ্ঠা কন্যাস্থিত পুত্র এবং সন্ধ্যা, পূজা ও তর্পণাদি দ্বারা বর্জ্জিত পুত্র হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০৫

ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধান্ন ভক্ষণ করে, বিষ্ণু ভোজন করে, মৃতবৎসপতি হয় এবং ত্রিষষ্টিবৎসর অর্থাৎ একষষ্টিতম ভোজন করে, তবে নিশ্চিত দুষ্টাপাক নরকে পতন করিয়া থাকে। ২০৬

মহিষ। পরব্রহ্ম ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, সপত্নীমাতা (বিমাতা), মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, স্বসা, সহোদরা ভগিনী, সহোদর মাতুলপত্নী, মাতুলানী (মামীমা), পিতার স্বসা অর্থাৎ পিসীমাতা, মাতার মাতা অর্থাৎ মাতামহী, মাতৃকন্যকা (মাসীমা), ভগিনী, পিতার পিতৃপত্নীকে ভাগিনেয়ের ভাগিনীকে, ভ্রাতৃঃ পুত্রপ্রিয়াকে ভাগিনেয়ের পত্নীকে—ইহাদের সকলে অভাবনা। ২০৭-২০৯

এই যে একাদশ মানব ইহাদের মধ্যে এক বা একাধিক স্ত্রীতে গমন করে, সেই মানব যমাতুরাখ্যী বলিয়া ঘোর বিঘোষিত হইয়াছে এবং সে সদা ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হয়। ২১০

সেই মহাপাপী মানবকে শাস্ত্রীয় অকর্ম্ম অযোগ্য, অশুচি এবং লোকসমাজে ও বেদে অভিনিন্দিত। সে দুষ্কৃত পাপ দুষ্কৃত দুষ্টাপাক নরকে গমন করে। ২১১

যে ব্রাহ্মণ অযোগ্য সন্ধ্যা করে বা সন্ধ্যা করে না এবং যে ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত, সেই ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন বলিয়া কথিত হয়। ২১২

যে মানব অহরহঃ বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্র, শিবসম্বন্ধীয় মন্ত্র, শক্তিসম্বন্ধীয় মন্ত্র, সূর্য্যবিষয়ক মন্ত্র বা সর্ব্বদেবসম্বন্ধীয় মন্ত্র জপ করে না, সেই মানব "অহীতিক" বলিয়া কথিত হয়। ২১৩

প্রয়াণসময়ে (মৃত্যু) উপস্থিত হইলে অবশ্যই (নিশ্চয়) অবশ্য আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ প্রয়াণসময়ের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত—এই স্থানে স্বামী হইলেন নারায়ণ। এই নারায়ণসম্বন্ধিনী উপাসনা প্রয়াণসময়ে নারায়ণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, শ্রীহরিপদ পুরুষোত্তমে, নারায়ণাশ্রমে, অক্ষিতরূপে, প্রয়াগসঙ্গমতটে, পুষ্করে, গয়াক্ষেত্রে, প্রভাসে, হরিদ্বারে, কেদারে, সোমতীর্থে, অবন্তীনগরে

[illegible]

হরিভক্তি বিনা [illegible]

[illegible] ॥ ২১৬

[illegible] ॥ ২১৭

[illegible]

[illegible] ॥ ২১৮

[illegible]

[illegible] ॥ ২১৯

[illegible] ॥ ২২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যমসাবিত্রীসংবাদে পাপি-নরককুণ্ড-বিবরণং নাম ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

[illegible] ॥ ২১৬–২১৭

[illegible] ॥ ২১৮

[illegible] ॥ ২১৯

[illegible] ॥ ২২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রী-উপাখ্যান-প্রসঙ্গে যম-সাবিত্রী সংবাদবিষয়ে পাপী ও নরককুণ্ডবিবরণ নামক ত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্র্যুপাখ্যানে পাপি-মুক্তিনির্ণয়ঃ।]

যম উবাচ।

হরিভক্ত্যা বিনা সাধ্বি ন নশ্যেৎ কর্মবন্ধনম্।

শুভকর্ম্ম [illegible] ॥ ১

[illegible]

[illegible] ॥ ২

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[সাবিত্রী উপাখ্যানপ্রসঙ্গে পাপি-মুক্তি নির্ণয়।]

যম কহিলেন,—সাধ্বি সাবিত্রি! হরিভক্তি ব্যতীত [illegible] [illegible]

[illegible] ॥ ১

[illegible]

শতবর্ষং কালসূত্রে স্থিত্বা মূত্রং ভক্ষেদ্ ধ্রুবম্।
স্বয়ং জন্মনি যোনৌ চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥ ৩
পতিব্রতা চৈকপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা।
তৃতীয়ে ধর্ষিণী জ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলী স্মৃতা ॥ ৪
বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে যুঙ্গী চ সপ্তমেঽষ্টমে।
তত ঊর্ধ্বং মহাবেশ্যা সাঽস্পৃশ্যা সর্বজাতিষু ॥ ৫
যো দ্বিজঃ কুলটাং গচ্ছেদ্ধর্ষিণীং পুংশ্চলীমপি।
যুঙ্গীং বেশ্যাং মহাবেশ্যামবটোদং প্রয়াতি সঃ ॥ ৬
শতাব্দং কুলটাগামী ধর্ষিণীগামী চতুর্গুণম্।
ষড়্গুণং পুংশ্চলীগামী বেশ্যাগামী গুণাষ্টকম্ ॥ ৭
যুঙ্গীগামী দশগুণং বসেত্তত্র ন সংশয়ঃ।
মহাবেশ্যাগামুকশ্চ ততঃ শতগুণং বসেৎ ॥ ৮
তথা হি সর্বগামী চ [illegible] পিতামহঃ।
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্‌ক্তে যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ৯

সেই দ্বিজ শতবর্ষ কালসূত্রনরকে থাকিয়া যাতনা ভোগ করে এবং সেই জন্মে [illegible] রোগ ভোগ করে। তাহার পর শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩

যে স্ত্রী কেবল এক পতিরই সেবা করেন, তিনি 'পতিব্রতা'। যে স্ত্রী দ্বিতীয় পুরুষের সেবা করে, সে 'কুলটা' বলিয়া কথিতা হয়। এইরূপ তৃতীয় পুরুষগামিনীকে 'ধর্ষিণী' বলিয়া জানিবে এবং চতুর্থ পুরুষগামিনী 'পুংশ্চলী' বলিয়া কথিতা হয়। ৪

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যন্ত পুরুষগামিনীকে 'বেশ্যা' এবং সপ্তম ও অষ্টম পুরুষগামিনীকে 'যুঙ্গী' কহে। তাহার ঊর্ধ্ব পুরুষগামিনী 'মহাবেশ্যা' বলিয়া অভিহিতা হয়। সে সর্বজাতিরই অস্পৃশ্যা। ৫

যে দ্বিজ কুলটা, ধর্ষিণী, পুংশ্চলী, যুঙ্গী, বেশ্যা ও মহাবেশ্যা গমন করে, সেই দ্বিজ অবটোদ নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬

কুলটাগামী দ্বিজ শতবৎসর, ধর্ষিণী (?)-গামী চারি শতবৎসর, পুংশ্চলীগামী তাহা অপেক্ষা ষড়্গুণ অধিককাল, বেশ্যাগামী অষ্টগুণ অধিক কাল এবং যুঙ্গীগামী তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক কাল অবটোদ নরকে বাস করে। আর মহাবেশ্যাগামী দ্বিজ তাহা হইতেও শতগুণ অধিক কাল তথায় বাস করে। ৭-৮

তিত্তিরিঃ কুলটাগামী ধর্ষিণীগামী চ বায়সঃ।
কোকিলঃ পুংশ্চলীগামী বেশ্যাগামী বৃকস্তথা ॥ ১০
যুঙ্গীগামী শূকরশ্চ সপ্তজন্ম [illegible]।
মহাবেশ্যাগামুকশ্চ জায়তে শাল্মলিস্তরুঃ ॥ ১১
যো ভুঙ্‌ক্তে জ্ঞানহীনশ্চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ।
অরুন্তুদং স যাত্যেব [illegible] ॥ ১২
ততো ভবেন্মানবশ্চ উদরব্যাধিসংযুতঃ।
গুল্মযুক্তশ্চ কাণশ্চ দন্তহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১৩
বাগ্‌দত্তাং [illegible] কন্যাং অন্যস্মৈ যো দদাতি চ।
স বসেৎ পাংশুকুণ্ডে চ তদ্ভোজী চ শতাব্দকম্ ॥ ১৪
দত্তাপহারী যঃ পাপী পাশকুণ্ডে বসেদ্ ধ্রুবম্।
নিবসেৎ শতবর্ষাণি যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ১৫
ন পূজয়েদ্ যো হি ভক্ত্যা শিবলিঙ্গঞ্চ পার্থিবম্।
স যাতি শূলিনঃ কোপাৎ শূলপ্রোতং সুদারুণম্ ॥ ১৬

এই মহাবেশ্যাগামী ব্যক্তিই পুনঃ 'সর্বগামী' বলিয়া অভিহিত হয়, ইহা স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন। এই সর্বগামী পুরুষ অবটোদ নরকেই যমদূত কর্তৃক তাড়িত হইয়া যাতনা ভোগ করিতে থাকে। ৯

অনন্তর অর্থাৎ নরকভোগের পর কুলটাগামী তিত্তিরি পক্ষী, ধর্ষিণীগামী বায়স (কাক), পুংশ্চলীগামী কোকিল, বেশ্যাগামী বৃক এবং যুঙ্গীগামী সাতজন্ম পর্যন্ত শূকর হয়। মহাবেশ্যাগামী পুরুষ জগতে শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষ হয়। ১০-১১

যে ব্যক্তি অজ্ঞানে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণে ভোজন করে, সেই ব্যক্তি [illegible] পরিমাণ কাল অরুন্তুদ-নরকে বাস করিয়া থাকে। ১২

তাহার পর উদরী ও গুল্ম রোগযুক্ত এবং কাণ ও দন্তহীন মানব জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সে শুদ্ধ হয়। ১৩

যে ব্যক্তি বাগ্‌দত্তা কন্যা অন্য পাত্রে প্রদান করে, সেই ব্যক্তি শতবৎসর পাংশুকুণ্ডনরকে তাহার মধ্যে ভোজন করত বাস করিয়া থাকে। ১৪

দত্তাপহারী। যে ব্যক্তি দত্তাপহারী হয়, সেই ব্যক্তি পাশকুণ্ডনরকে যমদূত কর্তৃক তাড়িত হইয়া যথানিয়মে শতবৎসর কাল বাস করে। ১৫

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা

দ্বিজা পঞ্চাশৎ ক্ষত্রিয়ে ষাণ্ডাঃ সপ্তত্রিংশৎ ।
ত্রয়ো ত্রয়ের্ বৈশ্যস্য ষাণ্ডাঃ সপ্তত্রিংশৎ ভবন্তি ॥১৭
ত্রয়োহি ভূতং যো বিদ্যা ব্রহ্মণাং ক্ষত্রমুচ্যতে বিড়ঃ ।
প্রকল্পনে ঘলেৎ সোঽপি বিপ্রলোমাক্ষয়েণ চ ॥ ১৮
প্রকোপনয়না জোপাং ষাণ্ডিনং যা চ পঞ্চমি
ছটুকিং তত্ত বর্ষমি যাণি লোমানুগত যা ॥ ১৯
উদ্যাং ঘরাণি ঘন্তু চ সপ্তমঃ ঘনকিল্পনঃ ।
ঘণ্ডেন ঘাঙ্কুরেন্ মূর্দ্ধি ভ্রাম্যাণ্ডপ্রঘনঘন্ ॥ ২০
ত্রয়ো ত্রয়েঘনাশী চ বিদ্যো ঘনুক্রমন্
মুক্ত্বা ছত্রক বৈশ্যস্য ব্যাবিদ্ধা ভবঃ ভবিঃ ॥২১
যা ব্রাহ্মণী মূত্রযোগ্যা লাঙ্গুলস্য প্রয়াণি চ ।
ভত্রশৌচোদকে পাত্রে ভবাধারা বিধানিনম্ ॥ ২২
নিম্নাহ-বিধিভক্তা ঘনুক্রমেন ভাক্ষিতা ।
শৌচোদকে নিমজ্য চ ঘাবদিচ্ছাক্ষরং পঠেৎ ॥ ২৩

ভাক্ষী ত্রয়স্ত্রংশাপি পঞ্চত্রয়াণি মূত্রণী
মূত্রণী পঞ্চত্রয়াণি মূত্রণী সপ্তত্রয়ন্ ॥২৪
পাত্রাধারী সপ্তত্রয় ঘাদনী সপ্তত্রয়ন্ ।
ত্রয়ো ত্রয়েণ যা ত্রয়ী সর্বতোভদ্রা চ ভাবতে ॥২৫
ত্রয়ো ত্রয়েণ যা ত্রয়ী ঘর্বতোভদ্রা চ পূর্ণনী ।
ত্রয়ঃ মূর্দ্ধমূত্রা বৈশ্যভাণ্ডী শুদ্ধা ত্রয়েণ্ডয়ঃ ॥ ২৬
বেদ্যা ঘনেন্ বেদনে চ মূত্রী চ ঘত্তরাত্তনে
ভাজনত্তে ঘবাধেন্যা কুশচী বেদপূর্বকে ॥ ২৭
বৈশ্যিনী ঘন্যনে বৈশ্য মূত্রা চ ঘোদনে ত্রয়া ।
নিবেদ্য ভাক্ষনামুক্তা ঘনুক্রমেন ভাক্ষিতা ॥ ২৮
বিপ্রমূত্রত্রয়ন্তং ত্রয় ঘাবত্তত্রয়ং ঘতি ।
ত্রয়ো ত্রয়েণ বিদ্বিদ্ভিস্ত্র ঘর্ণনভা ভবঃ ভবিঃ ॥২৯
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং ঘাদ্যাৎ ক্ষত্রিয়াপি ক্ষত্রিয়ং ।
বৈশ্যা বৈশ্যং চ মূত্রাক্ষ মূত্রো বাপি ভবেদ্ যদি ॥ ৩০

অথবা যা, সেই যদি মূত্রযাপি নিম্নের কোনে মূত্রাদ্ভব মূত্রপ্রাপ্ত সমক্ষ ঘনন করিয়া থাকে ॥ ২৬

সেই যদি ত্রয়ো পঞ্চত্রয়ের অবয়ব করত যাত্র ভক্ষ ভাপন (ভিন্ন প্রাণী) হয় এবং তাহার পর সাত ভক্ষ যেমন (পূর্বাদি ক্রমে) হইবার পর ভবিষ্যাত করিয়া থাকে ॥ ২৭

যে যদি ব্রাহ্মণের পত্ত ভক্ষ ভিন্না যাহার ভক্ষ ব্রাহ্মণ কল্পিত হয়, সেই যদি ব্রাহ্মণের যেরূপিত যোনপরিচিত সমস্তকাল প্রকল্পন সমক্ষে ঘনন করে ॥ ২৮

যে যাত্রী ত্রোবস্পত্ত মূত্রমূত্রে ঘাণীত ভিন্ন দৃষ্টিপাত করে এবং ভাবৈধক ঘাবাভন ভক্ষণত্তা ঘনন, সেই যাত্রী উদ্ভাবনাত্তক সমক্ষে ঘনন করে ॥ ২৯

সেই সমক্ষে ঘনন্তিত্ত তাহার মূত্রে ভিন্না নিক্ষেপ করে এবং সকলকে তাহার সমক্ষে ভাবাত্ত করে। এইরূপ ভক্ষণ ত্রোপ করিবার পরিবে সেই যাত্রী ভাবীর যেরূপিত যোনপরিচিত ঘনন ঘাত উদ্ভাবন সমক্ষে ঘনন করে ॥২০

তাহার পর সাতজন ঘনন্তিত্তন্তা ভিন্না যাত্রী হইয়া ভক্ষ গ্রহণ যায়। এইরূপে বৈশ্যের ভূমে ত্রোপ করিয়া ভবন্তে ভক্তি যাত্র করে ॥ ২১

যে ব্রাহ্মণী মূত্র-ত্রোপা হইবে, সেই ব্রাহ্মণী ভক্ষমূত্র-সমক্ষে সমক্ষে ঘনন করে। ভক্ষণত্তে ভবন্তুর্ণ ও ভবন্তাবাত্তে ভক্ষমূত্র সমক্ষে যৌচজল ভাবাত্ত করিয়া বিবাহাত্ত ভবন্তা হইয়া ঘনুক্ত ভর্তৃক ভাক্ষিতা হইবে হইবে চতুর্থদ বিদ্যের পরমাণুকাল পর্যন্ত যৌচাত্তক বিদ্যা হইয়া যাত্র করে ॥ ২২-২৩

তাহার পর সপ্তত্রয় ভাক্ষী, সপ্তত্রয় মূত্রণী, সপ্তত্রয় মূত্রণী, সপ্তত্রয় পাত্রাধারী ও সাতত্রয় ঘাদনী হয়। তাহার পর সে ভাবত্তমূর্তি সর্বতোভদ্রা ভাক্ষী হইয়া ভক্ষ গ্রাপ করে ॥ ২৪-২৫

তাহার পর সে ভক্ষণী ও ঘন্তুত্রয়া পূর্ণনী হয়। ভবন্তর মূর্দ্ধমূত্রত্রয়া বৈশ্যভাণ্ডী হয়। ভবন ভূমি যাত্র করে ॥ ২৬

বেদ্যা যাত্রী 'বেদন' যাত্রক সমক্ষে যাত্র করে। এইরূপ মূত্রী 'ঘত্তরাত্তনে' সমক্ষে, ঘবাধেন্যা 'ভাজনত্তে' সমক্ষে এবং কুশচী 'বেদপূর্বকে' সমক্ষে যাত্র করে ॥২৭

এইরূপ বৈশ্যিনী 'ঘন্যনে' সমক্ষে ও মূত্রী যাত্রী 'ঘোদনে' সমক্ষে যাত্র করে। ইহারা প্রত্যেকেই ঘনুক্ত ভর্তৃক ভাক্ষিতা হইয়া ও ঘ ঘ সমক্ষে ঘাদনা ত্রোপ করে ॥২৮

সমি। এই সব বেদা প্রভৃতি যাত্রীগণ এক ঘবয়ব ভাক্ষ যাদনে সেই সব যেরূপিত সমক্ষে যাত্রিয়া ভিন্না ও মূত্র ভক্ষণ করে। তাহার পর এক ভক্ষ ঘবয়ব পর্যন্ত ভিন্নার দৃষ্টি হয় এবং ভবন্তর ভক্তি যাত্র করে ॥ ২৯

ব্রাহ্মণ যদি পত্ত-ঘবয়ী ব্রাহ্মণী ঘনন করে, তাহা হইলে পত্ত-ভক্ষিয়া ঘবয়ী, বৈশ্য পত্ত বৈশ্যা ঘবয়ী এবং মূত্র যদি

নমস্কারান্বিতো ভূত্বা যঃ পঠেন্নিয়তো নরঃ।
সুরভ্যা সহিতো ভূত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩১
অতো বিপ্রো ন মন্তব্যো দুষ্টোঽপ্যকৃতকিল্বিষঃ।
যোগিনঃ স্যাদপি ত্যক্তদোষো ব্রহ্মসমঃ শিবাসনঃ॥ ৩২
অত্রিবংশঃ ব্রাহ্মণীঃ যত্নেন বৈষ্ণবীং যদি পরিত্যজেৎ
মাতৃযোনৌ ভবেৎ সোঽপি দূর্পক নরকং ব্রজেৎ॥ ৩৩
দূর্পাকারৈস্তু কর্তব্যৈর্ব্রাহ্মণ্যা সহ ভক্তিতঃ।
শ্রেষ্ঠমুদ্রাস্তথা ভূত্বা যঃ পঠেন্নিয়তো নরঃ॥ ৩৪
ঔরসৈর্ব্রাহ্মণাং ভুক্ত্বা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ।
ততশ্চ্যুত্বা মহীপালস্তস্য ভূমিঃ॥ ৩৫
করে ধৃত্বা চ তুলসীং প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ।
বিষ্ণা বা শপথং দূর্যাৎ স চ ঘালানুখং ব্রজেৎ॥ ৩৬
নমস্কারং করে ধৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ।
শিলাং বা শ্বেতপ্রতিমাং স চ ঘালানুখং ব্রজেৎ॥ ৩৭
হস্তে চ দক্ষিণে হস্তং প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ
বিষ্ণা শ্বেতবৃষে বাপি স চ ঘালানুখং ব্রজেৎ॥ ৩৮
স্পৃষ্ট্বা চ ব্রাহ্মণং গাঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুমথ
ন পালয়েৎ প্রতিজ্ঞাঞ্চ স চ ঘালানুখং ব্রজেৎ॥ ৩৯
বিপ্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যো বি বিশ্বাসঘাতকঃ
বিশ্বাসাভাবপ্রদশ্চৈব স চ ঘালানুখং ব্রজেৎ॥ ৪০
এতে তত্র নমস্কারো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ
যথাক্রমেণ কর্তব্যাস্তে মনুষ্যৈস্তু ভক্তিতঃ॥ ৪১
ততশ্চন্দ্রতুলাশীলী নরকস্থ ততঃ শুচিঃ
ভোগো নক্ষত্রতুল্যশ্চ পঞ্চকল্প ততঃ শুচিঃ॥ ৪২
শিলাস্পর্শী বিষ্ণুভক্তিস্তস্য নরকস্য দুষ্কৃতম্।
অর্কাস্পর্শী ক্রমাদ্বিষ্ণুস্তত ততঃ শুচিঃ॥ ৪৩

পরমুদ্রা ধারণ করিয়া, যাহা হইতে নরক পরাহত হয়, সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণাদি পুরুষগণ সেই সব পরস্ত্রীগণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতির সহিত 'তপ্ত' নামক নরকে গমন করে। তথায় বহু বৎসর যাবৎ অত্যন্তরূপ কষ্ট পাইয়া পরে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৩৪-৩১

তপস্বিগণ ব্রাহ্মণ ভক্ত হন এবং ব্রাহ্মণাদি সকলেরই ভক্ত হন। ব্রাহ্মণী প্রভৃতি ভক্তিপূর্বক ভক্ত হইয়া থাকেন—ইহা শিবাদেব প্রভৃতি বলিয়াছেন। ৩২

ব্যাখ্যা। যদি অত্রির ব্রাহ্মণী থাকেন, কিংবা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণী থাকেন, তাহা হইলে এই অত্রির ও বৈষ্ণব মাতৃযোনী হইবে এবং 'দূর্প' নামক নরকে গমন করিবেন।৩৩

দূর্পাকার কৃমিদেহের দ্বারা ব্রাহ্মণীর সহিত অত্রির ও বৈষ্ণব ভক্তিপূর্বক হইয়া এবং হংসমুদ্রাদ্বয় দ্বারা ভূষিত হইয়া প্রথমে ভক্ত ভোজন করত চতুর্দশ ইন্দ্রের পরমায়ুকাল যাবৎ অত্যন্ত (দূর্পনরকে) যাতনাভোগ করিতে থাকে। তাহাদের নাম ভক্ত নরাহ ও নাম ভক্ত যাবৎ হইবার পর শুদ্ধিলাভ করিবে। ৩৪-৩৫

যে ব্যক্তি হস্তে তুলসী লইয়া প্রতিজ্ঞা করত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করে না কিংবা মিথ্যা শপথ করে, সেই ব্যক্তি ঘালানুখনরকে গমন করিয়া থাকে। ৩৬

যে ব্যক্তি হস্তে নমস্কার করিয়া বা পালনার্থ শিলা বা শ্বেতপ্রতিমা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন করে না, সেই ব্যক্তি ঘালানুখনরকে গমন করিয়া থাকে। ৩৭

যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূর্বক প্রতিজ্ঞা পালন করে না কিংবা শ্বেতবৃষে বাহিয়া মিথ্যা কথা বলে, সেই ব্যক্তি ঘালানুখনরকে গমন করিয়া থাকে। ৩৮

অগ্নি। যে ব্যক্তি বিষ্ণুমূর্তা পূর্বকার ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করত সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করে, সেই ব্যক্তির ঘালানুখনরকে গমন করে। ৩৯

যে ব্যক্তি বিপ্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ও বিশ্বাসনাশক প্রদানকারী, সেই সব ব্যক্তির ঘালানুখনরকে গমন করে। ৪০

ইহারা সকলেই চতুর্দশ ইন্দ্রের ভোগপরিমিত কাল যথায় (ঘালানুখ নরকে) বাস করে এবং অত্যন্ত যাতনা ভোগ করে, তার মনুষ্যগণ তাহাদিগকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিবে। ৪১

তুলসীস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাকারী সাত কল্প চন্দ্রলোকে বাস করে। পদ্মপলাশ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাকারী পাঁচ কল্প ভোগ করে, তাহার পর শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪২

শিলাস্পর্শী। শিলা (পালনার্থশিলা)—স্পর্শ পূর্বক প্রতিজ্ঞাকারী সাত কল্প বিষ্ণুলোকে বাস করে, অর্কঃ (শ্বেতপ্রতিমা) স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাকারী সাতকল্প ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৩

[illegible] ও [illegible] ।
[illegible] । ৭৬
[illegible]
[illegible] ১০০
[illegible] ।
[illegible] । ৭৬
[illegible]
[illegible] । ৬১
[illegible]
[illegible] । ৬৮
[illegible] ।
[illegible] । ৬৯
[illegible]
[illegible] । ৭০
[illegible] ।

[illegible] । ৭১
[illegible]
[illegible] । ৭২
[illegible]
[illegible] । ৭৩
[illegible]
[illegible] । ৭৪
[illegible] । ৭
[illegible] ।
[illegible] । ৭৬
[illegible] চিকিৎসকঃ
[illegible] । ৭৭
[illegible] এব চ
[illegible] । ৭৮

[illegible] । ৬৪

[illegible] (শূদ্রাদি) [illegible] । ৬৫

তাহার পর [illegible] কার্যহীন, ধনহীন ও বৃত্তিহীন হইয়া মূক (বোবা) এবং বধির (কালা) হয়, [illegible] । ৬৬

[illegible] । ৬৭

[illegible] । ৬৮

যে দ্বিজ [illegible] । ৬৯-৭০

[illegible] । ৭১

যে ব্যক্তি [illegible] । ৭২-৭৩

[illegible] । ৭৪

[illegible] কার্যহীন, ধনহীন ও [illegible] । ৭৫

[illegible] । ৭৬

যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাজীবী, দৈবজ্ঞজীবী, চিকিৎসক, [illegible] ও নৌকাবিদ্যাজীবী এবং [illegible], সেই ব্রাহ্মণ [illegible] "ব্রাহ্মণ" নামক [illegible] । ৭৭-৭৮

যথা যাবৎ ন পশ্যন্তি দৈবেন সংশয়ঃ ।
যোগেন সর্বকারণং সন্মানয়ঃ ক্ষিতিঃ ॥ ৫৯

প্রাণিনাঞ্চ কুণ্ডানি অধিকানি পতিষ্যতে ।
কুণ্ডানি চান্যানি কুণ্ডানি তত্র নহি দৈব ॥ ৬০

নহি পাপবিনাশে সর্বকর্মপ্রদানবিধেঃ ।
কুণ্ডানি নানাযোনিঃ যে ত্বিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে পাপিকুণ্ডনির্ণয়ো নাম একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

তাহার পর সে নারী অন্য দেহ ও [illegible] ॥ ৫৯

সাবিত্রি! আমি তোমার নিকট [illegible] বর্ণনা করিলাম। [illegible] ॥ ৬০

সেই সব মহান পুরুষ কর্মফলদাতা [illegible] করিতেছেন। সেই সব পাপীরা সংসারে নানাযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ॥ ৬১

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে সাবিত্রী উপাখ্যানে পাপি-কুণ্ডনির্ণয়নামক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণসেবায়াঃ কর্মচ্ছেদবীজরূপত্ব বর্ণনং, বিষয়নিরূপণম্ ।]

সাবিত্র্যুবাচ ।

ধর্মরাজ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ ।
নানাপুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রপ্রদর্শক ॥ ১
সর্বেষু সারভূতং যৎ সর্বেষ্টং সর্বসম্মতম্ ।
কর্মচ্ছেদবীজরূপং প্রশস্তং সুখদং নৃণাম্ ॥ ২
যশস্করং ধর্মকরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
যেন যামীং ন যে যান্তি যাতনাং দুঃখসংকুলাম্ ॥ ৩
কুণ্ডানি চ ন পশ্যন্তি তত্র নৈব পতন্তি চ ।
ন ভবেদ্ যেন জন্মাদি কর্মণাং মম দুষ্করম্ ॥ ৪
কিমাকারাণি কুণ্ডানি কানি তেষাং নিরোধনি চ ।
কেন রূপেণ বা তত্র তিষ্ঠন্তি পাপিনঃ সদা ॥ ৫
স্বদেহে ভস্মসাদ্ভূতে যাতি লোকান্তরং নরাঃ ।
কেন দেহেন বা ভোগং ভুঙ্ক্তে বা শুভাশুভম্ ॥ ৬
সুচিরং ক্লেশভোগেন কথং দেহো ন নশ্যতি
দেহো বা কিংবিধো ব্রহ্মন্ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণসেবার কর্মচ্ছেদের বীজরূপে বর্ণন ও বিষয়ের নিরূপণ।]

সাবিত্রী কহিলেন,—হে ধর্মরাজ! আপনি বেদ ও বেদাঙ্গপারদর্শী, নানা পুরাণ, ইতিহাস ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের মূল তত্ত্বের প্রদর্শক ॥ ১

সেই কারণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কোন্ কর্ম সকল কর্মসমূহের মধ্যে সারভূত? যাহা (যে কর্ম) সর্বজনাভিলষিত, সকলের সম্মত, কর্মচ্ছেদের বীজস্বরূপ, প্রশংসনীয় ও মনুষ্যগণের সুখপ্রদ? ২

যাহা যশ প্রদান করে, ধর্মলাভ করে এবং সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ? যাহা দ্বারা জীবগণ যমযাতনা ভোগ করে না এবং সংসারে যাহা দুঃখসংকুল যন্ত্রণা ভোগ হয় না ॥ ৩

যে কর্মফলে সকল কুণ্ডসমূহ দর্শন করে না এবং সেই সব কুণ্ডে পতিত হয় না। যাহা দ্বারা জন্মাদি হয় না, সে কুণ্ড? আপনি সেই কর্মের কথা বলুন ॥ ৪

আপনি পূর্বে যে সব কুণ্ডসমূহের কথা বলিয়াছেন, সেই সব কুণ্ডের আকার কিরূপ? তাহাদের পরিমাণ কি? আর পাপিগণ সেই সব কুণ্ডে কিভাবে অবস্থান করে? ৫

নিজ নিজ দেহ ভস্মীভূত হইলে পর মনুষ্যগণ লোকান্তরে গমন করে। কিন্তু তাহারা তখন কোন্ দেহে লোকান্তরে গমন করিয়া শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করে? ৬

বিপ্র! সুদীর্ঘকাল ক্লেশ ভোগ করিয়াও কেন সেই দেহ নষ্ট হয় না? সুতরাং সেই দেহ কিরূপ? তাহা আপনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করুন ॥ ৭

সাবিত্রীরতাঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজো হরিং স্মরন্।
তথা ভবিতুমারেভে শুক্লঃ সখা স নাস্যত। ৮

ব্রত উদ্যাপন।

বৎসরে চতুর্দশেষু ধর্মেষু সাবিত্র্যাস্তু চ।
পুরাণেতিহাসেষু শ্রুত্বাত্রাধিকেষু চ। ৯

অন্তেষু ধর্মশাস্ত্রেষু যোগেষু চ পুরস্কৃতে।
প্রতিষ্ঠায়াস্তুতে সম্যগ্ বৃত্তমেবম্। ১০

ব্রত-ধৃতা-ব্রতা-ঘোর-শোক-সন্ত্রাসভাজনম্।
প্রবেশনক্ষণঞ্চ পরমাবশ্যকায়তম্। ১১

কায়ঃ ধর্মসিদ্ধীনাং নরকার্ণবতারণম্।
উক্তিপ্রত্যুক্তিসুখরা ধর্মযুক্তবিচক্ষণম্। ১২

লোকেকবীর্যলোপানলবিনাশিপ্রভম্।
আলোকা-সার্ষি-সাবিত্র্য-সাধীন্যাদিপ্রকং শুভে। ১৩

বৃত্তানি যমযুক্তস্য শ্রুত্বা ধর্মবিদস্তদা।
ন হি পশ্যন্তি যমুনা ঔর্ধ্বদৈহিকিয়াঃ নরি। ১৪

দরিদ্রাঃ যে দুর্গস্থি পৃথিব্যাং ধর্মযোনিষু
যে স্যান্তি দরিত্যার্থে চ নাস্যন্তি দরিত্যালয়ে। ১৫

প্রেতযন্তি দরিং নিত্যং দরিত্যাঃ পুরুষান্তি চ।
ন যান্তি তে চ যোগাক্ষ যম যাতনাং পুরীম্। ১৬

ত্রিসন্ধ্যাপূতা বিপ্রাশ্চ শ্রদ্ধাচারসমন্বিতাঃ।
ধর্মনিরতাঃ শান্তা ন যান্তি যম মন্দিরম্। ১৭

যে ধর্মযোনিযোক্তে চ শুদ্ধা দেবাত্মবিগ্রহাঃ।
ব্রতাস্যান্তি চ ধর্মজ্ঞ ন হি নির্যান্তি। ১৮

নির্যান্তি ন হি পশ্যন্তি কৃতান্তং ধর্মরাজং বিনা নরঃ।
ধর্মনিরতাশ্চাপি ধর্মবিদ্বেষভাজনাঃ। ১৯

লঙ্ঘয়ন্তো মর্ত্যলোকং কৃতান্তং ধর্মবিগ্রহম্।
ভীতাঃ কৃতোপাদকাশ্চ বৈবস্বতবলিংবরাঃ। ২০

মাদ্র। সাবিত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করত শ্রীহরির স্তব পূর্বক সাবিত্রীর প্রেমের উদ্দীপনার্থ এই কথা মনিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

যম কহিলেন,—বৎসে সুব্রতে সাবিত্রি! তার শ্রেষ্ঠ, বেদাদি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রিতে, পুরাণ ও ইতিহাসসমূহে, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে, যোগসমূহে এবং অন্যান্য সর্বশিষ্ট সাধু সকলেরই অনুমোদিত সাধুকৃত্যরূপ ব্রতের সমাপনের অর্থ ব্রতের শ্রীকৃষ্ণ সেবা। ৯-১০

আর এই কৃষ্ণসেবারূপ অর্থ ধর্ম, মুক্তি, ধরা (পৃথিবী), ঘোর, শোক ও সন্তাপ হইতে সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকে এবং সর্বাবশ্যকের ও পরমাবশ্যক আছে। ১১

এই কৃষ্ণসেবা সর্বসিদ্ধির নিধির আকর, নরকরূপ হইতে উদ্ধারকারী, ত্রিভুবন মধ্যে অদ্বিতীয় বীর্য উৎপাদন করে এবং কলিযুগ সূর্যের মত তেজ করিয়া থাকে। ১২

ইত্যাদি। এই কৃষ্ণসেবা শ্রীগোলোকধামে পরমসুখের সোপান (সিঁড়ি)-স্বরূপ, অত্যন্তরূপ প্রকাশকারী এবং সালোক্য, সার্ষি, সারূপ্য ও সাযীপ্যাদি মুক্তিদাতা। ১৩

ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ কল্পতরু অমৃতময়, অমৃত, যম এবং যমভিন্নরূপধারী ধর্মও অমর হয়। ১৪

দরিদ্রেরা যে দুর্গস্থি পৃথিবী ধর্মযোনিতে
যে স্যান্তি দরিত্যার্থে চ নাস্যন্তি দরিত্যালয়ে। ১৫

প্রেতযন্তি দরিং নিত্যং দরিত্যাঃ পুরুষান্তি চ।
ন যান্তি তে চ যোগাক্ষ যম যাতনাং পুরীম্। ১৬

ত্রিসন্ধ্যাপূতা বিপ্রাশ্চ শ্রদ্ধাচারসমন্বিতাঃ।
ধর্মনিরতাঃ শান্তা ন যান্তি যম মন্দিরম্। ১৭

যে ধর্মযোনিযোক্তে চ শুদ্ধা দেবাত্মবিগ্রহাঃ।
ব্রতাস্যান্তি চ ধর্মজ্ঞ ন হি নির্যান্তি। ১৮

নির্যান্তি ন হি পশ্যন্তি কৃতান্তং ধর্মরাজং বিনা নরঃ।
ধর্মনিরতাশ্চাপি ধর্মবিদ্বেষভাজনাঃ। ১৯

লঙ্ঘয়ন্তো মর্ত্যলোকং কৃতান্তং ধর্মবিগ্রহম্।
ভীতাঃ কৃতোপাদকাশ্চ বৈবস্বতবলিংবরাঃ। ২০

ধর্মজ্ঞদেবতাগণ যে সব পুণ্যবান ব্যক্তিকে অর্চনা করেন, যাহারা ধর্মযোনি হইয়া ধর্মের সেবা করেন এবং যাহারা ধর্মের আশ্রয়ে থাকেন ও শ্রীহরির নিত্য পূজা করেন, তাঁহারা কখনও যমযন্ত্রণা ভোগকারী নরকপুরীতে গমন করেন না। ১৪-১৬

যে সব ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাপূত, শ্রদ্ধাচারসম্পন্ন, ধর্মনিরত ও শান্ত, তাঁহারাও যমের ভবনে গমন করেন না। ১৭

তাঁহারা সজ্ঞানে ধর্মব্রত করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ যে সব শুদ্ধ দেবভিন্ন (দেবোপাসক) আছেন, তাঁহারাপিও ধর্ম ও ধার্মিক ব্যবহারসকল করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভোগকারী নির্যান্তি অর্থাৎ যমদিগের হস্ত না। ১৮

যমযন্ত্রণা ভোগকারী যমদূতগণ মৃত্যু পরে করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদের তাহারা ধর্মনিরত বান্ধব কিংবা ধর্মনিরত বান্ধব অর্থাৎ কৃষ্ণোপাসকগণ ধর্ম পালন করুন বা অর্ধ পালন নাই করুন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তির অবশ্যই মুক্তি লাভ করেন। ১৯

মৃত্যুর অধিষ্ঠাতৃরূপ ধর্মবিগ্রহ যম তাহার ভোগের নিমিত্তগণকে দেখিয়া ভয় পলায়ন করে, সেইরূপ কৃষ্ণোপাসকগণকে দেখিয়া ভয় পলায়ন করে। ২০

অন্নং পানমথাদ্যঞ্চ যন্মুখং তা দদাসদং
তাম্বূলাদি চ সর্বত্র ত্রিবিক্রমোদ্ভবং বিনা। ১১
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং নাধানি চ বিশেষতঃ
করোতি নরকোদ্ধারং ত্রিবিক্রমসমুদ্ভবঃ। ১২
মধুসূদনিকঃ প্রোক্তো বেদাক্ষে কৃষ্ণতে পুনঃ
বিলজ্জা ব্রহ্মলোকেশ লোলোকঃ গচ্ছতাং সদা। ১৩
ত্রিবিক্রমি চ বক্তব্যি দেবাঃ সর্বেশ্বরাত্মকঃ।
যথা মুখপ্রধানত্বাদ্ভাষ্যাদি চ তথাদি চ। ১৪
প্রাণে বি মোক্ষঃ সংপ্রোক্তঃ তাম্বূলং মুখ্য চ তথৈব।
তাম্বূলং তাদিনঃ যাতি লোকক্রোধো ভবতি সতি। ১৫
মুখাৎ পদ্মাসনে দেবো ব্রহ্মা বেদ ইতি শ্রুতম্।
তাদনং তুষ্টতঃ কর্ম বর্ধমোক্ষত্বয়ং তথা। ১৬
যে যে ন যান্তি যাবীক ত্রিবিক্রান্তে নরা সতি।
মৃত্যু দেববিরোধং তদ্বক্তব্যি যথাসদম্। ১৭
পৃথিবী বায়ুরাকাশং তেজশ্চাত্রবিধি স্মৃতং।

দেহিনাং দেবরূপেণ স্থিতং সৃষ্টিবিধৌ পরম্। ১৮
পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতৈর্যো দেহো নির্মিতো ভবেৎ
ন কৃত্রিমো নরস্তস্য তদ্ভবাত্তে ভবেদ্ধি। ১৯
কৃত্বাকৃত্বা প্রযত্নেন যে স্ত্রীণাং পুরুষাকৃতিঃ
বিরচ্যি পুত্রার্থেক বক্তব্যং তোয়হেতবে। ২০
ন দেহো ন তদ্ভবস্তস্য অমরত্বো ন মরণে
তদ্দেহে ন নষ্টো দেহো যা প্রলয়ে স্থিতিং কুরু। ২১
ন শাস্ত্রে ন চাস্ত্রে চ মৃত্যু স্য কণ্ঠদেশে তথা।
তদ্ভয়ে তদ্ভয়ে তদ্ভয়াদেশে এব চ। ২২
প্রত্যক্ষ প্রতিমাদেহেষ্বাত্মা ব্রহ্মস্বরূপেণি চ
ধ্যায়িতা যেন মুক্তাত্মা তাবৎক ব্রহ্মসদনং। ২৩
মুক্তাত্মা লক্ষণং সর্বং বিরোধ কথয়ি হে। ২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে ব্রহ্মণাত্রিশোপাখ্যানে যে ব্রাহ্মীশঙ্করোপাখ্যানং।

আর আমি যাঁর মুখকে পাদদেশে পতন করিতে দেখিয়া তাহাকে অভিশাপ দিই যে, তুমি ব্রহ্মিষ্ঠের আহার (ভূত) তাহাকে তুমি সমস্ত ভক্ষণ করিতে পারিবে। ১১

ত্রিবিক্রম হইতে যাহা সমুদায়াদি যাহা কৃষ্ণমন্ত্র উপাসকগণের নাধানকল অর্জন করিয়া (অভিচার) দেয় ১২

এখিনে আর অধিক তোমাকে কি বলিব। তখন ব্রহ্মলোক অভিশাপ করিয়া লোলোকগামী অভিমুখে যত কৃষ্ণভক্তগণ তখন অবশ্য, তখন তাহা ব্রহ্মার ঔরসের অনার্যনার জন্য মধুসূদনাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ১৩

যেরূপ প্রথমে অগ্নিতে তাই ও তৃণসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তগণের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত পাপসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়। ১৪

সতি সাবিত্রি! এই কৃষ্ণভক্তগণকে দেখিয়া তাহা যোগেই ভীত হইয়া মোক্ষলাভ হয়। তাহা তাহা কৃষ্ণভক্তকে ক্রোধ করিয়া অন্য তাহা পুরুষের আহার করে। এইরূপ সোম, সোম, সূত্র, সোম, অন্ন, সোম, অন্ন, তাম, তাম্বূলাদি কর্ম, ইহাও সোমের কৃষ্ণভক্তের বিরোধ হইতে পলায়ন করা। ১৫-১৬

সতি। যে যে পুরুষগণ যমপুরীতে যাত্রা করেন না, আমি ঐহাদের সকলের বিষয় তোমাকে বলিলাম। এখন আমি পাত্রসমূহ নিজ দেহের বিবরণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১৭

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ ও জল—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম দেহধারী জীবগণের স্থূল দেহের প্রধান কারণ। ১৮

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ ও জল—এই পঞ্চভূত দ্বারা যে স্থূল দেহ নির্মিত হয়, সেই দেহ কৃত্রিম ও নশ্বর এবং ইহাদেরই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৯

কিন্তু মানবগণ তোমার নির্মিত এই স্থূল দেহের মধ্যে কৃত্রিম প্রযত্নে পুরুষাকৃতি যে জীব পুত্রলাভের কারণ করেন, তাহাকে দেহকেই পুত্রলাভ ও তোমার বলা হয়। ২০

সেই দেহ আমার জন্মে অথবা মরণসময়ে তোমাকে অধিক পরিশ্রম করিতেও হইবে না, এইরূপ মনে বিবেচনা করিয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না এবং দীর্ঘকাল প্রলয় করিলেও নাশপ্রাপ্ত হয় না। ২১

শস্ত্রাঘাতে নষ্ট হয় না, অস্ত্রাঘাতেও নষ্ট হয় না এবং অগ্নি ও কণ্ঠের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। তদ্রূপ, তদ্ভয়ভীত, তদ্ভয়ভীত, তদ্ভয়াদেশ, তদ্ভয় চিন্তা করিলেও এবং অন্যান্য স্থান হইতে পতন—এই সকলে নষ্ট হয় না। হে দেবি! আমি তোমাকে শাস্ত্রানুসারে নিজ দেহের বিবরণ ও তাহার বলিলাম। ২২-২৩

সাবিত্রি! তখনের আমি তোমাকে সমস্ত মুক্তমহাত্মার লক্ষণ বলিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২৪

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে ব্রহ্মণ-ব্রাহ্মীশঙ্করোপাখ্যানবিবরণ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[মূত্রাদানং মাত্রালক্ষণঞ্চ ।]

অথ ঊরুঃ।

পূর্বোক্তমূত্রকোষাঃ সর্বস্মৃতক মন্ত্রম্
অতীব নিম্নঃ পার্শ্বাভ্যাং চৈব খচিতঃ সন্ধিঃ । ১

ন সন্ধয়ঃ শ্রোণয়ঃ বিস্তিরেকত্রোচ্যতা
শ্রোণয়ঃ পার্শ্বিকাশ্চ মাত্রালক্ষণঃ তদালয়ম্ । ২

অন্তরাত্রয়শ্চ পঞ্চত্রিংশদ্বিধাধিক্যম্ ।
পরিতঃ শ্রোণয়শ্চ ষড়ঙ্গুল প্রকীর্তিতম্ । ৩

মধ্যস্থং প্রদূর্বাদ্বিঃ পার্শ্বিকঃ পরিপূরিতম্ ।
ইতিঃ মধ্যস্থৈশ্চ ত্রাঙ্গুলৈস্তাবদি সন্ধয়ম্ । ৪

প্রদেশতোন্নতপূর্বং দ্বিপ্রদেশমধিকম্
মধ্যশ্রোণ্যাশ্চ পার্শ্বিকস্যৈব মন্ত্রম্ । ৫

প্রদূর্বা কাণ্ডমূলঃ প্রদেশৈর্দ্বিগুণৈর ৪
শ্রোণ্যাঙ্গুলাঃ মধ্যস্থৈস্ত্রাঙ্গুলৈর ৪ ইতিঃ । ৬

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[মূত্রকোষের পরিমাণ ও লক্ষণবর্ণন ।]

অথ অতিশয়,—সন্ধি পার্শ্বিক। সন্ধয় মধ্যস্থমূত্রী পূর্বোক্তমূত্রকোষাঃ সর্বস্মৃতক (সোজা), অতিশয় নিম্ন এবং বিশেষ বিশেষ পার্শ্বাভ্যাং (দুপাশে) বিশিষ্ট । ১

এই সমস্ত মূত্র শ্রোণ্যন্তরাল পর্যন্ত লম্বা হয় না। পার্শ্বিকগুলি শ্রোণ্যন্তর ও মাত্রালক্ষণবিশিষ্ট এই সব পার্শ্বিকের বিস্তারের বিস্তারিত বলা হচ্ছে। বিশিষ্ট প্রকারে । ২

তাদের অন্তরাত্রয়, পঞ্চত্রিংশদ্বিধাধিক্য বিশেষবিশিষ্ট এবং চতুর্দিক শ্রোণ্যন্তরিত যে মূত্র, তারা ষড়ঙ্গুল বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৩

এই ষড়ঙ্গুল অন্তিমের মধ্যস্থমূত্রী পার্শ্বিকের পরিপূর্ণ বর্ণিতব্য। সেই পার্শ্বিকদের মধ্যস্থমূত্রী আমার দুজনের এই মূত্রের দ্বারা ইতি পরিমাণ । ৪

তাদের মূত্র—অতিশয় তাদের পূর্ব, দ্বিগুণ তাদের মাত্রালক্ষণ, তাদের তাদের আয়ত্ত, আমার দুজনের শ্রোণ্যে দুটি করে বিশেষভাবে মধ্যস্থমূত্রী পার্শ্বিকদের (পাশীর নাম) মন্ত্রম (তাদের মধ্যমূত্রী), অর্ধশ্রোণ্য পরিমিত এবং আমার দুজনের দ্বারা সর্বশ্রোণ্যন্তর চিহ্নিত । ৫-৬

তদ্ভক্তকোষাটৈঃ পূর্বঃ শ্রোণ্যন্ত পরিশেষীতম
মন্ত্রম পার্শ্বিকিস্যৈব শ্রোণ্যন্তরঃ তদালয়ম । ৭

আশীতি খলু মূর্ধ্বিন্দুমূত্রৈস্ত্র ত্রিংশতঃ ।
প্রদেশস্ত্রিংশদাটৈ, তদ্ভক্তকৌত্তরমূত্রৈঃ । ৮

বিন্দুমূত্রৈরেব পূর্বঃ শ্রোণ্যন্তরঃ মূর্ধ্বিন্দুত্ব
অন্তিমর্ধমন্ত্রমূত্রঃ দ্বাদ্বঃ পার্শ্বিকিস্যৈব । ৯

ত্রাঙ্গুলৈস্তাবদ মূত্রৈস্ত্র অন্যান্যৈরন্তরৈঃ ।
ইতিশব্দ খলু মূর্ধ্বিন্দুমূত্রকৌত্তরৈস্তাবদ্ধ্বিন্দিত্ব । ১০
তদ্ভক্তমূত্রকৈঃ পূর্ণ মূত্রকৌত্তরৈস্ত মন্ত্রম ।
মূত্রঃ মধ্যপার্শ্বিকিস্ত তদ্ভক্তমূত্রৈর্দ্বিগুণা দ্বাদ্বা । ১১
দ্বাদ্বিংশান্ত আত্মাত্মঃ দ্বাদ্বাদ্বিস্ত মন্ত্রম ।
দ্বাদ্বিংশৈস্ত্রাঙ্গুলৈর্দ্বাদ্বৈঃ তদ্ভক্তমূত্রৈস্তাবদ্ধ্বিন্দিত্ব । ১২
শ্রোণ্যন্তরঃ শ্রোণ্যন্তিমা শ্রোণ্যন্তিমৈঃ শ্রোণ্যন্তিমৈঃ মধ্যা ।
তদ্ভক্তমূত্রকৈঃ পার্শ্বিকিস্ত তদ্ভক্তমূত্রৈঃ মধ্যা । ১৩

তদ্ভক্তমূত্র—তার তাদের পূর্ব, মূত্রকোষের পরিমাণের, পার্শ্বিকদের দ্বারা পরিমাণ, একত্রোপ পরিমিত এবং বিশেষ মন্ত্রম । ৭

আশীতি মন্ত্র মূত্রদের দ্বারা তাদের ত্রিংশ 'আশি' মন্ত্রমূত্রী পাশীরা অন্তরালের থাকিয়া আছে তাই, তাই ও তাদের মূত্রের পার্শ্বিকিস্ত পার্শ্বিক প্রদেশের দ্বারা চিহ্নিতের । ৮

বিন্দুমূত্র—বিন্দু ও মূত্রের পূর্ব, একত্রোপ পরিমিত, মূত্রবিন্দু, অন্তিমের মধ্যস্থমূত্র এবং পার্শ্বিকদের পরিমাণের । ৯

পাশীরা আমার মূত্রদের দ্বারা তাদের ত্রিংশ অন্যান্যের ও নানা উপরের 'তথা এর' পরিমাণ চিহ্নিত থাকে। তাদের বিন্দু ও মূত্রের কৌত্তর পাশীদিগের তাদের আছে । ১০

মূত্রমূত্র—তার মূত্রের পূর্ব, মূত্র কৌত্তরের দ্বারা ও তাদের পার্শ্বিকের দ্বারা মন্ত্রম । মূত্রকৌত্তর নাম যেমন নাম পার্শ্বিকদের তাদের আছে । ১১

এই মূত্র মূত্র দ্বাত্রোপ পরিমিত ও তাদের আছে। আমার মূত্রদের দ্বারা তাদের ত্রিংশ মূত্রমূত্রিত পাশীরা তার সাথে এবং তার মূত্রের নাম দ্বাত্রোপের চিহ্নিতের । ১২

শ্রোণ্যন্তর—শ্রোণ্যন্ত পূর্ব, একত্রোপ পরিমিত,

[illegible] সম্পূর্ণং [illegible]
[illegible] পারিভিঃ পূর্ণচন্দ্র ৷ ১৪
[illegible] পুষ্পৈঃ [illegible] ৷
[illegible] ৷ ১৫
[illegible]
পারিভিঃ [illegible] কীর্তিভিঃ ৷ ১৬
[illegible] পূর্ণং [illegible]
[illegible] পারিজাত [illegible] ৷ ১৭
[illegible] পূর্ণং [illegible]
[illegible] পারিভিঃ [illegible] ৷ ১৮
[illegible] পূর্ণং [illegible] ৷
[illegible] পারিভিশ্চ [illegible] কীর্তিভিঃ ৷ ১৯
পূর্ণং [illegible] পারিজাতম্ ৷

[illegible] ৷ ২০
[illegible] পূর্ণং [illegible] পারিভিঃ ৷
[illegible] ৷ ২১
[illegible] পারিভিঃ
[illegible] ৷ ২২
[illegible] পূর্ণং [illegible]
[illegible] ৷ ২৩
পরিপূর্ণং [illegible]
পারিভিঃ [illegible] ৷ ২৪
[illegible]
[illegible] ৷ ২৫
[illegible]
পারিভিঃ [illegible] ৷ ২৬

[illegible] (রত্নময় [illegible]) [illegible] পারিজাত [illegible] পরিবেষ্টিত। [illegible] কীর্তন [illegible] করিয়াছে ৷ ১৩

[illegible]—[illegible], [illegible]পূর্ণ, [illegible] পরিপাটি এবং [illegible] দ্বারা [illegible] পূর্ণ ৷ ১৪

[illegible] এই [illegible] দ্বারা [illegible] ও [illegible] দ্বারা [illegible] ৷ ১৫

[illegible]—[illegible], [illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] এবং [illegible] দ্বারা [illegible] পরিপাটি ৷ ১৬

[illegible]—[illegible], [illegible] পূর্ণ, [illegible] এবং [illegible] দ্বারা [illegible] পরিপাটি ৷ ১৭

[illegible]—[illegible] পূর্ণ, [illegible] দ্বারা [illegible] পূর্ণ ৷ ১৮

[illegible]—[illegible] ([illegible]) [illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] পরিপাটি ৷ ১৯

[illegible]—[illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] এবং [illegible] দ্বারা [illegible] ও [illegible] ৷ ২০

[illegible]—[illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] দ্বারা [illegible] ও [illegible] ৷ ২১

[illegible]—[illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] ৷ ২২

[illegible]—[illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] এবং [illegible] দ্বারা [illegible] ৷ ২৩

[illegible]—[illegible], [illegible] পরিপূর্ণ এবং [illegible] দ্বারা [illegible] পরিপাটি ৷ ২৪

[illegible] করে, [illegible] ও [illegible] এই [illegible] 'জাতি, জাতি' [illegible] করে ৷ ২৫

[illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]—এই [illegible] এবং [illegible] দ্বারা [illegible] পরিপাটি ৷ ২৬

প্রকৃতস্বাস্থ্যকৃত ভাস্বদ্ধূম্রপরিষ্কৃত
ভাস্বদ্ধূম্রপরিষ্কৃতৈঃ প্রকৃতিস্থৈরাবৃতঃ সদা ॥ ১৭
প্রযোক্তঃ প্রবিধাস্যন্তৈঃ কুশঙ্কিঃ পাণিভির্ধৃতম্
মযূরচিহ্নমাঃ বিদ্ধৈর্মৃদ্ধ মৃষ্টৈশ্চ ভাস্বিতৈঃ ॥ ১৮
প্রকৃতস্থৈরাবাস্তে অমরকায়সন্নিভম্
লৌহমাঃ প্রবিধাস্যন্তৈঃ প্রকৃতিস্থৈরাবৃতঃ সদা ॥ ১৯
প্রযোক্তঃ প্রবিধাস্যন্তৈঃ পদ্মং বিদলিতৈরিব
চক্রং হংসকৃতি পক্ষং মৃষ্টৈর্মৃদ্ধ ভাস্বিতৈঃ ॥ ২০
মহাপাত্রবিনির্মুক্তঃ বিষমুক্তিপ্রযাপকম্
ভাস্বদ্ধূমঃ ভাস্বদ্ধূমঃ লোহধূম্রঃ প্রকীর্তিতম্ ॥ ২১
ঘর্মধূমঃ তপ্তপুত্র কৃষ্ণঃ ঘনাকৃতিঃ ॥
তাম্রাভিঃ পাণিভির্মুক্তঃ মধুধূম্রাভিরাবৃতঃ ॥২২
অতঃ সাধুলিখিতঃ তীক্ষ্ণতপ্তকৃষ্ণধূম্রম্
লক্ষণৈরুক্তমাত্রৈশ্চ ক্রোধমানঃ ভয়ানকম্ ॥ ২৩

মধুধূমৈঃ কপোতৈশ্চ সুতীক্ষ্ণৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২৪
সাধ্যোক্তঃ কপোতৈর্বিদ্ধঃ মহাপাত্রবিনির্মুক্তম্
মৃদ্ধাগ্রাস্রিদলাস্তিক্ত মম মৃষ্টশ্চ ভাস্বিতৈঃ ॥ ২৫
অথ হেমাভ সদৃক্ষ মূর্ধাঃ শুভ্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ ।
মহাপাত্রবিনির্মুক্তৈশ্চ সংঘেন ভয়ানকৈঃ ।
প্রকৃতস্থৈরিদা বস্তুতীক্ষ্ণে ভীবিভিষেব চ ॥ ২৬
বিষৌষৈস্তক্ষণাদ্যোগাঃ পূর্বং ক্রোধসমন্বিতম্,
মধুকৈঃ পাণিভির্মুক্তঃ মম মৃষ্টশ্চ ভাস্বিতৈঃ ॥ ২৭
প্রকৃতস্থৈরসম্পূর্ণং তীক্ষ্ণ বিপরিবর্তিতম্
মধুকৈঃ পাণিভির্মুক্তঃ ভিন্নমাত্রৈশ্চ রেষ্টিতৈঃ ॥২৮
তাম্রাভঃ প্রকৃতিস্থৈশ্চ পূর্ণাঙ্গৈশ্চ সুতাম্রিতৈঃ ।
মহাপাত্রবিনির্মুক্তা বিষমুক্তিপ্রযাপকম্ ॥ ২৯
পক্ষকৃতং তাম্রমুক্তঃ ক্রোধমানঃ ভয়ানকম্ ।
মূলাকারৈঃ সুতাম্রাভৈঃ লৌহমাত্রৈশ্চ রেষ্টিতম্ ॥৩০

তপ্তভাস্বদ্ধূম—তাম্রশিখির ঈষদ্ধূম্র এবং অগ্নিতপ্ত তপ্ত লৌহপাত্রের তাম্রবর্ণবিশিষ্ট ধূমের সদৃশ বর্ণের ॥ ২১

এই তপ্তভাস্বদ্ধূম পক্ষিক্রোধসমন্বিতে বিহঙ্গৈর্ম, আমার মৃত্যুসময় তাহা ভাবিয়া হইয়া চতি চতিমধ্যে আনিয়া ভবিষ্যৎ পাশিসমূহে আবদ্ধ থাকে ॥ ২৮

তপ্ত লৌহধূম—অথবা তপ্তলৌহাকারযুক্ত, অথবা তপ্তলৌহসিদৃশ, লৌহনিশিত প্রভৃত এই চতিমধ্যে আবদ্ধ থাকে ॥ ২৯

আমার আমার মৃত্যুসময় তাহা ভাবিয়া হইয়া আর তিনটি পাশিসম হইতে চতিমধ্যে আনিয়া হইয়া আমার 'তপ্ত লৌহ' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে ॥ ৩০

এই লৌহধূম চাতিক্রোধসমন্বিত, অত্যন্তভাবক, অতিভয়ানক এবং মহাপাত্রীবিশিষ্ট তাহা পরিপূর্ণ ॥ ৩১

মধুধূম এবং তপ্তধূম্রধূম—মধুধূমপাত্রবিশিষ্ট এই দুই ধূমকে মধুধূমপাত্রী ও তপ্তধূম্রধূমপাত্রী পাত্রীরা আমার মৃত্যুসময় তাহা ভাবিয়া হইয়া পাত্র করিয়া চতিমধ্যে ॥৩২

কপোতধূম—পাত্রলৌহধূমের অনুরূপভাবে ভিন্ন, তীক্ষ্ণ কপোতধূমের মূত্র, অত্যন্তক্রোধসমন্বিত তীক্ষ্ণ ও ক্রোধসমন্বিত তাম্র, মৃত্যুসময় এই চাতিক্রোধসমন্বিত মূর্তিই কপোতধূমে পরিবেষ্টিত হয় ॥ ৩৩-৩৪

পক্ষকৃত মূত্র মহাপাত্রীদিগের দ্বারা মূত্র। এই মহাপাত্রীরা আমার মৃত্যুসময় তাহা ভাবিয়া হইয়া মূলাকার হইতে পাত্রে মহাপাত্রের প্রভৃতিকে কপোতবিদ্ধ হয় ॥ ৩৫

সেই অবস্থায় তাহাদের ঘাম শুদ্ধ হইয়া যাইলে পাত্রীরা 'তপ্ত লৌহ' বলিয়া চীৎকার করে। এই সময় আমার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে ২৪০ নিমেষ হয়, তখন সেই মহাপাত্রীরা আমাকে অবাধ করা হইয়া যেরূপ তপ্তলৌহে চোখে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা তপ্ত লৌহসিদৃশ তপ্ত দৃষ্টিতে আমাকে ॥ ৩৬

বিষমুক্ত—তপ্তভাবি সর্বপ্রথম বিষমাত্রিত পূর্ব, একরোগ পরিবিত এবং আমার মৃত্যুসময় তাহা ভাবিত ও বিষমাত্রী পাশিসমে পরিমাণ ॥ ৩৭

তপ্তলৌহমুক্ত—অথবা তপ্ত লৌহপূর্ণ, লৌহিনি পরিবর্তিত, তপ্তলৌহমোগী, তপ্তলৌহসিদৃশ্যক ও বিষলৌহাদ পাশিসমের দ্বারা আবদ্ধ ॥ ৩৮

তাম্রাভ চাতিক্রোধ পরিবিত, আমার মৃত্যুসময় তাহা ভাবিত হইয়া পক্ষাবয়ব ও বিষমুক্তপ্রযাপকী মহাপাত্রিসমে সমৃদ্ধ ॥ ৩৯

পক্ষকৃত—তপ্তভাস্বদ্ধূম, ক্রোধপরিবিত, তপ্তাবয় এবং ভাবি তীক্ষ্ণাগ্র মূলাকার লৌহনিশিত অস্ত্রসমূহে পরিবেষ্টিত ॥ ৪০

অষ্টহস্তপরিমাণ ক্রোশমূর্ধ্বপ্রমাণকম্ ।
পাবকিভির্বেষ্টিতঞ্চ বৃত্তত্রিভৈশ্চ বেষ্টিতম্ । ৪১
তাদ্বিভৈর্বসু ভূতৈশ্চ শুক্লকৃষ্ণৈর্ধ্বরাদ্ভূতৈঃ
কীর্ত্তিঃ সমুদ্গমাভৈশ্চ সর্ব্বাবৈর্বরদৈঃ । ৪২
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈশ্চ বিকৃতৈর্ঘোরাস্যৈ ভাস্বদ্ভূজা সহি ।
মহাপাত্রবিভির্যুক্তঃ তীব্রৈশ্চ কীর্ত্তবিভিঃ
কপর্দ্দিঃ ক্রোশমানঞ্চ নব দ্বারৈশ্চ তাদ্বিভৈঃ । ৪৩
অষ্টিবর্শকমাযুক্তং ক্রোশমূর্ধ্বং পুরন্দরম্
তদ্বহৈশ্চ পাণিভির্যুক্তঃ নব দ্বারৈশ্চ তাদ্বিভৈঃ । ৪৪
বিষমুদ্রাপ্রমাণঞ্চ বিস্তারেণ প্রপূরিতম্ ।
তালমুক্তপ্রমাণৈশ্চ সর্ব্বকোটিভিরাযুতম্ । ৪৫
সর্ব্বেষ্টিতমাত্রৈশ্চ পাণিভিঃ সর্বরক্ষিতৈঃ ।
সমুদ্গা সর্ব্বকৃত্তিশ্চ নব দ্বারৈশ্চ তাদ্বিভৈঃ । ৪৬
ভূতত্রয়ং মহাবীরং পূর্ব্বং মহাবাহিনি ।
গর্হং ক্রোশার্দ্ধমানঞ্চ মহাপাত্রবিভির্যুক্তম্ । ৪৭

মহাপাত্রবিভির্বীরৈঃ তাদ্বৈঃ অতলসোদিভৈঃ
বাহেভি সদৃশং কৃর্ম্মাভিঃ প্রেতস্থাভিশ্চ সন্ততম্ । ৪৮
মন্ত্রমূর্ত্তিধরাঃ কৃত্বা তাদ্বাংশ্চ পরিপূরিতম্
বাদ্যাঢ্যং পাণিভির্যুক্তং মন্ত্রমূর্ত্তিধরাদিভৈঃ । ৪৯
ভূতত্রয়ং মহাবীরং তাদ্বৈশ্চ পরিপূরিতম্
তৈর্বিভৈঃ পাণিভির্যুক্তং বাদ্যাঢ্যং রক্তলোহিতৈঃ । ৫০
বজ্রপরশ্বধৈঃ পূর্ণং নক্তাক্তং রোলমুক্তকম্ ।
কীর্ত্তিঃ সমুদ্গমাভৈশ্চ ভক্তিভৈঃ পাণিভির্যুক্তম্ । ৫১
বাদ্যাঢ্যং পরিপূর্ণঞ্চ তলৈশ্চ নবকোটিভিঃ
নাকৈর্বৈকিরবাকারৈর্ভক্তিভৈঃ পাণিভির্যুক্তম্ । ৫২
বিদ্যুজ্জ্বালসটৈশ্চান্ত নাযুতং পঞ্চকোটিভিঃ
কাকৈশ্চ বিকৃতাকারৈর্ঘূর্ণমানৈশ্চ পাণিভিঃ । ৫৩
নক্তকৈ-বাদ্যহস্তা. কৃতঃ তাদ্বাংশ্চ পরিপূরিতম্
ভক্তিভৈঃ পাণিভির্যুক্তং নক্তকৃত্তং । তুরম্ । ৫৪

ভূতত্রয়—পরস্পরাসক্তা, ত্রিক্রোশপরিমিত, ভূতত্রয় বিশ্ব হইয়া বিরাজমান পাশিদল বেষ্টিত । ৪১

আমার ভূতত্রয়ের দ্বারা আবৃত হইয়া তাহাদের অন্তর্ভূত এবং তাহাদের পাশীবিশিষ্ট পাশিহস্তের ও আবিভিন্ন পরিমাণ কীর্ত্তিমুখ কীর্ত্তিমুখ সকল অবস্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিকৃতাকার কীর্ত্তিমুখ থাকে, তাহাদিগের, কীর্ত্তিমুখের ন্যায় মহাপাশীবিশিষ্ট ভূত এবং আমার ভূতত্রয়ের সেই সব মহাপাশী রোধন করিয়াছে। ইহার পরিমাণ একক্রোশ । ৪২-৪৩

পূর্ব-ভূত—অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ পূর্বভূত, অর্দ্ধ ক্রোশ-পরিমিত এবং আমার ভূত কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া পূর্বরোধী পাশীরা হাতের কাম করে । ৪৪

ত্রিভূত—ত্রিক্রোশপরিমিত, ত্রিভূতের পূর্ব ও তাদ্বভূতত্রয়ের কোটি সর্বে আছে। আমার ভূতত্রয় দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ও সর্ব কর্ত্তৃক রক্ষিত সর্বপ্রকার-ভেদ পাশীরা এই ভূতত্রয়ে আবরণের ভূমিকা করিয়া রাখিয়াছে । ৪৫-৪৬

মহাবীর দ্বারা পূর্ব ত্রিভূতী মহাবীর ভূত আছে। নব ভূতই অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত এবং মহাপাশিধর আছে । ৪৭

পাশীরা রক্ত-মহাবীর নব অবয়বে তল-বিতল ভেদে ও অতল (হাত) ভেদে ত্রিভূতের ন্যায় ভাবে এই সব করিয়াছে এবং বিভিন্ন রহিয়াছে । ৪৮

মন্ত্রমূর্তিধরভূত— বজ্রকীলী ও কৃষ্ণিকাতলে পূর্ব, অর্দ্ধক্রোশপরিমিত, বজ্রকীলী ও কৃষ্ণিকাতল কর্ত্তৃক রক্ষিত পাশিদলে ভূত । ৪৯

বজ্রাদি ভূতত্রয় দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্দ্ধক্রোশী পরিমিত। বজ্রাদি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রক্তলোহিত বেশে পাশীরা হাতের কাম করে । ৫০

রোলভূত— রক্ত পদ্মতলে পূর্ব, অর্দ্ধক্রোশমান, ত্রিভূতের পরিমাণ কীর্ত্তিমুখ ভক্তিত পাশিদলে সংযুক্ত । ৫১

অর্দ্ধক্রোশপরিমিত এই ভূত অবস্থিত বিকটাকার ভোটি অঙ্গে (হাতীর) পরিপূর্ণ, ইহাদের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া বিকৃতাকার এবং বিটি, ঘুর ও ভেরীকারী পাশিদল বিকৃতাকার সঙ্গকারী কাক কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া এই ভেরীভূতের কাম করিতেছে। এই ভূতের পরিমাণ ত্রিক্রোশ হয় । ৫২-৫৩

নক্তকভূত ও বাদ্যভূত—নক্তক ও বাদ্য পক্ষীদের পূর্ব এই দুই ভূত। এই দুই পক্ষীর দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পাশীরা সর্বদা কার্যভার করিতেছে । ৫৪

বহ্নঃপরঃ শঙ্খমুক্তঃ পাণিভিঃ সমুদগ্রঃ সদা
শঙ্খস্তুর্ভিস্রিভিরৈরন্তর্ভাগসমঃ সদা । ৪৫
বাণীবিক্ষেপমাত্রেণ তত্তদ্রক্ষোনিবিষম্,
ধনুর্লক্ষ্যসমূহঃ চলদ্ভিঃ পাণিভির্যুক্তম্ । ৪৬
ক্ষুরপ্রাস্যোপমৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাদাগ্রৈর্নিশিতং পরম্,
মহাপাত্রবিভির্যুক্তঃ কায়ঃ কঙ্কলোহিতৈঃ ॥৭

দূর্ধ্বস্থিতঃ লালমূর্ধক্ষ কপ্তাভৈঃ পাণিভির্যুক্তম্,
ক্রোশমাত্রঃ পরীহারঃ সদা ধূমৈশ্চ ত্রাসিভিঃ । ৪৮
তপ্তাঙ্গারাঞ্জনাকারৈঃ পরিপূর্ণঃ মহামুখম্ ।
চলদ্ভিঃ পাণিভির্যুক্তঃ সদা ধূমেন ত্রাসিভিঃ । ৪৯
পূর্ণঃ দূর্দিনৈঃ ক্রোশমাত্রঃ পাণিভিরাবিষম্ ।
তপ্তাঙ্গারিভিঃ প্রবৈশ্চ সদা ধূমৈশ্চ ত্রাসিভিঃ । ৫০
দূরস্থঃ ফুল্লসংকাশঃ দূর্দিনাভঃ সদাসুখম্

সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাকায়শ্চ দূর্দিনৈঃ পাণিভির্যুক্তম্ । ৫১
অতীব রক্তঃ স্নিগ্ধশ্চ স্বিন্নমূর্তিপ্রমাণবৎ ·
ক্ষুরধারাভিনির্মাণঃ তত্তোষ্ঠমমুখম্ । ৫২
মহাপাত্রবিভির্যুক্তঃ ভক্তিভৈরন্তরস্থিতি
প্রচলদ্ভিঃ শঙ্খস্থিতির্ক্ষাভ্রমুক্তঃ ভয়ানকম্ । ৫৩
কোটিভিস্তিমিরাকারৈঃ কঙ্কপৈশ্চ সুরাকৃতৈঃ ·
কলৈঃ সমূহঃ তৈশ্চ তপ্তিভৈঃ পাণিভির্যুক্তম্ । ৫৪
আলাকলাপৈস্তোয়াভিনির্মাণঃ ক্রোশমাত্রকম্ ।
শঙ্খস্থিতঃ পাণিভিশ্চ চলদ্ভিঃ সমুদ্যতঃ সদা । ৫৫
ক্রোশমাত্রঃ পরীহারঃ তত্তক্ষমভিষিক্তম্ ।
শঙ্খচলদ্ভিঃ সমুদ্যতঃ পাণিভির্ঘনতপ্তিভৈঃ । ৫৬
তপ্তপাষাণলোষ্ট্রাণাং সমূহৈঃ পরিপূরিতম্ ।
পাণিভির্বহুমাত্রৈশ্চ যুক্তঃ তপ্তয়ভূমৈঃ । ৫৭

শঙ্খমুক্ত - শঙ্খাকৃতিবিশিষ্ট সদা অগ্রভাগযুক্ত ও চারিশত হস্ত পরিমিত। এই মূর্তি বহুল সদা বদ্ধ হইয়া পাণীরা সদা চিৎকার করিতেছে। ৪৪

তত্তমাত্রাঙ্গ মুক্ত—পাণীর বিকল পরিমিত এবং অন্যান্য দ্বারা বিশিষ্ট এই মূর্তি ক্রোশিত অবস্থামুক্ত। মুক্তার বিশিষ্ট পাণিযুক্ত এই মূর্তি পূর্ব। ৪৬

তীক্ষ্ণদাষ্ট্রমুক্ত— মুক্তাকায়মুক্ত তীক্ষ্ণ পাষাণমমুহে নির্মিত তত্তমাত্র এই মূর্তি তত্ত নির্মিত হইয়া মহাপাত্রিক ক্রোশ মহাপাত্রিক ধারণ করে। ৪৭

মাসমুক্ত—দূর্দিনমুক্ত তত্তের পূর্ব। মাসমুক্তাকী পাণীরা আকার মুক্তমাত্র দ্বারা রচিত হইয়া এই মূর্তি অবস্থান করে। ইহা ক্রোশপরিমিত পরীহার। ৪৮

অঙ্গার তথা তপ্তীমুক্ত—অঙ্গারাকার তত্তমাত্র পরিপূর্ণ ও চারিশত হস্তপরিমিত। আকার মুক্ত কর্তৃক রচিত হইয়া বিশিষ্ট পাণিযুক্ত এই মহাকায়মুক্ত ধারণ করে। ৪৯

দূর্দিনমুক্ত—দূর্দিন অর্থাৎ তত্তম দূর্দিনমুক্ত পূর্ব ও এক ক্রোশপরিমিত। আকার মুক্তমুক্ত কর্তৃক রচিত হইয়া দূর্দিনমুক্তাকী পাণীরা বহু হইতে হইতে অবস্থান করে। ৫০

ফুল্লমুক্ত - ফুল্লাল (ফুল্লবাহের) মাহের ন্যায় সদা দূর্দিনে এবং ষোড়শ মাসাত্ত সুতীক্ষ্ণ অর (মাহের তীক্ষ্ণ-বিশেষ) দ্বারা মুক্তমুক্ত মুক্তমুক্ত। বিহারে পাণীরা সদা দূর্দিনমুক্ত। ৫১

অঙ্গমুক্ত— এই মূর্তি অতিশয় স্নিগ্ধ ও উহার পরিমাণ ক্রোশমাত্রাকার। তত্তমাত্র (ক্ষুরা)তাহার নির্মিত, তত্তমাত্রে পূর্ব এবং অবস্থানমুক্তের দ্বারা তত্তিত হইয়া মহাপাত্রিক তত্তিত মাসমুক্ত। এই মূর্তি অঙ্গমাত্রাকার, তত্তমাত্র ও পাণীরা আহারার্থ তত্তিত হইয়া চারিদিকে ধূমিতেছে। ৫২-৫৩

দূর্দিনমুক্ত—অতিশয় মাসল বিস্তৃতাকার অর্থাৎ কোটি-সংখ্যক কঙ্কপের পরিমুক্ত। ইহাতে পাণীরা সেই সব কঙ্কপদল কর্তৃক তত্তিত হইয়া অবস্থান করে। ৫৪

আলামুক্ত—ক্রোশী আলাসমূহ নির্মিত এবং এক-ক্রোশপরিমিত। এই মূর্তি মুক্তমাত্র তীক্ষ্ণাগ্রভাগী এবং চারিশিরে মাসমাত্র পাণিযুক্ত ধারণ। ৫৫

তপ্তমুক্ত— ক্রোশপরিমিত পরীহার যুক্ত তত্তমমূহে মুক্ত এবং তত্তমাত্রিত ও চারিশিরের পলাইবার পাণিযুক্ত পূর্ব। ৫৬

দূরস্থ তত্তিত—তত্ত পাষাণের লোষ্ট্রী (দূর্দিনাবস্থ—ভিন্ন)-সমূহ পূর্ব। এই মূর্তি পাণিযুক্তের দ্বারা বহু হইয়া বহুবিধ তত্তমমূহ হইয়া অবস্থান ধারণ করে। ৫৭

ক্রোশমাত্রং স্থাপয়েত্তত্র গভীরবিবরাকৃতৈঃ।
ত্রিভিস্তৈর্যক্ স্থূলৈশ্চ হস্তমূলৈঃ প্রকীর্তিতম্। ৬৮
অন্তর্নিমূলকোষ্ঠশ্চ প্রস্তুতাভ্যন্তরস্থলম্।
নানাপ্রকারবিন্যাসৈঃ জলতন্ত্রসমন্বিতম্। ৬৯
দ্বিমাত্রিপ্রমাণশ্চ গভীরঃ স্নানসংযুতম্।
অষ্টভৈঃ পার্শ্বিভির্যুক্তঃ বাহিভৈর্ভদ্রসন্ধিভিঃ। ৭০
চন্দ্রাদ্রি-ভদ্রমাত্রৈশ্চ ন পঞ্চভিঃ পরস্পরম্।
উত্তরস্যাং দিশি যুক্তং কীর্তিতং তদ্ভবনম্। ৭১
অলীষাষ্টাদশস্তম্ভাদ্যৈস্তদ্ভবনোত্তমৈঃ
ক্রোশার্ধমানযুক্তং পঞ্চবংশপ্রমন্দিরম্। ৭২
পালিমাং রক্তপূর্বং দ্বারাগ্রে পঞ্চতাং পদম্।
পরিত্রাণেতি পদকং পূর্বদ্বারসমন্বিতম্। ৭৩
গভীরঃ স্নানসংযুক্তা রক্তকীর্তিসমন্বিতম্।
উদগ্রোপস্থযুক্তং কীর্তিতং তদ্ভবনম্। ৭৪
হস্তঃশতপ্রমাণং স্যাৎ কূর্মাকারং তদুদ্ভবম্

ভাষার পরিবর্তে একত্র প, অন্যত্র ভাষাস্থ, গভীর-অভিধানস্থ, ভাষার মূলদ্বয়ের দ্বারা অঙ্কিত হইয়া ভবনদ্বারে পাশীরা যে মূলে স্নান করে, উহা স্নানমূল বলিয়া কথিত। ৬৮

উদ্ভব উদ্ভিন্নমূল—অভিনব উদ্ভি (ভদ্রক)-মালা মূল অন্তর্পূর্ব, উদ্ভব আবমূল, নানাপ্রকার বিচিত্র জলতন্ত্রযন্ত্র যাহা, চারিহোলপরিমিত, গভীর, অন্তরালস্থ। এই মূলে জলতন্ত্রযন্ত্রের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া আগন্তুকপাত্রী পাশীরা যন্ত্রদ্বার ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরকে না দেখিয়া অবস্থান করে। এই প্রকার মূলকেই উদ্ভব ভূমিমূল নামে অভিহিত করা হয়। ৬৯-৭১

অভিনন্দমূল—অভিন ভাষ যাবমূল পরিধিযুক্ত, তাহা মূলের আধারভাবে স্থিত, অর্ধক্রোশপরিমিত মূল, পরিধ পরপূর্ব, মূলতল হইতে পরিধ এবং 'পরিত্রাহি' বলিয়া চীৎকারকারী পাশিগণের হস্তে পূর্ব। ৭২-৭৩

গভীর, অন্তরালস্থ, হস্তদর্শ কীর্তনসহিত ও ভবনের যে মূল, তাহাকে অভিনন্দমূল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ৭৪

কূর্মাকারমূল—ত্রাহিনস হস্তপরিমিত, কূর্মাকার অন্তর্মূলে পরিবাপ্ত, পাশিগণের হস্তে পরিপূর্ণ এই ভবনের মূলকে কূর্মাকার মূল বলা হয়। ৭৫

পালিমা রক্তপূর্বক মূলদ্বয়ের ভবনম্। ৭৫
গভীরাস্তান্তরযুক্তঃ পালিরকোষমূলিতম্,
পঞ্চাশদ্ধস্তমাত্রাণাং ক্রোশকং মূলীমূলম্। ৭৬
কতিচিদ্ভদ্রসেবন যোগেরান্ত মূলাকৃতম্,
মূলতলগভীরক যন্ত্রবিশেষপ্রমাণকম্। ৭৭
মহাপাত্রস্থিতাভৈব মহাক্রোশকরা পদম্,
অংকীটকিতাভাক মহাস্নানাক সন্তুতম্। ৭৮
মূলক মন্ত্রমূলাকারঃ বস্তুঃ ষোড়শমানকম্।
গভীরঃ মূলতলক পালিভৈঃ সমূলঃ মহা। ৭৯
সংক্রোশাণাং সমূহেন যাস্তুঃ কৃতাকৃতা মূলম্।
পঞ্চাশদ্ধস্তমাত্রাক পালিমাং রক্তপূর্বিতম্। ৮০
অংকীটকিতাভাক কাম্বুমধ্যকৃতাঃ মহা।
যন্ত্রঃশতপ্রমাণক কীর্তিতং ভবনোদ্ভবম্। ৮১
যন্ত্রশ্রি-অংপ্রমাণক মূলক ষোমুখাকৃতি।
পালিমাং তুঃখবৈশ্চৈব ষোমুখা পরিকীর্তিতম্। ৮২

মূলীমূল মূল—মূলীর ভায় মূলবিশিষ্ট অন্তরমূল মূল, পালিগণের রক্তপরিপূর্ণ মূল, বিপুল হস্তপরিমিত এবং পাশীদিগের ক্রোশদ্বয় এই মূলীমূল নামক। ৭৬

ষোমুখ মূল—ষোমুখাকার অন্তর মূলের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট, মূলমূলা গভীর এবং অশীতিহস্ত-পরিমিত এই মূল। ৭৭

ষোমুখাকার কীটকিত ও অন্তরের মহাপাশীদিগের দ্বারা অন্তরাত মহাস্নানপ্রকাশক এই মূলক। ৭৮

মন্ত্রমূল—মন্ত্রের (মূলীবের) মূলের আকৃতির ভায় আকৃতিবিশিষ্ট, ষোড়শটী হস্তপরিমিত, গভীর, যেখানে মূলতল এবং পালিগণের দ্বারা সদা পরিবাপ্ত। ৭৯

যন্ত্রমন্ত্রমূল—যন্ত্রমন্ত্রের ভায় মূল, কূর্মাকার যন্ত্রবিশেষ, উহার দ্বিত কীটদের দ্বারা অঙ্কিত হইয়া সদা বিকৃতমধ্যকারী, যন্ত্র (যন্ত্রি,-যন্ত্রের দ্বারা নিম্ন পালি-গণের হস্ত পূর্ব এবং তাহিনস হস্তপ্রমাণ যে ভবন, তাহা যন্ত্রভবন নামে খ্যাত। ৮০-৮১

ষোমুখমূল—ষোমুখের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট, এক শত কুড়ি হস্তপরিমিত এবং পালিগণের অন্তরে মূল-দ্বারক যে মূল, তাহা ষোমুখভবন পরিচিত। ৮২

ত্রিবিধা কালমন্ত্রেণ সন্তরেচ্চ তত্রাম্বরম্ ।
কৃত্বাঽঽচমনমাত্মস্থং বিসর্জ্জয়েদ্যথাবিধি ॥ ৮৩
নক্তং পৌরুষমন্ত্রেণ যতীনামপি নিত্যশঃ ।
কুর্য্যাচ্চ স্নানমন্ত্রৈশ্চ কৃত্বাঽঽচমনমন্ত্রিকে ॥ ৮৪
কুর্য্যাচ্চিত্তপ্রসাদার্থং তান্ত্রিকমুক্তমেব চ ।
কুর্য্যাচ্চ তত্ত্বশোধার্থং তত্ত্বমন্ত্রিকে ॥ ৮৫
পাশিনশ্চ প্রবাহৈশ্চ মহাপাতকিনির্দ্ধুতম্ । ৮৬
পরস্পরং ন পশ্যন্তি যথা কৃষ্ণিশ্চ সন্তরন্ ।
তান্ত্রিকৈর্দ্দহনৈশ্চ দহনৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ
পাশিনৈরপি সূত্রৈশ্চ তান্ত্রার্থং পাশিনঃ স্মরন্ ॥ ৮৮
যাবদ্ধঃ পাশিনঃ সন্তি সর্ব্বদুঃখস্য সূচকাঃ ।
তত্র চতুর্ব্বিধাঃ সন্তি কূপাস্তাকে চ ভূতরে ॥ ৮৯
প্রথিতা পাশিনাশৈশ্চ ভোগদেহবিবর্জ্জিতাঃ ।
সর্ব্বদুঃখপ্রবাহশ্চ কূপাস্তাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯০
কালনির্দ্দিষ্টসূত্রেণ নিত্যং তত্র পাশিনঃ ।
উদ্ধাপিতাশ্চ মন্ত্রৈণ্ডঃ কন্দরেষু বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯১
নিত্যাবদ্ধাঃ পুরিতা কূপাস্তাস্তরে তথা ।
অতীতেনৈব সূত্রেণ ভোগদেহা ন সন্ত্যহো ॥ ৯২
দাহেন মূলদেহৈশ্চ মন্ত্রৈণ্ডশ্চ তান্ত্রিকাঃ ।
প্রত্যুত্তোয়সূত্রেণ কালসূত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৩
অন্যাঃ কূপাস্তরেষ্বন্যে যত্রাপেক্ষ্য যথাকৃতি ।
প্রবপুস্তোঽপূর্ব্বং মন্ত্রবিন্দবঃ প্রমাণকম্ ॥ ৯৪
ব্যাপ্তং মহাপাশিনিশ্চ মহাপাতৈশ্চ সন্তরম্ ।
মন্ত্রণ্ডৈস্তান্ত্রিকৈঃ সন্ত্রকাটাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৫
অন্তোদ্ভবপ্রবাহেণ সর্ব্বান্তাশ্চ পাশিনঃ ।
অন্যেকপাং পরস্তাঃ যত্র কূপে মহাম্বরে ॥ ৯৬

কূপীনাম্নক্ত পথিক হইতেছে.—এই কূপীনাম মহত কূপের ন্যায় অনুবিধিবিশিষ্ট, অন্তর্বাহ্যস্থ, তান্ত্রিকোপপথিক, তন্ত্রাবক ও কালপ্রভব হইয়া সর্বা পূরিত। এই মহত এরূপ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞ বিস্তৃত যে, একজনের সব পূরুষ অবস্থান করিতে পারে। এই কূপের মধ্যে ভোগের জন্য দৈহপূর্ণ কূপ, ভোগের জন্য দৌহিত্রিবিশিষ্ট কূপ, ভোগের তান্ত্রিকবিশিষ্ট কূপ এবং ভোগের নিজের অন্তরের তাবে তত্ত্ব পাশিন কূপ আছে। ৮৩-৯০

পাশীগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, সেই মহাপাশিনগণ এই মহত পরিব্যাপ্ত আছে। এই মহতবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় না। আমার কূপমধ্যে আরও বহু ও সূক্ষ্ম আকৃতি হইয়া নিজের পাশীরা ইতস্তত করিতেছে। ৯১-৯৭

পাশীরা পুনঃ পুনঃ কূপিতে কূপিতে পতিত হইতেছে এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পরিতেছে। আমার কূপমধ্যে যদি ইহা দেখা হইতে পাশিনগণ পতিত হইতেছে এবং কোন সময়ে নিজেরাই পতিত হইতেছে। ৯৮

কূপাস্তি। পূর্ব্বপ্রকথিত সমস্ত কূপমধ্যে যত পাশী আছে, তাহার চারিজন অধিক পাশী এই কূপে কূপীনাম মহত পরিব্যাপ্ত। ৯৯

ভোগদেহবর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ পাশ অর্থের তন্ত্রাবৃত্তরূপ কূপ ভোগের জন্য করিয়া নিজেরাই পাশীরা কূপীনাম যে মহত পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা কূপীনাম মহত নামে প্রসিদ্ধ হয়।

তাম্রকূপ মহত,—যাহার কালনির্দ্দিষ্ট সূত্রের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পাশীরা আমার কূপমধ্য অর্দ্ধক তন্ত্রাবক উদ্ধাপিত হয় এবং তাহারা তন্ত্রাবকে বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। ৯১

তন্ত্রাবক কূপতন্ত্রাবক অথবা অতিবীর্য্যতাপ হইয়া পাশীদিগের বিনাশ করিয়া ফেলে অর্থাৎ তন্ত্রাবক তন্ত্রাবক ভোগ করিতে পারে; তাহার ভোগদেহের তন্ত্রাবক বিনাশ হয় না। ৯২

সেই তন্ত্রাবকে পাশীরা আমার কূপের অর্দ্ধক বহু ও কূপ দ্বারা ভাবিত হয়। অভিজ্ঞ তন্ত্রাবকে পূর্ব্ব যে মহত, তাহা তাম্রকূপাখ্য পাত্র। ৯৩

অন্যাঃ মহত,—অন্যে কূপবিশেষ, যথায় যত কূপাকারে অবস্থিত, ইহা তাহার তত্ত্ব অন্যপূর্ব্ব এবং অপেক্ষিত (৮০) রূপাকৃতিবিশিষ্ট। ৯৪

আমার কূপমধ্য অর্দ্ধক নিজের অভিজ্ঞ হইয়া তন্ত্রা পরম্পর পাশিনের পরিব্যাপ্ত যে মহত, ইহা অন্যতম প্রসিদ্ধ। ৯৫

তান্ত্রমহত,—এই মহতে তন্ত্রাবক পতিত হইয়া তাহার তন্ত্র স্পর্শ হইবামাত্র পাশিনগণ সর্ব্বদিকে ভোগ দিলেন হয়, তাহার পরিবার চারিদিক হয়, যথায় বদ্ধ হইয়া সমস্ত পাশীরা তন্ত্রা মহীপীড়া অনুভব করে এবং নিজের

দর্পে কৃতাঃ পাপিনশ্চ তুষ্টিং নহি লভন্ত ।
বারেবি নক্রঃ বৃশ্চিকবেধাজন্তব স্থিতঃ । ৯৭
তপ্তপাত্রেণ্ডিতাকোর্ণ দৃষ্টির্ন সদৈবঃ ।
বহুভৈক্ষ্যঃ পাপিভিঃ পাতঃ পাতকোঃ বসুধাম্‌ । ৯৮
পাপাঃ পাপিনাং যত্র সংবেষ্টে প্রকম্পনম্‌ ।
পঞ্চপাত্রেণ পাপী চ পাপেন বেষ্টিতো ভবেৎ ।
ক্রোশমাত্রে চ কুণ্ডে চ যৎ পাপবেষ্টনা স্থিতঃ । ৯৯
চতুর্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ শূলপ্রোতঃ প্রকীর্তিতম্‌ ।
শঙ্কুমাত্রে পাপী চ শূলেন প্রবিধ্যো ভবেৎ । ১০০
পতন্তঃ পাপিনাং যত্র সংবেষ্টে প্রকম্পনম্‌ ।
জলৌধ বিন্দবঃ তে চ ক্রোশার্ধেন প্রকম্পনম্‌ । ১০১
সমস্তাৎ স্থি সবৃক্ষা যত্রোল্কাঃ পাপিনাং মুখে ।
চতুর্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ জলাজ্বিত মমুখম্‌ । ১০২
লক্ষপৌরুষমাত্রঞ্চ গভীরঞ্চ বহুপথম্‌ ।
নানাপ্রকারকৃমিভিঃ সংযুক্তঞ্চ তদালয়ৈঃ । ১০৩
অন্ধকারময়াদ্যং যৎ কূপাকারঞ্চ বর্তুলম্‌ ।
বহুভৈক্ষ্যঃ পাপিভিঃ চ তপ্তস্থিতি পরস্পরম্‌ । ১০৪
বহুতোপদ্রবৈশ্চ চর্দ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ।
জাত্যন্ধ চক্ষুষা চাত্মবন্ধুনঃ প্রকীর্তিতম্‌ । ১০৫
নানাপ্রকারশস্ত্রৌঘৈর্যত্র বিদ্ধাশ্চ পাপিনঃ ।
চতুর্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ বেধনং তৎ প্রকীর্তিতম্‌ । ১০৬
দণ্ডেন তাড়িতা যত্র নর দুঃখাশ্চ পাপিনঃ ।
বহুযোজনমানঞ্চ তৎ কুণ্ডং দণ্ডতাড়নম্‌ । ১০৭
নিবদ্ধাশ্চ মহাজালৈর্যথা মীনাশ্চ পাপিনঃ ।
চতুস্ত্রিংশৎপ্রমাণঞ্চ জালবন্ধঃ প্রকীর্তিতম্‌ । ১০৮
পতন্তঃ পাপিনাঃ কুণ্ডে দেহচূর্ণাঃ ভবন্তি চ ।
লৌহবেষ্টিনিবদ্ধাশ্চ কোটিপৌরুষমানকম্‌ । ১০৯

যাহাদের তাড়িত থাকে, সেই নরকের বিধানের বন্ধন বলিয়া জানিবে । ৯৬-৯৭

পাতকোত নরক,—তপ্ত পাতকাদিতে পূর্ণ যে নরকে পাতকভাজী পাপীরা বদ্ধ হইয়া বাধিতে বাধিতে অবস্থান করে এবং যাহা চারিদিক প্রসারিত, তাহাকে পাতকোত নরক বলা হয় । ৯৮

যাহা পতিত হইবামাত্র পাপিদিগের অত্যন্ত কম্পন হইতে থাকে, পতিত হইবার সময় সকলেই পাপী পাপদ্বারা বেষ্টিত হয় এবং যাহার পরিমাণ একক্রোশ, তাহাকে পাপবেষ্টন নরককুণ্ড বলা হয় । ৯৯

শূলপ্রোত নরক—যাহাতে পতিত হইবামাত্রই পাপীরা শূলের দ্বারা বিদ্ধ হয়—এবং যাহার প্রমাণ বর্তিকার, তাহা শূলপ্রোতনামে খ্যাত । ১০০

প্রকম্পন নরক—যাহাতে পতিত হইবামাত্র পাপিদের অত্যন্ত কম্পন আরম্ভ হয়, যাহা জলৌঘের বিন্দুতে পূর্ণ এবং যাহা অর্ধক্রোশ পরিমিত, তাহা প্রকম্পন নামে প্রসিদ্ধ । ১০১

উল্কামুখ নরক—যাহাতে থাকিয়া যমদূত পাপিদিগের মুখে উল্কাসমূহ প্রদান করে, যাহা চতুর্বিংশতিপরিমিত এবং উল্কাসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহাকে উল্কামুখ নরক বলে । ১০২

অন্ধকূপ নরক—এই নরক লক্ষ পুরুষপরিমিত, গভীর বহু পথযুক্ত, নানাপ্রকার কৃমিগণ দ্বারা পূর্ণ, অন্ধকারময় পরিব্যাপ্ত এবং কূপাকার বর্তুল (গোল)। এই নরকে পাপিগণ এতই অন্ধকারের দ্বারা পরস্পরকে দেখিতে পায় না, তপ্ত জলে উত্তপ্ত হইয়া এবং কীটদের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া অবস্থান করে। জন্মান্ধ চক্ষু দ্বারা এই নরক অন্ধকূপনামে প্রসিদ্ধ । ১০৩-১০৫

বেধন নরক—যে নরকে পাপীরা নানাপ্রকার শস্ত্রসমূহে বিদ্ধ হইয়া অবস্থান করে এবং যাহার পরিমাণ চতুর্বিংশতি প্রমাণ, তাহা বেধন । ১০৬

দণ্ডতাড়ন নরক—যে নরকে পাপীরা যমদূত কর্তৃক দণ্ডের দ্বারা তাড়িত হইয়া অবস্থান করে এবং যাহার পরিমাণ বহুযোজন, সেই নরক দণ্ডতাড়ন বলে । ১০৭

জালবন্ধ নরক—যেরূপ ধীবরগণ (মৎস্যজীবী) জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ পাপীরা মহাজালে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে এবং যে নরকের পরিমাণ চতুস্ত্রিংশৎ ধনু অর্থাৎ একশত কুড়ি হস্ত, তাহা জালবন্ধনামে খ্যাত । ১০৮

দেহচূর্ণ নরক,—যে নরককুণ্ডে পতিত হইবামাত্র পাপিদের দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, যাহা লৌহবেষ্টনে নিবদ্ধ এবং যাহা কোটি পুরুষপরিমিত

রক্তৌঘঃ [illegible] চতুর্বিংশৎপ্রমাণকম্
মূর্চ্ছিতানাং [illegible] তোয়পূর্ণং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১১০
[illegible] পাপিনো যত্র [illegible] যথা
[illegible] মৃতং [illegible] ॥ ১১১
[illegible] তত্র পাপী [illegible] ।
[illegible] চতুর্বিংশৎপ্রমাণকম্ ॥ ১১২
[illegible] রক্তৌঘঃ [illegible] ।
[illegible] পরিকীর্তিতম্ ॥ ১১৩
[illegible] পরিপূর্ণং [illegible] ।
[illegible] পাপিভিঃ [illegible] ॥ ১১৪
[illegible] পূর্ণং [illegible] ।
[illegible] পূর্ণং পাপিভির্যুতম্ ॥ ১১৫
[illegible] যথা ।
চতুর্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ [illegible] ॥ ১১৬

[illegible] পাপিভির্যুতমেব চ ।
[illegible] ॥ ১১৭
[illegible] তত্র পাপী মূর্চ্ছিতো [illegible] ।
[illegible] ॥ ১১৮
[illegible] পাপিভির্যুতম্ ।
[illegible] পরিকীর্তিতম্ ॥ ১১৯
[illegible] তত্র পাপী [illegible] ।
[illegible] ॥ ১২০
[illegible] নিশামণ ।
[illegible] ॥ ১২১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে [illegible] নাম [illegible] ।

[illegible] এবং পরিমাণ [illegible], উহা [illegible] পাপীরা মূর্চ্ছিত [illegible] যায়, সেই কারণে এই কুণ্ড [illegible] কথিত হয় ॥ ১০৮-১১০

[illegible] কুণ্ড,—যে [illegible] পাপীরা [illegible] যাহা [illegible] থাকে, যাহার [illegible] পরিমিত, সেই কুণ্ড "[illegible]" নামে অভিহিত হয় ॥ ১১১

[illegible] কুণ্ড,—[illegible] যে কুণ্ডে পাপী [illegible] হইয়াছে [illegible], [illegible] হয়, যাহা [illegible] পরিমিত [illegible], [illegible] এবং [illegible], সেই কুণ্ড [illegible] নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১১২-১১৩

[illegible],—যে কুণ্ড [illegible] পরিপূর্ণ, যাহা [illegible] পরিমিত, [illegible] এবং [illegible] পাপীরা [illegible] করিয়া [illegible] করিতেছে, তাহাকে [illegible] বলে ॥ ১১৪

[illegible] ([illegible]) কুণ্ড,—যে [illegible] ([illegible]) [illegible] পরিমিত, [illegible] (৫০) [illegible]

পরিমিত, যাহা [illegible] পরিপূর্ণ এবং পাপিগণে সংযুক্ত ॥ ১১৫

[illegible] কুণ্ড,—[illegible] । যে [illegible] এবং [illegible], যে [illegible] পাপিগণ পরিব্যাপ্ত এবং যাহা সদা [illegible], সেই কুণ্ড [illegible] নামে খ্যাত ॥ ১১৬-১১৭

[illegible] কুণ্ড,—যাহা [illegible] পরিমিত, যাহার [illegible], [illegible] পাপী মূর্চ্ছিত ও [illegible] হয়, তাহা [illegible] নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১১৮

[illegible],—যাহা [illegible], [illegible] পাপিগণে সংযুক্ত এবং যাহা [illegible] পরিমিত, তাহা [illegible] নামে খ্যাত ॥ ১১৯

[illegible] কুণ্ড,—[illegible] পাপী [illegible] পাপী [illegible] যাহা [illegible] পরিমিত এবং [illegible] পরিপূর্ণ, তাহা [illegible] কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১২০

সাবিত্রি ! এই আমি তোমার নিকটে [illegible] (৮৬) কুণ্ড [illegible] করিলাম এবং তাহাদের [illegible] তোমাকে বলিলাম, যাহা তুমি [illegible] করিলে । [illegible] কি [illegible] করিতে বাসনা হয় ? ॥ ১২১

শ্রীব্যাসদেব-প্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে [illegible] [illegible] অধ্যায় [illegible] অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণ মহিমবর্ণনম্, সত্যবতো জীবনলাভঃ, 'সাবিত্রী'-ব্রতনির্ণয়শ্চ]

সাবিত্র্যুবাচ।

হরিভক্তিং দেহি মহ্যং সারভূতাং সুদুর্লভাম্।
শ্রুতং সর্বং শ্রুতং দেব নাবশিষ্টোঽস্তি সংশয়ঃ ॥ ১
কিঞ্চিদ্বদ যে ধর্ম শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্তনম্,
পুংসাং লক্ষোদ্ধারবীজং নরকার্ণবতারণম্ ॥ ২
কারণং মুক্তিসারাণাং সর্বাশুভনিবারণম্
দারণং কর্মবৃক্ষাণাং কৃতপাপৌঘহারণম্ ॥ ৩
মুক্তয়ঃ কতিধা সন্তি কিং বা তাসাঞ্চ লক্ষণম্
হরিভক্তি-মূর্তিভেদং নিষেকস্যাপি লক্ষণম্ ॥ ৪
তত্ত্বজ্ঞানবিহীনা চ স্ত্রীজাতির্বিধিনির্মিতা
কিং তজ্জ্ঞানং সারভূতং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৫
সর্বদানমনশনং তীর্থস্নানং ব্রতং তপঃ।
অজ্ঞানজ্ঞানদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৬
পিতুঃ শতগুণা মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে।
মাতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভো ॥ ৭

যম উবাচ।

পূর্বং সর্বো বরো দত্তো যস্তে মনসি বাঞ্ছিতঃ।
অধুনা হরিভক্তিস্তে ভবতু মদ্বরেণ চ ॥ ৮
শ্রোতুমিচ্ছসি কল্যাণি শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্তনম্,
বক্তৄণাং প্রশ্নকর্তৄণাং শ্রোতৄণাং কুলতারণম্ ॥ ৯
শেষো বক্তুং নহ্যেশো ন হি যং বক্তুমীশ্বরঃ
মৃত্যুঞ্জয়ো ন ক্ষমশ্চ বক্তুং পঞ্চমুখেন চ ॥ ১০
ধাতা চতুর্ণাং বেদানাং বিধাতা জগতামপি
ব্রহ্মা চতুর্মুখেনৈব নালং বিষ্ণুশ্চ সর্ববিৎ ॥ ১১

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন, সত্যবানের জীবন লাভ এবং 'সাবিত্রী' ব্রত নির্ণয়।]

সাবিত্রী কহিলেন,—হে দেব! আমি আপনার নিকট হইতে আমার প্রার্থিত সকল বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, এখন আমার আর কিছু জানিবার বা শুনিবার বাসনা নাই। আপনি আমাকে কৃপা করিয়া অতিশয় দুর্লভ ও সারভূত হরিভক্তি প্রদান করুন। ১

প্রভো! আপনি আমার নিকট শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রূপ সেই ধর্ম কিঞ্চিৎ বর্ণন করুন, যাহা লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্ধারের কারণ, নরকসাগর হইতে নরগণের নিস্তারের হেতু, মুক্তিগণের সেই সারভূত মুক্তির বীজ, যাহা সর্ববিধ অশুভ নিবারণকারী, কর্মবৃক্ষসমূহের ছেদনকারী এবং যাহা কৃত-পাপরাশির বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। ২-৩

মুক্তি কত প্রকার? তাহাদের লক্ষণই বা কি? হরিভক্তি ও মূর্তির ভেদ কি? এবং নিষেকেরই বা কি লক্ষণ? ৪

বিধাতা স্ত্রী-জাতিকে তত্ত্বজ্ঞানহীনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই সারভূত জ্ঞান কি? হে প্রভো। আপনি বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনি আমাকে ঐ সব কথা উপদেশ করুন। ৫

সর্বপ্রকার দান, অনশন, তীর্থস্নান, ব্রত ও তপস্যা—এ সমস্ত অর্থাৎ যাহা কোন ব্যক্তি অজ্ঞান ব্যক্তিকে জ্ঞান-দান করিলে তাহার ষোড়শাংশের তুল্যও হইতে পারে না। ৬

প্রভো! এই কারণ বলা হইয়াছে যে, পিতা হইতে মাতা শতগুণে গৌরবান্বিতা, সেই মাতা হইতে জ্ঞানদাতা গুরু শতগুণে অধিক পূজ্য। ৭

যম কহিলেন,—সাবিত্রি! তোমার মনোবাঞ্ছিত সমস্ত বর আমি পূর্বেই তোমাকে প্রদান করিয়াছি। এখন আমার বরে তোমার হরিভক্তি লাভ হউক। ৮

কল্যাণি! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (এইরূপ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট যে,) বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা—ইহাদিগের সকলেরই কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ৯

সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, তাঁহার অনন্ত গুণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। মৃত্যুঞ্জয় শিব তাঁহার পঞ্চমুখেও বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন। ১০

বিধি চারি বেদের প্রণেতা, সেই বিধাতা জগতের বিধাতা হইয়াও ব্রহ্মা চারি মুখে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন এবং সর্বজ্ঞ বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় অসমর্থ। ১১

[illegible] যদ্যপি [illegible] বহু[illegible] ।
ন [illegible] যোগীন্দ্রাণাং [illegible] ॥ ১১
[illegible] [illegible] [illegible] এব চ ।
[illegible] [illegible] ন [illegible] [illegible] ॥ ১৩
[illegible] চ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] ।
[illegible] ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৫
ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৬
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৮

[illegible] ঠাকুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যিনি [illegible] [illegible] [illegible], সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] করিতে সমর্থ হন না ॥ ১১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]—এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] যে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৩

[illegible] কি বলিব ? যিনি [illegible] [illegible], সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বর্ণনা করিতে [illegible] হন না। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বর্ণনা করিতে পারেন না ; যে [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে ? ১৪-১৮

[illegible], [illegible] ও [illegible] যাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব ? ১৯

[illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ ॥ ১৯
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২০
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২১
[illegible] [illegible] [illegible] চ ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২২
[illegible] [illegible] ন [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৩
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৪
[illegible] ন [illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] ।
[illegible] ন [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible], [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ॥ ১৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৯

[illegible], [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২০-২১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২২

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৩-২৫

[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সর্বাধারাত্মা ভগবান্ সর্বকারণকারণম্ ।
সর্বৈশ্বর্য্যঃ সর্বদঃ সর্ববিৎ সর্বমঙ্গলঃ ॥ ২৬
নিরাশী নিরাধারো নিরাবাধো নিরাকৃতিঃ
নির্গুণশ্চ নির্লিপ্তো নির্দ্বন্দ্বো নিরাশ্রয়ঃ ॥ ২৭
নির্লিপ্তঃ সর্বসাক্ষী চ সর্বাধারঃ পরাৎপরঃ
প্রকৃতিঃ স চ প্রাকৃতিকবিকারাশ্চ প্রাকৃতাঃ ॥ ২৮
স্বয়ং পুমাংশ্চ প্রকৃতিঃ স্বয়ং প্রকৃতেঃ পরঃ ।
রূপং বিধত্তেঽন্যচ্চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥ ২৯
অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরম্,
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং গোপবেশকম্ ॥ ৩০
কন্দর্পকোটিলাবণ্যলীলাধাম মনোহরম্ ।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনম্ ॥ ৩১
শরৎপার্বণকোটীন্দুশোভাপ্রচ্ছাদনাননম্ ।
অমূল্যরত্ননির্মাণভূষণৌঘবিভূষিতম্ ॥ ৩২
সস্মিতঃ শোভিতঃ শশ্বৎ পীতবাসসা ।
পরং ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৩
সুখদৃশ্যং শান্তরূপং রাধাকান্তমনন্তকম্ ।
গোপীভির্বীক্ষ্যমাণঞ্চ সস্মিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রত্নসিংহাসনস্থিতম্
বংশীং ক্বণন্তং দ্বিভুজং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৫
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ শশ্বদ্বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরীচন্দনার্চিতবিগ্রহম্ ॥ ৩৬
চারুচম্পকমালাভির্মালতীভির্বিরাজিতম্ ।
চারুচম্পকশোভাঢ্যচূড়াবক্ত্রবিরাজিতম্ ॥ ৩৭
এবম্ভূতং ধ্যায়ন্তি ভক্তা ভক্তিপরিপ্লুতাঃ ।
যদ্ভয়াজ্জগতাং ধাতা বিধত্তে সৃষ্টিমেব চ ॥ ৩৮

তিনিই কাহার না, কেবল তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কত জানেন না; সুতরাং অধিকতর আর অন্যে কথা কি বলিব ? ২৫

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার, সকল কারণ-সমূহেরও কারণ, সর্বেশ্বর, সকলের আদি সকল পুরুষ, সর্বজ্ঞ এবং সর্বমঙ্গলকারী ॥ ২৬

তিনি নিরাশী (এই জগতের কথা পরেই বলিতেছেন), নিরাধার (তাঁহার এই নিরা লেহের পরে বলিত আছে), নিরাবাধ, নিরাকৃতি, নির্গুণ, নির্লেপ, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাশ্রয় ॥ ২৭

তিনি নির্লিপ্ত, সর্বসাক্ষী, সর্বাধার ও পরাৎপর। তাঁহার বিকার প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির বিকার প্রাকৃত নামে খ্যাত ॥ ২৮

এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই; কিন্তু স্বয়ং তিনি প্রকৃতির অতীত পদার্থ। তিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অন্য রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

সেই রূপ অতীব কমনীয়, সুন্দর ও সুমনোহর। নবীন (নূতন) নীরদ (মেঘমালা অর্থাৎ জলধরের)— তিনি শ্যামলবর্ণ, কিশোর (কিশোর বয়স্ক) এবং গোপবেশধারী ॥ ৩০

কোটি কন্দর্পের লাবণ্য (সৌন্দর্য্য) লীলার আধার তিনি মনোহর। তিনি শরৎকালের মধ্যাহ্নকালীন বিকসিত পদ্মসমূহের শোভামোচন (হরণ)-কারী লোচনযুক্ত তিনি ॥ ৩১

শারদীয় পূর্ণিমায় উদিত কোটি চন্দ্রের শোভা আচ্ছাদনকারী মুখমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য রত্ননির্মিত ভূষণসমূহে অলঙ্কৃত আছেন ॥ ৩২

তিনি ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য পীতবসন পরিধান করিয়া এবং ব্রহ্মতেজে জ্বলিত পরব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৩৩

এই শ্রীকৃষ্ণ সুখদৃশ্য (দেখিলে আনন্দ হয়) এবং শান্তস্বরূপ; রাধাকান্ত, তিনি অনন্ত। তিনি হইলেও তাঁহার অন্ত কেহই পায় না অর্থাৎ তিনি অনন্ত। হাস্যবদনা গোপীগণ তাঁহার চতুর্দিকে থাকিয়া সেই অনন্তের অবলোকনপূর্বক তাঁহাকে অবলোকন করিতেছেন ॥ ৩৪

সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলের মধ্যস্থলে থাকিয়া রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। বনমালাবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ধারণ করিয়া বংশীবাদন করিতেছেন ॥ ৩৫

মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভমণি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল উজ্জ্বল হইয়াছে। কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী ও চন্দনে তাঁহার শরীর চর্চিত রহিয়াছে ॥ ৩৬

মনোহর চম্পক পুষ্পমালায় সুশোভিত সেই বক্ত্রপদ্মসুশোভিত শ্রীকৃষ্ণ মনোহর চম্পক পুষ্পমালা, মালতীমালা এবং মনোহর মস্তকে চূড়া ভূষিত আছেন ॥ ৩৭

ভক্তগণ ভক্তিপরিপ্লুতচিত্ত হইয়া এইরূপ সেই সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন। যাঁহার ভয়ে জগদ্ধাতা ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের জন্য তৎপর থাকেন এবং

ঊর্দ্ধং মুহূর্তপঞ্চমং তদ্বোধি সর্বকর্মসু।
তদন্যং তদ্বদ্ধাত্রা চ তদ্বর্জ্যাশ্চ যাত্রিকা ॥ ৫৯
বিষ্টি: পাত্রা চ সর্বেষাং যত্নতস্তাং বিবর্জয়েৎ
ব্যালাদিকেভ্যঃ সাবর্ত্তা সর্বকিশেষু যত্নতঃ ॥ ৬০
বিশো মৃত্যুস্তথৈব স্যাদিনাদ্যে তত্রোর্ত্তজঃ
যত্নতোবশ্যং বিজ্ঞেয়ো যোষীণাং সর্বদিং যথা ॥ ৬১
পরমান্নমৃতঞ্চান্ত ভক্তিরৌদ্যমান্নমূত:
যথাক্রমাদ্ ব্যধি যাত: প্রথম: শৌক্রযাদিনাম্ ॥ ৬২
তদন্তঃ প্রথমাধি যত্নতাং মন্ত্রতঃ নধি।
যথাক্রমা বর্ষতোয়ো মৃত্যুশ্চান্তধি তদ্বদ্ ॥ ৬৩
যথাক্রমা বহেদ্ বহ্নির্দ্বিদেব দুষ্টিতন্ত্র।
বিশো হন্তধি বিদ্যুন্না যথাতোয়া যথাক্রমা ॥ ৬৪
প্রবন্তি যাশিচরাধি প্রবন্তে যত্নতেন চ।
তদ্বাং তদন্তি মৃত্যুশ্চ পুনস্তাশি চ যত্নতাং ॥ ৬৫

তদ্বাং তদন্তি পন্তাশি বিদ্যুন্নাত্তথৈব তদ্বাং।
যথাক্রমা ফলদ্বন্তে ন তীব্রন্তি তদেষু চ ॥ ৬৬
তথা মূলে তদন্যান্ত ন তীব্রন্তি যথাক্রমা।
অহ: নিয়ন্তকর্ত্তা চ বর্ষাবর্ষে চ যত্নতাং ॥ ৬৭
কালন্ত তদন্যেষু সর্বঃ প্রথমেব যথাক্রম।
তত্তালে ন যথেন কালো মৃত্যুশ্চ যত্নতেন চ ॥ ৬৮
তদন্যেষু পন্তত্বক যত্নীং চ তদার্থবে।
মৃত্যুশ্চাত্র তীব্রন্তে চ কর্পাহীনাং মুখেষু চ ॥ ৬৯
নানাবস্ত্রাবিচক্ষে চ যেষু বিষয়েষু চ।
পুনস্তদন্তরে চ যত্নতৈশ্চ যত্নিত ॥
পন্তাশ্চ তত্তমৈশ্চ কালে কালো যথেত্বত্তাং ॥ ৬০
যথে যাত্নত্তোয়াধি যোগ: মূর্ত: যথাক্রমা ॥ ৬১
কুর্ম্মাহনন্তাং চ চ তীব্রন্তি সমুদ্রান্ সপ্তপর্বতান্
সর্বাংস্তৈব তদ্বাত্রনা নানারূপ: বিভর্ত্তি চ ॥ ৬২

সমস্ত কর্মসমূহের কর্মসূচনা এবং তীব্রন্তের উল্লেখ লিখিয়া যেন। তাঁহার আজার তন্ত্রা সমস্ত তদন্তার ও কর্মসমূহের তদন্তার আসার। ৫৮-৫৯

তাঁহার ভয়ে বিষ্ণু সকলের পালক হইয়াছেন এবং সমস্ত তীব্রন্তের পালক করিয়াছেন। তাঁহার আজ তালাদিকের সমস্ত বিষ নদ্যাবর্তা হইয়াছেন। ৬০

তাঁহার আদেশের ফলে যমরাজ বিষ আদি-অসুর তদন্ত তত্ত্ব হইয়াছেন এবং বিনেতার, যোগীন্দ্রের সর্বত্র, পরমান্নমৃত এবং ভক্তিযোগ ও যৌগান্নমান্ হইয়াছেন। তাঁহার তদন্তের মাত্র তদন্তির হইয়াছেন এবং পঞ্চমাদি বিনেতার মধ্যে প্রথম হইয়াছেন। ৬১-৬২

নধি। তাঁহার আজ তদন্ত (সূর্য) সমস্ত তাপদাহ করিয়াছেন। তাঁহার আজায় ইন্দ্র তদ্ব বর্ষণ করেন এবং এবং মৃত্যু সমস্ত প্রাণিগণের সাথে বিচরণ করেন। ৬৩

তাঁহার আজায় বহ্নি সত্ত্ব করেন এবং তদ্ব পাচন হইয়াছেন। তাঁহার আজায় তন্ত্রার তীব্র হইয়া বিষ্ণু পালন (যেন বিষ্ণুপাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, অনন্ত ও ব্রহ্মা) সূর্যাদি বিষ্ণু-সমূহ সদা তদ্বা করিতেছেন। ৬৪

বিষের অন্ত প্রাণিকুল ও প্রবেশ তদন্ত করিয়াছেন। তাঁহার আজ তদন্তকল তদ্ব ধান ও পুনঃ সত্ত্ব করে। ৬৫

তাঁহার আজে তদন্তমূহ পন্ত হয় এবং তদন্তকল তদ্বতীন হয়। তাঁহার আজায় পন্তের প্রাণীরা তদ্বে বিনষ্টির হইয়া তীব্রিত থাকে না। ৬৬

সেইরূপ তদন্তের তীব্রন্ত মূলে থাকিয়া তাঁহার আজায় তীব্রিত থাকে না। তাঁহার ভয়ে আদি (সূর্যাদির যম) বর্ষ ও অবর্ষ বিষয়ে নিয়ন্তা হইয়াছি। ৬৭

তাঁহার আজায় তাল সর্বত্র বিষ্ণুর করেন এবং আয়ুষ্কালের সমস্তের প্রাণ (সংহার) করেন। তাঁহার ভয়ে কাল ও মৃত্যু তত্তালে যোগত প্রাণীতে হয় অর্থাৎ করেন যান। ৬৮

এখিন্নে কি বর্ণিত। তীব্রন্ত যদি প্রথমি অন্তিমের পন্তিত হয়, তবেই তদন্তাধারে বিষয় হয়, মৃত্যুর অন্তরাল হইতে পন্তিত হয়, তীব্রন্তার যত্নের উপর ও সর্বাদির মূল পন্তিত হয় বিষয়। বিষের মৃত্যুক্রম পরাস্ত কিন্তু এইরূপে মৃত্যু তাঁহার ভয়ে তাহাদিগের অন্তরাল প্রাণ করিতে পারে না। তাহার মন্ত্রপূর্ত তন্ত্রিত হইয়া পুনঃপ্রবার পন্তন করিয়া থাকিলে এবং যাবা অন্ত-মন্ত্র দ্বারা রক্ষিত হইলে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কাল তাঁহার ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করে। ৬৯-৭০

যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আজায় বায়ু তদন্তাধিক, তদ্ব সূর্যাদিক, সূর্য তদন্তক, তদ্বে পৃথিবীর এবং পৃথিবী সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত কুল পর্বত সহ যাবা-তদন্তের সমূহ নিয়ে এবং নানাবিধ রূপসমূহ ধারণ করিয়া বিরাজমান। ৭১-৭২

ধৃতঃ সর্বাণি তুষ্টানি লীলাভেদস্তে ৪ অন্ত ৪।
ইত্যাকর্ণ্য বিধাতারং তুষ্টাবাথেশ্বরস্তুতিঃ ॥৫০
অষ্টাত্রিংশদ্ধ্যায়ে ব্রহ্মখণ্ডেঽষ্টমিনিম্ ।
অষ্টাত্রিংশে পঞ্চশতে মহাপে পঞ্চবিংশতৌ ৪ ৫৪
যুগে মন্বন্তরে কল্পানুত্থেরং নাশো বিধো বিষ্ণুঃ ।
এবং ত্রিংশদ্বিধৈর্নাশো ব্রাহ্মাস্তাত্তাত্মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৫
তদ্ভূতিঃ যত্তদ্বিধেয়াঃ সত্ত্বাদ্যা ব্রহ্মণো বয়ঃ ।
ব্রহ্মণস্ত বিনাশে ৪ ঽক্ষুব্ধলীলয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬
ঽক্ষুবিলীনে তস্য নাশঃ প্রাকৃতিকঃ বিধুঃ
প্রলয়ে প্রাকৃতঃ সর্বে দেবাদ্যাস্ত ঽত্রয়ঃ ॥৫৭
লীনা যান্তি যতো ৪ শ্রীকৃষ্ণমাত্মিপঞ্জরে ।
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী ৪ বৈকুণ্ঠে বক্ষস্থলঃ ॥ ৫৮
বিলীনো বামপার্শ্বে ৪ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
কৃষ্ণাত্মা ত্রৈগুণাত্মাস্ত যাবদ্ব্রহ্ম বিধাতুশ্চ ॥ ৫৯

বিধাতারে বিষে লীনা জ্ঞানাবেশে সনাতনে
জ্ঞানাধিষ্ঠেয়ঃ কৃষ্ণস্য মহাদেবঃ স ৪ ঽচ্যতে ॥ ৬০
তস্য জ্ঞানবিলীনস্য বপুঃ ৪ তস্য ধরেঃ
ধর্মাত্মা বিষ্ণুমায়াত্মা বিলীনাঃ সর্বজন্তবঃ ॥ ৬১
সা ৪ কৃষ্ণস্য কুক্ষৌ ৪ বৃদ্ধাবিষ্ণাত্মদেবতা
নারায়ণাংশঃ তস্যস্য লীনো বক্ষসি তস্য ৪ ॥ ৬২
শ্রীকৃষ্ণাংশস্য তস্যাপি দেবাবীশো মহেশ্বরঃ
পঞ্চাশো ঽপি পঞ্চাশঃ সা মায়াত্মাক স্মৃতঃ ॥ ৬৩
যোগাত্মাপি ৪ তস্যাক সর্বাংশ দেবযোষিতঃ ।
কৃষ্ণস্যাপাধিদেবী সা তস্য প্রাণেষু সা স্থিতা ৪ ৬৪
সাবিত্রী ৪ সরস্বত্যাঃ দেবপাত্মনি যানি ৪ ।
স্থিতা বাণী ৪ জিহ্বায়াঃ তালুকে পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫
যোগোক্তস্য যোগাংশ বিলীনাস্তস্য লোমসু
তৎপ্রাণেষু ৪ সর্বেষ্যা প্রাণা যান্তি ৪ তত্রাশনঃ ॥ ৬৬

সমস্তাঃ বিশ্বের সমস্তাঃ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে লীন হন। ব্রহ্মাদি ও বৈষ্ণবাদি সমস্তই বিধাতৃস্বরূপ ব্রহ্মলোক, জ্ঞানমন্ত্র ও সমস্ত বিশ্বে বিলীন হইয়া যায়। তাহাদের সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাতা মহাদেব সমস্তাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানে লীন হইয়া থাকেন। এই সব মহাকার্য সংঘটিত হইবে পর শ্রীহরির মায়া তখনকার হন। এইরূপ সমস্ত পরিদৃশ্য বিষ্ণুমায়া ধর্মাদেবে লীন হন। ৫১-৬১

সেই বৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমস্তাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে বিলীনা হন। নারায়ণাংশ তিনি (ব্রাহ্মিক) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বক্ষে লীন হইয়া যান। ৬২

দেবদেবের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণাংশ অথচ তাঁহার মাহাত্ম্যে লীন হন। কৃষ্ণের (সমষ্টি) জ্ঞান-সমুদ্রে ত্রিগুণ পঞ্চাশ লীন হন ও পঞ্চ প্রাণাংশে লীনা হন এবং যোগীকৃষ্ণ ও সমস্ত দেবযোগীগণও সেই প্রাণাংশে লীন হইয়া থাকেন। তদবস্থা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে অবস্থান করেন। ৬৩-৬৪

সাবিত্রী ও সমস্ত দেবপাত্মক সরস্বতীতে লীন হইয়া যান এবং বাণী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৬৫

যোগাংশের সমস্ত যোগগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ায় বিলীন হইয়া যান। সমস্তের প্রাণবায়ু তাঁহার প্রাণে,

---

দিবা ৪ রাত্রি অর্থাৎ যে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত সৃষ্টিরূপ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাতে (তাঁহাকে) তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইবে। দেবপরিমাণে একসপ্ততি (৭১) যুগে এক ইন্দ্রের পরমায়ুকাল হয়। ৪৩

সেইরূপ অষ্টাবিংশতিসংখ্যক (২৮) ইন্দ্রের পতনে (বিনাশে) ব্রহ্মার এক দিবারাত্র হয়। সংখ্যাদি পরিদর্শন বিষয়ে করিয়াছেন যে, মনুষ্যপরিমাণে অষ্টাবিংশশতাব্দ (২৮০) ও পঞ্চবিংশতি (২৫) সহস্র যুগ অর্থাৎ ২৮০২৫ পঁচিশহাজার পাঁচশত আট যুগে এক ইন্দ্রের পরমায়ু হয়। পূর্বোক্ত অর্থাৎ ২৮ ইন্দ্রের পতনকাল ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন ত্রিলোক্য (৫০) দিনে ব্রহ্মার এক মাস হয়। তদ্রূপ দুই মাসে ব্রহ্মার এক ঋতু হয়। ৪৪-৪৫

সেইরূপ ছয় ঋতুতে ব্রহ্মার এক বৎসর। এরূপ শত বৎসর পরম। এই ব্রহ্মার বিনাশে (প্রলয়ে) শ্রীহরির ঽক্ষুব্ধ এক নিমেষ—এক পলক পতিত হয়। ৪৬

শ্রীহরির ঽক্ষুব্ধ এই নিমেষকে প্রাকৃতিক লয় সংজ্ঞাও হয় বলিয়া জানিবে ভারত। তাহাতে প্রলয় হইলে পর দেবাদি ইন্দ্রের ত্রয়োদশ প্রকৃতিজাত সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাতে লীন হয়। সেই ব্রহ্মা তাহাসহ শ্রীকৃষ্ণদেহান্তরে লীন হন। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠে যে ঽক্ষুব্ধলীলা

ঔষ্ঠ্যাদৌ বিলীনস্ত ক্রমাৎ তত্তন্নামোচ্চারঃ।
বৈষ্ণবাস্তত্তদবয়বোপাস্ত পরমাত্মস্বরূপাঃ। ৬৭
সাত্ত্বিকাহঙ্কারতত্ত্বে বিকারীভূতস্তাদিঃ
বিকারীভূতস্ত মনসি লীনঃ কৃষ্ণ মহান্ বিরাট্। ৬৮
ঐক্ষত লোকসৃষ্ট্যর্থং বিরাজমি নিধিলানি চ
যত্র চক্ষুর্নিমেষেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ প্রলয়ো ভবেৎ। ৬৯
চক্ষুরুন্মীলনে সৃষ্টিরীক্ষত পুরুষেণ চ।
ব্রাহ্মকালো নিমেষেণ ব্রাহ্মরূপেণ যাতঃ। ৭০
ব্রহ্মণস্ত সমাখ্যেন সপ্তীকৃত লয়ঃ পুনঃ।
ব্রহ্মসপ্তীলয়াবাহু সংখ্যা নাস্ত্যেব পুরুষে।
যথা কৃষ্ণমাটৈব সংখ্যামাহু নিধানবঃ। ৭১
চক্ষুর্নিমেষে প্রলয়ো যত্র সর্বাত্মকাত্মনঃ।
ঈক্ষণেন পুনঃ সৃষ্টিঃ তত্রেবাস্তে বরেণ্যতা। ৭২
তত্ত্বজ্ঞানোৎকীর্তনং যত্তুঃ ব্রহ্মাণ্ডেষু চ কঃ ক্রমঃ। ৭৩

যখি তত্ত্বজ্ঞানিতে এই ক্রম প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ ঐরূপভাবে ৪৪৩৩ ক্রমে পরমাত্মস্বরূপের অবতার করেন। ৬৬-৭৭

এই বৈষ্ণবগণ সাত্ত্বিকোপাস্ত, যেহেতু তাঁহারা তত্ত্বিষয়ক-জ্ঞান অভ্যন্তরাই। ক্রম পুরুষিয়া মহাবিরাট্ পুরুষে লীন হন এবং মহাবিরাট্ শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যান। ৬৮

তাঁহার লোকসৃষ্ট্যর্থ বিবিধ বিরাজপুরুষ অবতীর্ণ এবং তাঁহার চক্ষুর নিমেষে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়াদি হইয়া থাকে। ৬৯

বিবিধ চক্ষু উন্মীলন করিলে পর পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যাকে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর নিমেষকাল মাত্র সময়, অথচ সময় তাঁহার চক্ষুর উন্মীলন কালেও বহু হইয়া থাকে। অর্থাৎ উন্মীলন ও নিমীলন কাল তাঁহার সমান। ৭০

শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুঃ উন্মীলন কালেই বহু সৃষ্টিকাল এবং এই উন্মীলনকালেই তাঁহার পরমায়ু। তাঁহার পরমায়ুকাল পরমসংখ্য। তাঁহার পর তাঁহার পরমায়ুঃশেষে সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় সব বিলয়কালেই শেষ হইয়া যায়। পুরুষের যেরূপ পৃথিবী সৃষ্টিকালের কোনও সংখ্যা উক্ত হয় না, সেইরূপ তাঁহার এই সৃষ্টি ও ব্রহ্মাণ্ডলয়ের কোনও সংখ্যাই করিতে পারা যায় না। ৭১

যে সর্বাত্মকাত্মা পরমাত্মা অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নিমেষে তাঁহার চক্ষুর নিমেষে প্রলয় ও তাঁহার চক্ষুর উন্মীলনে

ঘটাকাশো বিলীয়ন্ত ক্রমাৎ তত্তন্নামোচ্চারঃ।
বৈষ্ণবাস্তত্তদবয়বোপাস্ত পরমাত্মস্বরূপাঃ। ৬৭
সাত্ত্বিকাহঙ্কারতত্ত্বে বিকারীভূতস্তাদিঃ
বিকারীভূতস্ত মনসি লীনঃ কৃষ্ণ মহান্ বিরাট্। ৬৮
ঐক্ষত লোকসৃষ্ট্যর্থং বিরাজমি নিধিলানি চ
যত্র চক্ষুর্নিমেষেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ প্রলয়ো ভবেৎ। ৬৯
চক্ষুরুন্মীলনে সৃষ্টিরীক্ষত পুরুষেণ চ।
ব্রাহ্মকালো নিমেষেণ ব্রাহ্মরূপেণ যাতঃ। ৭০
ব্রহ্মণস্ত সমাখ্যেন সপ্তীকৃত লয়ঃ পুনঃ।
ব্রহ্মসপ্তীলয়াবাহু সংখ্যা নাস্ত্যেব পুরুষে।
যথা কৃষ্ণমাটৈব সংখ্যামাহু নিধানবঃ। ৭১
চক্ষুর্নিমেষে প্রলয়ো যত্র সর্বাত্মকাত্মনঃ।
ঈক্ষণেন পুনঃ সৃষ্টিঃ তত্রেবাস্তে বরেণ্যতা। ৭২
তত্ত্বজ্ঞানোৎকীর্তনং যত্তুঃ ব্রহ্মাণ্ডেষু চ কঃ ক্রমঃ। ৭৩

যখন তাঁহার ঘটাকাশ বিলীন হয় তখনই তাঁহার ক্রমে ক্রমে নামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবগণ তত্তদবয়বোপাস্ত পরমাত্মস্বরূপে লীন হইয়া যান। ৬৭

সাত্ত্বিক অহঙ্কারতত্ত্বে বিকারীভূত তাদি এবং তাদি বিকারীভূত মনে লীন হয়। মন বিকারীভূত মহান্ বিরাট্ এবং মহান্ বিরাট্ শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যায়। ৬৮

তাঁহার লোকসৃষ্ট্যর্থ বিবিধ বিরাজপুরুষ অবতীর্ণ এবং তাঁহার চক্ষুর নিমেষে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়াদি হইয়া থাকে। ৬৯

বিবিধ চক্ষু উন্মীলন করিলে পর পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যাকে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর নিমেষকাল মাত্র সময়, অথচ সময় তাঁহার চক্ষুর উন্মীলন কালেও বহু হইয়া থাকে। অর্থাৎ উন্মীলন ও নিমীলন কাল তাঁহার সমান। ৭০

শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুঃ উন্মীলন কালেই বহু সৃষ্টিকাল এবং এই উন্মীলনকালেই তাঁহার পরমায়ু। তাঁহার পরমায়ুকাল পরমসংখ্য। তাঁহার পর তাঁহার পরমায়ুঃশেষে সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় সব বিলয়কালেই শেষ হইয়া যায়। পুরুষের যেরূপ পৃথিবী সৃষ্টিকালের কোনও সংখ্যা উক্ত হয় না, সেইরূপ তাঁহার এই সৃষ্টি ও ব্রহ্মাণ্ডলয়ের কোনও সংখ্যাই করিতে পারা যায় না। ৭১

যে সর্বাত্মকাত্মা পরমাত্মা অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নিমেষে তাঁহার চক্ষুর নিমেষে প্রলয় ও তাঁহার চক্ষুর উন্মীলনে পুনরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে। ৭২-৭৩

আমি বিরাজের মুখাদি হইতে এবং যেরূপ হইতে যেরূপ ক্রম বর্ণন করিয়াছি, তাহাই আমি এখন ঘোষণার নিমিত্ত বর্ণন করিলাম। চতুর্দশের সৃষ্টি চারি প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭৪

কিন্তু চতুর্বিধা সৃষ্টির মধ্যে ইন্দ্রিয়সৃষ্টি সর্বপ্রধানা ও সৃষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা। ১ ঔষধির আলোকজা সৃষ্টি, ২। অন্যা সাত্ত্বজা শ্রেষ্ঠা সৃষ্টি, ৩। মানবীজা সৃষ্টি এবং ৪। নির্যাণপ্রকাশা সৃষ্টি। কিন্তু তাঁহার তত্তৎ শ্রীবিগ্রহাদি বর্তমান এই সব সৃষ্টি প্রার্থনা করেন না। ৭৫-৭৬

তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ, প্রচার ও নিত্য অনুষ্ঠানের দ্বারা হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের ক্রম, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও লোকাদির সৃষ্টি হইয়া যায়। ৭৭

বিরাজপুরুষগণকেই নির্যাণ লোক বলিয়া মহাজ্ঞানী জানেন। তত্ত্বজ্ঞানপ্রচারের দ্বারা তাঁহা সহজ লভ্য হইয়া থাকে। সেবাত্মিকা এই সৃষ্টি অর্থাৎ চতুর্থিধা সৃষ্টির সেবাত্মিকা। আর তাহাকেই সেবাবিবর্তিনী। ৭৮

ভক্তি ও মুক্তির এই ভেদ আমি ঘোষণায় বলিলাম। এখন বিরাজের লক্ষণ প্রকাশ করিব। আমী যাহিনগণ তত্ত্বজ্ঞানের ঘোষণাই 'বিরাজ' বলিয়া থাকেন। ৭৯

সেই তত্ত্বজ্ঞান ঘোষ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিবে

বিষ্ণু: শুভদ: জ্যৈষ্ঠে শুক্লে ব্রতে দশম্যাম্ ।
বৈশাখ্যাং পূর্ণিমায়াং কৌশিক্যাং চ বংশকম্ ॥ ৮১
মধৌ চ ভাদ্রসিতে দ্বাদশ্যাং কর্ম্ম কুত্র:
পুষ্পঃ ফলং পল্লবঃ সাবিত্রী ব্রতং প্রদেয় ॥ ৮২
চন্দনং চৈলং পুষ্পং মধুপিষ্টকাংশুকিরিণেকঃ ।
সাবিত্রীদেবমঃ পুষ্পা ফল এব পুণ্যাদিভিঃ ॥ ৮৩
ভাদ্রিমাসে মহাস্ত্রীঃ ব্রতং নাস্তি মাসম্ ॥ ৮৪

যম উবাচ

দশবর্ষং ব্রতং কৃত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।
যাতে ব্যস্তি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণভবনে ধ্রুবম্ ॥ ৮৫
লক্ষ্মী চ সাধুঃ তত্র সাবিত্রীস্থ প্রভাঃ ধ্রুবঃ ।
বিষ্ণুপর্ব্বণিকালঃ নারীণাং মোক্ষকারণম্ ॥ ৮৬
বৈষ্ণবং ব্রতকর্ম্মিণ্যা সাবিত্র্যাস্ত ব্রতং শুভম্ ।
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে মহালক্ষ্মী ব্রতং শুভম্ ॥ ৮৭

শ্রীকৃষ্ণসেবাই শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীকৃষ্ণ সেবা দ্বারা সমস্ত দুষ্কর্ম্ম খণ্ডন হইয়া যায় এবং তদ কর্ম্ম হইয়া থাকে। নারীর সাবিত্রী। এই শ্রীকৃষ্ণসেবাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং গোলোকধামে এ দেহে উহাই সাধন ॥ ৮০

বৎসে। আমি তোমাকে এই বিষয়ান্তর ও অনুরূপ উপাখ্যান বলিলাম, তুমি এখন যথাসুখে গমন কর। এই কথা বলিয়া সেই সূর্য্যপুত্র যম সাবিত্রীর পতি সত্যবানকে জীবিত করিয়া এবং তাঁহাকে শুভাশীর্বাদ প্রদান করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী যমকে স্বস্থানে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; কারণ, সৎপুরুষের সহিত বিচ্ছেদ অতিশয় দুঃখ দায়ক হয়। তখন সাবিত্রীকে রোদন করিতে দেখিয়া কৃপানিধান যমও রোদন করিলেন। তৎপরে যম সন্তুষ্ট হইয়া সেই সাবিত্রীকে বলিলেন ॥ ৮১-৮৩

যম বলিলেন,—সাবিত্রি! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে লক্ষ বৎসর সুখভোগ করিয়া অন্তে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করিবে ॥ ৮৪

বৎসে! তুমি স্বগৃহে গমন করিয়া নারীগণের মোক্ষের কারণ চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী সাবিত্রী ব্রত পালন কর ॥ ৮৫

যাঃ ব্রতং প্রতিবর্ষং শুক্লপক্ষে চ
করোতি পরমা ভক্ত্যা সা যাতি চ হরেঃ
প্রতিমঙ্গলবারে চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকাম্
প্রতিমাসং শুক্লষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীং মঙ্গলদায়িকাম্ ॥ ৮৯
তথা চাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং মনসাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্
রাধাং রাসে চ কার্ত্তিক্যাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং প্রিয়াম্ ॥ ৯০
উপোষ্য শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ প্রতিমাসে বরপ্রদাম্ ।
বিষ্ণুমায়াং ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৯১
প্রকৃতিং জগদম্বাঞ্চ পতিপুত্রবতীঃ সতীম্ ।
পতিব্রতাসু শুদ্ধাসু যন্ত্রেষু প্রতিমাসু চ ॥ ৯২
যা নারী পূজয়েদ্ভক্ত্যা ধনসন্তানহেতবে ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ৯৩

উক্ত মাসের শুক্লপক্ষীয় তিথিতে সাবিত্রীদেবীর এই ব্রত যত দিবস সাবিত্রীপূজা তত দিবস করিতে হয় এবং ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহালক্ষ্মীর ব্রত করিতে হয় ॥ ৮৭

যে নারী প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে পক্ষকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই নিয়ম করিয়া মহালক্ষ্মী ব্রত পালন করে, সেই নারী শ্রীহরির বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৮

প্রতি মঙ্গলবারে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা এবং প্রতিমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে মঙ্গলদায়িকা ষষ্ঠীকে, আষাঢ়-সংক্রান্তিতে সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী মনসাদেবীকে, কার্ত্তিক-মাসের রাসপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়া শ্রীরাধাকে এবং প্রতিমাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া বরদা দুর্গতিনাশিনী জগদম্বা প্রকৃতি বিষ্ণুমায়া ভগবতী দুর্গাদেবীকে পতি-পুত্রবতী সতী স্বরূপা উপায় কিংবা পতিব্রতা অথবা সালগ্রাম শিলাতে, ঘটে বা প্রতিমাতে যে নারী ধন ও সন্তান লাভের জন্য ভক্তিসহকারে পূজা করেন, সেই নারী ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া শেষে শ্রীহরির বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮৯-৯৩

ইত্যুক্ত্বা তাং ধর্মরাজো জগাম নিজমন্দিরম্ ।
গৃহীত্বা স্বামিনং সা চ সাবিত্রী চ নিজালয়ম্ ॥ ১৪
সাবিত্রী সত্যবন্তঞ্চ বৃত্তান্তং কথয়ামাস ।
ক্রমেণ কথয়ামাস বান্ধবেভ্যশ্চ নারদ ॥ ১৫
সাবিত্রীজনকঃ পুত্রান্ সম্প্রাপ চ ক্রমেণ চ ।
শ্বশুরশ্চক্ষুষী রাজ্যং সা চ পুত্রান্ ক্রমেণ চ ॥ ১৬
লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।
জগাম স্বামিনা সার্ধং ব্রহ্মলোকং পতিব্রতা ॥ ১৭
সবিতুরধিদেবী যা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
সাবিত্রী চাপি বেদানাং সাবিত্রী তেন কীর্তিতা ॥ ১৮
ইত্যেবং কথিতং বৎস সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্ ।
জীবকর্মবিপাকঞ্চ কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদনারায়ণসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে নাম চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

ধর্মরাজ বা সাবিত্রীকে এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। তাহার সাবিত্রীও নিজ স্বামীর সহিত পুনঃ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১৪

তদনন্তর সাবিত্রী সত্যবানের সহিত যে সমস্ত বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন। অতঃপর বান্ধবগণের নিকটও সেই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল ॥ ১৫

সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি ক্রমে পুত্র লাভ করিলেন। সাবিত্রীর শ্বশুর (সত্যবানের পিতা) চক্ষু এবং রাজ্য লাভ করিলেন। সাবিত্রীও ক্রমে শত পুত্র লাভ করিলেন ॥ ১৬

সেই পতিব্রতা সাবিত্রী ভূলোকে লক্ষবর্ষ কাল সুখভোগ করিয়া স্বামী সত্যবানের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১৭

সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং মন্ত্রসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী বেদের সাবিত্রী অর্থাৎ প্রসবকর্ত্রী বলিয়া 'সাবিত্রী' এই নামে অভিহিতা। এবং অর্থাৎ বেদজননী দেবীর 'সাবিত্রী' এই নাম কথিত হইয়াছে ॥ ১৮

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকটে সাবিত্রী-দেবীর উত্তম উপাখ্যান এবং জীবকর্মবিপাক বর্ণন করিলাম। পুনরায় তুমি আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদপ্রসঙ্গে সাবিত্রী-উপাখ্যান নামক চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ষষ্ঠ্যুপাখ্যানম্ — ষষ্ঠীদেব্যাঃ [illegible], তস্যাঃ পূজাদি-বিধানঞ্চ ।]

নারদ উবাচ

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রৈশ্চ নির্ঘণ্টস্তু বিরাজতে ।
সাবিত্রী-[illegible] শ্রুতা সুবিস্তৃতং মনঃ ॥১
[illegible]কীর্তনং শ্রুতং [illegible] ।
অধুনা [illegible] ষষ্ঠ্যুপাখ্যানমীপ্সিতম্ ॥২
কেনাসৌ পূজিতা [illegible] কেন বা পুরা ।
[illegible]কীর্তনং শ্রোতুং মম [illegible] ॥৩

নারায়ণ উবাচ

[illegible] পূজা [illegible] পরমাত্মনঃ ।
দেবী [illegible] পরম [illegible] ॥৪
[illegible] তুলসী নাম [illegible] ।
[illegible] ॥৫
[illegible] ।
[illegible] ॥৬
[illegible]
[illegible] ॥৭
[illegible] ।
[illegible] ॥৮
[illegible]
[illegible] ॥৯
[illegible] ।
[illegible] ॥১০
[illegible]
[illegible] ॥১১

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

[ষষ্ঠীর উপাখ্যান — ষষ্ঠীদেবীর [illegible] এবং তাঁহার পূজাদির বিধান ।]

নারদ কহিলেন,—ভগবন্ । সাবিত্রী ও [illegible] বিবরণ, বিশেষতঃ আপনার শ্রীকৃষ্ণের সুবিস্তৃত মন্ত্র [illegible] শুনিলাম । [illegible] করিলাম । [illegible] এক্ষণে আমি [illegible] উপাখ্যান শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি । ১-২

[illegible] । সেই দেবী কাহার দ্বারা পূর্বে প্রথমে [illegible] পূজিতা হন ? তিনি কি প্রকার ? কোন্ ব্যক্তি বা তাঁহার [illegible] করিয়াছেন ? [illegible] বর্ণনা করুন । ৩

নারায়ণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্ ! পূর্বকালে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হইতে এই দেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন । ৪

এই দেবী [illegible] তুলসী এবং [illegible] নামে ([illegible] অর্থাৎ এক [illegible], [illegible]) । [illegible] সর্বত্র [illegible] । সেই দেবী হইলেন—[illegible] । [illegible] দেবী (তুলসী) [illegible] । ৫

তিনি [illegible] এবং তাঁহার [illegible] করিয়া দেন । ৬

[illegible] সেই দেবী [illegible] করিলেন । ৭

এই সেই শ্রী দেবীর [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] এবং [illegible] দিলেন । ৮-৯

সেই দেবীর [illegible] এবং [illegible] হইলেন । এই [illegible] গ্রহণ করিলেন । ১০

তাহার পর [illegible] সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে [illegible] ([illegible]) [illegible] বিবাহ [illegible] করিলেন । ১১

দক্ষিণাংশেন বিষ্ণুস্তে বামাংশেন চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজাত বিষ্ণুভ্যো মহালক্ষ্মীঃ পরো পুমা ॥১১
লক্ষ্মাত্মে পৃথক্ত্বে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুশ্চা মহানিত্য
দেবীমু মা চ মহতী মহালক্ষ্মীস্ত মা স্মৃতা ॥ ১০
বিষ্ণুভো মাধিকারাত্মো লক্ষ্মীরাত্মশ্চতুর্ভুজঃ
যোগেশ্বরে বিষ্ণুরূপাত্মো যোগৈশ্বর্যাদীশিরাত্মকঃ ॥১১
চতুর্ভুজস্ত বৈকুণ্ঠঃ প্রথমো পরমা মহ।
সর্বাংশেন সমো যো যো কৃষ্ণ-নারায়ণো পরো ॥১২
মহালক্ষ্মীস্ত যোগেন সমারাধ্য মহৎ মা
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা পরা ॥ ১৩
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ সর্বসৌভাগ্যসংযুতা।
প্রেমা মা চ প্রধানা চ সর্বাসু রমণীষু চ ॥১৪
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীস্ত শক্রসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালেষু চ সর্বেষু নাগলক্ষ্মীস্ত নাগসু ॥১৫
গৃহলক্ষ্মীর্নৃণাং গৃহিণী চ কুলাঙ্গনা।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥১৬
যথা ক্ষীরে চ ধাত্রী চ দক্ষিণা যজ্ঞকারিণী
ক্ষীরোদমিথুনস্থা সা শ্রীরূপা ক্ষিতৌষু চ ॥১৭
সোভাগ্যরূপা চ সতী চ পূর্ণমনোরথা
বিষ্ণুবক্ষঃষু বক্ষেষু কক্ষেষু চ ॥ ২১
নৃপেষু নৃপপত্নীষু বিভাগীষু চ্ছত্রেষু চ
সর্বযজ্ঞেষু যজ্ঞেষু ধান্যেষু ধান্যভূষু চ ॥ ২২
প্রতিমাসু চ দেবানাং ফলেষু বৃক্ষেষু চ।
সাধিকাসু চ মূলাসু বালেষু চ মনোরমা ॥ ২০
মণীন্দ্রেষু চ রত্নেষু হীরেষু চন্দনেষু চ।
মৃত্তিকাসু চ সর্বাসু নবমধ্যেষু বস্তুষু ॥১৯
বৈকুণ্ঠে মূর্তিভা সাধ্বী দেবী নারায়ণস্য চ।
দ্বিতীয়ে রূপতা তস্যা তৃতীয়ে নগরেষু চ ॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশ বিষ্ণু ও বামাংশ চতুর্ভুজ হইলেন অর্থাৎ দুই ভাগেরই শ্রীকৃষ্ণ এবং চতুর্ভুজধারী নারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া পরিচিত হইলেন। পুরাকালে বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণের সহিত মহালক্ষ্মীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ১২

যে দেবী সম্পূর্ণ বিষ্ণুর দ্বিতীয় মূর্তিতে সদা একত্র অবস্থান করেন এবং যোগীগণের মতে যিনি সর্বাপেক্ষা মহতী—ব্রহ্মসংহিতাকর্তৃক। সেই দেবী 'মহালক্ষ্মী' নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন ॥ ১৩

বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ হইলেন—ঐশ্বর্যাংশে এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ হইলেন—লক্ষ্মীকান্ত। বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ যোগ ও যোগীগণে পরিবৃত হইয়া যোগেশ্বরকে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মী দেবীর সহিত বৈকুণ্ঠধামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই কৃষ্ণ এবং নারায়ণ উভয়েই সর্বাংশে সমান এবং উভয়েই পরা অর্থাৎ প্রকৃতির পরবর্তী পরম পুরুষ ॥ ১৫

তদনন্তর সেই মহালক্ষ্মী যোগবলে নারায়ণ লাভ করিলেন : কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠে পরিপূর্ণতমা প্রধানা মহালক্ষ্মীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

এই মহালক্ষ্মী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এবং সর্ব সৌভাগ্যবতী। তিনি প্রেম নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত রমণীগণের মধ্যে প্রধানা হইয়াছেন ॥ ১৭

সেই দেবী স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সম্পৎরূপে 'স্বর্গলক্ষ্মী' নামে এবং পাতালে ও সর্বত্রলোকে রাজগণের মধ্যে 'রাজলক্ষ্মী' নামে অভিহিতা হন ॥ ১৮

সেই দেবী সর্বমঙ্গলময়ী মহালক্ষ্মী পৃথিবীতে গৃহস্থের 'গৃহলক্ষ্মী' নামে এবং কল্যাণ ভাবে পৃথিবী ও সর্বসম্পৎস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৯

তিনি যোগবলে প্রসবকারিণী মূর্তিতে, অন্নের শক্তি দক্ষিণা, যজ্ঞীয় সাধনের ক্রিয়া এবং পবিত্রতার শ্রীরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২০

তিনি ক্ষীরে ধাত্রীরূপিণী এবং পূর্ণমনোরথা, কৃষ্ণবক্ষে, বাহুমধ্যে, কক্ষে, অঙ্গে, ধান্যে, ধান্য-ভূষিতে, বিশ্ব ছত্রিত, ফলে, সর্বশ্রেষ্ঠ বৃক্ষে, মূলে, পরিপূর্ণ ধান্যে, দেব-প্রতিমায়, রত্নমধ্যে, বালিকা, মূলাদি ও রাজদণ্ডে অবস্থানকারিণী যোগরূপিণী এই মহালক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন ॥ ২১-২৩

এইরূপ অগ্নিতেজ, বায়ুর, ক্ষীরের (ঘৃতের) মধ্যে, ভূমণ্ডলীর কৃষ্ণবাস, মন মেঘে এবং নব বস্তুসমূহের সেই মহালক্ষ্মী যোগরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৪

সেই দেবী আদ্যা সর্বাংশে বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ কর্তৃক পূজিতা হন। দ্বিতীয় ধামে মূর্তিরূপে তথা তৃতীয় নগরে রাজ্ঞীরূপে পূজা করেন ॥ ২৫

বিষ্ণুনা পূজিতা সা চ [illegible] পুরে
[illegible] ॥ ২৬
মুনীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ [illegible]
সর্ব্বৈর্দেবৈশ্চ [illegible] পাতালেষু চ পূজিতা ॥ ২৭
[illegible] পূজা চ [illegible]
ভক্ত্যা চ [illegible] শিবলোকেষু নারদ ॥ ২৮
চৈত্রে পৌষে চ মাঘে চ পূজা [illegible]
বিষ্ণুনা বিধিনা পূজা বিষ্ণুলোকেষু ভক্তিতঃ ॥ ২৯
[illegible] পৌষমাস[illegible] [illegible]
[illegible] পূজাদানং [illegible] ॥ ৩০
[illegible] পূজিতা সা [illegible]
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] বশিষ্ঠা [illegible]
[illegible] ॥ ৩২
[illegible]
[illegible] পূজিতা ॥ ৩৩
এবং [illegible] পূজিতা সদা।
[illegible] ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে [illegible]ঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

হে মুনে। [illegible] বিষ্ণু, [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার পূজা করেন ॥ ২৬

[illegible] মুনীন্দ্রগণ, [illegible], [illegible] এবং [illegible] সকলে তাঁহার পূজা করেন। [illegible] পূজিতা হন ॥ ২৭

নারদ! [illegible] পূজিতা [illegible] পূজা করিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহার সেই পূজা [illegible] ॥ ২৮

বিষ্ণু চৈত্র, পৌষ ও মাঘ মাসে [illegible] বিধান [illegible] পূজা [illegible] করিয়াছিলেন। সেই সময় [illegible] সকলেই [illegible] তাঁহার পূজা করিয়াছেন ॥ ২৯

[illegible] এবং [illegible] পূজিতা [illegible] তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে সেই পূজা [illegible] ॥ ৩০

[illegible] সেই [illegible] পূজা করিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহার পূজা করেন ॥ ৩১

[illegible] তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩২

[illegible] সেই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

[illegible] সেই [illegible] দেবী [illegible] পূজা ও [illegible] করেন ॥ ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে [illegible]-উপাখ্যান-[illegible] অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible]]

নারদ উবাচ ।

নারায়ণপ্রিয়া যা চ যা বৈকুণ্ঠবাসিনী
বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মীঃ সনাতনী ॥ ১
কথং বভূব সা দেবী পৃথিব্যাং সিন্ধুকন্যকা
কিং ধ্যানং কবচং সর্বপূজাবিধিক্রমম্ ॥ ২
পূজা কেন কৃতাদৌ বা তদ্ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

পুরা দুর্বাসসঃ শাপাদ্ ভ্রষ্টশ্রীকঃ পুরন্দরঃ ।
বভূব দেবসঙ্ঘশ্চ মর্ত্যলোকশ্চ নারদ ॥ ৪
লক্ষ্মীঃ স্বর্গাদিকং ত্যক্ত্বা রুষ্টা পরমদুঃখিতা
গত্বা লীনা চ বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্ম্যাং চ নারদ ॥ ৫
তদা শোকাদ্ যযুর্দেবা দুঃখিতা ব্রহ্মণঃ সভাম্ ।
ব্রহ্মাণং চ পুরস্কৃত্য যযুর্বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৬
বৈকুণ্ঠে শরণাপন্না দেবা নারায়ণে পরে ।
অতীব দৈন্যযুক্তাশ্চ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥ ৭
তদা লক্ষ্মীশ্চ কলয়া পুরা নারায়ণাজ্ঞয়া ।
বভূব সিন্ধুকন্যা সা শক্রসম্পদ্বিধায়িনী ॥ ৮
ততো মথিত্বা ক্ষীরোদং দেবা দৈত্যগণৈঃ সহ ।
সংপ্রাপুশ্চ বরং লক্ষ্মীং [illegible] ॥ ৯
সুরাদিভ্যো বরং দত্ত্বা বনমালাং চ বিষ্ণবে ।
দদৌ প্রসন্নবদনা তুষ্টা ক্ষীরোদশায়িনে ॥ ১০
দেবা দৈত্যগ্রস্তরাজ্যং প্রাপুশ্চ তৎপ্রসাদতঃ ।
তাং সংপূজ্য চ সংস্তুত্য সর্বত্র নিরাপদঃ ॥ ১১

নারদ উবাচ ।

কথং শশাপ দুর্বাসা মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুরন্দরম্ ।
কেন দোষেণ বা ব্রহ্মন্ [illegible] ॥ ১২

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[দেবরাজ ইন্দ্রের মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপবশতঃ এবং শ্রীভ্রষ্ট হওয়া।]

নারদ কহিলেন,—ভগবন্! যেই সর্বাধিষ্ঠাত্রী সনাতনী মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারায়ণের প্রিয়া হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেন ॥ ১

সেই লক্ষ্মীদেবী কিরূপে পৃথিবীতে সিন্ধু-কন্যা হইলেন? তাঁহার ধ্যান, কবচ ও পূজাবিধি—এই সমস্ত বলুন ॥ ২

সেই দেবী মহালক্ষ্মীর পূজাকালে সর্বপ্রথমে কে পূজা করিয়াছিলেন? আপনি কৃপা করিয়া এ সমস্ত বিষয় যথাযথরূপে আমাকে বলুন ॥ ৩

নারায়ণ কহিলেন,—বৎস নারদ! পুরাকালে মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হন এবং তাহাতে দেবগণ ও মর্ত্যলোকও শ্রীহীন হইয়া পড়েন ॥ ৪

নারদ! তখন লক্ষ্মী রুষ্ট ও অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া স্বর্গাদি পরিত্যাগ পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করত মহালক্ষ্মীতে লীনা হইয়া যান ॥ ৫

সেই সময় দেবগণ লক্ষ্মীবিরহিত শোকবশতঃ দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন এবং ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া সকলে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৬

তথায় অতিশয় দৈন্যযুক্ত দেবগণ শুষ্ক কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু হইয়া বিরাজিত। তাঁহারা শ্রীবৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়া পরাৎপর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৭

সেই সময় লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের আজ্ঞানুসারে কলা দ্বারা পূর্বকালে সিন্ধুকন্যারূপে আবির্ভূতা হন এবং পরে তিনি দেবগণের সম্পদদাত্রী হন ॥ ৮

তখন দেবগণ দৈত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করত সেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহা হইতে বরপ্রাপ্ত হন ॥ ৯

সেই সময় দেবী লক্ষ্মী সুরগণকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া বনমালা প্রদান করত ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে বরণ করিলেন ॥ ১০

সেই লক্ষ্মীদেবীর বরে দেবগণ অসুরকবলিত স্বীয় পূর্বরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় দেবগণ সেই লক্ষ্মী দেবীর পূজা করিয়া ও স্তব করিয়া সর্বদা নিরাপদ হইয়া থাকিলেন ॥ ১১

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্! পুরাকালে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা দুর্বাসা কেন প্রীতিসম্পন্ন দেবরাজ ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১২

মহেন্দ্র কেন রূপেণ ভর্ৎসিতো গুরুণাবিভো ।
কেন দোষেণ সা দেবী শক্রালয়াদ্‌ বভূব হ ॥ ১৩
কো বা ত্বমেব সংসারে বভূব অন্ধবৎ প্রভো ॥ ১৪

নারায়ণ উবাচ ।

মধুপানপ্রমত্তশ্চ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা ।
ক্রীড়াং চকার রহসি রম্ভয়া সহ কামুকঃ ॥ ১৫
কৃত্বা ক্রীড়াং তয়া সার্দ্ধং কামুকাপহৃতচেতনঃ ।
তস্থৌ তত্র মহারণ্যে কামোন্মথিতমানসঃ ॥ ১৬
কৈলাসশিখরং যান্তং বৈকুণ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ ।
দুর্বাসসং দদর্শেন্দ্রো জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৭
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্তণ্ডসহস্রপ্রভমীশ্বরম্ ।
প্রতপ্তকাঞ্চনাকারং জটাভার মহোজ্জ্বলম্ ॥ ১৮
শুক্লযজ্ঞোপবীতঞ্চ চীরং দণ্ডং কমণ্ডলুম্ ।
মহোজ্জ্বলঞ্চ তিলকং বিভ্রতং চন্দ্রসন্নিভম্ ॥ ১৯

সেই দেবাধিপ ইন্দ্র কিরূপে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছিলেন। কোন্ দোষেই বা লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রের আলয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? প্রভো! সেই সময় লক্ষ্মী ও ইন্দ্র এই উভয়ের মধ্যে কি ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১১-১৪

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! পূর্বকালে ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র মধুপানে মত্ত হইয়া ও কামপরবশ হইয়া নির্জন স্থানে রম্ভার সহিত ক্রীড়া করিতে ছিলেন ॥ ১৫

সেই সময় ইন্দ্র রম্ভার সহিত ক্রীড়া করিয়া কামুক হইয়া কামার্ত হইয়া কামোন্মথিতচিত্তে সেই মহারণ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেই সময়ে ইন্দ্র ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসাকে বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাসশিখরে যাইতে দর্শন করিলেন ॥ ১৭

এই দুর্বাসার তেজঃপ্রভা গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ছিল। তিনি সর্বেশ্বর ছিলেন। তাঁহার জটাসমূহ প্রতপ্ত কাঞ্চন ও তেজে সমুজ্জ্বল ছিল ॥ ১৮

তিনি শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত, কৌপীন, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং চন্দ্রের মত উজ্জ্বল তিলক ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

তিনি দশ শত কোটি শিষ্যবর্গ পরিবেষ্টিত

সমন্বিতো শিষ্যবর্গৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
দৃষ্ট্বা ননাম শিরসা সম্ভ্রমাৎ পুরন্দরঃ ॥ ২০
শিষ্যবর্গঞ্চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাব চ মুদান্বিতঃ ।
মুনিনা চ সশিষ্যেণ দত্তো তস্মৈ শুভাশিষম্ ॥ ২১
বিষ্ণুদত্তং পারিজাতপুষ্পঞ্চ সুমনোহরম্ ।
জরামৃত্যুরোগশোকহরং মোক্ষকরং পরম্ ॥ ২২
শক্রঃ পুষ্পং গৃহীত্বা চ প্রমত্তো রাজসম্পদা ।
ভ্রমেণ স্থাপয়ামাস করীন্দ্রস্য চ মস্তকে ॥ ২৩
করী তৎস্পর্শমাত্রেণ রূপেণ চ গুণেন চ ।
তেজসা বয়সা কান্ত্যা বিষ্ণুতুল্যো বভূব হ ॥ ২৪
ত্যক্ত্বা শক্রং গজেন্দ্রশ্চ জগাম ঘোরকাননম্ ।
ন সমর্থো মহেন্দ্রস্তং রক্ষিতুং তেজসা মুনে ॥ ২৫
তৎপুষ্পং ত্যক্তমালোক্য দৃষ্ট্বা শক্রং মুনীশ্বরঃ ।
তমুবাচ মহাক্রুদ্ধঃ শশাপ চ রুষান্বিতঃ ॥ ২৬

ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই সময় দুর্বাসাকে আসিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন ॥ ২০

ইন্দ্র আনন্দে ভক্তিভাবে সমস্ত শিষ্যগণকে স্তব করিলেন। এই সময় শিষ্যগণের সহিত মুনিবর দুর্বাসা তাঁহাকে শুভাশীর্বাদ প্রদান করিলেন ॥ ২১

তাহার পর মুনি দুর্বাসা সেই ইন্দ্রকে বিষ্ণুদত্ত অতি মনোহর, জরা, মৃত্যু ও রোগশোকহারী, মোক্ষপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন ॥ ২২

ইন্দ্র সেই পুষ্প গ্রহণ করত রাজৈশ্বর্যে মত্ত হইয়া ভ্রমবশতঃ ঐরাবত হস্তীর মস্তকের উপরে স্থাপিত করিলেন ॥ ২৩

তখন সেই হস্তী পারিজাত পুষ্পের স্পর্শমাত্রেই রূপ, গুণ, তেজ, বয়স ও কান্তিতে বিষ্ণুতুল্য হইয়া উঠিল ॥ ২৪

তাহার পর সেই গজেন্দ্র (ঐরাবত) ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর বনে গমন করিল। মুনে! মহেন্দ্র তখন সেই গজরাজকে নিজ তেজে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না ॥ ২৫

এদিকে মুনিবর দুর্বাসা ইন্দ্রকে সেই পারিজাতপুষ্প ত্যাগ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রোষবশতঃ তখন ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

ভূমিকরণাঙ্গ।

অত্রে স্থিত্বা প্রযত্নস্তু যথাঃ সাধকসত্তমঃ
স্বস্বকর্তৃণাঃ সকলং সর্বেষ রক্ষিষ্যতে। ১৭
বিষ্ণোর্নিবেদিতং পুষ্পং নৈবেদ্যং যা ফলং জলম্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ তোক্তারং রাক্ষসেভ্য প্রযচ্ছতি ॥ ১৮
প্রাক্ষীত্রিবৃদ্ধিতং প্রোক্ষ্যমো ভবেদ্বরঃ।
যজ্ঞাঙ্গেষ্বিষ্ণুনৈবেদ্যং রাক্ষসোপহিতং শুভম্। ১৯

প্রাপ্তিমাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পুনাতি সপ্ত মনুজা তীর্থভুক্ত ভবে ভবেৎ। ২০
বিষ্ণুনৈবেদ্যতোয়ে যো নিত্যন্তু প্রত্যহং পিবেৎ।
পুষ্করেষু তীর্থে যা তস্য না বিদ্যতে ভবেৎ। ২১
তৎপর্যন্তবাসুনা সপ্ত তীর্থেষ্বস্ত বিশুদ্ধতি
তৎপাত্রস্থজলা মৃত্ত সপ্ত পুত্রা মনুষ্যতঃ। ২২
পুণ্যক্ষেত্রমবাপ্নোতি পুত্রস্যাদ্ধাত্রেব চ।

যজ্ঞেষ্বগ্নিবিধৌ কৃত্বা যাগসাধনমত্তমম্। ২৩
নিবেদিতপ্রসাদান্ন যজ্ঞঃ পূজ্যতাদিনম্।
বিধিবদ্ভক্তিযুক্তাত্মা যেনান্না ভুবৈব চ। ২৪
কন্যাবিক্রয়িণাঞ্চাপি যজ্ঞঃ যোনিজীবিনাম্।
অনুক্তানাং পর্যুষিতা সর্বকর্মাধমেষিতম্। ২৫
শূদ্রাণাঞ্চিকিৎসাকে বৃষলানাঞ্চিকিৎসকে।
অদীক্ষিতস্য চাপি যজ্ঞঃ পবনাদিনম্। ২৬
অযাজ্যযাজিনাঞ্চৈব বিজানাঞ্চাধ্বগস্য চ।
বিক্রয়ান্না কৃতঘ্নানাং বিজানাঞ্চাদিনম্। ২৭
বিপ্রাণাঞ্চাপ্রিহোত্রাণাং ব্রাহ্মণানাং ভবৈব চ।
এতৎ সর্বং বিজানীত বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ। ২৮
বিষ্ণুদেবী চ যশাহো যশাসাং কোটিভুক্তয়ে।
যত্নেনাত্মকো বিপ্রেণ যত্ন ভক্তিভুমন্বতঃ। ২৯
অজ্ঞানাদ্ যদি মুহ্যন্তি বিষ্ণোর্নিবেদনাদেব চ।
অন্নত্বমুপ্তিতাৎ পাপাদ্ভুক্তে নাত্র সংশয়ঃ। ৩০

ভূমি প্রার্থনা করিতেছে।—আর। ভাবিতাত্মা অর্থাৎ যাহার হৃদয় ঈশ্বরে সমর্পিত পুষ্প ভূমি অর্থাৎ মহিত হরি-মন্দির ঝাড়িয়া দিবে। এইরূপে ভূমি শোধন করিয়া অধ্যাসনা করিবে। ১৭

বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প, নৈবেদ্য, জল বা অন্ন প্রাপ্তি-মাত্রেই ভোজন করিতে হয়। যে ইহা পরিত্যাগ করে, সে রাক্ষসযোনিতে নিশ্চয় জন্মিয়া থাকে। ১৮

প্রোক্ষণের উপযুক্ত জল বিষ্ণু-নৈবেদ্য যে ব্যক্তি প্রোক্ষণ করে, সে ত্রিবেদী, বৃদ্ধিযুক্ত এবং প্রোক্ষণকর্তা হয়। ১৯

যে ব্যক্তি প্রাপ্তিমাত্রেই বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভোজন করে, সে ত্রিবেদ মুখে সপ্তপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে এবং স্বয়ং ভাগবত হইয়া যায়। ২০

যে ব্যক্তি নিত্য বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করে, নিত্য ত্রিবেদিক প্রদান করে এবং ভক্তিসহকারে পূজা না করে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণু-স্বরূপ হইয়া যায়। ২১

যুগ। ভোজনকে আর অধিক কি বলিব? যেই বিষ্ণুনৈবেদ্যভক্ষণকারী, বিষ্ণুপ্রসাদভোগী, বিষ্ণুপুরুষ ও বিষ্ণুভক্তপ্রসাদভোগী বিষ্ণুভক্তের ভোজনাবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তীর্থসমূহে ভোজনের পরিত্র হইয়া যায় এবং তাহার পাদধূলি স্পর্শে মনুষ্যেরা সপ্তপুত হইয়া যায়। ২২

পুণ্যক্ষেত্র লাভ, পিতা-পুত্রদিগের তুল্যতা লাভ, যজ্ঞেষ্বগ্নি-বিধানে যজ্ঞসাধন অন্ন প্রস্তুত করিয়া ২৩

নিবেদিত প্রসাদান্ন দ্বারা যজ্ঞ পূজা করিবে। ২৪

ক্রীতদাসদিগের অন্ন, যোনিজীবীদিগের অন্ন, অনুক্ত (শৌচাদি) অন্ন, পর্যুষিত (বাসি) অন্ন এবং ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন অধমদিগের ভোজ্য। ২৫

শূদ্রাদির চিকিৎসক অন্ন, বৃষলদিগের চিকিৎসক অন্ন, অদীক্ষিত ব্রাহ্মণের অন্ন এবং পবনাদিদিগের অন্ন অধম। ২৬

অযাজ্যযাজী বিজদিগের অন্ন, বিক্রয়জীবীর অন্ন, কৃতঘ্নদিগের অন্ন এবং বিজাতিবাহকব্যবসায়ীর অন্ন অধম। ২৭

বিপ্র অগ্নিহোত্রকারী ব্রাহ্মণদিগের অন্ন অধম। এই সব অন্ন ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়, বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ২৮

অতএব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যদি বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ হয়, তবে সে নিজ আত্মার কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ হইলেও যদি ভক্তিযুক্তমনা না হয় অর্থাৎ ভক্তিহীন না হয়, তবে সে নিজেকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। ২৯

কোনও ব্যক্তি যদি অজ্ঞানতে বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহাতেও সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩০

নিবেদিত নৈবেদ্য জল, পুষ্পাদির জল, ত্রিবেদিকের ব্রাহ্মণের জল এবং নৈবেদ্য (পূজারী) ব্রাহ্মণের জল পবিত্র। ৩১

ক্রীতদাসীর জল, যোনিজীবীর জল, অনুক্ত (শৌচাদি) জল, পর্যুষিত (বাসি) জল এবং ভোজনের পর অবশিষ্ট জল অপবিত্র। ৩২

পুরাণাদি ব্যাখ্যাকর জল, বৃষলদের চিকিৎসক জল, অদীক্ষিত ব্রাহ্মণের জল এবং পবনাদিদিগের জল অধম। ৩৩

অযাজ্যযাজী বিজদিগের জল, বিক্রয়জীবীর জল, কৃতঘ্নদের জল এবং বিজাতিবাহকব্যবসায়ীর জল অধম। ৩৪

বিপ্র অগ্নিহোত্রকারী ব্রাহ্মণদিগের জল অধম। এই সব জল ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়, বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলেই তাহা জল হইয়া যায়। ৩৫

অতএব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যদি বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ হয়, তবে সে নিজ আত্মার কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ হইলেও যদি ভক্তিযুক্তমনা না হয় অর্থাৎ ভক্তিহীন না হয়, তবে সে নিজেকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। ৩৬

কোনও ব্যক্তি যদি অজ্ঞানতে বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন

[illegible] ॥ ৩৯ [illegible] চ
কোটিজন্মার্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১
[illegible] পুণ্যং [illegible] হরিমন্দিরে
[illegible] ॥ ৪২
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৩
কিং করিষ্যতি [illegible] প্রজাপতিঃ ।
[illegible] ॥ ৪৪
ইদং পুণ্যং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫
ইতি [illegible] ।

ইতি [illegible] ॥ ৪৬
ইন্দ্র উবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৫০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫১

করে, তবে সেই ব্যক্তি শত জন্মের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪০

আর যদি ভক্ত হইয়া কোনও ব্যক্তি [illegible] করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কোটি জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪১

যেহেতু তুমি [illegible] রাখিয়া দিয়াছ, সেইহেতু অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] গমন করুন ॥ ৪২

আমি [illegible] ভক্ত, আমি [illegible], বিধাতা ব্রহ্মা, কাল, মৃত্যু ও যমকে ভয় করি না; সুতরাং [illegible] ? ৪৩

ইন্দ্র। আমি শ্রীহরির [illegible]; অতএব তোমার পিতা প্রজাপতি তখন আমার কি করিবেন। আর তোমার [illegible] কি করিতে পারেন ॥ ৪৪

এই [illegible] রাখিয়াছ, [illegible] হইবে। [illegible] হইবে ॥ ৪৫

মহর্ষি দুর্বাসা এই অভিশাপবাক্য [illegible] দেবরাজ ইন্দ্র সেই মহর্ষির [illegible] পূর্বক [illegible] করিতে আসিলেন এবং [illegible] হইয়া ইহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

ইন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি [illegible] করিয়াছি, [illegible] করিয়াছেন। [illegible] অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কিছু [illegible] করুন ॥ ৪৭

ব্রহ্মা। এই [illegible] সকল বিপদের বীজ, [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৪৮

[illegible] এবং [illegible] ॥ ৪৯

হে পুত্র! যে ব্যক্তি [illegible] হয়, সেই ব্যক্তি [illegible]; কিন্তু যে ব্যক্তি [illegible] হয়, সেই [illegible] ॥ ৫০

[illegible] যে [illegible], সেই ব্যক্তি বিভ্রান্ত, বিহ্বল, [illegible] হইয়া থাকে; এই কারণে সে [illegible] ([illegible]) দেখিতে পায় না ॥ ৫১

বিধিনা বিহিতঞ্চ রাজসত্তমঃ কৃতঃ।
অবাপ্তরুক্মাবয়বঞ্চ যাজ্ঞিকো রাজন্, কৃতঃ ॥ ৫২
শাস্ত্রে চ বিধিনা যার্হি বিধিজ্ঞৈঃ মুনিপুঙ্গব
প্রস্তিতীকরেণক বিদুষ্টে কালঃ পরম্ ॥ ৫৩

চরন্তি তীর্থিনস্তীর্থে প্রযুতো হ্যবধর্ষিণি।
যজ্ঞেশ ত্বদ্ভয়াদ্ যজ্ঞে বিধিরেষে ত মঙ্গলম্ ॥ ৫৪

আপাতমধুরে লোভাৎ ত্রৈগুণ্যে ত্বয়বাদিনি।
পরিণামবিপাকেঽস্মিন্ কথমুজ্জিহাসতে ॥ ৫৫

অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ কৃত্বা ত্বচরণাম্বুজে।
পঞ্চরাত্রবিধিজ্ঞাস্তে নারায়ণপরায়ণাঃ ত্বদ্ধর্ম ॥ ৫৬
ততঃ ক্ষীণাশুভপ্রায়ে মধ্যেঽন্তে জন্মনঃ ক্বচিৎ।
মহৎসু ভগবদ্ধর্মো ভবদ্ভির্যাচ্যতে পরম্ ॥ ৫৭
সাধুঃ সর্বপ্রযত্নেন মুক্তিমার্গং প্রদর্শয়েৎ।

বিষয়ের ভোগে ও আমার ভেবে দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি ভাবে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্র-জ্ঞানযুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি ভাবে, সে শাস্ত্রজ্ঞ হয় ॥ ৫১

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রে বিধির সহ প্রবিধি কথিত হইয়াছে; এক পক্ষ প্রবৃত্তির আশ্রয় এবং অপর পক্ষ নিবৃত্তির আশ্রয় অর্থাৎ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি (বিহিতসেবনরূপা) ও নিবৃত্তি (নিষিদ্ধ-ত্যাগ হইতে উৎপন্ন)—এই দুইটী পক্ষ নির্দিষ্ট আছে ॥ ৫৩

যাজ্ঞিক প্রথমে দুঃসহ প্রবৃত্তিমার্গেই বিচরণ করিতে থাকেন, তখন তাহারও কিছী এই পক্ষ গ্রহণ, প্রথম (মুখ্যরূপ) ও সহজ নিষিদ্ধাচার বর্জিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ ৫৪

তাহারা লোভবশতঃ আপাত মধুর অথচ পরিণামে ক্লেশদায়ক ত্রয়ী সাধ্য বিষয় করিয়া নিরন্তর 'ত্রয়ী' বলিয়া জ্ঞান করে। এই ভাবে তাহারা পরিণাম বিরস কাল এক অন্ধ-মূঢ়-অন্ধানুসরণকারী প্রবৃত্তি মার্গে ঘ-ঘর্ঘরমুখর বিধির আবর্তনে মোহিত হইয়া ভ্রমে ভ্রমে অনেক জন্ম পর্যন্ত সাধনের ভ্রম করিতে থাকে ॥ ৫৫-৫৬

তাহার পর সহস্র ও শত জন্মের ভ্রমা একজন মনুষ্য জীবনের কৃপায় তমোনাশ পাইয়া কাল অল্প মাত্র থাকে ॥ ৫৭

সেই সাধুমুখে বিষয় সম্বন্ধবর্তনী প্রবৃত্তিসার ত্যাগ

ভ্রমা অন্যোন্যি যজ্ঞে ত্রয়ী বহুবিস্তরে ॥ ৫৮
অনেকজন্মযোগেন তপসারাধনেন চ।
ভ্রমা সত্ত্বমূর্তিমার্গং বিধিনা মুনয়ঃ পরম ॥ ৫৯
ইহং ক্রতুং তমোর্দ্ধিত্বং প্রবৃত্তাবন্ধনে চ
ন হি পুংসোঽনুযজ্ঞেত ভবদ্ভাবেপ্সিতঃ ॥ ৬০
অধুনা বিধিনা ত্বন্তো বিদন্তো জ্ঞানমাগতঃ
সম্পন্নযজ্ঞা বিপদিঃ মম বিস্তারকারিণী ॥ ৬১
জ্ঞানসিদ্ধো ত্রয়ীবদ্ধো যজ্ঞা ত্রয়ীময়া সাধ্যন্তে
যেহি বিদ্বিষ, জ্ঞানমাত্রং তমসাঃ পরমিষ্যতে ॥ ৬২
ইত্যন্ত ত্বদ্ভং ক্রতুং প্রবৃত্ত জ্ঞানিনাং গুরুঃ
জ্ঞানং কথিতুমারেভে ঋষিভূষ্টঃ সনাতনঃ ॥ ৬৩

মুনিরুবাচ।
অন্যো অন্যেন্দ্রজালানাং মায়েষ্টঃ ত্রয়ীবিদ্যসি
আপাতমধুরাণীহ পরিণামদুঃখাবহম্ ॥ ৬৪

সাধকগণকেই মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দেয়। তখন তাঁর নিজের সাধনসম্বন্ধের জন্য যত্ন করিতে থাকে ॥ ৫৮

তাহার পর অনেক জন্ম ধরিয়া যোগ, তপস্যা ও অন্যান্যবিধি প্রক্রিয়ায় মুনিগণ বিধি অর্থোক্ত মুক্তি-মার্গ সেই সময় তাঁর লাভ করে ॥ ৫৯

অন্যান্য জন্মের প্রথমে ইহা আমি যে ভগবৎ মুখ-কল্পিত মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সংসার বাসনা অন্তরে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ায় ইহা আর অন্য কাহাকেও বিধি বিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হয় নাই ॥ ৬০

আমার এই বিপদকরণে যজ্ঞ বিধাতা জ্ঞানলাভে আপনারা এক্ষণ আমার দেখা করিয়াছেন; সুতরাং আমার এই বিপদ আমার বিধি এখন আমার বিস্তার-কারিণী সম্পদরূপেই পরিণত হইয়া বিরাজে ॥ ৬১

হে জ্ঞানসিদ্ধ ঋষিগণ! হে ত্রয়ীবদ্ধ! আপনি আমাকে এক ভগবদ্ধারণাময় কাল কিন্তু ইহার জ্ঞান আমার প্রদান করুন ॥ ৬২

যেহেতু ইহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ঋষিবৃন্দের সনাতন ঋষি ঋষিগণ আমার গুরুই হইয়া এই সূত্রের ব্যাখ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৩

মুনি ঋষিগণ কহিলেন,—মহর্ষে! আমি আপনাকে বিশেষ যে, মুনি এইরূপ এক বিপদকারণের বিষয়ের সম্বন্ধের ইন্দ্রজাল ঋষিদের ইচ্ছা করিয়াছ। এই সম্বন্ধের

স্বর্গন্থাস্তত্রাথ সর্ব্বীক্তাপেয়রকাদয়ম্
হন্যাদ্যাদির্ব্বর্ণিত [illegible] ॥ ৬৫
কর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ সর্ব্বদা ।
সত্যোবমৃগুক্তিমন্তং প্রবরং সর্ব্বপুণ্যদম্ ॥ ৬৬
নারেব সম্পদঃ যান্তি [illegible] ।
কর্ম্মণা ধর্ম্মলোপাদি সুখং যাতি কৌর্ত্তিতা ॥ ৬৭
পূর্ব্বজন্মার্জিতং পুণ্যং সাধিবা যতঃ ।
অনুভেদঃ লোকবীজঃ [illegible] ॥ ৬৮
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ [illegible] ।
সর্বং কৃষ্ণার্পণং কৃত্বা পরে প্রয়াতি নির্ব্বৃতে ॥ ৬৯
সালোক্যাদিকমুক্তিশ্চ [illegible] ।
সেবন্তি বৈষ্ণবাস্তত্র [illegible] ॥ ৭০

তিনি সর্বদা ভক্তি [illegible] সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬৫

এই শ্রীহরির সেবকেরা [illegible] বহন করিয়া থাকে। যে [illegible], [illegible] সেই [illegible] হইতে এই শ্রীহরির উদ্ধার করিয়া থাকে ॥ ৬৬

হে [illegible] বিশেষ করিয়া লয়, সর্ব্বদা [illegible] বিচার করে, [illegible] যাহা প্রবাহিত করে অথবা [illegible] যে সমস্ত অর্থাৎ পুণ্য, তাহা প্রদান করে এবং সর্ব্বদা [illegible] প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৭

কৌশলের দান, তপস্যা, যজ্ঞ এবং অন্যান্য কর্ম দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুণ্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৮

কিন্তু এই সমুদায় অর্থাৎ [illegible] না করিয়া যাহারা [illegible] পূর্বজন্মের কর্ম [illegible] অর্থাৎ [illegible] 'আত্মার' সমর্পণ করিয়া থাকেন। আমি এক্ষণে [illegible] তোমাকে বলিব। [illegible] সেই [illegible] যে লোকনীতি, আমি এখন তাহাই বলিব ॥ ৬৯

আমী যাহারা কোনরূপ সম্বন্ধ না করিয়া যে সব সাত্ত্বিক কর্ম করিয়া থাকেন, সে সমস্তই তিনি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করত সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যায় ॥ ৬৯

যেষাং মূর্তিং যে নিত্যং বিভ্রত্যেব দেহসুখম্ ।
গোলোকে যান্তি বৈকুণ্ঠে ভক্তাশ্চ পার্ষদাস্তথা ॥ ৭১
হরিসেবাবিহীনাশ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ
ভক্তিসূক্ষ্মং যে [illegible] ॥ ৭২
স্বরূপং কীর্তনং বিষ্ণোঃ [illegible] পাদসেবনম্ ।
বন্দনং স্মরণং [illegible] বৈষ্ণবানাম্ ॥ ৭৩
[illegible]
ইদং নিত্যং ভক্তিমার্গং সর্বেষামীশ্বরং তথা ॥ ৭৪
ইদং মুক্তেরপি বরং সর্বমুক্তিপ্রদং চ যৎ ।
ভক্তিরেবাত্মনিবেদনং [illegible] সর্বদা ॥ ৭৫
ন [illegible] ন [illegible] ন চ ভক্তঃ সদা স্বয়ং ।
যো দদাতি হরের্ভক্তিং বৈষ্ণবেভ্যশ্চ মুক্তিদাম্ ॥ ৭৬

নারায়ণ সমস্ত বৈষ্ণবগণকে এই সালোক্য-মুক্তি দান করিয়াও স্বকীয় সেবায় নিয়োজিত করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ [illegible] তাহা গ্রহণ না করিয়া [illegible] কামনা করেন না ॥ ৭০

সেই বৈষ্ণবগণ নিত্য দেহ ধারণ করিয়া শ্রীগোলোকে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভই করিয়া থাকে ॥ ৭১

বৈষ্ণবগণ এই শ্রীহরিসেবাবিহীনা মুক্তি কামনা করেন না। কিন্তু সেই বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর উপাসনায় নিয়ত রত থাকেন ॥ ৭২

শ্রীহরির বিষয়ে ভক্তি হয়, তাহাই নবধা [illegible] সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত,— শ্রীহরির স্মরণ, শ্রীহরির নাম কীর্তন, [illegible], পূজা, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন শ্রীহরির বৈষ্ণব সেবন, শ্রীহরির [illegible] এবং [illegible],— এই নবধা সাত্ত্বিক ভক্তি [illegible] নিত্য এবং [illegible] বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭৩–৭৪

এই 'ভক্তি' নামক দাস্য [illegible]—মুক্তিরও অধিক [illegible]। আমি সেই [illegible] নিত্য, আমি [illegible] বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি না ॥ ৭৫

যিনি বিষ্ণুভক্তদিগকে ভক্তি প্রদান করেন, তিনিই (ভুক্তি এবং মুক্তির) প্রদাতা, তিনি

সর্বদেবস্বরূপায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
ন চ তাঃ মানবস্ত্রীণাং প্রাপ্তং যদ্বরদানতঃ, তদেব ৭৭
সম্ভবতঃ তস্যাঃ কৃষ্ণস্য মঙ্গলকারণম্
যস্যাঃ বরেণ নিত্যাঃ স্যুঃ তদ্বেদাদ্যুক্তো যতঃ। ৭৮
তেজোরূপাশ্চৈতাঃ কান্তস্য কৃষ্ণস্য তস্য এব চ।
সন্তঃপশ্যন্তি গোলোকং বৈকুণ্ঠোর্ধ্বে নগাঃ ৭৯
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকস্য ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
ব্রহ্মলোকং সমুল্লঙ্ঘ্য যাতি গোলোকমুত্তমম্। ৮০
ব্রহ্মণা সৃষ্টিঃ মোহপি মনুপর্যায়েণ চ বৈ
ততঃ সৃষ্টৈশ্চ শিষ্টৈশ্চ পরমাজ্ঞয়ায়াবৎ। ৮১
জ্ঞানদায়াঃ তপোদায়াঃ ব্রহ্মদায়াঃ পরাঃ শিবম্
শিষ্যেভ্যো যোগদায়াং শ্রীকৃষ্ণায়ৈ নমো নমঃ। ৮২
ইত্যাদিস্তবপর্যন্তং সর্বং শিষ্যেণ ঈরিতম্

ঈশ্বর দাতায়ং পরং ব্রহ্মণো প্রকৃতেঃ পরম্। ৮৩
অতীব সুন্দরং দান্তং তরুণীনাং মুদিনাং পরম্।
নিত্যিভ্যোঽপ্যতিরিক্তৈশ্চ ধ্যায়ন্তং সর্বসম্পদম্। ৮৪
যোগিনামপি সিদ্ধানাং মুনীনাং তপস্বিনাম্,
সর্বেষাং কর্মভাবেষ্টি ন দাতারমেবিনাম্। ৮৫
ভক্তদাসঞ্চ ভক্তেশং পাপং মরণপাশহরম্।
ভক্তানুগ্রহকর্তারং ভক্তাভীষ্টপ্রদং তথা। ৮৬
তত্ত্বো রোগা হি বেদন্তে পাপানি চ তথানি চ।
মৃত্যুশ্চ পলায়ন্তে মন্ত্রস্য তস্য তত্ত্বাৎ। ৮৭
তাবদ্বিষ্ণুশ্চ সংসারে তাবদ্যাবে বিরোধনম্।
ন যাবৎ কৃষ্ণমন্ত্রং প্রোক্তাতি গুরবস্তুঃ। ৮৮
কৃষ্ণকর্ণেতি-বিস্তৃতং-বিস্তৃতং-বিস্তৃতং-বিস্তৃতং।
যাতনালোকনাশকং যাতনাপাশনিকৃন্তনম্। ৮৯

---

৭৮. যদু এবং তিনিই সমস্তকামনার আধার বলে অর্থাৎ পূর্ণকামত্ব। ৭৮

শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করবার যে ব্যক্তি তত্ত্ব পর্যন্ত দেখতে পায়, সেই ব্যক্তি সাধারণ দেখার, তাদেরও দান করে এবং অবশ্যই তাদের সমস্তাপী হয়। ৭৭

যাঁরা সমস্তকাল কৃষ্ণদাস সমস্ত তপ করেন, তাঁদের সমস্ত প্রতিবিম্বিতই বর্জিত হয় এবং তাঁদের আত্ম কখনো ক্ষয় হয় না। ৭৮

যেরূপ বিম্বাকাশের বাহ্য হতে ভীত হয়ে সর্বদা সমাধান করে, সেইরূপ কৃষ্ণমন্ত্রোপাসনাকারী কৃষ্ণভক্তও দেখিয়া কাল, মৃত্যু, রোগ, সন্তাপ ও শোক পলায়ন করে। ৭৯

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক ব্রাহ্মণ হউন বা ক্ষত্রিয় হউন, তিনি ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া সর্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন। ৮০

ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া গমনকারী সেই পরমাজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তের মনুপর্যায় দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং যেরূপ ও শিষ্যেরূপ উপহার তত্ত্ব করেন। ৮১

তত্ত্ব যেরূপ শিষ্যের জন্মদাতা শিব শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোপাসকেরই জ্ঞানদায় (জ্ঞানদাতা), তপোদায়, ব্রহ্মদায়, যোগদায় এবং পরম মঙ্গলময় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৮২

ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরিবীমধ্যে শিষ্য

কৃষ্ণপর্যন্ত সব কিছুই তত্ত্বের বিস্তার; তেজঃ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রকৃতির অতীত পরমতত্ত্ব তাহাদিগে শ্রীকৃষ্ণই দান। ; অতএব তুমি তাঁহারই তপস্যা কর। ৮৩

তিনি নিত্যসিদ্ধের স্বামী, তিনি সর্বজ্ঞেষ্ঠ, তিনি অতিশয়তা, তুলিদাতা, নিধি ও যোগপ্রদাতা এবং সর্বসম্পদদাতা পরমেশ্বর। ৮৪

অধিক কি বলিব; যোগিগণ, সিদ্ধগণ, মুনি ও তপস্বিগণ—তাঁদের সমস্তেরই কর্মভোগ আছে অর্থাৎ শুভ কর্মফলের জন্য তাঁহাদিগকে অবশ্যই জন্মিতে হয়, কিন্তু যাঁহারা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদের আর কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। ৮৫

যেরূপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা আর তাই নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণের সর্বপ্রকারেই মারণীয় পাশ অবলম্বন করিয়া যায়। ৮৬

যেরূপ তাঁহাদিগের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তদিগের দেখিয়া মনুষ্যরূপ ধৃত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ সর্বপ্রকার রোগ, শোক ও তদ্রূপ ভয়ে কম্পিত হইয়া পরম ভয়ার কম্পিত হইতে হইতে পলায়ন করে। ৮৭

তাঁর যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অবলম্বন হইয়া কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করে, ততক্ষণই সেই তাঁর বিস্তার সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ৮৮

কারণ, এই কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণকর্ণের তোমরূপ বিস্তারকে

গোলোকস্য চ সোপানং বিস্তারৈশ্চতুরাম্বিতম্ ।
তত্রাপুষ্পবনাৎ নিত্যং পুষ্পাদ্যম্ ॥ ১০
নানাবর্ণবিশালাঃ গোলোকাত্‌ ভবেৎ চ ।
নিত্যৈশ্চ গোলোকৈশ্চ সুবর্ণৈশ্চ বিনির্মিতম্ ॥ ১১
নানাবিধৈঃ তীর্থৈশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পুষ্পদৈঃ
পুষ্পাদ্যৈ পুষ্পবাসনাদিভিঃ সমন্বিতঃ ॥ ১২
পুষ্পাঃ শতশিখাঃ শতং নানাবর্ণ চ ।
পুষ্পঃ শতং তৎপাঠ্যং নিত্যং নানারূপং শুভং ॥ ১৩
মহোদধৈঃ কল্পকং বহুং নিত্যং কিমরম্ ।
মধুবনে শতং পুষ্পং শতাংশং সংযুতম্ ॥ ১৪
নানাবর্ণ নদীপৈঃ শতশৃঙ্গৈঃ শতং যুতম্ ।
উদ্দেশে স্থানাৎ শতং যমুনাতটাশ্রয়ঃ ॥ ১৫
যমুনাস্নাতেন কৌস্তুভো মণিনাঃ ।
কৃষ্ণস্বৰ্ণপুষ্পবৈশ্চ শতপুষ্পঃ শতকং ॥ ১৬

(পুষ্পক) বিশেষ কবিতায় হেতু, যাহাদ
এক নামানামকরণকারী ॥ ১১

পুষ্পক গোলোকপথে গোলোক (সিঁড়ি), নিত্যবৈষ্ণবগণ, ভক্তি অনুভবী, নিত্য কৃষ্ণিতে অর্থাৎ অনুরাগীতে এবং বসিয়েছে ॥ ১৩

নানা প্রকার নাম (রঙ) এবং সুশিক্ষিতগণে গোপ, শিখি, বেহালা ও ময়ূরবিশিষ্টতে নাম ॥ ১১

পুষ্পক (বেশ্যার উদ্ধ)। কৃষ্ণের নানা নাম, তীর্থস্থান ও রুচিবিশিষ্ট নাম এবং সর্ববিধ পূজা ও উপাদানাদিতে নাম—ইহা হয় নানাবিধ কথা বলিয়াছেন ॥ ১২

কৃষ্ণকে মহারাসলীলাতে কৃষ্ণকে ঘেরিয়া হইয়া শিখণ্ডীদের উদ্ভব ও অন্যান্য শত পুষ্প, নানাবিধ পুষ্পের অর্জন উদ্ভব ও অন্যান্য শত পুষ্প, তাহাতে পূর্বাপর বকুল, শিউলি, চাঁপা, গুলঞ্চ, মালতী, জাতী, যূথী, বেল, শিরীষ, কুন্দ, চম্পক ও অনুকূলগণকে উত্তম করেন। ঐরূপে বিশেষ এবং নদীর, কাশফুল ও অনুকূলকে উত্তম করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১১

কাশ্যপ শ্রীকৃষ্ণ-সম্মাননা বসে মালতী শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যায়। সেই কৃষ্ণকথার বেণুধ্বনি নানা তীর্থ-স্থানে পৰিত্ৰ হইয়া যায় এবং অনুরাগে উহাতে স্বর্ণ অবস্থায় পূজা হয় ॥ ১৬

অম্বরকণ্ঠস্বর্ণাদ্যা শীতাদ্যৈর্যা ভবেদ্ধঃ ।
নানাবর্ণবিচিত্রং নানারূপং পুষ্পমেবতঃ ॥ ১৭
মধুরগোপবেশ্যাৎ কৃষ্ণ সেবা্যা অনুরঞ্জঃ ।
নানাকে চ স্বর্ণবৃক্ষৈঃ শাখিভিঃ সর্বতোর্মুখম্ ॥ ১৮
প্রত্যেক বারংবার বিশেষ নামৈঃ স্তুতিঃ ।
প্রত্যেকং সৎসঙ্গযুক্ত সর্ববিশেষঃ পরম্ ॥ ১৯
প্রত্যেকং বা বিশেষ বিবিধং স্তবৈঃ ।
বিশেষতঃ প্রসারেণ বিস্তারেণ সংস্থিতঃ ॥ ১০০
যথা স্বর্ণপ্রাচীরেণ সমাবেশ্য সমন্বিতঃ ।
সমালোকদর্শনীয়া মনোহরা ভবেদ্যঃ ॥ ১০১
বিভূষিতঃ প্রভৃতিঃ শ্রীশৈব দুর্গবিভাসিনীম্
বিশিষ্টঃ বিভিন্নপ্রাকারেণ বিভূষাসিনীং ॥ ১০২
নারীগণে পুষ্পক শক্তঃ কৃষ্ণবিলাসিনী ।
মহামায়ায় তাং বিশেষা ভক্তানাং সততং নরাঃ ॥ ১০৪

মানাবর্ণঃ অনুপ বসনে বহু পর্বত শৈলাদৈর হইয়া অবস্থান করে। তাহাতে নানা বেশ্যার পুষ্প সমান হইতে অনুপম বহু বেশ্যায় সুন্দরে শোভিত করিয়া থাকে ॥ ১৭

অনন্তর বিশেষ কর্মানুসারে সেই অনুপ বহু বন পর্বত উপত্যকাদের সেবা করিয়া নানা কর্মসূত্রে নারী পূর্বাপরের বহু প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮

সেই বাহন পরিচারে ভিন্ন বন পর্বত পূর্বাপরের আরাধনা করিয়া সর্ববিধ বিস্তারকারী বসনের উদ্ভব বহু মাত্র করিয়া থাকে ॥ ১১

তাহার পর অনুপ ভিন্ন বন পর্বত সেই বসনের আরাধনা করিয়া বিবিধ হইয়া যায় এবং সেই বিস্তারে অবস্থান কৃষ্ণরূপে অনুপ বিনা আর নাহি ধরে ॥ ১০০

সেই মহামতি অনুপ বসন আনন্দে প্রকাশ অবস্থান অবতারক অবস্থান—যেমন করিয়া বিশেষ আলোচনা পূর্বক মহামায়ার আরাধনা আরম্ভ করে ॥ ১০১

এই মহামায়া হইলেন—দুর্গবিভাসিনী বিভূষাসা প্রকৃতি দুর্গা। ইনি নিত্য নব আছেন, ইনি নিত্যিরূপা ও বিলাসিনী ॥ ১০২

ইনি বাগীশ্বরী সরস্বতী, লক্ষ্মী (লক্ষ্মী), আর এক কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা। এইভাবে অনুপ বহু বন পর্বত নানাবিধ সেই মহামায়ার আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১০৪

ধৎ প্রব্রাজ্যহেতু, আবী হ্যভাবন্দ বলা ভবেৎ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিবেক মহাবেত্তা মহাজন্‌, । ১০৪
নিরঃ নিরস্তরাগ নিরঃ নিরভ্যস্তম্‌।
শরণ্যকর্তৃক শরণ্যাস্পদাধিরিস্‌, ।১০৫
পুনঃ ত্রোতঃ দৈব দাত্যাঃ প্রতিপাদ্যতাম্‌।
অসত্যত্রবৈব দীর্ঘায়ুষঃ পাদ্য ॥ ১০৬
উত্তম শুশ্রূষ প্রাণঃ পরম লীলা।
চাতুর্বক্ত্রবৈব আশঃ প্রতিজ্ঞিন ॥ ১০৭
অন্যত্র অভাবা চাতুর্বোধপ্রাপ্তঃ।
সর্বত্র প্রসাদের পাদন স্মৃতেঃ ॥ ১০৮
যাবৎ যতবৈব প্রতিজ্ঞিঃ স্মরেৎ শ্রম।
তদা অত্যন্তার্থাৎ প্রাপ্যং স্মরেৎ শ্রম ॥ ১০৯
নির্বেদাত্মবৈবে প্রবৌদ্ধেন চ বস্তুবিৎ।
[illegible] ॥ ১১০

তখন সেই মহাত্মার কৃপাপ্রসাদে সেই সময় আবিলাষ পূর্বক আবী হন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতি-শয় ভাবাবেশ-গত প্রসাদ প্রকাশের স্পষ্ট করেন। ১০৪

এই নিঃ অনন্যত্রহ, অনন্যাশ্রয়, অনন্যদের সেবা, অব্যভিচারিণী এবং পরমানন্দময়ী ভক্তি। ১০৫

তিনি পুনরায়, সেবায়ান ও সর্বদাময় প্রসাদ। তিনি অমৃত প্রদান করেন এবং তিনি দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। ১০৬

তিনি অলৌকিকভাবে লীলা ও মধুর প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি চতুর্বর্গের দান করেন, আশ্রয়ের মধ্যে এবং প্রতিজ্ঞার প্রদান করিয়া থাকেন। ১০৭

এইরূপে মানুষ নিজ সম সেই নিজের আত্মাকে করিয়া সেই আশ্রয়ের নিকট কৃপাপ্রসাদ এবং সর্বদাই, যতদিন যাবৎ পরমের মধুর লাভ করে তাহারই সর্ববস্তু প্রতিজ্ঞি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সময় প্রতিজ্ঞার সম্পর্কে তিনি মুক্তিপ্রদায়ের কৃতার্থ লাভ করেন। ১০৮-১০৯

তখন সেই মানুষ সাধন প্রতি নির্বেদ আত্মবিদের দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্তি করিয়া এই প্রাপ্তির মূল সর্বত্র সব কিছুই নিজ করিয়া জানিতে পারেন। ১১০

অনন্তর মহাত্মার সহায়তা তখনই আবার কৃপা

যাদৃশেন প্রসাদেন বিনির্মলাত্মবান্তবেৎ।
যতত যতবৈব প্রতিজ্ঞিঃ স্মরেৎ শ্রম ॥ ১১১
তদা নিত্যবিদাবোধি দায়াদাতাঃ পরাৎপরাম্‌।
স্ব দেবে অবেক্ষ্য অনুধ্যায়েত তাহাতে ॥ ১১২
তৎপাদাত্মজৌবিনঃ কাস্তু নিবৃত্তি নিবাস্তম্‌।
অর্থাদি দাস্য বোধেন দৈবপূর্ণ বা বরঃ পরে ॥১১৩
পরমানন্দময়ূপা লোকাদিষু বিবর্জিতঃ।
ন নিবৃত্ত পুনর্জন্ম পুনরাগমনং বরে ॥ ১১৪
পুনশ্চ ন নিবেশ জীবঃ মুক্তা মধুসূদন পাদম্‌।
বিষ্ণুপ্রোক্তানকবাদঃ সর্বাদি বৈশেষিকাম্‌ ॥ ১১৫
অবতিষ্ঠেত নিত্যাস পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
তীর্থ পরিত্যজেৎ পাপঃ ক্রিয়াঃ মুক্তা প্রতিঃ
স্মরেৎ ॥ ১১৬
অন্য বিবর্জিতো রাজা সর্বাত্মবিবেশিবান্‌।
অন্যাশ্রয়ঃ স্বরূপেণ তদবতারিষু তৎপরঃ।
স্বস্থপ্রকাশমানস্য বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসেবিনাম্‌ ॥ ১১৭

এখানে তিনি অভিলাষ করেন এবং সময়েই সব আবেই প্রতিজ্ঞি লাভ করিয়া থাকেন। ১১১

সেই সময় সেই লাভ মাহাত্ম্য (সর্বজ্ঞতা) ও পরমাত্মা (সর্বাত্মতা) বিশিষ্ট অর্থাৎ নিত্যবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তির পাত্রতাদি লাভ করেন। তিনি তখনকে যে দেহে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পর্যন্ত পরমপদের সে প্রতিজ্ঞায় করিয়া নিবাস লাভ করেন। নিবাসেতে তিনি বৈকুণ্ঠ লোকের বা বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া শ্রীহরির সেবায় করেন। ১১২-১১৩

হে দ্বিজ। তখন তিনি লোকাদিপতিরূপ হইয়া পরমাত্মায় প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার আর পুনরাগমন পূর্বক পুনর্জন্ম হয় না। ১১৪

তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তম মানুষের পাদ করেন না। তাহারা বিষ্ণুপ্রাপ্ত উত্তম, সর্বাদিবৈশেষিকী, সর্বসম্মত এবং বিষ্ণু (মহাত্মা), উহারাদিগের পুনর্জন্ম হয় না। তীর্থ পাপ পরিত্যাগ করিয়া এবং ক্রিয়া করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। ১১৫-১১৬

সর্বাত্মবিৎ অভিজ্ঞদের মধ্যে এই সর্ব প্রকার বিবর্জিত নিবাস করিয়া নিবাসেন। শ্রীহরিকে তাঁর স্বরূপ বাকিয়া প্রকাশ উহাদের নাম ও রূপ ধ্যান করিবে। শ্রীহরির উদ্দেশে সাধন ভজন ও উপাসনাদি করিবে। তাহাই শ্রীবিষ্ণুসেবী মাহাত্ম্যের সর্ব রক্ষিত্রা করিয়া থাকেন। ১১৭

নরকে বা করকে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা ।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১১৮
দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ ।
নিত্যং প্রবাসো নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১১৯
তত্ত্বাচারবিচারজ্ঞ শূদ্রান্নে লোভবিবর্জ্জিতঃ ।
কিঞ্চ কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১২০
ন বাদী [illegible] চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ।
নারায়ণপদং শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১২১
শশ্বন্মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষা-পরিবর্জ্জিতঃ ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১২২
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংসা-মায়াবিবর্জ্জিতঃ ।
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১২৩
অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্ ।
ন যাচতে কঞ্চনাপি স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১২৪
ন চ পশ্যেন্মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেত্তৎসমীপতঃ ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ ॥ ১২৫
অতঃ সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ।
বিপরীতে বিনাশশ্চ [illegible] ॥ ১২৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৯

উত্তম শয্যা বা বিষ্ঠা অথবা লোষ্ট্র (মৃৎপিণ্ড; মাটির ঢিলা) বা স্বর্ণ—এই সকল যাঁহার সমবুদ্ধি থাকে, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১৮

সন্ন্যাসী দণ্ড, কমণ্ডলু ও রক্তবস্ত্র ধারণ করিবেন। তিনি দণ্ড, কমণ্ডলু ও রক্তবস্ত্রধারী হইয়া একস্থানে অবস্থান না করিয়া নিত্য প্রবাসী হন, তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১৯

সন্ন্যাসী সদা তত্ত্বাচারে থাকিবেন এবং লোভাদি পরিত্যাগ করত শূদ্রান্ন ভোজন করিবেন। কিন্তু কোনস্থানে কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবেন না, তাহা হইলেই সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত হইবেন ॥ ১২০

সন্ন্যাসী বিবাদে কোনও বৈষয়িক ব্যাপারে [illegible] করিবেন না, কোনও [illegible] হইবেন না এবং সর্ব্ববিধ কর্ম পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সদা নারায়ণপদ ধ্যান করিবেন, তাহাতে তিনি সন্ন্যাসী পদবাচ্য হইবেন ॥ ১২১

যিনি সদা মৌনী, ব্রহ্মচারী, যাঁহা আলাপ সম্ভাষণ-বর্জিত ও [illegible] সব কিছুই ব্রহ্মময় দর্শন করেন, তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হন ॥ ১২২

যিনি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন, হিংসা ও মায়াদি বর্জিত এবং ক্রোধ ও অহঙ্কারশূন্য, তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ১২৩

যিনি অযাচিতভাবে উপস্থিত মিষ্ট ও অমিষ্টান্ন অর্থাৎ সুস্বাদু বা বিস্বাদ অন্ন যাহাই অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়, তাহাই ভোজন করেন এবং কিছুর লোভের বশে [illegible] কিছু যাচ্ঞা করেন না, তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্তিত হন ॥ ১২৪

যিনি স্ত্রীলোকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, স্ত্রীলোকের সমীপেও অবস্থান করেন না; অধিক কি, দারু-নির্মিত অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্মিত স্ত্রীমূর্ত্তিও স্পর্শ করেন না, তিনি ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) বলিয়া কথিত হন ॥ ১২৫

এইসকল [illegible] সন্ন্যাসিদের—ইহা স্বয়ং কমলোদ্ভব ব্রহ্মা বলিয়াছেন। এই ধর্মের বিপরীতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিদের ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিলে সন্ন্যাসিদেরও দুঃখ, [illegible] হইয়া থাকে অর্থাৎ [illegible] সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করত [illegible] হইয়া যান, [illegible]। আবার বিপরীত [illegible] দুঃখ ও বন্ধনে [illegible] হইয়া থাকেন ॥ ১২৬

[illegible] এবং [illegible]। ইহা। [illegible] হউক বা [illegible] হউক, [illegible] যে হয়, তাহা সর্বাই সমান ॥ ১২৭

[illegible] ॥ ১২৮

কিন্তু [illegible] হইয়া [illegible]

যোনেরন্তরতরে তত্রে পরিষ্ঠে পূরবক্ষ ৪ ।
তত্রঃ যোনিমুক্তস্ত সহসা তৎক্ষণা ভবেৎ ৪ ১৫০
ইত্যাদিতে আকুঞ্চনক্ষেত্রে পিচুরাকৃতিঃ ।
ভূয়াৎ ৪ ভবেৎ পূত্রঃ অন্যথা বহু বিপর্যয়ে ৪ ১৫১
রবি-হোম-তন্ত্রমাত্রে যাবে ৪ বহুরোগ পুত্রঃ ।
অন্যত্র যে ভবিষ্যে যাবে ৪ বন্ধ্যতা ভবেৎ ৪ ১৫২
প্রথমপ্রহরে তন্ত্র যত যোনিমুক্তের ৪ ;
দ্বিতীয়ে ধ্বনাবস্থৈর তৃতীয়ে তৎপরো ভবেৎ ১৫৩
চতুর্থে চিত্রকৌমী ৪ তন্ত্রাকুঞ্চনকো ভবেৎ
ভূয়ো যাব ভূয়ো যাপি পূর্বধর্মানুকুলতঃ ৪ ১৫৪
যাকুঞ্চে ৪ ভবেৎ তন্ত্র প্রসবস্তাকুঞ্চে ভবেৎ ।

যোনিতে হইলে ৪ ৪ ৫৪ ৬৭ বিদ্ধ হইয়া যায়। সেজন্যই হইল যা কোনও কীটে হইল অন্তর্ধানের পর বাহ্যকারে ছিদ্রের মেন কৃষ্ণ করিতে থাকেন । ১৪৯

যোনির অন্য পুরুষের বীর্য পতিত হইলে পর সেই বীর্য হীন হয়ে। পতিত শুক্রের বিনিময় হইয়া যায় ।১৫০

এই বিজ্ঞান যদি জ্ঞানের অধিকা থাকে, তবে তাহা মাকুনের আকৃতি অর্থাৎ মাকুনের অনুরূপ হইয়া তন্ত্র হয় আর তন্ত্রের অধিকা থাকিলে পিচুরের আকৃতি অর্থাৎ পিচুরের আকার হইয়া তন্ত্র হয়। মুক্তিমে অর্থাৎ তন্ত্র হানের পর কিছু দিন, চতুর্থ দিন এইরূপ মুক্তিমে তন্ত্র-যোনিতের বিজ্ঞান হইলে পুত্র তন্ত্র হয় আর তন্ত্রমুক্তিমে অর্থাৎ তন্ত্র হানের পর তৃতীয়দিন, পঞ্চমদিন এইরূপ তন্ত্রমুক্তিমে তন্ত্র-যোনিতের সংযোগ তন্ত্র হয় । ১৫১

যদি মুক্তিমের মধ্যে ঋতিবার, রবিবার বা মুহূর্তাদি-গ্রহোপযোগ তন্ত্র-যোনিতের বিজ্ঞান হয়, তবে ইহাতে পুত্র তন্ত্র ৪৪ এবং তন্ত্রমুক্তিমের মধ্যে সোম, মুধ, তন্ত্র ও শনিবারে তন্ত্র ও যোনিতের সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে কন্যা তন্ত্র হয় । ১৫২

এইরূপ প্রথম প্রহরে যাহার তন্ত্র হয়, সে মহাযু হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রহরে তন্ত্র হইলে মধ্যযু অর্থাৎ মধ্যযু তন্ত্র এবং তৃতীয় প্রহরে তন্ত্র হইলে অল্পমাত্রক যীর্ণায়ু হইয়া থাকে । ১৫৩

চতুর্থ প্রহরে তন্ত্র হইলে অন্যাকুঞ্চন অর্থাৎ অন্যের তন্ত্র-মূর্তির তন্ত্র আকুঞ্চ হয়ি হইয়া চিত্রকৌমী হইয়া যায়। কিন্তু পূর্বজন্মের কর্মানুসারে আয়ু ভীর্ঘ কিংবা অল্পমুক্তিমধর্মাচার্য মুর্ধন্যো। বিজ্ঞানঃ । ১৫৪
কলনদ্বয়ধারাণে বর্তমানে দিনে দিনে ।
অন্তরে যোনাকারো মাসে বস্তুমন্যো ভবেৎ ৪ ১৫৫
মাসান্তরে মাসনিশ্চো বস্তুমাসবিমুক্তিঃ
সর্বাবয়বসম্পন্না যোনী মাসে ৪ পঞ্চমে ৪ ১৫৬
অবয়ব, ভীরমন্যঃ যথাসে সর্বমন্যুতি ।
ভূয়ো যন্ত্রমন্যাসী অন্যুক্ত ইব শিশুরে ।১৫৮
মাকুনমন্যাসাব ভূক্তে যোনাসনে স্থিতঃ ।
যোনেস্তি সহসা কৃত্বা ৪ চিত্রমেনীধরণ পরম্ । ১৫৯
এবং চতুর্থো মাসান্ত ভূক্ত্বা পরমযোনাম্ ।
প্রেরিতো যাকুনা আসে গর্ভাস্ত নির্গতো ভবেৎ ।১৬০
বিন্দুরেষকালাবুৎপন্নো বিন্দুতো বিন্দুরায়রা ।
শব্দবিন্দুব্রহ্মযুক্তঃ শিবস্ত বৈশবাবধি । ১৬১

ভূয়ো হইয়া থাকে । ১৫৩

যাকুন অর্থে তন্ত্র, প্রসবও তাহার আকুন অর্থাৎ হইয়া থাকে ; মেজন্য বিজ্ঞান যোনিবিজ্ঞানে প্রসবকালেই বিজ্ঞার বিবেচনা করিয়া থাকেন । ১৫৪

যীর্ণ ও তন্ত্র বিদ্ধ হইয়া একমাসের মধ্যেই তন্ত্রম (পঞ্চমমাসমধ্যে) হয় এবং তাহার দিনে দিনে তাহা বর্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে পঞ্চম দিনে বয়স্কাকার অর্থাৎ পূর্ণ তন্ত্রাকার হয় এবং এইসময়ে তাহা বস্তুমন্যা (গর্ভবিশিষ্ট) হয় । ১৫৬

দ্বিতীয়মাসে উহা হস্ত-পদাদিযুক্ত মাংসপিণ্ড হয় এবং পঞ্চমমাসে সর্বাবয়বসম্পন্ন দেখা হইয়া থাকে । ১৫৭

তন্ত্রমাসে যেই দেহীর জীবসঞ্চারিত অর্থাৎ প্রাণ-সঞ্চারিত হইয়া সর্ব তন্ত্রিত হয়। যেরূপ কোনও শিল্পের আরম্ভ হইয়া পরে সুসম্পন্ন হয়, সেইরূপ সেই বীর্য মাকুনের অভিঘাত স্থানে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে তোষ করিয়া থাকে । ১৫৮

সেই বীর্য মাকুনের অভি অল্পক্ষি স্থানে থাকিয়া মাকুনের অন্ত-তন্ত্রাদির অংশ তোষ করে। তারপর মাকুনের আকার হইয়া হাতপায়ের মত করিতে থাকে এবং নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভব হয় । ১৫৯

এইরূপে চারমাসে মাকুনের অন্তর আকার তোষ করিয়া প্রসবকাল উপস্থিত হইলে প্রসববায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া মাকুনের গর্ভ হইতে নির্গত হয় । ১৬০

বিন্দুরায়ের যোনিতে হইয়া পূর্ব পূর্ব অংশের মত কিন্তু বিন্দুরূপ হইয়া থাকায় বিন্দু, বেদ ও কলাদির

পরাঙ্মুখোঽপ্যকস্মাত্ত মনঃকান্তিবিনোদনে
কৌটাল্লিষ্টকো দ্রুতং চ যৌনি তত্র পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪৭
তদাত্মোদ্ভবসম্বন্ধং যাচ্ঞাং কর্তুমভীপ্সিতাম্
ন বাণী নিঃসরেত্তস্য সৌখ্যতাবধি সংস্থিতা ॥ ১৪৮
সৌখ্যেন যাতনা যুক্তা প্রাপ্নোতি যৌবনং পুনঃ
ন স্মরেত্তাবতা দেবী পূর্বাবিদ্যাতনাং পুনঃ ॥ ১৪৯
আধারস্তৈস্তুনার্দ্রশ্চ নাভাবোদরবিষ্টিতঃ ।
পুত্রঃ কলত্রমুখ্যা যস্তেন পরিপালয়েৎ ॥ ১৫০
এবং যাবৎ সমর্থশ্চ তাবদেব হি পূজিতঃ ।
অসমর্থশ্চ সঙ্কল্পে যাত্রয়া সোঽত্র মৃতা ॥ ১৫১
আহূতৌ তত্রাকূতো ভক্ষোঽভিবিরো ভবেৎ ।

তাহাকে সেই আর কীট সদা বিষ্ঠা-মূত্র মিশ্রিত মেহে বিচরণ করিয়া অবস্থান করে। তাহার বিষয়ভোগ হইলেই সে পলায়ন করে। মনঃপ্রীতি বিনোদন করিতে অক্ষম হইয়া হইয়া তাহাদের সম্মুখে এক অন্যান্য কীটাদি কর্তৃক ভুক্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত করিতে থাকে এবং সেই অসহায় অবস্থায় কেবল পুনঃ পুনঃ রোদন করে। ১৪৬-১৪৭

সেই কলত্রকে দুঃখাতী নিজ বিষের অভিলাষিত কোনও বস্তু তখন যাচ্ঞা করিতে সমর্থ হয় না; তাহার সেই সময় বাক্‌শক্তিরই হয় না। জীবের সৌখ্য বয়স অর্থাৎ যত বয়স মহাদাদি পর্যন্ত এইরূপ যাতনার অবস্থা থাকে :৩ (এই শ্লোকে সেই চরণে 'সৌখ্যতাবধি সংস্থিতা' এইরূপ 'সৌখ্যতাবধি সাগতঃ' এরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। পাঠান্তরের অর্থ—পূর্ণ পূর্ণ অন্যের সাগাধুনায় তাহার সৌখ্য বয়স পর্যন্ত যাবা নির্ণয়ই হয় না।) ১৪৮

এইভাবে সৌখ্য পর্যন্ত জীব যাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই সময়ও মায়া-মোহিত তাহার সেই দেবতারী প্রাক্তনজীবন জীব পুনরায় পূর্বাবিদ্যাতনা স্মরণ করিতে পারে না। ১৪৯

এই অবস্থায় আধার ও মৈথুনাদির জন্য লালায়িত হইয়া এবং নাভাবোদরাদিবেষ্টিত হইয়া সে যত সহকারে অন্যান্য পুত্র ও পত্নীকে পালন করিতে থাকে। ১৫০

ক "যৌবনং সমনাসাদ্য সৌখ্যতো বয়সাবধি।
ঐশ্বর্যমাত্রমাসাদ্য যৌবনং তত্র সংস্থিতঃ ॥"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে আদ্যাশক্তি-ইতিহাসে শ্রীমদ্ভাগবতিপুরাণসংহিতায়াম্।

আধার-আদাদিযুক্তশ্চ পরাঙ্মুখোঽপিযুক্তবৎ ॥ ১৫১
তদবস্থোঽনুভাপেন করোতি সন্তরং পুনঃ ।
ন মেধিতো মহেন্দ্রীর্ঘং মনঃসন্তাপি কারণঃ ॥ ১৫২
পুনশ্চ নাবনীং যোনিং লভতি তারকে যদি ।
তদা ঘোর্ধং ধরিষ্যন্তি তত্রাপি কৃমিবিকারো ॥ ১৫৩
ইত্যেবমাদি মনসি কুর্বন্তঃ তং ভক্ষঃ পুন
পুত্রাদি ঘনযুক্তশ্চ কালে প্রাপ্তেঽতিবাকুলঃ ॥ ১৫৪
স পক্ষেষু ঘনযুক্তঃ পাশবন্ধক পক্ষিবৎ ।
অতীবকোপরক্তাক্ষো বিকৃতাকারমুদ্বমন্ ॥ ১৫৫
ধ্বনির্যাত্যুপাটেন্দ্র পলিতঃ তত্তদ্বয়
দুর্দ্দান্তো সর্বদিগ্ধিক্কারঃ সর্বাপৃষ্টঃ পুনঃপিতম্ ॥ ১৫৬

এই সময় যখন তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিকে ভরণ করিবার সামর্থ্য থাকে, তখনই স্ত্রী-পুত্রাদি তাহাকে সমাদর করে; কিন্তু যখন সে বৃদ্ধ হইয়া উপার্জন করত তাহাদিগকে পালন করিতে অসমর্থ হইবে, তখন সেই সব স্ত্রী-পুত্রাদি তাহাদের বৃদ্ধ বয়সের আর সেই অসহায় বৃদ্ধকে অনাদর করে। ১৫০

তাহার যখন সে অসহায় বৃদ্ধ হইয়া সর্বদা অন্ন অর্থাৎ ঘৃণিত হইয়া পড়িবে এবং অক্ষিপ্ত বধির হইবে, তখন সেই জীব অতি দুঃখের সহিত কাল ও যাপনাদি ভোগ-করত হইয়া পরাধীন হয়। ১৫১

তখন সে নিজের অন্যান্য অন্যান্য পুত্রদারা অনুভাপ করিতে থাকে এবং বলে—হায়! আমি স্ত্রী-পুত্রাদিকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবা করি নাই এবং সাধনাও করি নাই। ১৫২

যদি আমি পুনরায় এই ভারতবর্ষে জন্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া এক শ্রীকৃষ্ণভজন করিব। ১৫৩

হে ঈশ্বর! এইরূপ সদা মনে মনে নানাবিধ কামনাকারী সেই বৃদ্ধ জীবকে তাহার পুত্রাদিগণ উপস্থিত হইলে পর অতি ভয়ঙ্কর মনযুক্ত হইয়া যায়। ১৫৪

সেই বৃদ্ধমনস্কারী জীব তখন অতিশয় ক্রোধ, বিকৃতাকারে, অত্যন্ত রোষে রক্তনয়ন, বক্তব্যাদী ও পাশ-বদ্ধ মনুষ্যকে দেখিতে পায়। ১৫৫

উপায়সমূহে ধ্বনিবাচাল, পলিত, দুর্দান্ত ও সর্ব দিগ্বিদিক সেই অসুস্থ বৃদ্ধকালে সকলের অবজ্ঞাস্পদে-আসিয়া জীবের মনুষ্য ভাবে অবস্থান করে। ১৫৬

দৃষ্টিংসোন্মাদয়ন্তৌ বিস্তৃতকরুণপ্রসাদসংরম্ভৌ।
তব আপাঙ্গাক্ষেপৌ মম দেহে পাতয়তো বিদ্যুৎ ॥১৫৩
অদ্যৈবাহং পুত্রঃ দৃষ্টো যদি ন প্রসাদমেষ্যতি।
কিমু তব দোষলবেন চ ভবানি প্রাণানহং ত্যক্ষ্যে ॥১৫৪
ইতি ধৃতা হরঃ সদ্যঃ সর্বসর্বজ্ঞতাং চ।
হৃদ্যভিধানমনঙ্গং সন্দিহতে দৃষ্টিরূপ পার্বত্যা ॥১৫৫
সর্বাবয়বিচারজ্ঞা সর্বজ্ঞঃ সর্বতোমুখম্।
বিশ্বেশ্বরাধিকারাক্ষ বিশ্বতো নিহিতা পূজা ॥১৫৬
ধন্বিগুণারোপণনৈঃ সন্ধুক্ষণসন্নিবিষ্টম্।
বেল্লিতঃ পার্বতীকৈঃ স্মিতকান্তি ভিন্নকোটিভিঃ ॥১৫৭
ভগবন্ত্রা ভীমকরাঃ শুদ্ধাস্তাটিতবালরা।
ব্যায়ামাঃ কৃতপাদাঙ্গঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্ ॥১৫৮
সর্বসর্বং সাক্ষাদনঙ্গঃ সর্বত্র সমর্পিতম্।
অস্তীব ভগবতীরূপং পুরুষবৌবনম্ ॥১৫৯

এই বলিয়া যেখিয়া তার মুখখানি ভীত হইয়া গিয়াছে ও মুখ ঘামে ভরিয়া গিয়াছে। তখন সে ইহাকে সেই সময় নিজের পরাক্রমবিষয়ক যে ও প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥১৫৩

অর্থাৎ তুমি যেই দুই ভ্রূযুগের অনুগ্রহপরিপাক মুখমণ্ডলে অর্থাৎ নিজদেহকে গ্রহণ করিয়া দোষলবের সেই নিজদেহী ভীষণ সংস্থাপিত করিয়া ব্যায়ামের দ্বারা তব বিভিন্ন স্বরূপ দেহ স্থাপিত করে ॥১৫৪

ভীম তখন বিদ্যা মনকে দর্শন করে। এই যে সর্বজ্ঞাদিক, দৃষ্টিসংহারক ঈশানিকী, ঈশ্বর হরাদের, অধিকার মূর্তির, সর্বাবর্ত বিস্তারিত, সর্বজ্ঞ ও সর্বতোমুখ (ঈশ্বর মুখ সকল দিকের সব কিছুই প্রকাশ করে, তিনি সর্বতোমুখ) তার নিকট পূর্বে ঈশ্বরের মূর্তি করিয়াছেন এবং সকল অবয়বের একাধিপত্য করিয়া অধিকার প্রদান করিয়াছেন ॥১৫৫-১৫৬

এই সর্বজ্ঞাদি তব ধনুকের গুণ পরিমাণ করিয়া রহিয়াছে, ব্যায়ামসমূহ আরম্ভ, পার্বতীগণ এমন ভিন্ন কোটি মুখ যারা পরিবেষ্টিত আছেন ॥১৫৭

ভগবতীকন্যাগণ ভীমকায় তব করিয়াছেন, তারা ভীমকায়ত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, তারা পদ্মক ও বহন আরম্ভপূর্ব এই সর্বজ্ঞাদি তাহাকে অনঙ্গীয় করিয়াছেন, তারা দৃষ্টিসোম এবং সর্বত্র সমর্পণী ॥১৫৮-১৫৯

অঙ্গেষ্বঙ্গনা প্রথমস্তব পুরুষকৃতঃ বিভ্রমস্তব
সহসাপাদিতস্ত্রাসঃ ত্রিভুবনপুরাধিপত্যম্ ॥১৬০
পুণ্যাস্তবাং সাক্ষাদ্ভগবঃ পাশিনাক ভবতস্ত্রয়।
ইতি দৃষ্টা প্রথমদৃষ্টেরী ভবাতীতস্ত্র বিভূতি ॥১৬১
ত্রিভুবনবিজয়ায়ৈব ধনুষি তব কর্মণি কৃতম্।
গুণারোপক্ষণমুক্তে ভবতি ধনুর্বিদ্যমন্ত্র ॥১৬২
এষা তেষাং ভগবতাং বিভূতিরিতি ভীষিতায়।
বিভূতিহেতুরূপক শ্রীকণ্ঠায়ৈব ॥১৬৩
ইত্যেতৎ কথিতা সর্বং ভবতা প্রার্থিতং যদিহম্।
সর্বং ভবাদ্যাদি যে যদ্যদ্ভ ন দেহনাথ বিলম্ব ॥১৬৪

অথেন্দ্র উবাচ।

ইন্দ্রত্বক ভবতা তত্ত্ব বিশ্বৈশ্বর্যং প্রয়োজনম্।
ফলমূলং মুনিভোজ্যে যেহি যে পরমং পদম্ ॥১৬৫

তিনি তীর হতে ফেলিত, দৃষ্টিপূত, বিভ্রম, পাদাঘাত পৃথিবীর ত্রিবিধ ঐশ্বর্যের প্রতাবিশিষ্ট এবং তাঁহার আক্রমণে বিশ্বের অবসান করিয়াছে ॥১৬০

তিনি পুণ্যাত্মাগণের নিজে পাশুপতি, কিন্তু পাপীদিগের নিজে ভবতা। ইহাকে দর্শন করিয়া সেই মহাযোগের দেবতাগণ ভীত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ভীত হইয়া অবস্থান করেন ॥১৬১

ত্রিভুবনের জয় নিমিত্তই শিবের ধনুর্গুণের ব্যাপার যেরূপ আরম্ভ হইত তখন, সেই সময় আমাকে সেইরূপ অন্যই প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৬২

এই ভাবে সেই ভীষণ ব্যাপারের মহাযোগ ও অন্যীশ্বর্যে আমাকে করিতে থাকেন, তোমাদেরই আর তাহার বিভূতি হয় না, কারণ, এই ব্যাপারের বিভূতির হেতু হইল শ্রীমানের শ্রীকণ্ঠের ॥১৬৩

ইন্দ্র। এই আমি তোমার নিজে সকল বিষয় বর্ণনা করিলাম। অতএব তুমি আমাকে যা প্রার্থনা কর। হবে। আমি তোমাকে সব কিছুই প্রদান করিব; কারণ, আমার অদেয় কোন কিছুই নাই ॥১৬৪

দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি অনুগ্রহকরুন। আমার কল্যাণের নিমিত্ত ও' করিয়াই বিচারে, তুচ্ছ অন্য সাধারণ ঐশ্বর্যে আর আমার প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করুন ॥১৬৫

মহৎস্রষ্টা বহুঃ স্রষ্টা ব্রহ্মা মুনিপুঙ্গবঃ ।
ত্বমুবাচ বহঃ মহাঃ যেষাং তৎ বাচ্যমেব চ ॥ ১৬৬

মুনিরুবাচ ।

পশ্য পশ্য বিধাতারং [illegible] ।
মুক্তিং [illegible] ন [illegible] চ ॥ ১৬৭
আবির্ভাবঃ [illegible] তিরোভাবো [illegible] চ ।
যথা [illegible] চ ॥ ১৬৮
যথা [illegible] তথা বিধাতো [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৯
[illegible] যথা [illegible]
[illegible] মুহূর্তো [illegible] ॥ ১৭০
ত্রিংশদ্ভিশ্চ মুহূর্তৈশ্চ [illegible] দিবানিশম্ ।
[illegible] ॥ ১৭১

[illegible] এই [illegible] মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা [illegible] এই [illegible] বলিলেন । ১৬৬

মুনি দুর্বাসা কহিলেন,—[illegible] বিধাতা, [illegible] পূর্ণ । [illegible] যোগীদের [illegible] মুক্তি [illegible] না । ১৬৭

যেমন [illegible] আবির্ভাব ও তিরোভাব [illegible] হইয়া থাকে । ১৬৮

[illegible] দিন ও রাত্রি—[illegible] বিধাতার [illegible] বলিতেছে—এই [illegible] মুহূর্ত । ১৬৯

[illegible] এক [illegible] দুই [illegible] এক মুহূর্ত হইয়া থাকে । ১৭০

এইরূপ ত্রিশ মুহূর্তে এক দিবারাত্র (বর্তমান [illegible] ২৪ ঘণ্টা) হয় । [illegible] এক [illegible] হয় । ১৭১

পনেরো [illegible] (১৫ দিন) এবং [illegible] (১৫ দিন)—এই দুই [illegible] এক মাস [illegible] । [illegible] দুই মাসে এক ঋতু হয়—[illegible] । ১৭২

প্রচেতাঃ চক্রবর্তিনাং নাম এব বিধীয়তে ।
চতুর্বিংশতিঃ [illegible] ॥

[illegible] ॥ ১৭২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭৩
[illegible] চ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭৪
[illegible] এব চ ॥ ১৭৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭৬
চতুর্বিংশতি [illegible] তথা ।
[illegible] ॥ ১৭৭

এইরূপ তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুইটি অয়নে এক বৎসর হয় । [illegible] দেবতাদের এক [illegible] । [illegible] যুগ [illegible] (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) । [illegible] চতুর্বিংশতি [illegible] । এইরূপ [illegible] এক ব্রহ্মার [illegible] । এই [illegible] ব্রহ্মার আয়ু (নিমেষ) [illegible] । [illegible] যখন [illegible] । [illegible] প্রাকৃতিক প্রলয় [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] মুক্ত হয় । আমি [illegible] যে, [illegible] তুমি ও [illegible] । ১৭৩-১৭৭

যথা পৃথিব্যা লেপ্তুর্নিষ্ক্রয়ায় ৬৯৫।৭৭৮৮
এতদ্যথা বেদনং বক্তি ক্ষিতিস্থানি চ যানি চ ১।১১৮
সূতীসূতস্বরূপং হি চরাচর বসু ধরা সুর
ভূমীত্যনা যতঃ প্রোক্তা বেদজ্ঞৈ বিশ্বিতৌ মুনে ১।১১৯
আত্মনঃ পৃথিবৈবার্থং ধরয়ামাস তত্ত্ব বৈ।

তৎ প্রাপ্তমাত্মাভিবেদৈরেতাক্ত্ব্য ন প্রযত্নো মৃদম্।
ইত্যো দলায় প্রাবক্ত ন দল্পত্ব বিপদঃ বিনা ১।১৮০

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে মহাপুরাণে প্রথমখণ্ডে
পৃথীস্তুতবেদস্তোত্রব্যাখ্যানে সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৩৯৬

যার ৬৯৫।৭৭৮৮ পৃথিবীর লেপ্তুরূপ পৃথিবী হইতে কৃত গ্রহণ না, সেইরূপ এই জীবলোকের মৃত্তি হয় না। পৃথিবী পৃথুরূপ ধারণের আনুকূল্য আদি প্রদান নিমিত্ত, তাহাদের মৃত্তিকা হয় না। ইহা। অতএব তুমি অত্ত হও প্রার্থনা কর। মুনে। পৃথিবীর পৃথীনাম তথা জানিয়া তখন বেনরাজ ইহা অন্যান্য বিশিষ্ট হইলেন ১।১৮-১৭৯

তখনত্ত ইহা যদি পৃথীনাম বিনা বিনের পৃথী ঐশ্বর্য লাভের বর প্রার্থনা করিলেন এবং পৃথিবী পৃথীনাম 'তুমি সমস্ত ধীর ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইবে' এই কথা বলিয়া বিনকে পুনঃ অভিষেকে পত্ত করিলেন। তখন ইহা বিসর্জন দান করিলেন; কারণ, বিসর্জন ইহা বিনের নাশ না করিলে সম্পদ নাশ হয় না। ১৮০

শ্রীবরাহ বেদব্যাসপ্রতীত শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণে প্রথমখণ্ডে পৃথীয় পৃথীনাম ও বেদজ্ঞ ইহার সংবাদরূপ সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৩

[বেদজ্ঞ-পৃথুসন্তিধানে ইহার গমন, তথায় বৃহস্পতেঃ প্রবোধদান, বেদ-কালাদিভেদের দানাদীনাং ফলভেদকথন।]

ব্যাস উবাচ।

হরের্ভবঃ সমাকর্ণ্য জ্ঞানং প্রাপ্য পৃথোস্তদা।
কিং চক্রাম পুরং তত্র অত্রে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণত তথং শ্রুত্বা বৈরাজো মনুজ নঃ
বৈরাজাং বর্ষয়ামাস তদা প্রজন্ন বিনে বিনে ২
মুনিভ্যাদ্য পুরং গত্বা ন সমর্থাদরাবতীম্।
বৈরাজাপুরুষৈরেত্য সমন্তাৎ পরিরক্ষিতাম্ ৩
বিদ্যাধরাভ্যাং কৃত্ত মহাশীলাত কুত্রচিৎ।
নিস্তুলাকৃতসপ্তস্তলিবিরীনাবলিতলাম্ ৪
শঙ্খপ্রাকার তাং দৃষ্ট্বা তদাম বাসবাদিতি প্রতি।
শঙ্কে লক্ষ্মীনিবাসীয়ং সমর্থ শুক্রমৌদরম্ ৫
বাসমানং পরত্রস্ত মহাভোগে স্থিতং পরম্।
পূর্ণাভিলম্বুখং পূর্বমুখং বিষ্ণোমুখম্ ৬

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[বেদজ্ঞ-পৃথুসন্তিধানে ইহার গমন, তাঁহাকে পৃথুসন্তিধ প্রেরণ তথা বেদ-কালাদিভেদে দানাদির ফলভেদ কথন।]

ব্যাস কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! বেদরাজ ইহা শ্রীহরির তথায় শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করত পৃথু তখন পৃথুকে কি করিয়াছিলেন? আপনি কৃপা করিয়া বিস্তৃত ভাবে তাহা আমাকে বলুন। ১

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই ইহা শ্রীহরির তথায় শ্রবণ করিয়া বৈরাজের অর্থাৎ বিরাজ বিনপুত্র হইলেন এবং দিনে দিনে সেই বৈরাজা তিনি বর্ধিত করিতে লাগিলেন। ২

বেদরাজ ইহা মুনিগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষি পূর্ণাবার বিনেই হইতে পূর্ব পথ করিয়া মহাকায়ী অযোধ্যাবতী নগরীতে গমন করিলেন। এই নগরী তখন বৈরাজ ও অনুচরগণ দ্বারা পরিরক্ষিত এবং দুরাক্রম্য ছিল। ৩

কোন স্থানে বহু মহাবল বিদ্যাধরগণ অবস্থান করিতেছিল, তোমার বেদনও বহু ছাই। তোমার শিলা, মাটা ও স্ত্রী-পুরুষাদি দূর এবং অভিনয় চলন করা করিলেন। ৪

এইরূপ অযোধ্যাবতী নগরীকে শঙ্খপ্রাকার অর্থাৎ শঙ্খসম কঠিন অভিপ্রায় দর্শন করিয়া বেদরাজ ইহা মনুষ্যদি ব্রহ্মন্ত্রিত বিনপুত্র পথ করিলেন এবং নগরীতে যাইয়া সর্বসমর্থ বেদজ্ঞ ব্রহ্মন্ত্রিতকে তথায় দর্শন করিলেন। ৫

তখন ব্রহ্মন্ত্রিত মহাশয় তথা অবস্থান করত পূর্বাভিমুখে পূর্বমুখ হইয়া অবস্থিত পরমেশ্বর পরমাত্মাকে ধ্যান করিতেছিলেন। ৬

সাঙ্কল্পেন্দ্রং পূজয়িত্বা পরমাদরভক্তিযুক্তম্ ।
বহ্নিশুদ্ধং বস্ত্রযুগ্মং রত্নেন্দ্রসারনির্মিতম্ ॥ ৭
জোড়ং বহুমূল্যরত্নানামলঙ্কারাণাঞ্চ ভূষণম্
জোড়ং বহুমূল্যরত্নানাং হারঞ্চ সুরবৈরিণাম্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা গুরুং রত্নসিংহং তস্মৈ মন্ত্রী সুরেশ্বরঃ ।
প্রণম্য গুরুং দৃষ্ট্বা তোষয়িত্বা প্রণম্য চ ॥ ৯
প্রণম্য চরণাম্ভোজে ভক্তানামীশ্বরস্য চ ।
দৃষ্ট্বাজ্ঞাং রত্নসিংহস্য ব্রহ্মণাপাধিকঃ তথা ॥ ১০
পুনর্দৃষ্ট্বা দদৌ তস্মৈ জ্ঞানপ্রাপ্তিং সুদর্শনাম্ ।
বৈষ্ণবাস্ত্রাণ্ড বহুধা ব্রহ্মণৈব সুরেশ্বরঃ ॥ ১১
নিত্যঞ্চ ধনং জয়া সভা বৃদ্ধিমত্তাং বরং ।
বৃহস্পতিসমাজেষু কোপরক্তকলোচনঃ ॥ ১২

গুরুরুবাচ ।
জয়ঃ সর্বত্র পুত্রস্তে মা রোদীর্ভদ্রমস্তু তে
ন ভাতরো হি বীরিণো বিপক্ষে চ সহায়দ ॥ ১৩
সম্পত্তির্বা বিপত্তির্বা নরস্য স্বয়মাপদি
পূর্বকর্মানুরূপা চ স্বকর্তব্যা ভবেদপি
সর্বেষাঞ্চ প্রমন্তোব সর্বজন্তুষু ভারত ,
ঐশ্বর্যমিত্যনেনৈব তত্ত্বজ্ঞা পরিবেদনা ॥ ১৫
দুঃখং বা সুখমুত্তমং কর্ম সর্বত্র ভারতে
ভুঙ্‌ক্তে তত্তৎ যদিচ্ছন্তি যত্তৎকর্মফলপ্রদম্ ॥ ১৬
বালুকাঃ কীটতে কর্ম বহুকোটিশতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ॥ ১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা তেনে চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ,
মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমন্ত্রাণাং সর্বমন্ত্রৌঘরূপিণম্ ॥ ১৮

তাঁহার স্নেহ হইতে প্রেমাঙ্কুরের নির্গম হইয়াছে। সর্বাগ্রে পূজিত, তিনি পরমাত্মার পূর্ণ হইয়া বর্তিয়াছেন, তিনি সকলের অতি বরণীয়, অতিশয় গরিয়াছি, সার বাণিজ্য এবং ইন্দ্রেরও আরাধ্য। ৭

তিনি বহুমূল্যের চিত্রময় অথবা বহু—উৎকৃষ্টকারী, অলঙ্কার ভূষিতদেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অসুরী মহারাজিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বহু—মহামূল্য রত্নে, অসুরদের ভীতুদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেবতাদের অনুগামিদের অগ্রিম। ৮

তখন অমাত্যবর বৃহস্পতির এইরূপে প্রসন্নতাসহকারে বর্ণন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র পরাজয় করিলেন। অবশেষে এক প্রহর অতিবাহিত হইলে পর গুরুকে বৃদ্ধির বর্ণন করিয়া দেবরাজ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৯

তখন ইন্দ্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলে প্রণাম করত পুনঃ পুনঃ ইতোমধ্যে তোষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্ত ইহাদ শ্রীগুরুদেবে নিবেদন করিলেন। ১০

তাহার পর পুনরায় আমি সেই মহর্ষি দুর্বাসার নিকট হইতে যত লাভ এবং অতিশয় দুর্লভ জ্ঞানসমূহ করিয়াছি। অমাত্যবরকে ব্রহ্মণ্য শক্তির অধিকার করিয়া লইয়াছে, ইহাও সুরেন্দ্রের তখন বৃহস্পতির অপ্রকাশিত। ১১

পিতৃ ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট ও বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি ক্রোধে রক্ত কলেবর হইয়া এই কথা বলিলেন। ১২

গুরু কহিলেন,—বৃত্রাসুর। আমি সকল প্রকার জানিয়াছি, তুমি ক্রোধ করিও না, আমার মঙ্গল কর। বীরিণ ভিন্ন সুরের বিপক্ষ হইলে কখনও ভাল হয় না। ১৩

সম্পত্তি বল আর বিপদই বল, এ উভয়ই নরের আপনার (সঙ্গীয়)। নিজেরই পূর্ব পূর্ব কৃতকর্মের ফলেই এই বিপদ বা সম্পদ উপস্থিত হয়; অতএব এই বিপদ ও সম্পদ—উভয়েরই কর্তা হয় কর্মভোগ। ১৪

যেরূপ মানুষ (প্রাণীরা) জন্মান্তরে দুঃখের সুখের ভোগানুসারে তখন উহারাও এবং তখন অবশ্যভাবী হয়, সেইরূপ সকল প্রাণীরই তত্ত্বে থাকে এই সম্পদ ও বিপদ ভোগানুসারে অবশ্যই আসিয়া থাকে; সুতরাং এ বিষয়ে আর পরিবেদনের (পরিতাপের) কি আছে ? ১৫

অতএব এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে সেই সকল শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ; কারণ, কৃত কর্ম কখনই ভোগ করে। ১৬

কৃত কর্মের ফল যদি কোটি কল্প না হয়, তবে তাহা সমকোটি কল্পান্তরের ফল হয় না। অতএব কৃতি জীবের কৃত শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ১৭

অতঃ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া নিজ মুখে সাধারণভাবে ত্রৈলোক্যমন্ত্রের এই মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। ১৮

ভবত্যেবংবিধে চ কর্মণ্যেষা কৃতকর্মভাম্
অনুষ্ঠানক্ষম যেষাং তানেবোদ্দিশ্য চৈব হি । ১৯
কর্মণা প্রথমপক্ষে কর্মণা চ তৃতীয়িকম্
কর্মণা চ মহালক্ষ্মীং লক্ষ্মৈস্তৈস্তৈ কর্মণা । ২০
কোটিগুণাধিকং কর্ম ভৌবিমাসমুদ্ভবম্
ন হি তাদৃক্ ফলং ভোগাৎ তত্ত্ব তাদৃশের পুরুষের । ২১
কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্মণাম্ ।
ন্যূনতাধিকতা যাপি ফলেষেব হি কর্মণাম্ । ২২
যজ্ঞস্থানে চ যজ্ঞনাং সর্বং পুণ্যং সমং বিদুঃ ।
বিপ্রভেদে কোটিগুণমন্যথা বাধিকং ভবেৎ । ২৩
সর্বে দেশে চ যজ্ঞনাং স্থানে পুণ্যা সমা স্মৃতা ।
দেশভেদে কোটিগুণমন্যথা বাধিকং ভবেৎ । ২৪

সকল ভৌবের বহুত পুরুষদের কর্মফল ভোগ দেয় হইলে পর সেইসব ভৌবের অনুরূপ ভাবে পুনরায় কর্মফলানুসারে মানবজন্ম যে অবশ্য অনুষ্ঠেয় করিয়া থাকে । ১৯

তাঁর দ্বারা কর্মসমূহ যজ্ঞমান, কর্মসমূহ তার আশীর্বাদ, কর্মসমূহ মহালক্ষ্মী অর্থাৎ অনুরূপ ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং কর্মসমূহ ভৌমাদি লাভ করিয়া থাকে । ২০

পুরুষের ভৌমজন্মের কোটিগুণাধিক কর্ম তাহা-দিগের ভোগের দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া দেয় ; ফলভোগ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম কখনও ভৌমজন্ম পরিত্যাগ করে না । ২১

তবে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান, দেশভেদ ও পাত্রভেদানু-সারে ভৌমজন্মের বহুত কর্মফলের অল্পতা মূলতা (ন্যূনতা) ও অধিকতা হইয়া থাকে । ২২

যজ্ঞস্থানের সমান নিয়ে যজ্ঞমানের সমান পুণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্ব যজ্ঞবাধিষ্ঠিত পুরুষদিগের যজ্ঞমানের সমানবিধির দান অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয় । ২৩

দেশভেদে । এইরূপ সমান দেশে অর্থাৎ সাধারণ যে কোন স্থানে দান করিলে সমান পুণ্য হয় ; কিন্তু কোনও তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যস্থানে দান করিলে সমানস্থলে দান অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক বা অল্পাধিক ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৪

সমান পাত্রে দান করিলে সেই দাতা সমান পুণ্য লাভ করে ; কিন্তু কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে

তাহা পাত্রে দত্ত পুণ্যাং বহুনাং কর্তৃদের চ ।
পাত্রভেদে শতগুণমন্যথা বা ভবেদ্বিদুঃ । ২৫
যথা ফলন্তি শস্যানি ন্যূনানি বাধিকানি চ ।
কৃষকানাং ক্ষেত্রভেদে পাত্রভেদে ফলং তথা । ২৬
দান স্থবিষয়ে বিপ্রে দানা সমফলা ভবেৎ ।
অন্যথাং ত্রিগুণাক্রান্তাং ফলং শতগুণং ভবেৎ ।
চাতুর্মাস্যাং সৌর্যমাস্যামনন্তফলদেব চ । ২৭
গ্রহণে শশিনঃ কোটিগুণং ফলদেব চ ।
পূর্ণিমা গ্রহণে চাপি তাতো দশগুণং ফলম্ । ২৮
অমাবস্যাগ্রহণস্যৈবমন্যথা ফলমুচ্যতে ।
এবমুক্তং পুণ্যাহে ফলাধিক্যং ভবেদিহ । ২৯
যথা স্থানে তথা, স্থানে প্রোক্তপুণ্যফলপ্রদম্ ।
এবং সর্বত্র বোদ্ধব্যং নরাণাং কর্মণাং ফলম্ । ৩০

সমান পাত্রে দান অপেক্ষা শতগুণ অধিক বা অল্পাধিক ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৫

যেরূপ কৃষক ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্নক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকে যে অধিক ফলপ্রাপ্ত হয়, কোন এক অপেক্ষাকৃত কৃষক ভিন্ন ভিন্ন দেশের অনুর্বর ক্ষেত্রে বপন করিয়া তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হয় না করিয়া অল্প ফলপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যাহারা পাত্রভেদে ফল-লাভের ভেদ হইয়া থাকে । ২৬

কোনও পুরুষবিশি প্রভৃতি ভৌম এক দাতার (সাধারণ) নিকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমান ফল হয় ; কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে পুণ্য বিষয়ে দান করিলে শতগুণ ফল হইয়া থাকে। আবার চন্দ্রসূর্যের গ্রহণকালে এবং পুণ্যাহে দান করিলে অন্যান্য ফল হয় । ২৭

চন্দ্রগ্রহণকালে দান করিলে কোটিগুণ ফল হয় এবং সূর্য গ্রহণকালে দান করিলে তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে । ২৮

অমাবস্যা গ্রহণে দানের অপেক্ষা অন্যরূপ ফল লাভ হয় বলিয়া কথিত আছে । এইরূপ পুণ্যাহে পুণ্য বিষয়ে দান করিলে দানে অধিকতা হয় । ২৯

যেরূপ স্থানে অন্যান্য ভাবতমা প্রোক্তিত হইল, সেইরূপ স্থান, কাল ও অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহের সাধারণবিধির এবং পুরুষবিশেষের অন্যান্য ভাবতমা হইয়া থাকে। ইহা অনুসরণের সমস্ত কর্মেরই সর্বত্র এইরূপ ভাবতমা হয় বলিয়া জানিবে । ৩০

[illegible] যদবশাং ভবেৎ।
তীর্থে [illegible] ফলং শতগুণং স্মৃতম্ ॥ ৩১
[illegible] কোটিগুণং ক্ষেত্রে নারায়ণেশ্বরাত্।
কৃষ্ণক্ষেত্রে বর্দ্ধিকাশ্রমে কোটিগুণং তথা ॥ ৩২
যথা চৈব কোটিগুণং তথা চ বিষ্ণুপদিকে
কেদারে চ [illegible] হরিদ্বারে তথা ফলম্ ॥ ৩৩
পুষ্করে ভাস্করক্ষেত্রে [illegible] ফলম্।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ক্রমেণ চ ॥ ৩৪
নারায়ণাশ্রমে [illegible] ফলং লভেৎ।
ফলং [illegible] চ পতিতে চ ত্রিবেণিকে ॥ ৩৫
বিষ্ণুপ্রয়াগসঙ্গমে চ সূর্য্যে কোটিগুণং ফলম্।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ক্রমাদিহ ॥ ৩৬
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৩৭
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৩৯
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৪০
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদীয়ে [illegible]সংবাদে [illegible]

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

সাগরে যেমন [illegible] নারায়ণ ক্ষেত্রে [illegible] ভাস্করকে স্নান করিলে সমান ফল, কিন্তু সেই স্নান যেরূপ এক তীর্থে করিলে শতগুণ ফল লাভ হয় বলিয়া কথিত আছে ॥ ৩১

বদরীতে [illegible] কোটি গুণ ফল ৩২, নারায়ণ-ক্ষেত্রে স্নান করিলে অধিক ফল লাভ হয় এবং কুরুক্ষেত্রে, হরিদ্বারে ও কাশীতে স্নান করিলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩

এইরূপ বিষ্ণুপদীতে স্নান করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ ফল হয়। কেদারে ও হরিদ্বারে স্নান করিলে [illegible] ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪

পুষ্করে ও ভাস্কর তীর্থে স্নান করিলে [illegible] অধিক ফল হয়। এইরূপ স্থানে ক্রমানুসারে সর্ব্বত্র ফলাধিক্য বুঝিয়া লইবে ॥ ৩৫

এইরূপ নারায়ণ আশ্রমে স্নান করিলে [illegible] লাভ হয়, কিন্তু ত্রিবেণীতে পতিত ও বিষ্ণুপ্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করিলে অসংখ্য ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৬

সেই কারণ যদি আবার বিষ্ণুপ্রয়াগসঙ্গমে ও কাশী ৩৭, তাহা হইলে কোটি গুণ লাভ হয়। এইরূপ [illegible] স্নান করিলে [illegible] ফলাধিক্য হইয়া থাকে, ইহা জানিবে ॥ ৩৮

এই [illegible] যেমন [illegible], গৃহ, শস্য ও অন্য [illegible] নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ [illegible] বিধাতা কর্ম্মসূত্রে যাহা কল্পনা করিয়া থাকেন, তুমি সেই [illegible] কর ॥ ৩৭ ৩৮

এই নারায়ণ বিধাতার বিধাতা (ব্রহ্মা), বিষ্ণুর পালনকর্ত্তা বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সংহারকারী শিবের সংহারক এবং কালের কাল ॥ ৩৯

যাহা অবশ্যম্ভাবী [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] করে, তাহার সেই [illegible] হয় ॥ ৪০

নারদ। এই কথা বলিয়া সেই [illegible] অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪১

ইতি শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শুক্র-বৃহস্পতিকে দেবেন্দ্র সহ দেবরাজ-সভাসদ ঐন্দ্রলোকবর্ণন, ভক্তে প্রভাব ও সর্ব্বেশ্বর বৈকুণ্ঠাধি নারায়ণসমীপে গমন, নারায়ণের লক্ষ্মীস্থানস্থ কীর্ত্তন, নারায়ণোপদেশের অনুক্রমণ, কৃষ্ণ পদ্মাঃ প্রাপ্তিশ্চ]

নারদ উবাচ

হরিং ধ্যায়ং হরির্ভক্তং কৃষ্ণায় কথয়ন্ মহান্।
বৃহস্পতিঃ পুরাকৃষ্ণং কৈঃ পুরাণৈঃ সহ ॥ ১
শীঘ্রং যথা ত্বমেতেভ্যঃ পৃষ্টো ভক্তিপ্রভাবম্
প্রোবাচ পূর্ব্বথা সর্ব্বা শুশ্রূষা মম বর্ত্ততে ॥ ২
পুরাকল্পে কথারম্ভে সুরাচার্য্যো বিধিং বিভুম্।
প্রোবাচাথ তমস্তুত্বা মংস্যঃ কমললোচনম্ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ

যদা মহাপ্রলয়াকোঽপি তদৌঘো মে বিকল্পকঃ।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[শুক্র বৃহস্পতি এবং দেবেন্দ্রের সহিত দেবরাজ যাজ্ঞের ব্রহ্মলোকে গমন, তথা হইতে ব্রহ্মা সহ সকলের বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণের নিকট গমন, নারায়ণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর স্থান কীর্ত্তন এবং নারায়ণের উপদেশে অনুক্রমণ করিয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্তি।]

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! হরি অর্থাৎ ইন্দ্র শ্রীহরিকে (শ্রীকৃষ্ণকে) চিন্তা করিয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে সম্মুখে রাখিয়া দেবদেব পরিব্রাজকলোক ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। ১

নারদ! সমস্ত ব্রহ্মলোকে দাইয়া ব্রহ্মার কমলাসনের প্রদক্ষিণ করত শুক্র বৃহস্পতির সহিত সমস্ত দেবগণ উহাকে প্রণাম করিলেন। ২

তাহার পর দেবগুরু বৃহস্পতি প্রভু ব্রহ্মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বৃহস্পতির মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য করত অধোক্ষজকে বলিলেন ৩

ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ। তুমি আমার সমক্ষে অনুক্রমণিকায় এবং তুমি আমার প্রসাদে (ব্রহ্মার মানস পুত্র সনৎকুমার উহাকে ব্রহ্মসংহিতার অর্থ বলিয়াছেন) আমি ব্রহ্মসত্র উহাতে অধিকার অর্থ দেবতার উহার জন্য, এই সত্রানুসারে ব্রহ্মার প্রসাদ হইবে—ইহা।) তুমি বিষ্ণুর নিকট বৃহস্পতির নিকট এবং ব্রহ্মা দেবতাদের অর্চনা। ৪

তোমার মাতামহ (মাতা অদিতির পিতা) সব বিষ্ণুভক্ত ও প্রজাপতিগণ। সুতরাং তিন কুল অর্থাৎ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল—এই তিন কুলই তোমার ভক্ত, সে কি বৃহস্পতির নিকট পুরাণসংহিতা পড়ে। ৪

মাতামহের লক্ষণ বিষ্ণুভক্ত প্রজাপতি।
কুলত্রয় মধ্যে তুমি ধন্য মোক্ষকর্ত্তা ভবে। ৫
মাতা পতিব্রতা যস্য পিতা তদ্ভক্ত দ্বিজেন্দ্রিয়ঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ তথা মোক্ষকরো ভবেৎ ॥ ৬
তথা বৈষ্ণবযোগেন যোগাচার্য্যত্বমস্য চ।
তথাপ্যেতাদৃশীভির্যোগৈর্দ্বিজিহ্বো ভবেৎ ধ্রুবম্। ৭

কহিয়া অহঙ্কারী হইবে। ৪

যাহার মাতা অদিতি পতিব্রতা, পিতা তদ্রূপ সাধু সহিত ও দ্বিজেন্দ্রিয়, মাতামহ তদ্রূপ এবং মাতুল (ধর্ম্মের ও পরমার্থ—ইহারা সাধনের উপদেশে বৈষ্ণবেরা সাধু করিয়া জানায় জানা করিয়াছিলেন।) সাধু সহিত ও দ্বিজেন্দ্রিয়, সে ব্যক্তিও অহঙ্কারী হইতে পারে। ৬

মাতুল পিতার যোগে, মাতামহের যোগে তদ্রূপ যোগে কিংবা যৌনি যোগে বিদ্বানই দ্বিজিহ্বী হইয়া থাকে। ৭

---

* তত্ত্বকথা অদিতি। ব্রহ্মসূত্র মতে উহাদের পরমার্থ তিন প্রকার তত্ত্ব হয়—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। আকূতি স্বায়ম্ভুব মনির ভার্য্যা, দেবহূতি ঋষি কর্দ্দমের ভার্য্যা এবং প্রসূতি দক্ষের ভার্য্যা। সত্ত্বের উহাদের প্রসূতির অর্থ যাহা তদ্রূপ তত্ত্ব হয়। তত্ত্ব বিষ্ণুর পত্নী মাত্র ৫৩ কন্যা প্রসব করেন, তন্মধ্যে ১৩ তত্ত্ব কন্যা, তাহাকে সাধারণ তত্ত্ব কন্যা, ১৭কে যাহা তত্ত্ব এবং ১৩কে ধর্ম্মে তত্ত্ব কন্যা প্রদান করেন। তন্মধ্যে যে ১৩ তত্ত্ব কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্য অদিতি হইবেন দেবমাতা।

ইতিপূর্ব্বে এ বিষয় উক্তাদ্য দেখা যায়—ব্রহ্মা সমস্ত প্রজাপতি সহ যোগবলে অদিতিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ইতিপূর্ব্ব অর্থের তৃতীয় অধ্যায়। এই অদিতির অর্থ তত্ত্ব যে যাহা তত্ত্ব কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই যাহা তত্ত্ব তত্ত্বের সমস্ত তত্ত্ব হয়, তন্মধ্যে তেজ, তাহাকে সাধারণ, অতিতেজস্বিনে তাহা, কৃতকৃত্যকে দুই, অদিত্যাদের দুই এবং পতির কৃপাধারে দুই—এইরূপে কন্যা সন্তানের করিয়াছিলেন।

তত্ত্বজ্ঞের যোগানুসারে এই তৃতীয় অংশের যেরূপ বুঝিতে হইবে।

সর্বাধারাত্মা ভগবান্ সর্বলোকবরপ্রিয়ঃ
যস্য দেহেষু ন [illegible] ন [illegible] ৮
সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং [illegible] কিং পুনঃ ।
কিন্তু [illegible] প্রকৃতির্নির্গুণো হরিঃ । ৯
[illegible] সর্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ
[illegible] যোগী [illegible] । ১০
[illegible] সর্বং [illegible] ।
[illegible] । ১১
[illegible] বিরাট্
[illegible] পুনঃ [illegible] । ১২
[illegible] ।
[illegible] । ১৩

এই সর্বাধারাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি সকল দেহেই অবস্থান করেন। তিনি যে দেহ হইতে চলিয়া যান, তৎক্ষণাৎ সেই দেহ 'শব' হইয়া যায়। ৮

আমি, ব্রহ্মা, [illegible] প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতি — [illegible] ধারণা [illegible] করি। ৯

আর যে সব [illegible] দেখিতে আছে, তাহারা সেই [illegible] বলিয়া জানিবে। তোমাদের [illegible] শ্রীকৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত। ১০

যেমন [illegible] তাঁহার অনুরূপ অনুসরণ করে, সেইরূপ এই সর্বাত্মা [illegible] হইতে চলিয়া যাইলে সকল [illegible] গমন করিয়া থাকে। ১১

আমি, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, বিষ্ণু, ধর্ম এবং মহান্ বিরাট্ — এই আমরা সকলে তাঁহার অংশ ও কলা, তুমি সেই সর্বাত্মার [illegible] নির্মাল্য-পুষ্পকে অনাদর করিয়াছ। ১২

আর শিব যে পুষ্প দ্বারা সেই [illegible] শ্রীনারায়ণের পূজা করিয়াছিলেন, সেই নির্মাল্য পুষ্প তাঁহাকে [illegible] তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি দুর্বিনয়বশতঃ [illegible] নির্মাল্য পুষ্পকেও অনাদর করিয়াছ। ১৩

তৎ পুষ্পং [illegible] ।
সর্বাঙ্গ [illegible] । ১৪
[illegible] ।
[illegible] । ১৫
[illegible] ।
[illegible] । ১৬
[illegible] ।
[illegible] । ১৭
[illegible]
[illegible] । ১৮
[illegible] ।
[illegible] । ১৯

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নির্মাল্য পুষ্প যাঁহার মস্তকে থাকে, সকল দেবতাদের [illegible] পূজা হয়। ১৪

হায়। সেই শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পুষ্প [illegible] তুমি [illegible] ১৫

সর্বাঙ্গরক্ষিত [illegible] — শিব, [illegible] শ্রীকৃষ্ণের যে ব্যক্তি [illegible] সেই শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] । ১৬

তুমি পূর্বে [illegible] সেই [illegible] নির্মাল্য [illegible] তোমাকে পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গিয়াছেন। ১৭

বৎস। এখন তুমি [illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] 'শ্রীকে' পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। ১৮

[illegible] সেই বৈকুণ্ঠধামে [illegible] অনাদি, [illegible] — [illegible], [illegible] — [illegible], [illegible] — [illegible], [illegible], [illegible]

ততঃ পদ্মা পরঃ ব্রহ্ম ভবন্তঃ দেবতাঃ পরম্। ।
পৃষ্ঠে। ভোঃ পরমেশ্বরস্য পরমেশ্বরী ॥ ২০
শ্রীমন্নারায়ণার্ধাঙ্গপদ্মকোটিসমপ্রভম্।
শান্তরূপমাদিমধ্যান্তশূন্যমব্যয়ম্। ॥ ২১
চতুর্ভুজৈঃ শঙ্খচক্রগদাপদ্মবিভূষিতম্। ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং সর্বদা পরমং পরম্। ॥ ২২
তস্য প্রসাদমাত্রেণ সর্বে মুক্তা ভবন্ত্যুত।
ভক্তিমন্তো মাধবস্যাঙ্ঘ্রিযুগ্মং পূজয়ন্তি যে। ॥ ২৩
তুলসীমালয়োপেতা ঘনাঃ কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ।
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধরাঃ সর্বে ভবন্তি ভুবনাধিপাঃ। ॥ ২৪
ন স্পর্শং সূতকং বিপ্রাঃ প্রকুর্বন্তি কদাচন,
যস্যাস্যপঙ্কজে দাসাদিবিষ্ণুভক্তিদম্। ॥ ২৫
মোক্ষপুত্রং হরিশ্রীবৎসবিভূষিতম্ পরম্।
ঊচুঃ তাতাঃ পৃষ্ঠে। বিপ্রাস্তত্রস্থাঃ ॥ ২৬

নারায়ণ উবাচ

মাধৈর্ভক্তৈ যে মুক্তাস্তে তাঃ কিং যো মহি স্থিতে।

হাস্যাদি লক্ষ্মীসহিতাং পরমৈশ্বর্যসংযুতাম্। ২৭
কিন্তু মদ্ভক্তাঃ কিঞ্চিৎ প্রার্থয়ন্তি মমযোচিতম্।
বিষ্ণোঃ সদ্মাং মাধবস্য পরিবারস্বরূপিণম্। ॥ ২৮
ওমাস্তাক্ষরসংযুক্তা মন্ত্রমীশস্য মন্ত্রজম্
যথা তথাং মন্ত্রকৈঃ পরাধীনং স্বভক্তজঃ। ॥ ২৯
যো যো ভক্তো যি মন্ত্রকে মংপরে যি নিমন্ত্রণঃ।
তস্য মুখেহং ন বিচ্ছামি পদ্মা মহ নিশ্চিতম্। ॥ ৩০
দুর্বাসা নন্তরাংশস্ত বৈষ্ণবো মৎপরায়ণঃ।
তস্যাশ্রমাভ্যাহং নিত্যং নাহমিতো যো দুরেণি। ॥ ৩১
যত্র শঙ্খধ্বনির্নাস্তি তুলসী চ শিলার্চনম্।
ন তোরনঞ্চ বিপ্রাণাং ন পদ্মা তত্র বিষ্টতি। ॥ ৩২
মন্ত্রজানাঞ্চ মহিমা তত্র তত্র ভবেৎ পুরাঃ।
মহাকল্পা মহালক্ষ্মীভবেঃ যাতি পরাভবম্। ৩৩
মন্ত্রহিনোনো যো মূর্খো যো দুষ্টস্তে হরিষ্যয়ে।
মম তস্যগৃহে চাপি যাতি শ্রীরপি দূরতঃ। ॥ ৩৪

মূর্তির ন্যায় ভোগদায়ক, নাম—শ্রীবৎসধারিণ, আদিদেব ও অব্যয়, অবয়বরহিত, চতুর্ভুজ, শার্ঙ্গধনু কৌমোদকী গদা ও পদ্ম, তরুণসহস্রাংশুসদৃশ ও পদ্মা দেবী কর্তৃক সেবিত লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে দর্শন করিয়া ইত্যাদি সমস্ত দেবগণ অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি বিমর্দিতচিত্তে ও গদ্গদস্বরে সেই পুরুষোত্তম স্তুতিপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮-১৯

তাহার পর পদ্মা দেবী কৃতাঞ্জলি হইয়া সমস্ত দেবতার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ব্রহ্মাদিস্তম্ভ সেই দেবগণ মধ্যে যেরূপ কহিয়াছিলেন। ২০

বিষ্ণুভক্তের অবস্থানে শ্রীভগবান্ দেবতাদিকে বিষ্ণুভক্ত, তাহাদের, গৃহ ও তুলসীমূল, সন্ধ্যাদিবিধি, ভোজনবিধি, দ্বাদশী, বিষ্ণুপ্রিয় এই কারণ বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। ২১-২৩

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। হে দেবগণ। 'না ছৈ'—ভোগ হইব না, আমি ভক্তিতে তোমাদের বশ হি। পরমৈশ্বর্যসম্পন্নী অথবা লক্ষ্মী তোমাদিগকে প্রদান করিব। ২৭

কিন্তু তখন আমি তোমাদিগের মনোরথপূরণার্থী কিন্তু বলা উচিত, শ্রবণ কর। আমার এই যাহা বিষ্ণুভক্ত, লক্ষ্মী, পরমেশ্বর এবং পরিবারের স্বরূপধারক। ২৮

বিষ্ণুভক্তেরা কিরূপ তখন যেরূপ তাহা আমার অধীনে অবস্থান করে, সেইরূপ আমি তাহার পূজন হইতে তদুপদেশ অধীনে থাকি বলিয়া 'পরাধীন'। ২৯

মৎপরায়ণ ও নিমন্ত্রণ আমার তত্ত্ব যেরূপ যাহার নিকট কথা হয়, আমি কখনই সহিত সেই সেই ভক্তির মুখ অবস্থান করি না। ৩০

দুর্বাসা পরমের অবলম্বন, মৎপরায়ণ বৈষ্ণব, তাহার আশ্রমসমীপে আমি তোমার দূর হইতে লক্ষ্মী দেবীর সহিত চলিয়া আসিয়াছি। ৩১

যথায় (যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হয় না, তুলসী নাই, (অথবা তুলসীর পাতা) ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্ন অর্চনা হয় না এবং ব্রাহ্মণগণের ভোজন হয় না, লক্ষ্মী সেইস্থানে অবস্থান করেন না। ৩২

দেবগণ। যেখানে যেখানে আমার ভক্তদিগের কিংবা আমার নিজা হয়, মহালক্ষ্মী সেখানে অবস্থানের অনুকূল করিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। ৩৩

যে ব্যক্তি আমার ভক্তিহীন ও যে মূঢ় ব্যক্তি হরিবাসরে (একাদশীতে) এবং আমার অর্চনাদিতে

মহাবিষ্ণৌ এবং বিষ্ণোর্যাতি [illegible],
মহাবিষ্ণুং মুকুন্দে চ নৈবেদ্যং যাতি তদ্গৃহম্ ॥ ৫৫
শালিগ্রামে যো দদ্যাৎ যাতি [illegible],
[illegible] যাতি [illegible] ॥ ৫৬
শূদ্রাণাং [illegible] চ [illegible] ব্রাহ্মণঃ
যাতি [illegible] দেবী [illegible] ॥ ৫৭
শূদ্রাণাং [illegible] যো ব্রাহ্মণো [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] যাতি [illegible] ॥ ৫৮
বিপ্রো [illegible] চ [illegible] শূদ্রাণাং [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] যাতি [illegible] ॥ ৫৯
[illegible] বিপ্রো [illegible] যাতি [illegible] ॥ ৬০

[illegible] ক্রুদ্ধো [illegible] বিপ্রঃ ।
[illegible] যাতি দেবী চ [illegible] ॥ ৬১
যো বিপ্রঃ [illegible] চ [illegible] ।
[illegible] যো [illegible] ॥ ৬২
[illegible] বিপ্রো [illegible] যো হি [illegible] ।
[illegible] যা [illegible] চ [illegible] ॥ ৬৩
[illegible] চ [illegible] চ [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] যাতি [illegible] ॥ ৬৪
[illegible] যো বিপ্রঃ [illegible] ।
[illegible] যো [illegible] ॥ ৬৫
[illegible] ।
[illegible] যাতি সতী ॥ ৬৬

([illegible], [illegible] প্রভৃতি) ভোজন করে, লক্ষ্মী দেবী তাহার দূর হইতে চলিয়া যান। ৫৪

যে ব্যক্তি হরিবাসরে বিষ্ণুর অন্ন (অর্থাৎ [illegible] করিয়া [illegible] গ্রহণ করে), যে বিশেষ [illegible] করে এবং যে শূদ্র [illegible] ভোজন গ্রহণ করে না, সেই শূদ্র হইতে তাহার [illegible] লক্ষ্মী গমন করিয়া থাকেন। ৫৫

যে ব্যক্তি শালগ্রামের [illegible] করে এবং শূদ্রের [illegible] ভোজন করে, [illegible] লক্ষ্মী [illegible] হইয়া তাহার দূর হইতে চলিয়া যান। ৫৬

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের [illegible] করে এবং [illegible], তাহার দূর হইতে [illegible] লক্ষ্মীদেবী [illegible] হইয়া গমন করেন। ৫৭

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের [illegible] এবং [illegible] বিপ্র হয় [illegible], তাহার [illegible] দেবী [illegible] তাহার দূর হইতে চলিয়া যান। ৫৮

যে ব্রাহ্মণ [illegible], যেমন ([illegible]) ও [illegible], [illegible] পাচক [illegible] হইয়া [illegible] লক্ষ্মীদেবী তাহার দূর হইতে গমন করেন। ৫৯

যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible], তাহার [illegible] তাহার দূর হইতে পলায়ন করেন। ৬০

যে বিপ্র [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] শূদ্রের [illegible], তাহার [illegible] পূজা এবং [illegible] দূর হইতে লক্ষ্মীদেবী চলিয়া যান। ৬১

যে বিপ্র [illegible] এবং সেই [illegible] যদি [illegible] হয় অর্থাৎ [illegible] দেখা যায় যে বিপ্র এবং যে [illegible] ভোজন করে, কমলালয়া লক্ষ্মীদেবী তাহার দূর হইতে পলায়ন করেন। ৬২

যে ব্যক্তি [illegible] দূর [illegible] করে এবং সেই [illegible] হইতে [illegible] থাকে, যে ব্যক্তি [illegible] অর্থাৎ [illegible] ("[illegible]" হইতে "[illegible]" এই [illegible] দেখা যায়, [illegible]— এই অর্থ হইবে।) ও [illegible] পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই লক্ষ্মী দেবী তাহার দূর পরিত্যাগ করেন। ৬৩

যে ব্রাহ্মণ এক [illegible] ভোজন করে, [illegible] শয়ন করিয়া [illegible] এবং [illegible], [illegible] লক্ষ্মী দেবী তাহার দূর পরিত্যাগ করিয়া যান। ৬৪

যে বিপ্র [illegible], যে [illegible] এবং যে [illegible] না হয়, লক্ষ্মীদেবী [illegible] হইয়া তাহার দূর হইতে পলায়ন করেন। ৬৫

যে ব্যক্তি [illegible] বিবস্ত্র [illegible] হইয়া শয়ন করে, [illegible] অর্থাৎ [illegible] ([illegible], [illegible]) এবং [illegible] (এই [illegible] [illegible] দেখা যায়— "[illegible]", এই স্থলে "[illegible]" এই পাঠ

নিশম্য [illegible]
[illegible] ॥ ৫৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৬০
[illegible]
[illegible] ॥ ৬১
[illegible]
[illegible] ॥ ৬২
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৯

[illegible] ব্যাখ্যা করিয়া যে [illegible] গ্রহণ [illegible]), লক্ষ্মী [illegible] দেবী তাহার গৃহ [illegible] যান। ৫৬

যে ব্যক্তি স্নান [illegible] তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিবার পর পুনরায় [illegible] স্পর্শ করে অথবা পুনরায় তৈল মর্দন করে এবং [illegible] করে, [illegible] দেবী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। ৫৭

যে দ্বিজ [illegible], [illegible] এবং [illegible], লক্ষ্মীদেবী তাহার [illegible] পরিত্যাগ করেন। ৫৮

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে এবং সর্বদা [illegible] করে, যে জীবহিংসাকারী ও দয়াহীন, [illegible] লক্ষ্মীদেবী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গমন করেন। ৫৯

যে যে স্থানে শ্রীহরির পূজা হয় এবং [illegible] বা শ্রীহরির কীর্তন হয়, সর্বমঙ্গলা দেবী [illegible] অবস্থান করেন। ৬০

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অথবা তাঁহার [illegible] কীর্তিত হয় এবং তাঁহার [illegible] হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া দেবী লক্ষ্মী [illegible] সতত অবস্থান করেন। ৬১

যেখানে [illegible] হয় এবং যেখানে [illegible], [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] হয়, সেখানে লক্ষ্মীদেবী [illegible] বাস করেন। ৬২

যে স্থানে শিবলিঙ্গের পূজা ও তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় এবং যেখানে দুর্গা দেবীর অর্চনা ও তাঁহার [illegible] হয়, সেই স্থানে [illegible] লক্ষ্মীদেবী সদা বাস করেন। ৬৩

যে স্থানে [illegible] সেবা এবং [illegible] এবং সকল দেবতাগণের পূজা হয়, সেখানে [illegible] লক্ষ্মীদেবী বাস করেন। ৬৪

[illegible] (শচীপতি) [illegible] সেই সময় [illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] বলিলেন—দেবি! তুমি [illegible] হয়। ৬৫

[illegible] লক্ষ্মী দেবীর এই কথা বলিয়া [illegible] বলিলেন,—[illegible]। তুমি [illegible] করিয়া ([illegible]) [illegible] লক্ষ্মীদেবী [illegible] হয়। ৬৬

হে মুনে! [illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] করিলেন। [illegible] যেমন [illegible] চলিয়া [illegible] হইলেন। ৬৭

[illegible] করিয়া, [illegible] তাহার [illegible] করিয়া এবং [illegible] করিয়া [illegible] থাকিলেন। ৬৮

[illegible], [illegible], [illegible] হয়, [illegible] হয় এবং [illegible] হইলেন।

স্বধামাং যযৌ সা চ ক্ষীরোদশায়িনে মুনে
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীং ততস্তস্মৈ বিষ্ণবে দৈত্যঘ্নী সতী ॥ ৬০
দেবৈঃ পূজা পূজিতা চ ব্রহ্মণা মনুনা চ ।
ততো দৃষ্টিং দদৌ দেবে ব্রহ্মণাপিতিধানেন ॥৬১
প্রাপুর্দেবাঃ স্ববিষয়ং দৈত্যৈরাক্রান্তমুত্তমম্ ।
মহালক্ষ্মীপ্রসাদেন ধ্বজাদৈন্যমবাপ ॥ ৬২
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমুত্তমম্ ।
সুখদং সারভূতঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৩
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

তাহারা দেবদেব লক্ষ্মীদেবীর দর্শন লাভ করিলেন। এই জন্যই লোকে বলে 'ভাগ্যবানের দুর্লভম্' এই বাক্যটির দেখা যায়। দেবগণ লক্ষ্মীদেবী ও মুখের প্রসাদ লাভ করিলেন, এমন বর্ণ [illegible] ॥ ৫৯

হে মুনে! সেই সময় সতী বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী ক্ষীরোদশায়ী হরির [illegible] বিষ্ণুকে বরমালা প্রদান করিলেন ॥ ৬০

তখন দেবগণ, ব্রহ্মা ও মনু সেই লক্ষ্মীদেবীর পূজা এবং স্তুতি করিলেন। তাঁহার লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন-চিত্তে সেই দেবগণের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিলেন ॥ ৬১

নারদ! অনন্তর দেবগণ লক্ষ্মীর প্রসাদে এবং তাঁহার প্রসাদে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত নিজ স্বর্গাদি বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬২

এই আমি তোমাকে মহালক্ষ্মীর সর্ব্বোত্তম সারভূত ও সুখদ উপাখ্যান বলিলাম। অতঃপর আর কি শুনিতে বাসনা কর? ॥ ৬৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ সংবাদে লক্ষ্মীদেবীর উপাখ্যান বিষয়ক অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

(দেবতাদের দ্বারা লক্ষ্মীপূজাপ্রসঙ্গে মহালক্ষ্মীর ধ্যান-পূজাদি বর্ণন)

নারদ উবাচ ।

হরেরুৎকীর্ত্তনং ভদ্রং শ্রুতং তজ্জ্ঞানমুত্তমম্ ।
ঈপ্সিতং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানং ধ্যানং স্তোত্রাদিকং বদ ॥ ১
ধনিনা পূজিতা পূর্ব্বং কেন বা মহাবিষ্ণুনা ।
কেন প্রকারেণ [illegible] ॥ ২
পূজিতা কেন ধ্যানেন বিধিনা কেন বা পুরা ।
স্তুতা বা কেন স্তোত্রেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

স্নাত্বা তীর্থে পুরা শক্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ।
ঘটং সংস্থাপ্য ক্ষীরোদে দেবষট্কঞ্চ পূজিতঃ ॥ ৪
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ ।
এতান্ ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্য পুষ্পগন্ধাদিভিস্তথা ॥ ৫
আবাহ্য মহালক্ষ্মীং পরমৈশ্বর্য্যরূপিণীম্ ।
পূজাং চকার দেবেশো ব্রহ্মণা চ পুরোধসা ॥ ৬

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

[দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহালক্ষ্মীর পূজাপ্রসঙ্গে মহালক্ষ্মীর ধ্যান ও পূজাদি বর্ণন]।

নারদ কহিলেন,—ভগবন্! আমি আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন ও উত্তম জ্ঞান শ্রবণ করিলাম। অভিলষিত লক্ষ্মী-উপাখ্যানও আমি শ্রবণ করিলাম। আপনি এখন আমাকে লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান ও স্তোত্রাদি বলুন ॥ ১

পূর্ব্বে শ্রীহরি এই লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন এবং পরে ব্রহ্মাদি তাঁহার পূজা করেন। তাহার পরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করেন ॥ ২

দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বে কোন্ ধ্যান-মন্ত্র ও কোন্ বিধানানুসারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন? কোন্ স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন? এই সকল আপনি ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—নারদ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র তীর্থে স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্ব্বক ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে ঘটস্থাপন করত ছয় দেবতার পূজা করেন ॥ ৪

গণেশ, দিনেশ (সূর্য্য), বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা—এই ছয় দেবতাকে ভক্তিসহকারে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা (পূজা) করিয়া এবং ব্রহ্মাকে পুরোহিত করিয়া

পুরঃস্থিতেষু মুনিষু ব্রাহ্মণেষু গুরৌ তথা
দেবাদিষু চ দেবেশে জানাবস্থে স্থিরে মুনে ॥ ৭
পাদ্যাদ্যন্তর পুষ্পাক্ত পৃথীস্থ ঔদ্ধনোক্তিকম্,
যাবঃ দেবীং মহালক্ষ্মীং সূক্তরাজেন আবহ ॥ ৮
ধ্যানেন সাবয়েদেবীং বহ্নিস্থং ব্রহ্মণে পুরা।
রবিস্থং তেন ধ্যানেন রবিযোগ যথাবিধি তে ॥ ৯
সাম্রবল্লভস্থ কবিকাবাদিনীং শ্যামাম্,
সাংপার্শ্বস্থং হরিং প্রত্ন ভূষ্টকরাং যজেৎ ॥ ১০
অরেরদা প্রেমরূপী পূর্ণচন্দ্রাং অনোহরাম্,।
প্রসন্নবক্ত্রনলিনাং শোভাং বৃদ্ধিমতীং ভজেৎ ॥ ১১
হস্তদ্বয়ধৃতদ্বয়াং শোভিতাং পীতবাসসা
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সর্বসম্পৎপ্রদায়িনীম্ ॥ ১২
ধ্যাত্বৈবমাদ্যাং প্রত্যেক মহালক্ষ্মীং অত্র ততঃ।
যাবেদাবাহনে তাং যাবা মাবোদ্যাহ্যমন্ত্রতঃ ॥ ১৩
সম্পূজ্য ব্রহ্মযাগেন তোষয়ামি যোড়শ।
ততো ভক্ত্যা বিধানেন প্রত্যেকং মন্ত্রপূর্বকম্।
প্রদাস্যামি প্রত্নষ্টায়ি ভূর্ণয়ামি যথাবি ॥ ১৪
অনুলাঙ্গমন্ত্রাক্ত নিবিদ্যা বিস্তরেণ।
আসনক বিচিত্রক মহাসক্তি প্রদাস্যাম্ ॥ ১৫
ততঃ মূলেন দেবীং দর্ভবাসনমীরিতম্।
পাদ্যেনাভিস্তিপ্রক পূজয়া কমলালয়ে ॥ ১৬
পুষ্পাক্ষত-দূর্বাবিল্বতুলসী মাল্যমীরিতম্।
পঞ্চদশবিধিঃ তত্র পূজয়া পরমাদিনি ॥ ১৭
পুনশ্চ বিকৃতৈনক পুনঃস্নানমনীরিতম্
হেমসৌন্দর্যাধীক পূজয়া শ্রীমহিপ্রিয়ে ॥ ১৮
বস্ত্রনির্দোলনক মন্ত্রমন্ত্রাদিসূক্তম্।
বস্ত্রত্রাণে পবিত্রক ধূপক প্রতিপূজয়া ॥ ১৯
মলয়াচলসম্ভূতা কুঙ্কুমাক্তা মনোহরম্।
পুনশ্চিত্তুক পূজয়া চন্দনং দেবি পূজয়া ॥২০

ধ্যান সাবেদ্যমূর্তিধ্যানী মহালক্ষ্মীকে আবাহন করত দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পূজা করিলেন। ৫-৯

যে মূলে সাধক মূর্তিমন্ত, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ওজসের মূলশক্তি, দেবশিশুর এবং দেবগণের আনাবস্থে স্থিরতা হইবার সকলের সম্মুখে দেবেন্দ্র যাগের প্রথমদিনে পাদ্যাদির পূজা প্রদান করিয়া দেবী মহালক্ষ্মীকে ধ্যানে করত তাঁহার পূজা করিলেন। ৫-৯

পুরাকালে শ্রীহরি নামমন্ত্রদ্বারা যে ধ্যান করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র সেই ধ্যানেরই দ্বারা পূজা করেন। আমি সেই ধ্যান তোমাকে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৯

"সাম্রবল্লভ পল্লব কবিতা (পল্লব শীতবাস) আমা ইন্দিরিণী সমভিব্যাহারী, পার্শ্বদেশস্থ হরি ভূষ্টকরা এবং সর্বসম্পৎপ্রদায়ী মহালক্ষ্মীকে আমি ভজনা করি।" এই ধ্যানমন্ত্রে সেই মহালক্ষ্মীকে ধ্যান করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র উপচার ও মন্ত্রদ্বারা ষোড়শ উপচারে তাঁহা দেবীর পূজা করত, এই সম্পূজা ব্রহ্মযাগের তোষয়ামি ষোড়শ। ইত্যাদি মন্ত্রপূর্বক প্রত্যেক বিধানের প্রত্যেক মন্ত্রপূর্বক। প্রদাস্যামি প্রত্নষ্টায়ি ভূর্ণয়ামি যথাবি ॥ ১৪ অনুলাঙ্গমন্ত্রাক্ত নিবিদ্যা বিস্তরেণ। আসনক বিচিত্রক মহাসক্তি প্রদাস্যাম্ ॥ ১৫ ততঃ মূলেন দেবীং দর্ভবাসনমীরিতম্। পাদ্যেনাভিস্তিপ্রক পূজয়া কমলালয়ে ॥ ১৬ পুষ্পাক্ষত-দূর্বাবিল্বতুলসী মাল্যমীরিতম্। পঞ্চদশবিধিঃ তত্র পূজয়া পরমাদিনি ॥ ১৭ পুনশ্চ বিকৃতৈনক পুনঃস্নানমনীরিতম্ হেমসৌন্দর্যাধীক পূজয়া শ্রীমহিপ্রিয়ে ॥ ১৮ বস্ত্রনির্দোলনক মন্ত্রমন্ত্রাদিসূক্তম্। বস্ত্রত্রাণে পবিত্রক ধূপক প্রতিপূজয়া ॥ ১৯ মলয়াচলসম্ভূতা কুঙ্কুমাক্তা মনোহরম্। পুনশ্চিত্তুক পূজয়া চন্দনং দেবি পূজয়া ॥২০

পূজার অভিনবত্বের ইন্দ্র সম্রোক্ত বিধানানুসারে ষোড়শ উপচারের প্রতিটী দ্রব্যই সহস্রাধি মূর্তিক প্রদান করিলেন। ষোড়শ উপচারের প্রতিটী দ্রব্যই প্রদানীয়, প্রত্নষ্ট, ভূর্ণয় ও শ্রেষ্ঠ ছিল। ১০-১৩

আসনদানের মন্ত্র—যে মহাদেবি। বিচিত্রক্ত অনুলা ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা এই বিচিত্র আসন প্রস্তুত করিয়াছেন আপনি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। ১৫

পাদ্যদানের মন্ত্র—যে কমলালয়ে। পাদ্যদান দ্বারা দত্ত করিলে অভিলষিত, সর্বসম্পৎপ্রদ ও অভিলষিত এই পাদ্যদান আপনি গ্রহণ করুন। ১৬

অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—যে পরমাদিনি। পুষ্প, চন্দন ও দূর্বাবিল্বযুক্ত এবং পঞ্চদশবিধির পবিত্র অর্ঘ্য তথা আপনি গ্রহণ করুন। ১৭

স্নানীয় প্রদানদানের মন্ত্র—যে শ্রীমহিপ্রিয়ে। কৃষ্ণযুক্ত এই বিশুদ্ধতম এবং হেমসৌন্দর্যের কারণস্বরূপ কৃষ্ণযুক্ত স্নানীয়জল আপনি গ্রহণ করুন। ১৮

বস্ত্রদানের মন্ত্র—যে বস্ত্রত্রাণে। বস্ত্রদান নির্দোলনক মন্ত্রমন্ত্রাদিতে সংযুক্ত ও পবিত্র এই বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন। ১৯

চন্দনদানের মন্ত্র—তথা সর্বসম্পৎ ঐশ্বর্য, আরোগ্য, বলবৃদ্ধিকারক, বুদ্ধিবিবর্ধক ও বৃদ্ধিপ্রদ এই চন্দন আপনি গ্রহণ করুন। ২০

[illegible] ॥ ১১
[illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২২
[illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩
[illegible] ॥ ২৪
[illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৫
[illegible] ॥ ২৬
[illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৭

[illegible] ॥ ২৮
[illegible] দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ২৯
[illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩০
[illegible] প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩১
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৩
[illegible] দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৪

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২১

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২২

[illegible] গ্রহণ করুন ॥ ২৩

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৪

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৫

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৬

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৭

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৮

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৯

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩০

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩১

[illegible] গ্রহণ করুন ॥ ৩২

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৩

[illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৪

দেবদেহোদ্ভবাবীজং মন্ত্রাংশোদ্ধারিবর্জিতম্,
তার্পাসত্রক ভূমিস্থা যন্ত্রং দেবি মৃদুত্বয়ম্। ৩৪
মন্ত্রবর্ণবিভাগেন দেহন্যাসবিবর্জনম্,
পোড়শাধারং শ্রীকণ্ঠং কুর্যাৎ প্রতিমুহূর্তয়ম্। ৩৫
নানাকুসুমবিন্যাসং মহাসাজ্জপ্রদং পরম্।
মূলমূলস্থিতা উক্তং ধারণা দেবি প্রযুত্নতঃ। ৩৬
পূজাতীর্থোদকৈর্দেব বিশুদ্ধং তদ্ভিদং যদা
মূলতঃ মূলবাক্যে চ ন্যাসাদ্যন্ত্রবীজকম্। ৩৭
মন্ত্রসাধ্যবিবর্ণাং পূজাদ্রব্যসমূহকম্।
মন্ত্রমূলমন্ত্রতঃ মূলতঃ প্রতিমূর্তয়াম্। ৩৮
অং অং অন্যাসপূর্বং পূজিয়াবাহিতর্পণম্।
দেবমূলাহুতোথাক অং অন্তা দেবি মূলতঃ। ৩৯
অন্যাসো ভাবি মন্ত্রা চ মূলেন দেবপূজন।

মূলঃ অন্তাশ অন্তা চ মন্ত্রলক্ষঃ বিধানতঃ। ৪০
অনেন মন্ত্রযোগেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ ধ্রুবং।
মন্ত্রস্ত প্রথমা যত্র শক্তিমূলস্ত সর্বতঃ। ৪১
লক্ষ্মীর্যোগাত্মিকাদেবী তত্রঃ কমলবাসিনী।
আদ্যান্তা বৈদিকো মন্ত্রস্তান্ত্রিকস্ত বাদ্যান্তকঃ। ৪২
মূলেরাহুনেন মন্ত্রেণ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুয়াৎ।
মাতৃমাতৃকেশ্বরো লক্ষঃ সাধনির্দিষ্টমেব চ। ৪৩
মন্ত্রসাহ্বনেন মন্ত্রেণ মন্ত্রবীজসমন্বিতে
ত্রিস্ত্রিস্তোত্তরেণাথো দেবোত্তো মূল এব চ ৪৪
এতে চ বিদ্যা মাতৃত্বা মন্ত্রোদ্ধারে সাধক।
বিদ্যে মন্ত্র মহালক্ষ্মীঃ শক্তার বর্ণনং যথো। ৪৫
মন্ত্রস্তোদ্ধারনির্দিষ্টবিধানেনস্ত মন্ত্রবিদ্যা।
মন্ত্রবীজসমন্বিতা পূর্বীং মাতৃমাতৃকা বিদ্যা চ সা। ৪৬

মন্ত্রসমন্বয় মন্ত্র—হে দেবি। দেবের সৌন্দর্য-বিধায়ক আদ্য, সদা ষোড়শবর্ণধারী, তার্পাসপত্রের ন্যায় মৃদুত্ব ও কুসুমিতত্ব (শ্রীষোড়শাক্ষরবিদ্যের উদয়) সাধিত আদি ৪র্থ শ্লোক। ৩।

মূলমন্ত্রের মন্ত্র—মাতৃকাবর্ণ ও বর্ণ দ্বারা বিবিধ দেবের ষোড়শবর্ণত্ব, দেহের আধার এবং সৌন্দর্য বিধায়ক এই মূল মাতৃকা গ্রহণ করুন। ৫।

পূজা মাহাত্ম্যের মন্ত্র—হে দেবি! মাতৃকাবর্ণ পূজা-মন্ত্রে বিবিধ, যন্ত্র প্রকারে দেবের আধিপত্য ষোড়শবর্ণধারী, দেবত্বময় ও মূলবিষয়ক ত্রিয় শক্তির এই মাতৃ মাতৃকা গ্রহণ করুন। ৩৭

আরাধনীয় মন্ত্র,—হে মাতৃক মূলমন্ত্রে! পূজা তীর্থজল, পত্রপুষ্প বিল্ব, তুলসী, চন্দনীয় মাতৃকাবর্ণ জল মাতৃকা গ্রহণ করুন। ৩৮

অন্যাসময় মন্ত্র,—যেই মাতৃকাবিশিষ্ট, পূজা ও মন্ত্রসমূহ এবং মাতৃমন্ত্রের বিধিমত এই উচ্চার সন্ধ্যা আদি গ্রহণ করুন। ৩৯

ত্রিয় মন্ত্রসাধন মন্ত্র—হে দেবি। যে যে মন্ত্র আদ্যবর্ণ, পূর্ণবীজের অধিনস্থ মূলীয় এবং দেবতা ও মূলমন্ত্রের তোষকারক, সেই মন্ত্র গ্রহণ করুন। ৪০

দেবতার ইষ্ট মূল মন্ত্রে এই সব মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করিয়া নিয়মানুসারে অধিক সাধনার পর আদ্য মূল মন্ত্র

মূল অন্তাশ মন্ত্র ও মন্ত্রলক্ষ বিধানতঃ। ৪১
এইরূপ মন্ত্রযোগে মন্ত্রসিদ্ধি ধ্রুব হয়।
মন্ত্রের প্রথমা যত্র শক্তিমূলস্ত সর্বতঃ। ৪২
লক্ষ্মীর্যোগাত্মিকাদেবী তত্রঃ কমলবাসিনী।
আদ্যান্তা বৈদিকো মন্ত্রস্তান্ত্রিকস্ত বাদ্যান্তকঃ। ৪৩
মূলেরাহুনেন মন্ত্রেণ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুয়াৎ।
মাতৃমাতৃকেশ্বরো লক্ষঃ সাধনির্দিষ্টমেব চ। ৪৪
মন্ত্রসাহ্বনেন মন্ত্রেণ মন্ত্রবীজসমন্বিতে
ত্রিস্ত্রিস্তোত্তরেণাথো দেবোত্তো মূল এব চ ৪৫
এতে চ বিদ্যা মাতৃত্বা মন্ত্রোদ্ধারে সাধক।
বিদ্যে মন্ত্র মহালক্ষ্মীঃ শক্তার বর্ণনং যথো। ৪৬
মন্ত্রস্তোদ্ধারনির্দিষ্টবিধানেনস্ত মন্ত্রবিদ্যা।
মন্ত্রবীজসমন্বিতা পূর্বীং মাতৃমাতৃকা বিদ্যা চ সা। ৪৭

তন্ত্র করিবেন। ৪১

এই প্রকার মন্ত্র তন্ত্র করিয়া ঈহার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে; মন্ত্রের যেই মন্ত্র প্রথম কমলাকারে হইয়া ঈহারও সকল মাতৃকাই প্রথম করিবেন। ৪২

লক্ষ্মী (শ্রীং), মায়া (হ্রীং), কাম (ক্লীং) ও বাণী (ঐং)—এই সব বীজ মন্ত্র সহ 'কমলবাসিনৈ স্বাহা' এই মন্ত্রের শেষে প্রয়োগ করিলে যে মন্ত্রসমূহ হইবে অর্থাৎ 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং কমলবাসিনৈ স্বাহা' মন্ত্রসমূহ মূল মন্ত্র যেরূপে সাধনায় বর্ণিত করিতে হয়। ৪৩

মূলমন্ত্র এই মন্ত্র দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, 'মাতৃ-মাতৃকেশ্বরী' মন্ত্রে অধিষ্ঠিত হন এবং সাধ্য দেব-মাতৃকা মন্ত্র হয়। ৪৪

মন্ত্রসমূহ এই মন্ত্র তন্ত্র করিয়া মন্ত্র বীজসমূহ পূর্বিবীজ সহাই তন্ত্র এবং ত্রিস্তোত্র, ঈহারপরে ও দেবতা মূল হইয়াছিবেন। ৪৫

সাধক! এই মন্ত্র দ্বারা ঈষ্ট মন্ত্রোদ্ধারণ সকলের নিয়ম হইয়াছিবেন। মৌলিক দেবতার ইষ্ট মন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র করিয়া নিয়ম মাত্র করিলে আদ্যবর্ণ ঈহারও বর্ণের তন্ত্র করিবেন। ৪৬

সেই কমলবাসিনী দেবী ঈহার ত্রাহ্মণিবিশিষ্ট বিবিধের ঈশ্বরীরূপে আদ্যের এবং ত্রিস্তোত্র আদ্যকালিত মন্ত্রবীজসমূহ পূর্বিবীজের সমন্বয় করিয়া আধিপত্যের। ৪৭

বেদকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিকা রত্নভূষণভূষিতা।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরা। ৩৮
বিভ্রতী রত্নমালাঞ্চ কোটিচন্দ্রসমপ্রভা।
দৃষ্টা জগৎপ্রসূঃ সাক্ষাৎ তুষ্টাব তাং পুরন্দরঃ। ৩৯
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ব্রহ্মণা চ প্রদত্তেন স্তোত্ররাজেন সংযুতঃ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদেনৈব বৈদিকেনৈব তত্র চ। ৪০

ইন্দ্র উবাচ

ওঁ নমো মহালক্ষ্ম্যৈ

ওঁ নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারায়ৈ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ। ৪১
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ
পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ। ৪২
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপায়ৈ সর্ব্বারাধ্যৈ নমো নমঃ
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ। ৪৩
হরিভক্তিপ্রদাত্র্যৈ চ হর্ষদাত্র্যৈ নমো নমঃ
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ। ৪৪
কৃষ্ণশোভাস্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে।
সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ। ৪৫
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ
নমো বুদ্ধিস্বরূপায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ। ৪৬
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীর্লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদসাগরে।
স্বর্গলক্ষ্মীরিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মীর্নৃপালয়ে। ৪৭

এই দেবী সেই স্থানে পুনরায় আবির্ভূতা, রত্ন-ভূষণে বিভূষিতা, ঈষৎ হাস্যে প্রসন্নবদনা এবং ভক্ত-গণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। ৩৮

তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং রত্নমালা ধারণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সাক্ষাৎ জগন্মাতা, মহালক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৯

সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত এবং নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ছিল। তিনি ব্রহ্মা প্রদত্ত ও সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক এই স্তবরাজ দ্বারা স্তব করিলেন। সংযতচিত্ত ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই স্থানে বৈদিক স্তোত্র দ্বারা মহালক্ষ্মীর স্তব পাঠ করিলেন। ৪০

ইন্দ্র বলিলেন,— পদ্মবাসিনী অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মহালক্ষ্মীকে নমস্কার। আমি কমলবাসিনী নারায়ণীকে নমস্কার করি, কৃষ্ণপ্রিয়াকে নমস্কার করি, যিনি সারা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা), সেই পদ্মাদেবীকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। ৪১

পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচনা, সেই পদ্মমুখী দেবীকে নমস্কার করি, নমস্কার করি। যিনি পদ্মের উপর বসিয়া থাকেন, সেই বৈষ্ণবী পদ্মিনী দেবীকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। ৪২

যিনি সর্ব্ববিধ সম্পৎস্বরূপা এবং সর্ব্ববিধ আরাধনার যোগ্যা, সেই সর্ব্বারাধ্যা দেবীকে আমার প্রণাম, প্রণাম। যিনি জগৎকে সুখদান করেন, মোক্ষদান করেন এবং সকল সিদ্ধি দান করেন, সেই মহাদেবীকে প্রণাম করি, প্রণাম করি। ৪৩

যিনি হরিভক্তি প্রদান করেন ও হর্ষ-সন্তোষ দান করেন, সেই মহাদেবীকে প্রণাম করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন এবং যিনি কৃষ্ণের ঈশ্বরী, আমি সেই মহাদেবীকে প্রণাম করি, প্রণাম করি। ৪৪

কৃষ্ণশোভাস্বরূপিণি। শোভনে (সর্ব্বশোভাময়ি)। আপনি রত্ন ও পদ্মেতে শোভমানা, সকল সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও মহাদেবী, আপনাকে আমি প্রণাম করি, প্রণাম করি। ৪৫

শস্যা। আপনি সর্ব্ববিধ শস্যসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং স্বয়ং শস্যরূপা, অতএব আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি বুদ্ধিরূপা, আপনাকে প্রণাম এবং আপনি লোককে বুদ্ধি দান করেন, আপনাকে প্রণাম, প্রণাম। ৪৬

স্বর্গলক্ষ্মীঃ। আপনি বৈকুণ্ঠধামে মহালক্ষ্মী, ক্ষীরোদ-সাগরে লক্ষ্মী, ইন্দ্রগৃহে স্বর্গলক্ষ্মী এবং রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী এই নামে বিরাজ করিতেছেন। ৪৭

মৃদুলস্পর্শা সুরভিঃ সেব্যে ঽ মৃদুসেবনা।
মৃদ্বী সা সর্বাঃ সাস্তাঃ দক্ষিণা যজ্ঞকারিণী ॥৪৮
অধিহিরণ্যমাস্তা বৃঃ কন্যা ঽবলাসংজ্ঞে।
যস্যা মুখ হরিণাক্ষ্যাঃ সর্বাসাং মুখমুত্তমম্ ॥ ৪৯
বৃঃ হি বিষ্ণুসবনা ঽ সর্বাসাং মধুমত্তমা।
শুক্লদন্তবসনা বৃঃ সাস্তাসেবনসাধনা ॥ ৫০
ক্রোধহিংসাবর্জিতা ঽ যস্যা ঽ শুদ্ধাচরণা
পরমার্থপ্রদা ঽত্ত হরিণাক্ষ্যস্তা পরা ॥ ৫১
যস্যা বিনা ঽন্নং সর্বং ভস্মীভূতমসাধকম্
ঔষধ্যুক্তং বিষক্ত সংযুক্তং যস্যা বিনা ॥ ৫২
সর্বেষাঞ্চ পরা যঃ হি সর্বসাস্তাধর্মিণী
যস্যা বিনা ন সন্তাস্তো সাস্তাসৈর্বাস্তাঃ যস্যা ॥ ৫৩

যস্যা ঔষধ্যো বহুধীভূতা যস্যা যুক্তং সমাহৃতং।
সর্বার্থসাধনোপায়ঃ ঽত্ত কারণরূপিণী ॥ ৫৪
যস্যা সাস্তা মুখস্যাস্যা বিষ্ণুস্যা সৈবসে যথা।
তস্যা বৃঃ সর্বসা সাস্তা সর্বেষাঃ সর্বসিদ্ধিঃ ॥ ৫৫
সাস্তাসৈরন্তরক্তাক্তং ন সেব্যৌষধি সৈবসে।
যস্যা ঔষধ্যো ঽন্নং ঘোষন্তি ন ঔষধ্যোব নিশ্চিতম্ ॥ ৫৬
সুপ্রসন্নমুখা বৃঃ সাস্তা প্রসন্না ভবান্বিতে।
বৈষ্ণিপ্রসক্ত বিষয়ং যেহি সন্তা মনস্তনি ॥ ৫৭
যস্যা যাবন্তো ঔষধ্যো বহুধীভাস্ত ভিন্নকাঃ।
সর্বাসন্দৃষ্টিরোগাংশ্চ তাবতশ্চ হরিষ্যিতে ॥ ৫৮
যাস্যাঃ যেহি ক্রিয়াঃ যেবৈ বলাঃ যেহি সুরেশ্বরি।
ঔষধিঃ যেহি বলা যেহি ভাগো যস্যাঃ যেহি বৈ ॥ ৫৯

পূর্বে সাস্তিকাদের কুলে মৃদুসেবনা মৃদুসেবনীরূপে অধিষ্ঠান করেন। আপনি সেই প্রকিয়া যোগাদের মৃদ্বিত এবং যজ্ঞকারী ঘটিবেন ॥ ৪৮

যাস্যঃ। অবলাসংজ্ঞে। আপনি সেবনযোগ্য ওষধি, কন্যা, (অবলাসংজ্ঞে আপনি কন্যা)। হরিণীসদৃশের অর্থাৎ সেবনীয়ের উদ্দেশে আকৃতি সাধনকালে আপনি যাস্য এবং বিষ্ণুসবনের উদ্দেশে অবসাধনকালে আপনি মধু ঘটিয়া হন ॥ ৪৯

যাস্যঃ। আপনিই বিষ্ণুসবনা, সকলের আসার (আসার) মৃদু মধুময়া, আপনি শুক্ল দন্তবসনা এবং যাস্যসেবনসাধনা ॥ ৫০

আপনি ক্রোধ ও হিংসাবর্জিতা, শুদ্ধাচারিণী, মৃদুসেবা, পরমার্থপ্রদা এবং হরিণাক্ষ্যপেক্ষা পরসেবনী ॥ ৫১

অন্নসাধিকা। আপনি যা থাকিলে এই সম্পূর্ণ অন্ন ঔষধযুক্ত আসার হইয়া যায়, আপনার অভাবে এই মৃদুসান্ন বিষ ঔষধযুক্ত হইয়া সাধনযোগ্য নয় ॥ ৫২

যাস্যা। আপনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সকলের সাধনসাধনা অর্থাৎ সকলের উপসাধনকারিণী। অধিক কি বলিব। আপনি যা থাকিলে অর্থাৎ সম্পাদিত হইলে কোন বস্তুরই আসার বস্তুরা সত্তাসম্বন্ধযোগ্য বলিয়া মনে করে না (অন্যথা কোনও বস্তু আসার্থতা প্রাপ্তির পায়, এই জন্য আসাদন না করিয়া দূর হইতেই বর্জিতা থাকে) ॥ ৫৩

মৃদুসান্ন যে সম্পাদিত, সে বস্তুরীন এবং যে সম্পাদিত, সেই ব্যক্তি সমাদর বলিয়া কথিত হয়। আপনিই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ আসার কারণস্বরূপা। অর্থাৎ আপনিই প্রসন্না হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৫৪

যেরূপ সকল বিষ্ণুসবনা সৈবসবনে অবস্থান মৃদুসাদি বিষয়ের সহিত সর্বসাদিনী সত্তা সাধন হিতকারিণী, সেইরূপ আপনি সকলেরই সর্বসা হিতকারিণী সত্তা বলিয়া কথিত হন অর্থাৎ "যে সত্তা সত্তরা সেবি অন্নসাধনকারিণী" ॥ ৫৫

সাস্তাঃ। কোনও সাস্তাসৈর বিষ সাস্তার অন্নসাধন করিতে না পারিলেও সৈবসাধন আসার সাধা হইয়া ঔষধি করিতেছে সাধ ॥—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫৬

সুপ্রসন্নমুখা (অবধি)। আপনি অবশ্যই মৃদুসান্ন-অন্না, অতএব আমার প্রতি আপনি প্রসন্না হউন। সমাধানি। আমার সাধা আজ সম্পাদিত হইয়াছে, আপনি আমাকে সেই সর্বসাধা প্রদান করুন ॥ ৫৭

যে হরিণাক্ষি। আমরা অন্নসাধ সম্পাদিত হইয়াছি, অন্নসাধনে আমরা মৃদুসান, বিষ্ণুর এবং সর্বপ্রকার সম্পন্নসিদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৮

যে সুরেশ্বরি। অতএব আপনি আমাদের সাধনসাধন করুন, শ্রী (সম্পদ) দান করুন, জয় দান করুন, কীর্তি দান করুন, বল দান করুন এবং যশ প্রদান করুন ॥ ৫৯

তাসাং কোটি গবিঃ কোটি যোষাং কোটি দ্বিজিনে।
তাসাং কোটি চ দর্শং সর্বলোকাশ্চ নির্ঘোষিণম্ ॥ ৭০
প্রত্যেকং প্রত্যেকং প্রতিধিষ্ঠানেন চ।
কচং পদ্মাকরঃ কৃষ্ণ পদ্মবৈবর্তানেন চ ॥ ৭১
বৈকুণ্ঠে চ মহাক্ষণ মনৈঃ সুবসৈঃ সহ
প্রণনাম লক্ষ্মীনেতো মূর্তি রৈক পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২
ব্রহ্মা চ শঙ্করৈশ্চ শেষো ধর্মশ্চ কেশবঃ।
অর্থ চক্রং পরিহারং প্রার্থে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৩
দেবেন্দ্রশ্চ তদা লক্ষ্মী পুণ্যদায়াঃ মনোহরাম্।
কেশবায় দদৌ লক্ষ্মীং লক্ষ্মী মুক্তাদদৌ ॥ ৭৪
অতুর্বিধাশ্চ লক্ষ্মীঃ স্বঃ স্বঃ স্থানঞ্চ নারদ
দেবী জগৌ সত্যঃ ক্রোড়ং হরৌ ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ ৭৫
ব্রহ্মশ্চৈব শঙ্করঃ ব্রহ্মণ্যো চ নারদ।
দত্ত্বা শুভাশিষং তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্বকম্ ॥ ৭৬
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
কুবেরতুল্যঃ স ভবেৎ রাজরাজেশ্বরো মহান্ ॥ ৭৭
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ সোঽপি কল্পতরুর্নরঃ
পঞ্চলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৭৮
সিদ্ধিস্তোত্রং যদি পঠেৎ মাসমেকন্তু সংযতঃ।
মহাসুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদসংবাদে মহালক্ষ্ম্যুপাখ্যানং সমাপ্তম্।

নারদ উবাচ।

পুণ্যঃ হরিগুণঃ শ্রুতঃ জ্ঞানং মহ সংস্মৃতম্।
তত্র সর্বমুক্তশ্চ প্রতিকৃতং পূর্বং মুনা প্রভো ॥ ৮০
অধুনা বাঞ্ছিতঃ পুণ্যঃ শঙ্কুরেব নারদ
তুলসী কথং সংবদ্ধা ন চ দধ্যো বনং যতঃ ॥ ৮১
দৃষ্টি শিবেন সমনতঃ পাদে হৃৎ পূজা মুনে
তৎ সর্বং বেদপ্রমাণং শ্রুতিমুক্ত বক্তুম্ ॥ ৮২

হে হরিপ্রিয়ে! আমি দান কমল, রবি দান কমল, সর্বসিদ্ধি যোগে দান কমল, জ্ঞান দান কমল, ধর্ম দান কমল এবং ইন্দ্রিয় সর্ব যোগাতা প্রদান করুন। ৭০

নারদ! অনন্তর আনন্দ প্রথম, প্রধান, সর্বাদি-কার, ধন, পতাকা এবং পুত্র দাতা ঐশ্বর্য প্রদান করুন। ৭১

এই কথা বলিয়া দেবগণ সহিত মহেন্দ্র সকল প্রণাম করিয়া সর্বপূর্ব ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। ৭২

ব্রহ্মা, শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম এবং কেশব—ইঁহারা সকলে দেবগণের জন্য ইঁহাকে আশ্বাস কথা কহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ৭৩

তখন সেই দেবকামিনী দেবী লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে বর প্রদান করত কেশবকে মনোহর পুষ্পমালা প্রদান করিলেন। ৭৪

নারদ! তাহার পর লক্ষ্মী দেবগণ সকলেই আসিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। আর দেবী লক্ষ্মী ক্ষীরোদ-শায়িনী শ্রীহরির ক্রোড়ে প্রহৃষ্ট চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন। ৭৫

নারদ! ব্রহ্মা ও শিব—ইঁহারা উভয়ে প্রীতিপূর্বক দেবগণকে শুভাশীর্বাদ প্রদান পূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। ৭৬

যে মানব প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই মহাপুণ্যপ্রদ স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই মানব কুবেরতুল্য ধনবান হইয়া মহারাজ রাজেশ্বর হইয়া থাকে। ৭৭

কোনও মানুষ যদি সিদ্ধ হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে সেই মানুষ কল্পতরু হইয়া যায়। এই স্তোত্র পঞ্চ লক্ষবার জপ করিলে মনুষ্যগণের স্তোত্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৭৮

কোনও ব্যক্তি যদি সংযত হইয়া একমাস সিদ্ধস্তোত্র পাঠ করে, তবে সেই ব্যক্তি মহাসুখী ও রাজেন্দ্র হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদাত্মক মহালক্ষ্মী স্তোত্র সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন—হে প্রভো! আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, ঋষি দুর্বাসা-প্রদত্ত শ্রীহরির নির্মাল্য পুষ্প যাহার মস্তকে অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহার পূজা সকল দেব-দেবীর পূজার ফল প্রদান করিত। ৮০

সেই পুষ্প ঐরাবতের মস্তকে স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার পর সেই হস্তী বনে গমন করিয়া যায়; তুলসী কিরূপে অবলম্বন হইল? ৮১

হে মুনে! শ্রীহরি তুলসীকে সর্বদা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আমাকে বিস্তারিত করিয়া বলুন। ৮২

[illegible] সংপূজ্য চ পুনশ্চ সঃ।
পূজয়ামাস লক্ষ্মীং ভক্ত্যা চ মুনিঃ [illegible] ॥ ৮৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৬

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

[illegible]

[illegible] লক্ষ্মী [illegible] পূজা [illegible] ॥ ৮৫

[illegible] ॥ ৮৬

তদা [illegible] পূজাকালে বভূব হ ॥ ৮৭
[illegible]
[illegible] লক্ষ্মীং [illegible] ॥ ৮৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে নাম একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—[illegible] ॥ ৮৭

[illegible] ॥ ৮৮

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে লক্ষ্মীর উপাখ্যান নামক একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[লক্ষ্ম্যুপাখ্যানম্ ।]

নারদ উবাচ

নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণপরায়ণ [illegible]
[illegible] ॥ ১
[illegible]
[illegible] ॥ ২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৫

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

[লক্ষ্মীর উপাখ্যান।]

নারদ কহিলেন,—হে নারায়ণ মহাভাগ! [illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—[illegible]

কেষু বা মাসপূজক ব্রোতুঃ কিম্বা ব্রতিক্রিয়া ।
ক্ষেত্রে ব্রতি ব্রতাঙ্গং প্রোক্তং ব্রতাদি বদ সুব্রত ॥ ৬

নারদ উবাচ ।

যানি দেবর্ষিভির্বিহিতানি সর্ব্বকর্ম্মসু
নিরূপিতে যথা যথা যজ্ঞিনা সর্ব্বেষু যথা ॥ ৭
এতানাঃ চরিত্রং কথা কথাঃ প্রোক্তানুবাদ ॥ ।
ত্রোতুমিচ্ছামি যত্নেন বদ বেদবিদাং বর ॥ ৮

সৌতিরুবাচ ।

নারদেন বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টো মুনিপুঙ্গবঃ ।
কথাং কথিতুমারেভে পুরাণোক্তাঃ পুরাতনীম্ ॥ ৯

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

পুরা ভগবতা দেবাঙ্গনাভার্যাং বহুঃ পুরা
ব্রহ্মলোকে [illegible] সম্প্রদায়াৎ ॥ ১০

মহারাজ যে উপাখ্যান আছে এবং যেরূপ কথিত আছে তাহার উপাখ্যান পূর্ব্বরূপে বর্ণিত আছে ॥ ৫

মহাভাগ নারদ! সেই সব উপাখ্যানের মধ্যে যাহা শাস্ত্রীয়, তাহার মধ্যে তুমি কোন্ উপাখ্যান শুনিতে ইচ্ছা কর; যাহা তুমি জানিতে চাও, আমি তাহা তোমাকে পুনরায় বলিব ॥ ৬

নারদ কহিলেন,—ভগবন্! সমস্ত কর্ম্ম হরিকীর্ত্তন-বিধান শাস্ত্রপ্রমাণ প্রভৃতি। এইরূপ নিরূপণে উক্তরূপ নিয়মাদি যাহা যথা প্রভৃতি প্রভৃতি এবং তাহার কর্ম্ম বর্ণিলা হউক ॥ ৭

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আপনার শ্রীমুখ হইতে এই কিম দেবী চরিত, শ্রবণ প্রভৃতি করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮

সৌতি কহিলেন,—নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ হৃষ্ট পূর্ব্বক পুরাণবর্ণিত পুরাতনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! পুরাকালে দেবগণ তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্মলোকেও ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠ মহাত্মা ব্রহ্মলোক বাস করিতেন ॥ ১০

পূর্ব্বে। দেবগণ প্রভৃতি গমন করিয়া বিধাতার

যথা নিবেদনা চতুর্মাসাবধেঃ শুভে ।
তথা কথা প্রতিজ্ঞায় নিবেদ্য শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ১১
নারদেনাপি কথিতাঃ কথাশ্চ বহুধা নঃ
যথা যথাবদ্বিধিনা তথা বেদানাং ক্রমেণ ॥ ১২
যদ্বিধিবিধিনা প্রাপ্ত তথা চ অভিধানতঃ ।
যথা তৈব প্রাপ্তবিধি তথ্যত্র বুদ্ধিপূর্ব্বম্ ॥ ১৩
দেবাঃ নিরাপত্তে সর্ব্বে সংসতাং পুনর্বাক্
যথা নিবেদনা চতুর্মাসাবধারণকম্ ॥ ১৪
তথা কথা তু নারদেন শ্রীকৃষ্ণঃ পরমঃ যতো
পুরাণেষু প্রকৃতিঃ যাস্যন্তি তথাস্তে ॥ ১৫
প্রকৃতিঃ কন্যা চৈব সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ।
বহুধা নায়িকা শক্তিরূপা নানারূপিণী ॥ ১৬
শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিষ্ঠাত্রী প্রেমানন্দস্বরূপিণী ।
ভক্তীব মুক্তী দাত্রী সর্ব্বদা সুখাবহা ॥ ১৭

তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বিবরণ করিলেন। তথা দেবগণের নাম শ্রবণ করিয়া আনন্দকালীন প্রতিজ্ঞা করে শ্রীহরি চরণতলে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তখন ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় আত্মাতে অন্তর্ধান করিলেন। সেই সময় যে যে হরি প্রভৃতি কথা হইয়া থাকে, সেই সকল দেব হরি দেবগণের আনন্দার্থ কথা প্রদান করিলেন ॥ ১২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণ ও ঋষিগণ সকল অভিমতেরে হয় যে হরি প্রভৃতি কহেন, দেবগণও সেই প্রভৃতি হরি প্রসন্ন হয়েন, কিন্তু দেবগণ সেই প্রভৃতি হরি প্রসন্ন হইলেন না ॥ ১৩

তখন দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় প্রকৃতির স্তব করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার প্রভাবে তাঁহাদের অন্তরে দেবী নিবেদন করিলেন ॥ ১৪

তথা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দেতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইলেন। তাঁহার পর তথা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে প্রকৃতিদেবীকে পূজা করিলেন ॥ ১৫

তখন সর্ব্বশক্তিরূপা প্রকৃতিদেবী স্বীয় আত্মাতে প্রাতঃকালীন হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারিণী হইলেন ॥ ১৬

ঈষদ্ভাষাপ্রভৃতা সাক্ষাৎকারুণ্যকারিণী।
ঈষদ্ভেদি বিবেকেন পরিবারে বরা বধূঃ ॥
বিবিক্তদর্শনাৎ ক্রূরা সপ্তমাৎ সপ্তমাচ্চ যা ॥ ১৮

অনুবাক ।

ধনাধ্যক্ষাধিকা শক্তির্ভর্তা চ পুত্রকৃতী।
ধনুঃ ন পরুষকৃতী হন্তাপত্য হরা বিনা ॥ ১৯
ধনাদ্যোক্তির্ধনী ধনাদ্ধনে যদ্ যাতরতি ধনিনঃ।
সুরেভ্যঃ প্রাতুর্ধন্তি পুরাঃ সানন্দপূর্বিকম্ ॥ ২০
অন্যঃ সম্পৎকরণা চ শ্রীরূপা চ কুবেরী।
দেবানাং পূজিতা সর্বলোকানাং ভবাধিকে ॥ ২১
ধনধান্য অং ধনদা যা বিদ্যা বহুল ই।
ধনুবাচ যত্র দেবী বাচিত্রাঃ পরমুখম্ ॥ ২২

অনুবাক ।

অয়ং কৃত্স্ন ইতিহাসাদি ভগবা পুরিতেন চ

প্রথম অধ্যায় যথাবিধি পরায় প্রথমের চ ॥ ২৩
বিদ্যা ভগবা যত্র সপ্তমূর্ত্তাক্ষ্ণ প্রভু।
বিতর্দ্দি দেবো বিবক্ত বর্ষঃ সাক্ষী চ দেবিনাং ॥ ২৪

সর্বাঙ্গপূজে। দেবানাং পরেষু চ পরেষ্বরঃ।
প্রকৃতিঃ সর্বপূঃ সর্বপূজিতা ঘংপ্রসাদতঃ ॥ ২৫
অন্যো মুখরাক্ষের পূজিতা যং বিদেষা চ।
ঘং পাদস্থঃ পরৈরুঃ ভাবেন চিন্তয়ামাহম্ ॥ ২৬
পরাত্মা পাদমিত্যুক্তং পরমাত্মমুখাদ্ভঃ।
ভগবান্ ভগবা পাদে পরাত্মীয়ন্ত পরতা ॥ ২৭
তপাত্মকে পরমর্ষেরুপাদেব পাদতা।
ভগা ধর্ম শ্রীকৃতঃ নির্ভগা প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২৮
অন্যাং ভগবীকে ভগা পূজা চ পূজনী।
পূর্ণাং সম্প্রাপ্ত আদেন ভাবেনস্ত চ ভাবুকী ॥ ২৯

শ্রীভগবানের মহাত্মা অবলিত মূর্তবেদের অনুশাসন প্রভাবে ভগবতিনী, অন্যান্য পূজনী, ভাগ্য, ভগবীয়া, ভগোদয়া, ঈষৎ ভাবে প্রসন্নমনা অন্তঃকরণে অনুগ্রহ করিতে ভগবতী সেই সর্বদেবী বিবিধ মন্ত্রদ্বারা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন,—হে পরমাত্মন্। আপনি মম প্রার্থনা শ্রবণ। ভগা ঈশ্বর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশে ॥ ১৭ ১৮

ভগা বলিলেন,—পূজনি। তুমি অধিক বাহিরা পরি হইয়া ভাগ্যে পত্নী হও। ভগবান্ (পতি) তোমার সমস্যা সাধনে কোন পত্নী যত্ন করিতে সমর্থ হয় না ॥১৯

অন্যান্য তোমার বাম অন্তর ভোগ ঈশ্বরে ভোগিনী করিয়া যে বলি ভোগদ্বারা ঈশ্বরের প্রসাদ করিবে, সমস্ত ভোগদ্বারা ধনাদ্বারা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২০

যে অধিকে। তুমি অধিক সম্পৎকরণা, শ্রীরূপা (শোভাকারিণী) ও কুবেরী হইয়া দেবতাদের এবং মহর্ষি সকলের পূজিতা হও—তুমি এই জগতে প্রধান হও ॥ ২১

ভগবান এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধান্যদেবী বিদায় হইলেন। তখন ভগা দেবী ধান্য লিখিত অভিপ্রায় দেবী ভগবান বলিলেন ॥ ২২

ধান্য বলিলেন,—ভগবন্। আমি মূর্তিধারণ করিয়া ভগবান্ ভগবতীর ভগবা করিব। এই শ্রীভগবানের ধান্যের ভাব ধান্য কিন্তু আপনে, ভগবতীর ভগবান ভাগ্যপূর্ণ ॥ ২৩

বিবাহ ভগবান করিয়া ভগবতি ভগবতের মূর্তিধারণ হইয়াছেন, পরে ভগবান ও ভগবতী হইয়াছেন, ভগবান ভগবতীর ভগবা করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্ব ভাবন করিয়াছেন, এই সমস্ত দেবতাই ভগবতের ভগবতীর ভগবতী হইয়াছেন, ভগবান দেবতাদের ভগবা সর্বাগ্রে পূজনীয় হইয়াছেন, সর্বজনতা প্রকৃতি সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন এবং ভগবিদ ও ভগবিদগণ পূজিত হইয়াছেন, পরমাত্মন্। আপনি ভগবান শ্রীভগবানের ভগবতের ভিত্তা করিব ॥ ২৪ ২৬

শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় হইতে ভগবা পরমপূজ্য দেবী ভাগ্য পরমেশ্বরি ভগবান এই ভগা বলিয়া ভগবদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সরোজের ধ্যানদ্বারা ভগবা হইতে ভগবান করিলেন ॥ ২৭

সেই ভগবা ভাগ্যের এক পরমে পরমাত্মনা হইয়া ভগবতের ভগবা করিলেন ॥ ইহাতে সেই সমস্ত ভগবতেরী প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বিভূতি (ভগবতী) পরমাত্মা শ্রীভগবান বর্ণন করিলেন ॥ ২৮

পূজনী ভাগ্যদেবী ভগবতী ভগবতীর ভগবতী ভগবদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন করত ভগবতী হইয়া ভগবান পূজিতা হইলেন ॥ ২৯

বিজ্ঞায় অবতিষ্ঠেরন্ সর্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ৮২
মনুষ্যাণাং চ সর্বেষাং স্ত্রীণাঞ্চাপি তথা ভিষক্ ॥৮৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

যাস্যামি ত্বদ্গৃহেশেন সহ পত্নী ত্বমিত্যুত।
যাত্রা মাঙ্গল্যতো যত্র তাত্রৈব নয়তিস্তু ন ॥ ৮৪
অনুমান্যোঽধিকা যূয়ং ত্বদ্গৃহস্থা চ মাবিতি
মন্ত্রাভরণপূজা চ মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৮৫
যদ্ভিস্তারং ভক্তিভাবেন সম্পূজ্য চ পুনর্ভবীঃ।
ব্রজিষ্যন্তে তদা সাধ্বি যাত্রায়া ন্যূনতা ন হি ॥ ৮৬
ইত্যুক্ত্বা তত্র সর্বত্র দেবো দেবীসমাবৃতো নারদঃ।
তত্রাগত্য মন্ত্রতো যদ্ভির্যথিতোপচারতঃ ॥ ৮৭
ব্যাসেনৈব সাধ্বসোদ্বৈর্যাত্রা তাং তত্ত্ববিত্তমাম্।
সম্পূজ্য পরিতুষ্টাব পাদি ত্রাহ মন্ত্রতঃ ॥ ৮৮
তদা বিদ্যা সর্বলক্ষ্যা ন ত্বেষে যাত্রয়া সহ ॥

অতীব নির্জনে তত্রৈ সন্তোষপুরুষে সদা ॥ ৮৯
মনুষ্য সর্বঃ তত্রাস্ত তত্রাসন্ত চ দেবতাঃ
তত্রত্যাঃ ন মা দেবী বিনাং যাস্যবরমব্রবীৎ ॥ ৯০
ততঃ পুনশ্চ পূজান্তে তদীয়ান্যনুমোদ্য চ
দক্ষিণাদিভিরীপ্সিতাবরদীয়ান্ ত্রুবেণ চ ॥ ৯১
তত্রত্যো মুনয়শ্চৈব ব্রহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ
ব্যাসান্তাঃ সমুদ্ভূতাঃ ঋষিবর্যাশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৯২
আরাধ্যুক্ত মন্ত্রক যোঃ পুরুষাশ্চ প্রকল্পতঃ।
সর্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মন্ত্রস্য প্রবণাত্রতঃ ॥ ৯৩
বিপ্রহীনো যথা সর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ।
পতিসেবাবিহীনা স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা নরঃ ॥ ৯৪
ফলদাধিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো হি নিষ্ফলঃ।
যাত্রাহীনস্তথা মন্ত্রঃ ন ত্রুতঃ ফলদায়কঃ ॥ ৯৫

সর্বজ্ঞ শ্রীহরি ঈষৎ আবিষ্ট অভিমান জানিতে পারিয়া দীর্ঘকাল ভক্তজনসহ কৃপাদৃষ্টি রাধাকে বিশ্ব মোহন স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৮০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রিয়ে! যদ্যপিও তুমি নিজ অঙ্গের শক্তিরূপ রাধার যাত্রাকালে যাত্রা করা হইবে আমার আজ্ঞা করিবে ॥ ৮১

তাপিনি! তুমি এখন অন্তঃপুরের যাত্রিকা করি হইয়া থাকিবে আমা হও। তুমি আমার ভক্তদের মন্ত্রোদ্ধার-ভক্তদা ও দয়া করিয়া হইবে ॥ ৮২

যদি তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ ভক্তিভাবে পূজা করিয়া ভবতীরা রাধা অর্থাৎ ভবতী তোমার সহিত ভ্রমণ করিবেন ॥ ৮৩

হে সাধ্বি! এই কথা বলিয়া দেবর্ষিদের শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণীকে আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিক রাধার আদেশে সেই সময় বহির্দেশ রক্ষিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৮৪

তদনন্তর যদি সাধ্বসমেতে ব্যাসমুখ তত্ত্ববিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞানী) সেই যাত্রা দেবীর নাম তত্ত্ব বিশেষরূপে পূজাপূর্বক স্তব করিলেন এবং মন্ত্রপাঠপূর্বক স্তবের পাদিত্রয় করিলেন ॥ ৮৫

হেমন্তের অতিশয় দয়া সম্ভাবযুক্তের অতীব নির্জন স্থানে তথায় রাধা দেবীর সহিত বিদ্যা সকলদেবতাকে সর্বত্র সর্বদা ও সকল স্থানেই সদা ॥ ৮৬
মনুষ্য সর্বত্র তত্রাস্ত তত্রাসন্ত চ দেবতাঃ
তত্রত্যাঃ ন মা দেবী বিনাং যাস্যবরমব্রবীৎ ॥ ৮৭
ততঃ পুনশ্চ পূজান্তে তদীয়ান্যনুমোদ্য চ
দক্ষিণাদিভিরীপ্সিতাবরদীয়ান্ ত্রুবেণ চ ॥ ৮৮
তত্রত্যো মুনয়শ্চৈব ব্রহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ
ব্যাসান্তাঃ সমুদ্ভূতাঃ ঋষিবর্যাশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৮৯
আরাধ্যুক্ত মন্ত্রক যোঃ পুরুষাশ্চ প্রকল্পতঃ।
সর্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মন্ত্রস্য প্রবণাত্রতঃ ॥ ৯০
বিপ্রহীনো যথা সর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ।
পতিসেবাবিহীনা স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা নরঃ ॥ ৯১
ফলদাধিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো হি নিষ্ফলঃ।
যাত্রাহীনস্তথা মন্ত্রঃ ন ত্রুতঃ ফলদায়কঃ ॥ ৯২

হয়ন করিলেন ॥ ৯৩

তদনন্তর (অতিশয়) দীর্ঘে তথন রাধার সর্বজ্ঞতা হইল। রাধাদেবী সেই সর্ব বিদ্যা রাধা ব্যবহারকাল ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৯৪

তদনন্তর রাধা দেবী রক্ষিণী, বার্ষিকা ও আত্মবীর—এই তিন সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে তিন পুরে গমন করিলেন। (অতি পূজ্য বলিয়া রাধার অভিমানের স্থান হয়।) ॥ ৯৫

শ্রীকৃষ্ণের পাকাদ্যুদয়ে (৪৫ হইতে ৬২ শ্লোকে) যেই সময় হইতেই অর্থাৎ অঙ্গুলের দ্বারা দেবীর সহিতজন গ্রহণ করার পর হইতেই ঋষি, মুনি ও ব্রাহ্মণগণ এবং অভিমানি সকলে রাধার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ "ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা," "ওঁ বিদ্যায়ৈ স্বাহা," "ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা" এই ভাবে স্বাহা পদ মন্ত্রসমেত প্রযুক্ত করিয়া হোমের আহুতি দান করিতে লাগিলেন ॥ ৯৬

তদনন্তর যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে 'রাধা' মূল মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তির মন্ত্র গ্রহণমাত্রই সর্বসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৯৭

যেরূপ বিপ্রহীন সর্প, যেরূপ বেদহীন ব্রাহ্মণ, যেরূপ পতিসেবাবিহীনা স্ত্রী, যেরূপ বিদ্যাহীন মানুষ এবং যেরূপ ফলহীন ও পাকাদ্যুদয় বৃক্ষ নিষ্ফল হয়; সেইরূপ যাত্রাবিহীন মন্ত্র নিষ্ফল; তাহার, তাহার মন্ত্র নিষ্ফল হয়, ফল প্রদান করিতে পারেন না ॥ ৯৮-৯৯

পতিব্রতা বিনা সর্বে দেবাঃ সংসারপুরস্থিতিম্ ।
আবয়োরৈব ভক্ত্যা সকলং সর্বদা চ ॥ ৪৩
[illegible] [illegible] সর্বঃ সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৪

সাবিত্র্যুবাচ ।

ধর্মাদ্যাখ্যানমিদং যাবং শ্রোতুং সুমহৎ
সংপূজ্য ধর্মজ্ঞেন কেন ভাবঃ সব যে প্রভো ॥ ৪৫

ধর্মরাজ উবাচ ।

যাবৎ পতিব্রতানাং শ্রোতুং পূজাবিধানকম্ ।
তথাপি [illegible] ক্রমেণ তাবদ্ধ্যানং নিশাময় ॥ ৪৬
সর্বদেবাধিষ্ঠাত্রী [illegible] মহাদেবী ।
যাত্রা সংপূজ্য [illegible] [illegible] সর্বাঃ [illegible] ॥ ৪৭
যাবৎ [illegible] সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্ ।
বিবাহ নিৰ্দিষ্টাঃ [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৮
ইতি ধ্যাত্বা চ পূজয়েৎ দেবীং নাগাদিভিঃ নরঃ ।
সর্বসিদ্ধিঃ ভবেৎ স্বস্য পূজা দেবীং পূজা সুখং ॥ ৪৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহেত্যনেন চ ।
যঃ পূজয়েৎ তাং দেবীং সংস্থিতিং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৫০

বহ্নিপত্ন্যুবাচ ।

স্বাহা [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] চ [illegible] চ [illegible] ॥ ৫১
সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধা চ সিদ্ধিদা সর্বদা নৃণাম্ ।
হুতাশদাহিকা শক্তিস্তৎপ্রাণাধিকরূপিণী ॥ ৫২
সংসারসাররূপা চ ঘোরসংসারতারিণী ।
দেবজীবনরূপা চ দেবপোষণকারিণী ॥ ৫৩

সাবিত্রি যত্ন সহকারে বিধান কহিলাম শ্রবণ কর। দেববৃন্দ এই [illegible] আদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] ॥ ৪৩

হে সাবিত্রি! এই আমি তোমার নিকট সুখপ্রদ, মোক্ষদ, সার এবং উত্তম সাবিত্রী-উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। পুনরায় আর তুমি কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ॥ ৪৪

সাবিত্রী কহিলেন,—[illegible] [illegible] পূজা করিয়া যাহা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, আপনি সেই দেবীর পূজাবিধান, ধ্যান ও স্তোত্র আমাকে বলুন ॥ ৪৫

ধর্মরাজ কহিলেন,—বৎসে! আমি তোমাকে যাহা দেবীর ধ্যানক্রমে যাহা, স্তোত্র ও পূজাবিধান বলিতেছি, তুমি যত্নপূর্বক শ্রবণ কর ॥ ৪৬

সাধ্বি! [illegible] [illegible] কারণ [illegible] সাবিত্রী দেবীর পূজা করিয়া সেই সব ব্রতের সম্পূর্ণ ফললাভের জন্য আদি [illegible] [illegible] করিতে হয় ॥ ৪৭

যাহা দেবীর ধ্যান কহিতে হইতেছে,—যিনি ব্রহ্ম-পুত্র (বা ব্রহ্মস্বরূপা), সর্বসিদ্ধিস্বরূপা, [illegible], সিদ্ধিদাত্রী এবং মধুসূদনের মায়া [illegible] [illegible], আমি সেই যাহা দেবীকে ভজনা করি ॥ ৪৮

হে পুত্র! এই মন্ত্র ধ্যান করিয়া পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ উপচারে পূজা করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। তুমি তথন সেই পূজা [illegible] [illegible] [illegible] কর ॥ ৪৯

যে ব্যক্তি "ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা" এই মূল মন্ত্র দ্বারা যাহা দেবীর পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০

বহ্নিদেব যে স্তোত্র দ্বারা যাহা দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা কহিতে হইতেছে। বহ্নি কহিলেন,—[illegible] যাহা প্রকৃতি অবলম্বনা, [illegible] ও [illegible] [illegible]-রূপিণী, মন্ত্রফলের দাত্রী এবং সকল জগতের ধাত্রী সতী দেবী ॥ ৫১

সিদ্ধি সিদ্ধিরূপা, সিদ্ধিদা, সর্বদা মনুষ্যগণের সিদ্ধিদাত্রী অথবা মনুষ্যগণের সর্বদা—সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী, হুতাশনের (অগ্নির) দাহিকা শক্তি এবং অগ্নির প্রাণাধিকরূপা ॥ ৫২

এই দেবী সংসারের সাররূপা, ঘোর সংসার হইতে নিস্তারকারিণী, দেবগণের জীবনরূপিণী এবং দেবগণের পোষণকারিণী ॥ ৫৩

যোঽপ্রৈশবাদি নামানি যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য দেহান্তে পরম পদং ॥ ৫১
নামৈতৈর্যো ভবেত্তস্য সর্ব্বকার্য্যং শোভনম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রমপুত্রো লভতে স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫২

যে ব্যক্তি "১। বালা, ২। বালা প্রকৃতি রূপা, ৩। ব্যাসপত্নী, ৪। স্থাবরশা, ৫। মহ স্বরূপা, ৬। কন্যারূপা, ৭। সতী, ৮। নির্বিকল্পা, ৯। বিদ্যা, ১০। বিদিশা, ১১। বহ্নির দাহিকা শক্তি, ১২। বহ্নি প্রকাশিকা, ১৩। সত্যের দাহিকা, ১৪। দেহের মঙ্গলকারিণী, ১৫। তেজোরূপা, ১৬। দেহ দোষহারিণী"—এই ষোড়শনাম ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি উদ্ধারে ও পরলোকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫১

তাহার কোনও কার্য্য অসিদ্ধ হয় না। তাহার সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বত্র শুভকারক বিশেষ হইয়া থাকে। এই স্তোত্র পাঠকের অপুত্রের পক্ষে অপুত্র মানুষ পুত্র প্রাপ্ত হয় এবং ভার্য্যাহীন ব্যক্তি ভার্য্যালাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বালোপাখ্যানং নাম চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদে বালোপাখ্যান নামক চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বালোপাখ্যানম্]

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি বালোপাখ্যানমুত্তমম্।
পিতৃণাঞ্চ স্তুতিকরং [illegible] ॥ ১
সর্ব্বেষামেব পিতৃণাং [illegible] বিধিঃ।
[illegible] ॥ ২
সর্ব্বা সর্ব্বপিতৃণাং [illegible]।
[illegible] ॥ ৩

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

[স্বধা-উপাখ্যান।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তিকর, সকল আয়ের [illegible] এবং উহার শ্রবণে [illegible] বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে পিতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই পিতৃগণের চারি জন মূর্ত্তিমান্—তেজস্বী এবং তিন জন তেজোময়—জ্যোতির্ম্ময় ॥ ২

বিধাতা নির্ম্মিত সপ্ত এই সপ্ত পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আহার [illegible] শ্রাদ্ধ ও তর্পণ প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া দিলেন ॥ ৩

স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং শ্রাদ্ধান্তং দেবপূজনম্।
আহ্নিকঞ্চ ত্রিসন্ধ্যান্তং বিপ্রাণাঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৪

নিত্যং ন কুর্য্যাদ্ যো বিপ্রস্ত্রিসন্ধ্যং আহ্নিকং।
বলিং বৈশ্বদেবঞ্চ সোঽপি বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৫

হরিসেবাবিহীনশ্চ শ্রীহরের্নৈবেদ্যভুক্।
ভস্মান্তং পাতকং তস্য ন কর্মার্হঃ স নারদ ॥ ৬

বেদে এই বিধান আছে, যাবৎ স্নানাদি যে,—স্নান তর্পণ পর্য্যন্ত আহ্নিক কার্য্য শেষ না করিলে আহার করা হয় না। দেবপূজা অর্থাৎ দেবপূজার পর শ্রাদ্ধ কার্য্য না করিলে দেবপূজা সার্থক হয় না এবং দেবপূজার জন্য আহ্নিক হয় না। ব্রাহ্মণদের আহ্নিক ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা—এই তিন কালে করাই শ্রেয়। অন্যথা যাহা সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদের আহ্নিক সমাপ্ত হয় না ॥ ৪

যে ব্রাহ্মণ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা, আহ্নিক, বৈশ্বদেব বলিদান ও বেদ পাঠ করে না, সেই ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া যান ॥ ৫

নারদ! যে ব্রাহ্মণ হরিসেবাহীন এবং শ্রীহরির অনিবেদিত আহার ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু-

অন্যা শ্রাদ্ধে বিধিঃ সর্ব্বো ভবেদ্ বিশ্বেদেবতে।
ন প্রাক্‌সন্ধিঃ পিতৃণাং স্যাদ্ বিনা বৈশ্বদেবাৎ। ৭
সর্বে প্রেতস্থঃ ভূমিষ্ঠা বিপ্রাঃ প্রথমতঃ সদাঃ।
সর্বে বিশ্বেদেবাঃ দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরাঃ বিধিঃ। ৮
প্রজ্ঞা চ যাবতী কন্যাঃ সমূহে তাঃ সমোদয়াৎ।
প্রদদ্যাদেকসংখ্যাঃ বা বহুত্বে তাঃ সমোদয়াৎ। ৯
বিপ্রাণাং তদভাবেঽপি ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ
বৈশ্যানাং শূদ্রজাতীনাং সমূহবদুদীরিতম্। ১০
বিপ্রাণাং প্রকৃতেরেবাঃ দক্ষিণা বরণায় তু তস্যৈ।
ঘণ্টাদিদানাং পূর্ব্বত্রা সন্ধৌ সঙ্কল্পনায়ুতম্। ১১
সঙ্কল্পসময়ক্ষত্রপাদপক্ষালনং বিদুঃ।
পত্নীঃ পিতৃণাং পশ্চাদ্যাং পক্ষতঃ পক্ষমোদনম্। ১২
পিতৃণাস্তাঃ দদৌ কন্যাঃ ভূয়োঽভ্যর্চ্চ্যাভিষিচ্য চ।
ব্রাহ্মণাস্তোষণেনৈব চক্রায় যোগশীয়কম্। ১৩

স্থান পর্যন্ত অন্যান্যেতর অংশই থাকে এবং সে বিষয়ে বেদ কর্তৃক অধিকারী ৩৪ পৃ.।

অন্যা পিতৃযজ্ঞের বিধিই শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বিশেষ অর্চিয়া দিয়া থাকেন। তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধসমূহে শ্রাদ্ধারম্ভে পিতৃযজ্ঞের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করিতে পারিলেন যটে কিন্তু পিতৃযজ্ঞ দ্বারা শ্রাদ্ধ হইবেন না। ৭

তৎপর সেই পিতৃগণ ভূমিষ্ঠ ও নিজ প্রজার সমীপ গমন করিলেন এবং তথায় বিরাজমান প্রথমেই উপস্থিত সং বিশ্বেদেব করিলেন। ৮

অন্যা পিতৃযজ্ঞের মত তথা প্রথম করিয়া এক অন্যান্যেতর যাবতী তথা সৃষ্টি করিলেন। যেই তথা প্রজ্ঞাবতী, যৌতুকসম্পন্না, পরস্পরের চরণের তথা আকর্ষণকারী, বিনয়াবতী, গুণবতী, ভাবিনয় উপযুক্তা, সর্বাঙ্গসুন্দরী যৌবনসম্পন্নপুত্রসমূহ অর্থাৎনিকট, শ্রদ্ধাভক্তিসমূহে বিভূষিতা, বিনয়ী, প্রকৃতির আনন্দময়ী, ইহার ব্যাখ্যাকারী, মধুরভাষী, তন্ত্রজ্ঞানী, সুখের সম্ভোগিনী, সর্বাঙ্গীনা সমস্তসম্পন্না, পরমাত্মার উদ্দেশ্যে স্থাপিত পরমাত্মসম্বন্ধবাদিনী, পরমপূজ্যা, পরমোদারা, পরমা পিতৃযজ্ঞের পত্নী এমন 'তথা' নারী বিবেন। ৯-১২

অন্যা সেই সমস্ত এই যাবতী তথা পরিপূর্ণা অন্যকে সমর্পণ পিতৃযজ্ঞের সমাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে যোগ্যরূপ উপদেশ করিলেন। ১৩

যথাস্তং সমুদ্ভূতাঃ পিতৃভ্যো যেহি কেচি চ।
অন্যেব তেন বিপ্রাক্ত পিণ্ডে দানং সমূহ পূজা। ১৪
যাবা পত্নী দেবযানে পিতৃযানে যথা যথা।
তন্মিন্ সঞ্চিত্য সন্তা যজ্ঞরক্ষণক্ষিণঃ। ১৫
পিতৃযো দেবতা বিপ্রা মুনয়ো মানবাস্তথা।
পূজাঃ চক্রুঃ যথাঃ পাত্রাঃ ভূষাদ্যৈ পরমাদরম্। ১৬
দেবযানস্থ সন্তুষ্টাঃ পরিপূর্ণমনোরথাঃ
বিপ্রাদয়স্তে পিতরঃ যথাদেবীমূচুস্তদা। ১৭
ইত্যেবং কথিতং সর্বং যথোপাখ্যানমুত্তমম্,
সর্বেষাঞ্চ তুষ্টিকরং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ১৮

শ্রাদ্ধ উবাচ।

যথাপূজাবিধানঞ্চ যাবা ভোক্তাঃ মহাত্মনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন বদ বেদবিদাং বর। ১৯

যে ব্রাহ্মণগণ। তোমরা অন্যান্য থেকে 'তথা' নাম (নাম) উচ্চারণ করিয়া পিতৃযজ্ঞকে দেয় যাবাদি প্রদান কর। তথায় এই উপদেশ প্রদান পূর্ব্বাকালে যেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ তথায় মন্ত্র দ্বারা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করিয়াছিলেন। ১৪

দেবযানকে দান করিবার মন্ত্রে মন্ত্র প্রদত্ত এবং পিতৃযজ্ঞকে দান করিবার সময় তথায় মন্ত্র নেই। যে দেবতাগণ, যে পিতৃগণ সর্বত্র রক্ষিনা প্রদত্তা অর্থাৎ সকল অর্থে তথাকেই রক্ষিনা দান করিবে এইরূপ; কারণ, তথাকিনা (রক্ষিনাদিনা) তথা যাই (পত্নী) হইয়া যায় অর্থাৎ উপপ্লুত হয় না। ১৫

সেই সময় পিতৃগণ এবং দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি ও মানবগণ সকলে সাধারণরূপ সেই যথাদেবীর পূজা করিলেন এবং সন্তোষের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬

অনন্তর যথাদেবীর সমাদরে দেবাদি সকলে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণাদি সকলে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইল। ১৭

শ্রাদ্ধ। এই আমি তোমাকে সকলেরই তৃপ্তিকর উত্তম সম্পূর্ণ তথাদেবীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলাম। অন্যান্য মুনি সকলেরই তৃপ্তিসাধন হয়। আর কি শুনিতে বাসনা কর? ১৮

বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মন্ আপনি আপনার নিকট হইতে তথাদেবীর পূজাবিধান, যাহা ও তোমা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ১৯

নারায়ণ উবাচ

ব্রহ্মণা কথিতং ব্রহ্মন্ যেনোক্তং সর্বমঙ্গলম্।
সর্বজ্ঞোঽসি চ তথা ত্রাতুমিচ্ছসি মুদ্ধরে ॥ ১০
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতো যথাবিধি ব্রাহ্মণাগ্রতঃ।
যথাং সংপূজ্য ভক্ত্যা চ তঃ শ্রাদ্ধং দদাতীহ বৈ ॥ ১১
যথাং নারায়ণো যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং দুর্গাদেবঃ ভক্তি।
ন তস্যৈব ফলঞ্চাপ্নোতি শ্রাদ্ধস্য তর্পণস্য চ ॥ ১২
ব্রহ্মণো মানবো বক্ত্রাৎ সর্বং দুষ্টিরূপেবাম্।
পূজ্যাঃ পিতৃণাং দেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাঃ শুভে ॥ ১৩
ইতি শ্রুত্বা শাস্ত্রশ্রীদেশাখ্যা লোকনে মুনে
সম্যক্ পাখ্যাধিকং ভৈরো মুনেবেতি শ্রুতো শ্রুতম ॥ ১৪
ওঁ দুর্গে দুর্গে ক্রীং ক্রীং স্বাহেতি চ মহামনুঃ।
মনুরাখ্যা চ সংপূজ্য স্বয়া যাং প্রযতো দ্বিজঃ ॥ ১৫
ক্ষোভং ন যাতি দুর্দিষ্টো ব্রহ্মপুত্র বিধানতঃ।

নারায়ণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যথাবেদীয় যেরোক্ত সর্বমঙ্গলময় নাম ও ক্ষোভ সবই জান; তথাপি তুমি সেই বিষয়ে বিশেষ জানবার ইচ্ছা কি জন্য করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ১০

পরমকারুণিক যথাজ্ঞানযুক্ত মুনিগণের শ্রেষ্ঠাপেক্ষী ব্যক্তিকে এবং শ্রাদ্ধ দিন প্রথম যত্নসহকারে যথাবেদীয় পূজা করিয়া তাহার পর শ্রাদ্ধ কর্ম আরম্ভ করিতে হয়। ১১

যে ব্রাহ্মণ যথাবেদীকে অর্চনা না করিয়া 'যথা-মুদ্ধিশ্রাদ্ধ' শ্রাদ্ধ কার্য করে, সেই ব্রাহ্মণ সেই শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ফলভাগী হয় না। ১২

যথাবেদীর নাম—"যথাস্ত্রষ্টা ব্রহ্মার মানসী কন্যা, যথা দুষ্টিরূপেবা, পিতৃগণের ও দেবতাদের পূজনীয়া এবং শ্রাদ্ধফলদের ফলদায়িনী যথাবেদীকে আমি ভক্তিপূর্বক করি। ১৩

এই মন্ত্র জপ করিয়া শালগ্রাম শিলায় কিংবা ঘটের মধ্যে যথাবেদীর পূজা করিতে হয়। সেই পূজার মূল মন্ত্র যথাবেদীকে শালগ্রাম করিবে, এই বিষয় আমি বেদে শুনিয়াছি। ১৪

'ওঁ দুর্গে দুর্গে ক্রীং ক্রীং স্বাহা' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করত শ্রাদ্ধকর্তা সেই যথাবেদীর পূজা করিয়া এবং স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। ১৫

সর্বশাস্ত্রপ্রধা মুনে। ব্রহ্মণা যৎ কৃতা পুরা ॥ ১৬

স্তোত্রম্

যথোক্তাষ্টপদাদ্যেন স্তৌমীত্যাদৌ ভবেদ্ধরঃ।
মুনয়ে সর্বপাপেভ্যো যাজ্ঞবল্ক্যায় ভক্তয়ে ॥ ১৭
যথা যথা যথেত্যেবং যদি বারত্রয়ং নরঃ
শ্রাদ্ধস্য ফলমাপ্নোতি কালস্য তর্পণস্য চ ॥ ১৮
শ্রাদ্ধকালে যথাস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
সর্বেষ্টশ্রাদ্ধফলভাক্ চ পুনর্জন্মন চ সংসরেৎ ॥ ১৯
যথা যথা যথেত্যেবং দ্বিরুক্ত্বা যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রিয়াং বিনীতাং চ লভেৎ সাধ্বীং পুত্রং গুণান্বিতম্ ॥ ২০
পিতৃণাং প্রাণতুল্যা যা বিষ্ণোশ্চ বিষ্ণুরূপিণী
শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবী চ শ্রাদ্ধভোক্তুঃ ফলপ্রদা ॥ ২১
যদিদং মনুনা পিতৃণাং দুষ্টিরেতরে
মাতামহেন বিপ্রেণ দুষ্টিদা দুষ্টিরেতরে ॥ ২২

দুষ্টিরেতি ব্রহ্মপুত্র বিশেষ বাচক। পুরাকালে ব্রহ্মা মনুরূপধারী মাতামহ যথাবেদীর যে স্তোত্র করিয়াছিলেন, তাহা আমি এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—মনুর 'যথা' এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভগবান হরি সর্বাগ্রে তাঁর স্তবের ফলদান করেন, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য-তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। ১৭

মানুষ যদি 'যথা যথা যথা' এই তিনবার উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সেই মানুষ যথাকালে কৃত শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ১৮

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে সমাহিতচিত্তে যথা-স্তোত্র শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সব শ্রাদ্ধের পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৯

যে মানব তিনবার 'যথা, যথা, যথা' এই তিনবার উচ্চারণ পাঠ করে, সেই মানবশ্রেষ্ঠকে:— বিনয়গুণযুক্তা ভার্যা কিংবা—দুষ্টিরূপিণী তিনি সাধ্বী ভার্যা প্রাপ্ত হয় এবং গুণবান্ পুত্র লাভ করে। ২০

দেবি! তুমি পিতৃগণের প্রাণতুল্যা এবং শ্রাদ্ধভোক্তার শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শ্রাদ্ধাদি কর্মের ফল-দায়িনী। ২১

তুমি পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, বিষ্ণুদেবের বিষ্ণুর

নিত্যা যঃ নিত্যরূপাসি ভক্তানামিহ মুক্তয়ে।
আবির্ভাবতিরোভাবঃ সৃষ্টৌ তে প্রলয়ে তথা ॥ ৩৯
ঐঁ অস্তি ঃ নমঃ স্বাহা স্বধা ঃ বষট্ বঞ্চিকা তথা
বিন্দুশিক্ষাকচুর্থেষু যষ্ঠ্যন্তাশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৪০
পুরাণৌঃ ঃ স্বয়াযোগীঃ ষোলোকে রাধিকাসখী।
কৃষ্ণায়েতি মনস্কামঃ কৃষ্ণঃ মেন স্বধা তথা ॥ ৪১
অন্তঃ ঃ রাধিকাপাশ্চ ষোলোকাধিবাসতঃ।
কৃষ্ণচিহ্নিতা তথা কৃষ্ণী পুরাঃ বৃন্দাবনে মতে ॥ ৪২
কৃষ্ণলিঙ্গন-পুণ্যেন চুম্বা যে যামলী স্বধা।
অকৃষ্ণা স্বরতৌ কেন চতুর্থাঃ স্বামিনাং প্রিয়া ॥ ৪৩
স্বাহা সা পুরুষী যোগী পুরাঃশ্রীরাধিকা সখী।
স্বয়ং কৃষ্ণায়তৌ কেন স্বাহা প্রকীর্তিতা ॥ ৪৪

চৌদ্দিনাতা অন্ত ৪৫১ পুরী সাক্ষিত্বের অনুসরণে অন্ত আমার মন হইতে অধিক ১৩ । ৩৭

মূলার্থ : পুরি নিত্যা অর্থাৎ অন্ত-স্থিতিবিহিতা অনিত্যা বিনয়রূপিণী ; তবে সৃষ্টিকালে তোমার আবির্ভাব এবং প্রলয়কালে তোমার তিরোভাব অর্থাৎ আমার অনুরোধে পুরি তোমা হইতে যাও—এই ভাব । ৩৯

যোগি। পুরি চতুর্থীতে 'ঐঁ, অস্তি, নমঃ, স্বাহা, স্বধা ও বষট্' এই ছয় মন্ত্র বিন্যাস হইয়া কর্মকারী সাক্ষিত্বের সমন কর্তৃ প্রলয়ে অনিত্যা বিনয়িনী আর । ৩৯

পুরি পুরাকালে গোলোকধামে স্বধা নামে রাধাসখী গোপী ছিল। পুরি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে অতি গোপন করিয়াছিল। 'কৃ-ধাতুঃ—স্বধা' ইত্যমরে শ্রীকৃষ্ণকে অতি গোপন করিয়া থাকায় 'স্বধা' এই নামে পুরি অভিহিতা হও । ৪১

পুরাকালে বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা পুরি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছিলে, সেই অবস্থায় গোলোকে দেখিতে রাধিকা সখীগণ করিল পুরি কৃষ্ণাঙ্কিতা হইয়া গোলোকধামে এই বিষয়ের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ৪২

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-পুণ্য অন্ত পুরি আমার যামলী (যমজাতা) কন্যা হইয়াছে। মূলার্থ। অকৃষ্ণা থাকায় পুরি চার স্বামীর (বিনা শিক্ষাকৃষ্ণের) প্রিয়া হইয়াছে । ৪৩

সেই কৃষ্ণী রাধাসখী পূর্বে গোলোকধামে শ্রীরাধার কৃষ্ণের সার্থে পুরিয়া বন্দনে হইয়াছে।
প্রলয়ে স্বরতে প্রিয়া পুরি না হইয়া পুরা । ৪৪
তথাঃ পাপের প্রেরণা গোলোকাধিবাসতঃ।
কৃষ্ণালিঙ্গন-পুণ্যেন বহুন যন্ত্রিকারিণী । ৪৫
শক্তিরূপা পরমা দেবানাং বন্দিতা বুধৈঃ।
যজ্ঞাংশভাগেন নৈব মহো মুক্তির পাত্রকাং । ৪৬
যা পুরীলাঞ্চিতা গোপী পুরাশ্রীঃ রাধিকাসখী।
ইহায় বন্দিনে ক্রোড়ে কৃষ্ণস্য রাধিকাপ্রিয়ঃ ॥৪৭
প্রেরণা সা চ তস্যাপাং গোলোকাধিবাসতঃ।
কৃষ্ণালিঙ্গনপুণ্যেন সা বহুন চ বন্দিনা । ৪৮
পুরুষেয়ী প্রথমে স্বধা প্রেরণা সর্বকর্মসু।
ইহায় বন্দিনে জন্তু পন্দিনা কেন কীর্তিতা । ৪৯

প্রিয়া সখী ছিলেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণকে হরণের তখন বন্দিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি 'স্বধা' নামে কথিতা হন (ঘ—যখন আমি -বন্দিয়াছিলেন, সেই কারণে ঘ+ আমার স্বধা—ইতিহাসে যাও) । ৪৮

এই স্বধা সকলকর্মে প্রথমরূপে পূর্বকাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেরণা হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষিতা ছিলেন। ইহাতে পূর্বে সেই অবস্থায় ইহাদের দেখিতে পান । ৩৯

ইহারই পাপে স্বধা বিচ্ছিন্না হইয়া সেই গোলোকধাম হইতে এই বিষয়ের আগিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনজাত পুণ্যফলে বহুর কার্যা হইয়াছেন । ৪০

এই রাধাসখী পরম শক্তিস্বরূপা এবং দেবতা ও মহৎ জনের বন্দনীয়া, ইহার যাগ ইত্যাদি অধিকারের যাবতীয় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ৪১

পূর্বে যে পুরীলা নামে যে গোপী শ্রীরাধার সখী ছিলেন, তিনি এখনও শ্রীরাধিকার মহৎ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে ক্রোড়ে উপবিষ্টা হন ।৪২

বিনয়া শ্রীরাধার আলিঙ্গনে পুরীলা বিচ্ছিন্না হইয়া গোলকধাম হইতে বিদায়ের আগমন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-পুণ্যফলে ও বিচ্ছিন্নকালে 'বন্দিনা' নামে প্রাপ্ত হন বা 'বন্দিনা' এই নামে আবির্ভূতা হন । ৪৩

বিনয়া, যাহি বিনয় করা এবং সকল কর্মে প্রেরণা সেই রাধাসখী পুরীলা রাধাসখীর শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া 'বন্দিনা' নামে প্রসিদ্ধ হন । ৪৪

মহদ্ভির্যোগিভিঃ সেব্যা যথা স্বাহা চ দক্ষিণা।
কবিনাং কর্মপূর্ণার্থা পুত্রা বৈশ্যেষ্টদেবতা ॥ ৪৫
ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে চ জগাম হ।
জগন্মাতা সতী যজ্ঞে যথা যাতির্বভূব হ ॥ ৪৬
তথা পিতৃণাং প্রবরো যাবেব কবলাশনাৎ।
তাং সাম্প্রাপ্য মহদ্ভে চ পিতরশ্চ প্রতর্পিতাঃ ॥ ৪৭

যশ্চাক্ষোভ্যমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু বেদশাস্ত্রজ্ঞতাং লভেৎ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ষোড়শোপাখ্যানো নাম
একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

পরমেশ্বরের উপাস্য এই ত্রিবিধ দেবী, যাহা ও দুর্গতিনাশিনী, তাহাই (সম্পত্তি কর্মফলদাত্রী) লক্ষ্মিরূপিণী কর্ম পরিপূরণের জন্য পুণ্যাকারে এই বিশ্বমধ্যে বাস করে, তাহা ও দক্ষিণা নামে আবির্ভূতা হন ॥ ৪৫

এই কথা বলিয়া সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে প্রস্থানপূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই সতী মহদ্ভা যজ্ঞা যেরূপ যজ্ঞে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৪৬

তখন ব্রহ্মা সেই পরমপূজ্য যজ্ঞেশ্বরীকে পিতৃগণের প্রথম সমর্পণ করিলেন। পিতৃগণ সেই আজ্যেশীকে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন ॥ ৪৭

যে ব্যক্তি নিত্য এই পুণ্যাখ্যান সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত তীর্থে স্নান হয় অর্থাৎ পৃথিবীস্থ যে সমস্ত তীর্থে মানুষেরা তীর্থ যায়, সেই সমস্ত তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সমাধিস্থিত বেদশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে ॥ ৪৮

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে ষোড়শোপাখ্যান-নামক একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দক্ষিণোপাখ্যানবর্ণনম্।]

নারায়ণ উবাচ

উক্তং যাগ-ফলাখ্যানং শ্রুতং সর্বং ত্বয়া মুনে।
ফলদাত্রি দক্ষিণাখ্যানং শ্রাবয়াদ্য নিশাময় ॥ ১
যোনী পুণ্যবতী লোকে পুরাণেষু শ্রুতেষু চ।
তাবাপ্রবাহা সর্বাসী যজ্ঞা যাজ্ঞা মনোহরা।
অতীব সুন্দরী শ্যামা সুভগা সুদতী সতী ॥ ২

বিদ্যাবতী গুণবতী সতী চ গুণবতী তথা।
কলাবতী কোমলাঙ্গী ধাত্রী কমললোচনা ॥ ৩
সুশ্রোণী পুষ্টদা শ্যামা নাগ্নজিৎপরিপালিকা।
ঈশ্বরাশ্রুপ্রসন্নাত্মা ভক্তানুগ্রহকারিকা ॥ ৪
বেদজ্ঞাপকবর্গিষ্ঠা বিদ্বাংষ্টী বৃদ্ধলোচনা
কামদাত্রী কামিনী কামিকী কামধারিণী ॥ ৫

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

(দক্ষিণাদেবীর উপাখ্যান বর্ণন।)

নারায়ণ কহিলেন—নারদ! আমি তোমাকে সমস্ত মহৎ ও প্রথম যাগ এবং তাহার উপাখ্যান বলিলাম। এখন দক্ষিণা উপাখ্যান বলিব, তুমি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ১

পুরাকালে শ্রীযজ্ঞেশ্বরের পুণ্যাত্মায় এক যোনী শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি শ্রীযজ্ঞার ন্যায় মহাভাগা, মহতী, মান্যা, মনোহরা, অতীব সুন্দরী শ্যামা (সুবর্ণী), সৌভাগ্যবতী, সুন্দর বচনবিশিষ্টা ও সতী ছিলেন ॥ ২

তিনি বিদ্যাবতী, গুণবতী, সতীসাধ্বী, গুণবতী, কলাবতী, কোমলাঙ্গী, ধাত্রী (কমনীয়া), কমললোচনা, সুশ্রোণী, সুন্দর উরুযুগবিশিষ্টা, পুষ্টদা, শ্যামা (এই প্রকৃতিখণ্ডের ৯ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), ঈশ্বর প্রসন্ন চিত্তাত্মা, ভক্তানুগ্রহকারিণী, বেদজ্ঞাপকবর্গিষ্ঠা, বিদ্বাংষ্টী (সত্য বিষয়ক দৃঢ়া প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্তা), বৃদ্ধলোচনা (বৃদ্ধযুক্ত লোচনযুক্তা), কামদাত্রী, কামিনী (কামাসক্তা), কামধারিণী (কামযুক্ত বীজধারিণী), কামিকা (কামনাযুক্তা), কামজ্ঞা (কামজ্ঞানযুক্তা),

তাবদনুরক্তা তারকা কুরুত স্থিরতারিণী ।
যাবদ্ধা রমিতারমণে যামেশস্য মনোরথপূরা । ৬
উদয়ে বন্ধিনে ভোক্তে যাত্রায়াং পুরুষঃ পুরা ।
নাংশুমালিনমুদ্বেগা অধম বধূরিবন্দ । ৭
দৃষ্ট্বা প্রাণেশ পুরতো যোগীনাং প্রেয়সীং প্রভাম্ ।
যামিনীঃ রক্তনয়নাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্ । ৮
ভোগেন কল্পিতাশীষ ভোগদা ভোগবর্দ্ধনাম্ ।
ভোগেন নিষ্ঠুরা যত্নদুরন্তা দুরতিক্রমাম্ । ৯
আশঙ্কন্তীব যেষেন বিদ্যুত্ত তরলদ্যুতি
বিরাবতীতো ভগবানস্তুতাম চকার যঃ । ১০
পলায়ন্তক তং শান্তঃ সন্ধায়াম্ব পুরিস্থিতম্ ।
বিলোক্য কল্পিতা যোগী দুর্দীলাভর্ত্তৃবৈরী প্রিয়া । ১১
বিলোক্য সহটং যত্ন যোগীনাং সঙ্কটোটজে ।
পুটাঃ কলিদুতা ভীতা ভক্তিস্নাহতত্বরাঃ । ১২
কৃত্ব তত্ত্বোদ্ধারমাত্রা যে দেবীহি পুনঃ পুনঃ

প্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হইয়া, রাধার, রাধিকা এবং রাধার রাধেয়ের প্রীকৃষ্ণের মনোরথা ছিলেন । ৩-৬

পূর্ব্ব সেই কালে প্রীরাধার অনুরূপ দুর্দীলা প্রীকৃষ্ণের পক্ষিম ভোগের উপলক্ষ্য করিলেন । তখন অনুকূল প্রীকৃষ্ণ তাহে সন্তুষ্ট হইলেন । ৭

তারপর যোগীশ্বরের যেরো প্রেয়সী, সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা, যামিনী, রক্তনয়না, রক্তপঙ্কজলোচনা ভোগের কল্পিতাশীষা, ভোগদা, ভোগবর্দ্ধনা, ভোগের নিষ্ঠুরা দাতা, দুরতিক্রমা ইত্যাদি, প্রকৃতিস্বরূপা সেই রাত্রিকালে অসময় আগমন দেখিয়া তখনই প্রীকৃষ্ণ বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন । ৮-১০

পরে, সন্তুষ্টচিত্ত ভগবান ও পুনরায় দৃষ্টি প্রীকৃষ্ণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভয়কম্পিতা দুর্দীলা যোগীও অন্তর্হিতা হইলেন । ১১

তখন প্রীরাধার অনুরূপ ভোগের সেই এক অবসরে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া এক ভোটি যোগীগণ ভীতা হইয়া তাড়িতার ন্যায় অন্যত্র করিয়া ভক্তাকুলিপুটা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—দেবি ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর । তাহার পর উহারা সকলে মিলে প্রীকৃষ্ণের পরম ধ্যান করিলেন । ১১-১৩

পরে । অনন্তর মুহূর্ত্তমাত্র ভিন্ন অন্য ভোটি যোগীগণ তাহে সেই প্রীরাধার প্রীপাদপদ্মের পরম ধ্যান করিলেন । ১৪

মুহূর্ত্তের পরম তত্ত্বাভ্যন্তরপক্ষতে । ১৫
ত্রিলক্ষকোটিরো যোগাঃ পুরাবায়ং এব চ ।
মুহূর্ত্তের পরম তৎপরাবাস্তে চ নারদ । ১৬
পলায়ন্তক কান্তক বিদ্যায় পরমেশ্বরী
পলায়ন্তী মহেশ্বরী দুর্দীলাক পরাণ যা । ১৭
অন্ত প্রভৃতি যোগেভ্যো যা ভেদাদ্যাতি যোগিনা ।
সন্তো ধ্যানযোগেন তদ্বধাক্ত তরিস্থতি । ১৮
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান দেবদেবীশ্বরী কথা ।
রাধেশ্বরী রাধয়ো রাধেশস্যানুরাগ ই । ১৯
বালোক্য পুরতঃ কৃত্ব রাধা বিরহকাতরা ।
মুহূর্ত্তকোটিসম ধ্যেনে তদন্তেরন পুরতা । ২০
যে কৃষ্ণ হে প্রাণনাথাগচ্ছ প্রাণাধিক প্রিয় ।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবেষ প্রাণা যান্তি তব বিনা ।২১
প্রীবর্ষঃ পক্ষিসৌভাগ্যাদ্ যাতে চ দিনে দিনে ।
পত্নী যেন্ত বিজয়া ধর্ম্মাং যা তদ্ভেদর্শনঃ সদা । ২২

তখন সেই পরমেশ্বরী রাধারা প্রাণাধিক প্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিয়াছেন এবং সর্ব্বাকী দুর্দীলাও পলায়ন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সেই দুর্দীলাকে ধরিয়া আনিতে করিলেন । ১৫

আর এইরূপ সেই যোগী দুর্দীলা যদি এই যোগেশ্বর ধ্যান জানে, তবে তাহার আমাদের সকলেই যে অবশ্যই ভক্ষীভূতা হইয়া যাইব । ১৬

এই কথা বলিয়া সেই দেবদেবেশ্বরী রাধেশ্বরী প্রীরাধা প্রেমে রাধেশ্বরে রাধেশ্বর প্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন । ১৭

কিন্তু সেই সময় প্রীকৃষ্ণকে অনুরূপ না দেখিয়া রাধা-বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন। সুতরাং রাধা তখন অসংখ্যকল্পকাল কোটি মুহূর্ত্তের সমান মনে করিতে লাগিলেন । ১৮

হে কৃষ্ণ । হে প্রাণনাথ । হে প্রাণাধিকপ্রিয়তম । তুমি আমার বিনাই আগমন কর । যে প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেব । তোমার বিরহে আজ আমার প্রাণ যায় । ১৯

পক্ষির সৌভাগ্যে প্রীত ধর্ম্ম দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয় । সেই হেতু সহোদরী শ্রী বিজয়া ধর্ম্মদেবের মুখ কখন পরিত্যাগ করা ধর্ম্মপুত্রের দেখা যায় । ২০

পতির্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদা গতিঃ।
পরং সম্পৎস্বরূপশ্চ সুখরূপশ্চ মূর্তিমান্ ॥ ২১
ধর্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শান্তিদঃ সদা।
সম্মানদো মানদশ্চ মান্যশ্চ মানখণ্ডনঃ ॥ ২২
সারাৎসারতরঃ স্বামী বন্ধূনাং বন্ধুবর্দ্ধনঃ
ন চ ভর্তুঃ সমো বন্ধুঃ সর্ববন্ধুষু দৃশ্যতে ॥ ২৩
ভরণাদেব ভর্তা যঃ পালনাৎ পতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ স্বামী কামদাৎ কান্ত এব চ ॥ ২৪
বন্ধুশ্চ সুখবন্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ।
ঐশ্বর্যদানাদীশশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনায়কঃ ॥ ২৫
রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়ো নাস্তি প্রিয়াৎ পরঃ।
পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন স প্রিয়ঃ ॥ ২৬
শতপুত্রাৎ পরঃ স্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা।
অসৎকুলপ্রসূতা যা কান্তং বিজ্ঞাতুমক্ষমা ॥ ২৭
স্নানঞ্চ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষণম্।
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্বাণি চ তপাংসি চ ॥ ২৮
সর্বাণ্যেব ব্রতানীহ মহাদানানি যানি চ।
উপোষণানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ ॥ ২৯
গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ
স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩০
গুরুবিপ্রেষ্টদেবেষু সর্বেভ্যশ্চ পতির্গুরুঃ।
বিদ্যাদাতা যথা পুংসাং কুলজানাং তথা প্রিয়ঃ ॥ ৩১
গোপী ত্রিলক্ষকোটীনাং গোপানাঞ্চ তথৈব চ।
ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং তত্রস্থানাং তথৈব চ ॥ ৩২
রমাদি গোলকস্থানামীশ্বরো যঃ প্রজাপতিঃ
অহং ন জানে তং কান্তং স্ত্রীস্বভাবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা কৃষ্ণং তত্র নো বক্তুমক্ষমা
আত্মনঃ কল্যাণং চ যেন বিজ্ঞাতুং চ ভবেৎ ॥ ৩৪

কুলস্ত্রীদের পতিই, বন্ধু, দেবতা, সদা গতি, শ্রেষ্ঠ সম্পৎস্বরূপ এবং মূর্তিমান্ সুখরূপী ॥ ২১

পতি সদা ধর্ম ও সুখ দান করেন এবং সদা প্রীতি, শান্তি, সম্মান ও মান দান করেন। এই পতিই ঐশ্বর্য দানশীল এবং মানখণ্ডনকারী অর্থাৎ অন্য-কোনপ্রকার অভিমান হইলে এই পতিই অন্যকোনও শান্তি করিয়া থাকেন ॥ ২২

স্বামীই সারাৎসার মনুষ্য। তিনি বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রধান ও বন্ধুবর্দ্ধন। তথাপি সমস্ত বন্ধুগণের মধ্যে ভর্তার (পতি) সমান বন্ধু দেখা যায় না ॥ ২৩

কারণ, ইনি ভরণ-পোষণ করেন বলিয়া 'ভর্তা' নামে অভিহিত হন। এইরূপ পালন করেন বলিয়া 'পতি' বলা হয়। শরীরের ঈশ বলিয়া 'স্বামী' এবং কামনা দান করেন, বলিয়া 'কান্ত' বলা হইয়া থাকে ॥ ২৪

সুখের বন্ধন অর্থাৎ সুখদান হেতু 'বন্ধু', প্রীতি দান করেন বলিয়া প্রিয়, ঐশ্বর্যদানহেতু বলিয়া 'ঈশ' এবং প্রাণের ঈশ বলিয়া 'প্রাণনায়ক' বলা হয় ॥ ২৫

ইনি রতিদান করেন বলিয়া 'রমণ' নামে অভিহিত হন। এই প্রিয় পতি হইতে প্রিয় আর কেহ নাই। এই স্বামীর শুক্র (বীর্য) হইতেই পুত্র জন্মগ্রহণ করে বলিয়া স্বামী প্রিয় অর্থাৎ পুত্রাধিক প্রিয় বলিয়া কথিত হন ॥ ২৬

কুলজাতদিগের শতপুত্র অপেক্ষা সদা পতি প্রিয়। কিন্তু যে স্ত্রী অসৎকুলপ্রসূতা, সেই স্ত্রী প্রিয় পতিকে যথার্থতঃ জানিতে পারে না ॥ ২৭

সমস্ত তীর্থে স্নান, সর্ব যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ, সম্পূর্ণ পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করা, সর্বপ্রকার তপস্যা, সমস্ত ব্রতাদি কর্মসমূহ, কুম্ভাদি মহাদানসকল, উপবাস-সমূহ এবং বিশ্বের অন্যত্র যে সমস্ত পুণ্য কর্মসমূহ আছে, সেই সমস্ত গুরুসেবা, বিপ্রসেবা, দেবসেবা প্রভৃতি স্বামীর পাদসেবার ষোল অংশের একাংশের তুল্য নহে ॥ ২৮-৩০

যেমন পুরুষদের গুরু, বিপ্র ও ইষ্টদেব—এই সব হইতে বিদ্যাদাতা শ্রেষ্ঠ গুরু, সেইরূপ কুলস্ত্রীদের নিকট প্রিয় পতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরু, বিপ্র ও ইষ্টদেব হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১

আমি এক গোপী হইয়া যাঁহার অসংখ্য ত্রিলক্ষ কোটি গোপীগণের ও গোপগণের, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের, তথায় অবস্থিতিদিগের, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বলোকস্থিত গোলোকবাসী সকল লোক-সমূহের অধীশ্বর হইয়াছি, আমি সেই প্রাণকান্ত স্বরূপতঃ চিনিতে পারিলাম না। আহা! স্ত্রীস্বভাব বড়ই দুরত্যয় ॥ ৩২-৩৩

এই কথা বলিয়া সেই রাধিকা দেবী তথায় থাকিয়া অধিকতর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং তখন

অথ সা ধন্যিনাধেরী জন্তা যোগেশ্বরস্তা মুনেঃ।
সমিহিতং তদন্তস্তু বিবেশ কমলাশ্রমম্ ॥ ৭৭
অথ হেমন্তঃ সর্বে বভূবঃ তুষ্টপুষ্টদাঃ।
ন শস্যেষু ক্ষয়ঃ কেষাং বিত্তানাং প্রসমৃদ্ধিষু ॥ ৭৮
বিবিধৈর্বিবেশৈর্জন্তা হেমন্তৌদনং তদৎপচিতঃ।
হবৌ তিলিস্তিতো তক্তা তৎপ্রভাবেণ তাং মহঃ ॥ ৭৯
নারায়ণশ্চ ভগবান্ নরনন্দনাশ্চ নেতরঃ।
বিনিদ্রস্তু নর্তালস্যৌ তত্ত্বমবে ধন্যিনা যদৌ ॥ ৮০
তত্তা যদৌ তাং যজ্ঞাস্ত পূর্ণাধ্যে কর্মণাং সমাপ্ত
যজ্ঞঃ সম্পূজ্য বিধিবত্তাং তুষ্টাব হরাং মুদা ॥ ৮১
তত্তুকাঞ্চনবর্ণাভাং ব্রহ্মকোটিসমপ্রভাম্।
অক্ষয়ীং ভগবতীং পুণ্যদীং কৃষ্ণমোহনাম্ ॥ ৮২
কমলাক্ষাং কোমলাঙ্গীং কমলাসনপূজিতাম্
কমলাসনপূজ্যাঞ্চ কমলাসনবন্দিতাম্ ॥ ৮৩
মহিতস্তাং তেজোরাশিং বিশ্বাস্ত্রীং পুণ্যদীং সতীম্
বিশ্বস্থীং ভগবতীং বালবীবালরূপিণীম্ ॥ ৮৪
ঈশ্বরাঞ্চপ্রমাস্তাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ
সুরেশাভ্যাঞ্চ পুজ্যাস্তাং ত্রিবিধানবযোষিতীম্ ॥ ৮৫
কল্পবীবিষ্ণুরিঃ সার্দ্ধং পুজ্যন্তিঃ সর্বদেবিভিঃ
বিষ্ণুবিষ্ণুবাস্তাঞ্চ কমলাঞ্চ কলোজ্জ্বলাম্ ॥ ৮৬
ব্রহ্মপ্রজাপতিবাস্তাং ধুরন্ধোপিসরোরহাম্
কামদেবাবরজ্যাং কামবাণপ্রপীড়িতাম্ ॥ ৮৭
তাং দৃষ্ট্বা ভগবীঞ্চ তত্তো পূর্ণমনোরথে ন
পত্নীং তাবেব তত্তাং বিবিবোধিতপূর্বকম্ ॥ ৮৮

আছি সকলে ঐকতানে তোত্র গাহিলেন। তাহার পর সেই যোগেশ্বরাশ্রমে তাঁহারা সমিধ আদি বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪

এ দিকে ধন্যিনাধেরী যোগাশ্রম হইতে চলিয়া গিয়া কৃষ্ণমোহন তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৭৫

অনন্তর সেখানে সকলে আসিয়া যজ্ঞ করিয়া সেই সব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহারা তখন বিষ্ণু হইয়া তপস্যা বিষ্ণুর যজ্ঞ করিলেন ॥ ৭৬

অনন্তর সেখানে সকলে আসিয়া যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহারা তখন বিষ্ণু হইয়া তপস্যা বিষ্ণুর যজ্ঞ করিলেন ॥ ৭৭

অনন্তর নারায়ণ সেই নরনন্দন হইতে ভিন্ন হইয়া নরনারায়ণরূপে বিষ্ণুরূপে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

তখন সেই ধন্যিনাধেরী অনন্তরূপের পূর্ণতা বিধির জন্য তাহার হবে প্রদান করিলেন। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করার সময়ে সেই সভাস্থলে ধন্যিনাধেরীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

ধন্যিনা দেবী তখন বর্ণবর্ণবিহীনা, কোটি ব্রহ্মতুল্য কান্তিমতী, অক্ষয়া ভগবতী, কৃষ্ণমোহনা ও অনিন্দ্য সুন্দরী ছিলেন ॥ ৮০

তিনি পদ্মমুখী, কোমলাঙ্গী; পদ্মাসনস্থা ব্রহ্মাদেবতা; কমলাসনের (ব্রহ্মার পূজনীয়া ও কমলা (লক্ষ্মী)-দেবীর অর্চনীয়া ॥ ৮১

তিনি অনিন্দ্য সুন্দরীদিগের; পবিত্র অনন্তরূপ ইন্দ্রিয় অথবা অধিষ্ঠাতৃ, সুখের বন্দনাকারিণী, সতীসাধ্বী এবং বালকী পুষ্পমালা-ভূষিত তরুণীর মতোই বাল্য করিয়া রহিয়াছিলেন ॥ ৮২

তাঁহার অঙ্গ ঈশ্বর হইতে প্রসন্ন, তিনি ঈশ্বরদলে প্রণ করার মতন সুন্দর সুন্দরদলে বিভূষিত হইয়া সুরেশ-সুরেশ্বরীদের এবং ত্রিবিধের অবোধকারিণী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৩

কল্পবী-বিষ্ণু ও সুরেশ অন্যবিষ্ণুসমূহের সহিত বিষ্ণুবিষ্ণু দ্বারা তিনি তখনকার অবোধার অধিনায়ক উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৮৪

তিনি অতি প্রসন্ন নিজের (তৃতীয় পদ্মাসনের) মুখপদ্মিনী, মুখ জ্যোতি (তৃতীয়ের) ও তখনকার অধিষ্ঠাতা কামদেবের আধারস্বরূপা এবং কামবাণে পীড়িতা অর্থাৎ অধিষ্ঠা হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৮৫

তখন তাঁহাকে দেখিয়া ধন্যিনাধেরী দেবিয়া মুগ্ধাবাপন্ন হইলেন। তখনই তখন তাঁহা তাঁহাকে প্রাপ্তিতে হইয়া সেই ধন্যিনাধেরীর পাশিগ্রহণ করিলেন ॥ ৮৬

দিবা: বর্ষশতৈরেব যাং পৃষ্টবা পুরিষ্টিনে
যজ্ঞো বেদে মুখংমুক্তো ভাবিতা ভবিতা হরে ॥ ৬৭
সর্বং ধর্মার্থ না বেদী দিবা যাবৎসমন্বিত
তত: সুধাব পুত্রক ফলক সর্বকর্মণাম্ ॥ ৬৮
কর্মণাং ফলদাতা চ দক্ষিণা তদিধা: সতাম্।
পরিপূর্ণে কর্মণি চ তৎপুত্র: ফলদায়ক: ॥ ৬৯
যজ্ঞো দক্ষিণয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ তদেব চ
কর্মণাং ফলদাতা চেত্যেবং বেদবিদো বিদু: ॥ ৭০
যজ্ঞস্য দক্ষিণা প্রাণা পুত্রক ফলদায়কম্
ফলং যজ্ঞো চ সর্বেষ: কর্মণশ্চ ইতি শ্রুতম্ ॥ ৭১
তস্মা বেদাবস্তরৈ: পরিপূর্ণমনোরথা:।
আশীর্বা প্রযযু: সর্বে বর্ষবস্তু দিবা শুভম্ ॥ ৭২

তখন দক্ষিণাসমবেত যজ্ঞকে প্রণাম করিয়া দিবা পত্নী স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে সাদরে তনয়ীকে লইয়া দক্ষিণার সহিত হস্তমুখ উদ্বর্তন করিতে লাগিলেন। ৬৭

ইহাতে সেই বেদী দক্ষিণা বর্ষশতেই হইলেন এবং সেই বর্ষ দিবা বাবৎ তনয় কাল যাপন করিয়া ছিলেন। অনন্তর সেই দক্ষিণা বেদী সমস্ত কর্মসমূহের ফলপ্রদ পুত্র প্রসব করিলেন। ৬৮

এই পুত্র সমস্ত কর্মেরই ফলদাতা যজ্ঞাদি কর্মকারী সংপুরুষদিগের ফলদায়িনী দক্ষিণা, ইহা দ্বারা তাঁহার কর্ম দক্ষিণা দান করা কর্ম পরিপূর্ণ হইলে পর তাঁহার পুত্র তখন ফলদায়ক হইয়া থাকেন। (এই শ্লোকে শাস্ত্রীয়ত্ত দেখা যায়,—"কর্মণাং পূর্ণতা চ দক্ষিণা কর্মণাং সত্তম্। পরিপূর্ণে কর্মণি চ তৎপুত্র-ফলদায়কঃ"। ব্যাখ্যা—কর্ম-সমূহের পূর্ণতা দক্ষিণা সহকর্মসমূহের ফলদায়িনী ও কর্ম পরিপূর্ণ হইলে তাঁহার পুত্র ফলদায়ক হন)। ৬৯

যজ্ঞ দক্ষিণা ও ফলদাতা পুত্রের সহিত সমস্ত কর্মের ফলদান করেন, ইহা বেদবিদ্ জ্ঞানী পুরুষগণ জানেন। ৭০

সারাৎ। যজ্ঞ দক্ষিণা ও ফলদায়ক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কর্মসমূহেরই ফল দান করিতে পারিলেন। ৭১

ইহাতে সেই সময় বেদাদি শাস্ত্রে তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাহার পর তাঁহারা যজ্ঞমান যজ্ঞ করিলেন। বর্ষশতের হইতে আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। ৭২

কথা কর্ম চ কর্তা চ তৎপুত্র: ফলদায়ক:
তৎফলং ফলদাতেতি বেদৈরুক্তমিদং ধ্রুবম্ ॥ ৭৩
কর্মী কর্মণি পূর্বে চ তৎফলাদ্ যদি দক্ষিণাম্
ন দদাতি তদাপ্নোতি বৈগুণ্যাদ্ভাগমেবচ ॥ ৭৪
মুহূর্তে ফলদাতীতে চ দ্বিতীয়া না ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭৫
এবমাত্রে গতীতে তু তদেব ফলদা চ সা
দিবাহে চ ফলদা: সন্তুরে দ্বিতীয়া তথা: ॥ ৭৬
মাসে পক্ষস্তথা প্রোক্তো ব্রাহ্মণানাঞ্চ বস্তুতে
সংবৎসরে ব্যতীতে তু সা দ্বিতীয়া ভবেৎ ॥ ৭৭
কর্ম যদ্ যদ্ বিভাগানাং সর্বং বিদ্ধি: ভবেৎ
স চ ব্রহ্মস্বরূপায়ী ন কর্মাঙ্গোঽভিধীয়তে ॥ ৭৮

কর্তা কর্ম করিয়া সমস্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে। ধ্রুব। ইহাতে তৎফলদাতা কর্মকর্তা সেই কৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত হইবে—এই কথা বেদ বলিয়াছেন। ৭৩

কর্মকর্তা কর্ম-সম্পন্ন হইলে পর মূঢ়তাবশতঃ অথবা না জানিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যদি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণা প্রদান না করেন, তবে মুহূর্তকাল (মুহূর্তের সময় বিষ্ণুপুরাণে ৪৮ মিনিট।) অতিক্রান্ত হইলে সেই দক্ষিণা অবশ্যই দ্বিগুণ হইবে। ৭৪-৭৫

এইরূপ একরাত্রি অতিক্রান্ত হইলে দক্ষিণা তত্ত্ব তুল্য হইবে। তিন রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে দশ গুণ এবং সাতদিন অতিক্রান্ত হইলে বিগুণিত গুণ দক্ষিণা বৃদ্ধি পাইবে। ৭৬

এক মাস পর হইলে ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা অষ্টগুণ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া কথিত আছে। আর এক বৎসর অতীত হইলে পর সেই দক্ষিণা তিন কোটি গুণ বর্দ্ধিত হইবে এবং এই বর্দ্ধিত দক্ষিণাই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে হইবে। ৭৭

অতএব যজ্ঞমানদিগের সমস্ত কর্মই বিফল হইয়া যাইবে। সেই যজ্ঞমান (অর্থাৎ দক্ষিণা, ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞমান) ব্রহ্মস্বরূপায়ী ও অক্ষয়ফল হন, তাহার আর অন্য কোনও যজ্ঞাদি কর্ম করিবার অধিকার থাকে না। ৭৮

৪ হস্তে[ঽ]বাদিমুক্ত ভেদ পাদেন পাত্নতী।
অন্তর্হস্তাং যাতি লক্ষ্মীস্ত পাণা ধত্তা সুবাজনঃ ॥৫৯
নিক্ষেপো নৈব দুষ্টস্তি ভদ্রকং ব্রাহ্মণস্য চ
এবং সুবাস্ত তৎপূজ্যা ভদ্রকাম্যিয়াহুতিম্। ৬০
যাজা ন হীয়তে,দানং শ্রদ্ধা যাচতে
উদ্যো যো ব্রাহ্মণ যাজয়িত্বাঽপূর্বো ঘটঃ। ৬১
আর্ত্বিজ্যমনুভবন্নাপ্নোত্ব যাত্রিয়াফলম্ বক্ষিণাম্।
ভবেদ্ ব্রহ্মবাদবাদী কুক্ষীপাকং ন চাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২
অর্থলুব্ধঃ বসেদ্ভদ্র যমদূতেন তাড়িতঃ
ভূয়ো ভবেৎ স তত্রৈবা যাত্রিমূল্যো বক্ষিণঃ ॥৬৩
শাকলেন পুরুষান্ বস্তু পূর্বাংশ্চ পূর্বজনঃ।
ইত্যেবং ঋত্বিজং বিদ্যে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৪

ব্যাস উবাচ।

ঋত্বর্থে বক্ষিণার্থেন যো দুষ্টং ভেষজং হরেৎ।

সেই পাদে পাদী হইয়া ব্রহ্মচারী ঋত্বিক ও আচার্যের হস্ত এবং অগ্নীধ্রেরী ভার্যাকে বিবাহ কালে যাহা করিয়া ভার্যার মুখ দর্শন করিবে না। ৫৯

নিক্ষেপ ভার্যার প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। এইরূপ যেমন ভার্যার পূজা প্রদান করিবে না এবং অগ্নিদেব ভার্যার প্রতি আহুতি প্রদান করিবে না। ৬০

যাজ্য যেন যাজিকে দান করে না, প্রার্থনা অর্থাৎ প্রার্থী ব্যক্তির বিমুখ কোনক্রমে কিন্তু প্রার্থনা করে না। ভদ্রকামনাকারী এবং দক্ষিণা অন্বেষণ—এই উভয় ব্যক্তিই নিজ অর্থের দ্বারা অবশ্যকারী হয়। ৬১

যদি যজমান দক্ষিণাপ্রদানে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান না করে, তবে সেই যজমান প্রত্যবায়কারী হয় এবং অবশ্যই কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। ৬২

তথায় যমদূত কর্তৃক তাড়িত হইয়া বহু বর্ষ বাস করে। অবশেষে সে ব্যক্তিকে ও দক্ষিণা ত্যাগ করিয়া থাকে। ৬৩

যে পূর্বজন্মের সত্ত্ব পূর্ব পুরুষকে শাসিত করে। অতএব এই আমি যেমনকে প্রত্যহ উত্তম প্রদান করিবার। তুমি আর কি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা কর? ৬৪

হে সূত্র। দক্ষিণাহীন যে কর্ম, সেই কর্মের ফল যে ভোগ করে। পুরাকালে যজ্ঞ ভোগ্য বিধি অনুসারে পুরোধিষ্ঠিতা দক্ষিণায়াঃ পুরা অন্নকৃতঃ ভবঃ। ৬৫

নারায়ণ উবাচ

কর্মণোঽঙ্গক্ষিণৈবেহ মুক্ত এব ফলং নরে
সদক্ষিণে কর্মণি চ ফলমেব প্রবর্ত্ততে। ৬৬
যা যা কর্মণি সামগ্রী বলিষ্ঠ্যুক্তে চ তাং নরে।
ফলদে তৎপ্রকর্ষে যাজমেন পুমা নরে। ৬৭
অযোগ্যিঃ ব্রাহ্মণৈর্যজ্ঞো দানমেব চ।
বৃথৈবা পত্নিবিপ্রাণাং পুত্রজন্মাদিকং বৃথা। ৬৮
অবিদ্যা ন কৃতং যজ্ঞকর্তৃঃ পুরুষস্য বা
ওজাবলক্ষয়ং কর্ম বলিষ্ঠ্যুক্তে ন সংশয়ঃ। ৬৯
দক্ষিণায়াস্তে যজ্ঞানাং ভোক্তারঃ পুরাধিষ্ঠিতম্।
তৎ সর্বং ভক্ষণাদ্যোক্তং প্রবক্ষ্যামি বিশাম্পতে। ৭০
পুরা সংপ্রাপ্য তাং যজ্ঞঃ কর্মবন্তাক্ত দক্ষিণাম্
দুদোহ তস্য যজ্ঞেশ দুহাব ভাবভাবিতঃ ॥১

দক্ষিণার পূজা করিয়াছিলেন। তাহা আপনি আমাকে বলুন। ৬৪

নারায়ণ কহিলেন,—মুনে। দক্ষিণাহীন কর্মের ফল ভোগা হইবে হইবে। দক্ষিণাযুক্ত কর্মের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬৬

মুনে। দক্ষিণাহীন কর্মে যে যে সামগ্রীসমূহ সংযুক্ত হয়; তাহারাই বলিয়াই ভোগ করেন। মুনে। পুরাকালে যজ্ঞ যাজন দক্ষিণাহীন কর্মের সামগ্রী বলিয়াছেন উপরোধের তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন ৬৭

অযোগ্যিঃ ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত যাজন প্রদান, অন্নদান পূর্তকর্ম, বৃথা। বৃথা)-পত্নি ব্রাহ্মণদের পুত্রজন্মাদি, অবিদ্বান্ যাজক যে যজ্ঞ করেন তাহা, সেই যজ্ঞের ফল, অপরিজ্ঞ যজ্ঞিক পুরুষের এবং ওজোবলহীন (ওজস্বারী) যজ্ঞিক কর্ম—এই সমস্ত যদি উপরোধ করেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬৮ ৬৯

নারদ। আপনার প্রশ্নোক্ত দক্ষিণাসম্বন্ধীয় যে দান, ভোজন ও পূজাবিধি প্রবর্তিত আছে, অতএব আমি তৎসমস্তই বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৭০

পুরাকালে যজ্ঞ কর্তৃগণ দক্ষিণাকে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে রোহিত হইয়া পরিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সেই সময় দক্ষিণাকে ত্যাগ করেন। ৭১

ব্রহ্ম উবাচ।

পুরা গোলোকবাসী ত্বং গোপীনাং প্রবরা পরা।
রাধাসমা তৎসখী চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী প্রিয়ে ॥ ৭১

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ রাসে রাসেশ্বরোৎসবে।
আবির্ভূতা বক্ষিস্থলাৎ কৃষ্ণস্য তেন রক্মিণী ॥ ৭২

পুরা ত্বং তুলসী [illegible] গোপাঙ্গনা চ
কৃষ্ণ[illegible] রাসমণ্ডলে [illegible] ॥ ৭৩

গোলোকাৎ ত্বং পরিভ্রষ্টা মম [illegible]।
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণ নাং প্রিয়ে ॥ ৭৪

[illegible] দেবি [illegible]
ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বং কর্ম্ম চ নিষ্ফলম্ ॥ ৭৫

[illegible] যথা কৃষ্ণ [illegible]।
ত্বয়া বিনা তথা কর্ম্ম [illegible] ন [illegible] ॥ ৭৬

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং [illegible] ।
[illegible] বা বিনা ॥ ৭৮

[illegible]।
[illegible] ॥ ৭৯

[illegible]।
[illegible] বিনা ॥ ৮০

[illegible]
[illegible] ॥ ৮১

[illegible]
[illegible] ॥ ৮২

[illegible]।
[illegible] ॥ ৮৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে [illegible] গোপীগণের [illegible] ও [illegible] গোপী ছিলে। তুমি রাধার সখী [illegible] শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ছিলে ॥ ৭১

তুমি কার্ত্তিকমাসের রাসপূর্ণিমায় শ্রীরাসমণ্ডলে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, সেইহেতু তুমি 'রুক্মিণী' এই নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাক ॥ ৭২

পুরাকালে তুমি [illegible] [illegible] ([illegible]) ও [illegible] ([illegible]) দ্বারা 'তুলসী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলে। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] করিলে [illegible] [illegible] এবং 'রুক্মিণী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৭৩

প্রিয়ে! তুমি [illegible] গোলোকধাম [illegible] [illegible] [illegible] (হইয়া) এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ॥ ৭৪

দেবি! তুমি [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible]। তোমা বিনা [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া যায় ॥ ৭৫

যেমন [illegible] [illegible] [illegible] শোভা পায় না, সেইরূপ তোমা বিনা [illegible] [illegible] কর্ম্ম শোভা [illegible] না ॥ ৭৭

[illegible] কি বলিব? তোমা বিনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিতে সমর্থ হন না ॥ ৭৮

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] বিষ্ণু [illegible], [illegible] তুমি এই [illegible] [illegible] ॥ ৭৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে তোমা বিনা [illegible] করিতে সমর্থ হন না ॥ ৮০

প্রিয়ে! তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহি। [illegible]! তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমর্থ ॥ ৮১

এই কথা বলিয়া সেই [illegible] [illegible] [illegible] দেবীর [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন। তখন সেই [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া সেই [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন ॥ ৮২

এই [illegible] দেবীর [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible], সে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]—[illegible] [illegible] নাই ॥ ৮৩

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] বিষ্ণু[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]-

শ্রাদ্ধসূত্রে বারুণেয়ে দোলোৎসবে মহোৎসবে ।
অষ্টকায়ে নামকর্মে চ নিত্যকর্মসু সর্বতঃ ॥ ৬৪
এতেষু তু নিবিষ্টা বৈ পূজয়েত্বাং প্রয়ত্নতঃ ।
দেবোৎসবে সর্বমেব পঠেদ্যঃ প্রাঙ্‌মুখঃ শুচিঃ ॥ ৬৫
বিপদো [illegible] ধ্যায়েৎ চ বহুধা ।
ইষ্টে [illegible] চ সর্বত্র বৈদিকে ॥ ৬৬
অতিথিং [illegible]
যজ্ঞে [illegible] চ পূজয়েৎ ॥ ৬৭
এতেষাং [illegible] ফলং তেন ন সংশয়ঃ ।
বিফলং ন চ তৎ কর্ম নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৬৮
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।
ইদং স্তোত্রঞ্চ কথিতং ধ্যানং পূজাবিধানকম্ ।
শালগ্রামে ঘটে বাপি দক্ষিণাং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬৯
লক্ষ্মীদক্ষাংশসম্ভূতাং দক্ষিণাং কমলাকলাম্ ।
সর্বকর্মসু ফলদাং ফলদাং সর্বকর্মণাম্ ॥ ৭০
বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপাং চ সুশীলাং শুভদাং ভজে ।
ধ্যাত্বানেনৈব বরদাং মূলেন পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭১

যজ্ঞ পাদ্যাদিকং দেব্যৈ বেদোক্তেন চ নারদ ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং দক্ষিণায়ৈ স্বাহেতি চ বিচক্ষণঃ ॥ ৭২
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা দক্ষিণাং সর্বপূজিতাম্ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্বং দক্ষিণাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৭৩
সুখদং প্রীতিদং চৈব ফলদং সর্বকর্মণাম্ ।
ইদং চ দক্ষিণাখ্যানং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ॥ ৭৪
অঙ্গহীনং চ তৎ কর্ম ন ভবেদ্ভারতে ভুবি ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নিশ্চিতঞ্চ গুণান্বিতম্ ॥ ৭৫
ভার্যাহীনো লভেদ্ভার্যাং সুশীলাং সুন্দরীং পরাম্ ।
বরারোহাং পুত্রবতীং বিনীতাং প্রিয়বাদিনীম্ ॥ ৭৬
পতিব্রতাং সুব্রতাং চ শুদ্ধাং চ কুলজাং বরাম্ ।
বিদ্যাহীনো লভেদ্বিদ্যাং ধনহীনো লভেদ্ধনম্ ॥ ৭৭
ভূমিহীনো লভেদ্ভূমিং প্রজাহীনো লভেৎ প্রজাম্ ।
সঙ্কটে বন্ধুবিচ্ছেদে বিপত্তৌ বন্ধনে তথা ॥ ৭৮
মাসমেকমিদং শ্রুত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দক্ষিণোপাখ্যানং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

দক্ষিণ-দান, শ্রাদ্ধ, দেবার্চন, হোম দান, ব্রত যোজন দান, যজ্ঞ দান, ধর্ম দান, অতিথি দান এবং [illegible] দান—এই সকল কর্মে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সেই সকল কর্ম [illegible] বিঘ্নরহিত পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৬৩-৬৮

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণাস্তোত্র বলিলাম । ইহার পর ধ্যান ও পূজা বিধান বলিব । সুধী ব্যক্তি শালগ্রাম শিলায় কিংবা ঘটে দক্ষিণা দেবীর পূজা করিবে ॥ ৬৯

লক্ষ্মী দেবীর দক্ষিণাংশ-সম্ভূতা, লক্ষ্মী দেবীর অংশ-স্বরূপা, যজ্ঞ কর্মসমূহের ফলদাত্রী, সকল কর্মের ফলদায়িনী, বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা, সুশীলা (যজ্ঞপত্নী) ও শুভদায়িনী দক্ষিণা দেবীকে আমি ভজনা করি । এই ধ্যান দ্বারা সেই বরদাত্রী দক্ষিণাদেবীর ধ্যান করিয়া সুধী ব্যক্তি মূল মন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৭০-৭১

নারদ ! বিচক্ষণ ব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান কালে "ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং দক্ষিণায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা সর্বপূজিত দক্ষিণা দেবীকে ভক্তিসহকারে যথাবিধি পূজা করিবে । এই আমি তোমাকে সমস্ত দক্ষিণাখ্যান বলিলাম, ইহা সুখ এবং প্রীতিদায়ক ও সকল কর্মের ফলদায়ক । যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই দক্ষিণাখ্যান শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তির এই ভারত-ভূমিতে কোনও কর্ম অঙ্গহীন হয় না । অপুত্র ব্যক্তি নিশ্চিত গুণবান্ পুত্র লাভ করে ॥ ৭২-৭৫

ভার্যাহীন ব্যক্তি সুশীলা, পরমা সুন্দরী, বরারোহা (উত্তম অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্তা), পুত্রবতী, বিনীতা, প্রিয়বাদিনী, পতিব্রতা, সুব্রতা, শুদ্ধা, সৎকুলজাতা ও শ্রেষ্ঠ ভার্যা লাভ করে ॥ ৭৬-৭৭

বিদ্যাহীন ব্যক্তি বিদ্যা লাভ করে ও ধনহীন ধন লাভ করে । ভূমিহীন ভূমি, প্রজাহীন প্রজা লাভ করে । সঙ্কটকালে, বন্ধুবিচ্ছেদে, বিপদে ও বন্ধনকালে এই স্তোত্র একমাস শ্রবণ করিলে মুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৭৮-৭৯

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদাত্মক দক্ষিণোপাখ্যান নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ষষ্ঠ্যুপাখ্যানে—ষষ্ঠ্যুৎপত্তি-পূজা-স্তোত্রাদিনির্ণয়ঃ ।]

নারদ উবাচ

অনেকাসাঞ্চ দেবীনাং শ্রুতমাখ্যানমুত্তমম্
অন্যাসাং চরিতং ব্রহ্মন্ বদ বেদবিদাং বর ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

সর্বাসাং চরিতং বিপ্র ! বেদেষু চ পৃথক্ পৃথক্ ।
পূর্বোক্তানাঞ্চ দেবীনাং ত্বং কাসাং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২

নারদ উবাচ ।

ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মনসা প্রকৃতেঃ কলা ।
উৎপত্তিমাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ

ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা ।
বালকাধিষ্ঠাতৃদেবী বিষ্ণুমায়া চ বালদা ॥ ৪
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা দেবসেনাভিধা চ যা
প্রাণাধিকপ্রিয়া সাধ্বী স্কন্দভার্যা চ সুব্রতা ॥ ৫
আয়ুঃপ্রদা চ বালানাং ধাত্রী রক্ষণকারিণী ।
সততং শিশুপার্শ্বস্থা যোগেন সিদ্ধিযোগিনী ॥ ৬
তস্যাঃ পূজাবিধৌ ব্রহ্মন্নিতিহাসমিমং শৃণু ।
যচ্ছ্রুতং ধর্মবক্ত্রেণ সুখদং পুত্রদং পরম্ ॥ ৭
রাজা স্বায়ম্ভুবস্যাসীৎ পুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ স্বয়ম্ ।
যোগীন্দ্রো নোদ্বহদ্ভার্যাং তপস্যাসু রতঃ সদা ॥ ৮
ব্রহ্মাজ্ঞয়া চ যত্নেন কৃতদারো বভূব সঃ ।
সুচিরং কৃতদারশ্চ ন লেভে তনয়ং মুনে ॥ ৯
পুত্রেষ্টিযজ্ঞং তং চাপি কারয়ামাস কশ্যপঃ
মালিন্যৈ তস্য কান্তায়ৈ মুনির্যজ্ঞচরুং দদৌ ॥ ১০
ভুক্ত্বা চরুঞ্চ তস্যাশ্চ সদ্যো গর্ভো বভূব হ ।
দধার তঞ্চ সা দেবী দৈবং দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ১১

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

[ষষ্ঠী দেবীর উপাখ্যানে—ষষ্ঠী দেবীর উৎপত্তি ও পূজা-স্তোত্রাদি বর্ণন ।]

নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আমি অনেকগুলি দেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে অপর দেবীগণের চরিত আমাকে বলুন ॥ ১

নারায়ণ কহিলেন,—বিপ্র নারদ ! বেদে সমস্ত দেবীগণের চরিত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত আছে। পূর্বোক্ত দেবীগণের বর্ণনা বেদে আছে। তুমি এখন কোন্ দেবীগণের চরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ? ২

নারদ কহিলেন,—ভগবন্ ! প্রকৃতি দেবীর কলা-স্বরূপা ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা। আমি ইঁহাদের জন্মের বৃত্তান্ত—উৎপত্তিবিবরণ ও উৎপত্তি এবং চরিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৩

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ ! প্রকৃতি দেবীর যিনি ষষ্ঠ অংশস্বরূপা, তিনিই ষষ্ঠী নামে কথিত হন। উনি বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও বালকদায়িনী বিষ্ণু-মায়া ॥ ৪

* ইঁহা মাতৃকাগণের মধ্যে বিখ্যাতা ও 'দেবসেনা' নামে অভিহিতা। এই সুব্রতা দেবসেনা স্কন্দের (কার্তিকের) প্রাণাধিকা প্রিয়া সাধ্বী ভার্যা ॥ ৫

সর্বদা শিশুর পার্শ্বে থাকিয়া সিদ্ধিযোগিনী এই দেবসেনা যোগবলে বালকগণের আয়ুঃ প্রদায়িনী ও রক্ষাকারিণী ধাত্রী রূপিণী হইয়া থাকেন ॥ ৬

ব্রহ্মন্ ! ইঁহার পূজাবিধি বিষয়ে আমি ধর্মদেবের মুখে যে সুখদ ও পুত্রপ্রদ উত্তম ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭

রাজা প্রিয়ব্রত স্বায়ম্ভুব-মনুর পুত্র ছিলেন। সেই যোগীন্দ্র তপস্যায় সদা অনুরক্ত ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার প্রথমে বিবাহ করেন নাই ॥ ৮

কিন্তু ব্রহ্মার আদেশে তিনি যত্নপূর্বক দারপরিগ্রহ করেন। মুনে ! দীর্ঘকাল দারপরিগ্রহ করিলেও তিনি পুত্র লাভ করেন নাই ॥ ৯

তখন কশ্যপ উঁহাকে দিয়া একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলেন। মুনিবর কশ্যপ সেই যজ্ঞের চরু প্রিয়ব্রতের প্রিয়া ভার্যা মালিনীকে প্রদান করিলেন ॥ ১০

সেই রাজীর ঐ চরু ভক্ষণ করিবা মাত্র সদ্যঃ গর্ভসঞ্চার হইল। সেই দেবী মালিনী দেব পরিমাণে দ্বাদশ বৎসর উক্ত গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ১১

ততঃ সুবাহু সা রাজন্ সুনাভে কন্যকাগ্রজম্
দর্শয়ামাস সংপ্রাপ্তং সুরথং ক্ষত্রিয়ং নৃপম্। ১২
তং দৃষ্ট্বা কন্যকঃ সর্বা মাতরশ্চ বান্ধবাস্ত্রিয়ঃ।
মূর্ধ্নাবধার্য চরণৌ পুত্রশোকেন দুঃখিতা। ১৩
সুশান্তঞ্চ ততো রাজা দৃষ্ট্বা বালকমুত্তমম্।
হৃদয়ং তস্য কান্তারে পুত্রা কৃত্বা ব্যবস্থিতম্। ১৪
মোহমুদ্বহ্য বালকঃ রাজা তামাশ্বাস্য সত্বরঃ।
জ্ঞাত্বোবাচ বিনম্রায় পুত্রশোকাৎ পুনর্নৃপম্। ১৫
এবমিত্যুক্তবতে তস্মৈ বিপ্রেন্দ্রায় সঃ নৃপঃ।
পুত্রকৃত্যবিধানায় ধনিনাঞ্চ বিধায়কম্। ১৬
যেতস্য ধনিনঃ পশ্চাৎ যোগিনঃ শ্রোত্রবাসসা।
মাল্যচন্দ্রবিচিত্রাঙ্গং পুষ্পলাজাবিরাজিতম্। ১৭
স্বর্ণং তস্য যেতীক্ষ্ণ কমনীয়ং মনোহরম্।
যেতস্যশ্চক্রবর্তীয়ং সত্বং সুবিস্তরৌবয়ম্। ১৮

ঈষদ্বাক্যপ্রদাতারং রত্নমুকুটধারিণম্
কুণ্ডলাভ্যাং যেতবিভ্যাং শুক্লানুত্তরবাসসম্। ১৯
দৃষ্ট্বা তং পুত্রতো রাজা দুঃখেন পরমাবৃতম্,
চকার পুত্রকং তস্য চিত্তায় বালকং ভূবি। ২০
পপ্রচ্ছ রাজা তং দৃষ্ট্বা শ্রীমন্তং যেতবাহনম্।
যেতস্য অলিরাং শান্তাং কান্তাং তস্মৈ নাবয়। ২১

দ্বিতীয়ক উবাচ

তথা পুত্রোদ্ভবে কালে তব কান্তাসি পুত্রকে
তস্য তস্য যথাযোগং যত্নো মাস্তা চ যোষিতাম্। ২২
দুঃখক্রান্ত যতঃ কৃত্বা তস্যাস্তস্মাদ্বিনির্গতা।
উবাচ যেতমনসা সা যেতস্যনবাদিনী। ২৩
যেতাবাঃ যৈত্যপ্রজ্ঞাবাঃ পুত্রা যেনা যতুর যা
তস্যা যত্নো চ যেতাস্ত যেতসেনা চ যেন যা। ২৪

রাজন্। অনন্তর বালিকা সর্বপ্রথম এক কুমার প্রসব করিলেন। এই কুমার সর্বাঙ্গসুন্দর লক্ষণ আকৃতির আকার দেখিয়া বোধ হইত যেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। ১১

পুত্রের প্রসব অবধারণ করিয়া অন্তঃপুরস্থিত সকল মাইগণ এক বাক্যে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকে সেই দুঃখ পুত্রের মাতা সুরথা বালিকা মূর্ছিত হইলেন। ১২

সুমন। রাজা চিত্রকেতু তখন সেই কুমার বালককে লইয়া অবধানে গমন করিলেন এবং পুত্রের চিত্ত সুস্থ বারণ করিয়া সেই ঘোর অবস্থায় সেবন করিতে লাগিলেন। ১৩

রাজা তখন বালককে কোলে লইয়া ধরে চিত্রকেতু রাজা তাহার করিতে উদ্যত হইলেন। সেই বিপদ্ধ পুত্রশোকে রাজা চিত্রকেতু তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্তাবে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেন। ১৪

এই সময় তিনি অবাক হয়া পরমর্ষি-সুত ও সেই অবধান অধিবাসিত বিদ্যাধিত এক বিপ্রের দর্শন করিলেন। ১৫

সেই বিপ্রের তাঁর ঘোর প্রকৃতির, তাঁহার অঙ্গ সজ্জা কুণ্ডলাদি, মাথা চিত্রে বিচিত্রিত এবং পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত ছিল। ১৬

রাজা চিত্রকেতু সেই বিপ্রের অবস্থিত। তাঁহাকে, অনেকের, ঘোর-চন্দন-পুষ্পসমূহ অর্ঘবিশিষ্ট, সদা বৃদ্ধির-যোগসম্পন্ন, ঈষৎ বাক্যে প্রদানকারী, রত্ন মুকুট-সমূহে বিভূষিত, যোগনিষ্ঠ, শুক্লানুত্তরবসনা ও কুণ্ডলাভ্যাং এক দেখিয়া দর্শন করিলেন। ১৭-১৯

রাজা সেইরূপ মহাপুরুষ দেখিয়া পরমাদর সহকারে উঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং মুকুলন মৃত বালককে তাঁহার চরণে স্থাপিত করিয়া উঁহার পূজা করিলেন। ২০

মাধব। রাজা চিত্রকেতু ঈশ্বরতত্ত্বের মূর্ত-স্বরূপ অন্তঃকারিণী, যাঁর ঘোর প্রকৃতির, তিনি পাতা, তখন সেই ব্রাহ্মণের দেখিয়া বলিলেন। ২১

চিত্রকেতু বলিলেন,—মুনিবরের। আপনি কি কোন অন্যায় করিয়াছেন? পাপের। আপনি উঁহার চিন্তা করুন। সমস্তরের। আপনি সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া। মুকুলের। আপনি উঁহার কথা। ২২

কুমার চিত্রকেতুর পাপ। অন্তঃ করিয়া সেই ঘোর-অন্তঃকারিণী ও অন্তঃকারিণী ঘোরনাদা করিলেন। ২৩

পুত্রান্তরে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় ঘোরতর তিনি সেনা ছিলেন এবং তিনি সেই ঘোরনাদিনীর এই প্রকার করিয়াছিলেন, সেই ঘোর এই সেনী 'ঘোরনাদা' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪

দেবসেনোবাচ।

[illegible] মানসী কন্যা দেবসেনাভিধা [illegible]।
[illegible] । ২৫
[illegible] ও [illegible] ও [illegible]।
[illegible] । ২৬
[illegible]
[illegible] । ২৭
[illegible]
[illegible] । ২৮
[illegible]
[illegible] । ২৯
[illegible]
[illegible] । ৩০
[illegible]

দেবসেনা বলিলেন—আমি ধর্ম্মের মানসী (মনোজাতা) কন্যা, আমার নাম দেবসেনা। আমি [illegible]। [illegible] বিধাতা আমাকে [illegible] (অধিষ্ঠাত্রী) রূপে [illegible]। ২৫

আমি মাতৃকাগণের মধ্যে বিখ্যাত ও স্কন্দের [illegible]। যেহেতু আমি প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশরূপা, সেই হেতু 'ষষ্ঠী' এই নামেও আমি বিশ্বমধ্যে বিখ্যাত আছি। ২৬

আমি পুত্রহীনকে পুত্র দান করি, [illegible] দান করি, [illegible] দান করি এবং [illegible] করি। ২৭

[illegible], কর্ম্মদ্বারা সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, হর্ষ, মঙ্গল, সম্পদ ও বিপদ সব কিছুই [illegible] থাকে। ২৮

কেহ কর্ম্মদ্বারা বহু পুত্রবান্ ও কেহ কর্ম্মদ্বারা [illegible] হয়। কোন ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা [illegible] এবং কোন ব্যক্তি আবার কর্ম্মদ্বারা [illegible] থাকে। ২৯

কেহ কর্ম্মবলে [illegible], কেহ বা কর্ম্মবলে [illegible] হয়, কেহ [illegible] হয় এবং কর্ম্মবলে কেহ আবার নিত্য রোগী হয়। ৩০

কর্ম্মদ্বারা কেহ [illegible] হয়, কর্ম্মদ্বারা আবার [illegible] হয় ও কর্ম্মদ্বারা আবার [illegible] হয়। আবার কর্ম্মবলেই কেহ [illegible] থাকে। ৩১

[illegible] । ৩২
[illegible]
[illegible] । ৩৩
[illegible]
[illegible] । ৩৪
[illegible]
[illegible] । ৩৫
[illegible]
[illegible]
[illegible] । ৩৬

দেবসেনোবাচ

[illegible]
[illegible] । ৩৭

[illegible]! লোকেরা [illegible] করিয়া থাকে [illegible]। [illegible] তিনি [illegible] করিয়া থাকেন। ৩২

মুনিবর! এই কথা বলিয়া সেই দেবী দেবসেনা বালককে [illegible] জীবিত করিলেন। ৩৩

রাজা [illegible] ও [illegible] সেই বালককে [illegible] করিলেন [illegible] সেই [illegible] এবং [illegible]। দেবী দেবসেনা এই [illegible] সেই বালককে [illegible] আকাশপথে [illegible] হইলেন। [illegible]। তখন রাজা [illegible] সেই দেবীকে [illegible] লাগিলেন। ৩৪-৩৫

[illegible] সেই দেবী [illegible] হইলেন। [illegible]। তখন দেবী সেই [illegible] লাগিলেন। ৩৬

দেবসেনা বলিলেন,—রাজন্! তুমি [illegible] রাজা ও স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র; [illegible] তুমি [illegible] আমার পূজা করিয়া [illegible] আমার পূজা কর। ৩৭

যথা শাস্ত্রমি পুত্রস্তে কুলবৃদ্ধ্যৈ ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
পুত্রস্য নাম বিধায়াঃ তৎকর্ত্তুঃ পুণ্যতিথৌ ॥ ৭৮
ভাবিবাসরে যোষিদ্ভ্যঃ নারায়ণপরায়ণম্ ।
দদ্যাদ্ধেনুফলং ভোক্তুঃ ভক্তিযুক্তশ্চ ধর্ম্মিণম্ ॥ ৭৯
দত্ত্বাস্তুফলদাত্রেঃ কৃত্বাস্তু বলি তৎপরম্ ।
বন্দিত্বা তৎপিতরৌ তুষ্টা স্ত্রিয়াঃ স্ত্রিয়েদ্ধ ॥ ৮০
যোষিদ্ভ্যাশ্চ নিত্যেভ্যঃ নিত্যপূজা তথাচরেৎ ।
বর্ষান্তরেষু লোকেষু যাত্রায়া দর্শনস্য চ ॥ ৮১
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তত্রৈব তত্র্যালকং যযৌ ।
ত্যক্ত্বা চ তাং ষোড়শীং তৎপূজার্থং পুত্রতঃ ॥ ৮২
তথায় দেবী ষষ্ঠীঞ্চ ত্যক্ত্বা তত্রৈব তস্থিবান্ ।
আজগাম মহাযাত্রা ষষ্ঠীং প্রাপ্তোমনঃ ।
আমন্ত্র্য তথায়াম পূজায়াঃ পুত্রদেবকম্ ॥ ৮৩

ইতী ষষ্ঠ্যুঃ সমাপ্তা মহাযাত্রান্ত যাত্রা
মথনং কারয়ামাস দর্শয় পুত্রদেবকম্ ।
দেবীক পুত্রমাদায় প্রাপ্তশ্চেতা যদা যযৌ ॥ ৮৪
ত্যক্তা চ প্রতিমাদেবীং তত্রস্থাং তত্রৈবস্থিতাম্ ।
যষ্ঠ্যা দেবাশ্চ যত্নেন কারয়ামাস দর্শিতঃ ॥ ৮৫
বালানাং সূতিকাগারে যত্নাদ্যে যত্নপূর্ব্বকম্ ।
তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশদিবাসরে ॥ ৮৬
বালানাং[৩]তত্রকার্য্যো চ তত্রাপ্রাপ্তরে তথা ।
মর্ত্ত্যৈ ষষ্ঠীমাস যত্নেন[৪৩] চ ॥ ৮৭
বালানাং সূতাবিবাহে ক্ষেত্রে যত্নো বিধায়ে ।
যত্নতা পর্ব্বযত্নেন কৌথুমোক্তেন পুত্রত ॥ ৮৮
শালগ্রামে অষ্ট বারম্ব ষটকুলেষ্বথা ভুবে ।
ত্রিস্যাং সূত্রদিবাং কৃত্বা পূজয়েদ্ যা ত্রিবন্দ ॥ ৮৯

তাহা হইলে তোমার কুলদেবতারূপ এই অশোকের পুত্র তোমাকে প্রদান করিব। তোমার এই পুত্র অনন্ত কুশলযুক্ত ও সুখসম্পদে বিরাজ করিবে। ৭৮

যে ভাবিষ্যা, তোমাকে, নারায়ণপরায়ণ, ধর্ম্মশীলা অনুরোধকারী, সেই ও ভক্তিযুক্তের বলিত হইবে। ৭৯

তোমার এই তত্ত্ব পুত্র এবং এক বৎসর মাতৃদেবীর সঙ্গে বাস করিবে। যে বর্ষান্তরে, অনন্ত, তত্ত্ব ও বিশ্বাসযুক্তের স্থিত হইবে। ৮০

তোমার এই পুত্র তোমা, ভাগী, বিজ্ঞান, তপস্বী, সকল তোমে বলবী এবং চারীতে সর্ব্বত্রি সম্পন্ন প্রদান করিবে। ৮১

এই কথা বলিয়া সেই দেবী দেবসেনা তিনবারের নিকট তাহার বালক-পুত্রকে প্রদান করিলেন। উহা প্রত্যক্ষদর্শনকারী রাজা তিনবারের তাঁহার পূজা করিবার জন্য তাঁহার করিলেন। ৮২

দেবী দেবসেনাও রাজা তিনবারের তত্ত্ব এই প্রদান করিয়া অর্থ গমন করিলেন। এদিকে ষষ্ঠীমাতা ক্রমশঃ উদ্ভবে যেখানেই করিলেন এবং তথায় আসিয়া পুত্রদেবকে দেখে দেবীগণকে বলিলেন। ৮৩

যাহা। তখন মহা-যাত্রী সমাপ্ত হইলে এবং সকলেই বিদায় গ্রহণ করিল। রাজা পুত্রের বিবিধ রাজের সময় যাবতীয় বালকের অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর তিনবার সেই দেবী দেবসেনার পূজা করিয়া এবং তথাকথিত যাত্রাসমাপ্ত করান করিলেন। ৮৪

সেই ২২১ হইতে রাজা তিনবার প্রতিবাসের অনুসন্ধান যষ্ঠী তিথিতে বিশেষ যত্নসহকারে মাসের সকল যষ্ঠীদেবীর মহাদেবের করাইতে পারিলেন। ৮৫

এইরূপ বালকগণের সূতিকাগারে যা বিশেষ এবং একবিংশতি দিবসে মহাসমারোহে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করাইলেন অর্থাৎ যষ্ঠী দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ৮৬

বালকগণের অন্নপ্রাশন ও ৪৩ মাসের বিশেষ সকলে যষ্ঠী পূজা করিয়ে আয়োজন করিলেন এবং বিশেষ যষ্ঠী পূজা করিতে পারিলেন। ৮৭

পুত্রের। কৌথুম-মাতাগ্রোক্ত যষ্ঠীর যে ব্রত, পূজা-বিধান এবং তোম আদি অর্থাৎ যুব হইতে প্রদান করিয়াছি, তা সমস্তই এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৮

যে যুগে। শালগ্রাম-বিবাহ, অষ্টা, ষোড়শ, অথবা ত্রিবিধ (বেদোক্তে) পুত্রবিধা প্রদান করিয়া তথায় ত্রিদিন অতি যষ্ঠীদেবীর পূজা করিবে। ৮৯

ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুব্রতাম্ ।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্ ॥ ৫০
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে ॥ ৫১
ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ
পুনর্ধ্যাত্বা চ মূলেন পূজয়েৎ সুব্রতাং সতীম্ ॥ ৫২
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ গন্ধপুষ্পধূপদীপকৈঃ
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ ॥ ৫৩
মূলং ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহেতি বিধিপূর্বকম্ ।
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং যথাশক্তি জপেন্নরঃ ॥ ৫৪
ততঃ স্তুত্বা চ প্রণমেদ্ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং বরপুত্রফলপ্রদম্ ॥ ৫৫
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেন্মুনে ।
স পুত্রং লভতে নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৫৬

তিনি প্রকৃতি দেবীর ষষ্ঠাংশরূপা, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠা (সম্যক্‌স্থিতা), সুব্রতা, সুপুত্রদায়িনী, শুভদাত্রী, দয়ারূপিণী, জগৎপ্রসবিনী, শ্বেত-চম্পক-পুষ্পতুল্য বর্ণবিশিষ্টা, রত্নভূষণে বিভূষিতা, পবিত্ররূপা ও পরমা, সেই পরমসতী দেবসেনাকে আমি ধ্যান করি। ৫০-৫১

এই প্রকার ধ্যান করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্ব-মস্তকে সেই পুষ্প রাখিয়া আবার মূল মন্ত্রে পুনরায় ধ্যান করিয়া সতী সুব্রতা দেবসেনাকে মূল মন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য এবং উত্তম ফলসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। ৫২-৫৩

পূজার পর মানুষ 'ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা' এই অষ্টাক্ষর মূল মহামন্ত্র বিধি অনুসারে যথাশক্তি জপ করিবে। ৫৪

তদনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া সমাহিতচিত্তে বর ও পুত্রফলপ্রদ সামবেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা সেই দেবীর স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। ৫৫

হে মুনে! যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত অষ্টাক্ষর 'ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা'—এই মন্ত্র এক লক্ষ বার জপ করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করে—এই কমলোদ্ভব ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৫৬

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! সর্বকাম শুভদায়ক, সকলের বাঞ্ছাপ্রদ এবং বেদেও গূঢ় (গুপ্ত) ষষ্ঠী দেবীর সেই স্তোত্র বলিতেছি শুন। ৫৭

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বকামশুভাবহম্ ।
বাঞ্ছাপ্রদঞ্চ সর্বেষাং গূঢ়ং বেদে চ নারদ ॥ ৫৭

প্রিয়ব্রত উবাচ ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৮
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৯
শক্তেঃ ষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬০
পারায়ৈ পারদায়ৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্বকর্মণাম্ ॥ ৬১
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ।
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্মণাম্ ॥ ৬২
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ।
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্বেষাং সর্বকর্মসু ॥ ৬৩

প্রিয়ব্রত বলিলেন,—হে দেবি! হে মহাদেবি! আপনি সিদ্ধিরূপা, আপনাকে প্রণাম করি। শান্তিরূপিণী আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আপনি শুভদাত্রী, দেবসেনা ও ষষ্ঠীদেবী, আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। ৫৮

মাতঃ! আপনি বরদা, পুত্রদা ও ধনদা, আপনাকে নমস্কার নমস্কার। ষষ্ঠী দেবি! আপনি সুখদায়িনী ও মোক্ষদায়িনী, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ৫৯

দেবি! আপনি শক্তির (প্রকৃতির) ষষ্ঠ অংশরূপা ও সিদ্ধিরূপা, আপনাকে বারংবার প্রণাম। আপনিই মায়া, সিদ্ধযোগিনী ষষ্ঠীদেবী, আপনাকে প্রণাম প্রণাম। ৬০

মাতঃ! আপনি পারা—পারাপারের সেতুরূপা, অথবা মুক্তিরূপা, পারদায়িনী এবং ষষ্ঠী দেবী, আপনাকে প্রণাম প্রণাম। আপনি সাররূপা, সারদায়িনী ও সর্বকর্ম সাধনে পারা। ৬১

আপনি বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও ষষ্ঠীদেবী, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি কল্যাণদাত্রী কল্যাণী এবং সমস্ত কর্মের ফলদাত্রী। ৬২

ষষ্ঠীদেবি! আপনি ভক্তগণের নিকট প্রত্যক্ষ হন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি সকলেরই সকল

দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা ॥ ৬৪
হিংসাক্রোধবর্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি ॥ ৬৫
ধর্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ভূমিং দেহি প্রজাং দেহি দেহি বিদ্যাং সুপূজিতে ॥ ৬৬
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ ॥ ৬৭
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ।
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্ ॥ ৬৮
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্ ॥ ৬৯
বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংযত্তেদং শৃণোতি চ।
সর্বপাপাদ্বিনির্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ৭০
বীরপুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্,
সুচিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীমাতৃপ্রসাদতঃ ॥ ৭১
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭২
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চ।
মাসেন মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ষষ্ঠ্যুপাখ্যানে ষষ্ঠীস্তোত্রং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

সর্বে পূজনীয়া এবং স্কন্দের (কার্তিকের) প্রিয়া ষষ্ঠী। ৬৩

আপনি দেবগণের রক্ষাকারিণী ষষ্ঠীদেবী, শুদ্ধসত্ত্বরূপা এবং মনুষ্যগণের সদা বন্দিতা, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৬৩

দেবি! আপনি হিংসা ও ক্রোধবর্জিতা ষষ্ঠীদেবী, আপনাকে নমস্কার করি। হে সুরেশ্বরি! আপনি আমাকে ধন দান করুন, প্রিয়া ভার্যা দান করুন এবং পুত্র প্রদান করুন। ৬৪

মাতঃ! আপনি ধর্ম দান করুন ও যশ দান করুন। হে সুপূজিতে! আপনি আমাকে ভূমি দান করুন, প্রজা দান করুন এবং বিদ্যা দান করুন। হে ষষ্ঠীদেবি! আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ৬৫

ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম, প্রণাম। দেবি! আপনি আমাকে কল্যাণ ও জয় প্রদান করুন। রাজা প্রিয়ব্রত এইরূপে ষষ্ঠীদেবীর স্তব করিয়া ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় যশস্বী ও রাজেন্দ্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি এই ষষ্ঠী-স্তোত্র একবৎসর শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি অপুত্রক হইলেও দীর্ঘজীবী ও উত্তম পুত্র প্রাপ্ত হন। ৬৭। ৬৯

যে নারী ভক্তিসহকারে একবৎসর সংযত হইয়া এই ষষ্ঠীস্তোত্র শ্রবণ করে, সেই নারী সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং মহাবন্ধ্যা হইলেও সন্তান প্রসব করে। ৭০

ষষ্ঠীদেবীর কৃপাপ্রসাদে সেই পুত্র বীর, গুণবান্, বিদ্বান্, যশস্বী ও অতি দীর্ঘ আয়ুষ্মান্ হয়। ৭১

যে নারী কাকবন্ধ্যা এবং যে নারী মৃতবৎসা, সেই নারীও একবৎসর এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে ষষ্ঠীদেবীর কৃপাপ্রসাদে পুত্রলাভ করিয়া থাকে। (যে নারীর এক পুত্র হইয়া থাকিলে তাহার পর আর গর্ভবতী হয় না, সেই নারী কাকবন্ধ্যা। যে নারীর সন্তান হয় আর মরিয়া যায়, সেই নারীকে মৃতবৎসা বলে। যে নারীর কোনও সন্তান হয় নাই বা সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই, সেই নারীকে মহাবন্ধ্যা বলে।) ৭২

বালক রোগযুক্ত হইলে পিতা ও মাতা যদি এই স্তোত্র একমাস শ্রবণ করে, তাহা হইলে ষষ্ঠীদেবীর কৃপাপ্রসাদে সেই বালক রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৭৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদাত্মক ষষ্ঠীদেবীর উপাখ্যানে ষষ্ঠীস্তোত্রনামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[মঙ্গলচণ্ড্যুপাখ্যানম্]

নারায়ণ উবাচ

কথিতঞ্চ ষষ্ঠ্যুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগমম্ ।
দেবী মঙ্গলচণ্ডী চ তদাখ্যানং নিশাময় ॥ ১
তস্যাঃ পূজাদিকং সর্বং ধর্মবক্ত্রাচ্চ যচ্ছ্রুতম্ ।
শ্রুতিসম্মতমেবেষ্টং সর্বেষাং বিদুষামপি ॥ ২
দক্ষায়াং বর্ততে চণ্ডী কল্যাণেষু চ মঙ্গলম্ ।
মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৩
পূজ্যায়াং বর্ততে চণ্ডী মঙ্গলোঽপি মহীসুতঃ ।
মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৪
মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপধরাপতিঃ ।
তস্য পূজ্যাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৫
মূর্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা ॥ ৬
প্রথমে পূজিতা সা চ শঙ্করেণ পরাৎপরা ।
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে বিষ্ণুনা প্রেরিতেন চ ॥ ৭
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মোপদেশেন দুর্গতেন চ শম্ভুনা ।
আকাশাৎ পতিতে যানে দৈত্যেন পাতিতে রুষা ॥ ৮
ব্রহ্মবিষ্ণূপদিষ্টশ্চ দুর্গাং তুষ্টাব শঙ্করঃ ।
সা চ মঙ্গলচণ্ডী চ বভূব রূপভেদতঃ ॥ ৯
উবাচ পুরতঃ শম্ভোর্ভয়ং নাস্তীতি তে প্রভো ।
ভগবান্ বৃষরূপশ্চ সর্বেশশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১০
যুদ্ধশক্তিস্বরূপাহং ভবিষ্যামি তদাজ্ঞয়া ।
ময়াত্মনা চ হরিণা সহায়েন বৃষধ্বজ ॥ ১১

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

[মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণন ।]

নারায়ণ বলিলেন,—ব্রহ্মপুত্র ! আমি তোমাকে শাস্ত্রানুসারে ষষ্ঠীর উপাখ্যান বলিয়াছি। যে দেবী মঙ্গলচণ্ডী, এখন তাঁহার উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

যাহা শ্রুতিসম্মত, সমস্ত বিদ্বদ্বৃন্দের অভিলষিত এবং যাহা ধর্ম্মবক্ত্র হইতে আমি শুনিয়াছি, দেবীর সেই সমস্ত পূজাদি বিধান শ্রবণ কর। ২

দক্ষা অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যনিপুণা—এই অর্থে 'চণ্ডী' এবং মঙ্গল অর্থাৎ কল্যাণ অর্থে 'মঙ্গল' শব্দ, মঙ্গলে যিনি দক্ষা, সেই দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। ৩

অথবা পূজ্যার্থে চণ্ডী এবং মহীসুত মঙ্গল (পৃথিবী দেবীর পুত্র বিখ্যাত এই মঙ্গলগ্রহ), তিনি যেই মঙ্গলের অভীষ্ট দেবী, সেই দেবী হইলেন 'মঙ্গলচণ্ডী'। ৪

অথবা মনুবংশজাত ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর অধীশ্বর মঙ্গল, তাঁহার 'পূজনীয়' অভীষ্ট দেবী বলিয়া মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রথিত। ৫

সেই মূল প্রকৃতি মঙ্গলচণ্ডী দুর্গাদেবী মূর্ত্তি ভেদে এই মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছেন। কৃপারূপী মঙ্গলচণ্ডী স্ত্রীলোকদিগের অভীষ্টদেবী হইয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। ৬

পূর্ব্বকালে ত্রিপুরাসুরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শঙ্কর বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই পরাৎপরা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রথমে পূজা করেন। ৭

ব্রহ্মন্ ! সেই সময় শঙ্কর দুর্গতিপন্ন হইলে ত্রিপুরাসুর ক্রোধে তাঁহার যান পাতিত করিলে এবং আকাশ হইতে সেই যান পতিত হইলে পর, ব্রহ্মা তাঁহাকে দুর্গার স্তব করিতে উপদেশ করেন। তাঁহাদের ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শঙ্কর দুর্গার স্তব করেন; তাহাতে সেই দেবী রূপভেদে মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছিলেন। ৮-৯

সেই সময় দেবী মঙ্গলচণ্ডী শম্ভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো ! আপনার কোনও ভয় নাই। ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণ করিয়া আপনার বাহন হইবেন। ১০

দেবী সেই সময় বলিলেন,—আমি আপনার আজ্ঞানুসারে যুদ্ধশক্তিস্বরূপা হইয়া আপনার নিকটে অবস্থান করিব। হে বৃষধ্বজ ! এই আত্মস্বরূপ হরিও আপনার সহায় হইবেন। ১১

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হৃদয়ে দেবি মহাদেবি মহেশ্বরি।
ওঁ ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে ॥ ১৩
ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং শিরো মে পাতু ত্রিপুরা মন্ত্রবিগ্রহা ॥ ১৪
ত্রিপুরেশী সদা পাতু ললাটং মন্ত্রবিগ্রহা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রুতী পাতু পাতু মে সর্বতঃ তনুম্ ॥ ১৫
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং নেত্রযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং নাসিকাং মে পাতু কল্যাণদায়িনী ॥ ১৬
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং মুখং পাতু সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং দন্তপঙ্‌ক্তিং পাতু মে সর্বমঙ্গলা ॥ ১৭
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ওষ্ঠযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং চিবুকং মে পাতু সর্বার্থসাধিকা ॥ ১৮
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং গলং পাতু মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্কন্ধযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা ॥ ১৯
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং বাহুযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং করযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা ॥ ২০
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং বক্ষঃস্থলং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হৃদয়ং মে পাতু সর্বদা শিবা ॥ ২১
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং কুক্ষিযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং নাভিং মে পাতু সর্বদা শিবা ॥ ২২
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং কটিং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং গুহ্যং মে পাতু সর্বদা শিবা ॥ ২৩
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং জানুযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং জঙ্ঘাযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা ॥ ২৪
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং পাদযুগ্মং পাতু মে সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্বাঙ্গং মে পাতু সর্বদা শিবা ॥ ২৫
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং পূর্বে মাং পাতু সর্বমঙ্গলা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে মাং পাতু সর্বেশ্বরী সদা ॥ ২৬
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং পশ্চিমে মাং পাতু সর্বসিদ্ধিপ্রদা সদা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং উত্তরে মাং পাতু সর্বার্থদায়িনী ॥ ২৭
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ঊর্ধ্বং মে পাতু সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং অধো মে পাতু সর্বদা শিবা ॥ ২৮
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্বতো মে পাতু সর্বদা শিবা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্বাঙ্গং মে পাতু সর্বদা শিবা ॥ ২৯
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩০
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩১
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩২
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩৩
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩৪
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩৫
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে পরমেশানি ত্রিপুরেশি নমোঽস্তু তে।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ত্রিপুরে সততং দেবি রক্ষ মাং সর্বতো নমঃ ॥ ৩৬

ইতি দৈবাদ্যে দেবেশ মুখাদ্যং পদ্মাসনস্থম্
ঈক্ষাঞ্চক্রুরিতা দেবী সংস্তুতা সর্বশিবপ্রদা ॥ ১২
বিষ্ণুরুদ্রেণ সংস্তুত ব্রহ্মণা তদনন্তরম্।
মুনীন্দ্র পরিতো দৈত্যো সর্বে দেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
তুষ্টুবুঃ পরমা দেবা ভক্তিস্বান্তৈকমানসাঃ
সঙ্ঘঃ সিদ্ধাদি সংস্তুতঃ পুলস্ত্যপ্রমুখৈর্মুদা ॥ ১৪
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঋষয়ো মনবস্তথা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈশ্চৈব পুরাণাঃ সকলাঃ শ্রুতিঃ ॥ ১৫
পুরাণ্যাখ্যানকৈর্বিদ্যা নানাবিধৈর্মুনে
বাহুল্যৈশ্চৈব মহিমৈর্বেদৈঃসাবিত্রিবিদ্যৈঃ ॥ ১৭
যজুর্লক্ষণযুক্তৈশ্চ সামভিঃ সিদ্ধিদৈরপি।
মন্ত্রশ্চিন্ত পুরাশ্চিন্ত পঞ্চদশ্যাদিবিদ্যৈঃ ফলৈঃ ॥ ১৮
মন্ত্রৈর্মন্ত্রপতিশ্চৈর্লোকমাতৃভিরুত্তমৈঃ।
যাগা যাগাশ্চিমোক্ষেন যাগেন ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১৯
যথো প্রত্যাপি মূলেন মন্ত্রেণৈব চ নারদ।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্বমূর্তো দেবি মহাদেবিকে।
ঐং ক্রুং বহ্নি যাবেতেবং চাপোদ্ধরিণ্যাক্ষরো
মনুঃ ॥ ২৭
পূজা বলিকলৈশ্চৈব জপাদ্যাঃ সর্বতোমুখঃ
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২১
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ যস্য স বিষ্ণুঃ সর্বতোমুখঃ।
যাবেক মনসা ধ্যাত্বা দেবেশাঃ সর্বসম্মতম্ ॥ ২২
দেবীং বেদত্রয়ীং সাধ্বং পূর্ণিমাচন্দ্রযৌবনাম্।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং কোমলাঙ্গীং সুলোচনাম্ ॥ ২৩
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রক্তকাঞ্চিধরাং পরাম্।
বরিতুদ্যতকাঞ্চাদ্যাং রত্নকুম্ভপয়োধরাম্ ॥ ২৪
স্মিতাস্যাং করযোরাভ্যাং বহ্নিকামালাকৃতিম্।
বিদ্যাধরসতীং তদ্বদ্ বরলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ২৫
ইত্যাদ্যগুণসম্পন্নাং ত্রিলোক্যপদ্মলোচনাম্।
ভবভাবীত ভাবীত সর্বেষাং সর্বসম্পদাম্ ॥ ২৬

---

(১) দেবেশ। আপনি দেবশ্রেষ্ঠ অধিকার ব্রহ্মকারী এই দৈত্য বিষ্ণুরুদ্র বধ করুন। এই কথা বলিয়া সেই দেবী অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন এবং অমনি তিনি (ব্রহ্মাদি) পদ্মের পরি রহিয়াছিলেন ॥ ১১

তাঁহাদিগে তিন বিষ্ণুরুদ্র বধের জন্য সেই ত্রিপুরা-দেবীর স্তব করিয়াছিলেন। হে মুনীন্দ্র! সেই ত্রিপুর দৈত্য তিনের হইতে দুর্জয় হইলে পর সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ একত্রিত হইয়া নিজ নিজ ভক্তি অনুসারে সাধনের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদেব পদ্মের মধ্যে পুলস্ত্যাদি হইতে লাগিল ॥১৩-১৪

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সহিত হইয়া তাঁহাদের জয়াশীর্বাদ করিলেন (১৫) মুনে। অনন্তর পদ্মের ইচ্ছা এবং বিষ্ণুর উপদেশানুসারে ব্রহ্ম ব্রহ্ম ভক্ত হইয়া পাদ, ঋক্, যজুর্বেদ, বিবিধ স্মৃতি (পুরোক্তাদি), পুরাণ, ইতিহাস, অষ্টাদশ প্রকারের মন্ত্রপূর্ণ সাবিত্রী বৈদ্যক, বাদ, বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি উত্তম শব্দাদি, বহু, অনেকার্থ যাগ, পায়স, সিদ্ধান্ত, যজু, সাম, সত্য সাবিত্রি ফল, মন্ত্রাদি, মূল, মন্ত্র, উত্তম এবং মূলমন্ত্রোক্ত প্রভৃতি দ্বারা সেই অধিকারী ব্রহ্মকারীর পূজা করিলেন। নারদ! বিষ্ণু যাগ-বিধানযোক্ত যাগ মন্ত্রের দ্বারা অধিকারীর দেবীর যাগ করত মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পূর্বোক্ত প্রকারমত প্রকাশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতীয়ে "ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্বমূর্তো দেবি মহাদেবিকে ঐং ক্রুং বহ্নি যাবে"—ওঁবিদ্যাক্ষর (২১) মূল মন্ত্র ॥ ১৩-২৩

শ্রীমদ্ভাগবতীয়ে এই মূলমন্ত্র ত্রিলক্ষের পূজনীয়, দশলক্ষ এবং সর্বকামপ্রদ; এই মন্ত্র রূপ নাম ধন অধিক সম্পত্তিদায়ক হয় ॥ ২১

যে ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুরূপা সর্ব-কামনাপূরণকারী হয়। যে জন্য। অতএব দেবগণের সর্বসম্মত যাগ করত ॥ ২২

যিনি ষোড়শবর্ষীয়া, নবা পূর্ণিমাচন্দ্রবদনা, সর্বলক্ষণযুক্তা, কোমলাঙ্গী, সুলোচনা, শ্বেতচম্পকবর্ণ-বিশিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, ত্রিলোকস্থ পদ্মলোচনা, বরদাত্রী, রত্নকুম্ভপয়োধরা, ত্রিনয়নবিশিষ্টা, বহ্নিমালা-পুষ্পমালা ধারিণী, বিদ্যাধরী ভক্তির ভক্তাধ্যবর্তিনী, মুখের সুপ্রসন্না, ভক্তা, সর্বলক্ষণ বিভূষিত কমলমালাধারিণী সুশোভিতবক্ষা, ঈষদ্ধাস্যযুক্ত প্রফুল্লমুখী, অধিকন্তু সৌন্দর্য পদ্মের মত আয়তলোচনা, সকল

মালাস্তম্ভাগ্রে ঘোরে পোতচক্রাং যজা ভবেৎ । ২৭
যেষাঞ্চ যানমিত্যেষাং তরবঃ স্রোতসা ভুবে
প্রবহঃ সর্বতঃস্রোতা যেন তুষ্যেৎ সমুদ্রঃ । ২৮

পঞ্চম উবাচ ।

ইত্থং ভক্ত তরবাস্তর্যেষি মঙ্গলস্তম্ভিকে ।
বারিকে বিপদাং রাশিঃ সর্বমঙ্গলকারিকে । ২৯
সর্বমঙ্গলমন্ত্রেণ চ সর্বমঙ্গলস্তম্ভিকে ।
তত্রে মঙ্গলমন্ত্রেণ চ শুভমঙ্গলস্তম্ভিকে । ৩০
মন্ত্রেণ মঙ্গলার্থে চ সর্বমঙ্গলমন্ত্রেণ
ত্বয়াং মঙ্গলমন্ত্রে দেবি সর্বেষা মঙ্গলালয়ে । ৩১
পূজ্যা মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদৈবতে ।
পূজে মঙ্গলমূলস্য মনুরাংশস্য সন্ততম্ । ৩২
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবী মঙ্গলাবাক মঙ্গলে ।

মন্ত্রকে যিনি সর্বমঙ্গলা নামে অভিহিত এবং যিনি ভবন্নাশী, তন্ত্রের সমাবেশমন্ত্রের সপ্তদশ বর্ণ যৌবাহতপা সেই দেবী মঙ্গলস্তম্ভিকার আদি ভবনা করি । ২৯-৩১

যিনি এইরূপ দেবী মঙ্গলস্তম্ভিকায় বাস করেন, যে মূলে। সমস্ত সম্পত্তির এইরূপ সমাবেশকে যে স্তম্ভের দ্বারা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, তুমি সেই স্তম্ভ এখন ধারণ কর । ২৮

পঞ্চম বলিলেন,—হে ভবন্নাশা ! হে দেবি মঙ্গল-স্তম্ভিকে ! তুমি বিপদ্‌রাশিবিনাশিনী এবং ধৃতি ও মঙ্গল-কারিণী । তুমি আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর । ২৯

তুমি ধৃতি ও মঙ্গলবারে পূজা করিলে সর্বমঙ্গলস্তম্ভিকা নামে খ্যাতা । এইরূপ তুমি শুভ ও মঙ্গলবারে সমাবেশমন্ত্রে শুভ মঙ্গলস্তম্ভিকা নামে প্রসিদ্ধা । ৩০

মঙ্গলে । মঙ্গলার্থে । হে সর্বমঙ্গলকে । হে দেবি । তুমি সমস্তমঙ্গলের মঙ্গলময় বস্তু এবং সমস্তের মঙ্গলদাত্রী অর্থাৎ তুমিই সকলের মঙ্গলকারিণী ভবনাশা । ৩১

মঙ্গলের অভীষ্ট দেবি ! তুমি মঙ্গলবারে পূজনীয়া এবং মনুরাংশের মঙ্গলমূলরূপে পূজনীয়া । ৩২

সমস্ত মঙ্গলমন্ত্রের মঙ্গলস্বরূপা দেবি ! তুমি মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সকলের মঙ্গলের আবাস-ভূমি এবং যোক্ত ও মঙ্গলকারিণী । ৩৩

সর্বমঙ্গলমন্ত্রাধারে যোক্তমঙ্গলকারিণি । ৩৪
সাধে চ মঙ্গলাধারে পাধে চ সর্বমঙ্গলে
প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজ্যা চ মঙ্গলপ্রদে । ৩৫
স্তোত্রেণানেন সন্তুষ্ট ভূয়া মঙ্গলস্তম্ভিকায়ে
প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজ্যাং ভূয়া সদা শিবঃ । ৩৬
যেষাঞ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ পূর্বোক্তি সমাহিতঃ ।
তস্যমঙ্গলং ভবেচ্ছশ্বত্র ভবেত্তমঙ্গলম্ । ৩৭
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্বমঙ্গলা
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন শুভেন চ । ৩৮
তৃতীয়ে পূজিতা তত্রা মঙ্গলেন ভুবেন চ ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে পূজয়াঞ্চিক্ত পূজিতা ।
পঞ্চমে মঙ্গলাকারাদ্যৈশ্চাবৈর্মঙ্গলস্তম্ভিকা । ৩৯
পূজিতা প্রতিবিধেষু বিধেশপূজিতা সদা

যাহা । তুমি সমস্তের, মঙ্গলাধার এবং সমস্ত ধর্ম-সম্পাদক পাপে বিনাশকারী । হে মঙ্গলদে । তুমি প্রতি মঙ্গলবারে পূজনীয়া । ৩৩

সপ্ত ঋষি যেমনের দ্বারা মঙ্গলস্তম্ভিকার স্তব করিয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করিয়াছেন । যিনি প্রতি মঙ্গলবারে পূজা করিয়া এবং স্তব করিয়া স্তবনে স্তবন করিবেন । ৩৪

যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে দেবীর এই মঙ্গল স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহার সদা মঙ্গল হয় এবং কোনও অমঙ্গল তাহার হয় না । ৩৫

এই দেবী সর্বমঙ্গলা সর্বপ্রথমে শিব কর্তৃক পূজিতা হন । মঙ্গলবার সেই দেবীকে দ্বিতীয় বার পূজা করেন । ৩৬

মঙ্গলবারে ব্রহ্মা যখন সেই দেবী মঙ্গলস্তম্ভিকার তৃতীয় বার পূজা করেন । চতুর্থবারে বুধদেব সেই দেবীকে মঙ্গলবারে পূজা করেন । বিধেয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া মনুরূপ পঞ্চম বারে সেই মঙ্গলস্তম্ভিকার পূজা করে । ৩৮

বিধেয়ের অভীষ্টপূরিকা এই দেবী মঙ্গলস্তম্ভিকা সকলের সদা প্রতি বিধেয় পূজিতা হইতে লাগিলেন । সেই সময় হইতে সেই জগৎপূজ্য মঙ্গলস্তম্ভী সর্বত্র বিধেয়-ভাবে বিরাজি, তুমি, মনু ও মানবগণ কর্তৃক পূজিতা

[illegible] ৩২ [illegible]
[illegible]
[illegible] ৩৩ [illegible]
[illegible] ৩১
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে মঙ্গলচণ্ডীষষ্ঠ্যুপাখ্যানং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

[illegible] ॥ ৩০-৩১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে [illegible] মঙ্গলচণ্ডী [illegible] চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মনসাদেব্যুপাখ্যানে—দেবী 'মনসা' প্রভৃতি নামস্বরূপ নিরুক্তিঃ]

নারায়ণ উবাচ।
উক্তং [illegible] যথাগমং মুনে ॥ ১
কন্যা যা চ কশ্যপস্য মানসী চ মনস্বিনী।
ক্রীড়তে মনসা যস্মা মনসা চ তেন কীর্তিতা ॥ ২
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন কীর্তিতা ॥ ৩
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী।
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪
জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎ ক্ষীণমীশ্বরঃ।
গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ ॥ ৫
বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্যৈ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃ স্বয়ম্ ॥ ৬
স্বর্গে চ নাগলোকে চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ।
ভৃশং জগৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহরা ॥ ৭
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্তিতা ॥ ৮

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

[মনসাদেবীর উপাখ্যান দেবীর 'মনসা' প্রভৃতি নামের নিরুক্তি।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে মুনে! আমি তোমাকে শাস্ত্রানুসারে ষষ্ঠী দেবী ও মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বলিয়াছি। আমি ধর্মমুখ হইতে মনসাদেবীর উপাখ্যান যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

এই দেবী কশ্যপের মানস কন্যা ছিলেন, সেই হেতু ইনি 'মনসা' নামে খ্যাত। অথবা এই দেবী মনদ্বারা ক্রীড়া করেন, সেই হেতু 'দেবী মনসা' নামে তিনি খ্যাত। ২

তিনি মন দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, সেই নিমিত্ত এই 'মনসা' নামে খ্যাত এবং [illegible] ঈশ্বরের সহিত ক্রীড়া করেন, সেই হেতু তিনি 'দেবী' নামে অভিহিতা হন। ৩

আত্মারামা বৈষ্ণবী মনসাদেবী তিন যুগ ধরিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিয়া সিদ্ধযোগিনী হইয়াছিলেন। ৪

গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ মনসাদেবীর শরীর [illegible]—শরীর ক্ষীণ দেখিয়া 'জরৎকারু' এই নাম রাখিলেন। ৫

কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি এই মনসাদেবীর পূজা প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পুনরায় তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ৬

এই মনসাদেবী স্বর্গ, নাগলোক, পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও সমস্ত জগতে গৌরী—গৌরবর্ণা এবং অত্যন্ত মনোহরা সুন্দরী ছিলেন। ৭

সেইহেতু এই সতী দেবী 'জগদ্গৌরী' এই নামে বিখ্যাতা হইয়া পূজিতা হইতে লাগিলেন। এই দেবী

বিষ্ণুভক্তাদীক্ষ [illegible] বৈষ্ণবী তেন [illegible] ।
[illegible] [illegible] নারায়ণী [illegible] [illegible] ॥ ৯

নারায়ণীতি বিখ্যাতা [illegible] [illegible] তথা ।
[illegible] [illegible] [illegible] যা তেন [illegible] ॥ ১০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যেনাপি নিদ্রারূপিণী
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২

[illegible] বিখ্যাতা [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৩

[illegible] বিষ্ণুভক্তা [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া তিনি 'বৈষ্ণবী' এই নামে কীর্তিতা হইলেন ॥ ৮

[illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া তিনি 'বৈষ্ণবী' নামে [illegible] হইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'নারায়ণী' নামে বিখ্যাত হন এবং [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন বলিয়া '[illegible]' বলিয়াও [illegible] [illegible] আছেন। তিনি নিত্য [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন, সেইহেতু 'নিত্যা' এই নামে খ্যাত হন ॥ ১০

তিনি [illegible] নিদ্রা [illegible] [illegible] নিদ্রা [illegible] [illegible] [illegible], এই কারণে 'নিদ্রারূপিণী' নাম [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিলেন ॥ ১১

সেই কারণে [illegible] [illegible] তাঁহাকে "[illegible]" [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন ॥ ১২

সেই কারণে [illegible] [illegible] তিনি "[illegible]" নামে বিখ্যাত হইয়া [illegible] [illegible] আছেন। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ওঁ নমো ভগবত্যৈ ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
বৈষ্ণবী নারায়ণী দেবী [illegible] তথা ॥ ১৫
[illegible] [illegible] ৪
[illegible] [illegible] দেবী [illegible] ॥ ১৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৯
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেই [illegible] [illegible] এই নামে [illegible] [illegible] ॥ ১৩-১৪

[illegible] [illegible] [illegible]। ১। [illegible], ২। [illegible], ৩। রমা, ৪। নিদ্রারূপিণী, ৫। বৈষ্ণবী, ৬। নারায়ণী, ৭। দেবী, ৮। ভগবতী, ৯। [illegible], ১০। [illegible], ১১। নিত্যা, ১২। [illegible]—সেই দেবী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৫-১৬

যে ব্যক্তি পূজাকালে [illegible] এই নাম [illegible] পাঠ করে, তাহার [illegible] [illegible] না এবং তাহার [illegible] [illegible] [illegible] না ॥ ১৭

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] যে ব্যক্তি এই নাম [illegible] [illegible] পাঠ করে, সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] নাই। [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] [illegible] পাঠ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৮-১৯

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-সিদ্ধি [illegible] [illegible]। [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] হইবে, সেই ব্যক্তি [illegible] করিতে [illegible] [illegible] ॥ ২০

মদ্বীপা ভূতলে স্তুতা ন ভবেদ্যাবদন্ত

নানাদেশে নানাদ্বীপে সর্ববিশ্বে সুপূজিতা ॥ ২১

যেই ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই স্তোত্র শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি ... [illegible] ... উপভোগ করে এবং মানবদেহ ত্যাগ করে ... [illegible] ... । সেই মঙ্গল জানিবে ॥ ২১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ষষ্ঠ্যুপাখ্যানে মঙ্গলচণ্ড্যুপাখ্যানং নাম পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে মঙ্গল-উপাখ্যানে "মঙ্গল স্তোত্র" নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[মনসাপূজাবিধানং, মনসায়া মুনিনা সহ মন্ত্রাদেবতা বিবাহঃ, আস্তীকস্য জন্ম, জনমেজয়স্য সর্পযজ্ঞে আস্তীকেন সর্পরক্ষণম্, নাগেশ্বরস্য মনসায়া আস্তীকমুনিনা নাগকুলস্য রক্ষা, মনসা-পূজাপ্রস্তাবঃ বর্ণনম্ ।]

নারায়ণ উবাচ ।

পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ ধ্যানং কবচং মুনিপুঙ্গব ।

যাবৎ নানাবিধং দেবীপূজাবিধানকম্ ॥ ১

... [illegible] ... ॥ ২

... [illegible] ...

... [illegible] ... ॥ ৩

ইতি ... দেবীং পূজয়েৎ ... ।

... [illegible] ... ॥ ৪

... [illegible] ... ।

... [illegible] ... ॥ ৫

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ ।

... [illegible] ... ॥ ৬

... [illegible] ... ।

... [illegible] ... ॥ ৭

... [illegible] ...

... [illegible] ... ॥ ৮

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

[মনসাদেবীর পূজাবিধান, ... মুনির সহিত মনসাদেবীর বিবাহ, আস্তীকের জন্ম, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে আস্তীক কর্ত্তৃক নাগকুলের রক্ষা এবং মনসা-পূজা প্রস্তাবাদি বর্ণন ।]

নারায়ণ কহিলেন,—মুনিবর নারদ ! মনসাদেবীর ... পূজাবিধি, স্তোত্র ও দেবী পূজার ... বিধান ... বলা হইল ॥ ১

... [illegible] ... দেবী, ... [illegible] ... ॥ ১-৩

এই ... [illegible] ... বিবিধ নৈবেদ্য, দীপ, পুষ্প, ধূপ ও ... [illegible] ... গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য—এই সব উপচার দ্বারা সেই মনসাদেবীর পূজা করিবে ॥ ৪

... [illegible] ... 'মূল মন্ত্র' বলিয়া কথিত ॥ ৫

'ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র ... [illegible] ... ॥ ৬

... [illegible] ... 'সিদ্ধ' হইয়া যায় । ... [illegible] ... থাকে ॥ ৭

... [illegible] ... এই ব্যক্তি ... [illegible] ... সেই ব্যক্তি ... ধনবান্, পুত্রবান্, ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে ॥ ৮-৮

তপস্যা মহাদেবাদ্ দেব্যা বর্ষশতং বলিন্ ।
যস্মান্ পুষ্করাদেব কৌশিকস্ত্ব ন ভবেদ্ ধনম্ ॥৯
পুরাবিবাহে কথিতঃ কাশ্যপঃ বিধানতঃ ।
কশ্যপাদি মহাত্মা বক্তুং সর্বসত্ত্বতঃ ॥১০
পূজা মানসকন্যায়া বহুমূল্যনা মুনি
যান্ যান্ পশ্যতি মনসা ন তে জীবন্তি নাগতঃ ॥১১
মহাদেবে দদৌ তস্যৈ কৃষ্ণমন্ত্রং মহামতিঃ ।
দেবী ভাগবতে [illegible] প্রভবেৎ ॥১২
মহাসিদ্ধিং তপস্বীং তাং মনসা মনসে যতঃ
তপসা মনসা যেন মনসা চ যা ॥১৩
কৃপাবতী সা চ সংপূজ্য কর্মণ্যে মহাত্মনাম্ ।
তস্যা সম্পূজ্য কৈলাসে [illegible] ॥১৪
দিব্যং বর্ষসহস্রং চ পিতেব মুদে পুরা
[illegible] ॥১৫

মহাদেব নাম। এই পুরাবিবাহ কথিত হইল। আমি যে'রূপ হইতে মনসাদেবী যে তাহাকে ধ্যান করিয়াছি, এখন সেই আখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১০

নারদ। পুরাকালে কৃষ্ণের মানসকন্যা মনসাকে যখন জীব হইতে লাগিল, শাস্ত্র, বিধান তখন যে যে মনুষ্যকে দংশন করিত, তাহারা আর জীবিত থাকিত না ॥১১

উহাতে জীব যদি তখন ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কশ্যপ উপদেশে যোগবলে নৈমিত্তিক ধ্যানে সৃষ্টি করিলেন ॥১২

অনন্তর যদি তখন মনসাদেবী তত্ত্ব গুরু সেই সর্বসিদ্ধ বরিষ্ঠী দেবী মনসাকে সৃষ্টি করিলেন। যেহেতু তাহা সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই দেবীর নাম 'মনসা' হইল ॥১৩

কুমারী মনসা দেবী উৎপন্না হইয়া শঙ্কর-ভবনে গমন করিলেন এবং কৈলাসে ভক্তিসহকারে শঙ্করকে নিয়ত পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন ॥১৪

মুনিকন্যা মনসা তখন দিব্য সহস্র বৎসর তাঁহার আরাধনা করিলেন, উহাতে আশুতোষ মহেশ তাঁহার উপর তুষ্ট হইলেন ॥১৫

মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠয়ামাস সাম চ ।
কৃষ্ণমন্ত্রং কল্পতরুং দদাবষ্টাক্ষরং মুনে ॥১৬
লক্ষ্মীমায়া-কামবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং তথা
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পূজনক্রমম্ ॥১৭
সর্বপূজ্যং স্তবং ধ্যানং ভুবনপাবনম্,
পুরশ্চর্যাক্রমঞ্চাপি বেদোক্তং সর্বসম্মতম্ ॥১৮
প্রাপ্য মৃত্যুঞ্জয়াজ্জ্ঞানং পরং মৃত্যুঞ্জয়ং সতী
জগাম তপসে সাধ্বী পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া ॥১৯
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্ ॥২০
দৃষ্ট্বা কৃশাঙ্গীং বালাঞ্চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ স্বয়ং হরিঃ ॥২১
ততঃ প্রভৃতি তস্যৈ পূজিতা সা বভূব হ ।
ততঃ সর্বা চ কল্পদ্যৈ মহামায়া মহাবিভূঃ ॥২২

অনন্তর মনসাদেবীকে তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় শিব জ্ঞানোপদেশ দিয়া কল্পতরুস্বরূপ কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন ॥১৬

লক্ষ্মী, মায়া ও কামবীজযুক্ত চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণপদকে তাহা দ্বারা অভিহিত করিয়া শিব ওঁকার মনসাকে এবং 'কৃষ্ণায়' বলিয়া, যথা—'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা'। তাহার পর শিব মনসাদেবীকে ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক কবচ ও শ্রীকৃষ্ণপূজার ক্রম প্রদান করিলেন ॥১৭

এইরূপ শিব সর্বপূজ্য স্তব, ভুবনপাবন ধ্যান এবং বেদোক্ত সর্বসম্মত পুরশ্চর্যাক্রমও মনসাদেবীকে প্রদান করিলেন ॥১৮

সতী সাধ্বী মনসাদেবী সেই পরম মৃত্যুঞ্জয় শিব হইতে 'মৃত্যুঞ্জয়' নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া শঙ্করের আদেশানুসারে তপস্যা করিবার জন্য পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন ॥১৯

তথায় তিনি তিন যুগ ধরিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করত সিদ্ধা হইলেন। অনন্তর সেই দেবী মনসা প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিলেন ॥২০

কৃপানিধান শ্রীহরি সেই কৃশাঙ্গী বালা মনসাকে কৃপাদৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার পূজা করাইলেন এবং স্বয়ং হরিও তাঁহার পূজা করিলেন ॥২১

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ 'তুমি সকল জগতে পূজিতা হও' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন।

প্রথমে পূর্বিতা মা ১ কৃষ্ণের পরমাত্মনা
দ্বিতীয়ে পরমেষ্ঠের কপ্তুপেন স্মরেৎ ৫ । ১৩
মধুরা মূর্দ্ধিনা দৈব নাদের মাতরাদিনা
বহুর পূর্বিতা মা ৫ দ্বিমু লোকেষু স্মরেত্তা । ১৪
ত্রয়ত্রাত্রয়মূর্ত্তীনাং ব্রহ্মস্থাঃ প্রণবো পুরঃ
অবাচিতো মূর্দ্ধিমন্ত্রেণ ত্রয়ী ও ব্রহ্মবাদিনা । ১৫
কুর্যাদেতেঃ মহাযোগী বিন্যাসমুক্তমন্ত্র চিন্ত
পুরাণ বেদাং ত্রয়ন্ত বটুমূলে চ পুত্রতে । ১৬
বিন্যাসং ত্রয়ায় ম মূর্দ্ধি পূজা বিন্যেত্সমীহয়ন্
ত্রয়ায়ান্ত বিন্যাসং সাবধানেন উপস্থিতঃ । ১৭
দাড়িমা বন্দনা ওত্ত মন্ত্রনা ৫ পঠিতব্যা ।
বর্ণলোপক্রমেণৈব চতুর্থালোচনা সতী । ১৮
অকৃতা পঠিতাং সন্ধ্যাং বিন্যাসৈক বিনশ্যতি
ব্রহ্মবন্দ্যাদিকা পাপা পঠিতাপি পঠিষ্যতি । ১৯

যোপঠিষ্যতি যঃ পূর্ণাং যোগান্তে মন্ত্র পঠিষ্যতি ।
ম ৫ ব্রহ্মতাপিনিত্যং ব্রহ্মবন্দ্যাদিকা লভেৎ । ২০
বেদোক্তমিতি দাড়িমা যোগযাগেন তং মুনিঃ ।
ম ৬ মুখ মূর্দ্ধিমুখং কোল যাং কৃপা মুনিঃ । ২১

অবয়বাঙ্গন্যাস ।

ওমঃ যে ওত্রতে নাভি বিন্যাসেত্ত কৃতাত্মা
মার্দ্দি ব্রহ্মাদিকঃ সন্ধ্যা ম ওর্দ্ধ্বস্থানকারিণী । ২২
ওপস্থানমনরৈব ব্রহ্মঃ সাবাদিকঃ মং ।
ওর্দ্ধ্বমগ্রিকারিণ্যাঃ সর্ব্ব ওর্দ্ধ্বতি বিন্যসেৎ । ২৩
যদা পঠিঃ পূর্তিস্থ শীক্ষঃ পূর্তিস্তদা
পঠিত্রতা ব্রহ্মবর্চঃ পঠিত্রী ধ্রুবঃ যদা । ২৪
সর্ব্বাসাং সর্বমন্ত্রঃ সর্বতীর্থনিষেবণম্
সর্বঃ ওপো ব্রতঃ সর্বমুপবাসাদিকঃ মং । ২৫

সাত্র সন্ধ্যা মা ওক্তিতা আসার পঠি ব্রহ্মবর্চাদি সমগ্র লিভ হইবেন । ২৬

যে দিক পূর্ব্বা-সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করে যা ও যে দিক পশ্চিমা-সন্ধ্যা করে যা, সেই দিক মনা ওক্তি যাইত এবং ব্রহ্মবর্চাদি পাপসমূহ হয় । ২৭

যেহেতু এই বিভিন্নিমন্ত্রে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া মনসাদেবী নিজ পঠি অবয়বের মূর্দ্ধিকে কার্যাদির করিয়াছেন। মূর্দ্ধির অবয়বিত হইয়া সেই মনসাদেবীর প্রতি অবয়ব পূজ্য হইয়াছে । ২৮

অবয়বাঙ্গ বলিতেছি,—বাদি মূলাধে। মূর্দ্ধি যেন আমার বিন্যা ওক্ত করিয়াছে। যে হী বাদীর অবয়বে ওত্র, সেই হীর প্রভাবি সমস্ত ধর্ম-কর্মই বার্থ হইয়া যায় । ২৯

যে হী বাদীর অগ্নিকারিণী হয়, তাহার ওপস্যা, অধ্যয়ন (উপবাস), ব্রত ও ধর্মাদি সব কিছুই নিষ্ফল হয় । ৩০

যে হী পঠিঃ পূজা করে, তাহার যা। সমা অবয়বপঠি শীক্ষঃ পূর্তিত হয়। পঠিব্রতা হীর অঙ্গের সব অর্থাৎ পঠি-নারায়ণ ওপস্যাজনের ফল সমা শীরপি পঠিরূপে উপস্থিত থাকেন । ৩১

সর্ব্বতীর্থ স্নান, সর্ব্বব্রতের ফল, সকল তীর্থের সেবা,

সর্ব্বদাই সত্যই সর্ব্বযজ্ঞপূজনম্
তদ্বৎসর্ব্বাণি তীর্থানি স্নানং সাধ্বি বরোরু যৎ ॥ ৭৬
পুণ্যেষু ভারতে বর্ষে পতিসেবাং করোতি যা
বৈকুণ্ঠং যান্তি সা সাধ্বী সা যাতি ব্রহ্মণঃ সদন্ ॥ ৭৭
বিদ্যতে যৎফলং তত্ত্ব বিদ্যতে ব্রতিনি স্ত্রিয়ঃ
অনংশভাগিনী সা চ তৎফলস্য ব্রতস্য চ ॥ ৭৮
মৃতায়াঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে চ তীর্থস্নান-বিধয়শ্চ যে ।
তাবৎ তিষ্ঠতি চাণ্ডালী পতিপুত্রবিবর্জ্জিতা ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠো যযৌ ক্ষীরোদজাং প্রতি ।
তৎপশ্চাৎ সরমা সাধ্বী তমেবোদ্দিশ্য তাং পতিম্ ॥ ৪০

সরমোপাখ্যানম্ ।

সন্ত্যজ্যালোপ্য তনয়ৌ বিহায়েদং কলেবরম্
তুল্য সাধ্বি সরমায়া গুণৈঃ সা বর সুব্রত ॥ ৪১

সর্ব্বদিন উপবাস ও ব্রত, সর্ব্বতীর্থে স্নানাদি, সর্ব্বদিন হবি, সদা এবং সমস্ত যজ্ঞেশ্বরের পূজা,—এই সকল ব্রতের কর্ম্ম স্বামী-সেবার ষোড়শ ভাগের একভাগও হইতে পারে না ॥ ৭৫-৭৬

যে সাধ্বী পরম পুণ্যময় ভারতবর্ষে পতিসেবা করে, সেই সাধ্বী স্বামীর সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে এবং ব্রহ্মার সভা অপেক্ষা বহুগুণবিশিষ্ট কান্ত স্বামীর সহিত সানন্দে বিহার করে ॥ ৭৭

সাধ্বি ! যে স্ত্রী স্বামীর অগ্রিতে আহুতি করে এবং স্বামীর অগ্রিতে কথা বলে, সেই অনংশভাগিনী স্ত্রীর যে কি ফল হয়, তাহা বলব না ॥ ৭৮

সেই স্ত্রী ব্রত ও সূর্য্যের অবস্থিতি কাল যাবৎ চণ্ডালীর গৃহেও নিবাসজন্য যন্ত্রণা ভোগ করে। তাহার পর সে চণ্ডালী হইয়া বহু জন্ম ধরে এবং সেই জন্মে পতি ও পুত্রহীনা হয় ॥ ৭৯

এই কথা বলিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদ-কন্যা লক্ষ্মীদেবীর নিকটে গমন করিলেন। তাঁহার পর সেই প্রতিব্রতা সরমাদেবী উদ্দিষ্টে স্বামিদেবার এবং ব্রত পরিত্যাগ এই কথা বলিলেন ॥ ৪০

সরমা কহিলেন,—সুব্রত মহাভাগ ! আমি আপনার মুখারবিন্দ হইতে ব্রত আপনার নিন্দা শুনে করিয়াছি, অতএব এই নিমিত্ত আমার সকল সেবার আপনি সাধ্বি পুণ্যাগারাদি-বিহারাঃ যস্ত তস্য তথা ব্রতোক্তি চ
স ব্রতেন কালসূত্রে স্বামিনস্ত বিশেষতঃ ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা সরমা দেবী স্বামিনস্তচরণাম্বুজে
পপাত তত্যজে তীব্রা চ ক্ষণেন চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২
মূর্চ্ছিতঞ্চ মুনিং দৃষ্ট্বা শ্রীমূর্ত্যাঃ পশুমুদ্বহন্ ।
তত্রাজগাম ভগবান্ সন্ত্যাগ্য সহ সাধবম্ ॥ ৪৩
তত্রাগত্য মুনিশ্রেষ্ঠমুত্থাপ্য ভগবান্ স্বয়ম্
নিষেদুশ্চ চ তীক্ষ্ণশ্চ তত্যজ সহ সাধবম্ ॥ ৪৪

শ্রীমূর্ত্যা উবাচ ।

মূর্ত্যাগমনমাত্রে চ দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোপভক্ষণম্ চ ।
রোষেণাশপ ত্বাং বিপ্র সাধ্বীসঙ্গ-প্রভাবতঃ ॥ ৪৫
তস্মাদ্ ভবন্তু ভবন্ত্যাং ভার্য্যাঃ পশুস্ত্বোচিতাঃ ভুবি ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরবে সর্ব্বভক্ষস্তবং সদা ॥ ৪৬

বিহার করিব অর্থাৎ অন্যস্ত্রীসেবী আমাকে আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৪১

যে ব্যক্তি পুণ্যের (স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধের) আধার ও বিদ্যা শুদ্ধ করে, বিশেষতঃ স্বামীর যে স্ত্রী পুণ্যাগারাদি শুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি এবং সেই স্ত্রী কালসূত্র নরক হইতে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৪১

এই কথা বলিয়া সরমাদেবী তীব্র হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর চরণকমলসমীপে পতিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তাহার পর সেই সময় কৃপ মুনিকে শ্রীমূর্ত্যদেবতে লাভ করিয়া বিষ্ণু দেখিয়া ভগবান্ সুব্রতের সভা-দেবীর সহিত তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৩

তথায় তাঁহার সভাদেবীর সহিত আগমন করে বিপ্রবরকারে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ও এই সংবাদিত বাক্য বলিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমূর্ত্যা কহিলেন,—বিপ্র ! মূর্ত্যাগত হইবার সময় দেখিয়া আপনার স্ত্রী ক্রোধভরে তোমাকে অভিশাপ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তখনও অভক্ষণ করি নাই ॥ ৪৫

হে ভগবন্ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে প্রভো ! আমাকে শাপদান করা আপনার উচিত নহে। হে মুনে ! ব্রাহ্মণগণের গুরুর সদা সর্ব্বভক্ষী (সর্ব্বভুক্ত) হওয়া শোভনীয় হয় ॥ ৪৬

জ্যেষ্ঠা কন্যাং জ্যেষ্ঠস্য তথা তস্য চ্যবনস্য।
পুনঃ স্তুত্বা দ্বিজঃ সর্বো ন জ্যেষ্ঠী বিন্দতে পতিঃ। ৫৮
ব্রহ্মণো বচনস্যুক্তঃ প্রমদন্ ব্রহ্মভেজসা।
শ্রীকৃষ্ণঃ তাংস্তথেত্যাহ ব্রহ্মতেজোহি দুরাসদম্। ৫৯
পূর্বাহ্ণে যাচনং কৃত্বা দ্বিতীয়স্যাং যদুত্তম।
পূর্বেণ তস্য যজ্ঞস্য দুষ্টেতি ব্রাহ্মণাশিষঃ। ৬০
তথাস্তু মনসা বিপ্রঃ প্রতিজ্ঞাপালনায় চ।
প্রস্থিতো যোজয়িত্বাশ্বান্ রথেন বিধুনা। ৬১
যা সন্ধ্যায় তয়া সন্ধ্যামুপাস্যেহ বিধিং বিধিম্
কৃত্বাপ তত্ত্বযাজ্ঞায়াং দ্বিপত্নৌ তত্ত্বকর্মিকা। ৬২
তত্রাভবদ্ ভগবান্ যোগীশ্বরঃ স্বয়ং হরঃ।
বিধিজ্ঞ কল্পনাস্তৈস্ত মনসা পরিচিন্তিতঃ। ৬৩
ন চ দৃষ্ট্বা তথাভূতং নির্ভয়ঃ প্রত্যভাষত।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা প্রণম্য ভূবি দণ্ডবৎ। ৬৪

নমস্কার পদ্মুক্ত প্রণামং কমলাপতে তথা।
কথমাগমনস্তত্র ইতি প্রশ্নং চকার সঃ। ৬৫
তস্মৈ তত্ত্বেন তাং প্রাহ দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তমুবাচ নমস্কৃত্য কৃষ্ণঃ কেশবসন্নিধৌ। ৬৬

শ্রীভগবান্ উবাচ।

যদি তাতো ধর্মপত্নী ধর্মিষ্ঠা মনসা সতী।
কৃতবান্তাং পুত্রোৎপত্তিং ধর্মপালনায় বৈ। ৬৭
ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মচর্যা বা বিষ্ণুর্বিষ্ণোরিতি বা।
তাবাভ্যাং পুত্রোৎপত্তিং কৃত্বা পশ্চাদ্ ভবেন্মুক্তি ৬৮
অকৃত্বা তু পুত্রোৎপত্তিং বৈরাগী যস্ত্যজেৎ প্রিয়াম্।
প্রবেষ্টব্যং তেন পুন্নাম চালয়াম্ব যথা ভবেৎ। ৬৯
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তত্ত্বকর্মাত্মবোধতঃ
তথেত্যাহ্যাত্মিকর্ণী যোগেন মন্ত্রপূর্বিকম্। ৭০

তাঁহাদের অন্তর্ধানের ক্রোধের সময় তথা তাঁহাদের দৃষ্টিপূত হইয়া যায়। তাহার পিতা (ব্রাহ্মণ) পুত্রহত্যা দৃষ্টি করিতে সমর্থ; সেই হেতু দ্বিজ হইতে জ্যেষ্ঠী আর কেহ নাই। ৫৮

ব্রহ্মার বচনযুক্ত ও ব্রহ্মতেজে প্রবলিত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজঃ সমাক্রান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যথা ভিক্ষা করিয়া বরলাভ। ৫৯

পূর্বাহ্ণকাল এই বর প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় অহোরাত্র সন্ধ্যা হইলেন। পূর্বদেবের তাহার পর সেই ব্রাহ্মণের তাহাদিগের গ্রহণ করিয়া হইবার বাসনা করিলেন। ৬০

এদিকে দ্বিজের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হওয়ায় যোগপ্রভাব যোগবলসহায়ে, মনোদেবীকে দ্বিজের প্রতিজ্ঞা পালনার্থ রথ আনয়ন করিলেন। ৬১

এমতসময় মহাবিষ্ণুকালে অগ্নে অগ্নিময় হইয়া মনসা তাহাদের নিকটে, বৈষ্ণবের শ্রীহরিকে, তাহাকে এক অপরাহ্ণ পিতা তাহাদের স্থাপন করিলেন। ৬২

মনোদেবী অগ্নে যান হইতে দ্বিজ তথায় যোগীরাজ ভগবান্ শ্রীহরি, শম্ভু (শিব), তাহা ও তাহার তাহাদের করিলেন। ৬৩

মহাদুষ্টি তাহাদের তাহাদের সেই হয়ন ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্বিজ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার স্তব করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ৬৪

তাহার পর, শিব তথা ও তাহাদের প্রণাম করিলেন এবং কি হেতু আগমনের তাহাদের হইয়াছে, তাহা তাহার তিনি শ্রীহরির করিলেন। ৬৫

তথা সৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান দাতা তথা করিয়া তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সনাতন তাহার তাহা সন্নিধানে এই সমস্তাদির তাহা বলিলেন। ৬৬

তথা বলিলেন,—হে দ্বিজ, যদি তুমি এই ধর্মিষ্ঠা সতী মনসার তাহা তাহার বিবাহ করিয়া থাক, এবং তিনি ধর্মপালনের তত্ত্ব ইহার পুত্র এক সন্তান উৎপন্ন কর। ৬৭

যদি, ব্রহ্মচারী, কিন্তু কিংবা ব্রহ্মচারী হইয়া পুত্রোৎপাদন করিয়া অর্থাৎ স্ত্রীর পুত্রের তাহার পিতৃঋণ শোধ করত পরে মুনি হইলেন অর্থাৎ স্ত্রী-পরিত্যাগী বানপ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বা তথাচারী মুনি হইবেন। ৬৮

যে ব্যক্তি বিবাহ বৈরাগ্যাবলম্বন বিবাহ ভিক্ষা তাহার পুত্র উৎপত্তি না করিয়াই, অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন তাহা পিতৃঋণ শোধ না করিয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করে, যেরূপ তাহাদিগের তথা ধারণ না, তথা করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্যক্তির সকল তপস্যা ও পুণ্য চলিয়া যায়, কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারে না। ৬৯

ব্রহ্মার এই বাক্য তথা করিয়া মুনীশ্বর তথাস্তাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যোগবলে মনসাদেবীর আহ্বান করিলেন। ৭০

यत्रैव तत्रानिलः सखा सूर्यश्चेन्द्रा सुधाधिया:
सुधाधिया ऽ मरत्वं ह्यत्कालकूर्मणिकः । ४७
सूनः कालमर्त्यमात्रात् मरणं मर्त्यो मनुष्य ह
मरणात् मृत्युः मृत्युश्चेत् मृत्युश्चेत् ऊर्ध्वं ज्ञानं । ४८

ऊर्ध्वकालकूर्मणा

मर्त्यलोकेन मरणं ऊर्ध्वं मृत्यो भविष्यति ।
त्रिलोकेश्वराणां प्रलयो मृत्युर्नो वैष्णवाग्नेः । ४९
मेरुश्चो ऽ मरश्चो ऽ मरश्चो ऽ मृत्युश्च: ।
मर्त्यो मेरुगिरीत्यैव मेरुगिरा: ज्ञानिनां: ज्ञाना ४५०
स ऽ मृत्यो विष्णुभक्तो वार्षिकः कृतमृत्युकः ।
मृत्युश्चि शिवः सर्वे मरणमात्रतो मृत्यु । ५१
पवित्रिका मृत्युनीला या सा प्रिया प्रियवादिनी ।
मृत्युर्मृत्युमरणा ऽ मृत्युका मृत्युमालिका । ५२

ऊर्ध्व ज्ञानादि मेरुत्व ज्ञानमरणकाल ऊर्ध्वकाल-मृत्यिक ऊर्ध्वगोलार मेरु करिया य ए स्थान मरण करिलेन। ऐरावत मरणमेरुगि ज्ञानिलेन एवं ऊर्ध्वकाल मृत्यि ज्ञानमरणक करिलेन । ४७

मृत्युर्मृत्यु मात्र । ऊर्ध्वकालमृत्यि हय मर्त्यमात्रेरे ऊर्ध्वमात्र मेरु मरणमात्रेरेय मर्त्यलाभ हइल। मेरु मरण मृत्यि-मृत्युरे ऊर्ध्वकाल मरणमेरुगिक बलिलेन । ४८

ऊर्ध्वकाल कहिलेन,—मनुष्य। एই अर्ध्वर ज्ञान मेरुमात्र मृत्यु हइबे। मेरु मृत्यु त्रिलोकेश्वरगणेर प्रलय प्रलय, नरश्रेष्ठगिक ओ वैष्णवाग्नी अर्थात् वैष्णवकृत-मृत्युमि हइबे । ४९

मेरुमात्र एই मृत्यु मेरुश्चो, ऊमरो, मरश्चो, ऊमरात् एवं मेरुत्व, मेरुगी ओ ज्ञानी मृत्युमरणेर प्रलय मेरु हइबे । ४०

मेरु मानिक विष्णुभक्त मृत्यु मेरुमात्र ओ ज्ञानमात्र— एই ऊर्ध्वकृत मेरुमात्र करिबे। ज्ञानमात्र प्रलय हइलेमात्र मरण विष्णुगण ज्ञानमरण मृत्यु करिबेन । ४१

मेरु मृत्यु मरणमात्रतो, मृत्युमरणमालिका, मानिक मृत्युमेरु मात्रा, प्रियवादिनी ओ मृत्युनीला (मरणमात्रा), मेरु मृत्यु पवित्रिका प्रिया मलिका करिया हय ४४

जिनिई मेरु, जिनि मरिमलि प्रलय करेन ; जिनिई मेरु, जिनि मृत्यु मात्र करेन एवं जिनिई शिवा, जिनि मरिमलिप्रलयेर मरुमृत्यिई मेरु मृत्युमेरु ।
यो मर्त्यस्थिं स ऽ शिवा मर्त्यमेरुर्त्यप्रलयिकः ।४५
सा मर्त्यवादिनी या ऽ मर्त्यमालिकेमालिनी ।
विष्णुभक्तप्रलयो ऽ स मृत्युकविष्णुकल्पिः । ४६
मृत्युश्च ज्ञानमात्रो ऽ मरज्ञानमात्र कृतमृत्युमरण् ।
ऊर्ध्वकालमृत्युमर्त्यात् मरणं विष्णु: ऽमरज्ञान् । ४७
आविर्भूतः शिवोमृत्युः शिवा ज्ञानः ज्ञानात्मकः
मेरुश्चः मे मरः मृत्युमरणात्मा हरिमेरुमरण् । ४८

ऊर्ध्वमात्र मात्रमृत्युक मरणेरुमरविष्णुमरण् ।
मरः ज्ञानः मरा मृत्या मरणी ज्ञानमेरो हि मः । ४९
ज्ञानात् प्रलयमात्रेण मरणं ह विष्णुगो हि मरः ।
विष्णुमरिमृत्युः ज्ञानः मेरो मरणि हि मेरो मरः ।
स विष्णुः मेरुमरणी ऽ मरो मरणात् मेरुमरेः । ५०

मरणात्र-मरुत मेरुत्व करिया मरि ज्ञानिल मरण मरणेर मरण । ४९

जिनिई मर्त्यवादिनी मालार, जिनि मर्त्यमालार मरुत मेरुत्व करेन एवं जिनिई शिव, जिनि विष्णुभक्त प्रलय करेन ও विष्णुकल्पि नाम करेन । ४६

जिनि ज्ञान मात्र करेन, जिनि शिव । ऊर्ध्वकालेरे ज्ञानमात्र करिया मृत्युमरणात्मक मृत्युमरण एই ऊर्ध्वकाल हइते आविर्भूत हइ एवं प्रलयकालेर ज्ञानमात्रे लीन हइया याय, सেই मरणात्मक मृत्युमरिया हइल मरण ज्ञान। ইহা मानीय अन्य आर कि ज्ञानिते या जानिते ! याहा मेरुत्व ज्ञान अर्थात् मेरुगि मात्रमात्रेरुत्व ये ज्ञान एवं याहा मेरुगिक ज्ञान अर्थात् मरुमरेरुमरा मेरुगिक ये ज्ञान, एই मरणेरुत मात्र ज्ञानमरेरुत 'मरिमेरुमरा' । ४९-५०

मरुमृत्युरुत मात्रमृत्यु ये मरुज्ञान, ज्ञानात्र श्रीहरि। এই हरि जिनि मरुत मरुजिनु विष्णुमरणात्र। এই आनि मेरुमरेरुत मरण ज्ञान प्रलय करिलाम ; ज्ञानत, जिनि हइते उत्तम ज्ञान नाम करेन, जिनिई मरणी । ५१

ज्ञान मात्र मरिमेरो मरुत मरुमरुत हइया मुक्त हइया याय। যে ব্যক্তি মরণমরণের ज्ञानी मेरुमा नाम करे, सেই मानि मरुत। অতএব যে মরুত বিষ্ণুভক্তিমুক্ত জ্ঞান প্রলয় না করেন, তিনি মরুত ও শিবমরণী ; মেরুতু তিনি শিবমরুত মরণমরুত হইতে মুক্ত মরণমরা । ५२

ওষ্ঠৌ দন্তচ্ছদৌ প্রোক্তৌ দন্তাস্তু রসনাশ্রয়া।
ন মোচয়েদ্ যঃ স নরঃ ক্রয়াদ্ যাবদ্ দিনত্রয়ম্ ॥ ১৩
পরস্ত্রীসম্ভাষণঞ্চ কুর্যাদ্ বর্ষত্রয়ন্তথা
ন বর্ষেদ্ যঃ স নরঃ কীটো বাচ্যো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৪
ভ্রূ নাসিকা পরাঃ প্রোক্তাস্তা বৃদ্ধ্যা নির্ণয়ং
নিখুঁতং পুরা কর্ম জ্ঞাত্বা বদেদ্যো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৫
নয়ন হলেন যঃ ছাড়ে তদ্ দণ্ডো দশ প্রিয়ে
অন্যথা ভাষতে সাক্ষীত্যো দণ্ডং ক্রোশো ন বিদ্যতে ॥১৬
পুত্রের ওপরে যদি কন্যা দেবি যথাক্রমম্
ঔরসক্ষেত্রজাদ্যাস্তে দায়বিভাগকারকাঃ ॥ ১৭
যথাবিধু স্ত্রিয়াঃ প্রীতিঃ প্রকৃতির্ধর্ম সঙ্কটম্।
ঔরসক্ষেত্রজৌ মিশ্রযোগ্যা ধনহরাঃ ॥ ১৮
ভ্রাতৃকাকাঃ ক্রয়া ধনা ভোজনায়ত্ত
যা সাক্ষ্যেণ বিবাহায় প্রোক্তস্তস্য ॥১৯

ত্রিবি ভর্তা-পর্যন্ত (দ্রষ্টব্য এইরূপ এবং ঘর-ঘরানা হইতে মানুষকে মুক্ত করেন না, তিনি নিজেরা ভঙ্গ, ভাব (পিতা) ও বন্ধন (ঔরসাদিরূপী) হইবেন। ১৩

যে ব্যক্তি মানুষকে পরমাত্মস্বরূপ অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করান না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায় উপদেশ করেন না, তিনি কি প্রকারে মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারেন। ১৪

অন্তঃকরণ শুদ্ধি। তুমি নির্ণয় ও অনুকূল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়া যাও; কারণ, এই কৃষ্ণসেবারূপা পূর্বে পূর্বে অনুকূল সমস্ত কর্মই নিখুঁত—নিভুল হইয়া যাইবে। ১৫

প্রিয়ে। (তুমি যে নির্দেশ দ্বারা আমি আমি, অবর্ণন) আমি তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি আমার এই দোষ ক্ষমা কর। অন্যান্যরা সাক্ষী প্রদানের সময়ের অল্পতা হেতু দোষ পায় না। ১৬

দেবি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ঔরসক্ষেত্রের দায়বিভাগের কারক হইয়া পড়িয়াছি, সেজন্য আমি এখন তাহা করিবার জন্য পুরুষকারের যত্ন করিব। তুমি যথাযথ তোমার অভিলষিত ফলের যত্ন কর। ১৭

যথার্থ প্রকৃতি-ধর্ম যখন জয়, তাহাতেই যথাবিধি ও হইয়া শ্রীতি হইয়া থাকে অর্থাৎ আনন্দময় ও হয়—এই সব তাহাদের জ্ঞান নাশ; কিন্তু নিয়ত। নিশ্চয় অর্থাৎ বিবাহসংস্কারসম্পন্ন, ঔরসের অভাবে শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্রজেরা পাত্র। ১৮

মনুসংহিতা।

দোষেণৈতাং ত্যজন্ ভার্যাং নিঃস্বাভরণমেব বা।
অস্য তদ্ধারয়ি হ্যাশু বন্ধো বধপরিক্লিষ্টি। ৮৭
যস্যাস্তু ব্যভিচারেণ ভর্তা নিত্যমসংযতঃ।
সা সাধ্বী সংযতাচারা ভর্তারমতিবর্তিনী। ৮৮
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং রক্ষেৎ সম্পূজ্যং সর্বতঃ সদা।
পতিঃ পবিত্রতাযুক্তঃ সন্ততপুত্রাবিকঃ প্রিয়ঃ
ধর্মকামঃ প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং প্রিয়ত্বমেতাবদেব হি ॥ ৮৯
পুত্রে যৌবনপুত্রাণাং বৈকল্যানাং যথা মনো
নেত্রে যৌবনস্নেহাণাং ভূমিভাগানাং যথা জলে। ৯০
ভূমিভাগানাং যথাত্মে চ কামুকানাং যথা স্ত্রিয়ম্।
যথা পাত্রে চৌরাণাং যথা ভাবে দুরাত্মনি। ৯১
বিদ্বাংসং যথা পাত্রে বান্ধিজো বণিজাং যথা।
তথা সমাপ্তকে ভাবে নারীণাং যোষিতাং প্রভো। ৯২

অন্তঃকরণভূমির এই কথা শ্রবণ করিয়া যমরাজেরী পতিব্রতাস্বরূপিনি (পরম ভাগ্য তাঁহার হইবে)। তখন তিনি পূর্বপূর্বজন্মে প্রাপ্তপতি পতিব্রত সম্বন্ধে এই কথা পরিজ্ঞান। ৭৯

যমরাজেরী কহিলেন,—প্রভো। নিজাঙ্গসম্ভবিত দোষে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে ভর্তা। কিন্তু যখন আমি আপনাকে স্মরণ করিব, তখন আপনি তখনি আমার নিকট আসিবেন। ৮০

কখনো মনুষ্যের (বহুবিবাহে) অনেক স্ত্রী হয় বটে, পুরুষের তাহা হইতেও অধিক স্ত্রীলাভের হয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিব্রতাস্বরূপ হইতেও অধিক ধর্মের হয়; অতএব পতিব্রতাধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকর বলিয়া মনে করি। ৮১

পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র অপেক্ষা পতি অধিক প্রিয়। স্ত্রীলোকের সমস্ত প্রিয়বস্তু হইতে পতিই অধিক প্রিয়, সেইজন্য ঋষিরাও পুরুষের পক্ষে 'প্রিয়' বলিয়া অভিহিত করেন। ৮২

প্রভো। যেরূপ একপুত্র পতিব্রতার সেই পুত্রে, বৈকল্যবিশিষ্ট যেরূপ বৈকল্যে, একদৃষ্টি পতিব্রতার সেই একটী মাত্র স্নেহে, ভূমিভাগিদের যেরূপ জলে, ভূমাগীতি পতিব্রতার যেরূপ অন্নে, কামুকগণের যেরূপ স্ত্রীতে, চৌরদিগের যেরূপ পরধনে, দুষ্টা (ব্যভিচারিণী) স্ত্রীর যেরূপ ভাবে (উপপতিতে), বিদ্বান্ পতিব্রতার

উত্থায় তত্র সা দেবী পপাত ভূমিমণ্ডলে।
তদা তস্যাশ্চ কোষেভ্যঃ সর্বে কৃষ্ণাদিবিগ্রহাঃ ॥ ৮৬
মেত্রোপকণ্ঠে যমুনাঃ স্নানহেতোশ্চ ভারতে।
সাক্ষাচ্চ মূর্তয়ঃ কোষাঃ নির্গতাঃ ক্রমেণৈব হি ॥ ৮৭
তদা জ্ঞানেন কৌ যৌ চ নির্গতৌ চ মহত্তমৌ।
তাবপি তাবপি পপাতোচ্চৈঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৮৮
তদাদায় তদঙ্গে নিদ্রাঃ স কান্তায়া মুদান্বিতো চ।
তদাদায় যমুনা সন্তোষাঃ বৈকুণ্ঠাদ্যং যযৌ হরেঃ ৮৯
পার্বতী যোগমায়াশ্চ যমুনাঃ লোকরক্ষিণ্যাঃ।
নিষ্ক্রান্তায়াশ্চ জ্ঞানেন নিত্যেন চ নিত্যরূপতঃ ॥ ৯০
সুপ্রসন্নে নিত্যে সাক্ষী সুখাব যমুনে তদা।
নারায়ণাংশঃ পুরুষঃ জ্ঞানিনাং যোগিনাং গুরুঃ ৯১
পর্যন্তিকো মহাজ্ঞানঃ ক্রমা পরমকৃষ্ণঃ।
স বভূব চ যোগীন্দ্রো যে নিত্যাঃ জ্ঞানিনাং গুরুঃ ৯২
জ্ঞানেন জ্ঞানরূপেণ নারায়ণেন যমুনে।
যোগেশ্চ পার্বতীমাশ্চ নিত্যেন চ নিত্যেন ॥ ৯৩
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিশ্চ জ্ঞানদেবাশ্চ যে নিত্যঃ।
পার্বতী চ মহাঃ লক্ষ্মঃ ত্রয়শ্চ বিংশতিঃ চ ৯৪
পঞ্চাশৎ চতুরো বেদাঃ বেদাঙ্গানিত্যরূপিণঃ।
বালকঃ পার্বতীমাশ্চ জ্ঞানে চ মুক্তাত্মাঃ পরম্ ॥ ৯৫
তস্মিন্নাত্মে চ কৃষ্ণস্য যমুনাঃ পরমাত্মনঃ।
তদাদায় চ তদঙ্গে চ নিত্যে চ নিত্যরূপিণী ॥ ৯৬
তদাদায় তদঙ্গে নিত্যাঃ পুরুষঃ পরমাত্মনঃ।
সাক্ষাচ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ তদাদায় পরমাত্মনঃ ॥ ৯৭

যেরূপ নাগ্নে এক ঘটিকাকাল যেরূপ বাহিরে ১৪ ঘণ্টার আগত থাকে সেইরূপ সখী সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণের সহ নিত্যরূপ পরিত্যাগ আগত থাকে। ৮৩-৮৪

এই কথা বলিয়া যমুনা দেবী স্বামীর পদতলে পতিতা হইলেন। তখন কৃষ্ণবিগ্রহ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ভরিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিলেন। ৮৬

সেই সময় ভূমি মেত্রোপকণ্ঠে সেই যমুনা দেবীকে নিজ করিলেন এবং পতিব্রিয়হকাতরা সেই যমুনাও ভূমির কোলদেশ মেত্রোপকণ্ঠে নিজ করিয়া দিলেন। ৮৭

তৎপরে সেই পুণ্যবতী ভারতবর্ষে ও যমুনা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমাতৃদেহ ত্যাগ করিতে করিতে প্রাণ জ্ঞানরূপে উহারই তত্ত্ব পরমাত্মিক নিত্যরূপিণী দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ৮৮

তাহার পর ভূমির তৎক্ষণাৎ নিত্যরূপা সাক্ষী যমুনাকে প্রদান দান করিয়া তৎক্ষণাৎ করিবার জন্য তখন করিলেন। তৎপরে সেই যমুনা দেবীও শ্রীকৃষ্ণদেব সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ৮৯

তখন তত্ত্বজ্ঞানী পার্বতী (দুর্গা) দেবী লোকরক্ষিণী যমুনা দেবীকে প্রবোধদান করিলেন। সেই নিত্যরূপে তত্ত্ব নিত্য তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞান উপদেশ করিয়া যমুনাদেবীকে সান্ত্বনা দান করিলেন। ৯০

তৎপরে সতী সাক্ষী যমুনাদেবী সুপ্রসন্ন নিত্যে এবং তাঁহাদের যোগিজনের ও জ্ঞানিজনের গুরু এক নারায়ণের অংশস্বরূপ এক পুরুষ প্রকট করিলেন। ৯১

সেই পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ যমুনাদেবীর অর্থে থাকিয়া শ্রীমহাদেবের অবতারস্বরূপ হইতে মহাজ্ঞান প্রদান করত যোগীন্দ্র এবং যোগী ও জ্ঞানীদিগের গুরু হইয়াছিলেন। ৯২

আর যিনি সেই যমুনার নিত্যা যমুনার সহ যমুনারূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং আরও যাঁহারা নিত্যরূপে সম্পন্ন হইলেন। সহে সাত কোটি দেবতা হইলেন। ৯৩

নিত্য তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপে নিত্য যোগী এবং মুক্তাত্মা পার্বতী দেবীও এই সাত যো একা নিত্যরূপে প্রকাশ করিলেন। ৯৪

পঞ্চ যজ্ঞাই সেই বালকের ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব — এই চারি বেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ — এই ছয় বেদাঙ্গ এবং তাহার পরমাত্মস্বরূপ অবতার করাইলেন। তৎপরে সর্বান্তর্যামী মুক্তাত্মা জ্ঞানও তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৯৫

যে যমুনা দেবীর নিত্য পতি তত্ত্বজ্ঞান ভূমি, তাহাতেই যেন শ্রীহরি এবং এক যমুনাদেবীর উপর নিত্যরূপ স্থিতি ছিল, সেই কারণে দেবী যমুনা 'ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। সেই ভক্তির মূল ধরিয়া এই বালক "ভাক্তিক" (ভাক্তিক) এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ৯৬

তৎপরে পরমাত্মা নারায়ণাংশস্বরূপ ভাক্তিক শ্রীহরির উপদেশ তৎপর করিয়া তত্ত্ব পুরুষ গমন করিলেন। তখন মহাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীহরির তৎপর প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে মহাযোগী ভাক্তিক নিত্য নিত্য এক তত্ত্বের

দিবা বর্ষাভিলক্ষ তদন্তরং। অপোনপ্ত
আজগাম সমাধেস্তী বরমন্যং দিবং শুভম্। ৯৮
সন্তাপ বৈক্লব্যা কৃপা চ বালবং সুতং
যা চাত্মজায় সকলা তত্ত্বজ্ঞানমুদীরয়ন্ সিদ্ধিং। ৯৯
তাং মনুষ্যাং সুতাং দৃষ্ট্বা দুঃখ প্রাপ্ত প্রজাপতিঃ
পরমেষ্ঠিনমাহূয় ব্রাহ্মণৈরেতা সহৈব তুম। ১০০
ব্রাহ্মণান্ ক্ষোভয়ামাস অনাথান্ ক্ষোভনে নিযোগঃ।
অবিদ্বিন্ত বিদ্বিন্তাস্তা মুনয় প্রাপ্তু পরা কথা। ১০১
যা মনুষ্যা চ সুতিরা অন্যো আত্মানয়ে তথা
ভবীয়া পুনরাখ্যান[ব্রহ্মাণি ব্রহ্মিণায়ে। ১০২
অথাভিমুখান্তস্যে তত্ত্বজ্ঞান[পরিপ্লুতে।
মনুষ্য সহসা ব্রহ্মন্ বৈবস্বতোবেদ কর্মণা। ১০৩

সন্তাপে সমতীতে তু তত্ত্বজ্ঞানাত্ত ক্ষোভাতি
সন্তাপ পুত্রী ভেত্তীং ক্ষৌণিবজ্ঞান্ত তনয়ে চ। ১০৪
যাতা প্রাপ্তা তৎপ্রবৃত্তি ব্রহ্মবাহ্যং তথায় চ।
তত্র তত্রৌ চ সন্তাপং তত্ত্বজ্ঞান বর্ষয়ন্তিতাম্। ১০৫
সন্তাপে সমতীতে তু সন্তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞং পরি
যমস্তরির্ণঃ ক্ষোক্তৃ। বর্ণ তাম্বুকো মুনয়। ১০৬
অন্যোন্যমুখ সংবাদঃ পুত্রীত্বিন্ত পরস্পরম্।
যমস্তরির্ণিঃ প্রাপ তত্ত্বঃ যেন্দ্রা মহো। ১০৭
ন অন্যো তং মৃতীয়া তু দুষ্টঃ প্রস্তুতীবনঃ।
তত্ত্বজ্ঞো তত্ত্বজ্ঞানাত্ত নৃপস্ত সন্তত্ত্বিতম্। ১০৮
তাত্ত্বা তত্ত্বাত্ত বৈকুণ্ঠঃ আত্মা আত্মা ধরিঃ তত্ত্বম্।
ব্রহ্মবাহ্যং তাত্ত্বায়ান্ত পিতৃত্বেন্দ্রঃ তত্ত্বি। ১০৯

তথায় করিয়া তত্ত্ব নিকটে সমস্তার অধিকার তত্ত্ব বৈকুণ্ঠের আগমন করিলেন। ১৯-৯৮

তাহার পর সেই দেবী সমস্ত পরস্পরকে প্রণাম করত পুত্রের সন্তুষ্ট লাভিয়া পিতা ব্রহ্মলোক তাহার আগমন করিলেন। ৯৯

দুঃখে। তখন প্রজাপতি তত্ত্বজ্ঞ তথা সমাধিতে পুত্রদত্তী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যিত হইলেন এবং পরস্পর তত্ত্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ১০০

পিতৃ তথায়ের তত্ত্ব ব্রাহ্মণ ক্ষোভন তত্ত্বাহিলেন। অর্থাৎ, তিনি ও অন্যান্য দেবীগণ সমস্তাকে তথায় তত্ত্বজ্ঞ আনন্দ লাভ করিলেন। ১০১

সেই সময় তথা দেবী পুত্রের সহিত দৈবীকাল পিতৃত্বনে গমন করিয়াছিলেন। এই তথা দেবীর পুনরায় তত্ত্ব এক উপাখ্যান বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১০২

ব্রহ্মন্। অনন্তর একদিন সমস্তা অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের নিকট তাঁহার পূর্বজন্মের কর্মফলের ('পূর্বজন্মকৃত কর্ম তত্ত্ব বৈবস্বতি তথাতে'।) তত্ত্বজ্ঞান পরিত্র হইল। ১০৩

মৃত্যুসময়ে এক ঋষি বালক ক্ষৌণিকী কর্তৃক তত্ত্ব তাহা দ্বারা পরীক্ষিতের এই অভিশাপ নিবারিতের যে, তাহার হইতে সপ্তম দিবসে পর (তাহারও তত্ত্ব সপ্তাহকাল তথায়) তত্ত্বক ক্ষোভাতে তত্ত্বক হইবে। ১০৪

তাহা পরীক্ষিত তত্ত্বজ্ঞান তাহির তথা তাহল করিয়া তাহাতেই (তাহাতে—ব্রহ্মিণ অভিশাপ প্রতিত তাহে) মনঃ করিলেন। তথায় তিনি সপ্তাহকাল অবস্থান করিলেন এবং সেই সময় ব্রহ্মন [অর্থাৎ শ্রীতাহবতত্ত্বর্ণনবিধিতা শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা] শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১০৫

তাহার পর সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইলে পর তত্ত্বক তক্ষক পরীক্ষিতের প্রাণ অভিশাপ তত্ত্ব সেই স্থানে বিদ্যমান হইয়া দংশন করিয়াছিল, সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ১০৬

তখন উত্তরার উদরের অন্ত পরীক্ষিত তাহাকে হইল এবং শ্রীহরি-বিশিষ্টত হইল। সেই সময় তাহাকে একটী যদি প্রাপ্ত হইলেন। এই যদি তখন ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। ১০৭

তখন তাহাকে (বিপ্রেন্দ্র) লইয়া সেই যদি প্রথম তত্ত্বক তাহাকে দর্শন করিলেন। এদিকে তখন তাহাকে আসিয়া তত্ত্বের উত্তর অবস্থিত হইয়া পরীক্ষিতকে দংশন করিলেন। ১০৮

তাহার পর তাহা পরীক্ষিত তত্ত্ব [অর্থাৎ সংসার-বাসনা হইতে উত্তরকালে শ্রীহরিতে তাহল করিতে করিতে অথবা শ্রীতাহবতত্ত্বর্ণনবিধিতাহল তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞকে এবং শ্রীহরিতে তাহল করিতে করিতে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে তাহল করিলেন। তখন তত্ত্বের যোগাকুল হইয়া পিতা পরীক্ষিতের সমস্তা অর্থাৎ যাহাতে অভিন্ন কার্যসমূহ তত্ত্বাহিলেন। ১০৯

যাত্রা চক্রাম যজ্ঞশ্চ সর্বমন্ত্রাঃ ফলন্তি হি।
প্রাণাংস্তত্যজে সদ্যো মহাবীরঃ প্রজন্মেজয়া ॥ ১১৮
ন তত্তক্ষণ্ড তীক্ষ্ণশ্চ মহেন্দ্রঃ সমরে ক্বচিৎ।
সোঽপ্যেব তক্ষকং দষ্ট্বা বিপ্রবর্ণঃ সমুদ্যতঃ ॥ ১১৯
অথ দেবাশ্চ মুনয়ঃ কাশ্যপপূর্বসমাগতাঃ।
তাং তুষ্টুবুর্মহেন্দ্রশ্চ তক্ষকাত্তমবিস্মিতঃ ॥ ১২০
উচ্চৈ রাজ্ঞীক আজহ্রে যজ্ঞশ্চ সাঙ্গুরাজয়া।
মহেন্দ্রস্তক্ষকপ্রাণান্ ববন্ধে তূণিরং বলম্ ॥ ১২১
যদৌ বরং বৃণুষ্বেতি কৃপয়া ব্রাহ্মণাজয়া।
তক্ষকঃ সমপাণ্ড বিপ্রেভ্যো ধনিনাঞ্চ যদৌ মুদা ॥ ১২২
বিপ্রাশ্চ মুনয়ো দেবা যয়ুঃ স্বস্বালয়ান্ মুদা।
মনসাং পূজয়ামাসুস্তুষ্টুবুশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৩
শক্রঃ সম্ভূয়সমাজারো জগাম ত্রিদিবং তথা।

মূলে। তাহার পর রাজা সর্পযজ্ঞ নামক সর্পসমূহের বিনাশকারক এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই অগ্নি প্রজ্বলিতমাত্রে সর্পগণ মনে মনে প্রাণপণে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ১১৭

তিনাক তীক্ষ্ণ ইন্দ্র পরীক্ষিৎকে মারিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তা করিল। তখন সেই সময় মুনি আস্তীকের প্রভাবে তক্ষকের আর কিছুতে ভয় রহিল না ॥ ১১৮

ব্রাহ্মণের শাপ হইতে পরীক্ষিৎকে মারিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তা করিল। তখন সেই সময় মুনি আস্তীকের প্রভাবে তক্ষকের আর কিছুতে ভয় রহিল না ॥ ১১৮

তখন আস্তীক রাজার আদেশে সেই যজ্ঞস্থলে আসিয়া তৃণমধ্যে মন্ত্রপাঠপূর্বক নিজেই দেবরাজ ইন্দ্র ও তক্ষকের প্রাণ বন্ধনের প্রার্থনা করিলেন ॥ ১১৯

ইন্দ্রসহ তৃণমধ্যে তক্ষকের আকর্ষণ রাজার অনুমতিক্রমে আস্তীক তৃণটিকে প্রাপ্তির পর প্রদান করিলেন। তখনই রাজা সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিতকে বলিয়া দান করিলেন ॥ ১২০

তাহার পর বিপ্র, মুনি ও দেবগণ সকলে সমবেতভাবে বিদায় হইয়া সেই মনসাদেবীর পূজা করিলেন এবং সকলে পৃথক্ পৃথক্ স্তবে তাঁহার স্তব করিলেন ॥ ১২৩

সমস্যাং পূজয়ামাস তুষ্টাব পরমাদরম্ ॥ ১২৪
দত্ত্বা ষোড়শোপচারৈর্বিধিনা তব প্রিয়ঃ বলা।
প্রণমো পরিতুষ্টশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরাজয়া ॥ ১২৫
সংপূজ্য মনসাদেবীং প্রযযুঃ স্বালয়ং মুদা
ইত্যেষা কথিতঃ সর্বঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২৬

নারদ উবাচ

কেন স্তোত্রেণ তুষ্টাব মহেন্দ্রো মনসাং সতীম্।
পূজাবিধিক্রমং তস্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ ॥ ১২৭

নারায়ণ উবাচ

মুনয়ঃ শৃণ্বিতাগচ্ছো বৃষা বৌদ্ধে চ বাসরে
ঈশ্বরসিংহাসনে দেবী বাসয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১২৮
ধ্যানমন্ত্রেণানেনৈব ষড়ক্ষেণ চ
স্নাপয়ামাস মনসাং মহেন্দ্রো বেদমন্ত্রতঃ ॥ ১২৯

দেবরাজ ইন্দ্র পূজার আরম্ভাবধি ক্রমশঃ সাঙ্গ করিয়া সবা জননীকে ভক্তিভরে মনসা দেবীর পূজা করিলেন এবং পরমাদরে তাঁহার স্তব করিলেন ॥ ১২৪

দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণের আজ্ঞানুসারে দেবীকে ষোড়শ উপচারে সবা পূজা করিয়া তাঁহার প্রিয় বর—ইচ্ছার (মনোমত পতিলাভ) প্রদান করিলেন ॥ ১২৫

তাঁহারা সকলে এই ভাবে মনসা দেবীর পূজা করিয়া নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। বাবা, এইরূপে মনসা-দেবীর উপাখ্যানের সব কিছুই আমি তোমাদের বলিলাম। তুমি পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ১২৬

নারদ বলিলেন,—প্রভো। দেবরাজ ইন্দ্র কোন্ স্তোত্রের দ্বারা সতী মনসা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন ? আমি যথাযথভাবে মনসা দেবীর পূজা-বিধিক্রম শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১২৭

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ। দেবরাজ ইন্দ্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ অনুকূল দিবসের পূর্বাহ্ণে (পূজার আসনে বসিয়া) আচমন করিয়া ভক্তিসহকারে মনসা দেবীকে ঈশ্বরসিংহাসনে বসাইলেন ॥ ১২৮

তারপর অমল চন্দনযুক্ত বিল্ব বৈষ্ণবী মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া বেদমন্ত্র পাঠ পূর্বক মনসাদেবীকে স্নান করাইলেন ॥ ১২৯

ব্রাহ্মী [illegible] ।
[illegible] ॥ ১২২
[illegible] বিষ্ণুঃ শিবঃ [illegible]
[illegible] ॥১২৩
ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ [illegible]
[illegible] ॥ ১২৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৭

ভৈরব উবাচ

দেবি ত্বাং [illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৮

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩৩
[illegible] ।

[illegible] ॥ ১২১

তাহার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, [illegible] —এই সব দেবতার পূজা [illegible] পূজা করিবেন ॥ ১২৩

"ঐঁ হ্রীং শ্রীং [illegible]" [illegible] ॥ ১২৪

[illegible] ([illegible]) [illegible] পূজা করিবেন ॥ ১২৫

এই পূজা [illegible] হইতে পারিবে। [illegible] পূজাপ্রাপ্তি হইবে ॥ ১২৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও [illegible] দেবী [illegible] করিবেন ॥ ১২৭

[illegible] বলিলেন,—দেবি ! তুমি [illegible] ; কিন্তু [illegible] ॥ ১২৮

[illegible] ॥ ১২৯

[illegible] ॥ ১৩০

দেবি ! তুমি [illegible] ॥ ১৩০

মাতঃ ! যেরূপ আমি [illegible] পূজা করি, সেইরূপ আজ আমি তোমারও পূজা করিয়াছি। [illegible] ॥ ১৩১

তুমি [illegible] পূজা করিয়াছি, [illegible] ॥ ১৩২

[illegible] ! [illegible] পূজা [illegible] পূজার [illegible] ॥ ১৩৩

সংক্রান্ত্যামাষাঢ়্যামাশ্বিনান্তে দিনে দিনে। ১২৪
পুত্রপৌত্রাদয়স্তস্য বর্দ্ধন্তে চ ধনানি চ।
যশস্বিনঃ কীর্তিমন্তো বিদ্যাবন্তো গুণান্বিতাঃ। ১২৫
যে ত্বাং ন পূজয়িষ্যন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানতো জনাঃ।
লক্ষ্মীহীনা ভবিষ্যন্তি তেষাং নাগভয়ং সদা। ১২৬
ত্বং স্বর্গলক্ষ্মীঃ স্বর্গে চ বৈকুণ্ঠে কমলাকলা।
নারায়ণাংশো ভগবান্ জরৎকারুর্মুনীশ্বরঃ। ১২৭
তপসা তেজসা ত্বাঞ্চ মনসা সসৃজে পিতা।
অস্মাকং রক্ষণায়ৈব তেন ত্বং মনসা স্মৃতা। ১২৮
মনসা দেবিতুং শক্তা চাত্মনা সিদ্ধযোগিনী।
তেন ত্বং মনসাদেবী পূজিতা বন্দিতা ভবে। ১২৯
যাং ভক্ত্যা মনসা দেবাঃ পূজয়ন্তি নিত্যশঃ।
তেন ত্বাং মনসাদেবীং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ। ১৩০
সত্যরূপা চ দেবী ত্বং শশ্বৎ সত্যনিষেবণাৎ।
যো হি ত্বাং ভাবয়েন্নিত্যং স চ ত্বাং প্রাপ্নোতি তৎসমম্॥ ১৩১
ইন্দ্রশ্চ মনসাং স্তুত্বা গৃহীত্বা ভগিনীঞ্চ তাম্।
প্রজগাম স্বভবনং ভূষাবাসপরিচ্ছদম্। ১৩২
পুত্রেণ সার্দ্ধং সা দেবী চিরং তস্থৌ পিতুর্গৃহে।
ভ্রাতৃভিঃ পূজিতা শশ্বন্মান্যা বন্দ্যা চ সর্বতঃ। ১৩৩
গোলোকাৎ সুরভী ব্রহ্মন্ তত্রাগত্য সুপূজিতাম্।
তাং স্নাপয়িত্বা ক্ষীরেণ পূজয়ামাস সাদরম্। ১৩৪
জ্ঞানঞ্চ কথয়ামাস গোপনীয়ং সুদুর্লভম্।
তয়া দেবৈঃ পূজিতা সা স্বর্লোকং পুনর্যযৌ। ১৩৫
ইন্দ্রস্তোত্রং পুণ্যবীজং তাং সম্পূজ্য চ যঃ পঠেৎ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ॥ ১৩৬

যাহারা আষাঢ় সংক্রান্তিতে ভক্তিসহকারে তোমার পূজা করিবে এবং মনসা পঞ্চমী হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত তোমার পূজা করিবে কিংবা প্রতিদিন তোমার পূজা করিবে, তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি বর্দ্ধিত হইবে এবং ধনাদি বর্দ্ধিত হইবে। তাহারা যশস্বী, কীর্তিমান্, বিদ্বান্ ও গুণবান্ হইবে। ১২৩-১২৫

কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি তোমার পূজা করিবে না অথবা নিন্দা করিবে, তাহারা লক্ষ্মীহীন হইবে এবং সদা নাগভয়ে ভীত থাকিবে। ১২৬

দেবি! তুমি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী এবং বৈকুণ্ঠে কমলা দেবীর অংশস্বরূপা। মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারু নারায়ণের অংশস্বরূপ। আর আমাদের পিতা মহামুনি কশ্যপ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত তপস্যা ও তেজের দ্বারা মনে মনে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইহেতু তুমি 'মনসা' নামে অভিহিতা হইয়াছ। ১২৭-১২৮

তুমি আত্মযোগে সিদ্ধযোগিনী হইয়াছ এবং মনের দ্বারা দিব্যক্রীড়া কর অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর, সেইহেতু তুমি মনসা দেবী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছ এবং জগতের পূজিতা ও বন্দিতা হইয়াছ। ১২৯

যখন দেবগণ নিত্য তোমাকে ভক্তিসহকারে মনে মনে পূজা করেন, সেইহেতু পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ তোমাকে মনসাদেবী নামে অভিহিত করেন। ১৩০

সদা সত্যসেবন করাতে তুমি সত্যরূপা দেবী হইয়াছ, যে ব্যক্তি নিয়ত তোমার ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি তৎস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং তুমি সত্যরূপা নামে পূজনীয়া হইয়া বিরাজ কর। ১৩১

ইন্দ্র এইরূপে মনসাদেবীর স্তব করিয়া সেই ভগিনীকে বসন-ভূষণাদি দ্বারা বিভূষিতা করিয়া নিজগৃহে লইয়া পূজিত ও প্রণাম করিলেন। ১৩২

পুত্র আস্তিকের সহিত দেবী মনসা পিতৃগৃহে বহুকাল সুখপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথা দেবগণের দ্বারা সদা অর্চিতা ও বন্দিতা মনসাদেবী সর্বলোকে পূজিতা হইতে লাগিলেন। ১৩৩

নারদ! সেই সময় গোলোক হইতে সুরভিদেবী আসিয়া অর্থাৎ দেবধেনু তথায় আসিয়া ক্ষীর (দুগ্ধ) দ্বারা সেই সুপূজিতা মনসা দেবীকে স্নান করাইয়া সাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ১৩৪

তাহার পর সুরভিদেবী অতিশয় গোপনীয় ও দুর্লভ জ্ঞান তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং দেবগণের দ্বারা পূজিতা হইয়া তিনি সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া গোলোকে গমন করিলেন। (এখানে অবশ্য জানিতে হইবে যে— সুরভিদেবীর জ্ঞান প্রদানে না সেই দেবী মনসা দেব

হিঃ অন্যে পুরাকৃতাঃ নিজস্তোত্রাঃ যথা সন্তি।
পঞ্চলক্ষপ্রণৈরেব নিত্যস্তোত্রো জপেন্নরঃ।
সর্বপাপী ভবেৎ মোক্ষি নিত্যিকা সর্বসাধনং। ১৪৭

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সপ্তচত্বারিংশত্তমে নারায়ণ-নারদসংবাদে মন্ত্রযোগাধ্যায়ে স্তোত্রকথনং নাম ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ১৬

অন্যে তাহা পূরিত করিয়া পুনরায় সর্বসাধনে তৎপর হইবেন)। ১৪৭

যে ব্যক্তি যথন যেরূপ পূজা করিয়া এই পুরাণের নীত স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তির এক জাতীয় সম্পদলাভের বাধক থাকে না। ১৪৮

যে ব্যক্তি নিত্য স্তোত্র পাঠ করে, তাহার নিত্যই নিত্য পুরাকৃতা হইয়া যায়। মানুষ মন্ত্রযোগেরই এই স্তোত্র পঞ্চলক্ষ বার পাঠ করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। সিদ্ধিলাভ মানুষ সর্বপাপের মধ্যে গমন করিয়া থাকিতে পারে এবং সিদ্ধির সেই মানুষ সর্বপাপের ধর্ম সর্বে আচরণ করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে (অথবা সর্বপাপের উপরমন করিতে পারে)। ১৪৯

শ্রীবরাহদেবপ্রণীত শ্রীবরাহপুরাণের সপ্তচত্বারিংশত্তম নারায়ণ নারদসংবাদে মন্ত্র-যোগাধ্যায়ে স্তোত্রকথনপূর্বক ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সুরভীস্তোত্রবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

কা বা সা সুরভীদেবী যোগোক্তাবয়বস্থা চ বা
তস্যাশ্চ চরিতং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। ১

নারায়ণ উবাচ।

নমামি বিষ্ণোঃ সুরভীং সর্বকামদুঘাং প্রভুং।
যয়াং প্রধানা সুরভী গোলোকে চ মহত্তমা। ২
সর্বাসিদ্ধিঃ স্বয়ং যস্যাঃ কায়াদি বিনাময়।
যস্যা স্তনে স্থিতা পৃথ্বী দুগ্ধাস্তে সর্ব এব চ।
একদা রাধিকানাথো রাধয়া সহ গোকুলে।
গোপালবালপরিবৃতঃ পুরাং বৃন্দাবনং যযৌ। ৪
নবমী শুক্ল রবিণি বিজয়ায় চ গৌকুলং
যত্র গোপীগণৈর্যুক্তা তথা গোপালকৈস্তথা। ৫
নন্দস্তে সুরভীং দেবীং লীলয়া ধারণার্থিতঃ
ধনধান্যযুতাং দুগ্ধবতীং বৎসবতীং মনোরমাম্। ৬
দৃষ্ট্বা তাং সংস্থিতাং পৃথ্বীং দুগ্ধাস্তে দুগ্ধদাং তথা
ক্ষীরং সুধাবিনিন্দ্যঞ্চ তস্যাস্তুষ্টাব সাদরং। ৭
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা স্তোত্রেণানেন সুব্রত।
তস্যাস্তুষ্টা তদা দেবী বরং প্রাদাদভীপ্সিতং। ৮

অনন্তর বিজয়া গোকুলবাসিনী গোপীদিগের সহিত বিহার করিতে আরম্ভিলেন। সেই সময় গোপালগণ পুত্র কামনাপরিবারী ধারণযুক্তার সহিত ধেনু (১৪) সমূহের ইচ্ছা করিল। ৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকবাসে বিহার ধারণার্থ হইতে দুগ্ধবতী, সবৎসা ও মনোহারিণী এই সুরভী দেবীকে সৃষ্টি করিলেন। ৬

পৃথ্বী সেই ধনধান্যযুক্তা সুরভীকে দেখিয়া দুগ্ধ হইতে অধিক দুগ্ধবতী, অমৃত-তুল্যক্ষীরবতী ও সর্বকামনা হইতে ভক্তভাব সহিত স্তোত্র করিলেন। ৭

তখন স্তোত্র-পূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীকে পূজার হইতে পান করিলেন। সেই কৃষ্ণপীতাবশিষ্ট ভাগুস্থিত দুগ্ধ তাঁহা হইতে পরিত হইলে পৃথ্বীরা এক অপরূপ উৎপন্ন হইল। ৮

গোষ্ঠে চ বিষ্ণুনা চৈব পতিতঃ পয়সোঽর্ণবঃ
গোলোকেষু প্রবিষ্টশ্চ ন চ ক্ষীরোদসাগরঃ ॥ ৯
গোপিকানাঞ্চ সর্বাসাং ক্রীড়াবাপী বভূব সা।
রত্নেন রচিতা পূর্ণা কৃতা বাঞ্ছিতরেচ্ছয়া ॥ ১০
বভূব কামধেনূনাং সহসা লক্ষকোটয়ঃ।
তাবন্তো হি চ বৎসাশ্চ সুরভীলোমকূপতঃ ॥ ১১
তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ সংবভূবুরসংখ্যকাঃ।
কথিতা চ গবাং সৃষ্টিস্তয়া চ পূরিতং জগৎ ॥ ১২
পূজাং চকার ভগবান্ সুরভ্যাশ্চ পুরা মুনে।
ততো বভূব তৎপূজা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ॥ ১৩
দীপান্বিতা পরদিনে শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া হরে।
বভূব সুরভীপূজা ধর্মবক্ত্রাদিতি শ্রুতম্ ॥ ১৪
ধ্যানং স্তোত্রং মূলমন্ত্রং যদ্যৎ পূজাবিধিক্রমম্।
বেদোক্তঞ্চ মহাভাগ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১৫

ওঁ সুরভ্যৈ নম ইতি মন্ত্রশ্চ ষড়ক্ষরঃ
সিদ্ধো লক্ষজপেনৈব ভক্তানাং কল্পপাদপঃ ॥ ১৬
ধ্যানং যজুর্বেদোক্তং পূজনং সর্বসম্মতম্।
ঋদ্ধিদাং বৃদ্ধিদাঞ্চৈব মুক্তিদাং সর্বকামদাম্ ॥ ১৭
লক্ষ্মীস্বরূপাং পরমাং রাধাসহচরীং পরাম্।
গবামধিষ্ঠাতৃদেবীং গবামাদ্যাং গবাং প্রসূম্ ॥ ১৮
পবিত্ররূপাং পূতাঞ্চ ভক্তানাং সর্ববাঞ্ছিতাম্।
যয়া পূতং সর্ববিশ্বং তাং দেবীং সুরভীং ভজে ॥ ১৯
ঘটে বা ধেনুশিরসি বন্ধস্তম্ভে গবাং বা
শালগ্রামে জলেঽগ্নৌ বা সুরভীং পূজয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ২০
দীপান্বিতা পরদিনে পূর্বাহ্নে ভক্তিসংযুতঃ।
যঃ পূজয়েচ্চ সুরভীং স চ পূজ্যো ভবেদ্ভুবি ॥ ২১
একদা ত্রিষু লোকেষু বারাহে বিষ্ণুমায়য়া
ক্ষীরং জহার সহসা চিন্তিতাশ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ২২

এই সময়েই দৈবাৎ ঐ দুগ্ধ ভাণ্ডটির পতনহেতু বিপুল এক গোলোকে 'ক্ষীর সাগর' নামে প্রথিত ॥ ৯

এই সাগর শতযোজন হইতে গোপীদিগের এবং শ্রীরাধার ক্রীড়াবাপী হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ বাপীর (সরোবরের) চারিদিক অতীব চাকচিক্য ও রত্ন দ্বারা নির্মিত হইল ॥ ১০

তাহার পর সেই সুরভী দেবীর লোমকূপ হইতে সহসা লক্ষকোটি কামধেনু উৎপন্ন হইল এবং তত সংখ্যক বৎসও উৎপন্ন হইল ॥ ১১

ঐ সব কামধেনুদের অসংখ্য পুত্র-পৌত্র উৎপন্ন হইল। এই গোসৃষ্টির কথা তোমাকে বলিলাম। উহাদের দ্বারা সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ১২

হে মুনে! ভগবান্ পুরা এই সুরভীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি সুরভী দেবীর দুর্লভ পূজা ত্রিলোকে প্রচলিত হইল ॥ ১৩

কার্তিকমাসে দীপান্বিতা অমাবস্যার পর দিবস শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে প্রথমে সুরভীর (গোমাতার) পূজার দিন নির্দিষ্ট হইল—ইহা আমি ধর্মের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৪

মহাভাগ! সুরভিদেবীর ধ্যান, স্তোত্র, মূলমন্ত্র এবং যাহা যাহা পূজার বিধান বেদে যেরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ॥ ১৫

'ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ'—এই ষড়ক্ষর মূল মন্ত্র ভক্তদের নিকট কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিলে সিদ্ধ হয় ॥ ১৬

উহার যজুর্বেদোক্ত পূজা এবং যজুর্বেদোক্ত ধ্যান শ্রবণ কর। তিনি ঋদ্ধি—ঐশ্বর্য দান করেন, বৃদ্ধি—অভ্যুদয় প্রদান করেন ও সর্বপ্রকার কামনা পূরণ করেন, তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা, পরমা (সর্বোত্তমা), রাধা সহচরী, পরা (শ্রেষ্ঠা), গোসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গোসমূহের আদি স্বরূপা, গোসমূহের জননী, তিনি পবিত্ররূপা, পূজনীয়া, ভক্তদের সকল সুখপ্রদায়িনী এবং যিনি সমগ্র বিশ্বকে পূত—পবিত্র করিয়াছেন, সেই সুরভী দেবীকে আমি ভজনা করি ॥ ১৭-১৯

ব্রাহ্মণ ঘটে, ধেনুর মস্তকে, বন্ধস্তম্ভে (গাভীর খুঁটিতে), শালগ্রাম শিলায়, অগ্নিতে কিংবা জলে এই সুরভিদেবীর পূজা করিবেন ॥ ২০

দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে পূর্বাহ্নকালে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে সুরভী দেবীর পূজা করে, সেই ব্যক্তি ভূতলে সকলের পূজনীয় হয় ॥ ২১

বরাহকল্পে একদিন বিষ্ণুমায়ায় তিন লোকের সমস্ত ক্ষীর (দুধ) অদৃশ্য হইয়া যাইল। উহাতে দেবতা-প্রভৃতি সকলে চিন্তিত হইলেন ॥ ২২

যে যযৌ ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মাণং তুষ্টুবুস্তদা
তদাজ্ঞয়া চ সুরভীং তুষ্টাব পাকশাসনঃ। ২৩

মহেন্দ্র উবাচ

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ
গবাং বীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে। ২৪
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ গবাং মাত্রে নমো নমঃ।
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্বেষাং সততং পরম্। ২৫
শ্রীদায়ৈ ধনদায়ৈ চ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ।
শুভদায়ৈ প্রসন্নায়ৈ গোপ্রদায়ৈ নমো নমঃ। ২৬
যশোদায়ৈ কীর্তিদায়ৈ ধর্মদায়ৈ নমো নমঃ
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ তুষ্টা হৃষ্টা জগৎপ্রসূঃ। ২৭
আবির্ভূয় তদা তত্র ব্রহ্মলোকে সনাতনী

মহেন্দ্রায় বরং দত্ত্বা বাঞ্ছিতঞ্চাপি দুর্লভম্। ২৮
জগাম সা চ গোলোকং যযুর্দেবাদয়ো গৃহম্।
বভূব বিশ্বং সহসা দুগ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ। ২৯
দুগ্ধাদ্ ঘৃতং ততো যজ্ঞস্ততঃ প্রীতিঃ সুরস্য চ।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ। ৩০
স গোমান্ ধনবাংশ্চৈব কীর্তিমান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ।
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। ৩১
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে কৃষ্ণমন্দিরম্,
সুচিরং নিবসেত্তত্র করোতি কৃষ্ণসেবনম্। ৩২
ন পুনর্ভবনং তস্য ব্রহ্মপুত্র ভবে ভবেৎ। ৩৩
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদ-সংবাদে সুরভ্যুপাখ্যানং নাম
সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৪৭

তখন উঁহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্রহ্মার আদেশানুসারে পাকশাসন (গাভ মাতৃক বস্তুসমূহ) তিনি সুরভী দেবীর স্তব করিলেন। ২৩

মহেন্দ্র বলিলেন,—হে দেবি! আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেবি সুরভি! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে জগদম্বিকে! আপনি গোসমূহের বীজস্বরূপা, আপনাকে নমস্কার। ২৪

রাধে! আপনি রাধাপ্রিয়া, আপনাকে প্রণাম। আপনি পদ্মাংশসম্ভূতা, আপনাকে প্রণাম, প্রণাম। দেবি! আপনি কৃষ্ণপ্রিয়া এবং গোমাতা, অতএব আপনাকে প্রণাম, প্রণাম। আপনি সকলের সদা কল্পবৃক্ষস্বরূপা। ২৫

জননি! আপনি শ্রী (শোভা ও সম্পদ)-দায়িনী, ধনদায়িনী ও বুদ্ধি (জ্ঞান) দাত্রী, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি শুভ প্রদা প্রসন্না এবং গোসমূহ দান করেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। ২৬

আপনি যশ দান করেন ও কীর্তি দান করেন এবং ধর্মদান করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। এই স্তোত্র শ্রবণ মাত্র জগজ্জননী সুরভীদেবী সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন। ২৭

তখন সেই সনাতনী সুরভীদেবী সেই ব্রহ্মলোকেই আবির্ভূতা হইলেন এবং দেবেন্দ্রকে বাঞ্ছিত ও দুর্লভ বর দান করিয়া তিনি গোলোকে গমন করিলেন। দেবগণও নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর জগৎ সম্পূর্ণ দিক দুগ্ধপূর্ণ হইয়া উঠিল। ২৮-২৯

এই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল এবং সেই ঘৃত দ্বারা যজ্ঞ হইল। সেই যজ্ঞ হইতে সকল দেবগণের প্রীতি লাভ হয়। এই মহাপুণ্যজনক স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি গোমান্, ধনবান্, কীর্তিমান্ ও পুণ্যবান্ হয়। সেই ব্যক্তি সকল তীর্থে স্নান এবং সর্বযজ্ঞে দীক্ষা লাভ করে এবং পরম সুখে জীবিত হয়। ৩০-৩১

সেই ব্যক্তি ইহলোকে অতিদীর্ঘ সুখ ভোগ করিয়া অন্তে কৃষ্ণ-মন্দিরে গমন করে। তথায় চিরকাল বাস করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে। ব্রহ্মপুত্র! তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৩২-৩৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সুরভির উপাখ্যান নামক সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[রাধিকাখ্যানে [illegible] শিবকর্তৃক পার্বতীং প্রতি [illegible] [illegible] রাধায়া অনুষ্ঠানবর্ণনম্]

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণপরায়ণ।
[illegible] [illegible] ব্রূহি [illegible] ক্রমাৎ ॥ ১

[illegible] [illegible] পুরা [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২

অধুনা [illegible] রাধিকাখ্যানমুত্তমম্ ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

পুরা কৈলাসশিখরে [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥

[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] প্রকাশিতা ॥ ৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
অপূর্বং রাধিকাখ্যানং [illegible] [illegible] ॥ ৮

শ্রীপার্বত্যুবাচ।

[illegible] নিখিলং [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৯

[illegible] নিখিলাশ্চ [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০

[illegible] [illegible] [illegible]
অধুনা [illegible] রাধিকাখ্যানমুত্তমম্, ॥ ১১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

[রাধিকা উপাখ্যানে—শিবকর্তৃক পার্বতীর প্রতি [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাধার অপূর্ব আখ্যান বর্ণন।]

নারদ কহিলেন,—হে মহাভাগ নারায়ণ! আপনি [illegible] ও [illegible] [illegible]। [illegible] আপনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন করুন ॥ ১

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২

এক্ষণে আমি [illegible] রাধিকা উপাখ্যান, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] শ্রবণ করিতে [illegible] হইয়াছি ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—পুরাকালে কৈলাস পর্বতের শিখরে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] এবং মুনিগণ কর্তৃক [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পার্বতী দেবী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ৪-৮

[illegible] [illegible] [illegible] অপূর্ব রাধিকা উপাখ্যান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible]। (এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"। সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—পার্বতী কর্তৃক [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপূর্ব রাধিকা উপাখ্যান [illegible]) ॥ ৮

শ্রীপার্বতীদেবী কহিলেন,—নাথ! আমি আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]) [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনার নিকট [illegible] [illegible] রাধিকা উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৯-১১

আমি আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণ করিয়াছি। আপনি সেই উপাখ্যান [illegible] [illegible] বর্ণনা করুন ॥ ১২

আবাহনাদিকালে চ তাবতা পৌরুষঃ পূজা
নৈবেদ্যরাশিরখিলঃ নিবেদ্যঃ বহ্নিদৈবতে । ১৩
তদ্বৎপত্নিকে তদ্বদানা নাম্না নাম্নাত্মজস্য চ
পূজাবিধানং চরিবং স্ত্রাত্রঃ কথয়ামুক্রমম্ । ১৪
আবাহন-বিসর্গেচ পূজাস্থাপ্তিমীপিতম্
মাস্ত্রেণ ত্রিঃ তদন্তে যাং তত্ত্বাং তত্ত্বফলম্ । ১৫
তদন্তে চ তদিত্যা পূর্বমাবাহনাদিকালতঃ
পাদ্যার্ঘ্যাচমনং স্নানং বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতকম্ । ১৬
গন্ধপুষ্পং তথাধূপং তত্তদ্বস্তীপ্তিকালতঃ
তত্তদ্বস্তুনি

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে
শতশৃঙ্গৈকদেশে চ মালতীমল্লিকাবনে ॥ ২৬
রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বহুধা রন্তুমুৎসুকঃ ॥ ২৭
[illegible]
[illegible] ॥ ২৮
[illegible]
[illegible] শ্রীকৃষ্ণঃ [illegible] ॥ ২৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৩০
[illegible]
[illegible] ॥ ৩১
[illegible]

পুরাকালে গোলোকে, [illegible] বৃন্দাবনে, [illegible] ॥ ২৬-২৭

[illegible] কারণ, [illegible] ॥ ২৮

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০-৩১

[illegible] ([illegible]), [illegible]

[illegible] ॥ ৩২
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৭
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]
[illegible] ॥ ৩৮

[illegible] ([illegible]) ও [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৩২-৩৪

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৩৫

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৩৬

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ইত্যাদি ॥ ৩৭

উদয়ং যাবৎ প্রাপ্তে সহস্রাদিত্যঃ প্রপেৎ
তেন প্রস্থিতয়েতাম্ যাত্রা প্রাপ্তা মহীধরং। ৩৯
প্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তাকুলে যাতি মুক্তিং পুরন্দরাম্।
যাবদ্যাত্রাপ্রাপ্তং দূর্গে যাবদ্যোগ প্রয়ং পরম্। ৪০
কৃষ্ণায়াঃ পরমুখা প্রাপ্তা প্রাপ্তেশ্বরী পুরা
প্রত্যক্ষোপাপ্তকন্যা যদ্ভূর্গেশযোগিনঃ। ৪১
যা ইত্যাদ্যনন্তরং যা চ নির্বাণপ্রাপ্তঃ।
অন্যোন্যপ্রাপ্তিমুক্তিং যা চ প্রাপ্তা প্রকীর্তিতা। ৪২
যদুচ যোগীন্দ্রমন্ত্র প্রাপ্তা লোমকূপতঃ
শ্রীকৃষ্ণলোমকূপেভ্যো যদুচু সর্বমন্ত্রাঃ। ৪৩
প্রাপ্তাপ্রাপ্তপ্রাপ্তেন যদ্যদ্যোর্দুর্গ যা
পক্ষাধিষ্ঠাতৃদেবী যা দূর্গপক্ষীর্দুর্গ যা। ৪৪
চতুর্ভুজত্ব যা পদ্মা দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী।

ভবদ্যা ব্রাহ্মণস্ত্রীস্ত ব্রাহ্মণস্ত্রপ্রকাশিনী। ৪৫
ভবদ্যা সর্বাদ্যস্ত্রীস্ত দূর্বিপাক দূরে দূরে
পক্ষাধিষ্ঠাতৃদেবী চ যা এষ দূরদৈবতী। ৪৬
ভবা প্রাপ্তা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণাকৃষ্ণপ্রকাশিকা।
প্রাপ্তাধিষ্ঠাতৃদেবী চ ভৌমস্য পরমাত্মনঃ। ৪৭
আত্মজন্মপর্যন্তা সর্বা নিত্যোত্ত পার্বতি।
তত্ত্ব মন্ত্রস্য পাত্রং প্রাপ্ত প্রাপ্তেশ্বরং পরম্। ৪৮
পরং প্রধানা পরমা পরমাত্মানমোহনম্
সর্বাদ্যং সর্বপূজ্যঞ্চ নিত্যোত্ত শ্রীকৃষ্ণঃ পরম্ ৪৯
যেষ্যাস্তঃ নিত্যাত্মানং তত্ত্বাত্মপ্রবিপ্রবম্।
ভবিষ্যাঞ্চ যোগিন্যা প্রাপ্তুতঃ ভূতমেব চ। ৫০
তত্ত্ব প্রাপ্তাধিকা প্রাপ্তা মহমোহাপ্রাপ্তমূর্তা।
ভবদ্বিদ্যেত প্রাপ্তু যা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। ৫১

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও ইনি, শ্রীকৃষ্ণসাধনে ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক এঁর নিন্দায় অবিচলিত থাকে শ্রীকৃষ্ণ সাধনে অটল থাকিয়া কর্তব্যজ্ঞানে শ্রীরাধার কথা বলেন অর্থাৎ 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া কীর্তনাদি করেন। ৪৭

যে দুর্গে। এই কারণে তন্ত্র 'দা' এই পদ উচ্চারণ করিবার সময় সকলেই শ্রীহরির পদ অভিমুখে ধাবিত হন। ৪৩

রাসেশ্বরী রাধা পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে উদিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গের যা আভায় রাত্রি অন্ধকার ভেদ হইয়াছিল উদ্ভূত হইয়াছেন। ৪৬

'দা' এই পদ আমার পত্নী এবং 'মা' এই পদ নির্বাণ পত্নী; ইহার প্রথম অক্ষর দুর্গি প্রথমে দুর্গ বলিয়া তিনি 'দুর্গা' এই নামে কীর্তিনাদি করিয়াছেন। ৪৯

শ্রীরাধার লোমকূপসমূহ হইতে যোগীগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপসমূহ হইতে সমস্ত মন্ত্র (যোগ)-গণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ৪৩

সেই অনন্তশক্তিরূপা মহামন্ত্রী এই রাধার আরাধনায় হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। সেই মহামন্ত্রী পরমাত্মার অভিন্নাত্মা দেবী এবং তিনিই আমার প্রতি মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী। ৪৭

চতুর্ভুজ যাহাদের তিনি বিষ্ণুপত্নী পদ্মা। এই দেবী মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে বাস করেন। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রাহ্মণী, তিনি ব্রাহ্মণস্ত্র প্রকাশ করেন। ৪৫

ব্রাহ্মণস্ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যা। এই দেবী সর্বমন্ত্রী সর্বে দুর্বিপাক দূরে দূরে থাকে। এই দেবীই পক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রতি মূলের দূরদেবী বলিয়া কথিত। ৪৬

ভবা যিনি সমস্তের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্বরূপ ধারণ করেন এবং রাধারই প্রকাশ অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৪৭

পার্বতি। ভবা হইতে এই মূল পর্যন্ত মূলমন্ত্র সম্বন্ধে শিবই বিদ্যা; একারণ মহাদেব পার্বতীকে—নিজেরাধীন সমস্তের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ। তুমি সেই রাধাস্বরূপের ভজনা কর। ৪৮

তারপর, তিনি পরা—প্রকৃতি ঈশ্বরে ভিন্ন, প্রধানা, পরমা—সর্বোত্তম, পরমাত্মা, ঈশ্বরা—সর্বনিয়ন্ত্রক, সর্বাদ্যা, সর্বপূজ্যা, নিত্যা—নিত্যসত্তা, প্রকৃতি ঈশ্বরে ভিন্ন, যেষ্যন্তী, নিত্যরূপা এবং ভক্তমনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণমূর্তিধারী। এই শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে সমস্ত দেবতারা যে রূপ, তাহাই ইহার প্রকৃত—প্রকৃতি-মন্ত্রস্বরূপ। ৪৯-৫০

সেই অনিবার্যা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা ভিন্না ছায়া এই যোগাদ্যাদেবী, মহাবিষ্ণুমায়ী এবং মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী। ৫১

মানিনীং মানিতাং দক্ষাং যথা দেবস্ত্রি নিত্যশঃ ।
উদ্ধতঃ বংশযোত্রাশ্চ ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভং ॥ ৪২
ধ্যেয় রাধাসমায়োত্রা ন হি পশ্যন্তি যোগিনঃ ।
যয়া দেবী ধরো ক্রোড়ে হাস্যাস্যা মানিনী ॥ ৪৩
ন চ ধ্যানযোগানাং ধ্যানং ধ্যেয় স্থিতে ।
শ্রীকৃষ্ণাংশক ভগবান্ বিষ্ণুঃ পালনতৎপরঃ ॥ ৪৪

সাধু পুরুষগণ নিত্য যিনি সেই রাধিকা শ্রীরাধিকার সেবা করেন। শ্রীরাধার সারূপ্য প্রভৃতি দেবগণের দুর্লভ; এইরূপে নিত্য তাঁহার শ্রীচরণ সেবাপরায়ণ ভক্তগণের দুর্লভ ॥ ৪২

যোগিগণ ধ্যানে শ্রীরাধার শ্রীচরণকমল দর্শন করিতে সমর্থ হন না। শ্রীকৃষ্ণবাদিনী স্বয়ং রাধাদেবী শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে হাস্যবদনে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৩

যিনি পূর্ণ, তাহার ধ্যানে যে এক যোগ আছেন, শ্রীকৃষ্ণাংশক ভগবান্ বিষ্ণু পালনতৎপর।

সুদামশাপাৎ সা দেবী গোলোকাদাগতা মহীম্ ।
বৃষভানুগৃহে জাতা যশোদা চ কলাবতী ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে উমামহেশ্বরসংবাদে রাধোপাখ্যানে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

তিনি সেই যোগিগণের ধ্যেয় হয়েন। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং বিশ্বপালন-পরায়ণ ॥ ৪৪

সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রাধাদেবী সুদামশাপে এই মর্ত্যলোকে আগমন করেন। তিনি বৃষভানুর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতার নাম কলাবতী ॥ ৪৫

শ্রীমদ্বিদ্যা ভেদাদিনিসৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ নারদ-সংবাদে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে রাধা-উপাখ্যান নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(বিরজয়া সহ বিহারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রাধাসকাশাৎ পলায়নম্, বিরজায়া নদীরূপধারণম্, শ্রীদামরাধয়োঃ [illegible] পরস্পরশাপবর্ণনম্ ।)

পার্বত্যুবাচ ।
কথং সুদামশাপেন সা চ দেবী ধরাং যযৌ ।
কথং শশাপ ভৃত্যো হি সাধ্বীং দেবস্বকামিনীম্ ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
গোপ্যং সর্বপুরাণেষু শুভদং ভক্তিমুক্তিদম্ ॥ ২
একদা রাধিকেশশ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
শতশৃঙ্গৈকদেশে চ বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩
গৃহীত্বা বিরজাং গোপীং গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ রত্নভূষণভূষিতঃ ॥
রত্নপ্রদীপসংযুক্তে রত্নমির্মাণমণ্ডপে
অমূল্যরত্ননির্মাণে চন্দনচর্চিতে ॥ ৪
কস্তুরীকুঙ্কুমাক্তে সুগন্ধিপুষ্পশোভিতে ।
সুগন্ধিমালতীমালাসমূহপরিশোভিতে ॥ ৫

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(বিরজার সহিত বিহারত শ্রীকৃষ্ণের রাধার আগমনে অন্তর্ধান, বিরজার নদীরূপ ধারণ, রাধা ও শ্রীদামের পরস্পর শাপ বর্ণন।)

পার্বতী কহিলেন,—প্রভো! সেই রাধিকাদেবী কি হেতু সুদামার শাপে ধরায় আসিয়াছিলেন? সুদামা ভৃত্য হইয়া কেন সেই দেবস্বকামিনীকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন? ১

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন,—দেবি! সমস্ত পুরাণে গোপনীয়, শুভপ্রদ, ভক্তি ও মুক্তিপ্রদ এবং পরমাদ্ভুত রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২

একদিন রাধানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বিরজাকে লইয়া গোলোকের রাসমণ্ডলে একদেশে বৃন্দাবন বনে শতশৃঙ্গ পর্বতে বিরজা নাম্নী এক গোপীর সহিত গোলোকধামে রাসমণ্ডলে রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪

রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্ননির্মিত মণ্ডপে, কস্তুরী ও কুঙ্কুম-লিপ্ত, সুগন্ধি পুষ্পশোভিত এবং সুগন্ধি মালতীমালাসমূহ পরিশোভিত অমূল্য রত্ননির্মিত চন্দনচর্চিত মণ্ডপে [illegible] শ্রীরাধা ক্রীড়াসক্ত ছিলেন ॥ ৪-৫

মুখমেবিমিত্যাহি দন্তাবী রচিতাধিকৌ।
যৌ যৌ পরস্পরাকর্ষৌ মুখমধ্যেমধ্যগৌ। ৭
অবস্থানাং সমস্ত কালঃ পরমিতো যথঃ।
সোলোকস্ত পরকালে ওস্যাধিপতিরিত্তম ৮। ৮
মুখাচ্ছতগুণো জ্ঞাতা ৬ ওবস্থানমু চাধিকম্।
জ্ঞাত্বা পরমতত্ত্বং যা তস্যাঞ্চ ওস্যমীশ্বরী। ৯
প্রেতোবিত্তো ৬ নবিধিঃ কোশস্তত্ত্বাত্মলোকগো।
বিদ্যায় মুক্তালক্ষ্যো বহিস্তত্ত্বাত্তকে ওতে ৯। ১০
ক্রীড়াপদ্মক সংজ্ঞা মুখাপর্শমুক্তম্।
চক্রাং সোপঃ কমুক বিমুক্তঃ ত্রিসূত্রম্। ১১
প্রভালা ভোগাভিনিবিষ্টং মুখাবয়বলক্ষম্
বিস্তৃতবয়ীভাত্তা মুক্তকেশী প্রবন্ধিতা। ১২

তত্ত্বমুক্তমতীবাত্তা কলাবেশাধিবাসিতা।
ধর্মো যত্নাধিকঃ তুর্ণঃ প্রিয়ালীতিবিধায়িনী। ১৩
আসুরাব মতীবাত্তঃ ভোগবিমুখিবাসিতা
অবং কন্যাধিকারী সা যোগীনিঃ পরিবারিতা। ১৪
ধারিবিত্তাঃ মুখাধিক্ত কাত্তয়াধিক্ত সংযুতা।
আত্তবোধ ইবং বিদ্যামমুলাম্বুবিধিবম্।
ধ্যানযোগনবিজ্ঞেয়ং বৈদ্যে ৬ যোগজ সংজ্ঞকম্ ১৫
ধারণাচক্রমুক্তক সাধাবিত্তমধিবম্
নানাবিচিত্রমন্ত্রৈঃ পুষ্টে কৌমবিধাধিবম্। ১৬
অমূল্যাম্বরনির্মাণপরীতঃ পরিযোজিবম্।
মণীপ্রভালসমালালিপুষ্পমালাবিরাজিবম্। ১৭
মজ্জুমঞ্জলৈর্যুক্তং চতুর্ভির্বিংশকোটিভিঃ।
ত্রিসপ্তকৈঃ কৈটিভিঃ সাকং যোগীনিভিঃ প্রিয়াসিভিঃ। ১৮

সেই সময় তাঁহাদের উভয়ের চরণে বিবিধ ভিন্ন ম। ৭। রচিতাধিক অর্থাৎ বর-বিন্যাস বিশেষরূপ সেই দুই কন্যাই ক্রীড়ক ও বিনোদ রূপ-মুখমণ্ডলে অবাধ আসক্ত ছিলেন। ৭

অবস্থানাংশের অর্থাৎ নিজলোক যোগেশ্বরের মুখ-ভাগে তাঁহাদের সব অবস্থানকালগুলির তাল অভিধানিত হইয়া থাকিল। ৮

সেই সময় ধারিকন্যা দুটী ক্রীড়ক ও বিনোদের মুখ-সন্ধানে দৃষ্টির আনিয়া পাইয়া তাঁহাদিকে বিশেষ করিল। সেই যোগেশ্বরকন্যা ক্রীড়াবিনা দুটীদুয়ে সেই মুখের ভাব বুঝিয়া অবাধ জ্ঞানী হইলেন এবং ক্রোধে নিজের অর্ধেক ভাব দুটীয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ৯

সঙ্গীত তাঁহাকে মুখাধিক্ত ভাব ক্রোধে তাঁহার অঙ্গ ও অবয়বগুলি দুরুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি চক্রাকার-মন্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং বহিস্তত্ত্বের ভাব অবলম্বন করিলেন। ক্রীড়াপদ্ম এবং অন্যান্য উহার চতুর্বিধের উপরে বর্ণিত পরিত্যাগ করিলেন। পরাজয় নিজা নিম্নে ও বিনিম্ন সমাবর্তনি ভাবনা দুটিয়া ফেলিলেন। ১০-১১

ক্রীড়াবা অন্তর্নিহিত নিজা মুখভাব ও অবয়বকান্তি প্রকাশিত করিয়া অবয়বীভাব দুটিয়া ফেলিলেন এবং দুরুদ্ধেষে অর্থাৎ আসুরাধিক ভোগে ভোগের উপরিত হইলেন। ১২

তিনি মুখন ভাবমন্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ও বেণ-মুখা ধারণ করিলেন। ইন্দ্রদেব ধারণ করিয়া ভাব ভাবের (ভাবের) বিদ্যা বর্ণন করিলেন। এই সময় তিনি সর্বোপরি ক্রীড়াকে বিশেষরূপ করিয়া থাকিল। ১৩

ভোগের উপরে ওঁহার প্রভুত্বিত হইয়া থাকিল। তিনি সর্বোপরি ভাবন ভাবনার করিলেন। এই সময় ভোগের উপরে ভাব উপস্থিত ছিল। সর্বোপরি থাকিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। ১৪

এই সর্বোপরি অধিকারে ও ভাবনাধিকে তখন তাঁহার ভাব করিয়া থাকিল। সর্বোপরি পরিবেষ্টিতা ক্রীড়াবা প্রভু বল ভোগের এবং ধৈর্যের পরাজয়ের পরিমিত এবং অমূল্য বস্ত্রপরিধিত নিজা ভাব আয়োজন করিলেন। ১৫

এই ভাব ভাবের ভাব নিজ; উহারই নানাবিধ চিত্র অধিক ছিল। নানা বিচিত্র মন্ত্র ও মুক্ত ভোগ সমূহের এই ভাব বুনিয়াছিল। ১৬

এই ভাব অমূল্য বস্ত্রপরিধিত বর্ণসমূহে পরিশোভিত, মণীপ্রভাজালের ও পুষ্পমালার দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ১৭

উহার চতুর্পরিধিত ভাবসমূহে মুক্ত এবং চমৎকার একত্রিশটি মন্ত্রিমুক্ত এই ভাব ক্রীড়াবা ত্রিগুণী বিশেষরূপ ভোগী যোগীনীগণের সহিত অবস্থান করিলেন। ১৮

ক্ষণং স্থবেষ সৌবেষ পুনর্গোলোকমিয় প্রিয়ে ।
[illegible] গোলোকস্য যোগে স্বয়ং প্রকল্পিতঃ ॥ ১
কৃষ্ণঃ কৃত্বা মানসীং সোহপি সাধ্বী পদাবিতঃ ।
ততঃ কৃষ্ণঃ সদ্যঃ বিরজা বিরজাঃ নদীঃ ॥ ১০
[illegible] স্তিরাবাসং তত্র সঃ ।
সা নদী সদ্যঃ জাতা বিরজা সর্বজ্ঞা ॥ ১১
[illegible] বিস্তীর্ণাচ [illegible] ॥ ১২
বভূব সরসঃ সাধ্বী বিরজাঃ তৎক্ষণং প্রিয়া ।
গোলোকে সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বভূব শৈলশ্রেষ্ঠ ॥ ১৩
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে শতগুণা তথা ।
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা ॥ ২১
বভূবুঃ সুতরত্নানি [illegible] এব চ ।

বিরজা গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপ সুদামা রাধাদেবীর গোলোকনাথ [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করিয়া বিরজা সহিত [illegible] করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধার ভয়ে [illegible] হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলনে [illegible] নদী বিরজাকে [illegible] থাকিবে হইলেন। এদিকে নদী বিরজা [illegible] গোলোকের [illegible] পূর্বের শ্রীরাধার [illegible] হইয়া [illegible] প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তথায় বিরজার [illegible] বিরজা [illegible] হইলেন। ১৮-২১

তখন [illegible] নদী [illegible] করিলেন। [illegible] গোলোকে [illegible] ২২

এই নদী কোটি যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহা [illegible] গোলোক পরিবেষ্টিত [illegible] ছিল। এই নদী সম্পূর্ণ গোলোক [illegible] পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। ২৪

সেই সময় বিরজার নদী [illegible] গোপীরা [illegible] হইয়া থাকিলেন। [illegible] যে [illegible] নদী [illegible] সেই সব নদী [illegible] ২৫

নদী [illegible] প্রতিবিম্ব পূর্বৎ ॥১৬
[illegible] বিরজা [illegible]
[illegible] সা [illegible] ॥ ২৬
ন দৃষ্ট্বা বিরজাং কৃষ্ণঃ [illegible] পুনর্যযৌ ।
[illegible] গোপালৈঃ [illegible] ॥২৭
গোপীভির্বিরজাং [illegible] পুনঃ পুনঃ ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণ সা দেবী [illegible] ॥ ২৮
[illegible] কৃষ্ণবিয়োগে ।
[illegible] সা দেবী [illegible] ॥ ২৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৩০
তব গোপী গোপকন্যা গোপীভিঃ [illegible] চ
[illegible] কৃষ্ণবিচ্ছেদ [illegible] ॥ ৩১

কৃষ্ণের এই যে সপ্ত সমুদ্র দেখা যাইতেছে, [illegible] বিরজার পুত্র। এদিকে তখন [illegible] বিরজা তাঁহার [illegible] আসিয়া বিরজাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় গমন করিয়া থাকিলেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় [illegible] গোপের সহিত সেই বিরজার নিকট গমন করিলেন। ২৬-২৭

তথায় যাইয়া বিরজা গোপীর [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করিতে [illegible] করিলেন। সেই সময় সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া [illegible] দর্শনে [illegible] থাকিলেন। ২৮

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দেখিয়া [illegible] সেই [illegible] দর্শন করিলেন। তখন [illegible] শ্রীরাধা [illegible] হইয়া [illegible] করিলেন। ২৯

[illegible] বলিলেন,—[illegible]। তুমি [illegible] কার্য করিয়াছ, [illegible] তুমি [illegible] এবং [illegible] দূরে চলিয়া যাও। শ্রীরাধার [illegible] শ্রীরাধাকে [illegible] করিলেন। তিনি [illegible] বলিলেন,—তুমি এই গোলোকধাম [illegible] ৩০

তুমি [illegible] নদী গোপীগণের সহিত গোলোকে গোপী হইয়া [illegible]। তথায় তোমার [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে হইবে [illegible] শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে [illegible] ভোগ করিবে। ৩১

তত্র তারাবতরণং তথৈবাস্ত ভবিষ্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরপি প্রণম্য শাম্ভবঃ হরিং
ব্রাহ্মলোকো যোগযুক্তস্তস্থৌ পঞ্চমুহূর্তকং ॥ ৩১
তারা তথায় তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মলোকাভিবিহ্বলা
তথৈব তারাভূতাত্মা পুরন্দিষ্টপথাস্থিতা ॥ ৩৩
তৃতীয়ায়াং যোগযামাম বিভাত্য চ তৃতীয়কম্।
দ্বিতীয়ে মাহেশ্বরাখ্যে পুরঃ সা তত্রৈবোপবেশ্য চ ॥ ৩৪
স চাপ্যুঃ পঞ্চমুক্তো বহুন তুলসীপতিঃ।
মন্ত্রমূর্তিধরস্তেন যোগোক্তেন প্রধাম চ ॥ ৩৫
তারা তথায় তারায়ে যোগযুক্তা তারকঃ সতী।
দ্বিতীয়ায়াশ্চ বৈশাখ্যা সা চ তস্থৌ বহুন হ ॥ ৩৬
অথোবিমুক্তয়া দেব্যা বাহুর্ধর্মা কলাবতী।
পুনরপি তারয়া বাহুং সা তত্রাবির্বভূব হ ॥ ৩৭

অতীতে তারণায়ৈব তু পুনঃ তাং বরযৌবনাম্ ॥ ৩৮
দাতা তারাবিরেকেণ তং নয়ন্তং চকার সঃ।
তারাং সংস্থাপ্য তত্রৈবে সাম্বর্ধানং চকার হ ॥ ৩৯
বহুন তত্র বৈষ্ণব বিবাহস্থাপয়া সহ
সত্যে চতুর্থপাদে তু কালস্তীতস্তদোদয় ॥ ৪০
তথায় যোক্তুমা কৃষ্ণ নিত্যতন্ত্রী তথৈবহি।
কৃষ্ণমায়া তথে ধা যা তারায়ন্তংপ্রবোধয়ঃ।
যোগোক্তে যোগকৃত্যাশেষয়ন্তাং কৃষ্ণনামুক্ত ॥ ৪১
কৃষ্ণেন সহ তারায়াঃ পুনো বৃন্দাবনে বনে
বিবাহো কারয়ামাম বিধিনা তথয়া বিধিঃ ॥ ৪২
যত্রে তারাপদাস্তোজো নহি পশ্যন্তি মুহ্যন্তি।
যত্র তারা নরঃ ক্রোড়ে যাতী তারাপদন্বিতে ॥ ৪৩

তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তারা পৃথিবীর তারাবতরণ অর্থাৎ পৃথিবীর তার আয়ুর জন্য অবতীর্ণ হইলেন এবং যোগার সহিত মিলিত হইলেন। এই কথা বলিয়া পুনরায় তারা শ্রীহরিকে ও শ্রীহরিও তারা তাঁর যোগযুক্ত হইয়া পঞ্চমুহূর্ত ধ্যেয় যোগে রহিলেন ॥ ৩১

তখন তারা পূর্বনির্দেশে তথায় থাকিয়া অতি বিহ্বল অবস্থায় মনোমধ্যে 'পুর। যোগার তারিকে।' এই কথা স্মরিয়ে স্মরিয়ে পূর্ব স্থানে পথমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় শ্রীতারার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পাঁচ মুহূর্তে তাঁর হইবে, তার যোগ করিতে বা' এইরূপ বলিয়া তুলসীপতি শ্রীতারাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৪

সেই তুলসীপতি তাহিকোপরি পঞ্চমুহূর্ত তারে মন্ত্রমূর্তিরূপ অবলম্বন করিয়া তুলসীপতিরূপে আবির্ভাব করে এবং পরে আবার পূর্বের ন্যায়ের বিগ্রহ লইয়া অর্থাৎ মন্ত্রমূর্তি ত্যাগ করিয়া পূর্বরূপ যোগোক্তে প্রেরণ করেন ॥ ৩৫

এই সময় শ্রীতারা যোগযুক্তা (অর্থাৎ যোগযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন।) তারকবর্ণা অবস্থিত যোগযুক্ত অবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বৈষ্ণবপ্রধান তুলসীপতি তথায়ন্তর আবির্ভূত হন ॥ ৩৬

তুলসী-পতি তথায়ন্তী অর্থাৎ বাহুর্ধর্মা অর্থাৎ বাহুর অর্থে

বাহুর অর্থের ন্যায় ধর্মের সময় হইলে সেই কলাবতী বাহু প্রথম অবতার এবং সেই অবতারি-পত্নীরূপা দেবী তারা তথায় তথায় আবির্ভূত হন ॥ ৩৭

অবতার পর যখন অবতারাদি হইলে তখনকে যজ্ঞোপযোগিতা দেখিয়া তুলসীপতি 'তারাপতি' নামে এক বিষ্ণুর সহিত তাঁহার বিবাহের সময় স্থির করেন। ইহাতে শ্রীতারা তুলসীপতিকে দেহে বিষ্ণুর তারা সংস্থাপিত করিয়া তথায় অবস্থিত হইয়া যাইবেন ॥ ৩৮-৩৯

সেই বৈষ্ণবপ্রধান তারাপতির এই তারাবতী তারার সহিত বিবাহ হয়। তারপর চতুর্থ যুগের অধিকাংশ হইলে পর তথায়ন্তর তথায়ন্তী অনুযোগপ্রধান নিত্যতন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ তথায়ন্তের তথায় যোক্তুমে তথায়ন্তর করিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণের মায়া হইলেন তথায়া এবং তারাবতী তারাপতি তারা তারাদেবী এই কৃষ্ণমায়া তথায়ার সহিত তারা। এই তারাদেবী যোক্তুমে যোগযুক্ত নামে শ্রীকৃষ্ণের নিকা ছিলেন। সেই নিকাবশতঃ এই তথায় তারাদেবী শ্রীকৃষ্ণের বামপুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৪০-৪১

তথায়ন্তর বৃষ্টিকর্তা বিধাতা বিধি তথায়ন্তরে পুনঃ বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীতারার বিবাহ কার্য নিজে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন ॥ ৪২

তথায় (যোগ)-এর সময়ে শ্রীতারার তথায়ন্তর বর্ণন করিতে পারা যায় না। তথা শ্রীতারা শ্রীহরির ক্রোড়ে তথায়ন্ত করেন এবং তারা তারা তারাদেবীর পুনঃ তথায়ন্ত করিতে থাকিলেন ॥ ৪৩

ষষ্ঠি বর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে পুরা বিধিঃ।
তাবিষ্ণোশ্চরণাম্ভোজদর্শনার্থী চ পুষ্করে। ৪৪
তাবদ্বরদবে তূর্ণমাজগাম নভোমূলে
দদর্শ তৎপদাম্ভোজং তপঃসন্তুষ্টমানসে চ। ৪৫
বিধিং তালক শ্রীহরিঃ পুণ্যে দৃষ্ট্বাগতে ভবে।
ভেদে গোলোকনাথশ্চ তাবদা মধ তাবতে। ৪৬
ততঃ সুরাবগাসেন বিষ্ণোশ্চক্ত বহুং ৫।
তত্র তাবদ্বরঃ কৃষ্ণে কৃষ্ণস্তাবা নঃ। ৪৭
পদ্মাবে দদতীতে তু ঘীর্ণমাত্রাপ্রসন্নতঃ।
দদর্শ কৃষ্ণং সা তাবা ন চ তাক পরস্পরম্। ৪৮
ততো জগাম গোলোকং তাবদা মধ তত্ত্ববিৎ।
কলাবতী তপোধা চ তমাম তাবতা মধ। ৪৯

সুরাবগাসে যাহা করা শ্রীতাবার তপঃফলস্বরূপ বর্ষসমূহ প্রার্থনা করিয়া সুরম ঘীর্ণ যাই তাহার অবয় তপস্যা করিয়াছিলেন। ৪৪

পরে যখন শ্রীহরিকর্তৃক পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহা দেহ তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁহার শ্রীতাবার তপঃফলের বর্ষ অন্ত হয়। ৪৫

গোলোকনাথ তখনই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্নকাল ভারতবর্ষে পৃথক্ ভাবাগমে কৃষ্ণমন শ্রীতাবার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ৪৬

তাহার পর কুরুক্ষেত্র অভিমাগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীতাবার বিচ্ছেদ হয়। সেই সময় (মধুরলীলা ও দ্বারকালীলাপ্রসঙ্গে) তখনই শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়াছিলেন। (এই লীলাকালে পরাত শ্রীতাবা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ছিল)। ৪৭

এইভাবে সত্যভামাকর্তৃক অভিশাপিত হইবার পর ঘীর্ণমাত্রাপ্রসঙ্গে (প্রভাসে) সেই শ্রীতাবা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন অবয় এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন শ্রীতাবাকে দর্শন অবয়, এইভাবে পুনরায় পরস্পরের দর্শন লাভ হয়। ৪৮

তাহার পর তত্ত্বজ্ঞ গোলোকের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতাবার সহিত গোলোকধামে গমন করেন। কলাবতী (শ্রীতাবাদাসী) ও তপোধা (শ্রীকৃষ্ণদাসী) সেই সময় শ্রীতাবার সহিত গোলোকে গমন করেন। ৪৯

দ্বারকায়াশ্চ নবশত ষষ্ঠো গোলোকমুত্তমম্
সর্বে গোপাশ্চ গোপাশ্চ যযুস্তা যঃ সমাগতাঃ। ৫০
তাবাগোপাশ্চ গোপাশ্চ প্রাপুর্নিত্য সন্নিধৌ। ৫১
মেরুরেবান্ত তত্রৈব যাতঃ কৃষ্ণেন পার্থিবি
ষষ্টিত্রিংশল্লক্ষকোটান্ত গোপা গোপাশ্চ তৎসমাঃ।
গোলোকং প্রযযুর্মুক্তাঃ সাধ্যং কৃষ্ণেন তাবয়া। ৫২
তোপ্ত প্রভাসসন্নিধ্যে তপোধা তপস্বিনী যযা।
লাভোপ পূর্বতপসা পরমাত্মানমীশ্বরম্। ৫৩
বসুদেবঃ তপস্তপ্ত দেবকী চাদিতিঃ সতী।
দেবমাতা দেবসিদ্ধা প্রতিকল্পে বভাবতঃ। ৫৪
পিতৃণাং মানসীকন্যা স্বধাখ্যাতা কলাবতী।
বসুধাপি গোলোকাদ্ যযুস্তাসু সমাগতাঃ। ৫৫

তাঁহারা (শ্রীতাবাদিরা) এবং অন্যত (শ্রীকৃষ্ণদিরা) উভয় গোপাতাবয়ব যখন করিয়াছিলেন। সেই সময় যে যে গোপ ও গোপীরা শ্রীকৃষ্ণলীলায় সহকার হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও শ্রীতাবাগোলোকধামে গমন করিলেন। ৫০

অবশেষে যাঁহারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিলেন। ৫১

পার্থিবি! যাঁহারা সকলেই সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। ত্রিশ লক্ষ কোটি গোপী এবং ত্রিশ লক্ষ কোটি গোপ মুক্তি লাভ করিয়া তখনই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীতাবার সহিত গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। ৫২

প্রভাসতীর্থে যোগ সমাধি এবং যোগের দ্বারা যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বজন্মের তপোবলে ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। ৫৩

মহর্ষি কশ্যপ বসুদেবরূপে এবং তপস্বিনী সতী অদিতি দেবী দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি কল্পেই স্বভাবতঃ এই দেবপিতা কশ্যপ ও দেবমাতা অদিতি শ্রীকৃষ্ণমাতা-পিতা হন। ৫৪

পিতৃগণের মানসী কন্যা কলাবতী নামে শ্রীতাবার জন্মগ্রহণ করেন। বসুধা গোলোক হইতে আসিয়া বসুধারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৫

ইত্যেবং কথিতং সর্বং রাধিকাখ্যানমুত্তমম্
সম্পৎকরং পাপহরং পুত্রপৌত্রবিবর্ধনম্ ॥ ৫৬
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধারূপো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৭
চতুর্ভুজস্য পত্নী চ মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেব্যো নারায়ণপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮
শ্রীকৃষ্ণপত্নী সা রাধা তদর্ধাঙ্গসমুদ্ভবা
তেজসা বয়সা সাধ্বী রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ৫৯
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বদেদ্ বুধঃ ।
ব্যতিক্রমে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬০
কার্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে
চকার পূজাং [illegible] ॥ ৬১
[illegible]

বরাহ কল্পে [illegible] ॥ ৬২
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible] প্রভুঃ ।
[illegible] ॥ ৬৪
দ্বিতীয়ে পূজিতা [illegible] ।
[illegible] পূজা ॥ ৬৫
[illegible]
[illegible] পূজিতা ॥ ৬৬
তৃতীয়ে পূজিতা [illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৮

সর্ব। শ্রীকৃষ্ণ আদি [illegible], [illegible], এবং পুত্র-পৌত্রবর্ধনকারী উত্তম রাধিকা উপাখ্যান বর্ণনা করিলাম ॥ ৫৬

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ—এই দ্বিবিধ রূপ ধারণ করেন। চতুর্ভুজ [illegible] বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিতেছেন এবং স্বয়ং দ্বিভুজ [illegible] গোলোকে [illegible] করিতেছেন ॥ ৫৭

চতুর্ভুজের [illegible] পত্নী [illegible]—মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী ॥ ৫৮

দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রাধিকা—[illegible] ([illegible])-সম্ভূতা [illegible]। তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে এই সাধ্বী [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সমান ॥ ৫৯

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অগ্রে 'রাধা' নাম উচ্চারণ করিয়া পরে 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিবে [illegible] উচ্চারণ করিলে। এই বিধির ব্যতিক্রম করিলে [illegible] ব্রহ্মহত্যা [illegible]—[illegible] সংশয় নাই ॥ ৬০

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসমণ্ডলে শ্রীরাধার পূজা করিয়াছিলেন এবং [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ৬১

শ্রীহরি [illegible] শ্রীরাধার [illegible]

[illegible] করিয়া সেই কবচ [illegible] এবং [illegible] ॥ ৬২

[illegible] শ্রীহরি শ্রীরাধার [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধা-[illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ৬৩

শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ; [illegible] যে ব্যক্তি [illegible], সেই ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকে ॥ ৬৪

[illegible] দ্বিতীয় [illegible] শ্রীরাধার পূজা করেন—[illegible], [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] ॥ ৬৫

[illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] শ্রীরাধার পূজা করেন ॥ ৬৬

তৃতীয় [illegible] পৃথিবী [illegible] শ্রীরাধার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

[illegible] ॥ ৬৮

সংগ্রামে [illegible] ন চ তাং প্রসন্ন চ ।
[illegible] চ শঙ্করবর্তীম্ ॥ ৬৯

অহো [illegible] ।
[illegible] পূজিত পুষ্পে [illegible] ॥ ৭০

অহো [illegible] ।
ইতি তে কথিতং সর্বং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণসংবাদে [illegible] নাম একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এই [illegible] সেই রাজা সুযজ্ঞ [illegible] শঙ্করবর্তী শ্রীরাধার [illegible] করিয়া [illegible] পুনরায় [illegible] ॥ ৬৯

সেই রাজা সুযজ্ঞ শ্রীরাধার [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] পূজা [illegible] পূজা করিয়াছিলেন। ৭০

অনন্তর সেই নৃপতি সুযজ্ঞ [illegible] করিয়া [illegible] গমন করেন। পার্বতি! এই আমি তোমার নিকটে [illegible] বর্ণনা করিলাম। অতঃপর তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৭১

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে [illegible] নারদ-নারায়ণ সংবাদে [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[সুযজ্ঞোপাখ্যানে সুযজ্ঞস্যোৎপত্তিঃ, সুযজ্ঞস্য [illegible], অভিশাপাদিনির্দেশশ্চ ।

পার্বত্যুবাচ ।

কো বা সুযজ্ঞো নৃপতিঃ কুত্র বংশে সমুদ্ভবঃ ।
কথং বিপ্রাভিশপ্তশ্চ কথং সংপ্রাপ [illegible] ॥ ১
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ।
কথং বিপ্রশাপো চ [illegible] শঙ্করবর্তীম্ ॥ ২
[illegible] পূজা বিধিঃ ।
[illegible] পুষ্করে বিভুঃ ॥ ৩

কথং [illegible] তাং দেবীং [illegible] পূজা [illegible] ।
[illegible] কথং [illegible] ॥ ৪
কথং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ

[illegible] চ ।
[illegible] ॥ ৬

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[সুযজ্ঞ-উপাখ্যানে সুযজ্ঞের উৎপত্তি, সুযজ্ঞাদির [illegible] এবং অভিশাপাদিনির্দেশ।]

পার্বতী দেবী কহিলেন,—প্রভো! এই সুযজ্ঞ নৃপতি কে? কোন্ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কেন ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হন? কিরূপেই বা তিনি শ্রীরাধার অর্চন লাভ করেন? ১

তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible], [illegible] রাজা সুযজ্ঞ কিরূপে সেই শঙ্করবর্তী শ্রীরাধার আরাধনা করিয়াছিলেন? ২

[illegible] আমার [illegible] পূজা [illegible] করিয়াছিলেন? ৩

সেই সতী [illegible] এই সুযজ্ঞ নৃপতি কিরূপে [illegible] শ্রীরাধার [illegible] পূর্ণ [illegible] তিনি কি বিধি [illegible] ? ৪

বিপ্রগণ [illegible] যেন এই রাজা সুযজ্ঞকে "ব্রাহ্মণ" [illegible] করিয়াছিলেন? আপনি সেই [illegible] ধ্যান, স্তোত্র, ও পূজাবিধি [illegible] বলুন। ৫

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবি! [illegible] পুত্র, [illegible] ছিলেন। ৬

[illegible] পুত্রকঃ পুত্রো [illegible] ৬ ।
[illegible] কীর্তিবিখ্যাতঃ ত্রৈলোক্যে [illegible] ॥ ৭
[illegible] পুত্রক [illegible]
[illegible] পুত্রো [illegible] ॥ ৮
[illegible] ॥ ৯
[illegible]
[illegible] ॥ ১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১১
[illegible]
[illegible] ॥ ১২
[illegible]

সেই ব্রাহ্মণের পুত্র [illegible] এবং [illegible] পুত্র [illegible]। পার্থিব! [illegible] এই [illegible] কীর্তি বিখ্যাত হইয়া আছে ॥ ৭

এই [illegible] পুত্র [illegible]। তিনি [illegible] পুত্র [illegible]। এই [illegible] পুত্র [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ৮

[illegible] করিয়াছিলেন ॥ ৯

সেই [illegible] রাজা [illegible] পুত্র [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ১০-১১

এই রাজা [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ১২-১৩

[illegible] ॥ ১৩
[illegible]
[illegible] ॥ ১৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৫
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ॥ ১৭
[illegible]
[illegible] ॥ ১৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯

পার্থিব! রাজা [illegible] প্রতিদিন [illegible] কোটি ব্রাহ্মণকে [illegible] ভোজন করাইতেন ॥ ১৫

এই সব ব্রাহ্মণ ভোজনের পর [illegible] করাইতেন ॥ ১৬

ব্রাহ্মণেরা ভোজন [illegible] করিতেন না, [illegible] করিতেন। পার্থিব! [illegible] কোটি ব্রাহ্মণ [illegible] ভোজন করিতেন এবং [illegible] সেই [illegible] ভোজন [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ১৭-১৮

সেই [illegible] ॥ ১৯

তত্রাপূর্বমঙ্গলজ চান্যানি[illegible] ।
দৃষ্ট্বা বধূঃ মহাবাহুঃ সমুদ্যম শকারতি ॥ ২০
[illegible]-বহ্নিশুদ্ধি সমন্বিতে ।
[illegible] ভবতে ৬ পুনঃপুনে ॥ ২১
[illegible] ।
[illegible] শোভিতে ॥ ২২
[illegible]-বিদ্রুম[illegible] ।
[illegible] চান্বিতে ॥ ২৩
মুক্তি-[illegible]-বিচিত্র-নিবাসিতে ।
[illegible] ক্ষণ দিনং একং [illegible] ২৪
[illegible]
[illegible] ॥ ২৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩০
[illegible]
[illegible] ॥ ৩১
[illegible]
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] পুনঃ পুনঃ ।
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] চন্দন, কস্তুরী [illegible] ধূপ, [illegible] শোভিত, [illegible] চিত্রিত [illegible] করিলেন। [illegible] উপস্থিত হইলেন। ১৩-২৩

সেই দিন [illegible] ছিলেন। [illegible] দিন। [illegible] আশীর্বাদ করিলেন। [illegible] তিনি তখন উচিত হইলেন না। ২৪-২৮

[illegible] উচিত হইলেন না, [illegible] গ্রহণ করিলেন। [illegible] করিলেন। [illegible]

সেই [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। তিনি [illegible] বলিলেন,—হে [illegible] তুমি [illegible] এবং [illegible] সেই দিন [illegible] হইলেন। ২৯-২৯

তখন [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। ৩০

[illegible] করিয়া [illegible] হইতে [illegible] হইলেন। ৩১

সেই [illegible] করিলেন। [illegible] লাগিলেন। ৩২

"হে [illegible]" এই কথা পুনঃ পুনঃ [illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫০
[illegible]
[illegible] ॥ ৫১
[illegible]
[illegible] ॥ ৫২
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৫৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে [illegible] পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

[illegible]

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible]]

শ্রীপার্বত্যুবাচ

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[[illegible]]

শ্রীপার্বতীদেবী কহিলেন,—প্রভো! [illegible] ॥ ১

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—[illegible] ॥ ২

[illegible] কহিলেন,—[illegible]

সনৎকুমার উবাচ
[illegible] সংখ্যঃ [illegible]
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
তব [illegible] ॥ ৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৫
[illegible] বৃন্দাবনম্ ॥ ৬
শুক্র উবাচ।
[illegible]
[illegible] ॥ ৭
[illegible]
[illegible] বৃন্দাবনম্ ॥ ৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৯
পুলহ উবাচ।
যে [illegible]
[illegible] ॥ ১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১১
পুলহ উবাচ।
[illegible]
[illegible] ॥ ১২
[illegible]
[illegible]
অঙ্গিরা উবাচ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] বৃন্দাবনম্ ॥ ১৩
অত্রি উবাচ।
[illegible]
[illegible] ॥ ১৪

[illegible] তুমি [illegible] প্রতি [illegible] ॥ ৩-৪

[illegible] ॥ ৫

হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি [illegible] ॥ ৬

[illegible] বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৭-৮

যে ব্যক্তি [illegible] ॥ ৯

পুলস্ত্য (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—যে [illegible] দেখিয়া থাকে, সেই [illegible] ॥ ১০

[illegible] ॥ ১১

পুলহ (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—[illegible] ॥ ১২

[illegible] বিপ্রগণ! [illegible] ॥ ১৩

অঙ্গিরা (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—[illegible] ॥ ১৩-১৪

অত্রি (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—[illegible]

মরীচিরুবাচ

পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থভূতে ১ দেবে ব্রাহ্মণ উত্তম
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্ত ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭

কশ্যপ উবাচ ।

বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা যোঽন্যতত্ত্বমবমন্যতে ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্ত তৎপুণ্যবিনিয়োজকঃ ॥ ১৮

অত্রেরুবাচ

অতিথিং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা নারায়ণপরং নরঃ
পিতৃমাতৃভক্তিহীনঃ স তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
প্রাপ্নোতি কৌতুকীং যোনিং স মূঢ়ঃ সপ্তজন্মসু
শিষ্যা যস্মাদ্বিহন্তেষ্ট ব্রাহ্মণবালিকা মূঢ় ॥ ২০

দুর্বাসা উবাচ

গুরুং বা ব্রাহ্মণং বাপি দেবতাপ্রতিমামপি
দৃষ্ট্বা শিক্ষাং ন নমেদ্ যস্তু স তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
বিদ্যামাত্মা চ তস্যাপি তথা বিদ্যানবাপ্নুয়াৎ
তথৈব দর্শনাদ্বাপি বিদ্যাপ্রাপ্তং ন মূঢ় ॥ ২২

যাজ্ঞবল্ক্য ।

যমেন কথিতো ধর্মো মুনিভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ
তং কৃত্বা চ বিশেষেণ নরো দুঃখং ন পশ্যতি ॥ ২৩
স্ত্রীণাং ঘোষ-কুমারাণাং গুরুস্ত্রীণাঞ্চ নিন্দকঃ ।
ব্রহ্মস্বাদাঞ্চ যো ঘোষো যাং ব্রজেৎ কোটিযাং নরঃ ॥ ২৪

যমিষ্ঠ উবাচ ।

কামতো যোষিতে ব্রাহ্মণ্ যঃ কীর্তিং প্রমেহতি ।
বধবাধকরোঽসৌ চ তৎফলং চ ফলং লিখেৎ ॥ ২৫
তথা বেদনিন্দকো বিপ্রো ব্রাহ্মণেষ্বঃ যশ্চিনত্তি
হত্বা মুক্তিং পাপেন ঘোরকিল্বিষো বিজঃ পতেৎ ॥ ২৬
প্রায়শ্চিত্তে চ ফীণে চ সর্বপাপাৎ মুক্তিঃ ।
পাপাবশেষাদ্বর্ষাণি দুঃখী চাণ্ডাল এব চ ॥ ২৭
আত্মিবশিক্ষয়রায়ো ভবেৎ কলমন্ত্রজে ।
প্রায়শ্চিত্তানুকল্পেন সর্বপাপাৎ মুক্তিঃ ॥ ২৮

ব্রাহ্মণের অবমাননা করে, তার সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের সাক্ষ্য বন্ধ হইয়া দুঃখ ভার বহন করিতে থাকে ॥ ১৬

মরীচি (অনুশু) বলিলেন,—যে ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করে, সেই ব্যক্তি মানব জীবনের ফল ও লাভ সার্থকতা সম্পাদক বিষ্ণুভক্তিহীন হয় ॥ ১৭

কশ্যপ (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উপহাস করে এবং অবজ্ঞা করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিহীন ও বিষ্ণু পূজা ভাগী হয় ॥ ১৮

অত্রির (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—যে ব্যক্তি কৃপাবশে অতিথি ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যত্নোপায় পূর্বক আদরের ও প্রণামাদি দ্বারা অতিথি সৎকার না করে, সেই ব্যক্তি এই জন্মের কৃতিত্ব পিতৃ-মাতৃভক্তিহীন হয় ॥ ১৯

সেই মূঢ় ব্যক্তি নানা জন্ম ধরিয়া যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। বিশেষতঃ। অতএব তুমি শীঘ্র ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা মুক্তিকে আশীর্বাদ কর ॥ ২০

দুর্বাসা (শিবপুত্র প্রজাপতি ভেদ) বলিলেন,—যে ব্যক্তি গুরু, ব্রাহ্মণ ও দেবতা প্রতিমা দেখিয়া মস্তক প্রণাম না করে, সেই ব্যক্তি পরজন্মে মূকত্ব লাভ এবং বিদ্যা ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যাসম্বন্ধতা লাভে বিমুখ হইয়া থাকে। অতএব হে ব্রাহ্মণ। তুমি আমাদের জন্য যোগ তথা এবং এই ব্রাহ্মণত্বে আশিষ গ্রহণ কর ॥ ২১-২২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা সকলে মিলে ধর্ম বর্ণনা করিলেন। আমি অবশ্য মূর্খ, সুতরাং আপনারা এ বিষয়ে বিশেষ স্পষ্ট করিয়া আমাকে উপদেশ দান করুন ॥ ২৩

যে ব্যক্তিগণের ধর্মজ্ঞান। স্ত্রীর, ঘোষ, কুমার-পত্নীগণের ও গুরুস্ত্রীগণের কি পাপ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৪

অত্রির (ব্রহ্মপুত্র এবং এই পুরাণকর্তা ঋষিগণের প্রপিতামহ) বলিলেন,— ব্রাহ্মণ। মানুষ যদি কামের বশে করে, এবং সেই মানুষ একশতবার জীব জন্ম করিবে এবং সেই সকল বধকার্য কারক (অর্থাৎ পাপের, হত্যা) ভোগ করিবে ও তাহে তার পাপ নাশ করিবে ॥ ২৫

সেই কারণে ব্রাহ্মণকে বধিলেরা বিনাশের জন্য নানা করম পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ২৬

কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত যদি যথাযথ না করিয়া প্রায়শ্চিত্তের মূলতা (অভাব) করা হয়, তবে সম্পূর্ণ পাপ হইতে মুক্ত হইবে না। অবশিষ্ট পাপ ফলে সেই পাপী পর জন্মে চাণ্ডাল হয় এবং কেবল দুঃখ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২৭

মানুষ যদি আত্মিবশিক্ষয় ভোজনে অর্থাৎ যোড়শাংশের পাপ করে, তবে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভোজনে পাপের আর্ধেক পাপ হয়। প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্পে সমস্ত পাপ হইতে তিনি মুক্ত হয় ॥ ২৮

শুক উবাচ

যোষিদ্যাভিগমঃ পাপং ব্রহ্মহত্যাসমং ধ্রুবম্ ।
[illegible] কালসূত্রে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৯
ততো [illegible] পুংসঃ [illegible] ।
ততো [illegible] ভবেৎ শুচিঃ ॥ ৩০

বৃহস্পতিরুবাচ

স্ত্রীহত্যাভিগমং পাপং ব্রহ্মহত্যা [illegible]
[illegible] কুম্ভীপাকে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১
ততো [illegible]
ততো [illegible] ভবেৎ শুচিঃ ॥ ৩২

গৌতম উবাচ

যোষিৎ [illegible]
[illegible] ॥ ৩৩

রাজোবাচ

[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৪৪

বরুণ উবাচ ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৪৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৯

শুক (দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য) বলিলেন,—[illegible] ॥ ২৯

তাহার পর [illegible] ॥ ৩০

বৃহস্পতি (দেবগুরু) বলিলেন,—[illegible] ॥ ৩১

তাহার পর [illegible] ॥ ৩২

গৌতম (ব্রহ্মর্ষি) বলিলেন,*—[illegible] ॥ ৩৩

রাজা সুযজ্ঞ বলিলেন,—[illegible] ॥ ৩৫

বরুণ বলিলেন,—[illegible] ॥ ৩৬

(প্রসঙ্গতঃ [illegible] ১৩০১ [illegible] ১। [illegible], ২। [illegible], ৩। [illegible], ৪। [illegible], ৫। [illegible], ৬। [illegible], ৭। [illegible], ৮। [illegible], ৯। [illegible], ১০। [illegible], ১১। [illegible], ১২। [illegible], ১৩। [illegible], ১৪। [illegible], ১৫। [illegible] এবং ১৬। [illegible]—এই ষোড়শ প্রকার 'কৃত' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭-৩৯

যে [illegible] এই ষোড়শ প্রকার 'কৃত' [illegible] ॥ ৪০

[illegible] । সেই পাপী [illegible]

* এই [illegible] গৌতম [illegible] ১। [illegible] ২। [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ১। [illegible] ২। গৌতম ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] (এই পুরাণোক্ত)।

পুরুষ উবাচ।
যে কিং কৃত্বা কৃতঘ্নাস্ত্বাং কান্ কান্ যজন্তি সৌরভান্
প্রত্যেকং তেষ্বভিজ্ঞাসি বক্ষ্যামি যে শ্রুতো ময়া ॥৪৩
কাত্যায়ন উবাচ
কৃত্বা ধনমন্নপাকং ন ত্বাং যে পালয়ন্তি
ন কৃত্বঃ কালসূত্রে যমলোকে ভুঞ্জতে দুঃখম্ ॥ ৪৪
মনুষ্যত্বং কাকস্য মনুষ্যত্বং শৌকরং
ভক্ষং মূত্রং মলাদীনি মনুষ্যত্বং ভক্ষং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৪৫
ঋষিরুবাচ।
পুণ্যং কৃত্বা বলাদ্বোরং কৌত্রিবর্ষশতং কুলা।
ন কৃতঘ্নস্তরত্যুগ্রাং বলাদ্বোরং মুদ্গরম্ ॥ ৪৬
পতত্যন্ধে তমস্যুগ্রে তত্রস্থং ভক্ষয়ন্তি তং।
তত্রা মূত্রা মলা যাবো ভবিষ্যন্তি ভক্ষং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৪৭
ঋষয় ঊচুঃ।
ঋষিঃ কস্মি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যাত্রয়বিবর্জিতঃ
অত্রর্ণশ্চ যজ্ঞানাং বিষ্ণুনৈবেদ্যবর্জিতঃ ॥ ৪৮
বিষ্ণুভক্তাবিরোধেন বিষ্ণুভক্তবিরোধকঃ।
একাদশীবিরোধেন কৃতঘ্ন ভবসাগরে ॥ ৪৯
শিবরাত্রৌ চ যো ভুঙ্‌ক্তে কে শ্রীরাজবরোদিনে।
বিষ্ণুভক্তাবিরোধেন ন ন কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫০
কৃষ্ণাদশমে বসন্তোঃ বারবিশ্রান্তভূষণ
ভক্তশ্রাদ্ধলয়াঃ যাবি সপুত্রস্য বিনিশ্চয়- ॥ ৫১
পরমন্নমি পুত্রস্য পরমন্নমি মূত্রং।
ভক্ষ্যা ভক্ষ্য ত্রাহ্মণস্য মূত্রাণাং মূত্রবাহকঃ ॥ ৫২
ভক্ষ্যা ভক্ষ্যস্য মন্ত্র ব্রাহ্মণো মূত্রবাহকঃ।
মূত্রাণাং শবরাণাং চ ভক্ষং মন্ত্রস্য ভক্ষণ ॥ ৫৩
বিপ্রো মূত্রা ভক্ষণস্য ব্রাহ্মণে মূত্রলৌপ্তিঃ
মূত্রং মূত্রো ব্রাহ্মণো ভক্ষ্যা যাবি মৌরসম্ ॥ ৫৪
পূত্রং পূত্রং পালয়োনি নরকং পূত্রং পূত্রং
ভক্ষ্যা ভক্ষ্য ব্রাহ্মণস্য মূত্রাণাং পালয়ন্তি ॥ ৫৫

যখন করে, সেই সব মরক যন্ত্রণাকে দুর্বিষহ বলিয়া বর্ণিয়াছেন ॥ ৩১

পুরুষ কহিলেন,—কাত্যায়নি! এই কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা কোন্ কর্ম করিয়া কোন্ কোন্ গৌরব লাভের যত্ন করে? তাহা আমি তাহার প্রত্যেকটি জানিতে ইচ্ছা করি; আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এই সব কথা বলুন ॥ ৩২

কাত্যায়ন কহিলেন,—যে ব্যক্তি ধনমদমত্ত হইয়া নেই অন্ন রন্ধন করে, পাক করে না, সেই কৃতঘ্ন পাপী যারি দুঃখ করিয়া কালসূত্র নামক নরকে বাস করে ॥ ৩৩

তাহার পর সাত জন্ম তাহা হয়, তাহার সাত জন্ম শেষে হয় এবং তাহার সাত জন্ম মহাবাধিযুক্ত মূক হয়, তাহার তাহি খাদ্য হয় ॥ ৩৪

শ্রীমদমত্ত (ধনমূঢ়) ব্যক্তিরা,—যে ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করিয়া বিপুল কীর্তি অর্জনের বিনিময়ে তাহা অন্য ব্যক্তিদিগকে বিলাইয়া দেয় না পালন করে, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন; সে তিন যুগ ধরিয়া ঘোর মৃত্যুর নরকে বাস করে ॥৩৫

তাহার পর পাঁচ জন্ম মনুষ্য (ভেক—ব্যাঙ) হয়,

---

* তাহারপরের তাহারা হইবেন—যাহারা এক ব্যক্তিকে হইবেন—এই তাহারা। এই তাহারা পাণিনি ব্যাকরণের ব্যক্তিবাচ্য এবং ছোট মুখবাচ্য। এই তাহারা অর্থাৎ যোগিনের পুত্র বলিয়াই তাহাদের বাহনা। তাহা যে ইহা তাহারা বাহনা, এক তাহা কৃত মুনির পুত্র এবং তাহারা অবতার।

তাহার পর তাহা কর্মী (কীটভা) হয় এবং তাহার মুত (গোবর), তাহিরাজ ও তাহি ভক্ষণ হয়। তাহার পর তাহি খাদ্য করে ॥ ৩৬

ঋষিরা (ব্রহ্মপুত্র) বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পালন করে না, ত্রিসন্ধ্যা বর্জন করে, যাগ করিয়া বিষ্ণু-নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করে না, বিষ্ণুভক্তির সহিত দ্বেষাচরণ করে না, বিষ্ণুপূজা বর্জন করে, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করে না, একাদশী ব্রত পালন করে না, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে জন্মাষ্টমীতে, শিবরাত্রিব্রত এবং শ্রীরামনবমীতে ভোজন করে, বিষ্ণুভক্ত ও দেবভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করে না অথবা বিষ্ণুভক্ত বর্জন করে, সেই সব ব্যক্তি কৃতঘ্ন বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭-৪৯

এই সব কৃতঘ্ন দুর্জনেরা ভয়ানক ভীষণ মূত্রাশন-নরকে বাস করে। তাহার পর সেই কৃতঘ্ন দুর্বিনীতব্যক্তির সাত জন্ম চাণ্ডাল হয় ॥ ৫০

তাহার পর তাহা কুষ্ঠ (পচুনি) হয়, তাহার সাত জন্ম মূক হয়। তাহার মূত্রের দুর্গন্ধে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫১

তাহার পর ব্রাহ্মণের মূত্রবাহক ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। তাহার ব্রাহ্মণের মূত্রভক্ষের পক্ষাঘাতী ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৫২

তাহার তাহক-কর্ম বিষ হইয়া ব্রাহ্মণের দুর্গন্ধযুক্তি হয়। তাহার তাহার্থ তাহা ভোগ করিয়া এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে 'রৌরব' নরকে পতন করে ॥ ৫৩

তাহার পুত্র পুত্র পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও পুত্র পুত্র নরকে পতন করে অর্থাৎ পাপযোনি ও নরক

পঞ্চদশস্য মনুজো ভবেদ্ভূতক্ষয়ে ক্রমাৎ । ৫৩

সূত উবাচ ।

সূত্রাণাং পাঠকরণে সূত্রাণাং শ্রবণাদপি ।
সূত্রস্য ভোজনে বাপি সূত্রস্যৈব স্মরেণপি চ । ৫৪
ব্রাহ্মণানাং তো হোমো সূত্রাণাং ধারণে তথা
এতান্ বর্ষান্ ন সন্দেহো ব্রহ্মি যাং বিদ্ধয় ভুবে । ৫৫

পরাশর উবাচ ।

সূত্রাণাং সূতকন্যস্য যো বিপ্রো জ্ঞানদুর্বলঃ ।
অনীপাত্রে বসন্যোব ভুঞ্জানে যেতদপ্রতিঃ । ৫৬
তস্যো ভবেদ্বর্ষশতং ভূবিতঃ নরকস্থল ।
তৈলকীটো ভবত্যন্তু তস্য তস্যো ভবেদ্ধ্রুবঃ । ৫৭

ভরদ্বাজ উবাচ ।

ভূত্বা দাতা তথা যাতি যো বিপ্রো ভূবনান্তরঃ ।
ন কৃতস্ব ইতি যাতঃ প্রতিগ্রো ভবতে কুল । ৮
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবিতস্য ভূবনান্তরে ।
ভূবনস্থে ভবত্যেবং পাপা ভবিতস্য ভবেৎ । ৫৯

—এই উত্তরের ফলে যাজনের বৃদ্ধিতে থাকে। তাহার পর পাঁচ জন পর্যন্ত ও পাঁচ জন যাজনের (বিধান) হয়। তখনকার পাঁচ জন মনুষ্য হয় এবং তখনকার এই ক্রমে ক্রমে থাকে। ৫১-৫৩

সূত্রজ বলিলেন,—সূত্রধরের পাকক্রম, সূত্রধরের শ্রবণাদি, সূত্রের অন্ন ভোজন ও সূত্রের স্ত্রী-সঙ্গম করিলে ব্রাহ্মণদিগের কি দোষ হয়? সূত্রধারণ করিলেই বা কি দোষ হয়? হে মুনে। আপনি এসমস্ত বিষয়ভালরূপ পর্যালোচনা করিয়া আমাদের বিদ্ধয় অর্থাৎ নিশ্চয় বলুন। ৫৪-৫৫

পরাশর (ইনি এই পুরাণসংহিতা ভগবান্ ব্যাসদেবের নিকট হইতে শিক্ষা) বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণাধম অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ সূত্রধরের পাক ভক্ষণ করে, সেই ব্রাহ্মণ এক সহস্র—১০ মুখ বিশিষ্ট নরকে বাস করে। ৫৬

তাহার পর সাতজন্ম পর্যন্ত সে, যাহার অন্ন ভক্ষণ করিল (ইহার) হয় এবং সাত জন্ম তৈলকীট হইয়া পরে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। ৫৭

ভরদ্বাজ (ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য) মুনি বলিলেন,—হে কৃপ। যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং কিছুই গ্রহণ করিয়া সূত্রধারের জন্য, সেই ব্রাহ্মণ ভূবনান্তরে 'কৃতস্ব' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ৫৮

সূর্যোদয়ে যাবদ্বৈ যঃ সূচিতং সূচিতং সূত্রম্ ।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ । ৬০
অন্ধঃ বিষ্ঠা কৃমি সূত্রং বিপ্রাণাং সূত্রধারিণাম্
নারিকাণো ভবেত্তেষাং পিতৃদেবার্চনে কুল । ৬১
লালাকৃতে ভবত্যেব ন ভক্ষ্যং বিপ্রভূতো
বিষ্ঠাভক্ষ সূত্রজলং যত্র যত্র ভবেৎ ক্রমাৎ । ৬২
ত্রিসপ্তাহং তাক্ষ্যেদ্ভক্ষ শূলেন ধনিষ্ঠয়ঃ
উদ্ধৃত্য দণ্ডাদি সূত্রঃ পূতা তুষ্টস্তি সন্তত- । ৬৩
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং কৃমিভূতঃ
তস্যো গাত্রে ভবত্যন্ত ভক্ষণক ধনুস্বয় । ৬৪

ভরদ্বাজ সূত্রজন্ত পুরাণং সংশয়ম্ ।
তস্যো ধন্যিঃ সূত্রজ ব্যাসাধিষ্ঠিতঃ তথিঃ । ৬৫

তরদ্বাজ উবাচ

সূত্রাণাং শ্রবণাদৌ যঃ সঃ কৃতস্ব ইতি স্মৃতঃ
শ্রবণস্যাপি তস্যেব ভবত্যেতাঃ সংশয় ব্রহ্মন । ৬৬

—সূত্রধারের সময় যদি সূত্রকে প্রতিদিন সন্ধ্যা দেওয়া হয়, তবে তিনদিনে ব্রহ্মহত্যা দূর হইয়া থাকে। সূত্রসূচি যদি সূত্রের অন্ন তার স্নান করা হয়, তাহা হইলে সূত্রধারের বিদ্ধা পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ৫৯-৬১

যে ব্যক্তি শ্রবণ সূচিকিরণে, স্নানে সূচিত ও সূচিত সূত্রকে বধ করায়, সেই ব্যক্তি বধ ব্রহ্মহত্যা পাপ লাভ করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬০

যে কৃপ। যে ব্রাহ্মণগণ সূত্রধার, তাহাদের অন্ন বিষ্ঠা ও জল সূত্রসদৃশ জানিবে। তাহাদের দেবকার্য ও পিতৃকার্যের অর্চনায় কোন অধিকারই থাকে না। ৬১

সেই ব্রাহ্মণগণ লালাকৃতে ভক্ষ ও সূত্রের বিক্রিয়ায় ভোজন করিবে। সেই লালাকৃতে বিষ্ঠাতে ভোজন ক্রমে এবং সূত্রকে জলরূপে গ্রহণ করে। ৬২

ধনি-বিপ্রগণ তাহাকে তিন সপ্তাহ সূত্রের ধারা ভাঙ্গিয়া করে, তাহার মূলে ঐক্য প্রকাশ করে এবং মূলে দণ্ডা সূচী ধারা বিদ্ধ করে। ৬৩

তাহার পর ষাট হাজার বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হয়। তৎপরে পাঁচ জন্ম ভাক এবং পাঁচ জন্ম ধনু হয়। ৬৪

তদনন্তর পাঁচ জন্ম কৃত (সূত্রসি) ও সাত জন্ম পুরাণ হয়। তাহার পর ব্যাসাধিষ্ঠিত ধর্মিষ্ঠ পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তৎপরে মুক্ত হয়। ৬৫

[illegible] । [illegible] । ৬৭

[illegible] । ৬৮

[illegible] উবাচ ।

[illegible] । ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] । ৭০

[illegible]
[illegible] । ৭১

[illegible]
[illegible] । ৭২

[illegible]
[illegible] । ৭৩

সুযজ্ঞ উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] । ৭৪

[illegible] ।
[illegible] । ৭৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible]
[illegible] । ৫১ ।

[illegible] । ৬৭

[illegible] । ৬৮

[illegible] । ৬৯

[illegible] । ৭০

মার্কণ্ডেয় (ইনি দেবীপুরাণ ও চণ্ডীতেও [illegible]) [illegible] । ৭০

[illegible] । ৭১

[illegible] । ৭২

[illegible] । ৭৩

[illegible] । ৭৪

[illegible] । ৭৫

ইতি শ্রী[illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[হরগৌরীসংবাদে কর্মবিপাকবর্ণনম্]

শ্রীপার্বত্যুবাচ

অশ্বমাত্র কুকর্মণাং বহুধং কর্মফলং প্রভো ।
যেষাং [illegible] ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

[illegible] শৃণু দেবি [illegible] ।
[illegible] ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

[illegible] বা ব্রহ্মহত্যা ভবেদ্ যঃ ।
ন কুতঃ [illegible] ॥ ৩

[illegible] ।
[illegible] ন [illegible] ॥ ৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

(হর-গৌরীসংবাদে কর্ম-বিপাকবর্ণন ।)

শ্রীপার্বতী দেবী বলিলেন,—প্রভো ! অধুনা কুকর্ম-জন্য যে যে কর্মফল প্রাপ্ত হয়, [illegible] ও [illegible] কি বলিবেন ? ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—হে পার্বতি ! [illegible] মুনি [illegible] বলিলে [illegible] ([illegible] নারায়ণ [illegible]) [illegible] বলিয়াছেন । ২

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—[illegible] ! যে ব্যক্তি [illegible] ধারণ করে, সেই ব্যক্তিকে 'কুতক' বলিয়া জানিবে । [illegible] হয় । ৩

[illegible] করিয়া সেই [illegible] হইবে, সেই [illegible] প্রাপ্ত হয় । ৪

[illegible] যে [illegible] করে, [illegible]

৬১

[illegible] ৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭

নারদ উবাচ ।

[illegible] ।
ন কুতঃ [illegible] ॥ ৮

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০

দেবল উবাচ ।

[illegible] ।
ন কুতঃ [illegible] ॥ ১১

[illegible] যে [illegible] । [illegible] করে । ৫

তাহার পর সেই [illegible] হইয়া [illegible] করে । [illegible] হইয়া যে [illegible] বাস করে । ৬

তাহার পর যে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] হইয়া [illegible] করে । [illegible] যে [illegible] থাকে । ৭

নারদ বলিলেন,—যে [illegible] ([illegible]) [illegible], সেই [illegible] 'কুতক' বলিয়া থাকে, [illegible] । ৮

সেই [illegible] করে । [illegible] থাকে । ৯

এই [illegible] এবং [illegible] হয়, [illegible] হয় । ১০

দেবল বলিলেন,— যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]) কিংবা [illegible] ([illegible]) [illegible] করে,

অন্তরীক্ষে যমেন যোঽপি যাবদ্বিদ্যাস্তদুচ্যতে।
তত্তো ভবেৎ পুরাণীতি যমঃ মৃত্যুস্তঃ স্মৃতিঃ ॥ ১২

ত্রৈবর্ণিকস্য ইত্যাদি।

পিতৃ-মাতৃ-গুরূ-স্যাপি অভিধৌনো ন সাধবেৎ।
যাদা চ ভাস্করং ভাস্তং ন কুরুত ইতি স্মৃতঃ।
যাদা চ ভাস্করোদিত্যা যাবিদ্যা মৃতাঃ চ যা ॥ ১৩
সা কুরুতীতি বিদ্যাদ্যা ভাস্তং পাপিনী যদা।
যদিস্মৃতা অযোগাঃ স চ যা চ প্রযাতি ॥ ১৩
তত্র যত্রৈ যমত্যোয় যাবদ্বিদ্যাস্তদুচ্যতে।
তত্তো ভবেদ্ধলৌকান্ত ভবসন্তু তত্তঃ স্মৃতিঃ ॥১৫

যাজ্ঞবল্ক্যিকস্যাঃ।

যদা তরতু মৃত্যুং বর্ষং ন তদাতি চ।
তদা কুরুতুতা যাতন্ সর্বপাপেষু বর্ততে ॥ ১৬

সেই ব্যক্তি কুরুত, কিংবা তাহাতেই মহাপাপী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১১

এই মহাপাপী অনেক-প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহাকে সর্বশেষে নিজের আত্মজ্ঞানহীনতার কথা স্মরণ করিয়া থাকে। তাহার পর সে মুক্তাত্মা হয় এবং সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। তখনই সে অভিধানের ভাগ ॥ ১২

ত্রৈবর্ণিকস্য ইত্যাদি।—যে ব্যক্তি অভিধিনি হইয়া পিতা, মাতা ও গুরুকে সাধন করে না এবং যাহা—তাহাদের মৃত্যুকাল হয়। ইহাতিপ্রায় তাহাদের—তাহাদের হয়, সেই ব্যক্তি কুরুত বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৩

যে মূর্খতা বশতঃ তাহা বিদ্যা তাহাকে অজ্ঞান করে, সেই বিদ্যা 'কুরুতী' ও সেই পাপিনী অর্থাৎ "অজ্ঞানপাপিনী" বলিয়া তাহাদের অভিহিত হয় ॥ ১৪

সেই কুরুত মানুষ ও এই কুরুতী বিদ্যার মহাযন্ত্রণার পরিপূরক হয়ে থাকে। সেই পরিপূরক সময়ে এই ও মৃত্যুর অব্যবহিত কাল মধ্যে পাপ হয়। তাহার পর সেই অজ্ঞ অজ্ঞানী (জ্ঞানী) হইয়া থাকে। তখনই তাহি পাপ করে ॥ ১৫

যাজ্ঞবল্ক্যিকস্য।—যাজ্ঞবল্ক্য। যেরূপ কুরুত কুরুতাপ অভিধা পরিত্রাণ না অর্থাৎ সমস্ত কুরুতী কুরুত অবস্থান করে, সেইরূপ সমস্ত পাপেই মৃত্যুতা থাকে। (বিস্তৃতিভাবে যাজ্ঞবল্ক্যি-বাক্যাবলম্বনে অভি যাজ্ঞবল্ক্যিক অর্থ—যে ব্যক্তি কুরুত, সেই অভি 'অজ্ঞানপাপী') ॥ ১৬

বিদ্যাজ্ঞানাজ্ঞাং যো যদাতি কাযাং জ্ঞোযাং তথা ভ্রাতাং
সন্তানাং পাপিনীং যদি স কুরুত ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৭
পুণ্যাদাত্মা চাপি যাজন্ যো যদি স কুরুতঃ।
সর্বত্রাপি চ সর্বেষাং পুণ্যাদাত্মা কুরুতুতা ॥ ১৮
বিদ্যাজ্ঞানাজ্ঞাং পাপিনীং যা তাদাতে যদি যো কুরু।
যাবদ্বিদ্যাস্তদুচ্যতে সর্বপুণ্যে যদেৎ ক্ষয়ং ॥ ১৯
অন্তরং যেষ্টিঃ সর্বেষ্টীতঃ ক্ষিপ্তিরুচ্যতে
কুরুতে চ সর্বপিতৃঃ যদুক্তেন তাদিতঃ ॥ ২০
কুরুতাদো তথৈবত্র তাদাতে সন্তুতস্য
সন্তুতস্য চ কুরুঃ পিতৃভিঃ সন্তুতিঃ সহ ॥ ২১
তত্তো ভবেদ্ধ কুরুত্ব যাবদ্বিদ্যাং চ যাদ্যতি।
তত্তো ভবেদ্ধা কুরুতঃ মৃত্যুতঃ স্মৃতিঃ ॥ ২২

যে ব্যক্তি যেরূপ, কিংবা যেরূপে বা অন্য বিদ্যা প্রভাব তত্ত্ব এবং সন্তানের বিদ্যেপকারের কথা না বলিয়া কেবল অভিধিভাবের সঙ্গে অবস্থান করে তবে অজ্ঞ, সেই ব্যক্তি কুরুত ॥ ১৭

যাজন্। যে ব্যক্তি পুণ্যকর্মাদাতেই সদা রতিয়া থাকে অর্থাৎ যে কোনও প্রকার যে কোনও পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করিতে যাহা দেয়, সেই ব্যক্তি কুরুত বলিয়া অভিহিত হয়, কুরুতম সর্বদাই সর্বপ্রকার পুণ্যাদাত্মিক কুরুতুতা থাকে ॥ ১৮

যে কুরু। যে ব্যক্তি তাহাতেই বিদ্যা জ্ঞানের যেরূপ কিংবা কোনও এক পক্ষ হইয়া কথা যায়, সেই ব্যক্তি কুরুত্বিভিন্নপ্রকারে সমস্ত কিংবা আত্মজ্ঞান যাবৎ সর্বপুণ্যে যায় থাকে ॥ ১৯

এই সর্বপুণ্য যাবৎ সমস্ত সর্বপ্রকার যাহা যেষ্টিও অভিধা হইয়া সে যাবৎকিছে যায় থাকে এবং তাহাতে অর্থাৎ তাহাতে হয় ও সর্বপ্রকার পিতৃ-কুরু তাহাকে থাকে ॥ ২০

তাহার পর সেই পাপী তাহাতেই সাধ তত্ত্ব কুরুতাপ হয়। তখনই সাধ তত্ত্ব পিতৃগণ ঔর্ধ্বদেহিক সহ পিতৃ-পুরুষের সহিত তাহাকে (জ্ঞেয়) হয় ॥ ২১

তাহার পর সে মহাযন্ত্রণাতে যাবদ্বিদ্যা কুরু হয়, তখনই কুরু (জ্ঞেয়) তাহার এরূপ ইহার পাতালের কুরু হয়। তখনই তাহার অভি সাধ হইয়া থাকে ॥ ২২

বাল্মীক উবাচ।

ভুক্তবন্তোহং বদতে মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।
নরাণাং মাতৃগমনে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ২০
যাবচ্চ চন্দ্রার্কৌ যো লোকো মাতৃগামিনাম্।
মাতৃগমনে চৈব পুত্রাণাং ভাষণং কিং ॥ ২৪
ভাষণং কিং ব্রাহ্মণো লোকে দৃষ্টং চৈবতু।
কন্যানাং পুত্রপত্নীনাং শ্বশ্রূণাং গমনে তথা ॥২৫
গর্ভ-প্রাতৃপত্নীনাং ভগিনীনাং ভবেৎ চ।
যোহং কথাপি বাক্যেন বদতে তদহো ॥ ২৬
ন ভবেদপি মহাপাপী এতানি মহ চৈবতুম্।
ভীষ্মো ভবেৎ সোহপি চাণ্ডালোহম্পৃশ্য এব ৫॥২৭
নাস্তিকাশ্চ ভবেতচ্চ পূর্বাভ্যাগমবর্ণে।
শাস্ত্রবাচ্য চতুর্দশ ভুবনানাং তত্র তথা ॥ ২৮

বাল্মীক বলিলেন,—মাতৃ গমনাদিগমনে মাতৃগামী হয়। মাতৃগামী মনুষ্যগণের পাপক্ষালনের জন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ২৩

যতকাল চন্দ্র সূর্য্য মাতৃগামী মনুষ্যগণের যে লোক হয়, পুত্রগণের মাতৃগমনেও সেই লোক হইয়া থাকে ॥ ২৪

কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী ভ্রাতৃপত্নী ও ভগিনী-গমনে যে লোক হয়, সেই লোক মাতৃগামীর মতন পুত্রের হৈতুক দর্শিত মাতৃগমনের দৃষ্টের হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ! এতিতর গমনেতোভি তথা যে লোকের কথা বর্ণিতমাত্র, তাহা লোকের বর্ণিতেছি ॥ ২৫-২৬

যে মহাপাপী এই কথা প্রভৃতি কখনও প্রকাশিতকর বলিয়া চিন্তন করে, সেই মহাপাপী ভীষ্মতে অর্থাৎ ভীষণ শান্তিতেও দৃষ্টতা তাঁর বিচার অপবিত্র, চাণ্ডাল —চাণ্ডালতুল্য হৈব অস্পৃশ্যদিগের এবং অস্পৃশ্য অর্থাৎ স্পর্শ করিলে পাপ সঞ্চারিত হয় বলিয়া অস্পৃশ্যবৎ চাণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য ॥ ২৭

সেই মহাপাপীর মূর্তিমাত্রও দর্শন করিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ চইতেও নাস্তিকের বিনা, ব্রাহ্মণগণের হইবেন নাস্তিকের দ্বিজাতিবাক্যকে, চতুর্দশ ভুবন ও ভূমণ্ডলী চৌরক্ষেত্র, স্বর্গকীর্তি জন এবং ব্রাহ্মণ পাপাত্মা স্পর্শ করিবার তাহার অধিকার থাকে না। সেই পাপী চতুর্দশ ভুবন ভুবন বিচরণ অবধিতে ॥ ২৮-২৯

সর্বতীর্থজলৈশ্চৈব বিপ্রপাদোদকৈ তথা
শুদ্ধিং নৈব করোতি চিত্তশুদ্ধঃ পাতকী নরঃ ॥৩০
দেবতা ভাষণং নমস্কুর্বন্ ন চার্হতি।
বিভীষিতঃ সর্বত্র এবং মূত্রাদিকং তথা ॥ ৪০
দেবতাঃ পিতরো বিপ্রা নৈব স্পৃশন্তি তাদৃশং।
অস্পৃশ্যতাদেব তীর্থজলাদ্যাদেব ॥ ৪১
মহাপাতকযুক্তস্য নৈবস্পর্শাৎ তথা দ্বিজঃ।
তাদৃশাস্তো চ পৃথিবী মহাভারং বোঢ়ুমক্ষমা ॥ ৪২
অং পাপাৎ পতিতো দেশঃ ক্ষয়াদিত্যেবং তথা।
তৎস্পর্শাচ্চ তথাপাপাৎ মহাদ্ভুতোহভবৎ ॥ ৪৩
নাস্তি তৎসমঃ পাপো মহাপাপ ন সংশয়ঃ।
দুর্ভাগ্যতে যদেব সোহপি যাবৎ বৈ প্রলয়ং মহদ্ভুতম্
দিবানিশং ভবেৎস্য চোরার্থ নিরন্তরম্।
প্রজা নাশিনিশ্চিত মনুষ্যৈশ্চ তাড়িতঃ ॥ ৪৪

সেই মহাপাপী যেন, এক ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অধিকার অর্জিতার্থ। তাহার তত এমন ভাবে যে, বিভীষিত বরাহ এবং সেইরূপ বহুল মূত্রাদির আবরণ যেমন পরিমাণ ॥ ৪০

এই তাদৃশতর দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার স্পর্শ করে না এবং করেন না। অধিক কি বলিব? তাহার দেহের অস্পৃশ্যতার জন্য তীর্থ সকলের অন্যায়মূলক অপবিত্র হইয়া যায় ॥ ৪১

যদি তাহার নৈবস্পর্শে সেই মহাপাপীকে স্পর্শ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ মহাপাতকী হৈরবেন বলিবে। আর এই পৃথিবী তাহার ভারে ভারাক্রান্তা হইয়া তাহাকে বহন করিতে অক্ষমা হন ॥ ৪২

যেমন ক্ষয়াদিরোগেরা পাপে দেশ পতিত হয়, সেইরূপ সেই মহাপাপীর পাপেতে দেশ পতিত হইয়া থাকে। সেই পাপীর স্পর্শ, তাহার সহিত আলাপ, তাহার সহিত একত্রে শয়ন, এক আসনে উপবেশন এবং একত্রে ভোজনে মনুষ্যগণ অত্যন্ত পাপ হইয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেই পাপীর পথ প্রলয় পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের অধিকার থাকে ॥ ৪৩-৪৪

সেই দুর্ভাগ্যে পাপী যম-দূতগণের দ্বারা তাড়িত ও অধিকারীর দ্বারা দন্ড হইয়া নিরন্তর চোরের ন্যায় দিবানিশি দুঃখিত থাকে ॥ ৪৫

এবং বিধাঃ মহাপাপী [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
পুনঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনঃ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৯
[illegible] [illegible] [illegible] মহাপাপী [illegible] ॥ ৫০

সূত উবাচ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫১
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫২
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫৩
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে যম-সাবিত্রী-সংবাদে কর্ম্মবিপাকো নাম [illegible] ॥ ৫৫

[illegible] যেই মহাপাপী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। ৪৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই পাপী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪৭-৪৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর সেই মহাপাপী [illegible] [illegible] ৫০

সূত [illegible],—[illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫১

[illegible]। [illegible] তুমি এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এই [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫২-৫৩

এই [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। ৫৪

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে যম-সাবিত্রী-সংবাদে [illegible] কর্ম্মবিপাকনামক [illegible] [illegible] অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

(রাজ্ঞঃ সুরথস্য [illegible])

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

গতেষু মুনিবর্যেষু [illegible]
কিং চকার নৃপশ্রেষ্ঠো [illegible] বিস্তরম্ ॥ ১
[illegible] ॥ ২

[illegible] উবাচ ।

গতেষু মুনিবর্যেষু [illegible]
[illegible] পুরোহিতা ॥ ৩
[illegible] ॥ ৪
[illegible] ॥ ৫

রাজোবাচ ।

[illegible] ॥ ৬
[illegible] ॥ ৭
[illegible] ॥ ৮
[illegible] ॥ ৯
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ॥ ১১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[রাজা সুরথ কর্তৃক [illegible]]

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে [illegible] । [illegible] কি করিলেন ? ১

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible] ২

[illegible] ৩-৪

[illegible] ৫

রাজা । আপনি কোন্ বনে [illegible] করিয়াছেন ? আপনার নাম কি ? আপনার [illegible] কি ? আপনার আশ্রম কোথায় ? কি নিমিত্ত আপনি [illegible] করিয়াছেন ? ৬

[illegible] ৭

[illegible] ৮

হে মুনে । [illegible] ৯

[illegible] ১০-১১

নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা ভরদ্বাজ মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ পরমা তত্ত্বা সম্বন্ধং সর্বতুষ্টিদম্ ॥ ১১

অত্রিরুবাচ।

মহীতির্বংশঃ পুত্রস্তৎপুত্রঃ কনকস্তথা স্মৃতঃ।
কনকস্য সুতাঃ সর্বে প্রাপ্তা দেবর্ষিসংসদম্ ॥১০

তেষু দৃষ্ট্বা মহাভাগো ভরদ্বাজো পরন্তপঃ।
বিবাহং সর্বসম্বন্ধং পুত্রয়ে কৃতবান্ তদা ॥ ১১

বিবিধৈ রাজভির্যজ্ঞৈ দেবদেবং হরিং পরম্
আরাধ্যস্য বরা প্রাপ্য বিপ্রা ভেজিরিরে সুতম্ ॥১২

তস্যো মনুর ভেজস্বী বিরজস্তপোধনঃ।
পুরোধসং চকারেন্দ্রো ভাতৃপুত্রো ভ ঋত্বা মখে ॥১৩

মরুত্তশ্চক্রবর্ত্তী চৈবোক্তো দক্ষস্তথা কুমারকম্।
তিস্রোহ ভ পুত্রবীরো ব্রাহ্মণঃ মহাভাগ্যা ॥ ১৭

রূপ মুনিবচঃ শ্রুত্বা ভরদ্বাজ মুনিস্তদা
অত্রিং পুনরুবাচেদং সম্বন্ধং তস্য তত্ত্বতঃ (নিশ্চয়তঃ) সর্বজ্ঞস্য ধর্মজ্ঞ
পরম তত্ত্ব সেই রাজার বলিলেন ॥ ১৫

অত্রিমুনি কহিলেন,—বিশ্বিসারা রাজার পুত্র মহীতি, তার কনক তাঁহার পুত্র। এই কনকের সমস্ত পুত্রগণই বিবাহের আলোচনার দেবর্ষি নারদের সভায় গিয়াছিলেন ॥ ১৬

হে পরন্তপ রাজন্! সেই দেবসভায় মহা মহাভাগ্যবান ভরদ্বাজ দেবর্ষিগণের সমক্ষে স্বকীয় পুত্র বীরের বিবাহ তত্ত্বা করিয়াছিলেন ॥ ১৭

তিনি রাজযজ্ঞের দ্বারা দেবদেব পরমাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট সেই নারায়ণ হইতে বর লাভ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণগণ পুত্র প্রাপ্ত হন ॥ ১৮

অনন্তর অনন্তর দেবরাজ বিরজ নামক ভরদ্বাজ পুত্রকে স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র করিলেন। তেমনি রাজর্ষি মরুত্তও ভরদ্বাজ পুত্র সংবর্তকে নিজের পৌরহিত্যে বরণ করিয়া লইলেন। ইহা এই বিরজপুত্রের পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ ॥ ১৯

এইরূপে এই বিরজপুত্র ভরদ্বাজের বৃত্তান্তটি বর্ণন করিলে, পর দেবরাজ ইন্দ্র যাহা অত্রিমুনির আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ বিরজপুত্রের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন ॥ ২০

তখন। সেই বিরজপুত্র পুত্র হইলেন আমার পিতা বিরজ। অতএব আমি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হই ব্রাহ্মণ, আমার বিরজপুত্র তনয়ো বিরজো নাম বৈরাজী ব্রাহ্মণো দ্বিজঃ ॥ ২১
অহঞ্চ পুত্রকো নাম বৈরাজী ব্রাহ্মণো দ্বিজঃ।
স্বাধ্যায়ো মম শুশ্রূষা-জ্ঞান-যজ্ঞতপঃ ॥
অর্থৈরেতৈ র্মহারাজ শ্রীকৃতঃ পরমঃ পন্থাঃ ॥ ২২
ত্রিস্থামি তৎপরাস্তাঃ ন মে যাস্যন্তি সম্পদি।
লালোক-মার্ষি-মাত্রেণ-মাসীণ্য ত্রিদিবালয়ে ॥ ২৩
তেন সত্তা ন সুস্থামি বিনা তৎসেবনং তুমম্।
ক্ষত্রমন্বয়তা যা মন্ত্রেণ্ড ভলবিদ্যম্ ॥ ২১
ত্রিস্থাবরিক্ষ বিদ্যাস্তবেব তু নবম্।
ইন্দ্রস্য যা মনুষ্য যা সৌরস্য যা বরাদিপ ॥ ২২

ন মন্ত্র ভদ্রহেতোতি নৃপস্য তেন ধীমতে।
প্রাহ। পুত্রস্তবস্তে তু ভূতীনাং প্রথমা নৃপ ॥ ২৩
লালসা বিষ্ণুভক্তিস্তে প্রাপ্তিরেষ্যতি শাশ্বতঃ।
তেজসাপ্তুত্বীয়ঃ ন বি ভক্তো মহাত্মনা ॥ ২৪

নাম মুনিপুত্র। আমি সম্পূর্ণ বিদ্যাভিমানবলিয়া ৪৩ বৈরাজী ॥ ২৮

মহারাজ আমার ৩৩, তিনি আমাকে বিদ্যা, জ্ঞান ও শান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত সর্বজ্ঞতা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার হইয়াছেন ॥ ২১

আমি সদা তাঁহার শ্রীমন্দিরে বিদ্যা করি, সম্পদ লাভের আমার কোনও বাসনা নাই। সেই ত্রিবিধাপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সালোক্য, সার্ষি, সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তি দান করিলেও আমি তাঁহার ঐ শ্রীচরণ সেবা ব্যতীত সেই মুক্তির গ্রহণ করি নাই। এজন্য এই অবতারকে অপরিমেয়া অধিক বলিয়া মনে করি ॥২৩-২৪

মহারাজ! বিদ্যা, মন্ত্র ও যোগ—এই সব ত' ব্রহ্মক্ষত্রিয়সাধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্নকুল, বিদ্যা অসম্পূর্ণ ও নগণ্য ॥ ২২

অনেক রোগ আমার ৩৩, তিনি আমাকে বিদ্যা, জ্ঞান ও শান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত সর্বজ্ঞতা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার হইয়াছেন ॥ ২১

আমি সদা তাঁহার শ্রীমন্দিরে বিদ্যা করি, সম্পদ লাভের আমার কোনও বাসনা নাই। সেই ত্রিবিধাপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সালোক্য, সার্ষি, সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তি দান করিলেও আমি তাঁহার ঐ শ্রীচরণ সেবা ব্যতীত সেই মুক্তির গ্রহণ করি নাই। এজন্য এই অবতারকে অপরিমেয়া অধিক বলিয়া মনে করি ॥২৩-২৪

মহারাজ! বিদ্যা, মন্ত্র ও যোগ—এই সব ত' ব্রহ্মক্ষত্রিয়সাধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্নকুল, বিদ্যা অসম্পূর্ণ ও নগণ্য ॥ ২২

অনেক রোগ আমার ৩৩, তিনি আমাকে বিদ্যা, জ্ঞান ও শান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত সর্বজ্ঞতা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার হইয়াছেন ॥ ২১

আমি সদা তাঁহার শ্রীমন্দিরে বিদ্যা করি, সম্পদ লাভের আমার কোনও বাসনা নাই। সেই ত্রিবিধাপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সালোক্য, সার্ষি, সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তি দান করিলেও আমি তাঁহার ঐ শ্রীচরণ সেবা ব্যতীত সেই মুক্তির গ্রহণ করি নাই। এজন্য এই অবতারকে অপরিমেয়া অধিক বলিয়া মনে করি ॥২৩-২৪

মহদ্ভূতঞ্চ পতিতো যোগে নিত্যে তথার্থবে।
ব্রহ্মস্বানি তীর্থানি ন দেয়া বৃদ্ধিমাস্থতা: ॥ ২৪
যে পুনর্গ্রাহকালেন কৃতস্তত্রাস্ত ধর্মবাৎ।
যাবদ্বিশ্বস্থিতা: লোকাস্তাবদ্ধি ভাস্তা: সুখাব ১ ॥ ২৬
পুত্রে ক্ষত্র ক্রিয়া: সাক্ষাৎ যজ্ঞ ক্ষত্র বরং যথা
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত- সর্বং নিত্যেষ্ব বুদ্ধিমৎ ॥ ২৭
শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ যাবেদং পাদাব্জাবনতেষ্বরম্।
যাবাযাবা: স্ত্রিয়াবা: যজ্ঞ-বিষ্ণু-শিবাবিধি: ॥ ২৮
আবিষ্ণু শৈবিরোদ্ভূতৈ: প্রাকৃতৈ: প্রকৃতে: পরম্।
ব্রহ্মা প্রহ্লা ধরি: পাবা বয়: সংখ্যাস্তকারক: ॥ ২৯
বিষ্ণুপালাস্ত বিশ্বীশাস্ত প্রসন্নি যত্ন যাবয়া।
ব্রহ্মাজ্ঞয়া যাবি যাস্তু পূর্বো বিশ্বপতি: সদা ॥ ৩০

তোমাকে প্রদান করিলাম। ২৩-২৫

যুগি যেরূপ সকলের নিকট পতিত হইয়াছিলে, আমি তোমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছি। দেখ, অসংখ্য ব্রহ্মাগণের ইহা অতিক্রম করিতে পারার না অর্থাৎ অসংখ্য সংসারগণের ইহাকে উদ্ধার করিতে পারে না এবং বৃদ্ধিমান্ ও বিদ্বানগণ দেবতাগণ এরূপ করিতে পারে না। ২৬

ইহারা অর্থাৎ ব্রহ্মার ব্রহ্মাগণ ও বৃদ্ধিমান্-বিদ্বান্ দেবতাগণ অতি দীর্ঘকালের পর পতিত হয়েন। কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তগণ বর্ণনের সময় সকলই (যদি ইচ্ছা করেন) পবিত্র করিতে পারেন। অতএব, তুমি ভূর হইতে নির্ভয় হও, পুত্রকে রাজা প্রদান কর। ২৭

বলে। সতী সাধ্বী স্ত্রিয়া ভার্যাগণের পুত্রের নিকট হইতে সকল স্থানে মান্য হয়। সুতরাং ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই তৃণমাত্র স্থান (তৃণগুচ্ছ) পর্যন্ত সকলই নিত্য। ২৭

অতএব তুমি শ্রীরাধানাথ পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। এই পরমাত্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরও ঈশ্বরাত্মা। প্রকৃতিগণের অতীত এই ব্রহ্মাদি পুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে; কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন প্রকৃতির প্রভু পরমাত্মা, এই কারণে তিনি যাবতীয়ের অধীশ্বর, তাঁহার ইচ্ছায় ব্রহ্মা প্রভৃতি (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু পাতা (পালনকর্তা) এবং হর সংহারকারক (সংহার-কর্তা) হইয়াছেন। ২৮-৩১

বিশ্বাপতি: সদা শক্তস্তত্রাস্তি ধর্মবিধেষু ভীতবৎ ॥ ৩১
কালে বর্ষতি শক্রস্ত বজ্রাস্তিস্ত কালত: ।
ভীতবৎ বিশ্বপাস্তা চ ভ্রাতাসংখ্যেষু বৈ যম: ॥ ৩২
কালে মৃত্যুস্তথা কালে কালে পতন্তি পাদিনি চ
কালেন চ মনুষ্যশ্চ কালেন চ বসুন্ধরা ॥ ৩৩
অন্যেষু পর্বতাস্তৈব বৃক্ষ-পাষাণাদ্য: কালেবত: ।
বর্ণেকা: সন্তু কালেন্দ্র সন্তুধীনা বসুন্ধরা ॥ ৩৪
সৈল-সাগরম-মুক্তা- পাতালাস্ত সন্তু এব চ ।
এতিস্মিন্নৈকেন্দ্র ব্রহ্মাণ্ড: ভিন্নাকার- ভলমুত্তম ॥ ৩৫
সংস্কার প্রতিসংস্কারে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা-য়ন
সুরা মনুষ্য নাগাস্ত সন্তুধী: রাজনাধয়: ॥ ৩৬

ঈশ্বরের আজ্ঞায় (আজ্ঞায় তু প্রকৃতি বিজ্ঞানাধিষ্ঠিত তু সংস্করণে) বিষ্ণুপালনে ও শিবোপরমে সদা ভ্রমণ করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হয় এবং বিশ্বপতি সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত হন। ৩০

ঈশ্বরের আজ্ঞায় বিশ্বপতি শক্র বিশ্বাচলে ঘোর ভয়ানক বিষয়ে সকলকেই বৃষ্টি করিতেছেন। মৃত্যু ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া সকল নিত্য সময় প্রাণিসমূহকে যথাকালে কবলিত করে। ৩১

ঈশ্বরের ভয়ে ইন্দ্র কালে বর্ষণ করেন, অগ্নি যথাকালে দগ্ধ করেন, বিশ্বপালক যম ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া প্রজাসমূহকে সদা সংযত রাখেন। ৩২

কাল ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া যথাসময়ে মনুষ্যে জন্মেন যথাকালে এইরূপ মৃত্যু করেন এবং পালন করেন। ঈশ্বরের ভয়ে সমুদ্র অন্যান্য (সমস্যাসংবিধিই স্থানে) অবস্থান করেন অথবা ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহার বশবর্তী হইয়া উহিয়াছেন এবং এই বসুন্ধরাও ভ্রমণ বিলাস করিতেছেন। ৩৩

এরূপ পর্বতে ভূধরে, বৃক্ষগণও ও পাষাণ (ধাতু-সমূহ) ভূধরে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাঘ্রাদি, সপ্ত বর্ণপ্রকার, সপ্ত দ্বীপবতী বসুন্ধরা এবং শৈল (পর্বত) ও

বাসযুক্ত সপ্ত পাতাল—এই সমস্ত লোকসমূহ এক ব্রহ্মাণ্ড হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড বিনাশকারী ও জলমুক্ত অর্থাৎ জলে নিমগ্ন হইয়াছে। ৩৪-৩৫

এইরূপ প্রতিসংস্কারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ,

আপাতালাদ্ ব্রহ্মলোকপর্যন্তং ক্ষিতিমণ্ডলম্
ইত্যেবং তু ক্রমাৎ ক্রমশঃ কথিতং নৃপ ॥ ৩৭
বালিশস্য বিরাড় বিশ্বো ক্ষুদ্রস্য জলশায়িনঃ ।
স্থিতঃ কথং পদ্মযোনিঃ কথিতঃ পরমেশ্বর ॥ ৩৮
এবং লোমকূপে নাভিপদ্মে তু বিস্মিতে
ব্রহ্মণে চ মহাবাণী প্রাদুরাসীদকস্মাৎ ॥ ৩৯
কালাতীতং ভাবেন ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ।
মহাবিষ্ণোর্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডানি বিধৃতে ॥
লোমানি কূপেষু ব্রহ্মাণ্ডানি বিশ্বানি সন্তি বৈ ॥ ৪০
মহাবিষ্ণোর্ব্রহ্মলোকাঃ ব্রহ্মাণ্ডানি কৃতানি
সংখ্যাং কর্তুং ন শক্রোতি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ কা কথা ॥ ৪১
মহাবিষ্ণুঃ প্রাকৃতিকঃ সোঽপি নিত্যস্বরূপধৃক্ ।
কৃষ্ণস্য কলাংশশ্চ চিত্তঃ প্রকৃতের্বিগ্রহঃ ॥ ৪২

সর্বদেবময়ঃ প্রভুঃ কালাতীতঃ সর্ববিৎ ।
কালেন ব্যাপ্তে শশ্বৎ ব্রহ্মাণ্ডানামধীশ্বরঃ ॥ ৪৩
এবং সর্ববিশ্বা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
যাবদ্ বিরাট্ ক্ষুদ্রবিরাট্ সর্বে প্রাকৃতিকাঃ সদা ॥ ৪৪
যা সর্বলোকস্থা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
কালে লীনা চ কালেন কৃষ্ণে তং ব্যাপ্তে সদা ॥ ৪৫
এবং সর্বে কালবশাঃ প্রকৃতিঃ প্রাকৃতাস্তথা
আবির্ভাবতিরোভাবৌ কালেন পরমাত্মনি ॥ ৪৬
ইত্যেবং কথিতং সর্বং মহাজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ।
নিত্যং শুদ্ধং পরং কিং তু শ্রুতং ভোঃ কিমিচ্ছসি ॥ ৪৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদ-সংবাদে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তৌ
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

হয়, তাহা ও বর্ণনীয় এবং ব্রহ্মাদি সকল প্রাণীই অবস্থান করিতেছেন। ৩৬

রাজন্! এই যে পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বিস্তারযুক্ত ক্ষিতি, ইহাই একটি পৃথিবীরূপে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৭

সেই বিরাট্ বিষ্ণু অর্থাৎ মহাবিষ্ণু ক্ষুদ্র হইয়া অর্থাৎ বিষ্ণু হইয়া জলরাশি শয়ন করিয়া থাকেন, আর তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা পদ্মে অধিষ্ঠান ও শীঘ্র অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেও (অন্য কোটি ব্রহ্মাণ্ড) অবস্থান করিতেছে। ৩৮

এইরূপ সেই মহাবিষ্ণুর লোমকূপ (প্রকৃতি—মায়া, তাঁহা হইতে জাত প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিযুক্ত মহাবিষ্ণু—দ্রষ্টব্য ৪১ শ্লোক) পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্থাপন করেন। সেই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াশক্তি অর্থাৎ সংসার কাল, পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। ৩৯

সেই মহাবিষ্ণুর বিশ্বরূপ লোমকূপে ক্ষুদ্রবিষ্ণু আমার মত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সব বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ তাঁহার প্রতিলোমকূপে এক একটি বিশ্ব আছে। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ তাহা লোমকূপসমূহে অবস্থান করিতেছে। ৪০

দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ। মহাবিষ্ণুর লোমকূপসমূহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণই সর্বময়, দুষ্প্রাপ্য ও নিত্য অনন্ত কাল আছে কি বর্ণিত আছে। ৪১

এই মহাবিষ্ণু প্রাকৃতিক পুরুষ, তিনি এক নিত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই নিত্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তস্বরূপ প্রকৃতি শ্রীরাধার অর্ধ হইতে প্রসূত হইয়াছে। ৪২

সেই সর্বাধার নিত্য মহাবিষ্ণুর কালাধীনে অবস্থিত হইয়া সকল ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। ৪৩

এইরূপে সকল বিশ্বের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি এবং মহাবিরাট্ ও ক্ষুদ্রবিরাট্ সকলেই সদা প্রাকৃতিক—প্রকৃতিজাত। ৪৪

সেই সর্বলোকস্থা অর্থাৎ সকল সৃষ্টির আধারস্বরূপা মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সরস্বতী শ্রীরাধার কালে আবির্ভূত অর্থাৎ আত্মলোকপাত্রে কালবশে শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া থাকে এবং সদা তাঁহাতেই (শ্রীকৃষ্ণেই) ব্যাপ্ত থাকেন। ৪৫

এইরূপে প্রকৃতি ও প্রাকৃতগণ সকলেই কালবশে লীন থাকেন; কারণ, ইহারা সকলে কালবশে আবির্ভূত হন এবং কালবশেই অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে আসিলে সর্বপ্রকারে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যান। ৪৬

রাজন্! এই আমি তোমাকে অতিশয় দুর্লভ মহাজ্ঞান (সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান) সম্পূর্ণরূপে বলিলাম। এই জ্ঞান আমার গুরুদেব নিত্য আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৪৭

ইত্যার্যশাস্ত্রে শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-সংবাদবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] শ্রীরাধা-কৃষ্ণ[illegible]]

রাজোবাচ।

[illegible] মহাবিষ্ণোঃ [illegible] ৮।
[illegible] ১
[illegible]।
[illegible] ২
[illegible]
[illegible] ৩
[illegible]।
[illegible] ৪

মুনিরুবাচ।

[illegible]।
[illegible] ৫
[illegible]
[illegible] ৬
[illegible]:
[illegible] ৭
[illegible]
[illegible] ৮
[illegible]।
[illegible] ৯
[illegible]।
[illegible] ১০
[illegible]
[illegible] ১১
[illegible]।
[illegible] ১২

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(শ্রীকৃষ্ণের [illegible], [illegible] এবং [illegible] শ্রীরাধা-কৃষ্ণের [illegible]।)

রাজা বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! সেই [illegible] মহাবিষ্ণুর [illegible]? [illegible] সেই মহাবিষ্ণুর [illegible]? ১

[illegible] প্রকৃতি, মনু, [illegible], [illegible], সূর্য্য এবং [illegible] [illegible]। ২

[illegible]। ৩

[illegible] আপনি [illegible] এবং আমার [illegible]। ৪

মুনি [illegible] বলিলেন,—রাজন্! [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]। ৫

[illegible] মুনি [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]। হে নৃপ! সেই [illegible]। হে নৃপ! সেই [illegible]। ৬-৮

এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]। [illegible] মহাবিষ্ণু [illegible]। এই শ্রীবৈকুণ্ঠ [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]। [illegible] এই শ্রীবৈকুণ্ঠ [illegible] শ্রীমান্ [illegible]। ৯-১২

লক্ষ্মী-সরস্বতী-রমা-তুলসীপরিষ্কৃতৈঃ
সুনন্দ-চণ্ড-কুমুদ-পার্ষদাধিষ্ঠিতাবৃতঃ ॥ ১০
অর্চিতঃ সর্বসিদ্ধেশা গরুড়ধ্বজ-বিগ্রহঃ।
শ্রীকরশ্চ বিধাতৃত্বে বিষ্ণুশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ১১
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে বিষ্ণুরূপধৃৎ।
ঊর্ধ্বো বৈকুণ্ঠযোগাচ্চ পঞ্চসপ্তকোটিযোজনাৎ ॥ ১২
গোলোকো বহুলাকারো ধরিত্রঃ সর্বলোকতঃ।
অনুস্যূতানুবিদ্ধৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ১৩
চতুষ্প্রকারনির্মাণৈঃ গুপ্তগোপানচিত্রকৈঃ
দীপ্তরত্নপ্রকারৈঃ ধবলৈরুন্নতোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৪
নানাচিত্র-বিচিত্রৈশ্চ শিবিরৈশ্চ বিরাজিতঃ
কোটিযোজনবিস্তীর্ণো দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণোঽপি চ ॥ ১৫
বিরজানদিযোগীন্দ্রঃ শতশৃঙ্গেন বেষ্টিতঃ ॥ ১৬

---

৫৯ গুপ্তগীয়ের মাতৃগণ লক্ষ্মী, সরস্বতী, রমা ও তুলসী-দেবীর সহিত। ইনি নন্দ, সুনন্দ ও কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়াছেন ॥ ১০

সকল সিদ্ধ পুরুষগণের সহিত সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ অনুরূপ অবিকার ধারণ যেজন্যই ধারণ করিয়া বিষ্ণু ও চতুর্ভুজ হইয়াছেন ॥ ১১

তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ হইয়া বৈকুণ্ঠে এবং স্বয়ং বিষ্ণুরূপ হইয়া গোলোকধামে বিরাজ করিতেছেন। এই গোলোকধাম বৈকুণ্ঠধাম হইতে পঞ্চসপ্তকোটি যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত আছে ॥ ১২

এই গোলোকধাম বহুলাকার, সর্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অনুস্যূত হীরকবিনির্মিত বিভূষিত ॥ ১৩

সর্বলোকস্থ রত্নসমূহ বিশ্বিত অত্যুজ্জ্বলরূপে বিরাজিত, উহার প্রথম প্রকোষ্ঠ বজ্রনির্মিত অর্থাৎ হীরকনির্মিত, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ মরকতমণি ও অন্যান্য রত্নসমূহে সমুজ্জ্বলিত অথবা উহার প্রথম প্রকোষ্ঠ মরকতমণি ও অন্যান্য রত্নসমূহে উজ্জ্বলিত, তাহা ভিন্ন-ভিন্ন বিচিত্রবর্ণে বিরাজিত, কোটিযোজন বিস্তৃত ও সপ্তকোটি যোজন দীর্ঘ, বিরজা নদীসমাবৃত ও শতশৃঙ্গপর্বত দ্বারা এই গোলোকধাম পরিবেষ্টিত আছেন ॥ ১৪-১৬

বিরজানদীর অতি পবিত্রিত (ইহার স্পর্শমাত্র অথবা একবার অবগাহন দ্বারা লোক।) দীর্ঘ ও বিস্তৃত এবং সপ্ত-সরিৎপ্রধানের দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতির ॥

শৈলাঙ্গপরিমাণের দুকূল বৃদ্ধাবনের ॥ ১৭
অষ্টযোজনবিস্তীর্ণ-রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
মণিস্তম্ভসহস্রাণাং সহস্রৈ: শোভিত এব চ ॥ ১৮
যথা পঞ্চদশাহো চ কলিকায়ো মনোহরঃ
তত্র ষোড়শগোপীভির্বেষ্টিতো রাসমণ্ডলে ॥ ১৯
রাসেশ্বর্যা রাধিকয়া সাকূতঃ সন্তত: নূপ
বিভূতো যুবনীভূতঃ শিশুরূপোপলক্ষণধৃক্ ॥ ২২
মণিরত্নাভরণাঢ্যো রত্নভূষণভূষিতঃ।
দেদীপ্যমানবর্ণাভো রত্নালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ২৩
রত্নসিংহাসনস্থশ্চ রত্নছত্রেণ রক্ষিতঃ।
পরমং স শ্রিয়োপাদৈঃ সেবিতঃ পরমেশ্বরৈঃ ॥ ২৪
গোপীভিঃ সেবিতাভিশ্চ বালাভিশ্চ বয়স্থিতম্।
সন্মিতঃ সন্তটাপাঙ্গিঃ সুরেশানি বীক্ষিতঃ ॥ ২৫

নূপ পর্যন্ত অর্ধ পঙ্‌ক্তির দ্বারা এই ষোলোকধাম বিভূষিত ॥ ২১

বৃন্দাবনের অষ্টযোজনের মধ্যে বিশ্বিত রাসমণ্ডলে মণ্ডিত ষোলোকধামের চতুর্দিকে নদী, পর্বত ও অন্যান্য স্থানের শোভা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২০

যেরূপ পঞ্চদশ অহো কলিকার শ্রীকৃষ্ণ রাসেশ্বরী রাধিকার সহ রমণ করে, সেইরূপ রাসমণ্ডলে ষো, ষোল ও ষোলীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ষোলীনাথ সকলের সহ রমণ করিতেছেন ॥ ২১

নৃপ। এই ষোলীনাথ শ্রীকৃষ্ণ রাসেশ্বরী রাধিকা দ্বারা সদা সংযুক্ত, বিভূত, যুবনীভূত ও শিশু ষোলাল-ঙ্কারধারী ॥ ২২

তিনি অমিতব্য রত্নপরিহিত, সমস্ত ভূষণসমূহে বিভূষিত, সর্বাঙ্গে চন্দনচর্চিত এবং রত্নমালায় সমুজ্জ্বলিত ॥ ২৩।

উক্তরূপে মণির অর্থাৎ হীরক দ্বারা নির্মিত সিংহ-সনে রত্নময় ছত্র ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে উপবিষ্ট আছেন এবং সেবক ভিন্ন ষোলাজন সখা ষোড়শজনসমূহ দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছেন অর্থাৎ বাজন করিতেছেন ॥ ২৪।

ষোলীগণও সতত তাঁহার সেবা করিতেছেন। বাল্য-মূর্তির ও চঞ্চলচিত্ত যাবতীয় ভূষণা সেই ষোলীগণ

কথিতো লোকনির্যাণো যথাশক্তি যথাশ্রুতম্ ।
যথাক্রতং শতমখক্রৎ কালমানং নিশাময় । ২৬
পাত্রং ষট্পলনির্মাণং বত্রীঃ চতুরঙ্গুলম্ । ২৭
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং দ্বৈস্ত্রিভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
যাবদ্ভ্রদ্ভূতঃ পাত্রং তৎকালো দণ্ডউচ্যতে । ২৮
ষষ্ট্যুত্তরং মুহূর্তানাং যামস্তত্র চতুর্ষ্বপি
যামৈস্ত্রাহুরহর্নক্তং পক্ষঃ পঞ্চদশাহ্নকঃ । ২৯
মাসো দ্বাভ্যাং পক্ষাভ্যাং তাবদ্ভির্দিবসৈরহম্ ।
মাসেন চ ঋতুষ্বাদ্যঃ পিত্র্যস্তদহরিষ্যতে । ৩০
কৃষ্ণপক্ষে নিজং প্রোক্তমহস্তত্র ত্বহর্নিশঃ প্রকীর্তিতা ।
অহস্তত্র পরাগাদ্যে দেবানাং দিবমাদিশেৎ । ৩১
উত্তরায়ণে দিনং প্রোক্তং রাত্রিস্তু দক্ষিণায়নে ।

ঔত্তানপাদোপাখ্যানে ঈশ্বরাংশের মনুজন্মের বর্ণন করিবে নিশেষ ॥ ২৯

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে আমি লোক সৃষ্টির ক্রম যাহাশুনিয়াছি যথাশক্তি বর্ণনা করিলাম। আমি যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিদেব নিকের মন্বন্তরকাল হইতে কালমান অর্থাৎ সময় পরিমাণ এবং দেবাদির পরমায়ু যাহা জ্ঞান করিয়াছি তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৬

চতুরঙ্গুল পরিমিত ছয়টী পলদ্বারা পরিমিত একটী পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া একবার পরিমিত চতুরঙ্গুল পরিমাণ যাহা উক্ত পাত্রে একটী নিম্নপূর্ব্বক ছিদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ না উহা জলময় হয়, সেই কালকে এক দণ্ড বলা হয় (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ১ম অধ্যায়ের ১৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ২৭-২৮

এইরূপ ছয় দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত হয়, চারি মুহূর্ত্তে এক প্রহর হয়, অষ্টপ্রহরে এক দিবারাত্র ও পঞ্চদশ দিবারাত্রে এক পক্ষ হয় । ২৯

দুই পক্ষে এক মাস এবং বারদ মাসে এক বর্ষ হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্যমানের বর্ষ। এইরূপ মনুষ্যপরিমিত এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র হয় ৩০

এই দিবা ও রাত্রির মধ্যে কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের দিবারাত্র বলিয়া এবং শুক্লপক্ষে পিতৃগণের রাত্রিমাত্র বলিয়া কথিত হয় । যেরূপ মনুষ্যপরিমিত এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র হয়, সেইরূপ মনুষ্যপরিমিত এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্র হইয়া থাকে ৩১

উত্তরায়ণ (রাশিচক্রের মধ্যে মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন এই ছয় রাশি ভোগকালে সূর্য্যের উত্তরদিকে গমন) দেবগণের দিবারাত্র এবং দক্ষিণায়ন (রাশিচক্রের কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু এই ছয় রাশি ভোগকালে সূর্য্যের দক্ষিণদিকে গমন) দেবগণের রাত্রিকাল। যে মনুষ্যের বর্ষ ও মনুষ্যমানের বর্ষ অর্থাৎ পরমায়ু বিধির প্রকার ১।২।৩ বারের ৩২

এখন প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত দেবাদির পরমায়ু বলা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৩৩

যে যুগ। সাধারণ হইয়া আমার এই কথা শ্রবণ কর যে, দেবপরিমাণে যখন সহস্র বৎসরে মনুষ্যগণের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগ এবং তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বিহিত আছে। দেবপরিমাণে চারি সহস্র বৎসরে এক সত্য যুগ হয়, এইরূপ দেবপরিমিত তিন সহস্র বৎসরে এক ত্রেতা যুগ হয়, দেব পরিমিত দুই সহস্র বৎসরে এক দ্বাপর যুগ হয় এবং দেবপরিমিত এক সহস্র বৎসরে এক কলি যুগ হয় । ৩৪

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগেরই সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ আবশ্যিক দেবপরিমিত দুই সহস্র বৎসরে হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। [৪ (সত্য) +৩ (ত্রেতা) +২ (দ্বাপর) +১ (কলি) =১০ অর্থাৎ দেবপরিমিত দশ সহস্র বৎসরে সন্ধ্যাদি যুগ চারি যুগ হয়। অর্থাৎপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসরে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে

যোজনানি পরিধিঃ কালবিদ্ভিঃ প্রকীর্তিতম্ । ৩৮
অষ্টৈকপরিধিঃ চন্দ্রকক্ষামণ্ডলম্ ।
পরিধিঃ বাস্তক প্রোক্তঃ সপ্তবিংশতিঃ । ৩৯
চতুর্দশপরিধিঃ ষারিংশত সহস্রকম্ ।
বুধাখ্যঃ কলিযুগঃ বিঃ কালবিদ্ভিঃ । ৪০
যথা বহু ও বাতাস্ত ভিন্নঃ যোজন দ্বারাঃ ।
বিভাগভিন্ন পঞ্চো যৌ যাদো যত্র বিনিশ্চয় । ৪১
যথা ত্রাণি নক্ষত্রেষু চতুর্দশ ।
যথা দুলানি হাতেয় তথা নক্ষত্রাণি চ । ৪২
নক্ষত্র বিভাগাঃ দ্বাদশাংশকাদিভিঃ ।
এবং ক্রমাৎ লঘুযোগ মনস্ক চতুর্থ । ৪৩
ষষ্ঠাংশঃ পঞ্চবঃ পঞ্চবিংশসহস্রকম্ ।
নামানুরূপেন পরঃ যথাঃ সূক্ষ্ম । ৪৪

আকাশস্য বুধাস্ত পরিধীনাং মণ্ডলে ।
অগ্রু যা বিবরেত্তুস দৃঃ হঃ দৃষ্টা বিনাশ । ৪৫
অস্তো বহুর্ক্ষপুঃ নাড়ী পরিক্রমা
পরিধীনাং পরিধি পরিধৌ মন্দু প্রভুঃ । ৪৬
বাতবুদ্ধঃ পত্নুশিরা বিপুলসপ্তাক্ষঃ ।
শীঘ্রতুক্তা মহাজ্ঞানী প্রকঃ প্রণিপাতঃ । ৪৭
রাজপ্রাসকস্য চন্দ্র নক্ষত্রেষু ।
ত্রিনকর্মযোগেন বিনাশ সহযোগম্ । ৪৮
যোগেষেক চতুর্থাংশ বিভিন্নযাবপ্রয়
রাজ্যমানানি ত্রিকোটিক যোজনমান বিভাগঃ । ৪৯
পঞ্চদশমাঃ মাসৈক বৎসৈক যথা দৃষ্টঃ ।
চন্দ্রাঃ কুজ-সোম-শুক্র-বৃহস্পতিঃ স্থূল রৈক । ৫০

(১০+২=১২) যে চারিযুগ বিভিন্ন আছে, তাহা সমান হইয়াছে; তাহার পূর্ব বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল।] ৩৭

বিশ্বামিত্রের মত (৪০ লক্ষ) নিয়তি সহস্র (১০ হাজার) মধ্যে পরিধি ধরলে উক্ত সমস্তই চারি যুগ কথিত হয়। ৩৮

অতঃপরে পরিমাণ অনুসারে মধ্যে পরিধি গণনা এক (১২ লক্ষ) অষ্টাবিংশ সহস্র (২৮ হাজার) অনন্তর এক লক্ষ যুগের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ৩৯

ত্রেতা যুগ (১২ লক্ষ) ষণ্ণবতি সহস্র (৯৬ হাজার) মধ্যে পরিধি ধরলে এক ত্রেতা যুগ হয়—ইহা আমাদের পরিমাণ নির্ধারণ। ৪০

দ্বাপর যুগ (৮ লক্ষ, চতুঃষষ্টি সহস্র (৬৪ হাজার) মধ্যে পরিধি অনুসারে এক দ্বাপর যুগ হয়—ইহা সমস্ত বিশেষজ্ঞ পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন। ৪১

কলিযুগ (৪ লক্ষ) দ্বাত্রিংশ সহস্র (৩২ হাজার) মধ্যে পরিধি অনুসারে এক কলি যুগ—ইহা আমাদের পরিমাণ নির্ধারণ। ৪২

যেমন ১। রবি, ২। সোম, ৩। মঙ্গল, ৪। বুধ, ৫। বৃহস্পতি, ৬। শুক্র ও ৭। শনি—এই সপ্ত বার এবং ১। প্রতিপদ, ২। দ্বিতীয়া, ৩। তৃতীয়া, ৪। চতুর্থী, ৫। পঞ্চমী, ৬। ষষ্ঠী, ৭। সপ্তমী, ৮। অষ্টমী, ৯। নবমী, ১০। দশমী, ১১। একাদশী, ১২। দ্বাদশী, ১৩। ত্রয়োদশী, ১৪। চতুর্দশী ও ১৫।

পূর্ণিমা—এই যোগে তিথি প্রভৃতি আছে। যেমন তিথি, রাশি, নক্ষত্র, ও লগ্নাদি, মাস ও বৎসর প্রভৃতি আছে। এ সমস্ত গণনার প্রকৃত সূত্র। ৪৩

যেমন এই সব বার, তিথি, দিন, রাশি, মাস প্রভৃতি, ক্রমান্বয়ে গমন করে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে পুনরায় আসে, সেইরূপ এই সকল, যেমন, বার ও তিথি—এই সব যুগেও সমান পরিমাণ করে। যেমন যুগ সকল পরিবর্তন করে, সেইরূপ সমস্ত সময়ও পরিবর্তন করে। ৪৪

একসপ্ততি (৭১) দিব্য চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। এই প্রকার চতুর্দশ মনুর ভিন্ন ভিন্ন বিভিন্ন সময় কাল পরিমাণ করেন। ৪৫

মধ্যে পরিধি পঞ্চবিংশতিসহস্র পরিমাণ যদি (২৫,০০০) যুগে এক সময় হইয়া থাকে। ৪৬

হে মহাত্মা। গণিত অনুসারে উপাধ্যায় প্রভৃতি সকল জীবগণের দিবস অবস্থান হইতে যেমন অতিবাহিত, তদনুসারে পরিবর্তিত, দিন আমার বিশেষ হইতে দিন সময় হয়। ৪৭

অতঃপর সত্যযুগ আদি—প্রথম যুগ। ইনি পরিক্রমা সকলের গতি, পরিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দীর্ঘ কাল-পরিমাণ পরিমাণ এবং প্রকার অনুসারে নিয়ত হয়। ৪৮

এই সত্যযুগ মনু কর্তৃক নির্ণয় করিয়া, বিষ্ণু নারায়ণ, শীঘ্রতুক্ত মহাজ্ঞানী এবং যোগাদি প্রতিপাদক (সত্যযুগ যুগ উপাধ্যায়, অনন্ত এবং এবং প্রথম যুগ

অযুতপ্রযুতাভ্যাঞ্চ দশকোটিপুরঃসরম্ ।
পূর্বপূরুষা বিপ্রাঃ সপ্তাঃ সপ্তা সুভূয়িষ্ঠম্ । ৫১
বহ্নিশ্চতুষ্ক যজ্ঞশ্চ ভূতীয়াশ্চাপি পঞ্চমঃ,
ভূমিষ্ঠি সপ্তসাহ্যাঃ সপ্তৈতেহনুক্রমাঃ স্মৃতাঃ । ৫২
ত্রিলক্ষযজ্ঞশ্চ শাকদ্বীপবিনির্ণয়ম্ ·
সপ্তাঃ সপ্তাশ্চ শিবিকালক্ষমেব চ । ৫৩
ত্রিকোটিপূর্বপাশ্চ সপ্তা সপ্তসংখ্যিকম্,
ত্রিকোটিপূর্বপাশ্চ কর্দমাদিসুতাদিকম্ । ৫৪
তাসূলা সুবিচিত্রশ্চ ত্রিকোটিপূর্বসঞ্জকঃ ।
অনুক্রমাদ্যধিষ্ঠিতাঃ ভবিতাঃ বিপ্রকর্মণা । ৫৫
বহ্নিশুক্রাগ্নিকব্যিত্রৈ ভাবিতাঃ সপ্তসপ্তভিঃ ·
নিত্যাঃ সপ্তৌ ত্রাহ্মণেজ্যা বিপ্রাঃ প্রোক্তা দিবাজ্ঞয়া ।৫৬
সংপ্রাপ্য সপ্তরাত্রঞ্চ জ্ঞানং ভূ ঃ মন্ত্র পুরঃসরম্ ।
সংপ্রাপ্য কৃতকৃত্যশ্চ যোগোক্তঞ্চ জগাম সঃ । ৫৭

ইত্যেতে । এই ত্রিবর্ণের সহজ উত্তম রাজপুত্র যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ 'বৃষভ' নাম প্রাপ্ত হন, অতএব বৃষভের প্রতিরূপই ইহাদের ধারণীয়। (ইহাঁর প্রভৃতি সপ্তের ৩৩ অধ্যায়) । ৫৭

এই ধারণীয় মনু সর্বদা ক্ষত্রীয় ধর্মে সমস্ত ধারণীয় যজ্ঞ, তিন লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তিন লক্ষ সহস্রাধিক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ৫৮

তিনি তিনি অযুতাধ্যে অধি অযুত গাভ লক্ষ যোগে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সব যজ্ঞে তিনি প্রত্যহ তিন কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন । ৫৯

ঘৃত ধারা বিশেষভাবে সপ্ত ও সপ্তত পঞ্চাশত যে সাগর এবং দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষৌদ্র ও দেধ—এই চতুর্বিধ অতিমধুর দুগ্ধ মুখিষ্ঠি ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্রাহ্মণদ্বারা পরিবৃত করাইতেন । ৬০

মহারাজ। শ্রীগুরুদেব বিষয় ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য ধারণীয় মনু প্রভাব ব্রাহ্মণদ্বারা অনুষ্ঠান এরূপ হয়, যথা তোমি কুর্ম, ধর্মপূর্বপিতামহ, বিদ্যা ও পূর্ণযোগ এরূপ (মনু, অধিকার মনু, এরূপ ক্ষেত্রে অধি, সর্বাধিক পূর্ণা ভূমি, উত্তম এরূপ হয়), তিন লক্ষ অশ্ব, ধর্মপিতামহ সপ্ত মহারাজ, এরূপ শিবিকা, আর ও তিন সহস্রাধিক তিন কোটি কর্দমাদি, কর্দমাদি কুলাদিক ও বিচিত্র তাম্বূল পূর্ব ত্রিকোটিপূর্ব কর্দমাদি এরূপ বিপ্রকর্মা কর্তৃক শিবির উপরেই ধারণীয়, অধিকন্তু তিন সপ্ত সপ্তরে পূর্ণ। ঘৃত, অযুত প্রযুত প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ ঘৃতাধার অধরে ঘৃত সপ্তকে মনুষ্যকরণ । ৬৮
এ ৬ ধারণীয় ও ৬ ধারণীয় মনু ।
ধারোচিষো মনুর্মৈত্র বিতীয়ো বহ্নিসম্ভবঃ । ৬৯
রাজা স্বারোচো নাম্নি ধারণীয়ো মনুর্মহান্
প্রিয়ব্রতসুতাবদ্যৌ যৌ মনূনধিগম্য বৈ । ৬৯
যৌ তৃতীয়ৌ চতুর্থৌ চ বৈকদ্যৌ তাপসোত্তমৌ
যৌ চ পঞ্চদশিষ্টৌ চ কৃষ্ণরক্তিপরায়ণৌ । ৬১
ঔত্তমিরাং যদি চ তৈবতঃ পঞ্চমো মনুঃ
ষষ্ঠশ্চ চাক্ষুষো জ্ঞেয়ো বিবস্বত্তনয়ো মনুঃ । ৬২
শ্রাদ্ধদেবঃ সুতাস্তস্য বৈবস্বতঃ মনুর্মনুঃ
যাবদ্ধি পূর্বপুরুষো বৈবস্বতো মনুর্ভবেৎ । ৬৩
মনুর্মে ধর্মধারণিবিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ·
ধর্মো ব্রহ্মধারণিবিজ্ঞানবিশারদঃ । ৬৪

সূর্যচন্দ্র ও মাসমাসদ্বয়ে পরিশোভিত ত্রিকোটি বর্ষ পর্যন্ত রাজ করিবেন । ১৮-৬৪

সেই ধারণীয় মনু সপ্তরাত্র বিশেষ ব্রতের অভিনয় ধৈর্য ও ক্ষমাযুক্ত, এবং সুধর্ম ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযোগোক্তস্থানে গমন করিয়াছেন । ৬৭

ধর্ম প্রজাপতি ব্রহ্মা যাঁর পুত্র ধারণীয়ক মুনি (যিনি সাইত্রে দেখিতে অথবা ছত্রী হইয়া সহায়ের ধর্ম করিতেন এবং সপ্ত এক মনুকে সৃষ্টি করিলেন । ৬৮

এখন মনু ধারণীয় ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া 'ধারণীয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিতীয় মনু অগ্নিবংশের পুত্র, সেইহেতু 'বাহ্নিচিত্র' নাম ধারণ করেন । ৬৯

এই রাজা ধারোচিষ নামে—ইহার ধ্রুব, বসিষ্ঠ এবং ধারণীয়পুত্রা মহাপুরুষ ছিলেন। অত এই মনু ধ্রুবের ত্রিপুরুষের (তিনি ধারণীয় পুত্র) • এই পুত্র

• ত্রিপুরুষ ধারণীয় মনুর পুত্র—ইহা যেন জানবেন মনে (ধ্রুবের ১৯ অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়।) বসিষ্ঠের মনে (ধ্রুবের ত্রয়োদশ সর্গের দ্বিতীয় অধ্যায়।) ধারণীয় মনুর ঔরসে পত্নীগর্ভে ধর্ম পুত্র হয়। সেই ধর্মের ঔরসে ধর্মার পর্ভে ত্রিপুরুষ ও উত্তমাদির জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্যই পুরাণের গ্রন্থকিংবদন্তি ৩০ অধ্যায়ে ত্রিপুরুষ ধারণীয় মনুকেই পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভরতস্য বর্ষমাখ্যাতি হিমবৎপ্রমুখং শৃণু ।
নবভির্দশভিশ্চৈব যোজনানাং সহস্রকৈঃ । ৫৪
স্বায়ম্ভুবস্য মনোস্তু ঔত্তমাখ্যেয় ভ ।
বায়ব্যাদ্যৈর্মনুস্থানৈরেতন্নাগ্নেয়ং হি । ৫৭
চতুর্দশেন্দ্রনামভ্যঃ প্রজাপতি বিনির্মিতম্ ।
স্বায়ম্ভুবে প্রজপতে দ্বাভ্যাং সা ভ স্বায়ী বিনা নৃপ ৫৮
কালব্যাপ্তি সা জ্ঞেয়া বেদেষু পরিকীর্তিতা ।
প্রজপতে স্বায়ম্ভুবে মনুস্তত্র প্রকীর্তিতঃ । ৬৯
এবং মন্বন্তরজ্ঞানী ভবেৎকর্তা স্বয়ম্ভুবঃ ।

প্রজপালাধারঃ সর্বে লোকা হ্যস্মাৎ ভবে যৈঃ ।
উৎপিত্তৈব সহসা সর্বসম্ভূতাদিনা
ভ্রু. ঔত্তম পুরাণে প্রজপালক যজ্ঞা প্রকাশ । ৭১
স্বায়ম্ভুবাদিস্বায়ীত্ব তু পুরুষ সপ্তকে বিধিঃ ।
ভবন্তি প্রজনিধাতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ উচ্যতে । ৭২
বেদাস্ত সমবর্তন্ত ভত্র সপ্ত মহাত্মনঃ ।
এবং ত্রিংশদ্বিধাত্রৈর্ভূতপূর্ণ যাম এব ভ । ৭৩
বর্ষা যাবন্মাত্রৈস্ত প্রজাসর্গস্তি বৈ দ্বি ।
এবং পঞ্চশতাখ্যে তু পক্ষ ভ প্রজাপো নৃপ । ৭৪
বৈবস্বতস্য তু ভবেদ্ বেদেষু পরিকীর্তিতঃ । ৭৫
যোগব্যাপ্তি সা প্রোক্তা বেদবিদ্ভিঃ পুরাবিদৈঃ ।
ভত্র সর্বে প্রজাধীশ প্রজাধীনিধিনীশ্বরাঃ । ৭৬

উদ্ভব ও ভাবন। ইহারা ব্যক্তিভেদের সমষ্টি জ্ঞেয় বিশেষ । ১০

এই উদ্ভব ও ভাবন সম্বন্ধেরই মূলীভূত এবং চতুর্থ মনু। এই উদ্ভব মনুই বৈবস্বত, উত্তমশ্লোকনাম, পরমেশ্বর বিষ্ণু এবং ভূতভাবিপ্রজাপতি । ৯১

ব্যক্তিভেদের সমষ্টি জ্ঞেয় বৈবস্ব (ইনিই বিবস্বানের পুত্র) সপ্তম মনু। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ রাজপুত্র যেই মনু বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিও। (এই সপ্ত মনু আমাদের জ্ঞানে অভিব্যক্তির ইতিহাসে। বর্তমান মন্বন্তরাভোগের সপ্তম মনু—বৈবস্বত মনুর ভোগ চতুর্যুগের ৫৩ মনুর ভোগ ইহার মনুর পরিমাণে ২৮,৪৩০ বৃদ্ধ। সুতরাং ২৪৩×৫৩=১,৪৩,৩৩০ বৃদ্ধ কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । ১২

সূর্যপুত্র রাজপুত্র—বৈবস্বত সপ্তম মনু। ইনি বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন। এইজন্য সূর্যপুত্র বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বলিয়া ইহাকে ভক্তির মনু । ৯৩

বিষ্ণুভক্ত সন্তানের মধ্যে সাবর্ণি নামক মনু এবং ব্রহ্মসাবর্ণি বিশেষ ব্রহ্মসাবর্ণি নামক মনু বলিয়া উক্তির হয় । ৯৪

তাহার পর ধর্মসাবর্ণি হইবেন একাদশ মনু। ইনি পরম ধার্মিক, বৈকুণ্ঠবিভাগে আমা জ্ঞেয় এক সভা প্রভু-সন্তানরূপ ছিলেন। ৯৫

রুদ্রী ত্রয়োদশমনি বলিয়া কথিত হয়। ধর্মসভা দেব সাবর্ণি ত্রয়োদশ মনুরূপে কথিত । ৯৬

ত্রয়োদশী ত্রয় সাবর্ণি চতুর্দশ মনু বলিয়া বর্ণিত হয়। (১। ভাগবত ২। ব্রহ্মবৈবর্ত, ৩। উত্তম ৪। তামস ৫। বৈবত, ৬। চাক্ষুষ ৭। সাবর্ণিক ইনি বৈবস্বত মনুরূপে প্রসিদ্ধ] ৮। সাবর্ণি ৯। দক্ষসাবর্ণি, ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি ১১। ধর্মসাবর্ণি ১২। রুদ্রসাবর্ণি ১৩। দেবসাবর্ণি ১৪। ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চৌদ্দ মনু।) এই চতুর্দশ মনুর এক আয়ু. চতুর্দশ ইন্দ্রোদয় সেই আয়ু বিভিন্ন আয়ে অর্থাৎ এক এক মনু এক এক ইন্দ্রের আধিপত্য কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন । ৯৭

চতুর্দশ ইন্দ্রের পরমায়ুকালে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এইরূপ চতুর্দশ ইন্দ্রের পরমায়ু কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। যে দুই ব্রহ্মার এই অতিরিক্ত রাত্রীরাত্রি বলিয়া অতিরিক্ত করা হয় । ৯৮

ভেদে এই রাত্রীরাত্রি 'কালরাত্রি' বলিয়া প্রসিদ্ধি। যে রাত্রিতে। ব্রহ্মার অবসান এক দিনে ক্ষুদ্রপ্রলয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়ে । ৯৯

মহাকল্পে মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপ সপ্তপ্রলয় পর্যন্ত দেখিতে পাইবেন। এই সময় ব্রহ্মলোক ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোকসমূহই সম্পূর্ণ ভোগের মুখ হইতে উদিত অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হয় হইয়া যায়। এই সময় ব্রহ্ম, সূর্য ও ব্রহ্মপুত্র-গণ অবস্থান ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন । ১০-৭)

এইরূপে রাত্রীরাত্রি অতিক্রান্ত হইলে পর ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি করেন। সেই রাত্রীরাত্রির যে প্রলয় হয়, তাহাকে ক্ষুদ্র প্রলয় বলা হয় । ৭২

সেই ক্ষুদ্র প্রলয়ে ভূলোক, ভুবর্লোক এবং মহর্লোক

অষ্টাবিংশ ব্যয়ো ব্রহ্মা দিবসে মানবাব্দকঃ ।
কথয়ো মুনয়শ্চৈব সর্বা রাজন্যকাঃ ॥ ৭৭
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ পেচকশ্চিরজীবিনঃ
ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ কূর্মশ্চ নাড়ীজঙ্ঘশ্চ বকঃ ॥ ৭৮
নষ্টোভবো ব্রহ্মণশ্চ সর্বে জীবাশ্চ তত্র বৈ ।
ব্রহ্মলোকাদয়ঃ সর্বে লোকা নাশমুপাগতাঃ ॥ ৭৯
ব্রহ্মলোকং বসুঃ সর্বে ব্রহ্মপুত্রাদয়স্তথা ।
যত্তৈ দৈবে দিনে যথা লোকাশ্চ নশ্যতে পুনঃ ॥ ৮০
এবং শতাব্দপর্যন্তং পরমায়ুশ্চ ব্রহ্মণঃ ।
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতেন প্রাকৃতো প্রলয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১
প্রকীর্তিতা মহারাজ্ঞি সা এব চ পুরাবিদৈঃ ।
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতে চ ব্রহ্মাণ্ডৌঘো জলপ্লুতঃ ॥ ৮২
বেদমাতা চ সাবিত্রী বেদা ধর্মাদয়স্তথা ।
সর্বে প্রণষ্টা মৃত্যুশ্চ প্রকৃতিশ্চ শিবং বিনা ॥ ৮৩
নারায়ণে প্রলীনাশ্চ বিলয়া বৈষ্ণবাস্তথা ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্তা সর্বরূপঃ স্থিতঃ স যঃ ॥ ৮৪
[illegible]
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতেন নিমেষঃ প্রকৃতেস্তথা ॥ ৮৫
[illegible]
নিমেষান্তে পুনঃ সৃষ্টিঃ কৃষ্ণেচ্ছয়া পুনঃ ॥ ৮৬
কৃষ্ণো নিমেষবিরহো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
সগুণানাং নিমেষস্য কালসংখ্যাস্তি নিশ্চিতা ॥ ৮৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৯
এবং বক্ষে শতাব্দে চ শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতের্লয়ঃ ।
প্রকৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতো লয়ঃ ॥ ৯০
[illegible]
কৃষ্ণস্যাপি লীলা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৯১

গত হইয়া যায়। একপ্রকার বিংশ দিবসে অর্থাৎ দিবা ও রাত্রিতে (৩০ দিনে) ব্রহ্মার এক মাস হয়। ৭৬

এইরূপ বারো মাসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। হে রাজন্! এইভাবে ব্রহ্মার শতবর্ষ পরমায়ু হইলে যে প্রলয় হয়, তাহা বেদে দৈনন্দিন প্রলয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। ৭৭-৭৮

পুরাণে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহাকে ক্ষুদ্রপ্রলয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই দৈনন্দিন প্রলয়ে চন্দ্র, সূর্য ও দিক্পালগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়া যান। ৭৯

এইরূপ সকল পাতিরা, ষষ্ঠ মনু, একাদশ রুদ্র, চতুর্দশ মনু ও ইন্দ্র, মানবাদি সকলে, ঋষি, মনু অর্থাৎ [illegible] এবং রাজন্যাদি সকলে, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, পেচক, চিরজীবিগণ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, অকূপার, নাড়ীজঙ্ঘ ও বক—ইঁহারাও নষ্ট হইয়া যান। এই সময় ব্রহ্মলোকাদি [illegible] লোকসমূহ এবং সমস্ত [illegible] বাস করেন। এইরূপে দৈনন্দিন প্রলয়ে [illegible] হইলে পর ব্রহ্মা পুনরায় লোক সকল সৃষ্টি করেন। ৭৭-৮০

এইরূপ শতবৎসরকাল পর্যন্ত ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রহ্মার বিনাশ—বিনাশ হইলে পর ব্যাপক হইয়া থাকে। ৮১

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত পণ্ডিতগণ মহাপ্রলয় বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মার নিধনে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ জলমগ্ন হইয়া যায়। ৮২

এই মহাপ্রলয়ে বেদমাতা সাবিত্রী, বেদ সকল, ধর্মাদি ও মৃত্যু বিনষ্ট হন। কিন্তু এই মহাপ্রলয়কালেও মূল প্রকৃতি দুর্গা ও শিব বিনষ্ট হন না। ৮৩

এই সময় বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ নারায়ণে লীন হইয়া যান। আর কালাগ্নি রুদ্র সর্বরূপে সকল সংহার কার্যে প্রবৃত্ত হন। ৮৪

এই মহাপ্রলয় [illegible] সেই প্রকৃতি [illegible] লীন হইয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্মার নিপাতে মূল প্রকৃতি দেবীর এক নিমেষ কাল হয়। ৮৫

নারায়ণ, শম্ভু ও মহাবিষ্ণু সেই প্রকৃতির এক নিমেষ কালে [illegible] হে রাজন্! আবার নিমেষকালান্তে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুনরায় সৃষ্টি হয়। ৮৬

প্রকৃতির অতীত নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ নিমেষরহিত। তিনি সগুণ, নিত্যাদি জীবের, কাল-সংখ্যা সগুণ-পরিণামশীল পদার্থের হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্গুণ, সাক্ষাদ্রিক এবং অব্যয়-

মন্ত্রা বরাহি তাং দুর্গাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীম্।
সর্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ পরাং নারায়ণীং নতীম্ ॥ ৯২

মূলাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ প্রকৃতস্য নিগদ্যতে।
তস্যাস্তন্ত্রোক্তবীজৈশ্চ প্রণমিষ্যামি সাদরঃ ॥ ৯৩

হৈরম্বাদ্যাঃ মহালক্ষ্মীঃ পরাংশরূপাঃ বরাহি তে।
অষ্টলক্ষ্মীঃ মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ ॥ ৯৪

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ প্রেয়া প্রাণাধিকাং বরাম্।
সরস্বতীং প্রেমময়ীং শক্তিং নিগদ্যতে নিগদ্যতে চ ॥ ৯৫

নারায়ণস্য সম্ভূয় সাক্ষাদ্ভূতা পরাৎপরাৎ যদুম্।
তত্ত্বরূপস্বরূপী চ কৃষ্ণে লীনস্য নিগদ্যতে ॥ ৯৬

ষোলা ষোলাস্য গায়ন্ত পুরাণস্য মহাবিদঃ।
তর্কে লীনাঃ প্রকৃত্যাঞ্চ যা বৈ প্রকৃতিবাদিনঃ ॥ ৯৭

মহাবিষ্ণোঃ বিলীনাস্তে যে সাংখ্যে কুতর্কিনঃ।
মহাবিষ্ণুং প্রকৃত্যাঞ্চ যা বৈষ্ণবঃ পরমাত্মনি ॥ ৯৮

প্রকৃতির্যোগনিদ্রা চ শ্রীকৃষ্ণস্যেশ্বরস্য চ।
অধিষ্ঠাতৃং চকারৈনং সারদা ভেদরহিতা ॥ ৯৯

প্রকৃতের্যোগয়ো যাবদ্বিষ্ণোঃ কালঃ প্রকীর্তিতঃ।
তাবদ্ বৃন্দাবনে নিত্যা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১০০

অনুলাপ্রসঙ্গেন চ গর্হিতস্যাপ্তবাদিনে।
সপ্তাক্ষরমন্ত্রাধারাধ্যানা সুরভীকৃতে ॥ ১০১

পুনঃ প্রকাশয়ে তস্য সর্বশাস্ত্রীর্ধরে পুনঃ।
এবং সর্বে প্রকৃত্যাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণে নিগদ্যতে বিদা ॥ ১০২

অনুক্রমেণ তৎস্থানাং তস্য নানা ভবন্তি।
কীর্তিনা তদ্ভগবানাং সনাপাত্তকলাপবম্ ॥ ১০৩

মূল বিদ্যা পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে সাধক। প্রকৃতির ভজন সহজ স্ত্রিসঙ্গের এক পক্ষ ত্যজা হয়। ৮৭ ৮৮

এইরূপ যাঁহা হতে সেই প্রকৃতিদেবীর এক দিব হইয়া থাকে। তাদৃশ ত্রিগুণ দিবে ও রাত্রিতে একত্রিত এবং সেইরূপ ভাবন মনন প্রকৃতি দেবীর এক অনন্ত হয়। ৮৯

এইরূপ নব রসের অধিকারী হইয়া যাইলে পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির পথ হয়। এইরূপ প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণে লীন হইলে পর প্রাকৃত নষ্ট হইয়া যাইবে ৯০

তিনি মহাবিষ্ণুর জননী, সেই এক পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি সকলকে সহায় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লীনা হন। ৯১

বায়ু মহাপুরুষের সেই মূল প্রকৃতির দুর্গা নামে অভিহিতা আছেন। এই দুর্গাই সনাতনী বিষ্ণুমায়া, সর্বশক্তিস্বরূপা, পরমেশ্বরী এবং নতী নারায়ণী। ৯২

এই নির্গুণাত্মিকা মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; অতএব, বিদ্বান ও বিবাদি সকলেই তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৯৩

তিনি বৈকুণ্ঠে সেই মহাশক্তির মহালক্ষ্মী পরমেশ্বরী শ্রীরূপা বলিয়া কথিতা আছেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাঙ্গ-স্বরূপা বলিয়া নারায়ণের প্রিয়া ভার্যা মহালক্ষ্মী। ৯৪

নির্গুণ সত্ত্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রেমময়ী এবং শক্তি নির্গুণা নির্গুণ চ। ৯৫

যাঁহা হতে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা দেবী, সরস্বতী নামে কথিতা আছেন। ইনি নারায়ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপন্না হইয়াছেন। ইনি তত্ত্বরূপস্বরূপী এবং শ্রীকৃষ্ণে লীনা আছেন। ৯৬

ষোলা ষোলাস্য গায়ন্ত পুরাণস্য মহাবিদঃ। ৯৭

মহাবিষ্ণোঃ বিলীনাস্তে যে সাংখ্যে কুতর্কিনঃ। ৯৮

প্রকৃতির্যোগনিদ্রা চ শ্রীকৃষ্ণস্যেশ্বরস্য চ। ৯৯

প্রকৃতের্যোগয়ো যাবদ্বিষ্ণোঃ কালঃ প্রকীর্তিতঃ। ১০০

অনুলাপ্রসঙ্গেন চ গর্হিতস্যাপ্তবাদিনে। ১০১

পুনঃ প্রকাশয়ে তস্য সর্বশাস্ত্রীর্ধরে পুনঃ। ১০২

অনুক্রমেণ তৎস্থানাং তস্য নানা ভবন্তি। ১০৩

হৈরম্বাদ্য প্রাণাধিকা প্রিয়তমা, সদা প্রেমময়ী এবং নির্গুণা শক্তি। ৯৫

ইনি সত্ত্বগুণ নারায়ণ ও বিবং নিত্য নিত্য বহু অন্তরঙ্গে অবস্থান করিয়া নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যান। ৯৬

যে মহাদেব। ষোল, ষোলা, ষো ও পুরাবিদগণ সকলে প্রকৃতিকে লীন হন এবং প্রকৃতি প্রকৃতিপতি শ্রীকৃষ্ণে লীনা হন। ৯৭

সমস্ত মূলবিষ্ণুগণ মহাবিষ্ণুকে লীন হন, মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে লীন এবং প্রকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীনা হয়। ৯৮

প্রকৃতি ও যোগনিদ্রা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যায় ও মায়ারূপে শ্রীকৃষ্ণেরই দুই সহচরভাবে অধিষ্ঠান করেন। ৯৯

যে পরিমাণ কালব্যাপী প্রকৃতির বিব (৮১ কোটি মন্বন্তর) বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরিমাণকাল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিত্য বাস। ১০০

শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুলা প্রেমের পরম তত্ত্বে অধিকার নাই আমার এবং বহু, তথাপি ও মাতাঠাকুরী সুরভি বাণী তাহা সুবাসিত করিল। ১০১

তাহার পর পুনরায় তিনি কথাধিত হইলে পুনর্বারও সব বিস্তৃত বৃত্তি হইয়া যাবে। এইরূপে নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের সকলে প্রাকৃত প্রকৃতিবাদ বর্জিয়া কথিত হন। ১০২

এতদ্বৈ কথিতং সর্বং যদ্যৎ পৃষ্টং ত্বয়া প্রভো,
ব্যাখ্যানং মহতাং কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪

সুযজ্ঞ উবাচ

কালাগ্নিরুদ্রো বিধাতা সংহর্ত্তা চ মহান্ ভবঃ।
[illegible] ॥ ১০৫

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]।
[illegible] ॥ ১০৬

[illegible]।
[illegible] ॥ ১০৭

সুতপা উবাচ।

[illegible]।
[illegible] ॥ ১০৮

[illegible]।

[illegible] নির্গুণ [illegible] ॥ ১০৯
[illegible]
ন [illegible] ॥ ১১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১১১
[illegible]
[illegible] ॥ ১১২
[illegible]
[illegible] ॥ ১১৩
[illegible]
[illegible] ॥ ১১৪
[illegible]।

যখন সেই শ্রীকৃষ্ণের [illegible], তাঁহার [illegible], তাঁহার [illegible] এবং তাঁহার [illegible] মহাপাতকাদিকেও নাশ করিয়া থাকে। ১০৪

সুযজ্ঞ কহিলেন। আমি [illegible] হইতে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, [illegible] তোমাকে বলিলাম। তুমি পুনরায় [illegible] শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ১০৫

রাজা সুযজ্ঞ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। [illegible] বিধাতা [illegible] সংহর্ত্তা। [illegible] [illegible] হয়? ১০৬

[illegible] নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] তোমার [illegible] 'দুরাত্মা' [illegible], উহা কি নিমিত্ত? ১০৭

[illegible] এই দুই প্রকৃতি [illegible] হইলেন? ১০৮

সুতপাঃ কহিলেন,—হে মহারাজ সুযজ্ঞ। [illegible] মহাপাতকাদিনী [illegible] নষ্ট হইয়া যায়। ১০৯

কোটি কোটি [illegible]

[illegible] নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হয়। ১০৯

[illegible] করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] এই [illegible] কথা [illegible] শ্রবণ করিয়াছি। ১১০

হে মহারাজ! [illegible] শিব, নারায়ণ ও [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ১১১

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] নির্গুণ [illegible] নারায়ণ ও [illegible] ১১২

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] (যথা [illegible], নারায়ণ ও প্রকৃতি), [illegible] ১১৩

[illegible] ১১৪

এই [illegible] ১১৫

ইত্যার্য শীর্ষাবাক্ষ স্তুতো বৃন্দাবনে ভবে। ১১৬
তত্ত্বযাত্রাসেবমুদ্ভূতা যাবে ভাবেশ্বরী পরা
যর্ত্তঃ ধরার যা ভাষা যাবন্ত বৈ ব্রহ্মণো মতঃ। ১১৭
তত্তঃ সুধার্য সা তিষ্ঠ যোগেন্দ্রে যাদবস্তলে।
চুকোশ ভিত্বা দা পৃষ্ঠা স্তুতেন বিভুরুত্তা। ১১৮
তচ্ছিত্বা প্রেরয়ামাস স্বরূপো বিশ্বযোনিকে।
তাক্ত্বাপত্যা মহাদেবী ক্রমাদ্ধ ভূবর্ভুবঃ। ১১৯
ভূতলার যোগয়ামাস মহাযোগেন যোগবিৎ।
মহুস ভগবাত্তিকান্ত ধর্ম ধারো মহাবিরাট্ ॥১২০

মূলক উবাচ

অত্র যে মহতা তত্ত্ব ভীবতং ভার্গবঃ মম
পাপে যে বহুলাশক্ত বহুব ভক্তিকারণম্। ১২১
মুহূর্তা হরেউক্তিঃ সর্বসজ্জনমঙ্গলা।
ন ভগবান্ সদা বিপ্র যেষেষু মুক্তিপ্রভবম্ ॥ ১২২

যথা তত্তির্বন ভবেৎ শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
মুহূর্তা চ সর্বথা তৎ কুরুষ মহামুনে ॥ ১২৩
নমস্তস্মৈ ভীর্থানি চ যেষা মৃত্তিকাহরাঃ।
যে পুনন্ত্যবলোকেন কৃষ্ণভক্তাংশ্চ দর্শনাৎ ॥ ১২৪
অর্থিনোঽন্নপ্রদাশ্চ ক্ষিতাক্তিকাকিঞ্চনা।
যদর্থবিহরাশ্চৈব যেষু ভেষ্ঠাশ্চ ভাবতে। ১২৫
কৃষ্ণপ্রেমোপাসকশ্চ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ।
বিপ্রঃ বৈষ্ণবযোগী চ ভতঃ ভেষ্ঠো নরাঃ শুচিঃ ॥১২৬
যা বৈষ্ণবং ক্ষিতিক্ষেত্রং মহাভাগার্থিনং পরম্।
সংপ্রাপ্য শিবমিচ্ছন্ত তা যাবি ধরণং মুনে। ১২৭
অনুমানং সদা মুহূর্তা যত্র পাপক্ষয়ানুনে
তত্ত্বং তপস্তাসংসিদ্ধিবিধাতা ভবেদ্যি চ ॥ ১২৮

ভগবন্ ভগবৎক শ্রীকৃষ্ণ আদি মূর্তিকারে পুনঃ মূলাধার সমস্তের ৫টি বেদীর পর্ব বীর্যাধার করিয়াছিলেন। ১১৯

ভাবেশ্বরাধ্য বীরাধারী যাবাধারমূলা পরা প্রকৃতিরূপা ভাবেশ্বরী ইনা এই ভাষার পরাশক্তি ভাব যাবৎ সেই পর্ব ধারণ করিয়াছে। ১১৭

ভগবান্ তিনি যোগাসনে ভাবেশ্বরে এই ভিন্ন ভাবে করিলেন এবং সেই ভিন্নের বেদিকা তিনি ভূতা হইলেন। ভগবান্ শ্রীরাধা আদার মূর্তিবিধারে সেই ভিন্নের যোগাসনের ভাবাধিষ্ঠ ভিন্ন যোগাসনে ভিন্নরূপ করিলেন। এইরূপে সেই পর্বভাবে ভিন্নের আদি করিয়া মহাপ্রকৃতী ইনা পৃষ্ট পৃষ্ট যোগাস করিতে লাগিলেন। ১১৮-১১৯

তখন যোগবিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বীর মহাযোগবলে সেই শ্রীরাধার মুখাবিরের অবনা মহাযোগ উৎপাদন দ্বারা শ্রীরাধার প্রেমাদি করিলেন। তাহার পর সেই শ্রীরাধাস্থিত ভিন্ন হইতে সর্বাধার মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। ১২০

ভাষা কৃষ্ণ করিলেন,—হে ভগবন্! আদি আমার এবং সমস্ত ভীবের ভার্গব হইল। আপনার প্রসন্ন দানে আমার মহাজ্ঞান পরিপক্ক হইয়া শ্রীভগবদ্ভক্ত লাভের কারণ হইয়াছে। ১২১

হে ভগবন্! এই শ্রীহরিভক্তি আমার মূর্খতা এবং অন্য অভিবর্তন ভবের শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
মুহূর্তা চ সর্বথা তৎ কুরুষ মহামুনে ॥ ১২৩
নমস্তস্মৈ তীর্থানি চ যেষা মৃত্তিকাহরাঃ।
যে পুনন্ত্যবলোকেন কৃষ্ণভক্তাংশ্চ দর্শনাৎ ॥ ১২৪
অর্থিনোঽন্নপ্রদাশ্চ ক্ষিতাক্তিকাকিঞ্চনা।
যদর্থবিহরাশ্চৈব যেষু ভেষ্ঠাশ্চ ভাবতে। ১২৫
কৃষ্ণপ্রেমোপাসকশ্চ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ।
বিপ্রঃ বৈষ্ণবযোগী চ ভতঃ ভেষ্ঠো নরাঃ শুচিঃ ॥১২৬
যা বৈষ্ণবং ক্ষিতিক্ষেত্রং মহাভাগার্থিনং পরম্।
সংপ্রাপ্য শিবমিচ্ছন্ত তা যাবি ধরণং মুনে। ১২৭
অনুমানং সদা মুহূর্তা যত্র পাপক্ষয়ানুনে
তত্ত্বং তপস্তাসংসিদ্ধিবিধাতা ভবেদ্যি চ ॥ ১২৮

সর্বাধিক মহাপাপ মহাপাতক। যেখে যে পাপরাশি মূর্তি উপস্থিত থাকে, সেই পাপরাশি মূর্তিত এই শ্রীহরিভক্তির সমাধ্য নাশ। ১২২

হে মহামুনে! অতএব তাহাতে আমার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত মূহূর্তা অতি যাত্র হও, আপনি তাহাই করুন। ১২৩

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ পর্বতের সকল পবিত্র করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহার তীর্থসকল এবং মূর্তিকা ও নিদর্শনিত্বে যেসকলিবাসিত যেসকল আদি মূর্তীর্থ-সকলকে পবিত্র করিতে পারেন না। ১২৪

যেরূপ সমস্ত আহার অর্থাৎ ভাবার্থী, প্রার্থনা, সমস্তার ও সন্তান—এই চার আহারধারীদিগের অন্য নিবারিত—ভাবার্থী শ্রেষ্ঠ আদি। এই ভাবভাবার্থ যাঁহারা ভাবার্থ-বিহর ভাবন, তাঁহারাই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ। ১২৫

যাঁহারা অন্য যিনি কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক, কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ এবং নিত্য বিষ্ণু-বৈষ্ণবভক্তগণী, তিনিই শ্রেষ্ঠ, ভাবার্থ ও পরম পবিত্র। ১২৬

মুনে! আপনি বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ-পারাবার, সর্বজনের এবং ভাবার নিত্যই মহাবিদ্যা। এরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া অন্য আর তাহার পরম গ্রহণ করিব। ১২৭

হে মহামুনে! এখন আপনার অভিপ্রায়ে আদি ভগবদ্ভূত যোগমায়ার প্রভাবে আপনার হইয়াছি, সুতরাং

সুতপা উবাচ ।

হরিভক্তিপ্রদাত্রী যা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ।
সা চ মায়ামুগ্ধান্তি লোকানাং ভক্তিং দদাতি চ ॥ ১২৯
যাসাং মায়া মোহয়তি লোকানাং ন দদাতি চ
[illegible] ॥ ১৩০
কৃষ্ণপ্রেমময়ী শক্তিঃ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
তস্য প্রাণান্ [illegible] সর্বমঙ্গলা ॥ ১৩১
নিত্যং রাসেশ্বরী গোলোকে [illegible] ।
সা দেবিকা শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বাদ্যানাং পূজিতা ॥ ১৩২
ধ্যানাসাধ্যং [illegible] সাক্ষাৎ নির্গুণ ।
মুনিভিশ্চ গোলোকে [illegible] ॥ ১৩৩
রূপমেতস্য [illegible] বাঞ্ছিতেন চ ।
সা প্রসূতা [illegible] সর্বমঙ্গলরূপিণী ॥ ১৩৪

বিষ্ণুপাদোদকং পুণ্যং [illegible]
[illegible] ॥ ১৩৫
বিষ্ণুপাদোদকস্পর্শাৎ [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩৬
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে ।
সাগরে যানি তীর্থানি বিষ্ণুপাদেষু তানি চ ॥ ১৩৭
বিষ্ণুপাদোদকস্যৈব [illegible]
সর্বতীর্থেষু [illegible] ॥ ১৩৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৪০

আমি তপস্বী বরার্থিনী, অতএব আমি কিরূপে বাঞ্ছা করিব ? ১২৮

সুতপা কহিলেন,—যেই সনাতনী বিষ্ণুমায়া হরিভক্তি প্রদান করেন। তিনি [illegible] অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, [illegible] এই হরিভক্তি প্রদান করেন। ১২৯

কিন্তু এই মায়াদেবী [illegible] করেন, [illegible] তিনি এই হরিভক্তি প্রদান করেন না; [illegible] তিনি [illegible] করিয়া থাকেন। ১৩০

অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্বাদি মঙ্গলময়ী, [illegible] শ্রীরাধার [illegible] হয়। ১৩১

তুমি শ্রীরাধার সেবা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করতঃ নিত্য গোলোকে বাস করিবে। [illegible] তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীরাধার সেবা [illegible] এবং পূজা করেন। ১৩২

[illegible] তাঁহার [illegible] সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] শ্রীগোলোক-ধামে বাস করেন। ১৩৩

কিন্তু এই কৃপাময়ী শ্রীরাধার সেবা করিয়া [illegible] শ্রীরাধার [illegible] করিয়া থাকেন।

এই শ্রীরাধা [illegible] এবং সর্বমঙ্গলরূপিণী। ১৩৪

হে রাজন্! তুমি বিষ্ণুপাদের [illegible] বিষ্ণুপাদোদক পান কর, [illegible] তুমি [illegible] [illegible] এবং সকল [illegible] করিবে। ১৩৫

যে ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পৃথিবী [illegible], [illegible] পুণ্য-[illegible] ১৩৬

পৃথিবীতে যত তীর্থ আছেন, সেই সব তীর্থ এক সাগরে অবস্থান করিতেছেন। সাগরে যে সব তীর্থ রহিয়াছেন, সে সমস্ত তীর্থ [illegible] অবস্থান করিতেছেন। (এই শ্লোকের চতুর্থ পাদে "বিষ্ণুপাদেষু তানি চ" এই স্থলে "[illegible]" এই পাঠান্তর দেখা যায়। সেস্থলে "[illegible] সমস্ত তীর্থ বিরাজ করিতেছেন" এরূপ অর্থ হইবে।) ১৩৭

বিষ্ণুপাদোদক ([illegible]) সমস্ত পাপ ও ব্যাধি নাশ করে। [illegible] সমস্ত তীর্থস্বরূপ, মুক্তি ও মুক্তিপদ এবং [illegible]। ১৩৮

[illegible] বরাহরূপে [illegible] এই [illegible] এরূপ [illegible] করিয়া থাকেন। ১৩৯

এই কথা বলিয়া সেই [illegible] সুতপাঃ তাঁহা [illegible] পূজা [illegible] "এই [illegible]

তস্কর ও দুষ্টের রাজা বিভ্রাণকোলক: শিবে।
বিপ্রাণ্ডে পুরুষায়ণ ভোজরাজায় বংশজম্ ॥ ১৪১
নাবন্ধ্যবরণীকে তু নির্মুক্তো যাদিকো বৃণ:
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠ: সুরপা: কপ্তপাত্মজৈ: ॥ ১৪২
রাজাপুত্রাবিবাহক ভোজক কয়ং মনুষ।
বাসক মাংসভোজন যজে তৈব বৃণায় চ ॥ ১৪৩
রাজর্ষিবর্যান্ত: শীঘ্রমিত্যুক্ত্বা তপসে মুনি:।
জগাম বালান: ক্ষুর্ণ নির্দিশ্য রাজিন: ॥ ১৪৪
কল্পবর্ণবয়া: সর্বে বিরাজ: শেতকুণ্ডিকা:
তার্যাশ্চ তবাস্তু প্রসাদ্য পুত্রো রাজা ভবুব হ ॥১৪৫
সুবজ্ঞ: সুতরা: যয়া ভবার ভুবন: তপ:।
বিবাং বর্ষশত: রাজা তপাস পাসন মনুষ ॥ ১৪৬
যজ্ঞা বর্ণী সবনে রথস্থা পরমেষ্ঠিন্।
ম ভূবর্ণবয়াত্রেণ বিশ্বাসক্ত ভবুব হ ॥১৪৭
তবাস্ত মানুষ: বেত: বিবাং বৃষ্টি: বথায় হ।

সা বেদী যেন যানেন যজ্ঞেনাবিশ্চিতেন চ ॥ ১৪৮
বৃণ: নৌবা চ বোলোক: ভোজরাজা অথো তথা
রাজা ধর্ম লোকেক: সন্তা বিজয়তে ভুবম্ ॥ ১৪৯
বেষ্টিত: পর্বতৈরেষ পরমপুণ্যেন চারুণা।
শ্রীমদ্ভাবসমাযুক্ত: রাজমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৫০
যোনযোনী যোনিকৃতৈ: শোভিত: পরিমণ্ডিতৈ:
মন্ত্রেণ্ডবাহনির্বাবশিটৈ: সুরযোগৈ: ॥ ১৫১
নানাচিত্রবিচিত্রৈশ্চ তাদিত: পরিশোভিতম্।
সপ্তত্রিংশপ্রমাণৈ: তন্ত্রকুলসমন্বিতৈ: ॥ ১৫২
পাতিতাক্তমাকীর্ণৈ: বেষ্টিত: মাংসবেদুভি:।
আকাশবং সুবিস্তীর্ণ: বর্তুল: চন্দ্রবিগ্রহ: ॥১৫৩
অস্তবর্ত্মণি বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
সুরক্ষিতা নিবাসায় ব্রহ্মণেবোপকল্পিতা ॥ ১৫৪
আত্মাত্মাশ্রয়: বিজ্ঞানাত্মকঃ সুকর্মজম্
অয়ং নারায়ণোহনন্তো ত্বয়া বিষ্ণুর্বরান্ বিভাট্ ॥১৫৫

আপনার ভোমার বিজয়ী আশিস্ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪০

শিব : তখনও রাজা সুরথ অভিলাষকারে রাজসের পাদদেশে পাত করিলেন। তিনি তখন রাজাধনকে পূজন করিলেন এবং বীরাশিষ্টের ভোজন করাইলেন ॥ ১৫১

এইরূপে এই রূপে অভিবাহিত হইলে পর রাজা সুরথ যাবি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেন। এদিকে মহাতপস্বিনী মুনিশ্রেষ্ঠ সুরপা সেই সময় রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫২

তিনি সুরথকে প্রীতিসহ পূজনবিধান, ভোজ, তক্ষ, মন্ত্র এবং রাজাধনাদি দান প্রদান করিলেন ॥ ১৫৩

ঋষি : "রাজন্! তুমি তপস্যা করিবার জন্য সত্বর পুত্র হইবে নির্বাণ কর" এই কথা বলিয়া মুনিবর সুরপা তখনই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫৪

রাজা সুরথও পূজনাদি করিয়া চলিয়া যাইলে সেবিকা রাজমহিষী গোপে অচল অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তার্যাগণ প্রাণত্যাগ করিলেন এবং পুত্র রাজা হইলেন ॥ ১৫৫

অতঃপর রাজা সুরথ পুত্রের জন্মে হইয়া অত্যন্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি তপস্যা নিমগ্ন হইয়া উগ্র তপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৬

সেই সময় রাজা সুরথ একদিন বিপ্রাণ্ডপসরে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাসত্র দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার পরে অমনি তিনি বিশ্বাস হইয়া পড়িলেন ॥ ১৫৭

অনন্তর রাজা তখনই বিশেষ যত্নের সহিত দেহ ত্যাগ করিলেন এবং বিষ্ণুমূর্তি অর্থাৎ বিষ্ণু দেহ ধারণ করিলেন। তখন রাজার দ্রুত গতিতে সেই বেদী রাজা হইতিবিধি যজ্ঞ করিয়া পূর্ণ সুরথকে লইয়া বোমযান-যোগে গমন করিলেন। সেই সময় রাজা বিজয়শীল-পরিবৃত, মন্ত্রোচ্চার পরমপূত অর্থাৎ পবিত্রকারক, শ্রীমদ্ভাবসমাযুক্ত এবং রাজমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীযোগমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ১৫৮-১৫৯

যোনযোনী যোনি, যোনী ও যোনজন যোনিজ যেই শ্রীযোগমণ্ডলে ইন্দ্রাণী যজ্ঞবিধি ও অগ্নিসহ অন্যান্য রাজা ভিন্ন-ভিন্ন মন্ত্রিবলযুক্ত সমুদ্ভাবিত, পরিবিধান সুরক্ষাকৌশল আছে ও তন্ত্রকুলসমূহ মণ্ডিত সমুদ্ভাসিত (প্রকাশিত— সমুদ্ভাসিত) সংযুক্ত শ্রীযজ্ঞমণ্ডলে পরিশোভিত, আকাশের ন্যায় অতি বিস্তীর্ণ এবং চন্দ্র বিগ্রহের ন্যায় বর্তুল (গোলাকার) ॥ ১৬১-১৬৩

এই শ্রীযোগমণ্ডলে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম হইতে পঞ্চাশৎ কোটিযোজন উর্দ্ধে বিরাজমান। তথা পরমেষ্ঠী শ্রীসুরথের

যত্র কূর্মশিরাউদ্ধংসো যত্র লক্ষ্মীঃ সরস্বতী
বা বিষ্ণুমায়া সাবিত্রী তুলসী চ মনোহরা ॥ ১৫৬

সনৎকুমারঃ কপিলো ব্রহ্মা [illegible] ।
কপিলো বশিষ্ঠা ব্রহ্মা তথ্যপুরাণ যোগিনঃ ॥ ১৫৭

শরবো মরুতশ্চৈব সূর্যো চন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ।
[illegible] ॥ ১৫৮

এভির্দৃষ্ট গোলোকো নাতিদৃষ্টঃ কদাচন ।
বিবাহেচ্চ তত্রৈব হরিশিষ্যাদ্যস্য শিবম্ ॥ ১৫৯

রত্নমালাবিভূষিতৈশ্চ ভূষিতঃ [illegible] ।
বনিতাভিঃ শীতলৈঃ পরিতোষৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৬০

চন্দনোক্ষিতসর্বাঙ্গৈঃ বিনোদৈঃ গোপরূপিণম্ ।
নবীনযৌবনস্থাঃ [illegible] ॥ ১৬১

নানাপ্রকাররত্নৈশ্চ [illegible] ।
বিভূষিতং ভূষণৈশ্চ [illegible] ॥ ১৬২

গোলোকমেতৎ তেষাং তত্র [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৩

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৫

রাসমণ্ডলমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণ [illegible]
[illegible] ॥ ১৬৬

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৭

[illegible] ।
বিশাল ও [illegible] ॥ ১৬৮

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭০

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭১

তাঁহার বিবাহও হইয়া ছিল [illegible] অধিষ্ঠান ॥ ১৫৫

এই শ্রীগোলোকধাম [illegible] অগম্য। [illegible] (শিব), [illegible], ব্রহ্মা, বিষ্ণু, [illegible], লক্ষ্মী, সরস্বতী, [illegible] বিষ্ণুমায়া দুর্গা, সাবিত্রী, তুলসী, [illegible], সনৎকুমার, [illegible] ও নারায়ণ —এই [illegible] কপিল, বশিষ্ঠ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], সূর্য, চন্দ্র, [illegible], এবং [illegible] — ইহারা [illegible] গোলোক দর্শন করিয়াছেন। [illegible] কেহই এই গোলোক দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। সেই [illegible] গোলোকধামে [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], ও [illegible] বিভূষিত, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ॥ ১৫৬-১৬৩

[illegible] ॥ ১৬৪-১৭১

সর্বাধারঃ পরঃ পূজ্যঃ প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ সনাতনঃ
সর্বসম্পৎস্বরূপশ্চ তস্মাত্তং সর্বসম্পদাম্ । ১১১
সর্বস্বরূপশ্চ সর্বস্বসম্পত্তাধিপঃ ।
সর্বস্বদঃ সর্বস্বসাধ্যশ্চ তস্মাৎ । ১১০
তং পৃষ্ট্বা নৃপতিস্তুষ্টো জগাম স্বগৃহং যযৌ ।
মাঙ্গল্যেষু পুণ্যদিনে দুর্গা চ প্রেষয়ৎ চ । ১১৪
পরমাত্মা মনৌ তস্মৈ যথাস্তত্ত্বমুবাচ হি ।
যত্তদ্বিং বিস্তরাৎ সত্যাখ্যায়াঞ্চ পুরুষং তথা । ১১৫
যাবাবক্রস্য তপসাত্মজ্ঞানং কৃষ্ণকর্মণি ।
যোগীন্দ্রিঃ সুপ্রিয়াদ্যিশ্চ সেবিতা যোগতাবৈঃ । ১১৬
মন্ত্রাদিতা শ্রীকৃষ্ণস্য মন্দিরেষু চ পূজিতা ।
মনুদিতেন সপ্তমা তত্ত্বা চ মন্ত্রযোগ চ । ১১৭
আদৌ তাবাঃ মন্ত্রজাতী পশ্চাৎ কৃষ্ণস্য মানবম্ ।
প্রবর্ততি চ বেদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ । ১১৮

বিপর্যয়ঃ যে কথিতি যে বিদ্বন্তি তথৈব চ
কৃষ্ণস্যাগ্রিতা শ্রেষ্ঠা সর্বাদ্যা সর্বকারিকা । ১১৯
যে পঠন্তে জ্ঞানযুক্তে যাবাবক্র-বিবাদকে
তবন্তি শ্রীপুত্রযোগা রোগিণঃ শতজন্মসু । ১২০
ইত্যেবং কথিতং দুর্গে প্রাধিকাখ্যানমুত্তমম্ ।
যা বং সতী তবস্তী বৈষ্ণবী চ মনাত্মনী । ১২১
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
মায়য়া যাং মুহ্যন্তি যং দেবাঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ । ১২২
শ্রীজাতিষ্বধিদেবী চ পরা জাতিস্বরূপা ধৃতা ।
কথিতং প্রাধিকাখ্যানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি । ১২৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
সুরথ-সুমেধসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ । ৫৪

---

৯১ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধর, যজ্ঞ সর্বকারণ সমুদয়ের কারণ, সকলের অধ্যক্ষ। সর্বেশ্বর ও সকলের জীবন স্বরূপ। ১১১

ইনি সর্বাধার, পরম পূজ্য, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন, সর্বসম্পৎস্বরূপী এবং সর্বসম্পদাধার। ১১২

ইনি সমস্ত সম্পত্তির অধিপতি, সমস্ত সম্পদের দাতা, এবং সর্বাধিষ্ঠ সকল সম্পদের সম্পাদক। ১১৩

রাজা সুরথ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া তাঁহাকে পরম হিতের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তদনুসারে পুরুষোত্তম তাঁহার সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। ১১৪

অনন্তর রাজা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যার্থে পুষ্কর আশ্রমে তপস্যা করিলেন, সিদ্ধি ও বিদ্যার সহিত প্রদান করিলেন। ১১৫

শ্রীরাধা বিরহ হইতে মাধবি। শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে পারিলেন। তখন শ্রীরাধার চিরকাল মনোজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকে যোড়শোপচারে দ্বারা পূজার করিয়া সেবা করিতে পারিলেন। ১১৬

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যের সহিত তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অভিমতবাক্যে তাঁহার পূজা করিলেন। ১১৭

যেমন এইরূপ বিবিধ ভাবে এবং যোগিন্দ্র প্রভৃতি সকলে পরিতোষ এই অধিকার প্রথম অধিকারের যে, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কৃষ্ণ ও রাধা অর্থাৎ 'রাধা-মাধব' এই ক্রমে সমস্ত উপাসনা করিবে। ১১৮

কিন্তু এই যোগিন্দ্রিত ক্রম বজায় করিয়া যাহারা বিপরীত ভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণ-রাধা বা মাধব-রাধা এইভাবে ধ্যান করে, তাহারা তখনকার কৃষ্ণপ্রাধিকা শ্রেষ্ঠতমা শক্তি রাধার নিন্দা করিয়া থাকে। ১১৯

যাহার ফলে সেই সাধিকগণ শত শত জন্মের অবস্থিতি-কাল ধরিয়া কামনার সাধক নরকে পড়িতে থাকে। তাহারা সব অপরাধ করিয়া পর পর শতবার (সাতাশের সত্ত শত পর্যন্ত) রোগগ্রস্ত এবং স্ত্রী-পুত্রবিহীন হয়। ১২০

দুর্গে। এইরূপে আমি তোমার নিকটে উত্তম রাধিকা উপাখ্যান বর্ণনা করিলাম। তোমা তুমি তপস্বিনী-বৈষ্ণবী-সনাতনী-নারায়ণী-বিষ্ণুমায়া মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী। তুমি সর্বেশ্বরী ও সর্বসিদ্ধিদাত্রী ইহাকে মায়াবলে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২১- ২২

তুমি সমস্ত স্ত্রীজাতিস্বরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরা—সর্বজনধারা, ধাত্রিণী। এবং ধৃতা—সর্বজনধৃতা। তোমাকে আমি উত্তম রাধিকা উপাখ্যান বর্ণনা করিলাম, অতঃপর আর কি শুনিতে বাসনা কর ? ১২৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে সুরথ-সুমেধসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৪

[মাধিকোপাখ্যানে শ্রীরামায়া মন্ত্র-পূজাবিধান-হোমফলম্]

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণস্য কিমে মন্ত্রে মূলাকরীশ্বরস্য চ ।
কথং তস্যাশ্চ রামায়া পূজনং বৈষ্ণবো নৃপঃ ॥১
কিং বিধানেন কিং ধ্যানং কিং হোমঃ কথমেব বিম্ ।
কং মন্ত্রং মনসে ধ্যায়ে তাং পূজাপদ্ধতিং বদ ॥২

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

যে বিপ্র কা ভবানীতি প্রশ্নং মূর্বতি যামনি ।
শীঘ্রং প্রযোজি যোগোকং কন্যায়াবর্তী ভূবে ॥৩
ইত্যুক্তস্তং তাতেস্তুষ্টাচ ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
তৎসেবয়া চ তন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামে বহুক্রমঃ ॥৪
তৎপ্রাণায়িষ্ঠাকুণ্ডেষ্টী তত্র দ্বারাং পরাংপরাম্ ।
কৃপাময়ীপ্রসাদেন শীঘ্রং প্রাপ্নোতি তৎপদম্ ॥৫

ইত্যুক্তা, মাধিকায়ন্তু মনৌ তস্মৈ মহেশ্বরঃ ।
ঔং রামেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥৬
প্রাণায়ামং পুরস্কৃত্য মন্ত্রস্যাস্য তথৈব চ ।
ঋষ্যাদ্যন্যাসমেবক ধ্যানং বক্ষ্যে সুদুর্লভম্ ॥৭
হোমক্রমঞ্চতন্ত্রোক্ত বিস্তরাদ্যান্ত লিখিতঃ ।
তাতো দেব ভবেদ্বৈষ্ণ ভক্তাপ পরমং মনুম্ ॥৮
যানিক শ্যামবেলোক্তং মন্ত্রস্যান্তে চ যোজয়েৎ ।
কৃষ্ণায়া পূজয়ামাস পূর্বা যানেন যেন চ ॥৯
যেষ্টপঞ্চাশদর্ণাঢ্যা কোটিচক্রসমপ্রভম্ ।
পঞ্চপার্শ্বসমাযুক্তা পঞ্চাশৎপত্রলোচনাম্ ॥১০
সুরেন্দ্রৈঃ পূজিতাঞ্চ পঞ্চবিদ্যাবরাং বরাম্

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[মাধিকা-উপাখ্যানে শ্রীরামার মন্ত্র, পূজাবিধান ও হোমফলকথন]

শ্রীপার্বতী কহিলেন,—হে ভগবান! আপনার ও আমাদের সকলেরই পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণের যে মাধিক বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা মূলক কেন শ্রীরামার মন্ত্র গ্রহণ করিবেন? ১

শ্রীরামার পূজা কিরূপ? তাঁহার ধ্যান কি? হোম কি? ফল কি? মুনিবর মূলকঃ দ্বারা মূলককে শ্রীরামার কোন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন? অথবা মুনিবর মূলকঃ দ্বারা মূলককে শ্রীরামার কোন্ পূজাবিধান, কোন্ ধ্যান, কোন্ হোম, কোন্ ফলক প্রদান কোন্ মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন? আপনি তাঁহার পূজা পদ্ধতি আমাকে বলুন। ২

শ্রীঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! দ্বারা মূলক মুনিবর মূলকঃকে এই প্রশ্ন করিলেন যে,—হে বিপ্র! আপনি তাঁহার পূজা করিব। হে মুনে! তাঁহার আরাধনায় আমি শীঘ্র যোগলোকে গমন করিতে পারিব? ৩

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মূলক এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণোত্তম মূলকঃ তাঁহাকে কহিলেন,—বাৎস! শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলোক—গোলোক যে ভক্ত লাভ করিয়াছেন। ৪

কিন্তু তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী পরাদেবী শ্রীরামার ভজনা কর, তাহা হইলে সেই কৃপাময়ী শ্রীরামার কৃপাপ্রভাবে সত্বর তাহা লাভ করিবে। ৫

এই কথা বলিয়া মুনিবর মূলকঃ তাঁহা মূলককে 'ঔং রামা-পদের চতুর্থীর এক বচনে প্রয়োগ করিয়া তাহার শেষে বহ্নিজায়া 'স্বাহা' পদ যোগ পূর্বক 'ঔং রামায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্রক মন্ত্র প্রদান করিবেন। ৬

তাহার পর তাঁহাকে তিনি সহকারে প্রাণায়াম, পুরশ্চর্যা, ন্যাসক্রম, ধ্যানক্রম, যজ্ঞক্রম সকলই বিশেষরূপে বলিবেন। তাহা মূলক মুনি তন্ত্রবিধি ক্রমানুসারে উত্তম রূপেই জপ করিতে লাগিলেন। ৭-৮

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ পূজাকালে যে যানের দ্বারা শ্রীরামার পূজা করিয়াছিলেন, তাহা সেই বজ্রমণিময়ের যানকল্প ও শ্যামবেদবর্ণিত যান বলিবেন। ৯

যেষ্টপঞ্চাশৎ পূজ্যবর্ণবিশিষ্টা, কোটিচন্দ্রসমা যেন পাদপদ্মযুক্তা, পার্শ্বদেবীর পূর্বদিকে উদিত সূর্যমণ্ডলসদৃশ অবস্থানকারিণী, পরমকারুণ্যের পরম মূলক মহাশোভিনী, মূলক জ্যেষ্ঠী (কনিষ্ঠেন) ও বিমল (কনিষ্ঠ পদার্থ যাহা) শক্তিযুক্তা, পঞ্চবিদ্যাস্বরূপা ত্রিদিব ঔং ও অবস্থিতা, বরা—সর্বশ্রেষ্ঠা, মূলাম্বোধিবিধিত অর্থাৎ মূলমন্ত্রী

আর্যাসপ্তশতী [প্রকীর্ণক

মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দিতকণ্ঠস্থং কিমপি বোধয়াম্যহম্ ॥১১
ইন্দ্রাণ্যাভরণায়াং ভক্তানুগ্রহকাতরায়াম্ ।
যদ্বিভবায়াস্তায়াং ভবতীনামস্তি বিস্ময়ঃ কিমু ॥ ১২
ভবতীভূষণভূতা ভবতীনামেব ভক্তিরিয়ম্ ।
ভবতীভূষণভূতেন বিচিত্রেণ বিভাজিতম্ ॥ ১৩
পূর্ণাভিষেকসিক্তেন গজকুলবিরাজিতায় ।
অমুষ্মৈ ভবতীশ্রেষ্ঠে প্রেষয়তি বিভূতিম্ ॥ ১৪
নয়নযুগনির্গতাশ্রুবিন্দুকুটোঞ্জ্বলম্ ।
ভবতীভূষণযুক্তা ভবানমতি লোকিতম্ ॥ ১৫
বিস্ময়ীং ভবতীভাজং বালমৌদাসমালোকিতম্ ।
ভবানির্বাহুদেবীক মেত্রবন্ধবন্ধনীম্ ॥ ১৬
যোগীন্দ্রৈঃ মৃগ্যিতাপ্তিং দেবিতাং দেবতাসৈঃ ।
ভবতীং বিদ্যুতিং সাধ্বীমন্তঃপশ্যন্নবিদ্যুবা ॥ ১৭
বিদ্যুদ্বিদ্যুন্ন ঃকৌমীমাদ্যাং ভবতোঽপ্যাম্

বিদ্যা মুদ্যুক্তিয়াং ভক্ত্যা ভূক্তেন পরমাদ্ভবা ॥ ১৮
কৃষ্ণমৌক্তাগ্যমুক্তায়াং কৃতপ্রাণধিকাং ধরাম্ ।
কৃতপ্রাণধিনেবীক নির্ভরাক পরাং পরাম্ ॥ ১৯
ধরাধিকুবিধাত্রীক ধাত্রীক ধর্মসম্পদাম্ ।
কৃতকল্পিতপ্রাণং পাত্রাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥২০
বৈষ্ণবীং বিষ্ণুমায়াক কৃষ্ণপ্রেমময়ীং ভজাম্ ।
রাসরঙ্গলয়ারাধ্যা রসবিরামরহিতাম্ ॥
রাসে রাসেশ্বরমুখ্যাং রাধাং রাসেশ্বরীং ভজে ॥ ২১
ধাত্রা পুষ্পং মুদি দত্ত্বা পুনর্ধাত্রেয়ংপুষ্পম্ ।
ধত্তাং পুষ্পং পুনর্ধাত্রা ষোলশাদানি ষোড়শ ॥ ২২
আসবা যমল পাত্রমর্ঘ্যা দত্ত্বাঙ্গুলেপনম্ ।
মূলং ধীশং সুপুষ্পাক্ত স্থানীয়ং ভক্তভূষণম্ ॥ ২৩
রাসাপ্রসাধনৈশ্বর্যং ভাসুনা যাদিতঃ ক্রমম্ ।
অনুসর্গং ভক্তকল্পদ্রুপাদানি ষোড়শ ॥ ২৪

ইহাদের অবোধ্য পরমেশ্বরের অনোপাধিনী, ঈশ্বরলাভের প্রথম অবস্থার অনুরূপ অধিক উন্নীতা, অধিকার যত্নশীলিকা, ভক্তগণের-বিভূষিতা, ভক্তিবিশিষ্ট মেঘের (অসুর) ও দেবতা (দেবতা) ভূষিতা, ভক্তের অঙ্গীয় (নূপুর) ধারিকা, বিচিত্র অথচ বিশেষ ধারী ভক্তের (নূপুর দেখি) শোভাদায়ক, পূর্ণতার চেষ্টা আসবঃ (ভেজস্বী) পরমভক্তধারিকা, অমূল্য মহিমাদির ঐশ্বর্যের (ঐশ্বর্য)—বিভূষিতা, অতি উচ্চতে মহিমাদির বিভূতি ও মুকুটে উদ্ভাসিতা, মহিমাদির অনুরূপ মুক্তা, ভক্তের পাপক্ষয়কারিকা, রাসরঙ্গী পুণ্যরাসমহাদির ধনরী (মুক্তার মোলা)-ভাসমানিকা, ভক্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরমভক্তমুক্ত রীতিধারিণী, ভেদজ্ঞানের আধারাদির কারিকা বিশুদ্ধতা দেবী যোগীজনের ধ্যান দেবিকা, অনুরীতিমুক্তমুক্তের অধিক আধারভাবে ভেদবিশ্বে ও বিশুদ্ধ বিশ্ব আত্মা মনোহর

---

* শ্রীভক্তের মেঘ ইহাতে যে সকল মহাশক্তি বিবিধ রূপ, ঈশ্বরের ইহাতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা। দুর্গা সর্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সাবিত্রী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শ্রীরাধা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

যৌবনমনোহরে ঐশ্বর্যবর্ণা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিত্য অতি সংকারে কৃপান্বিতা, কৃষ্ণপ্রেমে সৌভাগ্যবতী, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়া, বরণীয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিশুদ্ধা, পরমেশ্বরা, মহাবিষ্ণুমায়ী, সর্বসম্পদধারী, কৃষ্ণভক্তিদাত্রী, ধাত্রী, মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৃষ্ণপ্রেমময়ী ভক্তা (সম্ভোগী), রাসরঙ্গ-রসধারা মহাবিহারাদির অবধিরা রাসে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী ও রাসেশ্বরী শ্রীরাধাকে আমি ভজনা করি। ২০-২১

এই শ্লোকদ্বয়ে রাসে একত্র রাসে পুষ্প বরকে ধাত্রিকা ধাত্রীকে পূজা করিয়া এবং আবার সে ধাত্রী যে ধাত্রী পূজার অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধার রাসে করিবে। অনন্তর পুনর্বার রাসে করিয়া পুষ্প ও ষোড়শ উপচার রাসে করিবে। ২২

১। আসব। ২। যমল (যুগ) ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। গন্ধ ৬। অনুলেপন ৭। মূল, ৮। ধীশ ৯। ঈশ্বর পুষ্প ১০। স্থানীয় ১১। ভক্তভূষণ ১২। রাসাদিক ঐশ্বর্য ১৩। ভানুনা ১৪। মূলাদিক ক্রম ১৫। অনুসর্গ এবং ১৬। ভক্তকল্পিত দ্রব্য—শ্রীরাধার পূজার এই ষোড়শ উপচার অধিক আছে। ২৩-২৪

প্রত্যেকং যোজনোচ্চঞ্চ বহুঃ শতৈকাঃ চ কুম্ভকাঃ।
মন্দুরান্ত অশ্বাঃ দত্তং দেবেভ্যঃ সর্বসম্মতান্ ॥ ২৪
রত্নাম্বরবিভূষিতং বিবিধং বিশ্বকর্মণা।
বরং সিংহাসনং রম্যং ময়া দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৬
অমূল্যরত্নখচিতমমূল্যং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্।
বহ্নিশুদ্ধং নির্মলঞ্চ বসনং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ২৭
[illegible] সর্বতীর্থোদকং শুভম্।
পাদপ্রক্ষালনার্থঞ্চ ময়া দত্তং গৃহ্যতাম্ ॥ ২৮
দক্ষিণাবর্তশঙ্খস্থং দূর্বাপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
পুষ্পং পুষ্পং তীর্থতোয়ৈঃ ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৯
পাথিব-প্রকাশকুম্ভস্থং পুষ্পতোয়কম্।
মধ্বাদি পবিত্রং ময়া দত্তং গৃহাণ মে ॥ ৩০
শ্রীখণ্ডচূর্ণং সুরভিঃ কস্তুরীকুঙ্কুমান্বিতম্।
গন্ধযুক্তং দেবেশি গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ৩১
বৃক্ষনির্যাসরূপঞ্চ গন্ধদ্রব্যাদিসংযুতম্।
কৃষ্ণকান্তং পবিত্রং ধূপং দেবি গৃহাণ মে ॥ ৩২
অন্ধকার-ভেদকরং [illegible]।
সুপ্রদীপং দীপ্তিরূপং গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৩৩
নানোপহাররূপঞ্চ নানারসসমন্বিতম্।
অতীব রোচকং রম্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ৩৪
সুবাসিতকর্পূরং সুরভি সুনির্মলম্।
বিশুদ্ধং গঙ্গাতোয়ং পানীয়ং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৫
অমূল্যরত্নরচিতং কেয়ূরকনকাদিকম্।
সর্বাঙ্গভূষণং রম্যং ভূষণং গৃহ্যতাং মম ॥ ৩৬
তাম্বুলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
নানাবিধ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৭

দুর্গতি দূর করা যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট এক লক্ষ হস্তী যেগুলি পরিপূর্ণ রত্নময় অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত। মুখ্য যেই সর্বসম্মত দেবতার অশ্বসমূহ দান করি ॥ ২৪

আসনদানের মন্ত্র—হে ঈশ্বরি! এই সুন্দর বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত রত্নময় বিচিত্র রমণীয় এই উত্তম সিংহাসন আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৬

বস্ত্রদানের মন্ত্র—দেবি! অমূল্য রত্নখচিত, অমূল্য, সূক্ষ্ম, বহ্নিশুদ্ধ ও নির্মল এই বসন আপনি গ্রহণ করিয়া ধারণ করুন ॥ ২৭

পাদ্যদানের মন্ত্র—হে ঈশ্বরি! উত্তম সর্বতীর্থের পবিত্র জল, চরণ প্রক্ষালনের জন্য এই পাদ্য আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৮

অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—ঈশ্বরি! দক্ষিণাবর্ত শঙ্খস্থিত, দূর্বা-পুষ্প-অক্ষত সহিত এবং পবিত্র তীর্থজলে যুক্ত এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হউন ॥ ২৯

আচমনীয় মন্ত্র—হে ঈশ্বরি! পবিত্র স্বর্ণময় কুম্ভস্থিত অতীব সৌরভপূর্ণ মধুযুক্ত এই জল আমার নিকট হইতে আচমন করিবার জন্য এই আচমনীয় আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩০

অনুলেপন দানের মন্ত্র—হে দেবেশি! শ্রীখণ্ড, কস্তুরী ও কুঙ্কুম ও সুগন্ধযুক্ত এই অনুলেপন আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩১

ধূপদানের মন্ত্র—হে দেবি! বৃক্ষসমূহের নির্যাসনির্মিত, গন্ধদ্রব্যযুক্ত অতি এবং কৃষ্ণের অতিপ্রিয় এই পবিত্র ধূপ আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩২

দীপদানের মন্ত্র—হে পরমেশ্বরি! অন্ধকারভেদকারী, সুন্দর দীপ্তিবিশিষ্ট, উজ্জ্বল ও তেজোময়ী এই সুপ্রদীপ আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৩

নৈবেদ্যদানের মন্ত্র—পরমেশ্বরি! নানা উপহাররূপ, নানা রসে সমন্বিত, অতীব রোচক ও রমণীয় এই নৈবেদ্য আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৪

পানীয়দানের মন্ত্র—হে দেবি! উত্তম কর্পূরসুবাসিত, সুরভি, অতীব নির্মল এবং বিশুদ্ধ গঙ্গাজল এই পানীয় (পান করিবার জল) আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৫

ভূষণদানের মন্ত্র—হে ঈশ্বরি! অমূল্য রত্নরচিত, কেয়ূর ও কনকাদি এবং সুশোভন সর্বাঙ্গ—ভূষণ এই সব ভূষণ আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৬

তাম্বুলদানের মন্ত্র—হে দেবি! তাম্বুলসহ উত্তম সুন্দর কর্পূরাদি, নানাবিধ ও নির্মল—এই সব নৈবেদ্য আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৭

আমূলফলং বারঃ প্রথমং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
সর্বদোষাধিকং যাহি তামূলং দেবি গৃহ্যতাম্। ১৮
অথবা রত্নপাত্রস্থং পুষ্পাস্ত্রং সুমনোহরম্,
দত্তা নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি। ১৯
মন্ত্রস্তন্ত্রাদিনির্মাণং যন্ত্রিতন্ত্রাদিকারিকম্,
পুস্তকঞ্চাক্ষরাঢ্যং বা সর্বাঙ্গং দেবি গৃহ্যতাম্। ২০
এবং সংপূজ্য দেবীং তাং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
অথবা পূজয়েদ্ দেবীং আবিকাদ্যৌ ক্রমে ক্রমী ৭১
পাদাবিক্ষয়োরেকং দক্ষিণং বামমেব চ
ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্ ভূমিং পরিবারিকাঃ ৭২
বালাবয়ঃ পূর্বকোণে দক্ষিণকোণে চ মধ্যমাঃ।
বৃদ্ধিং চ রত্নমালাঞ্চ পুত্রিকাং নৈঋতে যজি। ৭৩
পশ্চিমে চ শশিকলাঃ পারিজাতাঞ্চ বায়বে

দেবি। উত্তম ফলটির ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল : সর্বদোষ বিনাশকর হইবে জানিবে এবং তাদৃশ তাম্বূল (পান) আপনি গ্রহণ করুন। ১৮

মন্ত্রতন্ত্রাদির নাম—যে পাঠ্যপুস্তক, রত্নপাত্রস্থ বিচিত্র, সুবাস ও অতিশয় মনোহর—এই সব অথবা (কিছুদিন) অন্য আমি ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া এই অধম ভৃত্য ভক্তকে গ্রহণ করুন। ১৯

পঞ্চোপচারে যথা—হে দেবি। উপরোক্ত গন্ধমিশ্রিত, বহ্নিদগ্ধ সুগন্ধাদিযুক্ত এবং পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা বিশেষ ভাবে ভূষিত এই পাদত্রয় আমি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। ৪০

এইরূপে দেবী শ্রীমাতাকে বিশেষ সমাদরে পূজা করিয়া আমি কৃষ্ণ তাঁহাকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। তাহার পর শ্রীমাতৃ-পূজনের জন্য অন্য যেই সকলটি ভক্তসকলের শ্রীমাতার অতি আত্মিকা অর্থাৎ অন্তরঙ্গতমা সখীর পূজা করিবেন। ৭১

ত্রিবার দুর্গা। দক্ষিণপার্শ্ব হইতে পূর্বাদি ক্রমে শ্রীমাতার ত্রিবারের অতি পরিচারিকার অভিষেকজন্য পাদ ও পদ্মের পূজা করিবে ভক্ত। ৭২

অতি পরিচারিকা। পূর্ব কোণে (দিকে) বালাবয়ঃ, দক্ষিণকোণে মধ্যবয়ঃ, পশ্চিম দিকে বৃদ্ধাবয়ঃ, নৈঋতি কোণে বৃদ্ধিকা, পশ্চিম দিকে শশিকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা,

পদ্মাবতীমুদ্রয়ে চ ঐশানস্যাং সুমধ্যাং তথা। ৭৪
মৃগিকাবালকৌ পদ্মাসনস্থৌ স্মরতঃ ক্রমে ক্রমৌ
পরিবারক মুদ্রয়ে সাম্বোধোক্তমেব চ। ৭৫
যঃ যোগী ভবতাং মাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা তথা। ৭৬
কৃষ্ণঃপ্রেমবতী শক্তিঃ কৃষ্ণসৌভাগ্যরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে যাগে বসন্তে মঙ্গলপ্রদে। ৭৭
অত্র যে মন্ত্রনা তন্ত্র ভৌমকং মার্গকং নব।
পূজয়ামি সদা সা চ যা শ্রীকৃষ্ণেন পূজিতা। ৭৮
কৃষ্ণকর্মণি যা যাগা সর্বসৌভাগ্যদায়িকা।
যাগে যাগেশ্বরীত্বেণ যাগা কৃষ্ণবনে ভবে। ৭৯
কৃষ্ণপ্রিয়া চ লোকেষু তুলসী কাননে চ যা।
চম্পাবতী কৃষ্ণরাজ ক্রীড়া চম্পকবনেষু। ৪০

উত্তরাদিক পদ্মাবতী এবং ঐশান কোণে সুমধ্যা—এই তাঁহার সখী পরিচারিকা পূজা করিবে। ৭৩-৭৪

শ্রীমাতৃপূজাতন্ত্র ক্রমে তাঁহার উক্ত শ্রীমাতাকে মুদ্রিকা, মালতী ও পদ্মাসনা প্রদান করিবে। তাহার পর সাম্বোধোক্ত বলিত প্রকারে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিবে। ৭৫

যে দেবি। আপনি ভবদ্বারা সনাতনী বিষ্ণুমায়া। আপনি কৃষ্ণ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়া ও তথা ভক্তরাজ্ঞী। ৭৬

কৃষ্ণভক্তিদায়িনি বসন্তকাল হইবে। আপনি কৃষ্ণ-প্রেমবতী শক্তি ও কৃষ্ণসৌভাগ্যরূপিণী, আপনাকে নমস্কার করি। ৭৭

মন্ত্র। আর তন্ত্র সকল ভৌম এবং আমার শ্রীমতের মার্গও ভৌম, তাহা, শ্রীমতের যাহা সাম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ পূজা করেন, আমি সেই দেবীকে পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ৭৮

যিনি শ্রীকৃষ্ণকর্মে সর্বসৌভাগ্যদায়ী যাগা, যাগেশ্বরী যাগেশ্বরী, কৃষ্ণবনে যাগ শ্রীমাতা। ৭৯

লোকমধ্যে কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণসৌভাগ্যে আত্মা তুলসী, চম্পকবনে কৃষ্ণরাজ ক্রীড়া করিবার জন্য চম্পাবতী। ৪০

ব্রহ্মাণী চন্দ্রবনে শঙ্খপুষ্পে নদী মহি।
বিরজা বর্ণনদী চ বিরজাক্ষেত্রবাসিনী ॥ ৫১
পদ্মাবতী পদ্মবনে কৃষ্ণা কৃষ্ণসরোবরে
তুলসী কৃষ্ণভূমৌ চ কাশেরা চ কাশকে বনে ॥ ৫২
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্দেবী নারায়ণোরসি।
ভারতে সিন্ধুকন্যা চ সর্ব্বে লক্ষ্মীঃ প্রিয়েতি চ ॥ ৫৩
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বলক্ষ্মীরূপেণ-চ্ছবিরূপিণী
সরস্বতী বিষ্ণুবাক্যা দুর্গা শক্তিস্বরূপিণী ॥ ৫৪
সাবিত্রী বেদমাতা চ কন্যা চ ব্রহ্মতেজসি।
কন্যা ধর্মসুতা রূপা নারায়ণপরস্য চ ॥ ৫৫
কন্যা তুলসী বৃক্ষরূপা তুলসীকাননী।
গোলকস্থোদ্ভবা গোপী কন্যাংশা রোহিণী স্মৃতিঃ ॥ ৫৬
কন্যা কন্যাংশরূপা চ সত্যরূপা সতী দিতিঃ
অদিতির্দেবমাতা চ কন্যকাংশা ধরিত্রিয়া ॥ ৫৭

ব্রহ্মবনে ব্রহ্মাণী, উত্তর শঙ্খপুষ্প শঙ্খক্ষেত্র নদী, বিরজা বর্ণা ও শ্বেতদ্বীপ বাসিনী বর্ণনদীরূপিণী বিরজা ॥ ৫১

পদ্মবনে পদ্মাবতী, কৃষ্ণসরোবরে কৃষ্ণা, কৃষ্ণভূমিতে তুলসী, কাশক বনে কাশেরা ॥ ৫২

বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, নারায়ণ-বক্ষে বাসী (সহচরী), ভারতে সাক্ষাৎ সিন্ধুকন্যা, সর্ব্বত্র শ্রীপ্রিয়েতি নামী ॥ ৫৩

সর্ব্বলোকপূজ্যে সর্ব্বলক্ষ্মীরূপিণী সর্ব্বনন্দী, শিব-শক্তিস্বরূপা সরস্বতী বিষ্ণুবাক্যা দুর্গা ॥ ৫৪

ব্রহ্মতেজে আপনি আদ্য হইয়া বেদমাতা সাবিত্রী, আপনি ধর্মতনয়রূপে ধর্মপত্নী নরনারায়ণজননী মূর্ত্তি ॥ ৫৫

আপনি ধীর ভাবে তুলসী ও তুলসীকাননী রূপা হইয়াছেন। আপনার গোলকসম্ভূত হইতে গোপীরূপ উৎপন্ন হইয়াছেন। রোহিণী (বলরাম-জননী) ও স্মৃতি (কামদেবী) আপনার কন্যা রূপে হইয়া উৎপন্না ॥ ৫৬

আপনার কন্যারূপ কন্যাংশরূপা হইয়াছেন—সত্যরূপা, সতী ও দিতি। ধরিত্রিরূপা দেবমাতা অদিতি আপনার কন্যাংশরূপা ॥ ৫৭

ব্রহ্মবনে ব্রহ্মাণী, বিরা ভূমিস্থানীয় আপনার কন্যা হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। কৃষ্ণভূমিতে তুলসী। আপনি আপনার কৃষ্ণকলি ও কৃষ্ণলতা রূপে ॥ ৫৮

বিরাজন্তে ভূমিরূপাস্তত্র বৃক্ষলতাঃ ক্রমাৎ শুভে।
কৃষ্ণকলিঃ কৃষ্ণলতা যেন যে কৃষ্ণভূমিষে ॥ ৫৯
এবং কৃষ্ণা পদ্মিনীরূপা ত্বয়া চ কথিতা পুরা।
পুরাকৃতা স্তোত্রেণেমম্ ভক্তি-যুক্তশ্চ যঃ পুমান্ ॥ ৬০
এবং বিধায় পূজেমম্ যো বিষ্ণুভক্তশ্চ যাতকে
জীবন্মুক্তশ্চ পূতশ্চ গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬১
যাত্রিকোত্থানিবারাক্ষ যাত্রা যঃ পূজয়েদ্ বিধে।
এবা তস্যেদ প্রযাত্রাঃ যাত্রাপূজনলা লভেৎ ॥ ৬২
পাপৈর্বিমুক্তশ্চ ইহলোকে চ পূজ্যবান্।
ধর্মপাপাদ্ বিনির্মুক্তো যাত্যন্তে বিষ্ণুসন্নিধম্ ॥ ৬৩
আদাবেবং ক্রমেণৈব যাত্রে বৃন্দাবনে বনে
ত্বয়া যা পূজিতা যাত্রা শ্রীকৃষ্ণেন পুরা সতি ॥ ৬৪
সংপূজিতা দ্বিতীয়ে চ যাত্রা এবা ক্রমেণ চ
ফলেন চ সংপ্রাপ্তা বিরজা বেদমাতরম্ ॥ ৬৫

ধরিত্রিরূপা বৃক্ষ ও লতা ক্রমে শুভে বিরাজ পাইতেছে। কৃষ্ণকলি ও যাহা এখানকার যে কৃষ্ণভূমিতে জন্মে ॥ ৫৯

এই কৃষ্ণা পদ্মিনীরূপা তুমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কথিত হইয়াছিল ॥ ৬০

যে ব্যক্তি এইরূপে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার পূজা করে, সে বিষ্ণুভক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ও পূত হইয়া নিশ্চিতরূপে গোলোকধামে গমন করে ॥ ৬১

বিধে! যে ব্যক্তি যাত্রার উত্থান নিবারক যাত্রা পূজা করে, তাহার এই প্রযাত্রা যাত্রাপূজনফল লাভ হয় ॥ ৬২

সে ব্যক্তি ইহলোকে পাপমুক্ত হইয়া পূজ্য হয় এবং ধর্ম্মপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬৩

হে সতি! পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে বনমধ্যে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই ক্রমে যাত্রার যে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬৪

তদনন্তর দ্বিতীয়বার বিরজাও ক্রমে এইরূপে সেই যাত্রার পূজা করিয়াছিলেন। বিরজা যাত্রার ফলে বেদমাতা সাবিত্রীকে গর্ভরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৬৫

এইরূপে ক্রমে প্রাপ্তিমূলক ফল করিয়া ক্রমে পাই করিবে। অতি ও যাত্রা প্রযাত্রারও এই ফল যাত্রিকোৎসবের পূর্ব্বে যত্নে শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৬

যে ব্যক্তি এইরূপে যাত্রাবর্ষে বিরা শ্রীযাত্রার পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য হইয়া যান। সেই ব্যক্তি পবিত্র ও জীবন্মুক্ত হইয়া নিশ্চিতরূপে গোলোকধামে গমন করেন ॥ ৬৭

বিধে! যে ব্যক্তি এইরূপ ক্রমানুসারে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীযাত্রার পূজা করেন, তিনি রাজসূয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৬৮

সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহলোকে পাপমুক্তপূজ্য এবং পরে বেদমাতার সঙ্গে পাশ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯

হে সতি! পুরাকালে বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই ক্রমে শ্রীযাত্রার এই পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৭০

তদনন্তর দ্বিতীয়বার বিরজাও ক্রমে এইরূপে সেই শ্রীযাত্রার পূজা করিয়াছিলেন। বিরজা শ্রীযাত্রার ফলে বেদমাতা সাবিত্রীকে গর্ভরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৭১

এইরূপে সাক্ষাৎ শ্রীযাত্রার পূজা করিয়া ধর্ম্মতনয়রূপ নরনারায়ণ, তাহার (সহচরী), তুলসীরূপা কন্যা ও সর্ব্বাঙ্গে তুলসীকে প্রাপ্ত হন ॥ ৭২

নারায়ণো মহালক্ষ্মীং প্রাপ্য সংপূজ্য ভারতীম্ ।
মহাক্ষ কুসমৌকো গয়াং তুষ্টমনাস্তদৌ । ৬৪
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ প্রাপ্য সিন্ধুসুতাং রমাং ।
মুদ্রয়াং চক্রতুল্যাং বৈ চক্রে তুষ্টো মুদা । ৬৫
ভবেৎ দুর্গা মহাদেবী দৃষ্ট্বা দুর্গাং চ মাং ।
অহিংসিঃ কথনঃ প্রাপ্য চণ্ডঃ মাংপ্রাপ্য রোষিণীম্ ৬৬
কামো রতিং মাংপ্রাপ্য মনো দৃষ্ট্বা পরিস্মরম্
বেদাক্ষ কুসমৌকো বাং মাংপূজ্য পরিস্মরম্ । ৬৭
মাংপ্রাপূর্বরূপেণ ধরণ্যাধরযোগকম্
এবং পূজাবিধানক কথিতং তব সুব্রু । ৬৮

শ্রীমহেশ্বরোবাচ

একদা নারিনী প্রাপ্য মহাবাণ্যং প্রেষ্ঠং ।
দদর্শকক্ষ কুসমাক্ষ যোগাক্ষ কুসমৌকসে । ৬৯

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু সিন্ধুকন্যা রমাদেবীর সাথে অবস্থান করেন। তখনকার সময়ে যেরূপ ভাবে করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে শ্রীরাধার পূজাপূর্বক পূজা করিয়া দুর্গাদেবী তোমাকে দান করিয়াছি। এইরূপ করিয়া শ্রীরাধার আরাধনা করিয়া অহিংসিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই শ্রীরাধার পূজা করিয়া রোষিণীকে দান করিয়াছেন। ৬৩-৬৭

কামদেব শ্রীরাধার পূজা করা হইতে এই বর্ণ পরিস্মরা মূর্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেরূপ ও মূর্তিকে সেই পরিস্মরা শ্রীরাধার আরাধনা করিয়া উহার অর্থ বর্ণ, অর্থ, ভাব ও যোগ লাভ করিয়াছেন। পার্বতি! এইরূপ শ্রীরাধার পূজাবিধান আমি তোমাকে বলিলাম। অতঃপর শ্রীরাধার স্তব শ্রবণ কর। ৬৮-৬৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—একদিন নারিনী দেবী তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণমৌকস কৃষ্ণমণি নারী এক যোগীর সহিত শ্রীরাধাকে দেখিয়া উহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিকট হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ৬৯

শ্রীরাধা শ্রীরাধারূপে বীর মূর্তিসকল ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার অর্থাৎ সংহরণ করিয়া অবস্থান করিলে পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সমস্ত দেবগণ ঋষিগণ, শ্রীরাধা, ভার্গবীদেবী এবং নারায়ণাদি উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলে পরস্পর আলাপনাদি করত শ্রীকৃষ্ণের পাশে গমন করিলেন। ৭০-৭৬

না সংস্তুতা মহাদেবী দৃষ্ট্বা দেবীং সরস্বতীম্
সর্বে বহুমুখৈর্দেবাঃ স্তবমিচ্ছন্তি সাদরাঃ । ৭১
শ্রীশ্রৈবর্ণাদ্যে নিত্যিকা ভার্গবীদেবী প্রাপ্তবতী
যে চ সর্বে সমায়াতা শ্রীকৃষ্ণ পরমং বিদুঃ । ৭২
যেষাং তোত্রেণ সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য সংপূজ্য তাং হরিঃ ।
তুষ্টাব পরমাত্মা চ সর্বেষাং হরিতাং সতীম্ । ৭৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

এবমেব প্রিয়াস্তবাস্তু প্রেমবন্তশ্চ যে নরাঃ
সুখাক্রান্তশ্চ কাশীবাসন্তে যমালয়ে । ৭৪
যে কৃষ্ণ ইতি মন্ত্রেণ প্রাপ্তবন্তি চ মদ্ভক্তম্ ।
মন্ত্রাদি বিদ্যাঃ প্রেম্না চ মাংপ্রভক্তম্ মতাঃ ক্রমম্ । ৭৫
ভবন্তি নরিনীস্তন্তে যমা ভবনবাসিনে
কৃষ্ণবাক্যে স্তবন্ত শ্রীরাধাতীর্থে সর্বতঃ । ৭৬

শ্রীরাধার প্রেমের সঙ্গী হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্তব করত সহিত হইয়া সকলের কল্যাণের জন্য সতী শ্রীরাধার স্তব করিতে লাগিলেন । ৭৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সুন্দরি! আমি তোমার এইরূপ ছিলাম (যে আমাকে বিষ্ণু বা নারায়ণী তোমার চলিয়া বিয়াছ) আমার উপর তোমার এইরূপ প্রেম (যে আমাকে ছাড়িয়া একাও অন্য অবস্থান করিতেছ) কিন্তু আমার প্রতি তোমার যাবতীয় একনিষ্ঠাপূর্ণ কথা আজ সকলই প্রকাশিত হইয়া পড়িল । ৭৪

একনিষ্ঠাপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহা অবগতই রহিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমার প্রাণ এবং সদা শ্রীরাধা।" তুমি আমার এই সব কথা যে কিছা করিছে, সম্প্রতি সেই সব কথা অধিকতর হইয়া যাইল অর্থাৎ বিশেষ হইল । ৭৫

তখনকার। সেইহেতু তোমার সমস্ত কথার আজ আমার নিকায় পর্যবসিত হইল। বেদবিধানে যে, শ্রীরাধাবিনের আজ সর্বথা মূলপ্রকৃতির অবতার শ্রীরাধা হয় । ৭৬

কিন্তু আমি যে তোমাকে 'হে রাধে! তুমি আমার পরমাত্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধা' এই সব যথার্থ কথা বলি, তাহা অতি প্রব সত্য । ৭৭

হয়। বিশেষত তোমাকে ভক্তি করিয়া সর্বথা

[illegible] ত্বমেবাসি [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৮
[illegible] মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
[illegible] ॥ ৭৯
জ্যোতীরূপা নিরাকারা [illegible] ।
[illegible] বিগ্রহী ॥ ৮০
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে ভারতী চ সতাং প্রসূঃ
পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ সতী ত্বং পার্বতী তথা ॥ ৮১
তুলসী পুণ্যরূপা চ গঙ্গা ভুবনপাবনী ।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী কলয়া ত্বং বসুন্ধরা ॥ ৮২

গোলোকে রাধিকা ত্বং চ সর্বগোপালকেশ্বরী ।
ত্বয়া বিনাহং নির্জীবো [illegible] সর্বকর্মসু ॥ ৮৩
শিবঃ শক্তস্ত্বয়া শক্তঃ শবাকারস্ত্বয়া বিনা
বেদকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা [illegible] ॥ ৮৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৮

[illegible] না। তোমা ব্যতীত আর কাহারও প্রাণ নাই। [illegible] ॥ ৭৮

তুমি [illegible] মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী। তুমি [illegible]; [illegible] তুমি নির্গুণা [illegible] ॥ ৭৯

তুমি জ্যোতির্ময়ী নিরাকারা [illegible] অনুগ্রহ করিবার জন্য বিগ্রহ—শরীরী তুমি ধারণ কর। [illegible] ভক্তি দেখিয়া অনুসারী '[illegible], দুর্গা ও লক্ষ্মী' প্রভৃতি নানা মূর্তি ধারণ করিয়া থাক ॥ ৮০

সেই তুমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী এবং [illegible] ভারতী—সরস্বতী। তুমি ভারতবর্ষে [illegible] সতী এবং পর্বত-কন্যা অর্থাৎ হিমালয়-কন্যা পার্বতী ॥ ৮১

পুণ্যস্বরূপা তুলসী ও ভুবনপাবনী গঙ্গা। ব্রহ্মলোকে তুমি সাবিত্রী; তুমি [illegible] বসুন্ধরা (পৃথিবী) ॥ ৮২

তুমি গোলোকে [illegible] গোপ ও গোপীগণের ঈশ্বরী রাধা। কি বলিব? তোমা বিনা আমি [illegible] এবং সর্ববিধ কর্ম করিতে অক্ষম ॥ ৮৩

শক্তিরূপা তোমার শক্তিতেই শিব শক্তিমান্, আর তোমা বিনা সেই শিবই শব [illegible] হইয়া যান। [illegible] ॥ ৮৪

[illegible] ॥ ৮৫

[illegible] ॥ ৮৬

তোমার দ্বারা এই সমুদয় জগৎ [illegible], কিন্তু তোমা ভিন্ন [illegible] (মূলপ্রকৃতি) [illegible] (তোমা) [illegible] ॥ ৮৭

যেমন কুম্ভকার (কুলাল) মৃত্তিকা [illegible] নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়, [illegible] তোমার [illegible] তুমি করিতে পারি ॥ ৮৮

তোমা ব্যতীত আমি [illegible], [illegible] আমার কোনও শক্তি থাকে না, যেহেতু তুমি সর্ব-শক্তিস্বরূপা; তুমি এবং [illegible] ॥ ৮৯

তুমি অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, [illegible] তোমা ব্যতীত [illegible] করিতে সমর্থ হয় না। তুমি [illegible], [illegible] তোমা বিনা সুন্দর [illegible] পারেন না ॥ ৯০

হরা বিনা ভক্তস্যাহং দর্শনং ন দদামি বৈ।
সর্বশক্তিস্বরূপা চ ত্বমসক্তা ন্যাসিভিঃ সদা। ৪৯

তস্মাৎ ত্বং সাধিকা শক্তির্মোহিনি সকলৈর্বিনা
যোগাবস্থিতা ভূত্বা ত্বং যাং বিনা ন মে সুখম্। ৫০

প্রেরয়ন্তী হি সৃষ্টৌ ত্বং যাং বিনা ন মে সামুখ্যম্
ন স্যাৎ তামিমৌষধ্যুক্তা ভূত্বা বিনা স্থিরে। ৫১

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তাং সংপ্রাপ্য তৎপ্রভুঃ
যেন যুক্তঃ সমীক্ষাং সর্বার্থাং শক্তিসংযুতাং। ৫২

স্ত্রীরূপং তদ্বপুর্যস্য মহদ্ভূতং শৈলরূপকং।
যোনীমূর্তিশ্চ যোলোকো বহুভূতং তৎপ্রসাদতঃ ৫৩

তাভ্যাং তস্যাং যোলোকমিতি স্থানং হরিপ্রিয়ম্
শ্রীকৃষ্ণেন কৃতা যোক্ত্রা তাভ্যাং যঃ পঠেন্নরঃ। ৫৪

কৃতকৃত্যিকং তস্যাস্তস্য প্রাপ্যেতি বৈ ফলম্। ৫৫

শ্রীবিষ্ণুরূপে চ সুখোক্তি মানবেষ্বমিতে তথা।
অধিরাজকুলে জাতো ভূত্বা বিষ্ণুঃ পরঃ পুমান্। ৫৬

তার্ক্ষ্যারূঢ়ো ভাস্বরাঙ্গো বর্ষমেকং সুখোক্তি বৈ।
অধিরাজকুলে তার্ক্ষ্যাঃ পূজনীয়া সুখপ্রদা সদৈব। ৫৭

পূজা কার্যা চ বৈ তস্যা ভোক্ত্রেণানেন পার্থিবি।
ভূত্বাস্যাঃ সকলস্যাস্যাস্তস্যা পূজাফলং লভেৎ। ৫৮

ভোক্ত্রেণানেন সংপ্রাপ্তা সাধিকী প্রকৃতা পূজা। ৫৯

পূজা তৃতীয়মন্ত্রে সংপ্রাপ্তিশ্চাত্রৈব ভোক্ত্রযোগে
ভোক্ত্রেণানেন যেনৈবৈষ্টং তৎপ্রাপ্তা শ্রীঃ পুরন্দরা। ৬০

সুখোক্তি বর্ষমেকং পূজার্হা লভতে সুরম্।
মহাব্যাধিবিমুক্তো ভবেৎ ভোক্ত্রপ্রসাদতঃ। ৬১

সৃষ্টি সৃষ্টা প্রজাপতিগণ, ভোগ্য বস্তুতে সেই সৃষ্টির আধুনাত্ব অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারী হইবার সামর্থ্য না। ৪৯

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ স্তোত্রদ্বারা স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনিই যেরূপ পুরুষার শ্রীমূর্তিধারী এবং তাঁহা ও শক্তিযুক্ত হইলেন। ৫১।

পার্থিবি! সেই সময় সম্পূর্ণ তথা মহীত হইল অর্থাৎ সফলতা হইয়া কার্যসিদ্ধ হইল। শ্রীদ্বারা তাঁহারা যোলোক যোনীস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ৫২

তাহা দুইতেও এই কারণ দ্বারা হরিপ্রিয়া শ্রীদ্বারকে কৃত করিয়া যোলোকে বাস করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এই স্তোত্রপ্রকার যে মানব পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি কৃতকৃত্যতা ও ফলপ্রাপ্তি প্রাপ্ত হইবে— ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩-৫৪

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুরূপ হইলে পর পশ্চিম ভাবে এই স্তোত্র এক বর্ষ জপ করিবে, সেই ব্যক্তি অধিরাজকুলে জন্ম লইয়া বিষ্ণুকে অধিরূঢ় করিয়া তার্ক্ষ্য লাভ করিয়া থাকে। ৫৫

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি ভাগ্যোদয় হইয়া এই শ্রীদ্বারা-স্তোত্র একবার জপ করে, সেই ব্যক্তি অধিরাজ কুলীনা সুখদা সর্বদা তার্ক্ষ্য লাভ করিয়া থাকে। ৫৭

পার্থিবি। পূজাকালে কথিতা সর্বা যেরূপভাবে করিলে পর পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে এই স্তোত্রের দ্বারা শ্রীদ্বারের স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫৯

পূজাকালে কথা এই স্তোত্রের দ্বারা শ্রীদ্বারের স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সাধিকী যেরূপে লাভ করিয়াছেন। ৬১

পূজাকালে যদি দুর্ভাগ্যের অধিকারে কখন কখন যেরূপ শ্রীহীন হইয়া থাকেন, তখন সেই যেরূপ এই স্তোত্রের দ্বারা পূজার অধিকৃত ফলই লাভ করিয়াছিলেন। ৬৩

পূজাকারী কোনও ব্যক্তি যদি এই স্তোত্র এক বৎসর জপ করে, তবে সেই ব্যক্তি পূজা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ কোনও ব্যক্তি যদি মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এই স্তোত্র এক বার জপ করে, তাহা হইলে এই স্তোত্রের প্রভাবে সেই ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া যায়। ৬১

যে ব্যক্তি কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সেই শ্রীদ্বারা পূজা করিয়া এই শ্রীদ্বারস্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ভাগ্যবান্ জনের ন্যায় হয়। ৬৩

ভোগ্য নারী যদি এই শ্রীদ্বারস্তোত্র অধিকার জপ করে, তবে সেই নারী ভাগ্যবিধাতা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অধিকারকালে এই স্তোত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি অচিরাৎ সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৬৫

শান্তিপুষ্টিবিধানার্থং যঃ সংপূজ্য পঠেন্নরঃ ।
অন্তেযাঃ বিষ্ণুমায়াঽপি রাধাপূজাফলং লভেৎ ॥ ১০২
নারী পূজাবিধিং যেয়ং স্তোত্রং পাঠ্যতোহ্যন্যদা লভেৎ ।
ভক্ত্যা পূজাবিধিং যো জনো রাধাপূজাবিধৌ ক্ষমঃ ॥ ১০৩
নিত্যং পঠতি যো ভক্ত্যা রাধাং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ।
স যাতি চ গোলোকং নির্মুক্তো ভববন্ধনাৎ ॥ ১০৪
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে শ্রীরাধিকোপাখ্যানে
রাধাপূজাবিধানং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রীরাধার পূজা করিয়া প্রতিদিন নিত্য এই স্তোত্ররাজ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি ভব-বন্ধন (সংসার-বন্ধন) হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীগোলোক-ধামে গমন করিয়া থাকে ॥ ১০৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকোপাখ্যানে রাধাপূজা-স্তোত্রাদিক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রীরাধাকবচবর্ণনম্ ।)

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।
পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রুতমত্যদ্ভুতং ময়া ।
অধুনা কবচং ব্রূহি শ্রোষ্যামি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১
শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।
শৃণু বক্ষ্যামি হে দুর্গে কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
পুরা ময়া নিগদিতং গোলোকে পরমাত্মনা ॥ ২
অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মা সাবিত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ৩
যদ্ধৃত্বাঽহং তব স্বামী সর্বমাতুঃ সুরেশ্বরি ।
নারায়ণশ্চ যদ্ধৃত্বা মহালক্ষ্মীমবাপ সঃ ॥ ৪
যদ্ধৃত্বা পরমাত্মা চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
বভূব শক্তিমান্ কৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কর্তুং পুরা বিভুঃ ॥ ৫
বিষ্ণুঃ পাতা চ যদ্ধৃত্বা সংহর্তা ত্রিপুরান্তকঃ ।
শেষো বিভর্তি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্দ্ধ্নি সর্ষপবদ্ যতঃ ॥ ৬
লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডান্যস্য মহান্ বিরাট্ ।
বিভর্তি যস্য ধারণাৎ সর্বাধারো মহান্ সঃ ॥ ৭
মহাজ্ঞানাৎ পঠনাদ্ধর্মঃ সাক্ষী চ সর্বতঃ ।
ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরশ্চ ধনাধ্যক্ষো ভারতে ॥ ৮

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীরাধা-কবচ বর্ণন।]

শ্রীপার্বতী দেবী কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি আপনার কৃপাবলে শ্রীরাধার পূজাবিধান এবং অদ্ভুত স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছি। এখন শ্রীরাধার কবচ শুনিতে বাসনা করি, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীমহেশ্বর কহিলেন,—হে দুর্গে! পূর্বকালে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে আমাকে যে কবচ বলিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীরাধার অদ্ভুত কবচ এখন বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২

এই শ্রীরাধাকবচ অতিশয় গোপনীয় এবং সমস্ত মন্ত্রসমূহের মূর্ত্তি বিগ্রহস্বরূপ। যে কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ব্রহ্মা বেদমাতা সাবিত্রীকে লাভ করিয়াছেন। ৩

সুরেশ্বরি! যাহা ধারণ করিয়া আমি সর্বলোকের স্বামী হইয়াছি। যাহা ধারণ করিয়া নারায়ণ মহালক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন। ৪

যে শ্রীরাধাকবচ ধারণ করিয়া প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্গুণ পরমাত্মা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্বকালে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫

যাহা ধারণ করিয়া বিষ্ণু বিশ্বপালন কার্য্য করিতেছেন। শেষ ধারণ করিয়া অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহকে সর্ষপের ন্যায় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৬

মহাবিরাট্ যে শ্রীরাধা কবচ ধারণ করিয়া নিজ লোম-কূপসমূহে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং সর্বাধার হইয়াছেন। ৭

যাহা ধারণ করিয়া এবং পাঠ করিয়া ধর্ম সর্বসমক্ষে সাক্ষী হইয়াছেন এবং যাহার প্রভাবে কুবের ভারতবর্ষে ধনাধ্যক্ষ হইয়াছেন। ৮

ইন্দ্রঃ সুরাপাত্রীশস্ত পঠনাদ্ধারণাদ্ বধঃ।
কুপাণাঃ মদ্যপীনস্ত পঠনাদ্ধারণাদ্ বধঃ। ১
শ্রীমাংস্তস্তস্ত বহুধা মাতৃপুত্রঃ চকার সঃ।
ধরা পূর্বাদ্রিলোকেন পঠনাদ্ধারণাদ্ বধঃ। ১০
বহুধা পঠনাদ্বিপ্রস্ত পুত্রঃ জায়তি ঃ।
বহুধা বাপি ধারণাদ্ধঃ পুনাতি পুরুষত্রয়ম্। ১১
বহুধা ঃ বজ্রে বি মুক্তাস্তরি ভস্মনু।
ত্রিসপ্তকৃত্বা নিষ্কৃত্যাং চকার ঃ বসুন্ধরাম্। ১২
ভাগবস্তস্ত রামস্ত পঠনাদ্ধারণাদ্ বধঃ।
পলো সমূল বহুধা পঠনাৎ কুলনন্দনঃ। ১৩
সকলকুলাগো ভগবান্ বহুধা জায়তি ওঙ্কঃ।
ঔংকুলকো ঃ নিত্যো ঃ বর-ব্যাহরণাদ্বধী। ১৪
বহুধা পঠনাৎ নিত্যো বশিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।
নিত্যেন্দ্রঃ কপিলো ধন্যাদ্ ধন্যাদ্ ধন্যঃ প্রজাপতিঃ। ১৫
ধন্যাদ্ ধন্যস্ত মাঃ যেষি কুর্যাঃ দেবঃ বিভর্তি ঃ।
মর্যাধারো ধরো বায়ুর্বিশ্বঃ পবনো ধরঃ। ১৬
ঈশানো বিশ্বপতিশ্চৈব ধরঃ শাস্তা ধরঃ শিবে
কালঃ কালাগ্নি রুদ্রশ্চ সংহর্তা ভগবান্ ধরঃ। ১৭
ধন্যো গৌরমঃ নিত্যঃ ধন্যশ্চ প্রজাপতিঃ।
ধন্যবংশঃ সুতাং প্রাপ্য চৈতাবন্যাশ্চ যু ভবন্তলাম্। ১৮

যে শ্রীরামচন্দ্রের ধারণ ও পাঠ করিয়া ইন্দ্র দেবরাজের ঈশ্বর হইয়াছেন এবং যাহার ধারণ ও পঠনে মদ্য কুপাত্রের ঈশ্বর হইয়াছেন। ১

যাহা ধারণ করিয়া ইন্দ্র শ্রীমান্ হইয়া মাতৃপুত্র নাম করিয়াছিলেন। যাহা ধারণ ও পাঠ করত ধরা পূর্বা বিস্তারকরত হইয়াছেন। ১০

যাহা ধারণ করিয়া এবং পাঠ করিয়া অগ্নি অমরত্বে পরিণত করিয়াছেন। যাহা ধারণ করিয়া এই বায়ুদেব প্রবাহিত হইতেছেন এবং বিশ্বপতিত্বে পরিণত করিয়াছেন। ১১

যাহা ধারণ করত বৃক্ষ বজ্র হইয়া সমস্ত প্রাণিদেহের মধ্যে নিহিত আছে। যাহা ধারণ করিয়া ভগবদ্বিষ্ণুর রাম (পরশুরাম) এই পৃথিবীকে একুশ বার ক্ষত্রিয়-শূন্য করিয়া বিরাজিতেন। কুলনাশি অবস্থা যাহা ধারণ করিয়া এবং পাঠ করিয়া মহৎ পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১২-১৩

যাহা ধারণ করিয়া ভগবান্ সনৎকুমার জগতিতলের গুরু হইয়াছেন এবং ঐ বলি বা ও নারায়ণ ঔংকুলক এবং নিত্য হইয়াছেন। ১৪

ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ যাহা ধারণ করিয়া নিত্য হইয়াছেন। যাহা ধারণ করত কপিল নিত্যেশ হইয়াছেন এবং যাহার ধারণে ধন্য প্রজাপতি হইয়াছেন। ১৫

যাহা ধারণে কুলধুরি আমাদের (শিবের) যে কৃতিত্ব পরি লাভ করিয়াছে এবং মূর্খ আমার অনন্তত্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যাহা ধারণ করিয়া বায়ু সকলের আধার হইয়াছেন এবং যাহা ধারণে পবন, শঙ্কর ও ঈশান বিশ্বপতি হইয়াছেন। শিবে। সমস্ত যাহার ধারণ ও সংহারের কারণ হইয়াছেন। যাহা ধারণ করিয়া কাল এবং কালাগ্নিরুদ্র অবস্থার সংহারকর্তা হইয়াছেন। ১৬-১৭

যাহা ধারণ করিয়া গৌরব নিত্য হইয়াছেন এবং ভগবান প্রজাপতি হইয়াছেন। যাহা ধারণে বসুদেব ঔরসজাতা দেবকীর কন্যারূপে একানংশাতে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮

যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র ছিলেন না; তাহা বসুদেব-পুত্র ছিলেন, সেইরূপ এই একানংশাও প্রকৃতপক্ষে বসুদেবের কন্যা নয়; পরন্তু তিনি অন্যকন্যা ছিলেন। যেরূপ কৃষ্ণ বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন, সেইরূপ দেবকীও একানংশাকে বসুদেব কন্যারূপে প্রাপ্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্রই সহযোগিতা করিবার জন্য নিত্যপত্নী যশোদা দেবী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের দিনে আবির্ভূতা হন এবং তাঁহাদেরকে বসুদেব নীত পুত্রকে দেবকীর হাতিয়া দেবকীর নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ভগবতী মহামায়া দুর্গা পরে 'সুভদ্রা' নামে বসুদেবে পরিচিতা হন। এই দেবী যশোদার যোনিদ্বারে প্রবিষ্টরূপে পৃথিবী হইতে এক বিতানরূপে বাস করিয়াছেন। ইহাদের এই সব কথা বিষ্ণুপুরাণের সম্পূর্ণ অধ্যায়ে অভিব্যক্তিত আছে। আমরা পরবর্তী ঔরোরস ধারা অনুসরণ করি—"দেবকীগর্ভসম্ভবা যাতা অনন্তাবতারতঃ। তস্যাস্তু মাতৃতাং প্রাপ্তা নিত্যৈকানংশয়া পুনঃ" শ্রীহরিবংশ ১১৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন যাদবদের রাজধানী-নগর অভিমুখে চলেন, তখন এই দেবী শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক একানংশা বৃদ্ধা

পূজা বভূবাদিসৃষ্টৌ দুর্গায়া দুর্গতিঘ্নকঃ
মাধ্যন্দিনে রামে চ রাবণস্য বধায় পুরা ॥ ১৯
পূজা বভূব মধ্যান্দে স্বর্গলোকে ততঃ পরম্ ।
দক্ষকন্যা মহাবীর্যা দৈত্যাসুরনাশিনী ততঃ ॥ ২০
ধ্রুবা বভূব সা পূর্ণা দক্ষেণ পি দক্ষো যদি
এবং মাধ্যন্দিনে সাবিত্রী বিভাবসুসুতাঃ পুরা ॥ ২১
বভূব চ মহালক্ষ্মীঃ প্রদাত্রী সর্বসম্পদাম্
সরস্বতী যথা জ্ঞানী যতঃ ক্রীড়াবতী ভক্তিঃ ॥ ২২
সাবিত্রী বেদমাতা চ বভূব দ্বিজৈঃ পূজিতা পুরা ।
ত্রিপুরঘ্না সর্বলোকৈঃ পূজিতা বিষ্ণুনা পুরা ॥ ২৩
বভূব তুলসী পূজ্যা সদা পুণ্যময়ী ।
বভূব সর্বলোকানাং সর্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ২৪
বভূব মনসা দেবী বিশ্বে চ বিষপূজিতা ।
বভূব দেবসেনা চ বিপ্রৈঃ পূজ্যমানা পুরা ॥ ২৫
শঙ্করস্য চ বভূব গোলাপুত্রাপলম্ভা ।
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ পূজ্যা দেবহূতী স্বয়ং পুরা ॥ ২৬
নিত্যগোপাঙ্গনাসারী পুত্রো ... চ বভূবতুঃ ।
স্বাহা চাপি মাধ্যন্দিনে তাঃ দেবৈঃ বিভিন্নাঃ যতঃ ॥ ২৭

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী পূর্বকালে বিষ্ণুর পূজিতা হইলেন যে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ ও তাহার পাত্র বধ করেন।

রাবণবধ কামনা করেন। অতঃপর দেবিকা দেবগণপূজ্য দেবী দক্ষ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া যজ্ঞ-কালে দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে জানিয়া তাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন। এই দিন মহাপূজিত মহাদিন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া এবং অনুষ্ঠানাদির প্রচার করিয়া দিলেন। অতঃপর পূর্বকালে সেই দিন রাজা সুরথ পূজিতা হইয়াছেন। অজ্ঞানতাবশতঃ বাস্তব—এই দুর্গা ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ কৃষ্ণশক্তি (মহাদেবের নিয়োগে পূজনীয়া তাহা জানিয়া সর্বপ্রথম মহাদেব প্রকৃতি পূজা এবং বিষ্ণু ও দুর্গা দুই জন অবতার করেন। এই দেবতাগণ দুর্গা পূজনার্থ অষ্টমে পূজা দিলেন।) কিন্তু তাহা নহে। অতএব, অসুর ও দুর্গার পূজার আসনে পূজাধারণী। যে কারণ আই, তাহাতে উহা পরিচয় বলিয়া জানে, যথা—"ঐ দুর্গার্য সর্বদেবতায় পূজনীয়াসুরবধম্। ত্রিশূলচক্রধারিণী ধনু-চক্রপ্রোক্ষিতাম্। বিবিধাসনেশ্বরদেবী দুর্গাপ্রতিষ্ঠিতাম্। শাস্ত্রসম্মতা দেবীর পূজিতা দুর্গতি-নাশিতাম্। ভক্তি-মুক্তিপ্রদাত্রীকে আয়ুঃ আরোগ্য-প্রদাম্"। ভক্তিপূর্বক এইরূপ মন্ত্র—ঐ সব দেবী অসুরেশ্বরী অসুরাদিনি। অভিষেকাদি পূজাপ্রণালী কর্ম-সাধ্য নিবারিণি। অতএব সর্বলোকের অনুষ্ঠান সনাতনম্। দুর্গার প্রধানতম উপাসক মধ্যদেব।" অতএব, অসুর ও দুর্গা দেবীর বিষয়ে আলোচনা বিশেষ নহে, এইজন্য আমি পৌরাণিক বিচার বিস্তার করিলাম।

শ্রীরামচন্দ্র পূর্বে মাধ্যন্দিনে রাবণবধে কামনায় পূজা করিয়াছিলেন এবং পাত্রে সাত্ত্বিক পূজার্থে প্রতিষ্ঠা হন। ১৯

তাহার পরে ও মাত্রে পূর্বকালে জন্ম লইয়া দক্ষকন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে অসুর দৈত্যদিগের বিনাশ হইয়াছিল। ২০

পূর্বে মাধ্যন্দিনে মুনি তাহাকে বরণ করিয়াছেন এবং পরে শ্রীবিষ্ণু বরণ করিলেন। এইরূপে শ্রীরাম ও দক্ষ প্রভৃতি পূর্বকালে পূজিত ও নিজেরা সাধিতি লাভ হইয়াছেন। ২১

তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী সকল সম্পদদাত্রী হইয়াছেন এবং তাহার পরে দেবী সরস্বতী বাগ্দেবীরূপে জ্ঞান পূজনীয়া হইয়াছেন। তাহার পরে ভক্তি (কামধেনু) ক্রীড়াবতী হইয়াছেন। ২২

তাহার পরে বেদমাতা সাবিত্রী দ্বিজ পূজা করিয়াছেন। তাহার পরে দেবী ত্রিপুরঘ্না সর্বলোকে বিষ্ণুর দ্বারা পূজিতা হইয়াছেন। ২৩

তাহার পরে তুলসী পবিত্র হইয়াছেন ও সদা পুণ্যময়ী হইয়াছেন। তাহার পরে সর্বলোকের সর্বাধারা বসুন্ধরা হইয়াছেন। ২৪

তাহার পরে দেবী মনসা বিশ্বে বিষ-পূজিতা হইয়াছেন। তাহার পরে দেবসেনা দ্বিজগণ কর্তৃক পূজা লাভ করিয়াছেন। ২৫

তাহার পরে শঙ্করের গোলাপুত্র ও দেবহূতী "পবিত্রা" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাহার পরে দেবী দেবহূতি (কাত্যায়নীরূপে) মুনিগণের পূজনে প্রাপ্ত হন। ২৬

দক্ষকন্যা (স্বাহা স্বধা প্রভৃতি) বিভিন্ন ও দেবগণের—এই হইতে পূজনে লাভ করেন। স্বাহা দেবতা বিভিন্ন (হবির্ভাগকালে) দেবী দেবগণের মধ্যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৭

এবং সর্বে [illegible] ।
শ্রী[illegible] ॥ ২৮
[illegible] দেবী [illegible] ।
শ্রী[illegible] বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩০
[illegible] ন [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] ।
ওঁ [illegible] বহ্নিজায়ান্তকেন চ ॥ ৩২
[illegible] ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং [illegible] বহ্নিজায়ান্তকেন চ ॥ ৩৩
[illegible] ।
ওঁ [illegible] হ্রীং শ্রীং [illegible] বহ্নিজায়ান্তকেন
চ ॥ ৩৪
[illegible] ।

ওঁ হ্রাং [illegible] চতুর্থ্যন্ত বহ্নিজায়ান্তকেন চ ॥ ৩৫
[illegible] ।
হ্রীং শ্রীং [illegible] ॥ ৩৬
ওঁ [illegible] ।
ওঁ [illegible] ॥ ৩৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪২

[illegible] ॥ ২৮-২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ([illegible]), [illegible] 'ওঁ [illegible]' [illegible] 'ওঁ হ্রীং শ্রীং [illegible]' [illegible] 'ওঁ [illegible] হ্রীং শ্রীং [illegible]' [illegible]

[illegible] 'হ্রীং শ্রীং [illegible]' [illegible] ॥ ৩২-৩৬

'ওঁ [illegible]' [illegible] 'ওঁ [illegible]' [illegible] ॥ ৩৭

'[illegible]' [illegible] ॥ ৩৮

'ওঁ [illegible]' [illegible] ॥ ৩৯

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৪০

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৪১

[illegible] ([illegible]) [illegible]

মহাবিষ্ণোশ্চ জননী সর্বেষাং পাতু নস্তদা।
কবচং কথিতং দুর্গে শ্রীমদ্রাধাত্মনঃ পরম্ ॥ ৬৩
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৬৪
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবদ্ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ ধৃত্বা বিষ্ণুসমো ভবেৎ ॥ ৬৫
শতলক্ষজপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো ন দগ্ধো বহ্নিনা ভবেৎ ॥ ৬৬
এতস্মাৎ কবচাদ্ দুর্গে রাজা দুর্যোধনঃ পুরা।
বিশারদো জলস্তম্ভে বহ্নিস্তম্ভে চ নিশ্চিতম্ ॥ ৬৭
ময়া সনৎকুমারায় পুরা দত্তঞ্চ পুষ্করে।
সূর্যপর্বণি মেরৌ চ স সান্দীপনয়ে দদৌ ॥ ৬৮
বলায় তেন দত্তঞ্চ দদৌ দুর্যোধনায় সঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৬৯
নিত্যং পঠতি ভক্ত্যেদং তন্মন্ত্রোপাসকশ্চ যঃ।
বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নিত্যং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৭০
স্নানেন সর্বতীর্থানাং সর্বদানেন যৎ ফলম্।
সর্বব্রতোপবাসে চ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে ॥ ৭১
সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষায়াং নিত্যঞ্চ সত্যরক্ষণে।
নিত্যং শ্রীকৃষ্ণসেবায়াং কৃষ্ণনৈবেদ্যভক্ষণে ॥ ৭২
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎ ফলঞ্চ লভেন্নরঃ।
তৎফলং লভতে নূনং পঠনাৎ কবচস্য চ ॥ ৭৩
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সিংহব্যাঘ্রান্বিতে বনে।
দাবাগ্নৌ সঙ্কটে চৈব দস্যুচৌরান্বিতে ভয়ে ॥ ৭৪
কারাগারে বিপদ্গ্রস্তে ঘোরে চ দৃঢ়বন্ধনে।
ব্যাধিযুক্তো ভবেন্মুক্তো ধারণাৎ কবচস্য চ ॥ ৭৫

রক্ষা করুন। বনে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, যুদ্ধে ও [illegible] মহাবিষ্ণুর জননী সদা সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষা করুন। দুর্গে! এই আমি তোমাকে শ্রীমদ্রাধিকার সর্বোত্তম শ্রীরাধাকবচ বলিলাম। ৬২-৬৩

এই পরম গুহ্যতর কবচ যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে এই শ্রীরাধাকবচ বলিলাম, তুমি ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ৬৪

বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা বিধি অনুসারে গুরুপূজা করিয়া এই কবচ কণ্ঠে কিংবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে বিষ্ণুতুল্য হইতে পারে। ৬৫

এই কবচ শত লক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। ধারণকারী যদি কেহ সিদ্ধকবচ হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে অগ্নিও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ৬৬

দুর্গে! এই কবচের বলে রাজা দুর্যোধন পূর্বে জলস্তম্ভ এবং বহ্নিস্তম্ভ বিদ্যায় সুনিশ্চিতরূপে বিশারদ (নিপুণ) হইয়াছিল। ৬৭

আমি পূর্বে পুষ্করতীর্থে এই কবচ সনৎকুমারকে প্রদান করিয়াছিলাম। সনৎকুমার সূর্যপর্বে সুমেরু পর্বতে সান্দীপনি মুনিকে (ইহা প্রদান করেন)। সান্দীপনি মুনি বলরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৬৮

সান্দীপনি মুনি বলরামকে প্রদান করেন এবং সেই বলরাম রাজা দুর্যোধনকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই কবচের প্রসাদে মানুষ জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। ৬৯

শ্রীরাধামন্ত্রের উপাসক যে ভক্ত নিত্য ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে, সে বিষ্ণুতুল্য হইয়া যায় এবং প্রত্যহ রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৭০

সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে ও সর্ববিধ দান করিলে যে ফল হয় এবং সমস্ত ব্রত পালনে, সর্ববিধ উপবাস করিলে, সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে, সমস্ত যজ্ঞ করিলে বা দীক্ষা গ্রহণ করিলে, নিত্য সত্য রক্ষা করিলে, নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে, নিত্য শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে ও চতুর্বেদ পাঠে মানুষ যে ফল লাভ করে, সেই ফলই মানুষ এই কবচপাঠে লাভ করিয়া থাকে। ৭১-৭৩

রাজদ্বারে, শ্মশানে, সিংহ ও ব্যাঘ্র পরিবেষ্টিত বনে, দাবাগ্নিতে, সঙ্কটকালে, দস্যু ও চোর কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভীত হইলে, কারাগারে, বিপদ্গ্রস্তে, ঘোর বন্ধনে অথবা রোগ ও দৃঢ়বন্ধনে পতিত হইলে এবং ব্যাধিপীড়িত হইলে মানুষ এই কবচ ধারণ করায় মুক্ত হইয়া যায়। ৭৪-৭৫

ইত্যেবং কথিতং দুর্গে [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৬

শ্রীনারায়ণ উবাচ

ইত্যুক্ত্বা [illegible]
[illegible] ॥ ৫৭
ন [illegible] ।
ন [illegible] ॥ ৫৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬২

দুর্গে ! এই কথা তোমার [illegible] । [illegible] ॥ ৫৬

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—নারদ ! [illegible] ॥ ৫৭

[illegible] ॥ ৫৮

নারদ ! [illegible] ॥ ৫৯-৬০

এই [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৬১

[illegible] ॥ ৬২

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-
নারায়ণসংবাদে [illegible]
[illegible] ॥ ৫৬

[illegible] ॥ ৬৩

[illegible] ॥ ৬৪

[illegible] ॥ ৬৫

[illegible] ॥ ৬৬

[illegible] ॥ ৬৭

হে [illegible] নারদ ! [illegible] ॥ ৬৮

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে [illegible] প্রকৃতিখণ্ডে [illegible]
[illegible] ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

(শ্রীদুর্গোপাখ্যানম্, তত্র দুর্গাদেব্যা 'দুর্গা' প্রভৃতীনাং ষোড়শনাম্নাং ব্যুৎপত্তিঃ ।)

নারদ উবাচ ।

সর্বাখ্যানং শ্রুতং ব্রহ্মন্ অত্যদ্ভুতমনুত্তমম্ ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দুর্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১
দুর্গা নারায়ণীশানা বিষ্ণুমায়া শিবা সতী
নিত্যা সত্যা ভগবতী সর্বাণী সর্বমঙ্গলা ॥ ২
অম্বিকা বৈষ্ণবী গৌরী পার্বতী চ সনাতনী ।
নামানি কৌথুমোক্তানি সর্বেষাং শুভদানি চ ॥ ৩
অর্থং ষোড়শনাম্নাং চ সর্বেষামীপ্সিতং বরম্ ।
ব্রূহি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ বেদোক্তং সর্বসম্মতম্ ॥ ৪
কেন বা পূজিতা সাদৌ দ্বিতীয়ে কেন বা পুরা ।
তৃতীয়ে বা চতুর্থে বা কেন সর্বত্র পূজিতা ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ ।

অর্থং ষোড়শনাম্নাং চ বিষ্ণুর্বেদে চকার সঃ ।
পুনঃ পৃচ্ছসি জ্ঞাত্বা বা কথয়ামি যথাগমম্ ॥ ৬
দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্মণি ।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥ ৭
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥ ৮
যশসা তেজসা রূপৈর্নারায়ণসমা গুণৈঃ
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৯
ঈশানঃ সর্বসিদ্ধ্যর্থে চাশব্দো দাতৃবাচকঃ ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী যা সা চেশানা প্রকীর্তিতা ॥ ১০
সৃষ্টৌ মায়া পুরা সৃষ্টা বিষ্ণুনা পরমাত্মনা
মোহিতং মায়য়া বিশ্বং বিষ্ণুমায়া প্রকীর্তিতা ॥ ১১
শিবে কল্যাণরূপা চ শিবদা চ শিবপ্রিয়া
প্রিয়া দাত্রী চ সাধ্বী শিবা তেন প্রকীর্তিতা ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[দুর্গা-উপাখ্যানে দুর্গাদেবীর 'দুর্গা' প্রভৃতি ষোড়শটির নাম নির্দেশ ।]

নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার নিকট হইতে অতিশয় উত্তম ও অদ্ভুত সমস্ত দেবীগণের আখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আমি দুর্গাদেবীর অত্যুত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১। দুর্গা ২। নারায়ণী ৩। ঈশানী ৪। বিষ্ণুমায়া ৫। শিবা ৬। সতী ৭। নিত্যা ৮। সত্যা ৯। ভগবতী ১০। সর্বাণী ১১। সর্বমঙ্গলা ১২। অম্বিকা ১৩। বৈষ্ণবী ১৪। গৌরী ১৫। পার্বতী ১৬। সনাতনী—এই ষোড়শ প্রকার কৌথুমশাখোক্ত নামসকল সকলের কল্যাণপ্রদ। ১-৩

হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আপনি এই ষোড়শ প্রকার নামের বেদোক্ত, সর্বসম্মত ও সকলের পরম ঈপ্সিত অর্থ বর্ণনা করুন। ৪

সেই দেবী দুর্গা পুরাকালে প্রথমে কাঁহার দ্বারা পূজিতা হন? দ্বিতীয়বার কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা করেন? এবং তৃতীয় বার এবং চতুর্থ বারেই বা তাঁহার দ্বারা তিনি সর্বত্র পূজিতা হন? ৫

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! দুর্গা দেবীর ষোড়শ প্রকার নামের অর্থ বিষ্ণু বেদে বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি তাহা জানিয়াও যখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি শাস্ত্রানুসারে সেই সব নামের অর্থ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬

'দুর্গ' এই শব্দের অর্থ—দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ (মহারোগ)। 'আ'-শব্দ হন্তৃবাচক। যিনি এই সমস্ত হনন করেন, তিনি 'দুর্গা' নামে কথিতা হন। ৭-৮

যিনি যশ, তেজ, রূপ এবং গুণসমূহে নারায়ণতুল্যা ও যিনি নারায়ণেরই শক্তি, সেইহেতু এই দেবী 'নারায়ণী' বলিয়া কথিতা হন। ৯

'ঈশান' এই শব্দ সর্বসিদ্ধিবাচক এবং 'আ' শব্দ দাতৃবাচক, অতএব যিনি 'সর্বসিদ্ধিদাত্রী,' তিনি 'ঈশানা' এই নামে অভিহিতা হন। ১০

পুরা পরমাত্মা বিষ্ণু পূর্বে সৃষ্টি কালে এই মায়ার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি ঐ মায়া দ্বারা বিশ্বকে মোহিত করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকৃতা মায়া দেবী 'বিষ্ণুমায়া' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ১১

'শিব' শব্দের অর্থ কল্যাণ এবং 'আ' শব্দের অর্থ প্রিয় ও দাতা, অতএব যিনি শিবা অর্থাৎ কল্যাণরূপিণী এবং শিবপ্রিয়া, তিনি 'শিবা' নামে কীর্তিতা হন। ১২

[illegible] স্তুত স্তুত ।
পতিব্রতা সুশীলা চ যা সতী পরিকীর্তিতা ॥ ১৩

[illegible] ভগবান্ [illegible]
[illegible] ॥ ১৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৫

[illegible] স্তুত স্তুত
[illegible] ভবানী [illegible] ॥ ১৬

[illegible] ।
[illegible] শর্বাণী [illegible] ॥ ১৭

[illegible]
[illegible] সর্বমঙ্গলা ॥ ১৮

[illegible] ।
[illegible] সর্বমঙ্গলা ॥ ১৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০

[illegible] ।
[illegible] বৈষ্ণবী [illegible] ॥ ২১

[illegible] ।
[illegible] গৌরী [illegible] ॥ ২২

[illegible]
[illegible] গৌরী [illegible] ॥ ২৩

[illegible] ।
[illegible] পার্বতী [illegible] ॥ ২৪

তিনি যুগে যুগে [illegible] দেবী [illegible] বিরাজমানা থাকেন, সেই পতিব্রতা ও সুশীলা দেবী 'সতী' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৩

যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, [illegible] ॥ ১৪

[illegible] দেবী দুর্গা [illegible] ॥ ১৫

তিনি [illegible] 'ভব'। [illegible] দেবীকেই 'ভবানী' বলা হয় ॥ ১৬

তিনি [illegible] সেই দেবী 'শর্বাণী' এই নামে [illegible] লাভ করেন ॥ ১৭

'মঙ্গল' এই শব্দের অর্থ [illegible] তিনি 'সর্বমঙ্গলা' নামে অভিহিতা হন ॥ ১৮

'মঙ্গল' এই [illegible] তিনি 'সর্বমঙ্গলা' এই নামে প্রসিদ্ধা হন ॥ ১৯

[illegible] তিনি 'অম্বিকা' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ২০

তিনি [illegible] এই দেবী 'বৈষ্ণবী' বলিয়া [illegible] ॥ ২১

'গৌর' এই শব্দের অর্থ [illegible] সেই দেবী 'গৌরী' নামে অভিহিতা হন ॥ ২২

[illegible] তিনি 'গৌরী' নামে [illegible] তিনি 'গৌরী' নামে প্রসিদ্ধা ॥ ২৩

তিনি [illegible] সেইহেতু তিনি 'পার্বতী' নামে অভিহিতা হন ॥ ২৪

মহাবনবহ্নিমধ্যে চ পর্বতিথি প্রকীর্তিতা।
তত্রাধিষ্ঠাত্রী যা যা চ পার্বতী পরিকীর্তিতা ॥ ২৫
পর্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্বতে।
পর্বতাধিষ্ঠাতৃদেবী পার্বতী তেন কীর্তিতা ॥ ২৬
সর্বকালে সদা প্রোক্তা বিদ্যমানে [illegible] চ।
সর্বত্র সর্বকালে চ বিদ্যমানা সনাতনী ॥ ২৭
অথ [illegible] কীর্তিতা [illegible]।
[illegible] নিবোধ ॥ ২৮
প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ২৯
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরপ্রেরিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা ॥ ৩০
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী ॥ ৩১

তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ।
পূজিতা সর্ববিশ্বেষু বভূব সর্বতঃ সদা ॥ ৩২
তেজঃসু সর্বদেবানাং সাবির্ভূতা পুরা মুনে।
সর্বে দেবা দদুস্তস্যৈ শস্ত্রাণি ভূষণানি চ ॥ ৩৩
দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
দত্ত্বা স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরং চ যদভীপ্সিতম্ ॥ ৩৪
কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধসঃ শিষ্যেণ মৃন্ময্যাং চ সরিত্তটে ॥ ৩৫
মেষাদিভিশ্চ মহিষৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চ গণ্ডকৈঃ।
ছাগৈরিক্ষুকুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভি[illegible] ॥ ৩৬
বেদোক্তানি চ দ্রব্যাণ্যুপচারাণি ষোড়শ।
ধ্যাত্বা চ কবচং ধৃত্বা সংপূজ্য চ বিধানতঃ ॥ ৩৭
রাজা কৃত্বা পরীহারং বরং প্রাপ স্ববাঞ্ছিতম্।
মুক্তিং সংপ্রাপ বৈশ্যশ্চ সংপূজ্য চ সরিত্তটে ॥ ৩৮

মহাবনবহ্নিদের নাম 'পর্ব', উহা প্রসিদ্ধ আছে। সেই মহাবনবহ্নিতে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি 'পার্বতী' নামে কীর্তিতা হন ॥ ২৫

এই দেবী পর্বতের (হিমালয়ের) সুতা (কন্যা) এবং তিনি পর্বতেই আবির্ভূতা হইয়াছেন, সেইজন্য তিনি পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্বতী নামে বিখ্যাতা ॥ ২৬

'সনা' এই শব্দ সর্বকালবাচী এবং 'তনী' এই শব্দ বিদ্যমানবাচী, অতএব যিনি সর্বত্র সর্বকালে বিদ্যমান থাকেন, তিনি 'সনাতনী' নামে প্রথিতা ॥ ২৭

হে মহামুনে! আমি তোমার নিকটে ভগবতী দুর্গার দুর্গা প্রভৃতি ষোলটি নামের অর্থ যথাযথ বলিলাম। এখন দুর্গাদেবীর বেদোক্ত উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৮

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রারম্ভে গোলোকধামস্থিত বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে এই দেবীর প্রথমে পূজা করেন ॥ ২৯

মধু ও কৈটভ—এই দুই অসুর কর্তৃক ভীত হইয়া ব্রহ্মা দ্বিতীয়বার পূজা করেন এবং তৃতীয়বার ত্রিপুরাসুর কর্তৃক [illegible] হইয়া মহাদেব পূজা করেন ॥ ৩০

পুরাকালে মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্বক সেই সতী ভগবতী দুর্গাদেবীর চতুর্থবার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩১

সেই সময় হইতে মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ, দেবগণ ও মুনিমানবগণ কর্তৃক সমস্ত বিশ্বে সদা সর্বতোভাবে পূজিতা হইতে লাগিলেন ॥ ৩২

মুনে! পুরাকালে এই দেবী সমস্ত দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই সময় সমস্ত দেবতা তাঁহাকে শস্ত্র ও ভূষণসমূহ দান করেন ॥ ৩৩

দুর্গপ্রভৃতি দৈত্যগণকে এই দুর্গা দেবী বধ করেন এবং দেবগণকে স্বরাজ্য ও তাঁহাদের অভিলষিত বর প্রদান করেন ॥ ৩৪

কল্পান্তরে মহাত্মা মেধস মুনির শিষ্য মহাত্মা রাজা সুরথ নদীতীরে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে এই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩৫

মুনে! সেই পূজায় রাজা সুরথ মেষাদি, মহিষ, কৃষ্ণসার মৃগ, গণ্ডক, ছাগল, কুষ্মাণ্ড এবং পক্ষিপ্রভৃতি দ্বারা বলিদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

রাজা সুরথ সেই পূজায় বেদোক্ত ষোড়শ উপচার দান করিয়া ধ্যান করত বিধি অনুসারে পূজা পূর্বক দেবী কবচ ধারণ করিয়া [illegible] বর লাভ করেন। বণিক (বৈশ্য)-ও [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] ॥ ৫৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬০
[illegible] ॥ ৬১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible] ॥ ৬৪
[illegible] ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৭

এই দেবীকে [illegible] পূজা করিয়া [illegible] করিয়াছেন। ৫৮-৫৯

অনন্তর সেই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি [illegible] সেই দেবীর [illegible] করিলেন। [illegible] ॥ ৫৯

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি সেই দেবী [illegible] করিলেন। [illegible] ॥ ৬০

সেই দেবী [illegible] বৈশ্য সমাধি [illegible] করিলেন। [illegible] রাজা সুরথ [illegible] করিলেন এবং তখন সেই [illegible] রাজা [illegible] হইতে লাগিলেন। ৬১-৬২

সেই [illegible] সুরথ [illegible] রাজা [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। ৬৩

এই [illegible] সুরথ [illegible] হইলেন। [illegible] দেবীর [illegible] করিয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! [illegible] তুমি [illegible] কি [illegible] ॥ ৬৪-৬৫

শ্রীমার্কণ্ডেয় [illegible] মার্কণ্ডেয়পুরাণে [illegible]
[illegible] অধ্যায় সমাপ্ত।

[illegible]তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[[illegible]
[illegible]]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২

[illegible] অধ্যায়।

([illegible] ।)

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—[illegible] ।
[illegible] ?
[illegible] ॥ ১

হে [illegible] । [illegible] ॥ ২

ভবন্। কোন্ ভাবেই বা এই রাধাকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবসমাজের পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল? সে বেলাভূমিটাই বা কোথায়? আমি সবিস্তরে এই সব কথার জানিতে ইচ্ছা করি। ৩

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তাঁহার পুত্র নিশাকর চন্দ্র। এই চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া বিজয়ার্থ অর্থাৎ রাজ্যলাভার্থ গমন। ৪

ঐ বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে এই চন্দ্রের যে পুত্র হয়, তাহার নাম বুধ। এই বুধের পুত্রের নাম ইল এবং ইলের পুত্র পুরূরবা বলিয়া কথিত আছে। ৫

নারদ কহিলেন,—হে মহামুনে! গুরুপত্নী তারার গর্ভে এই চন্দ্রের কিরূপে পুত্র উৎপন্ন হইল? অথবা কিরূপ ক্ষেত্রের অধিকার অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষ আশ্রয়? ৬

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! দেবগুরুর সহ মহাত্মা চন্দ্র একদিন পরাজয়ের ক্ষেত্রজ বৃহস্পতির পত্নিহরণ, বলিয়া তারা তাঁহাকে বর্ষণ করিলেন। ৭

এই তারা কুমারী, কুমারী, যুবতী, পুত্র ও ইহার অবস্থাভেদবর্তিনী, কুমারী, বৃদ্ধিমতা (রোগী—ঔষধিবশ, বিরহ—ঔষধ পরাধীনতায়), ঔষধবশা, অবোধা, বৃদ্ধত্ব-

সুন্দরী কোমলাঙ্গী নবযৌবনসম্পন্নাম্।
পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবক্ত্রাং রত্নভূষণভূষিতাম্। ৯
রত্নকৌটিবিমূল্যেন সাধ্বীবস্ত্রেণ বিভ্রতীম্।
সিন্দূরবিন্দুনা সাধ্বীসদৃশ্যকবরীযুতাম্। ১০
বায়ুবাণেযুতূণীরাং মনসাং হরণেক্ষণাম্।
নবরত্নবিশেষাঢ্যাং পক্কবিম্বাধরাং বরাম্। ১১
দধিরাং মল্লিকাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রো মদনপীড়িতঃ।
যযাচে যত্নতঃ কান্তাং শ্রীকৃষ্ণস্যাংশরূপিণীম্। ১২
তাং দৃষ্ট্বা মদনাক্রান্তশ্চন্দ্রঃ লজ্জাং জহৌ দ্রুতম্।
পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গঃ সকামস্তাবুবাচ সঃ। ১৩

চন্দ্র উবাচ।

যোষিদ্রত্নং ত্বং বিধে সৃষ্টিং সৃষ্টিকর্তৃ চ।
সৃষ্টিবিধে বিধাতোঃ মনো হরসি সন্ততম্। ১৪
নির্মিতা প্রকৃতিঃ ত্বয়ৈব প্রথমতঃ কামরূপিণী।
স্বপাঙ্গেনৈব যাঃ প্রাপ্য মুহ্যন্তোঽপি মুহ্যন্তি। ১৫

সুবর্তুলা, কোমলাঙ্গী, নবযৌবনসম্পন্না, পূর্ণ যন্ত্রপরিহিতা, রত্নভূষণভূষিতা, রত্নকৌটিবিমূল্য সাধ্বী-বস্ত্রধারিণী, সিন্দূরবিন্দু ও সিন্দূরবিন্দু দ্বারা কবরীযুক্তা মনোহরণে অক্ষিযুক্তা, বায়ুবাণযুক্ত তূণীরধারিণী, বরাঙ্গনা, রত্নালঙ্কারা (কাহারও মতে রত্নালঙ্কারা), পরিপক্কবিম্বসদৃশ পূর্ণচন্দ্র মুখমণ্ডলযুক্তা, পক্কবিম্বসদৃশ ওষ্ঠাধরশোভিতা, উত্তমা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা, কিন্তু চন্দ্রকে তাকাইতে দেখিয়া লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া সেই সময় মল্লিকাপুষ্পটিকে অঞ্জলি-পুটে ধারণপূর্বক চন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ৮-১২

মূলে। চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হইলেন এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন। কামুক চন্দ্র সেই সময় পুলকিতশরীর তাঁহাকে বলিলেন। ১৩

চন্দ্র কহিলেন,—হে বিধে! তুমি সকলের অবস্থার কর্তা। বিধিবিধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টিকর্তা। তুমি সদা বিধাতৃবর্গের (বিধিবিধির) চিত্ত হরণ করিতেছ। ১৪

হে সৃষ্টি! তুমি সকলের সমক্ষে সর্ব প্রথমে প্রকৃতিরূপী আবির্ভূতা হইয়াছিলে। তোমার কটাক্ষে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাদি— বিষ্ণু ও শিবকেও মোহিত হইতে দেখা গিয়াছে। ১৫

অহো। তপনিধনা মাঙ্গলবিবাহের বেলা।

যোজিতা যা: চলবতী শবং আমাদুরা বলা। ১৬

কিংবা সুরত বিশ্রামকরিষ্ণু সমাগমে

বিরতা বিবাহের সজ্জা: সুখমাধবঃ। ১৭

আবের আধিনী কৃত্ত বহতি বার্ষনীধরি।

অর্ধরোধা হয়োবাহ্য যা কো আমাধি মনস্বিনাঃ। ১৮

দিনে দিনে বৃধা যাতি দুর্লভা নবযৌবনম্

নবীনযৌবনপ্রাপ্য বৃক্ষেন আমিনা ভব। ১৯

শবচ্ছশাঙ্কমুকুন্দ ন কুমুদাস্তনীলিতম্।

যদে আমবনে রাশি যাত্রাযে চ মুখশ্রিয়ঃ। ২০

সর্বভাবমবজ্ঞা তু নিত্যঃ আমধীলিতম্।

আবুকী যাহতে শবমুনা শূন্যমবাস্তনি। ২১

অমুক্ত যবনঃ আমো হিমঃ যত্নর্তুরীলিতম্।

অহো। বিবাহ একজন অধিবৃত্ত (যোগিক) উপাধি। সেহি দলা চলবতী আমাদুরা সর্বাপেক্ষা চলবী যোবাকে সংযোজিত করিয়া নিয়াছেন। ১৬

অধিক বর্ষিত সহিত সমাগমে তুমি কি সুখী বা অসুখ করিয়াছ? অর্থ হয়, তুমি নিশ্চই অধিকৃত আছ করিতে পার নাই; কারণ, বিবাহ চলবী কিংবা পুরুষের সহিত সমাগমেই সুখলাভ আছ হইয়া থাকে। ১৭

ঈশ্বরি। (অবোধনে সম্বো কার্যিনি।) তুমি কার্যিনী অর্থাৎ সবাহ, সুতরাং কর্তব্যাবেই হইল যা আচরণেই হইল কেন তুমি আমাদের দুখাই বহু হইবেন। ঈশ্বরের অন্যে সংসার কেহ যা আধিতে পারে। ১৮

দুষ্ট আমীর সহিত অবস্থানে অন্তর্যৌবনসম্পন্ন তোমার এই নবযৌবন দিনে দিনে দুখাই হইয়া যাইতেছে। ১৯

তোমার আমী এই দুরাত্মা সদা অপরাধ বিষয় আচরণ এবং তিনি অন্য আমাদের সর্বদা সমবাসা শ্রীসঙ্গমে আস করিতেছেন। ২০

তুমি সর্বদিকে আমজ্ঞাধিকার অধিকা এক আবুকী চলবী। অথচ আমাদিকে আমধী বিষয় অধিকাধিক আসাযুক্ত হয়া পুরুষের সহিত সমাগমে কথা চিন্তা কর অথবা তুমি সর্বপ্রকার আমাদনে অধিকা, কিন্তু তোমার সেই আমিত আধ দুরাত্মার প্রায় এক দুষ্ট বা শ্রীহি সমূহে আছে অযোধিমাত্রিকয়ঃ। ২১

যামবতীপুন্নস্কন্ধে চ গন্ধসমন্বিতে।

বসন্তে মাং সুখীকা চ যোষেব আধনী ভব। ২২

নিশ্চিন্তে চন্দনরসে পুষ্পচিত্তিপুন্নচিত্তে

চলবতী সুবতী আমাবতী ভবিষ্যে যোবাস্ত। ২৩

চন্দনে চন্দনরসে শীতচন্দনবাসুনা।

হয়ো চন্দনবৃক্ষে চ ক্রীড়ার কৃত্ত যদা সহ। ২৪

হয়াহারে বলহ্রোণ্যাঃ সন্ধ্যাসমনবাসুনা।

হারে হয় সদা মাধবতীর নির্জনে বনে। ২৫

পর্বতেষাবটীমনে নর্মদা পুলিনে শুভে।

পুলাগাং বাহিতে স্থানে হরিঃ কৃত্ত যদা সহ। ২৬

ইক্ষুকৃ। মনসোজন্মো মনসাধিকসুন্দরঃ।

পলাশ চন্দনে যেয়া সন্ধো মন্দাকিনীতটে। ২৮

পুরুষের সম্পর্কে নিয়ত অর্থাৎ কামনাহীন হইয়া বিহারে। আবুকী যাহী সদা সুরত পুরুষের সহিত নিজের পুলাহের বিহারই ইচ্ছা করিয়া থাকত। ২১

কামর। তোমার মনের কামনা এত প্রকার আর তোমার আমীর মনের বাসনা অন্য প্রকার; সুতরাং এই দুই ভিন্ন ভিন্ন আসনাকাঙ্ক্ষী দুই-পুরুষের সমস্যে কি প্রীতি হইবে। ২২

এই বসন্তকালে যামবী মনে পদ্ম ও চন্দনচর্চিত যামবী পুষ্পমালায় তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করত। ২৩

তুমি এত আমাবতী সুবতী চলবী, সুতরাং সুগন্ধি পুষ্পযোজিত নির্মল চন্দন আর তুমি অবশ্যই আমার সহিত চলন করত। ২৪

চন্দনবনমধ্যে, চন্দনবনে শীতল চন্দন পুষ্পসমূহ বায়ুসঞ্চারে চলবীয় চন্দন পুষ্পমালায় তুমি আমার সহিত বিহার করত। ২৫

হারে। চলবীয় সদা পর্বতের উপরে, চন্দনবৃক্ষশোভী বীরবর্তী বায়ু প্রবাহিত হারে এবং অতীব নির্জন স্থানে আমার সহিত চলন করত। ২৬

পুলিনে। পর্বতেষা নদীর তীরবর্তী স্থানে ও পর্বতা নদীর পুলিনে বেতসলতার বাহিত হারে তুমি আমার সহিত চরিতার্থ আনুকূল করত। ২৭

নিত্যস্বামী চ সর্বেষাং তত্ত্ববক্তৃত্বমেবচ।
অষ্টাযোগাশ্চ যোগেন ভক্তপক্ষত্বলোভনা ॥ ১৯

তাম্বোবাচ

বিষ্ণুঃ প্রাহ শ্রুতা তূর্ণং ভক্তে সংস্তুতিসন্তুষ্টঃ সঠিৎ
আরোহয়াশু মাং পুত্রো বাঞ্ছিতং তব তে ভবিষ্যতি ॥ ৩০
অহো কৃত্বা তাঙ্গুলোত্থায় বন্দনে স্তবী।
মস্তকে পুণ্যাং তে বাণীং বিষ্ণুস্তুষ্টু চ মঙ্গলং ॥ ৩১
যত্র তিষ্ঠঃ সন্তুষ্টাস্তু সোঽতিঃ সর্বকর্মসু
ন কর্মফলভাক্ পাপী নিত্যং বিষ্ণোঃ সমঃ সুখঃ ॥ ৩২
রাশি ভোগ্যং ভবীষ্যন্তি যত্তত্ত্বস্তো ভবিষ্যসি
অন্যান্যিতো বিপত্তয়ঃ প্রাপ্তোত্তীতি শ্রুতো ভবত্যাং ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা বর্ণয়া কৃত্বা বর্ণত্বে নিরবিষ্ণুতি।
তাত যাং যাস্যতঃ বৎস যদি তে পা ভবিষ্যতি ॥ ৩৪

এই কথা বলিয়া সেই মনোরম (তাম্বে উদ্ভূত) মনন অর্থাৎ তাম্বের হইতে অধিক সুন্দর মনস্বিনী স্ত্রী ব্রহ্মাণী (পত্নী) বধূর ন্যায় তাহার দেহীর চরণে পতিত হইলেন। ৪৮

এইরূপে স্তব উঁহার সমাপন করিলে পর তাম্বের তাঁহা, তাঁহা ও তাম্বু তত্ত্ব হইয়া যাইল। তিনি যোগে চক্ষু উন্মীলন করিয়া নির্জন এই কথা বলিতে বলিলেন। ৪৯

যাহা বলিলেন,—স্তব। তোমাকে বিষ্ণু। তুমি এক সন্তান জন্মাও না, তোমাকে আমি তুলনা তুল্য জ্ঞান করি। তথাপি অধিক তুষ্টতা যে, তুমি উঁহার পুত্র হইয়া অবতরণ করিয়াছ। আর তোমাকে তত্ত্ব এক জীবন বৃথা। ৫০

আর তাম্বাই। তুমি তাম্বুর তত্ত্ব তত্ত্ব বিষ্ণুর তথাস্তু বলিয়া মান করিলেন; কিন্তু তোমার সেই পুণ্য কর্ম তুমার পর্যন্তনিত হইয়া বিয়াছে; কারণ, তোমার মন এক ব্রাহ্মণের ছাঁচ উপর আসক্ত হইয়াছে। ৫১

যাহার বিষ্ণু সন্তুষ্টাবলম্বন, সেই পুরুষ তথা কর্মের অধীন। সেই পাপী তোমার পুণ্য কর্মের তথাধীন হয় না, যে সকল বিষ্ণু সর্বেই সর্বত্রাধারে নিবসিত। ৫২

তুমি যদি আর আমার সন্তান লাভ কর, তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্টরূপে আমার হইবে। তোমাকে ইহা তথা যায় যে, যে ব্যক্তি অসুরক্তপরে আসক্ত হইয়াছে, তাহার এইরূপ পতন হয় অথবা অসুরক্ত স্থানে উহারা যাইবে উদ্ভাক্ত, তাহার ন. লী কথার চ মুহুর্মুহুঃ
চন্দ্রার সাক্ষিণ্য বর্ণঃ সূর্যাং বায়ু তত্ত্বাবেন ॥ ৫৫
উত্থাপ্য পরমাত্মানমাকাশা পরমা বরাম্
বিষ্ণু রাত্মিক সন্তাক্ত সর্বপুরুষবং দুর্লভ ॥ ৫৬
তাম্বকাবচনং শ্রুত্বা ন ভীতঃ ন চুকোপ হ।
তত্ত্বে মৃত্বা তত্ত্বে তূর্ণং স্বাপয়ামাস সুন্দরীং ॥ ৫৭
রূপেণ চালয়ামাস মনোযোগী মনোরমম্।
মনোহরাং মৃগীরূপা তাং ন চ রেমে মনোরমম্ ॥ ৫৮
বিষ্ণুমন্ত্রে পুরয়ন্তে চন্দনে পুষ্পতল্পকে।
পুষ্করে চ বটীমূলে পুষ্পিতে পুষ্পকাননে ॥ ৫৯
পুষ্পিতপুষ্পবন্তে চ পুষ্পচন্দনবায়ুনা
নির্জনে মনসংযোগাং বিষ্ণুমন্ত্রবচিত্তে ॥ ৬০

পরম অবস্থাধী। (তাম্বে, "পর্যন্তমাত্মনিষ্ঠং"—"অধিকর্ণে ব্রহ্মা সন্তঃ অধিমান চ কৌরবং। অধিমানে পর্যন্তঃ পর্যন্তমাত্মনিষ্ঠং ॥") ॥ ৩১

ইতিমধ্যে বর্ণধারী তথাবাদ্ শ্রীকৃষ্ণ যোগের বর্ণ হয় তথিলেন। বলা। যদি তুমি বিষ্ণুর কথায় তাম্বা কর, তবে মনস্বিনী আমাকে তুমি পরিত্যাগ কর। ৫৫

সতী সাধ্বী তাম্বাদেবী তাহাকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ যোগে করিতে লাগিলেন। যথা। তিনি তথন বর্ণ, পৃথ্বী, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, আকাশ, মনু (আত্মা), পৃথিবী, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা এবং সমস্ত যোগেশ্বরের চরণের ধারণ তাহাকে তত্ত্ব সাধ্বী রাখিলেন। ৫৬-৬৯

তাম্বাদেবীর সাধ্বী প্রবণ করিয়া চন্দ্র ভীত হইলেন না, বরং তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন সেই সুন্দরী তাম্বাকে হরণ করিয়া তথায়ের সহিত যাত্রা করিলেন। ৬৫

তাম্বার সহ চন্দ্র বিষ্ণুর মনের অনুযায়ী হইয়া সেই তাম্বার চরণে পরিত্যাগ হইলেন। তখনও তিনি তাম্বাকে তাম্বাদেবীর ন্যায় করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৬৬

সেই সময় তথন তথায়ণ, তথন বেতসে, তথন চন্দনবনে, তথন পুষ্পচন্দনবনে, তথন পুষ্প তীরে, তথন বটীমূলে, তথন পুষ্পিত পুষ্পকাননে, তথন সুরভি পুষ্পবায়ু,তথন পুষ্পচন্দনাদি ও চন্দনবনবাহী মন্দমারুত এবং বিষ্ণুমন্ত্রোচ্চারিত নির্জন সময় পর্বতশিখরে ও তাহা, পর্বতের পর্বতে এবং স্থানে ও বটীমূলে তাঁহারা

শৈলে শৈলে মহে মহাঃ পৃথায়াঃ কুর্বিতস্তয়োঃ।
যত্রঃ যবিনয়ঃ যবীন্দুর্মুখির নায়ক ॥ ৪১
যদুর মহাসাগরো জীতো যৈতেষু ভদ্রয়াঃ।
যেনবিধি ভয়া ভক্তে যেনাক যবিনাঃ গুরো ॥ ৪২
অজ্ঞক যদো ভবৈব কৃপয়া কৃতবন্ধনঃ।
গুরুঃ ভয়ান যেনাযাঃ পুরিপালঃ যুগন্ধরিম্ ॥ ৪৩
মহায়াঃ অবপুর্ত্তী যদিনো বিজিতন্বয়াঃ
অজ্ঞক সমুদ্রৈব জীয়াং ১ জলধিনে ॥ ৪৪
সভীবভীযন্তাসেন পাপেন ভদ্রতলে।
যদুং পবস্তুনক কলয়া নির্বলে মন্ত্র ॥ ৪৫
উবাচ ভঃ যবাজীবং গুরো যেনবিধিঃ যতঃ।
বিভঃ ভয়াঃ যেনযুক্তঃ পরিবাসমুখাবহ ॥ ৪৬

গুরু উবাচ।

যদুযো ভবতঃ পৌত্রোহনাদ্রুর্ভবিষ্যতঃ যুতঃ

ভূমীতঃ ভর্ত্ত যে পুত্র নীতয়ঃ যবিষ্যন্তি ॥ ৪৭
ভাজপুত্রপুত্রকলে নির্বলে কীর্ত্তিমণ্ডলে
পুথায়াশো পুত্রাবিমুক্তপমমুখ লিপ্তম্ ॥ ৪৮
ভাজ যেন গুরোঃ পত্নীং প্রসুপিং যবাসভীম্।
যবিষ্টঃ যবিষ্টঃ ভাজযাবাঃ যুংস্যতে ॥ ৪৯
পত্নোঃ পুত্রাযাবীযক্ত গুরুপুত্রক ভবতঃ।
পৌত্রস্তাবিভাঃ পবস্তুপত্নো ভজযেজয়া ॥ ৫০
সন্ত্রোহপি ভূমা যাত্রা যোষা যাত্রা গুরোরপি
ইতি মহাপত্নভিজ্ঞানো যজ্ঞাভস্ত ভজ্ঞাযপি ॥ ৫১
ন শক্তবে পুত্রভক্তঃ পত্নো ভিত্বে নিমাবহ।
তথাপি মহভাযাবা যবিষ্ঠ যবিনেযি
ভয় লোকান্ত যবিষ্যাভয় যতঃ মযাভতঃ ॥ ৫২
যতোযবিষ্যতঃ মূলো যতঃ মূলস্তরো ভতঃ।
পৌত্রেণঃ পক্ষ ১ যাত্রা নিত্যো মন্ত্র প্রযুক্তয়ে ॥ ৫৩

উদয়ে পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের সব সময় অতিবাহিত হইল। যাদব। সেই সময় পর্যন্তই তাহাদের সেই বেদজ্ঞানের যেন মুষ্টিতাদের ন্যায় অতিবাহিত হইল ॥ ৩৯ ৪১

এদিকে ভক্ত দুর্বাসার অতে তীব্র হইয়া পরিণত। তিনি তখন বলরাম্ বৈকাশদের যারা যাইয়া তাঁহাদের গুরু ভেদী ওঙ্কারার্থের সাধারণ হইলেন ॥ ৪২

তাঁহার মুক্তকণ্ঠ ভক্ত কৃপাপূর্বক তাঁহাকে অন্তর্যাম করিলেন এবং বেদব্যাস ভক্ত এক বিষয় গুরুত্ব বিশেষ (পক্ষ) দুর্বাসাকে উপদেশ করিতে লাগিলেন ॥

গুরুর উপদেশ করিতে দেখিয়া সেই সভাযদ বলরাম্ বৈকাশদের বর্ষণের যত্ন করিতে লাগিল। সেই সব বৈকাশদের গুরুত্ব ও তীব্র প্রভাব অবলোকন করিল ॥ ৪৩ ৪৪

সভীত সভীত-প্রসঙ্গের পাপে নির্মল প্রেমমণ্ডল গুরুতর এক যমুনার গুরুত্ব ছিল উপলব্ধি হইল ॥ ৪৫

বেদব্যাসের ভক্ত অন্তর তীব্র সেই প্রেমের পরিণাম সুখের যোগ্যতাদির অনাদর এই বিষয়ের যবিষ্যতে ॥ ৪৬

ভক্ত যবিষ্যতে,—আমা। (অর্থাৎ আমার আশ্রয়ে ও স্নেহের ছিল হইল এই যে,) পুত্র ভক্ত। তুমি অবশ্যই আমার পৌত্র এবং অবশ্য যবিষ্যিতির পুত্র ; তথাপি তোমার এই এক সাধারণ গৌত পুরুষের যৌক্তিক অবলম্বন কর্ম, ইহা সত্যই আশ্চর্য ॥ ৪৭

তুমি ভাজপুত্র যক্ত করিয়া সেই পৃথাসমে যে নির্মল কীর্তিমণ্ডলবিশিষ্ট মুখাভাস্তিত উদ্ভাসিত হইতেছিলে, তাহা আজ এই অপকর্ম দ্বারা মুখাবিমুক্তন এক ভক্ত—মলের কর্দম করিয়াছে ॥ ৪৮

ভাজযাবের দ্বারা যেই ও যবিষ্ঠ যেবক দুর্বাসার মহাসতী ভার্যা তোমার যাদুপুত্রা, তুমি তাঁহার পরিত্রাণ কর ॥ ৪৯

পত্নু ও যেবব্রতের উদর, আমার গুরুপুত্র, তথায় পৌত্র এবং যবি আদিয়া পুত্র এই দুংস্পর্শ সকল ভক্তভাবে যেবীসমাজে আসিবে ॥ ৫০

তাঁহারা সহজবভাব ও তাঁহারা সাধুপুত্রক, তাঁহারা সকলেই তথায় গমনের জন্য তীব্র করায় এবং তখনও তোমা আশিলে সেই যোগ উল্লেখ করেন; কারণ তাঁহাদিগের তাহাই স্বভাব ॥ ৫১

নিশ্চয়ই ভক্ত। এই বিষয়ের মুখভক্ত দুংস্পর্শিতুল্য আমার তোমাকে পক্ষ আর কেহই নাই। তথাপি আজ এই পরিস্থিতে আমি তাঁহার সহজভাব তখন উল্লেখ করিয়া তাহাতীন করিলাম ॥ ৫২

যখন আমিও লোকান্তর অবস্থান করিব, তখন সকলের পর্ব বিষয়ের থাকিবে। এইরূপ যখন পর্ব

[illegible] ব্যক্তি [illegible] যাতি [illegible] ।
[illegible] বিপ্রঃ [illegible] যাতি [illegible] । ৫৪
তথাপি ন হি [illegible] শাপিতঃ [illegible] ।
[illegible] বিপ্রপত্নীনাং [illegible] । ৫৫
[illegible] পাতকং [illegible] ।
[illegible] শতপূর্বকম্ । ৫৬
[illegible] পাপবিনাশঃ [illegible] । ৫৭
বিপ্রপত্নী [illegible] ।
[illegible] পাপঃ [illegible] । ৫৮
[illegible] ব্রাহ্মণী [illegible] ।
[illegible] পাপাঃ [illegible] মহাত্মনা । ৫৯
[illegible] পাপঃ [illegible] ।
[illegible] যেষাং [illegible] । ৬০

[illegible] দৈবাৎ [illegible]
[illegible] । ৬১
[illegible] ।
[illegible] ন [illegible] । ৬২
[illegible] বর্ণে [illegible] ।
[illegible] বিষ্ণুপূজা [illegible] । ৬৩
বিষ্ণুপাদোদকং পুনঃ [illegible] ।
[illegible] পুণ্যং [illegible] । ৬৪
[illegible] পাপকর্মণা ।
[illegible] হরিঃ স্মৃতঃ । ৬৫

ব্রহ্ম উবাচ ।

[illegible] পুণ্যকর্ম [illegible] ।
[illegible] । ৬৬

[illegible], [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ও [illegible] ("[illegible] [illegible]") [illegible] (১৮০৮) । ৫৩

গো-[illegible], [illegible] এবং [illegible] । [illegible] । ৫৪

[illegible] এবং [illegible] । ৫৫

[illegible] ও [illegible] । ৫৬

কিন্তু যদি [illegible] হয়, [illegible] এক [illegible] পাপ [illegible] হইতে হয়, [illegible] কখনও পাপ হয় না, [illegible] । ৫৭

কিন্তু [illegible] পাপ [illegible] থাকে, এই [illegible] । ৫৮

অতএব তুমি [illegible] । [illegible]

[illegible] সেই [illegible] । ৫৯

তুমি [illegible] ও [illegible] । ৬০

যে ব্যক্তি [illegible], [illegible] ও [illegible] না করে, সেই ব্যক্তি [illegible] এবং যে [illegible] । ৬১

কিন্তু যে ব্যক্তি [illegible] করে, সেই ব্যক্তি [illegible] এবং [illegible] । ৬২

এই কথা বলিয়া সেই [illegible] ([illegible]) [illegible] সেই [illegible] এবং [illegible] । ৬৩

[illegible] । ৬৪

[illegible] । [illegible] ও [illegible] এই কথা [illegible] । ৬৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—[illegible] । যদি [illegible] হয়, [illegible] হয়, [illegible] হয়,

ঊর্ধ্বগামিকরণং সন্ধ্যা সন্ধ্যা যাবৎকরং যদি
ঊনমাসকরণং সন্ধ্যা পাপমুক্তো ভবেন্ নরঃ ॥ ৬৭
ত্রিসন্ধ্যাহীনঃ বিপ্রেন্দ্র দ্বিজপূজাবিহীনকম্ ।
তং বক্ষতু মহাঘোরঃ চন্দ্রপাপো সুদারুণম্ ॥ ৬৮
অর্ধার্যো হস্তকং কৃত্বা যঃ প্রযাতি পরস্ত্রিয়ম্
স যাতু নারকঃ ঘোরঃ চন্দ্রপাপেন পাতকী ॥ ৬৯
যস্তা বা তাদৃশে কালে ছলনীলা দুর্মুখা ॥ যা
যা দূরং চন্দ্রপাপেন যাতু লালমুখং ত্বরম্ ॥ ৭০
অথৈবেতঃ বৃথাস্রক বস্ত্র মুক্ত্বকে যঃ পরিগ্রহঃ ।
স যাতু কালসূত্রক চন্দ্রপাপাচ্চতুর্মুখম্ ॥ ৭১
অমুখাচ্চা বৃথনরঃ করোতি যো নরাধমঃ ।
চন্দ্রপাপাদ্ দূরপন্থাঃ কালসূত্রঃ স যচ্ছতু ॥ ৭২
যস্তাস্তঃ হস্তকং কৃত্বা যা যাতি পরপুরুষম্ ।
সা যাতু রৌদ্রসূত্রক চন্দ্রপাপাচ্চতুর্মুখম্ ॥ ৭৩

কৌতিঃ করোতি হস্তকা পরকীর্তিঃ বিপুলা ॥ ।
স যুধা চন্দ্রপাপেন ক্ষুদ্রপাপেক যচ্ছতু ॥ ৭৪
পিতরঃ মাতরঃ ভার্যা যো ন পুষ্ণাতি পাতকী ।
যত্তকং চন্দ্রপাপেন ঘোরং চাণ্ডালযোঃ ধ্রুবম্ ॥ ৭৫
দুশ্চরিত্রবতীযোনিং অনুস্রাব্যযোনিষু ॥
যোহনুং যি চন্দ্রপাপক যঃ যাতু পাপিনঃ ধ্রুবম্ ॥ ৭৬
স যাতু ক্রেন পাপেন কৃত্তীপাকং চতুর্মুখম্
তস্যাস্তস্যাঃ চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নোতি পাতকী ॥ ৭৭
বিবাহে যো প্রীত্যর্থং মহাপংক্তী করোতি ॥ ।
যো যজ্ঞে কামতঃ ভার্যা গুরিণীং বা রজস্বলাম্ ॥ ৭৮
তং যাতু চন্দ্রপাপেক মহাঘোরেক স দিনম্ ।
স যাতু ক্রেন পাপেন কালসূত্রং চতুর্মুখম্ ॥ ৭৯
মূখং শ্রোণীং স্তনকাপি যো পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ
কামতঃ কামহস্তক তং যাতু চন্দ্রকসূত্রম্ ॥ ৮০

মহাপাতকের কল লাভ হয়, ঊর্ধ্বগামিকরণ সন্ধ্যা হয়, যদি যাবৎকরণ সন্ধ্যা হয় এবং ঊনমাসকরণ সন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৬১-৬৭

যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাহীন এবং দ্বিজপূজাহীন, সেই ব্রাহ্মণকে চন্দ্রপাপ নামে বিখ্যাত ও মহাভয়ঙ্কর পাপ বহন করিতে হয় ॥ ৬৮

যে ব্যক্তি নিজ ভার্যাকে ফেলিয়া পরস্ত্রীগামী হইতে যায়, সেই পাপী ব্যক্তি চন্দ্রপাপ নামে ঘোর নরকে যাইয়া পড়ে ॥ ৬৯

যে দুশ্চরিত্রা ও দুর্মুখা মহিলা অকারণ নানারূপ ছিদ্রান্বেষণ করে, সেই মহিলা চন্দ্রপাপ নামে এক ঘোর নারকীয় নরকে অবশ্যই যাইয়া পড়ে ॥ ৭০

যে ব্রাহ্মণ ঔপরিচিত অপরিচিত বৈধব্য কন্যা-ঘৃণ্য বিধবাদি ও ঘৃণ্য অপরিচিত জাত প্রভৃতি ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ এই চন্দ্রপাপের চাপে ঘৃণ্য কালসূত্র নামক নরকে যাইয়া পড়ে ॥ ৭১

যে নরাধম ব্যক্তি অমুখাস্রীকে মৈথুন করে, সেই ব্যক্তি চন্দ্রপাপের সঙ্গে ঘৃণ্য কালসূত্রনামক নরকে যাইয়া যায় ॥ ৭২

যে নারী নিজ স্বামীকে ফেলিয়া পর পুরুষের নিকট গমন করে, সেই নারী রৌদ্রসূত্র নামে ভয়ানক নরকে যাইয়া চতুর্মুখ নামক ভয়ানক নরকে যাইয়া পড়ে ॥ ৭৩

যে ব্যক্তি ছলনাপূর্বক ঔচিত্য রহিত কার্য করিয়া পরস্ত্রীকে বিপুল কলঙ্কিনী করিয়া তাহার কীর্তি স্থাপিত করে, সেই ব্যক্তি চন্দ্রপাপ নামক ক্ষুদ্রপাপ নরকে যায় ॥ ৭৪

যে পাতকী ব্যক্তি পিতা, মাতা ও ভার্যাকে কখনও নিজ ভরণপোষণ করিতে পালন করে না, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় চন্দ্রপাপে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭৫

যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্রা (ব্যভিচারিণী), পতি-পুত্রহীনা দুঃখিনী অথবা অনুস্রাবযুক্তা (রজস্বলা স্ত্রী-প্রকৃতির) ভোজন করে, চন্দ্রপাপ নামে সেই সেই পাপীর নিশ্চয় অবশ্যই পতন হইবে ॥ ৭৬

সেই পাপিষ্ঠ পাপী ব্যক্তিকে কৃত্তীপাক নরকে যাইয়া পড়িতে হয় এবং তাহা হইতে উদ্ধার হইয়া সেই পাপিনী চণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ॥ ৭৭

যে মহাপাপী বিবাহে মৈথুন কর্ম করা এবং যে দুষ্টমতি ব্যক্তি কামের বশবর্তী হইয়া রজস্বলা স্ত্রীকে উপভোগ করে, সেই পাপীকে চন্দ্রপাপ নামে মহাভয়ঙ্কর পাপ বহন করিতে এবং সেই পাপফলে উক্ত পাপী ব্যক্তিকে কালসূত্র নামক নরকে যাইয়া পড়িতে হয় ॥ ৭৮-৭৯

যে ব্যক্তি কামবশতঃ হইয়া যোনি পরস্ত্রীর মুখ, শ্রোণী (নিতম্ব) ও স্তন দেখিতে পাইবে, তাহার নিশ্চয় এই চন্দ্রপাপ বহন করিতে হয় ॥ ৮০

স যাতু পাপাত্মনাঞ্চ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৮১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮২
[illegible] ।
চতুর্যুগং [illegible] ॥ ৮৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৫
স যাতু [illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৮
[illegible] ।
স যাতু [illegible] ॥ ৮৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯০
[illegible] ।
স যাতু [illegible] ॥ ৯১
স যাতু [illegible] ।
[illegible] ॥ ৯২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯৫

সেই পাপী [illegible] নরকে বাস করে [illegible] বাস করে। তাহার পর সেই নরক হইতে [illegible] পাপী [illegible] হইয়া থাকে। ৮১

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] নরকে [illegible] বাস করে। ৮২-৮৩

তাহার পর সেই পাপী [illegible] হইতে [illegible] হইয়া [illegible] ও [illegible] হইবে। ৮৪

যে [illegible] ([illegible]) ও [illegible] করে, সেই [illegible] নরকে [illegible] বাস করে। ৮৫

সেই [illegible] বাস করে এবং [illegible] হইবে। ৮৬

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]) [illegible] হইতে [illegible]) এবং [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] নরকে [illegible] বাস করে। ৮৭-৮৯

যে ব্যক্তি [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] এবং [illegible] ও [illegible], সেই পাপী [illegible] নরকে [illegible] বাস করে। ৯০-৯১

সেই পাপী [illegible] নরকে [illegible] এবং [illegible] হইয়া থাকে। ৯২

তাহার পর সেই পাপী [illegible] হইতে [illegible] করিয়া [illegible] হইবে এবং [illegible] হইবে। ৯৩

[illegible] এবং [illegible]

ন ধাতু চন্দ্রশালের চালীপত্রঃ চতুর্থম্,
অতো ভবতু সর্বত্র পঞ্চমস্য লুপ্তস্য ৫। ৬
দ্বিত্রো ধাতুর্দ্বিতো যো হি যোদ্বিতীয়ী ক্রিয়েপ্সকঃ।
হেতোঃপ্রাক্ দ্বিত্রো ধাতু র্যা ঘাতদ্বিত্রী ১ ১৭
ধাতুর্দ্বিতশ্চতুর্থো যস্ত ধাতুশ্চেপ্সাকঃ।
ধাতীয়ী ধাতবস্ত্র কৃষ্টাপ্সোয়া এব ৫ ৫ ১৮
ত্রঃ ধাতু চন্দ্রশালক চন্দ্রো ভবতু দ্বিত্রঃ।
ন ধাতু ক্ষের পালের মূলপ্রোক্তা সুধাক্ষরম্ ১ ১৯
অতো দ্বিত্রো ভবতু ন ধাতুর্দ্বিত্রান্তচূর্ণম
অথো ধরিত্রো যোগী ৫ যৌগাহীয়ো নরঃ পতঃ ৫১০০
লাভালাভসমানাত্ত দ্বিলাভাঃ সকলস্য ৫।
অন্তাবাচৈব যৌবাভো দ্বিত্রেত্রা নরাত্তকঃ ১ ১০১
চৌরস্ত দ্বিত্রো বট্টিপত্রঃ ধাতু চন্দ্রশালকম্।
ন ধাতু ক্ষের পালের ক্ষুরধারং পত্র সমম্ ১০২

ভক্ত দ্বিত্রো ভবতু ন ধাতুর্দ্বিত্রান্তচূর্ণম্।
অথাস্তাহীয়ো ভবতু সুধাসঃ সকলস্য ১ ১০৩
সকলস্য ৫ সার্ধারো ধরিত্রো ভক্তপক্তয়ে।
সকলস্য ৫ ভক্তু ধা কৃষ্ণঃ সকলস্য ৫ ১ ১০৪
সকলস্য ভক্তসত্তম ভর্ত্রী ভক্তপক্তয়ে।
যোদ্বিতা ভক্তপক্তয়ে ধরিত্রঃ সকলস্য ১ ১০৫
সকলস্য ৫ মতু ভক্তস্য মানবোভবঃ।
কর্মকারস্ত চক্রকৈতনকারস্ত বর্ধকী ১ ১০৬
নাবিকঃ শাবজীবী ৫ ঘাণ্টস্ত বর্ণকারকঃ।
কুম্ভকারো লৌহকারস্তঃ ক্ষত্রস্তো দ্বিজঃ ১ ১০৭
ইতি চন্দ্রঃ শুচি কৃত্বা সকলাচ্চ তু ভাজনাৎ।
ভাক্তা চন্দ্রো মহাদাত্তি পক্ষ কাত্তিমিতি দ্বিজঃ ১ ১০৮
প্রোক্তমিত্রঃ দিনা পূজা ভক্তের ভক্তদানম।
অকালা বা বলিপ্রেত্র ন স্ত্রী ভাবেণ কুত্রচি ১ ১০৯

অনৌকা (ডোঙা) হইবার পর সেই পাখী আকাশ অভ্র হইত। ১১

যে ব্যক্তি কৃষ্ণা (অমাবস্যা) দিনে ক্ষৌরকর্ম করে এবং দ্বিতীয়া অভ্র (সেদিনে অন্য নহে) পর্যন্ত আর অধিষ্ঠি প্রতিপদে না দিয়া দ্বিতীয়া ভোগে করে, সেই মহাপাপীকে এই শ্লোকগুলি আরম্ভ করিবে। ৯৪

সেই মহাপাপী এই শ্লোকগুলি অনিশ্চয়ারম্ভ সহকে যখন করিয়া তখন চন্দ্রিকুল নাম করিবে। তাহার পর নাম অন্ত বর্ণ ও পদ হইবে এবং তদন্তর ভক্তি নাম করিবে। ১৯

যে দ্বিত্র (ব্রাহ্মণ) ধাতুদ্বিত—ভূমীবতীয়ী অর্থাৎ ভূমিবার, যোনিজীবী, চিকিৎসক, প্রতিমাপ্রতিষ্ঠাকারী, জ্যোতিষী, বিদ্যোপজীবক, দ্বিত্রের প্রেষণকারী, নদীজীবী (নদী—তাদি অর্থাৎ নৌকাজীবী), বাবক (বৃত্ত) কিংবা বেশ্যাপতি, চন্দ্রকুল এই নাম সেই দ্বিত্রের দ্বিতীয় অন্ত করিয়া এবং এই শ্লোক বিশ্লেষণ করিবে। সেই দ্বিত্র শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ মূলপ্রোক্তাধারক সহকে বলিবে। ১১-১৯

সেই দ্বিত্র পূজা প্রাপ্ত সহকে যাইয়া চতুর্থ দ্বিত্রের আত্ম-পরিচিতি ভাব মূলে দ্বিত্র হইয়া থাকুক। তাহার পর সে বলিবে, তোমী এবং ধীকারিনি মনুষ্যাকার পক্ষ হইত। ১০৪

যে ব্রাহ্মণ সাধা, আমে, ভক্ত (পাচক), দ্বিত্র, ধনস, অন্ত ও সোর বিক্রয়কারী হয়, সমবয়া নয়, ছোট এবং অন্যের ভাবা করে, সেই ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় এই শ্লোকগুলি যখন করিয়া এবং এই শ্লোকগুলি সেই ব্রাহ্মণ অন্যায় মূলের মূলপ্রোক্তাধারক সহকে বলিবে। ১০১-১০২

এই পাখী সেই মূলপ্রোক্ত সহকে যাইয়া সমস্ত দ্বিত্রের আত্মপরিচিতি ভাব মূলপ্রোক্ত দ্বিত্র-দ্বিত্র হইতে থাকুক। তাহার পর এই মূলপ্রোক্ত সহক হইতে উহার ভাব হইয়া সাধকের মূলপ্রোক্ত হইত। ১০৩

তাহার পর যে সাধ অন্ত আর্যার (বিড়াল), পাঁচ অন্ত মহিষ, সাত অন্ত বহুত, সাত অন্ত মূহুর, পঞ্চ অন্ত সরভ, পাঁচ অন্ত কর্তরী (কর্পরিকার), পঞ্চ অন্ত যোদ্বিকা (যোদাস), সাত অন্ত ধর্ম এবং তদন্তর সপ্ত অন্ত মন্ত্রক হয়। তাহার পর যে অন্তে মানুষ, কর্মকার, চক্রক, চৈলকার, বর্ধকী (সুতার), নাবিক, শাবজীবী, ঘাণ, বর্ণকার, কুম্ভকার ও লৌহকার হইয়া থাকিত হয় এবং পক্ষ আকাশ হয়। ১০৫-১০৭

চৈত্রাক্ত অক্ষয়তৃতীয়ায় এইভাবে চন্দ্রকে অন্ত করিয়া ভাগ্যদেবীকে বলিবেন, হে মহাদাত্তি। তুমি চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ স্থিতি নিজে অন্ত হও। ১০৮

দেবি। তুমি প্রাতঃকিয় না করিয়াই থাকিয়া হইয়া অতিথিরা হইলে ; আকাশ, যে বাড়ী অতিথি, তাহাকে যদি দেবের অতিথি আর (উপবাস) উপস্থাপন করে, তবে উহার সেই বাড়ী দূষিত হয় না। ১০৯

ইত্যেবমুক্ত্বা [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্বাসোপাখ্যানে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

[illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] [illegible] হইলেন। ১১০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসকৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারদ-নারায়ণ সংবাদে দুর্বাসার উপাখ্যান নামক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

(বৃহস্পতেঃ [illegible] তারা-[illegible] বৃহস্পতেঃ শোকঃ, দেবতাগণের [illegible] বৃহস্পতিনা [illegible] দেবতাগণের [illegible] তথা বৃহস্পতের [illegible])

নারদ উবাচ ।
বৃহস্পতিঃ কিং চকার তারাহরণকালতঃ ।
কথং প্রাপ তাং সাধ্বীং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥
শ্রীনারায়ণ উবাচ ।
গুরুঃ শিষ্যঃ [illegible] চ স্বয়ং
[illegible] ॥ ২ ॥
শিষ্যো যদা [illegible] শোকসন্তপ্তঃ
[illegible] গুরৌ ॥ ৩ ॥
তারা [illegible] ।
গুরুঃ প্রাণ [illegible] ॥ ৪ ॥
[illegible] বিধ্বা ।
শোকেন [illegible] বিললাপ বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥
উবাচ বিপ্রান্ [illegible] নৈতিক [illegible] ।
[illegible] শোকার্ত্তঃ শোকবিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ ।
যে [illegible] মনোহরং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭ ॥
যস্য নাস্তি সতী ভার্যা গৃহেষু প্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

(তারার অন্বেষণে বৃহস্পতি কর্তৃক শিব [illegible], [illegible] বৃহস্পতির শোক, [illegible] দেবতাগণের [illegible] এবং [illegible] কর্তৃক বৃহস্পতির [illegible] ।)

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! বৃহস্পতি তারা-হরণের পর কি করিয়াছিলেন? তিনি কিরূপে সেই সাধ্বী পত্নীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আপনি এই সব আমার নিকট বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলুন। ১

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! [illegible] বৃহস্পতি [illegible] মন্দাকিনীতে [illegible] গিয়াছিলেন। ২

গুরু। সেই দিন মন্দাকিনীর নিকট থাকিয়া [illegible] হইলে [illegible] গমন করিতে [illegible] হইতে [illegible] করিলেন। ৩

[illegible] বৃহস্পতি [illegible] শিব [illegible] করিয়া [illegible] গৃহে [illegible] করিলেন। ৪

[illegible] বৃহস্পতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই বিলাপ [illegible] লোকে [illegible] বৃহস্পতি বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৫

শোকার্ত্ত বৃহস্পতি [illegible] সংবাদ করিয়া এই নীতিবাক্য বলিলেন। ৬

বৃহস্পতি বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! জানি না, আমি কাহার দ্বারা এই [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] করে, সেই ব্যক্তি [illegible] নাই। ৭

যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী সতী ভার্যা নাই, সেই

ভার্যাসূক্তা ধনিকা ভুক্তা যত্র চ পক্কান্না।
অরণ্যং তেন যন্ত্রব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥৯
সুশীলা পুত্রহী ভার্যা যত্র যত্র পুরাবসেৎ।
আরণ্যং তেন যন্ত্রব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১০
বৈরেণাপক্কতা যত্র পতিশ্বশ্রূ পতিব্রতা।
অরণ্যং তেন যন্ত্রব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১১
যত্র মাতা গৃহে নাস্তি গৃহিণী বা পুরাদিতা।
অরণ্যং তেন যন্ত্রব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১২
শ্রিয়াহীনং গৃহং যত্র পূর্ণা ভবতিসর্বতঃ।
অরণ্যং তেন যন্ত্রব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১৩
ভার্যাসূক্তা কলহদা সততার্তস্য তথা গৃহম্।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥ ১৪
অতঃহি শ্রীবিহীনস্য দৈবে পৈত্র্যে চ কর্মণি।

যস্মাদ্ গৃহমুচ্যতে কর্ম ন তত্র ফলদায়ক্, অতঃ ১৫
দারিদ্র্যনাশিনীনাম্ন যথা লক্ষ্মী তথাশনঃ।
প্রজাহীনো যথা মূর্খঃ শোভাহীনো যথা নদী ১৬
শক্তিহীনো যথাজীবো যথা চান্না অনূর্বা বিনা।
বিনাহবিষ্যান্ন যথাহবিষ্যেতো অবেদঃ প্রকৃতিঃ বিনা১৭
ন চ ভুক্তা যথা যজ্ঞঃ ফলদাং দক্ষিণাং বিনা।
কর্মণাঞ্চ ফলং নাস্তি সাংগ্রাম্যুক্তেন চ ॥ ১৮
বিনা কর্মং কর্মকারো যথা পঙ্গুঃ প্রকর্মণি।
যথাশক্তঃ ফুলাদস্ত বৃদ্ধিকাঞ্চ বিনা বিদ্যাঃ ১৯
তথা গৃহী ন সফলস্ত মন্ত্রতঃ সর্বকর্মণি।
ভার্যাযুক্তা ক্রিয়াঃ সর্বা ভার্যাযুক্তা পুরাস্মৃতা ॥ ২০
ভার্যাযুক্তঃ সুখী মর্তঃ গৃহস্থাশ্রম কৃতে রতা।
ভার্যাযুক্তঃ সদা হর্ষো ভার্যাযুক্তস্ত যজ্ঞবান্, ২১

অধিক কথা কহিবে না ; কারণ, তাহাতে বিদ্যা কি জ্ঞান, কি দুই উভয়ই নষ্ট হয় ॥ ৮

যে গৃহিণী চিরকালই অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী তাহাকে পক্ক হইয়া থাকা বিধেয়, সেই গৃহিণী কখনও ত্যাগ করা উচিত ; কারণ, তাহার পক্কে যেরূপ বন, সেইরূপই গৃহ ॥ ৯

যাহার গৃহে ভার্যা গৃহিণী (গৃহকর্ত্রী) সুশীলা ভার্যা চলিয়া যায়, তাহারও বন বলিয়া ত্যাগ করা উচিত ; কারণ, সেই গৃহিণী বন ও গৃহ উভয়ই তুল্য ॥ ১০

বৈর অর্থাৎ ঘোর কষ্ট ("দুঃখেনাপ্নোতি যৎ কষ্টং বৈরমিত্যভিধীয়তে") বশতঃ গৃহিণী শ্বশ্রূশ্বশুরাদি পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিলে তবে তাহার অরণ্যবৎ ত্যাগ করা উচিত ; কারণ, সেই ব্যক্তির পক্কে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্যরূপ ॥ ১১

যাহার গৃহে মাতা নাই কিংবা গৃহিণী (সংসারের গৃহস্থিতা অর্থাৎ সর্বা প্রধানভূতা) ভার্যা নাই, সেই ব্যক্তির বনে বাস করা উচিত ; যেহেতু তাহার নিকট বনও গৃহ উভয়ই সমান ॥ ১২

যাহার গৃহ শ্রী-হীন ও সর্ব-প্রকারে পূর্ণ থাকিলেও কিন্তু ভার্যাহীন, সেই ব্যক্তিরও বন তুল্য বলা উচিত ; কারণ, তাহার নিকট যেরূপ বন, সেইরূপই গৃহ—কখন ভেদ হইতে পারে ॥ ১৩

ভার্যাহীন গৃহ অন্নপূর্ণা, কিন্তু ভার্যাযুক্ত গৃহই গৃহ বলিয়া উক্ত হয় ; যেহেতু শাস্ত্রে গৃহিণীহীনই গৃহ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, পরন্তু গৃহের গৃহ বলিয়া উপদেশ করা হয় নাই। ইহার অনুরূপ আরও শাস্ত্রবচন দেখা যায় ; যথা—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" ইতি ॥ ১৪

যে ব্যক্তি শ্রীবিহীন, সেই ব্যক্তি অভাগী, তাহার কি দৈব কর্ম, কি পৈত্র্য কর্ম—এই উভয় কর্মে অধিকারিতা থাকে না। সেই ব্যক্তি যে কিছু এই উভয় কর্ম করে, তাহার সমস্তই নিষ্ফল হয় না ॥ ১৫

যেরূপ দারিদ্র্যনাশিনী লক্ষ্মী নাম অর্থাৎ শ্রীযুক্ত হইয়া যায়, এইরূপ প্রজাহীন মূর্খ, শোভাহীন গৃহ, শক্তিহীন জীব (প্রাণী), বেহবিহীন আত্মা, আহারহীন প্রাণের এবং প্রকৃতিহীন পরমেশ্বরের ভোগে ভার্যা অভিলষিত সমর্থ হয় না ; যেরূপ যজ্ঞ অন্নদায়িনী দক্ষিণা ব্যতীত কোনও কর্মের ফল লাভে অভিজ্ঞ পারে না, অতএব দক্ষিণাই সকল যাজ্ঞীয় মূল ; সেরূপ কর্মকার হস্ত বিনা শিল্পের কর্ম করিতে পারে না, সে নিষ্পন্ন। সেরূপ বুদ্ধিও যাহীন মানব কর্ম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ গৃহী ব্যক্তি ভার্যা ব্যতীত সমস্ত অকর্মণ্য হইয়া থাকে ; যেহেতু গৃহস্থের সমস্ত কর্মের মূল ভার্যা এবং গৃহস্থের মূল এই ভার্যা ॥ ১৬-২০

গৃহস্থ ব্যক্তিগণের মূলে সদা সকল সুখের মূল এই ভার্যা, সমস্ত কর্মের অর্থাৎ যাবতীয় মূল এই ভার্যা এবং সমস্ত যজ্ঞমানের মূল ভার্যা ॥ ২১

তার্ণাবুলক সমাজো তার্ণাবুলক মৌহনম্ ।
যথা গুরুক ধবিনাং গৃহিণাক তথা গৃহম্ । ২২
সাধবিস্থ তথা ভেষাং গৃহিণাক তথা প্রিয়া ।
সর্বস্বপ্রদানা চ স্ত্রীস্বয়া চতুলাবপি । ২৩
গৃহীতা সা গুরবেনৈবেত্যাহ তত্ত্বলোচনঃ ।
যথা তথা বিনা পত্নীং পত্নীঃ মোক্ষো বিনা যথা । ২৪
তথৈব চ গুরুস্বঃ গৃহিণাং গৃহিণীং বিনা
ইত্যেবমুক্ত্বা স তয়ঃ প্রবিবেশ গৃহং মুদা । ২৫
গৃহাদ্ বহির্নিসসার কৃত্বা কৃত্বা তথাবিধঃ
মুহুর্মুহুঃ মূর্ধ্নি তেষাং সমবাপ সঃ । ২৬
কৃত্বা কৃত্বা জলৌঘৈঃ স্নানং স্নানং শ্রিয়াতুলম্ ।
অথাস্তরং মহাজ্ঞানী জ্ঞানিভিশ্চ প্রবোধিতঃ । ২৭
সন্নিধৈর্ভূনিভিস্তাভৈঃ পূজনদ্রব্যমুত্তমৈঃ ।

সমাজের মূল তার্ণা, এবং মৌহনের অর্থাৎ মেহের (কারণের অর্থ— 'মৌহনের') মূল তার্ণা। অধিক কি ! যেরূপ যথা গৃহীদিগের তথা মূল মূলের মূল সমাজ, সেইরূপ গৃহী সাধ্বীদিগের মূল মূলের মূল সমাজ । ২১

যেরূপ যতীদিগের তথার মূল সাধ্বি, সেইরূপ গৃহী-দিগের গৃহের মূল প্রিয়া তার্ণা। সর্বস্ব দিয়া ইহ হইতে যেই স্ত্রী গ্রহণ করা যায়, এই স্ত্রীরত্ন চতুর্দশ গৃহস্থাশ্রমের প্রধান কথা কর্তব্য—এই কথা বলিয়া পত্নীহানি কথা বলিয়াছেন। যেরূপ জল সম্বন্ধীয় পত্নী ব্যতীত পত্নী এবং পত্নী ব্যতীত জলের মোক্ষ হয় না, সেইরূপ গৃহী-দিগের গৃহিণী ব্যতীত গৃহ গৃহ নাম হয় না। এই কথা বলিয়া তত্ত্ব বৃহস্পতি মোক্ষলাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ মূর্ধে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ পথ হইতে বারিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি মুহুর্মুহুঃ মূর্ছিত হইয়া পরে চেতনা লাভ করিতে লাগিলেন । ২৩-২৬

তখন তিনি তিন্না তার্ণায় তথাবিধি স্নান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে বহু জ্ঞানী জন তথায় আসিয়া এই মহাজ্ঞানী বৃহস্পতিকে প্রবোধ দান করিলেন । ২৭

তখনই বৃহস্পতি সব নিজস্ব ও অন্য মুনিজনের সহিত রোদনের উদ্যম করিলেন। তখন

স গুরুঃ পূজিতস্তেন চাভিবোধ্য মুক্তয়ে । ২৮
উবাচ মহতাত্মা স্তুতি পত্নীবিয়োগ্রিয়ম্
বৃহস্পতিরুবাচ ত্বাং ব্রহ্মপুত্রতত্ত্বলোচনঃ । ২৯
উবাচ মহেন্দ্রস্ত্বং শোপত্নীমুনিবরাঃ । ৩০

মহেন্দ্র উবাচ

মুনয়োক্ত মহেন্দ্রক গচ্ছন্তু চাত্রকর্মণি
অতীব নিপুণা হ্যন্যে তত্ত্বপ্রাপ্তিনিবিক্তয়ে । ৩১
যত্রাস্তি সাধ্বী ভদ্রো ধনাত্মা তারয়া সহ
সন্ত্রাসি তত্র মহতঃ মহৈর্দেবমহৈঃ সহ । ৩২
তাত চিন্তাং মহাভাগ মর্ষং তত্ত্বং ভবিষ্যতি
ভ্রমণীত্ত্বং দুর্মতিঃ কস্য সম্পদ্ বিপদ্ধবিঃ । ৩৩
ইত্যুক্ত্বা চ সুরাশীরো মুনয়োক্ত মহেন্দ্রক ।
তূর্ণং প্রস্থানমাসদ্য তৎকর্মনিপুণঃ সুরৈ । ৩৪

অধিষ্ঠিতবতামুক্তম্ ইন্দ্র তত্ত্ব বৃহস্পতিকে পূজা করিলেন । ১৮

তাহাতে বৃহস্পতি তাহার সখা (মেন), যিনি তখনও তার বিয়োগ সেই তার্ণাবৃহত্তম অগ্নির ন্যায় ইন্দ্রকে বলিলেন। বৃহস্পতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মেনকার ইন্দ্রের ক্রোধ উপস্থিত হইল। ক্রোধে তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তিনি তত্ত্ব বৃহস্পতিকে বলিলেন । ২১-৩০

মহেন্দ্র বলিলেন,—তখন্ । তথায় তথা তার্ণিবার নিমিত্ত চাতুর্কর্ণ যজ্ঞ (শিবযজ্ঞ) ও নিপুণ (কুশল) সকল মুনি চারিদিকে গমন করুক । ৩১

পাপী ইন্দ্র যখন আমার মহান্ যজ্ঞের সন্নিধ অবস্থান করিতেছে, তখন তুমিও তত্ত্ব বৃহস্পতি হইয়া সমস্ত দেবতাদের সহিত তথায় গমন করি । ৩২

বৃহস্পতি । আপনি চিন্তা ত্যাগ করুন, আপনার সমস্ত কল্যাণকর হইবে। এই ঘটনা অবশ্যই আপনার কল্যাণের কারণ হইবে ; তাহাতে, বিপদ বাতীত কাহারও সম্পদ লাভ হয় না । ৩৩

যে মুনে। তত্ত্ব বৃহস্পতিকে এই কথা বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কর্ম-নিপুণ সমস্ত মুনিকে আনি সমস্ত চারিদিকে প্রেরণ করিলেন । ৩৪

সেই সব মুনিগণ শত সহস্র যাজ্ঞিক বিপ্রসমূহ সঙ্গে করিয়া দুর্লভ ও বিশেষ ধনসম্পন্ন স্থান করিয়া শত্রু অত্যাশ্চর্যময় যাগস্থানে গমন করিল । ৩৫

যে মূঢ়াস্ত্ব বর্ণসঙ্কর মৃত্যির্জন্মেব চ
মহাপাপকৃতে বিপ্রে প্রদিশা পক্ষমাসয়ুঃ । ৩৪
ব্রহ্মক্ষত্রবধে তৎপ্রপাতে বিধেয়ম্ ।
পৃষ্ঠা দত্তাহয়ঃ ভীতঃ কথয়াপোহতীর্থম্ । ৩৬
ইতি শ্রুত্বা সুধাশীলো নত্বাহব্রূ। ইদমব্রবিৎ ।
ঈশাচ শোকসন্তপ্তো ভগবন্ বিদুষাং । ৩৭

অত্রোপ ঈশাচ

শৃণু বাপ প্রবক্ষ্যামি পরিত্রাণমুপায়তঃ ।
তথা তাত মহাভাগ সর্বং তত্র ভবিষ্যতি ৩৮
যথা ন হি ভিক্ষঃ শুক্লো ন দণ্ডা বিদ্যতে তঃ
এতদালোচ্য ব্রহ্মণ্য তথ্যং পরমং ভবিষ্ ৩৯
যজ্ঞ বিত্তঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ সাধুনেব চ
ব্রহ্মণা সহ যাস্যামঃ কৈলাসে পরমং গৃহম্ ৪০
ইত্যুক্ত্বা তু মহাত্মানং সন্তপ্তো ভগবান্ মহ ।

তথায় ব্রহ্মলোকক্ষ মুমুক্ষুঃ নিত্যমেব । ৪১
তত্র গৃহ্য চ ব্রহ্মাণং সবাস গুরুণা মহ
প্রোযাচ সর্বভূতাত্মা দেবাদেবীশ্বরং পরম্ । ৪২
সংস্তুয়মানঃ ব্রহ্মা তথায় তত্রলোকে ।
বিষ্ণঃ তথা শৌরিমাসমুবাচ বিদ্যাধিপঃ । ৪৩

ব্রহ্মোবাচ ।

যো মনাতি পাপৈক্ষ চ দুঃখমেব চ সর্বতঃ
তস্যৈব মনাতি দুঃখং পাপা কৃতঃ মনাতনঃ । ৪৪
অথা প্রাপ্য চ পুণ্যেন পাপা বিদ্ধু মনাতনঃ .
তথা ক্রমেণ সংসারী মনাতি চ শিবং বিদঃ । ৪৫
বিনশ্বরঃ সর্বমাত্মা বর্ণাশ্চ সর্বতাপ্তঃ ।
সর্বে দেবা বিনশ্যন্তি কৃতাত্মাপরিপালকাঃ । ৪৬
মুহূর্তমিত্যুতথান্ত সংবর্তন্ত নিত্যেত্রিতঃ ।
ব্রহ্মণ্যাদিত্যঃ পুত্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । ৪৭

দুষ্কৃত অন্তঃকরণে অতীব সন্তাপযুক্ত, অতএব বিদ্বেষবশে কিছু ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সেই সংবাদ জানাইল । ৩৯

এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকগুরু এবং জগদ্গুরু ইন্দ্র আমার দুঃখিত হৃদয়ে দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই কথা বলিলেন । ৪০

মহেন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি আপনাকে পরিত্যাগ দুঃখের এই কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ ! আপনি ইহা জানিয়া লউন, আপনার সর্বত্র কল্যাণ হইবে । ৩৮

আপনি আমাকে যত্ন করিয়া যাই এবং জানিয়া নিশ্চিন্তমনে বৈরাগ্যচিত্তে যত্ন করিবেন আমি যাই ; এই বলিয়া আলোচনা করিয়াই ইন্দ্র আমাদিগের সহিত কৈলাসে গমন করিবে । ৪১

আপনি এখন সহর আমাদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করুন, তথা হইতে আমরা সকলে একত্র সহিত কৈলাসে গমনের নিশ্চই যত্ন করিব । ৪০

এই কথা বলিয়া সন্তপ্তচিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র তথা ব্রহ্মার সহিত মুমুক্ষু ও নিত্যের ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । ৪১

তথায় ব্রহ্মলোকক্ষ মুমুক্ষুঃ নিত্যমেব । ৪১
তত্র গৃহ্য চ ব্রহ্মাণং সবাস গুরুণা মহ
প্রোযাচ সর্বভূতাত্মা দেবাদেবীশ্বরং পরম্ । ৪২
সংস্তুয়মানঃ ব্রহ্মা তথায় তত্রলোকে ।
বিষ্ণঃ তথা শৌরিমাসমুবাচ বিদ্যাধিপঃ । ৪৩

ব্রহ্মোবাচ ।

যো মনাতি পাপৈক্ষ চ দুঃখমেব চ সর্বতঃ
তস্যৈব মনাতি দুঃখং পাপা কৃতঃ মনাতনঃ । ৪৪
অথা প্রাপ্য চ পুণ্যেন পাপা বিদ্ধু মনাতনঃ .
তথা ক্রমেণ সংসারী মনাতি চ শিবং বিদঃ । ৪৫
বিনশ্বরঃ সর্বমাত্মা বর্ণাশ্চ সর্বতাপ্তঃ ।
সর্বে দেবা বিনশ্যন্তি কৃতাত্মাপরিপালকাঃ । ৪৬
মুহূর্তমিত্যুতথান্ত সংবর্তন্ত নিত্যেত্রিতঃ ।
ব্রহ্মণ্যাদিত্যঃ পুত্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । ৪৭

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া ইন্দ্র তত্র দুঃখিত মনিত ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার পর বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রহ্মাকে সমস্ত দুঃখের বলিলেন ৪৮।

পরমাত্মা ব্রহ্মা মহেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং বিষ্ণু সহকারে এই বিষয়ক, তথাযুক্ত ও নীতিপূর্ণ বাক্য বলিলেন । ৪৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনাকে সর্বতোভাবে দুঃখী প্রদান করে, তাহাকে তাহার পাপকর্তা ব্যতীত সনাতন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দুঃখদান করিয়া থাকেন । ৪৪

আমি সৃষ্টির কর্তা, সনাতন বিষ্ণু সেই সৃষ্টির রক্ষা ও পালনকর্তা এবং রুদ্র (ত্রিলোচন রুদ্র) সেই সৃষ্টির সংহার-কর্তা। বিশ্ব সকলকে কেবল বিশ্ব (ঈশ্বর) প্রদান করেন । ৪৫

সর্ব দেবা সকলের দাতা এবং সকলের ত্রাতা। এইরূপে সমস্ত দেবগণই বিশ্বা— ৫ ও অবিনাশিনিত্ব সর্বত্যাগী অথবা বিনাশক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী। ৪৬

মুহূর্তমাত্র, উষা ও নিত্যত্রিত সকল—এই নিয়মের অধিনায়ক সূর্য (এই অধিষ্ঠা ব্রহ্মার মনঃপুত্র)। ইহাঁরা সকলেই বেদ ও বেদাঙ্গপারদর্শী বিদ্বান্ । ৪৭

সংস্কারং কবিতাং ন চ বিভিন্ন হন্তি [illegible] ।
স বসেৎ [illegible] চ [illegible] ॥ ৩৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ৩৯
যো বদেৎ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪০
স যাতি কুম্ভীপাকং [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] [illegible] ॥ ৪১
[illegible] [illegible] চ [illegible] কৃমিঃ ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪২
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] [illegible] ॥ ৪৩
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ॥ ৪৪

যো ন যাতি [illegible] [illegible] [illegible] চ ।
স যাতি কুম্ভীপাকং [illegible] ॥ ৪৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৮
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৯

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫০
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫১

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে থাকিবেন ॥ ৩৮

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল ॥ ৩৯

যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে, সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible] নাই ॥ ৪০

সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুম্ভীপাক [illegible] বাস করে। যে [illegible] [illegible] হয়, সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে ॥ ৪১

[illegible] [illegible] সেই কুম্ভীপাক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃমি হয়। সেই [illegible] [illegible] কৃমি হইয়া [illegible] কোটি [illegible] [illegible] বাস করে ॥ ৪২

[illegible] ([illegible])। [illegible] পর সেই [illegible] [illegible] কোটি [illegible] [illegible] [illegible] কৃমি হইয়া [illegible] ॥ ৪৩

[illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] কোটি [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় ॥ ৪৪

যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে না, সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় ॥ ৪৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে ॥ ৪৬

[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] হয় ॥ ৪৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৮

[illegible] পর [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিব। [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৯

[illegible] [illegible],—[illegible]। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible], সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হইল ॥ ৫০

[illegible] [illegible] [illegible] এবং সেই [illegible] [illegible] এই [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

ব্রহ্মোবাচ।

[illegible] চ পুরাণেষু পুরুষঃ।
[illegible] পূজা প্রকৃতিঃ [illegible] । ৬১
[illegible] পূজা
[illegible] ৬২
[illegible]
[illegible] । ৬৩
[illegible]
[illegible] । ৬৪
[illegible]
[illegible] । ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

[illegible]
[illegible] পূজা [illegible] । ৬৭

[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] । ৬২

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরুষ! এই কথা [illegible] পুরাণেতে বর্ণিত [illegible] কর্মীর [illegible] আছে। সেই পুরাণেতে [illegible] বলিয়াছি, তুমি [illegible] । ৬৪

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] । ৬৩

সেই [illegible] (এই [illegible]) [illegible] । ৬৪

[illegible] (তুমি) [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । ৬৫-৬৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দেবি! আমার [illegible] তোমার [illegible] এই [illegible] তোমার [illegible], [illegible]

[illegible] । ৭০
[illegible] পূজা । ৭১
[illegible] । ৭২
[illegible] । ৭৩
[illegible]
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । ৭৪

[illegible] তোমার [illegible] হইবে । ৬৭

[illegible]! তোমার এই পুত্র [illegible] সকল [illegible] হইবে। তোমার পুত্র এই [illegible] '[illegible]' নামে খ্যাত হইবে । ৬৮

[illegible] তোমার [illegible] সে পুত্র [illegible] হইবে । ৬৯

১। [illegible], ২। [illegible], ৩। [illegible], ৪। [illegible], ৫। [illegible] ৬। [illegible] এবং ৭। [illegible]—এই [illegible] পুত্র [illegible] । ৭০

এই কথা বলিয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । ৭১

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । ৭২-৭৩

শিবলোকে শিবা যা চ বিষ্ণুমায়া শিবপ্রিয়া।
পতিব্রতাপ্রভাবেণ যেন সাবিত্রী স্মৃতা ॥ ৭৫
যেষাং সর্বসেবানাং আবির্ভূতা মনোহরী।
নবীন নৈবেদ্যনিধয়ঃ দেবেভ্যঃ প্রাপ্তাঃ পদম্।
দ্বাভ্যাং বকুলা চ যা দুর্গা প্রকৃতিঃ সতী ॥ ৭৬
পিতৃকন্যা বধূঃ বাক্য যোগেন শিবযোষিতা।
পত্নী দৈবকন্যা যা নারী চ তপস্বিনী ॥ ৭৭
তাদের কৃষ্ণকণ্ঠা নন্দঃ প্রাণ সুন্দরী।
শ্রীকৃষ্ণঃ কিং তস্যঃ সংস্থাঃ সন্নাভ্যা সমাবেশাঃ ॥ ৭৮
তুলসী সমুদ্রাহৃত স্বদেহ পুষ্পতিঃ।
কত্যো দেবোঃ পুষ্প ওষ্ঠপুষ্পঃ শিবস্থ চ ॥ ৭৯
ইত্যেবং কথিতং সর্ববিঘ্নং পুরাতনম্।
ইতি প্রাচ্যসমস্ত্রম্ বক্তব্য কথিতো ময়া ॥ ৮০
পাঞ্চাধিকত্বর্ক্ষ কথয়ামি নিশাময়।

দুর্গামা যন্দ্রচৈব সন্ধ্যাংশঃ প্রাণদায়ম্ ॥ ৮১
শিবো দক্ষিণতো যো গুরুপুত্রোদ্ধবা তত্‌ঃ।
ত্যাগবিনাশায় সত্যাশ সুবাসঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ ॥ ৮২
স্বাহার শত তদনন্ত শিবস্য অন্ধতঃ।
স্বয়ং তাসামাস কৃষ্ণের প্রেমিকোত্তমিকা ॥ ৮৩
তস্যা দেবোঽপি চৈব শিবয়া বহুকল্প সঃ।
শীঘ্রঃ সমূহ কৈলাসঃ স্বদেহ পুষ্পতিঃ ॥ ৮৪
যঃ স্মৃত তত্র নাম দত্তো সর্বমঙ্গলম্।
ইত্যুক্ত্যা জগাম তাভ্যা নিবসাম চ নায়ক।
গুরুর্দেবো চ কৈলাসঃ দদৌ সা সর্বমঙ্গলম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

শিবলোকে সেই বিষ্ণুমায়া শিবপ্রিয়া শিবাকে শিবা নামে কথিত হন। এই শিবা সাবিত্রীদের পতিব্রতা বলিয়া 'সাবিত্রী' নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ৭৫

সমস্ত দেবগণের তেজঃ আবির্ভূত হইয়া সেই মনোহারী বিষ্ণুমায়া দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন এবং দেবগণের সুখ-পদ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই দুঃখ-দুর্বিনাশী দক্ষের কন্যারূপে 'সতী' নামে প্রকৃতির আবির্ভূতা হন। ৭৬

এই শিবযোষিতা নামী দক্ষকন্যা সতী দক্ষ (পতি) নিন্দায় নিজের দেহ ত্যাগ করেন পরে তপস্যা করিয়া হৈমবতী পার্বতীরূপে আবির্ভূতা হন। ৭৭

তারপর সেই সুন্দরী পার্বতী দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পতিরূপে লাভ করেন। শঙ্কু ও ইন্দ্র প্রভৃতির পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। ৭৮

সেই শ্রীকৃষ্ণের বাসুর এই ঋণ পুষ্পাঞ্জলি, দেবতাদের এই দেবত্ব পুষ্পাঞ্জলি শিবের ওষ্ঠপুষ্প। ৭৯

বৎস! এই আমি তোমাকে অতিশয় পুরাতন বৃত্তান্ত বলিলাম। এই প্রকার অর্থাৎ পুষ্প অঞ্জলি ও ওষ্ঠপুষ্প সমস্ত কথাই দেবতাদের অনুসারে তোমাকে বলিলাম। ৮০

বিবাহের (শিব ও দুর্গার) পর এক আনন্দিত শিবের ব্যাপার, যাহা অতিশয় গোপন রহস্য। প্রাণস্বরূপা দুর্গার ও ব্রহ্ম শিবের আরম্ভ। ৮১

এই দুর্গাদেবী ও ব্রহ্ম উভয়েই আসিয়া শিব, সেই শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি শিবের ওষ্ঠপুষ্প। প্রাণপ্রিয়া শিবা ভার্যা সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে পর ভগবান্ শঙ্কর শিব তাহা ও নিজের তেজোময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়া উঁহাদের সেই তাপ দূর করাইয়াছিলেন। ৮২-৮৩

এই শ্রেষ্ঠ আত্মার পুত্র আসিয়া শিবের ওষ্ঠ, স্বয়ম্ভুবের এই পুষ্পাঞ্জলি শিবের ওষ্ঠপুষ্প। সেই পুষ্পাঞ্জলি লইয়া কৈলাসে গমন করেন। ৮৪

বৎস! তুমি দেবগণের সহিত দুর্গাদেবীর ইহার সর্বমঙ্গলা নাম কর। নারদ! ব্রহ্মার কথা এই কথা বলিয়া বিদায় হইলেন। তাহার পর ব্রহ্ম পুষ্পাঞ্জলি কৈলাসে গমন করিলেন এবং সকলে সর্বমঙ্গলার স্তব করিলেন। ৮৫

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গা-উপাখ্যানে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৃষ্ণস্য নিরানন্দে কারণং, শিবেন কৃষ্ণস্য [illegible] জিজ্ঞাসা, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ।]

নারদ উবাচ ।

[illegible]
[illegible] ॥ ১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩

মহাদেব উবাচ ।

[illegible] কৈলাসং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫

[illegible] ।
উবাচ মধুরং বাক্যং [illegible] ॥ ৬

শ্রীশিব উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭

কিংবা [illegible] ।
কিংবা [illegible] ॥ ৮

কিংবা [illegible] ।
কিংবা [illegible] ॥ ৯

কিং [illegible] কিংবা [illegible] ।
কিংবা [illegible] ॥ ১০

[illegible] ।
কিংবা [illegible] ॥ ১১

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[কৃষ্ণের নিরানন্দের কারণ, শিব কর্তৃক কৃষ্ণের [illegible] জিজ্ঞাসা, শিব ও গৌতম (কৃষ্ণের) [illegible], [illegible], এবং [illegible] কর্তৃক [illegible] ।]

নারদ কহিলেন,—হে দেবদেব [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] নাম করিলাম ॥ ১

[illegible] কৈলাসপতি [illegible] [illegible] কি [illegible], [illegible] ॥ ২

হে [illegible] । [illegible] কি [illegible] । [illegible] এই [illegible] ॥ ৩

মহাদেব কহিলেন,—হে নারদ । [illegible] কৃষ্ণ [illegible] কৈলাসে [illegible] ॥ ৪

তখন [illegible] কৃষ্ণকে [illegible] ॥ ৫

তখন শিব [illegible] কৃষ্ণকে [illegible] এই কথা বলিলেন ॥ ৬

শ্রীশিব কহিলেন,—বাসুদেব । কেন তুমি এইরূপ দুঃখিত, [illegible] ও [illegible] হইয়াছ? [illegible] কি? তুমি তাহা আমাকে বল ॥ ৭

পুত্র । তোমার [illegible] কি কোন [illegible] হইয়াছে? কিংবা [illegible] তোমার [illegible] হইয়াছে? অথবা [illegible] তোমার [illegible] কি [illegible] হইয়াছে? ॥ ৮

তুমি কি [illegible] হইয়া [illegible] অথবা [illegible] হইয়াছ? কিংবা তুমি তোমার [illegible] কোন [illegible] পার নাই? ॥ ৯

অথবা তোমার [illegible] হইয়াছে? কিংবা তোমার [illegible] হইয়াছে? অথবা তোমার স্ত্রী [illegible] হইয়াছে? কিংবা তোমার পুত্র তোমার [illegible] না [illegible] পুত্র তোমার [illegible] ? ॥ ১০

তোমার [illegible] কি [illegible] ? কিংবা তোমার [illegible] করে? (কিংবা

পরিষ্টশ্চ পরিষ্টশ্চ পরশ্চ পরমাবরঃ।
শুক্রস্তব পরিষ্টশ্চ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সনাতনঃ। ১২
কিংবা ভবৌঘভীতৌঘৈঃ কিংবা কর্মাশু ব্রাহ্মণাঃ।
কিংবা চন্দ্রা বৈষ্ণবাশ্চ কিংবা যে প্রবলা রিপবঃ। ১৩
কিংবা যে বহ্নিবিস্ফোটা বিস্ফোটা বলিনো নব
কিংবা পরং পরব্রহ্ম কিংবা ব্রহ্মবলং বা। ১৪
যেন যে বা কৃতা বিঘ্না ঘটেন পালিনা ভুবি।
যেন বা হৃৎ পরিত্যক্তঃ শ্রিয়েশ যাজ্ঞবল্ক্যেন বা। ১৫
ব্রহ্মত্যক্তপত্নী কিংবা বৈশ্যযোনে ক্রুধাঽথবা।
কিংবা তীর্থেন হি স্নাতং ন বক্তং পুণ্যবাসরে। ১৬
শুক্লনিন্দা বহুনিন্দা বলবত্ত্বাৎ প্রজায়তে।
শুক্লনিন্দা হি সাধূনাং ব্রহ্মণাবিধিরিষ্যতে। ১৭

ওজস্বিনাং প্রভাবানাং বলানাং নিন্দনং তথা।
দুঃশীলমধমত্বস্য সর্বত্রাবিধিদায়িনঃ। ১৮
পরপ্রধানকত্বং মন্দঃ পুণ্যবন্তো হি তাদৃশে।
পরস্বহরণযুক্তাশ্চ ব্রাহ্মণস্তে ন্যথা নরা। ১৯
পুত্রে ধনাদি ত্যজে চ সন্দেহে চ পরাক্রমে।
ঐশ্বর্যে যা প্রতাপে চ প্রভা দুর্নিবৃত্তে-র্ভ চ। ২০
যত্নেষু চ বৃদ্ধৌ চ যত্নাধে চ ক্রিয়ঃ।
আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞাতৃকে স্বরঃ পুমান্। ২১
যাদৃশ, যেষাং স্বরূপে তাদৃক্ তেষাং মনস্বম্।
যাদৃশ, যেষাং পূর্বপুণ্যাঃ তাদৃক্ তেষাং মানবম্। ২২।
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবো বিরতশ্চ বভূবহি।
তদুবাচ মহাবক্তা বাক্যমেব বৃহস্পতিঃ। ২৩

ভোমার কুলদেব ভোমাকে উদ্ধার করেন তবে না।) অথবা তোমার লক্ষ্মী কি কুপিতা হইয়াছেন? কিংবা তোমার ভাগ্যদেব কি ভগ্ন হইয়াছেন? ১১

তোমার ভাগ্যদেব ধনিষ্ঠা নৌভাগ্যশালিনী, যজ্ঞীয় মহাপুরুষ, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, সাধুদেবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। অথবা। তাঁহার কি কর্মিতা তোমে হইবে? ১২

কিংবা তোমার অভীষ্টদেব শ্রীহরি কি ভগ্ন হইয়াছেন? অথবা ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি ভগ্ন হইয়াছেন? কিংবা বৈষ্ণবগণ ভগ্ন হইয়াছেন? অথবা তোমার কোনও শত্রু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে? ১৩

তোমার কি নবনিষ্ফোট হইয়াছে? কিংবা তোমার তোম অবয়বে বলিষ্ঠ লোকে বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে? অথবা তোমার পরম, নবীন বা বল শত্রু কর্তৃক কি অপহৃত হইয়াছে? ১৪

হরে! তোম যদি পাপী কি তোমার নিন্দা করিয়াছে? অথবা তোম প্রিয় যাজ্ঞবল্ক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? ১৫

অথবা তুমি ব্রাহ্মণী তোমার প্রিয় যাজ্ঞবল্ক বৈশ্যাযোনিতে বা তোমাকেই পরিত্যাগ করিয়াছে? কিংবা তোমার পূর্বজন্মে তীর্থে স্নান করিয়া তুমি কিছু দান করিতে পার নাই? ১৬

অথবা তোমার বলবত্ত্বের ফল হইতে শুক্লনিন্দা ও সাধুনিন্দা জন্মে করিয়াছে। শুক্লনিন্দা জন্মে বলিয়া সাধুদেবের নিন্দা ব্রহ্মশাপ-বিধিদায়ক হইয়াছে। ১৭

ওজস্বী প্রভাবশালী বলবান্ ব্যক্তিদের নিন্দা করা, দুঃশীলতা, অধমত্ব, সর্বত্র অবিধিদায়িত্ব, ১৮
পরপ্রধানকত্ব, মন্দ পুণ্যবন্তো হি তাদৃশে, পরস্বহরণযুক্তাশ্চ ব্রাহ্মণস্তে ন্যথা নরা। ১৯
পুত্রে ধনাদি ত্যজে চ সন্দেহে চ পরাক্রমে, ঐশ্বর্যে যা প্রতাপে চ প্রভা দুর্নিবৃত্তে-র্ভ চ। ২০
যত্নেষু চ বৃদ্ধৌ চ যত্নাধে চ ক্রিয়ঃ, আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞাতৃকে স্বরঃ পুমান্। ২১
যাদৃশ, যেষাং স্বরূপে তাদৃক্ তেষাং মনস্বম্, যাদৃশ, যেষাং পূর্বপুণ্যাঃ তাদৃক্ তেষাং মানবম্। ২২।
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবো বিরতশ্চ বভূবহি, তদুবাচ মহাবক্তা বাক্যমেব বৃহস্পতিঃ। ২৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলে বৃহস্পতি (যিনি পাপী, যম ও অন্য পুরুষদিগের মনঃ সাধুবিধা (ও পরিধা) করাই ইহাদের। ২৩

কিন্তু যাহারা পুণ্যবান্ মনস্বী তাহারা তাদৃক্ত্বর্থে সাধু প্রশংসা করিয়া সদা মনস্বী মনে তাহার প্রেম মনে অবস্থান করে। ২৩

মূল, ধন, ভগ, মনুষ (সম্পদ), পরাক্রম (গায় বল), ঐশ্বর্য (প্রভুত্ব), প্রতাপ (দুর্নিবার্য মানসিক বল), প্রভা, কৃষি, বল, যাজ্ঞা, বৃদ্ধি, প্রভাব, চরিত্র, আচার ও ব্যবহার,—এই সব বিষয় দ্বারা মনুষ্যদের প্রকৃত জানিতে পারা যায়। ২০-২১

মানুষের যেরূপ স্বরূপ হয়, তাহাদের সেরূপ মনস্বই হইয়া থাকে। মানুষের যেরূপ পূর্ব-পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাদের সেরূপ মনস্ব হইয়া থাকে। (—এই শ্রীহরিবংশবাক্যের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা পূর্ব-পাপীয় কর্ম করে, তাহারাই পর পর জন্মে ঐহারাদি মানসিক ভগস্বরূপে দুষ্ট হইয়া পরাধমকারী হয় এবং ক্রমশঃ পাপ করিয়া দুঃখী হয়। আর যাহারা তাহার বিপরীত অন্যায়ীয় কর্ম করে, তাহারা পর পর জন্মে সাধু মনস্বিনীকারী, পরোপকারী এবং পরাধমকারী হইয়া দেবা দুঃখ হইতে দুঃখ মোচন করিতে করিতে সুখ লাভ করে। অতএব, মানুষের কর্মানুসারেই মানুষ চিরিবার কর্ম) ২২

এই কথা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলে বিজ্ঞ

বৃহস্পতিরুবাচ।

অতঃপরমহং বক্ষ্যামি কিমৌষধম্।
লোকাঃ কর্মবশীভূতাস্তৎকর্ম বদ পুরা ॥২৬
স্বকর্মণাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি কথ্যসি।
যদি নাস্তি তব কর্ম বিনা লোকাঃ কথং ভবেৎ ॥২৭
পুরা সৃষ্টা তথা লোকা নরনার্যাঃ কথং ভবেৎ।
কেভিঃ বর্ণৈশ্চ তত্রৈব ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি কেন।
বিধিবাক্যং তথা বেদে বেদোক্তাচারণং ॥২৯
স্বকং কর্মফলং ভুঙ্‌ক্তে কর্ম দৈবকারণম্,
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং কথং নৃণাম্, ব্রাহ্মণঃ পূর্ববর্ণগঃ ॥২৮
স্বকর্মণাং সর্বেষাং ভুক্তয়ো বিধিরেব চ।

পুনঃ সৃষ্টা তথা লোকা ব্রাহ্মণস্ত প্রজাপতে ॥২৯
স্বকর্মফলভোক্তা চ জীবো বৈ সকলঃ সদা।
আত্মা জোতয়িতা যশ্চ বিতর্কঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৩০
ন এষাত্মা সর্বদেবাঃ সর্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ।
স চ সৃজতি বৈ সর্বং ভক্ষ্যাভক্ষ্যং কর্ম এব চ ॥৩১
কর্মণা চ পুনঃ লব্ধা প্রেরণা চ প্রভুস্তথা।
লব্ধাধীশক পুরাত্মা তথাপি কথমাহি যে ॥৩২
ইত্যুক্ত্বা সর্বশাস্ত্রজ্ঞস্তথা তং বৃহস্পতিঃ।
ক্ষণং বভূব সন্ধ্যেতো যৌগীমন্যা লব্ধয়া তয়া ॥৩৩
তপসালা বরাদ্ যস্তা লোপামিত্রঃ পুরন্দিনঃ।
বভূব সঙ্গঃ কন্যস্ত ব্রহ্মণস্তত্রলোকনে ॥৩৪
সাহর্ষ্ণীশো জগাম বিষ্ণোঃ পার্শ্বং সদা শিবঃ।
প্রষ্টুং স্বজ্ঞান মাত্মস্থ আত্মনঃ পরমা গুরুঃ ॥৩৫

হইলেন। তখন মহাজ্ঞানী গুরু বৃহস্পতি সেই মহাঋষিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

বৃহস্পতি বলিলেন,—হে ঈশ্বর! এক অতীব দুরূহ সংশয়ীয় হইয়াছে, তাহা আজ আমি আপনাকে কি বলিব? লোকসকল যে কর্ম পূর্ব পূর্ব জন্মে করিয়াছে, তাহারা সেই কর্মসূত্রেই জন্মীভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ লোকসকল কর্মাধীন ॥ ২৪

জীব জন্ম লাভে স্বকর্মসূত্রের ফল ভোগ করে। তাহাতেই সেই কর্ম-ফলপ্রাপ্ত না করিলে আত্মাকে হয় না ॥ ২৯

প্রভো! এ'সংসারে কেহ কেহ বলেন,—ব্রহ্মণ কর্মের ফলেই এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্মের সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক পাইয়া থাকে ॥ ২৬

আবার কেহ কেহ বলেন, দৈবফলেই সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় এবং অন্য আবার অন্যে বলেন যে,এই সুখ দুঃখাদি আত্মাবিক আপনী হয় ॥ কেহ-বেদোক্তাচারী ব্রাহ্মণ। এই কর্মফল, দৈবফল ও স্বভাবফল—এই তিনটী বাদই বেদে বর্ণিত আছে ॥ ২৭

এই তিনটী বাদই সত্য বলিয়াছিত, কিন্তু সর্বাংশে এই শ্লোকে বলিতেছেন—জীব স্বীয় কর্মফলকে অর্থাৎ অর্জিত বিষয়কে, সেই কর্মের আদি আত্মা দৈব অর্থাৎ কর্ম দৈবাধীন, এবং ক্রিয়ার পূর্ব ফলের কর্মানুসারেই জীবদেহে স্বভাব উদিত হইয়া থাকে ॥ ২৮

সকল জীবদেহের প্রতি জন্মেই ৩-৪ কর্মানুসারে ক্রিয়মের সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক আসিয়া থাকে ॥ ২৯

জীব সদা সকল এবং সকল কর্মফলের ভোগ করে। কিন্তু আত্মা বিতর্ক, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও সাক্ষী। তিনিই সকলকে ৩-৪ কৃত-কর্মফলের ভোগ করান অর্থাৎ জীব সকল ও কর্মফলপ্রাপ্তা এবং আত্মা বিতর্ক ও কর্মফলপ্রদায়িতা ॥ ৩০

এই আত্মাই সকলের দেবা অর্থাৎ সদা আত্মারা এবং সকলের সমস্ত কর্মের ফলদাতা। এই আত্মাই দৈব, স্বভাব ও কর্মকে সৃষ্টি করেন ॥ ৩১

কর্মফলেই মনুষ্যদেহে লব্ধা, প্রেরণা ও প্রভুত্বতা প্রাপ্ত হয়। যদিও আমরা ঈশ্বরের লব্ধা, তথাপি আমি আপনাকে বলিতেছি ॥ ৩২

বৃহস্পতি এই কথা বলিয়া বিষ্ণুর সমক্ষে সেই মহাঋষিকে বলিলেন। বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া যৌগীপতি সত্বর সেই সময় সন্ধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ৩৩

অগস্ত্য মুনিপত্নি মহাদেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ক্রোধের বশে তাঁহার হস্ত হইতে কমণ্ডলু পতিত হইয়া পড়িল। ক্রোধ অবসানে তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মবর্ণ বরাঙ্গ কম্পন হইতে লাগিল ॥ ৩৪

যিনি সংহারকর্তা ঈশ্বর, পালনকর্তা বিষ্ণুর সখা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ভক্তীয় ও মাননীয় এবং আত্মীয়,

নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য প্রকৃতীশস্য মায়য়া ।
কোপাৎ প্রকৃতিবাদেন স্তবতস্তোত্রমূর্দ্ধকঃ ॥ ৩৬

শিব উবাচ ।

শিবস্য চ সাধূনাং বৈষ্ণবানাং সদাপি চ ।
অবৈষ্ণবানামসতামদীক্ষিতে পদে পদে ॥ ৩৭
দদাতি বৈষ্ণবানাঞ্চ যো হ্যপূর্ব্বপুণ্যদং ফলং ।
শ্রীকৃষ্ণস্য সমর্থো বিষ্ণুস্য পদে পদে ॥ ৩৮
অবৈষ্ণবানাং হৃদয়ং ন হি শুদ্ধং সদাভবেৎ
শ্রীকৃষ্ণস্মরণং মনঃবৈষ্ণবানাং সদা ॥ ৩৯
জিহ্বয়া নামগ্রহণং বিষ্ণুমন্ত্রস্য সর্ব্বদা ।
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসনয়া কীর্ত্তনং কর্ণে তদা ধ্রুবম্ ॥ ৪০
অহো শ্রীকৃষ্ণনাম্নোঽস্য ফলং বক্তুং সুদুর্লভঃ ।
সহস্রবক্ত্রো মুখ্যশ্চ ন সমর্থ চতুর্মুখঃ ॥ ৪১

একবিংশতি ও সাধারণ শ্রীকৃষ্ণের মায়া, সেই শিব কৃষ্ণ হওয়ায় তাঁহার স্তব, এই ও তাহা স্তব করা উচিত। মাহর। এই অবস্থায় তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৬

শিব বলিলেন,—বৈষ্ণবের বিষ্ণুভক্ত সাধু সজ্জনগণের কল্যাণ হউক এবং বিষ্ণুভক্তিহীন অসাধুগণের পদে পদে অকল্যাণ হউক। ৩৭

যে উত্তম ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে পূর্ণ দান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন এবং তাহার সকল কার্য্য পদে পদে সিদ্ধ হয়। ৩৮

যে সব ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহাদের মন শুদ্ধ হয় না, সদা তাহাদের অন্তর দুর্ব্বাসনা দ্বারা পূর্ণ থাকে, কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণভক্তের সাধ্বী মনকে নির্ম্মল করিয়া দেয়। ৩৯

বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসনায় মধুসূদনের ভক্তবৃন্দের দেহ হইয়া যায়, কর্ণদ্বয়ে সর্ব্বদা বিষ্ণু নাম এবং তাহাদের মন্ত্র কর্ণে শুদ্ধ হইয়া যায়। ৪০

আশ্চর্য্য। শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তন মহিমা নির্ণয় করার যে, এই চতুর্মুখ সহস্রবদনধারী হইয়া পর্য্যন্ত অনন্ত মহিমার বর্ণন করা যায় না। ৪১

(এইস্থলে সকল আশ্চর্য্যের কি আছে? যেহেতু অনন্ত মাথা দিয়া যোগমার্গে কহিয়াছে) তাহার ঐক্য সুবিধা

তস্যাপি বর্ণিতুং শক্তো নাহং হি পঞ্চবক্ত্রকঃ ।
স্বামিনঃ পুত্রকস্যাপি ন সমর্থ চিন্তুং বুদ্ধিঃ ॥ ৪২
বিধাতৈব ন চতুর্ভিস্তুবৈর্বক্ত্রৈঃ ।
তথাপ্যস্য বিষয়েন শক্তোঽস্মি ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৪৩
তথাপি তঃ ন সমর্থ বর্ণিতুং চ
কশ্চিৎ মৌনে মতুঃ কোপাবিষ্ট বিভোঃ ॥ ৪৪
অহো ব্রহ্মপুত্রঃ পঞ্চমুখঃ সঃ
স্তবিতো বৈষ্ণব ব্রহ্মপুত্র বর্ণিতঃ ॥ ৪৫
বর্ণিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বৈষ্ণবা ব্রাহ্মণাস্তথা ।
কেচিদ্দেবা দ্বিজা দৈত্যাঃ গৌরাঙ্গ জিবিতা সদাঃ ॥ ৪৬
যে সাত্ত্বিকা ব্রাহ্মণাস্তে দেবা শক্তিদিবাকরাঃ ।
দৈত্যাস্তামসিকা রৌদ্রা বর্ণিতাস্তেঽসুরা সদাঃ ॥ ৪৭

বর্ণনা করা হয়েছে ও বর্ণিত বিষয় যে, তাহার পঞ্চ মুখ বলা হইয়াছে তিনি পুত্রগণের সকলে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। ৪২

তাহার আমার (শিব দুর্গাদিকে আমার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, শিব শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত পুত্র এবং দুর্গাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ পুত্র, এই হেতু 'আমার' বলিয়াছেন অথবা সর্ব্বদা শিবকে অধিপতি, সেইহেতু 'আমার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।) যেরূপ দুর্গাদির বিশাল মায়া বিস্তারের জন্যই সব সব এক বিভিন্ন কর্ম্মের পুত্র হইয়া থাকিতে পারে, তথাপি এই দুর্গাদি বর্ণন করে তাহাকে পালন করা যায়। কোপাবিষ্ট হইয়া পালনকর্ত্তা ভগবান বক্তা দ্বারা শক্ত হইয়া যায়। ৪৩-৪৪

অহো! তিনি ব্রহ্মার পুত্র, সাত্ত্বিক, তপস্বী ও বিষ্ণুভক্ত, সেই ব্যক্তি এখন এক পঞ্চমুখ পুত্র বলিয়া পুত্র হইয়াছেন। ৪৫

ব্রহ্মার পুত্রগণ সকলেই সাত্ত্বিক, বিষ্ণুভক্ত, সকল এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক দেবতা, অনেক ব্রাহ্মণ ও অনেক দৈত্য। তাঁহারা সৌভাগ্যের জীবন বিধি বলিয়া কথিত আছে। ৪৬

তাঁহারা সত্ত্বগুণশালী, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহারা রজোগুণসম্পন্ন, তাঁহারা দেবতা এবং যাহারা তমোগুণশালী, তাহারা দৈত্য; এই দৈত্যগণ বর্ণিত, উদ্ধত ও উগ্র। ৪৭

স্বধর্মনিরতা বিপ্রা নারায়ণপরায়ণাঃ
বৈষ্ণবাঃ সাত্ত্বতাস্তে বেদা বৈষ্ণবাঃ পুরাবিদঃ ॥৪৮
মুনয়ঃ সনকাদ্যাস্তু ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ।
ঐশ্বর্যনিলয়া যোগাস্তপরাস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥৪৯
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্মশ্চ কৃষ্ণস্যার্চনমীরিতম্।
বিপ্রাণাং নির্গুণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ পরম্ ॥৫০
যে ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাস্তে স্বয়ং পরম্
নারায়ণোপাসকাস্তৈঃ সার্ধং প্রাকৃতে নরে ॥৫১
বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ সাধবো বৈষ্ণবা যথা।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনেভ্যো বিপ্রেভ্যঃ স্বপচো বরঃ ॥৫২
পরিপক্বা বিপক্বা বা বৈষ্ণবাঃ সাধবস্তু যে
মন্তব্যা নাত্র তান্বৈষ্ণব বিষ্ণুচক্রাঙ্কধারিণঃ ॥৫৩
যথা ভক্ষো গুরুকৃতো গুরুত্বায় ভবেন্নৃণাম্।

তথা পাপং বৈষ্ণবেষু কাঠিন্যায় প্রজায়তে ॥৫৪
গুরবস্তু বিষ্ণুরূপো যস্য স্বর্গে প্রবেশনম্
তে বৈষ্ণবাঃ সাধুমুখাঃ প্রোক্তাস্তি মনীষিভিঃ ॥৫৫
পুনাতি সকলা পিতৃন্ যাবৎ সপ্ত ন সাত্ত্বতঃ ভ।
যমোপবাসৈঃ কমলীমুদ্রয়ার্চয়া বৈষ্ণবাঃ ॥৫৬
গয়ায়াং পিতরাবেব পিতরঃ পিতরোহিবৎ।
মনুষ্যন্তি পুনাতে বৈষ্ণবাস্তু সকলা সকম্ ॥৫৭
মনুষ্যেণাপি যাজ্ঞেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ
যস্তুমাত্মাভাতো বৈষ্ণবেভ্যোবিশেষতঃ ॥৫৮
বিষ্ণুপ্রসাদে তীর্থানি ফলদানি চ তাপতে।
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকান্তু স্পর্শমাত্রেণ যান্তুপতে ॥৫৯
পাপানি পাপিনাং তীর্থে যানন্তি প্রজন্তি চ।
মন্তন্তি তানি তীর্থানি বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রতঃ ॥৬০

ব্রাহ্মণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও নারায়ণপরায়ণতা, বেদের বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণব ঋষিদের এবং বৈষ্ণবের পূর্বাবস্থিতি ॥ ৪৮

বৃত্তিজীবী বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বিষ্ণুর বাসস্থানে কর্মফলে বিষ্ণুত্ব। কিন্তু বেদজ্ঞ ও তাত্ত্বিক অনুভবজ্ঞ ঐশ্বর্যও লাভ করে ॥ ৪৯

নির্গুণ ও প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মরূপে ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা এবং বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণদেরও স্বধর্ম ॥ ৫০

যে ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পরমভক্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে করেন। তাঁহারা সত্ত্ব বেদজ্ঞ ও উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রকৃতিক প্রলয়কালেও সেই বেদজ্ঞান রক্ষিত থাকে ॥ ৫১

যদি ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুভক্ত ও সাধু হন, তবে তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত, সেই চণ্ডাল বিষ্ণুদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৫২

সাধু (সাত্ত্বত) বিষ্ণুভক্তগণ পরিপক্ব (জ্ঞানী—ঞ্জানিন) কিংবা বিপক্ব (অজ্ঞান—অজ্ঞানান্ধ) হউন, বিষ্ণুচক্র মুদ্রাঙ্কিত তাঁহাদিগকে সকলে মান্য করে ॥ ৫৩

যেরূপ অজ্ঞানতা বশতঃ ভক্ষ্য দ্রব্য উপলক্ষে অমৃতীভূত হইয়া যায় এবং যেরূপ অজ্ঞানে কাঠিন্যকর অমৃতীভূত হয়; সেইরূপ বৈষ্ণবগণের অতি ক্ষিপ্ত পাপ অমৃতীভূত হইয়া যায় ॥ ৫৪

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপজ্ঞান হইতে নিত্য বিষ্ণুত্ব হইয়া স্বর্গে প্রবেশ করায়, তাঁহাকে মহাপণ্ডিত বৈষ্ণব বলিয়া মনীষী মুনিগণ অভিহিত করেন ॥ ৫৫

বৈষ্ণবের যাঁহা পিতৃগণের সপ্ত পুরুষ, সাত্ত্বতের সপ্তম পর্যন্ত পুরুষ, সংসারের সাধুমুখকে এবং নিজের বর্তমানটী যাহাতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৫৬

গয়ায় পিতৃগণের পিণ্ডদান দ্বারা কেবল পিতৃগণটী মুক্তিলাভ করে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণ যাঁহার কুলের সপ্ত পুরুষকে সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

মানুষ বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। যেরূপ সর্প দংশন হইতে অর্থাৎ বিষধরকে দেখিয়া ভীত হয়, সেইরূপ যম বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া সন্ত্রাসিত হয় ॥ ৫৮

বিষ্ণুপদের। এই ভারতবর্ষে যতগুলি তীর্থসমূহ যেরূপ স্পর্শমাত্রে সকলের পাপ হরণ করিয়া পবিত্র করে, সেইরূপ এই কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক বৈষ্ণবগণ স্পর্শমাত্রে সকলকে পবিত্র করেন ॥ ৫৯

পাপিদিগের যে সমস্ত পাপ তীর্থে উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত পাপ বিষ্ণুভক্তদিগের স্পর্শমাত্রেই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬০

কৃষ্ণস্যোপাসকানাং হরিদাস্যপরাত্মনাম্ ।
অহমাত্মা পাতকেভ্যঃ কৃষ্ণস্য সৃষ্টা বসুন্ধরা ॥ ৬১
যাবন্তি পদানি যাস্যন্তি পৃথিব্যাং মর্ত্যা পুরাণি চ
তাবন্তি পূতা বৈকুণ্ঠাদ্যা স্পর্শাদ্যেষা লীলয়া ॥ ৬২
অহং ব্রহ্মা চ দেবেন্দ্রো ধর্মঃ সাক্ষী চ কর্মণাম্ ।
এতে লোকাশ্চ যাস্যন্তি বৈকুণ্ঠাদ্যা নমাম্যহম্ ॥ ৬৩
ফলং কর্মানুরূপেণ দাস্যামো বাসনাময়ম্ ।
ন ভবেদ্বৈষ্ণবে চ নিষ্কামে ফলানুরূপম্ ॥ ৬৪
ইতি শ্রুত্বা কর্ম পূর্বং ত্রয়স্ত্রা বিস্মিতাঃ সদঃ ।
কৃপয়া ধরয়া দেব্যা ধর্মস্যোপ কৃপানিধিঃ ॥ ৬৫
ভেদয়িত্বাঽঽ প্রবয়ঃ বৈকুণ্ঠং যূয়মন্যথা ।
ন ভবো দুর্লভো ভীতঃ শুদ্ধস্য পরমা গতিঃ ॥ ৬৬
দুর্বাসসাপ্যভিশপ্তঃ শুদ্ধঃ ভেদুং ন শক্তিমান্ ।
তথাপি ভোক্ষয়িষ্যামি ভারাবতরণায় ভুবো ॥ ৬৭

কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক বৈষ্ণবদের পাপসমূহের দ্বারা এই সমস্ত পৃথিবী সমস্ত পাপরাশি হইতে উৎপন্না সৃষ্টা হইয়া থাকে। ৬১

যাবৎ, পদম, অর্থাৎ এ পৃথী সম্বন্ধে মর্ত্য সকল, আর ইহারা বৈকুণ্ঠাদির স্পর্শমাত্রেই অবাধাগমে পবিত্র হইয়া যায়। ৬২

আমি (শিব) ব্রহ্মা, ইন্দ্র, এম ধর্মসমূহের সাক্ষী স্বরূপ ধর্ম—এই আমরা সকলেও ইহাদিগে বৈকুণ্ঠাদির নমস্কার করিয়া থাকি। ৬৩

এই ভারতবর্ষী কর্মানুসারে ফলদাতা সকলেই হইয়া থাকে ; কিন্তু যেখন নিষ্কামী ভক্তগণ বৈষ্ণব হন না, সেইরূপ বিষ্ণুভক্তদের জন্য কর্মানুরূপ ফল ভোগ হয় না। ৬৪

ভক্তবৎসল ভগবান্ পূর্বেই ভক্তদের সমস্ত কর্ম (কর্মবীজ) নষ্ট করিয়া দেন, তাহার পর কৃপাময় শ্রীহরি কৃপা করিয়া সেই ভক্তদিগে ভক্ত (নিজ ভোগ) ভোগাইবার জন্য দান করেন। ৬৫

ভোগের জন্যই যাহাদের সেই কর্মের ফল ক্ষীণ হইয়া গেছে, সেইরূপ ভক্তদের মনে সেই বিষ্ণুভক্ত কৃপাময় ভগবান্ বাসনাময় ফল দান করিয়াছেন। ৬৬

ইহাদের। দুর্বাসা ঋষি হইতে অভিশপ্ত হইয়াও এই ভারতবর্ষিয়ে ভক্ত করিতে ভেদ (বা দুর্নাম) সমর্থ হয় ; ভক্ত সদাই পরম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণবাঞ্ছাকল্পতরুম্ ।
পুরাকল্পে ভবদ্ভির্যা স্তুতা প্রাপ্তাসি লীলয়া ॥ ৬৮
তস্মাৎ তব প্রবাস্যামি ভ্রাতঃ কল্পতরুং পরম্ ।
কোটিজন্মার্জিতং কর্মফলদাতারম্ ॥ ৬৯
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং সর্বদং ফলদায়িনম্ ।
ধরণং বা হি যোগিন্দ্রং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৭০
ভাবয়ন্তো যোগযোগ্যা যোগিনো মুনয়শ্চিরম্ ।
যাবন্ শুদ্ধমুখাম্ভোজাৎ প্রাপ্তোঽসি মন্ত্রং হরেঃ ॥ ৭১
সংপ্রাপ্য মন্ত্রং ধরণং বিস্মৃতঃ হি হরেঃ ॥ ৭২
ইন্দ্রস্যবজ্রদণ্ডেন ন হি যান্তি বৈষ্ণবাঃ
ন হি যান্তি যোগিনশ্চ দাহং উক্তিং বিনা হরেঃ ॥ ৭৩
ভক্তির্নির্বন্ধনং কৃত্বা ন ত্যজেতি চ যোগিনম্,
জ্ঞানং মুক্তাগ্রহং কর্মনিষ্ঠিতং নৈষ্কর্ম্যতম্ ॥ ৭৪

যোগের বন্ধন করিয়া ইহার উৎকর্ষ করে যোগের বাধা যাহাতে উহার করিব ॥ ৭৫

তুমি এখন সকলকে পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে অবশ্যই পাইতে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৬৮

আমরা আমি এখন তোমাকে কোটি জন্মের সঞ্চিত কর্মফলদাতা, পরম ফলদাতার, কল্পতরু স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিব ॥ ৬৯

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই তৃণপর্যন্ত (তৃণস্তম্ব) সকলই ফলবিশিষ্ট হয়, তৃণস্থা পরমাত্মা পরমেশ্বর যোগিশ্রেষ্ঠ হরণ করেন ॥ ৭০

শ্রীকৃষ্ণদেবের মুখকমল হইতে যখনকালে যা শ্রীহরির প্রাপ্ত হয়, সংসারে যতকাল মনুষ্যগণ সকলে বাসকর, যোগযোগ্য ও যোগীগণ মুনিগণ ধরে ॥ ৭১

মানুষ যদি দুর্বার শ্রীহরির ত্যাগ করিয়া সংসারে বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ সমস্ত বিষয় বাসনাপরিত্যাগী হয় ॥ ৭২

বিষ্ণুভক্তগণ ইন্দ্রের এম অস্ত্রের দাহ করেন না ; অধিক কি ? যোগিগণ শ্রীহরির ভক্ত ও সাধক যোগীও দাহ করেন না ॥ ৭৩

ভক্ত যোগ অবশ্যই ত্যাগ করেন না ; মোক্ষেরও ভক্ত অভিলাষ যোগও করেন না। এমন কি যিনি জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান), মুক্তাগ্রহ ও কর্মনিষ্ঠিতত্বের ইচ্ছিত অর্থাৎ কামনাত্যাগী করিয়া যোগ করেন না ॥ ৭৪

বাক্‌সিদ্ধিরক্ষয়ঃ তস্যাস্যা ন হি বাধ্যতে ।
তস্যাঃ বিদ্যার কৃতস্ত বিদ্যা যো হি বাগ্বিদি ॥ ৭৪
বিদ্যন্তি মুখাঃ তাক্ত্বা বক্তিতো বিষ্ণুমায়য়া ।
অথা ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ মহেশশ্চাস্তক্ষ কশ্যপঃ ॥ ৭৫
কপিলশ্চ কৃষাশ্বশ্চ ধর্মো নারায়ণো মুনী ।
নারদশ্চ নৃসিংহশ্চ প্রহ্লাদশ্চ পরাশরঃ ॥ ৭৬
কৃষ্ণঃ ওতশ্চ দুর্বাসা ঋষিঃ ক্রতুরপিঃ তঃ ।
বশিষ্ঠ ঋলবিখ্যাশ্চ বয়শ্চ দ্রুহ্যসত্তম ॥ ৭৮
বায়ুঃ সূর্যশ্চ শক্রশ্চ বহ্নো গণপতিঃ স্বয়ম্,
এতে সর্বা ওতস্যাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
যে চ ওস্য কলাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে ওতশ্চিন্নারায়ণাঃ ।
ইত্যুক্ত্বা সর্বতত্ত্বজ্ঞো বভূব তত্ত্বদর্শকঃ ॥ ৮০
সর্বজ্ঞো-সর্বদর্শী চ ত্রিষু কৃষ্ণেষু সুব্রত ।
সর্বঃ সৃষ্টিবিধানজ্ঞো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ॥ ৮১
ওতঃ পুরস্তস্থৌ যানি বিদ্যে সর্বাধিদেবতে ।

ওতঃ সংপ্রাপ্য তাং সদ্যঃ সর্বাচ্চ ওতস্তরোঃ ।
বিষ্ণোশ্চ বৈ ওবাভ্যাং চ সমূহ ওতুবাচ হ ॥ ৮২

বৃহস্পতিরুবাচ ।

আত্মানং তুচ্ছ ওবাচ যদি ওতুং ইচ্ছসি ।
তদা বিষ্ণুং ওতৈব ন ওতা যে প্রয়োজনম্ ॥ ৮৩
শঙ্করাদি বিষ্ণুপর্যন্তা সর্বা এবাস্মদীশ্বর ।
ঈশ্বরঃ পরমঃ সাক্ষি সর্বা বিদ্যা বিভর্তি ॥ ৮৪

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

পাদপদ্মাং স্থিরং তাক্ত্বা ন প্রণম্যঃ ওণো মুনে ।
সদ্যবিনশ্যং ইচ্ছন্তি সমাধিবিধিনিশ্চিতে ॥ ৮৫
পুরা যজ্ঞে সমাহূতা ওতেব সর্বদেবতাঃ
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্রাহং যাদি সর্বদা ॥ ৮৬
বিনষ্ট ওতা ওতা যদা সুরওতঃ স্বয়ম্,
আহবো চ মহাযাগঃ সমরো সর্বযজ্ঞেষু ॥ ৮৭
সর্বদা সমরং দৃষ্ট্বা প্রলয়ঃ সর্বদেহিনাম্ ।
প্রসেক্ষুর্বিদ্যা সর্বা ন্যবো মুনয়স্তথা ॥ ৮৮

অধিক কি ? বাক্‌সিদ্ধি এবং ব্রহ্মত্ব ওতস্যার নিকট বাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকেই তাহা করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যাবান্ হয়, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুমায়া দ্বারা বঞ্চিত হইয়া। কৃষ্ণ তাহা করত বিষ্ণু ওতস্যা করিয়া থাকেন। আমি (শিব), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধর্ম, কশ্যপ, ওতস্য, কপিল, কৃষ্ণাশ্ব (ওতস্যির বা দক্ষপুত্রাশ্ব), দুই ঋষি নর ও নারায়ণ, নারদ, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ, পরাশর, কৃষ্ণ, ওতস্য, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অত্রিবা, অপি, বালখিল্য ঋষিগণ, সনক, ভৃগু, বায়ু, সূর্য, শক্র, বহ্নি গণপতি,- এই সকলেই ওতস্যার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ॥ ৭৬-৭৯

যাঁহারা তাঁহার ওতস্যাবতার, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই ওত বলিয়া জানিবে। এই কথা বলিয়া সর্বজ্ঞ বৃহস্পতির ওতস্যাবতার শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৮০

মূলের ব্যাখ্যা। পাঠভেদ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যার্থে 'কৃষ্ণ' শব্দের চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত করিয়া যে অর্থ (শ্রীং ক্লীং শ্রীং কৃষ্ণায়) হয়, সেই সেই অর্থ, পূজাবিধান, ধ্যেয়, বর্ণ, অস্ত্র পূজাপদ্ধতি এবং তাহা নিত্য পরমেশ্বরের অবতারত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া বৃহস্পতি অবগতের ন্যায়ানুযুক্ত হইলেন ও সেই অবতার শাস্ত্রকে বর্ণনা করিলেন ॥ ৮১-৮৪

বৃহস্পতি বলিলেন,—হে ওতস্যার। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি শ্রীহরির বিষয়ে ওতস্যা করিবার জন্য বনে যাইব। তাহা অবশ্য আছে, সেখানেই থাকুন; তাহাতে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৮৩

হে অবধীশ্বর ! আমি সব বিষ্ণুই বিষ্ণুমায় ও সকল দেখিতেছি, অতএব আমি শঙ্কর, সনাতন, পরম পুরুষ ও বিশ্বের শ্রীকৃষ্ণের সকল গুরু করি ॥ ৮৫

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—মুনে। পাদপদ্মের কর্তৃক অপেক্ষা শ্রীহরি তাহা করিয়া তাহারা ধ্যানযোগের কার্য করে। যেন, সমাধির অর্থাৎ যেমন যেই যাহা পুরুষের একাগ্র ইচ্ছার ইচ্ছা অপেক্ষা বেশীবাহক হয় ॥ ৮৫

সমাধান। অতএব তুমি সেই সর্বাধীশের ধ্যান কর। যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিরাজমান, আমি তথায় সতত বাস করি ॥ ৮৬

শিবের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবতা ও বৃহস্পতি গমন করিলেন। তাহার অনন্তর সর্বজ্ঞাতীর তপস্যায় করিলেন ॥ ৮৭

অনন্তর (শিবপার্বতীসংবাদের) সহিত প্রলয়কাল ও সৌরমণ্ডলের সংহার করিয়া সমস্ত দেবতা, মুনি ও মুনিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৮

ব্রহ্মা শম্ভুঃ শিবশ্চ বিষ্ণুঃ কমলোদ্ভবঃ।
যযৌ বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা ত্রৈলোক্যমানিত্যম্ ॥ ৮৯

এতস্মিন্নন্তরে তত্র চাগতঃ মুনিসত্তমঃ।
প্রণনাম মহাদেবো বিষ্ণুঃ কমলোদ্ভবম্ ॥ ৯০

পূর্বং দর্শনমুক্ত বচঃ বাক্ মুনীশ্বরান্।
বভূবুঃ শিবাঃ ব্রহ্মা তোমার তত্র গায়তি ॥ ৯১

নমিত্বা ব্রহ্মা তুষ্টিযুক্তস্তত্র গায়তি।
যত্র বিষ্ণুঃ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ চতুর্মুখম্ ॥ ৯২

বিষ্ণুরুবাচ।

দৃষ্টাঽহং যুক্তস্তৈব মহাযুনিনঃ যথা।
তপঃ কৃত্বা যথা প্রাপ্য পরিতুষ্টি ॥ ৯৩

বিপ্রস্যৈব বিবাহ তবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মহাশিবা মৃত্যুঞ্জয়ং প্রাপ্য নিশ্চিতম্ ॥ ৯৪

সুরৈর্দেবৈশ্চ মধ্যে শক্রাদ্যৈর্ভবিষ্যতি।

সুরৈঃ তত্ত্বা ন বিবাহ কৃষ্ণস্তেন ধর্মিতঃ ॥ ৯৫

তুষ্টোঽহং প্রার্থনাজ্ঞাঽহং তুষ্টোঽহং ভবতেন চ।

দেবদীপানাম্নোঽহমি পরিতুষ্টো ভবেন চ ॥ ৯৬

তত্রায়ানুসারী নর্দা যজ্ঞ দেবতাঃ।

বিপ্রর্ষিভিঃ তোমায় শ্রীকৃষ্ণ ইতি ঋষিঃ ॥ ৯৭

উক্তা চ ব্রহ্মা নারদ [illegible]।

স্বপ্নে ব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ দেবৈঃ পরিপূজিতঃ ॥ ৯৮

গতে চ ব্রহ্মাঃ সার্ধ দেবাদীনঞ্চ সাধু।

চিন্তিতাস্ত যদাঃ বর্ষং বিবাহনানাস্তথা ॥ ৯৯

মুনীন্ দেবান্ সংস্থাপ্য ব্রহ্মা চ তত্র গচ্ছতি।

উবাচ নীতিসারঞ্চ নারদঃ মহান্ সঃ ॥ ১০০

ব্রহ্মোবাচ।

হে নারদ বিষ্ণো ভর্গ নর্মদাশিবে।

সর্বাত্মক মনঃ শ্রুত্বা দৈবেন দেবেন চ পূজিতাঃ ॥ ১০১

তখন শম্ভু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অনন্তাদি প্রণাম করত নত করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে প্রভৃতি আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে শুভাশীর্বাদ প্রদান করিলেন। ৮৯

এই সময়ে দেবগণ তুষ্টচিত্ত আসন করিলেন এবং মহাদেব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। ৯০

এইরূপে সূর্য, বহ্নি, বরুণ, যম, বায়ু (প্রভৃতি), সকল বহ্নি ও শিব অধীশ্বরে অভিবাদনপূর্বক প্রণাম করিয়া সেই দেবতারা উপবেশন করিলেন। ৯১

অনন্তর সেই দেবতারা ব্রহ্মা হরে হরি এবং তুষ্টি বিধান করিয়া তখন ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এবং মহাদেব শিবকে বলিলেন। ৯২

বিষ্ণু বলিলেন,—ব্রহ্মা ও শিব—তোমরা দুইজনে এবং তুষ্টিতে মহা মহাযুনিগণ সকল তত্ত্ব জানা হইতে তোমরা এবং বিবাহের কারণ করিবে তপস্যা বিষয়ে তোমরা না। ৯৩

বিপ্রের বিবাহ তুমি হরণ হইবে মহাদেবরূপ নিমিত্ত, ইহাতে তোমাদের সংশয় নাই। তবে আমার আশীর্বাদে মৃত্যুঞ্জয় নিশ্চয়ই তাহাকে লাভ করিবে। ৯৪

দেবতা কর্তৃক শত্রু হইতে শক্রাদি সকলই হইবে এবং এই দেবগণ ব্রহ্মাকে প্রণাম দর করিয়া সর্বদা হইবে

বীরঃ ভাবে, সুদর্শন চক্র তাহাকে দর্শন করিবে করিয়াছে। ৯৫

প্রভূ! শিব! তোমাদের দুইজনের প্রার্থনায় এবং তোমাদের উভয় দ্বারা সমস্ত হইয়া আমি দেবদীপ হইতে এই স্থানে আসিয়াছি। ৯৬

সকল দেবগণ মহাবিষ্ণুর অনুসন্ধানে সকল দেবতা সমস্ত দেবগণ সমস্ত ব্রহ্মাদির অভিনন্দন করিলেন। এই বহ্নি হইতেও তোমার দ্বারা প্রকৃত হয়, ইহা লোকশক্তি আছে বা ইহা দেবের সম। ৯৭

এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম ও স্তব করিলেন এবং তাঁহার বিশেষ পূজাও করিলেন। ৯৮

প্রভু! ভগবান্ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে পর সমস্ত দেবগণ চিন্তিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবনায় বিবাহে [illegible] হইলেন। ৯৯

সেই সময় ব্রহ্মা নারদের সান্নিধ্যে সেই দেবতাগণ মুনিগণকে ও দেবগণকে আহ্বান করিয়া এই নীতিপূর্ণ কথা বলিলেন। ১০০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! আমি, শম্ভু, বিষ্ণু ও নর্মদাশিবে বর্গ—আমাদের এই দেব দৈব ও দেবের প্রতি নমস্য। ১০১

বৈত্যানাঞ্চ গুরো স্তস্মৈ প্রণতঞ্চ বিশাম্পতে।
ন চিরঞ্চ পুরৈঃ স্তম্ভং পুরিস্থো নির্জিতস্তৈঃ ॥১০১
তারাহরোত্তরং তাসি স্তম্ভনঞ্চ তথৈব তৎ।
সর্বং মন্ত্রপূতানিঃ বাস্তু কিংকারিষ্যতঃ ॥ ১০৪

বিশাম্পতে ! সেই বৈত্যাবরের গুরু শুক্রাচার্যের সহায়তা হইয়াছে। সেবজ্ঞারা সেই অসুরেরা তখনও তার ধরে আছে এবং নির্জিতপুরুষ সকলেই শুক্রাচার্যের বিষয় সমাদর করে ॥ ১০১

হে দেবেশ ! আমি তারাসুরের আধিপত্য ও তাহার স্তম্ভন বিষয়ে বলিলাম। মন্ত্রপূত নিঃ বাস্তু কি করিতে পারে ? ॥ ১০৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শুক্রোদ্ধারপ্রস্তাবে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

তখন যখন করিয়াছি, তোমরা সকলে বিষ্ণুর নিকটবর্তী হইয়া মন্ত্রপূত নিঃ যখন কর ॥ ১০১

এই কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলেন। মুনি বাস্তু। অমনিই দেবতারা ও নারায়ণ সকলে মন্ত্রপূত নিঃ প্রয়োগ করিলেন ॥ ১০৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে তারাসুরের শুক্রোদ্ধার-বর্ণনা নামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ৪

[ব্রহ্মপ্রার্থিতের শুক্রাচার্যের তারায়াঃ প্রত্যর্পণম্, মুনের গুরু, ব্রহ্মসভায়াগমনং, মুনের বৈকুণ্ঠগমনপরিচ্ছেদঃ।]

নারদ উবাচ

ব্রহ্মঃ পরং কিং ব্রহ্মন্ বভূবাসুরযোষিতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ পরা কৌতূহলং মম ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মা তস্যাঃ নিলয়ং গুরুস্য চ সমাযযৌ।

নানাবৈত্যগণাকীর্ণং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ২
পঞ্চাশৎকোটিভিঃ সিদ্ধৈঃ পরীতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মন্ত্রসিদ্ধৈঃ পরিবারিতং বেষ্টিতং মুনিভির্বরৈঃ ॥ ৩
ষষ্টিভির্ব্রহ্মকল্পৈশ্চ তাপসৈশ্চ শতকোটিভিঃ ॥ ৪
পঞ্চরাগবিচিত্রৈশ্চ শ্রোতৃভিঃ পরিশোভিতম্।
দদর্শ তত্রস্থা ধাতা মহাবাণ্যা কৃতাঞ্জলয়ে ॥ ৫

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শুক্রাচার্যের তারাকে প্রত্যর্পণ, মুনের গুরু, ব্রহ্মসভায় আগমন এবং মুনির বৈকুণ্ঠে গমন পরিচ্ছেদ।]

নারদ বলিলেন,—ভগবন্ ! ব্রহ্মার পর সেই দেব ও অসুরগণের মধ্যে কি ইহার সংবাদ হইয়াছিল, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, ইহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে ॥ ১

নারায়ণ কহিলেন,—তখন নারদ ! সেই সময় ব্রহ্মা মহাত্মা শুক্রাচার্যের নিকট হইতে তারাকে পরিত্যাগ ও ব্রহ্মর্ষিগণ বেষ্টিত মুনিকে তখনই তথায় গমন করিলেন ॥ ২

সেই শুক্রভবন তখন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণ পরিবৃত ছিল এবং সাতটী পরিখাদ্বারাও বেষ্টিত থাকায় অন্যের অগম্য হইয়াছিল ॥ ৩

পঞ্চকোটি ব্রহ্মতুল্য তাপস এই শুক্রভবনকে সদা রক্ষা করিতেছে। পঞ্চরাগ-বিচিত্রিত শ্রোতৃমণ্ডলী উহা পরিশোভিত করিত। বিধিপিতামহ ব্রহ্মা সভামধ্যে কৃতাঞ্জলি (এই যাহি মূল ব্রহ্মার সাবয়ব এবং উহার ব্রহ্মা বৈত্যগণাকীর্ণং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ২

পাঠান্তর—কোটিভিঃ সিদ্ধৈঃ পরীতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মন্ত্রসিদ্ধৈঃ পরিবারিতং বেষ্টিতং মুনিভির্বরৈঃ ॥ ৩
ষষ্টিভির্ব্রহ্মকল্পৈশ্চ তাপসৈশ্চ শতকোটিভিঃ ॥ ৪
পঞ্চরাগবিচিত্রৈশ্চ শ্রোতৃভিঃ পরিশোভিতম্।
দদর্শ তত্রস্থা ধাতা মহাবাণ্যা কৃতাঞ্জলয়ে ॥ ৫

পুর এই শুক্রাচার্য ; সুতরাং ব্রহ্মার সেই হইলেন এই বৈত্যগুরু অভিন্ন শুক্র।) ৩-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

৩-৫। (উপরোক্ত) 'শুক্র' নাম হইবার কারণ—বিষ্ণুপ্রাণে বৈত্যগণের অধিপ বেদবাদিগণের যোগের মূল আহত হইলে প্রহ্লাদের মন্ত্র বৈত্যকে বর প্রদানের কৃতসংকল্প হইয়া নিজ বিদ্যাবলে সেই সব বৈত্যকে জীবিত করিয়া দেব এবং শুক্র-নির্দেশ দান দিয়া অধিক বিদ্যাশ করাইলে সেই সময় হইতে বৈত্যগুরু ঋষি 'শুক্র' নাম প্রাপ্ত হন। (বায়ুপুরাণ ৪৬ অধ্যায়)।

ব্রহ্মাসভার উপায় তথায় দেখা যায়। তথায় এইরূপ পাওয়া যায়,—উশনা (শুক্রাচার্য) যোগবলে তনুদেহ সূক্ষ্মরূপে পরিণত করিয়া তাঁহার মস্তক ও অন্যান্য

ততঃ মুনির্নৈর্ঋতৈতো [illegible] ।
তপস্যঃ পরমং তত্র [illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
পুত্রো পৌত্রঃ [illegible] বিবেকা [illegible] ॥ ৭
আত্মানং [illegible] যেন পুত্রঃ পৌত্রশ্চ [illegible] ।
পুত্রো পিতামহঃ [illegible] ॥ ৮
উবাচ মহতা ধীরঃ প্রণম্য পুটাঞ্জলিঃ ।
প্রণম্য পুত্রাণাং [illegible] ॥ ৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১

অবতস্থ [illegible] তত্র নাগতি ।
[illegible] ॥ ১২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৪
[illegible] প্রণম্য পুটাঞ্জলিঃ ।
[illegible] ॥ ১৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] পুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৭

[illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়াছেন ॥ ৬

[illegible] ॥ ৭

[illegible] ॥ ৮

[illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়াছি ।)

[illegible] ([illegible]) [illegible] করিলেন ॥ ৮-৯

[illegible] হইলেন ॥ ১০-১১

[illegible] করিলেন ॥ ১২-১৫

[illegible] বলিলেন ॥ ১৬-১৭

মাঙ্গল্যেঃ মধুপর্কঃ প্রথমো বিনয়াধিকঃ। ১৮

ওঁম ইত্যাঃ।

অত্র যে সকলাঃ প্রত্র ঔপরিষ্ট পুরুষোত্তমম্ :
ধরা বিধাতা ভগবান্ সাক্ষাৎ পৃষ্টে অবস্থিতে। ১৯

সাক্ষাৎ পৃষ্টাস্ত তৎপূজা ভগবন্তং সনাতনম্
পুষ্টে কৃত্বোদরা যত্নেবং পাহমাত্মা পাপেপরঃ ১২০

কৃতার্থঃ কর্তৃ যোগাস্যাং পূজায়াং স্বামক বিগুণম্।
স্বাস্থায়ত্বেন্ পূজনা প্রত্রমেব বিধানম্ ১২১

পবিত্রা কর্তৃ যোগাস্যাং বেদমূলাত্মকং ভব :
অপায় ত্বমি কিং বাপি স্বামি ন্ত ভবতাং কিম্। ১২২

প্রত্যুত্তরঃ।

ঔপরিষ্টাদ্বিধিত্বেনাং দ্বা সৌত্রঃ প্রযুক্তবান্।
বিধেনঃ পূজনে যোগ্যাঃ ভবনাবস্থিতিস্তবে। ১৩

কৃপনা যে মুনিশ্রেষ্ঠ পূজনেস্তাপি যোষিতঃ।
কৃপনা তে ভবর্তব্যাঃ ভাস্যাবো ভগবানপি। ১৪

দিনে দিনে পরিচিত্য শ্রীকৃষ্ণস্তনযৌগিনম্।
ভবতো: সেবনা নিত্যমধিষ্ঠিতঃ ভবেদব। ১৫

ওপিষ্টোঃ পূজনস্ত সর্বসিদ্ধফলাবহম্।
পাপাবিরোধকারক্ষা পুণ্যবর্ধনম্ ভবম্। ১৬

অতীবেদং মহাশ্রেষ্ঠা ওতো দুষ্টে কৃতাদি
ইতিবদে ভ মহাশ্রেষ্ঠা: সর্বসেবনাঃ। ১৭

ওক্তবিতঃ পুনো ভদ্রো বেদো পাতকিনামিহ।
তেষাঞ্চ কৃপনা যান্তি বিষ্ণুভক্ত পদে পদে। ১৮

দুষ্টস্ত মহত্বং ধৃত্বা শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণাৎ পরঃ।
সর্বাত্মরাত্মা ভগবান্তব ভক্তা ভ নির্ভয়ঃ ১২৯

আপস্তম্ব ঋষিঃ—আমি আমার গুরু সকল হইল এবং ঔপরিষ্ট সার্থক হইল ; যেহেতু আমি বিষ্ণুভক্ত দুর্বা বিষ্ণুভিত্তা হয়া ভগবান্ ভগবানের পূর্বে অবস্থিত। ১৯

সেই কথা।—অত্র, সকল, সনাতন, ভগবান্ প্রভৃতি সাক্ষাৎ সনাতন পুরুষোত্তম আমি আর দর্শন করিলাম। হয়া পরাপেক্ষা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি মূর্তিমান হইয়াছেন। ১০

আপস্তম্ব এই বিষ্ণু পূজাকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রশ্নের অবতারণা করিতেছেন : আপস্তম্ব সকলেই জানেন, কৃতরাং আপনারও কৃপন এই কথাই বিজ্ঞাপন করা। ১১

বিনয়ার্থ। যা নাম আপস্তম্বের হেতু হইল—আমাকে পবিত্র করা। অথবা অত্র কোন্ প্রকার আপস্তম্বের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার কোন্ কার্য করিব। ১২

প্রত্যুত্তর।—হে সৌম্য। তোমার সহিত আলাপ বিষয়ে হইয়াছে, বিষয়ে উপিত হইয়া আমি তোমাকে দেখিবার জন্য প্রথমে আসিয়াছি ; কারণ, পুত্র ও সৌম্যগণের বিষয়ে সকল হইতেও অধিক কর্তব্যতার। ১৩

হে মুনিশ্রেষ্ঠ। তোমার, তোমার পুত্রের ও পত্নীর কৃপন হো। তোমার ভবর্তব্যগণ ও ভাষ্যা ভগবানের কৃপন হো। ১৪

তোমার অভিনবিত শ্রীকৃষ্ণ-পূজা ও দিনে দিনে সম্পন্ন হইতেছে। নিত্য শ্রীভগবান তোমার ধারণাধিকারে হইতেছেন ও। ১৫

ওপিষ্ট-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণ-পূজা—এই উভয় কর্তা সমস্ত যা কর্মাদি (এই সর্বাদি বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক এবং লৌকিক, বৈদিক ও আত্মাদি বিষয়ে অন্যান্য বুঝিতে হইবে) ফলাবহ হয়, পাপ, রোধ ও বোধাবহ এবং ভক্ত (সকল), পুণ্য ও বর্ধনকারী। ১৬

এ'জন্যই মহাপুরুষগণ প্রতি শ্রীভগবান মহাশ্রেষ্ঠ হইলে পর বিষ্ণুভক্ত ঔপরিষ্ট মহাশ্রেষ্ঠ হয়। ঔপরিষ্ট মহাশ্রেষ্ঠ হইলে সমস্ত সেবনাবস্থা মহাশ্রেষ্ঠ হয়। ১৭

এ'সম্বন্ধে যে পাপী ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীভগবান, ব্রাহ্মণ ও বেদ্য ক্রুদ্ধ হন, তাহাদের ভবিষ্যৎ কৃপন নাই হয় না, তারা পদে পদে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৮

ফল। প্রকৃতির অতীত, নির্ভয়, সর্বাত্মরাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভক্তিপ্রভাবে সকল প্রদান করেন। ১৯

অথ ভূয়ো গুরুতরা বিপাকা অবতারপি।
যদি ভূয়ো ন বিস্তৃয়ো বৃথা ভূয়ো ভবেয়ুঃ তে ॥ ৩০

দাস্যন্তি ভূয়ো যে কেতুং যদনন্ত সূরীধ্বর।
প্রেষিতস্ত ত্বয়াপাক্ত বিদ্যাবর্ষুরেষ ৩ ॥ ৩১

বিদন্ত গুরুপুত্রস্ত সাক্ষীঃ ত্বাত্মা বৃহস্পতেঃ।
অপত্রপা নিমাবস্তুবৈব ভবদাশয়ঃ ॥ ৩২

ভবুর্বিশঙ্ক পূর্বাস্ত ভবোঽনন্তশ্চ পুরুষ।
আবিদ্যা বয়মো কৃত্যা বি-পালাস্ত বিপীবরাঃ ॥ ৩৩

মূঢ়াবাবাহি সন্তাজিত্রঃ কোটিস্ত বেদাঃ।
সাক্ষাঃ বিষ্ণুকবাস্তৈব যজ্ঞ-রাজ্ঞ-গুরুবঃ ॥ ৩৪

তৃতাঃ প্রেষ্যা নিমাঙ্গাস্ত ভূয়াত্তা ভবরাজ্ঞবাঃ।
বিত্তাবাস্তৈব ভবর্ষাঃ ভবুরুপুন্দিবভূনা ॥ ৩৫

ভারতাবাহসংগ্রামে ভবদ্বোঽহং পুতৈঃ সহ।
যেষি ভাত্তা ভবঃ কিং বা ভাত্ত ভ্রাতৃক ভাবিনম্ ॥ ৩৬

শুক উবাচ।

আবন্ধ্য পুরতঃ সর্বে সজ্ঞা ভবভর্বরাঃ।
যোৎস্যে বিনা ভবেনাহ সর্বেভ্যঃ শুক্ত পাপ্ম ॥ ৩৭

বৈশম্পা উবাচ।

উক্তবেবাং শুক্ত সম্ভূর্যান্যো বন্যান্ত সর্বতা।
বর্ষন্ত সাক্ষী সর্বেষাং ভবেন চ নিভাবেন ॥ ৩৮

অস্ত্রাণ্যন্ত পুনস্তুলাণ্যন্ত ন বি সন্ত্যাবহে বয়ম্।
আবন্ধন্ত চ যোৎস্যামো ভত্ত ত্রিবি ভবন্তরো ॥ ৩৯

কৃপস্ত গুরুপুত্রস্ত সন্ত্যাবাহি সংবেষ্টঃ
অত্রে বাস্তু বিনাত্তাঃ পশ্চাদ্ যোৎস্যাম্বহে প্রভো॥ ৪০

ভ্রাতোবাচ।

কালাবিক্তঃ সাংবর্তো বিবস্ত বন্দিনাং বরঃ।
যে যজ্ঞাভেন মাইক্ত কো বা যুদ্ধে করিষ্যতি ॥ ৪১

ভবর্ষিরোত্তা ভ্রাতা আমি যোদ্ধার শুক্ত, সেই আমি তোমার উপর যুদ্ধে অর্থাৎ প্রহার আমি। আমি যুদ্ধে আসায় ইহাঁরা যুদ্ধে আসেবেন, ইহাঁরিগ যুদ্ধিত সমস্ত বেদজ্ঞ যুদ্ধে আসেবেন ॥ ৩০

যুদ্ধোবয়। বিদ্যাসহায়কর্তা তিন ও সমস্ত বেদজ্ঞ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি যে তোমার নিকটে আসিয়াছি, সম্প্রতি আমার আগমনের কারণ শ্রবণ কর ॥ ৩১

বিদন্ত গুরুপুত্র বৃহস্পতির সন্তোষাত্মা তাহা অন্তরে অবধারণ করিয়া নিশ্চয়ই এই তোমার পরাজয় হইয়াছে ॥ ৩২

পূরা। পরু, বন্ধ, মূর্খ, ঈশ্বর, অবন্ধ, আবিজ্ঞান, অযুক্ত, ভ্রান্তবন্ধ, বিষ্ণুপালকৃত, বিষ্ণুপরিমন্ত্রণ, তিন কোটি বেদজ্ঞ এবং ব্যাস, বিষ্ণুগুরু, যজ্ঞ, রাজন্য, ভ্রাতৃক, যুদ্ধ, প্রেষ্য, শিষ্যগণ, যুদ্ধার্থ, সমস্তাগত, বিরাটে ও যজ্ঞবিষয় সকলে যুদ্ধ করিবার তরে যুদ্ধজিত হইয়া এখন অযুদ্ধ-মূর্তিতে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৩-৩৪

এই ভারতযুদ্ধ সংগ্রামে আমি যদি প্রকৃতি সংযুক্ত অবস্থায় সহিত সমর হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে প্রথম বধ কিংবা যুদ্ধ কর অথবা তাহাকে আমাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩৬

শুক উবাচ।

আবন্ধ্য পুরতঃ সর্বে সজ্ঞা ভবভর্বরাঃ।
যোৎস্যে বিনা ভবেনাহ সর্বেভ্যঃ শুক্ত পাপ্ম ॥ ৩৭

বৈশম্পা উবাচ।

উক্তবেবাং শুক্ত সম্ভূর্যান্যো বন্যান্ত সর্বতা।
বর্ষন্ত সাক্ষী সর্বেষাং ভবেন চ নিভাবেন ॥ ৩৮

অস্ত্রাণ্যন্ত পুনস্তুলাণ্যন্ত ন বি সন্ত্যাবহে বয়ম্।
আবন্ধন্ত চ যোৎস্যামো ভত্ত ত্রিবি ভবন্তরো ॥ ৩৯

কৃপস্ত গুরুপুত্রস্ত সন্ত্যাবাহি সংবেষ্টঃ
অত্রে বাস্তু বিনাত্তাঃ পশ্চাদ্ যোৎস্যাম্বহে প্রভো॥ ৪০

ভ্রাতোবাচ।

কালাবিক্তঃ সাংবর্তো বিবস্ত বন্দিনাং বরঃ।
যে যজ্ঞাভেন মাইক্ত কো বা যুদ্ধে করিষ্যতি ॥ ৪১

ভ্রাতা কহিলেন,—পিতামহ। যমদণ্ড যেমন সমস্ত প্রাণীর কৃতান্ত তদ্রূপ আপনি। আমি তদ্ভক্ত পরাক্রমের সহিত্যের সাহায্যে সকল যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পিতামহ। (অর্থাৎ যে ভ্রাতা) ভ্রাতার ভরতম নাম 'পিতামহ' সেই কারণে বৈশম্পায়ন 'পিতামহ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; অথবার ভ্রাতা বৈশম্পায়নের প্রপিতামহ, যথা—ভ্রাতার পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র ভরতম এবং এই ভরতের বীরদে শন্তনুর বিচিত্র বীর্য এই বৈশম্পায়নের জন্ম।) এই পরু যোদ্ধাগণ ও বৈশম্পায়ন—এই উভয় পক্ষেরই সদা বন্দনীয় ও মাননীয় গুরু; আপনিও উহাঁদ উভয় পক্ষের বন্দনীয় ও মাননীয় পুরুষ; আর এই যুদ্ধ সকলেরই সাক্ষী পুরুষ ॥ ৩৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। আমরা অস্ত্র যোদ্ধাদের ন্যায় কৃতকৃত্য বলিয়াই মনে করি না; যুদ্ধস্থলে আপনি বিনা অন্যান্য যে, তাহারা যেন যুদ্ধ করিবার তরে আসেন ॥ ৩৯

যদি অন্যের গুরুপুত্র কৃপাচার্যের প্রতি কৃপাবশতঃ যদ্যপি যুদ্ধ করিতে আসেন, তবে আমরা প্রথমে ইহাঁদের সংহার করিব না; কিন্তু তিনি যুদ্ধ করিতে আসিলে আমরাও তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ৪০

ভ্রাতা কহিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ। কালান্তিক বিনাশ সংহারকর্তা ও ভরতবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশী, যুদ্ধস্থলে ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে কে সমর্থ হইবে ॥ ৪১

ঊর্ধ্বকালী ঊর্ধ্বকেশা যজ্ঞ-বর্ণরবাহিনী
যমা দুর্দর্শা দংষ্ট্রাঃ কো বা দ্রষ্টুং ক্ষমিষ্যতি ॥ ৩১
সা মহাসুরসৈন্যেষু দেবী মৃত্যুমিবাদিশৎ।
যোজনত্রয়বক্ত্রা চ ত্রিযোজনবিস্তৃতা ॥ ৩২
মহাকালপ্রমাণাস্ত্র যমা দণ্ডা ভয়ানকাঃ।
ক্রোধপ্রমাথিন্যা চ মহাকোলাহলপ্রিয়া ॥ ৩৩
অতীব রৌদ্রাঃ মহত্যা ভীমাঃ পরমবিস্তরাঃ।
অতিভীমা ভৈরবাস্ত্র নদী চ ঊর্ধ্বকর্ণিকা ॥ ৩৪
শিবস্য পার্ষদাঃ সর্বে মহাকল্প-পরাক্রমাঃ।
বীরভদ্রাদয়ঃ শূরাঃ সহস্রসূর্যসন্নিভাঃ ॥ ৩৫
মহাসূর্যঃ দেবস্য ঊর্ধ্বদেবস্য কোপতঃ।
বিষ্ণুঃ সর্বপদুষ্টানাং যো বা যোদ্ধা চ তৎপ্রভুঃ ॥ ৩৬
কালাগ্নিরুদ্রঃ সাংবর্তী যস্য সংহারক ত্রিবিধঃ।
পুনিবস্ত্রিপুরস্যস্য অন্তকো রুদ্রভৈরবঃ ॥ ৩৭
যস্য পাশুপতাস্ত্রেণ ত্রিধাবর্তোগ পুরত্রয়ঃ।
ভস্মীভূতা ক্ষণে ক্ষিপ্তা দৈত্যানাঞ্চৈব কা কথা ॥ ৩৮
যস্য সূদেন ছিন্নস্য পঞ্চধাভূত প্রজাপতাঃ।
সুরাসা পার্ষদাঃ কৃত্তস্য পাশমাত্রতঃ ॥ ৩৯
ত্রিকোটিসূর্যসঙ্কাশো ত্রিশূলী পরমাদ্ভুতঃ।
ত্রাণায় চ জগৎস্যাস্য সর্বদৈত্যান্তকো হরঃ ॥ ৪০
মধুকৈটভয়োর্হন্তা ত্রিপুরঘ্নিপোস্তথা চ।
স চ বিষ্ণুঃ সমাখ্যাতি দেবদীপায় ধাতা প্রভুঃ ॥ ৪১
ঊর্ধ্বাস্য চ ঊর্ধ্বকায়া যস্য ত্রিনয়না ত্রয়ী দেবী।
প্রহরোদ্যত প্রহরণো দানবানামধীশ্বরঃ ॥ ৪২

প্রজাপতি উবাচ।

নমস্কৃত্য ভগবন্তং সর্বেষাং প্রাক্তনেশ্বর।
সর্বপূজ্য সর্বনাথ কিং কর্ত্তব্যমি তদ্যুক্তং ॥ ৪৩
ত্রিপুরঘ্নিপোর্হন্তা মধুকৈটভয়োস্তথা চ।
স চ কথা যস্য কৃত্তস্য পরিপূর্ণমস্য চ ॥ ৪৪

ভগবান্তা ঊর্ধ্বকালী, যজ্ঞ ও বর্ণরবাহিনী, সেই দুর্দর্শা দংষ্ট্রার সহিত কে-ই বা মুখ করিতে পারে ॥ ৩১

সেই দেবী মহাসুরী সেনার মৃত্যুস্বরূপিণী ও মৃত্যুকালি-বিমূর্তা। তাঁহার বদন এক যোজন বিস্তৃত এবং জিহ্বা তিন যোজনবিস্তৃতা দীর্ঘা ॥ ৩২

মহাকালসদৃশ প্রমাণ দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর তাঁহার সহচরগণ এবং তাঁহার ক্রিয়া ক্রোধপ্রমাথিনী দীর্ঘা, ভীষিনী দেখা (চলনা) ও ভয়ঙ্করী ॥ ৩৩

অতীব রৌদ্রমূর্তি ও ভয়ানক বিস্তারিতরূপ মূর্তিসকল এইরূপ হইয়াছে। অতি ভয়ঙ্কর ভৈরবগণ এবং ঊর্ধ্বকর্ণা নদী মূর্তির মত প্রকট থাকে ॥ ৩৪

মহাকল্প মহাপরাক্রমশালী শিবপার্ষদগণ সকলে এক সঙ্গে সূর্যমূর্তা দেবতা বীরভদ্রাদি যোদ্ধাগণও বীরত্বের মূর্তির মত সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৫

মহাসূর্যের তুল্যমূর্তি ঊর্ধ্বদেবের ক্রোধে একযোগে একত্রভাবে এই বিষ্ণুরূপ এক মহিমার ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সেই অবতারমূর্ত যোদ্ধাই যা আর যে আছে ॥ ৩৬

যে পুরুষ। যে শম্ভু। বিশ্বের কালাগ্নিরুদ্র সংহারক সংহারকর্তা, তিনি হয়ে ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন,তিনি ত্রিপুরারাতিরূপে খ্যাত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়ার্থ পাশুপতাস্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিপুর ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেরূপ এই দৈত্যগণের বিষয় আর কি কথা আছে ॥ ৩৭-৩৮

যে পঞ্চমুখ প্রজাপতি, পরমাদ্ভুত ত্রিশূলের পার্ষদরূপ মূলাস্ত্র, তিনি কোটি সূর্যসদৃশ তেজস্বী, অতিশয় অদ্ভুত, জগৎ ত্রাণকর্তা ও সমস্ত দৈত্যগণের ঈশ্বর ছিল, তাহাকে তিনি যীয় পূজাস্থলে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছেন ॥ ৩৯-৪১

তিনি শম্ভু, কৈটভ এবং ত্রিপুরঘ্নিপুর প্রাণনাশকারী, সেই প্রভু বিষ্ণু যাহা দেবদীপ নামের মূল ও বিশ্বের ত্রাণ করিয়াছেন ॥ ৪২

এই কথা বলিয়া ভগবানকে প্রজা সেই প্রজাপতি বিনয় করিলেন। তখন সাধারণাদিপতি প্রজাপতি তাহা বলিতেছেন ॥ ৪৩

প্রজাপতি বলিলেন,— যে অবতারীরাদি শম্ভু। আপনি সকলের পূর্বজন্ম ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার করি। যে সর্বপূজ্য ভগবান। আপনার সম্বন্ধে আর কি বলিব ॥ ৪৪

তিনি ত্রিপুরঘ্নিপু. শম্ভু ও কৈটভবিনাশী সেই বিষ্ণু তাঁহার কথাতত্ত্ব, এবং তিনি সর্বাত্মধারী, সেই পরিপূর্ণ-তম ঈশ্বরের স্বরূপ মূলাস্ত্রের ন্যায় সমস্ত আত্মার

সর্বাত্মাত্মস্বরূপঞ্চ চক্রং বাম সুদর্শনম্ ।
অন্যাংশ্চ লোকপালাংশ্চ পশ্যন্ মনসি দুঃখিতম্ ॥ ৫৬
অতো ন ভবতো নশ্বর্যং চ পাতকস্য বিধে ।
ন চ কালো ন লোকশ্চ ন চ কর্মাদয় পুনঃ ॥ ৫৭
যস্য লোমসু বিশ্বানি নিখিলানি জগৎপতে ।
সর্বাধারং চ বিভোঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতমং চ ॥ ৫৮
লোকপালো জগদ্যঃ স এব চ মহান্ বিরাট্ ।
অন্যো ন হি স্বপূর্ণো ন কালো ন্যস্তো যতঃ ॥ ৫৯
সাবশ্চন্দ্রঃ সর্বে সূক্ষ্মঃ সূর্য্যং নাস্তবম্ ।
ন বিশেষং নক্ষত্রাণি ন চ পাতকস্যাপূর্বাৎ ॥ ৬০
নমস্তস্মৈ ভগবতে নিত্যায় নিত্যরূপিণে ।
ব্রহ্মাণ্ডরূপায় দাস্যো বৈষ্ণবস্য প্রজাপতে ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণঃ প্রমাণেন নির্বিকারঃ নিরাময়ঃ ।
ন যে সান্দ্রমাত্র ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণা ক্ষ প্রত্যক্ষীকম্ ॥ ৬২
ধ্যানেন দুস্তরাত্মা পুনা দৈ বিষ্ণুরূপিণা ।
নির্বিকারং নমস্কৃত্য বর্ণিত বসুদেবস্তৌ ॥ ৬৩
বিপুঃ বিশ্বরূপাখ্যং শ্রীহরের ন মহতে ।
তথাপি প্রেমিকস্তেন স দৃষ্টবা মহেশ্বরঃ ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা বামদেবোঽপি বিরহত চ নাভসি ।
উবাচ জগতাং যাতা পুনঃ সা চ নাহিম ॥ ৬৫

ব্রহ্মোবাচ

বিশ্বাধারাণাং সূক্ষ্মস্থূলস্তোত্রং বৈকুণ্ঠ-সেবয়াঃ ।
পৃথিব্যাদয়শ্চ যস্য নখিলকারণম্ ॥ ৬৬
আধারং বিশ্বাং যেষাং মহাঃ বিষ্ণুরূপং চ উদ্ভবে ।
বিদুষে বিষ্ণুরে ধাতা পূজ্য সর্বাপদাং ॥ ৬৭

লোকসকল এবং আবাসিকে রক্ষা করিয়াছেন। অথবা যিনি বিশ্বরূপিণ্ বসু ও দৈবকীকে বর করিয়াছেন, যিনি সর্বান্তরাত্মা এবং যিনি পরিপূর্ণতম ঈশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণের জনাতন ও অতিশয় সুখদ পূর্বক তাঁহাকে স্তব আমাদের লোকসকলকে এবং আবাসিকে সর্বতো-ভাবে রক্ষা করিয়াছেন। ৫৩-৫৫

হে বিধে! সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বসু অনন্ত মহৎ, এইরূপ না পাতকও বড়, না কালী, না কর্ম এবং না তথাপি যেমন অনন্ত। ৫৭

জগৎপতে! যাঁহার লোমকূপে নিখিল বিশ্বসমূহ অবস্থান করিতেছে, যিনি সকলের আধার, যিনি বিভু (সর্বব্যাপী), যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং সেই মহাবিরাট্ পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লোমপালন, অথচ তাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম আরও এবং অনন্ত তাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম নহেন। ৫৮-৫৯

অতএব যেমন সকলেই আমাদের বন্দ্য এবং সূক্ষ্ম আত্মস্বরূপ। আমি বেদব্যাস সাক্ষাৎরূপে হইতে, পাতকও বহু হইতে এবং নিত্য হইতেও উচ্চ নহি। ৬০

হে প্রজাপতে! আমি সেই ভগবানের ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। এইরূপ ভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ, বসু ও দৈবকীকেও আমি প্রণাম করি। ৬১

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে আমি নির্ভয় ও নিরাময় হইয়াছি। হে ভগবন্! আমার নিকট কোনরূপ ভয় নাই, যেই শ্রীকৃষ্ণকে যে জন, তাহারই আমার জন। ৬২

আমার পিতা বিশ্বরূপিণ্ বিষ্ণু-বিশ্ব অতএব সেই ধ্যানেই নিরত রহিয়াছেন। এইরূপ নমস্কৃত দৈবকীকে এবং বসু ও দৈবকী বর্ণনতঃ নিরত রহিয়াছেন। ৬৩

বিপুল আমাদের একজন পিতা—তুমি পিতা, সুতরাং এই বিপুলকে আমরা শীঘ্র অধিকারী মনে করি না। তথাপি যখন অবতার রূপে থাকিয়া তাহার মহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন সেই বিপুল এই মহেশ্বরকে অনন্ত বসুতে যোগ করিয়াছিল অর্থাৎ হইয়া গিয়াছিল। ৬৪

এই কথা বলিয়া সেই বামদেবই প্রভাতে সমাধিতে নিরত হইলেন। অতএব। তখন জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ৬৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি প্রভো! (ব্রহ্মা হইলেন প্রজাদের সৃষ্টিকর্তা; প্রজাদের পিতা বিশ্বরূপিণ্, অর্থাৎ কশ্যপ, কশ্যপের যাটটি এবং এই যাটটি প্রজার সৃষ্ট।) যেমন ও পিতা—এই উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম যেমন নিত্যমান তাহা; কিন্তু উভয় অপেক্ষা বরং উভয় প্রতি-পূর্ণ আমরা কহিব সকলের সম্মুখেই বলিব রহিব। ৬৬

হে প্রভু! আমি তথা হইতেও আর বিষ্ণুর দ্বারা যেমন নিকটে আসিয়াছি, সুতরাং আমাকে তুমি বিশ্বরূপে আমাকে প্রণাম কর। যেমন কারণে বিশ্ব

ভরদ্বাজ উবাচ।

যত্তৌক্তিঃ কথ্য ভাগেন্দ্র নিঃশেষঃ পুত্র-বৈভবঃ।
যত্র ভিন্নপ্রকারা তত্র তৌক্তিক তা কথা। ৬৮

দশরথ উবাচ।

ন ভিন্নকঃ পুত্রবৈভব প্রত্যেকানপুত্রাশ্রবৈঃ।
তত্রিকঃ কথ্যতেঽন্ত বৈভবঃ পুত্রসম্বন্ধ তত্রিঃ। ৬৯

ভরদ্বাজ উবাচ।

যত্রাপ্তৈবেঃ সর্বাত্মা ঔরসঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তত্রাপ্ত বৈভবঃ তত্র স চ কেন ভিন্নো ভবেৎ। ৭০

দশরথ উবাচ।

পুত্রসম্বন্ধ ভিন্নঃ কেন ভিন্নঃ পাত্রী ব্যবস্থাভেদঃ
পুত্রাণীনো ন বিদ্যতি সাধারণৈবৈঃ বাদুনা। ৭১

ভরদ্বাজ উবাচ।

যেন দ্বারাঃ সমাজস্য ঔরসঃ প্রাণধিকঃ তুল্যঃ

ন পাইয়া ভিন্নরূপ বিদুষ হইলে অর্থাৎ আপনার হইয়া ভিন্নিয়া যাইলে কার্য সর্বপ্রকারেই হইয়া থাকে। ৬৭

দশরথ কহিলেন,—এ বিষয়ের একজন। তুমি যেরূপ ও বৈভবের কথা বলিলে, তুমি নিজ তৌক্তি কথা কর। যার অপত্যাদি লাভ যাহার নিজেই ভিন্নপ্রকারে, তাহার তৌক্তির কথা আমি আর কি বলিব? ৬৮

ভরদ্বাজ কহিলেন,—একজন। তুমি পুত্রসম্বন্ধ, পরিত্র ও বিভূতক এই প্রকারে পুত্রের তত্ত্বের তুমি যদি ভিন্ন যাও, সেইপ্রকারে কথা ও বিবাদি পুত্রসম্বন্ধের তোমারও তত্ত্ব তত্ত্বিক সর্ব নয়। ৬৯

দশরথ কহিলেন,—একজন হইতে ভিন্ন (না যেই) সর্বাত্মা ঔরস যাহার হইবেন এমন যাহার তত্ত্ব বিভূতক তত্ত্ব, সেই মহাপুরুষ একজনকে যে তত্ত্ব তত্ত্বিক সর্ব হইবে? ৭০

দশরথ কহিলেন,—একজন। যে সকল পুত্রসম্বন্ধ, তাহাদের ভেদ তত্ত্ব করিতে পারা যায়; কিন্তু যে সকল পাত্রী, সে ভিন্ন পাত্রীই সাধারণ হইয়া থাকে। দেখ, পুত্রাদীন পাত্রের-মাত্র যারা তাহারা নির্ধারিত হয় না অর্থাৎ সাধারণ পুত্রাদি প্রভৃতি অসাধারণ সম্বন্ধের নির্ধারণ নাই করে না। ৭১

ভরদ্বাজ কহিলেন,—মহারাজ একজন। তুমি তত্ত্বের (তত্ত্বের) প্রাণাধিক ভিন্ন একজনের প্রভাব

যত্তৌক্তিঃ কথ্য পুত্রিণ প্রত্যেকানপুত্রঃ পুত্রঃ। ৭২

দশরথ উবাচ।

ভিন্নে সপত্নীকরে দাসাত্মহি তুল্যো বিধাতরে।
কর্ত্রাত্মা তুমি সমাধঃ তুল্যঃ তুল্যঃ সমাঃ ভবম্। ৭৩
পিত্রাধারবিশেষে ও সাধুত্বাঃ তুল্যতীয়তঃ।
তুল্যো সমধিকঃ পূর্বঃ সর্বৈবৈঃ তুল্যতরে। ৭৪

যত্র তুল্যাশ্চ পোত্রাশ্চ তত্রতাঃ পরিচারকাঃ।
যে চ শিল্পাঃ তুলনিনা তুল্যাত্মা পালয়ন্তি যে। ৭৫

প্রভাবতত্ত্ব যঃ কশ্চা ভরদ্বাজ প্রার্থনা কৃতিম্।
যথো তুল্যস্ত ভাবাঃ তার প্রভুক্ত মলিনঃ যুবে। ৭৬

ভবা ভাবাঃ বিভূঃ তুল্যঃ প্রথমান্ত ভিন্নঃ পরঃ।
সমস্তুতা যুবিষ্ঠস্ত প্রেতঃ তুল্যঃ তুল্যো ১৭

করা। আমরা তোমার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি ভিন্নপ্রকারের তত্ত্ব নিজের তৌক্তি কথা কর। ৭২

দশরথ কহিলেন,—হে ভরদ্বাজ! আমার প্রভু সাধারণ ঔরসীয় আমার, তাঁহাতে কৃত্রিম আমি ঔরসীয় পার্থিবদের মেই ঔরসীয়দিগের অনুপস্থিতি দূরিত হইবে; তাহার কৃত্রিমে কোনও কার্যকরতা নাই। অতএব আপনি সপুত্রকলত্র আমার মেই এক আমার সাধু ও তাঁহা তত্ত্ব ঔরসীয়ের আশ্রমায় গমন করুন। ৭৩

অর্থাৎকলত্রের আধিপত্যে তাহা প্রভু; এই তাহার আমার সমুদয় ঔরসী পূর্বেই এই বৃদ্ধির ঔরস ভরদ্বাজের নিজেই সমর্পন করিয়া বিয়াছি। ৭৪

আমরা সকলে এই ঔরসীয়ের ভরদ্বাজের আশ্রয় পালনকারী তুল্য, পুত্রের পাত্র এবং পরিচারকগণ। যাহারা ঔরসের আশ্রয় আছে, সেই বিভূতক সমান ভাব করিয়া থাকেন। ৭৫

যে দুঃখ আছে। ভরদ্বাজের যাত্রা ভঙ্গ করিয়া তথা ভরদ্বাজ নিজেই প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই ভরদ্বাজের আশ্রমে এক মহিষ অর্থাৎ বিষ্ণু ভরদ্বাজ প্রভাব নিজেই সমর্পন করিলেন। ৭৬

তখন ভরদ্বাজ ও ভরদ্বাজ প্রণাম করিয়া তথায় হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়া নিজের তত্ত্বের বনবাস গমন করিলেন। ৭৭

প্রহ্লাদঃ স্বগণৈ স্তত্রা নমস্কৃত্য বিধেঃ পদে
প্রত্যেকং মুনিবর্যান্ প্রণম্য স্বগৃহং যযৌ। ৭৮
ব্রহ্মা স্বর্গং স্বলোকং প্রণম্যা স্বপদে দধৌম্।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতীং ভক্ত্যা তুষ্টাবাং মুনে। ৭৯
ভক্ত্যা প্রণম্য দাতা ক্রোড়ে সংস্থাপ্য যত্নতঃ
উবাচ মধুরা বাণী তাভ্যাং কান্তয়ান্ কৃপাময়ঃ। ৮০
স্বাহে স্বাহে স্বয়ং সাবধানা ভব যে যদি স্থিরে।
সৌভাগ্যযুক্তা স্বপত্যৌ ভবিষ্যসি নরেষু যে। ৮১
দুর্ভগা বন্ধ্যা ব্রহ্মা নিষ্ঠায়া ন ভূতা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধা যা ন স্ত্রী ত্যাজ্যা হি সা ভবেৎ। ৮২
সত্যমা স্বাহয়ো ভাবে ভবতে স্বপুত্রয়ে চ।
প্রায়শ্চিত্তায় শুদ্ধা যা স্বামিনা পরিবর্জিতা। ৮৩
কুষ্ঠীগাত্রে পতত্যে যা যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ।
অন্ধ বিষ্ঠা কৃমি মূত্র স্পর্শনা নরকাপদম্। ৮৪

প্রহ্লাদ তাঁহার বদনে অমিত অভিনবে বিধির চরণ প্রণাম করিয়া এবং মুনিবরদের সবা প্রত্যেককে প্রণাম করত নত হইয়া স্বভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৭৮

হে মুনে! তাহার পর ব্রহ্মা স্বলোকে স্বীয় পত্নী সতী তাহাকে নিজ পদে প্রণাম করিতে দেখিলেন। সেই সময় তাঁহা প্রণাম করত লক্ষ্মীর আলোকন করিয়া ক্রোড়ে করিতে থাকিলেন। ৭৯

কৃপাময় ব্রহ্মা প্রেম সহকারে সাদরে ক্রোড়ে লইয়া বলিলা ও কান্তারা তাহাকে বলিলেন। ৮০

মাতঃ! তাহে! তুমি তত্ত্ব যাহা কর। যদি নারিকে সৌভাগ্যযুক্তা হইবে অর্থাৎ পতির অনুরাগে প্রেমসী হইবে। ৮১

যে অবলা স্ত্রী কাম্যা বা করিলেও অবশ্য যত্ন পুরুষ কর্তৃক আক্রান্তা হয়, সেই স্ত্রী পতিতা হয় না এবং সেই স্থান পুরুষ কর্তৃক বর্জিতা হইলেও দূষিতা হয় না, যদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই স্ত্রী শুদ্ধিলাভ করে। ৮২

কিন্তু যে কামুকী নারী নিজের ইচ্ছায় কুলাচারের যত্ন যোনায় অবহেলা (উপেক্ষা) সেবা করে, সেই নারী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শুদ্ধা হয় না এবং স্বামি কর্তৃক তখন সে পরিত্যক্তা হয়। ৮৩

সেই কুষ্ঠী নারী চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থানকাল পর্যন্ত পাপী অন্ধান্ত অন্ধকার বিষ্ঠা কৃমি পরিবর্জিত।
নিজ গর্ভং যে গুহে যন্ত্র যাবে গুরোর্হিতম্। ৮৪
ত্যক্ত লজ্জাং মহাভাগে সর্বত্র প্রাকৃতাহবেৎ
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা সমুবাচ সতী তদা। ৮৫
ভক্ত্যা গর্বং যে তাত বিধাতি বৈষ্ণবোত্তমঃ।
সর্বে যে মানিনঃ সন্তি দুর্বাসায়াঃ প্রভাপদে। ৮৬
যদা ভক্ত্যা ভক্ত্যা যাং যাহ্যৈবেন্দ্র দুর্মতিঃ
উচ্চাকৃ্য যাহো দেবী পুরাব ভবকভ্রম, ৮৮
কুমারং পুনরা তত্ত্ব যাবন্তঃ ব্রহ্মতেজসা
দৃষ্ট্বা তত্রাং ভক্ত্যা নত্বা ব্রহ্মাণমীশ্বরম্।
ভগাম স্বভবনং ব্রহ্মা নিশ্চিন্তঃ মুদা। ৮৯
সাক্ষীং তাহাকে তত্রে যেযেত্যোপাহরং মুদা। ৯০
আশিষং সন্তু-বর্ষাণাং ব্রহ্মণোক্তঃ ভূবি বিধিঃ।
দেবা মুনে স্বভবনং স্বস্থকে মুদান্বিতঃ। ৯১

দুষ্টাত্মা যাহে তাহা ভোগ করিয়ে থাকে। সাধুগণ সেই পাপীয়সী নারীর অন্নাদি বিষ্ঠাবোধে, অন্নকে কৃমিযুক্ত এবং স্পর্শকে নরক পাপযুক্ত বোধে বর্জনা করিয়াথাকে। হে। তুমি তাহার (ব্রহ্মণ্ডির বা ব্রহ্মার) পূর্ব বাহন করিবেনা বলে। তুমি এখন ব্রহ্মণ্ডির ভূমে যখন হও। ৮৪-৮৭

মহাভাগ! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ কর; সব কিছুই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সময় সতী তাহা বলিলেন। ৮৮

হে পিতঃ! আমি দুরনুষ্ঠিতা; এখন ব্রহ্মা পূর্ব বাহন করিয়েছি। প্রণামতে। আমি এক অবলা স্ত্রী; যখন এই দুর্মতি বিধি ব্রহ্মা আমাকে সভাতে ডাকিয়াছিল, তখন আমার বিষয়ে সকলেই সাক্ষী আছেন। এই কথা বলিয়া তাহাদেরই তখায় দুর্বাসা এবং ব্রহ্মাকে প্রদত্তিত পুত্রের এক কুমারকে দেখা করিলেন। ব্রহ্মা সেই নিজ পুত্রকে লইয়া তখনই ব্রহ্মাকে প্রণাম করত যত্নবশে যখন করিলেন এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্টচিত্ত যখন করিলেন। তখায় তিনি দুঃস্থিত হয়ে সাক্ষী তাহাকে সমর্পণ করিলেন এবং যেযেত্যকে আহার দান করিলেন। ৮৯-৯০

তাহার পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট ও হর্ষকে আশীর্বাদ দান করিয়া ব্রহ্মলোকে যখন করিলেন। তখায় দেবগণ

ভাষাসুরক্তনরিরাং সংপ্রাপ্তা স্তুষ্টবাসকঃ
ভারতবর্ষমভূতঃ স এব চ যুগঃ স্মৃতঃ ॥ ৮২
তেজস্বী মনুজেন্দ্রো ব্রহ্মণ্যস্তত্র তনয়ো মহান্
স এব নন্দবংশে ত্রিংশঃ সংপ্রাপ্তো বিক্রমে ॥ ৯৩
কৃতাচ্চা গর্জভযুতাঃ কুবেরস্য চ রেবতী।
পুত্রো চ বিক্রমে রম্যাঃ কন্যাঃ কমললোচনাম্ ॥৯৪
অতীব যৌবনস্থাস্তে বালাঃ ষোড়শবার্ষিকীম্।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন তা ভদ্রাঃ বিবাহ্য পুত্রঃ ॥ ৯৫
অন্তঃপুরেষু রমতি যৌবনাবস্থ চন্দ্রা সঃ।
বভূব রাজা ত্রিংশত্তো হৈমন্ত সপ্তমেষ্বঃ ॥ ৯৬
সপ্তবীপবতীঃ পৃথ্বীঃ প্রশাস্তি বাহিনো বলী।
পঞ্চমেষ্বো মৃত্যুবাক্ত সপ্তা নবঃ সপ্তাব্দি চ ॥ ৯৭
সপ্তাব্দি মধ্যে দ্বীপানাং নবমস্থান্ত যোড়শ।
দশ নবস্থ হৈমানাং সর্বতা লক্ষপ্রাণঃ ॥ ৯৮

স্থিরাণাং ধান্যিকানাং লক্ষপ্রাণিত্ব বিস্তারঃ
পঞ্চকোটি সবাঃ সাদ্ধা মনুষ্যা ধান্যিকস্য চ ॥ ৯৯
এতেষাঞ্চ নরীণাঞ্চ কুক্ষয়ে প্রাণিনো ভুবি।
সবাঃ লক্ষ দ্বয়ং সাদ্ধা নরীণা লক্ষমেব চ ॥ ১০০
সপ্তলক্ষ পুরুষাণাং লক্ষ স্ত্রীণাং প্রকীর্তিতম্।
দ্বয়োরাং কুক্ষয় পাত্রস্থাঃ সুমনোহরম্ ॥ ১০১
দশমো বিক্রমস্যাং রাজা বিক্রম জীবনাবধি।
তস্য হৈমস্য পুত্রস্য রাজাধিত্ব এব চ ॥ ১০২
তস্য পুত্রস্য সুরথস্তত্রস্থা বৃহদ্রথাঃ।
মহাজ্ঞানস্য সংপ্রাপ্তা বেদরাজস্য বিগ্রহাৎ ॥ ১০৩
তেষে পুত্রা বিক্রমস্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
সমবকালে মহাপুত্রাঃ জন্মার ন সংশয়ঃ ॥ ১০৪
বৈত্তেন সার্দ্ধং ন জ্ঞান্ত জ্ঞানিনা মুনিসত্তম
রাজা কলিযুগেনস্য বিস্তারস্ত বিধাং বরঃ ॥ ১০৫

ব-অক্ষরের পরম উচ্চারণ এবং ঘ-শ্রুতি বহুজনে প্রচলিত ছিল। ১১

ভাগবতপুরাণ আর্যা ভাষায় লাভ করিয়া যেই সময় ক্ষুদ্রশক্তি যাদে অনে অত্যন্ত আকর্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ৭ম্বাব এই সেই বহু বৃহ ১১

তন্মধ্যে ৪র্থ এই মহান্ পুত্র বৃহ এক তেজস্বী মনুষ্য। সেই বৃহ এমনিক নন্দবংশের ত্রিংশত্তম বিক্রমে প্রাপ্ত হন ॥ ৯৩

কুবেরের ঔরসে অলকা যক্ষপত্নীর গর্ভে হইতে উৎপন্ন, কমলসদৃশনেত্রা ও রূপবতী সেই তিন ত্রিংশত্তম বিক্রমে, যাদের অবতারস্বরূপ নন্দবংশোৎপন্নদের সেই তিনজন মহাপুত্র বৃহ গান্ধর্ববিবাহানুসারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৯৪ ৯৫

তাহার পর বৃহ অতীব নির্মল হৃদয়ে সেই ত্রিংশত্তম স্বর্গে যৌবনাবস্থা করিলেন। ত্রিংশত্তম বৎসরের রাজা হৈম উৎপন্ন হইলেন ॥ ৯৬

বাহিনে বলশালী রাজা হৈম সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে শাসন করিলেন। এই পৃথিবীবাহি হৈম নব বৃহ-ক্ষয়ী নব নন্দি-ক্ষয়ী, ষোড়শ (ষোড়শী) মনু-ক্ষয়ী, দশ হৈম-ক্ষয়ী, নব সপ্তাব্দ (সিন্ধি) রাশি, নব বিধীরাশি, নব ব্রহ্মিরাশি এবং নিজের ও পর মহ পাঁচ কোটি যোদ্ধাকে নিজ অস্ত্রাঘাতে করিয়া রাখিলেন ॥ ৯৭-৯৯

দুষ্ট নাই। এই নব ক্ষয়ের নদী ও রাশি রাজগণের ভোগের জন্য। রাজা হৈম আর্যাবর্তে প্রথম নব বেদ, নব ব্রহ্ম, নব ঋষি, নবরত্ন মূল্য, নব বৃহ বহু, ইত্ত পাতালতল এবং অধিকার অধিকার। ব্রহ্মর্ষিত্ব মুখ-সমূহ রাজপদস্থের পাশ করিলেন। সেই হৈমের পুত্র হইলেন রাজা বিক্রম ॥ ১০০ ১০১

সেই রাজা বিক্রমের পুত্র মহাজ্ঞানী ব্রহ্মবাদী রাজা সুরথ। ("সত্ত্ব মূর্তির মুক্তের বিনা অন্তর মুক্তস্তঃ। সত্যাবুক্তাদিনী রাজা জ্ঞানস্কন্ধবর্ত্তিনম্ ॥") এই রাজা সুরথ মুনির বেদের বিগ্রহ হইতে মহাজ্ঞান লাভ করত পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে বিক্রমরাজা ত্রিংশত্তম রাজার (আত্মজের) অধিকারিলেন। রাজা সুরথ পরমকালে নদীর তীরে ত্রিংশ-মহাপুত্রা করিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ১০৪

মুনিসত্তম! সেই মহাপুত্রার মহারাজ সুরথ জ্ঞানী হৈম সমাধিক সহ করিয়াছিলেন। হৈমসম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করিয়া বেদের রাজা বিক্রম ১০৫

তাহার পুত্র জ্ঞানিসত্তমের মহাসমাধী জন্মিল। এই বিক্রমের রাজ্য অধিক পুত্রের তীর্থ ব্রহ্ম তপস্যা করিয়া জ্ঞানিসত্তম ও হৈমকুলজাতিনি সমাধিক পুত্রগণের লাভ করেন। এই সমাধি বিক্রমে অন্তত পুত্রের ও অন্তরাত্মী ত্রী এবং পুত্রের কর্তৃক পরিত্যক্ত হন (এবং সেই অবস্থায় রাজা সুরথের সহিত তাঁর বিলিত হইয়াছিলেন) ১০৬-১০৮

তদা পূজাং মহাযোগী জ্ঞানিনাং জানিবাঃ বরঃ।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ প্রাপ্তঃ পূজয়া ভুক্তঃ স্বগঃ ॥ ১০৬
কৃত্বা সমাধিং সংপ্রাপ্য জানিবাঃ বৈশ্যশ্রেষ্ঠ।
পুষ্করাদৈবিদ্যস্থ বন্দনো বায়ু তপস্যতিঃ ॥ ১০৭
স চ কোটিপুরশ্চ নিবাঃ বহ্য ভবং গতো
মুক্তিং সংপ্রাপ্য সংসেব্য বিষ্ণুপাদাঃ সমাহসীত ॥ ১০৮

এই সমাধি নিত্য কোটি পুষ্কর লাভ করিয়া তপস্যা ভক্ত লাভ করিলেন। সমাধি সমস্ত বিষ্ণুপাদ পুষ্করদেবীর আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন ॥ ১০৮

রাজা দেবে মহুশ্চ রাজাঃ নিকটেকং স্মরেৎ।
উপাচ মহ্যা রাজাঃ রাজা জিবশতাঃ পতিঃ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

সুরথ। রাজা সুরথ দেবীর বরদান নিজের মিত্রৌক রাজা ও দেবতাকে মন্ত্র—বৈষ্ণব মন্ত্র লাভ করেন। বিষ্ণুপদি বলো তথা এই মন্ত্র উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ১০৯

শ্রীমদ্বৃষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তমহাপুরাণে নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অথ সুরথস্য বৈষ্ণবমার্গেণ বিবরণম্।]

নারদ উবাচ।

কথং রাজা মহাত্মানং সংপ্রাপ মুক্তিমনুত্তমাম্।
বৈশ্যো মুক্তিং কেনাক জন্ম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

এবমঙ্গ পৌত্রো ভগবান্ নাশিতুং কমলাননঃ।
স্বায়ম্ভুব-মনোর্বংশে সমাধারী নিষেবিতঃ ॥ ২
অষ্টকোটিদিনার্থং শতকং গৃহীত্বা বৈষ্ণবে চ।
কোলাক দেবীস্থানে পুষ্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩

মুক্ত বহুল নিত্যং পূর্ণিমাক নারদ
চিরজীবী বৈষ্ণবস্থ বিষ্ণো সুরথঃ নৃপঃ ॥ ৪
একাকী সুরথো ভীতো বনিতা চ বহিষ্কৃতঃ।
নিদাঘং সুবাসিন্য কন্যাম শ্রমঃ বসন্ ॥
স্বর্গ চ বৈষ্ণব পুষ্করজা মহীতটে
অবোর্বিন্দু মার্কণ্ডেয়ঃ দুর্বাসামুনে ॥ ৬
বৈষ্ণবম মার্গঃ জগদিদং নাম দেবতামম্।
পুজয়া চ স্বকং পুষ্করস্থ রাক্ষসে নরান্ ॥ ৭

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

(রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির বিবরণ।)

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! কিরূপে রাজা সুরথ মুক্তির দেবতার নিকট হইতে মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। বৈশ্য সমাধি কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন। আপনি এই সব আমাকে বিস্তৃত ভাবে সকলই বলুন ॥ ১

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—বৎস নারদ! স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশধর, ধ্রুবের পৌত্র, উৎকলের পুত্র, নন্দনামী ও নিত্যেক্ষিত নদীর নামে এক রাজা বহু আশীর্বিত্তে নিজ সমাধি করিয়া সমাধি সুরথের (কোলাকবী) কাননে পূর্বেক তাহাকে পরিত্যজিত করিলেন ॥ ২-৩

নারদ। পূর্বে এক বৈশ্য নামে কণ্ঠ ও পুষ্করে বহু অতিবিহ্বলের মুখ ঠকিতে নাশিল। তাহার বিষ্ণুক চিরজীবী রাজা নদীর সুরথের বা করেন ॥ ৪

[illegible] ॥ ৫

[illegible] ॥ ৬

পূর্বক সুরথ বৈশ্য সমাধির সহিত তাহাদের সাধুকর্ম নদীর তেমন তুমি পুষ্কর-তীর্থে যেমন মুনির আশ্রমে বসন করিলেন ॥ ৭

স্বর্গে [illegible] পিতৃবিমুক্তিঃ [illegible] শ্রীহরেশ্চরম্।
[illegible] [illegible] [illegible] স্বর্গবম্ ॥ ৮
রাজা [illegible] দৈত্যেন্দ্র পিত্রা মুনিপুঙ্গবম্।
মুক্তিস্থো [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৯
[illegible] [illegible] পৃথক্ পৃথক্
[illegible] রাজা [illegible] মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০

ধ্রুব উবাচ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১
বিষ্ণুমায়া [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২
[illegible] দৈত্যঃ [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৩

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ৮

রাজা ধ্রুব ও দৈত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিলেন ॥ ৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পৃথক্ পৃথক্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। রাজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১০

ধ্রুব কহিলেন,—হে [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া দিয়াছে ॥ ১১

হে [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলাম ॥ ১২

[illegible] [illegible] দৈত্য, [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া দিয়াছে ॥ ১৩

[illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি [illegible] [illegible]
নিত্যশঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৭

শ্রীদেব উবাচ

[illegible] [illegible] বিষ্ণুমায়া [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৯

এই [illegible] [illegible] [illegible] কোটি [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১৪

[illegible] ॥ ১৫

[illegible] [illegible] বিষ্ণুমায়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছে ॥ ১৬

এই দৈত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; এই [illegible] দৈত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৭

শ্রীদেব কহিলেন,—রাজন্! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—এই [illegible] [illegible] [illegible] বিষ্ণুমায়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ১৮

সেই [illegible] [illegible] বিষ্ণুমায়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃপা [illegible], [illegible] [illegible] কৃপা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৯

যেষাং দানাদিবিহীনা মায়া ন করোতি কৃপাং নৃপ।
মায়য়া মোহয়ত্যেব মোহজালেন দুর্গতান্ ॥ ২০
স্বভক্তে বিষ্ণুমায়ায়াং প্রদানং সর্বদাঃ সদা
দুর্গা চ বিষ্ণুভক্তিং বিমলাং প্রদদেহৃদম্ ॥ ২১
বেদমন্ত্রং বিষ্ণুমন্ত্রং সমগ্রং ভক্তিং চ।
বিদ্যা বিভিন্নবিষয়ং কৃত্বা দদাতি লোকঃ ॥ ২২
ততঃ কল্পা বেদমন্ত্রং বিধেয় মন্ত্র দত্ত চ।
তস্য বল্পগ্রাঃ কৃপয়া লোকে প্রবৃত্তিঃ সদা ॥ ২৩
বিধেয়া বিষ্ণুমায়াং মন্ত্রং মূলপ্রদং।
দিবে ভক্তিং সমস্তে যে জ্ঞানামৃতং দদাতবে ॥ ২৪
জ্ঞানবিজ্ঞানমন্ত্রং বিধেয় মন্ত্রং সতঃ।
অচিরাৎ বিষ্ণুভক্তিং প্রাপ্নুবন্তি মহেশ্বরাৎ ॥ ২৫
যেষাং চ যত্নতঃ সদা বিষ্ণুঃ নির্বাণং তদা।
সদা জ্ঞানাত্ পশ্যন্তি জ্ঞানং নির্বাণং সদাঃ ॥ ২৬

নৃপ। এই দেবী বিষ্ণুমায়া যে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করেন, সেই দুর্গা মোহজালে সে ব্যক্তিকে চিরদিন বদ্ধ করিয়া রাখেন। ২০

সর্ব মঙ্গলা শ্রীমদ্দেবী পরমেশ্বরের আরাধনা প্রাপ্ত করিয়া সতত ভক্তির জন্য সদা বিষ্ণুমায়া করিয়া থাকে। ২১

এই সব মন্ত্র সাধিয়া লোকসকল যদি মনে বেদবিদ্যা বিভাগে বিভিন্ন করিয়া সদা প্রত্যেক লোকে আরাধনা করে এবং তাহার মন্ত্র জপ করে। ২২

শ্রীহরি ভগবানের মত বেদকল্পে দান দিয়া সেবা করিবার পর, সেই মন্ত্র প্রকৃতিদেবীর কৃপায় সেই প্রকৃতিদেবীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করে। ২৩

এইভাবে লাভ করে কৃপাময়ী বিষ্ণুমায়া প্রকৃতিদেবীর আরাধনা করিয়া মঙ্গল জ্ঞান ও ভাবনার অনন্ত মূর্খ বিষয় প্রতি ভক্তি লাভ করে। ২৪

সেই জ্ঞানের অধিকারী সেই মন্ত্রের পরমার্থ আরাধনা করিয়া মঙ্গল পরে অবশেষে বিষ্ণু হইতে বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৫

তাহার পর মঙ্গল বিষয়ে যা বিষয়াসক্ত, মঙ্গল ও সজ্ঞানের বিষ্ণু সেবা করিয়া থাকে। মঙ্গল

বিধেয়া মন্ত্রং বিষ্ণুঃ সাধিয়া বৈষ্ণবা সদাঃ
সততং নির্বাণং ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে প্রদাতা পরে ॥ ২৭
দুর্গাদি প্রদানং সদাঃ স্বয়ং বচ্চ নির্বাণম্।
বিধেয়া নির্বাণপ্রদেয়ঃ যে তথাপি চ নির্বাণঃ ॥ ২৮
অদ্যাপ্যবশং পাদং যে চ পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
তাভ্যঃ দুর্গাপি সতত গোলোকে চ নিবসতে ॥ ২৯
কৃষ্ণভক্তাং কৃষ্ণস্য যো দুর্গাদি প্রদাতবঃ।
পুত্রাদেঃ মস্তকং বাদিত্বাঃ মনুষ্যাঃ ॥ ৩০
মায়ামদাঃ পুত্রাঃ নরাঃ মায়াঃ তথা।
হানাদিকঃ মনুষ্যা গোলোকং ন প্রাপ্ত তিষ্ঠ ॥ ৩১
তদাপ্তে মহাযোগে সর্বজ্ঞস্বরূপিণী
মায়া করোতি দুর্গা মান্ কৃষ্ণভক্তা চ গোলকা ॥ ৩২
স্বকর্মফলং হেতুঃ বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবী
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপা না কৃষ্ণ পদাম্বুজঃ ॥ ৩৩

সেই দেবতা মঙ্গলের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এই মঙ্গলের দ্বারা তাহারা বিষ্ণু জ্ঞান লাভ করে। ২৬

বিষ্ণুকে ভক্তি মঙ্গলের সহিত বিষ্ণু সেবা করিয়া প্রকৃতি অতীব নির্বাণ শ্রীকৃষ্ণে অধিকার করেন। ২৭

সেই সময় সাধু বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই মঙ্গল করেন। তখন সেই নির্বাণ সাধকের সেবা করিয়া তাঁহারাও নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৮

সেই নির্বাণ বৈষ্ণবগণ তাহাদের মায়া হইতে পরম বেদিতে লাভ এবং তাঁহারা নিত্য গোলোকধামে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ২৯

যে মানবের ভক্তি কৃষ্ণদেবের নিকট হইতে কৃপার জন্ম করেন, সেই ভক্তি নিত্য বিষ্ণুপদের মধ্যে পূর্ণরূপে উদয় করিয়া থাকেন। ৩০

তিনি মায়াময়রূপে সর্বত্র পূর্ণ, মায়া ও পুত্রাদিরও উদয় করিয়া গোলোকে প্রবেশ করেন। ৩১

মহাযোগের সময়েও সর্বজ্ঞস্বরূপিণী দুর্গা কৃষ্ণভক্তগণ গোলোক তাহা তাঁহাদিগকে মঙ্গলের সহিত করিয়া দেন। ৩২

বিষ্ণুকর্মফলে ও ও সর্বমঙ্গল সেবা করিয়া যে এই বৈষ্ণবী দুর্গা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ অনুবর্তিনী। ৩৩

বিবেকজা চ ভক্তিশ্চ শক্তিবিদা নৃপঃ ।
পূর্বং দদাতি বরদাং মোক্ষদাং পরাং পরাম্ ॥ ৫৪
মহামায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য শক্তিং পরাম্ ।
বুদ্ধিবিবেকজ্ঞানায় বৈষ্ণবানাং সনাতনী ॥ ৫৫
বিরাজিতা [illegible] ভক্তিশ্চ চ নৌঃ ।
[illegible] কর্মনিকৃন্তনাং ॥ ৫৬
[illegible] সুরথ বৈশ্য [illegible] নৃপ ।
[illegible] ॥ ৫৭
[illegible] দুর্গাং [illegible]
বুদ্ধিদাত্রীং সুরথঃ বৈশ্যো [illegible] ॥ ৫৮
বিবেকজ্ঞ চ বৈশ্যায় বৈষ্ণবায় চ বৈষ্ণবী

বুদ্ধিং বিবেকজাং তত্রৈব দদৌ তস্মৈ কৃপাময়ী ॥ ৫৯
[illegible] বুদ্ধিস্তাং [illegible] কৃপানিধিঃ ।
পূজাবিধানং দুর্গায়াঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং মনুম্ ॥ ৬০
বৈশ্যায় বুদ্ধিং [illegible] বিবেকং কৃপাময়ীম্ ।
[illegible] ॥ ৬১
[illegible] সর্বং দুর্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে সুরথ-বৈশ্য-সংবাদে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

মহামায়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শক্তি ঐ প্রকার— বিবেচনা করিয়াছে। সেই পরমেশ্বরী শক্তি [illegible] বিবেচনা অর্থাৎ বিরাজিতা বহু বিবেচনা শক্তি প্রদান করেন এবং [illegible] অর্থাৎ মোক্ষদায়িনী শক্তি প্রদান করেন ॥ ৫৩

"[illegible] শ্রীকৃষ্ণ, [illegible] কিছুই নহে"; [illegible] বৈষ্ণবদের এই যে [illegible] বুদ্ধি, তাহাই বিবেচনা শক্তি ॥ ৫৪

"[illegible]"—[illegible] [illegible] [illegible] বুদ্ধি, তাহাই [illegible] শক্তি ॥ ৫৫

সুত। [illegible] (ইনি [illegible]) [illegible] এবং [illegible]—[illegible] শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার [illegible] ॥ ৫৬

রাজন। তুমি [illegible] এবং [illegible] দুর্গাদেবীর [illegible]। সেই দেবী দুর্গা [illegible] অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান [illegible] বুদ্ধি দান করিলেন ॥ ৫৭

[illegible] এই [illegible] বৈশ্য [illegible] সেই [illegible] বৈষ্ণবী দুর্গাদেবী তথা 'বিবেকজা' বুদ্ধি প্রদান করিলেন ॥ ৫৮

এই কথা বলিয়া সেই কৃপাময়ী [illegible] রাজা সুরথ এবং বৈশ্য [illegible] দুর্গাদেবীর পূজাবিধান, স্তোত্র, কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ৬০

বৈশ্য [illegible] দুর্গাদেবীর [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন এবং রাজা সুরথ [illegible], [illegible] (এই সুরথই [illegible] [illegible], [illegible] সেই [illegible] [illegible]।) এবং [illegible] [illegible] হইলেন ॥ ৬১

নারদ। এই আমি তোমাকে সুখদ, মোক্ষদ, [illegible] ও [illegible] দুর্গাদেবীর উপাখ্যান বলিলাম, তুমি আবার কি শুনিতে বাসনা কর? ॥ ৬২

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতি-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গা-উপাখ্যানে সুরথ-বৈশ্য-সংবাদবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[সুরথ-সমাধি-মেধস-সংবাদঃ, বৈশ্য-সমাধিনা প্রকৃতিদেব্যা দর্শনলাভঃ, বৈশ্যায় প্রকৃতিদেব্যা বরদানং, তস্য মুক্তিলাভশ্চ ।]

নারদ উবাচ ।

ব্রহ্মন্ [illegible] মম বেদবিদাং বর ।
তাভ্যাং কেন প্রকারেণ নিষেবে প্রকৃতিঃ পরা ॥ ১
সমাধিনামবৈশ্যেন বা কিং বা নির্গুণ বিভুঃ ।
কেন কেন প্রকারেণ [illegible] ॥ ২
কিং বা পূজাবিধানং [illegible] বা [illegible] চ ।
কিং স্তোত্রং কবচং কিং বা দত্তৌ তাভ্যাং মহামুনিঃ ॥ ৩
যদৈব বৈশ্যায় প্রকৃতিঃ কিংবা জ্ঞানং দত্তৌ পরম্ ।
[illegible] কেন বা প্রকৃতিজন্মঃ ॥ ৪
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য বৈশ্যশ্চ কিং পদং প্রাপ দুর্লভম্ ।
সর্বং [illegible] বা [illegible] ॥ ৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

[illegible] বৈষ্ণব [illegible]
[illegible] পুষ্করতীর্থে ॥ ৬
[illegible] বৈষ্ণব [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮
[illegible] বৈশ্যায় [illegible] ।
[illegible] ॥ ৯
[illegible] বৈশ্য [illegible] ।
[illegible] ॥ ১০

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

(সুরথ-সমাধি ও মেধসমুনির সংবাদ, বৈশ্য-সমাধি কর্তৃক প্রকৃতি দেবীর দর্শন লাভ, বৈশ্যকে প্রকৃতি-দেবীর বরদান এবং তাঁহার মুক্তিলাভ)।

নারদ বলিলেন,—বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! রাজা সুরথ কি প্রকারে সেই পরমেশ্বরী প্রকৃতি দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১

আর সমাধি নামক বৈশ্যই বা প্রকৃতিদেবীর উপাসনা-পূর্বক কি প্রকারে সেই নির্গুণ ও সর্বব্যাপী পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন? ২

মহামুনি মেধস রাজা সুরথকে কিরূপ পূজাবিধান, কি ধ্যান ও কোন্ মন্ত্র, কি কবচ এবং কোন্ স্তোত্র প্রদান করিয়াছিলেন? ৩

প্রকৃতি দুর্গাদেবী বৈশ্য সমাধিকে কি পরম জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন? কি প্রকারেই বা প্রকৃতিদেবী সুরথ ও সমাধিকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করিয়াছিলেন? ৪

বৈশ্য সমাধি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কোন্ দুর্লভ পদ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন? রাজা সুরথেরই বা কোন্ গতিলাভ হইয়াছিল, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—মুনে নারদ! রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মেধসমুনির নিকট হইতে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, দেবীর ধ্যান এবং পূজাবিধান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬

রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি উভয়েই পুষ্করতীর্থে বাস করত নিজ নিজ ভক্তিপূর্বক একাগ্রমনে ঐ মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি উভয়েই পবিত্র [illegible] সিদ্ধ হইলেন ॥ ৭

তখন মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী দুর্গা দেবী তথায় আবির্ভূত হইয়া উঁহাদের উভয়কে সাক্ষাৎ দর্শন দান করিলেন। তিনি রাজা সুরথকে উত্তম রাজ্য, মনু ও অভিলষিত বর প্রদান করিলেন ॥ ৮

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে [illegible] যে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, এই প্রকৃতি দেবীও তদ্রূপ বৈশ্য সমাধিকে অতিশয় দুর্লভ এবং পরম যোগসিদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিলেন ॥ ৯

সেই কৃপাময়ী জগন্মাতা দুর্গা সেই বৈশ্যকে [illegible] (দিন), যোগযুক্ত ও [illegible] দেখিয়া তাঁহার প্রতি [illegible] করিতে লাগিলেন (অর্থাৎ [illegible]) [illegible] এই অবস্থায় পরম বৈষ্ণবী দেবী [illegible] বৈশ্যকে [illegible] এবং [illegible] বলিতে লাগিলেন। বৎস! [illegible] ॥ ১০

চেতনাং কুরু তো বৎসেত্যাকার্যা ঽ পুনঃ পুনঃ।
চেতনাত্ব যদৌ ভূমৌ ঘয়ঃ চৈতন্যরূপিণী ॥ ১১
ঘংপ্রোক্তা চেতনাং বৈদ্যো জনয়েৎ প্রকৃতেঃ পুনঃ
তদ্বাচ্যঃ স্যাদয়া যা কৃপয়াঽধিকৃপাবতী ॥ ১২

শ্রীপ্রকৃতিরুবাচ।

যয়া মুমূর্ষে যে বৎস জন্তে সঞ্জীব্যতে পুনঃ।
তন্ত্রমন্ত্রময়ঃ যা তদ্বো যাঽধিকৃপাবতী ॥ ১৩
ঈশ্বরঃ যা মমূর্ষঃ যা সর্বসিদ্ধিময়ঃ চ।
মুক্তঃ মুক্তাং চ যাস্যামি নমস্যাং যাদৃশক্ষমা ॥ ১৪

বৈদ্য উবাচ।

ত্বন্ত্রমন্ত্রময়া যা ত্বাকার্যে ন হি যাস্যসি।
তদোঽধিকৃপাবতী কিংবা ন জ্ঞানেত্বন্ত্রমন্ত্রবিৎ ॥ ১৫
ইত্যেব সত্যবাদিন্যো যেহি যন্ত্র যাস্যসি ত্বয়া।

অন্যথা ন হি সে মুক্তা যাস্যামি ময় যাস্যসি।
ত্বন্তো যাস্যামি যোগেন্দ্রাঃ পরমেব পুরুষোত্তম ॥ ১৭
ইত্যাহ্য যত্নজ্ঞানায় পুরুষীণাং পুরুষোত্তম।
তয় মুক্তয়া মহারাজ মুক্ত যথন হরেঃ পদম ॥ ১৮
স্মরণা ভগবং ধ্যানমর্চনা স্তবকীর্তনম্।
প্রণতং জাপনং যেষা সর্ব মুক্তে নিবেদিতম ॥ ১৯
এতদেব বৈদ্যযাযাং নবরাত্রিলক্ষণম্।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-নবরাত্রনবওনম ॥ ২০
আদুর্বৈদ্যি লোকানাং রবিরেব হি সত্তমঃ।
নবধা ভক্তিযোগানাং নবরাত্রিস্তথা স্মৃতা ॥ ২১
তত্ত্বাভ্যাসপরতিস্তান্ত বৈদ্যব্যক্তিরুচ্যতে।
জীবমুক্তান্ত নিস্পাপা ভবাদি পরিবর্জিতাঃ ॥ ২২

'ভগবন্। তুমি চেতনা দাও তুমি' এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া যাহা চৈতন্যরূপী দেবী ঈশ্বরকে চেতনা দান করিলেন অর্থাৎ সমাধি হইতে মুক্তাত্মার জাগরিত করিলেন—সমাধি অবস্থা হইতে যাঁহার যাঁহার ঈশ্বরকে যাহাত্মার দান করিয়া জিয়াইয়া আনিলেন ॥ ১৩

বৈদ্য-সমাধি সমাধি ভঙ্গের পর আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মন্ত্রদেব ভগবানকে দেখিয়া ঈশ্বরের স্তবে তোষণ করিতে লাগিলেন। তখন পরম কৃপাময়ী সেই ভগবান্ত্রী তুষ্টা হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

শ্রীপ্রকৃতিদেবী বলিলেন,—হে বৎস। তোমার মনে যাহা অভিলাষ আছে, অন্যথার ভক্তি, অবতার, ঈশ্বর বা মুক্ত কিংবা সর্বসিদ্ধির অধিপতি আমা হইতেও যদি কুর্ণ তোমার অভিপ্রায় যে তোষ হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব। সমাধি। মাতঃকে পরমা করিবার পর আমি তোমাকে আর কুদ্র তোষের বর প্রদান করিব না। (অর্থাৎ পরম কল্যাণময়ী মুক্তাত্মার ভগবদ্ভাবের এরূপ যাচ্ঞা-মন্ত্র উচিত তোমার দেখা যায় না।) ১৫-১৬

বৈদ্য বলিলেন,—মাতঃ। আমার যা অভিপ্রায় আমার জানা আছে; তাহা ঈশ্বরেও অভিপ্রায় কুর্ণ অভিলাষিত মুক্তি বা কি আছে, তাহাও আমি জানি না। ১৭

তথাপি। তথাপি। এখন আমি আপনার বরপাত্র হইলাম, আপনার যাহা অভিলাষ অর্থাৎ প্রিয় বস্তু, তাহাই আমাকে প্রদান করুন; তবে যাহা অমঙ্গলের মূল ও অভিশপ্ত, আপনি সেরূপ বস্তুই আমাকে প্রদান করিবেন ॥ ১৮

প্রকৃতিদেবী বলিলেন,—পুত্র। তোমাকে আমার কিছুই নাই; কিন্তু আমি তোমাকে আমার অভিলাষিত বর প্রদান করিতেছি, যাহাতে তুমি আমি কুর্ণকে যোগেশ্বরাদের যাইতে পারিবে ॥ ১৯

মহাভাগ। যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাক্ষাৎ সেই-আমার অভিপ্রায় কুর্ণ, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। বলিয়া তুমি শ্রীহরির পরম ধাম পদ্ম হও ॥ ২০

বিষ্ণুভক্তগণের ভোগ শ্রীহরির ১। স্মরণ, ২। ভজন, ৩। ধ্যান, ৪। অর্চন, ৫। স্তব কীর্তন, ৬। প্রণাম, ৭। জাপনা, ৮। সেবা এবং ৯। সমস্ত অর্পণ—এই নব প্রকার বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ। এই বিষ্ণুভক্তি যাহা দ্বারা, মুক্তি, জন্ম, ব্যাধি এই নব-যাতনা নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২১-২২

যাহা নিরন্তর দুর্গা এই নবরাত্রি বিষ্ণুভক্তিহীন, অন্যমুক্তি ও পাপী লোকসমূহের আদু জন্য হয় আসে ॥ ২১

ঈশ্বরের অনুগ্রহীত ভক্ত, সেই বৈদ্যনামী নিস্পাপ, নিরহংকারী, ভবাদি পরিবর্জিত ও জীবমুক্ত ॥ ২২

শিবঃ শেষশ্চ ধর্মশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহান্ বিরাট্
মহৎস্রষ্টা কপিলঃ সনকশ্চ সনন্দনঃ ॥ ২৩
বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখো যক্ষো নারদশ্চ সনাতনঃ।
কৃত্তিবাসাঃ [illegible] পুলহশ্চ [illegible] ॥ ২৪
[illegible] পুলস্ত্যঃ [illegible] ॥ ২৫
[illegible] ॥ ২৬
[illegible] ॥ ২৭
[illegible] ॥ ২৮
যে [illegible] শ্রীকৃষ্ণস্য [illegible]।
[illegible] পৃথিব্যাঞ্চ [illegible] ॥ ২৯
শ্রীকৃষ্ণ ৫ নহ [illegible]।

[illegible] ॥ ৩০
এবং [illegible] পূজকঃ
এবং প্রতিবিম্বেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৩১
[illegible]।
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] বিভাতি [illegible]।
[illegible] বিরাট্ ॥ ৩৩
[illegible] নিত্যস্বরূপম্।
[illegible] ॥ ৩৪
নির্লিপ্ত [illegible]।
[illegible] ॥ ৩৫
[illegible]।
[illegible] ॥ ৩৬
[illegible] যোগিনাম্।
সর্বেষাং সর্বপূজ্যঃ সর্বঞ্চ সর্বকারণম্ ॥ ৩৭

শিব, অনন্ত, ধর্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্, স্রষ্টা, কপিল, সনক, সনন্দন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, যক্ষ, নারদ, সনাতন, [illegible] — ইঁহারা সকলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবিজ্ঞ। এই সকল [illegible] এবং [illegible] ২৩-২৮

হে [illegible]। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়; অতএব ইঁহারা কৌশলে এবং পৃথিবী ও [illegible] পাপক্ষয়কারী [illegible] ২৯

[illegible] — এই সব [illegible], [illegible] — এই সব [illegible] এবং [illegible] — এই সব [illegible], এই সমস্ত [illegible] ৩০

[illegible]। [illegible] নাই। [illegible] ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ, [illegible] এবং [illegible] ৩১-৩২

যে [illegible] পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ৩৩

তুমি সেই [illegible], নিত্য, নির্গুণ, [illegible] ও [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] ৩৪

তিনি নির্লিপ্ত (নিঃসঙ্গ), [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] ৩৫

তিনি [illegible], [illegible] পৃথিবী [illegible], [illegible] অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, [illegible] এবং [illegible] ৩৬

তিনি [illegible] যোগী [illegible] ([illegible]) ও [illegible] ([illegible])

[illegible] ॥ ৫৮

[illegible] ॥ ৫৯

[illegible] ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

[illegible] ॥ ৬২

[illegible] ॥ ৬৩

[illegible] ॥ ৬৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে সুরথ-সমাধি-বৈশ্য-সংবাদে প্রকৃতি-বৈশ্য সংবাদকথনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৫৭

[illegible] ॥ ৫৮

[illegible] ॥ ৫৯

[illegible] ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

[illegible] ॥ ৬২

[illegible] ॥ ৬৩

[illegible] ॥ ৬৪

[illegible]

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা সুরথেন কৃতায়া দুর্গাপূজায়া বর্ণনম্]

নারায়ণ উবাচ।
রাজা যেন ক্রমেণৈব চেতো বাং প্রকৃতিং পরাম্।
অচ্ছ রাজঃ যথাক্রমে বেদোক্তং ক্রমেণ চ ॥ ১
সাধারণ্যা নবাকিঃ কৃতা স্নানং তবঃ যথাঃ।
ধরাসনস্থানাং সুরথনিঃ চকার সঃ ॥ ২
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা কৃত্বা চ নখশোধনম্।
যাবদ্ দেবীকৃমত্যাং চকারাসনকং তথা ॥ ৩
পূর্বায়াং চ তক্ত্যা চ পূজনাধান প্রকৃতিঃ।
দেবাঙ্গ দক্ষিণে ভাগে সংস্থাপ্য কমলাসনম্ ॥ ৪
সপূজ্য তক্রিয়াদেব তত্তা পরবর্ণিকঃ।
দেবাষ্টকা নরাধাঃ দেবাঙ্গ পূরতো যদী ॥ ৫
তত্তা চ পূজনাধান বিধিপূর্বক নারায়।
গণেশঃ দিনেশঃ বহ্নিঃ বিষ্ণুঃ শিবঃ শিবাম্ ॥ ৬

দেবষট্কঞ্চ সংপূজ্য ধ্যানপূতা বিচক্ষণঃ।
যথা ধ্যানেনৈব দেব্যাঃ ধ্যানেনৈব তক্তিতঃ ॥ ৭
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং পরং কল্যাণং শুভম্
ধ্যানং ধ্যায়েৎ মহাদেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥ ৮
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং পূজ্যাং বন্দ্যাং সনাতনীম্।
নারায়ণীং বিষ্ণুমায়াং বৈষ্ণবীং বিষ্ণুভক্তিদাম্ ॥ ৯
সর্বস্বরূপাং সর্বেষাং সর্বাধারাং পরাৎপরাম্।
সর্ববিদ্যা-সর্বমন্ত্র-সর্বশক্তি-স্বরূপিণীম্ ॥ ১০
সগুণাং নির্গুণাং সত্যাং বরাং স্বেচ্ছাময়ীং সতীম্।
মহাবিষ্ণোশ্চ জননীং কৃষ্ণার্ধাঙ্গসম্ভবাম্ ॥ ১১
কৃষ্ণপ্রিয়াং কৃষ্ণশক্তিং কৃষ্ণবুদ্ধ্যধিদেবতাম্।
কৃষ্ণস্তুতাং কৃষ্ণপূজ্যাং কৃষ্ণবন্দ্যাং কৃপাময়ীম্ ॥ ১২
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং কোটিসূর্যসমপ্রভাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥ ১৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা সুরথ কর্তৃক কৃত দুর্গাপূজার বর্ণন।]

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! রাজা সুরথ যে ক্রম অনুসারে পরমা প্রকৃতি দুর্গা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, সেই বেদোক্ত ক্রম তুমি শ্রবণ কর ॥ ১

মহারাজ সুরথ প্রথমে স্নান করিয়া আচমন করত ধৌত ও শুষ্ক বসনদ্বয় পরিধান পূর্বক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি করিলেন ॥ ২

অনন্তর তিনি প্রাণায়াম করত নখশোধন করিয়া দেবীর বাম ভাগে সেই মহা সুন্দরী দেবী প্রতিমায় দেবীর আবাহন করিলেন ॥ ৩

অনন্তর রাজা পূর্বভাগে প্রতিমায় দেবীর ধ্যান করিয়া ভক্তিসহকারে দেবীর পূজা করিলেন। অনন্তর দেবীর দক্ষিণ ভাগে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীকে স্থাপন করিয়া সেই পরম ধার্মিক রাজা সুরথ ভক্তিভাবে সর্বদেবীর পূজা করত দেবীর অগ্রে বটী অপরাদি দেবতাগণের আবাহন করিয়া ভক্তিসহকারে গণেশ, দিনেশ (সূর্য), বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা (দুর্গা)—এই দেবষট্ক যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ৪-৬

বিচক্ষণ নরপতি সুরথ দেবষট্কের পূজা করিয়া সামবেদোক্ত ধ্যান এই ধ্যানের দ্বারা ভক্তিসহকারে সেই মহাদেবীর ধ্যান করিলেন ॥ ৭

সুরথ! সামবেদোক্ত এই ধ্যান পরম কল্যাণপ্রদ। এই ধ্যান মন্ত্র দ্বারা শ্রেষ্ঠ মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী মহাদেবী দুর্গার ধ্যান করিবে ॥ ৮

তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের পূজনীয়া ও বন্দনীয়া, সনাতনী, বিষ্ণুমায়া, নারায়ণী, বৈষ্ণবী এবং বিষ্ণুভক্তিদায়িনী ॥ ৯

তিনি সর্বস্বরূপা, সকলের সর্বাধারস্বরূপা, পরাৎপরা এবং সর্ববিদ্যা, সর্বমন্ত্র ও সর্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১০

তিনি সগুণা, নির্গুণা, সত্যস্বরূপা, বরা (শ্রেষ্ঠা), স্বেচ্ছাময়ী, সতী, মহাবিষ্ণুর জননী ও শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গসম্ভবা ॥ ১১

তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণ-বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণকর্তৃক স্তুতা, কৃষ্ণের পূজনীয়া, কৃষ্ণের বন্দনীয়া এবং কৃপাময়ী ॥ ১২

তিনি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কান্তিমতী, কোটি সূর্যতুল্য দীপ্তিমতী, ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নবদনা এবং ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সদা কাতরা অর্থাৎ ব্যগ্র থাকেন ॥ ১৩

দুর্গাং শরচ্ছশাঙ্কাভাং ত্রয়ীং মহদহঙ্কৃতিবিনাশিনীম্ ।
ত্রিলোচনপ্রিয়াং মাতাং ত্রিগুণাং ত্রিলোকধাম্ ॥১৩
ত্রিলোকপ্রাণরক্ষণ্যাং শুদ্ধাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্ ।
বিপ্রস্তীং কবয়ীত্রয়ঃ মাতরীমাদ্যাং ত্রিকম্ ॥ ১৪
বর্তুলং মাতৃকাং শুদ্ধাং অক্ষারাদ্যক্ষমোহিনীম্ ।
মহদ্ভূতমনূক্তং শতরুদ্রবিরাজিতাম্ ॥ ১৬
মাদ্যা বর্ণিতরাবেণ বিপ্রস্তীং শতরৌদ্রিকম্ ।
অনুপ্রাসাং বহুলং বিপ্রস্তীং শ্রবণোপরি ॥ ১৭
বৃত্তাপত্তং ত্রিবিনিষ্টৈকবন্ধনং ত্রিগুণোদ্ভবাম্ ।
পরবিদ্যাময়ীং শুদ্ধাং শুদ্ধাং শুদ্ধমাম্ ॥ ১৮
ত্রিগুণাং ত্রয়ীময়ীং বন্দে সোমসূর্যাগ্নিরূপিণীম্ ।
মহদ্ভূতমনূক্তং মহদ্ভূতাধিষ্ঠিতাম্ ॥ ১৯

যে যেন্দী দুর্গা মহাপর্বিনাশিনী, ত্রিলোচন শঙ্করের প্রিয়া সতী সাধ্বী ভার্যা, ত্রিগুণময়ী ও জগৎ ত্রিলোকের—ত্রিলোকরক্ষাকারিণী ॥ ১৩

যিনি ত্রিলোকের মহাদেবের প্রাণরক্ষিণী, নির্মল শুদ্ধ-স্বরূপ বিশুদ্ধস্বভাবা এবং যিনি অন্যের মনোমুগ্ধকারিণী পুণ্য-ত্রিবিধ মাতৃকা মূলশক্তিরূপা, বর্তুলাকার (গোলাকার) ও অক্ষর (নাশরহিত নিত্য বীজরূপ) কমনীয়তায় ধারণ করিয়া আছেন। যিনি মহৎ তত্ত্বসমন্বায়িনী এবং যাঁহার শতরুদ্র ছন্দবিশিষ্ট কুলমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৪-১৬

যিনি আদিবর্ণ বর্ণিতরূপে মন্ত্র দৌড়িক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং অর্থের উপর অনুপ্রাস আছে অনুপ্রাস ছন্দকুল ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৭

যিনি বৃত্তাকারের ন্যায় অধিক উজ্জ্বল বন্ধনরজ্জুতে মুশোভিতা আছেন, যাঁহার অন্তর অর্থাৎ ভাব ও অন্তর উচ্চতা পরবিদ্যাস্বরূপা হইয়া, যিনি নিত্য শুদ্ধস্বভাবা ও পরম আদ্যাশক্তি ॥ ১৮

যাঁহার ত্রি-গুণ পরমাদ্য ত্রয়ীময় বর্ণিত থাকায় উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। যিনি ত্রিগুণিত্রিত্ব ও অন্তর-স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন এবং যিনি ত্রিলোক স্বরূপ। মূলা)-কার অধিক শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৯

যিনি ত্রিগুণিত্রিত্ব ধারণ বিশুদ্ধিত্ব এবং ত্রিগুণ স্বরূপ (সাত্ত্ব) মূলরূপ শোভিত আছেন। ত্রিগুণিত্রিত্ব অনুস্বীকার-

ত্রিলোকরক্ষণমূলভাং মহদ্ভূতাধিষ্ঠাত্রীম্ ।
ঋগ্যজুঃসামনিলয়ৈঃ কবয়ঃ স্তুবন্তি যাং সদা ॥ ২০
পাশাঙ্কুশবরাভয়কালকরৈঃ শোভমানাম্ ।
বহ্নিতত্ত্বাত্মকাধারাং মহদ্ভূতবন্দিতাম্ ॥ ২১
বিপ্রস্তীং ত্রিগুণাং কবয়ীবিন্দুশোভিতাম্ ।
মর্ত্যলোকগতাং শুদ্ধাং ত্রিগুণাং ত্রিগুণাত্মিকাম্ ॥ ২২
অতীব তারাং শান্তাং বীরাঢ্যাং যোগমিত্রিণীম্ ।
বিশালাং বিপাশীং মর্ত্যলোকে শরণীম্ ॥ ২৩
পরমপার্থিবপ্রাণাধারাং শুদ্ধস্বরূপাম্ ।
কবয়ীবিন্দুযুক্তি মাতৃকাবর্ণবিন্দুনা ॥ ২৪
বিন্দুরবিন্দুনা সদ্য ত্রিগুণাং ত্রিগুণোদ্ভবাম্ ।
পরমব্যাকৃতকলাপ্রাণাং ত্রিলোকধাম্ ॥ ২৫

সমূহ বীজরূপ সমস্ত বস্তুনি অক্ষারাক্ষর শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ১৩

যাঁহার ত্রিগুণত্রিত্বের দ্বারা পার্থিবাদি এবং শব্দস্পর্শ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, যিনি অবিনশ্বর জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞান করিয়াছেন এবং যুগযুগ ধরিয়া বর্তমান আছেন ॥ ২১

যিনি কবয়ী বিন্দুযুক্তে মুশোভিত ত্রিগুণত্রিত্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি মর্ত্যলোক ও ত্রিগুণস্বরূপ আধার-রূপা এবং অত্যন্ত অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন পরমাত্মস্বরূপ সত্ত্ব (ত্রি)-ধারিণী ॥ ২২

যিনি পরম তেজস্বিনী তারিণীশক্তি, শান্তস্বভাবা, যোগ-মিত্রিণী অর্থাৎ যোগের ও নিত্যবন্ধুত্বের পালয়িত্রী, বিশালা অর্থাৎ অনন্তরূপা প্রকাশের সৃষ্টিকারিণী, সর্বব্যাপী—ত্রিগুণ-ব্যাপী অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ তমঃ-গুণ-দোষের ত্রাণকারিণী এবং শরণী (যে জনগণ একান্তি মা মা বলিয়া সর্বা-ত্মনাশ্রয়কারিণীরূপিণী) ॥ ২৩

যিনি পরমকালের পূর্ণিমার ইন্দুর ন্যায় বিশুদ্ধ-স্বরূপ পরম তেজস্বিনী আদ্য জ্যোতিঃ,অখিল অন্নাদরক্ষণ-কারিণী, যাঁহার কলাংশের অবতারে বিন্দুরবিন্দু শোভিত আছে ; কিন্তু সেই বিন্দুরবিন্দু অবতারের ত্রিগুণীবিন্দু-সমূহের দ্বারা এক একটী চন্দ্রবিন্দুর দ্বারা পরম তেজস্বিনী শোভাধারণ করায় অনুপম শোভাবিশিষ্ট। যাঁহার অঙ্গ পরমের অব্যাহতভাবে বিরাজিত পরম তেজের পরাপূর্ণ আছে ॥ ২৪-২৫

চামুণ্ডাদ্যসুরাণাং মর্দিকাং নমস্তুভ্যম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাবিলসিতবিগ্রহাম্ ॥ ২৬
শুম্ভনিশুম্ভহন্ত্রীঞ্চ নমস্তুভ্যং মুণ্ডমালিনীম্ ।
সংহর্ত্রী রক্তবীজস্য দৈত্যানাং শাস্ত্রং পালনে ॥ ২৭
মহাবৈষ্ণবমায়াত্বং নমঃ মধুকৈটভঘাতিনীম্ ।
নিগুণত্রিগুণাত্মিকাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥ ২৮
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ সংস্তুতা ত্রিপুরারিণা
মধুকৈটভযোর্যুদ্ধে বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণীম্ ॥ ২৯
সর্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ শক্তিবীজসমন্বিতাম্
মূর্তিমন্ত্রস্বরূপাঞ্চ ত্রিগুণাত্মিকাং সমর্চিতাম্ ॥ ৩০

মহামায়া দুর্গা সকলের দেবতা যাঁহার মধ্যে শান্তিহিত যেন আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে, যিনি কোটি কামদেবের দেহ লাবণ্যের স্বরূপ করিয়া লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৬

যিনি শুম্ভ নিশুম্ভের উৎপত্তি, উগ্র চণ্ড মুণ্ডের উন্মাদিনী, রক্তবীজের সংহর্ত্রী এবং শাস্ত্রগণের পালন কার্যে রতা ॥ ২৭

মহাবৈষ্ণবীর মহামায়ার যিনি দেবী মধুকৈটভ-বিনাশিনী, যিনি নিগুণ ও ত্রিগুণ—এই দুই অসুর মহিষাসুরকে যুদ্ধে বধিত করিয়াছেন এবং যিনি সকলের মহিষাসুরের মর্দন করিয়াছেন ॥ ২৮

পূর্বে ত্রিপুরের সহিত যুদ্ধকালে ত্রিপুরারি মহাদেব যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং মধু ও কৈটভ—এই দুই বিষ্ণু-কর্ণমলজাত অসুরের সহিত যুদ্ধকালে যিনি বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা ছিলেন ॥ ২৯

যিনি সর্বশক্তিস্বরূপা, শক্তিবীজসমন্বিতা এবং মূর্তিমন্ত্র যাঁহার স্বরূপ যিনি বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা ছিলেন। (এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিরূপে শান্তিতে এবং বিবিধরূপে বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা দেবতা ছিলেন। যাঁহার মূর্তি অধিষ্ঠিত, মন্ত্র স্বরূপ এবং এই শক্তিস্বরূপে দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ রূপে দৈত্যগণের সংহারক এই ত্রিগুণাত্মিকা হন ॥ ৩০

ত্রিলোকজননীর সদা (এই দেবী ত্রিগুণাত্মিকা মহামায়ার মতো) যিনি সকলের শক্তিস্বরূপা জননী, আমি সেই সাক্ষাৎ স্বরূপা সর্বশক্তি দুর্গাকে সদা প্রণাম করি ॥ ৩১

বিজয় লাভের এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই আদ্যপূর্ণ নিজ মস্তক অবনত করিয়া পুনরায় উচ্চ মন্ত্রে পাঠ করত

মহাবলশালিনী মহামায়ার বিজয়াভিলাষে সদা ।
সংহারকারিণী সর্বশক্তিঃ সদা রক্তে ॥ ৩১
ইতি ধ্যাত্বা জননীং পুনঃ পূজা দত্বা বিসর্জয়েৎ ।
পূর্বোক্তেন দেব পূজাং দুর্গাং দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩২
প্রসূতেঃ প্রতিমাঃ পূজাং শরৎকালে প্রচোদিতাঃ
কৌমার্যঃ স্বয়ং দুর্গা যা প্রকৃতিঃ প্রকৃত্যা স্বয়ং ॥ ৩৩
এবমেব সর্বকাম সিদ্ধোকারং দদাতি ।
পূজাং চ পূজায় মাতারং পুনরপি ॥ ৩৪
দুর্গাঞ্চ জগৎপূজ্যা সিদ্ধি সিদ্ধি প্রদায়িনি ।
হে মাতস্ত্বমস্মিন্ প্রতিমায়াং অধিষ্ঠিতা ভবেঃ ॥ ৩৫

অধিষ্ঠানের দেবীর আবাহন করিবে ॥ ৩২

সমস্ত প্রকৃতিদেবীর প্রতিমায় ধ্যান করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর দেবীর অনুগ্রহের মাহাত্ম্যের কীর্তন করিবে ॥ ৩৩

হে সনাতনি জগন্মাতঃ! হে মহেশি! আপনি ত্রিলোকের জননী এই দেবপ্রতিমায় অধিষ্ঠান করুন। হে দুর্গতিনাশিনি! আপনি আমার এই পাদ্যাদি—অর্ঘ্য-আচমনাদি পূজা গ্রহণ করুন ॥ ৩৪

হে জগৎপূজ্যে! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ! আপনি এই প্রতিমায় অবস্থান করুন। হে মাতঃ! হে অম্বিকে! আপনি এই স্থানে স্থিরভাবে অধিষ্ঠিতা হউন ॥ ৩৫

* মহাতাপ পুরাণে দুর্গোৎসব—শারদীয় কালে দুর্গাপূজার প্রবর্তন। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র এই শারদীয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রকৃতিখণ্ডে পূর্বে প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে কেবল চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজা হইত [পুরাকালে বসন্তকালে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল, এই নিমিত্ত বর্ষে দুইবার পূজার বিধান হয়।] এবং চৈত্রমাসে পূজা হইলেও এই পূজায় দুর্গাদেবী দুর্গা পূজা শরৎকালে পূজা হইলে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ কামনায় পুনঃ প্রবর্তন করেন। ইহার পর শরৎকালে হইল, শারদীয়া দুর্গাপূজা সর্বত্র প্রচলিত পূজাপদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছে। এই উৎসব অতীব আনন্দ সহিত প্রচলিত আছে এবং অনুষ্ঠিত হয়, তবে এই বসন্তকালে বাসন্তী পূজাও প্রচলিত আছে। বাঙ্গালাদেশে শারদীয় উৎসবরূপে ইহা বিশেষ এবং অন্যান্য ইহা সাধারণ পালিত হয়।)

ইমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
ইমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫৬

ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং চ [illegible] [illegible] চ ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫৭

[illegible] ইমা [illegible] [illegible] ।
ইমা [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫৮

ন [illegible] [illegible] [illegible] চ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৫৯

[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬১

[illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
পূজাদি [illegible] [illegible] [illegible] চ [illegible] ॥ ৬২

[illegible] [illegible] পূজাং [illegible] [illegible] পূজয়েৎ [illegible] ।
[illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] ॥ ৬৩

[illegible] চ [illegible] পূজাং [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজা চ [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] পূজা ॥ ৬৬

[illegible] [illegible] [illegible] পূজা চ [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬৭

হে [illegible] ! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই পূজা [illegible] [illegible] [illegible] । ৫৬

"ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং [illegible] [illegible]" এই [illegible] [illegible] [illegible] হে [illegible] । [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৫৭

হে [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] । ৫৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । হে [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৫৯

হে [illegible] ! [illegible] ! হে [illegible] ! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৬০

হে [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৬১

[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৬২

যে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৬৩

[illegible] [illegible] পূজা [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] পূজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । (এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।) । ৬৪

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible]—এই [illegible] পূজা [illegible] [illegible] । ৬৫

[illegible] যে [illegible] [illegible] পূজা, [illegible] [illegible] পূজা । [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] পূজা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] যে পূজা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৬৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে পূজা, [illegible] [illegible] পূজা [illegible] পূজা [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] পূজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ৬৭

মাংসেশ্বরী মাতঙ্গী চ বলিদানসমন্বিতা।
পাকান্নেরো মাতঙ্গাস্তু বৈশাখে মাসি যে ত্রয়া ॥৪৮
ত্রিরাত্রা নবকং যাবদ্ভি তাবত্তা পূজয়া ত্রয়া ॥ ৪৯
ত্রয়েব ত্রয়তাঃ মাতঙ্গত্রয়ঃ ত্রয়ঃ ত্রয়া
সর্বশক্তিস্বরূপা চ কৃতয় পরমাত্মনঃ ॥ ৫০
ত্রয়ত্রয়াক্ষরাধারিণ্যো ত্রয় পরমেশ্বরা
পূজয়া যোক্ষ্যা ত্রয়া কৃতকৃত্যো ভবা ॥ ৫১
নারায়ণি নমস্তুভ্যং সূর্যে সূর্যস্বরূপিণি
সূর্যস্য সূচিরাত্রেণ যাহি সূর্যঃ কৃপায়িং ॥ ৫২
ইতি কৃত্বা পরিক্রাং দেব্যা ধামে চ সাধকঃ।
ত্রিপদ্যা উপরিষ্টাত্তু সূর্যায়ৈ পদ্মমণ্ডলম্ ॥ ৫৩
ত্রয় দত্ত্বা ত্রয়ঃ পূর্বা সূর্যঃ পূজ্যশ্চ ত্রয়ত্রয়
সূত্রা বহ্নিসংস্থেন মন্ত্রেণৈব পরেশ্বরঃ ॥ ৫৪

পরমশিবোপাসনা মাংসেশ্বরীর উদ্দেশে যে পূজা, তাহা তামসী মাংসেশ্বরী পূজা বলিয়া কথিত হয়। পাকান্নি ব্রাহ্মণ তামস মাংসেশ্বরীর পূজা করিয়া তাঁহার তামসান্ন বৈশাখমাসে যখন করেন ॥ ৪৮

কিন্তু সমস্ত ত্রিরাত্রব্রত তামসী পূজা দ্বারা নবরাত্র—নয়রাত্রে যখন করে ॥ ৪৯

তখনই সূর্য। আপনিই সূর্য, সূর্য, তাঁর ও সোম—এই ত্রিমূর্ত তত্ত্বরূপিণী তত্ত্বাতীত এবং আপনি পরমাত্মা-শ্রীমতের সর্বশক্তিস্বরূপা ॥ ৫০

মাতঃ। আপনি অম্ব, দুর্গা, ত্রয়া ও বাগ্বিলাসিনী পরাপরা ত্রয়ময়ী। আপনি ত্রিনয়ন, মোক্ষদা, ত্রয়ময়ী এবং ত্রয়া কৃতকৃত্যপ্রদায়িনী ॥ ৫১

হে নারায়ণি। হে মহামায়ে! হে সূর্যস্বরূপিণি সূর্য। আপনার সূর্যা এই নাম স্মরণ করিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিভুবনের ও সংসারে সমস্ত সূর্য ও সূর্যা হতে-তারা ত্রিনয়া দূর হইয়া যায় ॥ ৫২

এই প্রকার দেবীর নিকটে পরিক্রমা অর্থাৎ প্রদক্ষিণার্চনা করিয়া সাধক ত্রিপদিকার উপরে পদ্ম স্থাপন করিবে ॥ ৫৩

তাহার পর সেই পদ্মমধ্যে অম্ব সূর্য করিয়া প্রথম অম্ব সূর্য, সূর্য ও ত্রয়ম প্রথম করিয়া পূজক সাধক সেই পদ্মকে বহ্নি ত্রিকোণদ্বারা বেষ্টন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৫৪

পদ্ম

পূর্বাদ্যং পদ্মপূর্বায়াং ত্রয়ত্রয়াক্ষ নমস্তম্
প্রথমং পদ্মচূড়ান্তং পূজাকালে পরিস্মরেৎ ॥ ৫৫
ত্রয়োদশীপাত্রং সাক্ষাৎ বিধিনানেন পরিস্মরেৎ।
ধৃত্বা সাপূজয়েদ্ দেবীমুপচারাণি ষোড়শ ॥ ৫৬
ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা সকলেন তু বহ্নিনা চ।
সূর্যঃ সোমঃ মহিত্রীশ্চ মণ্ডলা ত্রয় ন.ত্রিতঃ ॥ ৫৭
ত্রিপদী স্থাপয়েদ্ত্রস্য ত্রিপদ্যাং পদ্মমেব চ।
পদ্মে ত্রিয়াদ্যেরাদ্যং ধৃত্বা সাপূজয়েত্ততঃ ॥ ৫৮
গন্ধে চ ধূপে চৈব দীপাবলি সমর্চয়েৎ।
নৈবেদ্যে বিষ্ণু কাশেষি চন্দ্রায়ে চ কৌশিকি ॥ ৫৯
ঘর্মেষেধে কমলনে পাণ্ডিবক্ত্রে চ খড়্গিনি।
ঘোরমন্ত্রে চন্দ্রমন্ত্রে পাদ্মে ছন্দো চ যোগিনি ॥ ৬০
সন্ধ্যাবলি ত্রিপর্ণাশে বিপাশে বিরাজ প্রভে
পরমন্ত্রে তেজমন্ত্রে ভলেচ্ছিন্ন নমিস্তে কৃত ॥ ৬১

পদ্ম। তুমি সূর্য ত্রয়ে পদ্মমণ্ডলের অগ্নি হইতে ত্রিপদ হইয়াছ এবং ত্রয়ী পদ্মি। তুমি অম্বাদি সূর্যত্রয় সমস্তমূলের মন্ত্রে সূর্যাত্রয়ম এবং সমস্ত মন্ত্রমণ্ডলের সমন্বয়রূপ ॥ ৫৫

তাদৃশের পরিত পাত্রি এই বিধি অনুসারে অর্চনার স্থাপন করিয়া দেবীকে ষোড়শ প্রকার উপচার প্রদান-পূর্বক তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৫৬

তাহার পরে সকল মূলের দ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে সূর্য, অম্বর ও পৃথিবী (অম্বাদির আধার পাত্রি, সূর্য, অম্বর ও পৃথিবী) দেবীর পূজা করার অন্যান্য (মণ্ডলের উপরে) ত্রিপদী স্থাপন করিবে এবং এই ত্রিপদীর উপরে পদ্ম স্থাপিত করিয়া পদ্মমধ্যে ত্রিপ তাদ্য অম্ব প্রথম পূর্বক সাধক পরে পূজা করিবে ॥ ৫৭-৫৮

হে অগ্নে। হে বহ্নে। হে যোগবহ্নি। হে নারবহ্নি। হে অর্চয়ে। হে বিষ্ণু। হে কাশেষি। হে চন্দ্রায়ে। হে কৌশিকি। হে ঘর্মেষে। হে কমলনে। হে পাণ্ডিবক্ত্রে। হে খড়্গিনি। হে ঘোরমন্ত্রে। হে চন্দ্রমন্ত্রে। হে পদ্মে, ছন্দো, যোগিনি। হে সন্ধ্যাবলি। ত্রিপর্ণাশে। বিপাশে। বিরাজে। প্রভে। পরমন্ত্রে। (মন্ত্রাত্মিকে)। তেজমন্ত্রে। আপনারা সকলে এই পদ্মস্থিত তাদ্যাদিতে পরিমাণ করুন ॥ ৫৯-৬১

বহ্নিং সূর্যং সমং বিষ্ণুং ব্রহ্মং শিবম্ ।
পূজয়েত্তত্র যোগে চ পূজয়া চন্দনেন চ
নৈবেদ্যাদি চ সর্বাণি প্রোক্ষয়েৎসকলেন চ ॥ ৬১
অস্তো ধ্যায়েৎ প্রয়োগমুপচারাণি যোজয়েৎ ।
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ॥ ৬২
মধুপর্কঃ স্নানমথো পুনঃ নৈবেদ্যমাচমনীয়কম্ ।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ তাম্বূলং মধুপর্কম্ ।
পূজা প্রদীপং স্তবং পুনশ্চানি যোজয়েৎ ॥ ৬৩
অনুলেপনবিধানং চাসাদিভিরাজ্যভিতম্ ।
যয় দিব্যাম্বরশ্চান্যা পূজায়াং নমস্ক্রিয়া ॥ ৬৪
অনন্তমূত্র প্রত্যেবীবস্ত্রাদিবিনির্মিতম্ ।
স্বর্ণাদিবিভূষণং নয়নং পূজায়াং প্রিয়ে ॥ ৬৫
অনুলেপনাজনং বিহিতং চাহুণীতলম্ ।
গন্ধপুষ্পাদ্যৈরপি চ ধূপং গন্ধং প্রযুজ্যতাম্ ॥ ৬৬

তাহার পর এই সমস্তখাদ্যের পূজাদি ও রক্ত দ্বারা বহ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের পূজা করিবে। অনন্তর এই সর্বাদি দ্বারা তাহা সমস্ত নৈবেদ্যসমূহে ও অন্যান্য পূজার উপকরণসকল প্রোক্ষিত করিবে ॥ ৬২

তদনন্তর ষোড়শ উপচারের প্রত্যেকটি মন্ত্র বিধি অনুসারে মহাদেবী পূর্বক প্রদান করিবে। আসন, স্বাগত (প্রশ্ন), পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল, প্রদীপ এবং স্তব (নমঃ)—এই ষোলটি এক ষোড়শ উপচার কথিত হইল ॥ ৬৩-৬৫

আসন দানের মন্ত্র—এই স্বর্ণাদিকং। অনুলেপন বিনির্মিত, নানাবিধ পুষ্পাদিত এবং উত্তম বেদী নির্মাণের গ্রহণ করুন ॥ ৬৬

বস্ত্র দানের মন্ত্র—দিব্য। অনন্ত সূত্রদ্বারা উৎকৃষ্ট, উত্তম দেবতা নির্মিত ও মেঘবিদ বর্ণযুক্ত দিব্য এই বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৬৬

গন্ধ দানের মন্ত্র—চূর্ণ। অনুপম সৌগন্ধ দিব্য এই বিবিধ গন্ধদ্রব্য আপনি গন্ধদ্রব্যরূপে এখন গ্রহণ করুন ॥ ৬৭

বিভূষণ দানের মন্ত্র—অলঙ্কারাণি। সুবর্ণ রত্নাদিদ্বারা নির্মিত, হার অঙ্গদ, নূপুর ও এবং মুকুট

মুক্তাফলকৌস্তুভমণেঃ সুবর্ণকম্ ।
দ্রব্যাঃ বিভূষণানি কৃপয়া গৃহাণেতি ॥ ৬৮
কর্পূরী-কুঙ্কুমাক্ত সুগন্ধি-চন্দনম্ ।
দ্রব্যাদিঃ অনুলেপন ত্বাত্মনুলেপনম্ ॥ ৬৯
মাল্যাদিঃ সুগন্ধাম্বা সুগন্ধিঃ সুমনসম্ ।
মধুপর্কঃ ধাতবেদি দ্রব্যাঃ প্রীতিপূর্বকম্ ॥ ৭০
দুগ্ধতৈলসুপূর্ণং সকলান্নমিতম্ ।
সুগন্ধিঃ বস্ত্রাদিঃ দেবি মহৎ গৃহাণ মে ॥ ৭১
পবিত্রসর্বদানাত্মকং দূর্বাপুষ্পাক্ষতাদিতম্ ।
সর্বব্যাপিনীং তোয়ম্বরং প্রতি গৃহাণ মে ॥ ৭২
সর্বতিপুষ্পসংযুক্ত গাত্রিবিদ্যমাবহম্ ।
নানাজাতি পুষ্পমালাং কৃপয়া প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭৩
বিবিধ বিচিত্রমালাঃ বিচিত্রং পাত্রমাবিতম্ ।
বিচিত্রং লাড্ডুকম্বং নৈবেদ্যং কৃপয়া প্রিয়ে ॥ ৭৪

এই বিভূষণ আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৬৮

অনুলেপন দানের মন্ত্র—কর্পূরাদ্যৈঃ। কর্পূরী ও কুঙ্কুমমিশ্রিত, সুগন্ধি, চন্দন এবং কুঙ্কুমমিশ্র এই অনুলেপন আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৬৯

মধুপর্ক দানের মন্ত্র—মধুযুক্ত দধি দ্বারা রচিত, সুগন্ধির বিশ, সুগন্ধি ও সুস্বাদু এই মধুপর্ক আপনি প্রীতি পূর্বক গ্রহণ করুন ॥ ৭০

অন্নদানের মন্ত্র—দেবি। দুগ্ধমিশ্রসহ দুগ্ধ পূর্ণ, অমৃতরসযুক্ত, অতিশয় পবিত্র এবং মধুরতায় এই অন্ন আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭১

অর্ঘ্য দানের মন্ত্র—হে দেবি। পবিত্র সর্বদানময় দিব্য, দূর্বা-পুষ্প অক্ষত (আতপ চাউল) যুক্ত এবং সর্বব্যাপিনীর (জলের) জল আপনি অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৭২

পুষ্প ও পুষ্পমালা দানের মন্ত্র—হে জগদম্বিকে। সুগন্ধি পুষ্পরাজি নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ পুষ্পাদি দ্বারা রচিত এই পুষ্পমালা আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭৩

নৈবেদ্য দানের মন্ত্র—হে প্রিয়ে। এই বিবিধ বিচিত্র, আসন, বিচিত্র, নানাবিধ বিচিত্র, লাড্ডুক এবং অন্ন—এই সকল আপনি নৈবেদ্যরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৭৪

শ্বেতাদ্রিকং পীতবর্ণং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
যত্নাৎ নির্ম্মলং ক্রমাৎ গৃহাণ দেবি যত্নতঃ ॥ ৭৫
গন্ধচন্দনং কর্পূরাদি সুবাসিতম্ ।
সর্ব্বোপহারং চন্দ্রং গৃহাণ দেবি যত্নতঃ ॥ ৭৬
কস্তূরী-কুঙ্কুম-[illegible] ।
সর্ব্বমঙ্গলরূপং গৃহাণ দেবি যত্নতঃ ॥ ৭৭
[illegible] ।
[illegible] পুষ্প দেবি গৃহাণ ॥ ৭৮
[illegible] ।
[illegible] গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৭৯
[illegible] দিব্যং সর্ব্বসম্মতম্ ।
[illegible] দেবি তত্তঃ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৮০
এবং সম্পূজ্য তাং দুর্গাং দত্বা পুষ্পাঞ্জলিং মুনে ।
[illegible] দেব্যা বহুতঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৮১
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।
অতিচণ্ডা চ চামুণ্ডা চণ্ডা চণ্ডবতী তথা ॥ ৮২
পদ্মে চাষ্টদলে চৈতাঃ সম্পূজ্যাঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ।
শঙ্খপদ্মাদ্যৈঃ সম্পূজ্য চৈতান্যাবরণদেবতাঃ ॥ ৮৩
আদৌ গণেশঞ্চ সূর্য্যঞ্চ [illegible] তথা ।
শিবঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ [illegible] ॥ ৮৪
তদ্বৎ [illegible] চ ।
[illegible] ॥ ৮৫
এতান্ সম্পূজ্য যত্নেন চ নবশক্তীঃ পূজয়েৎ ।
তত্র পরে চাষ্টদলে মধ্যে চ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮৬
বৈষ্ণবীঞ্চ ব্রহ্মাণীং রৌদ্রীং মাহেশ্বরীং তথা ।
নারসিংহীঞ্চ বারাহীমিন্দ্রাণীং কার্ত্তিকীং তথা ॥ ৮৭
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাম্ ।
নবশক্তীশ্চ সম্পূজ্য ঘটে দেবান্ত পূজয়েৎ ॥ ৮৮
দশাঃ দিক্পালকান্ পূর্ব্বং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৯

শ্বেত বর্ণের বস্ত্র—[illegible] ([illegible]) কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত এবং সুবাসিত এই নির্ম্মল বস্ত্র আমি ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭৫

চন্দন (গন্ধ) প্রদানের মন্ত্র—হে দেবি ! [illegible] চূর্ণ ([illegible]), কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত, [illegible] এই চন্দন আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭৬

[illegible] দানের মন্ত্র—[illegible] নিবেদন করিলাম, এই [illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭৭

পুষ্প দানের মন্ত্র—দেবি ! [illegible] এই পুষ্প আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭৮

প্রদীপ দানের মন্ত্র—হে পরমেশ্বরি ! [illegible] এবং [illegible] এই প্রদীপ আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৭৯

[illegible] মন্ত্র—দেবি ! [illegible] এই [illegible] আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৮০

মুনে ! এইভাবে দুর্গা [illegible] দেবীর পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। [illegible] দেবীর [illegible] পূজা করিবে ॥ ৮১

১। উগ্রচণ্ডা ২। প্রচণ্ডা ৩। চণ্ডোগ্রা ৪। চণ্ডনায়িকা ৫। অতিচণ্ডা ৬। চামুণ্ডা ৭। চণ্ডা এবং ৮। চণ্ডবতী—এই অষ্টশক্তি দেবীর অষ্টদলপদ্মে পূজিতা ([illegible]) ॥ ৮২

[illegible] পূর্ব্বাদি [illegible] এই [illegible] আবরণদেবতার পূজা করিবে [illegible] পূজা করিবে যথা—প্রথমে ১। গণেশকে ২। সূর্য্যকে ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ৭। [illegible] ৮। [illegible]—এই [illegible] পূজা করিয়া সেই স্থানে [illegible] নবশক্তির পূজা করিবে ॥ ৮৩-৮৬

১। বৈষ্ণবী, ২। ব্রহ্মাণী ৩। রৌদ্রী ৪। মাহেশ্বরী, ৫। নারসিংহী ৬। বারাহী ৭। ইন্দ্রাণী ৮। কার্ত্তিকী ৯। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা প্রধানা সর্ব্বমঙ্গলা,—এই নব শক্তির পূজা করিয়া ঘটে দেবগণের পূজা করিবে ॥ ৮৭-৮৮

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], দেবীর [illegible], [illegible] এবং চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের

চন্দ্রঃষষ্টীযোনিবীজ মন্ত্রপূজা বিধিপূর্বকম্ ।
ধ্যানাদ্যুক্ত বলিং দত্ত্বা করোতি জপনং মুদা ॥ ৯০
কবচঞ্চ মনে মত্বা পঠিত্বা স্তুতিপূর্বকম্ ।
ততঃ কৃষ্ণাগ্নীয়াস্ত্র মন্ত্রমুদ্ধার্য বিদ্বেৎ ॥ ৯১
বলিদানবিধানঞ্চ স্ত্রীরক্ষায়াং মুনিস্তম ।
যাত্রাদৌ বলিদা দ্বারে দত্ত্বাঽন্নবারিকা শুভম্ ॥ ৯২
নক্তব্রতং পৃথ্বীতো দুর্গা মন্ত্রান্তিমানবঃ ।
নরিত্বেন ব্রতমন্তঃ ব্রতমন্তিক যাচনাৎ ॥ ৯৩
ব্রতং যেন কৃতং তৈঃ পঞ্চিভিঃ শিবিলৈরপি
ব্রতমন্তঃ কৃতমাত্রৈঃ সংস্তাবক শতৈঃ ॥ ৯৪
কবিভিঃ শিষ্টবিদ্বাংসৈঃ ব্রতমন্তঃ পঠন্তিকম্ ।
নামঃ স্তুতাদিকৈরন্তৈরিতি নারদ ॥ ৯৫
মূলতঃ যাবিধীনঞ্চ মন্ত্রমন্ত্র পঠন্তাদিকম্ ।

বিধিমন্ত্রবারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র মানব ব্রতমন্তি বলিদান করত দেবীর স্তব করিবে ॥ ৯৩-৯৭

অতিরাত্রকালে কন্যা পাঠে করত তারা স্তবে পত্র করিয়া বিশেষ শক্তি ভাবার পর পরীক্ষা—অর্থাৎ তত্ত্বঃ কিনা করিয়া ব্রতমন্তা করিবে ॥ ৯৮

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তত্ত্বমন্ত্র বলিদানের বিধান বলিয়াছি, মুনি এখন ৭১—যাত্রাদি (মূলমন্ত্র ৭৪, প্রতিষ্ঠা—এই অধ্যায়ের ১৩০-১৩১ শ্লোক) ; মন্ত্রি, যান ও ভক্ত—মূলমন্ত্রক যেমনি বলিদান করিবে ॥ ৯৯

যাত্রাদি যানে পূর্বদিবসে পরম ব্রতমন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাবেন, পরিত্ব যানে পত্র অন্যত্র এবং যাত্রাকালে বন ব্রতমন্ত্র দেবী প্রসন্না থাকেন ॥ ১০০

যেন বলিদানে এত আদর, এইরূপ মূলতঃ, শক্তি ও মন্ত্রিমন্ত্রি সাধনের এতদ্বারা, মূলমন্ত্র মূল বলিদানে মূল ব্রতমন্ত্র এবং পরক্ত বলিদানে সাধক অন্তর মূল ব্রতমন্ত্র ১৯৩

সাধক। শিষ্টবিশিষ্ট মূলিম পত্র বলিদানে মন্ত্র মাস এবং পরক্ত (অন্তর) মন্ত্রকল্পি অন্তমন্ত্রে দেবী এত মাস প্রীতা থাকেন ॥ ৩৩

যাত্রিশ্রেষ্ঠ, মূলমন্ত্র, মূলমন্ত্র, বলিদানাদি, উত্তম বর্ণ এবং পূর্বে যেন বিশেষ পত্রকর্ণ বলিদানে ব্রতমন্ত্র ব্রতমন্ত্র ॥ ৩৪

বিশেষবলিদানাদ্যা মূলমন্ত্রঃ পূর্বেবৎ ॥ ১০৪
শিবমন্ত্র বলিদা বাস্তুইষ্টি পূজক চরিতা ।
মূলমন্ত্রৈব পূজনং কুর্যেন বাস্তুমন্ত্রকম্ ॥ ১০৫
ধনৌজ্জ্বাধিবাসেন ধীবাসেন প্রতোষতঃ
কারিণী পূজকস্তেন কারেন স্নাতমন্ত্রকম্ ॥ ১০৮
মূর্তিকেন তবেন্দ্র,চারিমন্ত্র নিত্রমন্ত্রকৈঃ ।
ধরং স্থিরং তাম্রমূর্তৈর্ত্রৈঃ পূজয়েদনন্তরঃ ॥ ১০৯
যাত্রাদৌনাঞ্চ নির্দোষ স্নাতমন্ত্রা মুনিস্তম ।
ব্রতমন্ত্রাদ্যবিধেয়ক্তঃ ফলদানির্যাতিক্রমে ॥ ১১০
শিক্ষাস্তুবিধীনঞ্চ মূলতঃ যাবিধিক্রিয়ম্ ।
বিশেষাদিঃ বীজিতক পরমন্ত্রাবিধীনকম্ ॥ ১১১
অন্তমন্ত্রা বিশেষক মন্ত্র তা মূলতঃ পরম্ ।
অন্তমন্ত্রা ব্রতমন্ত্রা ক্রীতঃ মূলাভিরেকতঃ ॥ ১১২

বিশেষ পত্র বলিদান করিলে পত্র দেবী প্রতিষ্ঠা বলিয়াছে পূজকে বিধান করেন। এইরূপ মূল পত্র বলিদানে তত্ত্ব ফল, মূলমন্ত্র পত্র বলিদানে শক্তিমন্ত্র, অধিকার পত্র বলি বলিদানে ভক্ত, ধীমান পত্র বলিদানে প্রতিষ্ঠা, তত্ত্ব পূর্ব পত্র বলিদানে কারিণী (স্ত্রী) এবং বাস (মন্ত্র) পত্র বলি বলিদান প্রাবল্যক বিধান করেন ॥ ৯৭-১৯

মূর্তিক (মন্ত্রমন্ত্রে যোগমন্ত্রাদি ভাবাকার মূল মাধ্যমিক। মন্ত্রাদ্যে মূর্তিক।) পত্র বলিদানে মূল্য হয়, বন্ধক বিশেষ বিশেষক পত্রবলিদানে বিশ্ব মূর্তি হয়, তাম্রমূর্তি (অর্থাৎ অন্তমন্ত্র, বিশ্ব পূজাদানে তাম্রমন্ত্র) পত্র বলিদানে বিশ্ব বিশেষ হয় এবং পূজাদীন পত্র বলিদানে ধীমান হয় ॥ ১৯

মূর্তিশ্রেষ্ঠ মাধব! অন্তর্বাসনে যাত্রাদির যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা আমি এখন বলিয়াছি, মূর্তি মূলমন্ত্র বা ॥ ১০০

বিশ্ব-মন্ত্রাদীন, মূলমন্ত্র, শীতাদান, বিশেষাদিক, বীজিতক, পরমন্ত্রাবিধীনকম্, মন্ত্রাদ্যবিধেয়ক (মন্ত্র—উপস্থিতি কর্তৃক অনুমোদিত), বিশ্বস্ত, মোক্ষ মূলমন্ত্রক (মন্ত্রের একমাত্র পূজন অথবা মন্ত্র পূজনের অন্য প্রধান পূজন) এবং সব পূজাক ভাবের আধীনবিধিক মূল্য অন্তমন্ত্রা অধিক এবং বিদ্যা মন্ত্র করিয়া আনিবে ॥ ১০১-১০২

মাসভক্তিঃ চ বৎ [illegible] সম্পূর্ণা [illegible]।
[illegible] বিপ্রেভ্যো [illegible] ॥ ১০০
[illegible] চাতুর্মাস্যা [illegible]।
[illegible] চ [illegible] কৃত্বা [illegible] ॥ ১০৪
[illegible] চ।
[illegible] ॥ ১০৫
[illegible] চ [illegible] চ পূজা চ [illegible]।
[illegible] ॥ ১০৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

[illegible] পূজা [illegible] এবং [illegible] পূজা করত [illegible] দেবী [illegible] করিবে ॥ ১০৩-১০৪

[illegible] 'নারায়ণি' নাম করিবে। [illegible] ([illegible]) ॥ ১০৫

[illegible] করিয়া, [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিবে ॥ ১০৬

শ্রীনারায়ণি [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গা উপাখ্যানে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দুর্গোপাখ্যানে [illegible] দেবীপূজাবিধানম্, [illegible]]

নারদ উবাচ।

[illegible] ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

[illegible] দেবীং [illegible]।
[illegible] পূজা [illegible] ॥ ২

[illegible] পূজা [illegible]।
পূজায়াঃ [illegible] ॥ ৩
[illegible] চ [illegible]।
[illegible] পূজাং কৃত্বা [illegible] ॥ ৪
কৃত্বা বিসর্জনা দেব্যাঃ [illegible]।
[illegible] ॥ ৫

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্গোপাখ্যানে [illegible] দেবীপূজা [illegible] হইতে [illegible] এবং [illegible]।]

নারদ বলিলেন,—নারায়ণ! [illegible] হইতে [illegible] এবং [illegible] শ্রবণ করিলাম। [illegible] দুর্গা দেবীর [illegible], পূজা, পূজার [illegible] ও পূজার [illegible] কীর্তন করুন ॥ ১

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible]। [illegible] দেবীর [illegible], [illegible] নক্ষত্রে [illegible] করাইবে, [illegible] নক্ষত্রে দেবীর পূজা করিয়া [illegible] নক্ষত্রে বিসর্জন করিবে ॥ ২

[illegible] দেবীর [illegible] পূজার [illegible] ॥ ৩

[illegible] নক্ষত্রে [illegible] করাইবে [illegible] নক্ষত্রে দেবীর পূজা করিয়া [illegible] ॥ ৪

[illegible] নক্ষত্রে দেবীর বিসর্জন করিয়া [illegible] নাই ॥ ৫

কৃত্বা প্রদক্ষিণং পূজাং সূতায়াঃ সন্নিধৌ ব্রজেৎ।
নমস্কারাংশ্চ বর্ষে বৈ পার্বত্যাশ্চৈব নারদ। ৬
নবম্যাং যোষিতঃ কৃত্বা পূজাং সম্পূজ্য যত্নতঃ
অন্নমেবাশনং দদ্যাৎ দশম্যাং বিসর্জয়েৎ। ৭
দত্ত্বা দানানি পূজায়াঃ পূজাং কৃত্বা বলিং দদ্যাৎ বিধানতঃ
অষ্টম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিদানবিধিক্রিয়ম্। ৮
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপদ্ভির্নাশয়েত্ কৃপাম্।
দদ্যাৎ কিঞ্চিদ্বলং তস্যা নবম্যাং বিধিবদ্ বলিম্। ৯
বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গা শ্রীতির্ভবেত্ পরা
হিংসাত্যক্তশ্চ পাপশ্চ নরকে নাস্তি নারদ। ১০
ইত্যেবং কথিতং সর্বং ময়া তোষ্টা ত ব্রহ্মণঃ।
অন্যচ্চাপ্যধিকং ৬ শৌত্রে ব্রহ্মণা কথয়িষ্যতি। ১১
যো বা ইমাং ন তা বেত্তি তেষি তেষাংস্তমেব চ।
দুর্গতি র্ভবেত্তস্যাঃ পূজায়া বৈষ্ণবাস্তথা ব্রহ্মণা। ১২

এবং সংপূজ্য পুরুষঃ দুর্গাং সর্বৈঃ সমন্বিতঃ
কৃতকৃত্যং মনো মন্যেত্ তুষ্টায়াং পরমেশ্বর্যাম্। ১৩
তোষেণ পরিতুষ্টা সা তস্য দাস্যাত্ বহূন্ বরান্
স বরৈর্ধর্ম পুত্রো বৈ শ্রীমদুর্গাবরপ্রসাদাৎ। ১৪
জ্যোৎস্নাযুক্তশ্চ পক্ষাংশ্চ সপ্তমীং নিশীথং যদা।
দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াং জ্যোৎস্নাতলসংযুক্তাম্। ১৫
জ্যোৎস্নায়ীং কৃপাযুক্তাং তত্ত্বাদুদ্ভবকারণাম্
পূজয়ীত যাত্রেন্দ্রো ভক্তিস্নাত্বতন্ত্রঃ। ১৬
তদেব পরিতুষ্টা সা দদিত্বা ভক্তিপূর্বকম্
তীরাচ্চ যত্না যাত্রেন্দ্র কৃপয়া তমবর্ষিণী। ১৭

শ্রীপ্রকৃতিরুবাচ

নারায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বজ্ঞ বুদ্ধোত্তি বিস্তরং ব্রহ্ম।
যদ্যপি তুলায় বিষয়ং সাম্প্রতং বাঞ্ছিতং তব। ১৮

মাসে। মানুষ যদি উক্ত নবমীকে অর্থাৎ উক্তরূপ নবমীর অর্ধ পার্বতী দেবীর পূজা করে, তবে সেই পূজায় পূর্বের সেবিধের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৬

মানুষ (কৃষ্ণপক্ষের) নবমীতে যোষিৎ করিয়া, এক পক্ষ অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস (১৫ দিন) ব্যাপ পূজা করিয়া এবং অন্নমেব-মন্ত্রে অন্ন দান করিয়া ঐ পক্ষের দশমী তিথিতে বিসর্জন করিবে। ৭

বুদ্ধিমান্ মানুষ সপ্তমী তিথিতে পূজা করিয়া বলিদান করিবে। অষ্টমী তিথিতে বলিদান হীন পূজাই প্রশস্ত। ৮

অষ্টমী তিথিতে বলিদান করিলে মনুষ্যদের ব্যাধা প্রভৃতি বিপদ হয়, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি নবমী তিথিতে ভক্তিসহকারে যথাবিধি বলিদান করিবে। ৯

বিপ্রেন্দ্র নারদ। বলিদান দ্বারা দুর্গা পূজা করিলে দুর্গাদেবী মানবগণের উপর বিশেষ প্রসন্না হন। নারদ! এই বলিদানে হিংসা জন্য পাপ জন্মী হইতে হয়, উহাতে কোন সংশয় নাই। ১০

ইতিপূর্বেই, ধাতা, ব্রহ্মা, গোপী, ইত্যাদি এবং অন্যান্যাদিগকে—এই সমস্ত বলিদানের আনুষঙ্গিকসহ পালনের 'অবশ্যই' হয়। ১১

যে মানুষের এই ব্রত, সে (নিজের প্রাণী) অন্যান্যকে এবং সংপূজা পুরুষঃ দুর্গাং সর্বৈঃ সমন্বিতঃ
কৃতকৃত্যং মনো মন্যেত্ তুষ্টায়াং পরমেশ্বর্যাম্। ১৩
তোষেণ পরিতুষ্টা সা তস্য দাস্যাত্ বহূন্ বরান্
স বরৈর্ধর্ম পুত্রো বৈ শ্রীমদুর্গাবরপ্রসাদাৎ। ১৪
জ্যোৎস্নাযুক্তশ্চ পক্ষাংশ্চ সপ্তমীং নিশীথং যদা।
দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াং জ্যোৎস্নাতলসংযুক্তাম্। ১৫
জ্যোৎস্নায়ীং কৃপাযুক্তাং তত্ত্বাদুদ্ভবকারণাম্
পূজয়ীত যাত্রেন্দ্রো ভক্তিস্নাত্বতন্ত্রঃ। ১৬
তদেব পরিতুষ্টা সা দদিত্বা ভক্তিপূর্বকম্
তীরাচ্চ যত্না যাত্রেন্দ্র কৃপয়া তমবর্ষিণী। ১৭

শ্রীপ্রকৃতিরুবাচ

নারায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বজ্ঞ বুদ্ধোত্তি বিস্তরং ব্রহ্ম।
যদ্যপি তুলায় বিষয়ং সাম্প্রতং বাঞ্ছিতং তব। ১৮

(পূর্বে অবতরণক) এর করিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই অধিকন্তু; সেইহেতু বিস্তারভয়ে সেই বৈষ্ণবী দুর্গা দেবীর পূজা করেন। ১২

এইরূপে মহারাজ সুরথ পূর্ব এক বৎসর ধরিয়া ভক্তিসহ দেবীর বিশেষ পূজা করার পরে একদা মনে করিয়া সেই পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩

সুরথের সেই স্তোত্রে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী দুর্গা তাঁহাকে মনোমত বর দান করিলেন। সেই হেতু সুরথ শ্রীমদুর্গাদেবীর কৃপাপ্রসাদে ধর্মপুত্র হইয়াছিলেন। ১৪

জ্যোৎস্নাযুক্তা (জ্যোতির্ময়ী), পক্ষা (পক্ষাংশে), সপ্তমী, নিশীথা, দৃষ্টা (উপলব্ধি) এবং কমনীয়া সেই দেবীকে জ্যোৎস্নাতলের অবতারে দর্শন করত মহারাজ সুরথ ভক্তিসহ বীয় হৃদয় অবলম্বন করিয়া জ্যোৎস্নায়ী, কৃপাযুক্তা ও জগৎকারণ অনুভব করিতে সমর্থচিত্তে তদ্ধ্যানে পূজায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ১৫-১৬

তাঁহার ভক্তিসহকারে কৃত স্তব অবলম্বে সন্তুষ্টা হইয়া ঈশ্বর হইতে প্রসন্নমনা সেই অম্বিকা (জগদম্বা) দুর্গা কৃপা পূর্বক মনোমত বরপ্রদান করিলেন। ১৭

প্রকৃতি দেবী কহিলেন,—নারায়ণ! তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ হইলেও ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তুমি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] মহঃ ॥ ১৯
[illegible] [illegible] [illegible] পরিণামে [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণে [illegible] ॥ ২০
[illegible] [illegible] যো হি [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২১
[illegible] [illegible] [illegible] চ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ ॥ ২২
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৩
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] চ [illegible] [illegible] ॥ ২৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ২৫
অথ [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] দেবী সরস্বতী ॥ ২৬
সাবিত্রী [illegible] [illegible] [illegible] ।
অহং [illegible] চ তুলসী [illegible] [illegible] ॥ ২৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] ॥ ২৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিরাট্ ।
[illegible] গোলোকে [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৯
[illegible] চ [illegible] [illegible] চ [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩০
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] চ ॥ ৩১
এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩২

[illegible] করিয়াছ। এখন আমি তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত বিষয় (এক-দশক) [illegible] প্রদান করিতেছি। ১৮

[illegible]। তুমি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] এবং পরে তুমি [illegible] [illegible] হইবে। ১৯

[illegible]। [illegible] আমি তোমাকে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি ও [illegible] প্রদান করিব। ২০

যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রার্থনা করে, সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে এবং [illegible] [illegible]। ২১

[illegible] হইতে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; কেবল [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] এবং [illegible] — [illegible]। ২২

আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] [illegible]। ২৩

আমি [illegible] ([illegible] [illegible]), [illegible] ([illegible] [illegible]), [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]। ২৪

[illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible]। ২৫

আমি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] দেবী [illegible] এবং আমি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও [illegible] দেবী সরস্বতী। ২৬

আমি ব্রহ্মলোকে [illegible] [illegible] সাবিত্রী। আমি [illegible], তুলসী ও [illegible] [illegible] (পৃথিবী)। ২৭

[illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছি এবং আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছি। [illegible], সেই আমি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছি। ২৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে, সেই [illegible] বিরাট্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] তুমি করিতেছে। ২৯

[illegible] সেই [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকে। ৩০

[illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] (পৃথিবী), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) — [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], বিষ্ণু ও শিবাদি [illegible] [illegible]। ৩১-৩২

[illegible] ইতি [illegible] ।
[illegible] তথা ॥ ৫৩
[illegible] ইতি [illegible]
[illegible] ॥ ৫৪
[illegible]
[illegible] ইতি [illegible] ॥ ৫৫
[illegible]
বিনা [illegible] বিনা [illegible] পূজয়া ॥ ৫৬
[illegible]
[illegible] ন চ [illegible] ॥ ৫৭
[illegible]
[illegible] যে [illegible] ॥ ৫৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬১
ইতি যে [illegible] ।
[illegible] ॥ ৬২
[illegible] ।
ইতি যে [illegible] ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে প্রকৃতি-সুরথসংবাদে [illegible] ॥ ৬৪

এই সমস্ত [illegible] —এই [illegible] । তেজ, [illegible], [illegible], [illegible] —এই [illegible] । যে [illegible], সেই [illegible] এবং [illegible] ॥ ৫০-৫২

[illegible] ॥ ৫৪

[illegible], বিনা [illegible], বিনা [illegible] ॥ ৫৫

[illegible] ॥ ৫৬

[illegible] ॥ ৫৭

হে [illegible] । আমি [illegible] তোমাকে [illegible] । [illegible] তুমি যে [illegible] [illegible] ॥ ৫৮

[illegible] করি ॥ ৫৯

কিন্তু আমি যে [illegible] করি, [illegible] ॥ ৬০

আর [illegible] আমি [illegible] ॥ ৬১

[illegible] । এই আমি তোমাকে [illegible] । তুমি [illegible] । এই [illegible] ॥ ৬২

সেই [illegible] । এই আমি তোমাকে [illegible] ॥ ৬৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে দুর্গা-উপাখ্যানে প্রকৃতি-সুরথ-সংবাদে [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণকৃত দুর্গাস্তোত্রম্।]

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্বং নারায়ণেশ কিঞ্চিত্ত্বং হি বিস্মিতম্।
প্রকৃতেঃ কবচং স্তোত্রং ব্রূহি মে মুনিসত্তম ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

পুরা স্তুতা সা গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সম্পূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে ॥ ২
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা।
তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণসঙ্কটে ॥ ৩
চতুর্থে সংস্তুতা দেবী ভক্ত্যা চ ত্রিপুরারিণা।
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধেন মহাঘোরতরে মুনে ॥ ৪
পঞ্চমে সংস্তুতা দেবী বৃত্রাসুরবধে তথা।
শক্রেণ সর্বদেবৈশ্চ ঘোরে চ প্রাণসঙ্কটে ॥ ৫
তথা মুনীন্দ্রৈর্মনুভির্মানবৈঃ সুরথাদিভিঃ।
সংস্তুতা পূজিতা সা চ কল্পে কল্পে পরাৎপরা ॥ ৬
স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সর্ববিঘ্নবিনাশনম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং ভবাব্ধিপারকারণম্ ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ত্বমেব সর্বজননী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছয়া ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৮
কার্যার্থে সগুণা ত্বঞ্চ বস্তুতো নির্গুণা স্বয়ম্।
পরব্রহ্মস্বরূপা ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী ॥ ৯
তেজঃস্বরূপা পরমা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
সর্বস্বরূপা সর্বেশা সর্বাধারা পরাৎপরা ॥ ১০
সর্ববীজস্বরূপা চ সর্বপূজ্যা নিরাশ্রয়া।
সর্বজ্ঞা সর্বতোভদ্রা সর্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥ ১১

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকৃত দুর্গাস্তোত্র।]

নারদ কহিলেন,—মুনিবর নারায়ণ! আমি আপনার নিকট হইতে সব কিছুই শ্রবণ করিয়াছি, কিঞ্চিৎ আর কিছু অবশিষ্ট নাই। সম্প্রতি আপনি প্রকৃতি দুর্গাদেবীর কবচ ও স্তোত্র বলুন। ১

নারায়ণ কহিলেন,—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে গোলোকধামে চৈত্র মাসে এই প্রকৃতিদেবীর পূজা করিয়া রাসমণ্ডলে প্রসন্নমনে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ২

পুরাকালে দ্বিতীয়বার শ্রীবিষ্ণু মধু ও কৈটভের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। তথা সেই কালেই মধু ও কৈটভ প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে সেই প্রাণসঙ্কটকালে প্রকৃতি দেবীকে তৃতীয় বার স্তব করেন। ৩

মুনে! পুরাকালে ত্রিপুরাসুরের সহিত অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তখন ত্রিপুরারি শম্ভু ভক্তি সহকারে সেই প্রকৃতি দেবীকে চতুর্থ বার স্তব করেন। ৪

এইরূপ বৃত্রাসুরের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে সমস্ত দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধের জন্য সেই প্রকৃতি দেবীকে পঞ্চম বার স্তব করেন। ৫

তাহার পর সেই সময় হইতে প্রতি কল্পে মুনিশ্রেষ্ঠগণ এবং মনু ও সুরথাদি মানবগণ কর্তৃক সেই পরাৎপরা দেবী দুর্গা সংস্তুতা এবং পূজিতা হইয়াছেন। ৬

ব্রহ্মন্! তুমি সর্ববিঘ্নবিনাশন, ভবার্ণবপারের কারণ, সুখদ মোক্ষদ এবং সারভূত এই প্রকৃতি দুর্গা দেবীর স্তোত্র শ্রবণ কর। ৭

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—তুমিই সর্বজননী মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী, তুমি সৃষ্টিবিষয়ে আদ্যা অর্থাৎ তুমি সৃষ্টির আদিভূতা এবং স্বেচ্ছায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী। ৮

বস্তুতঃ তুমি স্বয়ং নির্গুণা হইলেও সৃষ্টি কার্যের জন্য সগুণা হও; কিন্তু তুমি সত্যরূপা, নিত্যা—অবিনাশ-রহিতা ও সনাতনী পরব্রহ্মরূপা। ৯

তুমি তেজঃস্বরূপা অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী, পরমা—সর্বশ্রেষ্ঠা, ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ (ভক্তগণের অনুগ্রহ—কৃপা করিবার জন্য বিগ্রহধারণ করিয়াছ অর্থাৎ তুমি, ভক্ত প্রতি দয়াবশতঃ মূর্তিপরিগ্রহকারিণী), সর্বস্বরূপা (সর্বময়ী), সর্বেশ্বরী, সর্বাধারা ও পরাৎপরা। ১০

তুমি সর্ববীজস্বরূপা (সকল সৃষ্টির কারণরূপা), সর্বপূজ্যা (সর্ব—শিব অর্থাৎ শিবপূজ্যা অথবা সর্বজন-পূজ্যা), নিরাশ্রয়া—নিরাধারা, সর্বজ্ঞা, সর্বতোভদ্রা—সর্বপ্রকারমঙ্গলশালিনী এবং সমস্ত মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গলকারিণী। ১১

সর্বভূতিস্বরূপা চ সর্বশক্তিস্বরূপিণী
সর্বজ্ঞানপ্রদা দেবী সর্বদা সর্বকারিণী ॥ ১২
যঃ ব্রহ্মা বেদবাদে চ শিবরূপে ধনা ধনম্ ।
শক্তিনা সর্বদাবে চ সর্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১৩
বিদ্যা বচ ধরা ধচ তুষ্টা বস্যাবস্থা বে
তুষ্ট কান্তিঃ শান্তিশীলা চ কান্তি পত্নীক শান্তবী ॥ ১৪
ক্ষমা তুষ্টিশ্চ শ্রদ্ধা চ লজ্জা মেধা ধরা ধরা ।
দয়াং সম্পদ্রূপা শ্রী বিশ্বরূপিণী ॥ ১৫
শ্রীবিদ্যারূপা শুদ্ধবোঃ শান্তিদাঃ কল্যাণদা ।
সর্বং সর্বময়ী শক্তিঃ সর্বদা সর্বতোবিনাম্ ॥ ১৬
যোবেজাঃ যশ্চ মাত্রী বাগ্দেবী কুলবতী
বিজায় সর্বদেবানাং সর্বানুগ্রহবিধায়িনী ॥ ১৭
যোগনিদ্রা যোগরূপা যোগদাত্রী চ যোগিনাম্ ।
সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধানাং সিদ্ধিদা সিদ্ধিযোগিনী ॥ ১৮

মাহেশ্বরী চ ব্রহ্মাণী বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী ।
ভদ্রা ভদ্রকালী চ সর্বলোকভয়ঙ্করী ॥ ১৯
গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী গৃহদেবী গৃহে গৃহে ।
সতাং কীর্তিঃ প্রতিষ্ঠা চ নিন্দা ত্বমসতাং সদা ॥ ২০
মহাযুদ্ধে মহামারী দুষ্টসংহাররূপিণী
রক্ষাস্বরূপা শিষ্টানাং মাতেব হিতকারিণী ॥ ২১
বন্দ্যা পূজ্যা স্তুতা ত্বং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্বদা ।
ব্রহ্মণ্যরূপা বিপ্রাণাং তপস্যা চ তপস্বিনাম্ ॥ ২২
বিদ্যা বিদ্যাবতাং ত্বঞ্চ বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং সতাম্ ।
মেধা স্মৃতিস্বরূপা চ প্রতিভা প্রতিভাবতাম্ ॥ ২৩
রাজ্ঞাং প্রতাপরূপা চ বিশাং বাণিজ্যরূপিণী ।
সৃষ্টিস্বরূপা সৃষ্টৌ ত্বং রক্ষারূপা চ পালনে ॥ ২৪
তথান্তে ত্বং মহামারী বিশ্বস্য বিশ্বপূজিতে ।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ মোহিনী ॥ ২৫

তুমি সর্বভূতিস্বরূপা, সর্বশক্তিস্বরূপা, সর্বজ্ঞানদায়িনী, দেবী—প্রতিষ্ঠাত্রী, সর্বজ্ঞানময়ী এবং সর্বকারিণী—সর্বকারণরূপা অথবা সর্বসৃষ্টিকারিণী ॥ ১২

তুমি ব্রহ্মা বেদপাঠের প্রতিপাদ্যস্বরূপ শাস্ত্ররূপা, শিবরূপের উৎপত্তি এবং শিবাদি দেবতাদের সাধনরূপা, সকল লোকেই তুমি শক্তিরূপা এবং সর্বশক্তিরূপা অর্থাৎ বিশ্বশক্তিরূপিণী (পূর্বে শ্লোকে সর্বশক্তিস্বরূপিণী পদে 'সর্বশক্তিস্বরূপা' এই ব্যাখ্যা করায় পরশ্লোকে সর্বশক্তিস্বরূপিণী পদের অর্থ 'বিশ্বশক্তিরূপিণী' করা হইল) ॥ ১৩

তুমি বিদ্যা, তুমি ধরা, তুমি তুষ্টা, তুমি অবস্থার তুষ্টা, কান্তি (অথবা শক্তি), শান্তি, শৈলী, কান্তি এবং পত্নীকী (নিদ্রা) স্বরূপিণী ॥ ১৪

তুমি ক্ষমা, তুষ্টি, শ্রদ্ধা—লজ্জা অর্থাৎ মানসিক (অন্যায়ের প্রতি বিরূপ শারীরিক), মেধা, শোভা, ধরা ধরা অর্থাৎ ধরা ধারণী, একারণেই সম্পূর্ণস্বরূপ সম্পদ-রূপা শ্রী এবং সকল পুরুষদের তুমি বিশ্বরূপা ॥ ১৫

তুমি শুদ্ধসত্ত্ব পার্থিবদের শ্রীবিদ্যা, কিন্তু পাপী ব্যক্তিদের তুমি অলক্ষ্মী (বিপদের) স্বরূপতা, তুমি সদা সকল জীবগণের সর্বতোভাবে শক্তি ॥ ১৬

তুমি বেদসমূহ ও ও-কারময়ী ও বাগ্দেবী কুলের কুলশক্তিকারিণী। তুমি কুলবতী, যেহেতু সকল দেবগণের হিতের নিমিত্ত সকল অনুগ্রহকারিণী বিধান কর ॥ ১৭

তুমি যোগনিদ্রা, যোগরূপা ও যোগিগণের যোগদায়িনী। তুমি সিদ্ধগণের সিদ্ধিস্বরূপা ও সিদ্ধিদাত্রী কিন্তু তার সিদ্ধযোগিনী (অর্থাৎ সিদ্ধি-যোগিনী অর্থাৎ সিদ্ধি ও যোগদাত্রী) ॥ ১৮

তুমি মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, ভদ্রা (কল্যাণকারিণী), ভদ্রকালী এবং সর্বলোকভয়ঙ্করী ॥ ১৯

তুমি গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী, গৃহে গৃহে গৃহদেবী, সৎপুরুষদের কীর্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং অসৎ পুরুষদের নিন্দা ॥ ২০

তুমি মহাযুদ্ধে দুষ্টদের সংহাররূপিণী মহামারী এবং শিষ্ট-পুরুষদের মাতার ন্যায় হিতকারিণী রক্ষারূপা ॥ ২১

তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের সদা বন্দনীয়া, পূজনীয়া ও স্তবনীয়া। তুমি ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মণ্যরূপা এবং তপস্বিদের তপস্যারূপা ॥ ২২

তুমি বিদ্বান্ পুরুষদের বিদ্যা, বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি এবং প্রতিভাবান্ সৎপুরুষদের মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতি-স্বরূপা ॥ ২৩

তুমি রাজাদিগের প্রতাপরূপা, বৈশ্যদের বাণিজ্যরূপা, সৃষ্টি-বিষয়ে বা সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা এবং পালনকালে রক্ষারূপা ॥ ২৪

বিশ্বপূজিতে। তুমি অন্তে বিশ্বের বিনাশকারিণী

[illegible] ।
যথা মূর্খো হি বিদ্বাংশ্চ লোকমার্গে ন পশ্যতি ॥ ২৬
ইত্যাত্মনা কৃতং স্তোত্রং দুর্গায়া দুর্গনাশনম্ ।
পূজাকালে পঠেদ্ যো হি সিদ্ধির্ভবতি বাঞ্ছিতা ॥ ২৭
বন্ধ্যা চ কাকবন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ দুর্ভগা ।
শ্রুত্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং সুপুত্রং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২৮
কারাগারে মহাঘোরে যো বদ্ধো দৃঢ়বন্ধনে ।
শ্রুত্বা স্তোত্রং মাসমেকং বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৯
যক্ষ্মগ্রস্তো গলৎকুষ্ঠী মহাশূলী মহাজ্বরী ।
শ্রুত্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং রোগাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০
পুত্রভেদে প্রজাভেদে পত্নীভেদে চ দুর্গতঃ ।
শ্রুত্বা স্তোত্রং মাসমেকং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১
রাজদ্বারে শ্মশানে চ মহারণ্যে রণস্থলে ।
হিংস্রজন্তুসমীপে চ শ্রুত্বা স্তোত্রং প্রমুচ্যতে ॥ ৩২
গৃহদাহে চ দাবাগ্নৌ দস্যুসৈন্যসমন্বিতে ।
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩
মহাদরিদ্রো মূর্খশ্চ বর্ষং স্তোত্রং পঠেত্তু যঃ ।
বিদ্যাবান্ ধনবাংশ্চৈব স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে দুর্গাস্তোত্রং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

[illegible], তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি এবং মোহিনী শক্তি ॥ ২৫

যাহা যাহা এই জগৎ মোহিত করিয়াছে এবং যাহা দ্বারা মূঢ় হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিও মুক্তিপথ দেখিতে পায় না, তুমি আমার সেই [illegible] স্বরূপা—[illegible] মাতা ॥ ২৬

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কৃত এই দুর্গতিনাশন (বিপত্নাশন) দুর্গাদেবীর স্তোত্র যে ব্যক্তি পূজাকালে পাঠ করে, তাহার বাঞ্ছিত অর্থ সকল সিদ্ধ হয় ॥ ২৭

বন্ধ্যা (পুত্র-প্রসবহীনা), কাকবন্ধ্যা (একটি মাত্র পুত্র বা কন্যা হইবার পর আর কোনও সন্তান না হওয়া), মৃতবৎসা (সন্তান হয় আর মরিয়া যায়, এরূপ রমণীকে মৃতবৎসা বলে।) অথবা দুর্ভগা অর্থাৎ পতির দুর্ভাগ্যযুক্তা রমণীও যদি এক বৎসর এই স্তোত্র শ্রবণ করে, তবে সেই রমণীও অবশ্যই সুপুত্র লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৮

মহাভয়ঙ্কর কারাগারে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াও যদি কোনও ব্যক্তি একমাস এই দুর্গাস্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুনিশ্চিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, গলৎকুষ্ঠী, মহাশূলরোগাক্রান্ত কিম্বা মহাজ্বরগ্রস্ত ব্যক্তি এই দুর্গাস্তোত্র একবৎসর শ্রবণ করিলে সে রোগমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০

পুত্রবিচ্ছেদ, প্রজাবিচ্ছেদ ও পত্নীবিচ্ছেদ—এরূপ দুর্গতিযুক্ত কোনও ব্যক্তি এক মাস এই দুর্গাস্তোত্র শ্রবণ করিলে তাহা লাভ করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩১

রাজদ্বারে, শ্মশানে, মহারণ্যে, রণস্থলে ও হিংস্রজন্তু-সমীপে এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় ॥ ৩২

গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, দাবাগ্নি উপস্থিত হইলে, দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে এবং শত্রুসৈন্য পরিবৃত হইয়া পড়িলে এই স্তোত্র শ্রবণমাত্রেই তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৩

যে ব্যক্তি মহাদরিদ্র ও মূর্খ, সেই ব্যক্তিও যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে সেই ব্যক্তি বিদ্বান্ ও ধনবান্ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৪

শ্রীমদ্বাদি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গা-উপাখ্যানে দুর্গাস্তোত্রনামক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥[illegible]

(ব্রহ্মাণ্ডমোহন-প্রকৃতিকবচবর্ণন।)

নারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
ব্রহ্মাণ্ডমোহনং নাম প্রকৃতেঃ কবচং বদ ॥১

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি হে বৎস কবচং সুদুর্লভম্,
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা ॥২
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বং ধর্মায় জাহ্নবীতটে
ধর্মেণ দত্তং মহ্যং চ কৃপয়া পুষ্করে পুরা ॥৩
ত্রিপুরারিশ্চ যদ্ধৃত্বা জঘান ত্রিপুরং পুরা।
মুমোচ ব্রহ্মা যং ধৃত্বা মধুকৈটভয়োর্ভয়াৎ ॥৪
সঞ্জহার রক্তবীজং যদ্ধৃত্বা ভদ্রকালিকা।
যদ্ধৃত্বা হি মহেন্দ্রশ্চ সংপ্রাপ কমলালয়াম্।
যদ্ধৃত্বা চ মহাকালশ্চিরজীবী চ ধার্মিকঃ ॥৫
যদ্ধৃত্বা চ মহাজ্ঞানী নন্দী সানন্দপূর্বকম্,
যদ্ধৃত্বা চ মহাযোদ্ধা বাণঃ শত্রুভয়ঙ্করঃ ॥৬
যদ্ধৃত্বা শিবতুল্যশ্চ দুর্বাসা জ্ঞানিনাং বরঃ
ওঁ দুর্গেতি চতুর্থ্যন্তঃ স্বাহান্তো মে শিরোঽবতু ॥৭
মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরোঽয়ং চ ভক্তানাং কল্পপাদপঃ।
বিচারো নাস্তি বেদে চ গ্রহণেঽস্য মনোর্মুনে ॥৮
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ।
মম বক্ত্রং সদা পাতু ওঁ দুর্গায়ৈ নমোঽন্তকঃ ॥৯
ওঁ দুর্গে রক্ষ ইতি চ কণ্ঠং পাতু সদা মম।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ইতি মন্ত্রোঽয়ং স্কন্ধং পাতু নিরন্তরম্ ॥১০
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ইতি পৃষ্ঠং পাতু মে সর্বতঃ সদা।
হ্রীং মে বক্ষঃস্থলং পাতু হস্তং শ্রীমিতি সন্ততম্ ॥১১

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

(ব্রহ্মাণ্ডমোহন প্রকৃতিকবচবর্ণন।)

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ! আপনি আমাকে প্রকৃতিদেবীর ব্রহ্মাণ্ডমোহন কবচ বলুন। ১

নারায়ণ কহিলেন,—হে বৎস নারদ! আমি তোমাকে অতিশয় দুর্লভ কবচ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পুরাকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া ব্রহ্মাকে এই কবচ উপদেশ করিয়াছিলেন। ২

ব্রহ্মা গঙ্গাতীরে এই কবচ পূর্বকালে ধর্মকে বলেন। পূর্বে ধর্ম পুষ্করতীর্থে এই কবচ আমাকে কৃপাপূর্বক প্রদান করেন। ৩

পুরাকালে ত্রিপুরারি শঙ্কর যাহা ধারণ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা যাহা ধারণ করিয়া মধু ও কৈটভের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, ভদ্রকালী যাহা ধারণ করিয়া রক্তবীজকে সংহার করিয়াছিলেন। ৪

যাহা ধারণ করিয়া মহেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র) কমলালয়াকে লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা ধারণ করায় মহাকাল চিরজীবী ও ধার্মিক হইয়াছেন। ৫

যে কবচ সানন্দচিত্তে ধারণ করায় নন্দী মহাজ্ঞানী হইয়াছেন এবং যাহা ধারণ করিয়া বাণরাজ মহাযোদ্ধা ও শত্রুগণের ভয়ঙ্কর হইয়াছিলেন। ৬

যাহা ধারণ করায় মহর্ষি দুর্বাসা শিবতুল্য ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। "ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। ৭

"ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা"—এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। মুনে! এই মন্ত্রগ্রহণবিষয়ে বেদেও কোনরূপ বিচার করিবার বিধি নাই। ৮

মানুষ এই মন্ত্রগ্রহণমাত্র সদ্যই বিষ্ণুতুল্য হইয়া যায়। "ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" এই নমোঽন্ত দুর্গামন্ত্র সর্বদা আমার মুখ রক্ষা করুন। ৯

"ওঁ দুর্গে রক্ষ" এই মন্ত্র সর্বদা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীং শ্রীং" এই মন্ত্র নিরন্তর আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন। ১০

"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং" এই মন্ত্র সদা আমার পৃষ্ঠদেশ সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। "হ্রীং" এই মন্ত্র আমার বক্ষস্থল রক্ষা করুন এবং "শ্রীং" এই মন্ত্র সতত আমার হস্ত রক্ষা করুন। ১১

* [illegible]

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং পাতু মস্তকং সততং মম।
আস্যং মাং পাতু প্রকৃতিঃ পাতু বক্ষো চ চণ্ডিকা ॥১২
দক্ষিণে ভয়নাশী চ বৈষ্ণবী চ মহেশ্বরী
বারুণে পাতু মাহেশী বায়ব্যাং সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১৩
উত্তরে বৈষ্ণবী পাতু ঐশান্যাং নিত্যশ্রিয়া।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পাতু মাং জগদম্বিকা ॥১৪
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতম্,
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৫
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনৈঃ।
কবচং ধারয়েৎ যস্তু সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
প্রদক্ষিণে সর্ব্বতীর্থানাং পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে
যৎ ফলং লভতে লোকস্তদেকবারণে ধ্রুবে ॥ ১৭
শতলক্ষপ্রজপ্তেনৈব সিদ্ধমাপ্নুয়াদ্ধ্রুবম্,

লোকশ্চ সিদ্ধকবচং নাস্য বিপত্তি দৃশ্যতে ॥ ১৮
ন তস্য মৃত্যুর্ভবতি জলে বহ্নৌ বিষেষু জ্বরম্।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সোঽপি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥১৯
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুতুল্যো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
কথিতং প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুধাখণ্ডং পরং শুভে ॥ ২০
যা এব মুখ্যপ্রকৃতিস্তাঃ সুতাঃ শৃণুতাং বচঃ
কৃত্বা প্রদক্ষিণং যা চ যেন চ শক্তিঃ শুভম্, ॥ ২১
ধ্যায়েত্ তুল্যো ভগবান্ বহূন্ চ শক্তয়ঃ ॥ ২২
কৃত্বা চ প্রকৃতেঃ খণ্ডঃ শুভেক শুভাশ্রয়ম্,
যোগনিদ্রা চ ধ্যানাঃ স্তৌমি শক্তিং জগন্ময়ম্
মহতাঃ পূজা চৈব ধন্যাং শক্তঃ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
যোষোড়শোপচারৈশ্চ প্রোক্তোঽয়ং ধারয়েৎ ধ্রুবম্
পুষ্পালঙ্কারগন্ধৈর্নৈবেদ্যৈর্ভোগাস্ত্রমাল্যপুষ্টৈঃ ॥ ২৪

" ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং" এই মন্ত্র দ্বারা ও কবচের দ্বারা মস্তক রক্ষা করুন। প্রকৃতিদেবী আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন এবং চণ্ডিকা আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন ॥ ১১

দক্ষিণে দক্ষিণ দিক ভয়নাশী, বৈষ্ণবী নৈঋতে মহেশ্বরী, পশ্চিম দিক মাহেশী এবং বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩

উত্তর দিক বৈষ্ণবী এবং ঈশান কোণে নিত্যশ্রিয়া আমাকে রক্ষা করুন। জগদম্বিকা আমাকে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে রক্ষা করুন ॥ ১৪

বৎস নারদ! এই আমি তোমাকে অতি দুর্লভ কবচ-কথা বলিলাম। এই কবচ যে কোনও ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না এবং কাহারও নিকটে ইহা প্রকাশ করিবে না ॥ ১৫

যথাবিধি শ্রীগুরুদেবকে বিধি অনুসারে বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন-চর্চ্চিত (পূজা) করিয়া যে ব্যক্তি এই কবচ ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্য হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬

হে মুনে! মানুষ সমস্ত তীর্থস্থান ও পৃথিবী প্রদক্ষিণে যে ফল লাভ করে, এই কবচ ধারণ করিলে মানুষ সেই ফলই লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭

এই কবচ শতলক্ষ বার জপ করিলে মানুষ সিদ্ধলাভ করিতে পারে না ॥ ১৮

সিদ্ধকবচ মানুষকে জলে ও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেও তাহার মৃত্যু হয় না। (অর্থাৎ জলে ও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেও এবং বিষ পান করিলেও তাহার মৃত্যু হয় না।) সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইয়া যায় এবং স্বয়ং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হয় ॥ ১৯

কোনও ব্যক্তি যদি সিদ্ধকবচ হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্য হইয়া যায়—ইহা সুনিশ্চিত। হে মুনে! আমি তোমাকে সুধাখণ্ড হইতে উত্তম এই প্রকৃতিখণ্ড বলিলাম ॥ ২০

তিনিই মুখ্য প্রকৃতি এবং তাঁহার সুত ধনেশ্বর (বরুণ) সেই দেবী "প্রকৃতি" বলিয়া বন্দনীয়ক শুভকথা লাভ করেন ॥ ২১

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধিমত ধ্যান করিয়া অন্যান্য দেবতাদের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২২

মানুষ এই কবিত্বপূর্ণ ও সুধাখণ্ড প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া যাবতীয় কর্ম্মে প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করিবে যেমন যোগনিদ্রা উত্তম ভক্তিমতাদের ধারণ (পূর্ণ) এবং ধ্যানযোগী সমস্ত বেদ্ গান করিবে ॥ ২৩

হে নারদ! পুষ্প, অলঙ্কার, গন্ধ, নৈবেদ্য ও বস্ত্রালঙ্কার সমূহের উপচারে পূজা ও ষোড়শোপচারসমূহের সাহায্যে পূজা করিবে ॥ ২৪

পুত্রকঃ পুত্রবত্যাং চ ভক্তিমানপরাজিতঃ।
এবং কৃত্বা যঃ পূজয়তি তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ২৫

অন্তে পুত্রপৌত্রাদিভির্যুক্তো সংবৎসরতঃ
[illegible]

তাহার পর ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে এইরূপে মহা-মায়াদি দ্বারা পূজিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের মহাপুরাণের পূজা করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করেন, তাহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন হন ॥ ২৫

দেবীর প্রসাদে (অথবা বিষ্ণুর প্রসাদে) তাহার

অন্তে তুলসী রাজ্যা ন ভক্তিং প্রাপ্য মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে ঊর্দ্ধ্বপঞ্চাশত্তমে প্রকৃতিখণ্ডস্য মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥ ৬৭

ইতি প্রকৃতিখণ্ডং সম্পূর্ণম্।

পুত্র পৌত্রাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও লক্ষ্মী হয়। তাহার পর লক্ষ্মী লাভ করেন এবং দেহান্তে তিনি গোলোকধাম প্রাপ্ত হন। সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের চরণে বাস করেন এবং শ্রীকৃষ্ণে দুর্লভা ভক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডের ঊর্দ্ধ্বপঞ্চাশত্তম প্রকৃতিখণ্ডের মাহাত্ম্য অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

। প্রকৃতি-খণ্ড সম্পূর্ণ ।

. . . .
ঋষি-লোক-শাক-ভাণ্ড-প্রণীত সংযুক্তম্।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্য প্রকৃতিখণ্ডমুত্তমম্ ॥
মহর্ষীণাং [illegible]
বিরাজতু [illegible] ॥

নিবেদন

অনবধানতাবশতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দুইটি শ্লোক এবং প্রকৃতিখণ্ডের ১টি শ্লোক বাদ পড়িয়াছে। এক্ষণে সেই শ্লোকগুলি দেওয়া হইল, যথাস্থানে সেগুলি সংযোজন করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রহ্মখণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠার ১৬তম অধ্যায়ের ৬৩ এবং ৬৪ শ্লোক—

"উক্তবানি দ্যানেন দুর্জন নরাধমা। [illegible] ॥ ৬৩
[illegible] ॥" ৬৪

প্রকৃতিখণ্ডের ৫১২ পৃষ্ঠার ২৭তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক—

"[illegible]।
[illegible] ॥" ১৮

—০—

অথ তৃতীয়ং গণেশখণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[নারদকর্ত্তৃকঃ শ্রীনারায়ণসমীপে গণেশজন্মবিষয়কপ্রশ্নঃ, তদ্বিষয়ে শ্রী-পার্ব্বত্যাঃ মনোরথবর্ণনম্, মহাদেবস্যাপি বদ্যস্যকথনম্]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১

নারদ উবাচ।

শ্রুতং প্রকৃতিখণ্ডঞ্চ সুধাখণ্ডাধিকং বরম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং শ্রেষ্ঠং মূঢ়ানাং জ্ঞানবর্দ্ধনম্ ॥ ২
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গণেশখণ্ডমীপ্সিতম্।
তজ্জন্মচরিতং নূনং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ৩
কথং লেভে সুরশ্রেষ্ঠঃ পার্ব্বত্যা উদরে সুতে
দেবী কেন প্রকারেণ লেভে তাদৃশং সুতম্ ॥ ৪
স চাংশঃ কস্য দেবস্য কথং জন্ম লেভে সঃ
অযোনিসম্ভবঃ কিং বা যোনৌ চ কিং যোনিসম্ভবঃ ॥ ৫
কিং বা তদ্ ব্রহ্মতেজো বা কিং তস্য চ পরাক্রমঃ।
কা তপস্যা চ কিং জ্ঞানং কিং বা বর্ণিতা কবেঃ ॥ ৬
কথং তস্য পুরঃ পূজা বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
স্থিতে নারায়ণে সাক্ষাৎ শক্তে চ ব্রহ্মণি ॥ ৭
পুরাণেষু নিগূঢ়ঞ্চ গণেশস্য পরিকীর্ত্তিতম্।
কথং বা গজবক্ত্রোঽয়মেকদন্তো মহোদরঃ ॥ ৮
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং মম।
সুবিস্তীর্ণং মহাভাগ তৎ সর্ব্বং প্রকাশয় ॥ ৯

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
পাপসন্তাপহরণং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ১০

অনন্তর তৃতীয় গণেশখণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

[নারদ কর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণসমীপে গণেশের জন্ম-বিষয়ক প্রশ্ন, তদ্বিষয়ে শ্রী-পার্ব্বতীর মনোরথ বর্ণন এবং মহাদেব-ভাব ও মনন (শান্তিকরণ) উৎপত্তি।]

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী দুর্গা ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তারপর জয়-পুরাণাদি পাঠ করিবে। ১

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! সুধা খণ্ডাপেক্ষাও অতি-উৎকৃষ্ট, অভীষ্টপ্রদ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উত্তম এবং অজ্ঞ মানবগণের জ্ঞানবর্দ্ধক প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিয়াছি। ২

হে নাথ! এখন আমি গণেশ-খণ্ড শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; তাঁহার জন্মচরিত মঙ্গল-স্বরূপ সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ। ৩

দেবশ্রেষ্ঠ গণেশ কিরূপে পার্ব্বতীর গর্ভে উদরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ("পার্ব্বত্যা উদরে সুতে" এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে এই পাঠান্তর দেখা যায়; নচেৎ "পার্ব্বত্যা উদরে সুতঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে।) দেবী পার্ব্বতী বা কিরূপে তাদৃশ পুত্রলাভ করিলেন। ৪

তিনি কোন্ দেবের অংশ? কেমন বা তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি অযোনি-সম্ভূত? কিংবা যোনি-সম্ভূত? ৫

তাঁহার ব্রহ্মতেজ কি? তাঁহার পরাক্রমই বা কি? তাঁহার কি তপস্যা? কি জ্ঞান? তাঁহার নির্দিষ্ট কর্ম্মই বা কিরূপ? ৬

অনন্তের নারায়ণ, শিব ও ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেমন বা তাঁহার অগ্রে পূজা বিহিত আছে? ৭

সমস্ত পুরাণেই তাঁহার নিগূঢ় কথা কথিত আছে। কেন তিনি গজানন, একদন্ত ও মহোদর হইয়াছেন? ৮

মহাভাগ! এই সব শ্রবণ করিতে অত্যন্ত আমার কৌতূহল হইতেছে; আপনি কৃপা করিয়া অতিশয় বিস্তারে এবং সুবিস্তীর্ণ আকারে এই সব বৃত্তান্ত আমাকে বলুন। ৯

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—নারদ! পাপ ও সন্তাপহারী, সর্ব্ববিঘ্ননাশন, অতিশয় অদ্ভুত এবং রহস্যময় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

সর্বদেবময়ঃ সাধঃ সর্বজ্ঞশিবসেবকঃ
পুরুষো মোক্ষদীক্ষক শাসনুসর্বিদ্ভবেৎ ॥ ১১
হৈমাদ্রিজায়াঃ দেবায়াঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্নুদ্ভবা
যেষ্টী সাধ্বস্তা হৈমোদ্যাম্ দক্ষজা ভবিতা ॥ ১২
যা চ মায়া মহী দেবী স্থাপিতা নিত্যরা পুরা।
দেবা মহাত্মা যোগেন তস্যা হৈমাদ্রিযোগতে ॥ ১৩
শঙ্করাস্ত মহো ভক্ত পার্বতীঃ সর্বতো মুদা
তাং দুহিতা মহাদেবো ভবার্থং নিশ্চিতং মনঃ ॥ ১৪
সভায়াং বহিকর্তা কৃত্বা পুণ্যাশ্রমচিত্তায়াম্ ;
স যেন সর্বসাধ্যেন পুণ্যাধ্যানে তথা মনঃ ॥ ১৫
সহস্রবর্ষপর্যন্তং দেবমানেন শঙ্করঃ।
অযোধ্যেহ মুদাযুক্তঃ বিশ্বকীর্তাধিকঃ পরম্ ॥ ১৬
দুর্বাসাস্তপসানেন স্বামেন দুহিতঃ পিতঃ
দুহিতা সা নিষেদ্ধব্যা দুহুরে ন বিবাহিতম্ ॥ ১৭
ব্রহ্মভাগবতাখ্যানে পুণ্যোদ্বিসরুদ্ভবে।

নানাপুষ্পবিকল্পিতে ভ্রমরধ্বনিসংকুলে ১৮
সুগন্ধি-কুসুমাঙ্গেন বায়ুনা সুরভীকৃতে।
অতীব সুখদে তত্র সর্বতুবিবর্জিতে ॥ ১৯
পৃষ্ঠা অগস্ত্যকুলজা চিন্তয়ঃ প্রাপ্তুং পুরঃ পরাম্।
উদ্যানক পুরুষ্কৃত্য বর্তুবারম্ভচিত্তম্ ॥ ২০
তং নত্বা কথয়ামাস ব্রহ্মা বৃত্তান্তমীদৃশম্।
সাক্ষাদুর্বেশতাঃ সর্বাশ্চিন্তপুত্তলিকা যথা ॥ ২১

অগস্ত্যঃ।

সহস্রবর্ষপর্যন্তং দেবমানেন শঙ্করঃ।
যদ্যৌ ভবন্ত বিশ্রব্ধো ন যোনৌ বিহরাম হ ॥ ২২
হৈমবতস্য বিহারে চ ভগ্নমুক্তাবলীধর
কিং মুক্তাঃ ক্রিয়তাং পত্যা ভবাং কবিতুমর্হসি ॥ ২৩

শ্রীব্রহ্মবরাহঃ।

চিন্তা নাস্তি ভবন্তাঃ সর্বা ভক্তাঃ ভবিষ্যতি।
সর্বে তে সরসাস্তাস্তাঃ ভবন্তা মুক্তা ভিবে ॥ ২৪

ইহা সর্বজ্ঞশঙ্কর, সাধুজন, সমস্তের জ্ঞাতা (ঈশ্বর)-সমান, মুক্তিদ, মোক্ষের দীক্ষাগুরু এবং সমস্ত শাসনের মূলসিদ্ধান্তজ্ঞাতা ॥ ১১

হৈমবতী অর্থাৎ পার্বতির দেবতাদিগের ক্ষেত্রোদ্ভবা হইতে উৎপন্না দেবী হৈমবতীর সহায়তা করিয়া প্রজাপতি দক্ষের কন্যা হইয়াছিলেন ॥ ১২

পুরাকালে সতী নামে যে দক্ষকন্যা বাসী নিজের নিমিত্ত যোগবলে হীন যে তনু ত্যাগ করিয়া হৈমবতী অর্থাৎ হিমালয়ের কন্যা হইয়া দেবতা দেবী উমাকে পুনরায় করিলেন ॥ ১৩

পার্বতীকে বিবাহের জন্য পার্বতীকে আশ্রমমধ্যস্থলের স্থানকে গ্রহণ করিলেন। মহাদেব সেই পার্বতীকে গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট কাল যাপন করিলেন ॥ ১৪

সেই মহাদেব একটা সহস্র বৎসর এই পুণ্যাশ্রমে পুণ্য-কার্যকারীদের অভিমত মহাদেব উপযোগিনী সভা স্থাপন করিয়া দেবী পার্বতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

সাধব! তাঁহাদের উদ্যমের সেই উদ্যম পুরাণ বিশ্বাধিপতি ব্রহ্মলোকের প্রজাপুরুষের দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর হইয়া গেল ॥ ১৬

শিব সেই সময় দুর্গাসহযোগে অবস্থান করিবার সময় সমাপ্ত করে দুহিতা অর্থাৎ অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং সেই দেবীর নিকটের স্মরণ দুহিতা হইয়াছিলেন।

এই অবস্থায় তিনিও বিবা বা রাত্রি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৭

হেন ও তারপর পরিত্যাগ, পুরোহিতদের হতে দুর্ঘটনা, বিভিন্ন নানা পুষ্পসমূহে প্রস্ফুটিত, অমরকুলের গুঞ্জনে মুখরিত, সুরভি পুষ্পসমূহের বায়ুদ্বারা সুরভিত, অতীব সুখদ এবং সর্বঋতুর অনুপস্থিতি সেই বিশেষ স্থানে দিব-দুর্গার সেই সুখের বর্ণন করিয়া সমস্ত দেবতার অন্তরে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন ব্রহ্মাকে আগে করিয়া নারায়ণসকাশে গমন করিলেন ॥ ১৮-২০

তখন ব্রহ্মা সেই নারায়ণের প্রণাম করিয়া শিব-দুর্গার পুরাণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। আর তাহার সমস্ত দেবতাদের চিত্তে অঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল ভাবে বিরাজিত হইলেন ॥ ২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—যোগিরাজ শঙ্কর দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর পর্যন্ত রতিকর্মে নিরত আছেন এবং আমি বিষ্ণুর নিকটেই আছি। তিনি এখন পর্যন্ত বিরত হন নাই ॥ ২২

হে জগদীশ! এই দুই কারণেই শিব ও দুর্গা বৈমুখ হইতে বিরত হইতে পারে নাই কিনা সন্তান উৎপন্ন হইবে। আপনি এ-বিষয়ে যথাযথ উপায় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ২৩

শ্রীবরাহ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এ বিষয়ে

ক্ষেত্রোপাদেন যথৌর্বঃ কৃষ্ণো গতবতি দিবিস্থিতম্ ।
তৎ কুরুষ প্রকৃতয়ে মাঞ্চ দেবায়নেন চ । ২১
যদা চ পরেতো বীরাস্তং পার্থিবা উদ্বহে পরেত
অনোঽপত্যাঙ্ক ভবিতা পুরাণপুরুষির্ধর্মক্ । ২২
ততঃ পঞ্চাশতঃ সর্বে পুরা নারায়ণাদয়ো ।
প্রয়ন্তুর্ণর্ধরাজীয়া কাম্যে ব্রহ্মা নিবাসনম্ । ২৩
তত্রৈব পর্বতশ্রেষ্ঠে যদিষ্টেমে পুরাঃ পরাঃ
বিষয়ধর্মাঃ সর্বে যদুপূর্বমকল্পয়ঃ । ২৪
পঞ্চে রাজা ভূবেরক কুবেরো যক্ষরাজয়ঃ ।
যমীয়ন্ত যক্ষরো যঃ যমীয়পুরুষা । ২৫
ব্রহ্মাণঃ যমৈশ্বর্য ভাস্করক ব্রহ্মাণঃ ।
ব্রহ্মা যথা ভাস্করস্ত ঈশানঃ চন্দ্র এব চ । ২৬
এবং দেবাঃ প্রেরয়ন্তি দেবাস্ত ঋষিভিঃসহ ।

যদ্যুপাত্তরত্ন । ভূবিষ্ঠাক্ত্ব পরস্পরম্ । ২১
যাবদ্বিত্তো যক্ষনিধাঃ পক্ষঃ প্রাপ্ত মহেশ্বরম্ । ৩০

ইন্দ্র উবাচ ।

কিং করোষি মহাভাগ যোগীশ্বর মহেশ্বর যে ।
ভগবান ভগবদ্ভীত ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন । ৩১
ধরিত্রীমেতুরাক্ষৈ,মহাভাগ চ তাবয়ঃ
উবাচ তাভো ধারাণো ভবাংশ্চৈঃ যজ্ঞভূষা । ৩২

শ্রীভূর্গা উবাচ ।

কিং করোষি মহাদেব ভগতাঃ পরিপালক
ভূতানাং মহাভাগ পার্থিবীশ মহেশ্বর যে ।২৩।
ইত্যেবমুক্ত্ব শ্রীভূর্গাঃ প্রণম্য ভবাত্তরঃ
আজগাম যথা চন্দ্র উদয় মন্দরস্তরঃ । ৩৪

তোমরা চিন্তা করিও না, সমস্ত মঙ্গল হইবে। বিষ্ণু। আমার আমার পরমাত্মার কর, আমাদের মূল কোথায় ? ২৯

যে উপায়ে মহেশ্বরের দেহে দুর্নিবারভাবে দুর্নিবে পতিত হয়, তুমি সেইরূপ পতিত সেইরূপ (চেষ্টা) কর। ৩০

যদি সমুদ্র দেবী পার্বতীর উপরে পতিত হয়, তাহা হইলে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র দেব ও অসুরগণের বিনাশকারী হইবে। ৩১

তখন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ নারায়ণের আজ্ঞানুসারে সর্বদা তীব্র অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং তথা উপস্থিত হইলেন। ৩২

তথায় অর্থাৎ সর্বদা কৈলাসোপরি পর্বতশ্রেষ্ঠে বহির্দেশে সেই সব ইন্দ্রাদি দেবে দেবগণ তথে কাতর হইয়া বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৩

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র সূর্যদেবকে, সূর্যদেব বরুণকে, বরুণ যমীশ্বরকে (যমুনাকে), যমীশ্বর যমকে, যম ব্রহ্মাকাশকে (অগ্নিকে), ব্রহ্মাকাশ ভাস্করকে (সূর্যকে), ভাস্কর ব্রহ্মাকে এবং চন্দ্র ঈশানকে—এইরূপে দেবগণ পরস্পরকে প্রেরণা দান করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সহিত মন্ত্র করিয়া অর্থাৎ গোপনীয় পরামর্শ করিয়া অনন্তর মূল বিষয়টি স্থির করিয়া অবস্থানকে গমন করিলেন। ৩৪-৩৫

ব্রহ্মাকাশো যক্ষনিধাঃ পক্ষঃ প্রাপ্ত মহেশ্বরম্ । ৩৩

ইন্দ্র উবাচ ।

কিং করোষি মহাভাগ যোগীশ্বর মহেশ্বর যে ।
ভগবান ভগবদ্ভীত ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন । ৩১
ধরিত্রীমেতুরাক্ষৈ,মহাভাগ চ তাবয়ঃ
উবাচ তাভো ধারাণো ভবাংশ্চৈঃ যজ্ঞভূষা । ৩২

শ্রীভূর্গা উবাচ ।

কিং করোষি মহাদেব ভগতাঃ পরিপালক
ভূতানাং মহাভাগ পার্থিবীশ মহেশ্বর যে ।২৩।
ইত্যেবমুক্ত্ব শ্রীভূর্গাঃ প্রণম্য ভবাত্তরঃ
আজগাম যথা চন্দ্র উদয় মন্দরস্তরঃ । ৩৪

ইন্দ্র কহিলেন,—হে যোগীশ্বর মহাদেব! ভগবানের ভগবান্। হে ভক্তবৎসল! আপনি ভক্তের ভয়হরণ অর্থাৎ মূল কারণ এবং ভক্তবৃন্দের ভয়হরণ; আপনি কি করিতেছেন ? ৩১

ধরি অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহার (সূর্যদেবের) তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার সূর্যদেবের তাহাদের তথায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ভক্তবৃন্দের অর্থাৎ তাহাদের তাহাতে তাহাতে বলিলেন। ৩২

শ্রীভূর্গাদেব কহিলেন,—হে মহাদেব! হে ভক্তপালক ভূতনাথ মহাভাগ পার্থিবীশ! আপনি কি করিতেছেন ? আপনার প্রণাম করি। ৩৩

এই কথা বলিয়াই ভক্তবৎসল সূর্যদেব সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। তথায় সেই সময় চন্দ্র আসিলেন এবং তথায় তথা করিয়া অর্থাৎ যথা যোগ্যভাবে মহাদেবের উদ্দেশে প্রণিপাত। ৩৪

চন্দ্র কহিলেন,—হে ত্রিলোকেশ্বর ত্রিলোচন। আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কি করিতেছেন ? আপনি আত্মারাম অর্থাৎ আত্মতত্ত্বানুসন্ধানেই সদা মূল অনুভব করেন। আপনি পূর্ণকাম অর্থাৎ আপনার কোন বাসনাই অপূর্ণ নাই। আপনার নাম স্মরণ ও চিন্তনে জীবের পূর্বসঞ্চিত পাপ অর্থাৎ সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং পবিত্র হয়। ৩৫

রম্ভ উবাচ ।

কিং করোমি ত্রিলোকেশ ত্রিলোকেশ ময়োচ্যতে যে
[illegible] পূর্ব্বকালে পুনরাগমকৌতুকম্ । ৫৭
[illegible] । [illegible] বিহায় বিশ্বাসিকং
[illegible] বাসয় [illegible] । ৫৮

শম্ভ উবাচ ।

কিং করোমি [illegible] ময়োচ্যতে যে ।
[illegible] শীঘ্রং মমাজ্ঞয়া । ৫৯
[illegible] ।
[illegible] পুত্রঃ পার্ব্বতীসুতঃ । ৬০

দৃষ্টা দ্রুতং পার্ব্বতীং চ পুনরাজ্ঞাং [illegible]
বিষ্ণো [illegible] পার্ব্বতীম্ । ৬১
[illegible] । ৬২
[illegible] । ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible]
[illegible] নাম [illegible] অধ্যায়ঃ ॥ ১

এই কথা বলিয়া [illegible] । [illegible] ৫৬

শম্ভ (শম্ভু) বলিলেন,—হে [illegible] । [illegible] ৫৯

[illegible] । ৬০

অনন্তর [illegible] পুনরায় [illegible] । ৬১

সেই সময় পার্ব্বতীর [illegible] । ৬২

আমি [illegible] । ৬৩

শ্রীমদ্‌ [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(ক্রীড়াবিরতেন শিবেন দেবদর্শনম্, দেবেভ্যো দুর্গাদেব্যা অভিলাষপ্রদানম্, শিবকর্তৃক পার্বত্যাঃ দেবপ্রকাশনম্)

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ততঃ স ভগবান্ দেবো বহিঃ প্রাপ্য মহামুনে
নানাকলিবিধানেন কৃপয়া পার্বতীমপ্যথ ॥ ১

দেবাঃ প্রণম্য তাঃ সর্বাঃ পার্বতীপাদপঙ্কজম্
ব্রহ্মাকর্মসমর্থা চকম্পে পার্বতীমপি ॥ ২

মহাকাল্যা সা দুর্গা ন চ দৃষ্টা পুনঃ পুনঃ।
মনুরিব কোপবহ্নিঃ জ্বলমান দেবতঃ ॥ ৩

অথ প্রকৃতি যে দেবা পার্বতীর্যা জগদ্বিভি।
সমাগ দেবী তান্ দেবান্‌বিজ্ঞা বভূব হ ॥ ৪

ততঃ শিবঃ শিবাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসংরক্তলোচনাম্।
অন্তর্ধায় স্বরূপমাত্মঃ শিবমূর্তিঃ দেবীরূপম্ ॥ ৫

শিবয়া জ্বলিতাঃ দৃষ্ট্বা ক্রোধসংরক্তলোচনাম্।
ততো দৃষ্ট্বা দেবদেবো বাক্যমাদায় স্মিতঃ ॥ ৬

অথৈব শীতঃ সম্ভ্রান্ত উবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৭

শম্ভুর উবাচ

কথং ত্বং বিস্মিতাঽসি কথং কথং মনোহরে।
মম লোচনাস্যেন চ ব্যাপাদিতাঙ্গলম্বে ॥ ৮

কিং দেবকীর্তিঃ কম্পিতাসি মম নাঃ ত্বদর্শিকে।
ব্রহ্মাণ্ডমবিমিশ্রা ত্রিলোকব্যাপিনীমমেঃ
মহেশ বিমলাঃ নাঃ প্রবলা তব সুন্দরী ॥ ৯

দৈত্যান্ধকারবেধেন শাক্তিঃ ন কর্তুং মে প্রি।
যথা সুখং নিবোধ্বর্ক সর্বেষাং নিবারয়েঃ ॥ ১০

যথা বিনা দীপ্যন্তঃ সম্ভবে হৃদিঃ সদা
তৎপ্রিয়ে কুর্বিতঃ শক্তিযুক্ত কথা যথা ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ক্রীড়াবিরত শিব কর্তৃক দেবগণকে দর্শন, দেবগণকে দুর্গাদেবীর অভিলাষপ্রদান এবং শিবের নিকট পার্বতীর দেবপ্রকাশ।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! মহাদেব বহির্মুখ-ভাবে গমন করিয়া সত্বর দেবগণকে দর্শন করিলেন এবং পার্বতীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দেবগণকে বলিলেন—তোমরা গমন কর। ১

তখন দেবগণ পার্বতী দেবীর সাক্ষাৎ জীত হইয়া পলায়ন করিলেন। তিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্রী, সেই মহাদেব শিব পার্বতী দেবীর প্রতি তখন ক্রোধিত থাকিলেন। ২

অতঃপর দেবী দুর্গা সত্তা হইতে উত্থিত হইয়া দেবগণকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া অন্তরে উদিত ক্রোধানল শিব দেবেই অর্পিত করিয়া রাখিলেন। ৩

শিব তখন সেই দেবী দুর্গা দেবগণের জন্য এই অভিলাষ প্রদান করিলেন যে, আমাদের অভিপ্রায় সেই দেবগণ আর হইতে সর্ব দীর্ঘ কাল সমান উপাসনে সমর্থ হইবে। ৪

তাহার পর শিব ক্রোধে রক্তনয়না, লোকসংহারকর্ত্রী, রক্তবর্ণা এবং ভূষণে অলঙ্কারিণী অর্থাৎ আভার তোমার আকার দেখিয়া কি দেব গণ আর্তস্বরে—

এমন অবস্থায় শিবকে দেখিয়া শিব ক্রোধসংরক্তলোচনা ও ভুবন সেই দুর্গাকে দেখিয়া উঠিতে হাত ধরিয়া আর শিব বলে অনাদিকে অর্ধেক দান করিলেন এবং অভিলাষ তাও সহস্র হইয়া মধুর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ৫-৭

শম্ভু কহিলেন,—হে সর্বজগন্মাতঃ! তুমি কেন (সহজ স্বরূপী—সুন্দররূপা, মনোহরা, আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী); তুমি কেন ক্রোধী হইয়াছ। হে কল্যাণি! তোমার অভীষ্ট কি? তুমি আমাকে তাহা বল, আমি পরিপালন করিব। ৮

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমাদের উভয়ের আর আমরা কি আছে? অতএব সুন্দরি! আমি শিবময়, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ৯

যদি দৈত্যের অন্ধকারের আমার কোনও দোষ হইয়া থাকে, তবে তুমি সেই দোষ ক্ষমা করিয়া দাও। (যদিও আমি শিব—অর্থাৎ সর্বই কল্যাণময়, তথাপি) তোমার দ্বারা আমি যুক্ত থাকিলেই শিব এবং সেই অবস্থা ব্যতীত অকল্যাণময়। ১০

তোমা ব্যতীত আমি হইয়া হইতেছি শব-তুল্য অশিব—অশক্তি ও অকল্যাণকর। তুমি প্রকৃতি, তুমি বুদ্ধি, তুমি ক্ষমা এবং দয়া। ১১

তুষ্টিশ্চ তথা পুষ্টিঃ শান্তিশ্চ ক্ষান্তিরেব চ।
ক্ষুৎ তৃষ্ণা তথা নিদ্রা তন্দ্রা শ্রদ্ধা সুরেশ্বরি ॥ ১২
সর্বাত্মস্বরূপা ত্বং সর্বলোকস্বরূপিণী
শিবমূর্তিঃ ত্বং হৃষ্ট [illegible] নমস্তে শিবে ॥ ১৩
[illegible] কোন গুণং [illegible] ॥ ১৪
[illegible] ক্তো [illegible] পার্বতী।
[illegible] দেবী [illegible] ॥ ১৫

পার্বত্যুবাচ

[illegible] সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শিনম্
সর্বব্যাপিনং পূর্ণকামং সর্বলোকার্চিতম্ ॥ ১৬
কামিনী [illegible] ॥
সর্বদা [illegible] কিম্ ॥ ১৭
[illegible]।

অজ্ঞানাদপি সর্বাণি [illegible] ॥ ১৮
[illegible] বিরুদ্ধং [illegible]।
[illegible] ॥ ১৯
[illegible]
[illegible] ॥ ২০
[illegible] দিনে দিনে।
তথা [illegible] ॥ ২১
[illegible]।
[illegible] ॥ ২২
[illegible]।
[illegible] ॥ ২৩
[illegible] ॥ ২৩
[illegible] ॥ ২৪

তুমি তুষ্টি ও পুষ্টি। তুমি শান্তি এবং ক্ষান্তি। হে সুরেশ্বরি! তুমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও শ্রদ্ধা ॥ ১২

হে শিবে! তুমি সকলের আত্মস্বরূপা, সকলের বীজ অর্থাৎ মূল কারণস্বরূপা। তুমি [illegible] সকল লোকেরা তোমার নিকট [illegible] হয় ॥ ১৩

দুর্গে! আমি তোমার কোন গুণ [illegible] হইয়া [illegible] হইয়া [illegible]। তুমি এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৪

মহাদেব এই প্রকার স্তব করিয়া [illegible] পার্বতী [illegible] নিকটে [illegible] ॥ ১৫

পার্বতী কহিলেন,—মহেশ্বর! আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বব্যাপী, পূর্ণকাম এবং সকল লোকেই অর্চিত, আপনাকে আমি আর কি বলিব? ১৬

কামিনী [illegible] স্ত্রী নিজের [illegible]— [illegible]; কিন্তু আপনি [illegible], সুতরাং আপনাকে আর আমি [illegible] কি বলিব? ১৭

[illegible] ॥ ১৮

হে সুরেশ্বর! [illegible] ॥ ১৯

[illegible] যে দুঃখ হয়, [illegible] কোনও দুঃখ নাই। [illegible] যে শোক হয়, তাহা অতি বিষম ॥ ২০

হে বিশ্বেশ্বর! [illegible] দিনে দিনে [illegible] হইয়া থাকে ॥ ২১

[illegible] ॥ ২২

[illegible] ॥ ২৩

[illegible] যে স্ত্রী পুত্রহীনা, তাহার জীবনই বিফল ॥ ২৪

কদাচিদ্যথা পূর্ণঃ কলয়াংশেন ভূতলে ।
নানাকল্পানুরূপেণ পরমেশ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৫
তপঃফলং বা মিথোঽস্ত্যস্য সাধিতস্য পরমাত্মনঃ ।
তপস্যা তপসাং তেষাং কল্পান্তরে ক্ষণেন ॥ ২৬
যাদৃশী যাদৃশী পূর্বং যস্য স্বর্গে নিজে স্থিতা ।
যাচ্ঞা স্ত্রী যাচ্ঞাপূর্ণা চ প্রকৃতিঃ ত্রিতয়াত্মিকা ॥ ২৭
দয়ালুর্বৈ বিকৃতপ্রাণা চ যদা দয়াপ্রসাদিনী ।
দুর্গাসো যোনিভিত্তো দৈবতাবলীতি হি স্মৃতা ॥ ২৮
ত্রিভুবনে কথিতানি যদ যোগীন্দ্রসেব্য ।

ঈশ্বরো জগতাং সর্ব্বেষাং জনকস্ত ॥ ২৯
উপায়ং পার্ব্বতীং দেবীং মহেশং বদ মে ।
এতচ্চ বচনং দেবী দেবেশং পার্ব্বতী ॥ ৩০
সংপুত্রমেব সুখদং সত্যং সারমভীষ্টম্ ।
হিতং প্রিয়ং সুচরিতং বচনং মুনিসত্তম ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-
সংবাদে গণপতিখণ্ডে শিবাশিবয়োঃ পুত্রোৎসুকতা
সমালোচনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

যখন এ সব কাজ যে পূজা উচিত হয়, তাহা কেবল পদ্মকে (পদ্মযোনিকে) পুত্রলাভ জন্য ; কিন্তু নারায়ণের পূজা শাস্ত্রমত ও বৈষ্ণবের—এই উভয় যোগেই পূজা প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৫

মনুষ্য যাবৎকাল জন্ম, যেইরূপ কর্ম্ম পুণ্যই পুত্র প্রদান করে। কিন্তু যে পুত্র, যে পুণ্যের এবং যে যোগে জন্মলাভ লাভ করে ॥ ২৬

যাহা বিবাহকালে নিজের স্ত্রীর গর্ভে পুত্রের জন্ম গ্রহণ করে, উহা এক প্রকার। সেই কারণে নারী স্ত্রী সদা আত্মতুল্যা বিভাবিনী হয় ॥ ২৭

দয়ালু স্ত্রী কিন্তু পতিতুল্যা সদা সকলে প্রকাশ করে। যে স্ত্রী পুণ্যবতী—পুণ্য, প্রকৃতিস্থিতা এবং যে স্ত্রী যোনি-দুষ্টা—অসূয়াপরায়ণা অধিকারিণী, এই উভয়বিধা ঐ দেবী ভবানী স্ত্রী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ২৮

হে নাথ! আপনি যোগীন্দ্রগণেরও ঈশ্বর, সমস্ত জগতের জন্মদাতা এবং ঈশ্বরের প্রভু, অতএব আপনি এই উপায় আমাকে উপদেশ করুন, আমি এখন কি করিব? ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী নম্রবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বুঝাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

ভগবান্ শম্ভু সংপুত্র লাভের নীতিবচন অর্থাৎ সুখ কারণ, সুখদ, মহাজ্ঞানের হেতু, হিত—পরিণাম অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত, প্রিয়—মনোরম এবং সত্য কথিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩১

শ্রীমদ্বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণপতিখণ্ডে দুর্গা ও শিবের পুত্র-লাভের উপায় সমালোচন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[পার্বতীং প্রতি হরিভক্তগণের বিভূতিবর্ণন, হরিভক্ত শ্রেষ্ঠত্ব সংকথনঞ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।
শৃণু পার্বতি বক্ষ্যামি [illegible] কথিষ্যামি
[illegible] । ১
[illegible]
[illegible] । ২
[illegible]
[illegible] । ৩
[illegible]
[illegible] । ৪
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] । ৫
[illegible]
[illegible] । ৬
[illegible]
[illegible] । ৭
[illegible]
[illegible] । ৮
[illegible]
[illegible] । ৯
[illegible]
[illegible] । ১০
[illegible]
[illegible] । ১১

তৃতীয় অধ্যায়

[হরিভক্ত [illegible] পার্বতীর [illegible] এবং হরিভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ।]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—পার্বতি! আমি [illegible], তুমি শ্রবণ কর; ইহাতে তোমার [illegible]। এই [illegible] । ১

[illegible] । ২

হে সুন্দরি! তুমি [illegible] —[illegible] । ৩

এই [illegible] । ৪

প্রিয়ে! যেমন [illegible] । ৫

যেমন [illegible] । ৬

প্রিয়ে! যেমন [illegible] । ৭

যেমন [illegible] । ৮

যেমন [illegible] ([illegible]) [illegible] । ৯

যেমন [illegible] । ১০

[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) ॥ ১১

---

* [illegible] (৮) [illegible],—১। [illegible], ২। [illegible], ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ৭। [illegible] ৮। [illegible] এবং ৯। [illegible]। [illegible],—১। [illegible] ২। [illegible], ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] এবং ৭। [illegible]।

যথা কাশী পুরীণাঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রপ্রিয়াং যথা।
বলভদ্রঃ সুখদানাঞ্চ সুখদানাঞ্চ বহুতঃ॥ ১২
শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাঃ দিক্পালাঃ গণিনো যথা।
হনুমান্ বানরাণাঞ্চ দেবানাং ব্রাহ্মণানয়ম্॥ ১৩
বৃহস্পতির্যথা বিপ্রা কবিনা চ মহোক্ষা।
আত্মানো ব্যাপকানাঞ্চ শ্লোকানাং শোভনং যথা॥ ১৪
নিত্যানাং হরিস্তথা পুত্রানাং হরিভিক্ষুম্।
সর্ব্বাসাং সুরাণাং নাশী কিরাতাঞ্চ যথা সদা॥ ১৫
পাশানাঞ্চ যথা নিত্যা শাস্তিনাং পুরন্দরী যথা।
পুষ্পানাঞ্চ যথা পদ্ম বনানাং হরিসেবনম্॥ ১৬
যথা বৃক্ষ মহানাং যথা ব্রহ্মা তপস্বিনাম্।
অদ্ভুতঃ কল্পবৃক্ষানাং মহাত্মাং কাঞ্চনং যথা॥ ১৭
পুণ্যদানাং যথা যোগ্যং কল্যাণঞ্চ হরিনামং।
মুক্তিঃ বৈষ্ণবানাঞ্চ নিত্যানাং বিষ্ণুতত্ত্বম্॥ ১৮
গরুড়ঃ পক্ষিনাঞ্চৈব গণিনাং বিষ্ণুপার্ষদঃ।
যোগিনাঞ্চ কুমারশ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ॥ ১৯
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো জীবো বুদ্ধিমতাং যথা।
মুক্তানাং যথা শুদ্ধঃ কাব্যানাঞ্চ পুরাণকম্॥ ২০
যোগীশ্বরাণাং দত্তশ্চ যথা সূর্য্যো জ্যোতিষাম্।
সত্যানাঞ্চ যথা মুক্তিঃ বিপ্রশ্চিন্ত সম্পদাম্॥ ২১
পক্ষিণাং বৈষ্ণবাশ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
বিদ্যুতশ্চ বহ্নীনাং জীবানাং মহাবিষ্ণুঃ॥ ২২
নিত্যাঞ্চ যথা বাণী সাবিত্রী ছন্দসাং যথা।
যথা কুবেরো যক্ষানাং শর্ম্মাণাং মার্কণ্ডেয়ঃ॥ ২৩
যথা পিতা যে দৈত্যানাং প্রহ্লাদ পুণ্যকীর্ত্তিঃ।
যোধানাং রামদেবশ্চ কুলানাঞ্চ যথা ভৃগুঃ॥ ২৪

যেমন পুরীসমূহের মধ্যে কাশী, তেজস্বীদিগের মধ্যে সূর্য্য, সুখদাতাদের মধ্যে চন্দ্র এবং সুখদাতার মধ্যে দয়ার (বলদেব) শ্রেষ্ঠ। ১২

যেমন শাস্ত্রসকলের মধ্যে বেদ, দিকপাল মধ্যে কপিল, বানরগণের মধ্যে হনুমান্ এবং দেবসমূহের (ঋষি ও পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণের) মধ্যে ব্রাহ্মণ মুখ শ্রেষ্ঠ। ১৩

বন্দনাসমাবিষ্টদিগের মধ্যে বৃহস্পতি কবিশ্রেষ্ঠদিগের বিদ্যা, ব্যাপকসমূহের মধ্যে আকাশ এবং শ্লোকসকলের মধ্যে নাম যেমন শ্রেষ্ঠ। ১৪

যেমন নিত্যগণে হরিকথা, পুত্রসমূহের মধ্যে হরিভিক্ষা, সর্ব্বসমূহের মধ্যে পুরাণ এবং কিরাতদের মধ্যে সদা শ্রেষ্ঠ। ১৫

যেমন পাশসমূহের মধ্যে নিত্যা, শান্তিদের মধ্যে পুরন্দরী (লক্ষ্মী), পুষ্পসমূহের মধ্যে পদ্ম এবং বনসমূহের মধ্যে হরিসেবা শ্রেষ্ঠ। ১৬

যেমন বৃক্ষসমূহের মধ্যে বট, তপস্বিগণের মধ্যে ব্রহ্মা, কল্পবৃক্ষসমূহের মধ্যে অদ্ভুত এবং মহাত্মাদের মধ্যে কাঞ্চন শ্রেষ্ঠ। ১৭

যেমন পবিত্রকারী বস্তুসমূহের মধ্যে জল, জল সমূহের মধ্যে অগ্নি, বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে মুক্তি এবং নিত্যসমূহের মধ্যে বিষ্ণু-তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। ১৮

যেমন পক্ষিদের মধ্যে গরুড়, গণিদের মধ্যে বিষ্ণু-পার্ষদ, যোগিগণের মধ্যে কুমার (সনৎকুমার) এবং দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ শ্রেষ্ঠ। ১৯

যেমন গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে জীব (বৃহস্পতি), মুক্তদিগের মধ্যে শুকদেব এবং কাব্যসমূহের মধ্যে পুরাণ শ্রেষ্ঠ। ২০

যেমন যোগীশ্বরগণের মধ্যে দত্ত, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্য, সত্যসমূহের মধ্যে মুক্তি এবং সম্পদসমূহের মধ্যে বিপ্রচিত্ত শ্রেষ্ঠ। ২১

যেমন পক্ষিদিগের বৈষ্ণব, বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ (শ্রেষ্ঠ) —বহ্নি সমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ এবং জীব সকলের মধ্যে মহাবিষ্ণু শ্রেষ্ঠ। ২২

যেমন নিত্যদিগের মধ্যে সরস্বতী, ছন্দসমূহের মধ্যে সাবিত্রী, যক্ষগণের মধ্যে কুবের এবং ঋষিদের মধ্যে মার্কণ্ডেয় শ্রেষ্ঠ। ২৩

অর্থ। যেমন দৈত্যগণের মধ্যে যোগ্য পিতা প্রহ্লাদ, যোদ্ধাদের মধ্যে রামদেব, কুল-সমূহের মধ্যে ভৃগু এবং বংশসমূহের মধ্যে ভৃগু শ্রেষ্ঠ। ২৪

যেমন পুষ্পজাতিদিগের মধ্যে তুলসী, সৌন্দর্য্যশালিনীদিগের মধ্যে রম্ভা, অপ্সরাগণের মধ্যে উর্ব্বশী এবং দ্বিতীয়া (বিশ্বকর্ম্মা) শিল্পিদিগের মধ্যে শিল্পী (দেবশিল্পী) শ্রেষ্ঠ। ২৫

[illegible] যথা [illegible] ।
[illegible] [illegible] যথা ॥ ২৫
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] যথা ॥ ২৬
যথা [illegible] যথা ।
[illegible] যথা ॥ ২৭
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ২৮
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ২৯
[illegible] যথা ।
[illegible] [illegible] ।
[illegible] যথা ॥ ৩০
[illegible] লোকেষু [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ৩২
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ৩৩
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ৩৪
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ৩৫
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ॥ ৩৬
[illegible] [illegible] ॥ ৩৭

[illegible] ([illegible] পুরাণ [illegible]) [illegible] (বিষ্ণুস্তম্ভ), [illegible] শ্রেষ্ঠ ॥ ২৬

যেমন [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] যেমন [illegible] (শিব) শ্রেষ্ঠ ([illegible] — "[illegible]" । [illegible]) ॥ ২৭

যেমন বৃক্ষ ([illegible])-দিগের মধ্যে [illegible] [illegible] ([illegible]) শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮

যেমন [illegible] ([illegible]) [illegible] শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯

যেমন [illegible] [illegible] এবং যেমন [illegible] [illegible] "পুরাণ" [illegible] শ্রেষ্ঠ ॥ ৩০

হে মহাদেবি ! [illegible] দুর্লভ এই পুরাণ [illegible] তুমি [illegible] । এই [illegible] তোমার [illegible] হইবে ॥ ৩১

এই পুরাণ [illegible] সেই শ্রীকৃষ্ণ [illegible], যিনি সকল [illegible] এবং [illegible] কোটি কোটি [illegible] মুক্তি লাভ করে ॥ ৩২

যে মানব শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হইতে [illegible] এবং [illegible] এই ভারতবর্ষে সেই মানবই [illegible] করিয়া থাকে ॥ ৩৩

কেবল তাহাই নহে, সেই মানব [illegible] কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া [illegible] এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হইয়া [illegible] করিতে থাকে ॥ ৩৪

হরিভক্ত মানব [illegible], [illegible] এবং [illegible] করিয়া [illegible] করে ॥ ৩৫

পার্বতি ! [illegible] তুমি [illegible] শ্রীহরির [illegible] এবং [illegible] এই পুরাণ [illegible] করিতে থাক ॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া সেই [illegible] পার্বতী দেবীর

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৮

[illegible]

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে [illegible] তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

[illegible] ॥ ৮৪-৮৮

[illegible]

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিবেন পার্ব্বত্যৈ দেবীভ্যশ্চ পুণ্যক-ব্রতবিধান-নিয়ম-ফল-ব্রতোপযোগি-দ্রব্যাদীনাং কথনম্ ।]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অথ ব্রতবিধানঞ্চ দুর্গা [illegible] ।
[illegible] ব্রতবিধানঞ্চ [illegible] ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ ।

[illegible] ব্রতবিধানং [illegible] বেদবিদাং বর ।
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো পরাৎপর ॥ ২
যানি ব্রতোপযুক্তানি দ্রব্যাণি চ ফলানি চ ।
[illegible] নিয়মং [illegible] বিধানং [illegible] ॥ ৩
[illegible] ।

পুণ্যপদ্মাকরান্ [illegible] ॥ ৪
[illegible] চোপযুক্তানি [illegible] ব্রতানি [illegible] চ
[illegible] সর্ব্বং [illegible] স্বামী চ সর্ব্বঃ ॥ ৫
পিতা [illegible] চ সর্ব্বানন্দকারকঃ
[illegible] পুত্রঃ [illegible] চ [illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] ।
[illegible] চ [illegible] ॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায় ।

[শিব কর্ত্তৃক পার্ব্বতী [illegible] নিকটে পুণ্যক-ব্রতের বিধান, নিয়ম, ফল এবং ব্রতোপযোগী দ্রব্যসমূহের বর্ণন ।]

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible] । [illegible] দুর্গা [illegible] নিকট [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] এবং [illegible] নিকটে [illegible] সম্পূর্ণ ব্রতবিধান [illegible] করিলেন ॥ ১

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে [illegible] ! হে নাথ ! হে [illegible] ! আপনি [illegible] সম্পূর্ণ ব্রতবিধান [illegible] ॥ ২

[illegible] ! এই পুণ্যকব্রতের [illegible] ও [illegible] কি ? [illegible] নিয়ম, [illegible] বর্ত্তমান [illegible], নিয়ম ও তাহার [illegible] ॥ ৩

হে নাথ ! আমি [illegible] করিয়াছি যে, আপনি [illegible] পুণ্যকব্রত [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] ॥ ৪

[illegible] আপনি [illegible] করিয়া দিন ; কারণ, [illegible] সব কিছু [illegible] করিয়া থাকেন ॥ ৫

[illegible] :— [illegible] : যথা— ১। [illegible] ২। [illegible] ৩। [illegible] বর্ত্তমান [illegible], যৌবন ও বার্দ্ধক্য—এই তিন [illegible] পিতা [illegible] পরিপালন করেন [illegible] (স্বামী) যৌবনকালে [illegible] করেন এবং পুত্র বার্দ্ধক্যকালে রক্ষা করে ॥ ৬

পিতা [illegible] করিয়া নিশ্চিন্ত হন । [illegible] পুত্রের নিকটে [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ৭

যে স্ত্রী পিতা, পতি ও পুত্র—এই তিন [illegible] ([illegible]) কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত [illegible] বা পরিত্যাজিত

এতেষাঞ্চ সর্বেষাম্ আত্মীয়া যা তনয়াস্তয়ে।
বিশিষ্টাভেষু সংজাতা সর্বদেবস্তুতো ভবেৎ। ৯
সর্বাসাং তনয়ানাঞ্চ সর্বসাধ্বী চ সর্বদি।
দেবি ত্বঞ্চ পুত্রবতঃ সাধ্বিনির্ভিদ্বেষ্টুকম্ব। ১০
আশীর্বোধানুমানেন মমাস্থানি নিবেদিত্ব।
সর্বাস্তনয়াভিপ্রায়ঞ্চ বোধয়ঃ বোধয়ামি ত্বিম্। ১১
ইত্যুক্ত্বা সাধ্বী প্রীতা পলায় স্বাশিষ্ট পদে।
কৃপাসিন্ধুশ্চ ভগবান্ প্রবক্তুমুপচক্রমে। ১২

শ্রীভগবান উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বিধানং বিজয়ঃ ফলম্।
ফলানি চৈব তস্যাশ্চ প্রকোপশ্চৌষধিকানি চ। ১৩
বিপ্রাণাং শঙ্করঃ শুক্লঃ ক্ষত্রিয়াণাং সুলোহিতম্।
বৈশ্যানাং শঙ্করঃ শ্যামঃ শিবুকঞ্চ সুতারিষম্। ১৪
সর্বেষ্টবিধানস্যা দেবদেবাত্মনায়কম্।
প্রথমং ত্রিরাত্রকালাং সর্বেষাং ভাবিনাং ভবেৎ।
সমংকুমারাং বক্ষ্যামি পৃথগ্ ভগবদাদরে। ১৬
দেবি ত্বঞ্চ চ কালে চ পরঃ নিয়মপূর্বিকম্।
মাসতত্রয়মারভ্যাং ব্রতারম্ভঃ শুভঃ স্থিরে। ১৭
গত্বা পূর্বদিশাং কৃত্বা ক্রিয়াঃ মাঙ্গল্যপূর্বিকম্।
ঈশানাং পূর্বদিগ্ভাগে স্থরং প্রকাশ্য যত্নতঃ। ১৮
আচম্যোদয়বেলায়াং ভস্মাচ্ছাদ্য যত্নতঃ।
মূর্ধপ্রকাশনং কৃত্বা স্নায়াচ্চ নির্মলে জলে। ১৯

হইতে থাকে, সে-ই দুইটি পরমা তনয়াবতী। কিন্তু এই ত্রিশ বছর যদি সে দুইটি একজনের অধিক হয়, সেই দুই তনয়া তনয়াবতী অর্থাৎ তনয়াসমূহ তনয়াবতী বলিয়া অভিহিত হয় এবং সে দুই সন্তানেরও অধিক এই বছরের হইলে, সেই দুই পুত্রবধূ অথবা—বহুতনয়াবতী বলিয়া অভিহিত হয়। ৮

যে দুই এই ত্রিশ বছর বিবাহই থাকিয়া ভৌম মাসের অন্তে, সেই দুই ত্রিশবছর তনয়াবতীয়া হয়। কিন্তু কোনও দুই বর্ষ ইহাদের ভাব করিয়া আসন আসনে অবস্থান করে অথবা অন্যের বিপরীত সাত হইয়া থাকিতে থাকে হয়, তবে সেই দুই বিধিকা হয় অর্থাৎ মোক্ষে অবস্থা বিদ্যা করে—ইহা দেবতারা হইতে আমি অভিহিত। ৯

হে ভগবন্। আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, অতএব আপনি আমার বিষয় আত্মস্তুতির ভাল সুন্দর প্রকাশ করুন। ১০

হে প্রভো। আমি নিজের ভাব ও অনুমান অনুসারে আপনার নিকট মম বিষয়ের করিলাম। আপনি মনোমত প্রকাশিত অভিপ্রায় আমার এবং বুদ্ধির অবশ্য আসন, সুতরাং আপনাকে আর আমি কি বুঝাইব। ১১

এই কথা বলিয়া দেবী পার্বতী প্রীতিসহকারে আমীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কৃপাসাগর ভগবান্ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

শ্রীভগবান বলিলেন,—হে দেবি! আমি তোমাকে পুত্রক-লাভের বিধান, বিজয়, তাহা এবং তাহার ঔষধোপযোগী প্রকাশসমূহ ও ফলসমূহ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১৩

এই ব্রতের ফল ও পুণ্য সম্বন্ধের তত্ত্ব এত পর্যন্ত বলিয়া ব্রাহ্মণের জন্য বলিয়া বিধান এবং তাহার প্রকাশিত সম্প্রদায়ের তত্ত্ব এত পর্যন্ত কৃপা বিস্তার করিলাম। ১৪

সমস্ত কার্য করিতে একমত এক হইলে বিমুক্ত করিলাম। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রতের বিধানবিধি, হে ও দেবাদিদেবপত্নী বিদায়, ত্রিরাত্রব্রতের মতো প্রকাশ, সর্বজ্ঞ, ভাবিবিধানের এবং অনুকূল প্রকাশকারী এই সমস্তকুমারের কৃপি এই ব্রতের তত্ত্ব পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্ম করুন। ১৫-১৬

দেবি! তিনবছরে। অতএবের মাস মাঘের শুক্লা প্রতিপদা তিথিতে নিয়ম পূর্বক এই পুণ্যব্রত আরম্ভ করিলে অবশ্য শুভফল হয়। ১৭

পূর্ব দিকের মঙ্গলের সাজায় করিয়া ও সর্বাগ্রে পূর্বদিক করিয়া ঈশানের করিবে এবং যত্নসহকারে পরিচয় যত্ন প্রকাশিত করিয়া রাখিবে। ১৮

অবশেষে পরিশেষে প্রকাশস্থানে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি আচমনের করিয়া করিয়া হইতে উঠিয়া মুখ প্রকাশকারি সৌভাগ্য সমাপন পূর্বক নদী বা পুষ্করিণী প্রভৃতির নির্মল অবশ্য জলে অবতরণ করে সেই অবস্থায় যদি অন্য পূর্বক মন্ত্রসহকারে 'অপবিত্রঃ পবিত্রো বা' ইত্যাদি মন্ত্র-পবিত্রকারক মন্ত্র পাঠ করিয়া পবিত্র হইবে এবং অভি-

আচম্য বহ্নপুত্রো হি ধরিত্র্যামপূর্বকম্ ।
ধর্মাদীন্ বরুণে মন্ত্রা পূজয়েত্তা নমস্ততঃ ॥ ২০
যোষেৎ চ শালগ্রামে ঘটে উপবিশ্যাসনে শুচৌ
আচম্য তিলকং কৃত্বা নির্মাণাম্বাহিকং পুরঃ ॥ ২১
বস্ত্রাযোগ্যবং কৃত্বা বহ্নিবাচনপূর্বকম্,
পুষ্পাদিকঞ্চ বহ্নং পুনঃ কৃত্বা প্রযত্নতঃ ।
সম্যক্ ধ্যোবিধিবিকং প্রতিঃস্থং সমাচরেৎ ॥ ২২
ততো ঘটানি বিন্যানি তোরণাদানি যেত্নং ।
ধ্যোনি বিধাং যেযেদ্যি কৃষ্ণাং সমাচরেৎ ॥ ২৩
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ॥ ২৪
মধুপর্কং স্নানীয়ং বস্ত্রাণি ভূষণানি চ ।
গন্ধাদি পুষ্পধূপঞ্চ দীপনৈবেদ্যকম্ ॥ ২৫
যজ্ঞসূত্রঞ্চ তাম্বূলং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
[illegible] ॥ ২৬

দেবি কিঞ্চিদ্ বিদিত্বৈবাবশ্যকানি প্রদাপয়েৎ ।
[illegible] ।
[illegible] প্রদাপয়েৎ ॥ ২৭
অষ্টোত্তরশতং পুষ্পং পারিজাতস্য বিভবে
দেয়া ভক্তিবিশ্বা দুর্গে [illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] পূজনকম্ ।
ভক্ত্যা দেয়ং [illegible] ॥ ৩০
[illegible]
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] শ্রীহরি [illegible] করিবে । ১৮-২০

তাহার পর পূর্বদিকে [illegible] স্থাপন (শালগ্রাম ও ঘট) [illegible] আসনে উপবেশন করিয়া আচমন পূর্বক তিলক ধারণ [illegible] করিবে । ২১

প্রথমে [illegible] পুরোহিত [illegible] করিয়া [illegible] পূর্বক [illegible] করিয়া এই বেদবিহিত পূজন-দ্রব্য [illegible] করিবে । ২২

দেবেশ্বরি দুর্গে ! এই [illegible] ষোড়শ উপচার [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] প্রদান করিতে হইবে । ২৩

ষোড়শ উপচার যথা—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও জল । ২৪-২৫

যজ্ঞসূত্র এবং কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল (পান),— [illegible] পার্বতি । এই সকল দ্রব্যই পূজার [illegible] বিহিত আছে । ২৬

দেবি ! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যদি কোনও একটি বস্তুর অভাব হয়, তবে [illegible] হইবে । অতএব [illegible] ; [illegible] হইলে পর ফলাদি [illegible] । ২৭

হে দুর্গে ! বিষ্ণুর [illegible] অষ্টোত্তর শত অর্থাৎ ১০৮টি পারিজাত পুষ্প বিষ্ণুকে প্রদান করিতে হয় । ২৮

বিষ্ণুর [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] শ্রীহরিকে এক লক্ষ করিয়া [illegible] পুষ্প প্রদান করিবে । ২৯

বিষ্ণুর [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] শ্রীহরিকে এক লক্ষ করিয়া [illegible] প্রদান করিবে । ৩০

[illegible] শ্রীনারায়ণকে [illegible] প্রদান করিবে । ৩১

হে দেবেশ্বরি দুর্গে ! [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] প্রদান করিবে । ৩২

[illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] শ্রীহরির [illegible] প্রদান করিবে । ৩৩

অনুরাগরুচিরঃ পুটিকাবাসঃ প্রহরণম্
প্রেয়ঃ যোগিতেজসা সাধিতাত্মসংস্কারঃ ॥ ৭৪
বন্ধুকপুষ্পলক্ষঃ বেষঃ মাংসেন্দ্রায় ॥
মৌক্তিকীবরণৌক্ষ্যৈঃ বর্ণসৌন্দর্যাহেতবে ॥ ৭৫
মুক্তাফলানাং লক্ষঃ বস্তুসৌন্দর্যহেতবে
বেষঃ যোগেশ্বরায়াঃ বৈদগ্ধে ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ৭৬
বন্ধুকপুষ্পলক্ষঃ বস্তুসৌন্দর্যহেতবে
মহীন্দ্রায় যাজ্ঞবাঃ ব্রতে বৈদগ্ধেরক্ষকে ॥ ৭৭
হরনাগফলক্ষঃ বেষঃ ক্রমেন্দ্রায় ॥
ওঁ ওঁ ফলনায় প্রাণেশি ভক্তিকো প্রভৌ ॥ ৭৮
কর্পূরফলক্ষঃ বস্তুসারবিনির্দিষ্টম্
বেষঃ সর্বেশ্বরায়ৈব কর্পূরসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৭৯
হাস্যৌকফলসারাণাং লক্ষঃ বস্তুবিনির্দিষ্টম্ ।
বেষঃ বিশ্বেশ্বরায়ৈব ফলসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮০
পুরাপূর্বং কৃষ্ণায়াঃ সত্ত্বঃ বস্তুনির্দিষ্টম্ ।

বেষঃ কৃষ্ণায় বেষেণি যাজ্ঞাসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮১
বস্তুপ্রহরণলক্ষ যোগবেষবিধায়িনে ।
বেষঃ বিশ্বেশ্বরেশায় সৃষ্টিসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮২
মুক্তাকমুক্তমালায়াঃ বস্তুসারসমন্বিতম্ ।
বেষঃ যোগেশ্বরায়ৈব বস্তুসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮৩
মহাবস্তুসারচিতঃ পদ্মমালাসমন্বিতম্ ।
বেষঃ চন্দ্রশালায় হারসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮৪
লক্ষঃ মুক্তাফলায়াঃ বস্তুসৌন্দর্যহেতবে ।
বেষঃ যোগাঙ্গবেশায় নারায়ণি ভক্তিরস্তে ॥ ৮৫
অনুলীপ লক্ষঃ বস্তুসারবিনির্দিষ্টম্
অনুলীপায় ব্রহ্মার্থঃ বেষঃ বেষেশ্বরায় ॥ ৮৬
মণীন্দ্রসারলক্ষঃ বেষবর্ণঃ নবেশ্বরম্
বেষঃ মুণীন্দ্রনাথায় নবসৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮৭
মহাবস্তুসারাণাং লক্ষঃ কটি মনোরমম্ ।
বেষঃ মহাদেবায় বঙ্গঃ সৌন্দর্যহেতবে ॥ ৮৮

শিবের নাসিকার শ্রবণ বস্ত্র অনুসা বস্তুবিশিষ্ট লক্ষ সৃষ্টি ... ঈশ্বরম্ যোগীশ্বরকে প্রদান করিবে। ৭৩

ঈশ্বর কৃষ্ণ ওঁ ও অন্যের অধিক ওঁ সৌন্দর্যের নিমিত্ত ব্যাঘ্রচর্মক লক্ষণযুক্ত বন্ধুক পুষ্প প্রদান করিবে। ৭৪

পার্বতি। শিবের নয়ন সৌন্দর্যের জন্য অতি সূক্ষ্ম মুক্তাফলকে লক্ষণযুক্ত মুক্তাফল প্রদান করিবে। ৭৫

বৈদগ্ধবিধিনি হর্ষে। এই জন্য ঈশ্বর মুক্তার সৌন্দর্যের নিমিত্ত নবীন ঐশ্বরকে বস্তুবিশিষ্ট লক্ষ বস্তু প্রদান করিবে। ৭৬

যে প্রাণেশ্বরি পার্বতি। ব্রহ্মণাদান অতি শিবের ব্রহ্মার অন্যান্যপ্রকার ব্রহ্মের জন্য (অন্যান্য ওঁ ও অন্যের ব্রহ্মের জন্য) ভক্তিসহকারে ব্রহ্মবস্তুক এক লক্ষ বস্তুবিশিষ্ট দান প্রদান করিবে। ৭৭

ঈশ্বর কর্পূর সৌন্দর্যের জন্য উত্তম বস্তুবিশিষ্ট লক্ষ কর্পূরফল সর্বেশ্বরকে প্রদান করিবে। ৭৯

শিবের হাস্য সৌন্দর্যের নিমিত্ত বস্তুবিশিষ্ট হাস্য-সারযুক্ত মাংসীক ফলের বিশ্বেশ্বরকে প্রদান করিবে। ৮০

যেবেশি। ঈশ্বর কৃষ্ণের সৌন্দর্যের জন্য বস্তুবিশিষ্ট

সত্ত্বগুণযুক্ত পুরাপূর্ব কৃষ্ণ ঐশ্বরকে প্রেম করিবে। ৮১

শিবের সৃষ্টির সৌন্দর্যের জন্য বস্তুবিশিষ্ট অস্ত্রধারক প্রবীণ যোগবেশধারী বিশ্বেশ্বর বেশ ঐশ্বরকে প্রদান করিবে। ৮২

ঈশ্বর বস্ত্রসমূহের সৌন্দর্যের নিমিত্ত মুক্তা পুষ্পমাল্য আদিবিশিষ্ট বস্তুবিশিষ্ট সমস্ত গায় যোগেশ্বর (যোগাঙ্গবেশী) ঈশ্বরকে প্রদান করিবে। ৮৩

শিবের বাহুর সৌন্দর্যের নিমিত্ত ঐশ্বরই বস্তুবিশিষ্ট সমস্ত পদ্মমাল্য চন্দ্রশালকে প্রদান করিবে। ৮৪

হে নারায়ণি। এই প্রক্রিয়ায় শিবের হস্তের সৌন্দর্যের জন্য অন্যান্যপ্রকার বস্তুসার যোগাঙ্গবেশকে প্রদান করিবে। ৮৫

শিবের অনুলিপনকর্মের সৌন্দর্যের জন্য উত্তম বস্তু-বিশিষ্ট এই সব অনুলীপক বেশেশ্বরকে প্রদান করিবে। ৮৬

ঈশ্বর মস্তকস্থের সৌন্দর্যের নিমিত্ত মুণীন্দ্রনাথকে মণীন্দ্র বেশবর্ণ এই সব ঐশ্বরই মণি প্রদান করিবে। ৮৭

শিবের অঙ্গের সৌন্দর্যের জন্য বস্তুসারযুক্তের অতি মনোহর এই সব উত্তম বস্তুবিশিষ্ট হার প্রদান করিবে। ৮৮

পুষ্প-শৈলাধারং সকল পুষ্পবাসেন্ ।
দেবঃ সিদ্ধেশ্বরাখ্যায় শুদ্ধমোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৪৯
চতুর্বর্ণ্যস্যাকারঃ পাত্রং দদ্যাদ্ বরাননে ।
দেবঃ পদ্মনাভায় দেবো প্রসন্নবদনে ॥ ৫০
মহাদানবহিতিঃ সাত্ত্বিকঃ সম্বৎসরম্ ।
প্রদেবঃ পদ্মাসনায় নাভিদোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৫১
মহাকুম্ভঃ যদি বৈ সম্মুখম্ভবেৎ ।
নিত্যমোঽর্পয়েৎ প্রদেবঃ চক্রপাণয়ে ॥ ৫২
সুবর্ণ-পদ্মাসনানাং সকল সুমনোহরম্ ।
প্রদেবঃ শ্রীনিবাসায় যোগিনোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৫৩
সতপদ্মস্থানানাং সকলশুভ্রমম্ ।
প্রদেবঃ পদ্মনেত্রায় পাদমোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৫৪
সুবর্ণরচিতানাং বস্ত্রাণাং শতকম্ ।
যদিদোঽর্পয়েৎস্বর্ণং দেবঃ লক্ষ্মীনাথায় চ ॥ ৫৫
চামরাণামেকং সকল্পনাং শতকম্ ।

তীর্থে আমলকের কোষকোষ শত নিবেদনপূর্বক এক শত অতিশয় মনোহর পুষ্প নিবেদন প্রদান করিবে। ৩৯

নিবেদন দেবের জন্য বিবিধ পদ্মাসনের সমন্বিত একশত উৎকৃষ্ট রত্নখচিত বস্ত্রাদির অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রের সাথে প্রদান করিবে। ৪০

প্রতীয় নাভির কোষকোষ জন্য উত্তম রত্নরাজিখচিত মহার্ঘ নাভি পদ্মাসনে প্রদান করিবে। ৪১

নিবেদন নিবেদন (শুভ্র পদ্মাসনসম্পন্ন) কোষকোষ বিবিধ রত্নখচিত উৎকৃষ্ট মুক্তাদিখচিত মহার্ঘ শতকম প্রদান করিবে। ৪২

তীর্থ কোপিন (কোটিস্বর্ণ) কোষকোষ শত এক শত অতিশয় মনোহর সুবর্ণনির্মিত স্তবকে শ্রীনিবাসকে প্রদান করিবে। ৪৩

নিবেদন পদ্মাসন কোষকোষে পদ্মাসনের অন্তরে এবং অত্যন্ত একশত সকল সুমনস প্রদান করিবে। ৪৪

তীর্থ নাভির (পদ্মনাভের) কোষকোষ জন্য সুবর্ণরচিত এক শত বস্ত্র (পরিধেয়) অর্পিতরূপে প্রদান করিবে। ৪৫

নিবেদন নাভি (পদ্মনাভের)-মাধবের জন্য সুবর্ণনির্মিত মহার্ঘ চামর এবং শত সকল শ্রীনিবাস সমর্পণ করিবে। ৪৬

সুবর্ণরচিতা দেবাঃ দদ্যাৎ নন্দিকেশবে ॥ ৫৬
সুবর্ণস্থালকং দেবঃ নারায়ণায় চ ।
বিচিত্রঃ মৃদঙ্গাংশ্চ মুকুন্দোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৫৭
মাধবীনাং কুসুমানাং শতকোটিঃ ।
দেবঃ মুখপ্রদানায় বাসুদেবোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৫৮
অমূল্যরত্নকং দেবঃ নারায়ণায় বৈ ।
দদ্যাদ্ যত্নপূর্বকং শৈলমোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৫৯
স্বর্ণবর্তিকশতানাং দদ্যাৎ রত্নপ্রদীপকম্ ।
দেবঃ শ্রীহরিস্মরণায় অচ্যুতোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৬০
প্রবালমালাসমন্বিতাং মণিমাল্যমেকম্ ।
দেবা কৃষ্ণায় দত্তা চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুতে ॥ ৬১
নারিকেলাংশুকং দেবঃ কৃষ্ণায় বহুকং ।
কদলং কোটিসংখ্যকং নারিকেলোঽর্পয়েদ্যদি ॥ ৬২
কুষ্মাণ্ডং নারিকেলঞ্চ জম্বীরং শ্রীফলং তথা ।
ফলান্যেতানি দেবানি দদ্যাৎ পুণ্যকেশবে ॥ ৬৩

তীর্থ নন্দকের কোষকোষ বিবিধ উত্তম রত্নখচিত, অথবা বিচিত্র এক শত সুবর্ণনির্মিত রত্ন নারায়ণকে প্রদান করিবে। ৪৭

সতি! নিবেদন তোমার কোষকোষ জন্য এক শত অমূল্য অর্থাৎ অত্যন্ত মাধবী পুষ্প বাসুদেবকে প্রদান করিবে। ৪৮

হে সুন্দরি! শৈলমোঽর্পকের জন্য অর্থাৎ শত ও বহু অমূল্য রত্ন এবং যত্নপূর্বক জন্য নারায়ণকে এক শত প্রদান করিবে। ৪৯

তীর্থ মধ্যে কোষকোষ জন্য অর্থাৎ মধ্যে প্রদীপিত জন্য স্বর্ণপ্রদীপ এক শত রত্ন অচ্যুতকে শ্রীহরি দান করিবে। ৫০

নিত্য তাহাকে প্রবালখচিত জন্য মণিমালার শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রবাল-মুক্তা মাণিক্য মহার্ঘ উত্তম মণি প্রদান করিবে। ৫১

কোটি জন্য নারিকেল-কোষকোষের জন্য বহু-সংখ্যার শ্রীহরিকে উত্তম অসংখ্যক নারিকেল প্রদান করিবে। ৫২

নিবেদন পুণ্যকেশব জন্য শ্রীহরিকে কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, জম্বীর ও শ্রীফল (বিল্ব)—এই ফলসমূহ প্রদান করিবে। ৫৩

[illegible] দেয়ো ভৃঙ্গার মুত্তমঃ ।
[illegible] শ্রীগুরু [illegible] ॥ ৬৩
[illegible] [illegible] ।
[illegible] শ্রীহরিং [illegible] ॥ ৬৪
[illegible] [illegible] ।
[illegible] ॥ ৬৬
[illegible] [illegible]
[illegible] ॥ ৬৭
[illegible] চ [illegible] চ ।
শ্রীকৃষ্ণ[illegible] পূর্ণ [illegible] চ ॥ ৬৮
[illegible] পুষ্পাণি [illegible] চ ।
শ্রীকৃষ্ণ[illegible] দেয়ানি [illegible] ॥ ৬৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭০
পুষ্পা[illegible] দেয়ঃ নিত্যং পূর্ণ পুষ্পতে ।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] প্রদান করিবে ॥ ৬৪

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] ॥ ৬৫

[illegible] ([illegible]) [illegible] প্রদান করিবে ॥ ৬৬

[illegible] শ্রীহরিকে প্রদান করিবে ॥ ৬৭

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] প্রদান করিবে ॥ ৬৮

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] প্রদান করিবে ॥ ৬৯

[illegible] ॥ ৭০

[illegible]

[illegible] কর্তব্যং দেবী [illegible] ॥ ৭১
[illegible]
[illegible] ॥ ৭২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৩
[illegible] কীর্তন [illegible]
[illegible] ॥ ৭৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৭
[illegible] চ ।
[illegible] ॥ ৭৮

[illegible] পূর্ণ [illegible] প্রদান করিবে ॥ ৭১

[illegible] ॥ ৭২

[illegible] ॥ ৭৩

[illegible] কীর্তন, [illegible] ([illegible]), [illegible] করিবে ॥ ৭৪-৭৫

[illegible] ([illegible]) [illegible] করিবে ॥ ৭৬-৭৭

[illegible] প্রদান করিবে ॥ ৭৮

অন্যৎ সমাপ্তিদিবসে ধর্ম্মিষ্ঠায়াদি দক্ষিণাম্ ।
এবং ব্রতফলং দেবি পুত্রা ভক্তিযুক্তো ভবেৎ ॥ ৭৯
হরিভক্তো ভবেৎ পুত্রো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ।
সৌন্দর্য্যং সাধিমোহারাবৈশ্বর্য্যং বিপুলং ধনম্ ॥ ৮০
সর্ব্বং সাধিতবিদ্যানাং যৌবনং দদাতি ধ্রুবম্ ।
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতং পুণ্যকং মহাব্রতম্ ॥ ৮১
পুত্রস্য জনিতা সাধ্বীপুত্রং ন বিনশ্যতি ॥ ৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রতব্যাখ্যানবিধানং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তির দিনে যে ভাবে ধর্ম্মিষ্ঠাদিকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে, তাহা আমি পরে বলিব। হে দেবি, এই ব্রতের ফলে শ্রীহরির তুল্য পুত্রলাভ হইবে। ৭৯

এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে হরিভক্ত বিখ্যাত পুত্রলাভ হইবে। সৌন্দর্য্য, সাধি-মোহারা, ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল ধনপ্রাপ্তি হইবে। ৮০

দেবি! অধিক কি বলিব? এই ব্রতের ফলে সকল সর্ব্বসিদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ যৌবনাদি প্রাপ্ত হয়। তোমাকে আমি এই ব্রতকথা বলিলাম। হে মহাদেবি! এখন তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ৮১

সাধ্বি দেবি! তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শত তোমার পুত্র লাভ হইবে। সর্বত্র পুত্রিণী এই কথা বলিয়া শম্ভু বিরত হইলেন। ৮২

শ্রীগণপতি খণ্ডান্তর্গত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদাত্মক ব্রতব্যাখ্যানবিধান নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রতকথা-প্রকরণম্]

নারায়ণ উবাচ ।
শ্রুত্বা ব্রতবিধানঞ্চ দুর্গা হৃষ্টাননা মুদা ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ ভর্ত্তারং সা বিধাতুং ব্রতকথাং মুনে ॥ ১
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।
কিম্পুরঃ ব্রতং নাথ বিধানং কথয় প্রভো ।
অধিকং ফলং কথং ব্রহ্মন্ কেন প্রকাশিতম্ ॥ ২
অথ ব্রতকথা ।
শ্রীমহাদেব উবাচ ।
শতরূপা মনোঃ পত্নী পুত্রহেতোঃ পুরা প্রিয়ে ।
ব্রতমেতৎ চকার সা প্রধানং শ্রীহরেঃ ॥ ৩
শতরূপোবাচ ।
ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ বন্ধ্যানাঞ্চ পুত্রকা ভবেৎ ।
যেন প্রাপ্তি ভবেত্তাসাং সৃষ্টিকারণকারণ ॥ ৪
জগতাং বিধাতুঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং বদস্ব চ ।
কিঞ্চিৎ শোভতে দেহে বিনা পুত্রেণ শ্রীমতাম্ ॥ ৫
তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তরসুখাবহম্ ।
সুখদো মোক্ষদঃ শ্রীবিধাতা পুত্রশ্চ পুত্রিণাম্ ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

[ব্রতকথা-প্রকরণ।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! ভগবতী দুর্গা ভর্ত্তার নিকট পুণ্যক-ব্রতের বিধান শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং পুনরায় বিনয়সহ বিধাতা সেই বিধাতা ও ব্রতকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন,—হে নাথ! কি অদ্ভুত ব্রত, ব্রতবিধান এবং তাহার ফল! আপনি এই ব্রতকথা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। এই ব্রত কে প্রকাশ করিয়াছেন? ২

তখন পার্ব্বতীর পার্ব্বতীবল্লভ জিজ্ঞাসায় শিব ব্রতকথা বলিতে লাগিলেন—শ্রীমহাদেব বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা পুত্রহেতু ব্রহ্মার নিকট পূর্ব্বে দুঃখিতা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত কহিতে লাগিলেন। ৩

শতরূপা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি জগৎস্রষ্টা এবং সৃষ্টির কারণেরও কারণ; অতএব আপনি আমাকে বলুন, কি প্রকারে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র লাভ করিতে পারে। ৪

হে ব্রহ্মন্! আমার ধন, ঐশ্বর্য্য এবং যশ—এ সমস্তই নিষ্ফল; কারণ, বন্ধ্যার সর্ব্বসম্পদ থাকিলেও পুত্র ব্যতীত কিছুই শোভা পায় না। ৫

তপস্যা ও দান হইতে উৎপন্ন পুণ্য জন্মান্তরে সুখ

পুত্রী পুত্রসূঃ পুত্রী পত্যাবন্যেষিণাং ভবম্।
পুত্রাদনন্তরস্ত্রীপ্রত্যয়ং লভতে ঙীষ্ ॥ ৭

পুত্রোপান্তে যদি স্ত্রিয়ে ঘঃ স্যাৎ স্বামসমানরূপায়াম্।
তদা ঊঙং স চ যেন্ত্রী সহ স্বামাদি কারয়েৎ ॥ ৮

পুরাণ রাজাদৈশ্বর্যাৎ ঘঃ পূর্বোঃ প্রজাবধাৎ।
বিদ্যেভ্যশ্চাধরেভ্যশ্চ বিদ্যা পুত্রৈঃ পুত্রিণোঃ ॥ ৯

অপুত্রিণো মৃতাঃ স্ত্রীঃ বিদ্যোৎপন্নধনেঽধিকম্।
মৃতাঃ দর্শয়িতুঃ শস্যাং ধনবাংস্তাস্যাপুত্রকঃ ॥ ১০

অথবা ধনলাভঃ স্যাৎ প্রেতস্যাপি হরাধনম্।
অপুত্রপুত্রধনিনং মৃতাং স্ত্রীবিদ্যোধনম্ ॥ ১১

ইত্যেবমুক্তা সা সাক্ষাৎ প্রজাপত্যা ভবোপ হ
কৃপানিধিস্তাং দৃষ্ট্বা প্রহর্তুমুপচক্রমে ॥ ১২

ভবোবাচ।

শৃণু বৎসে প্রবক্ষ্যামি পুত্রোপায়ং পুরাতনম্।
সর্বৈর্বর্ণাদি যৌক্তং সর্ববাঞ্ছাপ্রদং শুভম্ ॥ ১৩

যাবত্যুত্তরয়োশ্চাং ত্রয়ঃস্যাৎ পুত্রসংজ্ঞকম্।
কর্তব্যং শুক্লকালে চ কৃষ্ণপক্ষাদ্যা দর্শম্ ॥ ১৪

দানধর্মঞ্চ কর্তব্যং সর্ববিদ্বিনাশনম্।
যেনাক্ষয়ানি চ ফলান্যি ভবে যেষাং পুত্রকে ॥ ১৫

প্রকৃত্য কারণাখ্যোক্তং সর্ববাদ্বিধিমিশ্রিতম্।
কৃত্বা পুত্রং লভ তত্তে বিষ্ণুপ্রসাদপরাক্রমম্ ॥ ১৬

প্রকৃতস্ত যঃ কথা সা কৃত্বা প্রকৃত্বয়ম্।
শ্রিত্বাত্মোবাচপাদৌ দেবে পুত্রী মনোরমা ॥ ১৭

প্রকৃত্য কৃত্বা দেবস্তী দেবে নিত্যেরং পুত্রম্।
মারাপোপাং কলিনং পুণ্যাক্ষং পুণ্যং শুভম্ ॥ ১৮

প্রথম করিয়া থাকে; কিন্তু পুত্রসম্বন্ধিনম্ পুত্র ছাড়াবিশেষে (পুত্রসম্বন্ধিনে) দুগ, ঘোষ ও ঈষি প্রভৃতি প্রত্যয় হয়ে অর্থাৎ ঈদৃশস্থলে পুত্র-শব্দের ঘ ও পরবর্তে ঘোষ প্রত্যয় হয়। ৬

পুত্রসম্বন্ধি স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রঘ বর্তমান করিয়া তার অন্তস্থিত-স্বরের ঈকার এবং 'পুং' শব্দের অন্তর্গত হইতে পরিত্যাগের উপায় গ্রহণ করিয়া থাকে। ৭

যে ব্যক্তি। পুত্র না হওয়ায় অন্যান্য সকলপিতা আমাকে ঘদি আপনি পুত্রপ্রাপ্তির উপায় বলেন, তাহলে ভাল হইবে; অন্যথা আমি আমার সহিত আর কথা বলিব না। ৮

হে তাত। আপনি আমাদের এই রাজা ঐশ্বর্য, ধন ও ভোগপূর্ণা পৃথিবী প্রভৃতি ভোগ করেন: তাহা, আমরা পুত্রহীনা। পুত্র বিনা আমাদের এই সব কি হইবে। ৯

অনন্তর ঘুত্রের কথা শুনে আপনাকে অধিক কি বলিব। বিদ্যা প্রভৃতি অপুত্রকের অনন্তরজন্ম দুঃখ বর্ণন করিতে অক্ষমাদেবী হন না, আর অপুত্রক ব্যক্তির বিদ্যের দুঃখ অন্যকে দেখাইতে কথা অপুত্রক করে। ১০

আমি বিনা পাপ করিয়া অথবা অধিক প্রমাদ করিয়া। আপনি আমাদের এই অপুত্রক ও হীনবীর্য অবস্থাতাদের পুত্রক প্রদান করুন (যাহাতে প্রজা, প্রজার পুত্র বর্ধনা হইতে পারে)। ইতি আপনি বলু। এই প্রকারের মধুর স্ত্রী ঈশ্বরের পরবর্তনা। পরবর্তনা প্রজার পুত্রবন্ধু)। ১১

সেই পরবর্তনা পার্বতী প্রজার সম্মুখে এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাসাগর প্রজা ঈশ্বরকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

প্রজা বলিলেন,—হরম। আমি ঘোরাদক মৃত্যুনাশক, সর্বশক্তি ঐশ্বর্য প্রদাতা কারণ এ সকল প্রজাপূর্বজাতী পুত্র লাভের উপায় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১৩

কৃষ্ণপক্ষ মাসে এক ব্রত আছে। সর্বম অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে ঐকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া এই ব্রত শুক্লপক্ষের প্রথম পঞ্চমী প্রভৃতি আরাধনা তিথিতে আরম্ভ করিতে হয়। ১৪

এই ব্রতধারণী সর্ববিঘ্নবিনাশক এই পুণ্যপ্রদ ব্রত করিবে হয়। কৃষ্ণকে। এই ব্রতে যেসকল ফলসমূহ লাভ করিতে হয়। ১৫

ব্রতাদি। কারণাখ্যানোক্ত সর্বপ্রকার বিধিতে এই পুত্রদ-ব্রত পালন করিয়া তুমি বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র লাভ কর। ১৬

প্রজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ধন্যপত্নী পরবর্তনা উক্ত পুত্রদ-ব্রতের অনুষ্ঠান করত আমার দুই পুত্র বিশ্বজিৎ ও উত্তানপাদকে লাভ করিয়াছিলেন। ১৭

দেবভূতি (ইনি পরবর্তনার কথা এবং ইনি কর্দমের ভার্যা) এই পুত্রদে ব্রতাচরণের পুণ্যদ-ব্রত পালন করিয়া নারায়ণের অনন্যভক্ত কপিলকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ১৮

অরুন্ধত্যাঃ কৃপয়া তু লেভে শক্তিসুতং সুতম্।
শক্তিপত্নী ব্রতং কৃত্বা সুতং লেভে পরাশরম্ ॥ ১৯
অদিতিশ্চ ব্রতং কৃত্বা লেভে বামনকং সুতম্।
শচী জয়ন্তং পুত্রঞ্চ লেভে কৃত্বৈব পৌলোমী ॥ ২০
উত্তানপাদপত্নী চ কৃত্বা লেভে ধ্রুবং সুতম্।
কুবেরপত্নী ব্রতং লেভে চ নলকূবরম্ ॥ ২১
সূর্যপত্নী মনুং লেভে কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
অত্রিপত্নী সুতং চন্দ্রং লেভে চন্দ্রমনুত্তমম্ ॥ ২২
লেভে চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রবরং ব্রতমুত্তমম্।
সূর্যপত্নী স্বয়ং শুক্রং প্রবরং প্রাপ্যবাসবঃ ॥ ২৩
শুক্রং নারায়ণাংশঞ্চ সর্বজ্ঞঞ্চিত্রং পরম্ ॥ ২৪
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্।
ব্রতেন শ্রুত্বা স্বামি বিষ্ণুসেবাস্বরূপং ভজেৎ ॥ ২৫
নারদ! শালগ্রামশিলায়াং দেবীনাম পুজাবতম্।
ব্রতবেত্তাসাধিতং সর্বজ্ঞানং প্রাপ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৬
ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতৃণাং শঙ্কর যোগারূঢ়কেশবঃ।
ইষ্টঃ সর্বদেবানাং বর পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ২৭
বৈষ্ণবং সর্বশক্তং বিভাজ্য চ নারদ।
ব্রতং কৃত্বা সা দেবী প্রাপ্তা মহাব্রতম্ ॥ ২৮
ইত্যেবং কথিতং সর্বং বিষ্ণুঃ যোগুমিচ্ছসি
পুনঃ গোপনং সারং বেদবদভবাঞ্চম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে ব্রতকথাকথনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

কল্যাণী অরুন্ধতী (ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ভার্যা) এই পূজা-মন্ত্র অনুষ্ঠান করিয়া শক্তিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন এবং এই শক্তিপত্নী পূজা-মন্ত্র পাঠ করিয়া পরাশরকে (ইনি এই পুরাণরচয়িতা বেদব্যাসের পিতা) পুত্ররূপে লাভ করেন ॥ ১৯

অদিতি দেবী (ইনি দেবমাতা এবং কশ্যপের ভার্যা) এই ব্রত করিয়া পুত্ররূপে বামনকে লাভ করেন এবং পৌলোমী শচী (ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী এবং পুলোমনন্দিনী কন্যা) পূজা-মন্ত্র পাঠ করিয়া জয়ন্ত-নামক পুত্র প্রাপ্ত হন ॥ ২০

উত্তানপাদের পত্নী এই ব্রত করিয়া ধ্রুব নামক পুত্র লাভ করেন। কুবের-পত্নী এই ব্রত করিয়া নলকূবরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন ॥ ২১

সূর্যদেবের পত্নী এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মনুকে পুত্ররূপে লাভ করেন। অত্রিমুনির পত্নী এই উত্তম ব্রত পালন করিয়া পুত্ররূপে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন ॥ ২২

যদি অঙ্গিরার পত্নী এই উত্তম পূজা-মন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ প্রবরে বৃহস্পতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন ॥ ২৩

যদি পুরুষ ভক্তি এই পূজা ব্রত করিয়া সমস্ত বেদবিধিতে মহৎ হেতু, নারায়ণের অংশস্বরূপ এবং সর্বজ্ঞ শুক্রকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

হে দেবি। এই আমি তোমাকে ব্রতসমূহের মধ্যে উত্তম পূজা-বিধান প্রকাশ করিলাম। সাধ্বী! অতএব তুমি বিষ্ণুসেবায় তুমি এই ব্রত পালন কর ॥ ২৫

দেবি! এই শুভক্ষণে ব্রহ্মা-শালগ্রামে এবং দেবীবিধানে সর্বজ্ঞ হইবে। এই পূজা-ব্রত করিলে সর্ব। যে মহাব্যাধি দূর্বল। সাধ্বী ভক্তিবিধান প্রাপ্ত হইবে। এই ব্রত তুমি পালন কর ॥ ২৬

এই ব্রতের প্রভাবে সর্ব যোগীশ্বর এবং সমস্ত দেবগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তোমার পুত্র হইবেন ॥ ২৭

নারদ। সর্বজ্ঞ দূর্বাসেশ্বর এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই দেবী দূর্বার মহর্ষির আজ্ঞা অনুসারে ভক্তিসহ পূজা-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৮

হে নারদ। আমি তোমাকে শুভকর, মোক্ষপ্রদ, সুখকর এবং ভক্তির কারণ এই পূজা ব্রত বলিলাম। তুমি পুনরায় আর কি শুনিতে বাসনা কর ॥ ২৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে ব্রতকথাকথন নামক
পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্রতফলোপদেশাদিকং, [illegible]]

শৌনক উবাচ ।

নারায়ণঃ কথং নারদো [illegible] ।
কিং পপ্রচ্ছ পুনঃ [illegible] ॥ ১

সূত উবাচ ।

নারায়ণঃ কথং নারদো [illegible]
[illegible] ॥ ২

নারদ উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] পার্বত্যা কর্তৃকং [illegible] ॥ ৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ ।

[illegible] ॥ ৫ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] দেবী পার্বতী কর্তৃ[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[ব্রত-ফলোপদেশাদি এবং [illegible] দুর্গাদেবীর ব্রত করিতে অনুজ্ঞাদান ।]

শৌনক বলিলেন,—হে সৌতে! হে [illegible]! নারায়ণের নিকট শ্রবণ করিয়া নারদ শ্রীকৃষ্ণের [illegible] কি জিজ্ঞাসা করিলেন? ১

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারদ পুণ্যক-ব্রতাচরণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ২

নারদ কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! পার্বতী দেবী স্বামীর আজ্ঞানুসারে কি প্রকারে এই ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ৩

হে ব্রহ্মন্! দুর্গা পার্বতী এই পুণ্যক-ব্রত অনুষ্ঠান করিলে পর গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে উঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৪

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! শিব সেই পুণ্যক-ব্রতের বিষয় কথা ও নিয়ম বর্ণনা করিয়া [illegible] করিলেন। ৫

[illegible] ৬

[illegible] —[illegible] না। ৭

[illegible] দেবী পার্বতী স্বামী শিবের [illegible] ও [illegible] প্রস্তুত করিলেন। ৮

[illegible] দেবী দুর্গা [illegible] পুণ্যক-ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

[illegible] সনৎকুমার এই ব্রতে [illegible] করিলেন। [illegible] এই সনৎকুমার [illegible] ১০

[illegible] এবং [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১১

বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ নন্দীশ্বরচতুর্ভুজঃ।
ভগবানস্তথা শাস্তা শাস্ত্রা ব্রহ্মা সনাতনঃ ॥ ১২
ধনমানশ্চ শ্যামো কৃপিতো মহাবৃদ্ধৈঃ।
মহাধনুর্ধরমহাবীরো ভৃগুনামেন নাম ॥ ১৪
মনশ্চ মনশ্চ কপিলশ্চ মহাপ্রভঃ।
আসুরিশ্চ ক্রতুর্বোঢ়ু পঞ্চশিখোঽহমপি ॥ ১৫
যতিশ্চ সুরতিশ্চৈব যতিশ্চ মহাপ্রভঃ
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ তপোধিকাঃ ॥ ১৬
অগস্ত্যশ্চ প্রচেতাশ্চ দুর্বাসাশ্চাবদেবথা।
মরীচিঃ কশ্যপঃ যথা ভরদ্বাজশ্চ গৌতমঃ ॥ ১৬
বৃহস্পতিশ্চোতথ্যশ্চ সংবর্তঃ সৌভরিস্তথা।
জাবালির্জমদগ্নিশ্চ জৈগীষব্যশ্চ দেবলঃ ॥ ১৭
গোকামুখো মরুদ্যঃ শান্তিলঃ পরাশরঃ।
বিশ্বামিত্রো বামদেব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥ ১৮
মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুশ্চ পুষ্করো লোমশস্তথা।
কৌৎসো বৎসশ্চ দক্ষশ্চ বালাখিল্যাদিকৈঃ ॥ ১৯
কাত্যায়নঃ কণাদশ্চ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ।
শঙ্কুঃ পিঙ্গলিকৈশ্চ দাক্ষ্যঃ শঙ্খ এব চ ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবঃ ঋষিভ্যো মুনয়ো মুনে
আয়াতাঃ সর্বপূজ্যো চ মহাদাসাশ্চৈ সতো ॥২১
দিক্‌পালাশ্চ তথা দেবা যক্ষগন্ধর্বকিন্নরাঃ।
আজগ্মুঃ সর্বাঃ সর্বে দম্পত্যাঃ পার্বতীস্তবে ॥ ২২
হিমালয়ঃ শৈলরাজঃ সাম্প্রাপ্য মহাধীমঃ।
সগণঃ সানুজশ্চৈব সপুত্রশ্চাপি ধীমঃ ॥ ২৩
মহাকুম্ভকগতো নানাবস্তুনাদিভিঃ
রত্নানি বিচিত্রানি বস্ত্রাণ্যানি বিচারিতানি চ ॥ ২৪
নানাপ্রকারদ্রব্যাণি রত্নানি পূর্ণানি চ।
লক্ষ বসুধারামাদশ্চ ত্রিলক্ষঃ ॥ ২৫
দশলক্ষং ধনাঃ যত্র গজলক্ষং সুবর্ণকং।
কতকানাং হীরকানাং পদ্মরাগঃ কবৈবং চ ॥ ২৬
মুক্তানাং চতুর্লক্ষং কৌস্তুভানাং সহস্রকম্‌
মুক্তামণিশ্চ মানাং লক্ষমানাপি কৌস্তুভৌ।
অশ্বমুক্তাপ্রতত আজগাম মুদান্বিতে ॥ ২৭

নারদ। বিধি অতঃপর পালন ও দান, ক্ষীরোদসাগরশায়ী চতুর্ভুজ ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু নানা মুনিগণের বিষ্ণুসহ তাঁহার বিষ্ণু ভগবানের সহিত তথায় পার্বতীর অভিষেক এবং পার্বতীর প্রতি আদরের সহিত অবস্থান করিলেন। ১২-১৩

মনু, মদন, কপিল, মহাপ্রভ, আসুরি, ক্রতু, ঋষি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ ও অন্যান্য আগমন করিলেন। ১৪

যতি, সুরতি, মহাপ্রভের সহিত বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, যতি, কৃত এবং তাঁহারা তথায় আগমন করিলেন। ১৫

অগস্ত্য, প্রচেতা, দুর্বাসা, চ্যবন, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, ভরদ্বাজ এবং গৌতম আগমন করিলেন। ১৬

বৃহস্পতি, উতথ্য, সংবর্ত, সৌভরি, জাবালি, জমদগ্নি, জৈগীষব্য ও দেবল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭

গোকামুখ, মরুৎ (মরুতের অধঃ), শান্তিল, পরাশর, বিশ্বামিত্র, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ ও বিভাণ্ডকমুনি আগমন করিলেন। ১৮

মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পুষ্কর, লোমশ, কৌৎস, বৎস, দক্ষ, বালখিল্য প্রভৃতি অন্যান্য আগমন করিলেন। ১৯

মুনে। কাত্যায়ন, কণাদ, পাণিনি, শাকটায়ন, শঙ্কু, পিঙ্গল, দাক্ষ্য ও শঙ্খ—এই সব মুনিগণ এবং অন্যান্য বহু মুনিগণ দিক্‌পালগণ সহিত পার্বতীস্তবের জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সর্বপূজ্য সৎ ও মহাদাসও উপস্থিত হইলেন। ২০-২১

পার্বতীস্তবের এই উৎসবে দেবগণ দিক্‌পালগণ, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ এবং সকল দম্পতিগণ সহিত অর্থাৎ সর্বত্র-সমস্ত আগমন করিলেন। ২২

অতঃপর শৈলেন্দ্র গিরিরাজ হিমালয় আপন গণের সহিত তাঁহার অনুজ, পুত্রগণ ও অনুচরবর্গের সহিত উপস্থিত হইলেন। ২৩

তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বস্তুরাশি, নানাবিধ রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র-মণিক্য প্রভৃতি, বিচিত্র বস্ত্র উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার দ্রব্যসমূহ, এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ বসু, তিন লক্ষ ধন, দশ লক্ষ উত্তম ধন, লক্ষ গজ পূর্ণ, লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ, লক্ষ লক্ষ হীরক, লক্ষ লক্ষ পদ্মরাগ, চারি লক্ষ মুক্তা, সহস্র কৌস্তুভ মণি এবং লক্ষ চারি মুক্তা নিধি রত্ন, অশ্বমুক্তাদি উৎকৃষ্ট বিবিধ কৌস্তুভাদি লইয়া আনন্দ সহ আগমন করিলেন। ২৪-২৭

[illegible] ॥ ২৮

[illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

আমন, মধু, নিম্ব, শাল, বিল্বক, অশ্বত্থ এবং বিভূতক ও বটবৃক্ষ ([illegible]) পার্বতীদেবীর সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। ২৮

[illegible] এবং [illegible] সহিত [illegible] আগমন করিলেন। ২৯

এই সময় কৈলাসপুরীর [illegible] বিবিধ [illegible] দ্বারা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] দূর্বা, [illegible] ([illegible]), [illegible] (খই), [illegible] ও পুষ্পসমূহ [illegible] করিতে লাগিলেন। ৩০-৩১

সেই সময় [illegible] কৈলাসবাসিগণ [illegible] উপস্থিত হইলেন। ৩২

পার্বতী দেবীর এই যজ্ঞে [illegible] ([illegible]) [illegible] এবং [illegible] পরিবেশন-কর্তা হইলেন। ৩৩

সেখানে [illegible] নদী, [illegible] নদী, [illegible]

[illegible] ॥ ৩৫

[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭

[illegible] ॥ ৩৮

[illegible] ॥ ৩৯

[illegible] ॥ ৪০

[illegible] নদী, [illegible] নদী, [illegible] ([illegible]) নদী, [illegible] এবং [illegible] ([illegible]) নদী পার্বতী দেবীর যজ্ঞে নির্মিত হইয়াছিল। ৩৪-৩৬

[illegible] ([illegible]) রাশি রাশি [illegible] ([illegible])-সমূহের [illegible] রাশি [illegible] ([illegible]) [illegible] রাশি সজ্জিত হইয়াছিল। ৩৭

[illegible] ([illegible] দ্বারা নির্মিত [illegible]) ও [illegible] ([illegible])-সমূহের [illegible] রাশি রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল এবং [illegible] কোটি রাশি [illegible] হইয়াছিল। ৩৮

[illegible] এবং [illegible] ([illegible])-সমূহের [illegible] কোটি রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। [illegible] ([illegible])-সমূহের যে [illegible] রাশি ছিল, তাহার [illegible] যায় না। ৩৯

[illegible] পার্বতীদেবীর সেই যজ্ঞে কৈলাস-[illegible] এবং [illegible] সজ্জিত হইয়াছিল। ৪০

[illegible] এবং [illegible] ([illegible])-[illegible] করিতে [illegible]। ৪০

[illegible] ॥ ৪১

[illegible] ॥ ৪২

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

[illegible] ॥ ৪৫

[illegible] ॥ ৪৬

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

[illegible] ॥ ৪৭

[illegible] ॥ ৪৮

[illegible] ॥ ৪৯

[illegible] ॥ ৫০

[illegible] ॥ ৫১

[illegible] ॥ ৫২

[illegible] ॥ ৫৩

দেবকিঙ্করের সহিত [illegible] ([illegible]) [illegible] করিতে আরম্ভ করিলেন এবং [illegible] হইলেন ॥ ৪১

[illegible] করিলেন ॥ ৪২

[illegible] দিলেন । [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

[illegible] করিয়াছিলেন [illegible] ॥ ৪৪-৪৬

শ্রীপার্বতী বলিলেন,—হে নাথ ! [illegible] ॥ ৪৭

হে প্রভো ! আপনি [illegible] ॥ ৪৮

হে বৎস ! দেবী পার্বতী [illegible] করিয়াছেন ॥ ৪৯

[illegible] করি ॥ ৫০

[illegible] পার্বতী [illegible] করিয়াছেন ॥ ৫১

[illegible] করিয়াছেন ॥ ৫২

হে [illegible] ! আপনি [illegible] ॥ ৫৩

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গ্রীবস্তাবস্তু চালনম্ ।
ইত্যাদ্যা যোগিভিঃ নিত্যৈরভ্যাসিতব্য উদাহৃতিঃ ॥৪৪
ত্রিবেদত্রিগৈত্তিকৈঃ ত্রাটৈঃ গ্রীবণং যোগকারণম্ ।
সর্ব্বব্যাধহরঞ্চ স্যাৎসর্ব্বসম্পৎকরায়নম্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মাদ্যৈ স্যাদ্যেরস্তু দুর্লভা ভরতাদিষু ।
অনিমিত্তক বিদ্বিষা সর্ব্বথা বিদিপূর্ব্বিকম্ ॥ ৪৬
যোজয়ারুপাচিক্ষ ধরিত্রিত্রিমিত্রোধনম্
দ্যোদারক্ষনস্তস্যাস্তুরূপমস্তিকম্ ॥ ৪৭
বৈরাগ্যানাপবীজক পদ্মযায়বিবর্দ্ধনম্ ।
পক্ষঃ সাধনযানাক যোগাধ্যায়ালয়ঃ সদা ॥ ৪৮
অপ্রত্যাশানা ক্ষেত্রক স্যাঃ ভগাটবৃদ্ধিদম্ ।
অহন্তাত্মজ্ঞাঃ পদ্মং বিদ্বদ্ভূত্বা সুখাবুধম্ ॥ ৪৯
সর্বৈরস্যাধ্যায়ানক ভূত্যাধ্যাক সর্ব্বদা ।
সর্ব্বার্থাস্যাবকাশাধ্যাঃ কলত্রাস্তুরকাশ্যম্ ॥ ৫০

সর্বঃ নিবেদিতঃ নাম কর্ত্তব্যং যত্নপূর্ব্বকম্ ।
কার্য্যঃ সর্বঃ পরাধ্যর্থে পরিধানসুখাবহম্ ॥ ৫১

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্নিরীক্ষ্য ব্রহ্মণো মুখম্ ।
বিরতাম সভাস্থেভ্যো ভূত্বা চ ভগবান্পিতম্ ॥ ৫২
পরন্তপ যঃ ব্রহ্মা প্রেত্য তত্ত্বযোগঃ ।
বিদ্বা যৌগিক যত্নঃ প্রেত্য মুখাভ্রমে ॥ ৫৩

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

মুনয়োঽব্রুবন্ ভাবঃ সভৌসভ্যমুবাচ ।
স্বামিনৌভাসাধীক পদ্মী তে কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ৫৪
সর্বাধ্যায়ং ভূত্বাধ্যায় সর্ব্বকাবকলপ্রদম্,
মুখতা মুখসারক যোজ্যং পার্থিবৈঃ ॥ ৫৫
আত্মা বাক্যিবন্ধনক জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ ।
নিত্যাস্তস্য নিত্যিস্তো বিভূনাধিনিবাসকঃ ॥ ৫৬

যে অর্থাৎ। গ্রীবার্য্য রণন (ধ্বনি) এবং তাহাতে নিবাস করাও হইবে। গ্রীবন যোগের কারণ; ইহা বিশেষজ্ঞ, বিদ্বজ্জনের, অন্যান্য (আসনের ন্যায়) নিত্য যোগী পুরুষ এবং উপনিষদের সাধক স্বারা করা হইবে। ৪৪ গ্রীবন ব্যাধির অপহরক (অর্থাৎ পেটের বা ঊরুর) ও ধনসম্পত্তির হেতু। ৪৫ ৪৬

৪৭ গ্রীবন কায়ব্যূহের আধারের কারণ (ধরিত্রী) ব্রহ্মাদ্যু। ইহা অন্যান্যে ব্রহ্মার পূর্ব্বে আছে, অর্থাৎ সকল সৃষ্টির আদি-ভূত এবং ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিকতর। ৪৮

৪৯ গ্রীবন যোগসাধন করিয়া ব্রাহ্মিদের সঙ্গে কথোপকথন, ধরিত্রিত্রিমিত্রোধনকারী এবং সনাতনরূপ ব্রহ্ম-পদের আশ্রয় গ্রহণকরে। ৫০

ইহা ইতিহাস-সমূহের শীর্ষস্থান, বিষয় বাসনের (ভোগের ও বিষয়াসক্তির—এই উভয়েরই) বৃদ্ধিকারী, সাধনের পক্ষম (সখা) এবং সদা সকল যোগের আধার। ৫১

ইহা অজ্ঞানের (অবিদ্যার) ক্ষেত্র, তাহা বৃদ্ধিসাধন করে, অন্যান্যে আত্মা ৫৯ সদা দূরে দূরে অর্থাৎ অন্যের আত্মা হইতে পূর্ণ দূরত্বে অবস্থিত। ৫২

৫৩ গ্রীবন সকলের অসাধ্য, অন্যান্য সর্ব্বদা দুষ্কারক, কিন্তু অজ্ঞানতার অর্থাৎ বিদ্যার অর্থাভাবের যোগ এবং সর্ব্ব নিবেদিতঃ নাম কর্ত্তব্যং যত্নপূর্ব্বকম্ ।
কার্য্যঃ সর্বঃ পরাধ্যর্থে পরিধানসুখাবহম্ ॥ ৫১

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্নিরীক্ষ্য ব্রহ্মণো মুখম্ ।
বিরতাম সভাস্থেভ্যো ভূত্বা চ ভগবান্পিতম্ ॥ ৫২
পরন্তপ যঃ ব্রহ্মা প্রেত্য তত্ত্বযোগঃ ।
বিদ্বা যৌগিক যত্নঃ প্রেত্য মুখাভ্রমে ॥ ৫৩

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

মুনয়োঽব্রুবন্ ভাবঃ সভৌসভ্যমুবাচ ।
স্বামিনৌভাসাধীক পদ্মী তে কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ৫৪
সর্বাধ্যায়ং ভূত্বাধ্যায় সর্ব্বকাবকলপ্রদম্,
মুখতা মুখসারক যোজ্যং পার্থিবৈঃ ॥ ৫৫
আত্মা বাক্যিবন্ধনক জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ ।
নিত্যাস্তস্য নিত্যিস্তো বিভূনাধিনিবাসকঃ ॥ ৫৬

ভগবানের আরাধনা অর্থাৎ যোগাভ্যাসের পক্ষ ও পরিণতি কলত্রাস্তুরের কারণ। ৫০

৫১ নাম। আদি জ্ঞানসাধক আত্মার সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিলাম। এখন কি করণীয়, তাহা উপদেশ করুন। পরিশেষে মুনিগণের সভাস্থ অর্থাৎ এবং ভগবানের পরামর্শ প্রার্থনা করুন। ৫১

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—নারদ! ভগবান্ পক্ষে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর রূপ করিয়া সেই সভামধ্যে বিরত হইলেন। ৫২

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পক্ষের পক্ষে ব্রহ্মা রূপ করত হাস্য করিয়া বিষ্ণুর ও শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৩

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—যোগের পত্নী সভা সার্বভৌম সভ্যদের বিনিময়ে যে উহার 'সুখদ-রূপ' করিবার বাসনা করিয়াছেন, সেই রূপ সকল উপের সার এবং রাজীর সৌভাগ্যদায়ক হইবে। ৫৪

৫৫ সার্বভৌমের। এই রূপ সকলের অসাধ্য অর্থাৎ সকলের পক্ষে তাহা নিষ্ফলিত করিল, অতএব দুষ্কারক; কিন্তু ভাগবতগণের সকল কর্ম্ম প্রধান করে, সুতরাং, সেই দুষ্কারক এই যোগাঙ্গ। ৫৫

আত্মা বাক্যিবন্ধন, জ্যোতির্ময়, সনাতন, বিভূনাধিনিবাসক। ৫৬

তত্ত্বাত্মক [illegible] ব্রহ্মস্বরূপত্মকঃ ।
[illegible] হি যোগীন্দ্রঃ [illegible] ॥ ৬৭
[illegible] হি ভগবান্ সর্বসিদ্ধো হি নির্গুণঃ ।
যে যঞ্চ চ কলাঃ পুংসো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৬৮
[illegible] বিরাট্ [illegible] বিশিষ্টঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
[illegible] ব্রহ্মস্বরূপবিগ্রহঃ ॥ ৬৯
[illegible] অব্যক্তঃ [illegible] ।
[illegible] ন শক্তো ভবতা বিনা ॥ ৭০
[illegible] হি [illegible] ।
[illegible] কুরু [illegible] ॥ ৭১
[illegible] ন [illegible] ।
[illegible] ভবতে ॥ ৭২
প্রাপ্নোতি [illegible] ।

তিনি (আমা) অপেক্ষা [illegible], ভগবানের [illegible] ও [illegible] । তিনি [illegible] সর্ব [illegible] পাদ [illegible] ॥ ৬৮

এই ভগবান্ (আমা) অপেক্ষাও অতীব (অত্যন্ত অধিক অতীত), সর্বসিদ্ধ ও নির্গুণ; কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ প্রভৃতি যে পুরুষের অংশমাত্র ॥ ৬৯

[illegible] তাঁহার অংশ, তিনি বিশিষ্ট ও প্রকৃতির অতীত, [illegible] (অত্যন্ত [illegible]—[illegible] যায়), [illegible]—[illegible] [illegible], [illegible]—[illegible] [illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible] করিবার [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] মূর্তি ধারণ করেন ॥ ৬৯

তিনি [illegible] [illegible] উপাসকগণ, তোমার কৃপা ব্যতীত তিনি কোটি কল্পে [illegible] [illegible] কেহ করিতে পারে না ॥ ৭০

দেখ, মনুষ্য ভারতবর্ষে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] করে ॥ ৭১

অতএব সেই মানুষ কেবল তোমার আশীর্বাদেই [illegible] লাভ হয়। [illegible] এই ভারতবর্ষে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া সেই [illegible] [illegible]

[illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৭৩
প্রাপ্নোতি [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৪
[illegible]
[illegible] পুনঃ [illegible] ॥ ৭৫
[illegible] ।
[illegible] ভারতে ॥ ৭৬
প্রাপ্নোতি [illegible] ।
[illegible] ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্নোতি নির্বিকল্পঃ পরম্ ॥ ৭৭
কৃষ্ণভক্তঃ কৃষ্ণমূর্তিঃ [illegible]
[illegible] ॥ ৭৮
[illegible] ।
ন [illegible] ॥ ৭৯

[illegible] [illegible] [illegible] পূর্বজন্মের [illegible] লাভ করে। [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করে তোমার বিষয়ে [illegible] করিয়া তোমার [illegible] লাভ হয়। তাহার [illegible] [illegible] মানবী [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করে। এই দুর্লভ [illegible] ভারতবর্ষে সেই [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] লাভ হয়। সেই [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করিয়া [illegible] [illegible] করিতে করিতে [illegible] সেবা করিয়া [illegible] লাভ হয়। হে শিব। সেই [illegible] এবং [illegible] আশীর্বাদে [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭২-৭৭

কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সেই [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কৃষ্ণতুল্য হইয়া যায় ॥ ৭৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] হইয়া থাকে; কিন্তু [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible] পাদ—[illegible] হয় না ৭৯

অধিবাসিনি লোলোকে লোলল্লে কৃষ্ণবিগ্রহা।
ধন্যাস্মি যে পুনিশ্চিন্তা দেবান্ ব্রহ্মাদিকান্ শিব ॥ ৮০
ত্বং সাবর্ণ্যঃ চ মন্বন্তরো ন ভক্তানো মহেশ্বর।
যাত্রা লোকান্তরে সর্বান্ ভক্তান্ কৃপয়া ব্রজ ॥ ৮১
যাত্রা নারায়ণী মায়া সর্বেষাং কৃষ্ণভক্তিদা।
ন কৃষ্ণভক্তিং প্রাপ্নোতি বিনা মায়াধিবেদনম্ ॥ ৮২
সা চ নারায়ণী মায়া মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণকল্পাধিবাসিনী ॥ ৮৩
সা চ জ্যোতঃস্বরূপা চ স্বেচ্ছাবিগ্রহধারিণী
আবির্ভূতা চ দেবানাং ভেজসাপুরবিগ্রহে ॥ ৮৪
নিত্যা গৌরাঙ্গলক্ষ্মীশ্চ কল্পবৃক্ষাশ্চ তারকে
পলায় কৃষ্ণতপসা তব চানেকজন্মতঃ ॥ ৮৫
তাক্ত্বা দেবা বিমুহ্যন্তে সা সতী তব বিগ্রহা।
তস্মাদ দেবী লোলোকং কৃষ্ণশক্তিঃ সনাতনী ॥ ৮৬
গৃহীত্বা বিগ্রহং তস্যা গতপ্রাণাহরং পরম্।
ত্রাসং ত্রাসং ত্যজেতে বা বিগ্রহোঽয়ং পুরা হর ॥ ৮৭
প্রবোধিতা ময়া তত্র শ্রীশৈলেন্দু সমাহিতৈ।
সলায় তত্র মা গৌরকান্ত্যাধিষ্ঠিতেন চ ॥ ৮৮
অমাত্য পুত্রকং মাতা পুত্রস্থা পুত্রয়া বিধা।
রাজপুত্রসহস্রাণা পুণ্যা শঙ্কর পুণ্যদে ॥ ৮৯
রাজপুত্রসহস্রাণাং ত্রাতে তস্য সমাধয়ঃ।
ন মায়াং সর্বমায়ানাং ত্রাতুমেবং ত্রিলোকেশ ॥ ৯০
অতো লোলোকনাথশ্চ পুণ্যকস্য প্রভাবতঃ।
পার্বতীমর্ত্যরাজস্য তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৯১
যাত্রা দেবসমূহাশ্চ ত্বদ্ধাবীনঃ কৃপানিধি।
সদেশ যাহি বিদ্যাতো ভবিষ্যতি ভবৎসুতে ॥ ৯২

কৃষ্ণভক্তিপ্রদ অধিবাসী— বিষ্ণুধাম গোলোকের নামান্তর শিবের ঘরে। শিব। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব? তাহারা সেই সনাতন গোলোক ধামে অবস্থান করত নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাকে উপহাস করে (কারণ, মহাপ্রলয়কালে দেবলোক ও ব্রহ্মলোকাদি সবই ভস্মসাৎ হইয়া যায়; কেবল গোলোক, বৈকুণ্ঠধাম ও শিবধাম—এই তিন লোক নিত্য বলিয়া এই তিন লোকই বিরাজিত থাকে)। ৮০

মহেশ্বর। তুমি সাবর্ণ্য মন্বন্তরের মন্বন্তরকর্তা, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত-বৎসল তুমি সংহার করনা। যাহা সকলকেই মোহিত করে, কিন্তু যাহার কৃষ্ণভক্তিকে মোহিত করে না। ৮১

মাতা নারায়ণী মায়া সকলকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করে। মায়ার আবরণ না করিলে কেহ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে না। ৮২

সেই নারায়ণী মায়া মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী। এই মায়াই কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তা ও কৃষ্ণকল্পা অধিবাসিনী। ৮৩

সেই দেবী জ্যোতঃস্বরূপা অর্থাৎ কেবল জ্যোতির্ময়ী, কিন্তু ইচ্ছায় মূর্তি ধারণ করিতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক বিগ্রহ করিবার জন্য দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ৮৪

প্রথমতঃ দেবতা সহ অসুরের তপস্যার ফলে এই দেবী গৌরাঙ্গরূপে জন্ম করিয়া কল্পবৃক্ষ প্রভৃতির সহিত এই ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৮৫

প্রভৃতিপরিত্যাগ। তখনকার সেই সতী সনাতনী কৃষ্ণশক্তি মহাদেবকে শিবার জন্য তোমার শিবার দেহত্যাগ করিয়া গোলোকে গমন করে। ৮৬

হে হর। পূর্বে সতীর দেহ ত্যাগের পর তুমি তাহার কলেবর ও চলৎ মূলক দেহ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের নারায়ণের ভ্রমণ করিতে করিতে পরমার বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলে। ৮৭

শ্রীশৈল নামক তীর্থে আসি তখন তোমাকে প্রবোধ দান করি। তাহাতে সেই দেবী সতী অধিকাংশ আমার হিমালয়-কান্তি দেহকান্তি আশ্রয় করেন। ৮৮

মূলতঃ মাতৃকা বিধা 'পুণ্যক' নামক উহার এক পালক হইল। পরন্তু। কারণ, এই পুণ্যক নামে সমস্ত রাজপুত্র অন্তরে পুণ্য লাভ হয়। ৮৯

হে শিবধাম। যে স্থানে সমস্ত রাজপুত্র অন্তরে তার অবস্থান হয়, সেই পুণ্যক নামে সকল মাতৃকা ধনদীর পুত্রের লাভ করে। ৯০

এই পুণ্যক-প্রভাবে লোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ পার্বতীয় মর্ত্য রাজপুত্র করিয়া তোমার পুত্র হইবেন। ৯১

কৃপানিধান পরমেশ্বর! যেহেতু দেবগণের ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর, সেইহেতু তোমার এই পুত্র শিবপুত্র 'স্কন্দ' নামে বিখ্যাত হইবেন। ৯২

যত্র সংস্থাপ্যতে বিঘ্নবিঘ্নঃ [illegible]
[illegible] তেজসা তেন বিঘ্ননিবারণো বিঘ্নঃ ॥ ১৩
[illegible] সর্বাণি [illegible] পুরাকে
[illegible] তেন [illegible] পূজঃ ॥ ১৪
[illegible] মহাক্রুদ্ধ [illegible]
[illegible] শিরশ্ছেদন [illegible] তেন [illegible] ॥ ১৫
[illegible]
[illegible] শিরশ্ছেদন [illegible] শিরঃ ॥ ১৬
পূর্বঞ্চ [illegible] বিঘ্নঃ ।
[illegible] পূজনং [illegible] কৃত্বা [illegible] বৈ ॥ ১৭
পূজায় [illegible] সাপুত্রা [illegible] ।
পূজা [illegible] বিনিবেশ [illegible] ॥ ১৮

[illegible] [illegible] বিঘ্ন [illegible] বিঘ্ন [illegible] হইবে ॥ ১১

এই পূজক [illegible] সেইহেতু [illegible] হইবে এবং সেই [illegible] তাঁহার [illegible] হইয়াছিল, সেইহেতু এই [illegible] '[illegible]' নাম খ্যাত হইবেন ॥ ১৩

[illegible] পবিত্র পুষ্টিতে [illegible] হইয়া [illegible] উঠিয়া থাকিবে, তখন [illegible] সেই [illegible] অর্থাৎ [illegible] সংযোজন [illegible] হইবে ; সেইহেতু তোমার এই শিশু পুত্র সেই সময় হইতে '[illegible]' নামে পরিচিত হইবেন। অতএব [illegible] কে [illegible] করিতে পারে ? ১৪

যেহেতু [illegible] দন্ত [illegible] করিবে, সেইহেতু এই শিশু [illegible] '[illegible]' নামে পরিচিত হইবেন ॥১৫

যেরূপ সেই [illegible] বিঘ্ন [illegible] সর্বব্যাপী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দেবতা এবং [illegible] পূজা, সেইরূপ তোমার এই পুত্রের [illegible] সর্বাগ্রে পূজা হইবে ॥ ১৭

[illegible] সকল দেব-পূজাতেই সর্বাগ্রে এই [illegible] পূজা করিয়া তাহার পর [illegible] পূজাই [illegible] দেবতার [illegible] এই [illegible] পূজা করিয়া [illegible] পূজা

[illegible] [illegible] করিয়া থাকে। কিন্তু [illegible] অর্থাৎ [illegible] পূজা না করিলে সমস্ত পূজাই বৃথা (বিফল) হইয়া যায় ॥ ১৮

[illegible], [illegible] (সূর্য), বিষ্ণু, [illegible] (শক্তি) এবং দুর্গা—সর্বপ্রথমে এই [illegible] দেবতার পূজা করিয়া [illegible] দেবতার পূজা করিতে হয় ১৯

[illegible] পূজাই [illegible] সকল বিঘ্ন নাশ হয়। [illegible] পূজায় [illegible] শ্রীবিষ্ণু পূজায় [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] বৃদ্ধি হইতে থাকে। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) ॥ ১০০-১০১

যদি পূজা করিতে [illegible] [illegible] বুদ্ধির [illegible] করিতে [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] বৃদ্ধি [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] —"[illegible] [illegible] [illegible]:" [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]) [illegible]। [illegible] [illegible] এবং [illegible] হয় ॥ ১০২

[illegible] দুর্গাপূজা [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] বুদ্ধি, [illegible], [illegible] বুদ্ধি, [illegible] এবং [illegible] [illegible] হয় ॥ ১০৩

[illegible] পূজা না করিলে [illegible] [illegible] অর্থাৎ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] পূজকের [illegible] ॥ ৯৯
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০০
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০১
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০২
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০৩
[illegible] [illegible] [illegible] পূজনং [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০৪

এতে সর্বে [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮ ॥

[illegible] শ্রীহরিস্তত্র [illegible] ।

[illegible] ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে [illegible] ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

[illegible] ॥ ১৮ ॥ [illegible] শ্রীহরি সেই স্থানে [illegible] । [illegible] পার্বতী [illegible] ॥ ১৯ ॥

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে [illegible] অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible] পার্বতীদেবী [illegible] । [illegible] পার্বত্যা [illegible] [illegible] পুত্র [illegible] পার্বত্যাঃ শ্রীকৃষ্ণ [illegible]]

শ্রীনারায়ণ উবাচ

[illegible] ততঃ [illegible] ।
উবাচ পার্বতী [illegible] ॥ ১ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪ ॥
[illegible] পূজয়িত্বা [illegible] ॥ ৫ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

[শ্রীহরি [illegible] পার্বতীদেবীর [illegible], [illegible] পার্বতী [illegible] এবং [illegible] পার্বতী [illegible] ।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! [illegible] শ্রীহরি [illegible] পার্বতী [illegible] ॥ ১ ॥

[illegible] ॥ ২ ॥

তাহার পর [illegible] পার্বতী [illegible] এবং [illegible]

[illegible] ও [illegible] এবং [illegible], [illegible] ও [illegible] করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

[illegible] পার্বতী [illegible] পূজা করিলেন ॥ ৫ ॥

[illegible], [illegible] এবং [illegible] পূজা করিলেন ॥ ৬ ॥

তাহার পর [illegible] পূজা করিলেন এবং [illegible] ও [illegible] করিলেন ॥ ৭ ॥

সমর্চ্য পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্ ।
চন্দ্রার্ক-বহ্নি-পৃথ্বী-কুবের-দিক্পালিকান্ ॥ ৮
বস্ত্রশুদ্ধাংশুকৈশ্চৈব মহার্হভূষণৈঃ ।
পুষ্পনৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পূজিতান্ পুণ্যকে ব্রতে ।
সমাপ্তে চ ব্রতে দেবী দক্ষিণাসমুপস্থিতে ॥ ৯
আবাহয়ামাস তং শ্রীকৃষ্ণং মনসা হরিম্ ।
তত্রাগতো জলদবর্ণো গোলোকাদপি গোকুলাৎ ॥ ১০
যানি দ্রব্যাণি দেয়ানি দেয়ানি বিবিধানি চ ।
প্রদদৌ তানি সর্বাণি শ্রীকৃষ্ণায় ফলানি চ ॥ ১১
ব্রতোক্তপুণ্যাত্মক দুর্লভং সুমনোহরম্ ।
ফলং সর্বং দদৌ তস্মৈ প্রকৃতে পার্বতী সতী ॥ ১২
যথা সর্বাণি রত্নানি দেবেন্দ্রাণাং যা সতী ।
গোলক্ষং স্বর্ণভারাংশ্চ ত্রিলক্ষং তিলপর্বতান্ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দেবানৃষিমুনীংস্তথা ॥ ১৩

হে মুনে! পুণ্যক-ব্রত সময়ে পার্বতী অতিশয় ভক্তিসহকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, পৃথ্বী ও কুবের লোকপাল এবং দিক্পালগণ, বিষ্ণু ও মহেশকে বিবিধ পুষ্পমাল্য চন্দনাদি, বস্ত্র ও অলঙ্কার এবং উত্তম দ্রব্য দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিলেন। তাহার পর দেবী পার্বতী দক্ষিণাদান কালীন পুণ্যক-ব্রত সমাপ্ত করিলেন। ৭-৯

তদনন্তর জগন্মাতা উমাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে মনে মনে দেখেন তাঁহাকে ধ্যান করিলেন। ১০

এই পুণ্যক-ব্রতে যে সব দ্রব্য দিবার কথা আছে, দেবী পার্বতী সকলের সেই সব দ্রব্য একটী একটী করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। ১১

এই উত্তম পুণ্যক-ব্রত ত্রিভুবনে দুর্লভ ব্রতবিহিত যে সব উপাচার হয় থাকে, সেই সমস্ত ফল ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। ১২

সতী পার্বতী দেবেন্দ্রাদি যত সেই সব দ্রব্য দান করিয়া তিন লক্ষ স্বর্ণ তথা তিন লক্ষ তিল পর্বত দান করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মহর্ষির অতিথিদিগকে ভোজন করাইলেন। ১৩

উক্ত ব্রতপালনা সতী দুর্গা সেই ব্রতের শেষ হয় পুণ্যক-ব্রত সমাপ্ত পূর্ণ হইলে পর্বত বাদ্য এক বাদ্য ভেরীর বাজনার সহিত কর্ণমঙ্গল সমারোহে করিতে লাগিলেন। ১৪

কর্মান্তে দক্ষিণাং দাতুং প্রকৃতে পুরতঃ সতী ।
উবাচ স্বামিনং চৈব পূর্ণব্রতম্ ॥ ১৪
সনৎকুমারো বিপ্রশ্রেষ্ঠস্তত্র পুরোহিতঃ
যযাচে পুত্রে স্বামী কৌতুকী দক্ষিণাম্ ॥ ১৫
শ্রুত্বা পুরোহিতোক্তং সা বিলপ্য দুঃখদেবী ।
মূর্ছাং প্রাপ মহামায়া মায়ামোহিতচেতনা ॥ ১৬
তাং দেবাশ্চ মূর্ছিতাং দৃষ্ট্বা প্রবোধ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
ববুধঃ প্রেমভাবেন তথা বিমুগ্ধ মায়য়া ॥ ১৭
মহেশ্বরঃ সভাসদ্ভিঃ শিবাং বোধয়িতুং তথা
শিবঃ সমুচ্চঃ চক্রে প্রারম্ভং মহেশঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

উত্তিষ্ঠ ভদ্রে ভদ্রং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
সম্প্রাপ্য চেতনাং কৃত্বা মদীয়ং বচনং শৃণু ॥ ১৯
শিবে শিবপ্রদে সাধ্বি ভক্তশক্তিস্বরূপকে ।
সর্বমঙ্গলাধারে মঙ্গলাধারচেতনাম্ ॥ ২০

পুরোহিত ব্রাহ্মণ সনৎকুমার মুনি ব্রত দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত সেই দেবী পার্বতীকে বলিলেন,—ভদ্রে! এই উত্তম ব্রত আপনি আপনার পতি শিবকে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে প্রদান করুন। ১৫

পুরোহিতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দেবমাতা মহামায়াশক্তিবিশিষ্টে বিলাপ করত সেই দেবী মহামায়া মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬

হে নারদ! তদনন্তর উক্তরূপ মূর্ছিতা দেখিয়া মুনিগণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি মহাদেবকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। ১৭

সভাসদগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পার্বতীর নিকট সেই সময় দুর্গাকে প্রবোধিত করিবার জন্য সেই দেবকে এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। ১৮

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি উঠিয়া বস। তোমার মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সম্প্রতি চেতনা লাভ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। ১৯

শিব তাঁহার কর্ণ, ওষ্ঠ ও বাহু স্পর্শ করিয়া শিবাকে, সেই শিবাকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। ২০

বিত্তা সত্তাং বিত্তং বর্ণঃ পরিণামমুদ্বাবয়ন্ত।
বর্ণয়ন্তক ইলয়ঃ প্রবরকুলপঞ্চকে ॥ ১১
মৃদু দেবি প্রবক্ষ্যামি যত্ন যেনেহ নিশ্চিনিয়ম।
অর্থমন্বয়বিচ্ছিন্ন বর্ণার্থং বর্ণসংখ্যাং ॥ ১২
অর্থৈঃ কর্তৃণাং দেবি সাধনকৃতা চ ক্রিয়া।
ফলেন বা ফলস্য বিত্তাঃ বহ্নিষ্ঠে বর্ণবর্ণনি ॥ ১৩
হৈবা বা হৈতুকা বাপি বিত্তাঃ হৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়ে।
যং বর্ণ লভিতাহৈঃ তং বর্ণং বিত্তমন্ত ভবেৎ ॥ ১৪
সত্তা চ বর্ণনা হেন কালসূত্রাঃ গ্রথেৎ ক্রমাৎ ॥ ১৫
অথান্তে হৈমাংশোক্তি শক্তনা পরিশৈষিকাঃ
লভিতা বিত্তমুদ্দিষ্ট তৎকালস্থ ন সংশয়ে ॥ ১৬
তদ্বদুর্ধে বাস্তীতে তু লভিতাঃ বিত্তনা ভবেৎ।
হৃতুর্ণা বিনষ্টাতে পক্ষে পক্ষনা ভবেৎ ॥ ১৭

অনন্তর বিত্ত বিত্ত, সত্তা, পরিমিত, পরিমাণের মূল-কারণ, ঈশ্বর এবং ঈশানের সমস্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

হে দেবি! যাহা যেরূপ নিশ্চিত হইয়াছে, সকলের সমস্ত এরূপ হউক—প্রিয়, এই বর্ণসকলের সেই বর্ণার্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১২

হে বরিষ্ঠে দেবি! সমস্ত কর্তৃসমূহের সাধনকৃতা হইল এই লভিতা। উহা প্রতি বর্ণকেই যথা-যোগ্য ফল এবং ফলেরই ঈশ বলে ॥ ১৩

প্রিয়ে! হৈব, হৈতুক, বিত্তা বা হৈমিত্তিক—এই যে ক্রিয়া বর্ণাং হইল, উহা লভিতা-রীতি হইতে নিশ্চিত হওয়া যায়। সত্তা সেই ক্রমের যাহা অর্থাৎ লভিতারীতির ক্রম যাহা কালসূত্র যাহার সহিত সম্বন্ধ করে ॥ ১৪-১৫

যদি কর্তৃগণের অর্থাৎ কর্তৃসমষ্টিগণের প্রাপ্যরূপে উল্লেখ করিয়া লভিতা বলা না হয়, তাহা হইলে সেই লভি (প্রাপ্তি কর্তৃগণই) লভি অর্থাৎ পরিশেষরীতি এবং হৈমন্তরূপ হয় ॥ ১৬

বর্ণ সমষ্টির সম এক মুহূর্তকাল অতিবাহিত হইলে লভিতা বিত্তনা অর্থাৎ বিত্তির লভিতার বিত্তনা লভিতা হইবে। এইরূপ একটির অতিক্রান্ত হইলে মুহূর্তনা এবং এক পক্ষ কাল অতিক্রান্ত হইলে পক্ষনা লভিতা প্রদান করিবে ॥ ১৭

সাধে পক্ষনয়ন্তনা হয়ন্তে ভক্তমূর্তনা।
সংবৎসরে বাস্তীতে তু তৎকর্ম বিত্তনা ভবেৎ ॥ ১৮
বাস্তা চ সমস্তা যাতি যাবদ্ বর্ষসহস্রকম্।
পুরুষৌত্রবৈশ্বর্যাং ভক্তমাপ্নোতি পার্বতীং।
বর্ণো মহো ভবেৎ তস্য বর্ণাহীনে চ বর্ণনি ॥ ১৯

ত্রিবিক্রমবাচ।

কথং বর্ণাঃ বরিষ্ঠে বর্ণস্তে বর্ণবর্ণনি।
সংবিধান ভবেদ্ ইতা যথাবর্ণপরিমাণনে ॥ ২০

ত্র্যম্বকবাচ।

শৃণু দেব বিবেকের ন বর্ণঃ পরিবর্ণনি।
বর্ণে মহো চ বর্ণস্তে তস্য বর্ণো বিনশ্যতি ॥ ২১

বর্ণ উবাচ।

যাঃ তস্য মহতঃ শক্তি প্রত্যয়ঃ পরিনিশ্চিতাম্।
সহি স্থিতে মহাশক্তি বর্ণঃ তস্মা ভবিষ্যতি ॥ ২২

এক মাস অতিবাহিত হইলে পক্ষ লভিতা পক্ষনয় মূল অধিক হইবে এবং ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে তাহারও চতুর্গুণ অধিক লভিতা দেয় হইবে। কিন্তু যদি এক সময় অতিবাহিত হয়, তাহা মূলকর্তাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১৮

কর্তৃবিনষ্ট হইলে যাহা অর্থাৎ কর্তৃকর্তৃ সমস্ত সময় সমস্ত ভোগ করে। পরিণামে তাহার পুত্র, পৌত্র এবং বল ঐশ্বর্য—সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ বর্ণহীন কর্মসমূহ তাহার বর্ণ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৯

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—ত্র্যম্বক! বলিষ্ঠে! সাধুবাদি! তুমি বর্ণসকলে বর্ণ ইচ্ছা কর; তাহার, বর্ণ ইচ্ছা করিলে সকলের ইচ্ছা হইবে ॥ ২০

ঈশ্বর বলিলেন,—বর্ণেশ! যদি কোনও ব্যক্তি কোনও কারণবশতঃ বর্ণ ইচ্ছা না করে, তবে উহার তাহার বর্ণ নষ্ট হওয়ায় বর্ণ তাহার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অবর্ণত্ব হইয়া পড়ে ॥ ২১

বর্ণ কহিলেন,—শান্তি! আপনি ত্রাহ্মণকে পরিমাণ-রূপ বর্ণিকা প্রদান করিয়া যজ্ঞমানরূপে আমাকে (বর্ণকে) ইচ্ছা করুন। হে মহাশান্তি! আমি আপনার অর্থাৎ বর্ণ শান্তির হইতে আপনার আশ্রয়ে সদা স্থিতি করিব ॥ ২২

দেবা ঊচুঃ ।
ধর্মঃ ত্বং মহাসাধ্বি ব্রতং পূর্ণং তবাস্তি
যদঃ ফলং ভবে পূর্ণে পূর্ণান্তে পূর্ণতাম্ ॥ ৩৩

মুনয় ঊচুঃ
কুরু সাধ্বি পূর্ণহোমং দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ।
শিবধর্মম্ অধর্মং বিবাদঃ ভবিষ্যতি ॥ ৩৪

সনৎকুমার উবাচ ।
শিবে শিবঃ দেহি মহ্যং ন দেহ্ ব্রত ফলং তব ।
যদি দক্ষিণাং ... ॥ ৩৫

দক্ষিণারহিতে সাধ্বি ব্রতং ...
দাতাপি ... সম্পূর্ণকর্মণঃ ফলম্ ॥ ৩৬

পার্বত্যুবাচ
কিং কর্মণা মে দেবেশাঃ কিং মে দক্ষিণয়া ক্রুত্র
কিং পুত্রেণ চ ধর্মেণ যত্র ভর্ত্তা চ দক্ষিণা ॥ ৩৭
বৃক্ষচ্ছিন্নে ফলং কিং বৈ যদি বৃক্ষং চ ছিন্দতে ।
স্কন্ধ চ ... শাখাঃ কুতঃ ... কুতঃ ফলম্ ॥ ৩৮
যদোহভাবাৎ ... কেন ... কিং প্রয়োজনম্ ।
দৃষ্টিশক্তিবিহীনেন চক্ষুষা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৯
শতপুত্রসমঃ স্বামী সাধ্বীনাং শ্রুতিসম্মতঃ ।
যদি ভর্ত্তা ব্রতে দেয়ঃ কিং ব্রতেন সুতেন বা ॥ ৪০
... মূলং ... ॥ ৪১

দেবগণ কহিলেন,—হে মহাসাধ্বি ! আপনি যথোক্ত ব্রত সমাপন করুন। সতি ! আপনি শীঘ্র ফল লাভ করুন। আপনার ব্রত পূর্ণ হইলে পর আমরাও আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিব। ৩৩

মুনিগণ কহিলেন,—সাধ্বি ! আপনি পূর্ণ হোম করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন। নতুবা ! আমরা সকলে বিবাদ করিলে আপনার কি কোনরূপ মঙ্গল হইতে পারে ? ৩৪

সনৎকুমার কহিলেন,—শিবে ! আপনি আমাকে যা অভীষ্ট দক্ষিণারূপে বিষ্ণু প্রদান করুন, নতুবা অদ্য আমি কিছুতেই ... আপনার ব্রতফল-দক্ষিণা ... দান করুন। ৩৫

সাধ্বি ! এই ব্রতকার্য দক্ষিণাহীন না হইলে তাহার ফলপ্রাপ্তি হইবে। অতএব আমি এই ব্রতের সম্পূর্ণ কর্মের ফল দান করিব। ৩৬

পার্বতী কহিলেন,—হে দেবগণ ! যে কর্মে স্বামী দক্ষিণা, সেই কর্মে আমার কি হইবে ? সেরূপ পুত্রের দ্বারা আমার কি হইবে এবং কর্মীর ... না আমার কি হইবে ? মুনে ! (সনৎকুমারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—) পতিকে দক্ষিণারূপে দান করিয়া আমার কি হইবে ? ৩৭

স্বামিবিনা কি জন্য হইতে পারে ? যদি সেই স্বামীকে আমাকে পুত্রই অর্পণা না করা হয় ? অর্থাৎ যদি সকল ফলের আধার-স্বরূপ ... কর্ম ... হইলে তুমি ... থাকিবে এবং সেই ... থাকিবে। অতএব ... যদি ... হয়, তবে কর্মফল ... কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে এবং ... বা ... হইবে ? (এই শ্লোকের ... এইরূপ,—যদি বৃক্ষচ্ছেদ করা যদি বৃক্ষ ... বৃক্ষঃ ... দেখিব ... কি হইবে ? ...) ৩৮

যদি তোমার তাহা অধিকার হয়, তবে সেই (চক্ষু-হীন) দেহে কি প্রয়োজন থাকিবে ? যে চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি নাই, সেই চক্ষুতে কি প্রয়োজন ? ৩৯

হে দেবগণ ! সাধ্বী নারীর শ্রুতিমতে স্বামী শত পুত্রের সমান; সুতরাং এই ব্রতে যদি স্বামীকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, তবে সে ব্রত বা পুত্র আমার কি হইবে ? অর্থাৎ এইরূপ ব্রতে আমার প্রয়োজন নাই এবং তাদৃশ পুত্রেও প্রয়োজন নাই। ৪০

স্বামীই মূল এবং পুত্র—এই উভয়েই ধন স্বামী; (সুতরাং আমি মূলোচ্ছেদ করিতে পারি না; কারণ) যে শাখিকে মূলটাই নষ্ট হইয়া যায়, সেই শাখিটাই বিনষ্ট। ৪১

[illegible]

[illegible] স্বামী [illegible] ।
[illegible] ॥৪৩

[illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥৪৪

পার্ব্বত্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] স্বামী [illegible] ॥৪৫
[illegible] স্বামী [illegible] ।
[illegible] ॥৪৬

[illegible]

[illegible] ।
[illegible] স্বামী ॥৪৭

পার্ব্বত্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥৪৮

দেবা ঊচুঃ ।

[illegible] দুর্গে [illegible] ।
[illegible] ॥৪৯
[illegible] স্বামী [illegible] ।
[illegible] ॥৫০

পার্ব্বত্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥৫১
[illegible] ।
[illegible] ॥৫২

[illegible] বলিলেন,—[illegible] স্বামী [illegible] ; কিন্তু স্বামী [illegible] । [illegible] স্বামী [illegible] ? [illegible] ॥৪৩

[illegible] বলিলেন,—[illegible] । স্বামী [illegible] ; [illegible] ॥৪৪

পার্ব্বতী বলিলেন,—[illegible] স্বামী । [illegible] । ([illegible]) ॥৪৫

[illegible] স্বামী [illegible] । ([illegible] স্বামী [illegible]) [illegible] ; [illegible] । ([illegible]) [illegible] ? ॥৪৬

[illegible] বলিলেন,—[illegible] স্বামী [illegible] ; [illegible] স্বামী [illegible] । ([illegible] "[illegible] ।" [illegible]) ॥৪৭

পার্ব্বতী বলিলেন,—পিতা আমাকে [illegible] ([illegible]) [illegible] ; [illegible] ॥৪৮

দেবগণ বলিলেন,—দুর্গে ! আপনি বুদ্ধিমান, [illegible] বুদ্ধিমান [illegible] । [illegible] ? ॥৪৯

[illegible] । [illegible] স্বামী [illegible] । [illegible] ॥৫০

পার্ব্বতী বলিলেন,—[illegible] ? [illegible] ; [illegible] ? ॥৫১

[illegible] ; [illegible] । [illegible]

বৃহস্পতিরুবাচ ।

ন পুমাংশ্চ বিনা সৃষ্টির্নাস্তি প্রকৃতিং বিনা ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চ তয়োঃ স্রষ্টা সত্যৌ প্রকৃতি-পুরুষৌ ॥ ৫২

পার্বত্যুবাচ ।

যঃ কৃষ্ণঃ স্রষ্টা সর্বেষাং সোঽংশেন সগুণঃ পুমান্ ।
পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ প্রকৃতেশ্চাপি ন শ্রেষ্ঠা না ॥ ৫৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দদৃশুশ্চ নভঃস্থিতম্ ।
রত্নেন্দ্রসারনির্মাণযানমেকং মনোহরম্ ॥ ৫৪
পার্ষদৈশ্চ পরিবৃতং সর্বৈঃ শ্যামৈশ্চতুর্ভুজৈঃ ।
বনমালাপরিবৃতৈ রত্নভূষণভূষিতৈঃ ॥ ৫৫
অবরুহ্য রথাৎ তস্মাদ্ দদৃশুশ্চ মহেশ্বরম্ ।
স্তুষ্টুবুঃ সর্বদেবাশ্চ দেবং বৈকুণ্ঠবাসিনম্ ॥ ৫৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং চতুর্ভুজম্ ।
লক্ষ্মী-সরস্বতীকান্তং শান্তং তং সুমনোহরম্ ॥ ৫৭

আপনারাই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করুন। আমি ঈশ্বর, আমি আর আপনাদিগকে কি বলিব ॥ ৫১

বৃহস্পতি বলিলেন,—মাতঃ! যেমন পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই পুরুষ ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অতএব এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই সত্য ॥ ৫২

পার্বতী কহিলেন,—যে শ্রীকৃষ্ণ সকলের স্রষ্টা, সেই কৃষ্ণই তাঁর অংশে সগুণ অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট হইয়া পুরুষ হইয়াছেন। সেই কারণে পুরুষ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, অথবা প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না ॥ ৫৩

এমন সময়ে দেবগণ সহিত পার্বতীদেবীর সমক্ষে আকাশপথে চলিয়াছেন, সেই সময়ে মহাদেব দেবগণ ও মুনিগণ উচ্চ সুবর্ণনির্মিত একটী রথ আকাশে দর্শন করিলেন ॥ ৫৪

অমূল্যরত্ননির্মিত, রত্নভূষণভূষিত, বনমালী ও চতুর্ভুজ শ্যাম পার্ষদগণে ঐ রথ পরিবৃত ছিল ॥ ৫৫

শ্রীনারায়ণ আনন্দে সেই রথ হইতে নামিয়া মহাদেবকে অবলোকন করিলেন। তখন দেবগণ সমস্ত সেই বিষ্ণুরূপী দেব নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্যাম, চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী-পতি, সরস্বতীপতি, শান্ত এবং অতিশয় মনোহর ॥ ৫৭

অমূল্যরত্নরচিতমাল্যযুক্তঃ কোটিভাস্করঃ ।
কোটিকন্দর্পলীলাঢ্যঃ কোটিচন্দ্রসমপ্রভঃ ॥ ৫৮
অমূল্যরত্নরচিতৈঃ চারুভূষণভূষিতঃ ।
সেব্যো ব্রহ্মাদিদেবৈশ্চ দেবৈঃ সন্ততং স্তুতম্ ॥ ৫৯
ব্রহ্মণা চ গ্রহেশৈশ্চ মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ ।
বাগ্দেবতাযুতো যঃ সে চ মুনিভিঃ স্তূয়তে সদা ॥ ৬০
যং প্রণম্য শিরসা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
সম্পূজিতাঃ সর্বে পুরুষপ্রকৃতেঃ পরাঃ ॥ ৬১
প্রণিপত্য শিবস্তত্র সর্বে দেবাশ্চ তং হরিম্ ।
প্রণেমিরে সুরাস্তত্র পরমং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬২

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

দেব দৃষ্ট্বা বুদ্ধিমতো ন বক্তুং বুদ্ধিঃ সুরাঃ ।
সর্বে শক্ত্যা বিনা শিব শক্তিমন্তো হি জীবিনঃ ॥ ৬৩

তিনি অব্যক্ত পুরুষ, কিন্তু সকলে যোগীন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তিনি কোটি কন্দর্প (কামদেবের) ন্যায় সুন্দর, কোটি সূর্য এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ॥ ৫৮

তিনি অমূল্য রত্নবিনির্মিত অলঙ্কারে বিভূষিত, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৫৯

ইঁহার শীর্ষে দেবগণ সকলে স্তব করিয়া থাকেন, গ্রহগণ ও মুনিগণ তাঁহার পূজা করেন ॥ ৬০

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ মস্তক অবনত করিয়া পুরুষাদির শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃতিপরাৎপর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৬১

অনন্তর মহাদেব ও দেবগণ সকলে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন সেই পরমপুরুষ নারায়ণ দেবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন ॥ ৬২

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে দেবগণ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও বুদ্ধিমান্‌দিগের কোনরূপ কিছু উপদেশ দান করা উচিত নয়। এই শিব শক্তিহীন হইলে জীবগণ যে শক্তি দ্বারা শক্তিমান্ হইয়াছে ॥ ৬৩

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তা সর্বা প্রাকৃতিকাঃ তনবঃ
নশ্বরাঃ নশ্বরাঃ বিদ্ধি যতো মহা শক্তিঃ প্রকাশিতা। ৬৪

আবির্ভূতা চ সা যত্র সৃষ্টৌ দেবী ত্রিধাত্মিকা।
ত্রিধোদ্ভিন্না চ সা দেবে সৃষ্টিসংহরণে সদা। ৬৫

সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ নশ্বরা জ্ঞেয়া নারায়ণী সুতা। ৬৬

সৃষ্টিঃ উপাস্য যত্নঃ নশ্বরা নারদ চ সদা
জ্ঞেয়া ত্বয়ৈব যত্না চ উপাস্যা ফলরূপিণী। ৬৭

ব্রহ্মক শোকবিমূঢ়মনসা ন আবাদেব চ।
ধাতঃ ব্রহ্মাণ্ডা উপায়াঃ উপায়ান্তরে। ৬৮
যাবেঃ মোহিতাঃ সর্বে বিষ্ণুমায়া ন তুরাঃ ব্রহ্মন্।

মায়াবন্তা ব্রহ্মলক্ষ্মাঃ কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ। ৬৯
ব্রহ্মেশ্বরা মহাসান্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ
কলাঃ কলাংশরূপাশ্চ জীবিনশ্চ তুরাদয়ঃ। ৭০
দৃশ্যা বিশ্বা ঘটঃ কর্তৃ তুলাশ্চ যথাক্রমঃ
বিনা স্বর্গঃ স্বর্গকারঃ তুলাঃ কর্তৃ নক্ষত্রঃ। ৭১
বিনা শক্যা যথাকারং যন্ত্রস্থা কর্তৃ নক্ষত্রঃ
শক্তিপ্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্বেষাং নশ্বরা। ৭২
অহং বা বি নিশ্চিত্রোহপুক্ত নাশী চ দেহিনাঃ
দেহাঃ প্রাকৃতিকাঃ সর্বে নশ্বরাঃ শাশ্বতীস্থিতাঃ। ৭৩
অহং নিত্যঃ শরীরী চ আত্মবিস্মৃতিবিগ্রহঃ
সর্বাত্মা চ প্রকৃতিঃ সর্বাত্মাহং তনবস্তু চ। ৭৪

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি ব্যতীত ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই তৃণ পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতিজাত। আমি এই শক্তিকে প্রকাশিত করিয়াছি। (এই শ্লোকের প্রথম চরণ পাঠান্তরে দেখা যায়,—"মায়াশক্তিঃ প্রকাশিতা"। ইহার অর্থ এই যে, আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি মায়ারূপে এই মায়াশক্তি তথা প্রকাশিত হইয়াছে)। ৬৪

সৃষ্টিকালে সেই শক্তিরূপী আমার ইচ্ছানুসারে আমা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। আমার মধ্য সৃষ্টির সময়ে থাকে হইবে, সেই দেবে অর্থাৎ মহাসংহারকালে সেই দেবী প্রকৃতি আমাতেই লীন হইয়া যাইবে। ৬৫

এই সর্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি সকলের জননী। এই প্রকৃতি আমারই তুল্য এবং আমার মায়া শক্তি, সেইজন্য এই দেবী 'নারায়ণী' বলিয়া অভিহিতা হন। ৬৬

সমস্ত জগতের সার করিতে করিতে যদি কোনকালে কাহারও উপাস্য হইয়াছে, সেইজন্য আমি সমস্ত (নিজের) সেই উপাস্যার ফলস্বরূপা এই আমার মায়া শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছি। ৬৭

কিন্তু তথাপি এই যে সেই সমস্তের শক্তিরূপী পুরুষ-রূপ করিয়াছে, তাহা কেবল মোহনিমিত্ত মাত্র; ইহাতে আমার কোনও পার্থক্যিক অভিসন্ধি নাই; কারণ, এই দেবী মহাই নিত্যকাল সমস্ত উপাস্যার ফল-স্বরূপী। ৬৮

এই যাহা যাহা উপাস্যের সকলেই মোহিত আছে, সুতরাং ইহাঁর আর প্রকৃত তত্ত্ব কি জানে? কিন্তু এরূপ আছে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া থাকেন; ব্রহ্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ৬৯

যে দেবেশ্বরগণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার অংশস্বরূপ। জীবগণ ও অন্যান্য দেবাদিরূপ সকলেই আমার কলা ও কলাংশস্বরূপ হয়। ৭০

দৃশ্যমান (দৃশ্যমান) যেরূপ দৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কখনই নির্মাণ করিতে পারে না এবং তন্তুবায় যেরূপ বস্ত্র নির্মাণকারক তুলাদি বস্ত্রোপযোগী নির্মাণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আমার শক্তিরূপী ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই না। অতএব সৃষ্টি শক্তিপ্রধানা অর্থাৎ তথা সৃষ্টি-কর্ত্রী শক্তির প্রাধান্য—ইহা সকল শাস্ত্রেরই অভিমত। ৭১-৭২

আমি আত্মা, নিত্য, অক্ষয় এবং দেহধারী প্রাণি-মাত্রের সাক্ষী। সকল দেহী প্রকৃতি-জাত, নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। ৭৩

আমি নিত্য— অর্থাৎ অবিনাশী দেহধারী এবং স্বয়ং (মূর্তি)-বুদ্ধিরূপা দেবী বিগ্রহধারী ("স্বয়ংমূর্তা"— এই পাঠান্তরে তাহা স্বয়ং অনুভব করিবার মত বিগ্রহ ধারী।) এই তথা সমস্তের প্রকৃতি সর্বাত্মারা অর্থাৎ সকলের আত্মা, আর আমি সর্বাত্মা—সকলের আত্মা। ৭৪

অহমাত্মা ধ্রুবা ত্বঞ্চ জ্ঞানাত্মা যথেশ্বরঃ ।
সর্ব্বাধারঃ যথা বিষ্ণুস্ত্বং প্রকৃতিস্তথা ॥ ৭৫
দেবা বিপ্রাশ্চ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বেষাং প্রকৃতেঃ কলাঃ
সা চ দৈবেচ্ছয়া দেবি দেহে তিষ্ঠতি ॥ ৭৬
অহং গোলোকনাথশ্চ বৈকুণ্ঠেশো নারায়ণঃ ।
গোপীগোপৈঃ পরিবৃতশ্চৈব বিহরে সদা ।
চতুর্ভুজোঽহং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীসরস্বতীযুতঃ ॥ ৭৭
ঊর্দ্ধ্বে পঞ্চাশদ্বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনে
মমালয়শ্চ গোলোকে বসামি গোপিকাপতিঃ ॥ ৭৮
প্রধানাত্মা হি বিষ্ণুঃ স চ সর্ব্বব্যাপকঃ ।
যত্নেন বিধাস্যে যো হি তত্র সর্ব্বব্যাপকম্ ॥ ৭৯
অতঃ পূর্ণং কুরু শিবে শিবং ব্রতঞ্চ দক্ষিণাম্ ।
পুত্রং দাস্যতি তে তুষ্টঃ স্বয়ং নাথঃ প্রতীচ্ছসি ॥ ৮০

আমি আত্মা, তুমি ধ্রুব, আমি জ্ঞানাত্মা ঈশ্বর, আমি বিষ্ণু সর্ব্বাধার এবং তুমি প্রকৃতি তুমি । ৭৫

দেব, বিপ্র ও বৈষ্ণব সকলেই প্রকৃতির কলা। সেই প্রকৃতি দেবী নিজের ইচ্ছাবশে পরিপূর্ণা হইয়া— দেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । ৭৬

আমি গোলোকনাথ, বৈকুণ্ঠপতি ও নারায়ণ। আমি স্বয়ং গোপ ও গোপীগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা বিহার করি। আবার আমি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ হইয়া লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিহার করি । ৭৭

বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশ কোটি যোজন ঊর্দ্ধ্বে গোলোকে আমার আলয়, তথায় আমি গোপীপতি (গোপীনাথ) রূপে অবস্থান করি । ৭৮

এই গোলোক পুণ্যময় সেই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ আমারই, আমি সেই বিষ্ণু হইয়া এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। কারণ, যে আমার যোগেতে চিন্তা করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ধরিয়াই পুত্ররূপে অবস্থান করিয়া থাকি । ৭৯

শিবে ! তুমি শিবকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়া ব্রত সম্পূর্ণ কর। তাহাতে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রলাভ করিয়া তুমি তোমার বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইবে । ৮০

অতএব। যেমন যোগে বিষ্ণু যোগীশ্বর, যেমন

বিষ্ণুস্তথা যথা যোগে বিষ্ণুস্তস্য বিভুঃ ।
বিধায় যথা গোকুলং পুত্রং দাস্যতি তবে ॥ ৮১
ব্রাহ্মণী যথা ভর্ত্তুঃ অন্যং স্বামী ব্রতেষু চ ।
তথা না দাতব্যা স্বপ্নেইপি শিবেতি শ্রুতের্বচঃ ॥ ৮২
ইত্যুক্ত্বা স মহাযোগী চান্তর্দ্ধানং ততো হরিঃ ।
সন্তুষ্টা সা চ পার্ব্বতী দক্ষিণাং দাতুমুদ্যতা ॥ ৮৩
দুর্গা শিবা পূর্ণব্রতং সা শিবং দক্ষিণাং দদৌ ।
সনৎকুমারঃ স ওঁ স্বস্তীত্যুক্ত্বা গৃহীতবান্ ॥ ৮৪
শিবাং দুর্গা দদৌ তাং সনৎকুমারগৃহীতং তু ।
শুষ্কাকণ্ঠোষ্ঠতালুকা বিষণ্ণা পুনরুবাচ হ ॥ ৮৫
পার্ব্বত্যুবাচ
গোকুলঃ সৎপতিব্রতমিতি বেদে নিরূপিতম্
ব্রহ্মন্ মম স্বস্বামীং দেহি প্রত্যর্পিতঃ শিব ॥ ৮৬

এই বিধানে বিষ্ণু দেব, অতএব তুমি পুত্রলাভ মানসে গোকুলে দেবে দক্ষিণা প্রদান কর । ৮১

যেমন ব্রাহ্মণ পতিকে দান করিলে সতী নারী সর্ব্বদা ব্রতেতে রত থাকে, সেইরূপ স্বপ্নেও পতি দান করিতে নাই—ইহা শ্রুতির (বেদের) কথা । ৮২

এই কথা বলিয়া মহাযোগী সেই হরি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তখন পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইলেন এবং দেবী পার্ব্বতী উৎসাহে সম্মতা হইয়া দক্ষিণা দান করিতে উদ্যতা হইলেন । ৮৩

শিবা অর্থাৎ মহাপ্রকৃতি দেবী দুর্গা পূর্ণব্রত করিয়া নিজ পতি শিবকে দক্ষিণা দান পূর্ব্বক সনৎকুমারকে (ইনি ব্রহ্মার পুত্র) বরণ করিলেন। সেই দেবসম্মত সনৎকুমার 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া শিবকে গ্রহণ করিলেন । ৮৪

শিবকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়া এবং সনৎকুমার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে দুর্গা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি বিষাদবিষণ্ণা হইয়া পুনর্ব্বার সেই সনৎকুমারকে বলিলেন । ৮৫

পার্ব্বতী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তোমরা ও আমার পতির দ্বারা এই উত্তম পুণ্যক ব্রত,—ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব আমি তোমাকে যে পতি প্রদান করিয়াছি, তুমি আমার স্বামীকে প্রত্যর্পণ কর । ৮৬

তথা ব্যাকরোমি বিশ্রব্ধো যাবদ্যি বিধিষ্যসি ৪।
আত্মরক্ষাং চ যেনস্ত ত্বং কর্তুং কর্তুমীশ্বরঃ ॥ ৮৭

সনৎকুমার উবাচ।

যথাঃ শক্রেণ যে দেবি বিঘ্নস্তু ত্বং প্রযোজয়।
ইন্দ্রস্যানুগ্রহস্তু যথাঃ প্রত্যর্পয়েন ৪ ॥ ৮৮

যত্ত যত্ত যথা কর্তব্যং লোকঃ সর্বো ভবত্যয়ে।
কর্তুং হেবেশিতং কর্ম ভবেৎ কিং বা পরেচ্ছয়া ॥ ৮৯

বিশ্বরূপং পুনঃ কৃত্বা প্রবিষ্যামি ভবত্যয়ম্।
যাবদ্যাবাঃ যাবিত্যাঃ মন্থনিষ্যতি ভবান্ ॥ ৯০

ইত্যুক্ত্বা ত্বষ্টঃ পুত্রো বৃত্রহা শচীর মুনে
সহিতো যাজয়ামাস ভেজসা যেন্দ্রমগ্নি ॥ ৯১

দৃষ্ট্বা নিঃস্ব মৃতমাপঃ কৃপালেন ৪ পার্বতী

মমুক্তা তত্ত্ব ভাক্তুং ত্বত্তকর্তৃত্বাত্মুতা ॥ ৯২
বিচিন্ত্য মনসা সাধ্বীত্যেতমেব ত্বরান্বিতম্।
ন মৃত্যোরুত্তরীয়েন্দ্র ন চ ত্যোত্তু তদা বভূ ॥ ৯৩
এবমিন্দ্রস্তরে দেবঃ পার্বতীমবিচিন্তয়া।
মন্ত্রা মমৃতরাজ্ঞাশে ভেজসাং বিকরং পরম্ ॥ ৯৪
কোটিসূর্যাপ্রকাশেন প্রজ্বলন্ত বিশেষ তম।
কৈলাসশৈলং পুনঃ সর্বমেবাবিবিশুঃ ক্ষণম্ ॥ ৯৫
সর্বান্ দৃষ্ট্বা প্রজ্বলতা বিস্ফোর্বিকরাকৃতি ।
দৃষ্ট্বা তত্ত্ব তথাভূতং দুঃখেন ক্রুদ্ধেন ৪ ॥ ৯৬

বিষ্ণুরুবাচ

ব্রহ্মাণ্ডানি ৪ সর্বাণি যদ্ভোগবিগ্রহম্ ৪।
মোহয়ন্ত যে যোক্তুমাগচ্ছন্ত যে যথা যো মহাবিদ্যাং ॥ ৯৭

তাহা হইলে আমি আত্মরক্ষণে সমর্থ হইব এবং ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিব; তখনই আপনি যেরূপ কি কোনরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হন ? ৮৭

সনৎকুমার বলিলেন,—দেবি! আমি ব্রাহ্মণ, আমার সঙ্গে যোগ-বলে প্রয়োজনটি কি? আপনি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদানের করিয়াছেন, সেই মত যোগের বিভিন্নতার প্রদর্শন করিব কেন? (এই শ্লোকের শেষ পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর যেরূপ যাহা—"ইন্দ্রস্যানুগ্রহস্তু যথাঃ প্রত্যর্পয়েন ৪:"। অর্থাৎ ইন্দ্রের উপর কৃপা করিয়া তাহা অনুজ্ঞা ত্বত্ত প্রদর্শন করা।) ৮৮

এই বিষয়ে যখন যাহাই বিষয়ে বিশেষ উপায় আছে তাহা কর্তব্য। (অর্থাৎ তোমার কর্তৃত্বে কি করিব, সে বিষয় বুদ্ধিমানই সব স্থির করে, অন্যের কর্তৃত্বের উপর কেহ নির্ভর করে না; বুদ্ধিমান এই সব গ্রহণ করিয়া আমি কি করিব? তাহা আপনার বিচারের উপর আমি নির্ভর করিব না।) কর্তা যখন যাহা ইচ্ছা করে, তদনুসারেই কর্ম হইয়া থাকে, পরের ইচ্ছায় কিছু না হয়। ৮৯

বাসবধ্বংস ও যাজিকাদের বুদ্ধির কারণ এই বিষয়ে মহাদেবকে আমি পরমুখ তাহাতে বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিব। ৯০

এই সুদূর মায়ার। তাহার পুত্র ত্বষ্টার সনৎকুমার এই কথা বলিয়া নিজের সেই দেবতাদের গ্রহণ করিয়া নিজ নন্দিনে বসাইয়া রাখিলেন। ৯১

পার্বতী সনৎকুমার কর্তৃক নিহত মৃতদের দেখিয়া নিঃস্ব হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সতী সাধ্বী দেবী দুঃখ বিশেষ এই দুঃসময়ের ভয়ানক কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া এবং বিষ্ণুর উপদেশ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া তিনি যা ও বিষ্ণুর কথা পূরণ করিয়া, তাহার পাত্র হইল না" এই মনে করিয়া তখন ধীর ভাবে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ৯২-৯৩

ঠিক এই সময়ে অমনি পার্বতীদেবীর সহিত সমস্ত দেবতা তখনকার দেখিতে পাইলেন যে, আকাশে অতি সুন্দর জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়াছে। ৯৪

কোটি সূর্যসম প্রকাশযুক্ত, উহা জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত, সর্ববিস্ফারক যাহা হইতে প্রজ্বলিতকারী এক সমস্ত দেবতাদের পরিবেষ্টিত কৈলাস পর্বতকে ধীর প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। ৯৫

এই জ্যোতিঃ সমস্তাকৃতি, সমস্ত লোকসমূহের প্রজ্বলকারী এবং অতি বিস্তৃত ছিলেন। শ্রীভগবানের সেই জ্যোতিঃমণ্ডল দর্শন সমস্ত দেবতা ক্রমে ক্রমে ভয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯৬

এমন শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—যাহার জ্যোতিঃস্বরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, সেই মহাবিদ্যাই আপনার যোগমায়া অর্থাৎ যোগমায়ার প্রভাব; মৃত্যুর ভয়ের বিনাশ আপনা হে। এটি সমস্ত যায়। ৯৭

ব্রহ্মোবাচ।

বেদোপন্যাস্কে দক্ষ বং প্রবক্তুং প্রভুরীশ্বর।

স্তোতুং তদর্শনিপুণঃ সাক্ষাৎ কিং স্তৌমি তং পরম্ ॥ ৯৮

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অনির্বাচ্যস্বরূপং যং স্তৌমি জ্ঞানাত্মকং বিভুম্।

নির্লিপ্তং সর্ব্বতঃ শান্তং বেদান্তৈ বিভুং ॥ ৯৯

ধর্ম্ম উবাচ।

অদৃশ্যমদ্যাপিতঃ সর্ব্বদৃক্‌ সর্বগং বিভুঃ।

কিং স্তৌমি বেদাদিভিঃ স্তবতঃ সর্বজ্ঞবিশিষ্টম্ ॥ ১০০

শেষ উবাচ।

যে যস্য বক্ত্রসংখ্যা কিয়তা বাঃ স্তোতুমীশ্বরাঃ।

স্তোতুং ন শক্তা বেদাঃ ন চ শক্তা সরস্বতী ॥ ১০১

সূর্য্য উবাচ।

বেদানু পঠিত্বা বিদ্বাংসো বয়ং কিং বেদকারণম্।

স্তোতুমীশা ন বাণী চ তাঞ্চ বাঙ্‌মনসোঃ পরম্ ॥ ১০২

লক্ষ্ম্যুবাচ

যাঃ বিস্তৃতঃ বাঃ বদন্তি বেদাবিদঃ।

কিমিহ শক্তা বাঃ স্তোতুমবাঙ্‌মনসোঃ পরম্ ॥ ১০৩

সাবিত্রী উবাচ।

বেদপ্রসূঃ নাথ সৃষ্টৌ তৎকলয়া সুতা।

কিং স্তৌমি শ্রীবভাবেন সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১০৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

যস্যা বিষ্ণুমায়াঃ জগৎপালনকারিণী।

কিং স্তৌমি তৎকলা সৃষ্টা ভবতঃ বীজকারণম্ ॥ ১০৫

হিমালয় উবাচ।

যদৃদ্ধি মম্যো নাথ নাম কৰ্ম্ম স্থাবরঃ নরম্।

স্তোতুং সমর্থঃ সুরো কিং স্তৌমি স্তোতুমক্ষমঃ ॥ ১০৬

জন্মে সার্থ তং যুথা বেদা বিদগ্ধাঃ।

বেদাস্তু সূতঃ কর্ত্তৃ নার্থী স্তোতুমীশ্বরা ॥ ১০৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পরমেশ! যে উপযুক্ত বর্ণনা-যোগ্য পরম ব্রহ্মকে বেদ সেই প্রকাশ করিতে সমর্থ, তাঁহার স্তব করিতে এবং তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে আমি কিরূপে সমর্থ হইব? অতএব আমি তাঁহার স্তবরূপ বস্তুই বা কি স্তব করিব? ৯৮

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—আমি জানিয়া অনির্বাচ্য হেতু; কিন্তু তিনি জ্ঞানের অতীত, সকলের অনির্দেশনীয়, বেদান্তের ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহাকে আমি কি স্তব করিব? ৯৯

ধর্ম্ম বলিলেন,—তিনি অদৃশ্য, কিন্তু অবতীর্ণ হইলে তিনি সকল প্রাণিদের দৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হন, সেই ভগবানকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দৃষ্টিগোচরকারী বেদস্বরূপ—বেদাদিতে পরমাত্মার আমি কি স্তব করিব? ১০০

শেষ বলিলেন,—তাঁহার স্তব করিতে আর কে সমর্থ হয় না এবং দেবী সরস্বতী তাঁহার স্তুতি করিতে সক্ষমা হন না; সুতরাং আমার কথা কি? আমার সহস্র বদনে আবদ্ধ, আমরা কিরূপে আপনার স্তব করিব? ১০১

সূর্য্য বলিলেন,—হে জগদ্গুরো! আমরা ত' বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বান্ হইয়াছি; কিন্তু সেই বেদের কারণ এবং বাক্য ও মনের অতীত আপনাকে আমাদের বাক্য কিরূপে স্তুতি করিবে? ১০২

লক্ষ্মী কহিলেন,—বেদবাদী পণ্ডিতগণ আপনাকে বাক্যের অতীত বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি সেই বাক্য ও মনের অতীত পরমাত্মা, সুতরাং আপনাকে আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? ১০৩

সাবিত্রী বলিলেন,—নাথ! আমি বেদের প্রসব করিয়াছি, একথা সত্য; কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আমাকে আপনার কলাদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনি সমস্ত কারণেরও কারণ; আমি এক স্ত্রীলোক হইয়া আপনার কিরূপে স্তব করিব? ১০৪

পার্ব্বতী বলিলেন,—আমি আপনার কলাদ্বারা বিষ্ণুমায়া হইয়া এবং সকল জগতকে পোষণ করি। আপনি সকল জগতের মূল কারণ, আর আমি আপনার কলা দ্বারা সৃষ্ট, সেই আমি আপনাকে কিরূপে স্তব করিব? ১০৫

হিমালয় বলিলেন,—নাথ! আমি আমার কর্ম্মদোষে স্থাবর রূপে রহিয়াছি। সেই আমি এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইয়া আপনার স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? অতএব আমি আপনার স্তব করিতে অক্ষম। ১০৬

হে মুনে! এইরূপে সকল দেবগণ ও মুনিগণ স্তব

যৌবনমুক্তটায়াং বিদ্রথী মুকুতা ভবেৎ।
প্রেয়িকা পরমাত্মানং তত্রারোহতি নিশ্চয়ং ৫। ১১৮
অনন্তরিপিধায়িনা যেনোন্মুক্তিমতী সতী।
তপসা তপসা সাধ্বী তমসাং সর্বমর্দনাৎ ১১৯

পার্শ্বদূতায়

কৃষ্ণ জানামি যাং তত্ত্ব নাহং যাং জানুমীশ্বরী।
কে বা জানন্তি যেবন্যা যেন বা যেনকারণাৎ ১ ১২০
যদবোচ্যাং ন জানন্তি কথং জানন্তি যদ্বচঃ।
তথাপি তত্ত্বং জানামি কিমন্যে জানুমীশ্বরাঃ। ১২১
পুরুষং পুরুষযোষাঞ্চ পুমাংসং পুমকারণং
বিদন্তঃ বিদন্তশ্চ বিদন্তীতি সনাতনং। ১২২
কার্যং যং কারণং তত্ত্ব কারণানাঞ্চ কারণম্।
তেজোযুক্তং তমব্যক্তিমাকারে বিদ্মহে তং। ১২৩

ক্রমে সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মার তত্ত্ব অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পর তাহা সেই পার্শ্বদূতী ঈশ্বরে স্থিতি করিবার উপযুক্ত হইবেক। ১৮৭

তাহার পর সেই বহুপরিবার, বহুতর ঐশ্বর্যধারিণী, এতাদৃশ অধিপতিবরণা, মুক্তিমতী জ্যোতিষ্মতী, সমস্ত তপস্যার ও সর্বশক্তির কর্মফলের অধিকারী, মুক্তা অন্তরাত্মা সতী দুর্গাদেবী নিজ বক্ষঃ ভেদিয়া হইয়া পুরুষোত্তমে আত্মার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিতে চাহিবেন। ১৮৮-১৯১

পার্শ্বদূতী বলিলেন,—হে মহাদেব কৃষ্ণ! আমি আপনাকে জানিনে, কিন্তু আমি আপনাকে জানিতে সমর্থা নহি। জ্ঞেয় পরিজ্ঞান, জ্ঞেয় যা জ্ঞেয়কারণধারী আপনাকে—সেই যা আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে। ১৯০

যাহারা আপনার জ্ঞান, তাহারাও আপনাকে জানিতে পারে না। যাহারা আপনার কথা অর্থাৎ তত্ত্বের জ্ঞান, তাহারা কিরূপে জানিবে? কথার আশ্রয়ী আপনার তত্ত্ব জানেন; কৃষ্ণা সেই তত্ত্ব আপনা কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে। ১৯১

আপনি পুরুষ হইলেও অভিপুরুষ, অথচ আবার এক পুরুষ হইলেও অতি পুরুষ, অথচ আত্মা। আপনি বিদ্য, বিদ্যমান, বিদ্যের যৌন এবং সমাজের পরম পুরুষ। ১৯২

আপনি কার্য, আপনি কারণ এবং কারণসমূহের কারণ। আপনি তেজোযুক্ত অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, অথচ অব্যক্তি, আকারে বিদ্যমান তত্ত্ব। ১৯৩

বিদিতো বিদ্যতে যাতো যাজ্ঞায়াং পরমাত্মনঃ।
প্রকৃতীনো বিদ্যমানঃ বিদ্যাত্মজনকত্বতঃ ৫। ১৯৪
সকলস্থঃ প্রাকৃতিকঃ অনন্তা মূর্তিসঙ্গতঃ
প্রকৃতিস্থঃ পুমাংশ্চক্ষ যেনাহং ন ছিদ্যতে। ১৯৫
ঔরসঃ সাক্ষিণো জ্যেষ্ঠী যাজ্ঞনঃ প্রতিবিম্বিতঃ
অর্থ ইঃ অর্থযোজ্ঞা ইঃ অর্থনাঃ ফলদায়কঃ। ১৯৬
যাবন্তি যোনিবক্তেষ্টযৌনিমন্তরীপিণঃ।
তেষিচ্ছন্তুর্ভিঃ যাজ্ঞ লক্ষ্যীযাজ্ঞ মনোহরম্। ১৯৭
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব যাজ্ঞায়াং কমনীয়ং মনোহরম্।
সর্বাচ্চক্রমনাস্পদঃ দৈবায়নঃ পরম্ ৫। ১৯৮
বিভূতঃ কমনীয়ক বিশোভঃ ক্ষ্যাত্মকম্
যাজ্ঞঃ সোপাজনাযাজ্ঞঃ বহুবৃষবসূদ্বিষম্ ৫। ১৯৯

বিদ্যাত্মার এক বিশেষ। ১৯৩

আপনি বিদিত, বিদ্যমান, যাজ্ঞী, যাজ্ঞায়ায়, পরমাত্মন, প্রকৃতিবশি, বিদ্যা যৌন এবং আপনিই বিদ্যাত্মজনক। ১৯৪

মূর্তির বিবিধ আপনি যাঁর অনন্তরূপ সকল হইয়া প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনিই প্রকৃতি এবং আপনিই পুরুষ। আপনি যাজ্ঞীর অতি আর কেহ ছেদন করে না—ইহাই তাৎপর্য। ১৯৫

আপনি ঔরস এবং সাক্ষিস্বরূপধারী যাজ্ঞী, জ্যেষ্ঠী এবং যৌন প্রতিবিম্বিত। আপনি অর্থ, আপনি সেই অর্থের যৌন, এবং আপনি সকল অর্থের প্রদাতা। ১৯৬

যোষিৎগণ আপনার সেই অদ্ভুত ছেদের স্তব করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আপনার পাঞ্চভৌতিক আপনার চতুর্ভুজ বক্ষঃস্থলে সমবায় সম্বন্ধরূপে ধ্যান করেন। ১৯৭

বিষ্ণুস্বরূপ আপনাকে সাক্ষাৎ, কমনীয়, মনোহর, বক্ষ-হৃদ-জল-সমধারী, পরমপুরুষপরিচিত ও সর্বপ্রকার জ্ঞান করিয়া থাকেন। ১৯৮

বিভূত, কমনীয় বিশোভ, আত্মস্বরূপ, যাজ্ঞ, যোগী-জাত, বহুবৃষবসুদ্বার বিভূষিত এবং জ্যেতিঃস্বরূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ময়রূপে আপনাকে ভক্তগণ সদা ধ্যানে সেবা করিয়া থাকেন। আপনার যে সেই প্রসিদ্ধ ছেদ, যোষিৎগণ সেই ছেদে ভেদকারী আপনাকে অতীত আর কি-ই বা জ্ঞান করিবেন। (অথবা যোষিৎগণ যে সেই প্রসিদ্ধ ছেদের ধ্যান করেন এবং ভক্তগণ যে ছেদের

এবং তেজস্বিনা [illegible] সেবায়াং দধতঃ পুরা
ধ্যায়তি যোগিনো যত্র কৃষ্ণ[illegible] বিনা ॥ ১২০
তদ্বীজ্যো বিষ্ণুঃ দেব দেবাঃ তেজসা পুরা ।
আবির্ভূর্বা মুমানাক [illegible] ॥ ১২১
বিভো [illegible] বিষ্ণু [illegible] বিভো ।
ত্রীত্রমং [illegible] বিবাহ মমূর্তিনা ॥ ১২২
[illegible] যোগবিদা [illegible] পুরা
বিভো নবীন্ [illegible] বিবাহন ॥ ১২৩
[illegible] দেবৈশ্চ[illegible] পীড়িতৈঃ ।
[illegible] বিষ্ণৌ [illegible] ॥ ১২৪
[illegible] বিবাহঃ বিবর্জিতা ।
[illegible] বৈশ্যা[illegible] ॥ ১২৫
[illegible] বিশ্বাসাত্ [illegible] ।
পানিঃ [illegible] যে যোগী [illegible] বিষ্ণুঃ ॥ ১২৬
পুত্রার্থং [illegible] দেবদেব ।
যোগি [illegible] পুত্রার্থে [illegible] ॥ ১২৭
[illegible] পুত্র [illegible] সম্ভবম্ ।
দেবেশ ! [illegible] ॥ ১২৮
[illegible] কুমারঃ [illegible] ।
বৈকুণ্ঠ পার্বতী [illegible] ॥ ১২৯
[illegible] পার্বতী[illegible] পুণ্যবতঃ ।
[illegible] বিষ্ণু[illegible] ॥ ১৩০
[illegible] বিমুক্ত[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩১
বিষ্ণু[illegible] সর্বদা[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩২

[illegible] তেজস্বী [illegible] না যেন কোথায় যাবে ?) ১১৮-১২০

হে দেব ; পূর্বে আমি [illegible] কর্তৃক [illegible] অনুগ্রহে [illegible] করিয়াছ [illegible] করিয়া রহিয়াছেন, সেই তেজ [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলাম ॥ ১২১

বিভো ! আমি বিভো ও [illegible] হইয়া [illegible] বিবাহ করিয়া তুমি [illegible] আবির্ভূত [illegible] ॥ ১২২

আমি আপনার [illegible] পুত্রলাভের [illegible] অনুগ্রহে [illegible] করিয়া [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহে [illegible] করি ॥ ১২৩

তাহার পর [illegible] কর্তৃক পীড়িত দেবগণ কর্তৃক [illegible] হইয়া [illegible] ॥ ১২৪

আপনার বিষ্ণুর [illegible] বিষ্ণু [illegible] করিয়া সেই [illegible] আমি [illegible] করিয়াছি ॥ ১২৫

এই কারণে আমি [illegible] সেই [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি । [illegible] কর্তৃক [illegible] সেই [illegible] বিষ্ণু [illegible] আমার [illegible] করিয়াছেন ॥ ১২৬

কিন্তু [illegible] আমি [illegible] বিবাহ ([illegible]) লাভ করিতে পারি নাই ; সেইহেতু আমি কোন পুত্র লাভ করি নাই । হে [illegible] । সেই কারণে আমি পুত্র-[illegible] বিবাহ [illegible] হইয়া আপনাকে [illegible] করিতেছি ॥ ১২৭

এই পুত্র-[illegible] আমি [illegible] আপনার [illegible] এক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । হে দেবেশ ! [illegible] এই [illegible] করিতে [illegible] দেন [illegible] যাবে ॥ ১২৮

হে [illegible] ! আপনি আমার [illegible] বিবাহ করিয়া আমাকে কৃপা করুন । [illegible] এই [illegible] দেবী পার্বতী [illegible] হইলেন ॥ ১২৯

এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি [illegible] পার্বতী কর্তৃক কৃত এই [illegible] যায়, সেই ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণু [illegible] পুত্র লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩০

যে ব্যক্তি [illegible] হরিভক্ত [illegible] করিয়া [illegible] পার্বতী কর্তৃক কৃত [illegible] নাই করে, সেই ব্যক্তি [illegible] লাভ করিয়া থাকে, [illegible] নাই ॥ ১৩১

হে ব্রহ্মন্ ! পার্বতী কর্তৃক কৃত এই বিষ্ণুবার

[illegible] ॥ ১২৩

[illegible] ॥ ১২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে পুণ্যকব্রতে পার্বতীকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তবো নাম [illegible] ॥ ৭

[illegible] ॥ ১২৫

[illegible]

[illegible]

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[[illegible]]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

পার্বতীবচনং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ [illegible]।
[illegible] ॥ ১
[illegible]
[illegible] ॥ ২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪

[illegible]।
[illegible] ॥ ৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬
[illegible]।
[illegible] ॥ ৭
[illegible]।
[illegible] ॥ ৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

([illegible] ।)

নারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ! [illegible] ॥ ১

পার্বতী দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি [illegible] ([illegible]—"[illegible]") ॥ ২

[illegible] ॥ ৩-৮

[illegible] ॥ ৯
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ॥ ১১
[illegible] ॥ ১২
[illegible] ॥ ১৩
[illegible] ॥ ১৪
[illegible]

[illegible] ॥ ১৫
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ॥ ১৭
[illegible] ॥ ১৮
[illegible] ॥ ১৯
[illegible] ॥ ২০
[illegible] ॥ ২১

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দেবী পার্বতীর ব্রতে যাহা যাহা অভিলষিত ছিল, সেই সব [illegible] প্রদান করিলেন। [illegible] সেই কোটি কোটি [illegible] ([illegible]) [illegible] হইয়া ছিলেন। ৯

অনন্তর [illegible] হইয়া [illegible] দেবী পার্বতীর [illegible] প্রদান করিলেন। ১০

তখন [illegible] দেবী দুর্গা [illegible] এবং বিষ্ণু ও [illegible] প্রদান করিলেন। ১১

ব্রাহ্মণ ভোজন, দেবতা ও [illegible] ভোজন করাইলেন এবং [illegible] দ্বারা স্বামী [illegible] পূজা করিলেন। ১২

[illegible] আরম্ভ করিলেন, [illegible] এবং অতি [illegible] করাইলেন। ১৩

সেই পর্বতনন্দিনী উত্তম পুণ্যক-ব্রত সমাপন করিয়া, [illegible] দান করিয়া এবং [illegible] সকলকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং স্বামী শিবের সহিত ভোজন করিলেন। ১৪

কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল ভক্ষণ করেন (পান)

অতঃপর [illegible] স্বামীর সহিত [illegible] করিলেন। ১৫

অনন্তর পার্বতী দুর্গা [illegible] পুষ্প [illegible] এবং কস্তুরী ও কুঙ্কুমাদি [illegible] স্বামী শিবের সহিত শয়ন করিলেন। ১৬

[illegible] পুষ্পশয্যা [illegible] দেবী [illegible] স্বামীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

এই বিহারে দেবঃ (শিব), সময়কালে শ্রীবিষ্ণু [illegible] এক [illegible] সেই রতি-ভঙ্গ সাধন করিলেন। ১৯

দুঃখ। সেই ব্রাহ্মণ বিপ্ররূপী, [illegible] এবং [illegible] পীড়িত ছিলেন। ২০

তিনি [illegible] ([illegible]) [illegible] এবং [illegible] ছিলেন। ২১

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২২

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কিং করোমি মহাদেব [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৩
কিং করোমি মহাদেব [illegible] ।
[illegible] পার্বতীপ্রিয় ॥ ২৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৬
ইতি [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৭

[illegible] পার্বতী [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১

নন্দ উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩২

পার্বত্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৩

এই [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] মহাদেবকে আহ্বান করিলেন ॥ ২২

ব্রাহ্মণ ([illegible]) বলিলেন,—হে মহাদেব! তুমি কি করিবে? আমি তোমার [illegible] তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি [illegible] তোমার [illegible] অর্চনা করিয়াছি ॥ ২৩

হে [illegible]! হে মহাদেব! তুমি কি করিবে? আমি [illegible] তোমার [illegible] তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৪

[illegible] তুমি [illegible] আমি তোমার [illegible] তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ২৫

[illegible] আমি [illegible] ॥ ২৬

সূত! [illegible] ॥ ২৭

দেবী পার্বতী [illegible] ॥ ২৮

[illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০

এই [illegible] ॥ ৩১

নন্দ বলিলেন,—হে [illegible] ! তোমার [illegible] ॥ ৩২

পার্বতী বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? [illegible] ॥ ৩৩

অতিথিঃ পূজিতো যেন ত্রিসন্ধ্যং পূজিতম্
[illegible] যেন ব্রাহ্মণ ভবেৎ দ্বিজ ॥ ৩৪
তীর্থস্নানাদিকং [illegible] নিশ্চিতম্।
[illegible] ॥ ৩৫
ন যাতি সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
অতিথিঃ পূজিতো যেন [illegible] ॥ ৩৬
[illegible] যেন ভুঙ্ক্তে।
অতিথিঃ পূজিতো যেন ভারতে ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৭
নানাপ্রকারপুণ্যানি [illegible] যানি চ
[illegible] ॥ ৩৮
অপূজিতো [illegible] নিবর্ত্ততে।
পিতৃদেবাগ্নয়ঃ [illegible] ॥ ৩৯
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি লভতে [illegible] ॥ ৪০

রাবণ উবাচ

[illegible] পুত্রম্।
[illegible] ॥ ৪১
[illegible]
[illegible] ॥ ৪২

পার্ব্বত্যুবাচ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৪৩

রাবণ উবাচ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৪৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৫

যে ব্যক্তি অতিথির পূজা করে, [illegible] পূজিত হন; কারণ, যে দিন। সেই অতিথি [illegible] ॥ ৩৪

অতিথি কি বলিব। [illegible] ॥ ৩৫

যে ব্যক্তি [illegible] অতিথির পূজা করে, সেই ব্যক্তি [illegible] হয়। ৩৬

যে ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে ভক্তিসহকারে অতিথির পূজা করে, সেই ব্যক্তি [illegible] প্রাপ্ত হয়। ৩৭

[illegible] অতিথি [illegible] পারে না। ৩৮

যে ব্যক্তির গৃহ হইতে অতিথি অপূজিত হইয়া ফিরিয়া যায়, [illegible] হইয়া যায়। ৩৯

যে ব্যক্তি অতিথির [illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] প্রাপ্ত হয়। ৪০

রাবণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি [illegible] আমি পুত্র [illegible] আপনি [illegible] আমার পূজা করুন; কারণ, [illegible] ॥ ৪১

[illegible] প্রাপ্ত হয়। ৪২

পার্ব্বতী বলিলেন,—রাবণ! আপনি কি [illegible] আপনাকে প্রদান করিব। আপনি [illegible] ভক্ষণ। ৪৩

রাবণ বলিলেন,—[illegible]। আপনি [illegible] করিয়াছি। ৪৪

[illegible]। আমি আপনার পুত্র, [illegible] পূজা করুন। ৪৫

তাসাং পঞ্চবিধাঃ প্রোক্তা মাতরো বিবিধাঃ পৃথাঃ।
পৃথক্ পঞ্চবিধঃ ধাত্রি ঋষিভিঃ বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৬
বিদ্যাধাত্র্যঃ স্তনধাত্র্যঃ ৪ অঙ্কধাত্র্যঃ তথা ৬ ক্রীড়নঃ।
মণ্ডনধাত্র্যঃ ৪ যেতাসাং নামানি পিতৃভিঃ পৃথাঃ ॥ ৪৭
গুরুপত্নী পর্বধাত্রী স্তনধাত্রী পিতুঃস্বসা।
ধাত্রী মাতুঃ সখী ৪ পুত্রধাত্র্যাশ্চাধিকাঃ ॥ ৪৮
কৃতঃ শিশুশ্চ সোদ্ভূত ধাত্র্যাঃ পরমাপদঃ
ধর্মপুত্রশ্চ চাত্যন্তো ধাত্র্যাস্তো মনস্বিনি ॥ ৪৯
কুতস্তস্যাঃ পীড়িতায়া মাতুর্বিত্তোদয়ং পরমাপদঃ
মাতুশ্চাপি ধনং ধাত্র্যা অনাথঃ পুত্র এব চ ॥ ৫০
পিতৃঃ পরমাপদ্ধনং তস্যাপি কলানি চ।
মাতাবিদ্যমানে পিতৃরপি কালান্তরেণ ধনানি চ ॥ ৫১
পত্নাঃ পত্যুশ্চ ভৌমিকুলিকুবিকারকম্।
কৃতঃ যদি চ মাতাপি মৃতপত্নীক যাচনম্ ॥ ৫২

মাত্রি। বেদবাদী মহাত্মারা পিতৃঃ পঞ্চবিধ, কিন্তু মাতা নানাবিধা বলিয়া ও পুত্র পঞ্চবিধ বলিয়া অভিহিত করেন। ৪৬

১। বিদ্যাধাত্রী, ২। স্তনধাত্রী, ৩। অঙ্কধাত্রী, ৪। ক্রীড়নধাত্রী এবং ৫। মণ্ডনধাত্রী—ধাত্রী পঞ্চবিধ। পিতৃগণ যে সকল ধাত্রীর নাম করিয়াছেন, তাহা এই—গুরুপত্নী, পর্বধাত্রী (পর্বগ্রাহিণী), স্তনধাত্রী, পিতৃস্বসা (পিসিমাতা), মাতৃস্বসা (মাসীমাতা), সখী ধাত্রী (বিমাতা), পুত্রধাত্রী ও পৌত্রধাত্রী—ইহারা মাতা বলিয়া অভিহিতা হন। ৪৭-৪৮

৮। কৃতা ২। শিশু, ৩। সোদ্ভূত, ৪। ধাত্র্যাঃ এবং ৫। পরমাপদ্—এই পাঁচ প্রকার পুত্র। তন্মধ্যে চারি জন অর্থাৎ কৃত, শিশু, সোদ্ভূত ও পরমাপদ্—এই চারি জন ধর্মপুত্র এবং অন্য যে ধাত্র্যাদত্ত অর্থাৎ ধাত্রি পুত্র, সেই পুত্রই শিশুপালক অভিহিত। ৪৯

মাতঃ। আমি কৃতা ও কৃতার অন্যান্য পীড়িত হইয়া আপনার পরমাপদ হইয়াছি। সম্প্রতি বলুন আপনার আমি কি উপকার করি। ৫০

পিতঃ, পরমাপদ্ধনের অধিকারী, কেন ও কাল ভেদে ইহাদের নানাবিধ নিধি হয়, যথা, ভৌমিক, কৌষ, কুলিক (ভাণ্ড), বৈকৃত বিকারজাত ধন, কৃত, ধাত্রি, পাত্রি প্রভৃতি চারিপ্রকার ধনের উপরও ইহাদের স্বত্ব, কৃত পত্নী জীবন, বিদেশে অবস্থিত (কিন্তু মাতৃ), অপরিচিত স্থানে স্থিত (যদি পত্নী কৃতার ধনের কৃতিত্ব করিয়া থাকেন।) এইরূপ বিশেষ বাক্যদ্বারা এমন স্থলে যে মাতৃ কৃতাদের কৃতার আমার অধিকার থাকিবে, তাহাও স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন। ৫১-৫২

কর্পূরাদি সুবাসিত, সরস সুগন্ধ তাম্বূল, বিচিত্র ও বহু বস্ত্র এবং সুবাসিত এই সব ও অন্যান্য প্রসাধন আপনার জন্য সংগৃহীত হইয়া রহিত আছে। ৫৩

অবহেলন্দ্বারাও ঈদৃশস্থান বিনাশকারিণি। যে সকল প্রসাধন করিয়া আমার নিত্য কৃতাদরে লালন করিব, আপনি সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে আমাকে ভোজন করিবার জন্য প্রদান করিবেন। ৫৪

আপনার স্বামী বিনা বিলম্বেতে বর্তা এবং সর্বাধিক সম্পদশালিনী। আপনি তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনকরা এবং সর্বপ্রকারে ঐশ্বর্যকারিণী। ৫৫

রমণীয় দ্রব্যাদিতে নিবাসের, অমূল্য বস্ত্রভূষণের, অতি সুন্দর বহিঃস্থ পরম দুর্লভ বস্তু আমাকে প্রদান করিবেন। ৫৭

হে ধাত্রি। আপনি কৃতার্থ করিবার এই কৃতা রহিয়াছি আমাকে প্রেম করিবেন, যেহেতু আপনি সদা সর্বপ্রকারে হিতৈষিণী ও শ্রীতিকরি ধাত্রি। ৫৮

মাতঃ। আপনি কৃতজ্ঞতাসহকারে আমার, কৃতার্থিনী পরমাপদ্ এবং সর্বপ্রকারে নিধি আমাকে প্রদান করুন। আপনার নিজ পুত্রকে ও কিছুই অবশ্য নাই। ৫৯

যতঃ সুনির্মলং কৃত্বা সর্বং তপাংসি সন্ততম্ ।
ভোক্তুং সর্বং ভবিষ্যতি ন কালে ভগবদ্গৃহে ॥ ৬০
যথাযথং বৃক্ষত্বে সর্বং কর্মণো [illegible] এব চ ।
যোগেশো [illegible] যেষাং যে বৃক্ষ [illegible] ॥ ৬১
বৃক্ষং ন [illegible] বৃক্ষং বা [illegible] ।
সর্বঃ [illegible] যোগেশ্বর [illegible] পুনঃ ॥ ৬২
কর্ম নির্মূল[illegible] যতো [illegible] পুনঃ ।
[illegible] ॥ ৬৩
[illegible] বিলাসমানবৎ ।
[illegible] সর্বকামিকম্ ॥ ৬৪
[illegible] মহাঃ যতি ।
ন তেষামীশ্বরঃ কালো ন চ মৃত্যুঃ [illegible] ॥ ৬৫

চিরং জীবন্তি যে বৃক্ষা ভারতে চিরজীবিনঃ ।
সর্বনিশ্চিত [illegible] সর্বাবিদঃ ॥ ৬৬
[illegible] কোটিবিদ্ধনঃ ।
[illegible] কথং তপ [illegible] তেষাম্ [illegible] ॥ ৬৭
[illegible] পুনরপি যে পুণ্যক্ষেত্রাণি [illegible] ।
পুণ্যক্ষেত্রেষু যেষাং [illegible] সন্তি যে ॥ ৬৮
বৈষ্ণবানাং [illegible] পুনঃ [illegible] ।
[illegible] বৈষ্ণবা যান্তি যে ॥ ৬৯
[illegible] পৃথিবী [illegible] ।
[illegible] বৈষ্ণবঃ তীর্থপূতঃ [illegible] পুনাতি ॥ ৭০
পুণ্যানাং [illegible] পূর্ণবৃক্ষাণি [illegible] ।
[illegible] ভারতে বৃক্ষা [illegible] যথা ॥ ৭১

হে মহেশ্বরি দেবি! আপনি আমার বচন [illegible] নির্মল [illegible] এবং সব [illegible] ও [illegible] বিদ্যমান থাকুন, ইহাতে আমি আপনার মত কিছু করিতে পারিব। আপনি [illegible] করিবেন না। ("[illegible]"—এই পাঠান্তর দেখা যায়)। ৬০

[illegible] কর্ম করে, সেই কর্ম [illegible] হয়। এই [illegible] সেই [illegible] ফলভোগ করিয়া থাকে। ৬১

হে [illegible]! [illegible] হয় না এবং [illegible] হয় না; এই [illegible] ও বৃক্ষ [illegible] বৃক্ষ [illegible] কর্মই বৃক্ষ, [illegible] কর্ম [illegible] হয়। ৬২

[illegible] বৃক্ষ [illegible] ৬৩

[illegible] যে বৃক্ষ হয়, তাহা যে [illegible] সেই [illegible] হয়, সেই [illegible] ; কিন্তু [illegible] সেই বৃক্ষ [illegible] হয়, তাহা [illegible] থাকে। ৬৪

[illegible] সেই [illegible] ৬৫

[illegible] হয় না। [illegible] পারেন না। ৬৬

এই ভারতবর্ষে সেই [illegible] থাকেন এবং [illegible] হইয়া যান। সেই [illegible] থাকেন। ৬৭

[illegible] হন, [illegible] কোটি [illegible] থাকেন এবং কোটি [illegible] থাকেন। [illegible] ও [illegible] করেন। ৬৮

সেই বৃক্ষ [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] এবং [illegible] থাকেন। ৬৯

বৈষ্ণবগণের [illegible] হইয়া যান। [illegible] করেন, সেই স্থান তীর্থ হইয়া যায়। ৭০

পুনরপি [illegible] করেন, [illegible] হইয়া [illegible] বৈষ্ণবই তীর্থপূত [illegible] হয়। ৭১

সেই বৈষ্ণব [illegible] এই ভারতবর্ষে [illegible] পূর্ণ [illegible] এবং [illegible]

আত্মাত্মানাং পুত্রবান্ ধনপুত্রান্ যশোলভান্ ।
আয়ুঃ প্রেমুখবন্ধি যাবন্মাং ধর্মমাচরেৎ । ৭২
ভক্তমর্দনমারোহঃ মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তি যে ।
যে যাবাঃ সর্বতীর্থেষু সর্বসংক্রমু দীক্ষিতাঃ । ৭৩
ন লিপ্তাঃ পাপকৈ ভক্তাঃ পুরুষাঃ হরিমাশ্রিতাঃ ।
যথাপুষ্পং সরিতলা যথা ক্রোধাদু যাহতঃ । ৭৪
ত্রিকোটিকল্পো ভক্তঃ প্রাপ্নোতি ধ্রুব মানবঃ ।
প্রাপ্নোতি ভক্তমনঃ ন মানুষে কোটিজন্মসু । ৭৫
ভক্তমনাদ্ ভবেদ্ ভক্তোমুক্তো ভবতি নান্যথা ।
অভক্তমর্দনারোহে ন চ প্রাপ্নোতি মুক্তিতাম্ । ৭৬
পুনঃ প্রভূতাঃ যান্তি বৈকুণ্ঠালোকমাত্রকঃ ।
অনুষ্ঠানবিহীনী চ যত্নে প্রতি জন্মনি । ৭৭
ভক্তযোগবিহীনস্য হরিলাভঃ কথং ভবেৎ ।

পরিণামে ভক্তিলাভে পার্থক্য হয়েছে: । ৭৮
যদিহ প্রলয়ে নাশো ন ভবেদ্ভক্ত বিদ্যতে ।
সর্বস্মৃষ্টেশ্চ সংহারে ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মণঃ । ৭৯
তথাপ্যারাধনে ভক্তিঃ নেহি যাবদ্বিধে নরা ।
ন ভবেদ্ বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়া হরা বিনা । ৮০
তস্মাদ্ভবঃ লোকশিক্ষার্থং ধর্মপন্থা পুরুষঃ ।
সার্বভৌমঃ কলবাজী হ নিরাহারা মনাকুলী । ৮১
যশোদাপ্রাণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তে করে তথাস্তুতঃ ।
ধর্মক্রোড়মাধ্যঃ কিংপ্রমিত্তুক্ত্বা ভাগবীয়ম্ । ৮২
দুরাত্মাস্তানবৈশস্য বালাপ্রাণঃ বিধায় সঃ ।
তথায় পার্থিবোদ্ধারঃ যদ্বিরাজাস্তাস্থিতম্ ।
তস্মাদ্ধে শিবরূপী চ মিত্রিতঃ স ভবেদ্ ।
ধর্মস্য যেবনিধনঃ প্রভূতো বালকো যথা । ৮৪

পর পুরুষ, যোগাসন অর্থাৎ অযোগের আচরণ এবং মানবকে ভিন্ন করিয়া থাকেন । ৭১

যাঁহারা মাতাপিতৃগণের পর পূর্ব পুরুষ এবং পর পর পুরুষকে ও মানব মাত্র অর্থাৎ মাতাপিতৃগণের নিকটাত্মীয় হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন । ৭২

যে মানবগণ হরিভক্তের দর্শন ও আশ্রিতের আশ্রয় হন, তাহারা সর্বতীর্থে স্নান করিবার এবং সকল যজ্ঞ দীক্ষিত হইবার ফললাভ করিয়া থাকে । ৭৩

যেরূপ জলিতলে সর্বদিক প্লবা তখন করিলেও অপবিত্র হয় না এবং যেরূপ বায়ু দ্বারাদি দ্বারা স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যে ভক্তজনের মন সর্বদা হরিচিন্তায় রত, তাঁহারা কখনও পাপলিপ্ত হন না । ৭৪

তীব্র ক্রিয়া কোটি কল্পের পর মানব এক প্রকার ভক্ত এবং কোটি মানব জন্মের পর যেই মানব ভক্তমন লাভ করে ।

মুক্তি । ভক্তের মন লাভ করিবার পর তাহার মুক্তি অবশ্যই হইয়া থাকে । ভক্তমনকে বেষ্টিয়া থাকে বলিয়াই সেই মানব মুক্ত হইয়া যায় । ৭৬

কিন্তু সেই মুক্ত মানব বৈকুণ্ঠলোকের অধিক আলয়ের পুনরায় প্রভূতত্ব লাভ করে অর্থাৎ উন্নতিলাভ করে । সেই অধিক মানব ভক্তের অধিবাসী হইয়া প্রতি জন্মে বর্ধিত হইতে থাকে । ৭৭

যদি সেই মানব বর্ধিত হইতে হইতে ভক্তের মুক্ত পরিণামে ভক্তিলাভের পারদর্শিতা হইয়াছে । ৭৮

যদিও প্রলয়ে নাশের ন হইবার বিধিতত্ত্ব । সর্বসৃষ্টির সংহারে ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মণ । ৭৯

তথাপি আরাধনে ভক্তি নেহি যাবদ্বিধে নরা । ন হইবে বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়ার হরা বিনা । ৮০

তস্মাদ্ভব লোকশিক্ষার্থে ধর্মপন্থার পুরুষ । সার্বভৌম কলবাজী হ নিরাহারা মনাকুলী । ৮১

যশোদাপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তে করে তথাস্তুত । ধর্মক্রোড়মাধ্য কিংপ্রমিত্তুক্ত্বা ভাগবীয় । ৮২

দুরাত্মা তানবৈশস্য বালাপ্রাণ বিধায় সঃ । তথায় পার্থিবোদ্ধার যদ্বিরাজাস্তাস্থিত । ৮৩

তস্মাদ্ধে শিবরূপী চ মিত্রিত স ভবেদ । ধর্মস্য যেবনিধনঃ প্রভূতো বালকো যথা । ৮৪

পরিণত হয় এবং ভক্তবর্তমান সেই ভক্তের 'হরিদাস'-রূপ লাভ করিয়া থাকে । তাহার পর সেই ভক্তি পর হইয়া পরিণত হইলে ভাবুক ভক্ত শ্রীহরির পার্ষদ হইয়া থাকেন । ৭৮

ভক্তমন লাভ করিলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে প্রভূ, ব্রহ্মলোক এবং সকল সৃষ্টির বিনাশ হইলেও সেই ভক্তের মরণ হয় না, ইহা নিশ্চিত । ৭৯

যে অধিক (মায়া:) । সেই হেতু আপনি আমাকে দয়া মায়ারূপ ভক্তিদান করুন । যে বিষ্ণুমায়া । আপনার কৃপা বিনা বিষ্ণুভক্তি লাভ হয় না । ৮০

আপনি এই যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা লোক-শিক্ষার জন্য এবং আপনার এই ভক্তের ও পূজা—এরূপ লোকশিক্ষার জন্য ; কারণ আপনি স্বয়ং ধর্ম সকল ভক্তের অধিপতি, নিরাহারা ও মনাকুলী ভাবাপন্ন । ৮১

যাহা । শ্রীকৃষ্ণ যাদবকুল নাশ করিয়া প্রতিজ্ঞার আপনার পূর্ণ হন । তিনি এখন সমস্ত আপনার ক্রোধে আশ্রিত্যে । এই কথা বলিয়া সেই দুষ্ট ব্যাধ-দেবতারী শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন । ৮২

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিয়া যাদবকুলের নাশ করার মহিমার অন্তরালে ছিল পার্থিবের দেহের পরম পরম করিবেন । ৮৩

তখন সেই পরমাত্মা ছিল শিবরূপে তিনি মিশ্রিত হইয়া যাইবেন । প্রভূত যাদব যেরূপ উদ্ভবের নিকে

উচ্চৈঃশ্রবাস্তথা [illegible] কোটিচন্দ্রসমপ্রভঃ
[illegible] ॥ ৮১ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৬ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৭ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ৮৮ ॥
ত্রৈলোক্যেষু [illegible]
[illegible] ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

[illegible] ॥ ৮৩ ॥

[illegible] ॥ ৮৪ ॥

[illegible] ॥ ৮৫ ॥

[illegible] ॥ ৮৬ ॥

[illegible] ॥ ৮৭ ॥

[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৮৮ ॥

[illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৮৯ ॥

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণের [illegible] অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[[illegible] গতে তিরোহিতে পার্বত্যা [illegible] হর-পার্বতীর পুত্রের [illegible]]

শ্রীনারায়ণ উবাচ
গতে তিরোহিতে কৃষ্ণে দুর্গা চ [illegible]।
[illegible] ॥ ১ ॥
পার্বত্যুবাচ।
[illegible]
হে নাথ [illegible] ॥ ২ ॥
শিব [illegible]।
[illegible] ॥ ৩ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ৪ ॥

নবম অধ্যায়

([illegible] শ্রীহরি অন্তর্হিত হইয়া যাইলে পর পার্বতী কর্তৃক সেই [illegible] এবং হর-পার্বতীর পুত্র [illegible] ।)

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে মুনে নারদ! শ্রীহরি ভগবান অন্তর্হিত হইয়া যাইলে পর সেই সময় দুর্গা ও শিব উভয়ে সেই [illegible] অতিশয় [illegible] করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

পার্বতী কহিলেন,—হে নাথ [illegible]! আপনি [illegible] হইয়া কোথায় গমন করিতেছেন? হে নাথ! আপনি [illegible]। হে [illegible]। [illegible] ॥ ২ ॥

হে শিব! আপনি [illegible] এবং [illegible]। [illegible] ॥ ৩ ॥

[illegible] হইয়া [illegible] কি [illegible] না? ॥ ৪ ॥

শিরোরক্ষ সুষুম্নি শিরোরোগক তর্পণম।
ভ্রাজাবতি ন সুষুম্নি হরিঃ সুপ্তা অদৃশ্রন্ত। ১
হরয়ঃ সুপ্তা অদৃশ্রন্ত হরয়ঃ সুপ্তা অযুক্ষত।
অরেবাহরুণঃ পিতঃ সর্বাঁ সুপ্তাংশ্চ পশ্যসি। ২
প্রতিবিম্বমসে তত্ত্ব যাবদ্বৃষ্ণ্যাবতী
বৈকক্ষমুক্তা যা ভূমী তাং তত্রাং তত্রাতুষা। ৩
যাস্তা অন্ন কক্ষ্যাঃ যদ্বতঃ পশ্চ মক্ষিকে।
কৃষ্ণঃ রোমোদরাণাং যা পরিপূর্ণবরঃ পশব। ৪
সুষুম্নাকক্ষ্যকক্ষেভ্যো হরিতেভ্যঃ পরাকরম্।
যক্ষ্মমো রোহিতং পরুং যাবন্তং লক্ষ্মতং মুখা। ৫
যাবন্তং বৈকক্ষং রেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাবয়ঃ।
তত্র সুষুম্নাং সর্বাগ্রে ভক্তে কল্পে চ সূত্রয়ন্। ৬
যত্র পরমব্যোমে সর্বাধিষ্ঠে বিমুক্তয়ি।
সুষুম্নাশিরসঞ্চক্ষ যত্তরং পশ্চ মক্ষিকে। ৭

দেহের কৃষ্ণ শিরোরোগ ও তৎসহ শিরঃপীড়া প্রভৃতি হরণ করেন যা। ঋষিদের দ্বারায় শ্রেষ্ঠ আহুতি প্রদান করেন যা এবং যেসব ব্যক্তির সুষুম্না ও কক্ষ হরণ করেন যা। ৪

অশ্বটি লক্ষিত হয়, সুষুম্না, কক্ষ ও অন্যান্য হরি সুষুপ্তা অবস্থায়। তাহার শ্রেষ্ঠ শিব অগ্নের (অগ্নিরূপ) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিদের সুখা পান হইয়া থাকে। ৬

ঐশ্বরূপে যেই স্থানে অগ্নিরূপিনী বাণী অর্থাৎ আকাশবাণী হইল। বৈকক্ষমুক্তা অর্থাৎ প্রকৃষ্টিতা ভূমী (বৈকক্ষমুক্তা স্থানে বিষ্ণুবিক্রমমুক্তা) যেখানে অবস্থান লোকমুক্তা হইয়া সেই বাণী শ্রবণ করিলেন। ৭

কক্ষ্যাঃ। আপনি সাধা হইল এবং নিজ কুক্ষে বিশ্বা পরিপূর্ণরূপ পরমেশ্বর যোগেশ্বরাদি ঐশ্বরূপকে বিশেষ সুস্থরূপে বর্ণন করুন। ৮

যোগিবৃন্দ সদা সাধনে যাঁহার ক্ষেত্র নিরন্তর ধ্যান করেন, সেই সর্বোচ্চ পরমেশ্বর ঐশ্বরূপ আপনার অনুষ্ঠিত সুষুম্নক-ব্রহ্ম অবস্থানে পূর্ণ হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ৯

ঐশ্বরূপে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ যাঁহার ধ্যান করেন এবং যেই স্থানে সর্বাগ্রে যাঁহার সুখা করেন। ১০

যাঁহার পরমব্যোমে সকল শিব বসে হইয়া যায়, সেই সুষুম্নাশিরঃরূপ নিজ পুরুষে আপনি যাঁহা রক্ষিতে বিধা বর্ণন করুন। ১১

ভক্তে কল্পে যাহাদের যা জোতীরূপা সবাস্তন্।
পশ্চ যা মুক্তিনঃ পুরঃ ব্রহ্মাইন্দ্রস্তরিত্রয়ন্। ১২
ঊর্ধ্ব যাস্তূর্ধ্বীতঃ তপঃকল্পস্তপোযে ব্রহ্মন।
সুষুম্নাঃ যমুত্তরং পশ্চ কোটিকর্ণমিনিস্তন্। ১৩
যাস্তা বিপ্রঃ সুবর্ণাক্ষ বিশ্বরূপী অবার্চত।
কিং যা বিশ্বসনে ছন্দো ন যা বৃক্ষে ন যাবিষি।
সরস্বতীযোগযুক্তা বিরাজায় চ যাবন্ত। ১৪
ব্রহ্মা ব্রহ্মাইকাধ্যক্ষাণী ভক্তায় ব্রহ্মন্ত ব্রহ্মী।
ব্রহ্মণ যাস্তা সর্বাস্তে পশ্চাবঃ অধিষ্ঠঃ মুখা। ১৫
পশ্চন্তা যোগিনঃ পঞ্চপ্রাণসমন্বিতম্
ব্রহ্মাণ পরমেশ্বরং যোগযুক্তাঃ সহস্রশঃ। ১৬
সুষুম্নাঃ প্রথম ভক্তে পশ্চন্তঃ যোগিনঃ মুখা।
ঐশ্বরি সর্বং সুষুম্নাঃ ব্রহ্মণা যাঃ ব্রহ্মাধিষ্ঠম্। ১৭

আপনি ভক্তে কল্পে যে জোতির্ময় সকাশে পরমাত্মা প্রীতিপ্রদ বাস করেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপে অনুভব করিবার জন্য মুমুক্ষিগণ এবং মুক্তিকামী প্রীতিপ্রদ আত্মার পুরুষদের আবির্ভূত হইয়াছেন, উপাসক আপনি বর্ণন করুন। ১২

যিনি আপনার সাধনাপূর্বের যাঁহা, তপস্যারূপ ব্রহ্মস্বরূপের জন্য এবং যিনি তেজী তপস্যা সহিতের অতি সুখদ, সেই বিশ্ব পুরুষ আপনি বর্ণন করুন। ১৩

যিনি আদিত্যাধিষ্ঠান, যিনি সুবর্ণাক্ষ বিশ্ব সাধন; যিনি বিশ্বরূপী ব্রহ্ম অবার্চন। সূর্য। কেন আপনি বিধান করিয়াছেন। সেই ছন্দ কোথায়। সেই বৃক্ষ কোথায়। বাহন। সেই বৈদবাণী এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ১৪

মহী সূর্য সেই আকাশবাণী শ্রবণ করত ব্রহ্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হইয়া নিজ স্কুলে ধ্যান করিলেন এবং পর্যায়ের (পারম্পর্যের) উদ্ভব পরাব ও সমাবেশন নিজের সাধনে বর্ণন করিলেন। ১৫

সেই নিজ স্কুলের উদ্ভব নিজে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পরমাত্মা প্রভাবিশিষ্ট এবং নিজ দেহের জ্যোতিতে ব্রহ্মাণকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৬

যিনি তখন পরমাত্মার চারিদিক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, নিজের ইচ্ছানুসারে সাধনে পবিত্র ভূমিতে বেষ্টিত রাখিয়াছিলেন, তত—তপস্যায় ব্রতধারণী হইয়া ধ্যান করিতে রহিলেন এবং 'ইমা, ইমা' এরূপ মন্ত্র করিয়াছিলেন। ১৭

পৃষ্ট্বা তদ্ভূতঃ প্রণম্য ব্রহ্মা সন্ধ্যাসমিধিম্ ।
সত্যেত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সপত্নীকঃ সহর্ষকঃ । ১৮

পার্বত্যুবাচ

বৃহদ্যজ্ঞে প্রযোগে তপসাঃ ফলদাতৃকম্ ।
কস্মৈ কস্মৈ দ্যাসমে বা তাঃ সঙ্কল্পয়া দদিম্ । ১৯

দীক্ষা পুত্রবধূ পঞ্চ পুণ্যাহীতঃ সযোগযম্ ।
পুণ্যাহনবকন্যাবৈবাহণ তত্তদ্যাবম্ । ২০

স্নানে সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষয় ।
পুত্রপুত্রবধূনাঞ্চ ফলাং সার্দ্ধি যোড়শীম্ । ২১

সর্বযজ্ঞেন যৎ পুণ্যাং যৎ পৃথিব্যাঃ প্রদক্ষিণাৎ ।
পুত্রসর্বপুণ্যস্য ফলাং সার্দ্ধি যোড়শীম্ । ২২

সর্বৈস্তপোভিঃ সংপুণ্যাং যদ্যদানব্রতৈরপি ।
সংপুত্রস্যাষ্টপুণ্যস্য ফলাং সার্দ্ধি যোড়শীম্ । ২৩

যদ্ বিপ্রেভ্যস্তিলৈঃ পুণ্যাং যদ্যব পুত্রদেহনে ।
সংপুত্রপ্রাপ্তিপুণ্যস্য ফলাং সার্দ্ধি যোড়শীম্ । ২৪

পার্বতীবচনং শ্রুত্বা শিবঃ প্রেমাকুলোঽভবৎ ।
আজুহাব সুতান্ সর্বান্ কিমত্র ন বদন্নিতি । ২৫

দদর্শ তত্রে সুতরাং তত্তুল্যান্ সদৃশান্ সুতান্ ।
দুর্বাসসঞ্চ কপিলং ভরদ্বাজমুনীশ্বরম্ । ২৬

দুর্বাসা ভগবান্ দৃষ্ট্বা তত্তুল্যান্ সুতান্ সুতম্ ।
চুম্বনালিঙ্গনকরো বিনয়া মেরুমাবিশৎ । ২৭

সংপ্রাপ্যামূল্যরত্নানি হারং পূর্ণেন্দুসন্নিভম্ ।
যথা মনো দরিদ্রস্য সহসা প্রাপ্য সন্তুষ্যম্ । ২৮

কান্তে প্রতিগমায়াতে প্রোষিতে যোষিতো যথা ।
আনন্দা পরিপূর্ণাঙ্গা বভূব চ তথা মুনে । ২৯

পুত্রিতং সত্যমায়াঞ্চ তত্তেজঃপুত্রা যথা সুতম্ ।
দৃষ্ট্বা তুষ্টা যথা যত্নং তথাবাপি সাদরম্ । ৩০

সেই অদ্ভুত ঘটনাকে বিস্ময়ের সহিত দেখিয়া ব্রহ্মাদেব সর্বমঙ্গলা দেবী পার্বতী প্রেমভরা সন্তোষের সহিত বিদায় করিয়া তাহার যজ্ঞসমাপ্ত সংবাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ১৮

পার্বতী বলিলেন,—হে প্রাণেশ্বর ! আপনি ক্ষুব্ধ আসন গ্রহণ করুন। আপনি কাহার কোন্ কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কাহাকে বর দান করেন, তাহা আমাকে বলিয়া দিয়া তাহাকে বর প্রদান করুন । ১৯

পুণ্যাহীত, মহাবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, 'পূত' নামক ব্রাহ্মণ হইতে রাণী লাভের কারণ এবং সপ্তাহকাল পুত্রবধূ আপনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করুন । ২০

সকল তীর্থসমূহে স্নান ও সর্বযজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ—এই উভয় কার্য পুত্রবধূসহিত পুণ্যাত্মাদের ষোল ভাগের এক ভাগও হইতে পারে না । ২১

সর্বযজ্ঞে যাহা যে পুণ্য হয় এবং সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যে পুণ্য হয়, এই উভয় পুণ্য একত্র পুত্রবধূসহ পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হইতে পারে না । ২২

সমস্ত তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জিত হয় এবং অষ্টবিধ দানসমূহের অনুষ্ঠানদ্বারা যে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে,—এই উভয় পুণ্যই সৎপুত্রের অনুষ্ঠানদ্বারা পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও নহে । ২৩

ব্রাহ্মণগণকে দ্বারা যে পুণ্য লাভ হয় এবং যেরূপ পুণ্য পুত্রের মস্তকে তৈল দিলে হয়, সৎপুত্রপ্রাপ্তিপুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হইতে পারে না । ২৪

পার্বতীবাক্য শ্রবণ করিয়া শিব প্রেমাকুলিত হইয়া আহ্বান করিলেন, এখানে কি কেহ আছ ? ২৫

তখন তাঁহার সম্মুখে কপিল, ভরদ্বাজ, দুর্বাসা ও তাঁহাদের তুল্য সুন্দর সুন্দর পুত্রগণ উপস্থিত হইল । ২৬

দুর্বাসা পুত্রগণকে দেখিয়া তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া বিনয়ের সহিত মেরুপর্বতে প্রবেশ করিলেন । ২৭

যেমন দরিদ্রের মন সহসা অমূল্য রত্নহার প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয়, যেমন প্রবাসী কান্ত গৃহে ফিরিয়া আসিলে কান্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, যেমন সত্যমায়া পুত্রিত হইয়া এবং তেজঃপুত্রা সুতকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি পুত্রদিগকে দেখিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন । ২৮-৩০

সেবাগ্রহণ করিয়া পুত্রগণ যাহা যে পুণ্য লাভ করিয়াছিল, এই উপলক্ষে পুণ্যাহ সংপুত্রগণের প্রাপ্ত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হইবার যোগ্য নহে । ২৪

পার্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হরকান্তা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সহিত সকল শিব তখনে আগমন করিলেন । ২৫

তখন সভায় উপস্থিত ভরদ্বাজপুত্রগণ বর্ণবিশিষ্টি শিব পুত্রকে দর্শন করিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণকে হৃদয়ের সহিত ইষ্টদেবের যে ভাব প্রদান করেন, এই পুত্রও তাদৃশ অভিলষিত মনোহর ভাবপ্রাপ্তি । ২৬

দুর্বাসা সেই সময় তাঁহাকে দেখা হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ অঙ্কে সেই পুত্রকে ধারণ করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া এই কথা বলিলেন । ২৭

যেরূপ ভীষণ অন্ধকার নাশ করিয়া রবিদেবের উদয় সহসা আনন্দপ্রদ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ অন্ধকার-স্বরূপ পূর্বসঞ্চিত সমস্ত পুত্রদুঃখ পুত্রমুখ দেখিয়া আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজিত । ২৮

ভূদেবীকুল নিজ পতি প্রবাসে বাস করিবার পর ঘরে আসিলে নিজ কান্তাকে যে রকম আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া যায়, সেইরূপ পুত্রকে লাভ করিয়া আমার মন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজিত । ২৯

ভগ। একদিন পুত্রের অন্বেষী দুর্বাসা আসিয়া পুত্রকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন,

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] ।
[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৩
[illegible]
[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৪
[illegible] ।

[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৫
[illegible] ।
[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণপতিখণ্ডে [illegible] অধ্যায়ঃ ॥

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩২

[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৩

[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৪

[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৫

[illegible] পূর্ণ [illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭

[illegible] ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

[সর্বেষাঞ্চ মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মাদিমন্ত্রলাভোপায়ঃ, সর্বেষাং স্বাধিষ্ঠান-স্থানীয়-বস্তূনাং কথনঞ্চ]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

যৌ মন্ত্রৌ ঘণ্টিকা পূজামন্ত্রলব্ধয়ে ।
বিধিবানি চ স্থানানি ব্রাহ্মণেভ্যো বদৌ মুদা ॥১
ঘণ্টিকো শিল্পুকেভ্যশ্চ ধানানি বিধিবানি চ
নানাবিধানি বাস্তানি বাদয়ামাস সত্বরঃ ॥২
হিমালয়স্ত স্থানানাং বদৌ লক্ষং হিতায়বে
মহাপ্রভ সতেভ্যোগ্যস্থানাত্ত হিমলক্ষকম্ ॥৩
ধনলক্ষং মহাভৈত্য পদ্মলক্ষং সুবর্ণজম্ ।
মুক্তামাণিক্যরত্নানি মহিত্রাণি যানি চ ॥৪
অন্যাংশ্চাপি চ যানানি যন্ত্রাণি কৃষণানি চ
সর্বাণ্যমূল্যরত্নানি ক্ষীরোদমন্থনানি চ ॥৫
ব্রাহ্মণেভ্যো বদৌ বিষ্ণুঃ কৌস্তুভং কৌস্তুভাধিপঃ
ব্রহ্মা বিশিষ্টযানানি বিপ্রাণাং বাহিতানি চ
মুক্তাশ্চানি সুখী চ ব্রাহ্মণেভ্যো বদৌ মুদা ॥৬
বদৌ সূর্যশ্চ সপ্তাশ্ব রথাশ্চ বৃষভধ্বজঃ ।
মন্ত্রবীঃ সবিতা যোগো মন্ত্রবীজঃ প্রভাবন ॥৭
মাণিক্যানাং সহস্রাণি রত্নানাং চ সহস্রাণি চ
সহস্রাণি চ যানানাং চ ঘোটকানাং সহস্রাণি চ ॥৮
ধনিষ্ঠানীপ্রভাণাং সহস্রাণি মুদান্বিতা ॥৯
সবর্ণা রত্নানি লক্ষাণি চতুরঃ সবলক্ষকম্ ।
অমূল্যরত্নযুক্তানি ধেনবর্ণানি কৌস্তুভাৎ ॥১০
লক্ষলক্ষং সুবর্ণানাং বহিত্রাণাং চতুরণি চ
ব্রাহ্মণেভ্যো বদৌ ব্রহ্মন্ রত্ন কৌশেয়কম্বলা ॥১১
হরেরাজ্ঞয়রত্নানাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্
অষ্টাবিংশতিলক্ষং সাগরঃ সুধাসন্নিধিম্ ॥১২
পরিচ্ছদঞ্চ যানিভ্যো রত্নৈশ্চ বিবাহিতম্
মমাঃ কৌস্তুভমধ্যাশ্চ বদৌ দেবী সরস্বতী ॥১৩
ত্রৈলোক্যানাং রত্নযুক্তং সত্রত্নযানবিনির্মিতম্
তুরগাণি চ সর্বাণি দদৌ সাবিত্রী বদৌ মুদা ॥১৪

দশম অধ্যায় ।

[অন্যান্য দেবতার নিকট ব্রাহ্মাদির মন্ত্রলাভের এবং তাহাকে স্বাধিষ্ঠান স্বাধীন বস্তু দান ।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ ! তখনই সেই দুই কন্যাই শিব ও দুর্গা সমীপে মন্ত্রলাভ করিয়া তাহাদের যথেচ্ছিত আশীর্বাদানন্তর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মাদিকে ধনসমূহ প্রদান করিলেন । ১

ঘণ্টিকা ঘণ্টিকাকে (যজ্ঞাধারকারী ঋত্বিক পাঠক-বিশেষ) এবং শিল্পুকগণকে বিবিধ যানীয় দ্রব্য দান করিলেন । অনন্তর তাহাদের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে আদেশ করিলেন । ২

হিমালয় ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ গজ, লক্ষ অশ্বতর, তিন লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ গো, পঞ্চলক্ষ সুবর্ণ, মুক্তা, মাণিক্য, রত্ন, সমস্ত শ্রেষ্ঠ যানি, অন্যান্য বহু যানীয় দ্রব্য, বহু যন্ত্র, মূল্যবান রত্নযুক্ত ক্ষীরোদমন্থনজাত অমূল্য রত্নসমূহ প্রদান করিলেন । ৩-৫

বিষ্ণু কৌস্তুভাধিপ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কৌস্তুভ মণি দান করিলেন । ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে বাহিত বিশিষ্ট যানীয় বস্তু, সুবর্ণাক্ত সপ্তাশ্ব রথ দান করিলেন । ব্রহ্মা সাবিত্র মন্ত্রবীজ প্রভাবন ॥৬-৭

মাণিক্যাদির সহস্রাধিক রত্নযুক্ত সহস্রাধিক ঘোটক, সহস্রাধিক ধনিষ্ঠানী প্রভাবিত সহস্রাধিক গজ, চারি লক্ষ সবর্ণা রত্নযুক্ত অমূল্য রত্নযুক্ত ধেনু, চারি লক্ষ সুবর্ণ বহিত্র, মুক্তা, মাণিক্য, রত্ন, কৌশেয় কম্বল, হরির আজ্ঞায় ত্রিলোকে দুর্লভ অষ্টাবিংশতি লক্ষ রত্নযুক্ত সাগর সুধাসন্নিধি, পরিচ্ছদ ও যানিভ্যো রত্নৈশ্চ বিবাহিতম্ মমাঃ কৌস্তুভমধ্যাশ্চ বদৌ দেবী সরস্বতী ॥১৩

ত্রৈলোক্যানাং রত্নযুক্তং সত্রত্নযানবিনির্মিতম্
তুরগাণি চ সর্বাণি দদৌ সাবিত্রী বদৌ মুদা ॥১৪

বহুমূল্য এবং বৃদ্ধিতে অধিকতর দীপ্তিমান্ রত্নসমূহ ব্রাহ্মণ গণকে প্রদান করিলেন । ৬

এইরূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম, সূর্য, ইন্দ্র, দেবগণ, মুনিগণ, যজ্ঞেশ্বরগণ, সর্বমন্ত্রসমূহ ও দেবীগণ—সকলেই দান করিলেন । ৭

হে ব্রহ্মন্ ! তখন দেবতারা ক্ষীরোদমন্থনজাত সমস্ত অধিকৃত আত্মসম্ভারগুলি সাত সাত ভাগিনী (ব্রাহ্মণের সপ্ত সপ্ত সপ্তক ধরি), সপ্ত সপ্ত রত্ন, সপ্ত সপ্ত কৌস্তুভ মণি, সপ্ত সপ্ত হীরক, সপ্ত সপ্ত রত্নিত বহিত্রাদি, সপ্ত সপ্ত ঘোড়া, সপ্ত সপ্ত হস্তিনী, কৌস্তুভমণি: অমূল্য-সম্ভার অর্থাৎ সপ্ত সপ্তমালা রত্নখচিত অস্ত্র, সপ্ত সপ্ত সুবর্ণ এবং বহিত্রাদি বহু বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন । ৮-১১

দেবী সরস্বতী তিন লোকে দুর্লভ, অধিকতর বিচিত্র, সুবর্ণরশ্মি রত্নের অধিক মনোহর, সারভূত, পরিচ্ছদ, মাণিক্য ও হীরকে খচিত এবং কৌস্তুভমণি প্রভা বিভাসিত সুখপ্রদ, অমূল্যরত্নসমূহে বিনির্মিত রথসমূহ দান প্রদান করিলেন । ১২-১৩

অতি উৎকৃষ্ট রত্নসমূহে বিনির্মিত বিচিত্রাকৃতি সাধারণ

লক্ষঃ সুবর্ণলোষ্ঠাশ্চ রজতানি বিবিধানি চ।
সত্যাস্তুল্যাস্তুলায়াং কুরুতস্ত্বং বরৌ বৃষা। ১৪
বাসাংসি পত্না বিপ্রেভ্যস্তে সর্বে বস্ত্রকং বিভো।
পরমান্নযুতাস্তুষ্টা বিষ্ণুপুত্রোৎসবে মুদে। ১৫
তাবং যোড়ুপকাস্তে ব্রাহ্মণা দক্ষিণাস্তথা।
যাবঃ যাবন্ত গচ্ছন্তো রথানাং পথি কাতরাঃ। ১৬
তথাস্তিতি বদন্ সর্বে বিপ্রাস্তাঃ পূর্ণকামিনম্
তুষ্টাঃ পুষ্টি যুষিতা মুদাসো বিষ্ণুকা যুবে। ১৭
বিষ্ণুঃ প্রমুদিতস্তত্র বাসয়ামাস ইষ্টকিম্।
মহীরা গায়ত্রমাস কারয়ামাস নর্তনম্। ১৮
বেদমন্ত্র পাঠয়ামাস পুরাণানি চ সাদর
মুদীক্ষাবাসয়ামাস পুত্রকামাস যান্ মুদা। ১৯
আশিষঃ বাসয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্।
দাতা দেবৈশ্চ দেবীভির্দম্পতী স্বেন তস্থাথিয়ঃ। ২১

বিষ্ণুরুবাচ

শিবেন তুল্যা জ্ঞানেন পরমাদ্ভুত বালক।
পরাক্রমে দয়া তুল্যা সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভব। ২২

ব্রহ্মোবাচ।

যশসা তে সমং পূর্ণঃ সর্বপূজ্যো ভবাচ্যুত।
সর্বেষাং পূরকঃ পূজ্যা ভবন্তি পুত্রকর্তৃকা। ২৩

ধর্ম উবাচ।

ধর্মা তুল্যঃ সুধর্মিষ্ঠো ভবান্ ভব সুতর্ক্ষক।
সর্বজ্ঞস্ত দয়াযুক্তো ঘটিতকো বরঃ সমঃ। ২৪

মহাদেব উবাচ।

ধাতা ভব দয়া তুল্যো বরিতস্তস্ত বুদ্ধিমান্।
বিদ্যাবান্ পুণ্যবান্ শান্তো ধাতুস্তুল্যঃ প্রিয়ংবদঃ। ২৫

লক্ষ্মীরুবাচ।

মম বিত্তিস্ত তেহস্ত্যে তে যেষে ভবতু সাধ্বী।
পতিব্রতা দয়া তুল্যা সাধ্বী ভাত্রা মনোহরা। ২৬

হার ও মণিমুক্তাখচিত রেশমী সাড়ীতে সাজাইয়া দান করিলেন। ১৪

তখনকি কুবের অতিশয় আনন্দিত হইয়া নানা প্রকার রোশনাই—ঝুড় ঝুড় মোমবাতি জ্বালাইয়া, নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন এবং নানা প্রকার অমৃতের ন্যায় মিষ্ট ভোজন করাইলেন। ১৫

যে যান। ইহারা সকলে শিবের পুত্র-মহোৎসবের পূর্বোক্ত বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দপূর্ণ চিত্তে সেই মহোৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। ১৬

ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য পূর্বোক্ত যানবাহনে চড়িয়া একত্র হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে রথের ঘর্ঘর শব্দে পথের লোক বিস্ময়ের সহ অবস্থান করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ১৭

যুবে। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপ সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সমস্ত পূর্ণ পূর্ণ মনোরথের কথা পরিষ্কার আলিঙ্গন এবং মুখচুম্বন আনন্দের সহিত সেই সব করিতে লাগিলেন। ১৮

সেই সময় বিষ্ণু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ইষ্টকনির্মিত বাসগৃহ পরিষ্কার, মহীরা দ্বারা নৃত্য করাইলেন এবং বৃত্ত করাইলেন। ১৯

বাসন। তিনি বেদ ও পুরাণসকল পাঠ করাইলেন। সেই মূর্তিমন্তকে আশীর্বাদ এবং তাঁহাদিগকে মাঙ্গল্য পূজা করাইলেন। ২০

বিষ্ণুকথন

শিবের তুল্য জ্ঞানেতে পরমাদ্ভুত বালক।
পরাক্রমে দয়া তুল্য সর্বসিদ্ধীশ্বরো তব। ২২

ব্রহ্মোবাচ।

যশসা তে সমান পূর্ণ সর্বপূজ্যো ভবাচ্যুত।
সর্বেষাং পূরক পূজ্য ভবন্তি পুত্রকর্তৃক। ২৩

ধর্ম উবাচ।

ধর্মা তুল্য সুধর্মিষ্ঠ ভবান্ ভব সুতর্ক্ষক।
সর্বজ্ঞস্ত দয়াযুক্ত ঘটিতকো বরঃ সম। ২৪

মহাদেব উবাচ।

ধাতা ভব দয়া তুল্যো ঘটিতকস্ত বুদ্ধিমান্।
বিদ্যাবান্ পুণ্যবান্ শান্তো ধাতুস্তুল্য প্রিয়ংবদ। ২৫

লক্ষ্মীরুবাচ।

মম বিত্তিস্ত তেহস্ত্যে তে যেষে ভবতু সাধ্বী।
পতিব্রতা দয়া তুল্যা সাধ্বী ভাত্রা মনোহরা। ২৬

তিনি মূর্তিমন্তক দিয়া আশীর্বাদ দান করাইলেন এবং মঙ্গলকার্য করাইলেন। বিষ্ণু শিবে বেদমন্ত্র ও বেদীমন্ত্রের সহিত তাঁহাকে অর্থাৎ শিবপুত্র অপরকে আশীর্বাদ দান করিলেন। ২১

বিষ্ণু বলিলেন,—বালক! শিবের তুল্য তোমার জ্ঞান এবং পরাক্রম আছে হউক। আমার তুল্য তুমি পরাক্রমশালী এবং সর্বসিদ্ধীশ্বর হও। ২২

ব্রহ্মা বলিলেন,—বালক! তোমার অযশ আজ অযশ পূর্ণ হউক। তুমি অচ্যুতের সর্বপূজ্য হও। সকলের অগ্রে তোমার অতি হর্ষের পূজা হইবে। ২৩

ধর্ম বলিলেন,—তুমি আমার তুল্য অতি ধর্মিষ্ঠ সুধর্মিষ্ঠ হও। তুমি সর্বজ্ঞ, পরাক্রম ঘটিতক ও ঘটিতুল্য বরিষ্ঠাধিক হও। ২৪

মহাদেব বলিলেন,—প্রাণপ্রিয় পুত্র! তুমি আমার তুল্য ধাতা, ঘটিতক, বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, পুণ্যবান্, শান্ত (অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী) এবং ধাতা (ধর্মবিধিপ্রবর্তনকারী) হও। ২৫

লক্ষ্মী বলিলেন,—তোমার পুত্র ও স্নেহ আমার পাত্রী—মূর্তিমতী বিধি হউক। আমার তুল্য তোমার পতিব্রতা, সাধ্বী ও মনোহরা ভাত্রা—ত্রিলোক ভার্যা লাভ হউক। ২৬

স্বাহোবাচ

যথা তুল্যা সুভক্তিস্তে [illegible] ।
[illegible] দ্বিজ ॥ ২৭

সাবিত্র্যুবাচ

[illegible] বেদজননী বেদমাতা [illegible] ।
[illegible] বেদবাদিনাম্ ॥ ২৮

গিরিজোবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণে তে মতিঃ শশ্বৎ ভক্তির্ভবতু শাশ্বতী ।
শ্রীকৃষ্ণতুল্যো ভগবান্ ভব [illegible] ॥ ২৯

মেনকোবাচ ।

মনুতুল্যো [illegible] ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সর্বদা ভব ॥ ৩০

বসুন্ধরোবাচ ।

ক্ষমাশীলো যথা তুল্যঃ সর্বদা [illegible]
[illegible] ভব [illegible] ॥ ৩১

পার্বত্যুবাচ

[illegible] নিত্যঃ নির্লিপ্তঃ [illegible] ।
[illegible] ভগবান্ [illegible] ॥ ৩২

শ্রীনারায়ণ উবাচ

দত্ত্বা শুভঃ শিষ্যঃ সর্বে [illegible] ।
[illegible] সর্বদেবাঃ ॥ ৩৩

সর্বে যে [illegible]
[illegible] সর্বসিদ্ধিবিধায়কম্ ॥ ৩৪

ইদং [illegible] সুখানি [illegible] ।
সর্বমঙ্গলযুক্তঃ [illegible] ॥ ৩৫

[illegible] লভতে পুত্রবতো লভতে [illegible] ।
[illegible] লভতে [illegible] ॥ ৩৬

ভার্যার্থী লভতে ভার্যাং [illegible] লভতে [illegible] ।
[illegible] লভতে রোগী [illegible] ॥ ৩৭

স্বাহা বলিলেন,—বৎস! আমার তুল্য সুভক্তি—[illegible] পবিত্র, [illegible] তুমি [illegible] এবং [illegible] হউক। ২৭

সাবিত্রী বলিলেন,—হে বৎস! আমি বেদজননী, আমি আশীর্বাদ করিতেছি—তুমি বেদজ্ঞ [illegible], [illegible] এবং [illegible] হও। ২৮

গিরিজা (ইনি [illegible]) বলিলেন,—[illegible] তোমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক এবং তোমার শ্রীকৃষ্ণে [illegible] ভক্তি লাভ হউক। তুমি শ্রীকৃষ্ণতুল্য ভগবান্ হও এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত হও। ২৯

মেনকা (ইনি [illegible]) বলিলেন,—তুমি মনুতুল্য [illegible], [illegible] ভগবান্, শ্রীহরি [illegible] শ্রীকৃষ্ণ এবং [illegible] হও। ৩০

বসুন্ধরা বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার তুল্য ক্ষমাশীল ও [illegible] হও। তুমি [illegible] এবং [illegible] হও। ৩১

[illegible] বলিলেন,—বৎস! তুমি তোমার পিতার ন্যায় [illegible], নিত্য, নির্লিপ্ত, [illegible] এবং [illegible] হও। ৩২

নারায়ণ বলিলেন,—নারদ! এইরূপ বর দিয়া তুমি ও [illegible] সকলে আশীর্বাদ করিলেন। [illegible] এবং [illegible] সকলে [illegible] করিলেন। ৩৩

হে [illegible] সকল [illegible] সর্বসিদ্ধি [illegible] প্রদান করিলেন। ৩৪

যে ব্যক্তি [illegible] এই [illegible] শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সকল [illegible] হয়। ৩৫

পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রলাভ করে, [illegible] ব্যক্তি [illegible] করে এবং [illegible] ব্যক্তি [illegible] লাভ করে। ৩৬

ভার্যার্থী ভার্যালাভ করে, [illegible] লাভ হয়, রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং [illegible] ব্যক্তি সৌভাগ্য লাভ করে। ৩৭

শ্রীপুত্র মহেন্দ্র প্রোক্ষিত প্রিয়া সঙ্গে
যোক্ষাপ্তি মনালস্য সরতে যায় মানসং। ৪৮
অবেদ্যাধ্যা-শ্রবণে ইং পুত্রা সরতে নরঃ।
ধন ধান্য সরতে দুরবাহ্যাশ্রবণে ফুলে। ৪৯
অরক্ত সরলাবাহো যত্ন যোগে চ ভিক্ষুকি
ধন সরলস্যুক্তঃ স অবেদ্যাং মানসং। ৫০

যাত্রাকালে চ পূর্বাহ্নে চ পূর্বাপ্তি মানসিং।
সর্বাভীষ্টং চ লভতে শ্রীমৎকেশপ্রসাদতঃ। ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভবিষ্যে মহাপুরাণে মাহাত্ম্যপ্রকাশে অগ্নেয়ে অগ্নিপুরাণে অগ্নিপুরাণবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ। ১০

মূলমন্ত্র ধরিয়া এই আধার প্রথম করিলে ক্রমশঃ পূর্ণ লাভ হয়,সর্বজন এই ভাবে যে কোন প্রোক্ষিতকর্তৃক যথাবিধি উপায়ে লাভ করে। যে ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হয়, সেই ব্যক্তি সমাক্ লাভ করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৮

যে মূঢ়। মানুষ এই অধ্যায় সম্পূর্ণ উপায়ে প্রথম করিয়া যে পূজা লাভ করে, কেবলমাত্র এই অধ্যায় প্রথম করিলেই মানুষ সেই পূজা-ফল লাভ হয়। ৫৯

এই মহাময় অধ্যায় যাহারা ভক্তি সহিত পড়ে, সেই ব্যক্তি ধন ধান্যযুক্ত হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬০

যাত্রাকালে কিংবা পূজার দিবসে যে ব্যক্তি এই অধ্যায় সমাহিত চিত্তে প্রথম করে, সেই ব্যক্তি শ্রীকেশবের প্রসাদে সকলের অভীষ্ট লাভ করে। ৬১

শ্রীমদ্ভবিষ্য যোগাম্নায়প্রতীত শ্রীমদ্ভবিষ্য-ও মহাপুরাণের অন্তর্গত ব্যাসদেব-নারদ-সংবাদে অগ্নেয়নামক বায়ব্য ভগবান অগ্নিদেবের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শিবপুত্র-বন্দনা ঈশ্বরী পূর্বাপুত্রের শরৈশ্বরত্বাবধারণ, পার্বতী-শরৈশ্বরয়োঃ সংবাদারম্ভ।]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ধরিত্রীমাদিবা ভূত্বা মন্ত্রমিত্যাসনে ধরে
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সার্দ্ধমুপবিষ্টা শুভে সদসি। ১

তস্মিন্নে সরস্বত্যাং যামে ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
পুত্রেষ্যা তপসা সাকী বর্ষো বর্ষশতং বরঃ। ২

আসার বর্ষমাণে চ পূর্বাঃ শঙ্কর ভগবতি।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চাত্র মুদ্রাসনে ॥৩
নমন্তে সর্বলোকেশী ওঙ্কারবর্ণবিগ্রহা।
প্রকৃতিস্ত্বা প্রকৃতিস্থা দৃষ্টিঃ প্রকৃতয়ো ধরিত্রি। ৪
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ঈশ্বরী সর্বমঙ্গলা।
আজগাম তদাকাশাৎ পূর্বাপুত্রঃ শরৈশ্বরঃ। ৫

একাদশ অধ্যায়।

[শিবপুত্র বালকের বর্ণন করিবার জন্য মূর্তিমতী শরৈশ্বরের আগমন এবং পার্বতী ও শরৈশ্বরের বাদানুবাদ আরম্ভ।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মা! শ্রীদেবি সেই অবসরে আশীর্বাদ করিয়া সেই সভামধ্যে দেবতা ও মুনিগণের সহিত উত্তম মন্ত্রসিদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। ১

শ্রীদেবির সহিতসমূহ শিব এক সময়ে সরস্বতীতে প্রজাপতি ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন। সহিতসমূহে ও সমস্ত সাক্ষী হয়ে বর্ষ বহুবর্ষ উপবেশন করিলেন। ২

অনন্তর। অর্থাৎ বিন্দুই আসার মূর্তি ধরে। হে ও নারায়ণ—অর্থাৎ ঔঙ্কার মূর্তির অর্থে এই সব-নারায়ণের সব হয় ঃ, সূর্য, ইন্দু, অগ্নি, দেবতা, মুনিগণ এবং সর্বজনসমূহ—এই আসার সকলে মূলকে আসনে উপবেশন করিলেন। ৩

অতএব সেই দেবতার সর্বজন মূল আসন করিল এবং সর্বাধী ও নিজেরও নাম করিয়া বলিল। অনন্তর দেবতার দেবের নারায়ণ শ্রীদেবিকে, অভিমন্ত্র বাক্যসমূহ তব করিতে বলিলেন। ৪

ইতিমধ্যে তথায় শিবপুত্র অগ্নেয়ের সর্বজন করিবার জন্য আকাশবাণী পূর্বাপুত্র শরৈশ্বর আগমন করিলেন। ৫

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৯

[illegible] উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১

বিশালাক্ষ উবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ১২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭

তিনি তখন [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] দিলেন। [illegible] ও [illegible] তিনি শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] [illegible] এবং তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] দিলেন। ৬

তিনি [illegible], [illegible] [illegible] দেবতা, অতীব সুন্দর, [illegible] এবং উত্তম [illegible] পরিহিত ছিলেন। ৭

তিনি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ধর্ম, সূর্য, দেবগণ ও মুনি-[illegible] প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা অনুসারে [illegible] ([illegible]) দর্শন করিতে [illegible] [illegible] করিলেন। ৮

তিনি [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] বিশালাক্ষকে বলিলেন। ৯

[illegible] বলিলেন,—হে বিশালাক্ষ! বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের ও মুনিদিগের অনুরোধে এবং শিবের আজ্ঞা-অনুসারে [illegible] [illegible] দর্শন করিতে [illegible] [illegible] করিব। ১০

হে দূত! তুমি পার্বতীদেবীকে [illegible] [illegible] [illegible] অনুমতি প্রদান কর (এই শ্লোকের প্রথম পাদে পাঠান্তর দেখা যায়—"[illegible] [illegible]"। ইহার অর্থ—হে দূত! আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজা করিয়া)। আমি [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] নাই, সুতরাং আমি প্রার্থী হইয়া এখানে আসি নাই। আমি কেবল শিশুকে দেখিয়াই [illegible] [illegible] যাইব। ১১

বিশালাক্ষ বলিলেন,—আমি দেবগণের [illegible] নহি এবং শিবের [illegible] নহি, অতএব আমি [illegible] [illegible] পার্বতীদেবীর আজ্ঞা [illegible] [illegible] [illegible] পারি না। ১২

এই কথা বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] দুর্গার) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশালাক্ষ তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিল। (এই শ্লোকের চতুর্থ পাদে "[illegible]" এই পাঠান্তর দেখা যায়, তাহার অর্থ 'বিশালাক্ষ তাহার পর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুমতি [illegible]')। ১৩

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পার্বতী-দেবীকে [illegible] প্রণাম করিলেন। ১৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পার্বতী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। ১৫

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] দেবী পার্বতী [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]। ১৬

[illegible] দুর্গা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পার্বতীয়াস্ত

কথমাত্মসমক্ষত্বং জ্ঞেয়ত্বনিহ্নবি শাস্ত্রতঃ
কিং ন পশ্যতি যাং নাথো বালকং যা প্রবোধয়ঃ ১৯৮

পরিচয়াঃ।

সর্বে স্বকর্মণা যান্তি সুকৃতেন তপসঃ ফলম্ ।
তত্রাত্মতত্ত্ব যং কর্ম জ্ঞেয়ত্বীকৃত্বং সুখায়তে ॥ ১৯

কর্মণা ভাবতে জন্তুর্ন বিদ্যা-সুখসম্পদে
কর্মণা নরকেষেষু পশ্বাদিষু চ কর্মণা ॥ ২০

কর্মণা নরকং যান্তি বৈকুণ্ঠং যান্তি কর্মণা
স্বকর্মণা চ ব্রহ্মেন্দ্রা দৃশ্যন্তাপি স্বকর্মণা ॥ ২১

কর্মণা মুক্তয়ঃ সর্বা যান্তিমুক্তং স্বকর্মণা
কর্মণা বিদ্যয়া তত্ত্বমিত্যুক্তং স্বকর্মণা ॥২২

কর্মণা বন্ধমায়ান্তি জ্ঞেয়ত্বং বৈকল্পকং স্বকর্মণা
কর্মণা সংসৃতিং চ কর্মণা মুক্তিমাপ্নুয়ঃ ॥ ২৩

মুক্তার্থান্ত সমুদ্ভূতং পুরী সর্বং স্বকর্মণা
অনুভবন্ত মুক্তীযান্তিমুক্তত্বং স্বকর্মণা ॥২৪

ইতিহাসকথাভিরোপায়ং পৃথু সত্তমস্তমঃ
স্বকথাঃ শ্রবণীয়াশ্চ মুক্তাশ্চবকথাশ্রয়ম্ ॥২৫

আত্মানাং মুক্তকক্ষোহয়ং কৃতঃ সৈকথাশ্রয়ঃ
তপস্যন্তু মহৎ সর্বং বিদ্বরে বিদ্যতঃ সদা ॥ ২৬

পিতা যাসী বিধাতে তু কথাং নিত্রপথম ॥
অহিংসকথিনী সর্বং তপস্যান্তু মতা সতী ॥ ২৭

এতদা যা কৃতপ্রাজ্ঞা সুবেদং যা বিধায় চ ।
মুক্তালঙ্কারমাযুক্তা মুনিমাত্মযোগিনী ॥ ২৮

ধ্রুবঃ পাদং যাযমানা যা যাং পদ্মকুলাযাচ ব ।
মৎস্যরূপং সমাসাদ্য মহিমা লোকলোকনা ॥ ২৯

সমাপ্ত মাসপক্ষান্তা অনুপ্রাপ্তা যাতোপদ্ম ।
যাবন্তাত্মবিমোক্ষং যাং বৈকল্পমাযাম্ ॥ ৫০

ঈহার কৃপা সাধারণ বিদ্যালয় করিয়া ঈহাকে অভ্যাসীধীন প্রদান করিবেন ॥ ১৭

পার্বতী বলিলেন—হে নাথ! তুমি সর্বজ্ঞ স্বয়ম্ভূ ইহার জ্ঞেয়। ইহা এমন আছি প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। প্রবোধন। তুমি আমার পুত্রকেই না কেন দেখিতেছ না? ॥ ৮

শাস্ত্রী বলিলেন—নাথ! সকলেই নিজ কর্মফল ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তত্ত্ব না জানিয়া যে কর্ম তাহা জ্ঞেয়ী অজ্ঞানের মূল হয় না ॥ ১৯

কর্মফলে জীব জন্তু ইত্ত ও দুর্গতির দুঃখ অনুভব করে। কর্মফলেই মানুষ ও পশু প্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২০

কর্মানুসারে জীব নরকে গমন করে। কর্মফলেই বৈকুণ্ঠে গমন করে। নিজ কর্মফলে জীব ব্রহ্মত্ব—ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২১

কর্মফলে জীব মুক্তির যে এমন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আখ্যাত হয়। যাহা। কর্মফলে বিদ্যা—বিদ্যারূপে নিত্য হয় এমন নিজ কর্মফলে নিত্যিত অর্থাৎ নিত্যযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

যোগ হইতে কর্মফলে তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে বৈকল্পক অর্থাৎ বন্ধন হয়। কর্মফলে জীব সংসৃতি প্রাপ্ত হয় এবং কর্মফলেই তাহার মুক্তি লাভ করে ॥ ২৩

মুক্তার্থান্ত সমুদ্ভূতং পুরী সর্বং স্বকর্মণা
অনুভবন্ত মুক্তীযান্তিমুক্তত্বং স্বকর্মণা ॥২৪

ইতিহাসকথাভিরোপায়ং পৃথু সত্তমস্তমঃ
স্বকথাঃ শ্রবণীয়াশ্চ মুক্তাশ্চবকথাশ্রয়ম্ ॥২৫

আত্মানাং মুক্তকক্ষোহয়ং কৃতঃ সৈকথাশ্রয়ঃ
তপস্যন্তু মহৎ সর্বং বিদ্বরে বিদ্যতঃ সদা ॥ ২৬

পিতা যাসী বিধাতে তু কথাং নিত্রপথম ॥
অহিংসকথিনী সর্বং তপস্যান্তু মতা সতী ॥ ২৭

এতদা যা কৃতপ্রাজ্ঞা সুবেদং যা বিধায় চ ।
মুক্তালঙ্কারমাযুক্তা মুনিমাত্মযোগিনী ॥ ২৮

ধ্রুবঃ পাদং যাযমানা যা যাং পদ্মকুলাযাচ ব ।
মৎস্যরূপং সমাসাদ্য মহিমা লোকলোকনা ॥ ২৯

সমাপ্ত মাসপক্ষান্তা অনুপ্রাপ্তা যাতোপদ্ম ।
যাবন্তাত্মবিমোক্ষং যাং বৈকল্পমাযাম্ ॥ ৫০

জীব নিজের কর্মানুসারে নিত্য সাক্ষী ভাবনা লাভ করে, সমস্ত ভাব হয় এবং সদা সুখী হয়। আবার নিজের কর্মফলে জীব দুঃখীও হয়, দুঃখী—অসংখ্য যুগিনীতে দুঃখ ভোগ করে এবং দুঃখ ভোগের পর হইয়া থাকে ॥ ২৪

যে সমাধানের আমার নিকট আছি যোগশীল এক ইতিহাস আছে, যাহা শ্রবণীয় সমুদ্রে শ্রবণ করিলেও এক সমাধি বিশেষ হইয়া থাকে অর্থাৎ সমাধানের ইতিহাস আমি আপনার নিকটই বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ২৫

আমি যাহাকথা একেবারে ত্যাগ করি, তাই আমার সব সময় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকথাতেই নিবিষ্ট থাকিত। আমি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান বিষয় আলোচনায় এবং সদা বিষয় বিরাগী ছিলাম ॥ ২৬

পিতা মুনিবর স্বকর্মফলে নিত্যসত্যের তত্ত্বজ্ঞ সহিত আমার বিবাহ দেন। সেই সতী কন্যাও অহিংসা ধর্মচারিণী এবং বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ ছিল ॥ ২৭

একদিন সেই মুনিবরপত্নীকে কথা প্রসঙ্গক্রমে বিস্মৃতিবশে ইহা নিজের ইচ্ছায় যেন ভাল করে ভাল করে ও ইহা প্রকাশ করে মনে আমার নিকটই আসিয়া শ্রীহরিপ্রসঙ্গপরায়ণতার আমাকে বলিল—আমার নিজ মুক্তিলাভ হয় অর্থাৎ আমি মুক্তপ্রায় হইয়া অন্তরঙ্গ-বাসনায় তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ২৮-২৯

কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণকথায় একান্তভাবে তন্ময়

[illegible] ॥ ৩১
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible] পার্ব্বতী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে শনি-পার্ব্বতী-সংবাদো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

[illegible] করিল ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শনি ও পার্ব্বতী-সংবাদ [illegible] একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible]]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

[illegible] ॥ ১
[illegible] ॥ ২
[illegible] ॥ ৩
[illegible] ॥ ৪

দ্বাদশ অধ্যায় ।

([illegible])

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—[illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] পার্ব্বতী-পুত্রকে দেখিব না দেখিব না ? ৩

[illegible] ॥ ৪

বিষ্ণুযশাঃসখঃ পূর্বং শুচিঃকপিবরাজিনধৃক্।
দধিলোভাক্তকোণেন দধ্নঃ ভাজনমার্দয়ৎ ॥ ৪
শব্দেন তৃপ্তিযোগেন চিক্ষেপ সকলং দুগ্ধে
চক্ষুর্বিধায়বাসাদ্য ক্রুদ্ধো মন্থানমস্যতি ॥ ৬
ক্রুদ্ধো চ পার্ষ্ণ্যোরুপরি ন্যস্য ভাণ্ডমধোমুখঃ।
নির্গম্য সত্বরঃ কৃষ্ণে যযৌ গোপেষ্টকীনির্মিতম্ ॥ ৭
মূর্খাং মাতরমাদায় মা রোষী বিদধা ইতি ক্রুবঃ।
যন্ত্রঃ ইব পুনির্বাস্তু কৃত্বা যন্ত্রমি বালকম্ ॥ ৮
নির্গিরাস্তে পুনঃ মর্মে চিত্রপুত্তলিকা যথা।
যোগেন্দ্র যৈলা যন্ত্রাঃ শিবঃ কৈলাসবাসিনঃ ॥ ৯
তান্ মর্মান্ দুষ্কিতান্ দৃষ্ট্বৈরাজন্ যন্ত্রতঃ মতিঃ।
তমাস পুত্রভয়াঃ স ঈশ্বরস্যা বিদি বিস্মিতঃ ॥ ১০
পুত্রভয়াবলীঢ়ায়ে যথা তাবদে বিদুঃ।
যন্ত্রেণ নির্গিরঃ তস্য পরাসঃ হরিনীমুখম্ ॥ ১১

বিস্তারয়ন্তা শিরসা মুক্তিকা পুরুষস্তথা
পরিঃ পাবকান্ কৃত্বা পরমাপ্যমবাপ্তবান্ ॥ ১২
ইত্যং পুত্রস্নেহেন চিক্ষেপ তক্ষিতো মুহুঃ।
পাপয়াপাস সন্তুষ্টে ঈশ্বরাক্ত মনোহরম্ ॥ ১৩
যন্ত্রিয়ন্তেঽধিকপাং প্রেমাস প্রোদা যশিনী
পাবকান্ যোজয়ামাস চাতুরঃ যন্ত্রী তথা ॥ ১৪
ভয়োঃ পাবকৈঃ সাধ্যঃ মা বিদধা ওতাদৃশা।
তৃতীয় কলনাজ্ঞান্তঃ সাধ্যঃ সন্নিহতীশ্বরম্ ॥ ১৫
শঙ্খচক্রগদাপদ্মরো পীতাম্বরঃ পরম্।
সন্তুষ্টঃ তৎক্ষণাদ্ভূতঃ প্রাদুরভূঃ পুরুষোত্তম ॥ ১৬
নিবেদ্য যন্ত্রিভূঃ সন্তুঃ নিবেদ্যন্তমঃ বিভুম্।
নিবেদ্যন্তোমবন্তাত্মা তোগনিস্তাবভাবম্ ॥ ১৭
প্রভুস্তুত্তমবাপ্তু ঈশ্বরৈঃ বিপ্রবরা যথো।
মৃত্তাপুক্তঃ বিনিমুক্তা মৃদুত্তমস্তমস্তম ॥ ১৮

যাহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই পরিত্র মন বিস্ময় হইয়া উঠিল এবং তাহা, ঘর্ম ও তাপ দূর হইয়া যাইল। তিনি তখন বালকটিকে কোলে নিয়া শিবের অর্থাৎ পার্ব্বতীর নিকট পুত্রের মুখদর্শন করিলেন ॥ ৪

মুনে। পরিত্র মুক্তিমতের সেই পার্ব্বতীর নিকট-বালকের (পুত্রের) মস্তক ছিন্ন হইল। পরি তখন চক্ষু ফিরাইয়া মন্থনদণ্ডে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

বালকের মস্তকহীন দেহটিকে দেখিয়া পার্ব্বতী-কোপে অগ্নিবৎ করিতে লাগিল। আর তাহার মস্তক ঐশ্বর যোগমায়াবলে যাইয়া গোষ্ঠেতে মিলিত হইল ॥ ৭

এদিকে যেন ক্রুদ্ধা পুত্রকে ফিরাইয়া যাইতে দেখিয়া সেই বালকের অন্য ভাগিনা ভয়ে যেন পার্ব্বতীর হইয়া যাইলেন এবং মৃদু মৃদু ভাবে বিলাপ করত দুর্ভাগ্যের হইয়া দুঃখে পতিত হইলেন ॥ ৮

সেই সময় শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি, দেবীগণ এবং দৈত্য, যক্ষাদি ও কৈলাসবাসিগণ বিস্ময় হইলেন এবং ফিরে অতিশয় পুত্রস্নিগ্ধতা তাহা বিস্মরণ হইয়া রহিলেন ॥ ৯

জীবাদি ঈশ্বরগণের মস্তকের মূর্তির হইয়া যাইতে দেখিয়া বালকের মাতাগণ করত উত্তরদিকে অবস্থিত পুত্রস্নেহ মধ্যে তাঁহার ভয় করিলেন ॥ ১০

তিনি পুত্রস্নেহ অতীব তাঁহার মাতাগণ বালকের মস্তক যোজনের—সেই বনে হস্তিনীর মস্তক আনয়ন করত বালকের দিয়া যাইলেন ॥ ১১

সে উত্তর দিকে মস্তক আনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মূর্তির হইয়া অতিশয় এবং চারিদিকে পাবকসমূহ (নিজের দিক পুরুষকে) স্থাপিয়া পরমাপ্যমূর্তির দিয়া যাইলেন ॥ ১২

জীবাদি সময় পুরুষ ঐশ্বরের মস্তক যেমন অতিশয় এবং মাতাগণ সেই প্রকার অন্য প্রকারের বহিয়ন্তর মস্তকের উপর স্থাপিত করিলেন ॥ ১৩

এদিকে অন্তর (ভক্তীর) ভিন্নাভিলাষযুক্তের নিজের হস্তিনী প্রকাশ করে করিয়া অর্থাৎ আনিয়া মস্তক সংযোগ করিতে থাকিল (আহরণের নিমিত্ত মুক্ত-সংযোগ করিতে থাকিল) পাবকসমূহ আবৃত করিল ॥ ১৪

সেই হস্তিনী মোকক্ষয় হইয়া নিজের করত পাবক-সমূহ সহিত যোজন করিতে থাকিল। তারপর অন্তর নিজেদের ইচ্ছা রাজপুত্রগণ, পাবকের পাত্র ঈশ্বরাদি জীবাদির তৃপ্তি করিল ॥ ১৫

এই জীবাদি পশু, ভক্ত, ব্রহ্মা ও পরমাত্মা, পীতাম্বর-পরিহিত, সর্বাঙ্গসুন্দর, মস্তকের উপর অবস্থিত, অত্যন্ত এবং মূর্তিমান হয়া দৃশ্যমান হইলেন ॥ ১৬

হাতি নিজেদের অর্থাৎ নিজেদিগকে (নিজেদিগের

তীব্রযোগেন তং ভক্ত্বা ব্রহ্মজ্ঞানেন তত্ত্ববিৎ।
সর্বাঙ্গে যোগযোগেন যজন্ত তত্ত্বমূলকম্ ॥ ১৯
যং তীব্রাক্তপর্যন্তং লভিত্বাহৈঃ সমং যজঃ।
ইত্যুক্ত্বা চ মনোযোগী বৈকল্পমন্ত্রকরাজ মঃ ৬২০
আসন্ত্য পার্শ্বতীয়ানং বাসঃ কৃত্বা স্বয়ংজ্যি।
ক্রচিত্বা স্বস্তিকং কৃত্বা যোগযোগেন বালকে ॥ ২১
ব্রহ্মযজ্ঞেন তপসা ব্রহ্মজ্ঞানেন লীলয়া।
তীব্রেণ যোগযোগেন ব্রহ্মযোগেন যত্নেন চ ॥ ২২
পার্শ্বতীং যোগযিত্বা তু কৃত্বা ক্রোড়ে চ যং শিশুম্।
যোগযোগেন তং কৃত্বা আত্মাত্মিকবিযোগতৈঃ ॥ ২৩

বিষ্ণুরুবাচ

ব্রহ্মাণ্ডকোটিপর্যন্তং তপসা কৃত্ব চক্ষে স্বয়ংজ্যি।

পতন করিতে সমর্থ, নিম্নলোক অতলাদি, বিষ্ণু (সর্বব্যাপী), নিম্নলোক যোগমন্ত্রাদি এবং যোগ হইতে অর্থাৎ সকলের যোগবলের যোগ হইতে নিস্তারের কারণ। ১৭

যে ঈশ্বর। এই শ্রীহরি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরদান করিলেন। তিনি তখন তত্ত্ব বস্তুর মূল হইতে মূল নিস্তারিত করিয়া সেই ব্রহ্মের মূলে সংযোজিত করিয়া দিলেন। ১৮

তখন শ্রীহরি ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তথায় সেই বস্তুতে তীব্রিত করিলেন। তাহার পর নিজের শ্রীনারায়ণ সেই বস্তুর সর্বাঙ্গে স্পর্শ করাইলেন। ১৯

"হে বৎস! তুমি পরিবারসমেত সহিত বহুকাল পর্যন্ত তীব্রিত থাক" এই কথা বলিয়া সেই শ্রীহরি অমর তার তীব্রনারায়ণ বৈকুণ্ঠ পর্বতে অন্তর্ধান করিলেন। ২০

তখনও তখনও শ্রীহরি পার্বতীর নিকটেই আসিয়া বালকের ধীর মনে এবং করত সেই ব্রহ্মিবস্তুতে আসন করিয়া বালকের অর্থাৎ পার্বতী-পুত্রের যোগ সংযোজিত করিয়া দিলেন। ২১

তখনও তখনও নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানময় তত্ত্বলীলাদ্বারা ব্রহ্মার ঐকান্তিক যোগ দ্বারা সংসক্ত তীব্রিত করিয়া দিলেন। ২২

তখনও শ্রীকৃষ্ণ পার্বতীকে প্রবোধিত করিয়া অর্থাৎ পূর্বাবস্থা পার্বতীর ঐকান্ত বলাইয়া করিয়া এবং সেই

তখন বুদ্ধিযজ্ঞাদি যং ন তারাদি কিং দিবে ৬২৪
তত্ত্বকোটিস্থং যোগো তীব্রিতং যং স্বকর্মণা।
ঈশ্বরিতো তথেতিত্যং প্রতিযোগী তথাতৈঃ ৬২৫
ঈশ্বরঃ স্বকর্মণা কোটিযোগো তত্ত্ব লক্ষেং ভবি
কোটিস্থাপি তথেতিত্যং পূর্বকর্মফলেন চৈ। ২৬
নিযোক্ষ্যসি ভক্তিযোগ ইন্দ্রমন্ত্রঃ প্রাক্তনং বিনা।
মনাত্মা ভক্তিযং ইন্দ্রা তত্ত্ব স্বপ্রাক্তনেন চ ॥ ২৭

মুখং দুঃখং তথা যোগযোগেন কর্মণং ফলম্।
সুকর্মণং পুনঃ হর্ষবিত্তরে পালকর্মণং ॥ ২৮
ইত্যেব কথিতা যোগঃ পরম চ তথাতৈঃ।
অর্থোপার্জনযোগাক্ত পুণ্যাক্তেন্দ্র তারতম ॥ ২৯

বিশ্ব পূর্ব পর্যন্ত ক্রোধে ক্রুদ্ধ করিয়া আত্মাধিক আনন্দে আত্মসুখে সেই পার্বতীদেবীকে মুক্তাবস্থে আনিলেন এই ক্রোধের বিষয় ক্রমে পরবর্তী অধ্যায়ে—"স্বয়ং ক্রোধে চ যং শিশুম্" অর্থাৎ পার্বতীকে ক্রোধান্বিত করিয়া এবং তাঁহার ক্রোধে নিজ পুত্রকে দিয়া"—।) ৫ ৫৩

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে বিপ্র! তুমি তখনও বুদ্ধি-যজ্ঞাদি, তুমি কি তাহা না যে, তাহা হইতে তারাদি করিয়া এই কোটি পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। ২৪

পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে করিয়া জীবের সকল কর্মের ফল ভোগ করে এবং প্রতি অবস্থায় জীবের তত্ত্বাতত্ত্ব কর্ম-সমূহ দ্বারা সাধারণ হইতে যে অধিক তাহার সকল তত্ত্ব ও মতের কর্ম সঞ্চিত হয় এবং সব জন্মে তাঁহাকে সেই সব ভোগ করিতে হয়। ২৫

যদি। তাহা দেবরাজ ইন্দ্রের তত্ত্বকর্মফল কোটি-যোনিতে তত্ত্ব লাভ করে এবং পরে তাহার পূর্বজন্ম ফলে সেই কোটি আবার ইন্দ্র হয়। ২৬

প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্বজন্মের কৃত কর্ম ব্যতীত নিজের সাধারণ মস্তিষ্কদ্বারা (বুদ্ধিতে) যত করিতে সমর্থ হয় না। আবার কুদ্র জীব যখন নিজের পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে (মহাপরিশ্রমী ও ধনবান) হইতে যত করিতে পারে। ২৭

সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ ও আনন্দ—এ সমস্ত কর্মের ফল-স্বরূপ উপস্থিত হয়। সকলের ফল কুদ্র এবং

ধর্মজ্ঞঃ কৃতজ্ঞাত্মা চ বিদ্বাংশ্চ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
মৃদোর্দ্বিতীয়ঃ কালস্য নিগ্রহেষ্বপি নিগ্রহঃ ॥৩৮
ধারয়ন্নপি সদ্ধর্মং সাধূনাং সাধুসম্মতঃ
লোকেঽস্মিন্ শ্রীমতঃ পিতৃঃ পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভঃ ॥৩৯
যঃ স্ত্রীকৃতে কথা পুত্রো ব্রহ্মবিষ্ণুসমদ্যুতিঃ।
মহাবিষাদং, রাজস্তং ত্যজন্নধিগতো জয়ং ॥৩০
ত্যজ্যমানঃ কৈকেয়্যা তস্মৈ দত্তে বরে তদা।
ত্যজ্যমানাং কৈকেয়ীং তু ন্যায্যাং ন্যায্যবাদী চ ॥৩১
ত্রয়াণাং জনকঃ পত্নী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥৩২
শ্রীবিজেতৃত্বমাসাদ্য ক্রয়া পরিচ্ছদৈঃ চ পার্থিবৈঃ।
ক্রমং যত্নো চ বিনয়ে তং প্রথমং সমবেক্ষতে ॥৩৩
দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষী দৃষ্টঃ প্রেক্ষিতা পক্ষতেন চ।
পৃষ্টঃশ্রুতিপুরা স্মৃত্বা বিদ্বান্ ন কথনাপটিঃ ॥৩৪
আশিষাং প্রযুক্তে বিদ্বান্ বিদ্বদ্ভ্যো বিদ্বত্তরঃ।

দণ্ডো যত্নে যজ্ঞদত্ত কৌশিকস্য মহাত্মনঃ ॥৩৫
ঔক্ষ্যা দণ্ডো ধনুষ্কোটঃ বর্ষন্ত মহাত্মনঃ।
ক্রমেণ যেষাং ত্রয়াণি বয়ঃ বর্ষে যথোচিতম্ ॥৩৬
দৃষ্টায় তং মহাবেদ্যাস্তীর্থে ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
যেষাং কুলং শৈলা সপ্তর্ষীঃ সর্বযোধিনঃ ॥৩৭
দৃষ্ট্বা পিতং পিতা তৈব বালকং বৃদ্ধকৌশিকম্।
রাজর্ষেরো যথো তত্র কোটিত্রয়মি নায়ক ॥৩৮
অধ্যায়কং প্রজাকাং মহাত্মানি সমাধি চ।
যথিষ্ঠং প্রথমো তত্র বালকে বৃদ্ধকৌশিকে ॥৩৯
হিমালয়ে সাধ্যাত্মী দৃষ্টঃ যেষাং তত্র বৈ
সপ্তর্ষয়ঃ বিপ্রেন্দ্রো বন্দিতাঃ সর্বযোধিনঃ ॥৪০
ব্রাহ্মণান্ যোজয়ামাস ব্রাহ্মণাস্তান মহাত্মনঃ।
যেষাং সাধ্যায়ামাস পুরাণানি মহাত্মনঃ ॥৪১

হয়—আশ্রম, তার সব অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গৃহ ও যোগ—পাশ অর্থাৎ তিন। ১৮

তিন ও অন্যত্র অর্থাৎ অন্যান্যের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে ইহার তাৎপর্য হইয়া থাকে। এই তাৎপর্যই এখানে উপযোগিতে যোগ্য পুরুষের। ২১

যজ্ঞ পরিপূর্ণতম যোগেশ্বরাম শ্রীমতী অর্থাৎ ঐশ্বর্যবান, বিশিষ্ট বিদ্বান অর্থাৎ যিনি যজ্ঞ দৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তাঁহারও দৃষ্টিকর্তা, যুগের যুগ, কালের কাল, বিশেষের অর্থাৎ বৈশেষিক বৈশ, সাধারণতঃ সাধারণ-তাহা, সাধারণতঃ সাধারণবাদী, সাধারণের ঈশ। ২৩-৩৬

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ—এই তাহারা বাঁহার ব্রহ্মা-স্বরূপ। বাঁহার প্রতি লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান আছে, সেই মহাবিষ্ণুই বাঁহার ধ্যান। ৩৭

যে ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বাঁহার ধ্যান করেন, কেহ কেহ আবার ধ্যান করেন ধ্যেয়। এখানে ধ্যানের সম্পূর্ণ ভাবই বিরাজমান আছে,—ধ্যান যিনি বিরাজিত থাকেন তাহা। ৩৮

শ্রীবিষ্ণুর এই ধারণা করিয়া পার্থিবী যেমন সন্তুষ্টা হইলেন এবং তাহার শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া নিজপুর অভিমুখে গমন করিলেন। ৩৯

তাহার পর যেমন পার্থিবী সকল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে অভিমতবরের যেই অন্যান্যটি বিষ্ণুর ত্যাগ করিলেন। ৪০

অন্যের বিষ্ণু বিজিতের অন্যতম এবং নিজেরও পার্থিবের আশীর্বাদে অভিমন্য এবং বিশেষ ভূমন কৌতুহলটি বিশিষ্ট হয় বালকের ত্যাগ পরাধীন বিশেষ। ৫৯

তখন রাজা যেই পার্থিবী-পুরুষ নিজ দৃষ্টি এবং বর্ণ সমৃদ্ধিত প্রণাম করিলেন। তাহার ক্রমে সমস্ত যেমন ও যেমনের তাঁহাকে অন্যান্য ইন্দ্রপুর প্রণাম করিলেন। ৫৯

এই সময় অন্যান্য অন্যান্য সন্তুষ্টি হইয়া সেই বিষ্ণুর ত্যাগ করিলেন। এইরূপ যেম, দৃষ্টি, বৈশ্য ও পরবর্তীকাল এবং সমস্ত ব্রহ্মণীকল শ্রীবিষ্ণুর ত্যাগ করিলেন। ৫৮

যে সময় তাহারা শিব ও দুর্গা ত্যাগ সমস্তের পুরুষের তাঁহার হইতে দেখিয়া তাহার ব্রাহ্মণদিগকে কোটি কোটি ত্যাগ প্রদান করিলেন। ৫৯

ত্যাগ বালকের পুরুষার তাঁহার হইতে দেখিয়া শিব-দুর্গা বলিলেন সমস্ত ত্যাগ এবং সমস্ত পত্র ইহা বলে করিলেন। ৬০

বিশ্বামিত্র তাহার ত্যাগ হইয়া, যেমন তাহা হইয়া ও সমস্ত ব্রহ্মণীকল ত্যাগ হইয়া তাহার এবং ব্রহ্মণীদিগকে তাহাদিগ সমস্ত দান করিলেন। ৬১

ব্রহ্মণাদি (ব্রহ্মণীদি) শ্রীরামচন্দ্র তাহা তাহাদের যেমন তাহাদিগের, তাহাদিগকে অভিমত তাহাদের করিলেন এবং পুরাণ ও যেমনকল পাঠ করাইলেন। ৬২

শনিং সমন্বিতঃ দুর্গা পার্ব্বতী কোপশালিনী ।
শশাপ চ মহাদেবপ্রাণনাথেশ্বরী ক্রুধা চ ॥ ৫৩
দৃষ্ট্বা শপ্তং শনিং সূর্য্যঃ কশ্যপশ্চ যমস্তথা ।
ক্ষোভবিশিষ্টাঃ সমুত্তস্থুর্যুক্তাঃ সত্বরমেব চ ॥ ৫৪
রক্তাস্যাস্তে রক্তনেত্রাঃ কোপপ্রস্ফুরিতাধরাঃ ।
শপ্তুং শনিং সাক্ষিণং কৃত্বা বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরং মুদা ॥ ৫৫
তথা তান্ বোধয়ামাস বিষ্ণুর্ব্রহ্মা তথৈব চ ।
প্রণামং পার্ব্বতীদেব্যৈ কোপপ্রস্ফুরিতাধরান্ ॥ ৫৬
ব্রহ্মাদয়ো দেবগণাঃ সময়োচিতম্ ।
ঊচুর্দেবাস্তথা সর্ব্বে মুনয়ঃ পর্ব্বতাস্তথা ॥ ৫৭

কশ্যপ উবাচ ।

বধূর্দেবস্য ভ্রাতৃজস্য শনৈশ্চরস্য দর্শনে ।

অতঃপর শনিকে অভিশাপভয়ে অবনত দেখিয়া দুর্গা পার্ব্বতীদেবী শনৈশ্চরকে 'তুমি অঙ্গহীন হও' এই কথা বলিয়া শনিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৫৩

সেই সময় শনিকে অভিশাপ দান করিতে দেখিয়া সূর্য্য, কশ্যপ এবং যম ব্যাকুল চিত্ত হইয়া সত্বরে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং পার্ব্বতীর সদয় হইতে চলিয়া যাইতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৫৪

কোপে তাঁহাদের সকলের চক্ষু ও মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং কোপে তাঁহাদের অধর প্রস্ফুরিত হইতেছিল। তাঁহারা শনিকে এবং বিষ্ণুকে সাক্ষী করিয়া সেই পার্ব্বতীকে অভিশাপ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৫৫

সেই সময় বিষ্ণু শঙ্কর ও ব্রহ্মার চেতনা অর্জ্জিত হইয়া তথা উপস্থিত এবং কোপসম্পন্ন ও ক্রুদ্ধচিত্ত তাঁহাদিগকে পার্ব্বতীকে প্রবোধিত করিলেন ॥ ৫৬

তৎকালে ধীর দেবতা, মুনি ও পর্ব্বতগণ ক্রমে ক্রমে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন ॥ ৫৭

কশ্যপ বলিলেন,—(ইনি শনির পিতামহ; কশ্যপের পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র শনি) এই শনি তোমার অভিশাপে সর্ব্বশরীর মধ্যে সর্ব্বকালের জন্য খঞ্জ হইয়া থাকিবে। (সেই কারণে সে খঞ্জত্ব দেখা যায়।) এই কথা বলিয়া কাশ্যপাত্মজেরা অনন্যভাবে দর্শন করিয়াছে ॥ ৫৮

শ্রীদুর্গা বলিলেন,—আমার এই পুত্র শনি এই

বালঃ কর্ম্ম বশতঃ জীবেত মাতুর্জ্জাতা ॥ ৫৮

শ্রীদুর্গা উবাচ ।

কঃ কর্ম্ম সাক্ষিণঃ পুত্রঃ পুত্রস্য মাতুরাজ্ঞয়া ।
সম্পূর্ণোঽপি বিশ্বনাথস্য দর্শনং পার্ব্বতীসুতম্ ॥ ৫৯
যদা বিনাশয়েৎ সম্পূর্ণঃ সদা শশাপ হ ।
সম্পূর্ণাঙ্গত্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০

ধর্ম্ম উবাচ

প্রদায় স্বামিনে শাপং চ মহৎ বচঃ ।
মাং শশাপ কোপযুক্তা [illegible] ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ ।

সমাপ পার্ব্বতী কর্ত্রী শ্রীকৃষ্ণাখ্যং চাপলাৎ ।
সর্ব্বেষাং বচনৈরেব কণ্ঠে [illegible] ॥ ৬২

মধ্যে পার্ব্বতীদেবীর আজ্ঞাক্রমে শনিকে সাক্ষী রাখিয়া অতি মনোযোগে পার্ব্বতী-পুত্রকে দর্শন করিয়াছিল ॥ ৫৯

আমার এই পুত্র বিনষ্ট হইলেও যেহেতু এই পার্ব্বতীদেবী আমাকে অভিশাপ দান করিয়াছেন, সেইহেতু তাঁহার পুত্রের অঙ্গহানি হইবে, উহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬০

ধর্ম্ম বলিলেন,—(ইনি শনির মাতা; অথবা সূর্য্যের পুত্র।) এই পার্ব্বতীদেবী স্বামীকে অভিশাপ দান করিয়া আমার স্বামীকে অভিশাপ দান করিলেন কেন? অতএব আমারও অভিশাপ দান করিব। কিন্তু কাহার দোষ কি? ॥ ৬১

ব্রহ্মা বলিলেন,—পার্ব্বতী শ্রীকৃষ্ণের এবং চঞ্চলতাবশতঃ কর্ত্রী হইয়া অভিশাপ দান করিয়াছিলেন। তার আপনারা সকলে সাধু—সাধু ভাল হইবে কিন্তু; অতএব সকলের এখন আপনারা পার্ব্বতীদেবীকে ক্ষমা করুন। (শনির মাতা কশ্যপের নিকটে; কশ্যপ পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য এবং সূর্য্যের পুত্র শনি ও যম; এইভাবে সকলের শনির উপর অনুকম্পার সময় আছে, তথাপি এখন এক ব্যক্তির অপরাধে পরিবারের সকলেই করিতে আছেন এই সম্ভাষণসূচক উক্তি—অর্থাৎ 'তোমরা ক্ষমা কর' স্থলে 'আপনারা ক্ষমা করুন'।) ॥ ৬২

সূর্য্য যথা [illegible] পুত্রদর্শনহেতবে ।
কথং শশাপ [illegible] ॥ ৪৩

ইত্যুক্ত্বা পরিহারং তং বোধয়িত্বা তু পার্ব্বতীম্ ।
তাং [illegible] ॥ ৪৪

বধূং পার্ব্বতী তুষ্টা [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৫

উবাচ পার্ব্বতী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৬

পার্ব্বত্যুবাচ ।

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৮

ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা [illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বিঘ্নাপনয়নং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

সূর্য্য । তুমি [illegible] পুত্রদর্শনের জন্য [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ৪৩

[illegible] পার্ব্বতীকে [illegible] ॥ ৪৪

হে [illegible] পার্ব্বতী [illegible] ॥ ৪৫

[illegible] পার্ব্বতী [illegible] ॥ ৪৬

পার্ব্বতী কহিলেন,—বৎস । তুমি আমার [illegible] চিরজীবী ও [illegible] ॥ ৪৭

[illegible] তুমি [illegible] ॥ ৪৮

এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী সেই [illegible] ॥ ৪৯

[illegible] ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বিঘ্নাপনয়ন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

(গণেশস্য নামকরণম্, গণেশস্য পূজা-স্তোত্র-কবচাদি বর্ণনম্)

নারায়ণ উবাচ।

অথ বিষ্ণুঃ শুভে কালে দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সহ
পূজয়ামাস তং বালং পুষ্পধূপাদ্যৈরুপচারৈঃ ॥ ১

সর্বাগ্রে তব পূজা চ ময়া দত্তা সুরোত্তম।
সর্বপূজ্যশ্চ যোগীন্দ্রো ভব বৎসেত্যুবাচ তম্ ॥ ২

দদৌ তস্মৈ বনমালাং [illegible] মুক্তিদাম্।
সর্বসিদ্ধিং প্রদায়ৈব [illegible] হরিঃ ॥ ৩

দদৌ [illegible] [illegible] যোগেশম্।
[illegible] মুনিভিশ্চ [illegible] ॥ ৪

[illegible] গণেশস্য [illegible]
[illegible] পূর্বকর্তা বিনায়কঃ ॥ ৫

একাদন্তী চ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬

নিবেদ্য [illegible] দদৌ [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৮

[illegible] দদৌ তস্মৈ [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৯

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] দদৌ [illegible] ॥ ১০

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১

পুনঃ [illegible] [illegible] [illegible] চ
[illegible] দদৌ তস্মৈ [illegible] চ [illegible] ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(গণেশের নামকরণ এবং পূজা-স্তোত্র-কবচাদি বর্ণন।)

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ! অনন্তর শ্রীবিষ্ণু শুভক্ষণে দেবগণ ও মুনিগণের সহিত আসি উত্তম উপচার [illegible] সেই শিশুকে [illegible] পূজা করিলেন। ১

তাহার পর তিনি (শ্রীবিষ্ণু) গণেশকে [illegible] করিয়া বলিলেন—সুরোত্তম! আমি সর্বাগ্রে তোমার পূজা করিলাম, [illegible] "বৎস! তুমি সর্বপূজ্য ও যোগীন্দ্র হও"। ২

তখন শ্রীহরি গণেশকে বনমালা প্রদান করিলেন এবং মুক্তিদায়ক [illegible] প্রদান করিলেন। তাহার সর্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া তাঁহার [illegible] পূজা করিলেন। ৩

[illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রদান করিলেন। [illegible] মুনিগণ ও দেবগণের সহিত তাঁহার নামকরণ করিলেন। ৪

[illegible] শ্রীবিষ্ণু ১। বিঘ্ন ২। [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ৭। পূর্বকর্তা এবং

৮। বিনায়ক—এই অষ্টবিধ নাম [illegible] [illegible] অর্থাৎ এই অষ্টবিধ নামকরণ করিলেন। [illegible] মুনি-[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] করাইলেন। ৫-৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন, [illegible] [illegible] দান করিলেন এবং [illegible] [illegible] প্রদান করিলেন। ৭

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রদান করিলেন। ৮

[illegible] তাঁহাকে [illegible] প্রদান করিলেন। [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রদান করিলেন। ৯

মুনিগণ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ([illegible]) ও [illegible] প্রদান করিলেন। ১০

[illegible] [illegible] ও [illegible] ([illegible]) [illegible] প্রদান করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] দান করিলেন। ১১

মুনিগণ ও [illegible] তাঁহাকে বিবিধ [illegible] প্রদান করিলেন। [illegible] (পৃথিবী) [illegible] তাঁহাকে একটি [illegible] ([illegible]) প্রদান করিলেন। ১২

ক্রমেণ দেবা দেবেভ্য ঋষয় ঋষিভ্যঃ ।
মনুষ্যাঃ পিতরশ্চৈব মনবো মানবাস্তথা ॥ ১৩
নানাবিধানি দ্রব্যাণি স্থাবরাণি মনূনি চ
পুণ্যা গন্ধাশ্চ যে কেচি দ্রব্যেষু ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১৪
পার্থিবা ব্রহ্মতঃ সৃষ্টা যেষামিয়মনুগ্রহা ।
তন্নিবাসনে পুরঃ স্থানমাসাদ্য নাবর ॥ ১৫
দর্ভৈর্যোগেশ্বরাকারং কল্পয়িত্বা ততো ভুবম্
স্থাপয়িত্বা যথোদ্দেশং দ্রব্যাণি বিনিবেদ্য চ ॥ ১৬
অগ্নিমীড়ে চ যজনে ঘৃতৌঘ সতী মুখা ॥ ১৭
যোগাসনমুখৈঃ পাদমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য চ ।
মূর্ধাভিষিক্তৈঃ পুষ্পৈস্তদ্দেবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ১৮
পুরুষোত্তমনাথায় পুরুষাচলবাসিনে
মধুপর্কং তথা পাদ্যৈরর্ঘং সর্বার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ১৯
স্নানীয়ং বিষ্ণুতৈলঞ্চ ঘর্ষৈরেব বিনির্দিশেৎ ।
অনুলেপনকর্পূরচন্দনানি তুলসী চ ॥ ২০
পাদ্যিকাস্তুলসীমিশ্রা মালত্যাশ্চ পঞ্চবাণি চ ।
মালতী-চম্পকাশোকা পুষ্পাণি বিবিধানি চ ॥ ২১
তুলসীশ্চ চ পত্রাণি তুলস্যশ্চ ত্রিপত্রাণি চ ।
চম্পকাশোকবকুলাংস্তুলসীশ্চ চ দাপয়েৎ ॥ ২২
ধূপশ্চন্দনসংমিশ্রং গুগ্গুলু চ সমাহরেৎ ।
নৈবেদ্যং তৎপ্রিয়ঞ্চৈব বিদদ্যাদ্ভক্তপূর্বকম্ ॥ ২৩
ঘৃতপক্বান্নসূপানাং শিষ্টকানাং পৃথক্ পৃথক্ ।
পক্কান্নানাং পৃথক্ চ পৃথগ্ধ্যানং সমাহরেৎ ॥ ২৪
পৃথক্ পৃথক্ত্রিকানাঞ্চ পৃথগ্ধ্যানপূর্বকান্বিতম্ ।
গুড়ক্ষীরান্নসারাণাং মৃদুপক্বান্নকস্য চ ॥ ২৫
খাদ্যানাং শিষ্টকানাং পৃথক্ চ ধ্যানমেব চ ।
কদলীনাঞ্চ পনসাং লকুচানি প্রদাপয়েৎ মুদা ॥ ২৬
লকুচানি কদলীনাঞ্চ দদ্যাৎ নারঙ্গ পূজবে ।
মধূনাং কদলীনাঞ্চ ত্রিফলানি চ তুলসী ॥ ২৭
ঘৃতিদ্যাং কদলীনাঞ্চ পক্কলকানি দাপয়েৎ ।
ঘাড়িমাদ্যাং শ্রীফলানাং ত্রিফলানি চ ॥ ২৮

এরিপ্রদত্ত জলাদুগ্রহের দেবতা, দেবীগণ, মুনিগণ, পর্বতাদি, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ এবং ব্রহ্ম, মনু ও মানবগণ নানাবিধ স্থাবর ও মনু ইত্যাদিগণ প্রদান করত তাঁহারা সকলে ভক্তিসহকারে দ্রব্যাদিতে পূজা করিলেন। ১৩-১৪

সাধক। যাঁহার যেরূপ ধারণা, সেই ভাবনাদ্বারা পার্থিবী নিজ পুত্রকে স্থানিবেশনের ব্যবস্থা দিলেন ॥১৫

তাহাতে দেবী মৃন্ময়ীদেহ মধ্যে যোগাসন যুক্ত সর্বতীর্থ-জলপূর্ণ পরমকলস দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন ॥১৬

অনন্তর সতী পার্থিবীদেবী আসনমন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে অগ্নিতত্ত্ব স্বরূপ প্রদান করিলেন। ১৭

তাহার পর পার্থিবীদেবী যোগাসনী মহীর জন্য দ্রব্য যথা পাদ্য, মহাজল, মূর্ধা, অভিষেক (স্নানের চরিত্র) ও পুষ্পসমূহকে ইহার দ্বারা বিহিত করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ১৮

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থিত যাঁহার পুরুষোত্তমনাথ করিলেন। মধুপর্ক আসব (মদ্য) ও অর্ঘ্য (ত্রিবিধ) বিহিত করিয়া অনুপম প্রদান করিলেন। ১৯

অর্ঘ্য তৈল (তিলজাত) অভিলাষী মুরারির জন্য বিহিত স্নানীয় বিষ্ণুতৈল প্রদান করিলেন। অনুলেপন সুগন্ধিবিহিত তুলসী মিশ্রণ প্রদান করিলেন। ২০

পাদ্যিকা তুলসীমিশ্রা মালতীর পঞ্চপত্রাদি ও ।
মালতী-চম্পকাশোকা পুষ্পাদি বিবিধানি চ ॥২১
তুলসীশ্চ চ পত্রাদি তুলসীত্রিপত্রাদি চ ।
চম্পকাশোকবকুলাংস্তুলসীশ্চ সমাহরেৎ ॥ ২২
ধূপশ্চন্দনসংমিশ্রং গুগ্গুলু চ সমাহরেৎ ।
নৈবেদ্যং তৎপ্রিয়ঞ্চৈব বিদদ্যাদ্ভক্তপূর্বকম্ ॥ ২৩
ঘৃতপক্বান্নসূপানাং শিষ্টকানাং পৃথক্ পৃথক্ ।
পক্কান্নানাং পৃথক্ চ পৃথগ্ধ্যানং সমাহরেৎ ॥ ২৪
পৃথক্ পৃথক্ত্রিকানাঞ্চ পৃথগ্ধ্যানপূর্বকান্বিতম্ ।
গুড়ক্ষীরান্নসারাণাং মৃদুপক্বান্নকস্য চ ॥ ২৫
খাদ্যানাং শিষ্টকানাং পৃথক্ চ ধ্যানমেব চ ।
কদলীনাঞ্চ পনসাং লকুচানি প্রদাপয়েৎ মুদা ॥ ২৬
লকুচানি কদলীনাঞ্চ দদ্যাৎ নারঙ্গ পূজবে ।
মধূনাং কদলীনাঞ্চ ত্রিফলানি চ তুলসী ॥২৭
ঘৃতিদ্যাং কদলীনাঞ্চ পক্কলকানি দাপয়েৎ ।
ঘাড়িমাদ্যাং শ্রীফলানাং ত্রিফলানি চ ॥২৮

পাদ্যিকা পুষ্পসমূহের দ্বারা। বহিঃ পত্র যত পুষ্পমালা এবং মালতী ও চম্পকাদি নানাবিধ পুষ্পসমূহ প্রদান করিলেন। ২১

তুলসীবর্জিত পূজাযোগ্য নানাবিধ পত্রসমূহ এবং মালার চন্দন, অগুরু, গুগ্গুলু ও নৈবেদ্য প্রদান করিলেন। ২২

ধূপচন্দনসমূহ ও ধূপ তাঁহার তৎপ্রিয়রূপে প্রদান করিলেন। অনন্তর ত্রিবিধ নৈবেদ্য, পর্বতাকার ত্রিবিধ বিশিষ্টরূপ অন্নের (ত্রিলক্ষণাত্মক পর্বত, ঘৃত ও গোধূম (ময়দা) দ্বারা বিবিধ শিষ্টকসমূহের পর্বত, ঘৃতপক্ক এবং অভিনব অন্নাদির পক্কান্নসমূহের পর্বত প্রদান করিলেন। ২৩-২৪

ঘৃতপক্ক পর্বতাদিবিহিত অভিনবসমূহের (অনুপূর্বাদি বিবিধ বিশিষ্টপর্বতাকার) পর্বত, গুড়বিহিত ক্ষীরান্নসমূহের (ক্ষীরসমূহের) গুড় (ত্রিলক্ষণ—চিনি)-সমূহের পর্বত নানাবিধ মৃদুপক্ক (অঙ্কুরাদি) সব পার্থিবীদেবীর জন্য ও শিষ্টক সমূহের পর্বত এবং সব সব মৃদুপক্ক সমূহ দেবী পার্থিবী সাক্ষাৎ প্রদান করিলেন। ২৫-২৬

বহ্বর্ণানাং কলসানাং অশ্বানাং বিবিধানি চ।
আম্রাণাং পনসানাং চ কদলীনাং তথৈব চ।
ফলানি নারিকেলানামম্লানানি দদৌ মুদা ॥ ২৯
অন্যানি পরিপক্কানি নানাদেশোদ্ভবানি চ।
দদৌ তানি মহামায়া স্বাদূনি মধুরাণি চ ॥ ৩০
ততঃ সুনির্মলেনৈব কর্পূরাদি সুবাসিতম্।
দদাবথ পার্বতী পুণ্যাত্মনীয়কম্ ॥ ৩১
তাম্বূলঞ্চ দদৌ দুর্গা কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
সুবর্ণপাত্রসংস্থং পরিপূর্ণং মাধব ॥ ৩২
দৈত্যদলনী শৈলজা শৈলজঃ শৈলজাত্মজঃ।
শৈলরাজপ্রিয়াসাধ্যাঃ পুষ্পুচ্ছ শৈলবাসুকম্ ॥ ৩৩
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় চারবে।
সর্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমো নমঃ ॥ ৩৪

বিষ্ণুনৈব মন্ত্রং দত্তা তস্মাৎ চ ভক্তিতঃ।
সর্বে প্রবৃদ্ধিদাতারং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৩৫
বাঞ্ছিতমন্ত্রেণ মন্ত্রমন্ত্রেণ সর্বকামদঃ।
সর্বকামপ্রযোক্তারঃ স্বয়ং সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৬
পঞ্চলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিং লভেন্নরঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিবর্জিতঃ যস্য ন চ বিঘ্নং ভবেত্তথা ॥ ৩৭
বিঘ্নানি চ পলায়ন্তে তত্সমাগমেন চ।
মহাযোগী ভবেন্নিত্যং সর্বসিদ্ধিসমন্বিতঃ ॥ ৩৮
বাকপতিঃ কৃষ্ণঃ বাদি বাক্ মতেন সুনিশ্চিতম্।
মহাকবীন্দ্রো ভবতু বিদ্বান্ চ সমর্থকঃ ॥ ৩৯
মনঃস্থিতানেব মন্ত্রণ দেবা মানসমঙ্গলাঃ।
নানাবিধানি বস্তূনি দানানাঃ শুভপদে ॥ ৪০
আত্মনাং যোগবাসাঃ কানাননুবন্ধনম্।
দুর্গাবাদি দেবানাং বশিত্বাদ বিশেষতঃ ॥ ৪১

নারদ। এই ব্রতের পুণ্যার্থ দুর্গা পার্বতী লক্ষ লক্ষ ধনি ব্রাহ্মণ এবং বিপ্র লক্ষ লক্ষ অশ্ব প্রদান করিলেন ॥ ২৭

দেবী পার্বতী এই পুণ্যার্থ পীত বস্ত্র দুগ্ধবতী ধেনু এবং অসংখ্য দাড়িম্ব ও শ্রীফল (বিল্বফল) প্রদান করিলেন ॥ ২৮

নারদ। সেই সময় দেবী পার্বতী অতি আনন্দ সহকারে কর্দম, কদম্ব, জম্বু (জাম), আম্র, পনস (কাঁঠাল) ও কদলী—এই সব নানাবিধ ফল প্রদান করিলেন। এইরূপ অসংখ্য নারিকেল ফলও প্রদান করিলেন ॥ ২৯

মহামায়া দুর্গা অন্যান্য বহু ও মধুর পরিপক্ক ফলসমূহ এবং অন্যান্য নানাদেশে উৎপন্ন ফলসমূহও প্রদান করিলেন ॥ ৩০

তিনি কর্পূরাদি সুবাসিত জল ও অতিশয় নির্মল পানীয় প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিলেন এবং আত্মনিবেদন করে পুণ্যাত্মনীয় প্রদান করিলেন ॥ ৩১

নারদ। স্বর্ণ সুবর্ণপাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত, তাম্বূল ও উত্তম তাম্বূল প্রদান করিলেন ॥ ৩২

দৈত্যদলনী দেবতা, শৈলরাজ হিমালয়, শৈলজা পার্বতী, শৈলরাজ-পুত্র মৈনাক এবং শিবপ্রিয়ের প্রিয়

অভ্যর্থনা, উৎসবে পার্বতীর পুত্র গণেশকে পূজা করিলেন ॥ ৩৩

“ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় চারবে। সর্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমো নমঃ।” এই মন্ত্র দ্বারা গণেশকে উপলক্ষ্য করিয়া মহামুনি গণ প্রদান করিয়া স্তব করিলেন, বিষ্ণু ও শিবাদি সকল দেবগণ আনন্দিত হইলেন ॥ ৩৪-৩৫

এই ভক্তিপূর্ণ স্তব বিশিষ্ট মন্ত্রকে সর্বসাধক অর্থাৎ সর্বসিদ্ধি প্রদানকারী, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ প্রদায়ক এবং সর্বসিদ্ধিদাতা ॥ ৩৬

এই মন্ত্রপ্রদাতাই ব্যক্তি পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইলেও, সেই ব্যক্তি এই জগতে বিঘ্নশূন্য হইয়া যান ॥ ৩৭

তাঁহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত বিঘ্ন পলায়ন করে। সেই ব্যক্তি সর্বসিদ্ধিযুক্ত হইয়া মহাসিদ্ধ হন এবং মহাযোগী হইয়া থাকেন ॥ ৩৮

তাঁহার নিকটে যাহা বাক্পতি অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি সুনিশ্চিত ভাবেই লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি মহাকবীন্দ্র, জ্ঞানবান ও বিদ্বান পুরুষদের অগ্রগণ্য হন ॥ ৩৯

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথ বিষ্ণুঃ সভায়াং সংপূজ্য তং মহেশ্বরম্।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধিবিনায়কম্॥ ৩২

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ নমস্কৃতম্
নিষ্প্রপঞ্চমুপাস্যেড্যমুভয়ত্রাপি যোগিভিঃ॥ ৩৩

প্রথমং সর্ব্বদেবানাং বিঘ্নানাং ছেদিনাং গুরুম্।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদং জ্ঞানাদিসর্ব্বসিদ্ধিনম্॥ ৩৪

অব্যাকৃতস্বরূপং বিদ্যাঃ কন্যায়াঃ স্বরূপিণম্,
বাগ্বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্টং চাক্ষরং সর্ব্বাত্মিকম্॥ ৩৫

সাধারণ্যপরায়ে চ সাধারণ্যেন সুস্থিতম্।
ঊর্দ্ধব্যাপ্তমনন্তং তদ্ব্যাপ্তমুভয়ত্রাপি তম্॥ ৩৬

ধ্যানং ধ্যেয়ং ধ্যাতৃ ধ্যাতৃধ্যানাদীনম্,
নিত্যং নিত্যিস্বরূপং নিত্যিনং নিত্যিনাত্মকম্॥ ৩৭

ধ্যানাধিষ্ঠিতং যোগং ধ্যানাধ্যায়ক ধ্যায়িনম্।
ধর্ম্মধ্বনং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্॥ ৩৮

পীঠং সাধারণস্থানমনুগ্রহ তথাত্মনম্।
প্রীণ্যমনুগ্রহাধারং জ্ঞানমেকত্বতৃপ্তিদম্॥ ৩৯

সর্ব্বাত্মপ্রভুত্বাক্ষ সর্ব্বভূতাং গুণার্ণবম্।
যেচ্ছয়া সকলং ত্বত্ত্ব নির্গুণাদপি যেচ্ছয়া॥ ৪০

স্বয়ং প্রকৃতিরূপক প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্।
যাং স্তোতুমক্ষমোঽহন্তু মন্দস্তবমনন্ত চ॥ ৪১

ন ত্বয়ং শক্তিরস্তু ন ত্বমস্তুরাবহে।
নাহন্তা ন ত্বয়া চ ন ত্বয়োঽহন্ত্ব ত্বয় ত্বয়ী
ন ত্বয়াস্ত ত্বদুর্বোধাঃ কে বা কে যেবয়াদিনঃ॥ ৪২

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা পুনঃস্তং সুরসত্তমৈঃ।
স্তুয়মানশ্চ মুনিভিঃ সাধ্যৈঃ বিবরায় তথাপরৈঃ॥ ৪৩

ইতি বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং যেবেশস্য চ যঃ পঠেৎ।
নাস্য প্রাক্তন্য মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ॥ ৪৪

যেবেশং এই নামের দ্বারা পূজা করায় আমাদের উপস্থিত হইয়া সেই ইশ্বরের সাধারণ্য ব্যক্তভাবে ধারণাতে আসিলেন॥ ৩০

ইনারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন, ইশ্বর স্মরণ করিলেন (ও করাইলেন) এবং বিশেষতঃ ঈশীশিবকে যজ্ঞ সমাপনার্থে প্রেরণ করিলেন॥ ৩১

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হরে নারদ! অনন্তর সভাস্থা স্বয়ং বিষ্ণু সেই পরমেশ্বরকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সর্ব্বসিদ্ধিবিনায়ক অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধি বিনাশকারী স্তবদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩২

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—হে ঈশ! আমি তোমার মহাত্ম্য বর্ণন করিতে অসমর্থ; যেহেতু ব্রহ্মরুদ্রাদি ও অন্যান্যাদি প্রধান পুরুষ তোমাকে স্তুতি করিবার ইচ্ছা করিয়াছি॥ ৩৩

তুমি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রথম, বিঘ্নি ও যোগিগণের গুরু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদাতা ও জ্ঞানাদির দাতা স্বরূপ॥ ৩৪

তুমি অব্যাকৃত, অক্ষর, বিদ্যা, কন্যা এবং আত্মস্বরূপ। তুমি বাগ্বুদ্ধ্যাদি সর্ব্বদা বিশিষ্ট, অক্ষর, এবং সর্ব্বাত্মক॥ ৩৫

তুমি সাধারণ-নামক হইয়া পরা করিবার জন্য সাধারণ দেহের অধিষ্ঠান করিয়াছ তুমি ঊর্দ্ধব্যাপক এবং অক্ষয়রূপে সদা অবস্থানকারী॥ ৩৬

তুমি ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতৃ, ধ্যানাদিস্বরূপ। তুমি নিত্য, নিত্যিস্বরূপ, নিত্যিনাত্মা এবং নিত্যিনাদি॥ ৩৭

তুমি ধ্যানের অধিষ্ঠিত, বিশ্ব যোগ, ধ্যায়ক এবং ধ্যানাত্মা—ধ্রুবিধর্ম্ম, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মফলপ্রদ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলদাতা॥ ৩৮

তুমি সকলের আশ্রয়স্থান এবং সেই পীঠাধিষ্ঠাতৃরূপ। তুমি প্রীতি, ও অনুগ্রহের স্বরূপ এবং অধীশ্বর॥ ৩৯

তুমি সর্ব্বজগৎ আত্মিভূত,অতএব পূজ্য, সকলের পূজনীয়, গুণসাগর, যেচ্ছায় সকল সৃষ্টিকারী এবং ইচ্ছার যেচ্ছায় নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থান কর॥ ৪০

তুমি স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপ, তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, আমার প্রকৃতির অতীত যা সেই। অতএব মন্দভাবেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না॥ ৪১

এইরূপ সকলেরই নিজ শক্তিদ্বারা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না, তুমিও তাহা ইচ্ছা করিলে তোমার স্তুতি করিতে পারে না, সকলেই তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না এবং আমিও তোমার স্তুতি করিতে সমর্থ নহি। অধিক কি বলিব? তোমা ভিন্ন তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না; আহা, সেই যোগীরা পর্য্যন্তও যা বিদ্বান তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?॥ ৪২

তুমি বহু-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকলেরও ঈশ্বরীর স্বরূপা, ব্রহ্মস্বরূপের ঈশ্বর, নিত্য, নিত্যিস্বরূপ, নিত্যিনাত্মা এবং নিত্যিনাদি॥ ৩৭

তুমি ধ্যানের অধিষ্ঠিত, বিশ্ব যোগ, ধ্যায়ক এবং ধ্যানাত্মা—ধ্রুবিধর্ম্ম, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মফলপ্রদ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলদাতা॥ ৩৮

তুমি সকলের আশ্রয়স্থান এবং সেই পীঠাধিষ্ঠাতৃরূপ। তুমি প্রীতি, ও অনুগ্রহের স্বরূপ এবং অধীশ্বর॥ ৩৯

তুমি সর্ব্বজগৎ আত্মিভূত,অতএব পূজ্য, সকলের পূজনীয়, গুণসাগর, যেচ্ছায় সকল সৃষ্টিকারী এবং ইচ্ছার যেচ্ছায় নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থান কর॥ ৪০

তুমি স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপ, তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, আমার প্রকৃতির অতীত যা সেই। অতএব মন্দভাবেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না॥ ৪১

এইরূপ সকলেরই নিজ শক্তিদ্বারা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না, তুমিও তাহা ইচ্ছা করিলে তোমার স্তুতি করিতে পারে না, সকলেই তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না এবং আমিও তোমার স্তুতি করিতে সমর্থ নহি। অধিক কি বলিব? তোমা ভিন্ন তোমার স্তব করিতে সমর্থ হয় না; আহা, সেই যোগীরা পর্য্যন্তও যা বিদ্বান তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?॥ ৪২

স্তুতিরিয়ং সুখদে বিঘ্নেশঃ সততং সুত্রে ।
বর্দ্ধতে সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা ॥ ৫৫
যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে ।
কদাপি ন ভবেত্তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা ॥ ৫৭
ভবেদ্বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধুনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্ ।
শশ্বদ্বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৮
স্থিরা ভবেদ্ গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য হ্যন্তে বিষ্ণুপদং লভেৎ ॥ ৫৯
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে বিষ্ণুকৃতঃ
গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

নারদ উবাচ ।
শ্রীশঃ স্তোত্রং গণেশস্য পূজনঞ্চ মহাদ্ভুতম্ ।
কবচং স্তোত্রমিচ্ছামি সাম্প্রতং শ্রোতুমাদৃতঃ ॥ ৬১
শ্রীনারায়ণ উবাচ ।
পূজায়াং মুনিবৃন্দানাং সভায়াং শনৈশ্চরঃ ।
উবাচ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশং তারকং তম্যাং শুভম্ ॥ ৬২
শনৈশ্চর উবাচ ।
সর্ব্বদুঃখবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ ।
কবচং বিঘ্নবিঘ্নস্য বদ বেদবিদাং বর ॥ ৬৩
বন্ধুর যো বিঘ্নহন্তা গণেশ্চ মাতা মম ।
তদ্বিঘ্নপ্রশমার্থঞ্চ কবচং দাতুমর্হসি ॥ ৬৪
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
বিঘ্নবিঘ্নস্য কবচং বিভু লোকেষু দুর্লভম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং দুর্লভং ত্রিজগৎসু চ ॥ ৬৫

এইরূপে সেই দেবগণস্বামী মুক্তকে অবলোকন স্তব করিয়া মুক্তের হস্তোপরি বিষ্ণু দেবগণের সহিত বিরত হইলেন ।৫৩

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন, প্রভাতে ও সায়ংকালে এতাদৃশীতে বিঘ্নরূপ এই গণেশের স্তোত্র পাঠ করে, হে মুনে! বিঘ্নেশ সর্বদা তাহার সমস্ত বিঘ্ন নাশ করিয়া থাকেন এবং সদা তাহার কল্যাণকারী হওয়াতে সর্ব্বত্র তাঁহার কল্যাণ বর্দ্ধিত হয় ।৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি যাত্রাকালে ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া যাত্রা করে তাহার সর্ব্বভিলাষ অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।৫৬

তাহার দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন পরিণত হইয়া যায় এবং কখনও তাহার নিদারুণ গ্রহপীড়া উপস্থিত হয় না ।৫৭

তাহার শত্রুদিগের বিনাশ ও বন্ধু বান্ধবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । তাহার বিঘ্ন সমস্ত বিনাশ হইতে থাকে ও সদা সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।৫৮

তাহার গৃহে লক্ষ্মী—পুত্রপৌত্র-পৌত্রাদি সকল স্থিরা হইয়া অবস্থান করেন (অথবা তাহার গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা থাকিয়া পুত্রপৌত্রাদিকে বৃদ্ধি করে) । ইহলোকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া দেহাবসানের পর তিনি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়েন ।৫৯

সেই ব্যক্তি শ্রীগণেশের প্রসাদে সমস্ত তীর্থসেবা বা তীর্থপর্য্যটন, সকল যজ্ঞ এবং সর্ব্ববিধ মহাদানের সুনিশ্চিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।৬০

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে বিষ্ণুকৃত
গণেশ স্তোত্র সমাপ্ত ।

নারদ কহিলেন,—ভগবন্! আমি আপনার স্তোত্র ও অদ্ভুত পূজার বিষয় শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি সাদরে আপনার কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।৬১

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—সেই সময় মুনিগণের পূজা সমাপ্ত হইলে পর শনৈশ্চর সভামধ্যে তারকারী শুভপ্রদ শ্রীবিষ্ণুকে কহিলেন ।৬২

শনৈশ্চর কহিলেন,—হে বেদবিদগণশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ববিধ দুঃখবিনাশের জন্য এবং সকল দুঃখের শান্তির জন্য বিঘ্নবিনাশকারী গণেশের কবচ বলুন ।৬৩

আমাদের এই ব্যক্তি অবলম্বনীয় সহিত যে বিবাদ হইয়াছে, তাহাতে আমি অবিলম্বে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি; সেই বিঘ্ন উপশমের জন্য আমি বিঘ্নেশের কবচ দান করিব ।৬৪

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—বিঘ্নেশের কবচ ত্রিজগতে দুর্লভ, সকল দুঃখের অতিশয় লোভনীয় এবং ত্রিজগতে দুর্লভ ।৬৫

উক্তম কৌমুদশাখায়াং দাহকর্মে মনোরমম্
কৃতং বিজয়নামক্ত সর্বসিদ্ধিকরং পরম্ । ৬৬
ঘাতাং দেহা নিবো দেহঃ প্রাণা দেহাশ্চ পূর্বজ ।
এবমুক্তং কৃতং ন দেহঃ প্রাণসঙ্কটে । ৬৭
আবির্ভাবতিরোভাবং দেহস্যাহুশ্চ ৬ মাতরা ।
নিত্যাত্মহ্যস্য দেহস্য কৃতঃ চাস্য সংক্ষয় । ৬৮
পূজাস্য নিত্যা ক্ষোত্রস্য কৃতং কর্মেহি মন্ত্রতম্
অন্যান্য কৃতনঃ পূর্বং মুক্তস্য বিধেহিতে । ৬৯
যথা মনুষ্যকায়েষু জন্মবিদ্রবণাদয়ঃ ।
তথা মৃতেষ্বপ্যাদি কৃত্য দৈবপুরোদয়ে । ৭০
অনুমৃতা মৃতং সর্বে জীবপুরুষাস্ত্ব মানবে
নিশ্চয়ান্ত মৃতাঃ সর্বে সক্রমণবিবর্জিতাঃ । ৭১
কৃতঃ বিপ্রয়াঃ মৃত্যুর্ন ব বি সন্নিধিঃ ক্রিয়া ।
নাস্তুর্যাহো নাতক্ত প্রজাতে ন পরাজয়ঃ । ৭২
ঘথলক্ষণলোনৈব নিত্যক কৃতঃ ভবেৎ
যো ভবেৎ নিত্যকর্তো মৃত্যুঃ ক্ষেত্রস্য স ৬ ক্ষয়ঃ । ৭৩
পুনিত্যকর্তো নাস্তী নিত্যকর্তী নহীয়সে ।
সর্বত্র নিত্যকর্তী পূজ্যো ভবেৎ প্রথমনায়কঃ । ৭৪
মালাস্তুমিবা পূজাঃ কায়ক্ষেত্রেষ ৬ ।
নিত্যয়াঃ সর্বপাপানি প্রক্ষন্তি পুনিন্দিতম্ । ৭৫
মৃত-প্রেত-পিশাচাদ্য মৃত্যুজা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ।
ন্যাসিক্তো যোগিনস্তেষাং ক্ষেত্রপালাদয়স্তথা । ৭৬
বলপ্রদা ক্ষেত্রপালৈর ক্ষেত্রপালাদয়স্তথা ।
ক্ষেত্রাক্ষ পঞ্চযাজ্ঞেন পলায়ন্তে ৬ ভৈরবঃ । ৭৭
আত্মনো ঘাতয়ন্তৈব শোকাদ্যৈর ভয়াদয়ঃ ।
ন যান্তি সন্নিধিং ক্ষেত্রাঃ গরুড়স্য যথোরগাঃ । ৭৮

বিজয়নামক এই সর্বসিদ্ধিকরণী উত্তম অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সামবেদোক্ত কৌথুম শাখায় কথিত হইয়াছে । ৬৬

যে মূর্খগণ । ইহা ত্যাগ করিবে, তাহার কি প্রাণ সর্বদা প্রবাস করিবে, তথাপি প্রাণসঙ্কটকাল উপস্থিত হইলেও এরূপ কার্য করিবে না । ৬৭

মাতঃ । এই একমাত্র পরম ক্রিয়া, যিনি ক্রিয়ার ইচ্ছানুসারে দ্বারা অবতরণ করিয়া তাহাকে আবির্ভূত এবং তাহাকে তিরোভূত করিয়া থাকে । সেইরূপ দ্বারায় এই দেহের ক্ষয় নাই । ৬৮

এই অন্ত্যেষ্টির পূজা এবং ক্ষেত্রের নিত্য—তাহা অন্য কোন অবস্থায় নয় । ঋষিগণ এই কারণে পূর্বকাল হইতে ইহার আরাধনা করিয়াছেন । ৬৯

যেরূপ আমার সকল অবস্থাতেই জন্ম ও মৃত্যুবিধান, সেইরূপ এই অন্ত্যেষ্টির পার্শ্বভাগ উদয়ে জন্ম হয় । ৭০

এই আরাধনা দ্বারা যাহার করিয়া অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টির যে সকল কারণ করিয়া সকল মৃত্যুগণ জীবন্মুক্ত হইয়া বিপ্রগণের এবং সকল দেবতাগণের নির্ভয় ও সঙ্কটসর্বজয়ী হইয়াছেন । ৭১

মৃত্যু তাহার হইয়া এই কারণেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিত্যই করণ করা হয় । এই কথা ব্রাহ্মণগণের অনুমোদন হয় না, যেমন অমঙ্গল হয় না এবং বিপ্রগণের ভয়াদেরও কোথাও পরাজয় হয় না । ৭২

এই কথা যদি অন্ত্যেষ্টির অন্য লক্ষণে নিত্য করিয়া থাকে । এইরূপে যে ব্যক্তি নিত্যকর্তা হয়, সেই ব্যক্তি মৃত্যুরও ক্ষয় করিতে সমর্থ । ৭৩

যে ব্যক্তি এইরূপে মুক্তির কর্তা হইতে পারে, সেই ব্যক্তি এই জগৎ মধ্যে মৃত্যুরূপ কার্যে, সর্বত্র নিত্যকর্তা এবং পূজ্য হয় । (এই শ্লোকের প্রথম চরণ পাঠান্তরে দেখা যায়,—"অনিত্যকর্তো কার্যে—" ইহার অর্থ—যাহার কখন নিত্য হয় নাই, এরূপ ব্যক্তির এই কার্য প্রাধান্যরূপে—পূর্ববৎ) ৭৪

এই পূজা মালাস্তুর অর্থাৎ পূর্ব শ্রীর দ্বারা দ্বারা ক্ষেত্রের অন্ত্যেষ্টিকার্য চালাইবে । সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক বিজয়নাম দ্বারা যাহা; (এই মন্ত্রদ্বারা এবং এই বিধিবিধির কথা দ্বারাও পাপ নষ্ট হয়, তাহাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায় । ৭৫

ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস ও ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ এবং ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্রপালাদি অন্ত্যেষ্টিকার্য, যাহাদিগের পীড়াদায়কারী হয় ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি সকলেই এই অন্ত্যেষ্টিকারীর এবং উক্ত মন্ত্রদ্বারা যাহারা অন্ত্যেষ্টি-কার্য সম্পাদনে তাহার হইয়া পলায়ন করে । ৭৬-৭৭

যেরূপ গরুড়ের নিকট সর্প যাইতে পারে না, সেইরূপ আধি (মনোব্যথা) ব্যাধি (রোগবিকার) এবং ভয়াদির শোকসমূহ তাহাদের নিকটে যাইতে সমর্থ হয় না । ৭৮

বক্ষসে গুরুভক্তায় অগ্নিস্বাহা প্রকাশয়েৎ।
ধনায় পরমিষ্টায় নমঃ হৃদ্যাত্মনে ॥ ৭৯
সংসারমোহকক্ষায় কবচস্য প্রজাপতিঃ
অগ্নিস্তুরুশ্চ বৃহতীছন্দো দেবঃ সদাশিবঃ ॥
বর্ণার্থ-জ্ঞান-যোগেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৮০
সর্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতমিদং মুনে।
ওঁ নমো হ্রীঁ শ্রীঁ পরেশায় স্বাহা মে পাতু মস্তকম্ ॥ ৮১
ত্রয়োদশাক্ষরো মন্ত্রো ললাটং মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ গরিষ্ঠি ঙ নমস্তস্য পাতু লোচনম্।
তালুকং পাতু বিশ্বেশঃ নমস্তঃ বরীতলে।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁবিষি ঙ নমস্তঃ পাতু নাসিকাম্ ॥ ৮৩
ওঁ নমো ঘং পূর্বকর্ণায় স্বাহা পাতুতরং মম
নমস্তানি তালুকাং জিহ্বাং পাতু মে ষোড়শাক্ষরঃ ॥ ৮৪
ওঁ নং শ্রীঁ নমোহস্ত্রেতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতু।
ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ বিশ্বনাথায় স্বাহা কর্ণং সদাঽবতু ॥ ৮৫
ওঁ শ্রীঁ নং ঘণ্টানন্দায়েতি স্বাহা স্কন্ধং সদাঽবতু।
ওঁ শ্রীঁ বিবাহকায়েতি স্বাহা পৃষ্ঠং সদাঽবতু ॥ ৮৬
ওঁ হ্রীঁ ক্লৌঁবিষি কণ্ঠালং পাতু নমস্তস্তস্য বম্।
ভজৌ পাদৌ সদা পাতু সর্বাঙ্গেষ্বনিশংবপুঃ ॥ ৮৭
প্রাচ্যাং লম্বোদরঃ পাতু আগ্নেয্যাং বিঘ্ননাশকঃ।
দক্ষিণে পাতু বিঘ্নেশঃ নৈর্ঋত্যাঞ্চ গজাননঃ ॥ ৮৮
পশ্চিমে পার্বতীপুত্রো বায়ব্যাং শম্ভুনন্দনঃ।
কৃষ্ণস্যাংশোত্তরে চ পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৮৯
ঐশান্যামেকদন্তশ্চ দেবঃ পাতু চোর্ধ্বতঃ।
অধো গণাধিপঃ পাতু সর্বপূজ্যশ্চ সর্বতঃ ॥ ৯০
অষ্টে ত্রয়োদশে চৈব পাতু মাং যোগিনাং গুরুঃ ॥ ৯১
ইতি তে কথিতং বৎস সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
সংসারমোহনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৯২

যে ব্যক্তি মন্ত্রজ্ঞ, গুরুভক্ত এবং বিষ্ণুর শিষ্য, তাহার নিকট এই কবচ প্রকাশ করিবে অর্থাৎ তাহাকে এই কবচ উপদেশ করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ ও পরিষ্ট অর্থাৎ অন্য গুরুর শিষ্য, তাহাকে ইহা প্রকাশ করিলে নানা প্রকার দুঃখপ্রাপ্ত হয় ॥ ৭৯

সংসার-মোহন এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, বৃহতী ছন্দ এবং স্বয়ং অগ্নিদেব তাহার দেবতা। বর্ণ, অর্থ, জ্ঞান ও যোগ—এই চতুর্বর্গলাভে ইহার বিনিয়োগ করিতে কীর্তিত হয় ॥ ৮০

হে মুনে। এই অন্যান্য কবচ সমূহ অপেক্ষা এই কবচ সারভূত। "ওঁ নমো ঘৃং শ্রীঁপরেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। (এই মন্ত্রের পাঠান্তর আছে—"ওঁ ঘোং নমো শ্রীঁপরেশায় স্বাহা" এবং "ওঁ ঘোং ঘৃং শ্রীঁপরেশায় স্বাহা") ৮১

ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র (এই অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোক) সদা আমার ললাট রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ" এই মন্ত্র সতত আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ৮২

এই মূলমন্ত্রে বিন্যাস আমার তালু সদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ" এই মন্ত্র সতত আমার নাসিকা রক্ষা করুন ॥ ৮৩

"ওঁ ঘোং নমো ঘং পূর্বকর্ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার অতীব

রক্ষা করুন। ষোড়শাক্ষর মন্ত্র আমার জিহ্বা, তালুকা ও জিহ্বা রক্ষা করুন ॥ ৮৪

"ওঁ নং শ্রীঁ নমোঽস্ত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার গণ্ডস্থল রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ বিশ্বনাথায় স্বাহা" এই মন্ত্র সদা আমার কর্ণ রক্ষা করুন ॥ ৮৫

"ওঁ শ্রীঁ নং ঘণ্টানন্দায় স্বাহা" এই মন্ত্র সতত আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ বিবাহকায় স্বাহা" এই মন্ত্র সদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন ॥ ৮৬

"ওঁ হ্রীঁ ক্লৌঁ" এই মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। "নং" এই মন্ত্র (চতুর্থ্যন্ত "নমঃ") আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। বিঘ্ননাশক অর্থাৎ বিঘ্নকারকারী আমার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় এবং সর্বাঙ্গ সদা রক্ষা করুন ॥ ৮৭

অগ্নিকোণে পূর্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন, এইরূপ ঈশানকোণে বিঘ্নেশ্বর, দক্ষিণ দিকে বিঘ্নেশ এবং নৈর্ঋত কোণে গজানন আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮৮

পার্বতীপুত্র পশ্চিমদিকে, শম্ভুনন্দন (শম্ভুপুত্র) বায়ুকোণে, পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের অংশ উত্তরদিকে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮৯

একদন্ত ঈশান কোণে এবং দেবেশ ঊর্দ্ধদিকে আমাকে রক্ষা করুন। সর্বপূজ্য গণাধিপ সর্বতোভাবে অধোদিকে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৯০

যোগিগণের গুরু অষ্ট এবং ত্রয়োদশ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৯১

শ্রীকৃষ্ণেন পূজা সদ্যঃ ষোলোকে রাসমণ্ডলে।
পূজাফলং বিনীয়ায় শক্রং বিশ্বকরায়ুধম্ ॥ ১৭
যদা গতঃ পুরাকাশে ঘটিতে ঘটিতে ন যাতরি
পাদং যদা সর্বপূজা সর্বলক্ষটকাবধৃত ॥ ১৪
গুরুমন্ত্রাদ্যা বিধিবৎ কৃতঃ যাবাহেতু ঘং।
অন্তে যা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
অন্তর্যেবমন্ত্রজাপি যাতপেক্ষতাত্মি ৬।
প্রেয়ন্ত কবচস্যাস্য ঋষিঃ নারদ ঈরিতঃ ॥ ১৬

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেন্মন্ত্রমুত্তমম্
শতলক্ষ-প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মাদারবেণেরং নাম কবচম্
যেষাং পূর্বপূজায়াং বিধানং পূর্বমেব হি।
পরমারম্ভমাত্রেণ যেষাং উঠুঃ মনোরথঃ ॥ ১৮
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
অথেশখণ্ডে রাসেশপূজা কবচকথনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যে যদম। মন্ত্রস্য পরমত্বাৎ মুক্তিদাত্বম্ বিষ্ণুমন্ত্রস্য সর্বমন্ত্রোত্তমত্বাৎ এই পরমাদৃত কবচ আমি তোমায় বিশেষ রূপে বলিলাম ॥ ১১

যে পূর্বপূজা অপেক্ষা। পূজাকালে যোগমায়ে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণাদেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজাস্ত্রস্বরূপ আমাকে (বিষ্ণুকে) প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১১

আর আমি সর্বপূজা, সর্বলক্ষটকাল, সর্বযজ্ঞে এবং সর্বতীর্থে এই মন্ত্রোত্তমের কবচ তোমাকে প্রদান করিলাম। তুমি এই কবচ যে তোমার শক্তিকে প্রদান করিও না ॥ ১৪

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণদেবের আজ্ঞা করিয়া এই কবচ অগ্রে ধারণ করিয়া মন্ত্র সাধন করে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য, ইহাতে তোমার সংশয় নাই ॥ ১৫

প্রেয়ন্ত (প্রদত্ত) ॥ পরম অবশ্যক যজ্ঞ এবং পরম যাজনের দ্বারা এই কবচের যোগ্যতার অবধারণ হইতে পারে না ॥ ১৬

এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি পরমোত্তম মন্ত্রোদ্ধার করিবে, সেই ব্যক্তি লক্ষ-লক্ষ জপেও তাহা সিদ্ধিদায়ক করিতে পারে না ॥ ১৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে রাসেশপূজা কবচকথন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনিবর শ্রীমান্ পূর্ণপুত্র পণ্ডিত এই নারায়ণ-নারদ সংবাদের কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন বেদবেদ নারায়ণকে সম্মুখে দেখিয়া শ্রীবিষ্ণুর নিকট এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে নারায়ণ! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ৪

[কাম্যিকেষ্টপ্রভৃতি-প্রাপ্তিঃ]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

দেবা বিষ্ণুকলাযাং যে সর্বে প্রকৃতিবানসঃ।
সন্তুষ্টা মুনয়ঃ সৈলাঃ সন্তুষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১
এবমিষ্টপ্রকৃতে দৃষ্টা দেবাস্তত্রাজগাম হ।

ঈয়াচ বিষ্ণুঃ প্রকৃতা দেবেশঃ দেবসংসদি ॥ ২

পার্বত্যুবাচ।

যা পাতা সর্বজন্তুনাং ন্যস্য ন্যাসঃ জগদ্বহিঃ।
কথা ন্যস্তাধিকারা যৌষা ন্যাসোঽয় ইষ্টিতা প্রেতো ॥ ৩

এই সময়ের মধ্যে ঈশান বৎস ওঁ ঈশ্বর প্রাপ্তিক ইত্যাদি, সেই সেই দুর্গা দেবসভামধ্যে দেবগণ শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করত বলিলেন ॥ ২

পার্বতী কহিলেন,—হে নাথ! আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর; আমি ত' তাহার যোগ্য নহি। হে প্রভো! তবে কেন আপনি আমার স্বামীর অন্যায় পীড়াকর কথা করিলেন না ? ৩

ধনিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্র যদা প্রোদিতৈস্তদা।
দুর্গে নির্গমিষ্যা ধৈর্যাঃ কেন দেবেন দৈব জ্ঞায় ॥ ৪
সর্বে দেবাশ্চ পুত্রস্থসংযোগবর্ধিতি
আত্মানং কথা বুদ্ধ্বা বিরক্তি যদি যাজ্ঞবি ॥ ৫
পার্বতীবচনং শ্রুত্বা দেবা দেবেশ্বরঃ
উবাচ দেবস্বর্গে চ মুনিবর্গে চ বিহিতি ॥ ৬

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

দেবাঃ শৃণুত বক্ষ্যামঃ পার্বতীবচনং শুভম্।
বিষ্ণ্বাদ্যোঽপবীর্যাঃ সকৃৎ পূজা কেন নির্বাহম্ ॥ ৭
ব্রতাধানং তৎ ক্রিয়া ন চেৎ ন বর্ত্তবর্তি।
ন কো বালা ন শাস্তা কং ব্রত্যবাস্য পারিভিঃ ॥ ৮
ত্রিলোকীশ্বরগণাঃ কুর্বন্ মহাদেবো পরমাত্মন্
উচুঃ সর্বে কাতরৈব ব্যাসিত্বাঃ পূজ্যো বরে ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

ক্ষয়োর্ধিঃ নির্গম কেন পুণ্যভূতো চ ভারতে।
ন বসিত্বা তন্ত্রে পুণ্যকে পুণ্যকর্মণি ॥ ১০

মহাদেব উবাচ।

ধর্মাঃ নির্গম কেন পুণ্যভূতো চ ভারতে।
ন বসিত্বা তন্ত্রে দেবতে পূজনে তব ॥ ১১

ধর্ম উবাচ।

ন যতি.ত্বা তন্ত্র পরমাপাদনে।
একাদশীব্রতে চৈব ক্ষয়বীর্যঃ কেন নির্গম ॥ ১২

বৈজ উবাচ

ক্ষয়বীর্যঃ নির্গম কেন পাপিষ্ঠঃ পাপসেবনে।
তমস্তে ব্রহ্মপুত্রং তব পুণ্যকর্ম সম্ভব ॥ ১৩

বরুণ উবাচ।

ভারতে বসেৎ যৎ ব্রতেচ্ছু ভারতে বরে
পুত্রবাঞ্ছাকল্যাণে সর্বে কেন নির্গম ॥ ১৪

কুবের উবাচ।

ব্যাপ্যবারী ন তত্র বিবাহোৎসব বিপ্রো
মহাবীর্য কৃতজ্ঞ ক্ষয়বীর্যঃ কেন নির্গম ॥ ১৫

অনন্তর এক্ষণে দেবগণ সকল দেবতা আমাকে বলিতেছেন, তখন তুমিও পতির বীর্য কোন্ দেব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ৪

সকল দেবতা এখন আপনার সম্মুখে রহিয়াছে, আপনি অন্বেষণ করিয়া দেখুন পতির এ বিষয়ে কোন্ দেবতা; কারণ, আপনি ব্রহ্মা হইয়া বিষ্ণুকে ব্যক্তিতে এবং আমাদের প্রতিভূত আছে। ৫

অনন্তর শ্রীবিষ্ণু পার্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট দেবগণ ও মুনিগণ সমুদিত সেই সভায় বলিলেন। ৬

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা সকলে পার্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়াছ, এখন আমার বাক্য শ্রবণ কর। শিবের সেই অমোঘ বীর্য পূর্বে কোন্ দেবতা হরণ করিয়াছে? ৭

তাহাকে সভা এই সভায়ই আনয়ন কর, অথবা সে দণ্ডনীয় হইবে। সে কি রাজা সে আমার অথবা না এবং দেবতা হইয়া কেবল এক পদ অবলম্বন করে? ৮

বিষ্ণু এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরস্পর অবলোকন করত ভীত হইয়া শ্রীহরির সম্মুখে ক্রমে ক্রমে সকলে বলিতে লাগিলেন। ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে দেবতা এই শিববীর্য হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই দেবতা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পূজা বিষয়ে পূজা করিতে বঞ্চিত হউক। ১০

মহাদেব বলিলেন,—যে আমার বীর্য অপহরণ করিয়াছে, সে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তোমার সেবা ও পূজাতে বঞ্চিত হউক। ১১

ধর্ম বলিলেন,—যে শিববীর্য গোপন করিয়া রাখিয়াছে, সে ইহলোকে পরলোকে ব্রত এবং একাদশী-ব্রতে বঞ্চিত হউক। ১২

বৈজ বলিলেন,—যে পাপিষ্ঠ পাপপরায়ণকারী হয়। যে শিববীর্য হরণপূর্বক গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিয়মকে সকল পুণ্যকর্ম এবং তপ দূর হইয়া যাইক। ১৩

বরুণ বলিলেন,—হে হরি! যে শিববীর্য হরণ করিয়াছে, তাহার বলিবার এই ভারতবর্ষে পুত্রবাঞ্ছা ব্রাহ্মণগণের সর্ব মঙ্গলে হউক। ১৪

কুবের বলিলেন,—হে ভগবন্! যে শিববীর্য হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে ব্যাপ্য অর্থাৎ বঞ্চিত সত্য অপহরণকারী, বিবাহোৎসব, বিপ্রত্ব, মহাবীর্য এবং কৃতজ্ঞ হউক। ১৫

ইন্দ্র উবাচ ।
[illegible] চ ন [illegible] ভারতে ।
[illegible] যেন নির্জিতাঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মা উবাচ ।
যে বিদ্যা[illegible] সন্তি ভারতে [illegible] ।
[illegible] যেন নির্জিতাঃ ॥ ১৭

কামদেব উবাচ ।
[illegible] যো [illegible] ।
[illegible] যেন নির্জিতাঃ ॥ ১৮

সর্বৈশ্চাপুরুচুঃ ।
[illegible] ।
[illegible] নির্জিতাঃ ॥ ১৯

সর্বে দেবা উচুঃ ।
[illegible] চ ভারতে ।
[illegible] নির্জিতাঃ ॥ ২০

দেবগণা উচুঃ ।
[illegible] ।
[illegible] নির্জিতাঃ ॥ ২১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২২
[illegible] ।
উবাচ [illegible] ॥ ২৩

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
[illegible] নির্জিতাঃ ।
[illegible] ॥ ২৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৫
[illegible] তে ।
[illegible] ॥ ২৬

শ্রীঅর্ক উবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৭

ইন্দ্র কহিলেন,—যে [illegible] জয় করিয়াছে, [illegible] এবং [illegible] হইক ॥ ১৬

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহারা [illegible] জয় করিয়াছে, তাহারা এই [illegible], [illegible] এবং [illegible] হইক ॥ ১৭

কামদেব কহিলেন,—যে [illegible] করিয়াছে, [illegible] না, সেই [illegible] হইক ॥ ১৮

অর্থাৎ [illegible] ([illegible]) কহিলেন,—যে [illegible] জয় করিয়াছে, তাহারা [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] হইক ॥ ১৯

সমস্ত দেবগণ কহিলেন,—যাহারা [illegible] করিয়াছে, তাহারা এই [illegible] এবং [illegible] হইক ॥ ২০

দেবগণ কহিলেন,—যাহারা [illegible] জয় করিয়া [illegible], তাহারা [illegible] [illegible] এবং [illegible] হইক ॥ ২১

হে প্রভো ! [illegible] এবং [illegible] করিয়া [illegible], [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], পৃথিবী, [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] ॥ ২২-২৩

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—[illegible] সেই [illegible] এবং [illegible], তবে তাহা কে জয় করিল ? ২৪

এই [illegible] তোমরা [illegible], তোমরা কি [illegible] জয় করিয়াছ ? [illegible] তোমরা এখন তাহা বল ॥ ২৫

[illegible] শ্রীবিষ্ণুর এই কথা [illegible] করিয়া [illegible] দেবগণ [illegible] হইলেন এবং [illegible] শ্রীহরির [illegible] ॥ ২৬

শ্রীঅর্ক কহিলেন,—[illegible] [illegible] [illegible] হইলেন, [illegible] ॥ ২৭

পিতৃরুবাচ ।

[illegible] ॥ ২৮

অগ্নিরুবাচ

বীর্য্যং সোঢ়ুমশক্তোঽহং [illegible] ॥ ২৯

বায়ুরুবাচ ।

[illegible] ॥ ৩০

শ্রীদুর্গোবাচ ।

[illegible] ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ

[illegible] ॥ ৩২

ধর্ম্ম উবাচ

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible]

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible]

[illegible] ॥ ৩৫

শিব উবাচ ।

[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭

[illegible] ॥ ৩৮

পিতৃগণ বলিলেন,—হে মহাদেব! [illegible] ॥ ২৮

অগ্নি বলিলেন,—[illegible] ॥ ২৯

বায়ু বলিলেন,—হে শিব! [illegible] ॥ ৩০

শ্রীদুর্গা বলিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি সেই বালককে [illegible] ॥ ৩১

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শিব! [illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

উভয় সন্ধ্যা (রাত্রিসন্ধ্যা ও দিবাসন্ধ্যা) বলিলেন,—[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৩৫

শিব বলিলেন,—[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] ॥ ৩৭

[illegible] ৫ । ৩৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪০

[illegible] । ৩৮-৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণপতিখণ্ডে কার্ত্তিকেয়প্রবৃত্তিনির্ণয়ো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠী, সাবিত্রী, দেবসেনা [illegible] [illegible] ॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসবিরচিত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্ত্তিকের প্রবৃত্তি-(সংবাদ)-নির্ণয়নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কার্ত্তিকানয়নে নন্দিকেশ্বরাদীনাং বিষ্ণুনৈব কৃত্তিকাসমীপে গমনম্, কার্ত্তিকনন্দি-সংবাদশ্চ ।]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

[illegible] ॥ ১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮

কৃত্তিকা ঊচুঃ

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৯

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[কার্ত্তিকের [illegible]]

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে মুনে ! [illegible] । ১-৩

[illegible] । ৪-৬

[illegible] । ৭

[illegible] । ৮

কৃত্তিকাগণ বলিলেন,—বৎস কার্ত্তিক ! [illegible] ([illegible]) । ৯

কার্ত্তিকেয় উবাচ।
অহং তাবৎ বদাম্যেতৎ তবং কিং মে যদি ক্রিয়ে।
কৃত্তিকাভ্যো নিবেদ্যন্ত মাতরঃ কেন যাসিতে ॥ ১০
এবমুক্তবতে তত্র দৈবজ্ঞস্তু বলিব্রুবন্।
পুত্রঃ কার্ত্তিকস্তানি কিঞ্চিৎ [illegible] ॥ ১১
নন্দিকেশ্বর উবাচ
আজ্ঞাং প্রকৃতিঃ শৃণু যে নারদঃ শুভাবহম্
[illegible] ॥ ১২
কৈলাসে সর্ব্বদেবাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ
সভায়াং যে সমস্তাশ্চ [illegible] ॥ ১৩
কৈলাসেশ্বরঃ স বিষ্ণুঃ ভবতাঃ পরিপালকম্।
[illegible] ॥ ১৪
গণেশ যেনাদ্য বিষ্ণুনা [illegible]
[illegible] ॥ ১৫
কার্ত্তিকেয় উবাচ্যস্তে [illegible]।

নাৰ্দ্ধ বর্তাপ্যে সেনা বর্দ্ধমানাস্ত্রিনি ॥ ১৬
না বহুং বংকৌকা পার্বতী নিবেদঃ শুভা।
দৃষ্টা চ দৃষ্টেঃ [illegible] ॥ ১৭
কৃত্তিকাভিশ্চ বত্রৌ বল্লিস্ত [illegible]।
ততো লক্ষঃ কৃত্তিকাভিস্তুভির্ধীক্ষ [illegible] ॥ ১৮
কার্ত্তিকেয়ঃ বিষ্ণুম্ভ কতিকৃতি দৃষ্টঃ সহ
[illegible] ॥ ১৯
পুত্রং বিষ্ণুপ্রিয়াঃ [illegible] ন তথা উবাচ।
নাদিঃ [illegible] ॥ ২০
[illegible] ন মাতরে ॥ ২১
[illegible]।
যথা পূর্ব্বং [illegible] ॥ ২২
বিষ্ণুক জগদ্বাপী [illegible]।
যথা ন [illegible] ॥ ২৩

কার্ত্তিকেয় বলিলেন,— জননী! শ্রবণ কর। আমাদের মত পরিবারে ক্ষমা। আমি বালিকে বালকের মত কি? নিবেদন করিয়া দিবানিয়োগ করিবার, তাহাতে কে বিবাদ করিতে পারে? ১০

এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মা দেবতাগণ সমভিব্যাহারে কার্ত্তিকেয়ের সম্মুখে বহুতরাজ সেই কৃত্তিকাদের বলিলেন। ১১

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,— ব্রহ্মন্! কার্ত্তিক! শ্রবণ কর। মহাদেবের দূতগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমার নিকট এইরূপ উত্তর জানিয়া সভায় ফল শুভ। ১২

[illegible] কৈলাসপর্ব্বতে সমস্ত দেবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-সভায় সেই সকলে তোমার নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছেন। ১৩

সেই সভামধ্যে জগন্মাতা পার্ব্বতী দেবী তখন [illegible] বিষ্ণুকে বলিলেন যে তোমার অভ্যুদয়ে [illegible] ১৪

তখন বিষ্ণু তোমার নিকট আসিবার জন্য [illegible] দেবগণকে নিবেদন করিলেন। [illegible] উৎসব [illegible] উপস্থিত করিলেন। ১৫

তাহার পর [illegible] আমি এই যেখানে তুমি কৃত্তিকাদের নিকট অবস্থান করিতেছ' এই কথা [illegible] শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। ১৬

পূর্ব্বে পার্ব্বতী এ নিবেদন যে নির্জন স্থানে বসিয়াছিল, উহাতে শম্ভুর বীর্য্য পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, উহা দেবগণ সকলেই দেখিয়াছিলেন। ১৭

পৃথিবী সেই বীর্য্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং অগ্নি সেই বিবরিতে শরবণে নিক্ষেপ করেন। এই কৃত্তিকাগণ সেই শরবণে [illegible] তোমাকে প্রাপ্ত করিয়াছেন। এখন তুমি আমাদের সহিত যাত্রা কর। ১৮

অনন্তর শ্রীবিষ্ণু দেবগণের সহিত তোমার অভিষেক করিয়া দেবসেনাপতিপদে তোমাকে অভিষিক্ত করিবেন। তুমি তারকাসুরকে বধ করিবে এবং সর্ব্বাদি অগ্র প্রাপ্ত হইবে। ১৯

তুমি বিষ্ণুর অংশভূত মহাদেবের পুত্র, তোমাকে এই কৃত্তিকাগণ গোপনে রাখিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, হে পুত্র কি নিমিত্ত তোমাকে অধিক গোপন করিয়া রাখিতে পারে? ২০

যেমন [illegible]

যোগীন্দ্রা নাধুসিদ্ধস্য তোষী চ পরিপোষণে।
দৈব সিদ্ধো মনাত্মা চ কর্মযোগেষু তীব্রিনাম্ ॥১৩
বিধাবাদরতীনস্ত নাস্তরে সন্তরেৎ স্থিতিঃ।
মাধবস্ত যথা নক্তা সরিতামান্তরস্ত চ ॥ ১৪
ন হি সর্বেষরাধাম: সন্তরেৎ কৃতিকান্তরে।
সকৃত্তর যথা যাদঃ ক্ষুদ্রে চ চটকাদরে ১৫
যাত দেবা ন তাবন্তি ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
তপসাং ফেলনাং যাদি: যথাজ্ঞানমহাবিনঃ ॥ ১৭
যাবন্নির্বাসনীয়ক তথঃ তাবন্তি কৃতিনাঃ।
যথা পাশাং ধরেউক্তিসন্তরা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ১৮
ত্রাতুর্বে ন তাবন্তি তে যঃ কৃষ্ণাবাবন্।
নাস্তিত্বে যথা ক্ষেত্রাক্ষেত্রবাদাস্ত সন্তরাম্ ॥ ১৯

কাঙ্ক্ষিত উবাচ।

ত্রাতঃ সর্বং বিজানামি ত্বয়া তৈকালিকং যৎ।
জ্ঞানী ত্বং ত্বং প্রপন্নো যে যতো মুক্তাস্ত্রয়ি স্থিতঃ ॥ ২০
কর্মণা তব যোগাং বা যাস্তু যাস্তু চ যোনিষু।
তাস্ত যে নির্বৃতিং ত্রাতঃ তাসু তাসু চ সন্তরম্ ॥ ২১
যে ত্বয় সন্তি মহো বা মুক্তা বা কর্মযোগতঃ।
তেষ্বপি তা বহ সন্তরে যোগিতা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২২
দাস্যন্তর তপস্যায়া যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
সর্বাত্মা বিষ্ণুমায়া চ সর্বদা বিষ্ণুবল্লভা ॥ ২৩
শৈলেন্দ্রপক্ষীবর্তে সা লক্ষায় তব ত্রাতঃ
সাক্ষাৎ তপস্তনু, সন্ত্রাণ সন্তরং পরিম্ ॥ ২৪

পোতা পায় না, সেইরূপ বিপ্লবকালে তুমি এই গীতিতত্ত্ব শুনিয়া, তুমি কি উদ্ধারের তরে যান করিয়া পোতা পাইবার যোগ্য? কখনই না ॥ ২১

যেরূপ সূর্য তখন সমুদ্রের সন্তরে যায়: আমরা তাহা জানিতে পারি না, সেইরূপ তুমি আমার তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় না হইয়া কখন তোমার তত্ত্বজ্ঞানের তত্ত্বগত আমরা অধিকারী হইতে পারিব ॥ ২২

হে পুরুষোত্তম। তুমি যজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী বিভু, তুমি ইহাদের আশ্রয় হইয়া বাহিবার যোগ্য নও: যেরূপ আকাশ কাহারও আশ্রয় করে, তদ্রূপ সর্বাশ্রয় ॥ ২৩

যেরূপ আকাশ ক্ষীরসমুদ্রের ক্ষ-ক্ষ কৃত কর্মযোগের নিত্য নও না, সেইরূপ তুমি এই যোগীন্দ্র পুরুষ হইয়াও তোমাসক্ত হইয়া আমার সাধন-সোপানে নিত্য হইয়া থাকিবার যোগ্য নও ॥ ২৪

যেরূপ সমস্ত নদীসমূহের আশ্রয় সাগরের অবস্থিতি এক মুহূর্তে হইতে পারে না, সেইরূপ তুমি বিশ্বের আশ্রয় ইশ্বরতত্ত্ব, তোমার এই এক সাধারণ ভাবে অবস্থান করা সঙ্গত নহে ॥ ২৫

যেরূপ (বিশ্বের বিষ্ণুর সাধন বিশেষভাবে) সমস্ত এক মুহূর্ত হইত (ক্ষুদ্রই) পক্ষীর উদরে থাকিতে পারে না, সেইরূপ সর্বজ্ঞের তোমার সাধারণ এই কৃতিকাশ্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না ॥ ২৬

যেরূপ আহারী তোমার যাবি আকারক্ষণ সাধনাশ্রমে আশ্রিত সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত যোগসঙ্গত তপস্যার ও ক্ষেত্রসমূহের ব্যাখ্যাকরণ এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল

কবিতার তত্ত্ব বিজ্ঞানবাদী তোমাদের আশ্রিত সমর্থ হয় না ॥ ২৭

যেরূপ মুক্তির অন্তঃকরণ ঈশ্বরের উদরে আশ্রিত পারে না, সেইরূপ এই কৃতিকাশ্রম বিভাগে অনিচ্ছাধীন পাশমুক্ত তোমাতে আশ্রিত সমর্থ হইবে ॥ ২৮

ত্রাতঃ। যেরূপ তোমরা (যাদঃ) পুরাতিপীর তত্ত্বজ্ঞ সমুদ্র অধিক এককে স্থান করিবার পক্ষের প্রভৃত তথা না আশ্রিত সমর্থ হয় না, সেইরূপ যাহারা যাহার তত্ত্ব না অধিক জ্ঞান না, তাহারা তাহার সন্তরে হয় না অর্থাৎ এই কৃতিকাশ্রম তোমার তত্ত্বজ্ঞ ও অধিক অবস্থক নয়, সেইরূপ ইহারা তোমার আশ্রয় করিবে ॥ ২৯

কাঙ্ক্ষিত অধিকার,—ত্রাতঃ। আমি সবই জানি; তাহার, আমার যে জ্ঞান দ্বারা মুক্ত (তত্ত্বজ্ঞ), অধিকার ও কর্মকারণিত্বক। তুমি এক জ্ঞানী পুরুষ, বিশেষতঃ গুরুতত্ত্বের আশ্রিত, তোমার প্রপন্না আমি আর কি করিব? ৩০

ত্রাতঃ। কর্মানুসারে যাহাদের যে যে যোনিতে অবস্থান হয়, তাহাদের সেই সব যোনিতেই সদা নির্বৃতি —সমস্ত শান্তি বা তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১

কর্মযোগানুসারে জ্ঞানী যাহারা মুক্ত হইতে বা মুক্ত নাহারা পুরুষত্বপ্রাপ্ত হইল, যাহারা যেরূপে যান করে, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তাহারা সেই অবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ৩২

ব্রহ্মাণ্ডিকস্থান্যাদ্ধঃ সর্বঃ দিবৈব কৃত্রিমম্
সর্বে কৃতোদ্ভবাঃ কালে তিরোভাবং ব্রজন্তি ॥ ৫৫
কল্পে কল্পে জগন্মাতা মায়া যে প্রতি ভবতি
মহান্ মায়া দ্বয়া বিনাঃ সৃষ্টিবিনাশনম্ ॥ ৫৬
প্রকৃতেরংশরূপাঃ সর্বা ভবন্তু সর্বযোষিতঃ।
কান্তিমানাঃ কলাঃ কাশ্চিৎ কলাংশাংশেন কাশ্চন ॥ ৫৭
কৃত্তিকা জাতবন্ত্যশ্চ যোষিতাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
জ্ঞানেনাভিব্যক্তিবাদ্ধস্থূলস্যেব নন্দন ॥ ৫৮
ষষ্ঠাদয়ঃ গোপপুত্রো মন্মথাঃ গোপযোষিতাঃ।
কস্মাদ প্রকৃতেঃ পুত্রো দশরূপাদিবর্জিতঃ ॥ ৫৯
ন সর্বতোহস্যা বৈষ্ণবপ্রকল্পা নন্দিকেশ্বর
সা চ যে সর্বতোঃ মাতা জগতাঃ সর্বদশ্যতঃ ॥ ৬০

জননাসৌ সর্বধাত্রী জগন্মাতা গুরুপ্রিয়া।
ষষ্ঠীদেবসমা চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকাঃ ॥ ৬১
সর্বকন্যারূপিনী পুত্র-পত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা গোপস্য প্রিয়া তথা ॥ ৬২
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ।
জনন্যঃ বেদবিহিতা মাতৃণাং ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ৬৩
ইমাশ্চ সর্বসিদ্ধিদা নরৈর্বেদান্বয়ৈঃ
ন পূজ্যা বহুধা জগত্যাং লোকেষু পূজিতাঃ ॥ ৬৪
বিষ্ণুমায়া প্রেরিতশ্চ নন্দঃ পুত্রস্নেহো মহান্।
সত্য যাতি যথা সাধ্বী কন্যাবিহ বেদবোধনম্ ॥ ৬৫
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নন্দ-কালিকা-সংবাদে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সেই সকলের আদিভূতা জননী স্বয়ম্বী বিষ্ণু-মায়া, যে বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুর সনাতনী, যিনি সর্বত্র ব্যাপ্তা বৈষ্ণবী নিত্যরূপে বিরাজিতা যিনি সেইরূপ সর্ব অধিকারে অধিষ্ঠিতা। তিনি নিত্যই জগৎ করিয়া সমস্ত পরিচালন করিতেছেন। ৫৭-৬০

আত্মা। এক্ষণে তুমি আমার কথিত এই পুরাতন কৃষ্ণ পর্বত সব কিছুই বিনা এবং সৃষ্টি। কিন্তু তোমরা মুক্ত হইতে উৎকৃষ্ট হইবে এবং কৃষ্ণকালে যেমন সেই সুকৃতদেবী নয় কিরীট হইয়া থাকিব। ৫৫

তাহা অবশ্য সেই ভগবতীই প্রতি কল্পে আমার মায়া রূপে। উহার মায়ায় সমস্ত আমি বিনা সৃষ্টি-বিধিমত নষ্ট হয়। ৫৬

সকল জগতেই মাতা হইবে প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ কলা এবং কেহ কেহ বা কলাদের অংশ হইতে উৎপন্না। ৫৭

এই জাহ্নবী যোষিতা কৃত্তিকাগণ সেই প্রকৃতির কলাস্বরূপা। উহারা জন্মের অধিক এবং অন্য সকল উৎপাদিত বিনা বাৎসল্য দ্বারা পরিপালিত। ৫৮

এই আমার বলদেব সৃষ্টি আমারই গোপের পুত্র আমি উহাদের গোপের পুত্র, আর যেহেতু আমি সেই প্রকৃতিদেবীর সাথীর যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি,

স্নেহহেতু আমি ষোড়শ পুত্র। ৬১

হে নন্দিকেশ্বর! আমি বৈষ্ণবাজননী পার্বতী-দেবীর সর্ব হইতে জাতান্ন করি নাই। যেমন এই দুর্গতাত্মবর্ণানুসারে আমার এবং সর্ব, সর্বান্দা, সেইরূপ প্রকৃতিদেবীও আমার সর্বমাতা। ৬০

যেমন ১। জননী, ২। সর্বধাত্রী, ৩। জগন্মাতা, ৪। গুরুপত্নী, ৫। ষষ্ঠীদেবসমা, ৬। পিতার পত্নী (বিমাতা), ৭। কন্যা, ৮। সহোদর-কন্যা, ৯। ভগিনী, ১০। পুত্র-পত্নী, ১১। পত্নীমাতা (শাশুড়ী), ১২। মাতার মাতা (মাতামহী—দিদিমা), ১৩। পিতার মাতা (পিতামহী—ঠাকুমা), ১৪। সহোদর-পত্নী, ১৫। মাতা ও পিতার ভগিনী অর্থাৎ মাসীমা ও পিসিমা, ১৬। মাতুলানী—মামীমা—প্রভৃতিরূপে এই ষোড়শবিধ মাতা বেদবিহিতা। ৬১-৬৩

এই দুর্গতাত্মক সর্বসিদ্ধিদা ও সমস্ত বৈষ্ণবগণের। উহারাও পূজ্য নহেন, উহারা ত্রিভুবনপূজিতা এবং জগতে ধন্যা। ৬৪

নন্দ! তুমি বিষ্ণুমায়ার প্রেরিত হইয়াছ, তাহা পুত্রস্নেহ এবং এই কাল্পনিক। অতএব, আমি তোমার সহিত যাইব এবং বেদবাক্য পালন করিব। ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদে নন্দ ও কালিকার সাক্ষাৎকার সংবাদ-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

কৃত্তিকাপঞ্চমীতঃ কার্ত্তিকস্য বিধেয়ত্বং তথা, কার্ত্তিকস্য কৃত্তিকানাং শোকপ্রকাশঃ, তা অবারভ্য-কার্ত্তিকস্য প্রাধান্যং কার্ত্তিকস্য কৈলাসপ্রস্থানঞ্চ, মার্গশির্ষস্য শুক্লস্য ধর্ম্মঃ, কৃত্তিকস্য কৈলাসে আগমনং তথা দেবানাং দেবীনাঞ্চ ধর্ম্মঃ।]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা তং শিষ্যং ব্যাসোঽগাৎ কৃত্তিকাব্রতম্।
উবাচ নৌমিষেয়ান্ স ঋষিঃ শ্রবণতৎপরঃ॥ ১

কার্ত্তিক উবাচ।

ব্যাসাদি শঙ্করাদ্যৈশ্চ ব্রহ্মাদি দেবরাজকম্
মাতরঃ সপ্তবর্ণাশ্চ বিনায়কঃ তত্র মাতরঃ॥ ২
দৈবাধীনঃ জগৎসর্গঃ তস্য কর্ম্ম শুভাশুভম্।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥ ৩
কৃতান্তশ্চ তথৈবেশঃ স চ দৈবাৎ পরাজিতঃ।
তস্মাদ্ধি সততং সদ্ভিঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্॥ ৪
দৈবং রক্ষিতুং শক্তঃ তস্মাৎ তত্রৈব পণ্ডিতাঃ।
ন দৈবরক্ষকস্তুক্তপ্রযত্নানাং চ বিদ্যতে॥ ৫
তস্য তুষ্টে তু গোবিন্দে মোক্ষঃ স্যাত্তস্য দুর্লভম্।
পুরুষঃ যোক্ষয়া দাসঃ তস্মাদ্ভক্তাশ্চতুর্বিধম্॥ ৬
পরমানন্দরূপঃ মোক্ষোঽনির্বচনীয়কম্।
শঙ্করস্তদ্ধি বং মর্ম্মে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বিনায়কঃ॥ ৭
মোক্ষেষা তত্রতো মুক্তাঃ তা যা মূঢ়া ময়াম্বিকা।
তৎকর্ম্ম শোকদাঃ সর্বাঃ পুত্রীভূতক তেনবৎ॥ ৮
সংশ্লেষঃ বিপরীতঃ যা তৎকর্ম্মৈবাবশেষতা
ব্রহ্মাণ্ডলীলয়ালীনঃ ন ঘটতঃ বিমুর্ত্তয়াঃ॥ ৯
তদ্বদ্ভূতময়ং সর্বমিত্যাহ তত্ত্বদর্শনম্।
মায়ামাত্রেতা কৃত্বি মায়া মুক্তিস্তথা॥ ১০

ষোড়শ অধ্যায়।

[কৃত্তিকাপঞ্চমী তিথি হইতে কার্ত্তিকের বিদ্যা প্রাপ্তি, কার্ত্তিকের জন্য কৃত্তিকাগণের শোক প্রকাশ, তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কার্ত্তিকের কৈলাসপর্ব্বতে যাত্রা, মার্গশির্ষ শুক্লপক্ষের ধর্ম্ম, কার্ত্তিকের কৈলাসে আগমন এবং দেব-দেবীগণকে দর্শন।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—পরাশরপুত্র ব্যাস সেই ঋষি-দেবতাকে এই কথা বলিয়া শঙ্কর ও ব্রহ্মাপ্রভৃতির সহায়তায় তত্ত্ব এই নৈমিষারণ্য বাসী ঋষিগণকে বলিলেন। ১

কার্ত্তিক বলিলেন,—হে মাতৃগণ! আমি পিতা শঙ্করের নিকটে গমন করিব এবং তথায় দেবগণ, মাতৃগণকে ও অন্যান্যকে দর্শন করিব, আপনারা আমাকে বিদায় দান করুন। ২

এই সমুদয় জগৎ, জন্ম, তাহার কর্ম্ম, আমাদের মিলন সংযোগ ও বিয়োগ—এ সমস্তই দৈবের অধীন। দৈব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহও নাই। ৩

আর সেই দৈব প্রভৃতিও ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র দৈব হইতেও শ্রেষ্ঠ বা দৈব হইতে বাহির অর্থাৎ উচ্চ। সেই কারণ সাধুগণের পরমেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন। ৪

এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাকে রক্ষা করেন তাঁহাকে সেই দৈবশক্তিও দূর করিতে এবং তাঁহার কিছু করিতে পারেন। তাঁহার ভক্তের কখন দৈববাধা হয় না বা এরূপ কিছু অধিকারী হইয়া থাকে, যাহাতে দৈবের বিঘ্ন হয়। ৫

হে মাতৃগণ! সেইহেতু আপনারা তত্ত্ব ভক্তি ও ভক্তি করুণাকারী, সাধুগণ, পুরুষের ও মোক্ষদাতা সেই গোবিন্দের ভজনা করুন এবং তাঁহাকেই মোক্ষ পরিত্যাগ করুন। ৬

যেহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিনায়ক প্রভৃতি দেবগণও শঙ্করের ভক্ত এবং মোক্ষদাতা দেবতাগণ সেই গোবিন্দের বিষয়ক জানিয়া থাকেন। ৭

এই জগতের তত্ত্বের অনাদি-সংবন্ধরূপা আদি কে? আপনারাই বা আমার কে? যেরূপ মনুষ্যের স্বপ্ন সমস্ত তাহার দেখে এক হয়, সেইরূপ এই জগতের কর্ম্মসমূহের যেন আমরা একত্রিত হওয়ায় আপনারা আমার আমার হইয়াছেন। ৮

সংশ্লেষ সম্বন্ধে—(বিষয় বা আমার বিপরীত বিয়োগ—এই অর্থ) ইহারও ইহার হইয়া থাকে। যেই কারণ জ্ঞানী পুরুষগণ জানেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের অধীন, ইহার কোনও স্বাধীনতা নাই। ৯

তত্ত্বদর্শনের দ্বারা সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী জানিয়া। মূঢ়-চিত্ত ব্যক্তিগণ মায়াদ্বারা মোহিত হইয়াই যেই অনিত্য বস্তুর মমতা করিয়া থাকে। ১০

সমস্তত্র ন বিদ্যন্তি যাদৃচ্ছং কৃষ্ণচেতসঃ
তস্মাদ্বোঽহং পরিত্রাণো বিধাস্যে নত মাচিরং। ১১
ইত্যেবমুক্ত্বা তা নত্বা মাধবং সত্যবাদিনীঃ
যাত্রাং চকার তদ্বাক্যশ্রবণা শ্রীণাং সখন্। ১২
তদ্বিজ্ঞায় ভগবান্ ধর্মং সমুদ্ধরন্।
বিপ্রধর্মনির্মিতঞ্চ ব্রাহ্মণেন বিধাস্যতি। ১৩
সত্যব্রতাবতরিতং মাণিকোন বিধাস্যতি
পাণিভ্যামুদ্ধরন্ বাসো ঘনশ্যামলস্ত্বিষা। ১৪
মণীন্দ্রকর্ণীঃ স্বেতাশ্বৈরভিধাস্যতি।
ক্রীড়ার্থমিচ্ছিতৈ র্যৌষিদ্ভিরৈন্দ্রিয়ৈরিব বৃতঃ। ১৫
সত্যব্রতঃ পুরিস্তীর্থৈঃ পুনোযাদি ত্রয়েক্ষয়ম্।
প্রস্থাপিতশ্চ পার্থিব্যা যেন্দ্রিয়া পার্থৈরিবৈঃ।
তদাকর্ণ্য যদা তা স্তুবনের বিদ্রুতা। ১৬

কিন্তু বিবাহের চিহ্ন ত্রীকৃষ্ণ থাকায়, সেই সমস্তুষ্টমণি বাহুর ভায় এই অধিকা সকলের নিকট ৪৭ মাং যে বাহুদন। অতএব আপনারা মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিদায় দিন। ১১

এইরূপ মধুপূর্ণ কথা সেই মাতৃকাসমূহকে বলিয়া এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ভগবান্ ভাগিক বিপদাশঙ্কার সহিত শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। ১২

এই সময় ভগবান্ যিনি বিপ্রধর্ম রক্ষক বিশ্বিত এবং ত্রীহরি কর্তৃক উক্ত হইয়া ধর্ম রক্ষা করিলেন। ১৩

এই ধর্ম উদ্ধারের কথায় বলা হইবে। মাণিক্যময় সুসজ্জিত, পারিজাত পুষ্পসমূহ ও বাসসমূহে সুশোভিত, মণিময় কর্ণধারণী এবং শ্বেতবর্ণসমূহে যোজিত উদ্ধারিত, চলনীয় চিত্রসমূহে চিত্রিত, উচ্চ ক্রীড়াযোগ্য যন্ত্রিত (বৃত) সমূহে সুশোভিত, পতাকা শোভিত, অভিলিষ্টার্থ, মনোহর এবং অবরুদ্ধ যান অলঙ্কারী। যেমন পার্থিবী উক্ত পার্থিবগণ পরিবেষ্টিত করিয়া এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। ১৪-১৫

কৃষ্ণিকাগণ কাঞ্চিকে সেই ধর্ম আরোহণ করিতে দেখিয়া ভগবানের কথা স্মরিয়া ধরিলেন। পরে সকলে একত্র মিলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণকেই শুভাকাঙ্ক্ষী। ১৭
দৃষ্ট্বা চ ধর্মং তত্রস্থং তাস্তিষ্ঠা অভিশোকতঃ।
উচুস্তা বৈদর্ভযৈব ধর্মনারেভিরে ক্রিয়া। ১৮

কৃষ্ণিকা উচুঃ।

ধিং কৃষ্ণং ধিগ্ ধিগস্মাকং বয়ং যস্য ভগাভয়াঃ
বিধাস্যামান্ ন জানি যং নাথং ধর্মপরায়ণা। ১৯
যেনেদং বঞ্চিতাঽস্মাভিঃ পুরাঽস্মাকঞ্চ যদ্যশঃ।
নাথং ধর্মো মাতৃধর্মানুপশ্যতে সুরস্তাবেব। ২০
ইত্যুক্ত্বা ক্রোশতাঃ সর্বাঃ কৃষ্ণা যজ্ঞাস্য ভাগিনম্
পুনর্দ্রাক্ষ্যামহা ইতি সুবিক্লবাকরাম্। ২১
কৃষ্ণায়ো যোগিন্যা তা অন্যাস্বরূপেন বৈ
ভাগিন্য পার্থৈঃ সাঙ্কাক্ষ্যোঽয় মুনে। ২২
পূর্বরূপং বিভঃ যেন্দ্রাণ্যুত্তরাঙ্গঞ্চ দর্শনম্।
যযাচ্যা মধু শাঙ্কঞ্চ পুনঃ পূর্বাকৃতঃ বিভুম্। ২৩

সোভবন্তঃ প্রথম কৃষ্ণিকা হইলেন। পরে তেঁ উদ্ধার হইয়া সেই স্থানেই কাঞ্চিকের অগ্র ভয়ে এই কথা বলিলেন। ১৮

কৃষ্ণিকাগণ বলিলেন,—অহো! আমরা এখন কি করি! কোথায় যাই! তুমিই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয় ছিলে, অতএব আপনিকে ত্যাগ করিয়া তুমি এখন কোথায় যাইবে! ইহা তোমার বড় নয় অথবা মাতৃগণকে বিনাশ করিয়া অনাথ করা তোমার ধর্মসঙ্গত কার্য নয়। ১৯

আমরা তোমাকে যেরূপভাবে অন্যের পালন দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছি, তুমি ধর্মপরায়ণ আমাদের পুত্র। উপযুক্ত পুত্র মাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া যাক, ইহা ধর্ম নয়। ২০

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণিকাগণ সকলেই কাঞ্চিকের অগ্র যাইব করত পুনর্বিক্লবগণের বিলাপ শোকে উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ২১

হে মুনে! কৃষ্ণার কাঞ্চিক তাঁহাদিগের অত্যন্ত আকুলতা দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত এক পার্থিবরূপে সহিত ভয়ে আবির্ভাব করিলেন। ২২

(যাত্রাকালে যে সমস্ত রূপকে বস্তু বর্ণন করিয়া আসিতে হয়, এই স্থলে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।)
যে মুনে! অসম্পূর্ণ মুখ, ললাট, ভ্রুযুগ, শ্রবণযুগ, কর্ণ,

মৃদঃ মাত্রেণ্ডঃ মুকরঃ অলবণিঃ মুবর্ণকিম্ ।
পর্ণকং পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ২৪
সন্ধিপুত্রবতী নাড়ীঃ প্রবীণঃ মন্থিপুত্রকম্
মুক্তাঃ প্রপুত্রনালাশ্চ মাত্রা বাংশক ভক্ষণম্ ॥ ২৫
ফলৈর্নানাবিধৈর্যুক্তানি সফলানি পুরো মুখে ।
পুণালঃ মন্থুলঃ মুক্তঃ পরং বামে শুভাবহম্
বামভাগে মধুরং পক্কফলং শুভাঃ সিতম্ ॥ ২৭
পায়সৈঃ পক্কচিত্রাঃ মুক্তাশ্চক ফলানি
কৃতমালক পুরতো চামরীং বেত্রচামরম্ ॥ ২৮
বেতুক ফলমাযুক্তাঃ পক্কান্নাঃ ঘৃতিপূর্ণ শুভাম্ ।
নানাপ্রকারমাযুক্ত শুভ্রাং বলমন্বিতাম্
ঘৃতিলক্তু সঙ্গীতাঃ ঘণ্টাপঞ্চকমিশ্রিতা ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা ভদ্রা ফলাঃ চ ভক্ষণায় প্রাতর্মন্দিরম্ ।
অথোপাস্যমুকুলং মনোবাঞ্ছিতমেব চ ॥ ৩০

মুদ্রাঃ প্রাপ্য বৈশাখাঃ অক্ষয়াক্ষয়মুদ্রকে ।
অন্ন অক্ষয়ী তৃতিরাদ্যি পার্বণপ্রবরৈঃ সহ ॥ ৩১
পার্বণী ফলদা কৃত্বা বাহ্মণার্থং মনোহরম্
পক্কান্নৈরিপ্রনীতৈঃ মাতৃভক্তঃ পরিতঃ পুরম্ ॥ ৩২

মন্ত্রাক্তমন্ত্রমূহৈশ্চ পঞ্চমুদ্রাপ্রবর্তিতৈঃ ।
অমৃত-পল্লবৈর্যুক্তং পূর্ণকুম্ভৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ৩৩
পূর্ণপাত্রৈর্লসিতাভঃ সিতৈঃ চন্দনবারিভিঃ ।
বস্ত্রপ্রবীণমালাভৈশ্চ মণিমাল্যৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৩৪
নটনর্তকবেশ্যাভাযুবভৈঃ সকুলাঃ সদা
বন্দিভিস্তিত্রবৈশ্চ পূর্ণাপুণ্যকরৈর্যুতম্ ॥ ৩৫
সন্ধিপুত্রবতীভিশ্চ মাতৃভিশ্চ সমন্বিতাম্
লক্ষ্মীঃ মাতৃবতীঃ পূর্ণা মাতৃভিঃ সুশোভিতাঃ ॥ ৩৬
অন্তঃস্তীবলোকে দিবিঃ তারাঃ মনোরমাম্ ।
অধিষ্ঠিতঃ পরজনৈশ্চ পরীঃ সম্রাজ্ঞ যোগিনীম্ ॥ ৩৭
অমৃতরাজ পারাজ সম্রাজ্ঞা মন্ত্রকারিণীম্
আকৃতিক প্রকৃতিক বেদমূর্তিক বেদমাম্ ॥ ৩৮
ত্রাবেদপাঠিল বেদপর্ণা বৈরাজকারিণীম্
ধনুস্তরাজ মন্ত্রাঃ পুরস্কৃত্য সমাদরৈঃ ॥ ৩৯

ভক্ত্বা বিলোভনা দেবা কৃতার্থা যোগিনী ততঃ ।
ঈশ্বরী মন্ত্রমালা চ পূজিতা ললিতা কলা ॥ ৪০
অমরমালা সুভগা ধবমালা চ পূজিতা
এতাস্তাভ্যাঞ্চ মন্ত্রাভ্যাং বিপ্রেন্দ্রাভ্যাঞ্চ মন্ত্রসাদনা: ॥ ৪১

পরি, মৃদ, মধু, লাজ (খই), পুষ্প, মৃত্তা, ক্ষেত্র, অক্ষত (আতপ চাউল), মৃদ, পঞ্চরত্ন, (মণিমুক্তা), অন্ন, ক্ষেত্রিক আদি, মুবর্ণ, গাভ, গজ প্রভৃতি অলঙ্কার, সন্ধি-পুত্রবতী স্ত্রী, প্রবীণ, উচ্চ মণি, মুক্তা, পুষ্পমালা, মন্ত্রোচ্চার পূর্বক মাংস এবং চন্দন—এই সমস্ত মঙ্গলা-চরণের পর তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা দর্শন করিবেন ॥ ২৩-২৬

মাতৃকাগণের সাধনায় পুরুষ, মন্থুল, পূর্ণ মুক্ত ও সব (সরা) তাহার এবং বামে ভাগে ভাগুরস, মধু, মধুর পক্কী, ক্ষোরিল, পায়সান্ন (পায়স), পক্কচিত্র, ফলযুক্ত, কৃতমাল, মুবর্তি, চামরী (চামরী পাখী), বেতুকাম, মধুরা বেতু এবং পক্কান্ন—পরিচারক এই প্রকার করে। তান্ত্রিক এই সব মন্ত্রের অর্থাৎ মাতৃকাগণের অর্চনীয় এবং বন্দিগণের স্তবনের দর্শন করিবেন। তিনি সেই সমস্ত মাতৃকাগণের নাম, মন্ত্র আদি, ধ্যান-মন্ত্রোক্ত, পঞ্চোপচারি ও পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন ॥ ২৭-৩১

তান্ত্রিক এই সব মন্ত্রজপের পর দেবিকা ও মন্ত্রসাধক আদি গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিকের গৃহে গমন করত মাতৃকাগণী

মন্ত্রের দ্বারা অন্তরালবর্তী শিবতত্ত্বের অভিমুখে গমন করিবেন ॥ ৩৩

মুদ্রার তান্ত্রিক বৈশাখ পক্ষের উপস্থিত হইলে অক্ষয় মৌমুদ্র তৃতিবারের সহিত এক পার্বণশ্রাদ্ধ সহিত অক্ষয়ান্ন অবদান করিবেন ॥ ৩১

এদিন দেবী পার্বণী বৈশাখ সমারম্ভে এক হাত পরিমাণ চারিদিকে পরিমাণ মণি ও রত্নাদির মণিমুক্তা সহিত করিয়া আদি মনোহর গ্রন্থ প্রদানিত করাইবেন ॥ ৩২

মন্ত্রাক্তমন্ত্রমূহ মুক্ত, পঞ্চমুদ্রা প্রবর্তিত অর্থাৎ পাত্রের মুখ আম্র পল্লবাদ্বারা এবং অমৃত পল্লবসমূহের মুশোভিত পূর্ণকুম্ভসমূহ মুশোভিত, পূর্ণপাত্র ও অমৃতমূহ বারি, চন্দনবিলিপ্ত অমৃতাম্ভ সিত, অমলা চন্দ্রের প্রভাব ও মণিমুক্তা মমূহশোভিত, নট-নর্তক ও বেশ্যাদিগের উপস্থিত —তান্ত্রিক মোমাগমে মদা মুশোভিত এবং সন্ধী মুলক্ষণ এবং মুবর্ণ ও পুষ্পমুক্ত আচমনার্থ জলা বৈশাখমাস আচমনার্থ পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৩৩-৩৬

[illegible] দেবমাতৃকাঃ ।
[illegible] সর্বা [illegible] ॥ ৩২
[illegible] দেবা [illegible] ।
সর্বে [illegible] ॥ ৩৩
[illegible] সহ ।
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible] পার্বতী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৬
পার্বতী কার্তিকং [illegible] ।
[illegible] দেবানাং [illegible] ॥ ৩৭

পার্বতী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪০
[illegible]
[illegible] ॥ ৪১
[illegible]
[illegible] ॥ ৪২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪৩

শচী ও [illegible] লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, তুলসী, রতি, অরুন্ধতী, অহল্যা, দিতি, [illegible], স্বাহা, [illegible], রোহিণী, [illegible], আকৃতি, প্রসূতি, দেবহূতি, মেনকা, [illegible], কৈলাস-[illegible] এবং [illegible] দুর্গা কার্তিকের [illegible] করিলেন। ২৮–২৯

[illegible] রোহিণী, [illegible], সুশীলা, [illegible] ও অন্যা [illegible] করিলেন। ৩০

হে বিপ্রেন্দ্র! [illegible] প্রভৃতি এই সব [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। ৩১–৩২

এই সময় দেব, মুনি, শৈল, [illegible] কার্তিকের [illegible] করিলেন। ৩৩

[illegible] করিলেন। ৩৪

তাহার পর [illegible] কার্তিক [illegible] প্রণাম করিলেন। ৩৫

অনন্তর কার্তিক, [illegible] সেই দেবগণ, মুনি-[illegible] প্রণাম করিলেন। ৩৬

[illegible] করিলেন। ৩৭

[illegible] কার্তিককে [illegible] এবং [illegible] করিলেন। ৩৮

পার্বতী প্রভৃতি দেবীগণ, দেবগণ, [illegible] এবং মুনিগণ [illegible] সেই কার্তিককে আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। ৩৯

অনন্তর কুমার (কার্তিক) [illegible] শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলেন। ৪০

তিনি তখন [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] এবং [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। ৪০–৪১

সেই সময় [illegible] শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিয়া [illegible] প্রণাম করিলেন। ৪২

[illegible] এবং [illegible] প্রণাম করিলেন ও [illegible] আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৩

[illegible] । ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে [illegible]

[illegible] ॥ ৪৩

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

কার্তিক [illegible] [illegible]

[illegible] করিলেন । [illegible] ॥ ৪৩

শ্রীনারদ [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্তিকের [illegible] [illegible] নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কার্তিকেয়াভিষেকঃ, [illegible]]

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অথ [illegible] ।
[illegible] ॥ ১
[illegible]
[illegible] ॥ ২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৮
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥ ১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১১

সপ্তদশ অধ্যায়

[কার্তিকের অভিষেক এবং [illegible]]

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ ; [illegible] কার্তিকেরে [illegible] ॥ ১

[illegible] করিলেন ॥ ২

[illegible] কার্তিকের [illegible] ॥ ৩

[illegible] [illegible] করিলেন । ৪-৫

[illegible] করিলেন ॥ ৬-৭

[illegible] করিলেন ॥ ৮-১১

যমঃ যমেশ্বর মহাশক্তিং তুরাসদঃ।
নানাশস্ত্রাস্ত্রসম্পন্নাং সর্বে দেবা বভূবুঃ ॥ ১৬
ক্ষণেনাত্র ক্ষণেনৈবো ক্ষণে ক্ষণে মুহুর্মুহুঃ
ক্ষীয়মাণোঽসুরস্তত্র বিশিষ্টং বহুসূদয়ন্ ॥ ১৭
পার্বতী সন্দিধং দৃষ্ট্বা সন্ধয়ামাস যত্নতঃ।
মহাবিদ্যাং মুনীন্দ্রায় বিধায় দেবো মহাং মুদিম্ ॥১৮
বৃদ্ধিং বৃদ্ধিবিধাতা চ পুষ্টিং পুষ্টিঃ ক্ষমাং ক্ষমাং দদৌ।
তুষ্টুবুশ্চ মহো দেবি মহিমাস্তং মহো মুনা ॥ ১৯
প্রজাপতির্দেবরাজো মহদুদ্ভবমুখিতাঃ।
মুনিবৈক্যং মুনীন্দ্রায় মুদযৌ মুদমোহয়ন্ ॥২০
মহো ভৌম বিবাহেন বেদমার্গেণ সাদরম্।
যাং যদ্যপি মহাবীর্যঃ পতিত্বাং নিতরাপাদিতাম্ ॥ ২১
অতিথিত্বং মুনীন্দ্রস্য সর্বে দেবা বভূবুর্হি।
মুনয়শ্চৈব মহতঃ প্রেম্না তমধীয়িরন্ ॥ ২২

মহাত্মানঞ্চ প্রজাপতিং সর্বে দুষ্টাব বভূবতুঃ।
প্রণম্যাথ যযুঃ তাতঃ স্বর্গলোকান্ সাদর ॥২৩
প্রীত্যা ধাতা চ শৈলেন্দ্রঃ মমন্ত্র মহতাশিষঃ।
যে যে যত্রাবস্থাঃ সর্বে মহানন্দপূর্বিকম্ ॥ ২৪
পরমানন্দসংযুক্তো দেবো সর্ব মহেশ্বরঃ।
আলাপয়ে চ তান্ সর্বান্ পুনরানীয় মহতঃ
পৃষ্টিং মহো বিবাহেন মহেশায় মহাত্মনে ॥ ২১
পুত্রা ভাগ্যং মহৈঃ সার্দ্ধং পার্বতী তুষ্টবানসা।
নিত্যেন স্বামিনং পাদপদ্মং সা সর্বকামদম্ ॥ ২২
ইত্যেবং কথিতং সর্বং দুর্গাবরপ্রাপ্তিমেব চ
বিবাহং পুত্রজন্ম চ মহেশস্য বিবাহজম্ ॥ ২৩
পার্বতীপুত্রলাভস্য মেবাদ্যক্ষ মহাত্মনঃ।
কা মে মহিমা বাক্যানি কিং তুচ্ছং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-
সংবাদে পার্বতীপুত্রোৎপত্তিবিবাহো নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

যম যমেশ, আপনি মহাশক্তি এবং অত্যন্ত দেবগণ সকলে আবশ্যকতানুসারে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে ও বহুবিধ উপায়ে উদ্যত হোন) প্রদান করিলেন ॥ ১৫

তাহাতে সকলে তুমারকে একমাত্র প্রদান করিলেন তাঁহারাও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ও বিবিধ হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রদান করিলেন ॥ ১৬

পার্বতী তাঁহাদিগের দুর্গা হইতে ইহা সহায়সম্পন্ন তুমারে কার্তিকেয়ে মাতৃগণ ইহাঁর হইতেই প্রজাপতিগণ, মুনীন্দ্র-বিদ্যা, মেধা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি অতিথির নিদ্রা, ক্ষান্তি, তুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি, ঐহিক প্রভৃতি মুনয়ঃ তাঁহা এবং ঐহিক মানব প্রদান করিলেন ॥ ১৪-১৫

মাতৃগণ। পার্বতীপুত্র ইহাঁকে নিতরাপাদিতা মহাবীর্য বলিয়া অতিথির করেন, সেই মুনিবীক্ষ মুনীন্দ্র মহোদয়া মুনয়ঃ দেবসেনাপতি প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি তুমারসম্ভবে বিমুগ্ধিয়া করিয়া দেবগণেরা পূর্বক সেই কার্তিকেয় সহিত বিবাহ দিলেন ॥ ১৬-১৭

মহত্ত্ব দেব, মুনি ও মহর্ষিগণ তুমার কার্তিকেয় অতিথিক করিয়া মাতাপিতাদিগের প্রণাম তাহার নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ১৮

পরে সেই মহান্ মাতাগণ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তুমারকে আশীর্বাদ করিলেন। মাতৃগণ। তিনি মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহা প্রত্যেকে এবং মাতাগণকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৯

পরে কার্তিক অতিথি হইয়া পার্বতীমাতা বিবাহের যাঁহা প্রথম সহিত প্রীতিসহকারে গমন করিলেন। সেই সময় ঐহিকগণ। ঐহিকগণ তুমার (কৈলাসে) আনিয়াছিলেন, ঐহিকগণ সকলেই মাতাগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ২০

অনন্তর মহাসমারোহে দেবী দুর্গার সহিত শিবতুমার অতিথিত্ব করিয়া একত্র তুমারের সেই সব দেব-দুর্গি-প্রভৃতিকে বিদায়ের আদেশ করিয়া পুত্রের সহিত মহাদেব মহাদেবের বিবাহ প্রদান করিলেন ॥ ২১

সেই দেবী পার্বতী আনন্দিত মনে দুই পুত্র কার্তিক ও অনন্ত এবং পার্বতীমহাদেব সহিত সর্বকামনা পূরণকারী স্বামী মহাদেবের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২২

নারদ। এই আমি তোমার নিকট তুমার কার্তিকেয় অতিথিত্ব, বিবাহ, পুত্র এবং মহাদেবের বিবাহ—এ সমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ২৩

পার্বতীর পুত্র লাভ এবং দেবকার্যের সম্পাদন—ইহাই কথিত হইল। এখন আর তোমার কি শুনিতে ইচ্ছা আছে ? তুমি পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ২৪

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত দেবীসম্প্রদায় শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে তুমারসম্ভব (কার্তিকেয়) অতিথিত্ব নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিশ্বরূপ মন্দেরস্য বিবরণম্

রাজন উবাচ

মহাত্মন্ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ।
পুত্রাদি বান্ধবা বিভিন্নভিন্নাঙ্গনাদীয় ॥ ১

কৃপয়া বিশ্বরূপস্য সমস্ত শাস্ত্রবৎ
বিস্তারিতং মহর্ষিশ্রেষ্ঠ মম প্রভো। ২

পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ সমস্ত্যা সমাংশতঃ
গোলোকনাথঃ সাক্ষাৎ পার্বতীনন্দনঃ স্বয়ম্ ॥ ৩

ধর্মো জ্ঞানদশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ বিভো
প্রভো প্রসন্নঃ ভবে বঃ বক্তু মর্হসি। ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ

নারায়ণঃ পুত্র ব্রহ্মর্ষিবিশ্বেভ্যঃ পুত্রকম্,
বিশ্বরূপ বিশ্বজিৎ পূজ্য যেন মায়া ॥ ৫

একদা স্বয়ং দুর্গা তথাত পার্বতী

নারিসুতাপিনীস্তবাঃ পূজনং সুস্থমন্দং। ৬

শ্রীপুত্রঃ সর্বপূজনে বিশ্বপূজনার দেবতা
স্বয়ং দেবঃ মহো স্থানং বিশেষং। ৭

সর্বং কৃত্বা পুনঃ পুত্রস্যাঙ্গনাদীন্,
তথা মুদ্রি বঃ লোকস্য বিলাপ শুভা সুতঃ। ৮

নারায়ণঃ সুরাসুরভক্তবিলাপপূর্বম্,
কালীমূর্তঃ ভবৎ সর্বঃ রক্ষ কৃপাময় ॥ ৯

বিশ্বরূপঃ সমস্তঃ পুষ্টঃ সমাপ কৃত্বা বিবস্,
তপস্বী প্রাপ্তঃ পৌত্রঃ প্রাপন্ন ব্রহ্মতেজসা। ১০

শংপুত্রস্য তদা বর্ষশেষ পূজনং দেবতা।
মংপুত্রস্য বিবৃতিনিরপেক্ষ প্রতিপালিত ॥ ১১

বিস্তার প্রমিতক্রমঃ কল্যাণীবংশেভ্যঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানেন যজ্ঞঃ সম্পর্ক কৌশলাবান তৎক্ষণাৎ। ১২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

(বিস্তার মন্দেরস্য বিবরণ।)

রাজন কহিলেন,—হে বেদ-বেদাঙ্গপারগামী মহাভাগ মহাত্মন্! হে সর্বজ্ঞ! আমার মনে এক মহৎ সংশয় আছে, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১

হে প্রভো! তিনি দেবদেবের ঈশ্বর, তাঁহার অপেক্ষা পুত্র এবং বহু বিবৃতিদানে ঈশ্বর, তাঁহার কেন বিপদ হইল? ২

তিনি পরিপূর্ণতম শ্রীমান্ সর্বশক্তিমান পরমাত্মা, সেই গোলোকনাথ শ্রীহরি যাঁর নিজ অংশে পার্বতীর পুত্র হইয়াছেন। ৩

হে বিভো! তিনি জ্ঞানদাতা ঈশ্বর, সেই জ্ঞানদাতার মৃত্যু এবং পুত্রের ধর্ম কেমন করিয়া হয়? আপনি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৪

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে রাজন্! আমার বিশ্বরূপ অবশ্য যে কারণে বিপদ ঘটাইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত ইতিহাস বলিতেছি, তুমি মনোযোগে শ্রবণ কর। ৫

পূর্বে কোনও একদিন বিশ্বরূপ স্বামী ও পুত্রাদির দর্শন করিতে উদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ পুত্রের সহিত পূর্ণ হইয়া পুত্রের সহিত সূর্যদেবকে আরাধনা করেন। ৬

তখন বিশ্বপূজা দেবতী সর্বত্র পূজন আরম্ভ করিলেন। শ্রীপুত্রের দেবতা মৃত হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ পূজনে পতিত হইলেন। ৭

যদি কখন পুত্র মূর্ছিত হইলেন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হয়, লোক পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৮

সেই সময় দেবগণ তথা হইয়া তাহাকে দর্শন করিয়া পার্বতীর নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারিয়া তাঁহারা ক্রোধে অন্তর্হিত হইলেন। ৯

তখন পৌত্র (তাঁহার পুত্র নাতি এবং পৌত্রী পুত্র কন্যা) তৎক্ষণাৎ দেখিয়া তাহার কন্যা কখন পুত্রকে বিস্তার দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১০

আমি তুমি যেরূপ পুত্রশোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছ, তোমার পুত্রেরও একদিন এরূপ বিপদ হইবে। ১১

তাহার পর তৎক্ষণাৎ সকলেই বিপদে স্তম্ভিত হইলেন। সেই বালকের তখন জীব দানার্থে তৎক্ষণাৎ সেই পুত্রকে জীবিত করিয়া দিলেন। ১২

[illegible] বিষ্ণুঃ [illegible] ।
[illegible] প্রাণা [illegible] পিতুঃ পুরঃ ॥১৩॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৪ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৫ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮ ॥

অথ শাপৌ সুশাপৌ চ [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২১ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২২ ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে [illegible]
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible]
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

[illegible] ॥ ১৩

[illegible] ॥ ১৪

[illegible] ॥ ১৫

[illegible] ॥ ১৬

[illegible] ॥ ১৭

[illegible] ॥ ১৮

[illegible] শাপী ও সুশাপী [illegible] ॥ ১৯

[illegible] ॥ ২০

[illegible] ॥ ২১

[illegible] ॥ ২২

[illegible] ॥ ২৩

[illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদাত্মক [illegible] নামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীসূর্য্যদেবের কবচ-স্তোত্রাদিবর্ণন, বিষ্ণুরাজ্যলাভ।)

ব্রহ্মা উবাচ।

কিং স্তোত্রং কবচং প্রোক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ব্রবীহি নঃ।
যেনারাধ্য সুরা লব্ধাঃ সূর্য্যাস্ত্র পরমাদ্ভুতম্ ॥১॥
কিং বা পূজাবিধানং বা কিং মন্ত্রাদিবিধানকম্।
সর্বং তত্ত্বেন মহাভাগ অস্মে ব্রূহি মহামুনে ॥২॥

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ কমলাপতিঃ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্রান্ পূজাক্রমম্ ॥৩॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি শ্রীসূর্য্যপূজনক্রমম্।
স্তোত্রঞ্চ কবচং সর্বং পাপব্যাধিবিমোচনম্ ॥৪॥
শান্তি-পুষ্টিপ্রদৌ হ্যেতৌ ব্যাধিঘ্নৌ বহুপুণ্যদৌ।
বিধিনা ধারয়েদ্ যস্তু স্তোত্রং সিদ্ধমুপাসকঃ ॥৫॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ধারণাদস্য নারদ।
ত্রয়ো দেবাঃ সমুৎপন্নাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ ॥৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

শান্তি-পুষ্টিপ্রদৌ হ্যেতৌ ব্যাধিঘ্নৌ বহুপুণ্যদৌ।
কথমাহ্যং ত্বয়া লব্ধং তদ্বিধিং বিস্তরান্মুনে ॥৭॥

বিষ্ণুরুবাচ।

ত্বয়া পূর্ব্বস্য দেবস্য সূত্রং পূর্ব্বমনুত্তমম্।
ব্যাধিবিধ্বংসনঞ্চৈব স্তোত্রং মে বিধিরুত্তমঃ ॥৮॥

শঙ্কর উবাচ।

পূর্ব্বস্য স্তোত্রং কবচং মন্ত্রং বহুফলপ্রদম্।
যেন তত্ত্বাপ্তং কবচমাদ্যং ব্যাধিবিনাশনম্ ॥৯॥
আহারং সম্প্রদাস্যামো নর্ব্বদায়া ইতি শ্রুতম্।
ব্যাধিহন্তা বিনশ্যন্তি যস্য তে বিগতা বিষং ॥১০॥
ওজোঽনুমতিঃ প্রোক্তা অথো বৈবস্বতঃ বিভুঃ
প্রভবশ্চৈব তঃ পুষ্টা ভবৈব ভবতাদয়ঃ ॥১১॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীসূর্য্যদেবের কবচ ও স্তোত্রবর্ণন এবং বিষ্ণুরাজ্যলাভ।]

নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে সৃষ্টিকর্ত্তার আরাধ্য! যে মানব মানী ও মুনাদেবের কৃপা সূর্য্যদেবের কোন্ স্তোত্র ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? ১

ঈশ্বর সূতকথিত বিষ্ণুর! ব্যাধিনাশক মন্ত্র কি? এই মহাভাগ! আপনি এ সমস্ত আমায় বিস্তারে কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। ২

সূত কহিলেন,—নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলাপতির ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য্যের স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র ও পূজাক্রম বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! আমি শ্রীসূর্য্যদেবের পূজাক্রম, পাপ ও ব্যাধিনাশক স্তোত্র এবং কবচ বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৪

সূর্য্যের স্তোত্র যখন মানী ও মুনাদী এই দুই দৈত্য অর্জ্জিত হইল, তখন তাহারা উভয়েই সূর্য্যের স্তব করিয়া তাঁর নিকট প্রার্থনা করিবার মানসে গমন করিল। ৫

বিষ্ণু কহিলেন,—পূর্ব্বে যাঁহার আরাধনা করিয়া ব্যাধিনাশক সূত্রাদি পূর্ব্ব এক সময় যাহা দেবা করিয়া সেই মানী ও মুনাদী দৈত্যদ্বয় হইতে মুক্ত হইবে। ৮

শঙ্কর কহিলেন,—হে জগৎপতে বিধাতঃ! আপনি আমাদের দুইজনকে (অর্থাৎ মানী ও মুনাদীকে) ব্যাধিনাশক মহাত্মা সূর্য্যের স্তোত্র, কবচ এবং মন্ত্রসমূহ যেরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রদান করুন। ৯

হে বিধে! এই সূর্য্য ও অদিতি-দৈত্যরা উভয়েই অধিকার সম্পন্ন প্রদান করেন। এই কথা শ্রীহরি সর্ব্বসমক্ষে অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে উপস্থাপনা এবং বিষ্ণুর সূর্য্য আদিত্যরা; মুনাদীর বিধাতা যা বিধে, তিনি আদিত্য করুন। ১০

অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের অনুমতি লাভ করিয়া দৈত্য-দ্বয় গমন করিলেন। তখন মানী ও মুনাদী—এই

তাবূচাতে যতঃ ব্রহ্মা সন্দিগ্ধৌ চ ধরাদিদি।
গুরুণাপরেণৈবহিতৌ পুত্রৌ পরমসুখৌ ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

পৃচ্ছতা কথং স্তোত্রং কস্মাৎ পূজাবিধিক্রমম্।
যথা বি পুত্রঃ যৎসৌ তত্ত্বং প্রথমৌ ভবিষ্যৎ ॥১৩

ব্রহ্মপুত্রঃ।

ওঙ্কারঃ কেন বিধিনা কেন মন্ত্রেণ বা দ্বিজে।
কিং স্তোত্রং কবচং কিংবা তথাবাচ্যাং প্রচোদিতঃ ॥১৪

ব্রহ্মোবাচ

কৃত্বা ত্রিকালং স্নানঞ্চ মন্ত্রন্যাসেন ভাস্বরম্।
সন্ধ্যেবা ভাস্করং তত্ত্বা মৌক্তিকৌ চ অবিক্ষুতঃ ॥ ১৫
ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা
ইত্যেবমেব চ মন্ত্রেণ সাধকঃ বিধানতঃ ॥ ১৬
সংপূজ্য তত্ত্বতঃ পশ্চাৎ তৈরোপচারাদি ষোড়শ।
এবং সংবৎসরং সাধকঃ ভূক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ১৭

অথবা কবচং তস্য মূলমন্ত্রাং প্রযত্নতঃ।
যথাবৎ গুরুণা পূর্বমিত্যেবং শ্রীবিধানতঃ ॥ ১৮
তৎসহস্রজপাদেব সাধকো বৈ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
অথবা সাধয়েদেব পাদপদ্মস্য সন্নিধৌ ॥ ১৯

দুর্বাসঋষিরুবাচ

ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্বে কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যত্নতঃ মুনয়ঃ পূজা তীর্থমুদ্দিশ্য তাবতে ॥ ২০
কবচং বিপ্রতো যাবিৎ যাবি সন্নিধিং ত্রিয়া
যথা পূজা বৈষ্ণবেয়ং পলাহন্তে সুখপ্রদাং ॥ ২১
ওঙ্কারং পুরুষকারং ঋষিছন্দং প্রকাশয়েৎ।
ধ্যানং পরমিদ্ধায় ধৃত্বা মূলমনাদ্যুধাং ॥ ২২
অথবুদ্ধিমন্ত্রস্য কবচস্য প্রকাশিতঃ
ঋষিছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো দিবকরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩
যাবিপ্রণামে সৌখ্যার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।

দুই বৈশ্য ব্রহ্মাকে দেখিয়া প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলেন তত্ত্ব উপদেশ আমরা প্রবণ করিলাম। ১১

তখনানন্তর তাঁহারা সেই দুই বলিল, তুমি (আমরা), আমাদিগকে এবং পুত্র ও দুর্বাসমুনি ও মুনিগণকে অভিবাদন। ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা উভয়ে সূর্য্যের কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র ও পূজা বিধিক্রম প্রথম করত পুত্র তীর্থ গমন করিয়া তথায় সূর্য্যের তপস্যা কর। ১৩

তাহারা দুই জনে বলিল,—হে বিধে! আমরা কোন্ বিধি অনুসারে কোন্ মন্ত্রে তাঁহার তপস্যা করিব? তাঁহার স্তোত্র কি এবং কবচই বা কি? আপনি আমাদিগকে উহা প্রদান করুন। ১৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা ত্রিকাল স্নান করিয়া এই ত্রিসন্ধ্যাবিধি অনুসারে তাঁহারই আরাধনা করিবে। তোমরা অভিমন্ত্রকরে ভাস্করের আরাধনা করিয়া শ্রীহরিকে পাইবে। ১৫

"ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা" এই মন্ত্রের দ্বারা সাধারণে অভিমন্ত্রকরে তোমরাদিগে উপচার উপহার দ্বারা পূর্ব এক বৎসর সাধন পূজাদিতে বিধানক্রমে পূজা করত তোমরাও হইয়া থাকিবে। ১৬-১৭

অথবা তোমাদিগকে আজ সেই সূর্য্যের অপূর্ব এক কবচ প্রদান করিব, যে কবচ পূর্বে তোমাদের গুরুদেব শ্রীবিশ্বকর্মাকে উহাকে প্রদান করিয়াছিল। ১৮

এই দিব্য মৌক্তিক-পাত্র অনন্তনাগ বলয় আছে মৌক্তিকের পাদে তাহার তাহা সংযুক্ত হয় এবং তাহার সহস্রবার জপপূর্বক ইহাকে ধারণ করিবার ব্যবস্থা ব্রহ্মাদি সূর্যকবচ প্রদান করে। ১৯

দুর্বাসা বলিলেন,—হরি। তাহাদের সূর্যদেব যে কবচ ধারণ করিয়া পবিত্র ও তীর্থযুক্ত হইয়াছেন, আমি সেই অতি অদ্ভুত কবচ তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর। ২০

যেরূপ বিধানক্রমে কবচকে দেখিয়া সর্বদা তাহা পালন করে, সেইরূপ যাবি তাহারাও বিধি অনুসারে তাহা করিয়া থাকে। ২১

যে ব্যক্তি ভক্ত, তাহাকে এবং বিশেষ শিষ্য, তাহার নিকটই এই কবচ প্রদান করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অভক্ত ও অবজ্ঞা শিষ্য, তাহাকে এই কবচ প্রদান করিলে তাহার মৃত্যু হইবে। ২২

এই অথবুদ্ধিমন্ত্রকবচের ঋষি ছন্দ ও দেবতা তাহা প্রজাপতি ব্রহ্মা, স্বয়ং গায়ত্রী এবং দেবতা স্বয়ং দিবাকর সূর্য। যাবিদিগের বিধান এবং সৌখ্যের জন্যই ইহার প্রয়োগ হয়, ইহা কথিত আছে। ২৩-২৪

দন্তঃ পুত্রদঃ পাতু সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শ্রীদুর্গায়ৈ স্বাহা মে পাতু মস্তকম্ ॥ ২৫
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কপালং মে সদাবতু
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং শ্রীদুর্গায়ৈ স্বাহা মে পাতু
নাসিকাম্ ॥ ২৬
চক্ষুর্মে পাতু দুর্গেশী [illegible] নিরন্তরম্।
কণ্ঠং মে [illegible] পাতু স্কন্ধং নিরন্তরং সদা ॥ ২৭
[illegible] পাতু সদা মে সর্বদা সর্বদেব চ।
নিতম্বং সদা [illegible] পাতু [illegible] চ সুন্দরী ॥ ২৮
[illegible] পাতু [illegible] সদা [illegible] সদা।
[illegible] মে সদা পাতু সর্বদেবপ্রপূজিতা ॥ ২৯
[illegible] পাতু সদা [illegible] পাতু পার্বতী [illegible]
[illegible] মে সর্বতঃ পাতু সর্বমঙ্গলা ॥ ৩০
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং সুদুর্লভম্
[illegible] পরং [illegible] দুর্গায়াঃ ॥ ৩১

পুরা দত্তং ময়া [illegible] পুষ্করে [illegible]
[illegible] দত্তং [illegible] কস্মৈ ন যাচনি ॥ ৩২
[illegible] দত্তা [illegible] ॥ ৩৩
[illegible] তব কণ্ঠে সততং ধৃতম্।
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে দুর্গাকবচং সমাপ্তম্ ॥
[illegible] উবাচ।
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৬
[illegible] দুর্গায় [illegible]
সর্বসম্পত্তি [illegible] শ্রীরাসেশ্বর [illegible] পাতু ॥ ৩৭

এই কবচ ধারণ করিলেই [illegible] সর্বদা রক্ষা করে, সাধকের এবং সর্বাঙ্গ [illegible] করে। “ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শ্রীদুর্গায়ৈ স্বাহা” এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন (এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের [illegible] —“ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীদুর্গায়ৈ স্বাহা”) ॥ ২৫

শ্রীদুর্গেশ্বরের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র (১৮ অক্ষর যুক্ত) আমার কপাল রক্ষা করুন এবং “ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং শ্রীদুর্গায়ৈ স্বাহা” এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন ॥ ২৬

দুর্গা আমার চক্ষু রক্ষা করুন এবং নিরন্তর [illegible], [illegible] আমার [illegible] ও [illegible] সদা আমার [illegible] রক্ষা করুন ॥ ২৭

[illegible] আমার [illegible], [illegible] আমার [illegible], নিত্য সদা আমার [illegible] এবং সুন্দরী আমার [illegible] রক্ষা করুন ॥ ২৮

[illegible] আমার [illegible] রক্ষা করুন এবং [illegible] সদা আমার [illegible] রক্ষা করুন। [illegible] আমার [illegible] রক্ষা করুন ॥ ২৯

[illegible] সদা আমার [illegible] রক্ষা করুন। [illegible] আমার [illegible] রক্ষা করুন। [illegible] আমার [illegible] রক্ষা করুন ॥ ৩০

বৎস! এই আমি তোমার নিকট [illegible], [illegible] কবচ [illegible] করিলাম ॥ ৩১

পুরাকালে পুষ্করে (তীর্থে) [illegible] এই কবচ [illegible] দান করিয়াছিলাম। [illegible] (দুর্গতি) [illegible] (দুর্গার) সেই কবচ প্রদান করিলাম। তুমি এই কবচ যে কোনও ব্যক্তিকে প্রদান করিও না ॥ ৩২

তুমি এই কবচ [illegible] হইতে [illegible] হইবে এবং [illegible] ও [illegible] হইবে; [illegible] কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৩৩

[illegible] করিলে যে [illegible] করে, [illegible] এই কবচ ধারণ করিলেই [illegible] প্রাপ্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৪

যে [illegible] ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া [illegible] (দুর্গার) [illegible] করে, [illegible] তাহার [illegible] সিদ্ধিলাভ হয় না ॥ ৩৫

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে দুর্গাকবচ সমাপ্ত।

[illegible] বলিলেন,—হে [illegible]। তোমরা এই কবচ ধারণ করিয়া এবং দুর্গার স্তব করিয়া নিশ্চয়ই [illegible]যুক্ত হইবে ॥ ৩৬

ব্রহ্মোবাচ

তা ব্রহ্ম পরমা বাম জ্যোতীরূপা সনাতনম্।
বামরা জ্যোতুস্ত্রিংশি ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৭৮
ত্রৈলোক্যমোহনে লোকবাম্য শাপপ্রমোচনম্
তপসাং ফলদাতারা ত্বংবর পার্শ্বিনা সদা ॥ ৭৯
কর্মানুষ্ঠানফলদা কর্মবীজা সনাতনিম্।
কর্মরূপা ক্রিয়ারূপা কর্মবীজম্ ॥ ৪০
ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশানামাত্মক ত্রিগুণাত্মকম্।
ব্যাপিনে ব্যাপিরূপায় লোকমোহনরূপিণম্ ॥
সুখদা মোক্ষদা মায়া তন্ত্রিকা সর্বকামদম্ ॥ ৪১
সর্বেশ্বরা সর্বরূপা সাক্ষিণঃ সর্বকর্মণাম্,
প্রত্যক্ষং সর্বলোকানাং প্রত্যক্ষং সনাতনম্ ॥ ৪২
পশ্চাৎ রূপং পরং পশ্চাৎ রূপং সর্বসিদ্ধিদম্।

শ্রীপূর্ণানন্দের সর্বজ্ঞানপ্রদায়ী, মায়াযুক্ত, শ্রী (ঐশ্বর্য)-দায়ক, আত্মারামত, ঈশ্বর ও সাধি মোক্ষ এর সাধনের কথিত হইয়াছে ।৩৭

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দুর্গা। তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ, পরব্রহ্ম, সনাতন, জ্যোতির্ময় এবং ভক্তানুগ্রহকারক, —আমি তোমাকে তুমি কহিতে কিছুও হইতেছি ।৩৮

তুমি ত্রিলোকমোহন লোকবন্ধই মোক্ষবরূপ, মোক্ষদাত্রী, শাপমোচনকারী, সকল তপস্যার ফলদাত্রী এবং সদা পার্শ্বিনের বরদাত্রী ।৩৯

তুমি কর্মানুষ্ঠান ফলদাত্রী, কর্মের বীজ, সনাতন, মৌক্তিক ও ত্রৈবিধ—উক্ত কর্মফলদ এবং মোক্ষদায়িনী ও সকলের ক্রিয়াস্বরূপ। তুমি স্বয়ং—ক্রিয়াকার ফলস্বরূপ এবং কর্মসমূহের বীজ ।৪০

তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্বরূপ, স্বয়ংও সত্ত্ব রজঃ-তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক। তুমি ব্যাপিকারা, ব্যাপিরূপা, লোক-মোহ-কারিণী, সুখদা, মোক্ষদাত্রী, মায়াযুক্ত, তন্ত্রিকাস্বরূপা এবং সর্বকামপ্রদা ।৪১

তুমি সর্বেশ্বরী, সর্বরূপা, সকল কর্মের সাক্ষী, সকল লোকের প্রত্যক্ষ এবং সনাতনী—কথাতীত ও অপরূপ ।৪২

তুমি নিজের রূপাকর্ষণকারী, অর্থাৎ তুমারাদি মোক্ষমন্ত্র হইতে মন আকর্ষণ করিয়া প্রথম তার এবং নিষিদ্ধরূপা নিষেধঃ নিষ্কামার পরমা গুরুম্ ।৪৩
তদনন্তরিতঃ প্রোক্তা তারাদ্ গুরুতরঃ পরম্
ত্রিসন্ধ্যা যঃ পঠেন্নিত্যং সর্বাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।৪৪
আত্মা তুমিত্ব বাগিন্দ্রঃ বোধঃ শোকা তথা ত্বমি
তত্ত্ব মসীতি বিদ্বেশ ত্রীপূর্বকপদাঃ ক্রমম্ ।৪৫
মহাদুষ্টিত্ব পরিতো চন্দ্রবীজেন সংযুক্তৌ।
মন্ত্রস্তন্তো মহাপূর্ণো সাধকানাং তাত্ত্বিদি চ ।৪৬
মায়া কূর্চা রবিস্থা ক্রমাৎ ন দুঃখান্তে ক্রমম্
সাধক মৌক্ষার্থিনাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।৪৭
পুনস্তং মন্ত্রতঃ শীঘ্র তারাদ্যঃ মন্ত্রতঃ পুনো
ইত্যেবমুক্ত্বা স বিধির্ত্রিযাম ঘালয়ঃ মুদা ।৪৮
যৌ বিদ্যেষা নিগদ্যা বঃ ত্রীক্রমৌ যৌ মহামুনে।
ইত্যেবঃ কথিতঃ সম্যক বিস্তৃতং জ্যোতুস্ত্রিংশি ।৪৯

পরম যৌ দুর্লভ হয় দুর্ভিক্ষম প্রকাশিত করিয়া থাক। তুমি সর্বদিক নিষ্কলঙ্কারিণী, নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কামা, এবং নিষ্কলুষস্বরূপের সার তুমি ।৪১

তুমি এইরূপে কথিতও এই উত্তম তন্ত্রশাস্ত্র কথিত হইল। যে ব্যক্তি প্রথম ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ-মুক্ত হইয়া যায় ।৪৪

ত্রিসন্ধ্যা শ্রীদুর্গার তন্ত্রমন্ত্র আত্মা তুমি, তুমি, বাগীশ্বরী, বোধ, শোক, তত্ত্ব এবং তমঃ—এ সকল অবয়ব মসী হইয়া যায় ।৪৫

মহাদুষ্টি, পরিত, মহাবলী, মন্ত্রাত্মক, মহাপূর্ণ এবং তন্ত্রের মায়া বাগীশ্বরীযুক্ত বর্ণিত হবি এক মাস ত্রিসন্ধ্যায় জপ করিয়া এই মন্ত্রটি-স্তব জপ করে, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই উক্ত মোক্ষমন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া যায়। সেই ব্যক্তি সমস্ত ঐশ্বর্যপূর্ণের ভাবের জন্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।৪৬ ৪৭

হে পুরুষ। অতএব তোমার পাঁচ পুত্র ঐশ্বর্য যখন তন্ত্র এবং তথায় তারাদ্যের আরাধনা করা। এই তন্ত্র মন্ত্রিয়া ইহা সাধনে বিধি তথায় তথায় কথিতম ।৪৮

ভক্তের তন্ত্রানুগ্রহের তারাদ্যা অর্থাৎ মায়া ও তুমারী এই তন্ত্রমন্ত্রের সেই বিশেষটি মন্ত্রোদ্ধার (যথা কথিত) তোমাকে হইয়া থাকিল। সমস্ত সাধন। এইরূপে আমি তোমাকে

ইতি শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে অষ্টমস্কন্ধে বিষ্ণুভাগবতমন্বন্তরানুচরিতবর্ণনং নাম সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

ভোগের প্রেরক ইন্দ্রের সপ্তর্ষিগণ, নারায়ণ ও বিষ্ণুদেব বিষ্ণুরূপে বর্ণনা করিলেন। পুরন্দর তুষ্টি লাভ করিয়া তুষ্টি লাভ করেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯১-৯৩

শ্রীসূতজি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণব মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে অষ্টমস্কন্ধে বিষ্ণুভাগবত মন্বন্তরের অনুচরিত বর্ণনা নামক একোনত্রিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ

[অষ্টমস্কন্ধ বামনাবতারবর্ণনম্]

নারদ উবাচ।

ইত্থেন্দ্রমনুশংসন্তং হরিরূপো জগাদ বিভূ।
তেজসা বিষ্ণুরূপেণ সংস্তুতঃ স্তোতুমর্হসি ॥ ১
বিস্তরিষ্যে যথাবিত্ত ক্রতুঃ তৎপরমাদ্ভুতম্।
ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভির্বিষ্ণুভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ২
অথাসৌ স্তোতুমারেভে বাসুদেবপরং স্তবম্।
ত্রৈলোক্যনাথস্তবনং মহাপুরুষগোচরম্ ॥ ৩
বিশ্বেশ্বরস্তু সর্বেষাং ভূতানাং জন্মসম্ভব
বিনিষ্ঠাসো যুগান্তেষু নারায়ণপরো হরিঃ ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

মহাপুরুষসংজ্ঞান্তে ধারণং পুরু নারদ।

সোমঃ সর্বপুরাণেষু বেদেষু চ পুরুষিদ্ ॥ ৫
ধারণং সর্বভূতানাং ধারণং সর্বসম্পদাম্।
ধারণং বিদ্যানাঞ্চৈব তস্মাদ্ ধারণমুচ্যতে ॥ ৬
মহাপুরুষস্য চরিতং সর্বকল্মষনাশনম্।
তথা যোগস্যচৈব চতুর্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৭
পুরু তাস্ত প্রথমকাহরিরিত্যেতা পুরাভবম্।
ধারণা পালনঞ্চাপি পুনা তস্যেতি পুরুষম্ ॥ ৮
একশ্চৈব মহেন্দ্রশ্চ পুরুষশ্চেতি যোঃ ধ্বনী।
ধারণাসম্পদাযুক্তঃ স্তোমো ধারয়িতাস্মৃতঃ ॥ ৯

বিংশতিতম অধ্যায়

[অষ্টমস্কন্ধ বামনাবতার বর্ণনম্]

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি শ্রীহরির মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া, ভেজ ও বিক্রমের শ্রীহরির তুল্য, আমার আশা পূর্ণ করিয়া আমায় প্রীত করিয়াছেন ॥ ১

বিষ্ণুভাগবত মন্বন্তরের যে সকলে বিষ্ণু হইয়াছিল, সেই পরমাদ্ভুত বিষ্ণুভাগবত আমি বিস্তার করিয়া বলিতেছি আপনারা মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২

তখন ভগবান্ নারায়ণ। এখন আমি আপনার সম্মুখে ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নারায়ণের মুখে যাহাতে ভেজ ও শ্রী স্থাপিত হয় সেই ত্রৈলোক্যনাথ বিষ্ণুর স্তব করিতেছি ॥ ৩-৪

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—নারদ। আমার মহিমুখ পরমাত্মার নাম প্রথম হয়। ইহা সকল পুরাণে সোম: সর্বপুরাণেষু বেদেষু চ পুরুষিদ্ ॥ ৫

ইহা সর্বভূতের ধারণের কারণ, সর্বসম্পদের কারণ, বিদ্যাসমূহের ধারণকারী, যোগীর ও পালনকারণ ॥ ৬

ইহা মহাপুরুষের চরিতের মহিমা, সর্বপাপনাশনের মূলকারণ, মুক্তিদান, যোগসাধন এবং চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়ক ॥ ৭

তখন। আমি এখন সেই পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ইহা পাপ-হরণ যোগসাধন মূলাধার। পূর্বে আমি নিজ মুখে মুখ হইতে এই মূলাধার বলিয়াছি ॥ ৮

পূর্বে একদিন মহাপুরুষ মনে ইচ্ছা করিয়া ইহা ভগবান্ সর্বভূতাত্মার পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯

তত্রৈকেঽবিরতস্থানে পুণ্যারামে মনোরমে ।
অহীব দুর্গমেঽরণ্যে সর্বতঃপরিবেষ্টিতে । ১৮

প্রবয়স্কনিরূঢ়েন পুংশ্চোলিনকরক্ষসা ।
পুনতি পুণ্যদৃষ্টীয়ানুদা পুরতঃকৃতে । ১৯

তরুণী নবযুগ্মেন চক্রেণোরোঽবলম্বিনা ।
পুরতঃস্থবিলাসেন কামকামুকচারিণী । ২০

ইক্ষুযষ্টীমিবোদ্বীক্ষ্য ক্রীড়ন্তীং নবযৌবনম্ ।
একাকিনীমূরুবলং সোঽযোধনরসোদয়াৎ । ২১

সুশ্রোণীং সুতনূং শ্যামাং বিম্বাধরসুজোক্ষণাম্ ।
বৃহচ্ছিখরবক্ষোরুং ঘনেক্ষুলতিকামিব । ২২

নখিরাঙ্গনখচ্ছায়াং নতদৃষ্টিং ব্রতে স্থিতাম্ ।
বিস্রব্ধাং ভবতীং দৃষ্ট্বা মানসী মানসোদিতাম্ । ২৩

বহ্নিদগ্ধাগুরুবহাং ধূম্রপূরপরিপ্লুতাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুভা দাহৈ নিন্দুরিন্দুবিভাননাম্ । ২৪

শ্রীমদাংশদবিনিষ্পৈরকজ্জলস্নপনোজ্জ্বলাম্ ।
দধিদুগ্ধসুধাক্ষৌদ্র গুড়ফলবিরাজিতাম্ । ২৫

অন্নাদ্যরসং সুরভ্রীণাং পত্রতাম্বিবিরাজিতম্ ।
সুধয়া বহিকারাণাং স্তনমুক্তং বিভ্রতীম্ । ২৬

সর্বশোভাসমাহারাং সুধয়া সুরযোষিতাম্ ।
প্রোদ্যদ্বিভাকং দেবানাং পঙ্ক্তাং বহুমপায়িনীম্ । ২৭

বয়াংস্যরসাং ঘনাং মহতীবদ্বিরোহণাম্ ।
তরুণপরতীং পাত্রাং মুনিমানসমাহিনীম্ । ২৮

দৃষ্ট্বা ভাবয়িষেণ যাং তৎকটাক্ষেণ পীড়িতঃ ।
ইন্দ্রোঽতীত্রিয়তাপন্নাং প্রবক্তুমুপচক্রমে । ২৯

ইন্দ্র উবাচ ।

ক নন্বসি বরারোহে ত্বাদৃগাসি মনোরমে ।
নয়া দৃষ্টাসি সুতিরং কং ত্রিলোকেঽসি তদ্বদ । ২৯

তদাবেদয়কর্তাং ত্বাং ত্বা যাতিতরস্তরুঃ ।
নন্বতরং সুরক্তস্য তাবন্তাং নয়াসি ৬ । ২০

সেই পুণ্যতমা নদীর তীরে অতি নির্জন স্থানে, অতীব দুর্গম অরণ্যে, সর্বদিকে তরুবলিতে, প্রবয়া অভিসারকে, পুরস্থাকিংশুকে দ্বারদেশে, পুরস্থাক পুষ্পসম্পৃক্ত বায়ু দ্বারা সুরভীকৃতে, তরুণীর পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করত ইন্দ্র সেই ভাবেই ইন্দ্রাণীকে দর্শন করিলেন। সেই ইন্দ্রা অকালে মুনির সন্নিকটের প্রতি অনুরাগবশে অভিলাষিণী ও কামদেবের প্রতি অনুরাগিণী ছিল । ১৩-১৭

ইন্দ্রা সেই সময় ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়া ভাবনা করিতে করিতে কামদেবের প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া ইন্দ্রাণীরই একাকিনীই তাদৃশবনের মূল অভিমুখে গমন করিতেছিল । ১৩

কুরোণী—উত্তম তরুণবন শোভিতা, শোভন বস্ত্রযুক্তা, শ্যামা—পূর্ণ যৌবনবতী, বিকচ-নবীন ফুল্লিত আম্রতরুসদৃশী, দৃঢ় নিতম্ব (তরুণ বয়সের) ভারে পীড়িতা, বরতাম্রবর্ণা নীরবাসিনী, ঈষৎ রাগবতী, পাতলাঞ্চলবসনা, ঈষদ্বিকুঞ্চিতকেশ-শোভিতা, তরুণীভারবাহিনী, রসবতী, বালকীবালসমাহিতা, বহ্নিদগ্ধগুরুবহ্নিবিভা, ঘনসম কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃতিতা, কস্তূরী বিন্দুর সহিত নিন্দুরিন্দু-পরিমাননিভা, নীলোৎপলবিনিন্দিত কজ্জলময় একটী রেখা-

যুক্ত উজ্জ্বল লোচনযুগিতা, মণির মুকুলময় দ্বারা বক্ষঃস্থল বিভূষিতা ; অতিশয় উন্নত, দৃঢ়পীন, পরস্পরে আশ্লিষ্ট এবং মণিমণ্ডিত মুকুলে ভূষণধারিণী, সর্বদিক শোভাশালী বেশভূষায় বিভূষিতা, সুরভা—পরম সৌভাগ্যবতী, সুরতে উদ্যতা, বেশধারণ প্রায় অবলম্বিতা প্রিয়া, ভদ্রা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্না, ভদ্রক ধারিণী, ভদ্রতাপ্রিয়তার মূল প্রদাতা, অতীব রূপবতী, বিরাজমানা, তরুণী, তরুণী-পাত্রা, মুনি-মানসমোহিনী সেই অতিশয় বেশভূষায় বিভূষিতা রমণীকে দেখিয়া এবং তাহার মনঃকষ্টদাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্র ইন্দ্রিয়বর্গের অবাধ তপনতাপনতা হইতে ভয় করিয়া মনির আশ্রম করিলেন । ১৮-২১

ইন্দ্র উবাচ—বরারোহে। কোথায় যাইতেছ ? মনোরমে। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? বরারোহে ! তুমি আজ আমি তোমাকে দেখিলাম। এখন কে তোমার বিরহতাপ হইতেছে ? ২২

সংবাদবতোক্তাদের দূত তোমার ভদ্রা তাহিয়া তোমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আসিয়াছি। আমি সদা তোমার অনুগত, অন্য কোনও প্রকারে আমি চিন্তাই করি না । ২৩

পুরাবিত্তলাভী যঃ কিমিচ্ছেৎ পরিণা ভবম্।
পরা যেনোজ্ঝিতা পূর্বা পরভাবী ন চেৎপরম্ ॥ ২৪
পুরাবী ন পুরাবিত্তং দুরাবী ন ভবারিণম্।
পুরস্থিপুরুষাণাং যো ন চাত্মরহস্যবিৎ ॥ ২৫
ন চ ধর্মী নরঃ যোগং পুরুষাণী মনোরোধনম্
পণ্ডিতৈঃ সহ সংবাদী যোগং কাপিলীমিচ্ছতি ॥ ২৬
বিবাহ ইত্যুচ্যতে কোঽপীচ্ছোদ্বাহং দুষ্টম্।
যাবদ্ধি দম্পতিত্বং যো দুষ্টা বস্তুমিচ্ছতি।
বিবাহ যদ্যঃ যো বিদ্বো নরীমন্তাক্ষ বাঞ্ছতি ॥ ২৭
যোক্ত্রিয়োপেক্ষিতেরিয়ং যদ্ধবেদ যোগবৈঃ
যদ্যঃ প্রাপ্তিরিত্যাদ্য ভীবিদ্ধ পুরুষিদঃ ॥ ২৮

ইতোবমুক্ত্বা ভগবানবলুপ্ত সংবেদনঃ।
ন্যাযমুক্ত্বা পুরস্তস্থৌ যথাপ্তে নারদ ॥ ২৯
অথ, তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাপুরাণলোমুনা
অবাঙ্মনসগম্যস্য পুরুষস্যাভিবিস্তরা ॥ ৫০
যোগাবতরণং কৃৎস্নং তত্ত্বোপবর্ণনৈর্যুতম্
স ন্যায়াহবিবাদোক্তং প্রবরং যত্ত যোগবম্ ॥ ৫১
বিদ্বা সাংখ্য পুরুষুরং পরিষ্টঃ কোমলং স্থিরম্
পুরুষাবতরীতত্ত প্রবক্ষ্যে পুরাক্রমে ॥ ৫২

ইত্যোঘাচ।

যাজ্ঞাপি যাজ্ঞিতঃ যত্র প্রেম্ন যত্র কিং ফলম্
যাবৎ সম্ভোষজননী দুর্বাসাঃ দুষ্টমিশ্রিতা ॥ ৫৩

ভাবার্থ। যে ব্যক্তি পুরাবিত্ত লাভার্থী, সে কি পরিণাম হয় বলিয়া করে? [পরবর্তী জন্মের আশ্রয় ভোগের জন্য যে এই শরীরাদি, তাহাকে ইংরেজিতে (বাসনা) বলা হয়। ২৪

পুরাবী পুরুষ পুরা ভোগের করে না। দুরাবী আবিল জল (ঘোলা জল) পান করিতে ইচ্ছুক হয় না। যে ব্যক্তি পুরস্থিত পুরুষগণের গমন করে, সেই ব্যক্তি কখনও আত্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে পারে না। ২৫

যে ব্যক্তি ধর্মবান্, সেই ব্যক্তি অবশ্যই মনোনিরোধকারী হয় না। যে ব্যক্তি উপায়ের উপর ভোগ দুরাকাঙ্ক্ষা ভোগ করে, সেই ব্যক্তি কখনও অনুপায়ের বিষয়ই ভোগ ভোজন করিতে ইচ্ছা করে না। যে ব্যক্তি পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিয়া সৎসঙ্গলাভের অনুকূল সম্বাদাদি ভোগ করে, সেই ব্যক্তি কখনও তাদৃশ-সম্বাদের বর্জনীয় সহিবাসে বাস করিতে ইচ্ছুক হয় না। ২৬

ভোগের ব্যক্তি কি দুরাকাঙ্ক্ষা ভাব করিয়া ভোগাকাঙ্ক্ষা বাসনা করে? কামনানুবিদ্ধতা ভোগাকে আলিঙ্গন করিয়া ভোগ্য যুক্ত পর্যন্ত আর কখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? যে পর্যন্ত বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তি কি কখনও ভাব করিয়া কখন কাহাকে ভালবাসা করিতে পারে? ২৭

যে প্রাণিগণ বিষয়ের ভোগজন্য ইন্দ্রিয়সুখ অভিলাষিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ভোগিত জগৎবর্তমান ইন্দ্রিয়সুখতা বহন করিয়া করিয়া থাকে। ২৮

ভাবার্থ। এই জন্য ঈশ্বরাদ্ ইন্দ্র ভগবান্ ইহাকে অবলম্বন করে তাহাদিগের ইহা সেই ভগবান সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ২৯

ইন্দ্র ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করত মহাপুরাণের লোমুনা হইয়া পুরুষাভিজ্ঞানের মূল আরম্ভ করিয়া বলা করিতে লাগিলেন। ৫০

ইন্দ্রিয়াতীতস্বরূপে একাগ্র নিবেশ করিয়া এবং অবলম্বন ও উপযুক্ত বর্ণন করাইয়া: ইহা কামাদিতে দুরাকাঙ্ক্ষা-যুক্ত চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহা ইচ্ছা ইচ্ছা (বিবেকশূন্য) অবলম্বন করিল। ৫১

তাহাদের ইহা নিত্য (শুদ্ধ), অবয় সাধারণ, সুসূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয়— অবাঙ্মনসগম্য, কোমল, স্থির এবং পুরুষের অধীনস্থ করিবার পক্ষে যৌগবল এই ভাষা বলিতে আরম্ভ করিল। ৫২

ইতি বলিল,—আমার অভিলাষিত অর্থাৎ যিনি যাচিত যাচ্ঞা করেন, সেই স্থানে আমি যাইতেছি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তোমার কি ফল হইবে? যে দুর্বাসা দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ বিষয় ও বাসনাযুক্ত ভগ্ন ভগবান্ পুরুষ সম্বন্ধ ভাবন করে, তাহাদিগকে আমি সহজই করি না। (এই শ্লোকের শেষ চরণে পাঠান্তর দেখা যায়—"দুর্বাসা দুষ্টমিশ্রিতা"। ইহার ভাবার্থ - যাহারা দুষ্ট, তাহাদের মিশ্রিত দুষ্টিসমন্বিতাকারী অর্থাৎ যতক্ষণ তাহাদের মধ্যে দুষ্টি মিশ্রিত থাকে, ততক্ষণ মিশ্রিত ; তোমের অ-ভাব হইলেই আর মিশ্রিত থাকে না, সেই দুষ্টিশূন্যকে আমি সহজই করি না)। ৫৩

যথা মধুকরো লোকাৎ সর্বপুষ্পাণ্যবেক্ষতে ।
আত্মনঃ সদৃশং পুষ্পং ন তত্র বিরতিং ব্রজেৎ ॥ ৪৪
তথৈব সম্পটঃ পুমান্ স্ত্রীষু স্ত্রৈরেষু সর্বদা ।
ন বিরজ্যেত কামেষু যাবজ্জীবং বিচক্ষণঃ ॥ ৪৫
সুপুরুষলক্ষণং স্ত্রীণাং যথা শাস্ত্রেষু ভাষিতম্
সম্পটঃ কামতন্ত্রজ্ঞঃ কথয়ামি নিশাময় ॥ ৪৬
অকার্যানুষ্ঠানযুক্তং যাবজ্জীবং যমপ্রত্যেজনম্
বিধিঃ কার্যানুরোধেন যথা কালে ব্রজামহম্ ॥ ৪৭
যাবদ্ধাতো ভোগশক্তিঃ তাবদ্ যাবামি ভোগিনি ।
ওজাহীনে চ ভোগাশ্চ যান্তি জন্মান্তরং পুনঃ ॥ ৪৮
ইতি যোষাসাধারণ্যেনাপি কামিনীনাং বাঞ্ছিতং
পুমাংসং রসিকং শান্তং বাঞ্ছন্তি রসিকাঃ পুমাংসঃ ॥ ৪৯

যেরূপ মধুকর (ভ্রমর) লোকসমূহ যতক্ষণ নিজের অভিমত মধুসিদ্ধি হইতে থাকে, ততক্ষণই সকল পুষ্পে ভ্রমণ করে, সেইরূপ রসজ্ঞ ব্যক্তি সম্পূর্ণ পুরুষ যতক্ষণ নিজের অভিমত ধর্ম সিদ্ধি হইতে থাকে, ততক্ষণই তথায় অবস্থান করে ; তাহাতে সে কখনও মধু অন্বেষণে বিরত হইতে পারে। যেরূপ বায়ু কোথাও আবদ্ধ থাকে না, সেইরূপ এই সম্পট পুরুষও কোথাও আবদ্ধ হয় না। সে যেরূপে হউক পারে, সেইরূপে কৌশল হয় আচরণ করে। ৪৩-৪৪

যেরূপ পদ্মের মুখের অগ্র, সেইরূপ মৃদুমুখ স্ত্রীজনের অগ্র ; কিন্তু তাহা যেমন মুখের পদ্মের ন্যায় ভাসিয়া উঠিয়া যায়, তদনুরূপভাবে মুখের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ রাখে না, সেইরূপ সম্পটী পুরুষও কার্যের ন্যায় তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে। ৪৫

যেরূপ অগ্নি নিজের কার্য সিদ্ধির জন্যই তাহাতে প্রয়োজন হয় অবস্থান করে, সেইরূপ সম্পটী পুরুষও যতক্ষণ না নিজের কার্যোদ্ধার হয়, ততক্ষণই তাহাদের প্রয়োজন অনুরূপ করিয়া ইচ্ছিত সময় বাস করে। ৪৬

যেরূপ অন্যান্য (অন্যান্য) যতক্ষণ জল থাকে, ততক্ষণই তাহাতে তথায় বাস করে ; কিন্তু যখন সেই তড়াগের জল শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সেই অভিমত জলাশয়ে পুনরায় তথায় গমন করিয়া বাস সেইরূপ এই সম্পটী পুরুষও যতক্ষণ নিজের প্রয়োজন ভোগ করে ততক্ষণই বাস করে, তারপরই পলাইয়া যায়। ৪৭

যুবাপি রসিকঃ শান্তঃ সুবেশঃ সুখদঃ প্রিয়ঃ ।
ধনিনঃ ধনিনং শান্তঃ কামিনী ন ত্যজেৎ ॥ ৪৮
ধনীনং ভোগিনং বৃদ্ধং ধনিনাঞ্চিনীকরম্
অন্যাভাবনিজ্ঞঞ্চ নৈব বাঞ্ছন্তি ভোগিনঃ ॥ ৪৯
কা নূনং ন চ বাঞ্ছন্তি যানেযং গুণসাগরম্ ।
তথাপ্যকামিনীং দাসীং মূঢ়ায়ৈব যথাপুরম্ ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা সহিতা সা চ তং পপৌ যত্নতঃ সুধা
কামাগ্নিনষ্টা বিমলাত্মা তাপৌ সখীপতঃ ॥ ৫১
জ্ঞাত্বা তাবং অকার্যাণাং অকরণাত্রিবারকঃ ।
গৃহীত্বা তাং পুনস্তত্র বিবাহং তথা মহ ॥ ৫২
সংস্থা রহসি প্রৌঢ়ায় নাত্বা পুত্রবরে বরাম্
পঞ্চবিংশতিঃ শ্লোকৈঃ চক্রুঃ তুষ্টিকরস্তবং ॥ ৫৩

তুমি যেরূপের ন্যায় সুন্দরী কামিনীদিগের বাঞ্ছিত বস্তু ; তাহা, যে রসিক ধনিকা, তাহারা নিজেদের সুখের জন্য সদা রসিক পুরুষেরই কামনা করিয়া থাকে। ৪৯

কামিনীমাত্রই যুবক, ধনিক, শান্ত, সুবেশ, সুখদ, প্রিয়বাদী, ধনী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভিন্ন ভাব (পতি) লাভ করিতে ইচ্ছা করে। ৫০

যে পুরুষ ধনশালী, ভোগসক্ত, বৃদ্ধ, প্রতিপত্তিশীল, অন্যান্য ও অধিক—অধিকতর, সেই পুরুষকে স্ত্রীগণ কামনা করে না। ৫১

যে এমন মূর্খা নারী আছে যে, এরূপ গুণসাগর ভোগকে কামনা করিবে না ? তবে তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী দাসী, তুমি এখন এখানে আমাকে যথা-সুখে গ্রহণ কর। ৫২

এইরূপ বলিয়া দৈব বাক্য শুনিয়া তাহা যত্নসহকারে তাঁহাকে যেন পান করিতে লাগিল ; সেই সময় তাহা কামাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় সখী পতিব্রতার তরফ বিমল সখীপতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৩

তখনকার্যনিষেধক দৈব তাহাদিগকে তাহার মনোযোগ হইয়া আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করত পুনরায় বিবাহ তাহার সহিত বিবাহ করিতে লাগিলেন। ৫৪

অনন্তর নির্জনে সখী তাহা উহাকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রৌঢ়া, সতী, সুতনু, সর্বাঙ্গ-সুন্দরী তরুণী এই ও অবস্থানকারিণী এক শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৫

নানাপ্রকারসুগন্ধাঢ্যং বিশল্যীতাদিকং ক্রমে।
চন্দনং আনয়ে তত্রৈব পূজায়ৈ মূর্তিসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬
যৌ তালাদিতরিযৌ যা বৃন্দবাকে বিরাজিতম্।
পত্রবল্লসমন্বিতৌ চ কাবেরৌ আনয়ন্তিতৌ ॥ ৪৭
ন চ কৃত্বা ফলে ক্রীড়াং তত্রা নয় সুরেশ্বরঃ
ইতো ভগবিরোধার্থং পুষ্পমাত্রমবীক্ষিতম্ ॥ ৪৮
ন চৈবাত্র ভগক্রীড়াং তত্রা নয় তথা দ্রুবা।
তথাত্র ফলে ফলাস্বাদো বিরুদ্ধাত পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
এবমিন্দ্রস্য যেন বর্ত্মনা মুনিপুঙ্গবঃ।
মনিষ্যতা যাতি দুর্বাসা বৈকুণ্ঠ-ভবনান্তরে ॥ ৫০
তত পুষ্পং মুনীন্দ্রেণ যেনেন্দ্রঃ তত্তমানয়ৎ।
নরায়ণো নমস্য তদো তত্রৈব ন চাগিতঃ ॥ ৫১
পারিজাতপ্রসূনং যদ্যদ্যং নারায়ণেন বৈ
তত্র ভক্তঃ সমেতায় মুনীন্দ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৫২

দত্তা পুষ্পং মহাত্মানা তদুবাচ কৃপানিধিঃ।
যাহাদ্যং তত্ত্ব ত্বমিতিপূর্বং মুনিসত্তম ॥ ৫৩

দুর্বাসা উবাচ।

সর্বসিদ্ধিকরং পুষ্পং নারায়ণসমর্পিতম্।
মূর্ধ্নীঃ যত্ত দেবেন্দ্র তাত্তত্রৈব নমিতঃ ॥ ৫৪
পুনঃ পুজ্য চ মর্ত্যৈঃ দেবানামগ্রতঃ স্থিতে।
তত্ত্বাদেব মহালক্ষ্মীঃ তথাতি মহাপি যম্ ॥ ৫৫
তাদেব ভোক্ষ্যসে মূঢ়ো বিরুদ্ধেন মনসা চ।
সর্বদেবাধিকঃ শ্রীমান্ ত্রিভুবন-পরাক্রমঃ ॥ ৫৬
তত্ত্বা মূর্ধি ন মুহ্যতি যোগমায়াবশেন পাত্রঃ।
ত্রৈলোক্যস্য তথৈবেব ন শ্রীঃ যত্তাতিষ্ঠতি ॥ ৫৭
ইন্দ্রস্তু পত্রবাসন্ত তত্রায় সত্তরালয়ম্।
শক্রো ত্রস্তাত্মিকে পুনঃ সংস্থাপ্য সত্তরম্ভকে ॥ ৫৮
শক্রঃ শ্রীমান্ দৃষ্টা মা তত্রায় সুরালয়ম্।
পুনর্নী যোগমায়াত্মস্তো ব্রাসঃ চকম্পাত্রো ॥ ৫৯

মুনে। তাহাতেই ইন্দ্র সেই সময় বিশল্যীতাদি দ্রব্য আনয়নের পূজার করিতে পারিলেন; কারণ, ইন্দ্র সেই তাবানে মুক্তিলাভ পূজার-সমর্থ ছিলেন ॥ ৪৬

ঈশ্বরের উদ্দেশে এরূপ তাবানন্দ ছিলেন যে, তিনি তিনি তাহার সেবার যোগ্য ছিলেন না। ঈশ্বরাধীনের বিরুদ্ধ পাশ্চাত্যের ঈশ্বর করিতে তাবনীয়ত হইয়া তাবনুক হইয়াছিলেন ॥ ৫৭

দেবরাজ ইন্দ্র তথায় সহিত তত্ত্বাক্ষেপ করিয়া তত্ত্ব-বিহার করিবার তথা পুষ্পমাত্র লইয়া তথায় গমন করিলেন ॥ ৫৮

ইন্দ্র নারায়ণ বিষ্ণুলাভ তাহার সহিত তত্ত্বাক্ষেপ করিলেন। তাহার পর তিনি তথা হইতে তথা হইতে আসিলেন—এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিহার করিতে থাকিলেন ॥ ৫৯

এই সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা বিষ্ণুর সেই পথ ধরিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে নিজস্থানে গমন করিতে ছিলেন ॥ ৬০

দেবরাজ ইন্দ্র সেই মুনীন্দ্র দুর্বাসাকে দেখিয়া মনে মনে তাবিতে লাগিলেন এবং পরে সত্তরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তত্ত্ব মুনিবরকে প্রণাম করিলেন। তখন মহামি দুর্বাসা তাঁহাকে আশীর্বাদ প্রদান করিলেন ॥ ৬১

তথাপি শ্রীমদাভাব তাহাকে যে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মুনিবাজ দুর্বাসা সেই পারিজাত পুষ্প দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৬২

মুনিসত্তম মহাতাপ কৃপানাধার দুর্বাসা সেই পুষ্প প্রদান করিয়া সেই পুষ্পের যাহা কিছু অনুজ্ঞা তাহাকে, তথাসত্তা বলিয়া করিলেন ॥ ৬৩

দুর্বাসা বলিলেন,—যে দেবেন্দ্র। যাহাতাত্ত্ব নিবন্ধের সর্বসিদ্ধিকারী এই পারিজাত পুষ্প তাঁহার মস্তকে থাকে, তাঁহার সম্মুখে তয় নাই ॥ ৬৪

সমস্ত দেবতাদের মধ্যে যাহার পূজা হইবে, যিনি তত্ত্বাধারী দেবতা হইবেন এবং তত্ত্ব মহালক্ষ্মী তাঁহাকে তাহার যাহা অনুসরণ করেন, তখনও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান না ॥ ৬৫

তিনি তাগ, দেষ, বুদ্ধি, বিদ্বেষ এবং মনে সমস্ত দেবতা হইতে অধিক হইবেন ও শ্রীমান্ ত্রিভুবন পরাক্রমশালী হইবেন ॥ ৬৬

কিন্তু যে পাপ মতি মহাত্মাতাপ: শ্রীহীন এই নৈবেদ্য তথায় নির্মাল্য পুষ্প তাঁহাতাত্ত্বের মস্তক ধারণ না করিবে, সেই মতি তত্ত্বাধিকারের সহিত শ্রীহীন হইয়া যায় ॥ ৬৭

বিদ্বেষ তথন-তথন যাহা দুর্বাসা বিষ্ণুর এই তথা তাবিয়া পত্রত-তথনে গমন করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র

[illegible]
[illegible] । ৬০
[illegible]
[illegible] । ৬১
[illegible]
[illegible] । ৬২

[illegible] । ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণপতিখণ্ডে [illegible] বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

[illegible] । ৫৮-৫৯

[illegible] । ৬০

[illegible] । ৬১

[illegible] । ৬২

[illegible] । ৬৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

([illegible])

নারদ উবাচ ।

[illegible]
[illegible] । ১
[illegible]
[illegible] । ২

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

[illegible]
[illegible] । ৩
[illegible]
[illegible] । ৪
[illegible]
[illegible] । ৫
[illegible]

একবিংশতিতম অধ্যায়

([illegible])

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো। [illegible] । ১-২

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,— [illegible] । ৩

[illegible] । ৪

[illegible] । ৫

তুষ্টাব বেদবিদিনা তোত্রেণ হরিমব্যয়ম্‌ । ২
প্রবৃত্তিঃ তবরাহস্য বাক্‌পতিস্তং প্রজাপতিম্‌
ইত্যা ব্রহ্মা সমস্তস্তু প্রবক্ষ্যামস্তবং হরে । ৩

ব্রহ্মোবাচ

যজ্ঞপ্রোক্তোঽসি বেদেন সত্যং যজ্ঞস্ত্বয়ি স্থিতা যতস্‌
সত্যেনাথ দহীতর্ত্তা পাহ্যস্মাংলোকপূজিত নমঃ । ৪

যৌবনস্থাতিশয়েন তথাঙ্গঃ সুরসাময়ি
পুনর্জ্জাতিহীনস্ত্বং পাহ্যস্মাংহরিলোকপূঃ । ৫

যং পাহ্যস্মান্‌ নিরন্তস্ত শ্রীর্না কুতো যশঃ ।
ন চ বিদ্মঃ পাপমুক্তং তথা দর্শয়তান্তু চ । ৬

হৈরেবঃ শ্রীবরাহস্য শক্তঃ দুর্বাসসা চ যে
গজমুক্তি যথা প্রাপ্তঃ শক্রো বজ্রেণমা । ৭

ক্ষ যা ইন্দ্রা মহাতোয়া ত্বামুনা ত্বং ত্রিয়া হতঃ
পদ্মা ত্বাক্তা মহিন্দ্রাবন্তা ত্বক্তঃ অপেন মা । ৮
বেদঃ সশ্রীকমিত্যন্তী নিত্যেঃ ন চ ত্বক্তমা ।
নমঃ নমঃ প্রাণেবন্তী পরিনিন্দা পুরাতনম । ৯
যজ্ঞস্তঃ তথাক্তং যজ্ঞ নিস্পাঃ ত্ব নিবর্ত্তনে ।
তত্ত্ব নারায়ণঃ তুক্তা পরাত্মা প্র ত্রিবেত্তবে । ১০
ইত্যুক্ত্বা তং তথাস্ত্রেঃ তোত্রেক নরঃ নরো ।
নারায়ণস্ত মুক্তং নারায়ণ-পরায়ণঃ । ১১
ন তৈঃ মার্গেক তত্তপা তত্তপে মহদীপিতম্‌ ।
দুর্বাসা নরঃ যেন তুষ্টাব পুরুষে পরিম্‌ । ১২
বর্ষেবন্তঃ নিরাহারো ভাস্করে পুরাণে শুভে
নিবেদ্য কমলাকান্তং কমলাপ্রাপ্তিহেতবে । ১৩

ব্রহ্মলোকে যখন এই বেদবাক্য বৈরূপ ও তত্ত্ব ঋষিগণের বেদপাঠের সহিত ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তাহার অভিপ্রায়ক্রমে বেদবিদিত তোত্রের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন। ১

তখনকার ঋষিগণের সেই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া সমস্তরূপ অবিলম্ব স্তবারম্ভ করিলেন। ২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে যজ্ঞ! তুমি আমার প্রোক্ত (তথায় পূজ্য মহীয়ি, মহীয়ির মুখ তথায় এবং তথাকথিত পূজ্য এই হেতু, এই স্থানে হেতু ব্রহ্মার প্রোক্তই)। শ্রীর (অর্থাৎ) যাহা নিত্যরূপ ঐশ্বর্যশালিনী এবং পদ্মাসনা পত্নী সতি, তথাপি তুমি সর্বদা পত্নী-ত্যাগ করিয়া থাক। ৩

পূর্বে তোমাদের অভিপ্রায়ে (এই তোত্র তথাকথিত, ইহাতে ঈশ্বরপ্রসাদ, যজ্ঞাবতারের) স্তুতি করায় তোমার ইহাকে অভিপ্রায় নিরাকরণ—'তোমার অন্তে সমস্ত তত্ত্ব-ক্রিয়া হউক'। পরে এই স্তব তথা সমস্ত তোমাতে পরিসমাপ্ত হয় এবং তথাবধি ইহা 'সমাপ্তোপায়' নামে অভিহিত হয়।) তুমি বেদসমূহকে 'তথাস্ত' বলিয়াছিলে। সেই তুমি পুনরায় তথাকথিত হইয়া পত্নী-ত্যাগ উপায় তথায় স্তুত হইয়াছ—তাহাতে। ৪

যে ব্যক্তি পত্নী-ত্যাগকে তাহার, তাহার শ্রী (তথাকথিত) এবং যশ তোমা হইতে হইবে? সেই পাপী ব্যক্তি যথা তথায় তথাকথিত নিবারিত হয়। ৫

যদি দুর্বাসা তোমাকে শ্রীবরাহ (অর্থাৎ শ্রীবরাহের নিকটে নিবেদিত নির্মাল্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রণাম করে, কিন্তু তোমার ভিন্ন ইহার দ্বারা তাহাকে ইহার সেই নির্মাল্যের তথায় অনুধাবন করিতে পারে যাই বলিয়া তুমি ইন্দ্রকে যজ্ঞে তাহিয়া দিলে। ৬

তোমার আর সেই সর্বতোভাবে (স্তোত্র দ্বারা। আর সমস্তকেই ইহা তুমি তথা তোমার। যে তাহাকে পত্নী (লক্ষ্মী) তোমাকে তাহা করিয়া নিয়াছেন, সেই তাহাকে ইহাতে তথাকথিত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া নিয়াছে। ৭

যে যাহা বেদ্য, যে তথাকথিত পূজ্যরূপে তাহাকে তথা, তথাকথিত পূজ্যরূপে তথা। বেদ্য সর্ব ইহাকে, যে কেবল যে যে পূজ্যরূপে তাহাকে তথা তাহা পূজ্যরূপে পূজ্যরূপে নিত্য তথা। ৮

তথা। যাহা ইহাকে নিত্যরূপে, তাহা নিত্যরূপে; যাহা নিত্যরূপে, তাহা নিত্যরূপেই। তাহাকে তথাকথিত নিত্য হয় না তথাকথিত তোমার তাহাকে তাহাকে তথাকথিত হয় না। তুমি তথাকথিত সমস্তকে তাহা করিয়া নিত্যরূপে তথাকথিত নারায়ণের তথাকথিত। ৯

এই তথা বলিয়া নারায়ণপরায়ণ ব্রহ্মা ইহাকে তথাকথিত নারায়ণের তোত্র, তথাকথিত তথা তথাকথিত করিলেন। ১০

তারপর ইন্দ্র যেই তোত্রের তথা তত্ত্ব তথাকথিত সহিত তথাকথিত তথা তথাকথিত তথাকথিত পূজ্যরূপে তথাকথিত

আবির্ভূয় ষষ্ঠিদেবৈ [illegible] বভূব হ।
[illegible] স্তবৈ [illegible] ॥ ১৮
[illegible] বৈকুণ্ঠং [illegible] ॥
তৃতীয় [illegible] প্রাণ [illegible] ॥ ১৯

পূর্ব্বে [illegible] করিতে [illegible] ॥ ১৮

[illegible] ॥ ১৯

তিনি [illegible] আবির্ভূত হইলেন [illegible] ॥

[illegible] ॥
[illegible] ॥ ২০
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-
সংবাদে [illegible]
[illegible]তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

এই [illegible] ॥ ১৮-১৯

[illegible] ॥ ২০

শ্রীব্যাস [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible] ৯ [illegible]]

নারদ উবাচ ।
আবির্ভূয় ষষ্ঠিদেবৈ কিং [illegible] বদ ।
[illegible] ॥ ১
শ্রীনারায়ণ উবাচ
[illegible]
আবির্ভূয় [illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪
শ্রীমধুসূদন উবাচ ।
[illegible]
[illegible] ॥ ৫

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

([illegible])

নারদ বলিলেন,—হে [illegible] ॥ ১

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ ! [illegible] আবির্ভূত হইলেন ॥ ২

[illegible] বলিলেন,—[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

শ্রীমধুসূদন বলিলেন,—[illegible] ॥ ৫

ত্রয়ন্তে ৪ পূজা ধ্যান মন্ত্রান্তে চ জপমুক্তে।
যন্ত্রস্য তস্যাঃ জ্ঞেয়ঃ সর্বৈশ্বর্যপ্রদো বিধিঃ ॥ ৬
বহুনাত্রাবতঃ সর্বে সর্বৈশ্বর্যযুতা নরঃ।
সর্বৈশ্বর্যপ্রদস্যাস্য কথনস্য কিমিষ্যতে ॥ ৭
সত্যং ত্রিকালজ্ঞা দেবী যস্যাঃ পদ্মালয়া মুখ
নিঃসৃতো ভাবতত্ত্বার্থো বিশিষ্যতে ভোক্তিভিঃ ॥ ৮
বক্ষ্যে তস্যাঃ লোকঃ সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
মন্ত্রঃ পাতু মে পদ্মা কণ্ঠঃ পাতু হরিপ্রিয়া ॥ ৯
বাগিন্যাঃ পাতু মে পদ্মাং কমলা পাতু লোচনম্।
কেশান্ কেশবকান্তা চ কপালং কমলালয়া ॥ ১০
ত্রয়ন্তপ্রণবযুক্তঃ ত্রয়ং লক্ষ্মীপ্রিয়া সহা।
ঔঁ শ্রীঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা পূর্বং সমাহরেৎ ॥ ১১
ঔঁ শ্রীঃ পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা বক্ষঃ সমাহরেৎ।
পাতু শ্রীর্মম হস্তৌ মাহযুক্তঃ শ্রীঃ নমঃ ॥ ১২
ঔঁ হ্রীঃ শ্রীঃ লক্ষ্মৈ নমঃ পাদৌ পাতু মে সততং প্রিয়ম্
ঔঁ হ্রীঃ শ্রীঃ নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা পাতু নিতম্বকম্ ॥ ১৩
ঔঁ শ্রীঃ মহালক্ষ্মৈ স্বাহা সর্বাঙ্গং পাতু মে সদা।
ঔঁ হ্রীঃ শ্রীঁ হ্রীঃ মহালক্ষ্মৈ স্বাহা সদা পাতু সর্বতঃ ॥ ১৪
ইতি যে কথিতঃ মন্ত্রঃ সর্বসম্পৎকরঃ পরম্।
সর্বৈশ্বর্যপ্রদং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৫
ত্রিসন্ধ্যমেকবারং বা যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ
সর্বে বা সন্ধিষে বারে ন সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৬
মহালক্ষ্মীঃ মূর্তিঃ তস্য ন ত্যজতি কদাচন।
তস্য স্মরণমাত্রেণ যান্তি চ তস্মিন্ কথাচন ॥ ১৭
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যোঽচয়েল্লক্ষ্মীং সুমন্দধীঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমদ্ভৈরবে মহাপুরাণে লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্।

পুরাকালে কথন সমস্ত অমরাধিপ ইন্দ্র বারংবার পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া এই কবচ স্মরণ করিয়াছিলেন। যাহা ধারণ করিয়া ব্রহ্মা অসুরের জেতা ও সকল ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়াছিলেন। ৫

যাহা ধারণ করিয়া সকল মনুষ্য সর্ববিধ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিল। ইন্দ্র। সেই মহৈশ্বর্যপ্রদ এই কবচের কথা ব্রহ্মা, পদ্মভূ ভব, যাহা লক্ষ্মী দেবীর মুখে নিঃসৃত, ঐশ্বর্য ও ভবের বিষয় ভোগে প্রয়োগ হয় বলিয়া কথিত আছে। ৭-৮

যাহা ধারণ করিয়া সকল লোক সর্বত্র বিজয়ী হয়। সেই পদ্মা আমার মন্ত্রকে রক্ষা করুন এবং হরিপ্রিয়া আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। ৯

বাগ্বাদিনী আমার ললাটে রক্ষা করুন, কমলা আমার লোচন রক্ষা করুন, কেশবকান্তা আমার কেশসমূহ এবং কমলালয়া আমার কপাল রক্ষা করুন। ১০

ত্রয়ন্তপ্রণব (ওঁকার) আমার পূর্বতঃ এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া সহা আমার রক্ষা করুন। "ওঁ শ্রীঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" (পাঠান্তর "ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা") এই মন্ত্র সতত আমার পূর্ব দেশ রক্ষা করুন। ১১

"ওঁ শ্রীঃ পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সদা আমার বক্ষ রক্ষা করুন। 'শ্রীঃ' আমার মস্তক রক্ষা করুন এবং "শ্রীঃ নমঃ" এই মন্ত্র আমার বাহুযুগল রক্ষা করুন। ১২

"ওঁ হ্রীঃ শ্রীঃ লক্ষ্মৈ নমঃ পাদৌ পাতু মে সততং প্রিয়ম্" (পাঠান্তর—"ওঁ শ্রীঃ হ্রীঃ লক্ষ্মৈ নমঃ") এই মন্ত্র আমার পাদদ্বয় নিরন্তর রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঃ শ্রীঃ নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা" (পাঠান্তর—"ওঁ হ্রীঁ হ্রীঃ শ্রীঃ নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা") এই মন্ত্র আমার নিতম্ব রক্ষা করুন। ১৩

ওঁ শ্রীঃ মহালক্ষ্মৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঃ শ্রীঃ হ্রীঃ শ্রীঃ হ্রীঃ মহালক্ষ্মৈ স্বাহা" (পাঠান্তর—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঃ হ্রীঃ মহালক্ষ্মৈ স্বাহা") এই মন্ত্র আমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। ১৪

ফলশ্রুতি। এই সর্বসম্পৎকর, শ্রেষ্ঠ ও পরমাদ্ভুত সর্বৈশ্বর্যপ্রদ নাম কবচোক্ত লক্ষ্মীদেবীর কবচ যেখানে বিদ্যমান থাকিবে, সেই স্থানে সর্বসিদ্ধীশ্বর হইবে। ১৫

যে ব্যক্তি শ্রীকামনা করিয়া বিধি অনুসারে এই কবচ পঠিত বা লিখিত অথবা ধারণ করে, সেই ব্যক্তি সর্বত্র জয় লাভ করে। ১৬

মহালক্ষ্মী কখনও তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান না এবং তাহার স্মরণ মাত্রেই বিপদ্ অন্তর্ধান করেন। ১৭

অবিদ্যার বশবর্তি যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করে, সেই দুর্মতি শতলক্ষ মন্ত্র জপ করে, তবে তাহার মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ১৮

শ্রীমদ্ভৈরবতন্ত্রে মহাপুরাণে লক্ষ্মী কবচ সমাপ্ত।

নারায়ণ উবাচ ।

গচ্ছ শক্র চ ভদ্রং তে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগমশেষতঃ ।
লক্ষ্মীশ্চ কমলাসৌ ভবতো বিষ্ণুকারণম্ ॥ ১৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা ।
বলো মন্ত্রো হি তব চ কল্পবৃক্ষো হি শক্র চ ॥ ২০
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং গোপনীয়ং সুদুর্লভম্ ।
সিদ্ধৈর্মুনীন্দ্রৈর্দুষ্প্রাপ্যং ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং শুভম্ ॥ ২১
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শতচন্দ্রসমপ্রভাম্
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকারিকাম্ ॥ ২২
কস্তূরীবিন্দুমধ্যস্থ-সিন্দূরবিন্দুভূষণাম্ ।
অমূল্যরত্নরচিত-কুণ্ডলোজ্জ্বলভূষিতাম্ ।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যশোভিতম্ ॥ ২৩
সহস্রদলপদ্মস্থাং স্বস্থাং চ সুমনোহরাম্ ।
শান্তাং চ শ্রীহরেঃ কান্তাং তাং ভজেজ্জগতাং প্রসূম্ ॥ ২৪
ধ্যানেনানেন দেবেন্দ্র ধ্যাত্বা লক্ষ্মীং মনোহরাম্ ।
ভক্ত্যা সম্পূজ্য তস্যৈ চ চোপচারাংশ্চ ষোড়শ ॥ ২৫
স্তুত্বানেন স্তবেনৈব বক্ষ্যমাণেন বাসব ।
নত্বা বরং গৃহীত্বা চ লভিষ্যসি চ নির্বৃতিম্ ॥ ২৬
স্তবনং শৃণু দেবেন্দ্র মহালক্ষ্ম্যাঃ সুখপ্রদম্ ।
কথয়ামি সুগোপ্যঞ্চ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২৭

নারায়ণ উবাচ ।

দেবি ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ন ক্ষমাঃ স্তোতুমীশ্বরাঃ ।
বুদ্ধের্গোচরাং সূক্ষ্মাং তেজোরূপাং সনাতনীম্ ।
অত্যনির্বচনীয়াঞ্চ কো বা নির্বক্তুমীশ্বরঃ ॥ ২৮
স্বেচ্ছাময়ীং নিরাকারাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাম্ ।
স্তৌমি বাঙ্মনসোঃ পারাং কিং বাহং জগদম্বিকে ॥ ২৯
পরাং চতুর্ণাং বেদানাং পারবীজং ভবার্ণবে ।
সর্বসস্যাধিদেবীং চ সর্বাসামপি সম্পদাম্ ॥ ৩০

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে শক্র! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি গমন কর, নিঃশেষ ভোগ কর; লক্ষ্মী কমলা তোমার বিষ্ণুকারণ হইবেন। "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" (ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা) এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। ১৯-২০

সামবেদোক্ত গোপনীয়, অতি দুর্লভ, সিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণের দুষ্প্রাপ্য, নিশ্চিত সিদ্ধিপ্রদ ও শুভ ধ্যান তোমাকে কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ২১

শ্বেতচম্পক পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, শতচন্দ্র তুল্য প্রভাবিশিষ্টা, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রপরিহিতা, রত্নভূষণদ্বারা বিভূষিতা, ঈষদ্ধাস্যে প্রসন্নবদনা, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকারিণী, কস্তূরীবিন্দুমধ্যস্থ সিন্দূরবিন্দুভূষণা, অমূল্য রত্নখচিত উজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিতা, মালতী-মাল্যশোভিত কবরীধারিণী, সহস্রদল পদ্মের উপরিস্থিতা, স্বস্থা—নিজস্থিতা অথচ মনোহরা, শান্তিময়ী, সর্বলোক-প্রসবকারিণী—শ্রীহরির কান্তা ও শ্রীহরির প্রিয়া লক্ষ্মী দেবীকে ভজনা করি। ২২-২৪

হে দেবেন্দ্র! এই ধ্যান দ্বারা মনোহরা লক্ষ্মী-দেবীর ধ্যান করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ২৫

বাসব (ইন্দ্র)! বক্ষ্যমাণ স্তবের দ্বারা স্তব করিয়া যে স্তব, সেই স্তবের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বর গ্রহণ করিলে তুমি নির্বৃতি লাভ করিবে। ২৬

হে দেবেন্দ্র! ত্রিলোকে দুর্লভ, পরম গোপনীয়, এবং সুখপ্রদ মহালক্ষ্মীর স্তব কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২৭

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে দেবি! আমি তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি বটে, কিন্তু আমি তোমার স্তব করিতে অক্ষম। তুমি সকলের বুদ্ধির অগোচরা, সূক্ষ্মা, তেজোরূপা, সনাতনী ও অত্যন্ত অনির্বচনীয়া; সুতরাং তোমাকে নির্বচন করিতে কে সমর্থ হইবে? ২৮

হে জগদম্বিকে! তুমি স্বেচ্ছাময়ী, নিরাকারা, কিন্তু ভক্তগণের অনুগ্রহ করিবার জন্য সাকার (মূর্তি) ধারণ করিয়া থাক; তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব তোমার আমি কি স্তব করিব? ২৯

তুমি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারি বেদের শ্রেষ্ঠা পরা অর্থাৎ তৎপর, অথবা চারি বেদের অগম্যস্বরূপিণী, সংসারসাগর হইতে পার হইবার বীজ অর্থাৎ কারণস্বরূপা, সমস্ত শস্যসমূহের এবং সকলের সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৩০

যোগিনীভৈরব যোগমায়া জ্ঞানমায়া জ্ঞানিনাং জ্ঞানা।
যোগনাথ যোগিনাং জননী বর্ণরূপি শিব। ৬১
যথা বিশ্বা জগৎ সর্বমন্ত্র বিস্তৃতং ধ্রুবম্,
যথা জ্ঞানস্বরূপাত্মা যন্ত্রা মন্ত্র ধৃতা সদা। ৬২
প্রণীত জগতাং মাতা জগন্মাতরিতাত্মকান্।
যথা যজ্ঞাগ্রহোত্রে প্রসন্নাঃ সততং ভবত। ৬৩
যথা পক্ষিস্বরূপাত্মে জগদ্ধাত্রে নমো নমঃ।
জ্ঞানদাত্রে মুক্তিদাত্রে বর্ণদাত্রে নমো নমঃ। ৬৪
ধরিত্রিরূপিণ্যাত্রিকে মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ।
সর্বজ্ঞাত্রে সর্বদাত্রে মহালক্ষ্মৈ নমো নমঃ। ৬৫
কৃপয়া কৃপয়ম্বিকে ত্বং কৃপয়ম্বিকে কৃপাময়ি।

দেবি! তুমি যোগিনীদের, যোগসমূহের, জ্ঞানীজনের জ্ঞানস্বরূপিণী, যোগনাথের এবং যোনি পর্যন্ত-সমস্ত জননী, অতএব আমি তোমার আর কি মহিমা বর্ণনা করিব। ৬১

যেরূপ ব্রহ্মস্বরূপ চেতনাময়ী বিশ্বরূপের জননী বাগীশ্বরী সমস্ত বস্তুর ধারণ করিয়া আছেন, সেরূপ জননী সরস্বতীরূপে সমস্ত বস্তুর ধারণকর্ত্রী হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার-স্বরূপিণী সমস্ত বস্তুর ধারণ করিয়া আছে এবং বিশ্বিতরূপেই বিস্তৃত—অতএব তোমার হয়, কিন্তু তোমার দ্বারা কুত্র হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ সমস্ত—সাহসই বর্ণিতে প্রতিধারণ হয়। ৬২

যে জগদ্ধাত্রি! তুমি যজ্ঞ হও, আর তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমরা সমস্ত জগৎ হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদিগকে কৃপা কর। আমরা সকলে তোমার নিমিত্তস্বরূপ ধারণ করিয়াছি। ৬৩

মাতঃ! তুমি পক্ষিস্বরূপা, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি জগদ্ধাত্রী, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি জ্ঞানদাত্রী, মুক্তিদাত্রী ও বর্ণদাত্রীরূপিণী, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। ৬৪

দেবি! তুমি ধরিত্রিরূপিণী ও মুক্তিদাত্রী, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি সর্বজ্ঞা, সর্বদাত্রী মহালক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। ৬৫

কৃপা করা কৃপা করা তুমি শিবা ও অম্বিকা। ৬৬
যে সাধকগণ দেহি তুমাত্মান্ ধ্যানযোগিনি।
কৃপয়া কৃরু কৃপাসিন্ধু শ্রিয়েঽস্মান্ ভক্তবৎসলে। ৬৭
ইত্যাদং অম্বিকং স্তবং পঠ্যতে শ্রুতয়ে তব।
সুখদং মোক্ষদং মাতঃ ভুক্তয়ঃ সম্পদঃ পদম্। ৬৮
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং পুত্রকামে চ যঃ পঠেৎ
ধনলক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য ন তস্যাস্তি ধরাতলে। ৬৯
ইতি। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।
দেবো জগাম কৌত্রোষ্টং পুনঃ সাধং উমাময়া। ৭০
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে অনন্তরত্তে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে লক্ষ্মীস্তব-কবচ-পূজাক্রমবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১

তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি সমস্তা, সমস্তবস্তু-ধারিণী মহালক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। ৬৫

মাতঃ! তোমা তোমার স্তবে কৃপণ হয় আই, কিন্তু কৃপাময়ী তোমারই হয় যা। পূর্ব তোমা অম্বিকা তোমার দ্বারা সেই পুত্রক আপ করিয়া যায়। ৬৬

যে মাতঃ! অম্বিকা-স্বরূপিণী যোগিগণ আত্মবিষয়ক তুমি ধর্ম যাও। যে কৃপাময়ী শ্রীহরি-প্রিয়ে! যে ভক্তবৎসলে! আমাদিগকে তুমি কৃপা কর। ৬৭

মাতঃ! মনুষ্যমাত্রে, মুনিগণ, তোমারই, সাধুজন ভক্ত ও সকল সম্পদের আশ্রয় স্বরূপিণী এই তোমার তোমার বিষয় কথিত হইল। ৬৮

যে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রে এই মহাপুণ্যময় স্তোত্র পাঠ করে, মহালক্ষ্মী তাহার পুত্রকামনা করিয়া থাকেন। ৬৯

শ্রীহরি তোমার ইহাকে এই কথা বলিয়া দেবলোকে অবস্থিত হইলেন। তাহার পর শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে তোমার দেবলোক সহিত কৌত্রোষ্টনামক তথা গমন করিলেন। ৭০

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে অনন্তরত্তে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে লক্ষ্মীস্তবের স্তব, কবচ ও পূজাক্রমবর্ণনামক দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীবরাহপুরাণম্।]

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যুক্ত ওঙ্কারা মাতাঃ পুত্রৈশ্চ গণৈরাবৃতঃ।
তথাস্থ শ্রীঃ পদ্মাদৈশ্চ তীব্রং তপ্তোপবাসিনঃ। ১
কৃত্বাঽঽত্ম গলে সূত্রং সপ্তগ্রন্থিসমন্বিতম্।
মনসা স্তবনং দিব্যং পাঠং পাঠং পুনঃ পুনঃ। ২
যে মর্ত্যা ভক্তিযুক্তাশ্চ ইমং কল্পমনাদরাৎ।
মাহেশ্বরাভিধানাশ্চ ভক্তিস্নাত্বাধ্বরাঃ। ৩
মা যেষাং স্তবনং শ্রুত্বা লঙ্ঘং মাহাত্ম্যং মনুষ্য হ।
সপ্তজন্মসমন্বিতা সপ্তজন্মসু প্রজা। ৪
তথৈব যাস্যং পুত্রত্বং তথৈবাত্মা যথা ধুনে।
তাবুভাচ তথৈবাত্মা দিবং মাহং তথাবিধম্। ৫

শ্রীবরাহপুরাণম্।

যথা নেচ্ছন্তি যে যেষাং মন্ত্রং তৈরেব তথাবুধা।
প্রষ্টব্যাঃ ব্রহ্মশাপেন বিরোধি ব্রহ্মশাপতঃ। ৬
প্রাপ্তা যে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে শতং পুত্রবিনিগ্রিতাঃ।
বিপ্রবক্ত্রাদ্বিনির্দিষ্টপতীনাং সতীব চ। ৭
বিপ্রা ব্রূতন্তু মাং দুষ্টা যাস্যামি চ তথাক্ষয়া।
ন যে পূজাং প্রযং কর্তুং তথাস্তে চ তথাবিধং। ৮
ওঙ্কারিত্রিবিধৈর্বেদৈর্বিষ্ণুরিত্যেকবৈদ্যুধা।
বহুরূপায় তথৈব বৈষাবে পদ্মাং ভক্তি সমন্বয়ম্। ৯
নারায়ণশ্চ তথাত্মা বিরোধি ব্রহ্মশাপতঃ।
সর্বদৈবক তথাত্মা সর্বেশ্চ নমাত্মনঃ। ১০

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

[শ্রীবরাহপুরাণম্।]

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—নারদ! বিষ্ণু ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট ওঙ্কারাত্মক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই বিদ্যা জপ করিতে করিতে ব্রতীজনের তুল্য তুষ্ণীম্ভাব ও দেবতাদের সহিত অন্তর্দেবতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সেই ওঙ্কারাক্ষরের তীব্র তপস্যা করিবেন। ১-২

তথায় তাঁহারা সকলে মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবীর জন্যে ব্রত হইয়া ওঙ্কারিত্রয়ের জপ করিয়া অক্ষয়পুণ্য লোক ও অক্ষিণীবরদের তথায় তাঁহারা মহামন্ত্রীর জপ করিতে থাকিবেন। ৩

তাঁহাদিগের সেই জপ জন্য কলহ করত পরম পরমাত্মা পদ্মপত্রপুরাণপ্রবর্তিকা সেই মহালক্ষ্মী তথায় মাতাকে বর্ষণ দান করিবেন। ৪

মুনে। তাঁহার উক্ত প্রকার সম্পূর্ণ জপ পরিত্যাগ, সেই তথায়ত্ব তথাবৃত্তাত্মা মহালক্ষ্মী তাঁহাদিগকে এই হিত ও সারবর্ত তথাবিধ বাক্য বলিবেন। ৫

শ্রীমহালক্ষ্মী বলিবেন,—হে মহাত্মন! তোমরা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াছ, সেই কারণে আমি তোমাদের জন্যে আসিব না এবং তোমাদের পূজা করিবার তথায়ত্ব আমার কখন নাই, বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মশাপ হইতে ভীত আছি। ৬

ব্রাহ্মণগণ আমার প্রাণ, তাহারা সকলেই আমার পূজনীয় প্রিয়। ব্রাহ্মণ যাহা কিছু বস্তু দান করেন, সেই বস্তুই সদা আমার উপজীব্য—ভীতমনাস্তা বিরোধের উপায়। ৭

সেই ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তোমাদের পূজা করিবার তত্ত্ব বলুন, আমি তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে যাইব। সেই তথায়ী ব্রাহ্মণগণ বিনাই আমার পূজাকে বিফল করিতে পারেন না অর্থাৎ তোমরা যে আমার আরাধনা করিবে, তাহার তথায়ত্ব কিছু দৃষ্টি করিবেন না এবং আমাকে তোমাদের গৃহে যাইতে অনুমতি করিবেন। (এই শ্লোকের তৃতীয় চরণ পাঠান্তর আছে, যথা—"মাহাত্ম্যায় তথা কর্তুং"। ইহার অর্থ—তথাকে বিফলই আমাকে অনুজ্ঞা করিতে পারেন না। অর্থাৎ আমার পূজা করিয়া যদি তোমরা ফল লাভ না কর, তাহা হইলে তথাকে তো আমার পূজা করিতে না; সেই কারণে, তাঁহারা আমার পূজন যাত্রা না দিয়া পূজনের অনুমতি প্রদান করিবেন)। ৮

বৈষ্ণবদের যদি তাহাদেরও দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তবে সেই ব্রহ্মবিষ্ণু শিব, ব্রাহ্মণ, বেদ, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব তর্জন সদা অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯

অধিক কি বলিব! যিনি সকলের আত্মা, ঐশ্বর্যশালী, সর্বেশ্বর ও সকলের পরমপূজ্য, সেই তথায়ত্ব নারায়ণই ব্রহ্মশাপ হইতে ভীত থাকেন। ১০

এবমিত্যুক্তে ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণা ঋষীনব্রুবন্।
ব্রাহ্মণ: সহিতা: সর্বে যদ্যস্মা ব্রহ্মতেজসা। ১১
অগ্নিরাদ্যঃ প্রতেজাশ্চ ব্রহ্মণ্য ঋত্বিগ্ভব।
পুরশ্চর পুরস্তাশ্চ মহীক্ষিদ্ভিরিতেষু চ। ১২
যজমান যজমানস্ত তৃতীয়শ্চ সদাচরন্
যজমানস্তুমাত্মা ভবান্ সাক্ষাদ্যজ্ঞায়ুধাত্মকঃ। ১৩
অদিতিস্ত্বমুদিতিস্ত্বং দ্যৌস্ত্বং পৃথিবী ত্বম্।
ত্বমাদ্যঃ কল্পসাধ্যস্তো দৈবতং যত্র এব চ। ১৪
ঋচঃ সামানি যজুংষি সাবিত্রীমুখ্যমক্ষরম্
মার্তণ্ডো মোক্ষশক্ত ত্বমিজ্যো ভবান্ স্বয়ম্। ১৫
ব্রাহ্মণা বিবিধৈর্হোমৈঃ পূজয়ামাসুরীশ্বরম্।
হোমান্তে বসবৈর্হোত্রে পরিষারেণ চক্রিতঃ। ১৬
স্বয়ং সুতীক্ষ্ণ আগত্য ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতো মুদা।
আসন্ন হোমসময়ে মহীক্ষ ঋষয়স্ত্বিজঃ। ১৭
হোমো যত্র সমাপ্তঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণা ঋত্বিগাদয়ঃ।

পপ্রচ্ছুস্তা বাচং চ নির্ঋত্যা ব্রাহ্মণাস্তদা। ১৮

শ্রীমদাপস্তম্বোবাচ

সুস্বাগতং ব্রাহ্মণাদি হোমান্তে ব্রাহ্মণা বিভো:।
হোমো হোম ন সম্পাদি পূর্ণমন্ত্রা ভবন্তু চ। ১৯
ছিদ্রা পূর্ণমন্ত্রাং হোমে পূর্ণাহুতিবিধানতঃ।
পূর্ণমন্ত্রাং পূর্ণাগ্নাং যা পূরয়ং পালয়ামি তান্। ২০
যং যং ক্রতুং গুরুদেবো দাতা তাবন্ত ঋত্বিজঃ।
অধিকান্ সিদ্ধলোকস্ত ন যামি তত্র সন্নিধম্। ২১
বিদ্যাবাদী চ যঃ পথস্তাতিবাদঃ সদা।
সন্নতীনস্ত দুঃশীলো ন হোমে তত্র যাম্যহম্। ২২
সত্রাণীহ স্বাপ্যবাদী বিদ্যালাপপ্রবাদকঃ।
বিদ্বানন্যঃ কৃতঘ্নো যো ন যামি তত্র সন্নিধম্। ২৩
নিন্দাক্রোধা তথাদ্বেষঃ পক্ষপ্রজ্ঞাবিপাতকী।
অন্যক্রোধবিক্ষিপ্তো ন হোমে যামি পার্শ্বিবম্। ২৪

ব্রহ্মন্। এই সম্বোধে মেধাতিথি ব্রহ্মতেজে তেজস্বিন্, ঈশ্বরাংশ যুক্ত এবং আধিদৈবিক সত্ত্ব প্রাধান্য আপন করিলেন। ১১

অগ্নিরাদ্য:—প্রথম, মন্ত্র মুখ্য পুরুষ, পুরশ্চর, মহীক্ষি, ঋত্বি, সমস্ত, সমস্ত, তৃতীয় যজমান, সদাচরণ, সাক্ষাৎ যজ্ঞায়ুধাত্মক ভবান্ কল্পি, আদিতি, দ্যৌ, পৃথিবি, ত্বমাদ্য, কল্প, সাধ্য, দৈবত, এব (সমাহারে—কর্ম), ঋক্ (সমাহারে—ঋগ্বেদ: ঋগ্বেদ ঋক্ শব্দে ঋগ্বেদ মন্ত্র ও ঋগ্বেদ), সামানি, যজুংষি, সাবিত্রী, মার্তণ্ডো, মোক্ষশক্ত এবং ইজ্য ভবান্ স্বয়ম্ বলিয়া আখ্যান করিলেন। ১২-১৫

এই সব ব্রাহ্মণগণ এবং দেবগণ কর্তৃক্ষেত্রে তথা প্রার্থনা-ভরত অবতারাদি নাম: বৈদিক ও অন্যান্য মহর্ষিগণ ইতাদি-সমূহ দ্বারা পরমেশ্বরী মহাদেবীর পূজা করিলেন। ১৬

সেই পূর্ণাহুতি প্রদানকল্প ঋত্বিগ্যজ্ঞকারে তাঁহার ক্রম করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবীর আরাধনা করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন,—হে জগদ্ধিতে! আপনি দেবতাদের অর্থাৎ ক্রমে এবং সর্বত্র আগমন করুন। ১৭

অনন্তরা মহাদেবী তাঁহাদের সেই প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্টা এবং ব্রাহ্মণগণের আশার নিমিত্ত এইরূপ বলিলেন। ১৮

শ্রীমদাপস্তম্বোবাচ—হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদের আজ্ঞানুসারে দেবতাদের প্রতি পূর্ণ যজ্ঞ করিব। কিন্তু আপনারা যাহাদের পূর্ণ যজ্ঞ করিব না, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৯

যজ্ঞাদি ক্রতুবিশেষ ও পূর্ণমন্ত্রাং, আমি আপনাদের যে যে ক্রতুর এবং ক্রতুসমূহের পূর্ণ বিধানতঃ অবতারণ করত আধিদৈবিক পূর্ণফল পালন করি। ২০

যে যে ব্যক্তির উপর গুরুদেবগণ, দেবতা, রাজা, পিতা প্রভৃতি পালকগণ, অধিপতি এবং সিদ্ধলোক ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহাদের পূর্ণ যজ্ঞ করি না। ২১

যে ব্যক্তি বিদ্বান্ত বিদ্যাবাদী, তথা অতি—যাহা, এই কথা বলে, সন্নতীন অর্থাৎ সত্রকারক বৈশ্বদেব এবং দুর্নীত (দুষ্কৃতি), তাহার ক্রতে আমি গমন করি না। ২২

যে ব্যক্তি সত্রকারী, স্বাপ্যবাদী (অধিক বাক্য অপব্যয়কারী), বিদ্যালাপপ্রবাদকারী, বিদ্যাপ্রবাদক এবং কৃতঘ্ন, আমি তাহার ক্রতে গমন করিব না। ২৩

যে সদা ছিদ্রান্বেষণ, ক্রোধ, পক্ষপাতিত্বদোষ (হিতের অর্থে অন্যথাচরণ করা অর্থাৎ দুর্নীতিবাদ) অন্যক্রোধবিক্ষিপ্তো—অন্যের ক্রোধে অভিভূত হইয়া দৈবাদিক্রিয়া করিলেন। ২৪

[illegible] ।
ন যামি চ তস্য গেহং [illegible] ॥ ২৫
[illegible]
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ২৬
[illegible]
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ২৭
[illegible]
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ২৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২৯
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩০
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩১
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩২
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৩
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৪
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৫
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৬
[illegible] ।
[illegible] ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৭

[illegible] আমি এই সব [illegible] গৃহে গমন করি না ॥ ২৫

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহাদের গৃহেও গমন করি না ॥ ২৬

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ২৭

[illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ২৮

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ২৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ২৯-৩০

[illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ৩১

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ৩২

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ৩৩

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ৩৪

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ৩৫

যে ব্যক্তি [illegible] আমি তাহার গৃহে গমন করি না ॥ ৩৬

যে ব্যক্তি [illegible]

[illegible] ॥ ৩৮
[illegible] ॥ ৩৯
[illegible] ॥ ৪০
[illegible] ॥ ৪১

[illegible] আমি তাহার মুখ দর্শন করি না ॥ ৩৮

যে [illegible] পাপী ও পুণ্যহীন; আমি তাহার মুখ দর্শন করি না ॥ ৩৯

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]), আমি তাহার মুখ দর্শন করি না ॥ ৪০

যে ব্যক্তি [illegible] ([illegible]) [illegible], আমি তাহার মুখ দর্শন করি না ॥ ৪১

[illegible] ॥ ৪২
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪৪

ইতি [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ২৩

এই কথা বলিয়া [illegible] করিলেন। [illegible] ॥ ৪২

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৩

[illegible] ॥ ৪৪

শ্রীমহর্ষি [illegible]
[illegible] সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ৪

(যযেনস্য একসপ্তত্বে বিবরণম্)

নারদ উবাচ

ন্যায়েন ধর্মরাজ্যেন প্রজাঃ সম্যগনুষ্ঠিতঃ
মত্বা ভক্ত্যা তৎপ্রসাদায়ন্নারায়ণপরিগ্রহং শুভম্ । ১
সপ্তদ্বীপপতিঃ শক্তঃ সপ্তরাত্রস্য বাসবে ।
বিষ্ণুনা যোজিতঃ সখ্যে যযেনস্য কথা নিশু: । ২
পুত্রৈঃ সপ্তোত্তমঃ সপ্তোপসপ্তদ্বীপরাট্ বভূ বুর্হরি
সর্বেষপ্তঃ সমাজ্ঞঃ কৃপাবান্ ভক্তবৎসলঃ । ৩

সূত উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা যেযাতিকুলসংভবঃ ।
একসপ্তস্য কথনং প্রকর্তুমুপচক্রমে । ৪

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ যজ্ঞোঽয়মিতিবৃত্তো পুরাভবম্
একসপ্তস্য চরিতং সর্বপাতকনাশনম্ । ৫

একদা কার্তবীর্যস্য জগাম মৃগয়াং নৃপঃ ।
মৃগানিহত্য বহুশো পরিশ্রান্তো বভূব সঃ । ৬
নিশামুখে বিবেশাশ্রং তস্য ঋষেঃ সমে নৃপঃ
জমদগ্ন্যাশ্রমাভ্যাশে ঔশনস ইবাপরঃ । ৭
প্রাপ্তঃ সংবোধনে রাজা স্বাগতং তত্রিনন্দনঃ ।
সভাজয়েন্নতঃ সম্যক্ ভক্ত্যা তৎপূজিতো মুনে, । ৮
মুনির্বিবর্ধ রাজানং তথেত্যুক্ত্বা নৃপোত্তমম্ ।
শ্রীত্যা সন্তাবয়ামাস পশ্চাত্তং মুনিঃ । ৯
নমাম হরয়ে রাজা মুনিঃ সূর্যায়নপ্রভম্ ।
ন চ তস্মৈ দদৌ শ্রীত্যা প্রণামায় তদাশিষম্ । ১০
মুহুরাত্মা কথয়ামাস রাজা চারণসংবিদম্ ।
সম্ভাষণেন মুনিনা তত্রুঃ রাজা নিমন্ত্রিতঃ ।১১

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

(যযেনের একসপ্ত হইবার কারণবর্ণন।)

নারদ বলিলেন,—শ্রীহরির অংশ হইতে ইনিও অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি আপনার নিকটে যযেনের সমস্তই শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সব কিছু বলুন করিয়ায়। ১

নারায়ণ। ইনি বিষ্ণু যা' বিবরণ নামক অসুরের বধোদ্যমের দুইটি মন্ত্রপূত অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সেই নিত কার্তবীর্যপুত্র কিরূপে একসপ্ত হইলেন ? ২

উনারে আর একটী কথা জানিবার আছে। কৃপা করিয়া আমাদের বলুন। আপনি সর্বজ্ঞ, কৃপালু ও ভক্তবৎসল সন্দেহ নাই। ৩

সূত কহিলেন,—নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারায়ণের মনোরথ প্রফুল্লিত হইল। তিনি তখন আনন্দে একসপ্ত হইবার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! একসপ্ত যযেনের মনস্তত্ত্বিক-বিবরণ পুরাকাল ইতিহাস অভিহিত, তুমি শ্রবণ কর। ৫

এক সময়ে কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন (ইনি সহস্রবাহুর আর এক নাম। ইনি কার্তবীর্যার্জুন নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধ।) মৃগয়া করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। তিনি বহু সংখ্যক মৃগবধের পর ক্লান্ত হইয়া পরিশ্রান্ত হইলেন। ৬

তখন তিনি অভিলাষিত হইয়া সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন মহর্ষি জমদগ্নির সেই সমৃদ্ধশালী আশ্রমে। মহর্ষি ঔশনস কবির ন্যায় ইনিও অতিথি সৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

তখনও তিনি প্রত্যুহ হইলে রাজা কার্তবীর্য সন্ধ্যাবন্দনের জন্য তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে রাজা পূর্বক প্রণাম করিলেন। প্রণত নৃপ অতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

তাহাতে মুনি তাহাকে বর দিলেন, এই ও তাহা তত্ত্ব হইয়া নিবারণ, সেই রাজা কার্তবীর্যার্জুন বর্ষণ করিলেন। তখন শ্রীতিসহকারে মুনি তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯

রাজা তাঁহাকে বর্ষণ করিবার সময়ে মৃগয়ালব্ধ অভিজ্ঞতা বা ঘোষণা মুনিবর অবলোকনে প্রণাম করিলেন। মুনিবরও প্রণত রাজাকে শ্রীতিসহকারে আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। ১০

তাহার পর রাজা তাঁহাকে অবলম্বনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত

---

৪ শ্রীভগবান্ তাহার পুত্র ও তাহার অনুচরদের আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে স্বয়ং বিষ্ণু ইহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ইহারই তাঁহার নাম হয় "দত্তাত্রেয়"। শ্রীভাগবতের মতে ইনি ২৪ অবতার।

[illegible] বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ [illegible] [illegible] মুদা ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২
[illegible] না মুনিঃ [illegible] [illegible] কিং [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুদা ॥ ১৩
[illegible] বহু বহু [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ ॥ ১৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ ॥
[illegible] [illegible] [illegible] চ ॥ ১৬
[illegible] [illegible] চ [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ ॥ ১৭
[illegible] [illegible] [illegible] চ ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুদা ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুদা ॥ ১৯
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২০
মুনিঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২১
বহু বহু [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২২

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৩

[illegible] করিলেন। [illegible] মুনির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১১

মুনিবর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১২

তখন সেই [illegible] [illegible] মুনিকে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মুনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] কি ? ॥ ১৩

মুনি [illegible] [illegible] যে যে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] সেই সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১৪

এই [illegible] [illegible] [illegible] মুনিকে [illegible] ও [illegible] ([illegible])-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেই [illegible] [illegible] [illegible] সব [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১৫ ১৬

[illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], এবং [illegible] ([illegible])-[illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১৭

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] ([illegible])-[illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১৮

[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ২০

মুনির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে যে [illegible] [illegible], সেই সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সেই সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ২২

[illegible] [illegible],—[illegible]! এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই সব [illegible], মুনি [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৩

ধূপাত্মা চ সতিঃ সর্বঃ দৃষ্টা সুরস্থলে ।
যাজ্ঞবাঃ কথয়ামাস সৃষ্টাম্বঃ সহস্রক্রম ॥ ২৪

সতিঃ উবাচ ।

দৃষ্টা সর্বং মহারাজ [illegible] মুনিবর্ণিতে
বহ্নিশুদ্ধ-[illegible]-পুষ্পপুষ্প-চন্দনান্বিতম্ ॥ ২৫
[illegible] বিপ্রবৈষ্ণব [illegible]
[illegible] সর্বসম্পদ্বিবর্জিতম্ ॥ ২৬
[illegible] দৃষ্টা [illegible] দ্বিজাঃ ।
[illegible] দৃষ্টাঃ পুত্রা [illegible] ॥ ২৭
[illegible] দৃষ্টা মা [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৮
[illegible] পূর্বস্থানস্থলে ।
সর্বসম্পত্[illegible] হরিপ্রিয়া ॥ ২৯
[illegible] সতিমাতা ।

রাজার আজ্ঞানুসারে সচিব মুনিবরের স্থান সেই সব বস্তু দেখিয়া আসিয়ে এই [illegible] রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪

সচিব (মন্ত্রী) বলিলেন,—মহারাজ ! আমি মুনির স্থানে যাইয়া সব কিছু দেখিয়াছি, কিন্তু মুনির গৃহ বহ্নিশুদ্ধ, চন্দন, ধূপ, পুষ্প ও [illegible] পূর্ণ আছে ॥ ২৫

[illegible], [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] তাঁহার গৃহ সজ্জিত। সুবর্ণাদি তৈজসপাত্র, [illegible] এবং [illegible] সর্ববিধ সম্পদ রহিত এই গৃহ ॥ ২৬

[illegible] মুনিশিষ্যগণ সুবর্ণ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের [illegible] কোনও দুঃখ নাই ; মুনিপুত্রগণ সকলে [illegible] এবং সকলে [illegible] করিতেছেন ॥ ২৭

কিন্তু মুনির গৃহে [illegible] একটি কপিলা ধেনু আছেন। সেই ধেনু সর্বাঙ্গ সুন্দরী, [illegible] এবং তাঁহার [illegible] পূজা হইয়া থাকে ॥ ২৮

তিনি যেন তাঁর [illegible], পূর্বজন্মকৃত [illegible], সর্বসম্পদ ও [illegible], এবং যেন সাক্ষাৎ শ্রীহরিপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী ॥ ২৯

রাজাকে সচিব এই কথা বলিলে পর [illegible] আবার স্মরণ সেই রাজা [illegible] মুনি [illegible]

মুনি [illegible] সেই [illegible] ॥ ৩০
কিংবা পুণ্যং [illegible] মুনিবিপ্রঃ সর্বেষাং শ্রুতী ।
পুণ্যবান্ মুনিবান্ [illegible] ॥ ৩১
পুণ্যং [illegible] পুণ্যপাপং [illegible] ।
পাপাৎ [illegible] পাপমূলং [illegible] ॥ ৩২
পুণ্যাৎ [illegible] পুণ্যমূলং [illegible] ।
পাপাৎ [illegible] ক্ষুধিতো [illegible] কৌপিনাৎ ॥ ৩৩
কৌপিনাং [illegible] সর্বদা [illegible] ।
তেন [illegible] সর্বং [illegible] ॥ ৩৪
মা [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৫
কৌপিনাং [illegible] ।
[illegible] ॥ ৩৬

[illegible] হইয়া [illegible] মুনির নিকটে সেই [illegible] প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩০

কি পুণ্য কি দুঃখ, এ সকল [illegible] সর্বতোভাবে অধিক [illegible], [illegible] পুণ্যবান্ মুনিগণ [illegible] মহারাজ হইয়া [illegible] এই [illegible] আমাকে নিকট কি কহিয়া ধেনু [illegible] বলিলেন ॥ ৩১

মায় ! এই [illegible] পূর্ব পূর্ব [illegible] পুণ্য হইতে [illegible] এবং [illegible] পাপ হইতে [illegible] হইয়া থাকে ॥ ৩২

পুণ্য হইতে [illegible] করিয়া [illegible] এবং পাপ হইতে [illegible] করিয়া কৌপিন [illegible] ॥ ৩৩

মায় ! [illegible] কৌপিনের [illegible] হয় না ; সেই কারণে [illegible], তাহাই করিয়া থাকেন ॥ ৩৪

তাহারই পিতা, তাহারই মাতা, তাহারই [illegible], তিনিই [illegible], সেই [illegible] থাকে, তিনিই [illegible], তিনিই পিতা এবং সে-ই পুত্র, তিনি [illegible] করিয়া [illegible] যে পিতা [illegible] থাকে, তাহারই [illegible] পিতা, [illegible] যে পিতা [illegible] করে, তাহা পিতা নহে, [illegible]। [illegible], তাহা [illegible] হইয়া থাকে ॥ ৩৫

কৌপিনের [illegible]

যাহা দেখিয়া তার অন্তরে প্রতিহিংসা জাগিয়া
পরিচ্ছন্ন ভগবানী ভক্তার মুখ হইয়াছিল। ৫১
পরা পরমভক্তার যাহাদের দেখিতে ৫।
যাহার দেখা মোহরিপু ন বিবেকঃ কদাচন। ৫৮
যাহাদিগোলিকো রাজা মুনিনামীর বন্ধুকঃ।
উবাচ বিনয়ং ভক্তা পুটাঞ্জলিমুখো মুদা। ৫৯

ঢাকোদচ

জিজ্ঞাঃ যেহি বহুতরো কামধেনুক কামদাঃ
অন্যা ভক্তার অক্ষেপ ভক্তাঃমুক্তাকারঃ। ৬০
মুক্তবিধানাং যাহা কামধেনুর নাস্তি ভাবতে।
ধর্মাধিকৈবজ্ঞানস্ত যদো যাস্তি পুরা ক্রমম্। ৬১
ভক্তলক্ষীলাভাক্রেন অন্যাভাবে অংশোদয়ে।
মহুয়া কামধেনুনাং ভক্তাঃ সংক্রান্তি ভাবতে। ৬২

ক্রোধ। একথায় ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবান তাহা সেই ক্রোধের শান্তি করিয়া যাইবেন। ৫৯

এটি অবশ্য যে যাহারা বিষ্ণুভক্তা দুর্বাসাদেবীর ভক্তদের অন্তরে, সেই মুনিশ্রেষ্ঠী যেন ভগবানী ভক্তার সন্তুষ্টি লইয়া সেই ভক্তের এই কৃতজ্ঞতি প্রকাশ করিয়া যাইবেন। ৬০

কিন্তু এই পরমভক্ত রাজা কার্তবীর্যকে সন্তুষ্টকারী যেন সহজ দান করিবেন। ইহাকে মোহিত করিবার জন্য সাধা দান করিবেন, কোনক্রমেই ফিরিয়া দান করিবেন না ৬৮

অতএব সেই কামধেনুকে হারা কার্তবীর্য ভক্তশ্রেষ্ঠ-ভগবান মুনিদের ভগবানের আশ্রমে করিয়া এক অতি আশ্চর্যে ভক্তজন এইরূপ আশ্রমে এই ভিন্ন পুরুষ হারা করিবেন। ৬৯

হারা বলিলেন,—হে ভক্তাগ্রে! আপনি ভক্ত ভগবান ভক্তশ্রেষ্ঠ করিবার জন্য সাধা আশ্রম আশ্রমে এক আপনি ভক্তশ্রেষ্ঠজন, অতএব আপনি আমাকে আপনার এই ভক্ত-কামধেনুকে ফিরিয়া দান করুন। ৭০

এই কামধেনুর আপনাদিগের জন্য হারা মুক্তিপ্রদান প্রার্থীকে কিছুই অদেয় নাই। আমি পুরাণে শুনিয়াছি যে, মহামুনি ঔর্বাচি যেন্দ্রকে ফিরিয়া আমি দান করিয়াছিলেন। ৭১

অপরাপি ভক্তশ্রেষ্ঠ আপনাকে। আপনি ধীর ভক্তশ্রেষ্ঠ কামধেনুকুলের 'সর্ব'—অর্থাৎ সকলই যেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ

অতো যাচিতুমং যাতো ত্বদীয়ি শরণং ভক্তম।
দানে ধান্যাদি বিশ্বেষ্ঠঃ কামধেনুর্ন পূজ্যতে। ৭৩
কৃতেন দত্তা যে লোকে ভক্তেন পরমাত্মনা।
কামধেনুরিয়ং ভক্তে ন দেয়া তোমরে প্রিয়া। ৭৪
প্রজনা কৃষ্ণার্থে দত্তা শ্রিয়ংকুলায় কৃষিল
মন্ত্রঃ দত্তা চ কৃষ্ণা কাপিলা বৈষ্ণবী যম। ৭৫
যোগেশ্বরা কামধেনুর্ন্নি ভূমন্ত্রয়ে।
ন'লমাত্রাং কথমঃ কপিলা শ্রীহরেঃ। ৭৬
যাহঃ যে যাচিতা মুনে ত্বয়া যে যাচিতেঃ ত্বয়ং।
অন্যেন ভক্তাগ্রে কর্তুং অন্যোহয়মিতি কিং। ৭৭
দৃষ্টঃ যজ্ঞ দৃষ্টঃ যজ্ঞ মন্ত্রকোনঃ নৈব বর্ত্তে।
পুরুষাদ্যাভিঃ সন্তু বৈষ্ণবাধিপতায়ঃ। ৭৮

দান করিবেন। ৭২

মুনি ভক্তশ্রেষ্ঠ (যিনি ভগবান পরম ভাবের শিষ্য এবং ভগবানের মুক্তির আশ্রম।) বলিলেন,—ভাগ্য! মুনি অর্থাৎ যাহাদের অর্থাৎ বিশ্বাসের ভক্তা বলিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য। অতএব মুনি এক শ্রেষ্ঠ ভক্তক। যে মুনিগণ। আমি ভগবান হইয়া অভিমানে দান করিব? ৭৩

পরমভক্তা শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরাকারে এক ভক্তা এই কামধেনু ভগবানে দান করিয়াছিলেন। এই কামধেনু আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়া, অতএব কৈবলে আমি দান করিব না। ৭৪

যে মুনিগণ। যেই কামধেনু ভক্তা ভিন্নপুরে কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমার পিতা কৃত সেই কপিলা-ধেনু আমাকে দান করিয়াছেন। এই ধেনু আমার বৈষ্ণবী সম্পত্তি। ৭৫

যোগেশ্বরে উপস্থা কামধেনু এই ভিন্নপুরেই দুর্গত। তাহাকে কপিলা যেন্দ্রকে আমি বিশেষভাবে নীলাচলেই —অন্যান্যদের মুক্তি করিবে আমি করিব। ৭৬

যে মুনি। আমি ভক্তশ্রেষ্ঠজনী যদি, যে মুনি আমার অন্তরে যোর মুক্তি করিবে না আমার উপর প্রকাশ বিস্তার করিবে। মুনি যদি আমার অভিমান না হইবে, তাহা হইলে যোগেশ্বর অন্তরালের আমাই আমি ভক্তশ্রেষ্ঠ করিবার। ৭৭

মুনি মুনে যাও; মুনে যাও, আর আমার ক্রোধ

ভূমিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দুঃখেন মহতাবিশৎ।
নত্বা ভূমিঃ সৈন্যবধ্যা প্রত্যুবাচ বিধিবাধিতঃ।
ধন্যা সৈন্যকলাপঃ স যোগপ্রভূতিরাবহ;
বিস্তরাদ্ প্রেষয়ামাস যেনুমানয়িতুং দ্রুতম্ ॥ ৭০
কপিলামায়িনিঃ যথা ক্রোধেন ভূমিপুত্রকঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং লোকেন ব্রহ্মতেজসঃ ॥ ৭১
ক্রুদ্ধঃ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধো পুরাবিস্তরমুবাচ হ।
মাতাপুত্রস্বরূপা সা তত্রাপুত্রকতেজা ॥ ৭২

পুত্রকিরুবাচ।

যৈস্তো বা বাপিতো বাপি অবজ্ঞা বাসুরীশ্বরঃ
শাস্তা পালয়িতা ধাতা স্বয়ংনাশ মহত্তম ॥ ৭৩
যেজন্যা তেন্ত্রলোক্যেন যাং যজামি তাপোধন।
তেন সার্দ্ধং মরিষ্যামি যেজন্যা চ তবাজ্ঞয়া ॥ ৭৪

পরিত হইত না। অতএব পাপের ভূমি এমন বৈষ্ণব অর্জন করিয়া, অবশেষে তুমি কুরু যখন অন্তিম হো পুরাণিক বর্ণন করে। ৬৮

ভূমির এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি আর্ত্তবীর্যার্জুন ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভূমিকে প্রদান করত নিজের বশীভূত হইয়া বৈশ্য যজ্ঞ যখন করিলেন। ৬৯

তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভূমিকে করিতে করিতে বৈশ্য সমীপে যখন পূর্ণরূপ সমস্ত বেদকে আনিবার জন্য বিস্তার-বচনে প্রেরণ করিলেন। ৭০

এদিকে সেই ভূমিপুত্র কপিলাধেনুর সমীপে যখন কাম ধেনুর কটাক্ষ হইয়া ক্রোধ করিতে আরম্ভিলেন এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। ৭১

তখন অনুগ্রহ করিতে কামনা সাধার অন্তীশ্বরূপা সেই ধেনুটি মাতা ক্রোধে পরায়ণ ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ৭২

ধেনুটি কহিলেন,—ভূমিপুত্র। তোমাই হইল কিংবা সাধারণ ধনবাহী ধেনুরই হইল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বস্তু রক্ষা করিতে সমর্থ; কারণ, প্রত্যেক জন্তুই নিজ নিজ বস্তুসমূহের পালনে, পালনে অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণে এবং ধারণ করা অধিকারী। ৭৩

হে তপোধন! তুমি যদি ত্রৈলোক্য আমাকে যজ্ঞকার্য্যে প্রার্থনাকর সমীপে সমর্পণ করা, তাহা হইলে আমি তোমার আজ্ঞানুসারে তাহাদের সহিত তখন মরিব। ৭৪

অথবা ন যদাসি যং ন মরিষ্যামি তে সুতাং
মন্ত্রো হরেঃ সৈন্যেন যুধ্যতাং নৃপ মুক্ত ॥ ৭৫
কথং যোগিনি সর্বজ্ঞ মায়াযোগিস্বরূপিনঃ
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ কালদাস্যো ন চাত্মনঃ ॥ ৭৬
যং যা জো যে তবাদ্যঃ তং সমস্তং জ্ঞানযোগিনঃ।
মায়েব হি সমস্তো মম যং তাপেব হি ॥ ৭৭
যত্নো জানাতি যদ্ ব্রহ্মমাত্মনস্তাপি কেবলম্।
ন্যূনঞ্চ তত্ত্ব বিজ্ঞেয়াদ্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম তৈ ॥ ৭৮
ইত্যুক্ত্বা তাম্বভূত্ত পুনায় বিধিবাধিত।
শস্ত্রাস্ত্রাণি সৈন্যানি পুরুষান্ত্য-প্রভাবি চ ॥ ৭৯
নির্গতাঃ কপিলাবক্ত্রাৎ কোটিকোটি সহস্রাধিশঃ।
বিধি-শূন্যা বাহিকায়াঃ পূরিতঃ পক্ষকোটিভঃ ॥ ৮০

অথবা তুমি যদি আমাকে পাও না, তাহা হইলে আমি তোমার পুত্র হইতে মারিব না। তুমি আমার প্রেরণ বৈষ্ণব দ্বারা রাজাকে এখন হইতে দূর করিয়া যাও। ৭৫

হে নৃপবির! তুমি সর্বজ্ঞ হইয়া কেন এক মায়া-যোগিনীর সহিত যোগ করিতেছ অথবা তুমি সর্বজ্ঞ, তবে কেন মায়া-যোগিনীর হইয়া যোগ করিতেছ? যেন, এই সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ তাহারও সহিত তাহার মিলন ও বিচ্ছেদ, কালদাস বলিয়া জানিবে, ইহাতে নিজের কিছুই করা নাই। ৭৬

তুমিই যা আমার যে। আমিই যা তোমার যে। কিন্তু আমাদের উভয়ের এই যে সমস্ত, তাহা জ্ঞান কর্তৃক জানিত হইয়াছে; সুতরাং যে পর্যন্ত সমস্ত থাকে, সেই পর্যন্তই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সমস্তও থাকে। ৭৭

যোগী বস্তু বিজ্ঞেয়, তাহা কেবল যত্নই জানিতে পারে; সেই কারণে যে বস্তুর ব্রহ্মজ্ঞান যত্ন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের সময় সেই বস্তুর সহিত বিচ্ছেদে যাহার মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয়। ৭৮

সেই ব্রাহ্মণকে ভূমিপুত্র জমদগ্নিকে এই কথা বলিয়া পুনর্বার প্রস্থানকারী ব্রাহ্মণি অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ এবং সৈন্য-সমূহকে প্রেরণ করিতে আদিলেন। ৭৯

সেই সময় কপিলাধেনুর মুখ হইতে তিন কোটি পদাতিধারী যোদ্ধা নির্গত হইল। এইরূপ তাঁহার বাহিকা হইতে পাঁচকোটি পদাতিধারী যোদ্ধা নির্গত হইল। ৮০

বিভিন্নতা লোকমাত্রাঃ শতকোটি স্বরূপাঃ
কলাকালিন্দ্য লোকাদ্বিকোটি [illegible] ॥ ৬১
মনঃ স্বাতিম্বন্দ্য বিকোটি [illegible] ।
শতকোটি মহারাজ পূর্বোক্তাদ্ বিনির্মিতা ॥ ৬২
বিভিন্নতা [illegible] স্বারাবাঃ [illegible] ।
[illegible] বিকোটি [illegible] ॥ ৬৩
বিনির্মিতা [illegible] বিকোটি [illegible]
মহা দৈত্যাদি কপিলা [illegible] নির্মিতা যদৌ ॥৬৪
[illegible] দৈত্যাদি হর ন [illegible] ॥

মুক্তি সাধুন-সদ্বাক্যৈর্বদুক্তা সমূহ ॥ ৬৫
মৃণেন যোগিনো [illegible] ॥
কপিলা-দৈত্য[illegible] ॥ ৬৬
[illegible]
[illegible] দৈত্যাদি [illegible] ॥ ৬৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] [illegible] চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

তাঁহার [illegible] হইতে শত কোটি [illegible] বহির্গত হইল এবং তাঁহার [illegible] হইতে তিন কোটি [illegible] নিযুক্ত হইল ॥ ৬১

তাঁহার [illegible] হইতে তিন কোটি [illegible] নির্গত হইল এবং তাঁহার পূর্বদেশ হইতে [illegible] শতকোটি [illegible] বহির্গত হইল ॥ ৬২

তাঁহার [illegible] হইতে [illegible] নিযুক্ত হইল এবং তাঁহার [illegible] হইতে তিন কোটি [illegible] বহির্গত হইল ॥ ৬৩

তাঁহার [illegible] হইতে তিন কোটি [illegible] নির্গত হইল। [illegible] দৈত্যাদি [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৬৪

[illegible] মুক্তির [illegible] ॥ ৬৫

"[illegible] মুক্তি [illegible] দৈত্যাদি [illegible]" এই কথা তিনি [illegible] বলিলেন। [illegible] মুক্তি [illegible] ॥ ৬৬

[illegible] দেবী [illegible] হইতে [illegible] [illegible] — এই [illegible] কথা [illegible] ॥ ৬৬

[illegible] হইতে [illegible] দৈত্য [illegible] করিলেন ॥ ৬৭

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[জমদগ্নি-কার্তবীর্যার্জুন-যুদ্ধে কপিলাদত্ত-সৈন্যানাং রাজ্ঞঃ পরাজয়ঃ]

নারায়ণ উবাচ

একদা নরপঃ কার্তবীর্যো মৃগয়ায়াং বিদূরতঃ ।
দূরং শ্রান্তঃ শ্রমেণৈব মুনিশ্রেষ্ঠ মুনিপত্নিভিঃ ॥ ১

দৃষ্ট্বা মুনিং মুনিশ্রেষ্ঠং বিনয়েন প্রণম্য চ ।
স্থিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভক্তিভাবেন সংস্থিতঃ ॥ ২

দৃষ্ট্বা নৃপং মুনিশ্রেষ্ঠো অতিথিং নৃপসত্তমম্ ।
উবাচ মধুরাং বাণীং সর্বং যুক্তমিদং শুভম্ ॥ ৩

মুনিরুবাচ ।

দৃষ্টো নৃপো নিরাহারঃ সসৈন্যো যত্র দুর্গমে ।
বিধিবৎ ভোজনং কৃত্বা গচ্ছ তেনৈব সাম্প্রতম্ ॥ ৪

কপিলাং প্রাহ দেবীং সা সর্বং প্রকৃতিসম্ভবম্ ।
স্থাপয় স্বর্ণপাত্রেষু দ্রব্যাণি বিবিধানি চ ॥ ৫

দুগ্ধং দধি ঘৃতং চৈব ক্ষীরং মধু শর্করাদিকম্ ।
গুড়ং চ পায়সং চৈব নানাভক্ষ্যং বিধায় চ ॥ ৬

মুনিশ্চ কপিলাবাক্যাৎ সম্ভারঃ নির্মিতো মহান্ ।
পর্বতাঃ পিষ্টকানাং চ তথা নৈবেদ্য রাশয়ঃ ॥ ৭

কপিলা চ বরেণ্যা সা সর্বাণি বিবিধানি চ ।
দুগ্ধাদ্যোদনেষ্টৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যাদিকৈস্তথা ॥ ৮

ততঃ সদ্যো যে নিঃসৃত্য সৃষ্টানি বিবিধানি চ ।
তৎ দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্য চার্বাঙ্গী নিরাময়া ॥ ৯

সুবর্ণ পাত্রে যে দুগ্ধাদ্যুপকল্পিতম্ ।
সর্বাঙ্গেন স্থিতা দেবী স্বর্ণ রত্নাদিভূষিতা ।
ইত্যুক্ত্বা কপিলা তত্র বিধায় তপস্বিনী ॥ ১০

মুনিপত্নী নৃপং ভুক্ত্বা তৃপ্তঃ সর্বৈশ্চ ভূমিপঃ ।
দৃষ্টা সর্বমিদং তত্র বিস্ময়ং প্রাপ্তবান্ ॥ ১১

[illegible] ॥ ৬

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

[জমদগ্নি কার্তবীর্যার্জুন যুদ্ধে কপিলাদত্ত সৈন্যদের রাজার পরাজয় ।]

নারায়ণ কহিলেন,—কার্তবীর্যার্জুন উত্তম মৃগয়া করিতে করিতে দূরে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুনির আশ্রম দেখিয়া মুনি জমদগ্নির নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন । ১

সেই দূত মুনির নিকটে গিয়া বলিল, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ক্ষুধার্ত হইয়া নিকটে আসিয়াছি আপনি আমাদের রাজার আতিথ্য সৎকার করুন । ২

দূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিবর জমদগ্নি হৃষ্ট হইলেন এবং রাজাকে সেই দূতকে দিয়া, সমস্ত সৈন্যসহ এই কথা বলিলেন । ৩

মুনি জমদগ্নি কহিলেন,—হে কার্তবীর্য তুমি আমার অতিথি হইয়াছ আমি তুষ্ট হইয়া আমি এবং আমার আশ্রমবাসীরা তোমাকে বিবিধ ভোজনদ্রব্যসমূহ ভোজন করাইতেছি । ৪

সেই রাজা এবং সসৈন্য আমার আশ্রমে আসিয়া কপিলাদেবীর সাক্ষাৎ করিয়াছেন । দূত ! আমি সেই জন্য প্রণাম করিতে বলেন । আমি তাঁহাকে বিধিপূর্বক দুগ্ধ প্রদান করিব । ৫

দূত মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিয়া তখন সকলে কার্তবীর্যার্জুনকে মুনি-

কর্তৃক সব আনাই বলিল । ৬

অনন্তর মুনিবর জমদগ্নি কপিলাকে বলিলেন,—মাতঃ ! আমি এখন কি করিব ? যেহেতু রাজা কিছু খেতে বসুন কোন সময় যোগ্য (অতিথি সৎকারাদি) করিতে পারি না, সেইজন্য আমার আতিথ্যের এই সৈন্যাদি সহ অতিথি সৎকার করিতে হইবে না । ৭

তখন সেই কপিলা ধেনু সেই মুনিকে বলিলেন আদেশ সহ প্রদান করিলেন এবং নৃপগণের উদ্দেশ্যে ও দূতের উপযোগী সকল-অনুকূলে ভোজন উৎপাদন করিলেন । ৮

অনন্তর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—বৎস ! তোমার জয় হউক । দূত তুমি নিশ্চিন্তমনে গমন কর করিতে । তুমি ইহা মনে করিয়া আসিয়াছ যে, দূত "অতিথি দেব" আতিথ্য তোমার দুঃখ হইবে না । ৯

মুনি জানেন, সেইহেতু তাহার প্রতি তোমার যুদ্ধ করা অনুচিত । এই রাজা অথবা মহারাজের নিয় এবং আমার অনুরাগী । অতএব যাও । সেই তপস্বী কপিলা মুনিকে আদেশিত এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন । ১০

অনন্তর সেই তপস্বী মুনিবর সমস্ত সৈন্যকে সন্তোষপূর্ণ করিলেন এবং সেই সব সৈন্য সহিত দূতগণ গমন করিলেন । ১১

রাজা জগাম মৃগয়ায় নবাশ্ব মুনিপুঙ্গবম্
উদয়ং সৈন্যযোর্দৃষ্ট্বা বহূন বন্য মৃগদ্বিজান্ । ১৪
রাজসৈন্যং ততঃ সর্বং কণ্বসিদ্ধাশ্রমেতরা বনাৎ
বিচিত্রিত ধ্বজং রাজ্ঞো বহুল লীলয়া যুধে । ১৫
বন্যমৃগিদ্বিজেষু মহাবং সা সেনা কাশিনী মুদা ।
কুলশ্চ কাশিসেনায়ি সৈন্যানি ভেতুরুদ্যতঃ । ১৬
সৈন্যানি যঃ শস্ত্রপূর্ণা বাহনস্থঃ চকার হ
শস্ত্রপূর্ণা শস্ত্রপূর্ণো রাজা যুধ্যবরাজ হ । ১৭
কিঞ্চিৎ সৈন্যং মৃধা রাজ্ঞঃ কিঞ্চিদ্রেব পলায়িতম্
মুনীন্দ্রং মুক্তিমা দৃষ্ট্বা মুনেস্ত্রাসমিবিধো মুনে ।১৮
কৃপানিধিশ্চ কৃপয়া তৎসৈন্যং সকলং চ
প্রদা সৈন্যং বিশেষেণ কণিসাধাক্ষ কৃত্রিমম্ ।১৯
মুনীন্দ্রং মুক্তিমা দৌত্যং প্রদা চক্রেশ্বরঃ
স দীপ্তঃ প্রেষয়ামাস রাজ্ঞোঽন্তিকে কৃপানুধিঃ । ২০

রাজা রাজ্যৈশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন এবং মৃগয়াচ্ছলে মুনিবরের আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৪

এই সময় কণিসা সৈন্যবাহিনী অত্যন্তপূর্বক আশ্রম হইতেসিদ্ধিক্রম বন্য করিয়া এবং মৃগয়ার বিচিত্র ধ্বজের অবতারণা করিয়া। ১৫

সেই কণিসাসৈন্যগণ রাজ্যের বন্য ও পক্ষী হেনন করিল। কুলরাজ ও তাঁহার সেই কণিসাসৈন্য-গণের সহ একত্রে সমর করিলেন না। ১৬

কণিসাসৈন্যগণ পলায়নপর হইয়া রাজাকে অগ্রসর করিয়া দিল। এইরূপে বাদ্যধ্বনি ও অস্ত্রধ্বনিতে রাজা মুদিত হইয়া পড়িলেন। ১৭

সেই সময় রাজার কিছু সৈন্য বিনষ্ট হইল এবং কিছু সৈন্য মৃত প্রায় হইয়া পলায়ন করিল। যে মুনির আশ্রম। মুনিবরেণ কৃপাসাগর অবলোকন করিলেন, কাশিরাজ মুনিকে দেখিয়া কৃপাপূর্বক নিজের সৈন্যগণকে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। তখন সেই মুনির অর্থাৎ কণিসা কর্তৃক মুক্ত কণিসাসৈন্যগণ কণিসার নিকটে যাইয়া তাঁহার সেবা নিযুক্ত হইয়া রহিল। ১৮-১৯

তদনন্তর সেই মুনিবর অবলোকন করিলেন কৃপাসাগর হইয়া রাজাকে নিজের চক্রপুরি দান করত 'তোমার জয় হউক' বলিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ২০

এই কথা বলিয়া রাজাকে আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। ১৮

নিজের কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাঁহার সৈন্যগণ সম্পাদন করিলেন। তখন সেই রাজা কাশি-রাজের সৈন্যগণ নিজের নিকট হইতে ও কৃতজ্ঞতা হইয়া সকল অবলম্ব করত কণিসাসহিত সেই মুনিবরই অবলম্বিত প্রদান করিলেন। মুনিবর তখা-নীতায় প্রদান করত রাজাকে আশ্রিত করিলেন। ১৯-২০

অবলম্বর পুরুষার উদয়ের হান অবাইয়া অস্ত্রশস্ত্রের ত্যাগ করাইলেন, তাহা, রাজপরিবার হইতে দূর করা সর্বতোভাবে (সর্বাংশে) ত্যাগ। ২১

কিন্তু আর সকলের হইতে দূর করা কঠিন, কৃপাসাগরও অতি ভীত এবং ত্রস্তচিত্ত। মুনিবরেণ অবলম্বি সেই রাজাকে অবশ বলিলেন,—হে নরনাথ। তুমি ভূয় পরম কর। (এই শ্লোকের বিশেষ পদ্ধতির ভূমিকা ও সম্পূর্ণ ভাবে পরিচয় দেখা যায়—"ইতঃ ত্ব মুনিরেণ ভূয় পরম্ মহাবিদ্য" ও ইহার ব্যাখ্যা—'হে মুনিরেণ। নরনাথি ভূয় যাইয়া মুনিবর অবলম্বিত বলিলেন।) মুনিবরের বাক্যের উত্তরে রাজা কাশিবীরাধিপ বলিলেন,—হে মহাবাহো। আপনি আমার প্রতি ভূয় করুন কিংবা আমার অতিশয়িত কোন্ আশ্রয়ে প্রদান করুন। ২২-২৩

ইতি শ্রীমহাভৈরবে মহাপুরাণে মহাতন্ত্রকল্পবাদে অষ্টাদশঃ মুনিমুক্তিকথনং নাম সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ । ২৪

শ্রীমহাভৈরবি শ্রেষ্ঠমহাতন্ত্রীয় শ্রীমহাভৈরবোক্ত মহাপুরাণে অষ্টাদশঃ মহাতন্ত্র-মহাকল্পমহাবাদে মুনি-মুক্তি-মুক্তিকথন নামক সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যজ্ঞ জমদগ্নি-মুনির পুনর্জ্জীবন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পরাভবাদি]

নারায়ণ উবাচ।

ঋষিঃ শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো রামস্য জয়ং চ মুক্তয়ে।
হিতং সত্যং নীতিযুক্তং প্রত্যুবাচ নৃপং চ তম্‌ ॥ ১

মুনিরুবাচ।

যুক্তং যদ্ধি মহারাজ বক্ষ্যসি সত্যমেব তৎ।
সর্বেষাঞ্চ হিতং শশ্বৎ বিদ্যতে যত্র পুত্রিকম্‌ ॥ ২
ত্যক্ত্বা দুষ্টা বিনাশায় সতাং রক্ষা সুখং সুখ।
ইত্যেব পুরাণেষু সর্বেষাঞ্চ বিধানতঃ ॥ ৩
সাম্প্রতং মুক্তিতঃ দৃষ্ট্বা পাপেনৈব শুচাশিনম্‌।
অমরং চেতনাং কৃত্বা যজ্ঞমেবোচিতং ন চ ॥ ৪
নৃপস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্‌
হৃষ্টরূপশ্চাজ্ঞয়ার্থ যুদ্ধং সেনীয়ুযায় হ ॥ ৫

মুনিং কৃত্বা চ সন্তারং যজ্ঞং যোগপুরুষকম্‌।
যাজ্ঞা যং মুনয়ঃ সর্ব্বে তোষেণাযযুরেবম্‌ ॥ ৬
অগ্নিনাস্তরণেনৈব সাস্তরক্ষ চকার যম্‌।
অগ্নিনাস্তরণা যজ্ঞং পুনর্মুনিং চকার চ ॥ ৭
পুনস্ত চেতনাং প্রাপ্য যাজ্ঞা চক্রুস্তথোচিতম্‌।
মুনিনা যুদ্ধমুক্তা তোষেণ পুনরেব চ ॥ ৮
ধন্বিনঃ ষোড়শাযান্তং সমরে মুনিপুঙ্গবম্‌
মুনির্নির্বাপয়ামাস বাক্যেনোবাচ লীলয়া ॥ ৯
নৃপেন্দ্রো বারুণাস্ত্রঞ্চ ক্ষিপেদ সমরে তুরী।
বারব্যাস্ত্রেণ স মুনিঃ শরব্যাসং চকার হ ॥ ১০
বারব্যাস্ত্রং নৃপস্তেনৈবাক্ষিপেদ সমরে ত্বরা।
আগ্নেয়ঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ শমব্যাসং তৎক্ষণম্‌ ॥ ১১

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

[কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত জমদগ্নি মুনির পুনরায় যুদ্ধ এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পরাভব।]

নারায়ণ বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যাগ ভঙ্গ করত শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে এই বিষয়ক, সত্য ও নীতিপূর্ণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

মুনি কহিলেন,—মহারাজ! তুমি যুদ্ধে যখন যে কথা বলিবে, তাহা যদি হিতকর হইলেই সর্ব্বদিক রক্ষা হয় বটে। ২

হে নৃপ! তোমাকে অমরত্ব দান করিতে দেখিয়া আমি নিজের যুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করত বিনাযুদ্ধে তোমার পূজা করিয়াছি। ৩

এক্ষণে আবার তোমাকে মৃত্যুর দেখিয়া সাধুদের রক্ষা পূর্ব্বক অন্যায়ীদের শাসন করিয়াছি। তাহাদের রক্ষা যাহা করত আমাকে তোমার এরূপ করা উচিত নয়। ৪

নৃপ তাঁহার কথা শ্রবণ করত মুনিবরকে প্রণাম পূর্ব্বক আজ্ঞা লত্ত করত আরোহণ করিলেন এবং মুনিকে বলিলেন—আপনি আরোহণ করুন আমি অগ্রে অগ্রে আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। ৫

যখন মুনি বর্ম্ম ধারণ করত সেই রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং রাজার ক্রোধে হৃষ্টরূপা হইয়া তখন মুনির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৬

ইহাতে মুনি অগ্নিনাস্ত্রের দ্বারা রাজাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন এবং রাজা অগ্নিনাস্ত্রের শক্তির (আচ্ছাদনের) দ্বারাতে যে শক্তির প্রভাবে পুনরায় মুনিকে হইলেন। ৭

তখনকার রাজা পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সেই মুনির সহিত ক্রোধভরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৮

রাজা সেই যুদ্ধে মুনিশ্রেষ্ঠকে অবলীলায় বধ করিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু মুনিবর বাক্যদ্বারা প্রয়াস করত অবলীলাক্রমে সেই আয়োজনকে নির্ব্বাপিত করিলেন। ৯

তখন নৃপেন্দ্র বারুণ মুনির উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মুনি বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া অনায়াসেই সেই বাণসমূহকে নাশ করিয়া দিলেন। ১০

নৃপশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্য সেই সমর যুদ্ধে মুনির উপর বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ এইবার পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেই বায়ব্যাস্ত্রকে তৎক্ষণাৎ নিষ্ফল করিয়া দিলেন। ১১

আয়াস্তক বৃদ্ধশ্রেষ্ঠস্তিকেশ ধনুর্ধরঃ
গান্ধারেষু মুনিশ্রেষ্ঠঃ তথান্ত তপসঃ ফলম্ । ১২
ধারেশ্বরা মহাসুরু শতমূর্ধানমব্রবন্ ।
ত্রিকেশ বৃদ্ধত্রিশ্রেষ্ঠো জ্যেষ্ঠস্তস্য দিশো দশ । ১৩
বৈকক্ষায়ণো বিপ্রেণ ত্রিসোতস্যাপ্লবেন চ
মুনির্বিবাসয়ামাস রহস্যপুর নায়ক । ১৪
মুনির্নারায়ণাস্ত্রেণ ত্রিকেশ মন্ত্রপূর্বকম্
শত্রুং দৃষ্ট্বা মহাস্ত্রেণ নবমং শতমং জঘৌ । ১৫
ঊর্ধ্বকে প্রথমা কৃত্বা অন্তং দীর্ঘং দিশো দশ ।
প্রজাপতিসমং তত্র স্থানমস্ত্রবরীয়ত । ১৬
ধনুশ্চাস্ত্রেণ স মুনিস্ত্রিকেশ ধনুর্ধরঃ ।
ত্রিধা প্রাণ ইবো রাজন্ পুরাণে চ যুগে যথা । ১৭
দৃষ্ট্বা তৃণং বিশিরস্কং অস্ত্রমন্ত্রেণ তৎক্ষণম্

ত্রিকেশ নারদিং ধীরং বসুর্ধানং মুনিস্তদা । ১৮
মুহূর্তং তুরগ্রেণ ধ্রুবং সন্ধায়মেষ চ
অস্ত্রং তূণং ধারিণঞ্চ বিধিবেন চ তুষ্টবঃ । ১৯
মুনিস্তমব্রবীদ্ ধীমান্ নামাস্ত্রেণাবধীদয়া ।
শিষ্যা স্থাপয়ামাস প্রথম মহাস্ত্রমন্ত্রে । ২০
মুনিস্তং বোধয়ামাস পুরাস্ত্রেণাবধীদয়া ।
শিষ্যান্ সর্বান্ মহীন্ বর্ষয়ামাস মুনিসত্তম । ২১
বর্ষয়িত্বা তৃণা স্তাংস্তু মোক্ষয়ামাস তৎক্ষণম্ ।
কৃষ্ণস্ত্রেণাবিষং কৃত্বা পুরা সত্ত্বেণাবাচ হ । ২২
রাজা কোশাং মহুষ্যস্তু পুনর্মুহুর্য রাজতঃ
ত্রিকেশ তং মুনিশ্রেষ্ঠঃ মুনিঃ সত্যা তথান্ত তৎ । ২৩
এতস্মিন্নন্তরে রাজা ধনাধ্যক্ষ ইবাপরঃ ।
সুপ্রীতিঃ তাবয়ামাস পুনীয়াঃ চ পরন্তপ । ২৪

তখন তৃণগুলি তুচ্ছ অস্ত্রমন্ত্রে সাধনার অস্ত্র হেলন করিলেন, কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ তখনই ধারণাস্ত্র প্রেরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাধনাস্ত্রকে ক্ষয় করিয়া দিলেন । ১৭

ইহার পর তৃণগুলি কার্তবীর্য মুনিবরের উপর দশ শিষ্য উৎক্রান্তিকারী শতমূর্ধানুরা যেরীনামক মহাস্ত্র মন্ত্রসহযোগে নিক্ষেপ করিলেন । ১৮

তাহার। তখন মুনিবর তখনই নিজের ধনুষ্কলাপের বিশ্ব ও ত্রিলোকব্যাপী বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা সেই মারণেস্ত্রকে নির্বাপিত করিয়া দিলেন । ১৯

তাহার পর মুনি তাহাই তাহার উপর শত শত মূর্ধক নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । মহারাজ কার্তবীর্য-পুত্র সেই অস্ত্রকে দেখিয়া প্রশমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রেম করিলেন । ২০

তখন সেই নারাচাস্ত্র রাজাকে সহযোদ্ধা দেখিয়া ঊর্ধ্ব আকাশমার্গে গমন করিয়া বিহঙ্গকুল বর্ষণশীল অমোঘাস্ত্রে পরিণত হইয়া প্রজাপতির ন্যায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল । ২১

তাহার পর মুনি তপোবলে অবস্থিত রাজাকে অস্ত্র করিয়া তৃণগণ নিক্ষেপ করিলেন । এই অস্ত্রের প্রভাবে রাজা কার্তবীর্য-পুত্র বিদ্ধ হইলেন এবং তৃণের ন্যায় শয়ান করিয়া রহিলেন । ২২

মুনিবর তখনই সেই সময় রাজাকে বিদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য, মান, ধন এবং যশ হরণ করিলেন । ২৩

তৃণগণ আহত হইয়া তৃণরূপ, তরু ও পর্ণ হেলন করিলেন এবং তখনই বিনষ্ট আহত হইয়া তৃণত্বের অস্ত্র, তৃণ ও অস্ত্রমন্ত্রকে বিনষ্ট করিলেন । ২৪

অনন্তর মুনি রাজপ্রকাশের সাধনাস্ত্র-মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রাধিষ্ঠাতা রাজার সমস্ত শক্তিসমূহকে বন্ধন করিয়া তপস্যায় দীক্ষিত করিলেন । ২৫

তাহার পর মুনিবর তখনই রাজা কার্তবীর্যার্জুনকে সমস্ত অস্ত্রাধিষ্ঠাতী শক্তি করিলেন অর্থাৎ তাঁহার টৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং তৃণগণকে বন্ধনমুক্ত সমস্ত শক্তিসমূহকে দেখাইলেন । ২৬

তৃণগণ সেই সব মহাশক্তিকে দেখাইয়া তখনই তত্ত্বাধিষ্ঠাতৃরূপে পরিণত করিয়া দিলেন । তাহার পর তৃণগণ কার্তবীর্যার্জুনকে আশীর্বাদ প্রদান করত বলিলেন—আর তুমি প্রয়োজন নাই, তুমি যাও । ২৭

কিন্তু রাজা স্বোপার্জিত ঊর্ধ্বে ইহা তৃণগণের এক গুরু উপকারের তরে মুনিশ্রেষ্ঠ তখনই উপদেশ করিলেন । মুনি তখন শক্তি অনুযায়ী সেই পুণ্যের ঋণ করিয়া দিলেন । ২৮

এই সময়ে সেই ঐশ্বর্যশালী রাজা তথাকথিত তত্ত্ব মুনীন্দ্রিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তাহার মান করিয়া উত্তরের মতো মুনীন্দ্রিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিলেন । ২৯

মূর্দ্ধিনাথ প্রণামান্ত কৃষ্ণস্য চ স্তবনম্ভে।
রাজা নত্বা বিধিং বিপ্রঃ স্বালয়ং প্রযযৌ মুদা ॥৪
মুনির্যযৌ চ স্বগৃহং স্মরন্ কৃষ্ণপদাম্বুজম্
ইত্যেবং কথিতং বিপ্রাঃ কিমিচ্ছন্তি পুনঃ ॥৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে তপস্যাকার্ত্তবীর্য্য-মুনিসুহৃদ্বিবাদ-কথনং নাম ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রণাম করিলে মুনি স্তবদ্বারা কৃষ্ণের স্তব করিলেন। রাজা তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রণাম এবং বিষ্ণুর স্তবপাঠ করিয়া বিধি শ্রবণ করিলেন। ৪৫

তাহা শুনিয়া মুনি স্বগৃহে এবং রাজা স্বালয়ে গমন করিলেন। এইরূপে আমি তোমাদের নিকট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মহাত্মার কথা বলিলাম। এক্ষণে আর কি তোমার নিকট বর্ণন করিব ? ৫৬

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে তপস্যাকার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মুনিবিবাদবর্ণন নামক ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যসহ রাজা মুনিতপোবনে পুনরাগমন, রাজা সহ যুদ্ধে তপস্বীর প্রাণত্যাগ, তৎপুত্রের পরশুরামের প্রতিজ্ঞা ও]

নারায়ণ উবাচ :

ইতি শ্রুত্বা মুনেঃ পত্নী রাজা বিপ্রিয়মাহরৎ।
পুনর্গত্বাশ্রমং তস্য তপস্যারাজ্ঞয়ং তথা ॥১
ক্ষণমাত্রং চতুর্দ্দশ্যং রথিনাং ষষ্টলক্ষকম্।
অশ্বলক্ষাণাং ষষ্টেশ্চ গণনাতীতসাদিনাম্ ॥২
রাজেন্দ্রাণাং মহেন্দ্রস্য মহাবলপরাক্রমম্।
মহাসপ্তদিসুহৃদ্ভস্য ত্রৈলোক্যো ভেদুনীশ্বরঃ ॥৩

সসৈন্যো যোদ্ধুমাযাস তপস্যারাজ্ঞয়ং মুদা।
প্রণম্য চার্জ্জুনং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্ ॥৪
হৈহয়াধিপৈর্যোদ্ধৃভির্মহাযোদ্ধৈশ্চ সৈন্যকৈঃ
তপস্যারাজ্ঞয়ঞ্চক্রে মূর্দ্ধাসাপূর্য্যরেণ চ ॥৫
পুরীং প্রবিশ্য নগরান্ পুরীষা কপিলাং তথা।
গৃহং মত্বা মনশ্চক্রে চর্ব্বিতবাহ্যাহ্যম্ ॥৬
মহুহুর্তো মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুরীষা নগরাৎ বহুঃ।
একাকী মুক্তকচ্ছশ্চ যেদুঃ নত্বা হরিং স্মরন্ ॥৭

তাহাতে রাজার সৈন্যসহিত তথা সঙ্গের অন্যান্য মুনির আশ্রমকে পরিবেষ্টিত করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বয়ং ঐ সময় তথায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ১-৪

মুনিরা বলেন। সেই সময় তপস্বি মুনির আশ্রমে তপস্বির সহিতে সৈন্যসহ, বাহনের ও মহাবলপরাক্রমে তাঁহা বেষ্টিত হইলেন। ৫

তাহার অনন্তর, অন্য ব্যক্তিদের আসার ও দুর্দ্ধি রাজা পুরীষময় মুনির কুটীরে প্রবেশ করত তথাকার কপিলাধেনুকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় গমন করিতে মন স্থির করিলেন। ৬

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্বি একাকী মুক্তকচ্ছের অর্থাৎ সাবধান হইয়া যান ও শত্রু গ্রহণ করত হরিকে স্মরণ করিয়া এবং শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ৭

আজ্ঞাময়ন্ত্রণ ভবান্ সর্বান্ সমাধাস্যে ন সংশয়ঃ।
আজ্ঞায়াং তব তিষ্ঠেয়ঃ নিশ্চয়ং কুরুতাং পুরঃ ॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা পরমোদারঃ স ভূমিস্তত্রমুক্তবান্।
প্রস্থায় রাজ্ঞঃ তৈস্তু সাধয়ঃ সর্বথা যথা ॥ ৯
অপরঃ পরমোদারঃ ভবান্ ভূমিসুতস্তয়ঃ
তৈরেব যাচ্ঞয়াযাদ সর্বৈস্তৈঃ সমাক্রান্তম্ ॥ ১০
ভূমিনা পরমোদারেণ সর্বৈস্তৈঃ সমাবৃতম্।
আমি সর্বাণি তুল্যানি পরাণি সন্তরে যথা ॥ ১১
রাজা পৃষ্ঠ্বা ভূমিস্তেষামস্তরং যথাং পুরঃ।
সাক্ষং কুলৈস্তৈরুদারা ভ প্রথমাং পৃষ্ঠ জন্মি ॥ ১২
নরাচারেণ যাবং স ভূমেঃ প্রাপ্তো গুরাশিষম্
আজ্ঞয়ো ভূমেস্তস্তস্ত ভবানঃ স্তুইবানসঃ ॥ ১৩
ভূমৈস সাক্ষং কুলৈস্তৈস্তিষ্ঠেদ্ভূমিসুতস্তয়ঃ।
অন্তঃ পরঃ সমাং ভক্তিং ভবান্ লীলয়া ভূমিঃ ॥ ১৪

ভূমিস্তিষ্ঠেদ বিশাক্রান্তি নিজেন লীলয়া কুলঃ
ভূমেঃ নিজেন কুলস্তিষ্ঠেদ্ভূমিং ভবান্ ভূমিঃ ॥ ১৫
অপরঃ পরমোদারঃ নিজেন ভূমিসুতস্তয়ঃ।
সর্বৈরেব নিবর্তন্তে ভবন্তস্তঃ কুলা যদু ॥ ১৬
নিবন্তাঃ পরমোদারেণ ন ভ পরাঃ পরাভিমুখ
ভূভবান্তুং ভূমিনা তে ভ সর্বে বিদ্ভিরাঃ ॥ ১৭
ভবান্তাঃ সর্ব-পাত্রাভরণিতঃ সর্বৈরেবাভয়ং।
রাজানা নিজিতঃ পৃষ্ঠ্বা ন ভবান্ ভূমীশ্বরঃ ॥ ১৮
ভূমীশ্বা ভণিতা ভ ভা ভবন্তঃ শোকমুজ্ঝিতাঃ।
যোগবিদ্যা পুরঃ কৃত্বা সর্বতঃ সন্তরুত্তমঃ ॥ ১৯
প্রবন্ধিতস্তরে রাজা তেজসা প্রাপ্য রাজ্য।
নিবাসয়ামাস ভূমিং ভূমীশ্বা সমরং যদু ॥ ২০
ভবান্ ভণিতা ভ্রাতা ভবন্তমেক ভবন্তাম্।
ভূমিস্ত ভূম্যা নিজেন ভূমীশ্বা সমরা যদু ॥ ২১

ভারপর আজ্ঞাবহির সমস্ত ভবন্তকে যজ্ঞমণ্ডপের আহ্বান প্রদান করিয়া বিজিত রাজা সন্তুষ্টে ভবন্তের আসনে অধিষ্ঠান করিলেন ॥ ৮

অনন্তর সেই ভূমি সভাস্থ পূর্বতন রাজগণের ভূমি করিলেন এবং মানুষ ভবন যেই দ্বারা নিজেকে আজ্ঞাবহি মনে করে ('ভবিতা'—এই সংজ্ঞাবাচক যেই শব্দ দ্বারা আজ্ঞাবহি হয়)। সেইরূপ ভাবনাই তাহা নিজের আজ্ঞাবহ সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহি করিলেন ॥ ৯

অনন্তর ভূমিপুত্রই তাহার রাজগণ ভূমি করিলেন এবং তাহা দ্বারা ভবন্তমের রাজার সমস্ত সৈন্যসামন্তকে বিদায়িত (আজ্ঞা) করিলেন ॥ ১০

সেইরূপ স্থিতা সেনা সহিত আজ্ঞা ধারণ করে, সেইরূপ ভূমিপুত্রই রাজগণের দ্বারা রাজার সমস্ত সৈন্যগণ আজ্ঞা প্রদানে রাজার সকলে তত—আজ্ঞা হইয়া স্থিতি ॥ ১১

রাজা কার্তবীর্যার্জুন সম্মুখে ভূমিপুত্রই ভবন্তমিকে ধর্ম করার কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূমেন্দ্রাজ্ঞের মহিত ভক্তিতে উহাদের প্রণাম করিলেন ॥ ১২

রাজা ভূমির আশীর্বাদ লাভ করিয়া উহাদের প্রণাম তত্ত্ব নিজ রাজ্য আগমন করিলেন। অন্যান্য ভূমেন্দ্রগণও ভূমিপুত্রের ন ন-রাজ্যে আগত হইলেন ॥ ১৩

অনন্তর সেই ভূমেন্দ্রই কার্তবীর্যার্জুন ভূমপুত্রের মহিত ভূমিপুত্রই ভবন্তমির উপর প্রভু, সখা, ভ্রাতা ও পতি ভূমিস্তিষ্ঠেদ বিশাক্রান্তি নিজেন লীলয়া কুলঃ
ভূমেঃ নিজেন কুলস্তিষ্ঠেদ্ভূমিং ভবান্ ভূমিঃ ॥ ১৪
অপরঃ পরমোদারঃ নিজেন ভূমিসুতস্তয়ঃ।
সর্বৈরেব নিবর্তন্তে ভবন্তস্তঃ কুলা যদু ॥ ১৫
নিবন্তাঃ পরমোদারেণ ন ভ পরাঃ পরাভিমুখ
ভূভবান্তুং ভূমিনা তে ভ সর্বে বিদ্ভিরাঃ ॥ ১৬
ভবান্তাঃ সর্ব-পাত্রাভরণিতঃ সর্বৈরেবাভয়ং।
রাজানা নিজিতঃ পৃষ্ঠ্বা ন ভবান্ ভূমীশ্বরঃ ॥ ১৭
ভূমীশ্বা ভণিতা ভ ভা ভবন্তঃ শোকমুজ্ঝিতাঃ।
যোগবিদ্যা পুরঃ কৃত্বা সর্বতঃ সন্তরুত্তমঃ ॥ ১৮
প্রবন্ধিতস্তরে রাজা তেজসা প্রাপ্য রাজ্য।
নিবাসয়ামাস ভূমিং ভূমীশ্বা সমরং যদু ॥ ১৯
ভবান্ ভণিতা ভ্রাতা ভবন্তমেক ভবন্তাম্।
ভূমিস্ত ভূম্যা নিজেন ভূমীশ্বা সমরা যদু ॥ ২০

নিজেন করিতে পারিলেন। ভূমিপুত্রই সেই ভবনের সেই সব প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ১৪

অনন্তর ভূমি রাজার উপর নিজস্ব নিজেন করিলেন, কিন্তু রাজা তাহা ভবন্তমেরই সেবন করিলেন। অন্য রাজা ভূমির উপর পূর্ণ নিজেন করিলেন, ভূমি সেই সময় সেই পূর্বতন সভা করিয়া দিলেন ॥ ১৫

তারপর ভূমিপুত্রই অন্য রাজগণের নিজেন করিলেন। কুলগণ তাঁহার সেই ভূমিসাধী ভবন্তমূহের দ্বারা সকলের বশ বশ হইয়া রহিলেন ॥ ১৬

এই কুলগণ তাঁহার সেই রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়া পরিলেন এবং পলায়ন করিতে অসমর্থ হইলেন। তারপর ভূমি কুলগণ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সকলকে নিজিত করিয়া দিলেন ॥ ১৭

ভূমি, অন্ন, ধন ও সম্পত্তি—এই সমুদয় সৈন্যবাহিনী সকলকে এবং রাজাকে নিজিত দেখিয়া ভূমীশ্বর অবশিষ্ট রাজাদিগকে বশ করিলেন না ॥ ১৮

তারপর ভূমিবর সেখানে রাজারা যোগবিদ্যাবলে একিয়া একত্রে সবিয়া ভূমীশ্বরের তাঁহাকে প্রণাম হয় তত্ত্ব তদ্রূপ বশন করিয়া উহা ভবিষ্যে ॥ ১৯

তারপর ঐ সময়ে রাজা কার্তবীর্যার্জুন তেজসা বাহুবলের দ্বারা ও বহু প্রকার করিয়া ভূমিকে বিদায়িত করিলেন ॥ ২০

[illegible] প্রচিক্ষেপ মুনৌ তথা।
[illegible] চকার নির্ব্বাণং দ্রুতম্ ॥ ১১
[illegible] নন্দ [illegible]
[illegible] ॥ ১২
[illegible] মহাশূলং চিক্ষেপ [illegible]
[illegible] ॥ ১৪ (?)
[illegible] শক্তিমূল্বণাম্
[illegible] ॥ ২১
[illegible] ॥ ২৬
[illegible] যোগী [illegible]
[illegible] ॥ ২৭
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ২৮

[illegible] বধ করিলেন। [illegible] মুনি [illegible] করিতে লাগিলেন ॥ ১১

সেই নৃপবর্য্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মুনির উপর [illegible] নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মুনীন্দ্র [illegible] সেই [illegible] নির্ব্বাপিত হইল ॥ ১২

তাহার পর নৃপেন্দ্র [illegible] শূল [illegible], [illegible] ক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩

[illegible] কেহই [illegible] শক্তিকে [illegible] পারিলেন ॥ ১৪

[illegible] মুনিকে [illegible] শক্তিকে [illegible] প্রাণ [illegible] সেই শক্তিকে [illegible] লাগিলেন ॥ ২৪

[illegible] । [illegible] যে তেজ, [illegible] তেজ, [illegible] এই সমস্ত তেজোময়ী [illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible] পূর্ব্বক সেই শক্তিকে [illegible] করিলেন। তখন সেই শক্তি [illegible] প্রদীপিত করিলেন ॥ ২৮-২৭

এই শক্তি-অস্ত্রের তেজঃ [illegible] দেখিয়া [illegible] [illegible] করিতে পারিলেন ॥ ২৮

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সেই শক্তিকে [illegible] মুনিকে [illegible] এবং সেই শক্তি [illegible] মুনির [illegible] হইলেন ॥ ২৯

[illegible] মুনির [illegible] করিয়া সেই শক্তি [illegible] করিলেন। [illegible], এই শক্তি [illegible] মুনিকে [illegible] এবং [illegible] করে ॥ ৩০

[illegible] সেই [illegible] মুনি [illegible] করিলেন। [illegible] সেই [illegible] বধ করিল ॥ ৩১

এই [illegible] মুনিকে [illegible] দেখিয়া সেই কপিলা [illegible] 'হে তাত! হে তাত!' এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শোকাকুল-[illegible] করিলেন ॥ ৩২

সেই শোকাকুলাবস্থায় তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] বিলাপ করিলেন ॥ ৩৩

হে বৎস! পূর্ব্বে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ এই কপিলাকে [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible]

[illegible] ॥ ১৯
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৪০
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৩১
[illegible]
[illegible] ॥ ৩২
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৩
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৩৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫

অথ রাজা স [illegible] রেবতী [illegible]
[illegible] বিনির্গত্য [illegible] [illegible] মুনে ॥ ৩৬
[illegible] [illegible] রেবতী [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৯
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪০
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪১

রেবতী [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪২
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৩
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৪
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৪৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৬

সে সময় এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible], সেই সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৭

[illegible] রাজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ৩৮

[illegible] রেবতী [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৯

তখন সেই [illegible] রেবতী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না । [illegible] '[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] তুমি [illegible]', এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০

[illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ৪১

সেই সময় [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৪২ ॥

রেবতী [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগিলেন ॥ ৪৩

[illegible] । [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] । [illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] লাগিলেন ॥ ৪৪

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । তুমি [illegible] এই কথা [illegible] [illegible] । [illegible] । তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না ॥ ৪৫

[illegible] । তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ; [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না ॥ ৪৬

কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] এই [illegible] করিলেন যে, "আমি এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" ॥ ৪৭

উদ্ধরেদ্যস্তু পুত্রো মাতুর্বিণ্মূত্রয়োর্মুহুঃ
ক্লিন্নং তথাং নীতিসারং বোধয়ামাস মাতরম্ ॥ ৪৮

রাম উবাচ ।

পিতুঃ শাসনরক্ষায়াঃ পিতুর্বধবিরোধকম্ ।
যো ন বেত্তি মহাভূতা সৌরবং স ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৯
অস্তিনো নরকস্যৈব মন্ত্রপানির্বিশঙ্কঃ ।
ক্ষেত্রসারাপহারী চ পিতৃধনবিরোধকঃ ॥ ৫০
সততা মদ্যকারী চ নিন্দকঃ কটুবাচকঃ ।
এতাবদ্যৈস্তে পাপিষ্ঠা নরাধমা ভেদসঞ্জ্ঞাঃ ॥ ৫১
বিজ্ঞানাং ত্রিবিধানাং স্যাদ্ধর্মাধিক্যমনা মতি ।
মধ্যমঃ ত্রাহ্মণশ্চৈব ধর্মাদ্ধর্মবিদ্ধিঃ ॥ ৫২
এবমিত্যুক্তবা তত্র আজগাম ভৃগুঃ স্বয়ং ।

আমি বিস্তৃতা ভক্তিযোগ ভাগবতপুরাণে অবলীলাক্রমে বলা করিব এবং ভক্তিরসের দ্বারে আমি শিক্ষাদেবতার অর্চন করিব ॥ ৫৭

মাতার সম্মুখে এই কথা বলিয়া পরশুরাম পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি এই শিক্ষক, তথাকথিত ও নীতিপূর্ণ বাক্যে মাতাকে প্রবোধ দান করিলেন ॥ ৪৮

রাম (পরশুরাম) বলিলেন,—মাতঃ! যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা পালন করে না এবং পিতৃভ্রাতাকেও বধ করে না, সেই ব্যক্তি মহামূর্খ। সে নিশ্চিত গৌরব নরক ভোগ করে ॥ ৪৯

১। অস্তিনাস্তা, ২। বিশ্বাসঘাতী, ৩। মদ্যপায়ী (ইহার অন্য অর্থও অন্যত্রাদি করিয়াছে) ৪। ব্রহ্মস্বাপহারী ৫। ভূমিহরণকারী ৬। স্ত্রী অপহরণকারী ৭। পিতৃ-ভ্রাতাকারী (পিতা ও মাতা—এই উভয়ের ভ্রাতাকারী) ৮। আত্মাদি বন্ধুকারী, ৯। সদা অবিবেকারী, ১০। স্বয়ংমত বিস্তারকারী, ১১। কটুবাক্যকারী—অর্থাৎ—কটু বাক্য বলিয়া লোকসমাজে অবমাননাকারী; এই একাদশ প্রকার ব্যক্তি পাপিষ্ঠ এবং নরাধম, ইহা বেদ-বিহিত বিধান ॥ ৫০-৫১

মতি তথাপি। যদি কোন ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত একাদশ প্রকার অপরাধযুক্ত কার্য্য নিত্য করে, তবে ব্রাহ্মণ অধমা বলিয়া সেই অপরাধী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মসূত্র ছাড়িয়া লইয়া এবং মস্তক মুণ্ডন করাইয়া সেখান হইতে বহির্গমন করিবে ও তাড়না করিবে; বৈশ্যকে ঐরূপ বলিয়া

অস্তিনাস্তো নরকী চ ধ্রুবমেব বিমুক্তয়া ॥ ৫৩
দৃষ্ট্বা তা রেণুকা রামো বিবক্ষুঃ ক্ষত্রিয়ো ন ।
ন তাবুবাচ স্নেহোক্তঃ পরলোকবিচারয় চ ॥ ৫৪

ভৃগুরুবাচ ।

মহাপরাধতো জ্ঞানী হ্যং যথা বিলপসে পুত্র ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্বং সংসারে চ চরাচরম্ ॥ ৫৫
সংসারাৎ সংসারীজ্ঞ কৃষ্ণঃ চিন্তয় পুত্রক ।
যদন্তঃ তদন্তঃ বংশে বয়ং যা পুনরাগতম্ ॥ ৫৬
যদ্যেবমুক্তবংশেব ভবিষ্যা বহুবিস্তৃতি
সত্যাং নৈমেত্তিকা কর্ম নিত্যেকঃ কেন বার্যতে ॥ ৫৭
ভূতঃ তথা ভবিষ্যচ্চ যদ্ যৎ কর্ম কেন যথা নির্বার্যতে ।
নিমিত্তিঃ যদ্ যৎ কর্ম কেন যথা নির্বার্যতে ॥ ৫৮

মহীপতি পুরন্দরম ভক্তিতি অন্তে ॥ ৫২

মাতা-পুত্রের মধ্যে এরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, ইত্যবসরে মহর্ষিপত্নী মহাসতী রেণুকা স্নান করিয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া (অথবা অন্তরাল হইতে থাকিয়া) সেখানে অবস্থান করিলেন ॥ ৫৩

ইহাতে পরশুরাম রেণুকা ও পরশুরাম বিপরীতভাবে প্রণাম করিলেন। তখনও রামপুত্র মহর্ষি ভৃগু, সেই মাতা ও পুত্রকে পরলোকের বিষয়ক এই বেদোক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৫৪

ভৃগু বলিলেন,—পুত্র! (ঋষির পরশুরাম ভৃগুবংশীয় অন্যান্য প্রসঙ্গে, তথাপি অন্যের বুদ্ধিহারী পুত্রকল্প আত্মজনকে বলিয়া 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তথায় পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র ঔর্ব, ঔর্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি এবং জমদগ্নির পুত্র হইলেন—তথাকথিত অবতার রামরূপ পরশুরাম।) তুমি আমার কথে অবতরণ করিয়াছ এবং নিজে একজন জ্ঞানী পুরুষ, তথাপি তুমি কেন বিলাপ করিতেছ? এ সংসারে চরাচর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে সব বস্তু দেখা যাইতেছে, তাহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও বিনাশশীল ॥ ৫৫

অতএব তিনি সংসারের অধীশ্বর সংসার সদা বিস্তারী বহুসম্ভূতের মধ্যে যেই এক সংসার বীজস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সতত ধ্যান কর। যদন্ত যাহা বলিয়া বিরাম দিয়াছে, তাহা বিরামে। যাহা বিরামে, তাহা পুনরায় আর ফিরিয়া আসিবে না, অতএব সে বিষয়ে চিন্তা করিও না ॥ ৫৬

যাবাগোদঃ যাবিমোক্ষ পরীঃ পাকতৌষিকম্
মন্ত্রেণপূর্বকা নাম প্রাক্ঃ সর্বসমঃ পুত্র ঃ ৫৯
ভূয়া বিদ্যা সহা শান্তিঃ ক্ষমা আত্মাবরুদ্ধয়া
যাবি প্রাণা মনো জ্ঞানং প্রত্যক্ষে পারমাত্মনি ঃ ৬০
বুদ্ধিস্থ সকলঃ সর্বা ভাবেন্দ্রিয় বিক্রিয়াঃ
সর্বে তমনুজায়ন্তি যা কৃতং তত্ত্ব যত্নতঃ ঃ ৬১
কে যা কেষাঞ্চ পিতরঃ কে যা কেষাঃ সুতাঃ পুত্র
তত্ত্বেনিশ্চিত্রিয়াঃ সর্বে ভবাম্ভৌ ভ্রমতে পরম্ ঃ ৬২

আনিত্যো যা কৃতস্তাব ন যোগঃ পুত্র শাশ্বতম্ ·
যোগযজ্ঞপ্রসক্তাত্মা ভূতানা এবকা ক্রিয়ম্, ঃ ৬৩
সত্যেনাভিবৃক্তাবো যত্ন কর্মণি চ যাজ্ঞয়াঃ ·
সত্যবর্ণ কবিঃ যা ন প্রাপ্নুবন্তি বিক্রিয়ম্, ঃ ৬৪
পার্থিবাংশক পৃথিবী পুরুষে চ ব্যবস্থিতম্ ।
যোগাংশক তথা যোগং মূত্রাংশং সলিলং তথা ঃ
বায়বাংশক তথা বায়ুস্তেজস্তেজোংশকো তথা ঃ ৬৫
সর্বে লিনাঃ সর্বেষু যো যাজ্ঞবল্ক্যগতি যোগবাৎ ।
নাম প্রকৃতি মন্ত্রং সর্ব কথাবাত্মাবেবিত্তাঃ ঃ ৬৬

যারা পরীক্ষণে উত্তীর্ণ হবে, তারা হবেই (তাদেরকে কেউ নিরসন করতে সমর্থ হবে না) এইরূপ অভিমতে যারা রয়েছে, তারাও হবেই (তাদেরকেও কেউ নিরসন করতে সমর্থ হবে না) প্রতি ক্ষেত্রের অনুকূল-প্রতিকূলভাব যে কর্ম, তাহা সত্য; আর, এই প্রকার (নিশ্চিত) তারতম্য যারা নির্ধারিত হয় না অর্থাৎ এই নিয়তিকে যে নিরসন করিতে পারে ঃ ৫৭

যে যম, দম, তিতিক্ষা ও ধর্মাচরণ—এই তিন ভাবের দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নির্দেশিত অর্থাৎ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই নির্দেশিত কর্ম যে নিরসন করিতে (খণ্ডন করিতে) পারে ঃ ৫৮

পুত্র ! পরমাত্মার অন্তর্গত যাজ্ঞিকদের ক্রিয়ি, ওম্, ক্ষেম, সত্য ও যোগ—এই পঞ্চপ্রকারক্রিয়ার যে ক্রিয়ন তাহার নিয়মকরণ; এই পাঞ্চভৌতিক দেহের মানব, দানব, যক্ষ ও পক্ষী প্রভৃতি সকলে করিয়া সমস্ত ক্রিয়াদের, যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিতে এবং প্রাতঃকালে দুই অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া ঃ ৫৯

পরমাত্মা যেভাবে করিয়া চলিয়া যাইলে পর সেই যেভাবের দ্বিজ ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, করুণা, প্রাণ, মন এবং জ্ঞানের চলিয়া যায় ঃ ৬০

যেমন কোনও মহাপুরুষ তাঁহার নিয়মকরণ অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল পদার্থই তাঁহার অনুসরণ করে। অতএব তুমি যত্নসহকারে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে যত্ন কর ঃ ৬১

পুত্র ! এ জগতে কে কাহার পিতা এবং কে কাহার পুত্র ? (এ সবই ভ্রমমাত্র কল্পিত; কারণ, সেই পিতা বা পুত্র বিভিন্নরূপ এবং বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়াই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অনুত্ত হইয়া যাইবে অর্থাৎ লাভ প্রাপ্ত হইবে।) জীবগণ সকলেই এই ভাবে দুঃখ-সুখ (সম্পদ ও বিপদ) সাগরে বিভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কখনও বিশ্রাম লাভ করে। এই সংসারে ও বিশ্রাম সবই ঘাত-প্রতিঘাত কর্তৃকই হইয়া থাকে ঃ ৬২

সেই কারণে জ্ঞানী পুরুষগণ কখনই আসক্তির বিষয়ে প্রশ্রয়ই করেন না। পুত্র ! তুমিও যোগ করিও না; যেহেতু যোগভ্রষ্ট হইলে তুমি যাজ্ঞিকদের বিক্রিয় লাভ করিতে অর্থাৎ অযোনি লাভ হয় ঃ ৬৩

যোগ ভঙ্গপ্রাপ্ত হইলে তাহার সুকৃত ফলের সাথে ইহলোক করিয়া যখন যোগ করে এবং সত্যবর্ণ হইলে যোগ করে, তখন সেই ফলের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত ঃ ৬৪

ফলের যেনিবিভাগের পৃথিবীর অংশ তাহা প্রকৃতিগত পৃথিবী প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে বিলিয়া যায়। এইরূপ জলের অংশের জল, তাহাদের আকাশ আকাশে, বায়ু বায়ুর অংশের এবং তেজ তেজের অংশেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তদ্রূপ ভাবে দ্রব্য বিলিয়া যায় ঃ ৬৫

যখন এইভাবে দেহ সৃষ্টিকারক সমস্ত ত্রিজাতি তত্ত্বসমূহ দেহবন্ধনের প্রাণ ত্যাগ করিয়া যাইলে পর ত্রিজাতি মূলতত্ত্বসমূহ বিলিয়া যায়, তখন যোগ করিলে পর আর কে ফিরিয়া আসিবে। তখন ভূতের নাম, প্রকৃতি (ক্রিয়া), মন্ত্র ও কর্ম— এই সবই যার জন্য পর্যবসিত হইয়া থাকে ঃ ৬৬

যেনোক্তবৈষ [illegible] ধর্ম্ম [illegible] পারলৌকিকম্ ।
স চ বন্ধুঃ স পুত্রশ্চ পারলৌকিকহিতার্থ যঃ ॥ ৬৭
[illegible]
রেণুকা চ মহাসাধ্বী তং বন্ধুং প্রণনাম হ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে পরশুরামস্য [illegible] দেবোপদেশো নাম সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

তুমি এখন বেদোক্ত-বিধি অনুসারে পিতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন কর; কারণ, সেই বন্ধুই বন্ধু ও সেই পুত্রই পুত্র, যে বন্ধু এবং পুত্র তদীয় পারলৌকিক কার্য্য করিয়া তাহার হিতসাধন করে। ৬৭

পুত্র এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মাতার [illegible] পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাসাধ্বী রেণুকা দেবী পুত্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসকৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে পরশুরামের প্রতি [illegible] নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible]]

রেণুকোবাচ ।
ব্রহ্মন্ [illegible] ।
[illegible] ॥ ১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২
ভৃগুরুবাচ ।
অহো পুণ্যবতী [illegible] মহাসতি ।
[illegible] ॥ ৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

[ভৃগু-রেণুকা সংবাদ, পরশুরামের ব্রহ্মলোকে গমন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন।]

রেণুকা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি পতির প্রাণনাথের সহগমন করিব, ইহাই আমার মনোবাসনা; কিন্তু আজ আমার ঋতুকালের চতুর্থ দিবস, সুতরাং অশুচি অবস্থায় আছি, আর [illegible] আমার এই বাসনা [illegible] করিয়াছেন, অতএব আমি এখন কি করিব। ১

[illegible] এই অবস্থায় কি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, তাহা আমাকে বলুন। [illegible] আপনি আজ সহসা এখানে আগমন করিয়াছেন। ২

ভৃগু বলিলেন,—অহো মহাসতি! তুমি পুণ্যবান্ স্বামীর ([illegible]) অনুগামিনী হও। [illegible] স্ত্রী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধা হইয়া থাকে। ৩

স্ত্রী সাধ্বী ঋতুর চতুর্থ দিবসে [illegible] কর্ম্ম ও দৈব কর্ম্মে [illegible]। পিতৃ কর্ম্ম এবং দৈব কর্ম্মে সাধ্বী [illegible] শুদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ ঋতুকালের পঞ্চম দিন হইতে সাধ্বী দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারিণী হয়। ৪

যেরূপ সর্পাদি হিংস্র জন্তুর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ব্যক্তি [illegible] বিল (গর্ত্ত) হইতে সর্পাদি প্রাণীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ সহগামিনী স্ত্রী [illegible] পতিকে গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। ৫

সেই সহগামিনী স্বর্গে চতুর্দশ ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল যাবৎ পতির সহিত [illegible] উপভোগ করে। সাধ্বি! [illegible] না তুমি [illegible] সহগমন করিবে। ৬

সেই পুত্রই পুত্র, যে পুত্র মাতাপিতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ; সেই স্ত্রীই স্ত্রী, যে স্ত্রী পতির [illegible] পতির অনুগমন করে; সেই বন্ধুই বন্ধু, যে বন্ধু [illegible]

[illegible] ।
[illegible] ৷ ৮
[illegible] ।
[illegible] ৷ ৯
বেণুকোবাচ।
[illegible] ।
[illegible] ৷ ১০
[illegible]।
[illegible] ।
[illegible] ৷ ১১
[illegible]
[illegible] ৷ ১২
[illegible] ।
[illegible] ৷ ১৩
[illegible]
[illegible] ৷ ১৪
[illegible]
[illegible] ৷ ১৫
[illegible]
[illegible] ৷ ১৬
[illegible] ।
[illegible] ৷ ১৭
[illegible] ।
[illegible] ৷ ১৮

[illegible] করে। ৭

যিনি [illegible], যিনি [illegible] করেন ; যিনি [illegible], যিনি [illegible]। সেই [illegible], যিনি [illegible] হন। ৮

যিনি [illegible], যিনি [illegible] এবং [illegible]। [illegible] ৷ ৯

বেণুকা কহিলেন,—হে [illegible]। [illegible] কোন্ [illegible] এবং কোন্ [illegible], আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন। ১০

[illegible] কহিলেন,—যে নারীর পুত্র [illegible], যে নারী [illegible], যে [illegible], যে [illegible], যে [illegible], যে নারী [illegible], যে [illegible] এবং যে [illegible], এই সব [illegible] করে, তবে [illegible] হয় না। ১১-১২

[illegible] করিয়া [illegible] ; [illegible] করে, তবে [illegible] করিবে। ১৩

এইরূপ যে [illegible] করে, তাহারা [illegible] করিয়া সেই [illegible] হইয়া থাকে। ১৪

নারদ। [illegible] এবং [illegible] করিলে। এবং [illegible] করিয়াছি, এখন [illegible]। ১৫

যে নারী [illegible] যে কোনও [illegible] করে, সেই [illegible] করিয়া থাকে। ১৬

নারদ। [illegible] হইয়া থাকেন। ১৭

যে পুরুষ সেই [illegible] এবং যে স্ত্রী [illegible] করে, সেই পুরুষ এবং স্ত্রী [illegible] হইতে পারে না। ১৮

তীর্থে জ্ঞানকৃতস্যাপি দৈবতঃ যাতি নিশ্চিতম্ ।
ন তীর্থেষু [illegible] তত্র যাবৎ দৈব [illegible] ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা দেবশ্চ তত্র [illegible] ।
[illegible] ন পুনঃ [illegible] ॥ ২০
এবং বদন্ [illegible] ।
[illegible] ॥ ২১
[illegible]
[illegible] ॥ ২২
[illegible] পূর্বকম্ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্বাণি সন্ততং মুনে ॥ ২৩
[illegible] চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৪
কৌশিকী [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৫
[illegible] ।

যে ব্যক্তি তীর্থে [illegible] করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়রূপে দৈবতঃ [illegible] এবং [illegible] সহিত [illegible] করে । ১৯

[illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] এই [illegible] ও [illegible] বলিলেন । ২০

[illegible] বলেন । তুমি ([illegible]) [illegible] এবং [illegible] । তুমি [illegible] এই [illegible] করিয়া [illegible] । ২১

[illegible] ও [illegible] এবং [illegible] না করিয়া [illegible] । ২২

[illegible] তুমি [illegible] এবং পৃথিবীতে [illegible] তীর্থসমূহ [illegible] । ২৩

[illegible] তীর্থসমূহ, [illegible] ও [illegible] কৌশিকী, [illegible] —এই সব [illegible]

লোকানাথোঽপি [illegible] পুরাণম্ ॥ ২৬
[illegible]
[illegible] ॥ ২৭
[illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮
[illegible]
[illegible] ॥ ২৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৩০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩২
[illegible] ।
[illegible] লোকান্ ন [illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ([illegible]), [illegible] —এই সব তীর্থসমূহ পুনঃ পুনঃ [illegible] তীর্থ [illegible] । ২৪-২৮

হে বৎস ! [illegible] —এই [illegible] ([illegible]), [illegible] ও [illegible] । এই সব [illegible] করিয়া [illegible] । ২৯-৩১

[illegible] । ৩২

[illegible] এবং [illegible] করিলেন । [illegible] । ৩৩

ইদং শ্রুত্বা পতিত্বা তু তারা: কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যেহি তমবস্থাং হরিং স্বয়ম্। ৭৪
ন তত্ত্বমবুধ্যন্ত তং তোয়দনিভং হরিম্।
অন্যে লোকাদ্ গতপ্রাণং পতিতং ধরণীতলে। ৭৫
অথ তেষু নিবৃত্তেষু বানরেষু সমন্ততঃ
তমুদ্যম্য কপিশ্রেষ্ঠং মহোৎসাহা: কৃতোদ্যমা:। ৭৬
অথ পুত্রং সমুদ্যম্য বা কৃত্বা তত্র যযুস্তদা।
উদাত্ত কিঞ্চিদ্বদনা: পরিপাকপ্রভাবয়া। ৭৭
অভিরোহো তথাহো চ মর্মসন্ধিবলম্বনম্
বিরোহো বানরীণাঞ্চ মর্মোপক্রমকারণম্। ৭৮
অবরুদ্ধো বিরোহো বৈ বানরীণাং ভবিষ্যতি সদা।

প্রতিজ্ঞা চৈব কর্তব্যা মহীরে মনসে ত্বয়ে। ৭৯
আনোয় তত্রথা নাড়ং কৃত্বা নিবাসমিথা।
যথাচিতক বর্তধ্বং সহিতাশোন্যে তথয়। ৪০
ইত্যুক্ত্বা তং পরিত্যজ্য তাভ্যাং কৃত্বা যথাবিধি।
যা যুযাপ চিতায়াঞ্চ পঞ্চত্বং তং হরিং স্বয়ম্। ৪১
বহ্নিং দত্ত্বা চিতায়াঞ্চ ন যযো স্বাবৃত্তিং সহ:।
স্বাবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চৈব সাধ্যং ন বিদ্যতে ৪। ৪২
রাম রামেতি রামেতি বানরাণাং গিরা সতী।
পুনস্তাং পরত্বমাপন্ন তথৈবাস্তু ন সংশয়:।
তথাস্তু স্বাহেতি মন্ত্রে চাক্ষ চতুর্থ্যা: ৪৪

এই বহু পদ্য করিয়া শিক্ষকদের প্রদর্শিত ক্রমে ঐতিহ্য পদ্য ও'লিখে করিবে শিক্ষকের অধি প্রদান করা। ৫৪

'হে শিষ্যে! আপনি আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করিয়াছিলেন, অতএব আমার পুনরায় আপনার কথা হইল। (অনন্তর) ইহি বর্ণমালার যখন তখন এই কথা তুমি লিখে বল। (এই শ্লোকে পাওয়া যেন যায়,—"এই অন্যায় ক্ষমাবিধানোহপি কৃত্বা আমাদের পুনঃ। অন্যে লোকাদ্ গতপ্রাণং যে রামেতি যে রামেতি।" ইহার ব্যাখ্যা—"হে আর্য! তুমি ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে, এখন ইহি তোমা হইতে পুনরায় অবতার করুন। ইহি বর্ণমালার যখন তখন।" এই কথা তুমি লিখে বল।) ৫৫

হে কৃতাঞ্জলিপুর! তুমি আমাদের সহিত নিজের সমস্ত স্থানে অধিষ্ঠানের জন্য। অনন্তর কৃতজ্ঞ আমাদের প্রার্থনা পরস্পরায় আনিবেদন সহিত অধিষ্ঠানের সকল কার্যই করিবেন। ৫৬

অনন্তর তারা বেণুকা উপায় পুত্র পরস্পরায় অঙ্গ করিয়া পরিত্যাগ কৃত্বাকে কিন্তু উপায়ন তারা উপস্থিত বলিবেন। ৫৭

পুনঃ। এই অন্যায়ক্ষমার অর্থাৎ আমাদিগকে ক্ষমার ও কৃত্বা আমাদিগের কারণের সহিত বিরোধ না করাই অত সর্বদিন সমস্ত ব্যবহারে সমস্তের—অভিন্ন সমস্ত-অন্তর কার্য। যেন, এই বিরোধ আমার অর্থাৎ বিরোধ কৃত্বার যাঁর এবং সমস্ত উপায়নের কারণ। ৫৮

বিশেষতঃ বানরস্ত্রীগণ অভিপ্রায়ের সহিত বিরোধ করা উচিত নহে। আমার এই উপায়ন তারা গ্রহণ করিলে অন্যান্য ইহা ঠিক করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিবে। (এই শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়—"প্রতিজ্ঞা হে কর্তব্যা মহীরে মনসে ত্বয়ে"। ইহার ব্যাখ্যা—যদি প্রতিজ্ঞা করিবার বলিয়া 'কর্তব্য' তোমা তারা পালন করিতে যাও, তবে আমার এই কথা গ্রহণ কর।) ৫৯

তখন সহিত এবং উহার অনুচরবর্গ এই প্রকারের কৃত্বা সহিত আলোচনা করিয়া যাবে উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহা করিবে; কারণ, সমুদয়ের সহিত আলোচনা করাই করা যাবে। ৬০

পরস্পরাক্রমে এই কথা বলিয়া উহাদের পরিত্যাগ করত তিনটির তিন পরিত্র করত যাহা করিয়া ঐতিহ্যের পালন করিবে করিবে এবং উহার কৃত অনুষ্ঠানকে করিবে করিবে যাবীয় তিনের তিনটির যাইবেন। ৬১

তারপর সেই পরস্পরায় আত্মজের সহিত তখন তিনজনে অগ্নি সংযোগ করিবেন এবং আত্মজন ও নিজের নিজস্বর্গের সহিত বিলাপ করিতে লাগিবেন। ৬২

সতী বেণুকা সেই সময় 'রাম। রাম। রাম' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরস্পরায় সমুদয় তন্মীভূতা হইয়া যাইলেন। ৬৩

অনন্তর প্রভু 'রাম, রাম, রাম' এই নাম জপ করিয়া ঐতিহ্য অনুসরণ তখন আরম্ভ করিলেন। ঐতিহ্য সকলে তাদ অনুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং তারপর ও অনন্তর অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। ৬৪

পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-ধারিণো বনমালিনঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ ৩৫
যস্য কৃপা কেশবস্য তাঃ সন্তি যে ব্রহ্মলোকগম্।
জগতঃ সমানাং তেজঃ পরিনির্মিতম্ ॥ ৩৬
গোপী কন্যাভি চ কৈশোরে সমস্তরং বিনির্মিতে।
কৃষ্ণ মনঃ স্বতঃ পদং সর্বস্বরূপকম্ ॥ ৩৭
যত্র যান্তো ভাগবতাঃ কৃষ্ণস্য পদ আশ্রয়।
নিত্যাঃ লোকজিতাঃ কৃষ্ণ ভাবনেষ্যা বরং বরো ॥ ৩৮
গো-কৃ-বিমান-যানাদি বিরাজমানং মনোহরম্,
সুবর্ণরত্নবিকারং ভূষণাশ্চ মণ্ডনম্ ॥ ৩৯
সুবর্ণা গোপাঙ্গনাৎ সুবর্ণাদ-ভূষণম্।
সুবর্ণাদ্যরত্নবিরো ভাস্বরম্ সুবাসিতম্ ॥ ৪০
হীরক পারিজাতৈশ্চ কৃতং হারং মনোহরম্।
কল্পবৃক্ষ বনবৈশ্চ নির্মিতং মনোহরম্।
ব্রহ্মাণ্ডেভ্যো বহিঃ ঊর্দ্ধং ব্রহ্মলোকাৎ ততোঽপি যঃ ॥ ৪১
যস্মাৎ ব্রহ্মলোকঃ স নাকপৃষ্ঠবিনির্মিতম্,
সর্বপ্রাকারসংযুক্তঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪২
যস্য তত্র প্রভাবঃ সম্যক্ ব্রহ্মতেজসা
সম্পিতাসনযুক্ত সর্বভূষণভূষিতম্ ॥ ৪৩
নিত্যরত্নেন দ্বারৈশ্চ কবাটৈঃ পরিবেষ্টিতম্,
বিমানৈশ্চ কৃতাং শতকোটিশতৈর্যুতা ॥ ৪৪
মণিভিঃ প্রাকারযুক্ত শিল্পানাং সহস্রৈঃ
চম্পকবকুল-কদম্ব-বৃক্ষৈর্বনৈঃ বিরাজিতম্ ॥ ৪৫
কর্পূরং কস্তূরীকাং চন্দনং সর্বসম্ভারম্,
যাবাহা সর্বকর্মাহা কর্মাদেবীবরঃ পরম্ ॥ ৪৬
পরিপূর্ণতমঃ তত্র কৃষ্ণঃ ভগবান্ স্বয়ম্,
স্বেচ্ছাময়ঃ পরমঃ পুরুষঃ নির্গুণঃ ॥ ৪৭

উঁহারা চার হস্তে পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া থাকেন। উঁহাদের মস্তকে কিরীট ও কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল শোভিত হয়। উঁহারা পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। ৩৫

এই বিষ্ণুদূতগণ যাহার কৃপায় কেশবের যেখানে ব্রহ্মলোকে বসবাস করিয়া থাকেন উহাই দিব্য মনোহর তেজঃপূর্ণ স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট। ৩৬

সেই স্থানে গোপ কন্যাগণ ও কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ সুন্দর মনোহর স্বরূপ তাহাদের মন হরণ করে। ৩৭

তাহার পর ভাগবত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের পদ আশ্রয় করিয়া নিত্য-ধামে বাস করিয়া থাকেন এবং উত্তম বর লাভ করিয়া থাকেন। ৩৮

গো, বৃক্ষ, বিমান, যান প্রভৃতি শোভিত সেই স্থান অতি মনোহর। উহা সুবর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত। ৩৯

সুবর্ণনির্মিত প্রাচীর, গোপাঙ্গনাগণ সুবর্ণ ভূষণে বিভূষিত। সুবর্ণাদি ও রত্নময় বিবিধ দ্রব্যে সেই স্থান সুবাসিত। ৪০

হীরা, পারিজাত, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত মনোহর হার। ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে এই ধাম অবস্থিত। ৪১

সেই ধাম নাকপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধে নির্মিত, সর্বপ্রকার প্রাকারযুক্ত ও সর্বরত্নে বিভূষিত। ৪২

সেই স্থানে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন আসনাদি সর্বভূষণে ভূষিত রহিয়াছে। ৪৩

উহা নিত্যরত্ননির্মিত দ্বার ও কবাটে পরিবেষ্টিত এবং শত কোটি বিমানে পূর্ণ। ৪৪

মণিময় প্রাকারযুক্ত এবং চম্পক, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত বন দ্বারা বিরাজিত। ৪৫

কর্পূর, কস্তূরী, চন্দন প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্রব্যে সেই স্থান পূর্ণ এবং সকল কর্মের ফলদাতা পরম দেবতা সেখানে বাস করেন। ৪৬

সেই স্থানে পরিপূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বেচ্ছাময় পরম পুরুষ নির্গুণরূপে বিরাজ করেন। ৪৭

পৃষ্ট্বা তদব্যয়ং হৃষ্টো প্রণম্য শিরসা হরেঃ পুমান্।
ঔত্তানপাদো রোচন্নঃ কৃত্বা তদ্বরমাত্মনঃ ॥ ৪৮

ধ্রুবচরিত।

ধ্রুব উবাচ।

অহো অঘোনস্তোত্তোঽহং অন্তর্গতগুরো বিভো
পিতাক্ষন্তব্যাকং যাং বিদা অবজ্ঞামি বিদম্ ॥ ৪৯
দুরন্তমাসাদ্য তপস্তুপোহন্ধং পিতা মম
পাহ্যস্তঃ ক্ষারয়ামাস অপিলাদক্ষবন্ধনা ॥ ৫০
ন যন্তা অপিলালোকাং কাঙ্ক্ষীমাদ্রিয়ে ভবম্।
কালয়ামাস মন্তাভবিদ্রাকে(কৈ) ভয়োপ সঃ ॥ ৫১
বিক্লবা বালং ন পুনরুবাচ ভক্তবাৎসিবিঃ
মাতা মেঽসুরভা নাম্নী যয় বিনায় জনস্তনৌ ॥ ৫২

অনুমায়েমনাবন্ধ যঃ মে মাতা-পিতা-গুরুঃ
ভর্তা-পালয়িতা-যন্তা পাহি মাং পরমাধ্বরম্ ॥ ৫৩
আত্মতোষঃ স্বয়ং সত্যঃ প্রত্যক্ষজ্যোতিরব্যয়ঃ
ঔপায়েন জগন্নাথ যদৈবিপুরনং ধুরু ॥ ৫৪

ন যস্যা ন চ বর্ণিষ্ঠে ন স্বয়ানুপবন্ধয়ঃ
ন পুত্রাঃ ন স্ত্রিয়শ্চিত্ত যো দীনঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৫৫

ঔত্তানপাদিঃ সময়ঃ পৃষ্ট্বা যঃ প্রজা ন চ পালয়ে
অনুদেবাদ্ যাতি ভদ্রাণি ন ভবেদ্ ভ্রষ্টপৌরুষঃ ॥ ৫৬
ধ্রুবস্য বিপ্রশ্চৈবাসীদ্ ভজনাদ্ভরণে বিধিঃ।
তস্মা তত্তাধিবঃ ভবৈব যামরাজাম ভগবি ॥ ৫৭

৫৩। অর্থাৎ ভূতনাথের পরমধাম মন্দুখে দেখে অবজ্ঞাবশতঃ তথাকে তর্ক করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর উত্তানপাদের রোদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আদিলেন। ৪৮

ভূতনাথপুত্রকে পরমধাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার ক্রমে অপরাধ করিয়াছি। বিভো! আমি পরমধামের অন্তর্নিহিত পুত্র, তাই আপনি আমাদের পিতামহ অর্থাৎ অন্তর্নিহিত প্রপিতামহ (কারণ, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র ধাতা, ধাতার পুত্র প্রাণ, প্রাণের পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র শরীর, শরীরের পুত্র ভরতর্ষি এবং ভরতর্ষির পুত্র পরমধাম।) সুতরাং আপনাকে সকীয় অন্ত কারণে আর কি বলিব? ৪৯

৫। পরমধামকে 'ভৃগু' বলিয়া উহার উপাসনাফলও বুঝিতে হইবে। ভরতবরমাহাত্ম্যের বাক্যপ্রসঙ্গে আদিত্যের প্রতি পরমধামের ২৪ শ্লোকে "ভজনা ভবতো ভৃগুঃ।" 'ভবান ভজনা ভৃগু' যেরূপ উপাসনাফলতঃ হইয়াছে, সেরূপ এখানে পরমধামের 'ভৃগু' নামও উপাসনাফলতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা ভজনাকে উপাসনা বলা হয়। যদিও "সম ভজনা ইত্যেতস্য পূরণে বিশেষ বলা" এই অমরানুসারে 'ভজীচি' ধাতুটি ভজনার সহ পূরণে পূরণার্থ 'ভজা' ধাতুরই বিশেষ বলা হইয়াছে, তথাপি ভজনার আরম্ভ করিয়াই ভজনপূরণকে 'ভজা' বলা হয়। "আরম্ভা বৈ পুত্র আরম্ভি" এই ঐতরেয়কে উপনিষদ ব্রাহ্মণানুসারে পূরণকে আরম্ভ বিশেষরূপে উল্লেখ করা যায়।

আমার পিতা ভৃগুর ঔরসে অসৎ আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে উপনাসনে বসিয়া রাজার্দ্ধাসনে দেখিয়া রাজাকে অধিক আমার এবং মোদা বলে আর তোমে ভজনা করিয়া কৃপাসিদ্ধি করেন। ৫০

সেই ভজনা কাঙ্ক্ষীমাদ্রিয়ে যজ্ঞ অধিক আমারও আমার পিতামহ ভজনা করিয়াছে, এই কথা বলিয়া সেই পরমধাম উত্তানপাদের রোদন করিতে আদিলেন। ৫১

অনন্তর সেই ভার্গব পরমধাম চরণকমল স্পর্শ করিয়া পুনরায় ভজনাসাধন ভজনাকে বলিলেন,—হে অসুরভা! আমার সতী সাধ্বী মাতা পিতার অনুমতি করিয়াছেন। ৫২

এখন আমি আপনার হইয়া পড়িয়াছি, এই অবস্থাতে আপনিই আমার মাতা, পিতা ও গুরু, ভর্তা, পালয়িতা ও যাজ্য। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৫৩

আমি আমার দুরা ভজনার আত্মানুসারে আপনার ভজনা উপস্থিত হইয়াছি। হে ভজনাথ! যে কোনও উপায়ে আপনি আমার সন্তুষ্টিসাধন করুন। ৫৪

যে ব্যক্তি দীন—অভিজন বলিয়াও যাহার আমার, যিনি ভ্রাতা, যিনি বান্ধব, যিনি স্বয়ম্ভু, যিনি জনী, যিনি পুত্র এবং অন্তর সম্পর্কযুক্ত হন। ৫৫

যে রাজা উত্ত ও দীন (জনী ও নির্ধন আমরা উত্তানপাদ ও ধ্রুবসম্বন্ধে) পার্থিবকে সম্পূর্ণরূপে দেখিয়া প্রজাপালন না করেন, সম্পদ্বিহীন হইয়া ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন এবং অন্যান্য সেই রাজা সম্পদ্ভ্রষ্ট হন। ৫৬

ভজনাসাধন ভজনা সেই রাজন্য আমার পরমধামের

কৃত্বা তৃণৈঃ প্রতিমাঞ্চ [illegible]
অতীব সুন্দরীং তোয়াং বহ্নৌ বিনিক্ষিপতীম্ ॥ ৬৮
নিবেদনং ততঃ কৃত্বা [illegible] কৃপা ত্বং [illegible] ।
উবাচ [illegible] বা [illegible] ॥ ৬৯

কুশধ্বজ উবাচ ।

প্রতিমা দুর্গতা যস্য বহ্নৌ-বিনিক্ষিপ্তা
[illegible] ॥ ৭০
[illegible] ।
[illegible] প্রতিমা যে [illegible] ॥ ৭১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭২
[illegible] ।

আবির্ভূর্য্য [illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৩
[illegible] প্রতিমা চ [illegible] চ ।
[illegible] ॥ ৭৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৫
[illegible] ।
[illegible] চ ॥ ৭৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৭

[illegible]
[illegible] ॥ ৭৮

কথা বলা [illegible] পূর্ব্বক [illegible] ॥ ৬৭

অনন্তর [illegible] কথা [illegible] বহ্নিশিখায়, অগ্নি [illegible] প্রতিমা [illegible] করিয়া নিক্ষিপ্ত হইলেন ॥ ৬৮

তাহার পর 'যদি কিছি মনুষ্যের [illegible]' এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া বিবাহে [illegible] পরিত্যাগ [illegible] এই [illegible] বাক্য [illegible] ॥ ৬৯

[illegible] বলিলেন,—[illegible] । [illegible] তোমার এই প্রতিমা দুর্গতা [illegible] পূর্ণ [illegible] ; কারণ, [illegible] ॥ ৭০

[illegible] । [illegible] আমি [illegible] করিয়া এই মূর্ত্তি কার্য্য করিয়াছি । [illegible] তোমার এই প্রতিমা [illegible] সেই মূর্ত্তি [illegible] । তোমার এই [illegible] প্রতিমা [illegible] করিয়াছে ॥ ৭১

তুমি এই [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছ । [illegible] তুমি [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইবে ॥ ৭২

[illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]—এই [illegible] তুমি [illegible], [illegible] পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব

([illegible]) ও [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ৭৩

[illegible] তোমার প্রতিমা [illegible] এক [illegible] প্রতিমারূপা [illegible] । (এই [illegible] পংক্তিতে [illegible] দেখা যায়,—"[illegible] প্রতিমা চ [illegible] ।"—[illegible] তোমার প্রতিমা [illegible] হইবে না) । [illegible] করিলে [illegible] তোমার [illegible] পারে ॥ ৭৪

[illegible] । তুমি [illegible] এবং [illegible], কারণ, এই পৃথিবীতে [illegible] তাঁহারা [illegible] ॥ ৭৫

সেই [illegible] করিতে সমর্থ হইবে ; [illegible] তাঁহারা [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] ॥ ৭৬

[illegible] করিবার [illegible], কারণ কার্য্য [illegible] পৃথ্বী [illegible] করিয়া কার্য্য [illegible] করিলে না [illegible] কার্য্য [illegible] ॥ ৭৭

তুমি সেই [illegible] হইবে [illegible] ও [illegible] । এই [illegible] তুমি [illegible] করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭৮

ওজসে তপসা বাপি বিদ্যয়া তদ্বদস্ব মে।
যস্যা যস্যা ব মূর্তেস্তে যো মুখ্যঃ স ভবেদ্বিধিঃ ॥৯
নিষেকাদ্যন্ত্যকর্মান্তে যস্য কার্য্যো বিধিঃ ক্রতুঃ।
যজন্তেবোপতিষ্ঠন্তে যে যেষাং তেষু তে প্রভবঃ ॥১০
ত্রৈলোক্যবিগ্রহাঃ সর্বে যদ্যপীহা বরাঃ স্বয়ম্
ত্রিমূর্ত্তয়ো বিভূতীনাং করিষ্যন্তি মহীঃ কৃৎস্না ॥১১

এই তপস্যায় বিধি তোমার কোন্ কর্ম্মে অর্থাৎ কোন্ মূর্ত্তির সম্বন্ধে গুরু, অথবা আমার বিধি হইতে যে কোন্ কর্ম্ম তোমার মুক্তিপ্রদ হইবে না। বিশেষতঃ যে কোন মূর্ত্তিসম্বন্ধে, তাহাই তুমি বিধিবৎ ॥ ৯

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে যজ্ঞ, পত্নি, পত্নী, গুরু ও ইষ্টদেবের লাভ হয়। তোমার কর্ম্মানুসারে এই সকলটি আমার যেরূপ তপস্যাদ্বারা উচিত হইয়াছে, এই যজ্ঞ, পত্নি, পত্নী, গুরু ও ইষ্টদেব তাহা তোমার বিধি অনুসারে

বিদ্যা পাশুপতং যুদ্ধং তুল্যা তাভা বাপ্নুহি সত্তমং।
যেন যেনেহ মন্ত্রেণ যজ্ঞনজ্ঞং বিভেষ্যসি ॥ ৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
ষষ্ঠেঽধ্যায়ে পরশুরামং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং
নামাষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

উপস্থিত হইবেন ॥ ৮৩

তপস্যাদ্বারা পরশুরাম! তুমি বিধির বিধি হইতে ত্রৈলোক্যবিগ্রহ নামক উত্তম যজ্ঞ করিয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৮১

যাহা হউক তোমাকে বিধি পাশুপত যুদ্ধ প্রদান করিবেন। তুমি তাঁহার প্রদত্ত যুদ্ধদ্বারা তত্ত্বতঃ তাহাকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৮২

শ্রীনারদ বলিলেন হে বৎস! শ্রীবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে নারায়ণ-নারদ সংবাদে পরশুরামের প্রতি ব্রহ্মার পরশুরামের অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মলোক হইতে পরশুরামের শিবসমীপে গমন, তত্র তেন কৃতঃ শিবস্তোত্রঞ্চ]

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য চ কমণ্ডলুম্।
স্তীর্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ্য শিবলোকং জগাম সঃ ॥ ১
লক্ষযোজনমূর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকাদিলঙ্ঘ্য।
অত্যনির্বাচনীয়ঞ্চ বায়ুরোধং মনোরমম্ ॥ ২
বৈকুণ্ঠঃ সপ্তধা যত্র গৌরীলোকশ্চ ধামতঃ।
তদধো গোলকঃ সর্বলোকাৎ পরঃ সুতঃ ॥ ৩
তেষামূর্দ্ধঞ্চ যোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্,
অত ঊর্দ্ধং ন লোকশ্চ সর্বোপরি চ স সুতঃ ॥ ৪
মনোযায়ী স যোগীন্দ্রঃ শিবলোকঃ পরশ্চ সঃ।
উপমাযোগ্যবস্তূনাং রহিতঃ সর্বসুন্দরঃ ॥ ৫

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া পরশুরামের শিবসমীপে গমন এবং তথায় তাঁহার শিবস্তোত্র।]

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সেই কমণ্ডলুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করত ভক্তি—সহকারে পুনর্ব্বার স্তুতি করিয়া পরশুরাম শিবসমীপে গমন করিলেন ॥ ১

এই শিবলোক ব্রহ্মলোক হইতে লক্ষযোজন অর্থাৎ সর্বশেষ লোক অবস্থিত। অতএব এই অবোধ শিবলোক ভূতল ভিন্ন আকাশ করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ২

ইহার দক্ষিণভাগে বৈকুণ্ঠলোক এবং বামভাগে গৌরীলোক (অবস্থিত)। ইহার অধোভাগে সর্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ গোলোক বিরাজ করিতেছে ॥ ৩

এই গোলোকের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক, শিবলোক ও গৌরীলোক—এই তিনলোকের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন উর্দ্ধে যোগীন্দ্রবিরাজিত শিবলোক অবস্থিত। ইহার উর্দ্ধে আর কোনও লোক নাই। এই গোলোকই সর্বোপরি বিরাজমান ॥ ৪

যোগীন্দ্র পরশুরাম অমর ভাব ধারণকারী হইয়া মনস্থ শিবলোক দর্শন করিলেন। এই শিবলোক উপমান ও উপমেয়—এই উভয়বর্জ্জিত এক মাত্র সুন্দর লোক ॥ ৫

যোনীন্দ্রাণাঞ্চ প্রবরৈঃ সিন্ধুবিদ্যাবিশারদৈঃ।
কৌশিকস্তবকপূতৈঃ পূর্ণাবদ্ধিমিবেরিতম্ ॥ ৬
বেষ্টিতং রত্নকলসৈঃ মধুপৈর্বাহ্নিপ্রভৈঃ।
মধুপৈঃ কাঞ্চনেনুবাসমাধ্যায়ৈঃ বিরাজিতম্ ॥ ৭
মধুমুক্তমণিনাং মধুরস্বনিবোধিতম্।
নবপল্লবসংযুক্ত-পূর্ণকোশিলকরঞ্জকম্ ॥ ৮
যোনেন যোনিনা সৃষ্টঃ যেচ্ছয়া অক্ষয়েণ চ।
শিল্পিনা শুক্লবর্ণেন ন দৃষ্টং বিশ্বকর্মণা ॥ ৯
অক্ষয়ৈর্যোনিভিঃ ব্রহ্মন্ যোনসূত্রৈনিরাময়ৈঃ
অন্যোন্যসংযুতৈর্দিব্যৈঃ পল্লবাভিবিরাজিতৈঃ ॥ ১০
পারিজাতস্তবস্তাক্ষ বনমালিবিরাজিতম্।
পুষ্পাণাবায়ুনৈর্যুক্তা দদা চাক্ষিকুলাকিতম্ ॥ ১১
মণীন্দ্রসারঘটিতৈঃ যোনিভৈরবিবর্ষিভিঃ।
রাজবার্ধসংযুতৈর্দিব্যৈরক্ষয়বিভূষিতম্ ॥ ১২
মণীন্দ্রসারনির্মাণকক্ষকোটিভূষৈর্যুতম্।
নানাচিত্র-বিচিত্রাঢ্যৈর্মণীন্দ্রকলসোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মবাদেন হৃদয়া চ স্বর্ণং পল্লবালয়ম্।
মণীন্দ্রসারনির্মাণ-প্রাকারা দুরবোধয়ম্ ॥ ১৪
অমূল্যমূল্যরত্নানি ভূষণানি বিদন্তি যম্
যোক্তৃবাহনসংযুক্তং যোগিতং অক্ষয়শ্চিতৈঃ ॥ ১৫
অমূল্যরত্নঘটিতৈ রক্তমোপানভূষিতৈঃ
রত্নস্তম্ভকপাটৈশ্চ হীরকেশ পরিস্কৃতৈঃ ॥ ১৬
মাণিক্যজালমালাভিঃ রত্নকুম্ভকলশোজ্জ্বলৈঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রৈশ্চ চিত্রিতৈঃ পুরবোধয়ৈঃ ॥ ১৭
আলয়ম্ভ পুরস্তস্য নিত্যবাসং স্বর্গং ৮ঃ
রত্নস্তম্ভসারনির্মাণকপাটৈশ্চ বিরাজিতৈঃ ॥ ১৮
যোগিতা যোগিকাভিশ্চ যত্নাত্তাস্তরতঃ সদা।
রতিযোগিঃ পল্লবাখৈর্বাসয়ন্তীভিরুদ্ধম্ ॥ ১৯
নানাচক্রবিচিত্রেশ্চ চিত্রিতং পুরবোধয়ম্।
যত্নে নিযুক্তো স্বর্গং যত্নপালো হরহরো ॥ ২০
মহাকবাটসন্ধানৌ বিষ্ণুরো বজ্রলোচনৌ
মহাসৈন্যপ্রতীকাশৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ২১

যোনীন্দ্র পুরুষদেহের মধ্যে যোনি, সিন্ধুবিদ্যাবিশারদ, কৌশিকস্তবকে তদ্দেহ অর্চিয়া পূরুষত্বের এবং পূর্ণকাম পূরুষবর্গই এই শ্লোকে স্থান করিয়াছেন। ৬

অষ্টাঙ্গযোনিদ্বয় রত্নকলসমধ্যে পরিবেষ্টিত এই বিশ্লোকের দ্বারাদিকে অক্ষয়ত্ব ও কামবেগসকল যোগ্য পাইয়াছে। ৭

মধুপান মুখ অথবা মধুলোভে মুখ অষ্ট-শ্রেণীর মধুরস্বনিযুক্ত যোনির এবং নবপল্লবযোনির মুক্তাপাণি বিশ্বকর্ম পূরুষোদ্দিষ্টদেহের মূল রূপে বিশ্লেষণে মুখরিত ৮-৯

ব্রহ্ম যোনিদ্বারা পরম স্বেচ্ছায় যোনিসম এই বিশ্লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। শিল্পীগণের শুক্ল বিশ্বকর্মা এরূপ লোক অদ্যও দেখিতে পান নাই। ৯

ব্রহ্মন্ নারদ। এই বিশ্লোক যোনিসূত্র, অক্ষয়ত্ব নিত্যবাস জীবদেহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পরমপদ মুক্তাদির পত্র পত্র দিয়া পল্লবালয়মধ্যে সুসজ্জিত। ১০

পারিজাত সুরপূর্ণ অক্ষয়যোনির পরিশোভিত এবং পুষ্পাবাসমধ্যে বিভূষিত থাকায় এই বিশ্লোকও অক্ষিদর্শন যোগ্য হইয়াছে। ১১

উদ্ভট মণিসমূহে রচিত মণিবেষ্টনমধ্যে যোনিত এই বিশ্লোকের অক্ষয়ত্বভাব দিয়া পত্র পত্র রাজপদসমূহে বিভূষিত হইয়াছে। ১২

উত্তম মণিরেচনসমূহ নির্মিত পত্র যোনি দ্বারা যুক্ত এই বিশ্লোকের প্রতি মুখের ভাবদেব দ্বারা চিত্র-বিচিত্রভাবে অঙ্কিত মণিদল ঔজ্জ্বল্য দেখিতে হইয়াছে। ১৩

এই সব মণিময় মুখসমূহের মধ্যভাগে উদ্ভট মণিনির্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত অক্ষিণ্য হইয়াছে এবং পরম হৃদয়ীয় পল্লব-তন্ত্র বর্ণন করিতেছে। ১৪

এই বিশ্লোকের অক্ষিদল ইন্দ্র, যমরাজবর্গ, ঈশানীয় মুখ্য ৬ষ্ঠ অর্থাৎ ৬ষ্ঠ ইহাদের অসাধারণ বরদ, সার্বভৌম, যোগদ বাহনযুক্ত এবং পত্র মণিতে মুখশোভিত। ১৫

অমূল্য রত্নমণিনির্মিত হৃদয় সোপান (সিঁড়ি)-ভূষিত, হৃদয়নির্মিত স্তম্ভ ও হৃদয়নির্মিত কপাটসমূহ যুক্ত, হীরকের দ্বারা পরিস্কৃত—অঙ্কিত, মাণিক্য নির্মিত মালাসমূহ ও উদ্ভট হৃদয়নির্মিত উজ্জ্বল কলসসমূহে শোভিত, নানা চিত্র-বিচিত্র চিত্রসমূহে অঙ্কিত অক্ষিদল মনোহর বিশ্লেষণের মধুরস্বাদে অর্চিত ও অত্যন্ত হৃদয়নির্মিত কপাট ভূষিত সিংহদ্বার পরমধাম বর্ণন করিতেছে। ১৬-১৮

পল্লবাশ্রমি ও অত্যন্তরক্ত মণিসমূহে নির্মিত একটী

বিভূষিতৌ চ তা রাজ্ঞা সর্বাভরণভূষিতৌ ॥
পিতরৌ বিনতাকৌ চ ভরতং চ সিতাননৌ ॥২২
হিরণ্যসিংহবন্তৌ তদ্বদ্ধ্যা চ সুমহাবলৌ ।
তৌ দৃষ্ট্বা সমবা তীব্রমুক্তঃ বিনিপপাত হ ॥ ২৩
বিনতস্য বিনীতস্য ইন্দিনীতৌ মহাবলৌ ।
আস্তাং সর্বগুণোপেতা তবশ্যামা তবপুত্রঃ ॥ ২৪
বিনতস্য সুতৌ আস্তা কৃপাযুক্তৌ বহুশ্রুতৌ ।
গৃহীতাস্ত্রৌ ধনুষ্পাণী সমরেষু অনিবর্তিনৌ ॥ ২৫
প্রবেষ্টুমাস্তাং সমরং তীক্ষ্ণকুণ্ডলভূষিতৌ ।
কৃতজ্ঞস্যাস্য রাজ্ঞো হি প্রবিবেশ বনং সুতঃ ॥ ২৬
প্রত্যেকং ষোড়শ শ্রেষ্ঠান্ রথান্ সূর্যসমপ্রভান্ ।
বাহয়ন্তি স্ম কাম্বোজা দান্তা হরিহয়োত্তমান্ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা তানাহবশ্লাঘী রথান্ সূর্যসমপ্রভান্
রামানিষ্ক্রময়ে কৌর্যাৎ অবিষহ্যপরাক্রমান্ ॥ ২৮

পূর্ণ তথায় আসে। সেই পূর্ণের সমীপে ও বহির্ভাগে পক্ষীদিগের এবং মনুষ্যদিগের মহিমপূর্ণ কর্ম দেখিয়া বহু লোকের মনে মহা হর্ষ জন্মিতে লাগিল। ২৭

মনোহরতায় স্থির সেই পূর্ণ অতিক্রম করায় তাহা অধিক মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পূর্ণের সমীপে তাহার দুই পক্ষ পক্ষপাত বিস্তৃত আছে। ২৯

এই দুই পক্ষপাতের পক্ষ ও মূল অতি সুন্দর। ইহাদের আকার বিপুল, বর্ণ সুবর্ণ, বর্ণ সুবর্ণপর্বতের ন্যায় এবং ইহারা উহাতে সমাসীন ও সমানবয়স্কের ন্যায়। ৩১

ইহাদের সর্বাঙ্গ তপস্যাদ্বারা অর্থাৎ তপস্যাদ্বারা, ইহারা আত্মতত্ত্বের যে পরিচয় করিয়া রহিয়াছেন। এই দুই সেই পূর্ণের সমীপবাসী পিতামহী, সমস্ত বিদ্যায় এবং ইহাদের তিনটী করিয়া সমান আছে। ৩২

বিনতা ও পক্ষীমাতা এবং ইক্ষ্বাকুবংশে প্রসিদ্ধিলাভ সেই দুই সমানবয়স্ক দেখিয়া পক্ষপাত মনে মনে হৃষ্ট ও তাহা হইয়া আনন্দিতচিত্তে বিনতা বলিলেন। ৩৩

সেই সময় বিনতাপুত্র হইয়া পক্ষপাত সেই দুই সমানবয়স ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় সমানবয়স্কের বিনয় সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ৩৪

বিনতার পক্ষপাতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমানবয়স্ক দুইজন হৃষ্টমানস হইল। তখন তারা সমান সমানের অনুরূপ বিনয়ের সহিত পক্ষপাতের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিল। তখন পক্ষপাত পক্ষিরাজপ্রভুমাতৃস্বসৃপুত্রা পুরতঃস্থিতান্ ।
বর্ধমান ত্রয়ো দেবেশা সমবয় ইবাত্মজান্ ॥ ৩৬
হিরণ্যসিংহবন্তৌ সাক্ষাদ্বর্ণমিবাত্মজৌ ।
বিনতাসিংহবন্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ ভাতি ॥ ৩৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবৌ ধনুষ্পাণী বরায়ুধৌ ।
অনিবর্তিনৌ বিনয়ৈঃ বিনয়ৌজঃ বিনাশ্রয়ম্ ॥ ৩৮
আত্মানমব পূর্বাভ্যাং পূর্বাভ্যাং তিসমং প্রভম্ ।
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতাং ভরতানুজমব্রবীৎ ॥ ৩৯
সমবয়োমিত্রবলং লোকানুত্রবিক্রমম্ ।
দৃষ্ট্বা তৌ ভরতাস্যাং সমবক্তাবিবৃতিম্ ॥ ৪০
তপসা কর্মযোগাং যাস্যাং যাস্যাং সর্বসম্পদম্ ।
তস্যাস্তাং বিনতাপুত্রৌ পক্ষপক্ষৌ বিনোদনম্ ॥ ৪১
শুভাং বুদ্ধিং প্রযোজ্যন্তা বিনতাপুত্রমব্রবীৎ ।
ভরতানুজ যোগীন্দ্রৈঃ বিনতৈঃ পরিসেবিতম্ ॥ ৪২

পক্ষপাতের তাহাদের আজ্ঞা গ্রহণ হইয়া প্রীতিপূর্বক সমস্ত করিতে করিতে নিজস্থানে প্রবেশ করিলেন। ২৪-৪১

তাহাদের দেখিলেন—তথায় প্রতিটী দুই অতিশয় মনোহর যোজনী করিয়া রহ তথায় এবং যোজনী আবার নানা চিত্র-বিচিত্র মেঘসমূহধারী তারাগণের বিস্তৃত আছে। ৪৭

এই সব তারাগণসমূহ দেখিয়া নানাবিধরূপ পরিপূর্ণা, অতিশয়কর্তৃক দেখিয়া ও মহাকর্মযোগী পূর্ণপাদি মহাদেবের সহা তিনি সমর্থন করিলেন ॥৪৮

এই সহা পাক্ষিরাজ পুণ্য সমবায়ী বায়ুর তায় দুরতিক্রম্য ছিল। এই সমাদরে ইন্দ্রদেবের দেবেন্দ্র পক্ষপাত তিনি বর্ণন করিলেন ॥৫১

সেই পক্ষপাত সহা সমস্ত বিপুল ও শক্তিশালী বায়ু করিয়া প্রতিসমান, তিনি যাহা বর্ণন সহা পরিচিত। উহার সর্বাঙ্গ বিভূতি (তত্ত্ব) তাহা বিভূতিত। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপরীক্ষা তাহা বাহন করিয়াছেন। ৫০

এই মহাদিব ইন্দ্রাক্ষদেবপুত্র বিভূতির হইয়া ইন্দ্রনিবাসনে উপস্থিতি আছেন। তিনি সমস্তজ্ঞী, আমাদের ঔজস্করূপ এবং সমস্তের আত্মজ্ঞ। ৫১

এই একু আত্মাত্মা, ব্রহ্মের পূর্বজাত। তিনি যোগী পূর্বভূমা দেবীপাদের। তাঁহার ইন্দ্রদেবের সমস্ত সমা এবং ব্রহ্মবন্ধুর অনুরূপ করিবার তত্ত্ব তিনি সর্বদা তাহার—ইহাতে হইয়া প্রতিসমান ॥ ৫২

পার্ষদপ্রবরৈঃ সর্বং বেষ্টিতং বেত্রপাণিভিঃ।
যাত্রামাত্রে পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ৩৬
ঘোষাদ্যৈঃ গুণাঢ্যৈশ্চ ভক্তানুগ্রহকারকং পরম্
জ্যোতীরূপঞ্চ সর্বাঙ্গং নিত্যদেহং প্রভুং পরম্ ॥ ৩৭
যাত্রায়াং পরমাত্মানং পুনর্গত্বাভিবিগ্রহম্।
দৃষ্ট্বা সাক্রেন্দ্রকং ইন্দ্রস্তুষ্টাব গুণার্ণবম্ ॥ ৩৮
তথৈব ব্রহ্মরুদ্রৈশ্চ দেবৈশ্চান্যৈশ্চ বেদৈশ্চ
মুর্ছা নত্বা চ তং দৃষ্ট্বা পরব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥ ৩৯
তত্রস্থানে তাবিভোক্তে দক্ষিণে চ বামেবরম্।
লক্ষ্মীশ্বরং মহাকান্তং বীরভদ্রঞ্চ তৎপুরঃ ॥ ৪০
জ্যোতে দর্শনং কান্তায়া তাং সৌতীং

শৈলেন্দ্রকন্যকাম্ ॥ ৪১

যিনি নিজের জ্যোতির্ময় মূর্তিতে অন্তর্যামীরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সকলের সঙ্গীত অধিনায়কের ন্যায় বিরাজ করেন ॥ ৩১

যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের আকর, সর্ব্ববিধ সম্পদ প্রদান করেন, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ॥ ৩৪

যিনি ভক্তদিগের নিকটস্থিত হইয়া তাহা দিগকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছিলেন। যোগীন্দ্র পুরুষগণ যাঁহার স্তব করিতেছিলেন এবং সিদ্ধেন্দ্রগণ যাঁহার সেবা করিতেছিলেন ॥ ৩৫

সেই পার্ষদগণ সকল বেদজ্ঞগণ বন্দনা করিয়া যাঁহার সেবায় নিরত ছিলেন। এই পরমেশ্বর বিশ্ব-পরিপূর্ণকর পরম ব্রহ্মের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

এই পরব্রহ্ম হইলেন—জ্যোতির্ময়, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, সেবাপর, গুণাঢ্য, ভক্ত-অনুগ্রহকারী, সকলের ও সর্ব্বাবয়বে শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৭

মহাদেব এই পরমাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে দিলেন, সেইজন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইতে লাগিল। তিনি তখন মুহুর্মুহু ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তখনকার শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতেছিলেন ॥ ৩৮

ব্রহ্মা সর্বগণ তথা সকলের আগে সেই পুরুষ ব্রহ্মরূপ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ সেই অব্যয়কে পরিবেষ্টিত দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া ৬ ভক্তি ৬ পরম মূল।
পড়িয়া গেলেন। পরে তাঁহার সংজ্ঞা হইলে তিনি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ॥ ৩৯
সে সময়ে পরম শান্ত সাক্রেন্দ্রকে ইন্দ্রিয়াধীশ
পুরাতনপুরুষ শান্ত লোকান্ত লোকনায়কম্ ॥ ৪০

শঙ্করের উক্তি।

যৈশ্চ যা জ্যোতিষ্মানি সর্বদা জ্যোতুমক্ষরঃ।
অক্ষয়াক্ষরযৌক্ষ কিং বা জ্যোতি নিরীক্ষকম্ ॥ ৪১
ন যোগমায়া কর্তৃযৌগো যেষাং জ্যোতি দুরাপঃ।
যেষামক্ষরা যঃ জ্যোতুং কথা জ্যোতিষেষ্বরঃ ॥ ৪২
দুর্জ্ঞেয়ং,অক্ষয়ো পারঃ সাধকেষ্বাং পরাৎপরঃ।
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদাতাক নিত্য নিত্যৈনিষেবিতম্ ॥ ৪৩
যমাত্মানমিবাত্মীয়মনন্তমাদিমব্যয়ম্।
বিশ্বত্রয়ন্তকর্তারং ভবন্তং ভবতং ॥ ৪৪

করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরক্ষণে তথায় তাঁহাকে দর্শন করিয়াই পরমেশ্বরও সহিত সকল অবয়ব করিয়া ঈশানকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

যিনি বাম ভাগে রহিয়াছিলেন, যিনি ভাগে লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীপতি ও ইহাঁর সম্মুখে মহাকান্তকর্তা বীরভদ্র সেনা দাঁড়াইয়াছিলেন, পার্বতী তিনি দর্শন করিলেন ॥ ৪০

শিবের ক্রোড়ে পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিশ্বাধার-কলা সৌতী দেবী বিরাজ করিতেছেন—তিনি দর্শন করিলেন। (এই শ্লোকের "জ্যোতে দর্শনং কান্তায়া তাং" স্থলে "ক্রোড়ে দর্শনং কালীং তাং" এই পাঠান্তর দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এরূপ ব্যাখ্যা হইবে—শিবের ক্রোড়ে সেই কালী ও পরমেশ্বরী বিশ্বাধার-কলা.....) ॥ ৪১

পার্বতীর ঈশ্বরের সকলকে সাধারণ পরম ভক্তি-সহকারে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরম পুরুষ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪২

পার্বতীর শ্লোকশক্তির এবং অভিলাষ বাক্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া অক্ষপূর্ণহৃদয় ঈশ্বরী ভক্তিপূর্ণ করত সম্মুখে গিয়া—একে শ্লোকাদির পরস্পরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৩

পার্বতীর বলিলেন,—হে মহেশ্বর। আমি আপনার স্তব করিতে বাসনা করিয়াছি, কিন্তু আমি স্তব করিতে সর্বতোভাবে অক্ষম। আপনি সকল অক্ষরস্বরূপের

[illegible] ॥ ৩৮

[illegible] ॥ ৩৯

[illegible] ॥ ৪০

[illegible] নমামি [illegible] ॥ ৪১

[illegible] নমামি [illegible] ॥ ৪২

[illegible] নমামি [illegible] ॥ ৪৩

[illegible] নমামি [illegible] ॥ ৪৪

[illegible] নমামি [illegible] ॥ ৪৫

[illegible] নমামি [illegible] ॥ ৪৬

[illegible] ॥ ৪৭

[illegible] আমি [illegible] ॥ ৪৮

আমি [illegible] ॥ ৪৯

আপনি [illegible] ॥ ৫০

আপনি [illegible] ॥ ৫১

আপনি [illegible]

[illegible] আমি [illegible] ॥ ৫৩

[illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৫৪

যিনি [illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৫৫

যিনি [illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৫৬

যিনি [illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৫৭

যিনি [illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৫৮

যিনি [illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৫৯

যিনি [illegible] আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ন [illegible] ॥ ১৮

যে ব্যক্তি [illegible]

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে [illegible]
[illegible]
ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

এই [illegible] [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া [illegible] করিয়া থাকে ॥ ৩৮

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে [illegible]
[illegible] অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible]]

[illegible] উবাচ

[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১
[illegible]
[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৭

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[[illegible]]

[illegible] বলিলেন,— হে [illegible]। তুমি [illegible] পুত্র? তোমার [illegible] কি? [illegible] ॥ ১

পার্ব্বতী বলিলেন,— [illegible] ॥ ২

[illegible] বলিলেন,— হে [illegible]। [illegible] ॥ ৩

হে [illegible]। আমি [illegible] ॥ ৪

আমি [illegible] ॥ ৫

সেই [illegible] ॥ ৬

আমার মাতা [illegible]। আমি [illegible]। আপনি আমার [illegible] দেবী [illegible] মাতা, [illegible] আপনি আমাকে [illegible] করুন ॥ ৭

যদা কৃতা প্রতিজ্ঞা চ ঘোরকৈবল্যবিগ্রহকা।
নিঃসত্ত্বকৃতা নিষ্পাঃ করিষ্যামি মহীমিমাম্ ॥ ৮
কাল্কীমাং তব-ভক্তিনি ময়ত্বে ভাক্তবাসকম্।
ইত্যোক্ত পরিপূর্ণঃ যে ভগবান্ কর্তুমর্হতি ॥ ৯
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা পুষ্টা দুর্গামুবাচ হ।
বহুপাষণ্ডকুলং মা চ তত্র ত্বং হন্তুমর্হসি ॥ ১০

পার্বত্যুবাচ

ভগবন্ বিপ্রপুত্রস্য নিষ্পাঃ কর্তুমিচ্ছসি
নিঃসত্ত্বকৃতাঃ ঘোরেণ সংগ্রামেণ ময়া সহ ॥ ১১
কল্কিমিচ্ছসি নিঃশক্তং মহাপাষণ্ডমণ্ডিতম্।
অতস্তদলীলয়া যত্র প্রাণত্যাগ করোষ্যহম্ ॥ ১২
যত্রৈব ভগবান্ হরিঃ শ্রীমান্ ধর্মসুতো বলী।
শক্তিস্তত্রৈব মে দেয়া ত্বয়া হে বিশ্বভাবন ॥ ১৩

ভগবান্ শিব-মায়ায় অত্যন্ত মোহাভূত হইয়া আমি 'এই পৃথিবীকে একলিঙ্গবিহার কুপাত্রীদিগে পরিণত করিব' এরূপ এক অতি গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। হে ভগবন্! এক্ষণে আমার সেই প্রতিজ্ঞা আপনি পরিপূর্ণ করুন। ৮-৯

ব্রাহ্মণ-বালকের এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব দুর্গাদেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনার অভিপ্রায় জানিয়া এই দেবী দুর্গাকে তিনার তথায় ও তাহা হইয়া যাইবেন। ১০

তখন সেই পার্বতীশ্বরী কহিলেন,—ভগবন্! তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র। ব্রাহ্মণবালক! তুমি ক্রোধে আকুল হইয়া এই পৃথিবীকে একলিঙ্গবিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। আহা! এ যে তোমার মহাসাহস দেখিতেছি। ১১

তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া কল্কী নামে এক অবতার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা ত' তোমার উপযুক্ত কার্য্য নয়; কারণ, সে কাল্কীমাং'র সহিত আমার ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছিল। (এই সংগ্রামে আমি ত্রিশূলাঘাতে পাঞ্চাল দেশ—যেখানে ভীষণ, তথায় ছাগল নিষ্পাঃ করিয়া কাল্কীমাং'র রাজধানী বারিকন্দী পুরীতে আগমন, তথায় ছাগল তথায়স্থিত করিয়া তথা করিয়া ছাগল)। ১২

ব্রাহ্মণপুত্রস্য ভগবন্ যাহাতে ন নিষ্পাঃ
যো বা কাল্কীতি তা বক্তুং ন পক্ষ্যামীহ ভূতলে ॥ ১৩
আহ বিপ্র পুনঃ শম্ভু যিনা 'করিষ্যতি' ময়ঃ।
অন্যে ভূপাশ্চ মদ্ভক্তাঃ মা ভৌতেষ্যা অমি বিদ্ধেষ্যতি ॥ ১৪

ভগবানুবাচ

অন্যে বিপ্রবরৌ কাল্কে নিষ্পাঃ কর্তুমিচ্ছসি
যদা যি যাবনস্তত্রঃ অবেষ্যামি নিষ্পাঃ ॥ ১৫
যাবনাধিপতিঃ পুণ্যান্ মহাবল-পরাক্রমান্।
বিষয়ে-সমাবেশ মদ্ভক্তানে বধিষ্যসি ॥ ১৬
ন যদোর্বংশজা রাজা ভূত্যোমৌর্যেশ্চ লোকতঃ
সমস্তা পুরুষাস্তত্রা প্রাণাত্যক্ষ্যে মদ্ভক্তাঃ ॥ ১৭
বিপ্রস্য তোমস্য রাজা সমস্তঃ করুণানিধিঃ।
সম্ভূয় দুর্গাক্ষ কালীক কৃপাত্রিনেত্রঃ বিষ্ণুঃ ॥ ১৮

ব্রাহ্মণবালক! এই হেতু কাল্কীমাং'কে ভগবান্ শঙ্করের শ্রীমূর্তি কখন প্রদান করিয়াছেন। তাহার নিকট এক অদ্ভুতী শক্তি আছে, (এই অস্ত্র শঙ্করের প্রদান করিয়াছেন।) তাহার দ্বারা তাহা তোমার বিনাশ করিয়াছে। ১৩

এই হেতু শ্রীমূর্তির মত কথা কহে, তাঁহার ন্যায় করে, বিনাশের তাঁহার ন্যায় করে, সুতরাং তাহাকে এই ভূতলে কেহ বধ করিতে পারে, এমন তাহাকে ত' আমি দেখিতে পাইতেছি না। ১৪

আর বিপ্র! তুমি কুদ্ধ হইয়া কল্ক, এ বিষয়ে পরন্তু তাহা তোমার কি করিবেন? তত্ত্ব কুপাত্রিনেত্র ত' তাহার কুল, আমি থাকিতে তাহাদের কি ভয় আছে? ১৫

ব্রাহ্মণবালক কহিলেন,—মাতঃ দুর্গে! ব্রাহ্মণবালক! তুমি পৃথিবীকে কুপাত্রিনেত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; যেরূপ আমার পিতা শঙ্কর ভক্তের প্রাণ করিতে ইচ্ছা করে, সেরূপ তোমার এই অদ্ভুত ইচ্ছা। ১৬

যাহারা বাবনাধি যজ্ঞ করিয়াছে, পুণ্যবান্, মহাবল ও পরাক্রমশালী, তুমি বিষয়ের বিষের সহায়ে সেই আমার কুলভক্তদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ১৭

সেই পরমধাম দেবী দুর্গা ও আমাকে ভাল প্রকার করিয়া তোমার উপদেশের জ্ঞানের করিতে থাকিবেন। তাহাতে পরমধাম আমরা উভয়ের মন্ত্রের বিষে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ১৮

ব্রহ্মাদাসের গুরু সমস্তের ভক্তবৎসল পরম সেই

[illegible] প্রাণা সর্বদা [illegible]
[illegible] ॥ ২০

নন্দ উবাচ

যথা প্রকৃতি [illegible] যে পুত্রস্য মহান্
[illegible] ॥ ২১

[illegible]
[illegible] ॥ ২২

[illegible]
[illegible] ॥ ২৩

[illegible]
[illegible] ॥ ২৪

[illegible]
[illegible] ॥ ২৬

[illegible]
[illegible] ॥ ২৭

[illegible]
[illegible] ॥ ২৮

[illegible]
[illegible] ॥ ২৯

[illegible]
[illegible] ॥ ৩০

[illegible]
[illegible] ॥ ৩১

[illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। ১৮-২০

নন্দ কহিলেন,—হে বৎস! আজ হইতে তুমি আমার প্রাণ [illegible] হইলে। [illegible] তোমাকে প্রণাম করি। ২১

আমি তোমাকে এখন এক অতি অদ্ভুত [illegible] করিব, যাহার [illegible] তুমি [illegible] করিতে পারিবে। ২২

বৎস! তুমি এই [illegible] করিতে সমর্থ হইবে। [illegible] তোমার [illegible] হইয়া [illegible]। ২৩

এই কথা বলিয়া নন্দ সেই [illegible] করিলেন এবং [illegible] করিলেন। ২৪

[illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। [illegible] ২৫-২৬

[illegible] এই সব [illegible] করিলেন। ২৭-২৮

[illegible] করিলেন। ২৯

[illegible] এবং [illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। [illegible] ৩০

[illegible] করিলেন। ৩১

বিনা বিনা ভবার্ণবে সর্ববিনাশং বিবেশ সঃ।
তীর্থং কৃত্বা মহাসিদ্ধিং তত্ত্বং বহু কৃতবান্ সঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
গণপতিখণ্ডে পরশুরামস্য মন্ত্রাদিপ্রাপ্তি-
র্নাম ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রের পরিত্যাগ না করিয়া নিজ অস্ত্র লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করত মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রণাম পূর্বক সেই সব মন্ত্রাদি এবং স্তবাদিতে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৫২

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে পরশুরামের মন্ত্রাদি প্রাপ্তি নামক ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শঙ্করেণ শিবেন পরশুরামায় ত্রৈলোক্যবিজয়নামক-কবচ-প্রদানম্]

নারদ উবাচ

ভগবান্ শ্রোতুমিচ্ছামি কিং দত্তং ভগবান্ হরঃ।
কৃপয়া পরশুরামায় কিং স্তোত্রং কবচং মনুম্ ॥ ১
কো বা মন্ত্রস্তস্য কিং ফলং কবচস্য চ।
স্তবনস্য ফলং কিং বা তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

নারায়ণ উবাচ।

মন্ত্রস্তোত্রং হি ভগবান্ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো গোপগোপীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৩
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্।
স্তবরাজং মহাপুণ্যং বিভূতিযোগসংযুতম্ ॥ ৪
মন্ত্রকল্পতরুং নাম সর্বকামফলপ্রদম্।
প্রদদৌ পরশুরামায় রত্নপর্বতসন্নিধৌ ॥ ৫
স্বয়ম্প্রভানদীতীরে পারিজাতবনান্তরে।
আশ্রমে মোক্ষদেবস্য মাধবস্য চ সন্নিধৌ ॥ ৬

মহাদেব উবাচ।

বৎসাগচ্ছ মহাভাগ ভৃগুবংশসমুদ্ভব।
পুত্রাধিকোঽসি প্রেম্ণা মে কবচং গ্রহণং কুরু ॥ ৭
শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পরমাদ্ভুতম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম শ্রীকৃষ্ণস্য জয়াবহম্ ॥ ৮

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ শিব কর্তৃক পরশুরামকে ত্রৈলোক্যবিজয় নামক কবচ প্রদান।]

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! শিব কৃপা করিয়া পরশুরামকে কি মন্ত্র, কি স্তোত্র ও কি কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

শিব পরশুরামকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের আরাধ্য দেবতা কে? কবচেরই বা কি ফল? এবং স্তবেরই বা কি ফল, তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ২

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! সেই মন্ত্রের আরাধ্য দেবতা ছিলেন—পরিপূর্ণতম ভগবান্ গোলোক-নাথ গোপ-গোপীর পতি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩

সেই পরমাদ্ভুত ত্রৈলোক্যবিজয় নামক কবচ, বিভূতি-যোগ হইতে উৎপন্ন মহাপুণ্য স্তবরাজ এবং সর্বফল-প্রদ মন্ত্রকল্পতরু নামক মন্ত্র রত্নপর্বতের সন্নিধানে স্বয়ম্প্রভা নদীর তীরে পারিজাতবনমধ্যে মোক্ষদেবের আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধিতে পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪-৬

মহাদেব কহিয়াছিলেন,—হে মহাভাগ পরশুরাম! তুমি ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি প্রেমে আমার নিকট পুত্রাপেক্ষা অধিক, অতএব তুমি আমার নিকট হইতে কবচ গ্রহণ কর ॥ ৭

রাম! ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জয়াবহ পরমাদ্ভুত 'ত্রৈলোক্যবিজয়' নামক এই কবচ বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণেন পুরা দত্তং গোলোকে রাধিকাশ্রমে
রাসমণ্ডলমধ্যে চ মহ্যং বৃন্দাবনে বনে ॥ ৯
অতিগুহ্যতরং রম্যং সর্ব্বদুষ্টবিনাশনম্।
পুণ্যাৎ পুণ্যতরঞ্চৈব পরং স্নেহাদ্ বদামি তে ॥ ১০
যস্যা গর্ভাৎ দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী
তথা [illegible] ॥ ১১
যস্যা [illegible] সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদুঃখহা।
[illegible] ত্রিপুরঃ পূর্ণঃ [illegible] ॥ ১২
যস্যা গর্ভাৎ ব্রহ্মা [illegible]
যস্যা ভগবান্ শেষো বিষ্ণুর্ বিশ্বস্য ॥ ১৩
যস্যা দুর্গা [illegible] শেষঃ [illegible]।
যস্যা ভগবান্ [illegible] ॥ ১৪
যস্যা [illegible]
যস্যা গর্ভাৎ [illegible] ॥ ১৫
যস্যা [illegible]।
যস্যা গর্ভাৎ [illegible] ॥ ১৬
অষ্টৌ [illegible] যস্যা গর্ভাৎ [illegible]
[illegible] ॥ ১৭
যস্যা গর্ভাৎ দেবী [illegible]।
যস্যা গর্ভাৎ পুত্রা [illegible] ॥ ১৮
যস্যা [illegible]।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী [illegible] ॥ ১৯

পুরাকালে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ধারণ [illegible] করিয়াছিলেন। ৯

ইহা অতি গোপনীয় বস্তু, [illegible] পুণ্য হইতে অতি পুণ্যতম [illegible] তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে ইহা উপদেশ করিব। ১০

যে কবচ ধারণ করিয়া এবং পাঠ করিয়া [illegible] দুর্গা [illegible] ধারণ করিয়াছেন। ১১

[illegible] ধারণ করিয়া আমি [illegible] করিয়াছি, [illegible] করিয়া আমি [illegible] করিয়াছি এবং পূর্ব্বে [illegible] ও [illegible] ত্রিপুরকে [illegible] করিয়াছি। ১২

[illegible] ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া ব্রহ্মা [illegible] করিয়া [illegible] এবং [illegible] করিয়া সম্পূর্ণ [illegible] করিতেছেন। ১৩

যাহা ধারণ করিয়া [illegible] করিয়া হইয়াছেন, যে কবচ ধারণ [illegible] সর্ব্বজ্ঞানী [illegible] হইয়া '[illegible]' হইয়াছেন। ১৪

যাহা ধারণ করিয়া [illegible] হইয়াছেন এবং [illegible] হইয়াছেন, যে কবচ ধারণ [illegible] ও পাঠ [illegible] হইয়াছেন। ১৫

যাহা ধারণ করিয়া [illegible] হইয়া [illegible] করিতেছেন, যাহা ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া [illegible] এবং [illegible] হইয়াছেন। ১৬

যাহা ধারণ করিয়া এবং পাঠ করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন ও [illegible] নামে [illegible] পূর্ব্বে [illegible] ([illegible]) করিয়াছিলেন। ([illegible] ও [illegible]। [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] এবং এই [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] ও [illegible] আছে। [illegible] সেই দুই [illegible] এবং [illegible] হইয়া [illegible] করিল; কিন্তু যদি [illegible] সেই [illegible] করিয়া সেই [illegible] করিয়া ([illegible] করিয়া) [illegible] এবং তিনি [illegible] বিনাশ করিয়াছিলেন।) ১৭

যাহা ধারণ করিয়া এবং পাঠ করিয়া দেবী [illegible] (পৃথিবী) সর্ব্বাধারা হইয়াছেন। যে কবচ ধারণ [illegible] ও পাঠ [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন। ১৮

যে কবচ ধারণ করিয়া [illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥ ২০
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥ ২১
[illegible]
[illegible] ॥ ২২
ত্রৈলোক্যাকর্ষণ [illegible]
[illegible] ॥ ২৩
ত্রৈলোক্যাকর্ষণ [illegible] ।
[illegible] ॥ ২৪
[illegible] পাতু শ্রীকৃষ্ণায় [illegible] ।
[illegible] স্বাহেতি [illegible] ॥ ২৫

কৃষ্ণেতি পাতু [illegible] স্বাহেতি [illegible] ।
[illegible] পাতু মে মম ॥ ২৬
ওঁ গোবিন্দায় স্বাহেতি নাসিকাং পাতু সর্বদা ।
গোপালায় [illegible] পাতু মে সর্বদা সদা ॥ ২৭
ওঁ নমো গোপীজনেশায় কর্ণৌ পাতু সদা মম
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ [illegible] পাতু [illegible] ॥ ২৮
ওঁ গোবিন্দায় স্বাহেতি [illegible] মে সদা
ওঁ কৃষ্ণায় [illegible] ক্লীং [illegible] ॥ ২৯
ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহেতি জিহ্বিকাং পাতু মে সদা ।
[illegible] স্বাহেতি বাহুযুগং পাতু মে সদা ॥ ৩০
[illegible] স্বাহেতি [illegible] পাতু সদা মম ।
নমো গোপীজনেশায় বক্ষঃ পাতু সদা মম ॥ ৩১

[illegible] ॥ ১৯

[illegible] ॥ ২০

[illegible] ॥ ২১

[illegible] ॥ ২২

ত্রৈলোক্য-[illegible] ॥ ২৩

ত্রৈলোক্য-[illegible] ॥ ২৪

'ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় [illegible]

[illegible] ॥ ২৫

'কৃষ্ণ' [illegible] ॥ ২৬

'ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা' [illegible] ॥ ২৭

'ওঁ নমো গোপীজনেশায়' [illegible] ॥ ২৮

'ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা' [illegible] 'ওঁ কৃষ্ণায়' [illegible] 'ক্লীং' [illegible] ॥ ২৯

'ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা' [illegible] ॥ ৩০

'[illegible] স্বাহা' [illegible] 'নমো গোপীজনেশায়' [illegible] ॥ ৩১

ওঁ গোপেশ্বরায় স্বাহেতি স্কন্ধৌ পাতু সদা মম।
নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥৫২
উদরং পাতু মে নিত্যং মুকুন্দায় নমঃ সদা।
ওঁ হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহেতি করৌ পাদৌ সদা মম ॥৫৩
ওঁ বিষ্ণবে নমো বাহুযুগ্মং পাতু সদা মম
ওঁ হ্রীং ভগবতে স্বাহা নখরং পাতু মে সদা ॥৫৪
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি নখরন্ধ্রং সদাবতু
ওঁ হ্রীং পদ্মনাভায় নাভিং পাতু সদা মম ॥৫৫
ওঁ সর্বেশায় স্বাহেতি কঙ্কালং পাতু মে সদা।
ওঁ গোপীরমণায় স্বাহা নিতম্বং পাতু মে সদা ॥৫৬
ওঁ গোপীরমণনাথায় পাদৌ পাতু সদা মম
ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্বং সদাবতু ॥৫৭
ওঁ কেশবায় স্বাহেতি মম কেশান্ সদাবতু।
নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহেতি ব্রহ্মরন্ধ্রং সদাবতু ॥৫৮
ওঁ মাধবায় স্বাহেতি লোমানি মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্বং সদাবতু ॥৫৯
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণঃ প্রাচ্যাং মাং সর্বদাবতু।
স্বয়ং গোলোকনাথো মামাগ্নেয্যাং দিশি রক্ষতু ॥৬০
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপশ্চ দক্ষিণে মাং সদাবতু।
নৈর্ঋত্যাং পাতু মাং কৃষ্ণঃ পশ্চিমে পাতু মাং হরিঃ ॥৬১
গোবিন্দঃ পাতু মাং শশ্বদ্ বায়ব্যাং দিশি নিত্যশঃ।
উত্তরে মাং সদা পাতু রসিকানাং শিরোমণিঃ ॥৬২
ঐশান্যাং মাং সদা পাতু বৃন্দাবনবিহারকৃৎ।
বৃন্দাবনীপ্রাণনাথঃ পাতু মামূর্ধ্বদেশতঃ ॥৬৩
সদৈব মাধবঃ পাতু বলিহারী মহাবলঃ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নৃসিংহঃ পাতু মাং সদা ॥৬৪
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ পাতু মাং মাধবঃ সদা।
সর্বান্তরাত্মা নির্লিপ্তঃ পাতু মাং সর্বতো বিভুঃ ॥৬৫

'ওঁ গোপেশ্বরায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন। 'নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন।৫২

'মুকুন্দায় নমঃ' এই মন্ত্র সর্বদা আমার উদর রক্ষা করুন এবং 'ওঁ হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় রক্ষা করুন।৫৩

'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্র সদা আমার বাহুযুগল রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং ভগবতে স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার নখ রক্ষা করুন।৫৪

'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র সদা আমার নখরন্ধ্র রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং হ্রীং পদ্মনাভায়' এই মন্ত্র সর্বদা আমার নাভি রক্ষা করুন।৫৫

'ওঁ সর্বেশায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার কঙ্কাল রক্ষা করুন। 'ওঁ গোপীরমণায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার নিতম্বদেশ সদা রক্ষা করুন।৫৬

'ওঁ গোপীরমণনাথায়' এই মন্ত্র সদা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন।৫৭

'ওঁ কেশবায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার কেশসমূহ রক্ষা করুন। 'নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার ব্রহ্মরন্ধ্র রক্ষা করুন।৫৮

'ওঁ মাধবায় স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বদা আমার লোমসমূহ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার সকল স্থান রক্ষা করুন।৫৯

পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সদা পূর্বদিকে রক্ষা করুন এবং স্বয়ং গোলোকনাথ সর্বদা আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন।৬০

পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণ) সদা আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নৈর্ঋত কোণে রক্ষা করুন এবং শ্রীহরি আমাকে পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন।৬১

গোবিন্দ প্রতিদিন বায়ুকোণে আমাকে নিয়ত রক্ষা করুন। রসিকগণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ উত্তরদিকে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।৬২

বৃন্দাবনবিহারকৃৎ (বৃন্দাবনবিহারী) শ্রীকৃষ্ণ ঈশান কোণে আমাকে সদা রক্ষা করুন। বৃন্দাবনী প্রাণনাথ আমাকে ঊর্ধ্বদিকে রক্ষা করুন।৬৩

বলিহারী অর্থাৎ বলবধকারী মহাবল মাধব (মা লক্ষ্মী, তাঁহার ধব স্বামী 'মাধব') অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি আমাকে সদা রক্ষা করুন। জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে নৃসিংহ সদা আমাকে রক্ষা করুন।৬৪

স্বপ্নকালে মাধব আমাকে নিয়ত স্বপ্নে (নিদ্রাকালে) ও জাগরণে সর্বদা রক্ষা করুন। সর্বান্তর্যামী ও সর্বাত্মা নির্লিপ্ত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সর্বদিকে রক্ষা করুন।৬৫

ইতি তে কথিতং বৎস সর্বসম্পৎপ্রদং [illegible] ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৬৬
যস্মৈ কস্মৈ [illegible] ন কস্যচিৎ ।
[illegible] বিধিবৎ [illegible] ॥ ৬৭
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ [illegible] বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ
[illegible] ॥ ৬৮
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো জীবন্মুক্তো ভবেত্তু সঃ ।
নিশ্চিতং কোটিবর্ষাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯
রাজসূয়সহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
অশ্বমেধাযুতান্যেব নরমেধাযুতানি চ ॥ ৭০
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ।
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৭১
ব্রতোপবাসনিয়মঃ [illegible] তপঃ
স্নানঞ্চ সর্বতীর্থেষু নাস্যার্হন্তি কলামপি ॥ ৭২

সিদ্ধত্বমমরত্বঞ্চ দাসত্বং শ্রীহরেরপি ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচঃ সর্বং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭৩
স ভবেৎ সিদ্ধকবচো দশলক্ষং জপেত্তু যঃ ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচঃ সর্বজ্ঞঃ স ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭৪
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্দুর্গাং সুমন্দধীঃ ।
কোটিলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৭৫
গৃহীত্বা কবচং বৎস [illegible] ।
[illegible] ॥ ৭৬
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণা দেয়াশ্চ পুত্রক ।
এবম্ভূতঞ্চ কবচং ন দেয়ং প্রাণসঙ্কটে ॥ ৭৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদ-সংবাদে কবচপ্রদানং
নাম অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

বৎস নারদ! আমি [illegible] ত্রিভুবনে [illegible] 'ত্রৈলোক্য-বিজয়' নামক এই শ্রীদুর্গার কবচ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৬

আমি এই কবচ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হইতে লাভ করিয়াছিলাম। এই কবচ যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না। [illegible] যে ব্যক্তি বিধি অনুসারে এই কবচ কণ্ঠে কিংবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, সেই ব্যক্তি [illegible] বিষ্ণুতুল্য হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেই [illegible] যেখানে বাস করে, সেইখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীও বাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৭-৬৮

যদি কেহ সিদ্ধকবচ হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি 'জীবন্মুক্ত' হইয়া যায়। কোটী কল্প ধরিয়া শ্রীদুর্গার পূজা করিলে যে ফল লাভ হয়, সিদ্ধকবচ ব্যক্তি সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৯

সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ, শত বাজপেয় যজ্ঞ, অযুত (দশ হাজার) অশ্বমেধ যজ্ঞ, অযুত নরমেধ যজ্ঞ, মহাদান প্রভৃতি [illegible] এবং সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফল 'ত্রৈলোক্যবিজয়' নামক এই কবচের কলার (ষোড়শাংশের) এক ভাগেরও তুল্য হয় না ॥ ৭০-৭১

ব্রতোপবাস প্রভৃতি [illegible], [illegible] নিয়মপালন, [illegible] দান করিয়া [illegible] — এই সব ফল এই কবচের এক কলারও তুল্য হইবে না ॥ ৭২

যদি কোনও ব্যক্তি সিদ্ধ-কবচ হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সিদ্ধ, দেবতা এবং শ্রীহরির দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৩

এই কবচ যে ব্যক্তি দশ লক্ষ বার জপ (পাঠ) করে, সেই ব্যক্তি 'সিদ্ধ-কবচ' হইতে পারে। এইরূপ যে ব্যক্তি সিদ্ধ-কবচ হয়, সেই ব্যক্তি অবশ্যই 'সর্ব্বজ্ঞ' হইয়া থাকে ॥ ৭৪

যে মন্দমতি ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া শ্রীদুর্গার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি কোটিলক্ষ বার [illegible] 'মন্ত্র' জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না ॥ ৭৫

বৎস! তুমি এই কবচ গ্রহণ করিয়া [illegible] সর্ব্বত্র বিজয়ী হও [illegible] ॥ ৭৬

পুত্র! রাজ্য [illegible] দান করিবে, [illegible] প্রদান করিবে, এমনকি [illegible] প্রাণ দান করিবে, তথাপি [illegible] উপস্থিত হইলেও এই কবচ কাহাকেও প্রদান করিবে না ॥ ৭৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কবচপ্রদান নামক অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥

[ऊर्ध्वपुण्ड्रेण सहितेन पञ्चपञ्चाशत् तोटक-मन्त्र-पूजा-विधीनां प्रकाशनम्]

पृथ्वुवाच ।

सम्प्राप्तुं कथयः नाथ सर्वाज्ञानविनाशनम्
सुखदं मोक्षदं सारं मन्त्रसंघातकारणम् । १
अधुना श्रोतुमिच्छामि पूजाविधिं श्रुतौ
येन मन्त्रेण नाथाय सर्वज्ञानप्रकाशकः । २

ब्रह्मोवाच

ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय ते ।
द्वादशाक्षरमन्त्रेण तव सोऽयं विभुः । ३
मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं सर्वान् सम्मोहयेत्
सिद्धोऽयं पञ्चलक्षेण जपेन वृषिपूजय । ४
ऊर्ध्वपुण्ड्रश्च हरयः ऊर्ध्वपुण्ड्रोपरिस्थितम् ।
ऊर्ध्वपुण्ड्रश्च ऊर्ध्वपुण्ड्रश्च सोऽयम् १५
ऊर्ध्वपुण्ड्रोपरि ऊर्ध्वपुण्ड्रश्च सोऽयम् १६
मूलमन्त्रश्च पञ्चाक्षः पुरुषस्तत्परिभिधा ।

मन्त्रमिश्रश्च पुरुषः विश्वः सर्वजनः स्मृतः । ५
पञ्चः पञ्चाक्षः मन्त्रोऽयं विश्वं सर्वत्रमोहनः ।
पञ्चलक्षैर्जपेनैव वैष्णवः सम्भवेद्ध्रुवम् । ६
ऊर्ध्व सन्दर्शनादेव पापक्षयकरेण्वा ।
पूजायां सर्वतीर्थानि सन्तिष्ठन्ति वसुन्धरा । ७
यानेन सार्द्धमेवोक्तः शृणु मनुमतः फलम् ।
सर्वेषां कथितं सर्वं भक्ति-मुक्तिप्रदायि ते । ८
नदीन-ज्ञानसम्पन्नान् नीलस्तोत्रलोऽन्
सप्तपार्षदसम्प्राप्तमोदयान्तः मनोरमम् । १०
कोटिकन्दर्पलावण्य-लीलाधाम-मनोरमम्
सप्तभिः सेवमानश्च तं सप्तमुखमुखिताम् । ११
चन्द्रमोजिलवर्णाभं पीताम्बरधरः वरम् ।
पीताभाषक सोपीठि: मणिरत्नाजिते मनुम् । १२

द्वात्रिंशत्तम अध्याय ।

[ब्रह्मकृत गङ्गा कर्तृक पञ्चपञ्चाशत्के श्रीकृष्ण मन्त्र, तोटक ও পূজাবিধি প্রকাশ]

পৃথ্বুবাচ—হে নাথ! আমি আপনার নিকট হইতে মুক্তি, মোক্ষ, সারভূত, সর্বজ্ঞানপ্রকাশের কারণ এবং বিপদের সর্বাপেক্ষাউদ্ধারী শ্রীকৃষ্ণের 'ত্রিলোক্য-বিজয়' নামক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি । ১

হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! হে সর্বজ্ঞানপ্রকাশক! আপনি এই ভগবান দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র, স্তোত্র, ও পূজাবিধি প্রকাশ করুন । ২

ব্রহ্মাদেব বলিলেন,—হে। 'ওঁ শ্রীং নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় স্বাহা' এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি ষোলোপচারে সর্বপ্রধানী পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর । ৩

শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রও এই মন্ত্রের সমতুল্য অর্থাৎ বিশিষ্ট মন্ত্র 'মন্ত্ররাজ' নামে খ্যাত। বৃদ্ধিমান্। ইহা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঁচলক্ষবার জপ করিতে হয়। পাঁচলক্ষ জপ, তাহার দশাংশ পরিমাণ হোমের দ্বারা করিবে, তাহার দশাংশ পাঁচ হাজার অভিষেক, তাহার দশাংশ পাঁচশত ব্যক্তি ভোজন করাইতে হইবে। ইহার দ্বারা পুরশ্চরণ কর্ম সম্পন্ন হইবে । ৪-৫

এই পুরশ্চরণ কর্মের বর্ণিত পঞ্চ মূর্তি মূলা । যে ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি সর্বাগ্রে এই পঞ্চ মূর্তি প্রদর্শন করিবে। ইহার দ্বারা সে ব্যক্তি সত্ত্ব মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, এই বিষয়ে সংশয় করিবে না এবং পাঞ্চভৌতিক দেহের অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র দেহেই শ্রীবৈকুণ্ঠধামের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিতে সমর্থ হয় । ৬

সেই মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্পর্শমাত্রেই এবং তাহার পাদস্পর্শের ধূলিতে সমস্ত তীর্থ সকল পবিত্র হয়। এই বসুন্ধরা (পৃথিবী) দেবীও তখনই পবিত্রা হইয়া যান । ৮

মূলে। সর্বজ্ঞের শ্রীকৃষ্ণের সাম্প্রদায়িক মুক্তি ও মুক্তিপ্রদায়ক যান তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ১১

যিনি নবীন জ্ঞান ও ঐশ্বর্য দান দেবের তায় আধার, নীলকলেবর। সপ্তমুখ দেবতি, যিহার পার্শ্বদীয় সুশিক্ষার উপরি সপ্তম তায় সম, যাহার উহা তায় অতি মনোহর, কোটিকন্দর্প (কামদেবের) দেহ-কান্তি অপেক্ষা, যিনি সপ্তমিতাক্ষর উপনিষদ ও সপ্তাক্ষর-সমূহে বিভূষিত, যিহার সর্বাঙ্গ রত্নখচিত, যিনি উত্তম পীতবস্ত্রপরিহিত, উক্ত প্রকারের সমস্ত যোগীজন যিহাকে নিয়ত দর্শন করিতেছেন, যিনি নিজের ধ্যানেই পুলকাবেগ ও কম্পনের দ্বারা বিভূষিত, যিনি সর্বদা ভক্তিপূর্ণচিত্তে মন্ত্রপূজার দ্বারা ধ্যান করিয়া

[illegible] বিভূষিতম্
[illegible] ॥ ১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১৩
[illegible]
[illegible] ॥ ১৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৬
[illegible]
[illegible] ॥ ১৭
[illegible]
[illegible] ॥ ১৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১৯

[illegible] শ্রীহরি [illegible] ১৮-১৯

যে ব্যক্তি এই [illegible] দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] পূজা করে, সেই ব্যক্তি [illegible] হয়। ২০

অর্থাৎ ১। পাদ্য, [illegible] ২। আসন, ৩। স্নান, (বস্ত্র), ৪। [illegible], ৫। [illegible], ৬। অর্ঘ্য, ৭। মধুপর্ক, ৮। [illegible], ৯। ধূপ, ১০। দীপ, ১১। নৈবেদ্য, ১২। পুনরাচমনীয়, ১৩। [illegible], ১৪। [illegible], ১৫। [illegible] এবং ১৬। [illegible]—এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পূজা করিবে। ২১-২২

অনন্তর তাঁহার [illegible] পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

[illegible] ॥ ২০
[illegible]
[illegible] ॥ ২১
[illegible]
[illegible] ॥ ২২
[illegible]
[illegible] ॥ ২৩
[illegible]
[illegible] ॥ ২৪
[illegible]
[illegible] ॥ ২৫
[illegible]
[illegible] শ্রীবিষ্ণুং [illegible] ॥ ২৬

[illegible] পূজা করিবে। তাহার পর ১। শ্রীকর ২। [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ৭। [illegible]—এই সব [illegible] পূজা করিবে। ২০-২১

অনন্তর গোপীজনী, [illegible] শ্রীহরিকে [illegible] পূজা করিবে। ২২

অনন্তর গোপাল, গোপীজন, [illegible] গণেশ, পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, [illegible] দেবতা (গণেশ, [illegible], বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা)—ইহাদের [illegible] পূজা করিয়া [illegible] শ্রীহরিকে [illegible] উপচার (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য) প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। ২৩-২৫

গণেশ, [illegible], বিষ্ণু, শিব ও [illegible]—এই [illegible] দেবতার পূজা করিয়া [illegible] পূজা করিবে। ২৬

[illegible] পূজা, [illegible] পূজা, [illegible] শ্রীবিষ্ণুর পূজা, [illegible] পূজা [illegible]

তাবান্ সত্ত্বঃ স্বর্গা পাট্যৈব্বর্যৈরেব চ।
দশগুণে ফলবিশঃ বিপরীতমপূজনে ॥ ২৭
উক্তঃ পূজা পঠৌতঃ বহিষ্ঠেরেক চ বিষ্ণুঃ।
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং পঠিত্বা চ শৃণু মুনে ॥ ২৮
মহাদেব উবাচ।
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্।
নির্লিপ্তং পরমাত্মানং নমামি সর্ব্বকারণম্ ॥ ২৯
স্থূলাৎ স্থূলতরং দেবং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমং পরম্
সর্বদৃশ্যমদৃশ্যঞ্চ স্বেচ্ছাচারং নমাম্যহম্ ॥ ৩০
সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্
সর্বাধারঞ্চ সর্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্ ॥ ৩১
অতীবকমনীয়ঞ্চ রূপং নিরুপমং বিভুম্।
করালরূপমত্যন্তং বিভ্রতং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩২
কর্মিণঃ কর্মিরূপং তং সাক্ষিণং সর্বকর্মণাম্
ফলঞ্চ ফলদাতারং সর্বরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্তা কলয়া মূর্তিভেদতঃ।
নানামূর্তিঃ কলাংশেন যঃ পুমাংস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৪
স্বয়ং প্রকৃতিরূপশ্চ মায়য়া চ স্বয়ং পুমান্
তয়োঃ পরং স্বয়ং শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরম্ ॥ ৩৫
স্ত্রীপুংনপুংসকং রূপং যো বিভর্তি স্বমায়য়া
স্বয়ং মায়া স্বয়ং মায়ী যো দেবস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৬
তারকং সর্বদুঃখানাং সর্বকারণকারণম্,
ধারকং সর্ববিশ্বানাং সর্ববীজং নমাম্যহম্ ॥ ৩৭
তেজস্বিনাং রবির্যো হি সর্বজাতিষু ব্রাহ্মণঃ
নক্ষত্রাণাঞ্চ চন্দ্রশ্চ নমামি তং জগৎপ্রভুম্ ॥ ৩৮

সর্বাদি শ্রীহরি প্রতিমা বা যন্ত্রে পূজা করিবে। এই সব দেবতার পূজায় এই রূপ প্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু ইঁহাদের পূজা না করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে ॥ ২৬-২৭

তাহার পর ইঁহাদের নিকট ভক্তিভরে বর প্রার্থনা করিয়া সামবেদোক্ত স্তোত্র ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে। সেই স্তোত্র বলা হইতেছে ॥ ২৮

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—যিনি পরব্রহ্ম, পরধাম (সর্বাশ্রয়ই যাঁহার), পরজ্যোতিঃ, সনাতন, নির্লিপ্ত, ও সর্বকারণ, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ২৯

যিনি স্থূল (স্থূলাকার) হইতেও স্থূলতম, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম) হইতেও সূক্ষ্মতম, পর (সর্বশ্রেষ্ঠ), সর্বদৃশ্য অর্থাৎ যাঁর ক্ষমতাবিস্তার সকলের দৃশ্য, পরন্তু যিনি স্বরূপতঃ অদৃশ্য—সকলের অগোচর, আমি সেই স্বেচ্ছাচার (স্বাধীন; দেব (জ্যোতির্ময়) শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩০

যিনি সাকার—রূপবান্, নিরাকার—অরূপ, সগুণ—[illegible], নির্গুণ—গুণাতীত, সর্বাধার, সর্বস্বরূপ ও স্বেচ্ছারূপী, আমি সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩১

যাঁহার রূপ অতীব কমনীয়, যিনি নিরুপম (উপমারহিত), বিভু (সর্বব্যাপী) এবং যিনি প্রলয়ে [illegible] [illegible] [illegible] করাল (ভয়ঙ্কর) রূপ (কালের) সর্বক্ষণ ধারণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩২

যিনি কর্মী পুরুষদের কর্মরূপ, সমস্ত কর্মসমূহের সাক্ষিস্বরূপ ও ফল এবং যিনি কর্মসমূহের ফল দান করেন, আমি সেই সর্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩৩

যিনি নিজ কলা দ্বারা মূর্তিভেদে স্রষ্টা (ব্রহ্মা), পাতা (পালনকর্তা বিষ্ণু) ও সংহর্তা (শিব) রূপ ধারণ করেন এবং কলাংশে নানা নানা মূর্তি ধারণ করেন, আমি সেই পুরুষরূপী অর্থাৎ প্রকৃতি অতীত পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩৪

যিনি স্বয়ং মায়া অবলম্বন করত প্রকৃতিরূপ ও স্বয়ং তদনুরূপ পুরুষরূপ ধারণ করেন, এবং যিনি স্বয়ং এই পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নিত্য বর্তমান, আমি সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩৫

যিনি স্বয়ং নিজ মায়া দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক রূপ ধারণ করেন, যে দেব স্বয়ং মায়া—প্রকৃতি ও মায়ী মায়ার নাথ পুরুষ, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩৬

যিনি সমস্ত দুঃখসমূহ হইতে তারণকর্তা সকল কারণ সমূহের কারণ, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং সকলের বীজস্বরূপ, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩৭

যিনি তেজস্বী পদার্থসমূহের মধ্যে সূর্য, সমস্ত জাতির

[illegible] ৩৮

[illegible] ৩৯

[illegible] ৪০

[illegible] ৪১

[illegible] ৪২

[illegible] ৪৩

[illegible] ৪৪

[illegible] ৪৫

[illegible] ৪৬

[illegible] ৪৭

[illegible] ৪৮

[illegible] ৪৯

[illegible] ৫০

[illegible] আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৩৮

যিনি [illegible] মধ্যে, [illegible] মধ্যে এবং [illegible] মধ্যে [illegible] এবং যিনি [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৩৯

যিনি [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪০

[illegible] মধ্যে যিনি বিষ্ণু, [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible] (আমি [illegible] নহি), আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪১

যিনি [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪২

যিনি [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible], এবং [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৩

[illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৪

[illegible] মধ্যে যিনি [illegible], যিনি [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৫

যিনি [illegible] ([illegible]) মধ্যে [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৬

যিনি [illegible] ([illegible]) [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible]; আমি [illegible] ([illegible]) [illegible] সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৭

যিনি [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible] ([illegible]) আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৮

যিনি [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৪৯

যিনি [illegible] মধ্যে [illegible], [illegible] এবং [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৫০

সর্বাসাং পত্নীনাং সাবিত্রী বৈষ্ণবী যথা ।
বেদানাং ব্রহ্মবেদশ্চ যস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৫১
বিষ্ণুরূপশ্চ দেবতাং যশ্চ শিশুপালিনাম্ ।
তাসু রূপাণাং যো হি তং নমামি বিশ্বরূপ ॥ ৫২
জ্ঞানরূপো জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপশ্চ প্রভু
বিভূতিমু জলদাতা যশ্চ দাতা তং নমাম্যহম্ ॥ ৫৩
সিদ্ধিনাং বিশ্বকর্মা যঃ কামদেবশ্চ কামিনাম্ ।
শক্তিনাং চ শক্তীনাং প্রভুঃ তং নমামীশম্ ॥ ৫৪
শিবেষু সুপ্রভো যো রূপাণাং প্রভুঃ।
শাস্ত্রানাং বীরানাং যঃ বিশিষ্টো নমাম্যহম্ ॥ ৫৫
যদি জন্মাদ্যবীজাদ্যাঃ যোগিনাঃ নামকেশবঃ
সর্বাণাং সর্বরূপো যো বিশিষ্টঃ তং নমাম্যহম্ ॥ ৫৬

যিনি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে স্মৃতি, সাবিত্রীদের মধ্যে বিষ্ণু, ভয় এবং সর্ববিধ বেদের মধ্যে সামবেদ, আমি তাঁকে সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫১

যিনি দেবতা সর্বদেবতাদের মধ্যে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিষ্ণু, শিশুপালিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বজনের মধ্যে সর্বাধিষ্ঠাতা তিনি, আমি সেই সর্ববিধরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫২

যিনি জ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম, প্রভুগণের মধ্যে মাতৃরূপী অর্থাৎ মাতা এবং বিভূতিদের মধ্যে জলদাতা সেই, আমি সেই সকলের দাতৃরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৩

যিনি সিদ্ধিদের মধ্যে বিশ্বকর্মা, কামগণ অর্থাৎ রূপবান পুরুষদের মধ্যে কামদেব এবং শক্তিদের মধ্যে শক্তিরূপা হন, আমি সেই সকলের সারে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৪

যিনি শিব শক্তিদের মধ্যে প্রভু, রূপবানদের মধ্যে সুরূপী এবং পুরাণোক্ত বৃক্ষসমূহের মধ্যে শালগ্রাম বিষ্ণু, আমি সেই বিশিষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৫

যিনি জন্মাদিকারণসমূহের মধ্যে বর্ণ অর্থাৎ গুণত্রয়-সমন্বিত প্রকৃতি, যোগীদের মধ্যে নারদ—এবং যিনি বাক্যিরা, কথা, বস্তু বা নাম এবং সত্য (অর্থাৎ এই চারিটি পদ)—এই চতুষ্পাদ অর্থাৎ (গুণাতীত) সত্য ! "অহিংসা সত্যমস্তেয় শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এবং সামাসিক অর্থে চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ।" অথবা "বিদ্যাতপঃ-সমাধি সমঃ শৌচং বুদ্ধি ক্ষমা। আমার ইতি সর্বশাস্ত্র সর্বাধিষ্ঠিত্য পূর্ণ")। সকলেই বর্ণ,

শতে বৈবস্বতাদ্যো যো গতরাগশ্চ বৃত্তিম্ ।
পৃথিব্যাশ্চ সমুদ্রে চ ধনদাং নমাম্যহম্ ॥ ৫৭
জনুনাং পাবকানাং যো সংযমী ধনদাতৃ বঃ ।
সর্বসিদ্ধিনাং চিত্রসমূহ বসিষ্ঠঃ নমাম্যহম্ ॥ ৫৮
ক্ষীরসমুদ্রো যথা পরিস্রাবক পাবকঃ ।
পুণ্যদানাম্‌ চ যোগঃ যঃ নমামি তং নমাম্যহম্ ॥ ৫৯
বৃক্ষাণাং বৃক্ষরূপো যো গায়ত্রীনাং বৈশ্বিনাম্ ।
জলানাং শাস্ত্রকো যো সর্বশাস্ত্রং নমাম্যহম্ ॥ ৬০
তেজোরূপো জ্ঞানিনাং সর্বরূপশ্চ যো মহান্ ।
সর্বনির্লিপ্তোঽপি যঃ নমামি যং বিভুং ॥ ৬১
সর্বসারেষু যো বাসুদেবাখ্যা নিত্যরূপিণাম্ ।
আকাশো ব্যাপকানাং যো ব্যাপকঃ তং নমাম্যহম্ ॥ ৬২

আমি সেই বিশিষ্ট গুণশালী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৬

যিনি শতে বৈবস্বত অর্থাৎ সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, পৃথিবীর বরুণ এবং ধনদের মধ্যে কুবের নিজস্বরূপ অবস্থান, আমি সেই সর্বজীবনদাতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৭

যিনি পাবকসমূহের মধ্যে বাযু, অগ্নি, সংযমীদের মধ্যে যম এবং সর্বসিদ্ধদের মধ্যে বশিষ্ঠরূপে বিরাজ, আমি সেই বহ্নি অর্থাৎ অগ্নির্ক্ষীরাত্মা, যজ্ঞের অধীশ্বর সর্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৮

যিনি ক্ষীরাদি সমুদ্রসমূহের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্র, পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে পাবক (অগ্নি) এবং পুণ্যদায়ক কর্মসমূহের মধ্যে যোগসাধন (সম্যক যোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি কীর্তনসাধন), আমি সেই যজ্ঞরূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৯

যিনি বৃক্ষসমূহের মধ্যে বৃক্ষরূপ, বৈষ্ণবদের মধ্যে গোপীজন এবং জলসমূহের মধ্যে শান্তিজল, আমি সেই নিত্যশ্রী অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬০

যিনি তেজোরূপ, জ্ঞানরূপ ও সর্বরূপ এবং যিনি মহান্ ও সর্বনির্লিপ্ত, আমি সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা রূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬১

যিনি সর্ববিধ আধার (আকাশ)-সমূহের মধ্যে বাসুদেবরূপ অথবা যিনি সকল স্থানে বায়ুর ন্যায় ব্যাপিত, নিত্য সর্বরূপসমূহের মধ্যে যেরূপ আকাশ অর্থাৎ যিনি

[illegible] যো জ্ঞেয়ঃ পণ্ডিতঃ পরঃ
[illegible] যো যং [illegible] ॥ ৬৩
[illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৬৪
[illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৬৫
বিষ্ণুঃ [illegible] কিশোরঃ [illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৬৬
[illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৬৭
[illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৬৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৬৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৭০
[illegible]
[illegible] নমাম্যহম্ ॥ ৭১
শ্রীকৃষ্ণস্য [illegible]
[illegible] ॥ ৭২
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৭৪

[illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬১

যিনি [illegible] এবং [illegible] অর্থাৎ [illegible] করিতে সমর্থ হন না; সুতরাং যিনি [illegible], তাঁহার স্তব করিতে কে-ই বা সমর্থ হইবে ? ৬২

[illegible] ও সর্ব—এই [illegible] করিতে সমর্থ হন না [illegible] সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে ? ৬৩

যিনি [illegible] অর্থাৎ [illegible] এবং [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৪

যিনি বিষ্ণু, হৃষীকেশ, কিশোর, [illegible] এবং [illegible], আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৬৫

যিনি [illegible] করিয়াছেন, [illegible] এবং [illegible], আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৬

যিনি [illegible] হইয়া [illegible] এবং [illegible] শ্রীহরি [illegible] করিতে করিতে [illegible], আমি সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৭

যিনি [illegible] করিয়াছেন, আমি সেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৮

যিনি [illegible] এবং [illegible], আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৯

পরিপূর্ণতম, [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য প্রণাম করি ॥ ৭০

যে মানব প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে—এই ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মানব [illegible] ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭১

এই স্তোত্রের প্রভাবে সেই মানব [illegible] ও শ্রীহরিভক্তি লাভ করে এবং এই জগতে সে [illegible] হইয়া থাকে ॥ ৭২

সেই ব্যক্তি ([illegible] এই স্তোত্রপাঠকারী ব্যক্তি) সর্বসিদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে, [illegible] এবং দেহান্তে শ্রীহরির ধাম লাভ করে। সেই ব্যক্তি [illegible] হয় ॥ ৭৩

সেই [illegible] হইয়া যায়, [illegible] নাই। সেই ব্যক্তি [illegible]

[illegible] ॥ ২৬

[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ॥ ২৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে [illegible]
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] নাম
দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

[illegible] ২৬

[illegible] ২৭

[illegible] ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদপ্রসঙ্গে [illegible]
দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।]

নারায়ণ উবাচ।

[illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

([illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]।)

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible]

ঈষদ্বাক্যপ্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরম্
দৃষ্ট্বা প্রণম্য দণ্ডবৎ রাঃ মনসে ভূমীধরম্ । ৪
জিতেন্দ্রিয়ো নিঃস্পৃহশ্চ ভবিষ্যসি মহীমিমি
পরাভবিষ্যসি মৃত্যুং তাং ভক্তিমনসাদিশৎ । ৬
রাজা পুত্রলাভঃ সন্নত্ব যৎপাদাব্জে চ সেবি যে
ইক্ষ্বাকূণাং বরা বন্দ্যা ভৈত্রবাস্তারণীয়ত । ৭
কৃত্বা প্রণম্য চরণং তস্যাশ্রমপদাদ্বহিঃ ।
পশ্যন্ মন্ত্রিপরীবারঃ পরং সন্তোষমাপ্তবান্ । ৮
রাজ্ঞাপ্রতীক্ষিতমনা মুনয়শ্চ সমর্থ হ ।
মনঃ প্রসাদঃ স্বীকৃত্য তত্ত্ব বহুব বিস্ময়ম্ । ৯
মন্ত্রাত্ত্ব সচিবঃ সর্বং মুনে তথো মুনাধিকঃ । ১০
ধনিষ্ঠান্ পিতৃপিতৃব্যান্ শ্রাতৃবর্গাংশ্চ বান্ধবান্ ।
আশীর্ভিরভিবিবিধান্ মহাত্মে ন চকার হ । ১১

করিবেন এবং এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়া আমার মুখের এক পুষ্পমাল্য তিনি বর্ণন করিবেন । ৪

সেই পুষ্পমাল্য ঐক্ষ্বাকের সব দুঃখ এবং ঈষ দানসমাহিত। তখনই রাজা সেই পরমমন্ত্র ঐক্ষ্বাকে মন্ত্রক অবনত করিয়া মনে মনে পূর্বক ঈশ্বরে বিশেষ মন প্রার্থনা করিলেন । ৫

'হে ভগবন্ ! আমি যেন এই পৃথিবীকে অনুপদ্রব অনিন্দ্যরাজ্যরূপে করিতে পারি। আপনার শ্রীপাদপদ্মে অনন্যাশ্রিতা (অনন্যা) ও মুগ্ধা ভক্তি আমাকে প্রদান করুন । ৬

আপনার শ্রীচরণপদ্মকে দৃঢ়রূপে বিষয় করিয়া আমাকে প্রদান করুন।' শ্রীগুরু সেই পরমোপায় ঈশ্বরের প্রার্থিত বর প্রদান করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন । ৭

কৃতকৃত্যচিত্তের পরমোপায় সেই পরাদেশ শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া মহামনে বাহির হইলেন। মহারাজ তখন পরমমুনির পরম মনঃপ্রসাদ বহিঃস্থিত সচিবগণ হইতে পাইলেন । ৮

তাহার পর পরমোপায় মুনির আশ্রমের বাহির হইলে বাহির মহান্ প্রতীক্ষাকারী মুনিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের মন মনে এবং আনন্দ—বহিয়া হইয়া উঠিল। তিনি নিজ আশীর্বাদমন্ত্রপ্রভাবে সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ মুনির মনে অবধান করিতে পারিলেন । ৯

মহারাজ মুনিগণকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের সকলের সহিত পরিচিত হইলেন । ১০

সেই সময় 'পরমোপায়। তোমার জয় হউক' এই আকাশবাণীকথির সাধারণ শ্রবণ করিলেন। তখনই মহারাজের সব মন হইতে (মহারাজ সকলের অজ্ঞাতসারে হইতে) বেরিয়ে পড়িলেন এবং মহামুনি মেধাতিথি প্রণাম করিলেন । ১১

এই সব সাধারণ মহামুনির সব প্রণাম করিয়া তখনই পরমোপায় যাত্রা করিলেন। মহারাজের তিনি মন্ত্রিগণ মাত্র, মন্ত্রী (মন্ত্রণাদাতা) মুনি মাধবাচার্য), বৈশ্য (জ্যোতিষী) ও শিষ্য (সেবাকারী)—ঐশ্বর্যশালিত বর্ণন করিলেন । ১২

প্রবর্তিত প্রতীক্ষাকারিণী, পরি-পূজনকারী, মাধবাচার্য-

তখনই পরমোপায়ের নিজমন্ত্র, শিষ্য-নিজমন্ত্রক, মাতৃবর্গের এবং আত্মীয় বান্ধবমন্ত্রক মন্ত্রের আনাইয়া তাঁহাদের সহিত সাধারণ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । ১০

পূর্বাশ্রম সাত্ত্বিক প্রভাব তাঁহাদিগকে বর্ণিয়া এক অন্য মনঃপ্রসাদ অনুভব পরমোপায় তাঁহাদের সহিত মুখের অন্য ধন্য করিতে চাহিলেন । ১১

তখন পরমোপায় মন্ত্রমূলক সাধারণ নিজমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন এবং তন্মূলক সাধারণ সব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাতে তিনি সব মন বিষয়ে বহু ও সত্য বিষয়—এ সবই বুঝিতে পারিলেন । ১২

মহারাজের মুখ্যমন্ত্রক সাধারণ সকলের সহিত পরিচয়ে, নিজমন্ত্রণ (মহারাজের পরমন্ত্রণ) এবং তাঁহা ও তন্মূলিবাস প্রশ্ন করিলেন । ১৩

সেই সময় 'পরমোপায়। তোমার জয় হউক' এই আকাশবাণীকথির সাধারণ প্রশ্ন করিলেন। তখনই মহারাজের সব মন হইতে (মহারাজ সকলের অজ্ঞাতসারে হইতে) বেরিয়ে পড়িলেন এবং মহামুনি মেধাতিথি প্রণাম করিলেন । ১৪

এই সব সাধারণ মহামুনির সব প্রণাম করিয়া তখনই পরমোপায় যাত্রা করিলেন। মহারাজের তিনি মন্ত্রিগণ মাত্র, মন্ত্রী (মন্ত্রণাদাতা মুনি মাধবাচার্য), বৈশ্য (জ্যোতিষী) ও শিষ্য (সেবাকারী)—ঐশ্বর্যশালিত বর্ণন করিলেন । ১৫

প্রবর্তিত প্রতীক্ষাকারিণী, পরি-পূজনকারী, মাধবাচার্য-

শিবা শিবাঃ পূর্ণকুম্ভা [illegible] অনুকূলঃ তথা।
[illegible] দর্শনং [illegible] ।। ১৭
[illegible] হিরং [illegible] বিপ্রম্,
[illegible] শিবম্, ।।১৮
[illegible] নর্তকীঃ [illegible]
[illegible] ।।১৯
গোরোচনাং [illegible] পূর্বং [illegible] তথা।
[illegible] পূর্ণকলং ।। ২০
মাণিক্যং [illegible] মৌক্তিকং [illegible],
[illegible] ।। ২১
[illegible] দর্পণং [illegible],
[illegible] তথা ।। ২২
[illegible] তথা [illegible] শাখাং তথা।
[illegible] মধু ।। ২৩

[illegible] কর্পূরমিকম্,
[illegible] ।। ২৪
[illegible] শ্বেতবর্ণং [illegible],
[illegible] ।। ২৫
[illegible] শীতবাসনম্,
[illegible] ।। ২৬
[illegible] শুভম্,
[illegible] ।। ২৭
[illegible],
[illegible] শুভম্ ।। ২৮
[illegible] শুভম্ ।। ২৯
[illegible] দৃষ্টবিদঃ।
[illegible] ।। ৩০
[illegible] দর্শং [illegible],
[illegible] পুণ্যং [illegible] ।। ৩১

তুলিকা, [illegible] হইতে ভিন্ন [illegible] বর্ণন করিলেন ।। ১১

[illegible] (বৃষভে), শিবা ([illegible]), [illegible] পূর্ণ কুম্ভ, [illegible] ([illegible]), [illegible] এবং [illegible]—এই সব [illegible] বর্ণন করিলেন ।। ১৫

[illegible] দুধ, দধি, ঘৃত, মধু, [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible]

[illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible]—এই সব [illegible] বর্ণন করিলেন ([illegible]) ।। ১৬-২৮

[illegible] করিয়া [illegible] হইলেন ।। ২৯

এই [illegible] করিতে [illegible] বর্ণন করিলেন। এই [illegible] ।। ৩০-৩১

সৌভাগ্যাভরণঃ স্বাদঃ সুবস্ত্রিমাসুমাধিত্ব
আর্দ্রবৌধাইমাত্রাসে তত্র ভবো খৈশ্চ সহ । ৩২
সুবাস পুষ্পমাল্যাঢ্যঃ কিঙ্কিণীভিঃ পরিষেবিতঃ ।
ত্রিনেত্রঃ ভবো পরিশ্রান্তঃ পরমানন্দমাপ্নুতঃ । ৩৩
বিশালাক্ষে চ ম কৃতস্তাত্র যত্নঃ স্বর্গ ঘ ।
ন চিন্তিতঃ যত্নবশা বাসুদিত্তকঃ বিনা । ৩৪
মন্দার-শৈল-প্রাসাদ-সো-বৃক্ষকলিতেষু চ ।
আকল্পবাসমাত্রাসঃ ভবন্তঃ কৃমিভিক্ষিত্ব । ৩৫
আকল্পবাসমাত্রাসঃ সৌভাগ্যাঃ চন্দনোক্ষিত্ব
কৃতবন্তঃ পুষ্পমালাঃ সোক্তিঃ পীতবাসসা । ৩৬
বিষ্ণু-ভোক্তিভর্বাক্তঃ যজ্ঞ-পুরুষসংবিত্ব ।
ঈশাঃ যত্নাং বাসকন্তমাত্রাসক স্বর্গ ঘ । ৩৭
বিস্তীর্ণপত্রপত্রৈশ্চ যঃ স্বর্গ সংবিষ্টতে ।

যথাকামমুপাভুক্তঃ ভূক্তবন্তক পায়সম্ । ৩৮
ভুক্তবন্তক তাম্বূলঃ পত্রস্থঃ ক্ষারবাসিত্ব
ফল-পুষ্প-প্রলোভক পত্রস্থঃ যঃ স্বর্গ ঘ । ৩৯
পরিপক্কফলাঃ ভীরুস্তাত্রাঃ সর্বত্রাবিত্ব ।
অন্তিকঃ ভুক্তবন্তঃ যঃ স্বর্গ চ পুনঃ পুনঃ । ৪০
অলোকসা বৃদ্ধিকেন মৌনেন ভুক্তবেন চ
তন্তিকঃ ভীরুমাত্রাসঃ পলায়ন্তঃ স্বর্গ মঃ । ৪১
অন্তো স্বর্গ চাত্মানঃ অন্তঃ চন্দ্র-সূর্যাত্মোঃ ।
পতিপুত্রবতীঃ নারীঃ পশ্যন্তঃ দক্ষিণঃ ত্রিদম্ । ৪২
সুবেশয়া কৃতকৃত্যা সবিত্রেন বিদেন চ ।
স্বর্গ ত্রিষ্টেমাত্মানঃ তুষ্টেন পরিতুষ্টেন । ৪৩
ত্রিলিঙ্গঃ পুণ্যিতঃ ভূতঃ দেবতাপ্রতিমো নৃপত্ব ।
গন্ধর্বক ভবন্তক পশ্যন্তঃ যঃ স্বর্গ ঘ । ৪৪

---

৩৫ আকল্প বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে (কাহারও মতে প্রলয়কাল পর্যন্তও অবস্থান করিবে) এবং মূল্যবান বস্ত্র সকলের অতি আদরের। ৩৭ আকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রির বিনাশ পর্যন্ত। ৩৮ আকল্প পরমায়ু বিশিষ্ট অপ্সরাগণের সহিত অবস্থান করিবে থাকিবেন। ৩৯

পত্রপত্রসমন্বিত এবং পরিপাক পরমায়ু বিশিষ্ট-অর্থাৎ যাহা দেখিতে হইবে তখন ৪০ পুষ্পফলাদি পরম করিবেন এবং সাধারণভাবে বিদ্যা বাইবেন। ৪১

ভুক্তবন্তক পরমায়ু ব্যক্তিকেরা অতিবাহিত হইবে শেষ প্রান্তে ৪২ অবস্থান স্বর্গ করিবেন। তিনি সেই সময়ে পুত্র পরিবারে ভোজনতিত্তিক করিয়া যাই এবং উহারা যায়, নিজে ও ৪৩—এ সময় তিন না। ৪৪

তিনি অতি দেখিতেছেন যে, তিনি হস্তী, অশ্ব, পর্বত, প্রাসাদ,বৃক্ষ ও অন্যান্য সুখে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর উঁহাকে কৃমিগণ ভক্ষণ করিতেছে, সেই কারণে তিনি ভোজন করিতেছেন। ৪৫

আবার দেখিতেছেন,—উঁহার সর্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত আছে, তিনি পুষ্পমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং পীতবস্ত্রপরিহিত হইয়া একটী ভোজনে আসক্ত রহিয়াছেন। ৪৬

পুনরায় দেখিতেছেন,—উঁহার সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেষ্মা (নাসিকার মলবিশেষ) ও পূয় লিপ্ত আছে, এবং তিনি নিজে এই উহার খাইয়া যাইতেছেন। ৪৭

আবার দেখিতেছেন,—তিনি ৪৮ শতাব্দী ঔষধ পরমান্ন-সমূহে আস্বাদিত হইয়াছেন এবং ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়স (পরমান্ন) ভক্ষণ করিতেছেন। ৪৮

পুনর্বার দেখিতেছেন,—তিনি তাম্বূল (পান) ভোজন করিতেছেন, তাহাতে আমোদিত এবং করিতেছেন এবং তাম্বূলে ছিল ফল, পুষ্প ও প্রলোভন বর্ণন করিতেছেন। ৪৯

পরিপক্ক ফল, ভয়, ইক্ষু (আখ) আম্র (আম), পর্বতা (তিনি) এবং অন্তিক (মন্থন দুর্গাদি যাহা উপরে বিস্তীর্ণ ছিদ্রের) পুনরায় ভোজন করিতেছেন—ইহা বর্ণন করিলেন। ৫০

আবার দেখিতেছেন,—অলোকা (কোঁচ), বৃদ্ধিক (ঝিঙা), অন্ন ও মৌন উহাদের ভোজন করিতেছে, আর তিনি উহাদের ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিতেছেন। ৫১

অবশেষে দেখিলেন,— তিনি চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি যত্ন পতি-পুত্রবতী নারীকে এবং উহা হাসিতে প্রসন্নবদন আনন্দিত বর্ণন করিলেন। ৫২

আবার দেখিলেন,— উত্তমবেশ-ভূষায় ভূষিতা এবং আনন্দে সন্তোষ ভরা ও সন্তোষ আনন্দ সহকারে উঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। ৫৩

পুনরায় দেখিলেন,—তিনি যজ্ঞ ভগবান ও হরে আছেন আসনে এবং উঁহার সম্মুখে ভক্তগণে পুণ্যিত ভূত, দেবপ্রতিমা ও গন্ধর্বগণ অবস্থান করিতেছেন। ৫৪

গীতবাদ্য-[illegible]-ভূষিতাম্
[illegible] দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥

আবার দেখিলেন যে, তিনি দেখিতেছেন—[illegible] করিয়াছেন । [illegible]

তখন দেখিলেন—তিনি [illegible] দর্শন করিতেছেন । [illegible]

তাঁর [illegible] দর্শন করিতেছেন । [illegible]

[illegible] দেখিলেন—তিনি [illegible] করিয়াছেন । [illegible]

তাঁর [illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দেখিলেন— [illegible]

[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible]
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥ [illegible] ॥

[illegible] করিতেছেন । [illegible]

[illegible] দেখিলেন যে, [illegible] হইতেছে । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । তিনি [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] দর্শন করিলেন । [illegible]

[illegible] দর্শন করিলেন । তিনি [illegible] দেখিলেন যে, তিনি [illegible] করিতেছেন । [illegible]

ধর্ম্ম সর্ব্বত্র বেদ্যো ভবিষ্যতি সুরাঃ পরে।
ভবিষ্যেতিহাসস্তাবৎ যাবদ্ ভূমৌ স্থাস্যন্তি পর্ব্বতাঃ ॥ ৪৯
পক্ষিণাং পীতবর্ণানাং মানুষাণাঞ্চ মানস।
যাবন্নাভি বৃহত্তে রাজা হরিঃ যজ্ঞৈরনেকধা ॥ ৫০
অবভৃথাভিষেকৈশ্চ ভক্তঃ শাস্ত্রেণ যঃ কৃতঃ।
দৃষ্ট্বা চ বৃহতে প্রাজ্ঞঃ সমুদ্রান্তা ধরিং পরাম্ ॥ ৫১

অতীব হৃষ্টঃ যজ্ঞেন প্রাপ্তঃ কৃত্যা চ যাচ্ঞা মে।
মনসা বৃণুষে সর্ব্বং বিপ্রেন্দ্রাদি বিশুঃ প্রভুম্ ॥ ৫২

ইতি শ্রীভবিষ্যে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
ব্রহ্মখণ্ডে পরভরাদ্যবতারনাম
ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

বৃহত্তম পরভরাম পুনরায় যজ্ঞ দেখিবেন—এক মহান্ যুদ্ধ করিবেন, এক বেদা স্থাপনার আদেশ হইতেছে এবং তিনি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবেন ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত হইবে ॥ ৪৮

হে নারদ! অতঃপরবর্ত্তীকালে পরভরাম আরও অনেক দেখিবেন যে, তিনি ভূমি হইতে পীতবর্ণ পক্ষিগণের এবং মনুষ্যগণের নাশ ঘোষণা করিতেছেন ॥ ৫০

তৎপর তাঁহার মনে হইবে যে, তিনি অবভৃথ স্নানে পূতাত্মা হইয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বিরাজে। তিনি এরূপ মত দেখিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়াই বুঝিতে পারিবেন এবং শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে আবার যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন ॥ ৫১

সেই পরভরাম এরূপ মত দেখিয়া অন্তরে হর্ষ অনুভব এবং প্রার্থনাদ্বারা সম্পন্ন করিবেন। তিনি মনে মনে ইহা বুঝিবেন যে, আমি অবভৃথ স্নানের পরক্ষণে যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৫২

শ্রীভবিষ্য মহাপুরাণের শ্রীব্রহ্মখণ্ডে মহাপুরাণে অষ্টাদশ নারদ সংবাদে পরভরামের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পরভরামের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনবধাদি বৃত্তপ্রেরণ, পরশুরাম-মনোরমাখ্যানে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পরমৃত্যু-বৃত্তান্তকথনান্তে, ব্রহ্মের সহ মনোরমায়াঃ স্বর্গোপকথনঞ্চ]

নারায়ণ উবাচ ॥

ন প্রাতরাহ্নিকং কৃত্বা সমাপ্তোঽয়ং ক্রতুঃ মম।
কৃত্বা প্রভাসযাত্রায়াং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনং বৃতঃ ॥ ১
ন বৃতঃ শৈবমাচষ্টে বলস্তঃ ব্রাহ্মণানপি।
বেত্রিণা সহিতৈঃ সার্দ্ধমুদ্যতা কৃপণীধরম্ ॥ ২

রামমুখ উবাচ ॥

কর্ত্তবীর্য্যসমাহিতো ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ।
ন কৃতস্তস্য নিষ্কৃতিঃ সাধুঃ সা তস্য সত্তমস্য হি ॥ ৩
মৃত্বা তুল্য প্রমাণেন ব্রাহ্মণিস্তস্য বিদ্বিষঃ।
বিনস্তস্তস্য বিপুলাঃ ধনিস্তস্য সহৌজসি ॥ ৪

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[পরভরাম অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিনাশে বৃত্ত-প্রেরণ, তদ্বর্ণন অনেকের দেবীর নারীদের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের উদ্দেশে প্রস্থান কথন এবং তাঁহার সহিত মনোরমার আখ্যানকথন]।

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! বৃত্তকথন পরভরাম প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি আহ্নিকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিজের অনুচরদের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নগরীতে এক বৃত্ত প্রেরণ করিলেন ॥ ১

সেই বৃত্ত সত্বর রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে আসিয়া অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ পাইলেন ও রাজসভায় উপবিষ্ট সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে এই কথা বলিল ॥ ২

রামমুখ কহিল,—মহারাজ! অর্জ্জুনবংশীয় বীরের অনেক আগের বৃত্তপ্রেরণে আগমনের (এক মৈত্রকর্ম্ম) সহিত বৃত্তকথনান্তে পরভরাম অবস্থান করিতেছেন। আপনি তথায় গমন করুন ॥ ৩

মহারাজ! আপনি সমাধি ব্রাহ্মণধর্ম্ম সহিত তথায় গমন করুন পরভরামের সহিত বৃত্ত তথন; তাহার, তিনি এই পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছেন—এরূপ রটিয়া রহিয়াছে ॥ ৪

ইত্যুক্তা ভগবদ্ভক্তঃ তথেতি গদয়াশিষম্ ।
রাজা বিবেশ সদনং সমস্তঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥ ৪
সঙ্কর্ষণস্য মহিমা ঋষেরোমা যয়ৌ পুরা
অনেন যাচ্যমানেন তমাহাম্মাস শক্তিমৌ ॥ ৫
তাভ্যাং সংচোদিতা দৃষ্টা প্রজাহরণমেজনঃ ।
আদুদ্রাব সভামধ্যে রাজ্ঞঃ সাম্বর্তকং মৃধে ॥ ৬

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ ।

ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রদেবেন্দ্রযজ্ঞেশ্বরমখেশ্বরঃ ।
স কিমৈশ্বর্য্যমোজোবো দত্তাত্রেয়ো ন বঃ দদৌ ॥ ৭
সপ্তদ্বীপাং পরিক্রম্য সপ্তধা বঃ কথং ধরাং ।
ত্রিসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং কর্ত্তুমিচ্ছতি বেদিতুং ॥ ৮
আরোপয়তি যে প্রাণান্ হরতে দণ্ডমুদ্যতঃ ।
পশ্যতাং মৃত্যুমাপন্নো যথা সর্পবিষাহতঃ ॥ ৯

কৈলাসাভিধরাজ্ঞাবমর্দ্দং সর্বতোপরি ।
বিপ্রস্যাদ্যোক্তপুণ্যস্য বালাকং রক্ষতঃ ক্ষয় ॥ ১১
রক্তস্রক্চন্দনোদারঃ শ্রীমান্ত্যাগবিভূষিতঃ
রমস্বৈতৎ ক্ষণং তাবদ্ যাবদ্ বাণাঃ পরাসবঃ ॥ ১২
ভগবান্ত্রাহ পৃথিবীং ভবাপুত্র ধরাং সতি ।
ধনিনাং ত্বত্ত-পুত্যানাং রক্ষণব্যাপৃতাত্মনাম্ ॥ ১৩
মৃত্যুকেশাক্ষ মৃত্যুশ্রীঃ বিধবাঃ ছিন্ন-বাহিকাঃ ।
রক্তস্রগ্গন্ধবাসাংসি ক্রীড়াদিনীঃ ॥ ১৪
দদর্শাসন্নিবিষ্টাঃ ত্রিংশাং ভগবদর্পিতাম্
ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য ভূরিদ্রবিণমেধসি ॥ ১৫
পরস্তালক্ষণাঢ্যেন পৃথিবীমধিগম্য ভূয়ান্,
অবর্ণং বর্ণয়ন্নিব ছিন্নবেদনবাহিত ॥ ১৬

রামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পরশুরামের সহিতে ভয় করিল। অতঃপর তাহা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ভক্ত-বাক্যাদি স্মরণ করিয়া যুদ্ধকার্য্যে ক্ষমা করিতে উদ্যতা হইলেন। ৪

অতঃপর মহারাণী মনোরমা প্রাসাদের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সংবাদ পেয়িয়া ভীষণ বিপদ গণিলেন এবং সহচরী উপদেষ্টাদের ডাকাইলেন। ৬

মুখে মাহুত। তাহা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রিসপ্তমা মনোরমাকে দেখিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের প্রস্তুত হইয়া উঠিল। তিনি সেই সময় পরাসনে মহারাণীকে বিশেষ মনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কহিলেন,—প্রিয়ে! ভগবদ্বিদ্বিষ ব্রহ্মণ পুত্র পরশুরাম বিশেষ আক্রমণ করিয়া বলিয়া ধরণী ভীষণ অবস্থান করত আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ৮

সেই পরশুরাম ভগবান্ পরমের বিষ্ণু হইতে অন্য-পক্ষ, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত প্রায় হইয়া এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করণার অর্থাৎ একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়রাজশূন্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ৯

প্রিয়ে! পরশুরামের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ আন্দোলিত হইতেছে, মন যুদ্ধ যুদ্ধ হইতেছে এবং আমার বাহুর শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে। আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১০

আমি কৈলাসাভ পর্বতে (কেদারনাথ ক্ষেত্রে) সঙ্কর্ষণ ও ভগবান্ত্রাহ্মণ মালা বাহুতে করিয়া, রক্তবস্ত্র পরিধান করত কৌবেরিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পর্বতের পূর্ণ আরোহণ পূর্বক বিশেষ অলঙ্কারাদির দ্বারা সেবা করিতে করিতে ধ্যান করিতেছি, এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছি। ১১-১২

অতি। এই পৃথিবীকে ভগবান্ত্রাহ্মণ ও ভগবান্ত্রাহ্মণের দ্বারা দ্বারা আমূল দেখিয়াছি। আমি আরও দেখিয়াছি, এই আকাশে চন্দ্র এবং সূর্যের উদয় হয় নাই, কেবল মহাতেজসী অলঙ্কারের ভূষিত হইয়া ভূতিয়াছে। ১৩

আরও দেখিয়াছি—বিধবা ছয়টী রক্ত-বস্ত্রপরিধিনী ও ছিন্ন-বাহিকা হইয়া মুক্তকেশে কৃষ্ণা করিতেছে, আর কাঁদিয়া করিতেছে। ১৪

প্রাণেশ্বরি! পরে পুনরায় দেখিলাম যে, ভগবান্ত্রাহ্মণ ভিক্ষার উদর পর (মুক্তকেশ) হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি একাকিনী হইতেছে না, বরং তাহার দ্বারা আমাদিগে হইতেছে। আর আকাশ হইতে ভগবান্ত্রাহ্মণ হইতেছে, মহা বৃষ্টি হইতেছে এবং আমার বৃষ্টি হইতেছে। ১৫

আমি অতি আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, এই পৃথিবী সহ ভগবান্ত্রাহ্মণ আমার দ্বারা হইয়াছে এবং চতুর্দিকে অধিকার পরিত হইতেছে। আরও দেখিয়াছি—ছিন্নকেশ ও মস্তকের বর্ণরাশি (মস্তক ভগবান্ত্রাহ্মণ) পরিত হইতেছে। ১৬

পর্বতা নবমালকে ঘাসীকৃতমব কনকবলয়ম্
দূর্বাদলৈক ভৈলাযাবয়বং কময়া নিশি ঃ ১
অবয়বং পূর্ণিমা মৃগমণেঃকরময়ীমরোঃ।
ভালমুক্তং কলিতং ময়া এষ এষ ইমম্ ঃ ১৮
অবয়বাং পূর্ণিমসঃ পশ্যত ঃ মহত্ত ঃ।
ইত্যবর্ণ্য মহমাং সম্পাদয়ন্তমুলম্ ঃ ১৯
অবর্ণ্যমন্বয়াং পূর্ণামণ্ডলা সম্পাদয়ন্তি।
ইত্যাপায়ং মৃগকেতুঃ প্রেষণং ঃ ত্রি-পূর্ণযোঃ ঃ ২০
বিকৃতাকারপুরুষঃ বিকটাক্ষঃ বিসম্বয়ম্
আসন্নস্তলাগ্রস্ত অবর্ণ্যত ভয়াবকম্ ঃ ২১
বালা যাবেনবর্ণীয়া মন্ত্রমুষনমূহিতা।
সাক্ষাত্তা বাপি মন্ত্রেণ্যাদিত্যবর্ণমহা নিশি ঃ ২২
বিবাহং দেবি রাত্রেস্ত মৃত্যুযোগং যামি কাময়ম্।

যদসি যং যামিনি ঃ বিশ্বস্তবর্ণমহং মৃগ ঃ ২৩
ভদ্রো বিদ্রো মাং নগরে মহাসৌ ঃ তথা শুক্লঃ।
বিদ্রো পুত্তলিকাক্রিয়া মৃত্যাত্তীয়বর্ণং পশ্য ঃ ২৪
চেলাবাক্ত মুত্রাণা কাকাবাণা বিকৃতৈঃ মহা।
পীড়িতং মরিষ্যাক্ত শবমবর্ণমহং নিশি ঃ ২৫
ভৈলং পীড়িতমুক্তং ভৈলকারেণ প্রাপ্তিম্।
বিসম্বয়ান্ পাশমস্তমবর্ণমহমীদৃশি ঃ ২৬
মৃত্যুক্তি যাবনাং মর্মে সাবং যাস্তি যে মুখে।
বিবাহং পাশমাবন্ধিত্যবর্ণমহং নিশি ঃ ২৭
মন্ত্রণং মূর্খলো লোকান্ কেশাকেশীতি মূর্খঃ।
অবর্ণং মবরং যাত্রা কাকাবাক ওমাদিতি ঃ ২৮
মোটকানি ঃ পিণ্ডানি মূখাবা মবমংযুক্ত্।
মন্ত্রমন্ত্রা ওজমন্ত্রমবর্ণং নিশি কামিনি ঃ ২৯

ঃ পাঠান্তর ৯-৫০ (বয়াজিক—কবি) কোথাও অবলম্বনের পর্বত, এবং দূর্বাদলের ও ভৈলমূল্যের তুলনা করিয়াছে—ইহা রাত্রিকালে অন্ধ ব্যক্তি করিয়াছে ঃ১৭

আমার বোধ হইতেছে, অন্যান্য কৃষ্ণ ও অন্যান্য কৃষ্ণে পূর্ণা বিকসিত হইয়াছে এবং আমাদের মাঠে ঐরূপ আমার ও কিছু ঐরূপ তুলনা পরিচিত আছে ঃ ১৮

আমার বোধ হইতেছে,—আমার নিকট এক হইতে অসম্পূর্ণ ক্রমশ ক্রমে পরিচিত হইল এবং তাহা বড় হইল। পূর্ণমার বোধ হইতেছে,— আমার হইতে ক্রমশঃ দূরে হইয়া কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতেছে ঃ ১৯

আমার বোধ হইতেছে যে, এই কৃষ্ণবর্ণ আমার হইতে সূর্যমণ্ডলকে পরিণত হইতেছে। ইত্যাপায় হইতেছে, কৃষ্ণকেতুর ইহার হইতেছে এবং চন্দ্রের ও সূর্যের গ্রহণ আসন্ন হইতেছে ঃ ২০

পূর্ণমার অন্ধ বোধ হইতেছে যে, এক বিকৃতাকার ভয়ানক পুরুষ ইহার অবয়ব দূর আমার নিকটে আসিয়া আমার সম্মুখে আসিতেছে ঃ ২১

আমি রাত্রিকালে অন্ধ আমার বোধ হইতেছে যে, বড় ও আকারবিশিষ্ট বিদূষিতা কাকবর্ণীয়া এক রাত্রিকা কৃষ্ণা হইয়া আমার বুক হইতে পলায়ন করিতেছে ঃ ২২

ত্রিংশতম। রাত্রিকালে অন্ধ পূর্ণমার বোধ হইতেছে যে, তুমি লোকাক্ষ হইয়া আমাকে বলিতেছ—যে রাত্রিতে ঃ তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, আমি তোমার মৃত্যু হইবে এরূপ গমন করিব ঃ ২৩

আমার অন্ধ বোধ হইতেছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ী ও শুদ্র ইহারা আমাকে অভিলাষপূর্ণ প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-আমাদের বিদ্রোহিত (বোধহয়) ঃ৪ মম আমাকে পুত্তলিকা অঙ্কিত আছে, আমাকে অনেকের মৃত্যু করিতেছে ঃ ২৪

রাত্রিকালে আমি আমার অন্ধ বোধ হইতেছে যে, ভৈলের পুত্র (পঙ্কজি), কাক ও মহিষের সর্বদা আমাকে পীড়িত করিতেছে। অর্থাৎ আমার নাশ করিবার জন্য আমাকে মন্ত্র আমার করিতেছে ঃ ২৫

প্রাতঃকালে। পূর্ণমার আমি অন্ধ বোধ হইতেছে যে, ভৈলকার জাতি ভৈলমূল্য প্রদান করিতেছে এবং ভৈলের (ভৈলের) তণ্ডুলগুলি পূরণ করে পান করিয়া ফিরাইয়া আসে ঃ ২৬

রাত্রিকালে অন্ধ আমার বোধ হইতেছে—আমার মুখে যাহারা সকলে মৃত্যু করিতেছে ও পাপ করিতেছে, তাহা পাপমন্ত্রকরণ বিবাহ উদ্দেশ করিতেছে ঃ ২৭

রাত্রির আমার অন্ধ বোধ হইতেছে—তণ্ডুলগুলি লোক মরণ করিতেছে, তণ্ডুলগুলি লোক কেশাকেশি করিয়া অর্থাৎ চুল টানাটানি করিয়া কলহ করিতেছে এবং তণ্ডুলের মন্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ মন্ত্র পরস্পর বিনাশ করিতেছে ঃ ২৮

ত্রিংশ। বিবাহকালে আমার অন্ধ বোধ হইতেছে যে, যেরূপ-

ক্ষণেন তৃণবর্ণী বয়ঃ ৪ মুক্তকেশিনী
বিবস্ত্রা চিত্রভানু ৪ মাববর্ণং নিশি শোচতে ।৩০
নাসিকো মুক্তিকো মুখং শুষ্কস্রোতী যদা ক্ষিতে ।
যক্তঃস্রুক স্রবমিত্যাদর্শয়ং নিশি । ৩১
পাদুকাভ্যামুপানহৌ বামিমুখম্ ।
চক্রঃ শ্রমস্তঃ মুখৌ ৪ কৃপাদংশমতি পুনঃ । ৩২
যাত্রায়া পূর্ণিমাং চক্রমুক্তঃ তদ্বিতম্
পূর্ণিমাং ধবস্তৈবাদর্শং নিশি পুরতে । ৩৩
প্রবিষ্যাং মুক্তবালাক পূর্ণিমাক যাত্রায়া
অতীব ঘোরমন্যাদিত্যাদর্শয়ং মুখ । ৩৪
মুক্তপ্রেতা মুক্তকেশা যমস্তক হুতাশনম্
মাং তীব্রমতি সততমিত্যাদর্শয়ং নিশি । ৩৫
হতকীবং মহামুক্তং যাদিত্রস্তং বয়ং পরম্
অন্যোন্যক মুখমিত্যাদর্শয়ং নিশি । ৩৬
মেঘপর্বতকাশাং প্রমা পরমং পরম্
মুহুর্মুহুর্মহাশাস্তমিত্যাদর্শয়ং নিশি । ৩৭
মুক্তকেশো মৃগালাক্ষো ঘোরক মুহুর্মুহুঃ
গৃহে গৃহে ৪ নিরস্তমিত্যাদর্শয়ং নিশি । ৩৮
অঘোমন্ত্রমুখং পাদং মুক্তকেশং বিনগ্নকম্ ।
মুখৌ শ্রমন্তং পঞ্চমমিত্যাদর্শয়ং বয়ম্ । ৩৯
বিকৃতাকারবক্ত্রাক্ষ গ্রামাদিষেবয়োরম্ ।
প্রোক্তঃ ক্রীবৈরাবয়োরক কমুপাবং যমালয়ে । ৪০
নৃপাবর্তবং জন্মা মুক্তকেন বিমুক্তয়া ।
ক্রমন্তী মা সমন্তমন্বয়াচ মা মুক্তেশ্বরম্ । ৪১

সমূহ বিনগ্নকম পরিত্যক্ত আছে, আমাদের সংস্করণে পরিত্যক্ত আছে, সুতরাং ৩ ৩৫ সংখ্যক শ্লোক পরিত্যক্ত আছে (অথবা আমাদের ৩৬সংখ্যকশ্লোকের ৩ ৩৫ সংখ্যকশ্লোকে পরিত্যক্ত আছে) । ২১

তৃতীয়ে। নিশাকালে স্বপ্ন আমার দেখি যে, কৃষ্ণ বস্ত্রপরিধিনী ও মুক্তকেশী এক বিবস্ত্রা রমণী মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট আগমন করত বমন করিয়া আমাকে আপিলব করিতেছে । ২৩

চতুর্থে। স্বপ্নাবস্থায় আমি দেখিতেছি যে, এক মুক্তিত মস্তক নাপিত আমার মস্তক, শ্মশ্রু (দাড়ি) ও নখসমূহ মুণ্ডন এবং নখসমূহ ছেদন করিতেছে । ২১

মুক্তকে। স্বপ্নে পুনরায় দেখিতেছি যে, পাদুকা ও উপানহ্‌যুগলের এক যুগল বামি অগ্রভাগ এবং মুখভাগ পূর্বদিকে রক্ষা করা হইতেছে । ৩২

মুক্তকে। স্বপ্নাবস্থায় আমি আবার দেখিতেছি যে, ঘর্ষিত বালুকা দ্বারা পূর্ণিত হইতে হইতে আমার মুক্তকেশ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে এবং কবন্ধ (মুক্তহীন দেহ) সকল চারিদিকে পূর্ণিত হইতেছে । ৩৩

ত্রয়োদশে। আমি স্বপ্নে আরও দেখিতেছি, অতীব ভয়ঙ্কর বমনযুক্ত পদযুক্ত দ্বারা প্রবিষ্ট মুক্তকেশা এক বালুকা (বালুকা) দ্বারা পূর্ণিত হইতে হইতে চারিদিকে উত্থিত হইতেছে । ৩৪

চতুর্দশে। স্বপ্নাবস্থায় আমি আরও দেখিতেছি—কৃষ্ণ ও রোষপর উদ্ভূতাকার আমি উদ্ভাবন করিতে করিতে আমার মস্তক ছিন্নভিন্ন করিতেছে । ৩৫

পঞ্চদশে। স্বপ্নাবস্থায় আমি আবার দেখিতেছি যে, এক ক্রীব (হাসী) বস্ত্র ধরিয়া বিস্তার, বহু মুক্ত বস্ত্র ধরিয়াছে, বায়ুর তাড়নায় রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং মুখল (মুষল) অঙ্গহীন হইয়া পড়িতেছে । ৩৬

ষোড়শে। স্বপ্নাবস্থায় আমি আবার দেখিতেছি—দূর, পর্বত ও মুক্তকেশ সকল পরিত্যক্ত হইতেছে এবং বায়ুবেগে বস্ত্রশূন্য হইতেছে । ৩৭

সপ্তদশে। নিশাকালে স্বপ্ন আমার দেখিতেছি—গৃহে গৃহে মুক্তকেশ মৃগালাক্ষ ও ঘোরদর্শন পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে । ৩৮

অষ্টাদশে। আমার স্বপ্ন দেখিতেছি যে, একটী বামন অঘোমন্ত্রযুক্ত, উলঙ্গ, মুক্তকেশ ও বিবস্ত্র (নগ্ন) হইয়া পূর্ণিত রোদন করিতেছে এবং নৃত্যাবেশে ভ্রমণ করিতেছে । ৩৯

ঊনবিংশে। স্বপ্নে দেখিতেছি—গ্রামের অধিবাসিনী বেশ বিকৃতাকারে নৃত্য করিতে করিতে রোদন করিতেছেন, প্রাতঃকালে এরূপ রোদন শ্রবণ করিয়াই আমি জাগরিত হই । বিস্তার। পূর্বি শ্রবণ উহার দেবীভাবের বহু রোদন উদ্ধার বল । ৪০

মুক্তকি ভাইরীমাতৃদের এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে মনোহরা-দেবী সম্রাট অর্দ্ধাঙ্গক অধ্যবসায়ের এই কথা বলিলেন । ৪১

অযোধ্যাকাণ্ড ষষ্ঠদশ

হে নাথ রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সর্বগুণাকর
প্রাণাধিকের চোদ্দো পূর্ণ বছরে তুমি বনবাস। ১২
বনবাসান্তে তুমিও আসবে ফিরে ঘরে।
সপ্তদশ বর্ষ ভরত নিয়ে চতুরঙ্গ সৈন্য। ১৩
ফিরবে তুমি বিপুলা করিয়াবি মহীমন্ডি
প্রতিজ্ঞা মম রামচন্দ্র যেন নাহি হয় ভাঙ্গ। ১৪
পালিনু রাজ্য ফিরে পুনঃ অযোধ্যা সকলে
ন ভয়া ন ফিরো রাম অপরাধের পরাজিতঃ। ১৫
যো ন ইচ্ছতি ধর্মজ্ঞ তস্য নো রক্ষিতা ভুবি
ন হন্তারি ধরা ভূয়ঃ ক্ষীরমদ্যি দুগ্ধা হি সঃ। ১৬
ওজাতেজসমন্বিতো মাতো ধর্মস্য তত্ত্বতঃ

মনোরমা টীকাঃ—হে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! আপনি সমস্ত ভূমণ্ডিলের সেরা প্রধান, প্রাণের অধিক এক প্রাণবান। আপনি আমার এই মনোরঞ্জন বাক্য রক্ষা করুন। ১১

এই অবসরে ভূমির পুত্র মহারাজ নরকাসুর অবতার ও সাধারণের আশ। ইনি মূর্তি-বিধি-বাসকারী অসংখ্য বিশ্বের বিত্ত। ১২

সেই সময়ের এই পূর্ববৈরকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-রাজহীন করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করুন। ১৩

রাম। তখন আপনি পাপী রাজাকে বধ করিবারের বলিয়া বিশ্বকে এক মহাপাপীমাধী বীর বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে; কারণ, সেই পাপীকে আপনি বধ করেন নাই; সে নিজের পাপেই নিজে পরাজিত হইয়াছে। ১৪

যে ব্যক্তি ধর্ম ইচ্ছা করে না, এ ভূমণ্ডল তাহাকে কে রক্ষা করিতে পারে? সেই দুর্বৃত্ত যে নিজেকে নিজেই বধ প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় সে ক্ষীরিণী গাভিদোহন দুগ্ধ-ই। অর্থাৎ দুগ্ধদাতা গাভীর এবং ধর্মরক্ষাকারী অবতার ও ধর্মরক্ষা করিয়া সর্বদা বিদ্যমান। ১৫

সেই আকাশের সমস্তের অন্তরে অবস্থান করে যেন তাহাকে ধর্ম-কর্মসমূহের সাক্ষী হইবেনের অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ধর্ম তিনি অবশ্য প্রকাশ করিবেনই, কিন্তু সেইরূপ অবশ্য অন্যে তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। ১৬

আত্মারাম স্থিতঃ শান্তঃ মুনিঃ ন হি পশ্যতি। ১৭
পুত্রবাত্মানিকং মন্যন্ মর্ত্যৈর্ধর্মঃ সুদর্শিতঃ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্বমিত্যঃ নশ্বরং ধ্রুবং। ১৮
সমাত্মা ধর্মমনুসন্ন যত্ন সম্যোহন্ত তাদৃতে
যাবন্তে সততং ধর্মো ভূতঃ ভূবিষ্যি চক্ষিতঃ। ১৯
ধর্মেণ ধৃতং যত্ন ভাবঃ সর্বং বিধৃতং ভবেৎ।
অতি যেন বিপ্রবিধায়ঃ ভূতভূতে ভবন্ত ভবন। ২০
ধর্মার্থে ধৃতয়ঃ যত্ন অন্যোন্যোপাত্ত বিরোধতে।
ধৃতং গিরিস্থপূর্বং ধর্মঃ বিদ্যো নিবর্তনম্। ২১
ওজবিপ্রত্যয়াধাত্ত যঃ ধর্মোহি পরাভবম্।
অতীতৈরেবক্ত ভবৈরাবিপত্তিতক সন্নিধৌ। ২২

যে ধর্ম। যাঁহারা উচ্চ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যাঁহারা পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি এবং বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন, তাঁহারাই অমৃতত্বলাভের অধিকারী ও সত্য—আনন্দময় ব্রহ্ম লাভ করেন। ১৭

সেই কারণে এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজীবন সংসারকে স্বপ্নসদৃশ বিদ্যা মনে করিয়া সদা বর্তমানে থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে যত্নবান। ১৮

রঘুনাথ। তখনই পরমাত্মার আশ্রয়কে যে আত্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনি তাহা বিস্মৃত বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি আপনি মনে যে আমি সেই আত্ম বিস্মৃত হই নাই; আমার সেই আত্মোপলব্ধি হয়ে সদা বর্তমান আছে; যে দুর্বৃত্তে। তবে আপনার মন কেন এই রাজ্যবিনাশের শোক হইয়াছে। ১৯

আপনি বীর ভূমণ্ডলের আশ্রয়ে ভূমণ্ড করিয়া তত্ত্ব যত্ন ধর্ম তত্ত্ব যত্নে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়া ভোগের ধর্ম না পাওয়ায় তাহার উপায় করুন; কিন্তু পরে বিনাশের অর্থাৎ অবশ্যি মৃত্যির আশ্রয় নিয়ে অভিনিবিষ্ট অসুর্দ্ধ ভোগ পরমাত্ম ভোগ করিয়া তাঁহার কার্যসমূহের সাক্ষ করিবার প্রয়োজনে পড়িয়া আত্মরক্ষার ও ভোগ পরমাত্মার প্রয়োগ সেই রাজ্যকে আপনি অথবা ভূমণ্ড করিয়াছেন। ২০

যে ব্যক্তি ধর্ম, আশ্রম ও সেবাসমূহকে পরাজিত করে, তাহার প্রতি তাহার ইষ্টদেব ক্রমে এবং বিশ্ব তাহার শত্রুপক্ষী হয়। ২১

[illegible]
[illegible] সর্বেষাং সর্বসিদ্ধিবিধায়িনী ॥ ৫৩
[illegible] ব্রজ ।
বিপ্রে দেহে [illegible] কিং করিঃ ॥ ৫৪
বিপ্রস্য [illegible]
সর্বেষাং [illegible] ॥ ৫৫
অধুনা [illegible]
[illegible] ॥ ৫৬
রাজন্ তব রাজেন্দ্র [illegible]
[illegible] ॥ ৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং [illegible]
[illegible] ॥ ৫৮
[illegible]
স্নানং কৃত্বা [illegible] ॥ ৫৯
[illegible]
[illegible] ॥ ৬০
[illegible]
[illegible] ॥ ৬১
[illegible]
[illegible] ॥ ৬২
[illegible]
[illegible] পুনঃ ॥ ৬৩

কার্তবীর্যার্জুন উবাচ ।

[illegible]
[illegible] ॥ ৬৪

হে রাজেন্দ্র! আপনি শ্রীহরির [illegible] করুন; কারণ, শ্রীহরির [illegible] সকল [illegible] করিতে পারে ॥ ৫৩

আমি শ্রীহরির [illegible] করুন। কিন্তু [illegible] কোনও [illegible] না ॥ ৫৪

হে নৃপবর! [illegible] বিপ্র, দৈব পূজিত বিপ্র এবং [illegible] বিপ্র; [illegible] ॥ ৫৫

কোনও ব্যক্তি যদি [illegible] হয়, তবে তাহা [illegible] পারে; কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীহরির ও ব্রাহ্মণের [illegible] হয়, তবে তাহা সেই ব্যক্তির [illegible] হইয়া থাকে ॥ ৫৬

হে রাজেন্দ্র! অতএব আপনি [illegible] করুন; কারণ, ব্রাহ্মণ যদি [illegible] হন, তাহা হইলে [illegible] হইয়া থাকেন ॥ ৫৭

এই কথা বলিয়া সেই মহাসতী [illegible] কার্তবীর্যার্জুনকে ক্রোড়ে এবং [illegible] পুত্র [illegible] করিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

অনন্তর সেই দেবী [illegible] বলিলেন,—হে মহারাজ! [illegible] আপনি [illegible] করুন, আমি আপনাকে [illegible] ॥ ৫৯

হে বৎস! আমি আপনার এই সুন্দর দেহে [illegible]—এই সব [illegible] অনুলেপন করিব ॥ ৬০

হে [illegible]! আপনি [illegible] উপবেশন করুন, [illegible] এবং [illegible] করুন, আমি আপনাকে [illegible] করিব ॥ ৬১

হে পুত্র! [illegible] শ্রীহরি [illegible] যে, [illegible] ॥ ৬২

ভার্গবী [illegible] এই বাক্য শ্রবণ করিয়া [illegible] রাজা কার্তবীর্যার্জুন সেই [illegible] করিলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৬৩

কার্তবীর্যার্জুন বলিলেন,—হে দেবি! আমি তোমার [illegible] কথা শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমি যাহা বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। [illegible] না ॥ ৬৪

পুত্রা দুহিতা ভূয়াঃ পোত্রা কলত্রা শ্রীকিতেব ৫
অর্থসোমার্থকালেন সর্বং ভবতি পুত্রিণি ॥ ৬৫
কালো হরতি ভূতানি কালঃ সৃজতি নির্গুণঃ
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালঃ সর্বস্য পুনঃ ॥ ৬৬
অতোহি পণ্ডিতা কালং কালজ্ঞা ভূমার্থদং।
কালস্য কালঃ শ্রীকৃষ্ণো বিশ্বরূপিণিবেদ ৫ ॥ ৬৭
সংবৎসরাণি সংখ্যাঃ সাধু পাত্রা নিবেদয়েৎ
ন নিবেদো নিবেদেন স্যাতি তপসাং ফলম্।
কা কেন বঞ্চতে ভক্তিনিবেদেন বিনা সতি ॥ ৬৮
প্রাহ পিতামহি সর্বিত্রী সংবৎসরং পুনঃ।
পাত্রা পাত্রি ৫ তুষ্যাতি ভক্তাত্মাং পরিপালয়েৎ ॥ ৬৯
ভক্তাত্মা যাতি যাতঃ সন্তুষ্টঃ তুষ্টিমুত্তমম্।

মূলটি। মূল, ১১৩, ৬৪, শোক, অন্ত এবং শ্রীতি—এ সমস্ত অর্থসম শোকসোপা কালেই উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৬৪

কাল আমুষকে তথনই ধ্বংস করে, এইরূপ কাল সৃষ্টি ও পুরুষকে প্রলয় করে। কাল এই জগৎ-সংসারকে সৃজন করে এবং কালই পুনরায় নিজের সংহার করিয়া থাকে ॥ ৬৫

কাল এই জগৎ-সংসারকে শাসন করে; কারণ, এই কালরূপী ঈশ্বরের অপরিমিত অর্থাৎ বহু শ্রীবিষ্ণু। (অথবা অর্থাৎ অপরিমিত অনন্ত-অর্থসম-শোকরূপের ঘন-শোকাধিষ্ঠিত শীতরশ্মি যে অর্থসোম। ব্রহ্মাদিরূপে অথবা অর্থাৎ ঘনশোকাকারাধিষ্ঠিত নানাবিধ ঘনশোকাধিষ্ঠিত শীতরশ্মি অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু।) সেই অনন্তের কাল এবং বিজ্ঞানী বিধাতার বিধাতা ঈশ্বরের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৬৭

যিনি সহস্রাংশের সহস্রকর্তা, পালকর্তারও পালয়িতা এবং অনুষ্টাতা। সেই অনুষ্টা অনুষ্টা অর্থানুসারে তপস্যার ফল দান করে। অতি অবশ্যই। অনুষ্টা-অনুষ্টিত কোন জীব কাহাকেও বঞ্চনা করিতে পারে না ॥ ৬৮

এজন্য ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, সংবৎসরকে নিজ আত্মার সংহার করেন এবং পালকর্তা বিষ্ণু সকল প্রাণীকে পালন করেন—এইভাবে নিজ নিজ কর্ম করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্তর যিনি অর্থাৎ যে সহস্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিয়াছেন ॥ ৬৯

যিনি আর কাহারও হইয়া বাধ্য আজ্ঞা পালনের সময় সকলের দুঃখ পূর্বকৃতপাপ সমস্তম্ ॥ ৭০
সর্বতোভদ্রো সহস্রাংশিঃ কালো ভবতি ভৌতিকং।
বিভর্তি ধারয়ঃ সর্বে চরন্তি সমুদ্রং চরাঃ ॥ ৭১
তুষ্যন্ত পুণ্যিয়াঃ কালে কলিয়াঃ পরমাধিয়ঃ।
তুষ্যন্তি কালজ্ঞঃ কালে বহুত্বে ৫ ভবাজ্ঞয়া ॥ ৭২
আবির্ভূতা বিরাড়মূর্তিঃ সৃষ্টিরেষ ভবাজ্ঞয়া।
ভবাজ্ঞয়া ভবেৎ সর্বং ন কিঞ্চিৎ বেদনা বৃথা ॥ ৭৩
নারায়ণাংশো ভগবান্ পর্জন্যাংশো মহাবলঃ।
শ্রিয়ঃপতয়ো বিষ্ণুঃ ভবিষ্যতি মহীপতিঃ ॥ ৭৪
প্রবিক্ষা বিফলা ভক্ত ন ভবেত্ কদাচন।
বিদ্ধিতঃ ভক্ত ভবোহয়মিতি তাবাদি পুরুষে ॥ ৭৫

অত এব প্রসাদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। ব্রহ্মা আজ্ঞায় কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে এবং সহস্রাংশ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বিষ্ণু তাহাকে যথাক্রমে কালক্রমে করে, পুরুষরূপে জীব হইয়া বাঁহার আজ্ঞায় সদা কার্যরত করিতেছেন ॥ ৬৩

এইরূপ যাঁহার আজ্ঞানুসারে বিশ্ব জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, অধি যত করেন, তাহা জীবের তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সর্বত্যাগি সমস্ত ভাবসমূহ একত্রে বিভাবে তপস্যা করিতেছেন এবং ধ্যানাবস্থান করিয়া সমর্থ হয় প্রাণিকুল মধ্যেই সদা ধ্যানাবস্থান করিতেছেন ॥ ৭১

যাঁহার আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণমেঘ অনেকরূপে সৃষ্টিত হয় এবং জগৎ ও পর্বত সমূহ হয়। আবার কাল-ধর্মানুসারে কাল অর্থাৎ সময় উপস্থিত হইলেই সেই জল-পূর্ণ পর্বতসমূহ বিদারিত হইয়া যায় এবং ধ্বংসাবস্থায় পরিণত হয় ॥ ৭২

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের জগৎ সংসারের সৃষ্টি হয় এবং সংহার হইয়া থাকে। যাহা কিছু সমস্তই যাঁহারই আজ্ঞায় হইয়া থাকে, বস্তুতঃপক্ষে যাঁহার কিছুই হয় না ॥ ৭৩

এই মহাত্মা ভগবান্ পরমাত্মা নারায়ণের অংশ। তিনি এই পৃথিবীতে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-কুলনির্মূল করিবেন ॥ ৭৪

ভক্তের। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কখনই বিফল হইতে পারে না; অতএব আমি ইহা নিশ্চিত জানিতেছি যে, আমি তাঁহার জন্যই সৃষ্ট হইব ॥ ৭৫

[illegible] ॥ ৭৬

[illegible] ॥ ৭৭

[illegible] ॥ ৭৮

[illegible] ॥ ৭৯

[illegible] ॥ ৮০

[illegible] ॥ ৮১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্ত্তবীর্য্যবধপ্রস্তাবো নাম চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৭৬

[illegible] ॥ ৭৭

নব কোটি [illegible] [illegible] ॥ ৭৮-৭৯

[illegible] ॥ ৮০

[illegible] ॥ ৮১

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণের গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্ত্তবীর্য্যবধ-প্রস্তাবনামক চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৷

[যোগবলের মহত্ত্বজ্ঞান হেতুত্বাদি, পরত্বরাম-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসংবাদ, অত্রেয়ুপাখ্যানমূলক শিবকল্পকথন ৷]

ব্রহ্মোবাচ ৷

মনোরমা প্রাণবাধ্যং তথা কৃত্বা স্বকর্ম্মণি
ভবিষ্যতি মনস্যা চক্রে স্বয়ং স্বামিমুপাগতম্ ৷ ১
পুত্রাংস্তে পুনরুৎপাদ্য বাহুবাংস্তু ধরিষ্যতঃ ৷
যা ত্বয়ার হরিণেয়া যোগে সত্যা ভবে ভুবি ৷ ২
যোগেন ত্বিত্যা বহ্নিচক্রঃ বায়ুঃ সাম্বাপ্য বুদ্ধিমি ৷
ব্রহ্মরন্ধ্রকমলে যংপ্রবেশয়তে মুনে ৷ ৩
আত্মমাত্রয়া বিরাজন্তমনুভূয়ানুচিন্তয়েৎ
সাক্ষাত্ত্বা যদ্বা জ্ঞানেন লোকং ব্রহ্মণি নিষ্কলে ৷৪
বিধিনা তেন মন্ত্রেণ নির্দ্দগ্ধপূর্ব্বকল্মষম্ ৷
তত্র প্রাণান্তে ত্যক্তাত্মি ন চ প্রাপ্নোতি ভিন্নয় ৷ ৫
ন চাত্মা তাং তনুং ভূয়ঃ কুরুতে বিলয়ায় চ ৷

সমাধৌ মাপয়িত্বাত্মা কৃত্বা বপুস্ত্যাগং তথা ৷ ৬

ব্রহ্মোবাচ

মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে ন যাস্যসি ধরাতিলে ৷
পশ্য মাং যোগমায়া প্রাপ্য বিলসন্তী মুহুর্মুহুঃ ৷ ৭
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে যদা মাংস্তে ধুরং ত্রিত
ন ধরিষ্যসি সময়ং কৃত্বা মম তাবিনি ৷ ৮
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে শ্রীশৈলং ব্রজ সুন্দরি ৷
তত্র ক্রীড়াং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা ৷ ৯
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে ব্রজ যোগবতীং প্রিয়ে
তত্রক্রীড়াং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা ৷ ১০
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে নন্দনং ব্রজ সুন্দরি ৷
পুনস্ত্বয়া সহৈবাত্র বিহরিষ্যামি নির্জ্জনে ৷ ১১

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় ৷

[মনোরমায়া যোগবলে দেহত্যাগ, পরত্বরাম-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসংবাদ এবং ঔর্ব্বমহত্ত্ব বৃত্তান্তাদির শিবকল্পকথন ৷]

ব্রহ্মোবাচ ৷—অথ মারুত ! মনোরমা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পত্নী মনোরমা প্রাণবায়ু অর্জ্জনকে অবলম্বন করিয়া নিজের কর্ম্মে দৃঢ় হইয়া রহিয়া রাজা অবলম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ৷ ১

তখন। সেই মহীপত্নী মনোরমা তাঁহাকে পুত্রবান, বাহুবর্ষ ও বলিষ্ঠাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া এ অবসরের 'শ্রীহরিণেই একমাত্র সত্য' এই কথা মনে করিলেন এবং সেই শ্রীহরিণে চিত্ত করিতে লাগিলেন ৷ ২

অনন্তর যোগবলে যোগিনি ! মূলাধার ১ ; স্বাধিষ্ঠান ২ ; মণিপুর ৩ ; অনাহত ৪ ; বিশুদ্ধ ৫ ; আজ্ঞা —এই ষট্ চক্র ভেদ করত বায়ুকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলযুক্ত আত্মস্বরূপে চিত্ত সম্যক্ সংযোজিত করিয়া তদনুরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ও অধিক তপাদি বিষয়সমূহ হইতে ভেদ সম্যক্ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ মনে আত্মরূপ ব্রহ্মদ্বারা ব্রহ্ম করত হৈব ও নৈষা—এই বিধি অথবা ঐহিক ও পারলৌকিক—এই বিধি (মহাত্মার বিধির অর্থাৎ আত্মিক, বাহ্যিক ও মানসিক এই বিধির অর্থ) অর্থ সমূহে সম্যক্ সংশোধিতাত্মা হইয়া ব্রহ্মযোগে ৩

মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে ন যাস্যসি ধরাতিলে ৷
পশ্য মাং যোগমায়া প্রাপ্য বিলসন্তী মুহুর্মুহুঃ ৷ ৭
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে যদা মাংস্তে ধুরং ত্রিত
ন ধরিষ্যসি সময়ং কৃত্বা মম তাবিনি ৷ ৮
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে শ্রীশৈলং ব্রজ সুন্দরি ৷
তত্র ক্রীড়াং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা ৷ ৯
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে ব্রজ যোগবতীং প্রিয়ে
তত্রক্রীড়াং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা ৷ ১০
মনোরমে মনুষ্যিষ্ঠে নন্দনং ব্রজ সুন্দরি ৷
পুনস্ত্বয়া সহৈবাত্র বিহরিষ্যামি নির্জ্জনে ৷ ১১

স্নানাদি করিয়া পুনরায় অন্তঃসংজ্ঞক বিধানে পূর্ব্বক প্রাণবায়ু তথিলেন ; কিন্তু প্রাণবায়ু চিত্ত সহিত মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না অর্থাৎ ঔরসের ন্যায় আশ্রিত অবস্থায় রহিয়া গেলেন ৷ ৩-৬

সেই রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-পত্নী মনোরমাকে মৃতা দেখিয়া বিলাপ করিতে ও রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহা চিত্তের মূলসত্ত্বা পরিত্যাগ করত ঔরসকে অঙ্গে ধারণ করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন ৷ ৭

রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বলিলেন,—প্রিয়তমে মনোরমে ! তুমি ভীরু, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব না। আমি তোমার জন্য পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়াছি, তুমি প্রেমবতী জানিয়া আমাকে দেখ ৷ ৭

মনোরমে ! তুমি ভীরু, আমার সহিত ভূমে শয়ন কর। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পরত্বরামের সহিত যুদ্ধ করিব না ৷ ৮

মনোরমে ! তুমি ভীরু, এখন শ্রীশৈল পর্ব্বতে গমন কর। সুন্দরি ! আমি তথায় তোমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিব ৷ ৯

মনোরমে ! তুমি ভীরু ও প্রিয়ে ! এখন যোগবতী নগরীর তীরে গমন কর। প্রিয়ে ! আমি যোগবতী নগরীর জলে তোমার সহিত জলক্রীড়া করিব ৷ ১০

মনোরমে ! তুমি ভীরু ও সুন্দরি ! এখন নন্দনে গমন কর। আমি পুনরায় তোমার সহিত নির্জ্জনে বিহার করিব ৷ ১১

মনোহরং মধুরিঞ্চ ধন্যং তত্র সুপর্ণকম্ ।
যথা সাধ্যং ধনিষ্যামি তত্র বসন্তকালকে ॥ ১১
শীতলং মন্দপবনং বায়ুনা সুরভীকৃতম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীসুগন্ধিকুসুমান্বিতম্ ॥ ১৩
চন্দ্রাতপশতৈর্যুক্তং বনং তে শোভনং শুভম্ ।
চন্দ্রকোটিপ্রভাযুক্তং রত্নৈঃ সম্মিতং শশি ॥ ১৪
পর্যঙ্কাণ্য সুখদঃ শয়নং তত্র দিব্যং
পুষ্পচন্দনবিলেপিতং কুসুমচন্দনযুতা ॥ ১৫
দুগ্ধং যোগ্যং খাদ্যং চ বহুশঃ সুধাসমমিতি
দিব্যং তব মহারাজ করোমি তোমার অর্থম্ ॥ ১৬
যঃ মহারাজনিয়ম যোগী সত্যাযোগপ্রভাবতঃ ।
তদ্যুদ্ধমুক্ত্বা মহীং দদাতুঃ পত্নী তোষয়ন্ ॥ ১৭
অমাত্যাঃ চ তা সার্দ্ধং ভোজনং কৃতবাংস্তদা ।

যথাস্থানং পশ্চ দৈবজ্ঞঃ সৰ্ব্ব কৃত্বা প্রস্থাপিতে ॥ ১৮
দৈবেজ্ঞঃ যৎসৰ্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যং নানাবিধম্ ।
তন্ময়মন্নাদীন্ দিব্যং বিবিধং চতুর্বিধম্ ॥ ১৯
নানাবিধানি দ্রব্যাণি ভাজনেষ্বাপ্য বহু বর্তিতম্ ।
নানাবিধানি বস্ত্রানি বস্ত্রানি বিবিধানি চ ।
ভোজনানান্তে পূজাদি রাজপত্নীভ্যো দদৌ মুদা ॥ ২১
সুবর্ণাঃ সুবর্ণানি শতং শতং শতশো নৃপতিম্ ।
দদৌ বহুধা কার্ত্তবীর্য্যার্জুনায় মুদা ॥ ২২
কোটিশঃ সর্বমানপ্রদ বিপ্রঃ সহ সুবর্ণ যথা ।
যথোক্তভাবাঃ পূজয়ামাস রাজপত্নীঃ মুনিঃ মুদা ॥ ২৩
রাজা ভোজনং কৃত্বা সুখেন বিস্মিতঃ ।
সার্দ্ধং সৈন্যসমূহৈশ্চ যাজ্ঞাং চৈব সম্পাদিতঃ ॥ ২৪

মহারাজ ! তুমি ঐ এবং বসন্তকালে (বসন্তের মধ্য ঋতু) বাস কর। সুন্দরি ! আমি তোমার সহিত পুষ্পশয্যা করিয়া শীঘ্র নির্জন স্থানে বিহার করিব ॥ ১১

মহারাজ ! তুমি ঐ এবং অন্য পর্বতে বাস কর। সুন্দরি ! আমি তোমার শীতল ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু দ্বারা সুশোভিত, রত্নমণ্ডিত স্থানে অবস্থিত এবং কোকিল-কলরব সুশোভিত সুখশয্যায় শয়ন করিয়া তোমার সহিত রমণ করিব ॥ ১২-১৩

সতি ! ইন্দ্রাদিপতি দিক্পালগণ ! তুমি আমার আজ্ঞা দাও, তখন ও তখন সেবা কর এবং সর্বদা অবস্থিত থাকিয়া তুমি আনন্দিত কর ॥ ১৪

প্রিয়ে ! তুমি সুগন্ধিযুক্ত কুসুম বাসা কর। তুমি কেন আমার প্রিয় হইতেছ না তুমি অধিকার করিতেছ না ? ১৫

পতিব্রতা নারী সতী মনোহরা ও রমণীয়াকে রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে তেমন বাক্য বলিয়া বললেন যে আপনি আমার হইবে এই কথা বলা হইল— মহারাজ ! তুমি প্রিয় হও, কেন এরূপ রোদন করিতেছ ? ১৬

তুমি ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের কৃপাপাত্র পরাক্রমশালী মহিমান্বিত রাজা শ্রেষ্ঠ। তুমি এই যে সুন্দর অদ্ভুত দর্শন করিতেছ, তদনন্তর জমদগ্নিমুনির দ্বারা অন্নাদি ও সকল সমাপ্ত হইবে ॥ ১৭

সেখানে শ্রী কপিলা দেবী (কামধেনু) যখন প্রীতি সম্পাদন করিতেছিলেন, তিনি তখন অন্নপান-সমূহ দান করিয়াছেন। তুমি তাহাতে সন্তোষের সহিত সুখ করিয়া বিস্ময়াপন্ন বাস কর ॥ ১৮

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জুন এরূপ আজ্ঞাবশতঃ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্তি-সহিত সেই পরিমাণ করিলেন। অতঃপর তিনি সহিত সৈন্যগণের সহ এরূপ দ্রব্য দ্বারা এক নিয়া নিয়া ভোজন করিলেন ॥ ১৯

সুবর্ণের অলঙ্কারের ভাণ্ডার উত্তম দান করিলেন। তথাপি তিনি নানাবিধ রত্নসমূহ নানাবিধ রত্নসমূহ দান করিলেন ॥ ২০

মনোহরারূপিণী সুন্দরী পত্নীদের নিমিত্ত ঐ শিবিকা তিনি রাজপত্নীকে নানাবিধ আভরণাদি ও বিবিধ বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন ॥ ২১

রাজন্ ! সেই সময় কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের উত্তম, স্বর্ণ কোষের সুবর্ণ, সুবর্ণ অর্থাৎ তোমার দাও, তোমার দাও এবং 'ভোজন, ভোজন' অর্থাৎ খাও খাও, খাও খাও, এই শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ২২

সেই সময় রত্নাকারসমূহে এবং বিবিধ অলঙ্কারযুক্ত স্বর্ণসমূহে যে যে বস্তু ছিল, তৎসমস্ত রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জুন ঐ মহাত্মার সুবর্ণ অর্পণ এবং বাজিসমূহকে সামর্থ্য দান করিলেন ॥ ২৩

অনন্তর রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জুন বিস্মিত হইয়া সৈন্যসমূহ ও অন্যান্য রাজগণসমূহের সহিত সুখে বাস করিলেন ॥ ২৪

স্বর্গে মহীয়তে রাজা পুত্রো যস্যাগ্নি যজ্বনি।
অন্যে ত্বদাদি মরণং নাভিধ্যাম পুত্রা পুত্র ॥ ২১
দুহিতেতীহ বিদ্বাংসো দুনোতীতি নিরুক্তয়া,
দুরন্তদুঃখতোয়ায়াদ্দারয়ত্যপি ॥ ২৬
দুগ্ধাস্তে যোনিছিদ্রাং যাবিদ্ধুরাতে দুষ্টীমিব,
পতিপুত্রবিহীনাস্তে ভ্রাতিনো দুঃখভাগিনী ভবা ॥ ২৭
দুহ্যতাং হৈমনস্যায়া যাবং অর্পাসতোক্ষিতম্,
দুহৈনমভিদুরাজ্ঞাস নত্বা ধারাহবাধিতম্ ॥ ২৮
অধাক্ষিতিনীতৈব ভবাধিক্ষিতিনন্দনা।
চিরায়ত্ব সমা ভূম নির্বাণাভ্যুদয়েষু চ ॥ ২৯
দর্শনাদ্বয়ং দর্শং যোগাক দশতং বিদুঃ।
প্রাক্তনাক্ষ পিতৃণাক যোগাক্ষিত্ব ভিন্নাক্ষরা ॥ ৩০
দেবনা দুষ্যতাক দুরন্তাক্ষাক্ষতোক্ষিতম্।
দুরাদ্রাদাহতা দুষ্টবাক্যা প্রাবেষ্যাক্ষতম্ ॥ ৩১
দুরন্তদুষ্টিকাভৈশ্চ দশতাক্ষতাক্ষিতম্।

দুরন্তদুঃ উরুদুঃ হৈমঃ দশতাক্ষি ॥ ৩২
কার্পাসং বস্ত্রনা দুর্গং দুরুঃ দশতাক্ষিতম্।
দক্ষিণে চ দুরন্তাক্ষ দুর্দুরা হৈমনা দশম্ ॥ ৩৩
ত্বদর্থক ভৌমক ভিন্নাক্ষরা দশম্ দশম্।
ত্বদক্ষ ভিন্নাক্ষ ভিন্নাক্ষাক্ষিনা ত্বদম্ ॥ ৩৪
অধরাদ্যঃ ত্বদক্ষ ত্বদক্ষ যোগাক্ষিনম্,
ভিন্নাধাক্ষাক্ষরাক্ষাক্ষা ভৌক দশতাক্ষিনম্ ॥ ৩৫
পুত্রস্তীপতিপুত্রী চ পুত্রস্যোদরত্বক্ষিনম্।
দেবতাভক্তিভিন্নাধাং বস্তুবিত্তাদ্যাক্ষিনম্ ॥ ৩৬
দত্তাদ্যাক্ষিনা দত্ত্বাং ভিন্নাক্ষা দুঃখং দশম্।
পিতৃদাদৃষ্টিভক্ত ভিন্নাধাক্ষিনম্ ॥ ৩৭
দত্তাদ্যক্ত দুরন্তক্ত ত্বাপাদ্যাক্ষিনং ত্বদম্।
বিপ্রদোষা ভিন্নাধাং ত্বদং ভিন্নাদ্যাক্ষরম্ ॥ ৩৮
ত্বদ্যাদেবভিন্নাধাক্ষ ভিন্নাক্ষং দাদ্যাক্ষরম্।
ভীনাদ্যা দাদক্ষৈশ্চ দাদ্যাভীনক্ষ ভিন্নাক্ষম্ ॥ ৩৯

দাতা দুষ্মন্তাকাশ পদ্ম পদ্ম অনুদাত্ত নয়। অন্তরস্থ বর্ণ ও ভিন্নাক্ষ দাদিতেন্দ্র, তথাপি তিনি দুরন্তদাতী বলে অভিহিত, দুষ্মন্তাক দুরু ভিন্নিয়া দাদিতেন্দ্র ॥ ৩০

তিনি দক্ষিণাস্থ দুরন্তদাতী, ভিন্নাদাতিনী, ত্বদ্যাদেবতা ও ভিন্নাদাতী (দশা), এর মাধ্যমে এক দুরন্তাক্ষাদিতিনী এক ভিন্নাদাক্ষ দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১

দাদাদ্য দুষ্মন্তাতী, দেবাদিতী, দাদিতাক্ষা এক দাদি-দুরন্তাদা দাদিনী দুষ্টীমিক ও এক দোষকে দেখিলেন ॥ ৩২

দুরন্তাদ, হৈমনাদ, দাদ, দাদীতী, ভিন্নিত দশনাতী, দক্ষিণ ত্বদ, ৩৪, দাদাদ্য দশদাদিতিন, দাদিত্বদাতী, ত্বদাদিতাতী, ভিন্নাদ্য দশ দাদ ত্বদদা ভিন্ন, ৩৫, ৩৬, ত্বদ, ভিন্নাদ দশদাদ, দাদীতী দশদাদ, দাদ, দোদা (দোদাদ), দশদ, ভিন্ন, ত্বদদাদ, ভিন্ন, দোতীক, ভিন্নাদাদি, দেবদ (দেবদ দাদিদা দেবদুদাদাতী দুরাদি), দুরদাদ, দুরদিন দাদিদ দশ দোদদাতী, দুরদাদ দশদাতী, দুরদ-দাদক, দাদ-দাদক, দুরদুদাদিকা-দাদতী, দশদাদতী (দশদা দুরদুদাদিদাদ দশদাদতী), দুরদ (দশ দা দশদাদিন) দুরদ, দশদুরদ, হৈমন, দশদ, দাদিত, দাদাদিন, দশদাদ, দুরদ দুরদুরদ হৈমনঃ দশদাদিত ॥ ৩৩

দাদাদ্য দশদাদী দুরদুদ, দক্ষিণ ত্বদাদ দক্ষিণদাদিদ দশদাদ দশদাদী দুরদাদ, ত্বদাদিত (দাদীতদুরী—দুরীতী), দোদ (দুরদিদাদ দুরদ এভৃতি), ভিন্নাদাদ, ভিন্ন দশ, দশ, দশদাদ, ভিন্নাদাদাদি এবং ভিন্নাদাদাতী দাদুদাদে দেখিলেন ॥ ৩৪-৩৫

দশদাদুরদ (দাদদাদাতী, দোদাদদাদাদ দোদদাতী, ভিন্না দাদদাদাদা, দাদিত, দশদাদাদ, দেবাদাদি, দেবাদুদ, দেবাদ দোদদাদাতী, দেবাদ-দাদদাদাদ দশ ও দশদাদাদাতী, দশদাদাতী, দশদা, ভিন্নাদ, দুরদ (দশদ ভিন্নী দোদদ-দুরদ এভৃতাদাতী), দশ, পিতা ও দাদাদ এবি ভিন্নাদ ভিন্ন (দাদদা) ও দশদাদ দুরদাদাতী, (দশদাদাদ পিতা ও দাদাদ এবি ভিন্নাদ দাদদা এবং দশদাদ দুরদাদাদাতী), দশদাদাতী, দুরদ (ভিন্নদাদাতী ভিন্নদাদ দশদ এ দাদিদা দাদদাদ দাদিদাদাতীদে দুরদাদ দশদ), দাদা (দক্ষিণ) এবি দাদদাতী, দাদদাদাতী, ভিন্নাদাতী, দশদ (দশদাদ), এবং ভিন্নাদাদাদাদে দর্শন অভিদেন ॥ ৩৬-৩৯

দশদ, দেব ও দাদাদাদ পিতাদাতী, ভিন্নাদ দাদদাদাদাতী, দাদিদাদাদ, দাদদাদিন (ভিন্নাদাদ), ভিন্নাদ (দুরদ), দাদদাদাদাদীন, দীদাদীন, দশদাদাদ, দক্ষিণদুরদাদি-দাদদাদাদ, দশদ, দক্ষিণ (দাদদা) দুরদ (দাদদাদ দাদিদাদাদ), ভিন্নাদাদিদ, দশদাদাদাদ ভিন্নাদ, ভিন্ন (দাদদাদ),

অন্যোন্যবাহযৌদ্ধব্যে বীক্ষ্যালৌকং বলং মহৎ।
গদিতপ্রাদিবাহ্লীক কাশি বহ্নিমবৈ ৫ ৪০
পুরুমিত্র বিন্দানুবিন্দ সুধর্মা সুহৃদ্ বৃতা যযুঃ।
বিন্দ্যঃ বসুধা কৃবিরা মহিষঃ সর্বতো বৃতা ॥ ৪১
সুধা সুধীব শ্রেষ্ঠাশ্ব ভূষিতঃ রুক্মপালকম্।
রথমাস্থায় রুক্মগ্রীবঃ বাহুক মুক্তাভরণম্ ॥ ৪২
কৃষ্ণ পুত্রমা যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বহুক যদুভূত্।
পালক গুরুক ইত্যেত যাদবা বহুকা ইমা ॥ ৪৩
অক্ষৌহিণ্যো দ্বাদশক যত্রাস্যাস্তোপতৌহিনি,
ঐক্ষত ভক্তপুত্রাশ্চ ঔদ্বাহঃ কৃষ্ণমেব ৫ ॥ ৪৪
যুধাজিৎ যুদ্ধমার্গাশ্চ বিপ্রধানশ্চ সাত্বতম্।
ঋষভিবাক্ষ কৃষ্ণস্য দ্বারা মহাসমর্ষি ॥ ৪৫
সমন্ত যুদ্ধনিধং প্রাণাঃ ক্ষুভিবাশ্চ নিরন্তরম্।
বাসাংস্যাভরণান্য দেহত্যাগো যাদ্যো মহান্ ॥ ৪৬

তথাপি রাজা নিশ্চয়ো সর্বং যুদ্ধমকল্পম্।
সর্বৈশ্বর্যসমাযুক্তঃ প্রবিশ্যেন মহাত্মিম ॥ ৪৭
অবভৃথ মহাপূর্ণ পূর্ণো ৫ পুরাবো বৃতম্।
নমাম পতয়ম্ কৃত্বো রাজেন্দ্রঃ সহ ভক্তিঃ ॥ ৪৮
আনিয়া যুদ্ধে রাজ সর্বং রাজেতি বাহিনম্
ভেরো মহাঃ তম্ মহান্ দুন্দুভা প্রাণবাদিতঃ ॥ ৪৯
কৃত্ত ভেরো রাজেন্দ্রো রাজেন্দ্রঃ সহ ভক্তিঃ।
আজগ্মুর্যে মহাঃ পূর্ণ রাজন্যাস্তাদর্শিতম্ ॥ ৫০
নানারত্নমহারত্নক দুন্দুভি-যুদ্ধাদিনম্।
বাদয়ামাস মহাত্মা রাজেন্দ্রো মহো মহান্ ॥ ৫১
উদার রাজো রাজেন্দ্র রাজেন্দ্রাণাং মহাত্মি।
বিন্দ্যঃ মহাঃ বৌদ্ধিমাত্রঃ রাজন্য মেদিন্যাঃ যদ্ ॥ ৫২

পরশুরাম উবাচ।

অয়ে রাজেন্দ্র বশিষ্ঠ শ্রেষ্ঠঃ পশুদুন্দুভ

(মহাত্মার মহাত্মিন্)। ভক্তির মহাত্মাদী অথবা মহাত্মাদী, ভক্তির, ভক্তির, সর্বত (বাদ)। যুদ্ধ, পুরীষ (স্ত্রী—মল)। শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (পাঠান্তরে 'ভক্তিমন্ত' অর্থাৎ ভক্ত ব্যক্তি)। মহা-ভক্তমাল (মহান্ মাহাত্ম্য পূর্ণ), মহাত্মাদ, মহাত্মাদী, মহাত্মাদি এবং মুক্তাদাম (বিশ্ব মাহাত্ম্য ও মুক্ত মাহিত্য সহ) বর্ণন করিলেন। ৩৮-৪১

মুক (মুক্তাভরণ মাহাত্ম্যিনম্, পাঠান্তরে মহ.) পুরুষ, মুক্ত (মহাত্মি), শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠিনিমেষ)। ভক্ত (শ্রেষ্ঠিনিমেষ—মাহাত্মিনা)। মহাত্ম, পাদ (মহাত্ম) মহাত্মী, মাহাত্ম (মাহ) মহাত্ম, মহাত্মাদী মাহাত্ম, মহা-মহাত্মাদীনী বৈশ্য, মহাত্মি পুরুষ, শ্রেষ্ঠ, মুক্ত, মুক্তাদি (মুক্তাদাম), মুক্তাদাদী (পাঠান্তরে—মহাত্মাদী), মহাত্মি মহাত্মাদ, মুক্তিপূর্ণ বাদ্য, এবং মুক্তাদ—এই সমস্ত মুক্তিবিশিষ্টাদাম মাহাত্মি মাহাত্মি মাহাত্ম মাহাত্ম মাহাত্ম মাহাত্ম মাহাত্ম ৪২-৪৩

এই মত ঘোষিয়া রাজা মহ মাহাত্ম, মাহ মহা মুক্তিমাত্ম ও মাহাত্ম পালন এবং ঘোষের মহত্ত্ব মাহাত্মিত মাহাত্ম ॥ ৪৪

তথাপি রাজা মাহাত্মিনিমেষ মুক্তিমাত্ম মাহাত্ম বর্ণন করিতে পারিলেন। তিনি মহাত্ম মহাত্ম মৈত্রেয়মুক্ত পরিমুক্ত হইয়া মহাত্মাদ মাহাত্ম করিলেন ॥ ৪৫

মাহাত্মিনিমেষ মহাত্ম মাহাত্ম মাহাত্ম মাহাত্ম মা

বিজ্ঞায়ন্তে বিক্রিয়া হ্যাত্মেবেতি বৌধতঃ । ৫৩
যতঃ বিবাহঃ সোমশ্চ ত্রয়া বেদবিদো বিদুঃ ।
কথং ঋতুস্ত্রিবিধো ব্রহ্মবাদিনাং বিকল্পনা । ৫৪
পূর্বমন্ত্রঃ লোকাদিভিঃ ব্রাহ্মণঃ কথম্
ব্রাহ্মণী লোকমন্ত্রজ্ঞা ঋগ্ বা সাহঃ সখা সখী । ৫৫
কিং ভবিষ্যতি কে মূঢ় পরত্রৈবমবোধিনঃ
অর্থঃ বিবাহে মন্ত্রাণাং পক্ষপাতে বধা ভবন্ । ৫৬
সংস্কৃতিস্তাব দুষ্টেতি: কথাবাত্রাপ্যনেকিতা
বিকৃতয়ো বা কিমতো দুষ্টোঽপ্যন্ত সমাদরো । ৫৭
ক সন্তঃ কথিতা যঃ ক ক বিধাতো মুনিভি: কৃতঃ ।
যৎ কৃতঃ বিকৃতা আত্মা ন কৃতঃ বালিকেন তৎ । ৫৮
ব্যাকুলোবকুলৌঘঃ কি পুষ্টু ভক্তো কি বালিকঃ ।

যে এখন এই দুর্গতি হইল, তাহা সত্যবতীর বিবাহ যেন এক বিকৃতি । । ৫৩

তুমি লোকের মনস্তুষ্টি করিয়া পূর্বে যেন এক বিধির —অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বা করিয়াছ ; তাহাতে সতী ব্রাহ্মণী সহিত লোকে অন্যায় সমন্বয় করিয়া পরিহাস অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । ৫৪

যে মুনিগণ এই ঋষি-ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে এক করিয়া তোমার সমন্বয়ের কি (কল লাভ) হইবে ? যেরূপ পক্ষপাতের জন্য মন্ত্র আছে, সেইরূপ এই সমাজের সব কিছুই আছে, অন্যথা বিধা । ৫৫

এ জন্য সমাজে দুষ্টেতি ও দুষ্টেতি—এই দুইটি কথাই আর প্রচলিত নাই । উহারা সংস্কৃতসমাজের দুষ্টেতি হইলে তাহা অপেক্ষা আর কি বিকৃতি হইতে পারে ? অর্থাৎ সংস্কৃতসমাজে দুষ্টেতিশব্দটিই বিলুপ্ত হইয়াছে । (শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের অভিধানে—'সভ্যতিক্ষ দুষ্টেতি-শব্দোপলিখিতে' ।) ৫৭

তোমার কথিতা কে ? তোমার কেন ? তুমি এখন কোথায় ? বিধাতা বা তোমায় কেন ? সেই মুনিরা বা এখন তোমায় ? হায়রে ! তুমি এত বিজ্ঞান হারা হইয়া যাহা করিয়াছ, এক বালিকা ইচ্ছাকৃতিকারী হইয়া তাহা করিতে পারে না । ৫৮

তুমি এত হারা হইয়াও উদাসী ছিলে, সেই বালিকা ব্রাহ্মণ তোমায় উদাসীনতা দেখিয়া তোমার তোষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল ; তুমি তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া উহাকে প্রশ্রয় করিয়াছ । ৫৯

সাধনাং কারয়ামাস সতঃ তত্ত্ব বলা ভবা । ৫৯
অথৈনাং বিবিধৈর্মন্ত্রৈ ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে ।
অন্বয়ং যে বদন্তা পূর্বমন্ত্রণা যাইকে ভবম্ । ৬০
বাক্যা ঋষিস্তা ঋষিস্তা বদন্তান্ পুনরাদৃতা পুনীঃ
কন্যাবীর্যার্থমন্ত্রণো ন তুষ্টো ন ভবিষ্যতি । ৬১
পুরাকল্পা বদন্তীতি বন্দিনো বালিকস্তলে
যো বিবাহঃ পুরাদেবু তত্ত্ব দুষ্টেতিরীদৃশী: । ৬২
দুর্বাসাঃ দুরতো রাজন্ ভীক্ষ্ণাত্মাপি ভীবিনাম্ ।
মন্ত্রটৈরপি সন্তাং বন্ধুত্বং বিকৃতিং বিনির্মতা । ৬৩
ন সন্তাসি বিকৃতিং তে প্রকৃতঃ কথয়ামাম্
উত্তরং যেহি হাতেন্দ্র মন্ত্রং হাতেন্দ্রসংজ্ঞিতি । ৬৪
পূর্বাপক্ষ-মনুনাক বাক্যাঃ সত্যাত্ম সংজ্ঞিতি ।
ভবতা যদ সত্যাত্মাক পূরস্ত শিবতঃ পুরাঃ । ৬৫

তুমি যেমনি পাত্রপক্ষ অবলম্বন করিয়া এক ব্রাহ্মণপক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপিনি হারণ করিয়াছ । তোমার ফলে অন্য পূর্ণ হইয়াছে, অন্যথি কেন এই দুই সমাজে একপ এক অবস্থা সমাজ করিলে ? ৬০

এ অবস্থে কাঞ্চনীর্যার্থমন্ত্রের তুলনা হারা, ঋষিই—হারাণ, ঋষিই—নাম হারিক, বদন্তী, পুনরাদৃত ও দুষ্টেতিরীদৃশ আদি শব্দ ৬১ নং এর অবিকলে হইবে না । ৬১

এ আক্ষেপে প্রাচীন বন্দনাধারণকারী—ইতিপাঠকগণ একপ কথা বলিয়া থাকেন । যিনি সকল পুরাণসমূহই বিধাতা, তাহার একপ দুষ্টেতি, ইহা সত্যই মর্মান্তিক ক্ষোভজনক । ৬২

হায়রে ! প্রাণিমাত্রের নিকট ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেও দুর্বাসার (কৃষ্টি) অন্তর ; সেইরূপ সমাজ পরিচালক সংস্কৃতসমাজের মুখ হইতে একপ দুষ্টেতি (কৃষ্টিনাশ) নির্গত হয় না । ৬৩

আমি তোমাকে তোমার দুর্বাসা বলিব না ; তোমার প্রকৃত কথাই বলিব । হায়রে ! এই ব্রাহ্মণসমাজের সমাজ তুমি আমায় তাহার উত্তর প্রদান কর । ৬৪

এই সমাজ পূর্বে, এক ও সংস্কৃতসমাজ হারাণ আছেন । তুমি সমাজের সত্য কথা বল, তোমার সেই কথা শিরোধার্য ও মেনেমন হইবে করুন । ৬৫

এই সমস্ত বাক্যসমূহের তাহা হারণ করুন । বিবাহাদি সব ও অন্য নির্ণয় করিয়া বলিবার সময় ; কারণ, সমাজ

মৃতস্য সর্বে যাজ্ঞেয়াঃ সবয়স্ত্বং ন তু ধীবরাঃ।
পঞ্চস্বো বি সমঃ সঙ্গঃ পাক্ষিকঃ ন সবন্ধি ৪। ৬৬
ইত্যুক্ত্বা পরমাত্মানং বিরতায় ববন্দলে
রাজা বৃহস্পতিসমঃ প্রণম্য মুনিমব্রবীৎ ৫। ৫৭

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ।

অহো ধন্য ধরেয়ং মে হরিভক্তো ভিষেজ্জিতঃ
প্রভো ধর্ম্মী মৃষায় বেদাঃ তব বেদাঃ তবোক্তিষু ৬৮
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণো জাতঃ তবোক্তি ব্রহ্মবাদবত্।
ধর্ম্মবিদ্বিষঃ তত্ত্বজ্ঞাদ্ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ৬৯
অন্তর্হিতঃ সবয়াং তবোক্তি কর্ম্ম তন্মনি।
যৌনী সবয় বয়ং কালে যো বি ন মুনিব্রাহ্মণে ৭০
স্বর্গে লোকে মৃতেষ্বেষা পত্নে মুনিভিঃ সনে।
সবয়া ভাবনা বন্ধ ন যোনী পরিকীর্ত্তিতঃ ৭১
সর্বজীবেষু যো বিষ্ণুঃ ভাবয়েৎ সবয়াদিনা।

সংযুক্ত, তাহারা সর্বত্র সমধর্মী হয় এবং কোনও পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু মন্ত্রে না ৬৬

পরমাত্মা এই কথা বলিয়া মৃতস্থানে বিরত হইলেন এবং বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বীর স্তবনা করিতে আরম্ভ করিলেন ৬৭

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বলিলেন,—হে তাত! আপনি শ্রীহরির অংশস্বরূপ, হরিভক্ত ও বিষ্ণুভক্তির এমন আধারের মূল হইতে ধর্ম প্রকাশ করা হয়, আপনি তাহাদের উপযুক্ত গুরু ৬৮

আপনি বীয় কর্মফলে ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান করিয়াছেন এবং ধর্মদ্বেষীদের মত খণ্ডিয়া পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেইজন্য আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন ৬৯

যে ব্যক্তি সবয়ত্ব করিয়া অন্তরে ও বাহিরে সবয় ভাবে কর্ম করেন, যদা যৌনী থাকেন এবং সময় আসিলে যারা প্রভাব করেন, তিনি মুনি বলিয়া কথিত হন ৭০

যাহারা স্বর্গে ও লোকে (মৃত্তিকাস্থলে), পুরে ও তপোবনে এবং সঙ্গে ও মৃত্তিক চলনে সমধর্মী, তাঁহারা যোনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন ৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিদেহে সবয়ভাবে বিষ্ণুকে অর্থাৎ সর্বব্যাপী শ্রীহরিকে চিন্তা করেন এবং শ্রীহরিকে সদা ভক্তি করেন, তিনি 'হরিভক্ত' বলিয়া কথিত হন ৭২

ধরো ধরোত্তি ভক্তিস্ত হরিভক্তঃ স চ স্মৃতঃ ৭২
তপো যজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং তপঃ তত্ত্বপরকর্মণা
তপস্যা ব্রাহ্মণেষ্বেব সন্তুষ্টঃ তপসি স্মৃতা ৭৩
ঐশ্বর্যো ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বাণিজ্যে চ তথা বিশাং
শূদ্রাণাং বিপ্রসেবৈব স্মৃতা বেদবিদিভিঃ ৭৪
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ তপসি স্মৃতাঃ ষড়ধীবাঃ প্রকীর্তিতা।
ব্রাহ্মণানাং বিদ্বাংসে চ স্মৃতাঃ ষড়ধীবা বিনির্দ্দিষ্টা ৭৫
যাদৃশী যাতনিকা ধর্ম্মং ভুঞ্জতে ধর্ম্ম যাদৃশঃ
তাদৃশেভ্যশ্চ যাতনিভ্যস্তেন যাতা প্রকীর্তিতঃ ৭৬
যাদৃশঃ যাদৃশেভ্যশ্চ যদা ভিক্ষাং চরন্ত্যুত।
কো দোষ এব মে তাত ক্ষত্রিয়স্যানুপালিনঃ ৭৭
মৃতঃ কস্য মৃতেনাহি ভাবয়েদ্ভুক্ত বিনা।
স্পৃষ্টা হন্তে যা দোষে যা মৃতাশক্ত বাহিতঃ ৭৮

ব্রাহ্মণদের তপস্যার মত, তপস্যা ঈশ্বরের ভক্তগণ-ভজন এবং তপস্যা কাহাদের, সেইরূপ ঈশ্বরা সদা তপস্যারই কামনা করেন ৭৩

ক্ষত্রিয়গণের ঐশ্বর্যে, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে এবং শূদ্রদের ব্রাহ্মণের সেবায় স্পৃহা বেদবিদিত বলিয়া জানিবেন ৭৪

কিন্তু ক্ষত্রিয়দের তপস্যাস্থানে যেসে অতীব নিন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণদের বিষয় স্পৃহাকেও অন্যায় নিন্দা করা হইয়াছে ৭৫

যে রাজা অর্থাৎ শাসক ব্যক্তি ধর্ম অনুষ্ঠানকারী:—কারণবশতঃ তাদৃশিক ধর্ম করে, সেই রাজাও (কারণবশতঃ অন্যায় বিষয়াসক্ত) তাদৃশিক যাতি 'যাতা' বলিয়া কথিত হন ৭৬

হে তাত! আমি ক্ষত্রিয়ার ধর্মরক্ষী হইয়াই ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি একজন অনুরাগী (সেবক) ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমি ভিক্ষা করিয়াছি, ইহাতে আমার কি দোষ হইয়াছে ৭৭

আপনারা যাহাই বলুন আর তাহা দোষ মুনির বিষয়ই এই ক্ষত্রিয়ের আছে। আর মৃত ব্যক্তি কিংবা দোষে স্পৃষ্ট আছে) ব্যক্তিরও নাই—কেবল ব্রাহ্মণদেরই এই ব্যক্তির নিন্দা করিয়াছি ৭৮

এই ভিন্ন আমৌরিণী সেনা এবং ভিন্ন ভোটি ব্রহ্মজ্ঞানের বল করিয়া আমাকে বল করিবার জন্য আসিলে আমি আপনাকে বল করিতে পারিব না।

হিংস্রকৌষিণী সেবা যাজ্ঞেয়ানাং হিতোদিতম্।
নিষাদ্যাস্যাস্তথৈবঃ মাং ন হন্যা মনসা ক্বচন। ৭৯
আত্মানং রক্ষয়াত্মানমপি বেদাশ্রয়ম্।
ন যোগো দমনে অস্য ন যেন ব্রহ্মহা ভবেৎ। ৮০
প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাতীনাং ন বেদেষু নিরূপিতম্
যথা সন্ধিরবস্থানাদ্ যথাস্থিতাদ্ যথোদ্ভবাদ্। ৮১
পিতা যে বিদ্যা কৃপা মহাজনপরাক্রমঃ
ইত্যাদীঃ যাঃ পুরাণে দ্বিজবরৈঃ সমাদৃতাঃ। ৮২
হিংস্রস্তুদ্বো বিষ্ণুপাঃ কৃপয়া কর্তুং ন যোগিভি
যথা ক্রিয়া প্রবিজ্ঞা যা যজ্ঞাঙ্গ পালনং মুক্ত। ৮৩
অস্ত্রিয়াণাং যথো ধর্মো যথে যুদ্ধার্থ বর্ধিতঃ।
যথে স্যুঃ ব্রাহ্মণানাং লোকে যেন বিদ্বন্ধনা। ৮৪
অনাদেশোনাং বিদ্যানাং বাহ্মণানাং কুলে কুলে।
শাস্ত্রিঃ যজ্ঞানাং ধর্ম বিদ্যেষ্যো ন সংশয়ঃ। ৮৫

অস্ত্রিয়াণাং যথা যুদ্ধং যাগাদ্যাঙ্গ যথা বিশাম্।
ক্ষিতাথলা ক্ষিতুকাণাং শূদ্রাণাং বিপ্রসেবনম্। ৮৬
যথো ভক্তির্দ্বিজর্ষভ্যো বৈশ্যানাং যথা বরিঃ।
হিংসা যথা যথানাঙ্গ তথা। ঋণবিমোক্ষ। ৮৭
যথা যেষাঙ্গ যেষ্যানাং যোষিদ্যাং যৌবনং যথা।
যথা প্রজানো কৃপানাং যথানাং যোবনং যথা। ৮৮
সত্যং সত্যং যথা নিত্যং যজ্ঞযাজ্ঞাসত্যং সদা।
অনুশাসনানুশাসনং যজ্ঞযাজ্ঞাসত্যং। ৮৯
নিত্যং যথা পরিজ্ঞানাং যাজ্ঞিনাং যবিজ্ঞাং যথা।
পঞ্চম কৃষ্ণশীলানাং যাজ্ঞীনাং মানসং যথা। ৯০
যথা যথাঙ্গ যবিনাং শুচীনাঙ্গ বিশেষতঃ
যথা ত্রিবেদঃ যাজ্ঞানাং শুচিনাং যথাদেবতা। ৯১
শুচৌ যথাঙ্গ শুচিনাং চৌরাণাং চৌর্যমেব চ
প্রিয়যাজ্ঞাঙ্গ কাণ্ডীরবর্ণঃ সুস্কলীযথা। ৯২

(এই শ্লোকের দুইটি ও চতুর্থ চরণে পাঠান্তর দেখা যায়—"ত্রিবেদানাং যেষো মনং ত্রিবেদমন্ত্র মুখম"। ইহার অর্থ—ত্রৈবিদ্যদিগের যম করিয়া আমাকে যম করিবে আমিও এজন্যই আপনাকে যম করিব।) ৯১

যে ব্যক্তি আমাকে যম করিয়া মন আশ্রিত, তিনি যদি বেদ-বেদাঙ্গপারগ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণও হন্, তবে ঈশ্বরও যম করিলে তাহার কোন দোষ হইবে না এবং ইহাকে 'ব্রহ্মহত্যা'-জনিত পাপও হইবে না। ৮৩

আবার বিদেশ, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বেদে উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের যম করাই সমুচিত বিধান—ইহা পরাশরাদি ঋষি বলিয়াছেন। ৮১

আপনার পিতা মহাবল ও আপনাকে কৃপাকারী কৃপাচার্যকে যম করিয়াছেন। ইহাদিগে এই যুদ্ধে নিজ (অবশিষ্ট) রাজপুরুষ যুদ্ধ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ৮২

আপনি এই সমস্ত পৃথিবীস্থ একত্রিশকোটিসংখ্যক অস্ত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। আপনি আপনার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। ৮৩

অস্ত্রিয়দিগের যুদ্ধ করাই ধর্ম, সেই ধর্মানুসারে তাঁহাদের মৃত্যুও বন্দিত (নিন্দিত) নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের যে যুদ্ধ করা, তাহা লোকসমাজে এবং বেদে নিন্দিত হয়। ৮৪

যুদ্ধে যুদ্ধে আপনাদের ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মতেজ বর্ধিত হইয়াছে। ৮৫

অস্ত্রিয়দিগের যুদ্ধ যজ্ঞ, বৈশ্যদিগের ব্যবসায়—যেমন বণিকের ধন, ক্ষিতুকদিগের ক্ষিতাই যম এবং শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণের সেবাই যম। ৮৬

শ্রীলোকের ঈশ্বর ভক্তি, শ্রীলোকের দান ও শ্রীলোকের ব্রহ্ম বৈশ্যদিগের যম। যম—পরাশরাদি ঋষিদিগের হিংসা যম এবং ঋণশোধের ঔষধ যম। ৮৭

মেষদিগের মেষত্ব যম, যুবতীদিগের যৌবন যম, কৃপণদিগের প্রজাপ যম এবং যাজ্ঞকদিগের যৌবন যম। ৮৮

সত্যযজ্ঞদিগের সত্য যম এবং অনুশাসনযজ্ঞদিগের সত্য বিদ্যা-ই যম। অনুশাসনীদিগের অনুশাসন যম, যজ্ঞ করা যাজ্ঞিকদিগের সত্য যম। ৮৯

পরিজ্ঞানদিগের বিদ্যা যম, যবিষ্ঠদিগের যাজ্ঞিকা যম, এবং ত্রিবেদা কৃষ্ণশীলদিগের যাজ্ঞীদিগের যাজ্ঞীয়া ও মানস যম। ৯০

যবিষ্ঠদিগের যম যম, সমস্ত যাজ্ঞদিগের যম বিশেষতঃ শুচি পুরুষদিগের বিশেষ যম এবং তদপেক্ষা যাজ্ঞিদিগের একতা—ইহা যম। ৯১

তদপেক্ষা যাজ্ঞিদিগের তপস্যা যম অর্থাৎ তপ ও ঐক্য তদপেক্ষা শুচিদিগের যম। চৌরদিগের চৌর্য এবং বেদাধ্যয়নে প্রিয়যাজ্ঞা, কাণ্ডীরা ও অর্থ যম। ৯২

হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুবাং মহীমাং পতিদেবতম্ ।
যজ্ঞ-ভাগো সুযজ্ঞাক্ষ বিষ্ণোঃ শুক্রদেবতম্ ॥ ৯৩
ফলং বর্ষো সুবর্ষায়াং সুত্রায়াং রাজদেবতম্ ।
ফলং সুতঃ স্তাবকায়াং হবিঃ ॥ প্রস্তাবিষ্যম্ ॥ ৯৪
মহীমাক্ষ মহাভাগো ভ্রাতঃ সম্রাজিনাং বরম্ ।
পাপং ফলং পাপকিন্যামকায়াং ধরিণীসুতম্ ॥ ৯৫
পুণ্যং ফলং পুণ্যবত্যাং প্রজায়াং নৃপতির্ধ্রুবম্ ।
ফলং ফলক বৃক্ষেণ্যে ফলৌকায়াং ফলং ফলম্ ॥ ৯৬
ফলং ফলক শস্যায়াং মৎস্যায়াক ফলং ফলম্ ।
শান্তির্দৈবিক কৃপায়া বিপ্রায়াক দ্বিজেশ্বরঃ ॥ ৯৭
দ্বিপ্রাক্ষণায়ো হবেণ্যোগী বৈব সুযৌ ন চ প্রজাঃ ।
দ্বিজে নারায়ণে দেবে যজ্ঞেশে বিশ্বপূরুষে ॥ ৯৮
ইত্যেবমুক্ত্বা তাংস্তেষাং বিমানায় দদাদিবে ।
তত্র যজ্ঞবরাঃ প্রজা সর্বজ্ঞাঃ যজ্ঞুর ॥ ৯৯

রাজন্ প্রাচীনবর্হে সুতীক্ষ্ণযজ্ঞপরায়ণঃ ।
আবেক্ষিতে ফলং কর্তুং মহাযোগেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ১০০
হবেণ্যসুযজ্ঞাংশ্চ যান্ সুষৌ যজ্ঞভাগেন মহাবলঃ ।
সমাহারে ফলং কর্তুং মহালো মঙ্গলালয়ঃ ॥ ১০১
শতজ্যানেন চাকেন্দ্রো যাবদ্যাত্রং ভানপি ।
চিচ্ছিদুঃ শতজ্যানেক জনপরিপুরাজ্ঞয়া ॥ ১০২
রাজা চিকেপ-বিমাত্রুঃ শতপূর্বাপ্রজং মুনে ।
মাবেদয়েন মুনয়শ্চিচ্ছিদুশ্চাপলীলয়া ॥ ১০৩
বিমাত্রুত্রৈব মুনয়শ্চিচ্ছিদুঃ সমরং যজ্ঞঃ ।
ততঃ সাধবিতৈব রাজ্ঞঃ সমারম্ভেব চ ॥ ১০৪
তত্তস্মাদ্ধ কৃপা পুত্রা মুনয়ো ধর্মবিহলাঃ ।
ধবার পুলিনঃ পুণ্যং সংসুরাপ্লবিজালয়া ॥ ১০৫
পুলবিক্ষেপসময়ে যত্র যজ্ঞপরায়ণাঃ ।
পুণ্যং তাজন্ত দ্বিপ্রেন্দ্রাঃ শিবমাশাধর্মেব ॥ ১০৬

হিরণ্য অক্ষবধের বিদল ফল, মহীদিবের পতি দেবতা ফল, যেমনযজ্ঞ যজ্ঞ ও পাপ ফল এবং বিষ্ণুদর্শনের শুক্র দেবতা ফল ॥ ৯৩

ধ্রুব বর্ষদিবসের বর্ষ ফল, সুব্রতদিবসের রাজদেবতা ফল, স্তাবকদিবসের সুত ফল এবং প্রস্তাবদিবসের হবি অর্থাৎ যেমনযজ্ঞ ও হবি প্রাপ্তি ফল ॥ ৯৪

মহি মহাভাগদিবসের সম্রাজ ফল, মহাপাপীদিবসের পাপ অর্থাৎ মহাপাপ ফল, পাপীদিবসের পাপ ফল এবং অকৃত অর্থাৎ অসমর্থ ব্যক্তিদিবসের ধরিণী ফল ॥ ৯৫

পুণ্যবান্ পুণ্যবতদিবসের পুণ্য ফল, প্রজাদিবসের রাজা ফল, বৃক্ষদিবসের ফল ফল এবং অলৌকা—ফলধারী-দিবসের ফল ফল ॥ ৯৬

শস্যফলদিবস ফল ফল এবং মৎস্যদিবসের ফল ফল। বৃদ্ধদিবসের শান্তি ফল, দ্বিজদিবসে ব্রাহ্মণদিবসের শান্তি ফল ॥৯৭

ব্রাহ্মণ অবাধ ও যুদ্ধোদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত দেখি নাই এবং শুনিও নাই। হায়! দেব নারায়ণ বর্তমানে আজ এরূপ ঘোর বিপর্যয় উপস্থিত হইল ! ॥ ৯৮

মহারাজ ভাগুরীবাহন এই কথা বলিয়া সেই যুদ্ধমদ বিরত হইলেন। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া তখন সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন ॥ ৯৯

অতঃপর শতজ্যানের পরম আদরের ধনুক যুদ্ধেই ছেদন করিয়া তাহার অবসান করিয়াছিলেন। সেই মহাবীর রাম-ব্রাহ্মণ তখন রাজের আজ্ঞানুসারে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥১০০

মহাবলবান মহারাজ অত্রিবংশে জন্ম হইয়াছিলেন বুঝিয়া যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০১

মহারাজ বাদ্যযন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং জনপরিপূরিত পুরমধ্যে তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাদ্যযন্ত্র দেখন করিতে পারিলেন ॥ ১০২

মুনে ! রাজা শতধনুর্যজ্ঞে প্রবাহিবিদিগে এক বিমান নিক্ষেপ করিলেন ; মুনিগণ মনের দ্বারা প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই বিমান ছেদন করিলেন ॥ ১০৩

অনন্তর আর এক বিমান দ্বারা তাহার বাদনের ধনু, রথ, সারথি ও যুদ্ধসজ্জা ছেদন করিলেন ॥ ১০৪

রাজা ভাগুরীবাহনকে সেই সময় অজেয় দেখিয়া মুনিগণ আবেশে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞস্থল রক্ষার্থে এক করিবার জন্য সংকল্পের যুদ্ধারম্ভ করিলেন ॥ ১০৫

অবশেষে যুদ্ধ নিক্ষেপ করিবার সময় এক অশরীরিণী বাক্য অর্থাৎ আকাশবাণী হইল—যে আরম্ভকর্তৃগণ। তোমরা শিবের অবার্য যুদ্ধ পরিত্যাগ কর ॥ ১০৬

পিতঃ কথং [illegible] দুর্বাসসা পুরা।
[illegible] ॥ ১০৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] পূর্বং [illegible] [illegible] ॥ ১০৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০৯
[illegible] কথং [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] কথং [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১০
[illegible] কথং [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১১
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১২

[illegible] উবাচ

পিতঃ কথং [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৩

[illegible] উবাচ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৪
পুরা দুর্বাসসা [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৫
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৬
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৭
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৮
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৯
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১২০

পূর্বকালে মহর্ষি দুর্বাসা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১০৮

[illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১০৯

সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন ॥ ১১০

[illegible] সেই [illegible] [illegible] করিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন ॥ ১১১ ১১২

[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৩

[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ১১৪

পূর্বকালে মহর্ষি দুর্বাসা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]'—এই [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ১১৫

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। যদি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই ॥ ১১৬

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া ও [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] ॥ ১১৭

[illegible] [illegible] করিয়া [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।) [illegible] [illegible] ॥ ১১৮

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ওঁ নমঃ শিবায়েতি ৬ নমস্কৃত্য যে নমস্যন্তু
ওঁ নমঃ শিবায়েতি ৬ স্বাহা তাদ্যাঃ নমস্যন্তু । ১২১
ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীঃ শিবায়েতি স্বাহা যেত্রে নমস্যন্তু
ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং শিবায়েতি নমো যে পাতু
নাসিকায়াং । ১২২
ওঁ নমঃ শিবায় সান্তায় স্বাহা কর্ণৌ নমস্যন্তু
ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং সংবারমন্ত্রে স্বাহা কর্ণৌ নমস্যন্তু ।১২৩
ওঁ হ্রীং শ্রীং পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা বক্ত্রং নমস্যন্তু
ওঁ হ্রীং মহেশায় স্বাহা চাধরং পাতু যে নমঃ । ১২৪
ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং ত্রিনেত্রায় স্বাহা কেশান্ নমস্যন্তু
ওঁ হ্রীং ঐং মহাদেবায় স্বাহা বক্ত্রং নমস্যন্তু । ১২৫
ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ঐং ত্র্যম্বায় স্বাহা নাসিং নমস্যন্তু ।
ওঁ হ্রীং ঐং শ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা পূর্বং নমস্যন্তু ১২৬

ওঁ হ্রীং হ্রীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা অক্ষি নমস্যন্তু ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং ঐশানায় স্বাহা পার্শ্বং নমস্যন্তু । ১২৭
ওঁ হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা উদরং পাতু যে নমঃ ।
ওঁ ঐং হ্রীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা বাহু নমস্যন্তু । ১২৮
ওঁ হ্রী শ্রীং হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা পাতু হৃদৌ মম ।
ওঁ মহেশ্বরায় হৃদয়ং বিরূপাক্ষ পাতু যে নমঃ । ১২৯
ওঁ হ্রীং ঐং ত্রিনয়নায় স্বাহা নাভৌ নমস্যন্তু ।
ওঁ সর্বেশ্বরায় সর্বায় স্বাহা সর্বং নমস্যন্তু । ১৩০
প্রাচ্যাং মাং পাতু ত্রিদশেশ আগ্নেয্যাং পাতু শঙ্করঃ ।
দক্ষিণে পাতু মাং রুদ্রো নৈর্ঋত্যাং স্কান্দপূরব ৬ ।১৩১
পশ্চিমে ভগনেত্রঘ্নোঽবতাৎ চন্দ্রশেখরঃ ।
উত্তরে গিরিশঃ পাতু ঐশান্যামীশ্বরঃ সদা । ১৩২
ঊর্ধ্বে হরঃ সদা পাতু অধো মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ ।
অন্যে ক্ষেমে চাক্ষতীকে স্বয়ং আধারূপে নমঃ । ১৩৩

পূজা আরম্ভ করে। প্রথম বিষ্ণুসহস্রবিষ্ণু এবং শিবোক্ত-শিবসহস্র) সর্বত্র বিষ্ণুর স্তবিহয়েছেন। আমরা বাংলা করিয়া ও পাঠ করিয়া সহজে সুধাসম নিখিলের জগৎ বিষ্ণুমূর্তি হইয়াছেন। ১১৯

আমরা বাংলা করিয়া বৈষ্ণবীকরণ করিয়াছেন। আমরা বাংলা করিয়া বাহ্যদেব, বেদব্যাস, ব্রহ্ম প্রভৃতি, অবতার ও পুরুষ বিষ্ণুমূর্তি হইয়াছেন। ১২০

'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রের মন্ত্র সর্বদা আমার মস্তক রক্ষা করুন। 'ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার ললাট রক্ষা করুন। ১২১

'ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং শিবায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং শিবায় নমঃ' এই মন্ত্র আমার ঘ্রাণ রক্ষা করুন। ১২২

'ওঁ নমঃ শিবায় সান্তায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার কর্ণ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং সংবারমন্ত্রে স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার কর্ণযুগল রক্ষা করুন। ১২৩

'ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার বক্ত্র রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং মহেশায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার অধর (ওষ্ঠ ও অধর—এই উভয়) রক্ষা করুন। ১২৪

'ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং ত্রিনেত্রায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার কেশসমূহ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং ঐং মহাদেবায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার বক্ত্র রক্ষা করুন। ১২৫

'ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ঐং ত্র্যম্বায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং ঐং শ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার পূর্বদেশ রক্ষা করুন। ১২৬

'ওঁ হ্রীং হ্রীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার অক্ষি রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং ঐশানায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার পার্শ্বদেশ রক্ষা করুন। ১২৭

'ওঁ হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার উদর রক্ষা করুন এবং 'ওঁ ঐং হ্রীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা' এই মন্ত্র সতত আমার বাহুদ্বয় রক্ষা করুন। ১২৮

'ওঁ হ্রী শ্রীং হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার হৃদয় রক্ষা করুন। 'ওঁ মহেশ্বরায় হৃদয়ায়' এই মন্ত্র সদা আমার বিরূপ রক্ষা করুন। ১২৯

'ওঁ হ্রীং ঐং ত্রিনয়নায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। 'ওঁ সর্বেশ্বরায় সর্বায় স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ১৩০

ত্রিদশেশ আমাকে পূর্বদিকে রক্ষা করুন, শঙ্কর আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, রুদ্র আমাকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন এবং চন্দ্রু আমাকে নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুন। ১৩১

ভগনেত্রঘ্ন আমাকে পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন, চন্দ্রশেখর আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা করুন, গিরিশ আমাকে উত্তর দিকে রক্ষা করুন এবং ঈশ্বর (ঈশান) আমাকে ঈশানকোণে রক্ষা করুন। ১৩২

পিতামহী পাতু যাং শ্রীহা ভক্তক ভক্তবৎসল। ১১৪
ইতি যে ধ্বনিতঃ বংশে কথম পরমাদুতম্।
ধ্বনলক্ষণযোগেন বিধি তবহি নিশ্চিতম্। ১১৫
যদি স্যাৎ নিশ্চলংগো কমলালো অবশ্য ক্রমম্
তব স্নেহেনাধ্যাত্মঃ প্রবক্ষ্যামি ন কস্যচিৎ। ১১৬
অতঃ কারণযোগেন্দ্রবিরোধো দুর্লভম্।
অবশ্যমেবলভ্যানি ভাগ্যমূলানি তে। ১১৭
সর্বাসি ভবিষ্যন্তি কলাং নাহিতি যোড়শীম্।

কারণেন প্রমাদেন কীলমূকো ভবেদ্ধ্রুবম্। ১১৮
সর্বজ্ঞঃ সর্বসিদ্ধীশো সর্বোত্তাহী ভবেদ্ ধ্রুবম্
ইতঃ ভবিষ্যন্তাত্মা। অতঃ যে পরমা প্রভূম্।
লক্ষণলক্ষণযোগেপি ন ধ্রুবঃ সিদ্ধিদায়কঃ। ১১৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে পরমাত্মপ্রকরণে নাম পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৩৫

ইহা আমাদের সদা উচ্চারণে ইচ্ছা করুন, তবে মনুষ্যের আমাদের অবশ্যিত ইচ্ছা করুন এবং ভক্তবৎসল পিতামহী পাতু ইহা ভক্ত আমাদের করে, ধ্রুব, ভক্তবৎসল, অবশ্য ও কারণযোগ দ্বারা ইচ্ছা করুন। ১১৪-১১৫

হে নারদ! এই আমি তোমাকে পরম গুহ্য 'ধ্রুবাখ্যান-বিষয়ক বৃত্তান্ত' বিষয়ক বলিলাম। এই ধ্রুব যদি নিশ্চল ভাব ধারণ করিতে পারিলে নিশ্চিত সিদ্ধি লাভ হইবে। ১১৬

যদি কোন বিঘ্নবশতঃ হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত মনুষ্যত্ব হইয়া যাইবে। আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই কথা তোমাকে বলিলাম। তুমি ভিন্ন কাহাকেও বলিবে না। ১১৭

কারণবশতঃ এই কথা যদি তোমাদের ধ্রুব দুর্লভ। সকল মনুষ্যের ধ্রুব এবং সত্য ভাগ্যমূল—এ সমস্তই এই ধ্রুবের যোগ করিলে এক ভাগের হইবার যোগ্য হয়। মানুষ এই ধ্রুবের প্রমাদে কীলমূক হইয়া যায়। ১১৮-১১৯

ধ্রুবের প্রসাদে মানুষ নিশ্চয় সর্বজ্ঞ, সর্বসিদ্ধীশ এবং অবশ্য ভাগ্যবান্ হয়। এই কথা যা আলিয়া যে মানব প্রভু পরমের ভজনা করে, সেই মানব সত্য সত্য নিশ্চয় ধ্রুব ভক্তিসহ সেই ধ্রুব সিদ্ধিলাভ করে না। ১২০

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে পরমাত্মপ্রকরণে পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা সুরথের সহ পরমাত্মার ধ্রুবমন্ত্রানুসারে তপস্যা-কালীন ভেদবর্ণন, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-সংবাদ, সুরথের নৃপতিত্ব এবং রাজা ধ্রুবের বৃত্তান্ত]

নারায়ণ উবাচ।

অথ রাজা নিপতিত্বে রাজা ধ্রুবসিদ্ধয়ে।
ধ্রুবেত্রান্ প্রেষয়ামাস ধ্রুবস্য প্রবিদ্যাবান্। ১
ধ্রুবস্যদঃ যোগবক্তা বিদর্ভঃ বিশ্বেশ্বরম্,
বিবাদিপতিত্বৈঃ সমবাদিপতিঃ তথা। ২

আরভূ সমরে যোদ্ধুং পর্বতাদ্যং আরভ্যচ।
ত্রিভিরক্ষৌহিণীভিশ্চ সেনাভিঃ সহ নারদ। ৩
রাজস্য রাজ্ঞঃ সর্বে যোগাভীতাঃ সুপাণ্ডবঃ।
নারায়ণাস্ত্রমাত্রেণ জ্ঞানেন ভগবদ্ধরিঃ। ৪

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[রাজা সুরথের সহিত পরমাত্মার ধ্রুবমন্ত্রানুসারে তপস্যা-কালীন ভেদবর্ণন, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-সংবাদ এবং সুরথের নৃপতিত্ব ধ্রুবের সহিত পরমাত্মার যুদ্ধ বর্ণন।]

নারায়ণ কহিলেন,—পরমাত্মা সুরথের হইলে পর ধ্রুবসিদ্ধির রাজা মার্কণ্ডেয়ার্জুন ধ্রুবমন্ত্রে নিযুক্ত পারদর্শী ধ্রুবজ্ঞ, যোগবক্তা, বিদর্ভ, বিশ্বেশ্বরজ, বিবাদিপতি ও সমবাদিপতি— এই সব ধ্রুবজ্ঞগণকে ধ্রুব প্রেরিত করিলেন। ১-২

নারদ! তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ এই সব মহাবলবান পরমাত্মার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধ্রুবমন্ত্রে আরম্ভ করিলেন। ৩

রাজার ভীত রাজগণ সকলে ধ্রুব ভীত হয়ে নারায়

যে বীরাঃ সাত্বতানেব বিদ্যাস্ত্রেণ প্রবর্হণাঃ।
ব্যধয়ন্‌ সাত্যকের্হেতোঃ প্রাদুর্ষান্‌ কৃতবর্মণঃ ॥ ৪
আহবো নময়ে শীঘ্রং দৃষ্ট্বা যাদবপুঙ্গবান্‌
নিনায়বজ্রঃ স তুরুষ্কপরিধিবোপমঃ ॥ ৬
ত্রিক্ষেপ বাসলাদক্ষ সর্ত্তারো মহাবলঃ ·
ত্রিক্ষেপ তাং সাত্যকের্হেতোঃ সোমদত্তো মহাবলঃ ॥ ৭
কৃষ্ণঃ সপ্তদশভূলেন দোষন্তং তমযান ॥
দৃষ্ট্বাবলঞ্চ তয়া বিদ্ধং মূর্চ্ছিতমুখঃ ॥ ৮
সৈন্যিনঃ দুঃখয়েনৈব সপ্তয়া ॥ সৈন্যয়া তথা
সাত্যয়ং তত্রোদ্যোগৈরুদ্ভাসেন সৈনিকান্‌ ॥ ৯
বিহত্য নিশিতান্‌ কৃষ্ণান্‌ সাত্যয়াস্ত্রিদশো রণে
ভূয়ায় কার্ত্তবীর্য্যঞ্চ সর্ত্তায়ো মহাবলঃ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা তং খোড়্‌শবাষ্ণেয়ঃ চাত্তানন্দ মহাযশাঃ।
আযন্তু সময়া কর্ত্তুং কার্ত্তবীর্য্যং বিষাণী ॥ ১১

কল্পিয়া বৃষ্ণিপ্রবীর সেই সব মহাবল যাদবশ্রেষ্ঠকে অস্ত্রসমূহ বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

তখন সেই সব বীর কবিত-দুর্দর্শিকল বিশেষ যত্নসহকারে যাদবগণ ও বিনাশ দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র-কৃতকে এক এক করিয়া বিনাশ করিলেন ॥ ৫

এই রূপে অস্ত্রযুদ্ধকে পরাজিত হইতে দেখিয়া প্রবলতি অগ্নিশিখাসদৃশ তেজসী তুরুষ্কপরাজ পরস্পরায় হস্তে নিজস্ব নিশাতবাণক বধ বাহন করিয়া তখন আগমন করিলেন ॥ ৬

মহাবল পরস্পরায় প্রথম বাণপাত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মহাবলিষ্ঠ সোমদত্ত বাণের দ্বারা সেই অস্ত্র ছেদন করিলেন ॥ ৭

তখন কৃষ্ণ অর্থাৎ পরস্পরায় পঞ্চদশটি মূলের দ্বারা সোমদত্তকে বধ করিলেন। তাহার দ্বারা মূলের দ্বারা মূর্চ্ছিতমুখ বিদ্ধ হইয়া বধ করিলেন ॥ ৮

পরস্পরায় যুদ্ধসমূহ দ্বারা সিন্ধিসাধিকের, সাত্যকি-দ্বারা সিন্ধিসাধকে, পরস্পরায় মহাবলিষ্ঠকে এবং অন্যান্য দ্বারা সৈন্যগণকে বধ করিলেন ॥ ৯

যুদ্ধ সমাপ্তির (ঘনশ্যামি)-কৃষ্ণ মহাযশস্বী মহাবল পরস্পরায় সমস্ত তুরুষ্কিগণকে বধ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের নিকট যাইতে হইলেন ॥ ১০

অন্য মহাবল রাজন্য পরস্পরায়কে যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে বিনাশ করার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

পরে পরে কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের দ্বারা, এইরূপ পরে পরে সৌরাষ্ট্র, পরে পরে রাষ্ট্রীয়, পরে পরে বাহ্লেয়, পরে পরে সৌম্য, পরে পরে বঙ্গীয়, পরে পরে মহারাষ্ট্রীয়, কলিঙ্গ তৈলঙ্গাদীয় এবং পরে পরে কাম্বিজ,— এই সব বীর যোদ্ধারা বাণসমূহদ্বারা পরস্পরায়কে আবৃত করিলে তুরুষ্কে যবনেরা এই সব বাণসমূহ ছেদন করিলেন। পরস্পরায় বাণসমূহ ছেদন করিয়া নীহার (কুয়াশা)-যুক্ত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১২-১৩

পরস্পরায় এইরূপে যুদ্ধকর্মের দ্বারাদের সহিত তিন দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তখনকার তিনি পরস্পরায় যখন আজৌহিণী সেনা ছেদন অর্থাৎ বধ করিলেন ॥ ১৪

যেরূপ বর্ষাকাল দ্বারা অত্যন্তীক্ষ্ণ অগ্নিতাপসমূহ ছেদন করা যায়, সেইরূপ পরস্পরায় নিজের পরশু (কুঠারের) দ্বারা সমস্ত সৈন্যগণকে ছেদন করিয়া নিজ-মূলের দ্বারা কৃষ্ণচিত্তকে বধ করিলেন ॥ ১৫

এই সব যোদ্ধাগণকে নিহত দেখিয়া সূর্যতেজসম্পন্ন কৃষ্ণ নিজ রাজন্য-পরিবৃত হইয়া যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন ॥ ১৬

যেরূপ এক সিংহ অন্য সিংহের সহিত যুদ্ধ করে,

কৃত্বা সরক্তমূলেন বৃষলস্য শিরোরুহান্ ৷ ১৩
ব্রাহ্মণাকৌরিণী সেনা ভবদ্ভির্যা বলী ৷ ১৪
নিঘ্নন্তী মর্ষয়ঃ সেনাশ্চ মুঞ্চন্তী মুক্তমূর্ধজা ৷
আক্রন্দয়ন্তী ভোজেষ্বান্ নির্ভর্ত্সিতা কৃতঘ্নতাম্ ৷ ১৫
নাশয়ন্তী দ্বিজেষ্বাশাঃ সাধ্বীঃ সাধুষু বৃত্তিষু ৷
ভবদ্ভিঃ ক্ষুভিতা রাজ্ঞঃ সমরে ক্ষুভিতে পুরে ৷ ১৬
কৃতঘ্নৈরাত্মভুক্তে ক্ষিপ্তে ভবদ্ভূমি ৷
অন্ধে যদৌ বা নিহতে পতদ্ভূমাবনগ্রহম্ ৷ ১৭
দৃষ্ট্বাস্ত্র বৃষলাধ্মস্তাবরুদ্ধে ভবনে ভবান্
কৃতঘ্নকৃত্যে ভবনে ভূয়া নারায়ণঃ শিবম্ ৷ ১৮
ভবন্ত এবং ভাষন্তু যদৌ নারায়ণাশ্রিতম্ ৷
অন্যাংস্তো ভবতো ঘ্নন্তঃ সংত্রাণে ক্ষিপ্তজীবিতম্ ৷ ১৯
ইত্যুক্ত সর্বতো ভূত্বা ভবন্তো ভবতা ময়া ৷
সমাঃ পর্যন্ত ভোগেন ক্ষিপ্তেদং বৃষলাধিপম্ ৷ ২০
ওজায় কালী ত্বাং সর্বান্ পাত্রতন্ত্রবহিষ্কৃতা
ক্ষিপ্তেদং নিরমূলং ন বৃষলানাং বধূরু বৎ ৷ ২১
দর্শং পুরতো দ্বারো ভবদ্ভালৈঃ ভবংস্তম্ভম্ ৷
ধারয়ন্তঃ দুরালক্ষ্যে বিকটাস্যাং ভবেরীম্ ৷ ২২
বিহায় শস্ত্রবস্ত্রঞ্চ শিবাভক্ষ কৃতঘ্নকাঃ
দুষ্টায় তাং মহামায়াং ভক্তিশ্রদ্ধাসুবন্ধতঃ ৷ ২৩

পরশুরাম উবাচ ৷

নমঃ সহস্রবাহবে সায়ংবৈ তে নমো নমঃ
নমো দুর্বিনাশিনৈ সায়ংবৈ তে নমো নমঃ ৷ ২৪
নমো নমো ভবন্তীভ্যো ভবংকৌর্যৈ নমো নমঃ ৷
নমোঽস্তু তে ভবন্তায়ৈ সায়ংবৈ নমো নমঃ ৷ ২৫

সেইরূপ মূলসহ কৃষ্ণ বর্ণের অতিশয় বিশাল ব্রাহ্মণ-সংযোগে যুদ্ধে যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন ৷ ১৩

ধনবান্ পরশুরাম বিবরণ পূর্বের ন্যায় ৪৩ ঋত্বিক্‌কে বরণ করিয়া পরশু দ্বারা মদন ব্রাহ্মণী সেনাকে বিনষ্ট করিবেন ৷ ১৪

ধনবান্ পরশুরাম মস্তক মৈথিলিকে ৪৩ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন ৷ তাহা কৃষ্ণবর্ণের ন্যায় কৃষ্ণের উপর তখন লাঙ্গল নিক্ষেপ করিবেন ৷ ১৫

তখন মহারাজ কৃষ্ণ লাঙ্গলের দ্বারা ধনবান্ রেবত করিবেন ৷ লাঙ্গলে তাহা কৃষ্ণ পরশুরামকে সেই সময় বারংবার উত্থান করিতে পারিবেন ৷ ১৬

তখন কৃষ্ণের পরশুরাম কৃষ্ণাতনয়ের কৃষ্ণকে বধ করিয়া নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন ৷ পরে কৃষ্ণপুত্র যৌবনকাল সেই নারায়ণাস্ত্র কৃষ্ণাকে ৪৩ করিয়া বধন করিবেন ৷ ১৭

কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণ সেই নারায়ণাস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া তখনো হয় হইতে নিজে অবতরণ করত অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক অন্যান্য নারায়ণের স্তব করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিবেন ৷ ১৮

তখন সেই অস্ত্রাদি প্রণত কৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়া তখনস্ত্র ঐশ্বরাস্ত্রের সমীপে গমন করিবেন ৷ ইহাতে পরশুরাম বিস্মিত হইবেন ৷ ১৯

তখন পরশুরাম ঐ কৃষ্ণাকে বলিবেন ৷—আমি তোমাকে আমি নমস্কার করি ৷ আমি নারায়ণাশ্রিতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ৷ আমি দুর্বিনাশিনী দেবীকে নমস্কার করি এবং সায়ংবৈদেবীকে আমি বারংবার নমস্কার করি ৷ ২৪

যাও ৷ আপনি ভবন্তী এবং ভবংকৌর্যী অর্থাৎ ভবন্তকৃত্তিধারিণী, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ৷ হে ভবন্তায়া ৷ আপনাকে নমস্কার ৷ মাতঃ ! আপনি সায়ংবরদা, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ৷ ২৫

প্রসীদ জগতাং ধাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি
মৎগৃহে গমনং যাবি প্রতিজ্ঞাং সার্থকং কুরু । ৩১
যদি মে বিমুখোঽসি ত্বং যাং ভক্তিস্তবীশ্বর ।
যং প্রসন্না তব ভূয়ে যাং ভক্তং ভক্তবৎসলে । ৩২
মুক্তাদি নিম্নলোকে চ বন্ধ্যা দত্তা যয়া পুরা ।
তাং যাং সফলাং কর্তুং ত্বমর্হসি হরাম্বে । ৩৩
পতিপুত্রসমন্বিতা ক্রিয়া প্রসন্নাজগদম্বিকা
ত্বয়ৈবিত্যেবমুক্ত্বা তু তস্যৈ যাত্তরীয়ম্ । ৩৪
এবমু কৃত্বাকৃত্যং ক্ষেমং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ
মহাস্তবাৎ মুক্তোঽপি স ভবেদ্বন্ধনাদপি । ৩৫
ন পুত্রিণস্য তৈলোক্যে তৈলোক্যাধিপতেঃ ভবেৎ ।
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠো ভবেচ্চৈব বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে কৃষ্ণজন্ম-
কাণ্ডে ষোড়শোঽধ্যায় ।

এবমিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মা কৃত্বা বর্ণকৃত্যং যথম্ ।
আসনে কৃষ্ণমাসাদ্য যয়ৌ ব্রাহ্মেণ চ । ৩৭

ব্রহ্মোবাচ

শৃণু যাং মহাযাং যথা পূর্বমেব চ ।
পুত্রীভবদ্ভক্তি প্রতি । ধর্মধ্বজ চ । ৩৮
ধন্যাসী সাবিত্রী যস্য দুর্বাসসা পুরা ।
পুত্রাপ্তয়ে তপস্তপ্তং তপঃকালং সুদুর্লভম্ । ৩৯
তপসঃ তপঃকালান্তে যেনোক্তং সুদুর্লভম্ ।
তপসঃ তপসা যস্য সর্বলভ্যমিবেশ্বরম্ । ৪০
অতীব পূজ্যং পরমং তৈলোক্যস্যচরাচরস্য
তস্মিন্ স্থিতে চ তপসি তপঃ ক্ষেত্রমলং ভবি । ৪১
কৃষ্ণো যস্তু কিমর্থং তপসাপ্তে প্রার্থনা সুদুর্লভা ।
পূর্বাবতারেষ্বপি যস্য যস্য পরমস্যাপি । ৪২
প্রাণাংস্ত্যক্তবতঃ স্বস্থঃ সর্বং যাস্যতি নিশ্চিতম্ । ৪৩

ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মা স্তবনা আরম্ভ করিয়া সাবিত্রীবরে কৃষ্ণজন্মখণ্ডের এই ষোলশীর সমাপ্তি বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৩৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাভাগ পরমাত্মন্ ! তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা সার্থক করিবার জন্য কৃষ্ণের আসন গ্রহণপূর্বক পূর্ব-কথিত এই ষোলশীর ১১৪ শ্লোক বল । ৩৮

পূর্বকালে যাহা [যাঁহা এই ছাঁদা কৃষ্ণকে ধন্যাসী সাবিত্রী (ছাইয়া) অধ্যায়ের ১৭ অধ্যায়ের ৩ (৪'৩) এবং তপস্যাকালীন অতিথির দুর্বাসা কথা প্রসঙ্গ করিয়া দিয়াছে । ৩৯

তপস্যাকালীন এই কথা যেমনভাবে অতি দুর্লভ, তাহার অন্য তপস্যাকালীন এই কথা বিষয়ের থাকে, তাহার সমস্ত পক্ষ নিষেধ হয় । ৪০

তিলোকমধ্যে যেমনভাবে এই তপস্যাকথা অতীব পূজনীয় ও প্রশস্ত । সেই তথা তাই পরমাত্মা থাকিয়ে এ ভূতলে কোন্ বস্তু তাহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে ! ৪১

কৃষ্ণজন্ম পরমাত্মা । তুমি কিসের জন্য বর চাও এবং তাহা কৃষ্ণের নিকট এই তথা প্রার্থনা কর । পূর্বাবতারেও এই তাহা পরম বাঞ্ছিত ও লাভ, তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে কথা, বর—এই সব ; অধিক কি ! প্রাণ পর্যন্ত দান করিবে । ৪২ ৪৩

[illegible] ॥ ৩৩
[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৩৩ [illegible] ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] নাম ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে গণপতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ-সংবাদে [illegible] ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কালীকবচম্।]

নারদ উবাচ।

কবচং শ্রোতুমিচ্ছামি তাঞ্চ বিদ্যাং দশাক্ষরীম্।
নাথ ত্বত্তো হি সর্বজ্ঞ ভদ্রকাল্যাশ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মহাবিদ্যাং দশাক্ষরীম্।
গোপনীয়ঞ্চ কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহেতি চ দশাক্ষরীম্।
দুর্বাসা হি দদৌ রাজ্ঞে পুষ্করে সূর্যপর্বণি ॥ ৩
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ কৃতা পুরা।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব পঠন্ কবচমুত্তমম্ ॥ ৪
বভূব সিদ্ধকবচোঽপ্যযোধ্যামাজগাম সঃ।
কৃৎস্নাং হি পৃথিবীং জিগ্যে কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ৫

নারদ উবাচ।

শ্রুতা দশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং ব্রূহি মে প্রভো ॥ ৬

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতম্।
নারায়ণেন যদ্দত্তং কৃপয়া শূলিনে পুরা ॥ ৭
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে শিবস্য বিজয়ায় চ।
তদেব শূলিনা দত্তং পুরা দুর্বাসসে মুনে ॥ ৮

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[কালী-কবচবর্ণন।]

নারদ কহিলেন,—নাথ! সর্বজ্ঞ! আমি এক্ষণে আপনার নিকট হইতে দশাক্ষরী মহাবিদ্যা (মন্ত্র) এবং ভদ্রকালীর কবচ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১

নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! আমি তোমাকে দশাক্ষরী মহাবিদ্যা এবং ত্রিজগতে দুর্লভ গোপনীয় কবচ বলিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র ঋষি দুর্বাসা পুষ্করতীর্থে, সূর্যগ্রহণ দিনে রাজা সুযজ্ঞকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩

রাজা দশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিলেন। অনন্তর পঞ্চ লক্ষ [illegible] পাঠ করিয়া সিদ্ধকবচ হন এবং পরে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি এই কালীকবচের প্রসাদে সমগ্র পৃথিবীতে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৪-৫

নারদ কহিলেন,—হে প্রভো! ত্রিজগতে দুর্লভ দশাক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি কালীকবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৬

নারায়ণ কহিলেন,—বিপ্রবর্য নারদ! পূর্বকালে ত্রিপুরাসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধকালে শিবের জয়লাভের জন্য কৃপা করিয়া বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শূলপাণি মহাদেবকে যে কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পরমাদ্ভুত কবচ আমি তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর। হে মুনে! সেই নারায়ণদত্ত কবচ মহাদেব পূর্বে দুর্বাসা মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭-৮

ভূর্ভাগমা চ মস্তকে [illegible] ন্যসেদ্বুধঃ ।
অভিপ্রায়তঃ ক্রমাৎ সর্বসংক্ষোভবিগ্রহম্ ॥ ৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা যে ন্যসেৎ মস্তকে ।
ক্রীং কপালে ন্যসেৎ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ইতি
লোচনে ॥ ১০
ওঁ হ্রীং ত্রিনেত্রায়ৈ স্বাহা নাসিকায়াং যে ন্যসেৎ
হ্রীং কালিকে হুং হুং স্বাহা বক্তে ন্যসেৎ ॥ ১১
হ্রীং ভদ্রকালিকে স্বাহা ন্যসেৎ দোর্দণ্ডযুগ্মকম্
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা কণ্ঠে ন্যসেৎ ॥ ১২
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা কর্ণযুগে ন্যসেৎ ।
ওঁ ক্রোং ক্রোং কাল্যৈ স্বাহা স্কন্ধে ন্যসেৎ ॥ ১৩
ওঁ ক্রোং ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা হৃদ্দেশে ন্যসেৎ ।
ওঁ ক্রোং কালিকায়ৈ স্বাহা নাভৌ ন্যসেৎ ॥ ১৪
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা পৃষ্ঠে ন্যসেৎ ।
চণ্ডবিনাশিন্যৈ স্বাহা মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ১৫
ওঁ হ্রীং হ্রীং মুণ্ডমালিন্যৈ স্বাহা পাদৌ ন্যসেৎ ।
ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা সর্বাঙ্গে যে ন্যসেৎ ॥ ১৬
আধারে ন্যসেৎ মহাকালী স্বাধিষ্ঠানে ভদ্রকালিকা ।
মণিপুরে ন্যসেৎ চামুণ্ডাং বৈশ্বানরে ন্যসেৎ কালিকা ॥ ১৭
[illegible] ন্যসেৎ [illegible] ন্যসেৎ [illegible] ।
[illegible] বিকরালা চ [illegible] ॥ ১৮
[illegible] ন্যসেৎ লোলজিহ্বা [illegible] ।
[illegible] ন্যসেৎ বিপ্রসত্তম ॥ ১৯
ইতি যো ন্যসিতঃ [illegible] সর্বসংক্ষোভবিগ্রহম্
[illegible] ॥ ২০
[illegible] ।
[illegible] পৃথিবীপতিঃ ॥ ২১

[illegible] ॥ ৯

"ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা" এই [illegible] অঙ্গে [illegible] । 'হ্রীং' এই মন্ত্র [illegible] এবং 'হ্রীং হ্রীং হ্রীং' এই মন্ত্র [illegible] লোচনদ্বয়ে ন্যাস করিবে ॥ ১০

'ওঁ হ্রীং ত্রিনেত্রায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা নাসিকায় ন্যাস করিবে । 'হ্রীং কালিকে হুং হুং স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা মুখে ন্যাস করিবে ॥ ১১

'হ্রীং ভদ্রকালিকে স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা [illegible] ন্যাস করিবে । 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা কণ্ঠে ন্যাস করিবে ॥ ১২

'ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা কর্ণযুগলে ন্যাস করিবে । 'ওঁ ক্রোং ক্রোং কাল্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা স্কন্ধে ন্যাস করিবে ॥ ১৩

'ওঁ ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা হৃদয়ে ন্যাস করিবে । 'ওঁ ক্রোং কালিকায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা নাভিদেশে ন্যাস করিবে ॥ ১৪

'ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা

পৃষ্ঠদেশে ন্যাস করিবে । 'চণ্ডবিনাশিন্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা মস্তকে ন্যাস করিবে ॥ ১৫

'ওঁ হ্রীং হ্রীং মুণ্ডমালিন্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবে । 'ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা সর্বাঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ১৬

মহাকালী আধারে [illegible] ন্যাস করিবে, ভদ্রকালিকা স্বাধিষ্ঠানে ন্যাস করিবে, চামুণ্ডা মণিপুরে ন্যাস করিবে এবং কালিকা [illegible] ন্যাস করিবে ॥ ১৭

[illegible] ন্যাস করিবে, [illegible] ন্যাস করিবে, বিকরালা [illegible] এবং [illegible] ন্যাস করিবে ॥ ১৮

লোলজিহ্বা [illegible] এবং [illegible] ন্যাস করিবে । [illegible] ([illegible]) [illegible] ন্যাস করিবে ॥ ১৯

[illegible] । এই ন্যাস [illegible] এবং [illegible] ॥ ২০

[illegible] এই [illegible] পৃথিবীপতি [illegible] ॥ ২১

প্রাপ্তেতা সোমকৈশ্চৈব যজ্ঞঃ সিদ্ধো ভবিষ্যতি ॥
অতো হি যোগিনাঃ শ্রেষ্ঠঃ সৌভরিঃ পিপ্পলাদকঃ ॥ ২২
যদি স্যাৎ সিদ্ধবংশঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
মহাজ্ঞানানি সর্বাণি তপাংসি চ ব্রতানি চ ॥
সিদ্ধিঃ স্বয়ম্ভবাস্যাশু তপসা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে কালীচরিতং নাম সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

যে কারণে এখানে সোমক ও সোমদ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই যে কারণের প্রভাবে সৌভরি এবং পিপ্পলাদও যোগিশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ২২

যেই যদি সিদ্ধবংশ হইতে পারেন, তবে তিনি সর্বসিদ্ধীশ্বর হইয়া যান। সর্বপ্রকার মহাজ্ঞানসমূহ, সমস্ত তপস্যা এবং ব্রতসমূহ বিশিষ্টরূপে এই কারণের যোগপ্রভাবে একত্রভাবে হইতে পারে না ॥ ২৩

এই কথা না বলিয়া যে ব্যক্তি অন্যথাভাবে কালীর কথা বলে, সেই ব্যক্তি পদে পদে কঠিনতর বিপদের মধ্যে নিপতিত হয় না ॥ ২৪

শ্রীনারদীয় মহাপুরাণ সংহিতার শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ও নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কালী-চরিতবর্ণন নামক সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৩৮

[মুদ্গল পক্ষিকর্তৃক দৃষ্টদমনকে রাজধানি মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, পুরন্দরাক্ষ-পক্ষরাজগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধবর্ণন প্রসঙ্গে মহালক্ষ্মীকবচকথন]

নারায়ণ উবাচ।

মুদ্গলে পক্ষিরাজে প্রবৃত্তে চ রণোদ্যমে বিহায়সি।
আজগাম পুরন্দরাক্ষঃ সেনয়ার্কৌঘদীপ্তয়া ॥ ১
পূর্বাংশেনোদ্যতো রাজা যুদ্ধায় চ মহান্।
মহালক্ষ্মীকবচঞ্চ সন্ধারয়ন্ পূর্বসঞ্চিতম্ ॥ ২
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা চ যত্ন মন্ত্রেণ সাদরম্।
পক্ষৈর্দধার সংযুক্তং ত্রৈলোক্যবিজয়ী তদা ॥ ৩

নারায়ণ বলিলেন—নারদ! রাজকুমারের অতি ভয়ঙ্কর অত্যুগ্রমূর্তি দর্শনমাত্রই মুদ্গল ভূপতিত হইল এবং তাঁহার পুত্র পুরন্দরাক্ষ নিজ অক্ষৌহিণী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ১

এই পুরন্দরাক্ষের পূর্বাংশে মুদ্গলের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মহালক্ষ্মীর সেবক, মন্ত্রবীর্য এবং পূর্বসঞ্চিত ধারণকারী ছিলেন ॥ ২

এই পুরন্দরাক্ষ পূর্বে মহালক্ষ্মীর অবতারের কল্পে যাত্রার দিনে পরম ঐশ্বর্যশালী ও ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়াছিলেন ॥ ৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রহ্মখণ্ডে কালীচরিতং নাম সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

মহালক্ষ্মীর কৃপায় এবং প্রভাবেই বিশিষ্টরূপে এই কারণের যোগপ্রভাবের একত্রভাবে হইতে পারে না ॥ ২৩

এই কথা না বলিয়া যে ব্যক্তি অন্যথাভাবে কালীর কথা বলে, সেই ব্যক্তি পদে পদে কঠিনতর বিপদের মধ্যে নিপতিত হয় না ॥ ২৪

শ্রীনারদীয় মহাপুরাণ সংহিতার শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ও নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কালী-চরিতবর্ণন নামক সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৩৮

[মুদ্গল পক্ষিকর্তৃক দৃষ্টদমনকে রাজধানি মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, পুরন্দরাক্ষ-পক্ষরাজগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধবর্ণন প্রসঙ্গে মহালক্ষ্মীকবচকথন]

নারায়ণ উবাচ।

মুদ্গলে পক্ষিরাজে প্রবৃত্তে চ রণোদ্যমে বিহায়সি।
আজগাম পুরন্দরাক্ষঃ সেনয়ার্কৌঘদীপ্তয়া ॥ ১
পূর্বাংশেনোদ্যতো রাজা যুদ্ধায় চ মহান্।
মহালক্ষ্মীকবচঞ্চ সন্ধারয়ন্ পূর্বসঞ্চিতম্ ॥ ২
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা চ যত্ন মন্ত্রেণ সাদরম্।
পক্ষৈর্দধার সংযুক্তং ত্রৈলোক্যবিজয়ী তদা ॥ ৩

মুদ্গলকে পুরন্দরাক্ষের আগমন করিতে দেখিয়া পরম বুদ্ধিমান্ পক্ষরাজের সকল রাজপক্ষ হইতে বাছাবাছি করা বীর সকল করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥ ৪

তাহার পর পক্ষরাজ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবল পুরন্দরাক্ষ অন্যান্যদের পরাজিতের অন্তরালে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিলেন ॥ ৫

অনন্তর সেই বীর রাজারা পক্ষরাজ দ্বারা পুরন্দরাক্ষের হস্ত, পক্ষরাজ দ্বারাই এবং বল বীরত্ব রাজার যথাযথভাবে সেবন করিলেন ॥ ৬

এই রাজকুমার যাহা যাহা দ্বারা পুরন্দরাক্ষের বল, পক্ষরাজের দ্বারাই এবং বল বীরত্ব তাঁহার যথাযথভাবে সেবন করিলেন ॥ ৭

যে চ [illegible] দেবাঃ [illegible]
[illegible] যে বীরাঃ [illegible] ।
[illegible] পুনঃ [illegible] ॥ ৮
[illegible]
[illegible] ॥ ৯
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১১
রাজা [illegible] মহারণঃ ।
[illegible] ॥ ১২
[illegible] যে বীরাঃ [illegible] ।
রাজা [illegible] ॥ ১৩

[illegible] ॥ ১৪
[illegible]
[illegible] ॥ ১৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৭
রাজা [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৮
[illegible] রাজা [illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯
[illegible]
[illegible] ॥ ২০

এই [illegible] পুনরায় [illegible] করিলেন। [illegible] পুষ্পকে [illegible] বাণ বর্ষণ [illegible] ॥ ৮

তখন [illegible] শক্তি, পরিঘ, মুষল, মুদ্গর এবং [illegible] বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

কিন্তু এই সমস্ত [illegible] হইয়া যাইল। [illegible] দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ১০

[illegible] শত [illegible] চন্দ্র, [illegible] ছেদন করিলেন ॥ ১১

মুনে! রাজা [illegible] করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তখন [illegible] ছেদন করিলেন। [illegible] রাজা [illegible] নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ॥ ১৩

[illegible] দেখিয়া [illegible] করিলেন ॥ ১৪

[illegible] এবং [illegible] বর্ষণ করিতে [illegible] করিয়া [illegible] বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

[illegible] পতিত হইল। [illegible] গ্রহণ করিলেন ॥ ১৬

সেই [illegible] নিক্ষেপ করিলেন। সেই [illegible] ছেদন করিয়া [illegible] করিলেন ॥ ১৭

[illegible] রাজা [illegible] করিয়া [illegible] করিতে লাগিলেন; কিন্তু [illegible] সেই [illegible] ছেদন করিলেন ॥ ১৮

তখন রাজা [illegible] নিক্ষেপ করিলেন। [illegible] সেই [illegible] ছেদন করিলেন ॥ ১৯

[illegible] নিক্ষেপ করিলেন এবং [illegible] সেই সব [illegible] ছেদন করিলেন ॥ ২০

রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতং ব্রহ্মন্ মহাভাগবতস্য চ।
শ্রুত্বা নির্বাণমগ্নেস্ত্বং সম্ভবেন্মানসো ভবান্। ২১

সর্বাণ্যেতানি শস্ত্রাণি রাজ্ঞঃ পারীক্ষিতস্য বৈ।
ত্রিষ্বশ্বমেধরাজ্ঞো মে দৃশ্যন্তাং ব্রহ্মবিত্তম ॥ ২২

রাজ্ঞশ্চ তস্য বিপ্রর্ষে মহাভাগবতস্য বৈ।
নারায়ণস্য চ তথা ব্রহ্মন্ বিপ্রাংশ্চ দর্শয়। ২৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিং করোমি ক্ষুধা কর্ষ মম তেজো হরিষ্যতি বৃদ্ধঃ।
অন্নং বৃদ্ধঃ পারীক্ষিতস্য কোপাৎ কিং ত্বমিহ ন্যস্যসি ॥২৪

বিদ্ধঃ পারীক্ষিতেনৈব ক্ষুধার্তস্য চ ভারত
ধর্ষিতস্য শমীগর্ভে কিমন্যৎ ক্ষত্রিয়াৎ ভবেৎ। ২৫

অহং পারীক্ষিতং ক্ষেত্রমন্নদানেন সূদয়ন্।
হতো দুর্ধর্ষতেজৈব সর্বাংস্তানভিবর্ধয়ন্। ২৬

পারীক্ষিতং পরীক্ষার্থং ক্ষেত্রং দুর্ধর্ষমব্রবীৎ।
এতে প্রবাসে দর্ভেষ্বাস্তরণাত্ত ভারত ॥ ২৭

তান্ত পারীক্ষিতং ব্রহ্মন্ মহীয়ং বহনা পৃথু।
যথা ক্ষেত্রমি রাজানং পূজয়াক্ষ মহাবলম্। ২৮

কার্ষ্ণায়ীমমজন্তায়া যথা ক্ষেত্রমি সাম্প্রতম্।
অহরত্যা মাতরমেব তথৈনাং ভগবানি যে ॥ ২৯

মহালক্ষ্মাক্ষ কন্যা মিত্রু লোকেষু দুর্লভম্।
তক্ষ্যাক্ষ পুত্রমাক্ষেন দুষ্ট ক্ষেত্রে বিনাক্ষতঃ ॥ ৩০

পক্ষঃ দুর্ধর্ষিনাধিষ্ঠাঃ ক্ষত্রঃ পরমাদুষ্কৃত।
দুষ্কৃত ক্ষিত্রে যাতো পুত্রমাক্ষুক্ষেন চ ॥ ৩১

ক্ষত্রক্ষ প্রজানেন বিষঃ ক্ষেত্রং ক্ষতো চ ক্ষৌ।
ক্ষো ক্ষেত্রা চ মিত্রুক্ষনে ক্ষেত্রে চ ক্ষত্রচ ক্ষিত্রে ॥৩২

অন্নং যাস্যামি ক্ষিপ্রার্থং মহিষ্যমনে ভয়োক্ষুনে।
করিষ্যামি চ বহ্নিক্ষা প্রেক্ষিতা সহনাহতে ॥ ৩৩

অন্নে পরক্ষণে সমুদায় পৃথক সমাসমক্ষণের রাজার উপর ক্রমায় ক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু রাজা পৃথুরাজ সমাসমনে অন্যায়ন্যে সেই রাম-বিক্ষিপ্ত ক্রমায়ন্যই নিরোপিত করিলেন। ২১

ইহাতে পরক্ষণায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে বিস্ময়ে হইয়া পারক্ষণ অন্ন রাজীয় ভক্ত সর্বাণি অন্ন ও সমুদক্ষণ রাজার উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষি পৃথুরাজ অবলম্বনই হেলন করিলেন। ২২

দুর্বিনয় নামন। তখন পরক্ষণায় নিজের ভয় করিয়া তাঁহাকে ক্রোধ করিয়া পারক্ষণ অন্ন গ্রহণ করিলেন। এদিকে ক্রমায় মায়াবল প্রকাশপূর্বক হরণ করিয়া পরক্ষণায়ক বলিলেন। ২৩

ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণরূপী মায়াবল) বলিলেন,—হরে পরক্ষণায়! তুমি ক্রোধিলেন অথবা এইরূপ ক্রোধ পূরুষ, তুমি এ কি করিলে? তুমি ক্রোধে বিস্ময় হইয়া এক মহাপুরুষ অন্ন করিয়ায় ক্ষমা 'পারক্ষণ'অন্ন ক্রোধ করিলে উচিত হইয়াছে? ২৪

এই পারক্ষণ অন্ন ধর্মজ—ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন। ইহা বিক্ষিপ্ত হইলে পরমধর্ম ঐক্ষুক ধারণ এই পারক্ষণ অন্নের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ২৫

এমনকি আমিই এই পারক্ষণ অন্ন ও দুর্ধর্ষ অন্নকে ভস্ম করিতে সমর্থ। এই পারক্ষণ অন্ন এবং ঐক্ষুক দুর্ধর্ষ অন্ন—এই উভয় অন্ন অতি সমস্ত অন্নের সেই পারক্ষণ পারক্ষণের ক্ষেত্রের দুর্ধর্ষনে। ২৬

এতে প্রবাসে দর্ভেষ্বাস্তরণাত্ত ভারত ॥ ২৭

তান্ত পারক্ষণ ব্রহ্মন্ মহীয়ং বহনা পৃথু।
যথা ক্ষেত্রমি রাজানং পূজয়াক্ষ মহাবলম্। ২৮

কার্ষ্ণায়ীমমজন্তায়া যথা ক্ষেত্রমি সাম্প্রতম্।
অহরত্যা মাতরমেব তথৈনাং ভগবানি যে ॥ ২৯

মহালক্ষ্মাক্ষ কন্যা মিত্রু লোকেষু দুর্লভম্।
তক্ষ্যাক্ষ পুত্রমাক্ষেন দুষ্ট ক্ষেত্রে বিনাক্ষতঃ ॥ ৩০

পক্ষঃ দুর্ধর্ষিনাধিষ্ঠাঃ ক্ষত্রঃ পরমাদুষ্কৃত।
দুষ্কৃত ক্ষিত্রে যাতো পুত্রমাক্ষুক্ষেন চ ॥ ৩১

ক্ষত্রক্ষ প্রজানেন বিষঃ ক্ষেত্রং ক্ষতো চ ক্ষৌ।
ক্ষো ক্ষেত্রা চ মিত্রুক্ষনে ক্ষেত্রে চ ক্ষত্রচ ক্ষিত্রে ॥৩২

অন্নং যাস্যামি ক্ষিপ্রার্থং মহিষ্যমনে ভয়োক্ষুনে।
করিষ্যামি চ বহ্নিক্ষা প্রেক্ষিতা সহনাহতে ॥ ৩৩

করিয়া দেন। ২৭

বিষ্ণুমিত্র অথবা পরক্ষণিত এই পারক্ষণ অন্ন এবং ঐক্ষুক এই দুর্ধর্ষ অন্ন—এই উভয় অন্নই সর্বাণি অন্নসমূহের অথবা প্রধান। ২৮

ব্রহ্মন্! তুমি পারক্ষণ অন্ন পরিত্যাগ কর। রাজাকে তুমি মহাবল পূজাতেজে বধ করিতে পারিবে, আমার সেই বাক্য তুমি গ্রহণ কর। ২৯

অথবা কার্ষ্ণায়ীমাতৃস্বরূপের মাতাকে বধ করিতে পার, আমি সেই সমস্ত কথাই তোমাকে বলিব, তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। ৩০

মহালক্ষ্মীর কিন্তু লোকে দুর্লভ কন্যা পুত্রমাক্ষ অভিমন্যুকে মহাবিধি ভেদ করিয়াছে। ৩১

দুর্ধর্ষিনাধিষ্ঠাঃ দুর্ধার উত্তর পরমাদুষ্কৃত ভক্ষ এই পুত্রমাক্ষের পূর্বে ধর্মিত বাক্যে বাধ করিয়াছে। ৩২

এই বিদ্যা ও পুত্র উত্তরার মহালক্ষ্মী এবং দুর্ধা ভক্ষের প্রভাবে বিদ্যুক্ত ভয় করিতে সমর্থ। মহালক্ষ্মীর ও দুর্ধার ভক্ষ যেহে পারিলে বিষ্ণুমন এইরূপ যে আমার যে, সেই ভক্ষমহাবীরও ভয় করিতে পারিবে। ৩৩

দূরব। আমি তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্তই এই দুই ভক্ষ ক্রিয়া করিয়াও ভক্ষ যাইব। তথায় আমি এই ভক্ষ ক্রিয়া করিব, ক্রিয়াসমাপ্ত ভক্ষ প্রয়োগ করিলেই তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইবে। ৩৪

ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাধঃ [illegible]মানসঃ ।
উবাচ ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা [illegible] বিপ্রবর ॥ ৭৪

নন্দ উবাচ

ন জানামি মহাভাগ কথং ব্রাহ্মণপুঙ্গব
[illegible] ব্রহ্মি মাং মুঢ়ং [illegible] ॥ ৭৫
[illegible] ব্রাহ্মণং মাম্ ।
[illegible] [illegible] ॥ ৭৬
[illegible] ।
[illegible] বিপ্ররূপেণ [illegible] ।
[illegible] বিষ্ণুর্বৈষ্ণব [illegible] ॥ ৭৭

নারদ উবাচ

মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং কেন দত্তং মহামুনে ।
পুত্রাখ্যায় [illegible] কৌতূহলং মম ॥ ৭৮
কবচান্যপি [illegible] পুত্রাখ্যানমেব চ ।
[illegible] কেন বা দত্তং [illegible] ॥ ৭৯

কবচানি [illegible] কিং ফলম্ ।
[illegible] ॥ ৮০

নারায়ণ উবাচ

পুরা সনৎকুমারেণ পুত্রাখ্যায় ধীমতে
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং [illegible] ॥ ৮১
কবচান্যপি [illegible]
[illegible] পুত্রাদিবিধিমেব [illegible] ॥ ৮২
[illegible] পুরা ।
[illegible] ॥ ৮৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৪
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৮৫
[illegible] পুত্রাদিবিধিং [illegible] ।
পুরা [illegible] পুত্রাখ্যায় ধীমতে ॥ ৮৬

ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া [illegible] হইয়া [illegible]। তখন তিনি [illegible] সেই শুভ ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ৭৪

নন্দরায় বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি [illegible] না, ব্রাহ্মণের [illegible] আপনি [illegible]। আমি মূঢ়, [illegible] আপনি কে? [illegible] ॥ ৭৫

[illegible] বাক্য শ্রবণ করিয়া [illegible] বলিলেন—'আমি বিষ্ণু'। তিনি এই কথা বলিয়া [illegible] পুত্রাখ্য [illegible] ॥ ৭৬

[illegible] ॥ ৭৭

নারদ বলিলেন,—মহামুনে! পূর্বে পুত্রাখ্যকে কোন্ ব্যক্তি মহালক্ষ্মীর কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? [illegible] কৌতূহল হইতেছে ॥ ৭৮

এই পুত্রাখ্যের [illegible] কোন্ ব্যক্তি দুর্গাদেবীর [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, [illegible] আপনি [illegible] বলুন ॥ ৭৯

হে [illegible]! [illegible] কবচ [illegible]? [illegible] আপনি আমাকে এ সমস্ত বলুন ॥ ৮০

নারায়ণ বলিলেন,—[illegible] সনৎকুমার [illegible] পুত্রাখ্যকে মহালক্ষ্মীর কবচ এবং [illegible] দান করিয়াছিলেন ॥ ৮১

তিনি পুত্রাখ্যকে মহালক্ষ্মীর কবচ, [illegible] [illegible] পূজাবিধি উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৮২

পুত্রাখ্যের [illegible] দুর্গাদেবীর কবচ, [illegible] পুত্রাখ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮৩

[illegible] বিষ্ণু [illegible] প্রদান করা হইয়াছিল, [illegible] তুমি [illegible] করিবে ॥ ৮৪

[illegible] তুমি [illegible] হইতে মহালক্ষ্মীর [illegible]—"ওঁ শ্রী [illegible]" ॥ ৮৫

হে মুনে! পূর্বে সনৎকুমার ধীমান্ পুত্রাখ্যকে [illegible] পূজাবিধি উপদেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৮৬

মহেন্দ্রমন্দরস্থাঃ পদ্মমালাধরাঃ শুভাঃ।
পদ্মালয়াঃ পদ্মকরাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ ॥ ৪৭
পদ্মমুখ্যশ্চিয়াঃ পদ্মমুখপদ্মবিমানিনীঃ
পদ্মিনীঃ পদ্মহস্তাশ্চ পদ্মমালাবিভূষিতাঃ ॥ ৪৮
পদ্মদ্বয়করাভাশ্চ পদ্মযোনিবিবন্ধনীঃ
পদ্মকাননাঃ পদ্মস্থাঃ পদ্মিন্যঃ স্তা ইতে মুদা ॥ ৪৯
চন্দনক্ষৌদ্রে পদ্মে পদ্মপুষ্পেণ পূজয়েৎ।
ধ্যাত্বা সম্পূজ্য দত্ত্বাঽর্ঘ্যোপচারাণি মোক্ষদ ॥ ৫০
ওঙ্কারাদ্যা ও প্রণবং নাদবিন্দুবিভূষিতম্
ততঃ শ্রীবাচকাঃ প্রশ্চন্ দর্শনাং যদাদি চে ॥ ৫১

নারায়ণ উবাচ

শৃণু বিপ্রেন্দ্র পদ্মায়াঃ কবচং পরমং শুভম্।
পরমাত্মেন যদ্দত্তং নারদায় চ ব্রহ্মণে ॥ ৫২

মন্ত্রাণাং কবচং শ্রেষ্ঠং তৎ পঠে মনসে ভবেৎ।
পদ্মালয়াপ্রসাদেন মনস্বী চ ভবেন্ নরঃ ॥ ৫৩
পদ্মালয়াবরং প্রাপ্য পাঠেন কবচস্য চ প্রভুঃ।
পাঠেন পঠনাচ্চ ভবতঃ পরমাত্মসমম্ ॥ ৫৪
যতঃ সর্বসমত্বাচ্চ প্রিয়শ্চাস্যা বৈষ্ণবে।
কুমারেণ চ যদ্দত্তং পুষ্করায় চ নারদ ॥ ৫৫
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মা সর্বস্রিষ্টেশ্বরো মহান্।
পরমৈশ্বর্যমাপন্নঃ সর্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥ ৫৬
যদ্ধৃত্বা চ ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরশ্চ ধনাধিপঃ
ধনাঢ্যানাং বরঃ শ্রীমান্ পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥ ৫৭
ত্রিসন্ধ্যযোরাসনাগ্রে লক্ষীবন্তো ভবেন্ নরঃ।
পৃথুঃ পৃথ্বীসমিঃ সদ্যো বহুধন ধারণাদ্ যতঃ ॥ ৫৮
কবচস্য প্রসাদেন ধনং ধন্যঃ প্রজাপতিঃ
ধর্মশ্চ ধর্মদাতা চ সাক্ষী পাতা যতঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৯

মহেন্দ্রমন্দর ইত্যাদি—যিনি মহেন্দ্রমন্দিরে পদ্মে অবস্থান করিতেছেন, পদ্মপত্র বিকৃত্ত নিভা যাহা তাহার, পদ্মের ন্যায় যাঁর নয়ন, পদ্মালয়া, পদ্মমুখ্য শ্রীহার মুখে পদ্ম আছে, যিনি পদ্মমুখশ্রিয়া, পদ্মমুখ পদ্মের ন্যায় যাঁর, পদ্মিনী—পদ্মবিমানিনী, পদ্মহস্তা, পদ্মমালায় বিভূষিতা, পদ্মযুগলসদৃশ বিভূষিতা, পদ্মের যোনা দৃঢ়িকারিণী এবং যিনি পদ্মের অবস্থানে করিতেছেন, আমি সাদরে সেই ইন্দ্রাদিদেবী দেবী মহালক্ষ্মীর স্তবনা করি ॥ ৪৭-৫১

এই মন্ত্র ধারণ করিয়া সাধক দেবীর পার্শ্বিবপদ্মের পূজা করিয়া চন্দন ঈক্ষার প্রদান পূর্বক পদ্মের মধ্যে অথবা চন্দনাদির অভাবে শুধু পদ্মপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিবে ॥ ৫০

তাহার পর ধ্যান করিয়া ধারণ করিয়াছেন দেবীকে প্রণাম করিবে। অনন্তর এখন আমি তোমাকে মহালক্ষ্মীর সর্বোত্তম কবচ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫১

নারায়ণ কহিলেন—নারদ। যাহা পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু নারায়ণের ব্রহ্মাকে যে কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, পদ্মাদেবীর সেই শুভ ও সর্বোত্তম কবচ শ্রবণ কর ॥ ৫২

ব্রহ্মা নারায়ণের নারায়ণের অবস্থান করিয়াই এই কবচ ধারণ করিয়া তপঃ সৃষ্টি করিলেন। পদ্মালয়ার অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর কৃপাপ্রসাদে তিনি লক্ষ্মীবান্ হন ॥ ৫৩

পদ্মবাসিনি ইত্যাদি পদ্মালয়ার বর লাভ করিয়াই অবশেষে তপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং এখন পাঠফলে পরমাত্মার এই মহালক্ষ্মীর কবচ বিষ্ণুর ন্যায় পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বয়ের প্রদান করিয়াছিলেন। যাহার যে কবচ সমস্ত দ্বারা পূজকাদিকে সদা প্রদান করেন ॥ ৫৪-৫৫

অন্য ব্রহ্মা মহালক্ষ্মীর যে কবচ ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া সর্বস্রিষ্টেশ্বর, মহান্ (সর্বশ্রেষ্ঠ), পরমৈশ্বর্যযুক্ত এবং সর্বসম্পন্নশালী হইয়াছেন ॥ ৫৬

যাহা ধারণ করিয়া কুবের ধনাধ্যক্ষ ও ধনাধিপতি হইয়াছেন। যাহা ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া ধনাঢ্যগণের শ্রেষ্ঠত্বশালী ও শ্রীমান্ হইয়াছেন ॥ ৫৭

ত্রিসন্ধির সাধক। ত্রিসন্ধ্যের ও উপাসনার আসনাগ্রে অর্থাৎ যে কবচ ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া লক্ষ্মীযুক্ত হইয়াছেন। যে কবচ ধারণ করিয়া পৃথু অনন্তকাল পৃথিবী হইয়াছিলেন ॥ ৫৮

যে কবচের প্রসাদে ধন ধন্য প্রজাপতি হন। যে কবচের কৃপায় ধর্ম ধর্মস্বরূপের সাক্ষী ও দাতা হইয়াছেন ॥ ৫৯

ব্রহ্মা দক্ষিণে বাহৌ বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়িনঃ।
তস্মা বিষ্ণুং কণ্ঠে চ দেবো নারায়ণোঽদদৎ ॥ ৬০
ধৃত্বা ধারণাৎ দেবো কবচং প্রসাদতঃ
সর্বেশ্বরশ্চ শ্রীনারায়ণো বাহনার্হ মতঃ ॥ ৬১
ধৃত্বা ধর্মো কবচং বরদা বাহনার্হ মতঃ।
দেবানাং শাসিতঃ শ্রীমান্ সা নারায়ণস্য সর্বশঃ ॥ ৬২
নিত্যং বিস্মিতো ঝটিতি পদ্মাসনস্য মতঃ
সুখং মতঃ শ্রীমান্ নারায়ণস্য বনাৎ ॥ ৬৩
সর্বসম্পৎপ্রদস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবী পদ্মালয়া স্বয়ম্ ॥ ৬৪
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ
পুণ্যবীজঞ্চ মহতাং কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
ওঁ শ্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা মে পাতু মস্তকম্
শ্রীং মে পাতু কপালঞ্চ লোচনে শ্রীং শ্রিয়ৈ নমঃ ॥৬৬

বিষ্ণু যে কবচ দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া ক্ষীরোদ-শায়ী হইয়াছেন অর্থাৎ ক্ষীরোদসাগরে উপর শয়ন করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন, শ্রীনারায়ণ কণ্ঠদেশে বাহুতে যেন—যাহা যে কবচ ধরিয়াছেন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন (এবং কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া সমর্থ হইয়াছেন) ॥ ৬০

প্রজাপতি কবচ যাহা ধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণের বাহনত্ব পুরুষকে লাভ করিয়াছেন, যে কবচ ধারণ করিয়া ইন্দ্র শ্রীমান্—সর্বৈশ্বর্যশালী ও সকল দেবতার অধিপতি হইয়াছেন ॥ ৬১

যাহা ধারণ করিয়া যমও ধর্ম ও ভগবান্—শাসনকর্তা হইয়াছেন। ("ধর্মরাজ ও যমরাজ বিষ্ণু কৃপায় এক। ঈশ-বৈবস্বতাদিভ্য সুষ্ঠুত্বঃ কবচে পুত্রৈঃ" অথবা "কৃত শ্রীধর্মরাজ-যম-মার্কণ্ডেয়-পৌড়িকীত্বম্" ইত্যাদি।) যাহা ধারণ করিয়া মহা শ্রীমান্ ও নিত্যাকর্ষিত হইয়াছিলেন ॥ ৬২

যাহা ধারণ করিয়া ও পাঠ করিয়া পৌড়ুর বিষ্ণু অধিকারী এবং যাহা ধারণ করিয়া ধর্মারাজ পুত্র সুমনা শ্রীমান্ ও ধার্মিক হইয়াছেন ॥ ৬৩

সর্বসম্পৎপ্রদ এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ বৃহতী এবং দেবী স্বয়ং পদ্মালয়া—লক্ষ্মী ॥ ৬৪

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তিবিষয়ে

ওঁ শ্রীং শ্রিয়ৈ স্বাহেতি চ কর্ণযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্ ॥ ৬৭
ওঁ শ্রীং পদ্মালয়ায়ৈ চ স্বাহা দন্তং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ দন্তরন্ধ্রং সদাবতু ॥ ৬৮
ওঁ শ্রীং নারায়ণেশায়ৈ মম কণ্ঠং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং কেশবকান্তায়ৈ মম স্কন্ধং সদাবতু ॥ ৬৯
ওঁ শ্রীং পদ্মনিবাসিন্যৈ স্বাহা নাভিং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং সংসারমাত্রে মম বক্ষঃ সদাবতু ॥ ৭০
ওঁ শ্রীং শ্রীং কৃষ্ণকান্তায়ৈ স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং শ্রিয়ৈ স্বাহা মম হস্তৌ সদাবতু ॥ ৭১
শ্রীং শ্রীনিবাসকান্তায়ৈ মম পাদৌ সদাবতু
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শ্রিয়ৈ স্বাহা সর্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥৭২

এই কবচের বিনিয়োগ করা উচিত আছে। এই মহাপুণ্য এবং মহাকবচের পুণ্যবীজস্বরূপ ॥ ৬৫

"ওঁ শ্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। 'শ্রীং' এই মন্ত্র আমার কপাল রক্ষা করুন। 'শ্রীং শ্রিয়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র আমার লোচনদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ৬৬

'ওঁ শ্রীং শ্রিয়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার কর্ণযুগল রক্ষা করুন। 'ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন ॥ ৬৭

'ওঁ শ্রীং পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার দন্ত রক্ষা করুন। 'ওঁ শ্রীং কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ' এই মন্ত্র সদা আমার দন্তরন্ধ্র রক্ষা করুন ॥ ৬৮

'ওঁ শ্রীং নারায়ণেশায়ৈ' এই মন্ত্র সদা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। 'ওঁ শ্রীং কেশবকান্তায়ৈ' এই মন্ত্র সদা আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন ॥ ৬৯

'ওঁ শ্রীং পদ্মনিবাসিন্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং সংসারমাত্রে' এই মন্ত্র সদা আমার বক্ষ রক্ষা করুন ॥ ৭০

'ওঁ শ্রীং শ্রীং কৃষ্ণকান্তায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং শ্রিয়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার হস্তদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ৭১

'শ্রীং শ্রীনিবাসকান্তায়ৈ (মতান্তরে— 'ওঁ শ্রীনিবাস-কান্তায়ৈ') এই মন্ত্র সদা আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন।

আচার্যং পাতু মহালক্ষ্মীরায়েত্যাং তমলসেত্যা ।
পত্যা মাং রক্ষিতে পাতু নৈর্ঋত্যাং শ্রীরিতিত্রিয়া । ৭৩
পত্যালয়া পশ্চিমে মাং বায়ব্যাং পাতু শ্রীঃ স্বয়ম্ ।
উত্তরে কমলা পাতু ঐশান্যাং বিষ্ণুভক্তকা । ৭৪
নারায়ণেশী পাতূর্ধ্বং বিষ্ণুপ্রিয়াঽবতু ।
অন্তরং সর্বতঃ পাতু বিষ্ণুপ্রাণাধিকা মম । ৭৫
ইতি যে রক্ষিতা বংশে সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ।
সর্বৈশ্বর্যাঢ্যং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ । ৭৬
সুবর্ণপর্বতং দত্ত্বা মেরুতুল্যং বিধানতঃ ।
যৎ ফলং লভতে ধর্মী কবচেন তদাঽধিকম্ । ৭৭
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েদ্যতঃ ।
কণ্ঠে বা রক্ষিতে বাহৌ ন শ্রীরান্ প্রতিহন্যতি । ৭৮

অস্তি লক্ষ্মীর্মুখে তস্য নিত্যলা সত্যপূরুষম্ ।
দেবেন্দ্রৈশ্চাসুরেন্দ্রৈশ্চ সোঽহমেতা নিন্দিতা ভবেদ্যদা । ৭৯
ন সর্বপুরুষান্ বীরান্ সর্বজ্ঞান্ বৈষ্ণবান্ ।
ন স্যাত্ সর্বতীর্থেষু স্নানফলং তস্যাঃ ফলে । ৮০
যৈশ্চ তৈশ্চ ন যাচয়াঃ লোভ-মোহ-ভয়ৈরপি ।
গুরুভক্তায় শিষ্যায় সাধবায় প্রকাশয়েৎ । ৮১
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা মহেশ্বরীং জগৎপ্রভুম্ ।
কোটিসংখ্যপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ । ৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-
সংবাদে মহেশ্বরতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচঃ
নামত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ । ৫৩

'ত' ছুঁয়ে শ্রীং ছুঁয়ে নিত্যে যাহা এই মন্ত্র তাহা আমার মস্তকে রক্ষা করুন । ৭২

মহালক্ষ্মী আমাকে পূর্বদিকে রক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, পত্যা আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং শ্রীরিতিত্রিয়া আমাকে নৈর্ঋত কোণে রক্ষা করুন । ৭৩

পত্যালয়া আমাকে পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন, স্বয়ং শ্রী আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা করুন, কমলা আমাকে উত্তর দিকে রক্ষা করুন এবং বিষ্ণুভক্তা আমাকে ঈশানকোণে রক্ষা করুন । ৭৪

নারায়ণেশী আমাকে ঊর্ধ্ব দিকে রক্ষা করুন, বিষ্ণুপ্রিয়া আমাকে অধোদিকে রক্ষা করুন এবং বিষ্ণুপ্রাণাধিকা দেবী সদা আমাকে সর্বদিকে রক্ষা করুন । ৭৫

এই শ্লোক । এই যাহা সর্বমন্ত্রসমূহের মূর্তিস্বরূপ বিগ্রহস্বরূপ 'সর্বৈশ্বর্যাঢ্য' নামক অদ্ভুত পরমাদ্ভুত কবচ তোমার নিকট বর্ণন করিলাম । ৭৬

ধার্মিক ব্যক্তি রত্নময় সুমেরু পর্বতপ্রমাণ সুবর্ণপর্বত দান করিয়া যে ফল লাভ করিয়া থাকেন, এই কবচ ধারণ করিয়া তাহার অধিক ফল লাভ করে । ৭৭

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে বিধি অনুসারে অর্চনা করিয়া এই কবচ কণ্ঠে কিংবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, সেই ব্যক্তি কখনই শ্রীহীন—অর্থাৎ দরিদ্র হইয়া থাকে । ৭৮

তাহার গৃহে লক্ষ্মীদেবী সদা সুস্থিরভাবে পর্যাপ্ত মাত্রায় অবস্থান করেন এবং সেই ব্যক্তি দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণের নিন্দিত হইয়া যায় । ৭৯

যাহার ফলে এই মহালক্ষ্মীর কবচ বিস্মৃতিপথে পতিত, সেই ব্যক্তি সর্বপুরুষান্, বুদ্ধিমান্, সর্বশাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত বৈষ্ণব এবং সর্বতীর্থসমূহে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় । ৮০

লোভ, মোহ ও ভয়ের বশবর্তী হইয়া যে কোনও ব্যক্তিকে এই কবচ প্রদান করা উচিত নয় । গুরুভক্ত ও সদাচারপরায়ণ শিষ্য এই দুই ব্যক্তিকে ভিন্ন ইহা প্রকাশ করিবে অর্থাৎ প্রদান করিবে । ৮১

এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি জগৎপ্রভু মহেশ্বরীর মন্ত্র জপ ও ইহাকে আরাধনা করে, কোটি সংখ্যক মন্ত্র জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করে না । ৮২

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তের মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদসংবাদে মহেশ্বরতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচ-অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্গাবিদ্যাধিকা দুর্গাদেব্যাঃ কবচম্)

নারদ উবাচ

কথং কবিত্বং ব্রহ্মন্ পদ্মাক্ষস্ত অবাপহম্।
পুনঃ দুর্গাবিদ্যাধিকাঃ কৃত্বা কথয় প্রভো। ১

পদ্মাক্ষ প্রাণভূতাক্ষ ভৌমঃ বদ্ধাঞ্জলিঃ।
কবচানাক্ষ যৎ সারং দুর্গায়ৈবোপকারবৎ। ২

নারায়ণ উবাচ

পূর্বং আসীৎ তপোনিষ্ঠ দুর্গায়াঃ কবচং শুভম্।
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং গোলোকে রাসমণ্ডলে পুরা। ৩

ব্রহ্মা বিষ্ণুসভামাগ্রে পপ্রচ্ছাথ সতীং পুরা।
তদাহ বিষ্ণুঃ কাঞ্চী বহুধা ভক্তিপূর্বকম্। ৪

তদা তদৌ গৌতমায় পদ্মাক্ষায় চ গৌতমঃ।
তস্মাৎ বহুব পদ্মাক্ষঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো জয়ী। ৫

যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ ব্রহ্মা জ্ঞানবান্ শক্তিমান্ ভুবি।
বিদ্বেষো বহুধা তস্মিন্ বভূব সুরবৈরিণাঞ্চ শুক্রতঃ।
বিষ্ণুতুল্যো গৌতমশ্চ বভূব মুনিসত্তমঃ। ৬

ব্রহ্মাত্তবিষয়স্যাস্য কবচস্ত প্রভাবতঃ।
অহিংস্কশ্চক্র বারাহীদেবী দুর্গাবিদ্যিকা। ৭

ব্রহ্মাত্তবিষয়ে তৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।
পুনাত্মীর্ষক মন্ত্রস্য কবচং পরমাদ্ভুতম্। ৮

ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা মে পাতু বক্ত্রকম্।
ওঁ হ্রীং মে পাতু কণ্ঠঞ্চ ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি গোড়বঃ॥ ৯

পাতু মে সর্বদুষ্টেভ্যঃ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ সদা।
ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি মামাং মে সদা পাতু চ সর্বতঃ। ১০

হ্রীং শ্রীং দুমিতি সন্ধ্যাদি পাতু ক্লীমোষ্ঠযুগ্মকম্।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং পাতু কর্ণৌ চ দুর্গে রক্ষতু সর্বতঃ। ১১

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

(দুর্গাবিদ্যাধিকা দুর্গাদেব্যাঃ কবচবর্ণনম্।)

নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে পদ্মাক্ষদেবীর যেরূপ কবচ বলিয়াছেন। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি দুর্গাবিদ্যাধিকা দুর্গাদেবীর উত্তম কবচ বলুন। ১

যে কবচ পদ্মাক্ষের প্রাণতুল্য, যিনি ভৌম, যে মালার রত্ন, কবচসমূহের মধ্যে যেই এবং দুর্গা দেবীর তাহা। ২

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! যাহা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বকালে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে যে কবচ প্রথমে কহিয়াছিলেন, দুর্গাদেবীর সেই শুভ কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

পূর্বে ব্রহ্মা বিষ্ণুসভায় সতীর সমক্ষেতাহাকে বিষয়ক এই কবচ প্রথম কহেন। তৎপরে বহু ভক্তি—সহকারে যে কবচ লাভ করিয়া বিষ্ণুসদৃশ হন করিয়াছিলেন। ৪

তাহার পর (ব্রহ্মসুত সনৎকুমার) গৌতমকে এই কবচ প্রদান করেন এবং গৌতম পদ্মাক্ষকে প্রদান করেন। পদ্মাক্ষ গৌতমপ্রদত্ত দুর্গাকবচ ধারণ করিয়া সপ্তদ্বীপাধিপতি ও সপ্তদ্বীপ জয়ী হইয়াছিলেন। ৫

বিষ্ণুসদৃশ গৌতমও যে বিদ্বেষ শুক্রাচার্য ও অন্যান্য অসুরগণের বহুতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৬

ব্রহ্মাত্তবিষয়ক এই কবচের প্রভাবে অহিংস্কা চক্রধারিণী বারাহীদেবী দুর্গাবিদ্যাধিকা হন। ৭

ব্রহ্মাত্তবিষয়ে বিনিয়োগ প্রকীর্তিত হইয়াছে। ৮

'ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং' এই মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। ৯

'ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র সদা আমার সর্বদুষ্ট হইতে রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্র আমার নাসিকা সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। ১০

'হ্রীং শ্রীং দুং' এই মন্ত্র সন্ধ্যা আমার ওষ্ঠযুগল রক্ষা করুন। 'ক্লীং' এই মন্ত্র আমার গণ্ড ও অন্য রক্ষা

---

* "ওঁ" বৈদিক প্রণব এবং হ্রীং' এই মন্ত্রাংশগুলির এতাদৃশ না হইলে মন্ত্র তান্ত্রিক হয়—"হ্রীমিত্যেতাভ্যাং বেদী ভবতো ন তন্ত্রম্। বেদীতরত্বনা তু তন্ত্রমিতিনির্দিশ্যতে।"

ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা পাতু শিরস্তদম্।
ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা মে পাতু সর্বতঃ। ১২
দুর্গে দুর্গে রক্ষণীতি স্বাহা নাভিং সদাবতু
দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ পৃষ্ঠং মে পাতু সর্বতঃ। ১৩
ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা চ হস্তৌ পাদৌ সদাবতু।
হ্রীঁ ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা চ সর্বাঙ্গং মে সদাবতু। ১৪
প্রাচ্যাং পাতু জগদ্ধাত্রী আগ্নেয্যাং পাতু কালিকা।
দক্ষিণে চণ্ডিকা চ নৈর্ঋত্যাং শিবসুন্দরী। ১৫
পশ্চিমে পার্বতী পাতু বায়ব্যাং পাতু শাঙ্করী
কুবেরস্যাং কৌমারী ঐশান্যাং শূলধারিণী সদা। ১৬
ঊর্ধ্বং নারায়ণী পাতু অধিকাং সদাবতু
জলে জলপ্রদা পাতু স্থলে বিন্ধ্যা সদাবতু। ১৭
ইতি তে কথিতঃ সম্যক সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ব্রহ্মাতিবিরহঃ সাধ্য কবচং পরমাদ্ভুতম্। ১৮
পুরাণে সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দুর্লভম্।
সর্বব্রতোপবাসে চ তৎ ফলং লভতে নরঃ। ১৯
শুক্লাষ্টম্যাং বিধিনৃপস্নাত্বা চ সংযতঃ
ভক্ত্যা বা বহ্নিপে ধারো কবচং ধারয়েদ্ যদি। ২০
স চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী সর্বমন্ত্রপ্রবর্তকঃ।
ইহ কবচমজ্ঞাত্বা জপেদ্ দুর্গতিনাশিনীম্। ২১
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ। ২২
কবচং কণ্ঠদেশাদ্যোরুক্তং নারদ পুত্রক।
ধৃত্বৈব কবচং ধীরো ষোড়শীং ভূবমর্চয়েৎ। ২৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে দুর্গাকবচং নামৈকোন-চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৪৯

ওঁ। 'ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ' এই মন্ত্র আমার ললাট রক্ষা করুক। 'দুর্গে রক্ষণি' এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুক। ১১

'দুর্বিনাশিনি স্বাহা' এই মন্ত্র বিকচ আমার মুখ রক্ষা করুক। 'বিদ্যুৎবিনাশিনি স্বাহা' এই মন্ত্র সর্বতোভাবে আমার বক্ষ রক্ষা করুক। ১২

'দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার নাভি রক্ষা করুক। 'দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ' এই মন্ত্র সর্বদা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুক। ১৩

'ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় রক্ষা করুক। 'হ্রীঁ ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র সদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুক। ১৪

মহামায়া আমাকে পূর্বদিকে রক্ষা করুন, কালিকা আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, চণ্ডিকা আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং শিবসুন্দরী আমাকে নৈর্ঋত কোণে রক্ষা করুন। ১৫

পার্বতী আমাকে পশ্চিম দিকে রক্ষা করুন, শাঙ্করী আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা করুন, কুবের মাতা আমাকে উত্তরদিকে রক্ষা করুন এবং ঐশানী অর্থাৎ ঈশানী সদা আমাকে ঈশান কোণে রক্ষা করুন। ১৬

ঊর্ধ্বদিকে নারায়ণী আমাকে রক্ষা করুন, অধিকা সদা অধোভাগে আমাকে রক্ষা করুন, জলে অর্থাৎ জলাশয়ে জলপ্রদা আমাকে রক্ষা করুন এবং স্থলে অর্থাৎ বিন্ধ্যবাসিনী আমাকে রক্ষা করুন। ১৭

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকটে সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহস্বরূপ ব্রহ্মাতিবিরল সাধ্য পরমাদ্ভুত দুর্গাকবচ বর্ণনা করিলাম। ১৮

যাহা এই দুর্গাকবচ ধারণ ও পাঠ করিলে সমস্ত তীর্থ স্নানাদির ফল লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্বতীর্থে স্নানের ফল লাভ করে, সর্বযজ্ঞফলদায়ক যে ফল লাভ হয়—পরন্তু যাহা সর্বদিনে ব্রত অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, এবং সমস্ত প্রকার উপবাসফল যে ফল লাভ হয়, সেই ফলই লাভ করিয়া থাকে। ১৯

যে ব্যক্তি নৃপ, শুক্লাষ্টমী ও রবিবার প্রাতঃ অবশ্যবিধি স্নানাহ্নিকাদি করিয়া এই ব্রহ্মাতিবিরল সাধ্য দুর্গা-কবচ কণ্ঠে কিংবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকবিজয়ী এবং সর্বমন্ত্রপ্রবিধায়ক হয়। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি দুর্গতিনাশিনী দুর্গামন্ত্রের জপ করে, সেই ব্যক্তি দুর্গামন্ত্র শতলক্ষ জপ করিলেও সেই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না। ২০-২২

নারদ! এই আমি তোমাকে কণ্ঠদেশাদি স্থানের কবচ বলিলাম। এই কবচ ধারণ করিয়া ধীর ও ষোড়শীর, ঈহা যে কোনও মন্ত্রিকে প্রেরণ করিতে পারে। ২৩

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে দুর্গা-কবচ বাঙ্গালা অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-[illegible] কার্ত্তবীর্য্য[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্য [illegible]]

[illegible] উবাচ।
[illegible] ॥ ১
[illegible]
[illegible] ॥ ২
[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible]।
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
[illegible] ॥ ৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৮
[illegible]
[illegible] কার্ত্তবীর্য্য[illegible] ॥ ৯
[illegible]
[illegible] ॥ ১০
[illegible]
[illegible] ॥ ১১

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

[কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও [illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের [illegible]]

[illegible] বলিলেন,—[illegible] [illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible] ॥ ৩

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible] ॥ ৪

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে [illegible] করিলেন ॥ ৫

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible] ॥ ৬

রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible] ॥ ৭

[illegible] ॥ ৮

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের [illegible] ॥ ৯

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের [illegible] ॥ ১০

[illegible] রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন [illegible]

দ্বিতীয়ং রাঘবো মাত্রে বৈদেহ্যাশ্চ সমর্পয়ৎ।
বাহুভ্যাং সাগরাকারং প্রেক্ষমাণো লীলয়া ॥ ৭৭
দ্বিতীয়ং রাঘবো মাত্রে ভূষিতায়াঃ তনূজয়া।
বাহুভ্যাং সাগরাকারং প্রেক্ষমাণো লীলয়া ॥ ৭৮
রাঘবেণাথ তত্রাস্তিকেশ মুক্তকন্যয়া
বিবাহমাত্রে রাজ্ঞা বৈদেহ্যাশ্চ লীলয়া ॥ ৭৯
মুক্তকেশেন হস্তাভ্যাং বৃদ্ধমাতুঃ কাময়ে
প্রণামেন চ বৃদ্ধস্য প্রাপ নির্বাণমং হসে ॥ ৮০
সকলস্তব্ধ মন্ত্রমন্ত্রার্থঃ মন্ত্রমূর্ধন্য
ওজায় রাজ্ঞা সময়ে পর্ণ রাঘবয়োঃ চ ॥ ৮১
মূলং ধর্মস্য রাজ্ঞশ্চ পরমুদ্যমমুচ্যতে।
প্রণয়াদ্বিনিযোক্তিকঃ ভূমিরাপো সুরৈরপি ॥ ৮২
পলাশ মূলং মন্ত্রং রাজযোগাদি নায়ন ॥

করিয়া অযোধ্যাপ্রদেশে সেই অধিকে নির্বাসিত করিলেন ॥ ৭৭

তাহার পরক্ষণে পর্বত ও সমুদ্র বাহুদ্বারা বিস্তৃত করিলেন, মহারাজ বাহুদ্বারা তাহাদেরই সেই বক্ষঃস্থলে অবস্থাপিত করিলেন ॥ ৭৮

তখন পরক্ষণে তাহার ও ভূমিকন্যা সীতার বিবাহ করিলেন, মহারাজ বাহুদ্বারা তাহাদেরই পরক্ষণে সীতাকে বিবাহ করিয়া লইলেন ॥ ৭৯

অতঃপর মুক্তকেশ তাহার পরক্ষণে মাতৃদেবীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু রাজা কাইকেয়ীমাতৃকে বৈদেহ্যা প্রণাম করিয়া তাহাদের মাতৃদেবীকে নির্বাসিত করিলেন ॥ ৮০

মাতৃ। অনন্তর মুক্তকেশ পরক্ষণে রাজা কাইকেয়ীমাতৃকে যে করিবার তাহা তাহাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাহাদের মুখাগ্রের রাজা ভিন্ন নির্বাসিত হইল ॥ ৮১

তাহার পরক্ষণে যে তাহার মুখাগ্র রাজা কাইকেয়ীমাতৃকে প্রণাম করিয়াছিলেন, পরক্ষণে তাহা করিবার তাহা রাজা সেই মুখাগ্র তাহাদের বীর হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৮২

পরক্ষণে কাইকেয়ীমাতৃদেবী রাজ বিহ পরমুখাগ্রহণ মৌনভাবে, প্রণয়াদ্বিনিযোক্তিকঃ ভূমিরাপো এবং দেবতাগণ মুখাগ্রের সেই মূল ধর্মন করিলেন ॥ ৮৩

মুখাগ্রাপো ন মূলং পলাশে চ মুখাগ্র তাহার ॥
পলাশে পর্ণ তাহার চ মূলে দেবা তথাকুলাঃ।
অতঃ মন্ত্রং তথা রাজ্ঞ প্রণামেন মুখাগ্রতঃ ॥ ৮৪
পরক্ষণে মহারাজী মহারাজেন লীলয়া
রাজ্ঞাং কাইকেয়ীমাতৃ মুখাগ্র মন্ত্রমাত্রং ॥ ৮৫
মূলং ধর্মে তথা রাজ্ঞ প্রণামে মুখাগ্রতঃ মুখাগ্র
প্রণামে পরং রাজ্ঞা লক্ষ্মণেন মুখাগ্রতঃ ॥ ৮৬
রাজা পুত্রী মুখাগ্রাণ্ড ভক্তি-প্রাণ্ডতঃ।
প্রণমা শিরসা মূর্ধ্না তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ৮৭
ওজায়ৈ তথা মন্ত্রং পরাত্মেতো চ পরমম্ ॥
সিদ্ধাত্মানিমিত্তেন কৃপালুর্ভক্তবৎসলঃ ॥ ৮৮
মূলং পাতপরাত্মক ওজায় কোপনাত্মকঃ ॥
সকলস্তেন চূর্ণেন মন্ত্রং ভক্তিতো ভবেৎ ॥ ৮৯

বাহে। তাহার রাজা সেই মুখাগ্র পরক্ষণাত্মক করিয়া বিহ্বল করিলে প্রণামে সেই মূল রাজের উপরে পতিত হইল। মুক্তকেশ রাম সেই মূলের আঘাতে মূর্ছিত হইলেন এবং ভীষণরূপ স্থান করিয়া অবিলে পতিত হইলেন ॥ ৮৫

এইরূপে পরক্ষণে পতিত এইলে পর রাজা লক্ষ্মণ হইয়া সমস্ত বেদের এবং ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই চরণতলে আনিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৬

অনন্তরই পরম বিহ্ব মহারাজেশ্বর অযোধ্যাধর্মী বিহ্বের পরক্ষণাত্মক রাজযোগের অন্তর্যামীর সমস্ত ভীষিত করিলেন ॥ ৮৭

মুক্তকেশ পরক্ষণে চেতনা লাভ করিয়া সমুদ্র বেদমন্ত্রক ধর্ম তাহার পরক্ষণে তাহা করিয়া পরে তাহিতকরণে রাজযোগে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৮

রাজা কাইকেয়ীমাতৃদেবী মুখাগ্রতঃ ধর্মে তাহার তাহিতকরণে তাহা অবলম্ব করিয়া বিহ্বের তাহার চরণতলে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৯

অনন্তর মুক্তকেশ পরক্ষণে কৃপালু অযোধ্যা বিহ্ব কাইকেয়ীমাতৃদেবীকে তাহা করিবার বিহ্বের তাহার চরণতলে প্রণাম করিলেন ॥ ৯০

অনন্তর মুক্তকেশ পরক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়া পাতপরাত্মে প্রহণ করিলেন, কিন্তু অযোধ্যা পরক্ষণাত্মের মাতৃদেবী তাহা তিনি তাহিত হইয়া গান ॥ ৯১

[illegible] [illegible] যাতো [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৩

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ ॥ ২৪

যোগীন্দ্রবৃন্দৈঃ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৫

এতস্মিন্নন্তরে [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২৯

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩০

[illegible] [illegible] চ [illegible] চ [illegible] চ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩১

এতস্মিন্নন্তরে [illegible] [illegible] [illegible]
উবাচ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩২

দত্তাত্রেয় উবাচ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৩

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৪

[illegible] [illegible] চ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৫

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৬

কার্তবীর্য উবাচ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ৩৭

অতঃপর ঋষিবর [illegible] [illegible] দেখিলেন যে, রাজা [illegible] শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনকে [illegible] [illegible] করিতেছেন। ২৩

এই শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর [illegible] [illegible] করিতেছেন। ২৪

তিনি [illegible] যোগেশ্বর [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ২৫

এই সময়ে [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কার্তবীর্যার্জুনকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] করিয়াছেন। ২৮

উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজা কার্তবীর্যার্জুন [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible]! [illegible] সেই [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিলেন। ২৯-৩০

তাহার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] করিলেন। ৩১

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] রাজা কার্তবীর্যার্জুনকে [illegible] বলিলেন। ৩২

দত্তাত্রেয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ৩৩

তুমি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছ, [illegible] করিয়াছ এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছ। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এ [illegible] তুমি [illegible] করিয়াছ। ৩৪

তুমি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছ, [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছ এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। ৩৫

[illegible] [illegible] রাজা কার্তবীর্যার্জুন [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া এই [illegible] [illegible] [illegible] লাগিলেন। ৩৬

রাজা কার্তবীর্যার্জুন বলিলেন,—হে বিধাতঃ! আমি কিরূপ [illegible] করিয়াছি? কি-ই বা দান করিয়াছি?

বৃদ্ধিস্রোতঃ বিজ্ঞানস্য বিবিধা ধনসম্পদা।
শ্রীর্ধৈর্যং যথা ত্যাগঃ সাধনশক্তিশ্চ লৌকিকং ॥৪৮
আষাঢ়ো বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠা পরমং ধনং।
মধ্যং অযোধ্যাদেশে সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥৪৯
সা চ শ্রী প্রাণসুধা যে সাক্ষী পরাপরসম্ভবা
হৃদয়ে পত্নী ধর্মের যেন শ্রীঃ ইতি মন্ত্রিণী ॥৫০
আষাঢ়ার্যং মন্ত্রিণী পরমং পরমে ব্যোমনে প্রণে
তস্য বিনা প্রাণবৈয়োহঃ বিষবীজো যথোরসঃ ॥৫১
ধরা ন পুষ্টা সুখা যে পুরুষঃ শোভনা ক্রিয়া
বিভৌরযোগ্যা ক্রিয়া যত্নোহঃ তাম্রকেশ চ ॥৫২
কালে নিয়ঃ পুরাণশ্চ পুরাণঃ নিত্যমেব চ
কালে যাত্রা ইতি দৃশ্যো গন্তব্যঃ বহিতব্যা ॥৫৩

নরিষা মন্ত্রিকা কালে সকলঃ তত্ত্বোহয়ঃ
বিষয়ঃ জ্যোতি রাত্রেশ্চ কালে যাত্রা চ বিষয়ম্ ॥৫৪
ইন্দ্রিয় মানসং কালে কালে ত্রয় মন্ত্রিণী।
ত্রিস্রোতৃকা চ প্রকৃতিঃ কালে শ্রীকর্মবিগ্রহে ॥৫৫
মন্ত্রিণী সুধাঃ সর্বে ত্রিলোকস্যাংশভাগিনঃ
সর্বে কালে লয়ঃ যান্তি কালো বি হরতিহ্যঃ ॥৫৬
কালস্য কালঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞা
কালস্য তৈব কালর্তুঃ পাদুঃ পাদা পরাৎপরঃ ॥৫৭
অব্যয়ং পুরুষঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরঃ কৃষ্ণঃ
পরমাণুপরঃ কালঃ তস্মৈ তস্মৈ কালক্ষেত্রজ্ঞঃ ॥৫৮
যত্র সোমাদি বিদ্যানি ন পুরাণঃ ধরাবিহাঃ।
তেষাং ষোড়শাংশেন কৃষ্ণঃ পরমাত্মনঃ ॥৫৯

এবং ক্রিয়া পুরুষীয় পুরাণঃ পরিগাহি। এই ধরাতলে আমার সব তত্ত্ব মূর্তি ধরিয়া বিরাজিত। ৫৭

তত্ত্বে। আমার বৃদ্ধি, জ্ঞান (প্রজ্ঞান), বিজ্ঞান বিবিধ মূর্তিধারক সম্পদ, শ্রী (রাজলক্ষ্মী), ধৈর্য, ত্যাগ, সাধনশক্তি, লোক সৌকিকতা, আষাঢ় বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ-প্রতিষ্ঠা এবং পরম তত্ত্বও আমার। এ সমস্তই অযোধ্যার (তাহারীনাকুমের ছাঁচ নাম অযোধ্যা) সঙ্গে জড়িত-বিরাজ। ৪৮-৫১

মন্ত্রিণী রূপে বিশেষ: সেই সতী সাধ্বী শ্রী অযোধ্যা আমার প্রাণসুধা ছিলেন। তিনি আমার পত্নী, যেন সাক্ষাৎ শ্রীঃ এবং ক্রীড়াকালে মন্ত্রণা দিতেন। ৫০

তিনি আমার বাল্যকাল হইতেই ছিলেন, যৌবনে ও পরে—সকল সময়েই বিরহ আমার বিষবীজের ন্যায় বিষময়ী ছিলেন। বিবাহের অর্থই তাই আমি অযোধ্যা বিনা প্রাণহীন বলিয়া বুঝিয়াছি। ৫১

তাম্রকেশ: আর্যবি পুরুষ আমার কোনও দিন কোনও নাই। এই দোষ আমার অন্তরে বহিন। আর এই আমার নিশ্চয় দোষ হইয়াছে যে, বিভুতাব আমার আমাকে—এক ব্রাহ্মণের মতে বিষয় হইতে হইবে। ৫২

কালে অর্থাৎ দুঃসময় আসিলে পর নিয়ঃ পুরাণ (পুরাতনের অনুসরণ) হইয়া যায়। এইরূপ কালে অর্থাৎ দুঃসময় আসিলে পর পুরাণ বহুসম্মানস্থ হইয়াও নিয়ঃ (নিত্যকৃত্য পরাক্রমশালী) হইয়া যায়ক। সময় হইলে পর এক সাধারণ পথ দৃশ্য যাত্রাও বিশেষ অর্থে: এইরূপ সময় আসিলে পর আমার হরিণ পরমর্ষি হরিমেধকে ন্যস্ত করিয়া গমন। ৫৩

কালমন্ত্র ক্ষুদ্র প্রাণী মন্ত্রিকা (মাছি) সরিষাকে বশ করে এবং সর্ব সমস্তকে বশ করে। কাল হইলে পর বিষয় (বেষক) রাত্রেশ্বরকে বশ করে, আমার রাজা বিষয়ের বশ হয়েন। ৫৪

তখন ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিসহি বেষকের বিষয় মানব এক এক কালে প্রধান হয় ৫৫। তখন প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে ত্রিস্রোতৃকা (নৌকা) হন। ৫৫

এইরূপ বেষকের এবং ত্রিস্রোতৃকার সমস্ত ভাবের-সমস্ত প্রাণিদের ত্রিভুবনের পরিবেশ। সব কিছুই কালের বশ হয় হইয়া থাকে। এই কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ৫৬

এই কালের কাল হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানময়ের সৃষ্টিকালের কর্তৃত্বারী কালেরও মূলী তাহার, সংহারকালে সকলেই অবশ্যকের সংহার করেন এবং অবশ্যকের বিভুতেও পালন করেন বলিয়া সকলের পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। ৫৭

তিনি অব্যয়, পুরুষ হইতেও সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, কৃষ্ণ, পরমাণু হইতেও ক্ষেত্রী কাল অথবা পরমাণু পরমাণু কাল এবং ক্ষেত্রী কালেরও বিধাতক কাল। ৫৮

যাঁহার ষোলকলা বিজ্ঞানাত্মক অর্থাৎ যাঁহার এক একটী ষোল এক একটী বিদ্যা, তিনিই মহাবিদ্যাই পুরুষ (অবতারী—শ্রীরাধাপুরুষ)। এই সব বিদ্যাই পুরুষ ক্ষেত্রে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের একাংশ (ষোল ভাগের একভাগ)। ৫৯

ততঃ ক্ষুদ্রবিরাড়্, ততঃ সর্বেষাং কারণং পরম্ ।
সঃ স্রষ্টা চ পাতা ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুশ্চৈব ॥ ৫০
নাভেঃ কমলযোনেশ্চ [illegible] ন প্রাণ যাঁহাঃ ।
[illegible] যথা [illegible] ॥ ৫১
[illegible] সর্বপ্রকৃতীনাং [illegible]
[illegible] গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৫২
গোলোক-গোপীপরিবৃতঃ বিভুঃ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৩
[illegible] পুনঃ পুনঃ ।
[illegible] ॥ ৫৪
[illegible] ।
বিভুঃ [illegible] ॥ ৫৫
সৃষ্টিকারণভূতাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৫৬
[illegible]
সর্বপ্রকৃতিঃ প্রকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৫৭
ন শক্তঃ [illegible] শক্তিং প্রকৃতিং বিনা ।
সৃষ্টিং বিধাতুং [illegible] বিনা ॥ ৫৮
মা চ [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯
[illegible] বিনা
[illegible] ॥ ৬০
মা চ শক্তিঃ সৃষ্টিকালে [illegible]
রাধা [illegible] সাবিত্রী দুর্গাদেবী সরস্বতী ॥ ৬১
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সা রাধা পরিকীর্তিতা ॥ ৬২

সেই মহাবিরাট পুরুষ হইতে [illegible] ক্ষুদ্র বিরাট বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে [illegible] উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৫০

[illegible] ॥ ৫১

[illegible] তিনি শ্রীগোলোকধামে [illegible] সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন ॥ ৫২

এই শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ও গোপীগণ পরিবেষ্টিত, বিভু ([illegible]) [illegible] বিরাজমান আছেন ॥ ৫৩

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ [illegible] ॥ ৫৪

[illegible] ॥ ৫৫

সকল সৃষ্টির কারণভূত হইলেন এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সকল বিশ্বে বিস্তার করেন ॥ ৫৬

[illegible] প্রকৃতি এবং [illegible] পুরুষ ও প্রকৃতি ; [illegible] । প্রকৃতি সর্বপ্রকৃতি—সর্বাধারস্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন [illegible] শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা ॥ ৫৭

এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ শক্তি। প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। [illegible] সৃষ্টি হয় না ॥ ৫৮

সেই প্রকৃতি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হন। সেই [illegible] প্রকৃতি বিনা - [illegible] ॥ ৫৯

যেমন কুলাল (কুম্ভকার) মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্মাণ করিতে সমর্থ হয় না এবং যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডলাদি অলঙ্কার নির্মাণ করিতে পারে না, সেইরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টিকার্য করিতে সমর্থ হন না ॥ ৬০

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সেই শক্তি প্রকৃতি রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দুর্গাদেবী ও সরস্বতী—এই পঞ্চরূপে বিভক্ত হন ॥ ৬১

যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণাধিক প্রিয়তমা, সেই প্রকৃতি দেবী 'রাধা' নামে কথিতা হন ॥ ৬২

[illegible] ॥ ৬০

[illegible] ॥ ৬১

[illegible] ॥ ৬২

[illegible] ॥ ৬৩

[illegible] ॥ ৬৪

[illegible] ॥ ৬৫

[illegible] ॥ ৬৬

[illegible] ॥ ৭০

[illegible] ॥ ৭১

[illegible] ॥ ৭২

[illegible] ॥ ৭৩

[illegible] ॥ ৭৪

[illegible] ॥ ৭৫

[illegible] ॥ ৭৬

যিনি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] দেবী, [illegible] সেই প্রকৃতি [illegible] নামে অভিহিত হন ॥ ৫৩

যিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] দেবী [illegible] সেই প্রকৃতি দেবী [illegible] নামে [illegible] হন ॥ ৫৪

যিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, [illegible] সেই প্রকৃতি দেবীর নাম [illegible] 'দুর্গা' ॥ ৫৫

যিনি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] দেবী, [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সেই প্রকৃতি দেবীর নাম '[illegible]' ॥ ৫৬

সেই [illegible] ॥ ৫৭

[illegible] ॥ ৫৮

[illegible] ॥ ৫৯

[illegible] ॥ ৭০

[illegible] ॥ ৭১

[illegible] ॥ ৭২

[illegible] ॥ ৭৩

[illegible] ॥ ৭৪

[illegible] ॥ ৭৫

[illegible] ॥ ৭৬

যেষাঞ্চ মুখতো বেদাঃ শিখা-সপ্তর্ষি-বিগ্রহাঃ।
অর্ঘং চক্রুঃ পুষ্পযুক্তং তাম্বূলং চ মনোহরম্ ॥ ৭৭
অর্ঘং চক্রুশ্চ যেষাং বৈ বিংশোপচারকং বহু চ।
পাদ্যমাসন্ত যেষাং তদ্বেদ পুরিতং জগৎ ॥ ৭৮
ব্রহ্মা স্বয়ং তত্র তস্থৌ চাসনে রত্নভূষিতে।
তমসংবিষ্টলোকাশ্চাজগাম প্রবিবেশ হ ॥ ৭৯
পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গাঃ সানন্দা ভক্তসংযুতাঃ
দূর্বাপুষ্পকরাঃ সর্বে দূরতো মঙ্গলাশিষম্ ॥ ৮০
প্রণম্য চ তমাসাদ্য বাগ্যতাশ্চ পরিক্রমাঃ ক্রমুঃ।
ঊচুঃ কৃতাঞ্জলয়ো ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবাদেষি সাদরম্ ॥ ৮১
তমুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বজ্ঞেষু জগদ্গুরুঃ।
হিতং সত্যং বেদসারং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৮২

অনুবাদ।

পৃথু হয়ে প্রজাগণ সর্বসম্পদের পতি।
ব্রাহ্মণদেহতেজেতে প্রথম সর্বসম্মত ॥ ৮৩
পুরাণাদেরে সর্বেষামিষ্টে পুরাতনঃ সদা।
তবকো ভক্তসংসর্গাৎ পালনাচ্চ পিতা ধ্রুবঃ ॥ ৮৪
গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ যোঽভয়াদা পিতা মুনে
বিপ্রাণাং সর্বতো বেদে নিত্যত্ব পিতৃরুচ্যতে ॥ ৮৫
অতঃ সর্বগুরুণাং সর্বা পূজ্যা সাদা চ বন্দিতা
সর্বধারক-লোকানাং মা চ আধারে গরীয়সী ॥ ৮৬
যেষাং সর্বগুরুণাং পূজ্যাচ্চতীর্থেষাং গুরুণাং গুরুঃ।
জ্ঞান-বিদ্যা-সমূদ্ধানাং ইষ্টদেবাং পরা গুরুঃ ॥ ৮৭
গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ গুরুপত্নী তদ্গুরুস্ত্রিয়া।
যেষাং কৃষ্ণে গুরু ব্রহ্মন্ গুরো কৃষ্ণে চ সন্ততম্ ॥ ৮৮

বেদাঃ] অথর্ব বেদ, মুখ, বেদাঃ, শিখা, সপ্তর্ষি এ বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া পাদ্যাদির মন্ত্রসহ পুষ্পযুক্ত তাম্বূলং ॥ ৭৭

অর্ঘং চক্রুশ্চ ইহাতে আসিল, ষোড়শোপচারে ইহাতে আসিল এবং পাদ্যাদানের অর্থ—নির্দেশ মন্ত্রে সম্পূর্ণ অর্ঘ পরিপূর্ণ করিয়া ইইল ॥ ৭৮

তমসা ব্রহ্মা, তৃণ (ব্রহ্মার পুত্র), ভক্ত (বিষ্ণুভক্ত), ভক্তের (ঈশ্বরপুত্র), বাগ্যতি (বাক্যে বাক্যেতিহাসাদ্যক-প্রবক্তা) এবং তত্ত্বজ্ঞি (পরমাত্মার পিতা) অক্ষর আবশ্যিক হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে প্রথম আগমন করিলেন ॥ ৭৯

সেই সময় ইঁহাদের সকলের সর্বাঙ্গ পুলকিত হইতে লাগিল, ইঁহারা আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং সকলে দূর্বা ও পুষ্প লইয়া পরমাত্মাকে মঙ্গলাশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

তখন পরমাত্মা দূরিতে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া ইঁহাদের সকলকে প্রণাম করিলেন। তাহাদের সর্বাগ্রগণ্য ব্রহ্মা 'স্বয়ং' এই শব্দ বলিয়া ডেকে প্রণাম করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ইঁহারা সকলে পরমাত্মাকে ডেকে করিলেন ॥ ৮১

তখনই জগদ্গুরু স্বয়ং ব্রহ্মা সেই পরমাত্মাকে সর্বাগ্রে মুখতো, বেদের সারস্বরূপ, তাহাদের ও হিতকর এই বাক্য বলিলেন ॥ ৮২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি। সাধারণের তাহা সাধ্য-

ব্রহ্মবাদে। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার পুত্রগণ ইঁহাদের ইষ্টদেবের সম্মুখে পুরুষোত্তম—ইহা বেদে ব্রহ্ম করিয়াছি কিন্তু এই ইষ্টদেবের ইহাদের আবাহন, বিসর্জনের এবং মন্ত্রসহ তত্ত্ব বেদে ॥ ৮৭

অনুবাদ।

ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার পুত্রগণ ইষ্টদেবের সম্মুখে পুরুষোত্তম—ইহা বেদে ব্রহ্ম করিয়াছি কিন্তু এই ইষ্টদেবের ইহাদের আবাহন, বিসর্জনের এবং মন্ত্রসহ তত্ত্ব বেদে ॥ ৮৭

সকল পূজনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পরম পিতা ও পূজনীয় বলিয়াই তাহার। ইহি অনুবাদ করেন বলিয়া "ভক্তের" এবং পালন করেন বলিয়া 'পিতা' এই নাম অধিক হয় ॥ ৮৩

যে মুনে। অন্যান্য পিতা অপেক্ষা অভয়দাতা পিতা শ্রেষ্ঠ; অন্য পিতা যেন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে রক্ষা করে না; কিন্তু পিতা ইহার অর্থাৎ ভয়দাতা পিতা হইতে বেদের উৎপত্তি—ইহা পিতা (শ্রুতি-বিহিত বলা হইয়াছে) ॥ ৮৪

এই ভয়দাতা পিতা ও অভয়দাতা পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মা সকলের অধিক পূজনীয়া বাক্যেয়া এবং বন্দনীয়া; কারণ, এই ব্রহ্মা সর্বধারণের ও পোষণ—এই দুই কর্ম ব্রহ্মা উক্ত দুই পিতা হইতে গরীয়সী—মহাবিষ্ণুরূপিণী ও শ্রেষ্ঠা ॥ ৮৬

যেষাং সর্বগুরুণাং পূজ্যাচ্চতীর্থেষাং গুরুণাং গুরুঃ। জ্ঞান-বিদ্যা-সমূদ্ধানাং ইষ্টদেবাং পরা গুরুঃ ॥ ৮৭

গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ গুরুপত্নী তদ্গুরুস্ত্রিয়া। যেষাং কৃষ্ণে গুরু ব্রহ্মন্ গুরো কৃষ্ণে চ সন্ততম্ ॥ ৮৮

গুরুপুত্র গুরুপুত্র গুরুপত্নী তদ্গুরুস্ত্রিয়া অধিক পূজনীয়া। ইহাদের যদি কখনো ভ্রম, প্রমাদ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪৬
গুরুর্মন্ত্রো গুরোর্যন্ত্রং গুরোঃ পরতরং নহি
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব সমর্চয়েৎ ॥ ৪৭
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪৮
গুরবঃ সপ্ত ইত্যুক্তা জ্ঞানিনো ভবতো মতে
অস্মাকং তু গুরুঃ সাক্ষাৎ শিব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ৫০

ইহা ভাবিয়া থাকেন ; কিন্তু এত ছাই হইলে আর কেহ ইহা করিবার সাহস বা ইচ্ছা করিতে পারে না ॥ ৪৮

এই ব্রহ্মা, এই বিষ্ণু, এইরূপে মহেশ্বর এবং এই-ই পরম ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পরতর ভিন্ন ॥ ৪৬

এই শ্রীগুরুদেব জগৎ সার এবং এইরূপ জ্ঞান হইতেই দেখান হয়, অতএব শ্রীগুরুদেবই হইলেন হরিহরাত্মক। তিনি হরিহরাত্মক জগৎ করেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু (উপাস্যতত্ত্ব) আর কে আছে ? ৪৭

তাঁহা হইতে আমরা শ্রীগুরুদেব হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার আমার দৃষ্টি জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা দূর এবং সেই জ্ঞানদীপ দ্বারা নিজে মোক্ষপদ দর্শন করত, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কে-ই বা আছে ? ৪৮

যে শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত বস্তু জগৎ করিয়া থাকে; হইতে জানা, সর্ব্বজ্ঞগণ এ বিধি আর করে, সেই শ্রীগুরু আমাদের শ্রেষ্ঠ বস্তু কে-ই বা আছে ? ৪৯

শ্রীগুরুদেব শিষ্য যাহা কর্ত্তৃক মুখে শুনা যায় এবং সেই শিষ্য যাহা তাহাকে পূজনীয় হয়, সেই শ্রীগুরু হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ আছে ? ৫০

শিষ্যের অর্থাৎ বিদ্যালাভার্থে পরিচিত হইয়া বিদ্যেপার্জ্জন শিক্ষা করায় (অবশ্য অন্যান্যের মত হইয়া নহে-গুরু, কাজেকাজেই-শ্রেষ্ঠ) যে মূঢ় ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞান না, সেই ব্যক্তি মন্বন্তরা হইতেও অধিক পাপভাগী হইয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯

ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকে পাণা পদ্মে ব্যাপ্ত আকাশে ॥ ৪৪
ধরিত্রা পরিত্যঃ কুণ্ডা নবমুদ্রাভিরেব গুরুম্।
সোহহংগুরিত্যীশস্তাতোঽপি নাধিকো ৪ ধর্ম্মঃ ॥ ৪৫
অখণ্ডৈকরসং শ্রীগুরুং তত্ত্বং সন্তঃ যথা
সরসং সন্ত যে পূজা যেনাং পূজায়ং গুরুম্ ॥ ৪৬
নিত্যশুদ্ধাং নির্ম্মলা যথা পূর্ণা কৃপা যস্য
প্রাপ্তা যথা যেনৈতদ্বিদ্যা শিবা সরসং ব্রহ্ম ॥ ৪৭
শিবঃ শিবস্তুল্যঃ শিবো শিবতায়ম্।
শিবায়ায়ং শিবা শান্তা গুরুঃ যঃ সরসা ব্রহ্ম ॥ ৪৮
যোগোক্তমার্গো তমস্যাসনেন শিবস্তুল্যম্।
য ইহৈবং ন গুরুত্বেন সরসং ব্রহ্ম ॥ ৪৯

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব করিয়া, অন্তিম ন কৃত্য করিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া অবজ্ঞা করেন অথবা সেই ব্যক্তি সাধু স্বীয় কৃত্য করিলেন—তিনি যে এই বাক্যের কর্ত্তা-কৃত্য করিবেন, ইহা অসম্ভব সেই ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের ভাব সব বৃথা হইয়া যায়। (এখানে আমরা এই যে, মূল বাক্যে আছে। সুতরাং কর্ত্তা আছে বলে, এই ভাব গ্রহণ করিতে। শ্রীগুরুদেব শ্রীগুরুদেবকে চূর্ণ করিবার কর্ত্তা, অতএব এ বিধি—এ সমস্ত বিদ্যাশিক্ষার উপলক্ষ করিয়াছেন। ভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩, ৪, ১৫, ১৮ অধ্যায়) ॥ ৪৫

যে পূজা যোগের ইহাদের হইলে—শ্রীগুরু এবং গুরু যায় পরম। ইহাদের হইলে পূজার ঐক্যের —শ্রীগুরু, অতএব তুমি সেই শ্রীগুরু পরমের পরমাত্মার হও ॥ ৪৬

তুমি নিজের মধ্যে অবস্থিত হইয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার করিয়া-পূজা করিয়াও এবং নিজে হইতে বহির্ভিন্নভাবে করিয়াও, তুমি সেই শ্রীগুরু শিবের সমান জ্ঞান কর ॥ ৪৭

যিনি ব্রহ্মময়, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মদাতা, ব্রহ্মজ্ঞানের এবং ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তির আধার, তুমি সেই নাম ব্রহ্মস্বরূপ শিবের সমান জ্ঞান কর ॥ ৪৮

যোগোক্তমার্গে গুরুরূপ শ্রীগুরু যাঁর আসনে শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন, অতএব যিনি হইলেন, তিনিই গুরু ; তুমি সেই শ্রীগুরুর সমান জ্ঞান কর ॥ ৪৯

[illegible] ॥ ১০০

[illegible] ॥ ১০১

[illegible] ॥ ১০২

[illegible] ॥ ১০৩

[illegible] ॥ ১০৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্ত্তিকেয়াভিষেক [illegible]

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

[illegible] ১০০

[illegible] ১০১

[illegible] ১০২

[illegible] ১০৩

[illegible] ১০৪

[illegible]

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

(কার্ত্তিক কৈলাসগমন, কৈলাসবর্ণন)

নারায়ণ উবাচ ।

[illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

[illegible] ॥ ৫

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

[[illegible] কৈলাসগমন এবং কৈলাসবর্ণন ।]

নারায়ণ বলিলেন,— [illegible] ॥ ১-২

[illegible] ॥ ৩

[illegible] ॥ ৪

[illegible] ॥ ৫

ঘণ্টাবাদ্যসহস্রৈরিবৈঃ মধুকরঃ পঞ্চকোটিভিঃ
কণ্ঠাভরণযোগ্যৈঃ লোহিতৈর্মণিভিঃ ৫
পুষ্পকলসৈরিবৈঃ রাজিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ
সপ্তরাজসমূহৈশ্চ যাতঃ স্তম্ভবংশেষ্টিভিঃ ৭
সপ্তদ্বীপমহারাজৈর্নীলিতৈঃ পুষ্পলীলয়ৈঃ
বাসিতাভির্দিশঃ সর্বাঃ ত্রিসপ্তমুনিভিঃ সহ ৮
ক্রৌঞ্চদ্বীপ সমিতৈঃ সপ্ত পঞ্চশত বিহাগিতৈঃ
পারিজাতমহাবৃক্ষৈঃ বর্ণলীলাবলীলিতৈঃ ৯
ষাঙ্কৌর্ণঃ পুষ্পরাশৈশ্চ পুষ্পিতৈশ্চ পুষ্পদ্রিভিঃ
মহদ্ভূতাদ্রিভিঃ সিদ্ধৈঃ ভাসয়ংস্ত্রেপুরদ্রুহঃ ১০
সিদ্ধবিদ্যাধরিনিপুটৈঃ পুষ্পবৃষ্টিনিঘর্ষিতম্
ষট্‌ত্রৈলক্ষ্যলৌকৈশ্চ ত্রিলক্ষযোজনোদ্ভিতৈঃ ১১
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণৈঃ পঞ্চযজ্ঞসমন্বিতৈঃ
অনাদ্যনাদ্যবিকারৈরনযোজনমূর্তৈঃ ১২
নানাপক্ষিগণাকীর্ণৈঃ পুষ্পলোভপরিপ্লুতৈঃ

ঘণ্টাবাদ্য সহস্রাধিক মধুকর পঞ্চকোটি কণ্ঠাভরণযোগ্য লোহিত মণি ৫
পুষ্পকলস সদৃশ শ্বেত চামর ৬
সপ্তরাজসমূহ স্তম্ভবংশ ৭
সপ্তদ্বীপমহারাজ নীলিত পুষ্পলীলা বাসিত সর্বদিক ত্রিসপ্তমুনি ৮
ক্রৌঞ্চদ্বীপ সমিত পঞ্চশত বিহাগিত ৯
পারিজাতমহাবৃক্ষ বর্ণলীলাবলীলিত ১০
ষাঙ্কৌর্ণ পুষ্পরাশি পুষ্পিত পুষ্পদ্রি ১১
মহদ্ভূতাদ্রি সিদ্ধ ত্রিপুরদ্রুহ ভাসয়ন্ ১২
সিদ্ধবিদ্যাধরিনিপুট পুষ্পবৃষ্টিনিঘর্ষিত ১৩
ষট্‌ত্রৈলক্ষ্য লৌক ত্রিলক্ষযোজনোদ্ভিত ১৪
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণ পঞ্চযজ্ঞসমন্বিত ১৫
অনাদ্যনাদ্যবিকার অনযোজনমূর্ত ১৬
নানাপক্ষিগণাকীর্ণ পুষ্পলোভপরিপ্লুত ১৭

ষড়ঙ্গদেব পঞ্চকোটি ভবনমূর্ত কৃত এই ত্রৈলোক্য মধ্যে অধিষ্ঠিত জানাই, ওম্ ও সোমায় (নিবেদি) নমঃ পুষ্পাঞ্জলি ৫-৬

ভক্তভবনমূর্ত বিশ্ব পুরুষ অমল, ভেদ ভাবের এমন কৃত ও কারণ। ধর্ম-মূর্ত পরিপূর্ণ এবং বজ্রাসনীয় অর্চক পরিচালিত ৭

চতুর্ভবনমূর্তের বেদমূর্তায় মুনিগণ (পূজিত), মুক্তরা বেদপথে আলোকিত এই সকলে প্রভু নিত্যমুক্তিদাতা যাহা ওঁকার উহার প্রণবমূর্ত যাদব-পরিবারের বিভব ওঁকার ওঁকারে ওঙ্কারে ত্রৈলোক্য বিলয় প্রতিষ্ঠিত। ত্রৈলোক্য সকল ঘর্ষণকারী ওঁকারের পুষ্পিত পুষ্পমূর্ত পারিজাতমূর্ত-মূর্ত এবং পুষ্পমূর্ত পরিবারস্থ। ওঁকারমূর্তের সম্মুখে যাহিয়া অর্চকগণের মূর্ত বিভব সদা অবস্থান করিতেছেন ৮-১০

সিদ্ধবিদ্যার অধিষ্ঠিত বিপুল পুষ্পবাস্ পরিপূর্ণ এই সকলীয় ভবনে অধিষ্ঠিতেছেন। ত্রিশ লক্ষ যোজন উচ্চ (৪৪), পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ, পঞ্চ যজ্ঞসমন্বিত, অনাদ্যনাদ্য বাদ-প্রলাপাদ্যমূর্ত পরিপূর্ণ, অনন্ত জ্ঞানমূর্ত মূর্ত, নানাবিধ পক্ষিগণ সমাকীর্ণ, মুক্তমাত্রের পরমমূর্ত ভক্তগণ ভাবমূর্তগণ, মুক্তি পীঠের পাদমূর্ত, সমস্ত ঋত্বিকৃতঃ পীঠবাহক বর্তিতক পুরস্কিয়া ১০
পুষ্পাস্তরণসংস্তরে অমলাক্ষ শয়ন ৪
নিত্যোল্লাসলসৈরুক্ত মণিমাধ্বীধরৈঃ ১১
রামক্ষ দৃষ্টা নবরত্নকীর্ণ মুক্তিমালা।
সর্বং পুরতো ব্যাঃ শ্রীমুক্ত পরমাক্ষরম্ ১২
পুষ্পলুলাপরবৈর্বন্দিভিঃ বর্ণবর্ণৈঃ
স্তুতিঃ সকলমাত্রেণ বন্দিনা বিশ্বকর্মণা ১৩
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণ ত্রিলক্ষযোজনোন্নতম্।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং প্রাকারং কৃতমাত্রয়া ১৪
তারং তত্ত্বকপাটৈশ্চ নানাচিত্রোপশোভিতম্।
যুক্তং দণ্ডৈস্ত্রয়োবিংশৈর্বিশ্বতত্ত্বনিধানিভিঃ ১৫
তত্ত্বপদ্মিনে মুক্তেশ্চক যাদবে বিশ্বরূপ নাথে।
সর্বাধীশ্বরঃ মহাকালো শিবলাভঃ তাত্ত্বায় ১৬
বিশ্বনাথায় বাসক বিভবনাথঃ মহাদেবম্।
বিশ্বাত্মকঃ তাত্ত্বরাজ্ঞ ভক্তাত্মঃ বিশ্বচৈতন্য ১৭

পুষ্পাস্তরণে, পঞ্চ মহাধাতু এবং নবরত্ন মূর্তিমালা-ভূষণে মণিমাধ্বীক তত্ত্বমূর্তে এই ত্রৈলোক্য সকল মূর্তপাদিত ছিল ১১-১৩

সকলভাবে এতাদৃশ মূর্তপাদিত ত্রৈলোক্য সকল সর্বদা অধিষ্ঠা যাহা মনে আসায় ইহাই প্রার্থনার এবং সকলমূর্ত পরম ঈশ্বর, ত্রৈলোক্যাধিপতি ও সোমবর্ণমূর্ত মহাদেবের তাত্ত্বিক সকল করিলেন ১৪

সত্য মূর্তপূজা যাহা সদা সর্বদা অধিষ্ঠমূর্তে স্থিতি এই তাত্ত্বিক সকল বিশ্বরূপ নিধান করিয়াছেন ১৫

এই তাত্ত্বিক চারি যোজন বিস্তৃত, সমচতুষ্কোণ যোজন উচ্চ, ৪টি দ্বার, চতুর্দিকে ৭ প্রকার অধিষ্ঠিত মণ্ডপের তাত্ত্বিক-বেষ্টিত ১৬

এই তাত্ত্বিকের চারি নানাচিত্রোপশোভিত তত্ত্বকপাটে বৃক্ত, ইহাতে ২৩টি মণিমাধ্বীক বেদিকাস্তম্ভ ও অধিষ্ঠিত তত্ত্বমূর্তে মূর্তপাদিত ১৫

মাধব এই তাত্ত্বিকের পশ্চিমভাগে মুক্তরাজ (বিশ্বনাথ) এবং পাদভাগে শিব (মূর্তপাদ), সর্বেশ্বর, মহাকাল, তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, বাস, মহাদেব বিশ্বনাথ, বিশ্বাত্মা, তাত্ত্বরাজ, ভক্তাত্ম, বিশ্বচৈতন্য, সদাশিবেশ, তত্ত্বিক তাত্ত্বিকেশ্বর, ভক্তাত্মেশ্বর, ঈশান, মহাদেবেশ্বর, মূলাধারেশ্বর, ঈশান্ত সোমেশ্বর, ওঙ্কার-

[illegible] ॥ ২১

[illegible] ॥ ২২

[illegible] ॥ ২৩

[illegible] ॥ ২৪

[illegible] ॥ ২৫

[illegible] ॥ ২৬

[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ॥ ২৮

[illegible] ॥ ২৯

[illegible] ॥ ৩০

[illegible] ॥ ৩১

[illegible] ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] ॥ ২৯

শিব, ভৈরব, [illegible] এবং [illegible] বর্ণন করিলেন ॥ ১১-২০

[illegible] করিলেন ॥ ২১

[illegible] বর্ণন করিলেন ॥ ২৩

[illegible] ॥ ২৭

[illegible] ছিল ॥ ২৮

[illegible] বর্ণন করিলেন ॥ ২৯

[illegible] করিলেন ॥ ৩০

[illegible] বর্ণন করিলেন ॥ ৩১

[illegible] হইলেন ॥ ৩২

[illegible] ॥ ৩৩

[illegible] ॥ ৩৪

[illegible] করিলেন ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে [illegible] নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অথর্ববেদমধ্যেন ব্রাহ্মণস্য বিবাহিতধর্মনিরূপণার্থমিদং, তত্রাঃ ঋগ্বেদোপরিষদ্ধম্]

পরশুরাম উবাচ ।

ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণীপুত্রাঃ ক্রমাদ্যঃ কর্তুমীহতে ।
প্রথমা মাতরং হত্বা দ্বাভ্যামি ঋষিতঃ পুনঃ ॥ ১

ত্রিরাত্রকৃতঃ নির্ভুগা হত্বা পুত্রা চ যৌনজা
ব্রাহ্মণীয়ঃ পুত্রস্তু যত্নো যত্র প্রসাধকঃ ॥ ২
মাতামিত্রা যত্নো লভা মাতামস্তু পুরুষম্
ত্বং তত্রং ত্বয়ত্রাঃ নাম ঔর্বমিত্যভি মাতরম্ ॥ ৩
সপ্তমঃ নির্ভুগৈত্বং তত্রাপুত্রাপিত্রিয়ে
মত্তাঃ সত্যবতশ্চ ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ ॥ ৪
যেন্দ্রাবরঃ ঋষিশ্রেষ্ঠঃ যৌনস্তু মুনীশ্বরম্
আত্মাধারঃ পূর্বজাঃ ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণঃ পরন্তপম্ ॥ ৫
পরাশরাদ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রপুত্রঃ পুরন্দরম্
পুত্রাঃ পরমাত্মানমৌশনসমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬

মর্ষিমন্ত্রমন্ত্রণাঃ মর্ষিমন্ত্রকারণম্
মর্ষিমন্ত্রঃ সাক্ষাৎ মর্ষেষ্যমাত্রঃ বরম্ ॥ ৭
আত্মবোধাঃ প্রেমন্ত্রাপুঃ পরমাত্মতত্ত্বমন্
ভক্তাত্মত্রাঃ ভক্তবৎসলঃ সনাতনম্ ॥ ৮
ইত্যুক্তা পরশুরামস্তু ঋষিণা সনাতনঃ পুনঃ ।
যাতা মধুরয়া তত্র তত্ত্বমাত্র পরেশ্বরঃ ॥ ৯

শ্রীমধুরয়া উবাচ ।

ভগবন্ বিপ্রা ভগবন্ বিপ্রা মৃত্যু ব্রাহ্মণিনঃ বয়ম্
ব্রহ্মণ্যবিদ্ ভূতা ন ব্রহ্মণঃ শ্রীভূতঃ পুরাম্ ॥ ১০
শ্রীমদ্ভূতঃ পুরুষা যে পশ্যন্তি নরাধমঃ ।
তেষাং তিষ্ঠতি ভগবন্ যা কালসূত্রে ব্রহ্মণ্ ধ্রুবম্ ॥ ১১
তত্র বিপ্রেষি পাপীয়ান্ যাবজ্জন্ম দিবাকরৌ ।
বিপ্রবন্ধন পিতরঃ শুভ্রঃ ভূতপরিঃ বিনঃ ॥ ১২

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

(অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ প্রথার বর্ণন প্রসঙ্গে এবং ঔরসের উদ্দেশে ব্রহ্মযজ্ঞের বর্ণন ।)

পরশুরাম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ যদি মোহবশতঃ ব্রাহ্মণীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য অন্যপুরুষ বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণীর ঔরসে ব্রাহ্মণের যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম হইবে ঔর্ব ॥ ১ ॥

ঔর্বের ঔরসজাত পুত্র যদি তাহাকে পুনরায় ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদনের জন্য অন্যপুরুষ বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম হইবে ঋচীক ॥ ২ ॥

ঋচীক ঔরসজাত পুত্র যদি তাহাকে পুনরায় ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদনের জন্য অন্যপুরুষ বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম হইবে জমদগ্নি ॥ ৩ ॥

জমদগ্নি ঔরসজাত পুত্র যদি তাহাকে পুনরায় ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদনের জন্য অন্যপুরুষ বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম হইবে পরশুরাম ॥ ৪ ॥

ঔর্ব, ঋচীক, জমদগ্নি ও পরশুরাম—এই চারি জন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, ইহারা ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণ ॥ ৫ ॥

পরাশর, ব্যাস, শুকদেব ও শুক্রাচার্য—ইহারা ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণ ॥ ৬ ॥

ঋষিমন্ত্রের মন্ত্রণা ঋষিমন্ত্রের কারণ
ঋষিমন্ত্রই সাক্ষাৎ ঋষেষ্যমাত্রই বর ॥ ৭ ॥

আত্মবোধ প্রেমন্ত্রাপু পরমাত্মতত্ত্বমন্
ভক্তাত্মত্রাঃ ভক্তবৎসলঃ সনাতনম্ ॥ ৮ ॥

ইত্যুক্তা পরশুরামস্তু ঋষিণা সনাতনঃ পুনঃ ।
যাতা মধুরয়া তত্র তত্ত্বমাত্র পরেশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমধুরয়া উবাচ ।

ভগবন্ বিপ্রা ভগবন্ বিপ্রা মৃত্যু ব্রাহ্মণিনঃ বয়ম্
ব্রহ্মণ্যবিদ্ ভূতা ন ব্রহ্মণঃ শ্রীভূতঃ পুরাম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীমদ্ভূতঃ পুরুষা যে পশ্যন্তি নরাধমঃ ।
তেষাং তিষ্ঠতি ভগবন্ যা কালসূত্রে ব্রহ্মণ্ ধ্রুবম্ ॥ ১১ ॥

তত্র বিপ্রেষি পাপীয়ান্ যাবজ্জন্ম দিবাকরৌ ।
বিপ্রবন্ধন পিতরঃ শুভ্রঃ ভূতপরিঃ বিনঃ ॥ ১২ ॥

ঔরসের উদ্দেশে ব্রহ্মযজ্ঞ ও ঋষি, ঋচীক এবং ঔর্বাদিগণের ব্রহ্মযজ্ঞের বর্ণন করিতেছেন), পুরাণ, পরমাত্মা, ঈশ্বর (ঈশাদ্ ব্রহ্মবিশেষত্বম্ অথবা পালয়তীতি ঈশাত্ব —ঈশ্বরনামঃ), আদি, অন্যায়, সর্বজ্ঞানমন্ত্রণের মন্ত্রণকারক, পরম ব্রহ্মমন্ত্রের কারণ, সর্বাদি ব্রহ্মস্বরূপ, পরম, শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তে, যথা—ব্রহ্মবোধ, আত্মজ্ঞান, প্রেমস্বরূপ, পরমাত্মতত্ত্বমন্, ভক্তবৎসল ঈশ্বর প্রেমভক্তি ভক্তবৎসল এবং সনাতন ॥ ৪-৮

এই কথা বলিয়া পরশুরাম ঋষিবর সনাতন ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমধুরা বলিলেন, তাহা সেই পরশুরামকে বলিতেছেন ॥ ৯

শ্রীমধুরা বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আমি ব্রাহ্মণী নহি, ব্রাহ্মণের ঔরসজাত কন্যাও নহি। আমার পিতা ব্রাহ্মণ—এই পর্যন্ত বলিতে—যাহার তত্ত্বে ব্রাহ্মণ বিপ্রাদিগের ভোগের পুত্রাদিকে বর্ণন করা উচিত নহে ॥ ১০

যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ ব্রহ্মণীদিগের পুত্রাদিকে বর্ণন করে কিংবা তাহাদের অনুগত হয়, সেই ব্রহ্মণ ব্রহ্মণিগণ কালসূত্রনামক নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ১১

সেই পাপী ব্যক্তি যত দিন সূর্য ও চন্দ্রমা বর্তমান থাকে, সেই কালসূত্র নরকেই অবস্থান করে। অতএব, বিপ্রবন্ধন পিতৃগণ যাহাতে পুত্রের শ্রীমধুরা ও পুত্রাদিকে ভোজন করিতে না পারে, এই

যদ্যঃ পুরুষসাধারণং নহি পশ্যেন্ বিচক্ষণঃ।
তাবন্তঃ কোপতো যান্তি বা পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩
স্ত্রীবিদ্বেষো ভবেত্তস্য ঈর্ষ্যা সততং ভবেৎ।
তারয়োঽপি বিমুক্তস্য মোহতো ভবতি বিস্মিতম্ ॥ ১৪
যশোদেন যঃ স্তব্ধো গ্রস্তঃ স্তব্ধমনঃ
অমুষ্যাঽ মহাকোপাদ্বিমুঞ্চেৎ যদ্যঃ মুনে ॥ ১৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথো স্তব্ধস্য কিং যত্নঃ পুরুষস্যাপি মুক্তয়ে
ইত্যেবমাত্মা বৈদ্যঃ স্তব্ধমীশ্বরমব্রুতঃ ॥ ১৬
স্তব্ধঃ স্তব্ধো যাতায়িত্বং কামিনাঞ্চ বিচারিণাম্।
বিবিক্তায়ন্ত ও শিশো নি মোক্ষঃ কল্পিতেব হি
যাতায়াতস্তুপুরঃ স্তব্ধস্তব কিং ভিন্ন যাবক ॥১৭
অথ মৃত্যুং অবিস্তারি ভাবাঞ্চ মহতোঽধিকম্।

কোনও ব্যক্তি যেন্তাপ কিংবা ক্রোধবশতঃ পুরুষোত্তম পুরুষকে দর্শন করে, তবে সেই ব্যক্তির সপ্ত জন্ম ধরিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষ হইয়া থাকে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভগবান্‌কর্তৃক পরিত্যক্ত বিষয়, তাহাকে এক মূঢ় অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া থাকে। ১৩-১৪

হরে! স্তব্ধমনস্ক পরমেশ্বর যদ্যপি এই প্রকার মনে করিয়া তাহা হইতে অন্যত্র ক্রোধপরবশ হইয়া সেই অবস্থায় এই শিশুর নাশ করিতে পারিতেন। ১৫

পরমেশ্বর কহিলেন,—অয়ি! কি উপায় অবলম্বন করিলে পুরুষের মুক্তি হইবে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া স্তব্ধ ঈশ্বরের মুখ হইতে এইরূপ বাক্য পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করি নাই। ১৬

সাধ্বি অবিস্তারি,—তোমরা সাধুজন ও বিদুষীজন, তোমাদিগেই এইরূপ বলা চলে; অথবা বিবিধপ্রকার বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ ইহা কোনও দোষই নহে। ভদ্রে! আমি এখন অন্তঃপুরে যাইব, ইহাতে তোমার কি? বোধিতারি, তুমি এখনও বালক—বিদ্যারও অভাব, অতএব তুমি এখানে অবস্থান কর। ১৭

আমি আমার আদেশানুসারে সমস্তাদিক অর্চনা পালন করিব। এই শিশু ও তুমি যে তোমরাই পিতা-মাতা, এরূপ ভেদ নিরসন—চিরনিষ্ঠার করিয়া দেব যাই। ১৮

এই পার্ব্বতী (পর্ব্বত—হিমালয়, উহার কন্যা দুর্গা) ও পরমেশ্বর শিব সমস্ত জগতের পিতা-মাতা। আমার সেব তাদের তাতো মাতা ও এবং সৈব বিস্তারিত, ১৯
জগতাং পিতরৌ হ্যেতৌ ও পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।
পার্ব্বতী স্ত্রী পুমান্ শম্ভুরিতি বৈদে নিদর্শিতঃ ॥ ২০
সর্বতঃ সমস্তাদ্ সর্বজ্ঞা ও পার্ব্বতী।
তথাভীষ্টস্য কা ক্রীড়া তদ্ভবো বা মুনৌ বিদো ॥২০
ক্রীড়া লক্ষ্মা ক্রীড়িতঞ্চেতো প্রাণাস্তু বেদপরম ও
তথাভূতঃ বালকঃ সৃষ্টা শিবোর্দ্ধিতঃ মুনৌ ভবেৎ ॥২১
লক্ষ্মাবান্ মুনৌ লক্ষ্মা লক্ষ্মণবন্ত ও তং মুনিঃ।
লক্ষ্মা লক্ষ্মণবান্ প্রাণি বাপি কিংবা মুনাবপি ॥ ২২
শিবঃ শিবময়ো প্রাণবিশেষো মহদেব ও
ক্রীড়িক্রীড়িতবাপ্তেতি মুনাবার্দ্ধ্যবিবেচিতি বিদ ॥২৩
মুনৌ যদ্যঃ যদ্যঃ বস্তি যাবিদ্ যাবিদ্ ক্রীড়িতি।
সাবর্ণ্যাদ্যে সাবর্ণ্যা তাদৃশ্যঃ কল্পান্ বিবেচিতি ও ॥ ২৪

—পার্ব্বতী স্ত্রী এবং শম্ভু পুরুষ, বেদে তাহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯

তাহা, সমস্ত সর্ব্বজ্ঞ ও পার্ব্বতী সর্ব্বজ্ঞা। যে ভোগ্য। সুতরাং যিনি তাদৃশ ভগবান, তাঁহার আবার ইচ্ছাভোগ কি? (তিনি ত, আত্মারাম।) অতএব তাঁহার ইচ্ছাভোগ হইতে কোথা হইতে হইবে? ২০

ক্রীড়া, লক্ষ্মা, ক্রীড়ি ও চলন—এ সব ত' সাধারণ প্রাণী পুরুষের থাকে; পরমেশ্বরের ত' তাহা থাকিতে পারে না। তবে লক্ষ্মাযুক্ত বালক—যিনি পুরুষে দেখিয়া মায়া-শিবের লক্ষ্মা কোথা হইতে হইবে? ২১

যিনি তাহে লক্ষ্মা, তাঁহার আবার লক্ষ্মা কোথায়? যিনি লক্ষ্মাবান, তাঁহারই বা লক্ষ্মা কোথা হইতে হইবে? লক্ষ্মা কি তাহাকে লক্ষ্মা পায়? কিংবা তাহে কি তাহার চিহ্ন হয়? ২২

তাহা। শীল কি শীল পায়? ক্রীড়া কি পায় তাহে তাহে? কিংবা তাহে তাহা পাইয়া থাকে? তাহারা মুক্ত কি মুক্ত হইতে ভীত হয়? ২৩

তাহে কোনও তাহে কিংবা তাহে। যাহা যাহাতে ক্রীড়া তাহে তাহে। যিনি সাবর্ণ্যাদিগের সাবর্ণ্যা তাহা, তিনি কি তাহার তাহার তাহে তাহে কিংবা তাহা হইতে ভীত হন? ২৪

ন্যস্তা মৃত্যবি প্রস্তাবা পাতা যা পাপি বন্ধতে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে সমবায়েতি ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্রা প্রয়াতি কিম্ ॥২১
নিত্যা নিত্যেন কীঃ সোজ্যা ন ছিঃ পাপিন বন্ধতে।
পুণ্যিঃ পুণ্যিবয়ায়েতি পুণ্যিপুণ্যী তথা অয়ম্ ॥
আত্মনঃ পরমাত্মানি শক্তিঃ সত্তা বিবেদি কিম্ ॥২২
লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধাঃ যাবন্তো নহি যান্তিতাঃ
তথা ন বন্ধা বন্ধাঃ সেন্তা বন্ধেন্তা প্রয়ো ॥ ২৩
জ্ঞান-ক্ষুদ্রোঃ সো বিজ্ঞাতো যা তথা যাবতে জ্ঞাঃ।
চিন্তা ন চিন্তয়া প্রজ্ঞা চন্দ্রঃ যত্ন ন পশ্যতি ॥ ২৪
সর্বো ক্ষুদ্র কিং প্রাপ্তোতি সোজ্যং সোজেন যাবতে।
তা বিপত্তিবিপাকেন সম্পত্তিঃ সম্পদঃ ক্ষুদ্রঃ ॥ ২৫
সেবন্তা যাবনা শক্তিং ক্ষুদ্রেণা যাবনা ক্ষুদ্রঃ।

ন বন্ধঃ যত্নপ্রয়ত্নেন বিবন্ধানিব তন্বতঃ ॥ ৫০
বিনাশীজন্তবো জ্ঞাতব্যৈরাত্মিতোঽধুনা।
ন জ্ঞাতেষ্বয়া তত্ত্বমূলং ক্ষুদ্রী ন জ্ঞাতো জ্ঞতঃ ॥৫১
ইত্যাদ্যু পর্ত্তব্যমন্ত্র প্রথম ঃ পূজঃ সূত্রঃ।
দ্বিতীয়ঃ যত্নঃ সম্বন্ধকে তত্ত্বোপদেশাঃ ক্ষুদ্রা ॥ ৫২
পর্ত্তব্যমন্ত্রঃ ক্ষুদ্রুঁজিজ্ঞাসো যত্নেন্তঃ।
তত্ত্বমন্ত্রবক্তাশ্চ প্রবক্তু তত্ত্বজ্ঞাঃ ন ॥ ৫৩

বন্ধনচিন্তনম্ ।

আত্মাবিবিধাবন্ধনা জ্ঞানঃ প্রাপ্তোতি জ্ঞানিনঃ।
শিক্ষুর্ত্তাঃ ক্ষুদ্রুণাঃ জ্ঞানঃ ক্ষুদ্রঃ তাবাবান্ মহান্ ॥৫৪
জ্ঞানঃ জ্ঞানা বিশিষ্টেন জ্ঞানিনাপি দুর্জ্ঞনম্।
চিত্তিনস্য বন্ধনুঃ সূত্র জ্ঞানচিত্তেবনম ॥ ৫৫

কিন্তু তোমার মনে হয়তো মৃত্তিকাগৃহকে মৃত্তি বলেন, সাদা (শাদক বা বস্তুত) জিনিসকে সাদা (বা ইচ্ছা) বলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে ত্যাগ হয়। ২০

তোমার মনে নিত্য নিত্যকে, স্ত্রী (সোজ্য) সোজককে, পাপি পাপিকে, পুণ্যি পুণ্যিকে, পুণ্যি পুণ্যিকে এবং তথা অন্যকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা আমার। আমার কি আত্মা থাকিতে পারে? কিংবা পাপি কি তখনও পাপি থাকে? ঈশ্বর হয়। ২১

যে প্রজ্ঞা। লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধ তখনও নিজের ইচ্ছা অর্থাৎ লোভ লোভকে খায়, মোহ মোহকে খায়, কাম কামকে খায়। এবং ক্রোধ ক্রোধকে খায়। পীড়িত হয় না। এইরূপ বন্ধা বন্ধার খায় এবং ইচ্ছা ইচ্ছাকে খায়। তখনও বন্ধ হয় না। ২৩

জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য কি বিজ্ঞা—কে খাইতে পারে? জন্য কি অজ্ঞানকে খায় দিতে পারে? চিন্তা তখনও চিন্তাকে হয় না এবং চন্দ্র তখনও নিজে দেখিতে পায় না (খাবার চন্দ্র, সেই ব্যক্তি দেখিতে পায়)। ২৪

সর্ব কি আমাদের (ব্রহ্মের) প্রাপ্ত হয়? সোজ্য তখনও সোজকে সোজনারা করিতে পারে না, বিপদের আবার বিপদ কি? সম্পদের আবার সম্পদ কোথা হইতে হইবে। ২৫

যোগ থাকে যদি এবং মৃত্তির আবার মৃত্তি শক্তি কোথা হইতে আসিবে? মৃত্তি ব্যক্তির বিষয় বন্ধনের নিত্য বন্ধ হয় না, বিরাট পাপ ও বিশুদ্ধপাপ। ২৬

আত্মা: আত্মার মৃত্তির এবং বিশুদ্ধির আত্মার করিয়াছে। এরূপ আত্মার আদি ও মৃত্যু হইতে প্রকৃত মৃত্তি যারা এবং পাপের ইচ্ছা প্রকৃত করি যারা। ২৭

পরমাত্মার এই তথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বার তত্ত্ব আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপুত্র পাঁচ তথা করিয়ে তম দিব করিয়েন। ২৮

পরমাত্মার পাতা প্রকৃত করিয়া বিশ্বাসের ও তথা সম্পূর্ণরূপ আপন হাত তত্ত্ব উদ্ধারের এই তথা বলিয়েন। ২৯

আপন করিয়েন,—যে ব্যক্তি আত্মাকরূপ আত্মার আত্মার, সেই ব্যক্তি আত্মা পুনর্জন্ম বিনষ্ট হইতে আর পার তরে। আর যে ব্যক্তি আত্মাবান্, সেই ব্যক্তি নিজের শিক্ষা ও আত্মার দৃঢ়নিশ্চয় উপলব্ধ হইতে দুর্লভ আর পার তরিয়া যায়। ৩০

আত্মা: দুর্লভ যা আ-ই আত্মকল্যাণ নিজেই হইতেছে দুর্লভ নির্বিঘ্নে আর পার করিয়াছে। আর আদি মনুষ্যদি হইতেছে আবার এক নিজের আত্মন, দুর্লভ যারা প্রকৃত তত্ত্ব। ৩১

মোর থাকে যদি এবং মৃত্তির আবার মৃত্তি শক্তি কোথা হইতে আসিবে? মৃত্তি ব্যক্তির বিষয় বন্ধনের নিত্য বন্ধ হয় না, বিরাট পাপ ও বিশুদ্ধপাপ। ৩০

আত্মা: আত্মার মৃত্তির এবং বিশুদ্ধির আত্মার করিয়াছে। এরূপ আত্মার আদি ও মৃত্যু হইতে প্রকৃত মৃত্তি যারা এবং পাপের ইচ্ছা প্রকৃত করি যারা। ৩১

পরমাত্মার এই তথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বার তত্ত্ব আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপুত্র পাঁচ তথা করিয়ে তম দিব করিয়েন। ৩২

পরমাত্মার পাতা প্রকৃত করিয়া বিশ্বাসের ও তথা সম্পূর্ণরূপ আপন হাত তত্ত্ব উদ্ধারের এই তথা বলিয়েন। ৩৩

আপন করিয়েন,—যে ব্যক্তি আত্মাকরূপ আত্মার আত্মার, সেই ব্যক্তি আত্মা পুনর্জন্ম বিনষ্ট হইতে আর পার তরে। আর যে ব্যক্তি আত্মাবান্, সেই ব্যক্তি নিজের শিক্ষা ও আত্মার দৃঢ়নিশ্চয় উপলব্ধ হইতে দুর্লভ আর পার তরিয়া যায়। ৩৪

আত্মা: দুর্লভ যা আ-ই আত্মকল্যাণ নিজেই হইতেছে দুর্লভ নির্বিঘ্নে আর পার করিয়াছে। আর আদি মনুষ্যদি হইতেছে আবার এক নিজের আত্মন, দুর্লভ যারা প্রকৃত তত্ত্ব। ৩৫

যো নির্গুণঃ স বিশিষ্টঃ শক্তিভেদো ন হি সাধুভিঃ।
বিশুদ্ধমুক্তাদ্রিঃ শব্দো নির্গুণঃ সগুণো ভবেৎ ॥ ৭৬
তাবদ্ধি চ শব্দশক্তয়ঃ ভেদাভেদাদি বর্ণয়েৎ।
প্রকৃতয়শ্চ চ বর্ণাশ্চ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা ॥ ৭৭
তাবদ্ধেদো বেদিনশ্চক্ষ চক্ষুজ্যোতিঃস্বরূপিণঃ।
হস্তপাদাদিরহিতো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৭৮
বৈকুণ্ঠান্তঃ বনস্থস্তে ভক্তানুগ্রহকারকঃ।
দুষ্টো বহুত্ব তাজ্ঞাদিরহো ভেদবিনাং বিনা ॥ ৭৯
জ্যোতির্মাত্রস্য বিভাঃ শরীরঃ স্যাদরূপবৎ।
বিভুঃ মূর্তশরীরঃ সন্বিগ্রহঃ শ্রীভবাদয়ঃ ॥ ৮০
অতীবাদ্ভুত-সত্তায়া দৃষ্টেশ্চ বিভুবিগ্রহে
জ্যোতির্মাত্রস্য দৃষ্টিঃ স্যাদ্ভ্রান্তি কৃপয়া বিনা ॥ ৮১
তথা ধর্মো নিমুক্তাত্মে তবস্তোত্রবন্দনেচ্ছয়া।

যোগতল্পো যা যাতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৮২
যথা সহস্রাংশুঃ কুদ্ধঃ সম্মুখে প্রকৃতিং মুখা।
তদ্বদ্যোগী ধর্মিণঃ যীর্যাঃ ধর্মাজ্জিগ্যো বহূন্ ন হ ॥ ৮৩
বিধোন লক্ষ্যতেঽপি সর্বাজ্জিগ্যো বিনির্গতঃ।
তথা চক্রে বিধাসঃ তত্ত্বো বাসুদেবঃ ন হ ॥ ৮৪
বিধাসেন সমঃ প্রাক্তনুষবিষ্ণুর্বিনির্গতঃ।
তত্ত্বো বহুত্ব সমতা তদ্বদ্যাসির্বৈঃ পুমঃ ॥ ৮৫
তত্ত্বজ্ঞানে চ বিদ্যেঃ ভিন্নো বিধাবর্ষকঃ লক্ষকম্।
তত্ত্বো বহুত্ব সমতা বিধাবাদো মহাবিষ্ণুঃ ॥ ৮৬
তাবদ্ধি ধাত্রলোকাদি তত্ত্ব দৃষ্টি মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মাণ্ডানি চ তাবদ্ধি বিভূনামানি বিভ্রতম্ ॥ ৮৭
তত্রৈব প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দেবাস্তে দুঃখদৈবৈব বিভক্তমাস্ত্রাচরাঃ ॥ ৮৮

যিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি অতীত বিধাতার রূপ, তিনি বিশিষ্ট ও শক্তিমান (অর্থাৎ পঞ্চ মহাপ্রকৃতি শক্তিমান করিয়া থাকিত হন। পঞ্চ মহাপ্রকৃতি হইলেন,—১। দুর্গা, ২। লক্ষ্মী, ৩। সরস্বতী, ৪। সাবিত্রী ও ৫। রাধা) কর্তৃক বর্ণিত থাকেন; কিন্তু সেই নির্গুণ পরমাত্মা যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শক্তিকে আশ্রয় করেন অর্থাৎ তাঁহা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন। ৭৩

মহাদেব পরমাত্মা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত ভোগ-ভোগ্য দেহ আছে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণদেহ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরা—প্রকৃতিজাত। ৭৪

যোগিগণ বলেন সত্ত্বগুণ, জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ-সনাতন অবয়বহীন ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পরমাত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেন। ৭৫

বৈষ্ণবগণ সেই শুদ্ধস্বরূপে অনুগ্রহকারী জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেন; কারণ, তাঁহারা পূর্ণরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ভোগ করিতে এই জ্যোতি আশ্রিত। ৭৬

হে ব্রহ্মা। তাঁহারা এই জ্যোতির আশ্রয়ে বিশ্ব সেবাকারী ভাগবতগণ, বিষ্ণুর, বৃন্দাবনের, বৈকুণ্ঠাধিপের, গোলকনিবাসী, অনিত্য অথচ নিত্য রূপধারণে বিষ্ণুর এই মূর্তিরূপ আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৭৭-৭৯

সেই সমস্ত তাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে

তাঁহারা সকল অংশে বিষ্ণুরূপ হন। যোগ নিদ্রা তাঁহার এই রূপ অর্থাৎ যোগ তাঁহাদের এক ভাগ ধারণের যোগ্য নহে। ৮২

যখন এই শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি করিয়া বিষ্ণুরূপ হইয়া পরমেশ্বর প্রকৃতির মূর্তি করেন, তখন তিনি প্রকৃতির যোনিতে বীর্য সমর্পণ করিয়া থাকেন। তাহার পর প্রকৃতির গর্ভে উক্ত বীর্য হইতে এক ডিম উৎপন্ন হয়। ৮৩

তদনন্তর দেবপরিমাণে লক্ষ বৎসর পরে প্রকৃতির গর্ভ হইতে সেই ডিম বিদীর্ণ হইল। সেই সময় তিনি (প্রকৃতি দেবী) বিরাট পরিমাণ করিলেন, তাহা হইতেই বহুত আবির্ভাব হইল। ৮৪

তাহার সেই বিরাটের সহিত তাঁহার (প্রকৃতির) মুখ হইতে বিষ্ণু অর্থাৎ মহাবিষ্ণু বিগত হইল। তদনন্তর সমতা শ্রীহরির সমুদয় অবয়বাদি উৎপন্ন হইল। ৮৫

সেই অবয়বের প্রকৃতিগর্ভজাত ডিম পঞ্চ লক্ষ বৎসর অবস্থান করিল। অনন্তর সেই ডিম হইতে সমতা বিধাতার মহাবিষ্ণু (মহাবিষ্ণু) আবির্ভূত হইলেন। ৮৬

এই মহাত্মা মহাবিষ্ণুরই বহু সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তত্ত্ব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিশ্বিতরূপে বিরাজমান আছে। ৮৭

সেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবগণ, দুনিয়া এবং চরাচর প্রাণিবর্গ বিভক্তরূপে বিরাজিত। ৮৮

[illegible] সর্ব [illegible] ।
নিত্যা [illegible] ॥ ৪৯

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫০

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫১

[illegible] ।
[illegible] সর্বশক্তিস্বরূপা [illegible] ॥ ৫২

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৩

[illegible] ।
যা চ [illegible] দেবী [illegible] ॥ ৫৪

সর্বশক্তি [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৫

[illegible] ।
[illegible] সাবিত্রী [illegible] সরস্বতী ॥ ৫৬

[illegible] যা দেবী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৭

[illegible] যা দেবী সাবিত্রী [illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৮

[illegible] ।
সাবিত্রী [illegible] ॥ ৫৯

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী [illegible] ।
যা দুর্গা [illegible] ॥ ৬০

এই [illegible] ॥ ৪৯

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৫০

[illegible] ॥ ৫১

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৫২

[illegible] ॥ ৫৩

'[illegible] নাই,'—[illegible] দেবী [illegible] ॥ ৫৪

সর্বশক্তি [illegible] ॥ ৫৫

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] (লক্ষ্মী), সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী ॥ ৫৬

এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দেবী [illegible] নাম '[illegible]' । তিনি শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ॥ ৫৭

[illegible] দেবী, তাঁহার নাম 'সাবিত্রী' । তিনি [illegible] দেবী [illegible] । [illegible] ॥ ৫৮

দেবী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] । তিনি 'সাবিত্রী'-রূপে [illegible] 'গায়ত্রী'-রূপে [illegible] ॥ ৫৯

তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, [illegible] নাম 'দুর্গা' । তিনি [illegible] ॥ ৬০

প্রকৃতিঃ পরমা সাক্ষাদ্যোগলোকে চ বর্ততে ॥
ইমাঃ প্রধানাঃ কথিতা বহুধানেকধাপি চ ॥ ৬১
দ্বিপ্রকার বিধা বৈষ্ণবঃ প্রধানাৎ পরমুচ্যতে
অধিকারিফলং সর্বং সর্গে প্রাকৃতিকে ক্রমম্ ॥ ৬২
অত্র নারায়ণো দেবঃ কৃতকৃত্যৈরলঙ্কৃতঃ ।
বসতাসৌ পীঠমধ্যে পত্ন্যা চ সহিতো মহান্ ॥ ৬৩
যদা কৃতান্ত লোকেষু বিকৃতঃ কালমৃত্যবঃ ।
অধিকৃত্য মুনশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্যাধঃ-ফল-বিস্তৃতিঃ ॥ ৬৪
সো-ষোপ-যোপীতিঃ সর্বং ক্রান্তা যোগফলন্তু ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ বিভুঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৬৫
ক্ষেত্রজ্ঞঃ স তু প্রোক্ত পরমানন্দরূপকৃৎ

ব্রাহ্মঃ। যোগলোকে এই সকলের প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহারাই প্রধান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কল্পভেদে পরে ইঁহারা বহুবিধ হইয়াছেন। ৬১

দ্বিপ্রকার পরতত্ত্বম্। বৈষ্ণবেরা বিধাভেদে এক প্রধান হইতে (প্রধানকর্তৃক সৃষ্টিরূপ একটি অবান্তর সৃষ্টিতে অধিকারী) ভিন্ন বলিয়া কথিত হন। এই সমস্ত বৈষ্ণবলোক অধিকারী ; কারণ, প্রাকৃত প্রলয়ের ইহা নিশ্চিতরূপে অবস্থান করে। ৬২

এই শ্রীবৈষ্ণব ধামে শ্রীকৃষ্ণের অর্চাবতার স্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণ বসতিকারী ও পীতবস্ত্র ধারণ করিয়া পত্নি লক্ষ্মী দেবীর সহিত বিরাজমান থাকেন। ৬৩

যখন ভামসূত্র মুনশ্রেষ্ঠগণী বিভূত শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা-ক্রমিত মনুষ্য সদৃশ শ্রীযোগলোকধামে শ্রীরাধার সকাশাদি সখা অবস্থান করিতেছেন। ৬৪

সেই যোগকর্তারী ভামসূত্র সখা যো, যোগ এবং যোগীজনের দ্বারা সমস্ত পরিবেষ্টিত থাকেন। সেই শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অধীত বিভূ পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর। ৬৫

পরমা অনন্তাদ্ভুতা সখা যোড়শাংশো মহাবিরাট্ ॥ ৬৬
যতো ভবন্তি বিশ্বানি মূল-সূক্ষ্মাবিকারি চ ।
পুনস্তত্র প্রলীয়ন্তে এবমেব মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৭
যোগলোকমুপাশ্রিত্য বৈষ্ণবাঃ পরমেশ্বরোক্তি যোগজম্ ।
যান্তি লোকমুদ্ধর্বে চ যান্তি কৃতান্ত পরঃ প্রভুঃ ॥ ৬৮
ইতঃ প্রকৃতঃ পরমুক্তস্তয়া তে কথিতঃ বিভু
অথঃ বিস্তীর্ণমা ভাগুতীয়ঃ পুরতোমুখঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীলক্ষ্মীতন্ত্রে মহাপুরাণে যোগেশ্বরতন্ত্রে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে পরতত্ত্বাবতারবাদে
ত্রাধিকারিফলং নাম দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

পরমাত্মার মূর্তি বিরাট এই শ্রীকৃষ্ণ যোড়শাংশ ও অনন্ত পরমপুরুষ পরমাত্মা। সমস্ত বৈষম্য ইঁহার অংশ হইতে উৎপন্ন এবং মহাবিরাটই ইঁহার যোড়শাংশে কল্পিত হইয়াছে। ৬৬

এইরূপে ইঁহা হইতে অনন্ত মূল ও সূক্ষ্মাদি বিকারযুক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইতেছে এবং ইঁহাতেই সমস্ত পুনরায় লীন হইতেছে। ৬৭

সেই চতুর্ভুজ নারায়ণের নিজলোক বৈষ্ণবধাম হইতে পরমেশ্বর কথিত যোগজ উর্দ্ধ শ্রীযোগলোকধামে বিরাজমান থাকেন। এই শ্রীযোগলোক হইতে উর্দ্ধে আর কোন লোক নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে সেই আর কোন প্রভু নাই। ৬৮

হে ব্রহ্মন্। ইহা আমি আমার পিতৃদেব শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার নিকটে তাহা বর্ণনা করিলাম। হে ব্রাহ্ম। অতএব তুমি অন্যকোন বিষয়ে অপেক্ষা কর ; কারণ, মহেশ্বর এখন মুখোমুখ অর্থাৎ প্রীতিভাবে মুখে মুখ মিলিয়াছেন। ৬৯

শ্রীলক্ষ্মীতন্ত্রে যোগেশ্বরতন্ত্রীয় শ্রীকৃষ্ণবৈষম্য মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে অবতারবাদে পরতত্ত্বাবতারের সংবাদে
দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৪৩

[মহেশ্বরকর্তৃক পরমেশ্বরীর পরিত্যাগের কারণজ্ঞান, ভেদ দর্শন পরিত্যাগের বারংবার উপদেশ পরিত্যাগের কারণজ্ঞান, পার্বতী-বিসর্জনার্থ পরিত্যাগের নারায়ণের প্রেরণাদান।]

নারায়ণ উবাচ

প্রণেমুস্তাং প্রভুং স তথা হাসয়ৎ পুনঃ।
পর্বতঃ পর্বতাগ্রো নির্ভয়ো মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১

সম্পেক্ষ্যৈবং পুনা শৈলসুতায়ৈ প্রভুঃ
ব্যাহরামাস সম্প্রীত্যা চণ্ডায়া বিনয়ঃ পুরঃ ॥ ২

স্নাপয়ন্ত্রং মেরুরাজং হুত্বা তু পুনঃ পুনঃ
বহুধা চ তত্তদা যাদৃক্ তাদৃক্ তত্তদ্বপুর্ধরম্ ॥ ৩

পর্বতিকেশ্বরং কর্তুং মন্ত্রস্যাস্য তু তত্ত্বতঃ।
তাতা কৃত্বা তাতিমেতো যোগয়ামাস নামভি ॥ ৪

আদ্যমিন্দ্রং যে ব্রাহ্মণ্যং পুত্রে তথা বিশঃ।
তত্তদ্ তত্তদ্বপুস্তত্ত্বা তা তথায় হরমূর্তিঃ ॥ ৫

পর্বতং তিপদ্ধা মূর্তিঃ তত্তদ্বপুরনেকধা
যযৌ যোগয়ামাস নিবর্তয়িতুমাত্মনঃ তম্ ॥ ৬

পুনর্বীক্ষ্য তাং তস্য প্রেরয়ামাস কোপতঃ।
পপাত পুরতো বেদাদ্রিরূপো পরাত্মনঃ ॥ ৭

তত্তাবং সহসা দৃষ্ট্বা ধর্মং কৃত্বা তু সাক্ষিণম্।
পুনস্তং যোগয়ামাস তিরস্কারাং শিবাত্মজঃ ॥ ৮

নিবর্তয় নিবর্তয়েত্যাহ। চ পুনঃ পুনঃ।
প্রেরণমে যে তা শক্তিস্তীব্রাস্তা বিনা প্রভো ॥ ৯

মম ভ্রাতা যমজিদিতি সম্বন্ধতো ধ্রুবম্।
ঈশ্বরস্ত্রিয়ধিষ্ঠাতা যদি তেন প্রেরিতা ॥ ১০

নন্দয়ং কার্তবীর্যশ্চ তৃপাস্তে ভূতত্তত্তঃ
অতো বিত্ত ন জানামি যাস্ত বিশ্বময়াস্তব ॥ ১১

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

[অনন্তর অন্তঃপুর পরমেশ্বরকে পরিত্যাগের অনন্ত তাঁহার নারায়ণ, তাঁহার সহিত পরমেশ্বরের বাদানুবাদ, শেষে পরমেশ্বর কর্তৃক পরমেশ্বরী কর্তৃক বিসর্জন পরমেশ্বরকে নারায়ণের প্রেরণা দান।]

নারায়ণ বলিলেন,—বৎস নারদ! পরমেশ্বর যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া সেই সময় পরমেশ্বরী দুর্গা (মূর্তিভাবীন পার্বতী) পরমেশ্বর শিবকে ত্যাগ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ১

পরমেশ্বরকে তখন অধিক হাসিতে দেখিয়া মহাদেবের তনয় মহাত্মা তাঁহাকে তখন অধিক বিনয়ের সহিত পুনরায় তখন হাসাইবার জন্য তাঁহাকে বিনয় জ্ঞাপন করিলেন। ২

কিন্তু পরমেশ্বর দুর্গার ত্যাগ করিয়া নারায়ণ তাঁহাকে হাসান করিলেন অর্থাৎ দূর করাইয়া দিতে পারিলেন। তিনিও উহাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া এবং পরে হাত ধরিয়া টানাটানি (বলপ্রয়োগ) করিতে পারিলেন। ৩

তখন দুর্গাবল্লভ পরমেশ্বর পরমেশ্বরী উপর পরম বিরক্ত হইয়া অধিক ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনিও ক্রোধিত হইয়া সেই সময়ে পরমেশ্বরকে ফিরাইতে পারিলেন। ৪

পর্বত তিপদ্ধা মূর্তিঃ তত্তদ্বপুরনেকধা
যযৌ যোগয়ামাস নিবর্তয়িতুমাত্মনঃ তম্ ॥ ৬

পুনর্বীক্ষ্য তাং তস্য প্রেরয়ামাস কোপতঃ।
পপাত পুরতো বেদাদ্রিরূপো পরাত্মনঃ ॥ ৭

তত্তাবং সহসা দৃষ্ট্বা ধর্মং কৃত্বা তু সাক্ষিণম্।
পুনস্তং যোগয়ামাস তিরস্কারাং শিবাত্মজঃ ॥ ৮

নিবর্তয় নিবর্তয়েত্যাহ। চ পুনঃ পুনঃ।
প্রেরণমে যে তা শক্তিস্তীব্রাস্তা বিনা প্রভো ॥ ৯

মম ভ্রাতা যমজিদিতি সম্বন্ধতো ধ্রুবম্।
ঈশ্বরস্ত্রিয়ধিষ্ঠাতা যদি তেন প্রেরিতা ॥ ১০

নন্দয়ং কার্তবীর্যশ্চ তৃপাস্তে ভূতত্তত্তঃ
অতো বিত্ত ন জানামি যাস্ত বিশ্বময়াস্তব ॥ ১১

হে তাত! তুমি তত্ত্বপুরুষ উহা কেন এই অসার পাত্র আর বিসর্জন করিতেছ? তত্ত্বপুরুষ তত্ত্বপুরুষ তোমার আরাধ্য তত্ত্ব। উচিত নয়। ৫

তখন, পরম বিসর্জন করিতে উদ্যত এবং ক্রোধে তত্ত্বপুরুষ তত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বরকে 'বিসর্জন কর' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন। ৬

তখন পরমেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় তাহা ফিরাইয়া দূরে ঠেলিয়া দিলেন। ইহাতে তখনই পর্বতরূপ হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে পতিত হইলেন। ৭

তাহার পরম বিজ্ঞানের (জ্ঞানের) বিশেষরূপ তখনই উদিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন। ৮

তখনকার কথা। মহাদেবের আত্মা তখনই তত্ত্বপুরুষ প্রবেশ করিবার তোমার কি শক্তি আছে। তখনও তুমি 'বিসর্জন কর, বিসর্জন কর' এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ ফিরাইতে করিলেন। ৯

তুমি আমাদের অধিপতি, বিশেষতঃ বিজ্ঞানস্বরূপ-সম্বন্ধে তুমি আমার ভ্রাতা এবং অন্যান্যের ত্রিয় বিশ্ব, সেইজন্য তোমাকে আমি মান্য করিতেছি। ১০

আমি কার্তবীর্যার্জুন নহি এবং তুমিও সেই তুলাধিকারী নহি। ত্রিয়। আমি বিশ্বময়ের পুত্র, আমাকে তুমি জান না। ১১

[illegible] নির্বিপ্র মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডান্বিতে ।
[illegible] যথা সর্বং ব্রহ্মাণ্ডনিবহানপি ॥ ১২

নারায়ণ উবাচ ।

[illegible] ব্রহ্মা [illegible] পুনঃ পুনঃ ।
[illegible] বহ্নিঃ [illegible] ॥ ১৩
[illegible] যোগেন [illegible] ।
[illegible] যোগেন [illegible] ॥ ১৪
[illegible] যোগেন ন [illegible] ।
যোগীন্দ্রস্য [illegible] পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
[illegible] তু [illegible] তু [illegible]
শ্রীমদ্ [illegible] যোগেন [illegible] ॥ ১৬
[illegible] ।
[illegible] যোগেন [illegible] ॥ ১৭
[illegible] ।

পুনঃ [illegible] ॥ ১৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ১৯
গৌরীলোকং [illegible] ।
[illegible] তু [illegible] ॥ ২০
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২১
[illegible] পুনর্ব্রহ্ম [illegible]
[illegible] ॥ ২২
বৈকুণ্ঠং [illegible]
[illegible] যোগীন্দ্রো [illegible] ॥ ২৩
পুনঃ [illegible] যোগেন [illegible]
গোলোকং [illegible] ॥ ২৪
[illegible] ।
গোপী-গোপ[illegible] শ্রীকৃষ্ণং [illegible] ॥ ২৫

[illegible] ১২

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] তিনি [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন ॥ ১৩

[illegible] নিজে [illegible] কোটি [illegible] করিলেন। [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] স্থাপিত [illegible] সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত পর্বত, [illegible] নদী এবং সপ্ত সাগর দর্শন করাইলেন ॥ ১৪-১৭

[illegible] ॥ ১৮

[illegible] । [illegible] দর্শন করাইলেন। [illegible] তিনি [illegible] করিলেন ॥ ১৯-২০

[illegible] তিনি ([illegible]) [illegible] করিলেন। [illegible] ॥ ২১

[illegible] দর্শন করাইলেন। [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] দর্শন করাইলেন ॥ ২২-২৫

[illegible] গোপী ও [illegible] ,

বিষ্ণুঃ যুগান্তকঃ শম্ভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
হরিহিরণ্যবর্ণশ্চ হরিকেশঃ পুরুষ্টুবিভুঃ। ১৬
স্বয়ম্ভূঃ কপিলঃ শব্দঃ অগ্নিরাদিত্য এব চ।
ধর্মধামা ধরাধাম প্রভবঃ পৃশ্নিসংভবঃ। ১৭
ব্যক্তাব্যক্তঃ সর্বসাক্ষী ত্রিযুগঃ পুরুষঃ পুরুঃ।
শুচিশ্রবাঃ কুণ্ডলীশ্চ হরিঃ কৃষ্ণঃ সনাতনঃ।
হংসঃ সুপর্ণো ভূতাদির্নিয়মো নিয়তাশ্রয়ঃ। ১৮
সোমপোঽমৃতপঃ সোমঃ পুরুজিৎ পুরুসত্তমঃ।
বিনয়ো জয়ঃ সত্যসন্ধো দাশার্হঃ সাত্বতাং পতিঃ। ১৯
জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ।
অম্ভোনিধিরনন্তাত্মা মহোদধিশয়োঽন্তকঃ। ২০
অজো মহার্হঃ স্বাভাব্যো জিতামিত্রঃ প্রমোদনঃ।
আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সত্যধর্মা ত্রিবিক্রমঃ। ২১
মহর্ষিঃ কপিলাচার্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ।
ত্রিপদস্ত্রিদশাধ্যক্ষো মহাশৃঙ্গঃ কৃতান্তকৃৎ। ২২
মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী।
গুহ্যো গভীরো গহনো গুপ্তশ্চক্রগদাধরঃ। ২৩
বেধাঃ স্বাঙ্গোঽজিতঃ কৃষ্ণো দৃঢ়ঃ সঙ্কর্ষণোঽচ্যুতঃ।
বরুণো বারুণো বৃক্ষঃ পুষ্করাক্ষো মহামনাঃ। ২৪
ভগবান্ ভগহানন্দী বনমালী হলায়ুধঃ।
আদিত্যো জ্যোতিরাদিত্যঃ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ। ২৫
সুধন্বা খণ্ডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ।
দিবঃস্পৃক্ সর্বদৃগ্ব্যাসো বাচস্পতিরয়োনিজঃ। ২৬
ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্বাণং ভেষজং ভিষক্।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণম্। ২৭
শুভাঙ্গঃ শান্তিদঃ স্রষ্টা কুমুদঃ কুবলেশয়ঃ।
গোহিতো গোপতির্গোপ্তা বৃষভাক্ষো বৃষপ্রিয়ঃ। ২৮
অনিবর্তী নিবৃত্তাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিবঃ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ শ্রীবাসঃ শ্রীপতিঃ শ্রীমতাং বরঃ। ২৯

হরিহিরণ্যবর্ণশ্চ, তেজে কোটি সূর্যপ্রভা, হরাহরকলেবরে বিরাজমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাইয়া এবং বারংবার তাঁহাকে প্রণাম করাইয়া অন্তর্ধান করার অভিপ্রায় অর্থাৎ পূর্বে পূর্বে যেমনভাবে তাঁহা হইতে পূর্বে পূর্বে মূর্তিগুলি অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইলেন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া (শ্রীহরির প্রসাদে) অর্থাৎ কৃপায় পার্থসারথি আদি ইত্যাদি পাণ্ডবগণও মুক্ত হইলেন। ১৪-১৮

পাণ্ডবগণিতা যাদবা ঘোর রাক্ষস কলহে নষ্ট—অর্থাৎ হত হয়। পরস্পরের মধ্যে পাশ্চাত্যগণ ঘোর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহারা সব যাদবা মুক্ত হইয়া যাইবে। ১৯

অনন্তর পরস্পরের পরস্পরের অস্ত্রে ক্ষেত্রাপ্রাপ্ত হইয়া সকলে মৃত্যুকে পতিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলে কর্তৃক অবলম্ব মুক্তিলাভ হইল। ২০

তখন তিনি শঙ্খ-চক্রে অভিলম্ব দর্শন ঘোর, কমল, অম্বুজাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ শম্ভু এবং অতীন্দ্রিয়ের শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে লাগিলেন। ২১

যে মূলে। ঐশ্বর্য মহাজ্ঞানাদির মূর্তিরূপ প্রভা হইতে পরমা অধিক প্রভাশালী, স্বেচ্ছা বিগ্রহরূপ অবতার পরমাত্মা পরমাত্মার অন্তর্ধান ইচ্ছা বিশেষ করিলেন। ২১

পিতৃবর্গাবন্ধুক দৃষ্ট্বা অর্জুনঃ পরম
উত্তরং যাদবস্ত্রীণাং নাত্মং ধার্যং চকার হ। ২২
নিনায় পঞ্চবিংশেন বিত্তং পঞ্চ নদানদম্।
তথায় ত্রাসয়ন্ত্রক যাদবেয়ানেন চ। ২৩
যাদবৈরি শরব্যাজ্যে দেবাস্ত্রমূর্তয়াহিতা।
যৌগপদ্যং কালিকেয়ঃ ক্ষেত্রপালাস্ত পার্থিবং। ২৪
পশ্চাত্ত কুমৌ বজ্রক সরজং শরমুক্তবন্।
পশ্চাত্ত মৈত্রিকমুক্তঃ মহাকটিকপর্দিতঃ। ২৫
শাম্বেন সংস্থা বিত্তং চকার্ত্তে পৃথিবী ত্রিয়া
কৈলাসস্থা জগৎ সর্বে মূর্ধ্বাস্থা পুঃ তথা ত্রিয়া। ২৬
ত্রিয়া বজ্রক ত্রিয়ো নিত্যেন তথা প্রেতঃ।
আজগাম ঘটিঃ শম্ভুঃ পার্থিত্বা সহ সম্ভবাৎ। ২৭
পুত্রো স্বর্গ যেরক্ষ সোহিতাত্মাঃ তথা নরম্।
উত্তরস্থং ত্রিত্রকোয়ং ঘটিত্বা লক্ষিতং পুনঃ। ২৮

পিতা ত্রিত্রের সেই অর্জুন অস্ত্রকে দেখিয়া তাঁর পরমাত্মা ত্রিত্রের যান পরম ধারা প্রাপ্ত করিলেন, সেই অস্ত্রকে তর্ক করিলেন না। ২৩

পাণ্ডবার কর্তৃক বিশিষ্ট সেই পাঁচ নদনদে অবলম্বন যান তাঁহাদের বন্ধুকে মৃত্যুর সহিত যেমন করিয়া অন্তর্ধানকালে পুনরায় তাঁহাদের বধ করিল। ২৪

তখন যেমন অস্ত্রের আঘাতে 'রাক্ষসেরা' নষ্ট করিল সাধিলেন এবং গৌরাঙ্গ, কালিকেয়, ক্ষেত্রপালগণ এবং ঐ সকল পার্থিবগণ রাক্ষসেরা করিয়া উঠিলেন। ২৫

অনন্তর সেই সকলে শত (বাসুদেবসহিত শত) শম্ভু করিয়া করিয়া কৃষ্ণকে পতিত হইল ; ইহাতে মনে হইল—মৈত্রিমুক্ত অর্থাৎ মৈত্রিক অর্থে প্রেতমুক্ত বিনাশ পর্যন্ত পতিত হইয়াছে। ২৬

অনন্তর সেই রক্তবর্ণের তনয়া সব পৃথিবী রাজ্ঞী হইয়া কালিকের আদিলেন এবং কৈলাস পর্বতবাসিনী সমস্ত অবলম্ব তাহা অনন্তর মূর্তা প্রাপ্ত হইল। ২৭

ইহাতে সেই সময় ত্রিত্রা দেবী পূর্বার ও ত্রিত্রাবাস অন্তরস্থ ত্রিত্রের ত্রিত্রা তত্ত্ব হইল। তখন শম্ভু সম্বন্ধে পার্বতী দেবীর সহিত অন্তরস্থ ভাবে লক্ষিত আগমন করিলেন। ২৮

পত্নীভ্যাং পার্বতী শীঘ্রং [illegible] পুত্রক।
ন চ [illegible] পৌর্ণমাসী [illegible] ॥ ৪০
[illegible] দুর্গা [illegible] ॥
উবাচ [illegible] পুত্রকঃ পুত্রঃ [illegible] ॥ ৪১
[illegible] লোকেন [illegible] ।
উবাচ [illegible] ॥ ৪২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

[illegible] পার্বতী [illegible] ॥ ৩৯

পার্বতী [illegible] (কার্তিকেয়) [illegible] ॥ ৪০

[illegible] বলিলেন ॥ ৪০

কার্তিকের [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] লাগিলেন। [illegible] বলিলেন ॥ ৪১

সতী সাধ্বী দেবী পার্বতী [illegible] লাগিলেন ॥ ৪২

ইতি [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে [illegible] ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[illegible]

পার্বত্যুবাচ

[illegible] ॥ ১
[illegible] ।
[illegible] ॥ ২
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৩
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৪
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

[illegible]]

পার্বতী দেবী কহিলেন—[illegible] ॥ ১

[illegible] ॥ ২-৩

[illegible] ॥ ৪

[illegible]

অথা বিবোঢ়ায়াঃ সক্থা নির্মৃশতি ৪ ঔষধয়স্পি
ত্বমসি সহমানা সহস্বারাতীঃ সহস্বা মামকীঃ সহস্বা ॥ ৭
হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণ রজতস্রজা
চন্দ্রা হিরণ্যয়ী লক্ষ্মীর্জাতবেদো ম আবহ ॥ ৮
তুষ্টিঃ তপসা প্রাপ্তা ফলাহারেণ যা পুরা
পরিত্যাগফলৈর্নিত্যং লক্ষ্মীঃ দীব্যতু মে সদা ॥ ৯
যদ্বিভিন্নং কোপলোভাভ্যাং যুক্তং মোহেন কর্মণা।
তৎ সর্বং তপসা পুণ্যলোকায় কল্পতাং ॥ ১০
যদা যদি পরিত্যক্তং ত্বয়া পুত্রেণ ক্ষেত্রে ক্বিৎ,
ব্রাহ্মণাঃ সর্বকামাস্তে সফলাস্ত্রায়িকঃ পরিঃ ॥ ১১
অনয়ারাধিতো যজ্ঞঃ পুত্রকামেষ্টিরিত্যতঃ।
স্বামিনং সকলে কালে শিষ্যোপাধ্যায়ং ভূষয়িত্বা ॥ ১২
ভূমিঃ পরিত্যা মূঢ়া দরিদ্রং যোষিতং ভজেৎ।

এবং তথায় তাহাদের সহিত মূর্খ রাজার অর্থাদিবিনিময় বাদ যায় এরূপ। ৪-৬

ঋষির আশি এই ঈষদ্বয় মোহ-ফল দূরিত্ব এক নির্ধন ভবিষ্যে সমর্থ, তথাপি আপনার সাধনফল আমার অহরহ দান করা আমার নিশ্চিত আছে। ৭

যাহা হারা যদি সমস্ত ঐশ্বর্যই যাইবে, তাহা হইলে বিদ্বদ্বচনের প্রতা কোথায়? তাহাদের প্রতা ও মূর্খের ঈশ্বর অন্ধকারে (কোনাকী পোকার) প্রভার তায় অসারই হইয়া যায়। ৮

আমি মূর্খিতার তন্দ্রা ত্যজিয়া আপনার ঐশ্বরিক-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি আপনার পরিত্রাণ-ফল আমি সর্বদা ভোগ করি। ৯

হে ভগবান্। আমি নিজের পুণ্যফলের অংশভূক হইয়া ক্রোধ ও লোভ দ্বারা কিছু মোহের কর্ম করিয়াছি, তাহাতে অনেকটা ক্ষয় হউক। ১০

আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমার পুত্রের দ্বারা কি হইবে? মন্ত্রজ্ঞানের দ্বারা পাঠকের নিজের পত্নি পরপুরুষ অপেক্ষাও অধিক সন্তানের পায়। ১১

কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে, সেই স্ত্রী স্বামীর দুর্ভাগ্য হয় এবং পরিণামে নরক করে। এই স্ত্রী পিতৃ-মাতার দোষেই এরূপ দুর্ভাগ্য হয়। ১২

দুর্ভগা বিদ্বদ্বুলাক ভাজং পত্যুর্ভি সম্ভবম্। ১৩
ব্রহ্মাপনো যা দুর্ধা যা দর্ভেরুবিনাং পরঃ
পত্নিত্রাণেরুভয়স্য কল্পাং মাহিষি যোক্ষীয়। ১৪
আধায়ামি পুণ্যানি ব্রহ্মাস্তমনসানি চ।
তথাপি পত্নিবধায়াঃ কল্পাং মাহিষি যোক্ষীয়, ॥ ১৫
পুত্রো যদি পিতা যদি ব্রাহ্মণোবাপি সংস্কারঃ।
যোষিতা দুষ্কৃতাত্মানং ন ত্রায়িত স্বামিনং সদা ॥ ১৬
ইত্যাহুঃ স্বামিনং দুষ্টা ধর্মং পুত্রঞ্চ দুষ্কৃতং।
সন্তোঃ পরাঞ্চং লোকং নির্ঋতং তমুদ্বাহ ৫ ॥ ১৭

পার্শ্বাধ্যায়।

অরে হায় ধরাধাম ব্রহ্মবন্দ্যোঽসি পণ্ডিতঃ।
পুত্রোঽসি জগদ্বন্দ্য শিষ্যোঽসি যোষিতা গুরোঃ ॥ ১৮
কান্তা তে রেণুকা সাধ্বী পত্নাশা সংকুলোদ্ভবা
মাতাপুত্রা ইক্ষুকস্য মাতুলস্য অযোনিজা ॥ ১৯

মন্ত্রজ্ঞানের দ্বারা যদি দুর্ধর্ষ, পণ্ডিত, দুষ্ট, দরিদ্র, রোগী, কিংবা অন্য কোনরূপ দোষী পতিরও সহিত বিবাহ হয়ে থাকে। ১৩

ব্রহ্মাপন (অগ্নি) কিংবা দুর্বা সমস্ত দেবতা অপেক্ষা মন্ত্রজ্ঞানের অধিক জ্ঞানী হইলেও পতিব্রতা সতীর দোষের ঘোর তামস একভাবে হইবারই যোগ আছে। ১৪

আধান, ব্রত, অনশন ও তপস্যাদি পুণ্য কর্মসমূহ পতিদোষ-রূপ পুণ্য কর্মের ঘোরতামস একভাব হইবার যোগ আছে। ১৫

পুত্র হউক, পিতা হউক, ব্রাহ্মণ উপকারী মানুষ হউক অথবা সংস্কার হোক। হউক, সমস্তগুলিও স্ত্রীলোকের নিজেই দোষে পরিত্যক্ত হয়ে। ১৬

দুর্বা স্বামী নিজের এই ভাবে বলিয়া সমস্ত জগতের দুষ্কৃত পরলোকের যোষিতের এবং সমস্ত দোষের নির্ঋতি সেই স্বামীকেও এই ভাবে বলিতে পারিবেন। ১৭

পার্শ্বাধ্যায়ী কহিলেন,—আর হায়রে পরলোক। তুমি ব্রহ্মবন্দ্যকুল, পণ্ডিত, অথর্বশিরের পুত্র এবং যোষিতের গুরু এই ছিলে মিছ। ১৮

তোমার মাতা সতী সাধ্বী রেণুকা সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত এবং সমুদ্ভবাতা। তোমার মাতার ভাই রেণুক বিদ্বদ্বন্দ্য ও তোমার মাতুল ভাই বিদ্বদ্বন্দ্য তাহা হইতেও অধিক বিদ্বদ্বন্দ্য। ১৯

ইত্যেবমুক্ত্বা সহসোত্থিতস্তং
যোগীন্দ্রো বামনঃ সাধু পূজ্যো বিষ্ণুরূপী মুনেঃ। ২০
তস্য যোগেন দৃষ্ট্বৈনং ন জানেঽহমুদ্ভবঃ।
যেষাং যোগীশ্বরো ভক্তস্তে ত্বদ্ভাবনাঃ। ২১
অনাদ্যাঃ প্রাণা পর্ত্তশ্চ তুল্যং তস্যাশ্চ নিত্যতা
পরীক্ষাং কর্ত্তুমিচ্ছা মে মৃষাবাদী ন তে সুতঃ। ২২
তাবদ্বদিষ্যসি বাক্যমুত্তিষ্ঠেতি প্রভুর্যদা।
তদা পরমপুরুষস্য যোগস্য চ মতঙ্গজ। ২৩
যদ্যেবমস্য বচনে ত্বং বিশ্বাসং করিষ্যসি পুনঃ।
যা বঃ সঞ্জীবিনী মুখ্যা মৃতিস্তোঽদূরসংস্থয়ে। ২৪
পর্ত্তারমেবমবদৎ সত্যবতী যদেব চ।
ইত্যুক্তঃ পতিরুত্থায় বিষ্ণোঃ পার্শ্বমথাব্রজৎ। ২৫
ত্বরিতং লক্ষ্মণেনৈব ইত্যুক্তঃ সত্যবাদিনা

কিংবেত্তিযোগং প্রথমো ন হি হরিঃ ন মতিমান্। ২৬
যেষামস্য কৃতকৃত্যোঽহং কৃত্য স্তব্ধ মনোরথঃ
যেষাস্তেন কৃতকৃত্যঃ পুত্রাস্ত পুত্রবন্তঃ। ২৭
ব্রহ্মপ্রভাবঃ প্রাপ্তঃ পরমং ন বেদ চ।
শোকেনাভি করোমেন ন হি চন্দ্রাধিপধিয়া। ২৮
ইত্যুক্ত্বা পার্থিবী যোগাৎ তাং ত্যক্ত্বা যযৌ মুনেঃ।
তাবৎ সমাধিং তং কৃত্বা তস্থৌ মনসা গুরুম্। ২৯
এবমিত্যুক্তবতী ত্বরা দধর্ষ পুরতো দ্বিজম্।
অতীব বাষ্পধারাঃ পাতয়ন্তী নিরন্নপ্রভম্। ৩০
তদ্রুদন্তং তদ্রুদন্তং চক্রন্দোপরীতিনম্।
যদ্যপি ব্রাহ্মণস্তৈব হরতঃ কিন্তু তেজসম্। ৩১
হরতঃ তুলসীমালাং মস্তিতঃ পুনরেবহম্।
হরতেতুলসীমালং তত্তমালাবিভূষিতম্। ৩২

এই যোগের তেজঃ মত কত কোটি সূর্য্যতুল্য তাহা অঙ্কিত করা যায় না; কিন্তু যে বিষ্ণুভক্তির মহাপুরুষত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এখানি ক্ষুদ্র ভাষা অভিধানকেও (অভিধেয়কে) ঘন করে না। ২৬

এই যোগের জ্ঞানে কৃতকৃত্য এবং কৃতার্থমনে অবস্থিতি। তাই সমস্ত যোগেশ্বর ভক্তের তনয়রূপে গণিয়া যোগমূলায় সর্ব্বাঙ্গে এই যোগমন্ত্রই পূজা করিতে হয়। ২৭

আমি পূজার প্রভাবেই, সত্যের বরে এবং আমি ব্রহ্মার ঔরসজাত এই অহমেকে পূর্ণব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু যাহাতে তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না অর্থাৎ তখনও যা করিলে পূর্ণজ্ঞান হয় না। ২৮

এই কথা বলিয়া পার্থিবীদেবী যোগেশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন সমাধান অবস্থিত হইয়া মনে মনে শ্রীগুরু বিষ্ণুকে প্রণাম করত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ২৯

ইষ্টদেবের স্মরণ হওয়াতে দৃপ্ত কোটি সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী অর্থাৎ যোগী এক বামন বিপ্র-বালকরূপে দর্শন করিলেন। ৩০

এই বিপ্র-বালক তত্ত্ব বস্তুতঃ, তত্ত্বদর্শন অনুপরিহিত, তত্ত্ব যজ্ঞোপবীতধারী, বস্ত্র ও অলঙ্কারে এবং ইষ্টদেব বিভূষিত। ৩১

তিনি তুলসীমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইষ্ট হইতেছে, আবার অন্যের, হরণ করেন ও আবারই এবং হরণকালে বিভূষিত। ৩২

হরমুদ্রাপাতে দক্ষযজ্ঞধ্বংসে জয়ন্ত্।
হরকৃতসূত্রেণ যতঃ কুলবিরাজিতম্ । ৪৪
বিরমন্ত্রাঃ সর্বস্মাৎ তন্ত্রঃ বামকরেণ ।
দক্ষিণেতরমুদ্রাঞ্চ কৃতবন্তঃ প্রকাশনম্ । ৪৫
মালিকাবালকরৈঃ পরৈঃ অধিষ্ঠিতম্,
কৈলাসবাসিভিঃ নটৈরাবৃষ্টৈরীশিতুঃ মুদা । ৪৬
তং দৃষ্ট্বা শম্ভুনয়ং শম্ভুঃ শম্ভুতাং সমুপাগতঃ ।
মূর্ত্তা তত্রা প্রকাশায় তৃণা চ পশুমূর্তিঃ । ৪৭
আদিমং প্রথমং যত্নং সর্বেষাং বাহ্নিকপ্রথম্ ।
তং দৃষ্ট্বা বালকাঃ সর্বে সমাকর্ণ্য মুহুর্মুহা । ৪৮
দত্ত্বা তৈস্তে শিরো তস্মা তোষয়ামাসি যোজনম্ ।
পূজাঃ চক্রুঃ তদাকারং পরিপূর্ণবিগ্রহম্ চ । ৪৯
দৃষ্ট্বাথ কার্ত্তিকাযোজয়োরো নরবপুষঃ
পুনরাত্মিকর্মাণো তত্রস্থ সমাকুলম্ । ৫০

হরমিত্রাসনস্থস্য তোষয়ং পশুপঃ পরম্ ।
অতীতেষ্বেষু সর্বং প্রত্যক্ষীকৃতবেষ ৮ । ৫১

পঞ্চম উল্লাস ।

আত্মায়াসেষু কুশলস্তেষু তৃতীয় বিভূষণম্ ।
যে পঞ্চম কুশলাত্মায়াঃ কুশলকুশলপ্রভাঃ । ৫২
অস্ত যে সকলাঃ তস্য তৃতীয়ে দৃষ্টবিস্তম্ ।
প্রাতুস্তাবিবির্ভাবং কৃতবেষাকলোকতঃ । ৫৩
পরিপূর্ণবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ লোকনিস্তারহেতবে ।
কলয়া পুনরাত্মেষু যি তায়তে চ কৃপানিধিঃ । ৫৪
অভিধিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্বদেবতাঃ ।
অভিধিশ্চ সন্তুষ্টস্তস্য দৃষ্টো যদি ভবম্ । ৫৫
স্নানেন সর্বতীর্থানাং সর্বদানেন যৎফলম্ ।
সর্বব্রতোপবাসানাং সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া । ৫৬
সর্বৈস্তুপাভিবিধিভিরিতিহাসৈশ্চ বিস্তরাদিভিঃ ।
তদেবাভিথিসেবায়াঃ ফলং সার্বত্রি গোত্রীয় । ৫৭

হরমিত্রাসনস্থস্য তোষয়ং পশুপঃ পরম্ ।
অতীতেষ্বেষু সর্বং প্রত্যক্ষীকৃতবেষ ৮ । ৫৮

পঞ্চম উল্লাস ।

আত্মায়াসেষু কুশলস্তেষু তৃতীয় বিভূষণম্ ।
যে পঞ্চম কুশলাত্মায়াঃ কুশলকুশলপ্রভাঃ । ৫৯
অস্ত যে সকলাঃ তস্য তৃতীয়ে দৃষ্টবিস্তম্ ।
প্রাতুস্তাবিবির্ভাবং কৃতবেষাকলোকতঃ । ৬০
পরিপূর্ণবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ লোকনিস্তারহেতবে ।
কলয়া পুনরাত্মেষু যি তায়তে চ কৃপানিধিঃ । ৬১
অভিধিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্বদেবতাঃ ।
অভিধিশ্চ সন্তুষ্টস্তস্য দৃষ্টো যদি ভবম্ । ৬২
স্নানেন সর্বতীর্থানাং সর্বদানেন যৎফলম্ ।
সর্বব্রতোপবাসানাং সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া । ৬৩
সর্বৈস্তুপাভিবিধিভিরিতিহাসৈশ্চ বিস্তরাদিভিঃ ।
তদেবাভিথিসেবায়াঃ ফলং সার্বত্রি গোত্রীয় । ৬৪

হরমিত্রাসনস্থ হরের তোষণ করিয়াছেন, উহার দ্বারা পূর্বেই ইহার সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং তাহার কুলমধ্যে যাহা পরমার্থ তাহাও লাভ করিয়া তোষা পাইয়াছেন । ৪৩

ইনি যাবতীয় তন্ত্র পাশুপতাদিকে বিনা মূল্যে যোগাইয়াছেন। এই জন্যই তন্ত্রসমূহ তাঁহাকে দক্ষিণ হস্তে পাশুপতাদি তন্ত্রের মূল প্রবর্তক করিয়াছেন । ৪৫

ইহার চারিদল বালক নাচিয়া থাকে, তাহারা কৈলাসবাসী ঋষিপুত্রগণের সহিত করিতে পারিবেন । ৪৬

তাঁহাকে দর্শন করিয়া শম্ভু সম্ভ্রমে মূর্তা ও পশুমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন । ৪৭

এই শিব-বালক যেই সময় সকলকেই বাহ্নিকপ্রথমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া অন্য বালকগণ উহাকে দেখিয়া অন্য তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইলেন । ৪৮

শিব তাঁহাদিগকে উহাকে তোষণ করায় উহারা —উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়া যেমনটি ছিলেন তাহাদিগের সেই পরিপূর্ণরূপ শ্রীকার্তিকেয়ের পূজা করিলেন । ৪৯

সেই সময় পশুপতি সর্বাগ্রে পূজাকে তোষান্বিত হইতে লাগিল। তিনি তখন অবসর করিয়া কার্তিকেয়কে তোষণ করা সমাপন শ্রীকার্তিকেয়ের তং অতিথি লাভিলেন । ৫১

যখন সকল তন্ত্র তাঁহার অতিথির তোষ সম্পাদন করিয়া হরমিত্রাসনে অবস্থিত শ্রীকার্তিকেয়কে বন্দিতে লাগিলেন । ৫৩

পঞ্চম উল্লাস,—তৃতীয়। যাঁহারা আত্মায়ায়, তাঁহাদিগের কুশল হয় বলা বিস্তারমাত্র; কারণ, তাঁহারা বিশেষ কুশলাত্মায় এবং কুশলাকুশলপ্রভ । ৫৯

আজ আমার তন্ত্র সকল এক তীর্থে হয় হইল। যে তন্ত্রম্। কুশলেরা তন্ত্রোপদেশদ্বারা আমাদের আদি অতিথিরূপে লাভ করিয়াছি । ৬১

কৃপানিধান পরিপূর্ণতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোক-সকলের নিস্তারের জন্য তাঁহার কলাদ্বারা পুনরায় আত্মবর্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন । । ৬২

যে ব্যক্তি অতিথিকে পূজা করেন, তাঁহার দ্বারা সমস্ত দেবতাগণ পূজিত হন । তাঁহার প্রতি অতিথি সন্তুষ্ট হন, তবে তাঁহারি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন । ৬৩

সমস্ত তীর্থস্নানের ফলে, সর্বদানের ফলে, সর্বব্রতের ফল-উপবাস দ্বারা, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা এবং বিধি ও ইতিহাসাদি সমস্তশাস্ত্রের অনুষ্ঠানদ্বারা যে ফল লাভ হয়, সেই ফল অতিথিসেবার তোষণদ্বারা একত্রিত হইতে পারে না । ৬৪-৬৫

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো যাতি [illegible] নিশ্বসন্ ।
কোটিজন্মার্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭
স্ত্রী-গোঘ্ন-কৃতঘ্ন-ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ ।
পিতৃমাতৃগুরুত্যাগী নিন্দকো নরাধমঃ ॥ ৪৮
মহাপাপী [illegible] চ [illegible] পরিকীর্ত্তিতঃ
ব্রহ্মস্বাপহারী চ বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৪৯
মিথ্যাসাক্ষী কৃতঘ্নশ্চ [illegible] পুনঃ পুনঃ
[illegible] দেবলো বৃষলীপতিঃ ॥ ৫০
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ শূদ্রাণাং [illegible] ।
কন্যাবিক্রয়কারী চ হরিবাসরভোজকঃ ॥ ৫১
লাক্ষা-মাংস-লৌহ-রস-বিক্রয়ী [illegible] চ
বিক্রেতা ব্রাহ্মণৈঃ [illegible] যথা তথা ॥ ৫২
একাদশী-কৃষ্ণজন্মাষ্টম্যো বিমুখ ভারতে ।
এতে মহাপাতকিনস্তেষু লোকেষু নিন্দিতাঃ ॥ ৫৩

[illegible] চ ভারতে পতন্তি [illegible] ।
এতেষাং পাপিনাং [illegible] ॥ ৫৪

নারায়ণ উবাচ

[illegible] শ্রীহরিঃ স্বয়ং
[illegible] ॥ ৫৫

বিষ্ণুরুবাচ ।

[illegible] ন ।
গর্ভবাসং [illegible] ॥ ৫৬
[illegible] বিনা যদি
[illegible] বিনা দিনে ॥ ৫৭
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৮
[illegible] ।
[illegible] ॥ ৫৯

[illegible] যে অতিথি ক্ষুধার্ত্ত ও ভগ্নাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার কোটি জন্মার্জিত পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭

যে ব্রাহ্মণ স্ত্রী-হত্যাকারী, গোহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী এবং পিতা, মাতা ও গুরু [illegible], মহাপাপী, [illegible], ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], মিথ্যাসাক্ষী, [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং লাক্ষা, মাংস, লৌহ, রস, [illegible] ও [illegible], এই ভারতবর্ষে একাদশীতে ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে, [illegible] [illegible] ইহারা সকলে [illegible] ॥ ৪৮-৫৩

ইহারা [illegible] ॥ ৫৪

নারায়ণ কহিলেন,—[illegible] । [illegible] শ্রীহরি [illegible] । [illegible] শ্রীবিষ্ণু [illegible] বলিলেন ॥ ৫৫

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—[illegible] । [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আমি [illegible] ॥ ৫৬

[illegible] । এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible], সেই ব্যক্তি [illegible] আমি [illegible] ॥ ৫৭

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সেই [illegible] আমি [illegible] । যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে না, [illegible] ॥ ৫৮

[illegible] । শ্রীহরি [illegible] সেই [illegible] ॥ ৫৯

ওঁকারঃ প্রথমস্তস্মাৎ দ্বিতীয়া ত্রয়ী স্মৃতা।
তস্যা বিস্তারসংঘাতে ভূরাদ্যাঃ সপ্তধাতবঃ। ৬৫
পিতৃঃ পরস্তাদ্বৈশ্বানঃ পুত্রো মাতরিশ্বনঃ
যমো বিশ্বে সবর্ণো মেধ্যো বিষ্ণুশ্চ বৎসরাদ্যঃ। ৬৬
অমাবসুঃ পরস্তাদ্বৈ তস্মাৎ পশ্চাৎ ভুজঃ
ওজস্বান্ধাতৃতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্তথাত্মকঃ। ৬৭
অজঃ সর্বাদিরাজ্ঞেয়ঃ ত্রয়ীসৌম্যেন চক্ষুষা।
যঃ সর্বাংঃ সর্বতঃ স্তৌতি তৎপরঃ কোঽপি বাচকঃ। ৬৪
ওজস্বতেন মনুনা তৎপ্রেষ্যপুরুষঃ স্মৃতঃ
সর্বতাত্ত্বঃ সর্বদিশি তৎপরঃ কোঽপি বাচকঃ। ৬৯
সর্বং তরতি সর্বত্র বিদ্যয়া গুরুরত্নয়া।

তস্মাৎ পুত্রো হি তনয়ো যো বা বন্ধুত্বতোঽধিকঃ। ৭০
বিদ্যাদো বা ধনাদো বা যো দুঃস্থং ন তরেৎ গুরুম্
তস্মাত্তস্মাদিহি পাপেভ্যো ন নিত্যো ভাতি মানবঃ। ৭১
দরিদ্রঃ পরিহরঃ ক্রূরঃ সাবমূঢ়াচ্চরেদ্ গুরুম্।
দোষর্ক্ষাণ্ডৈর্ধরাকোঽপি মাদিবোর্বী চ কর্ষতি। ৭২
পিতরং মাতরং ভার্যাং গুরুপত্নীং গুরুং গুরুম্
যো ন পুজয়তি ব্যাপ্তাংশ্চ ন মহাপাতকী হি সঃ। ৭৩
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্বৈ পরমেশ্বরঃ
গুরবে পরম ব্রহ্ম গুরবায়ত্মনে নমঃ। ৭৪
গুরুশ্চন্দ্রস্তথেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ বরুণোঽনলঃ।
সর্বজ্ঞো হি তথাত্মা পরমাত্মা যতঃ গুরুঃ। ৭৫
নাস্তি যোগঃ পরো নাস্তি নাস্তি দানং পরং সুখম্।
নাস্তি যজ্ঞসমা ঊর্ধ্বা ন পুনাঃ গুরুসমাঃ পরম্। ৭৬

বন্ধুত্বপদের তাৎপর্য এখানে 'অধিক' এবং দ্বিতীয় চরণের 'পিতা' ধরিয়া ধরিতে হয়। যদি বীজ তাৎপর্যের অনেক বিস্তার অনেক বলিয়া 'তাৎপর্যে' সমাপ্ত অধিকতর হয় ১ ৩৩

এই পিতা হইতেও যাহা পূর্ব বাহন ও পোষণের জন্য পরম অধিক স্বজনীয়, পূজনীয়া ও মাননীয়া। এই প্রকৃতি—বেদবাদিনী তন্ত্রী বন্ধুত্বাত্মকা ১ ৬১

মাতা হইতেও পরমরূপে অধিক পূজনীয়, স্মরণীয় ও মাননীয় অবশ্যই; কারণ, তাঁর সাধীন যেন বাসনাও হয়। তাঁর বিষ্ণু তাঁহারা অবশ্যই হইয়া অবশ্যই ইন অর্থাৎ আমার বিষ্ণুরূপ ১ ৬২

অবশ্যই হইতে পরমরূপে ইঁহাদের যেই বলিয়া অধিক হয়। বিষ্ণু ও বন্ধুত্বে তাঁর যেই ইঁহাদের হইতেও পরম যেন ১ ৩

যে ঐরূপ অবশ্যরূপ অবতারের আশ্রয় ব্যক্তি-ও আশ্রয়ীন হন। দুঃস্থ মানে—সকল পদার্থ যেখানে থাকলে অর্থাৎ 'সর্বস্ব' বলিলে হয়। এই সর্বস্বসম্পূর্ণ আশ্রয়ে এখানে পড়িলে, সেই ঐরূপ হইতে যেই মনু আর যে থাকে ১ ৩৪

ঐরূপ পরম যে জন আমার আশ্রয় করিয়া অবশ্য অবশ্যই দুঃস্থ, সর্বস্বান্ত এবং সর্বাপদি নিধি আর করিয়া থাকে, তুলনায় ঐরূপ আর যেই থাকে যে থাকে ১ ৩৫

ঐরূপের পরিত্যক্ত বিদ্যাদাতা গুরুকে পরম আর আর, সেই এই ঐরূপই তখনে সকলের পূজনীয়। এই ঐরূপ হইতে অধিক আর আর কে আছে ১ ৩৬

যে মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যার বা ধনাদি হইতে ঐরূপগুরুকে তর্পণ করে না, সেই ব্যক্তি অবশ্যকালে পাপসমূহে লিপ্ত হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ১ ৭১

ঐরূপগুরু যদি দরিদ্র, পতিত বা ক্রূরও হন, তবু তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি অবজ্ঞা-দৃষ্টিতে অবজ্ঞার আচরণ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত ঘোরতর পাপ অধিকার হয়ও না এবং পাপোক্ত তাঁহার অধিকার হয়ও না (এই আলোচনার ৪৩ অধ্যায়ের ১৯-২০ শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য) ১ ৭৮

শিব। যে ব্যক্তি ওঙ্কারস্বরূপ পিতা, মাতা, ভার্যা, গুরুপত্নী, এবং গুরু ও পরম গুরুকে পোষণ করে না, সেই ব্যক্তি মহাপাতকী ১ ৭৯

ওঁ ব্রহ্মা, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ মহেশ্বর, ওঁ সর্বজ্ঞ-স্বরূপী এক ওঁকার পরমাত্মা ১ ৭০

ওঁ ইন্দ্র, বৈশ্য, বায়ু, বরুণ ও অনল এবং ওঁ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞরূপ তথাত্মা পরমাত্মা ১ ৭১

যেখানে হইতে যেই পোষণ পাওয়া যায়, তুলনায় যেখানে হইতে পোষণ যেন যায়, আমার যেই আর এবং পুজনীয় হইতে যেই পূজ্য পাওয়া ১ ৭২

নাস্তি কন্যাসমো স্নেহঃ পুত্রস্নেহাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ।
ন চ দৈবাৎ পরা শক্তির্ন দৈবাদ্বলবান্ প্রিয়া ॥ ৭৩
নাস্ত্যুত্তমাৎ পরো বন্ধুর্ন দেবাৎ পরমং পরম্ ।
নাস্তি পুত্রসমং পুণ্যং পুণ্যানাং চ যথা ॥ ৭৪
গোমুখানাং যথা স্বামী দৈবতানাং যথা শিবঃ ।
ন পার্ব্বতী পরা নারী ন গণেশাৎ পরো বশী ॥ ৭৫
ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন্নাস্তি ব্যাধিসমো রিপুঃ ।
বিষ্ণুমায়া পুত্রবতী তথাপি বাঞ্ছতে সুখম্ ॥ ৭৬
ক্ষণকিঞ্চিৎ পুত্রং চ দৃষ্ট্বা তু দেবমন্দিরম্ ।
গতা যমালয়ং বৎসং দ্রষ্টুং পুত্রমভীপ্সিতা ॥ ৭৭

বামদেব উবাচ ।

দৈবোপসৃষ্টং নত্বাথ তৃষ্টং ভগবান্ হরিম্
উবাচ ভগবান্ তত্র শঙ্করায় পরাৎ পরঃ ॥ ৭৮

বিষ্ণুরুবাচ ।

পুত্র দেহি প্রেক্ষ্যাপি নন্দিতঃ দত্তং সুতম্ ।
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবেশ্বরো গণেশাদিসুতান্বিতম্ ॥ ৭৯
যথা তে গজবক্ত্রং চ তথা বিষ্ণুপ্রিয়া হরিঃ
তথা গজবদনস্য পার্ব্বতী মাতৃ মাধবঃ ॥ ৮০
নারায়ণ দেবদেবেশ তব বা জগদ্গুরু
বিষ্ণুর্দেব শঙ্কর সুত নারায়ণোচিতম্ ॥ ৮১
পুত্রেণ সার্দ্ধং পুত্রস্য বিবাহো দৈবতোত্তমঃ ।
দৈবাঃ দেবাঃ সো হি গণেশ দৈবতং মমৈব পরম্ ॥ ৮২
পূজাবিধানং দেবেশ পশ্চ ভবেদ্ ভবানপি
একদন্ত ইতি খ্যাতঃ গজেন্দ্রবদনঃ ॥ ৮৩
পুত্রনামাষ্টকং তোয়ং সামবেদোক্তমীপ্সিতম্
শ্রুত্বা পঠিত্বা মনুজঃ সর্ব্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮৪

বিষ্ণুরুবাচ ।

গণেশমেকদন্তং চ হেরম্বং বিঘ্ননায়কম্
লম্বোদরং শূর্পকর্ণং গজবক্ত্রং গুহাগ্রজম্ ॥ ৮৫

পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষমাবান, পুত্র হইতে অধিক কেহ প্রিয় এবং দৈব হইতে শ্রেষ্ঠ বল আর নাই। এইরূপ একাদশী হইতে উত্তম ব্রত আর কিছু নাই। ৭১

আত্মজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ ধন (কেহ পুত্রকে অর্থাৎ অথবা বিদ্যা) এবং জ্ঞানবর্জ্জ হইতে উত্তম কেহ নাই। যেরূপ সমস্ত পুণ্যজনকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুষ্করে পুণ্যাহ, সোমতুল্য উপঁশুমধ্যে যেমন কাশী, দৈবতগণের মধ্যে যেমন শিব শ্রেষ্ঠ, যেমন পার্ব্বতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারী আর কেহ নাই এবং গণেশ হইতে শ্রেষ্ঠ অস্য কেহ নাই, সেইরূপ ক্ষমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ৭৩-৭৪

যেমন বিদ্যাসম বন্ধু নাই, সেইরূপ ব্যাধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শত্রু কেহ নাই। বিষ্ণুমায়া ভগবতী পুত্র এবং স্ত্রী—এই উভয়ই অতএব অতীব অনুকূল, কিন্তু তোমার সম্মুখ নাই। ৭৬

সেই অবধি স্ত্রী ও পুত্রের উপর শনৈশ্চরের যে অবহেলা হইয়াছে, আমি তাহা কাশ্যপের নিমিত্ত তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ৭৭

নারায়ণ বলিলেন,—নারদ! অনন্তর একথা শুনিয়া শিবাদি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণু এই কথা, গণেশ ও পার্ব্বতীকে এই কথা বলিলেন। ৭৮

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—দেবি! আমি তোমাকে শীঘ্র পুত্র, দেবতা, সর্ব্বকালে পুণ্য ও এবং স্তবও এবং বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৭৯

পার্ব্বতি! যেমন এই অনন্ত প্রদেশ ও অচ্যুত তোমার প্রিয় পুত্র, সেইরূপ গণেশরূপ এই অভয়প্রদ তোমার প্রিয় পুত্র,—উভয়ে কোনও প্রভেদ নাই। ৮০

তোমার বিবাহ সময়ে উত্তম মধ্যে যেমন কোন ভেদ—প্রভেদ নাই। ধাতঃ! শম্ভো! তুমি সব কিছু বিবাহ-বিধানে করিয়া যাও উচিত, যাহা কর। ৮১

শিবশক্তি তোমার এই পুত্রের সহিত অন্য পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। উভয়ের যে আদর করিবে সর্ব্ব ভাই, কাহার দৈব সর্ব্বদেব-পূজিত হইবে। ৮২

অতঃ! সুন্দরি! যে সকলে অর্চনা করিয়া সকলে তোমার পুত্রের যে "গণেশ" এই নামে খ্যাত ও সম্প্রদায়-যুক্ত অধিকার (নাম) বিধান করে, তাহাকে তুমি দেব। ৮৩

অতঃ! শম্ভোপতি! তোমার পুত্রের সামবেদোক্ত, সর্ব্ববিঘ্ননাশী ও স্তবরূপ যে "নামাষ্টক" স্তোত্র আছে, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ৮৪

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, ১। গণেশ ২। একদন্ত ৩। হেরম্ব ৪। বিঘ্ননায়ক ৫। লম্বোদর ৬। শূর্পকর্ণ ৭। গজবক্ত্র, ৮। গুহাগ্রজ—এই আটটি নাম অবলম্বন বেদবিধানে বলিয়া অভিহিত আছে। ৮৫

নামাষ্টার্থক পূরক শৃণু সাম্প্রতং ত্রিয়ে।
জোত্রোণো নামপূরক সর্বসিদ্ধিকরঃ পরম্। ৮৬

জ্ঞানার্থবাচকো যস্তু পদ্ম বিদ্যেশবাচকঃ।
তয়োরীশঃ পরং ব্রহ্ম যেনেদং প্রসবায়তে। ৮৭

এতদর্থঃ প্রণামার্থো হৃদয়ং তদ্বয়াত্মকঃ।
তস্য প্রণাম সর্বজ্ঞত্বেকেন্দ্রঃ নমামাহম্। ৮৮

ঈশার্থবাচকো যস্তু ইকঃ পালকবাচকঃ
ঈশনাম পরিপালকং যেন্দ্রঃ প্রণমাম্যহম্। ৮৯

বিপত্তিবাচকো বিষ্ণো নাশকঃ খণ্ডনার্থকঃ।
বিপৎখণ্ডনকারকং নমামি বিষ্ণুনায়কম্। ৯০

বিষ্ণুনৈতেন মৈত্রেয়ৈরেতৈ মন্ত্রপদৈঃ পৃথা।
পিতা দত্তৈশ্চ বিধিবৈর্যেন অস্যাবতরঃ কৃতঃ। ৯১

মাতঃ। ত্রায়িত্রে। এবম ভোমার পুরক ভোত্র-মন্ত্রের মতো সাধনে, সর্বসিদ্ধিকারী এবং অর্থাদের জন্য মন্ত্রের অর্থ প্রদান করা। ৮৬

'ঘ' জ্ঞানার্থবাচক এবং 'দ' বিদ্যেশবাচক। এই জ্ঞান ও বিদ্যেশকে যিনি ঈশ্বর, সেই পরম ব্রহ্ম যেন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। ৮৭

'এত' এই শব্দের অর্থ প্রণাম এবং 'হৃদয়' শব্দের অর্থ হৃদ-শব্দের অর্থ জ্ঞান; অতএব যিনি সর্বজ্ঞেরও প্রণাম করেন, সেই 'এতদর্থকে' প্রণাম করি। ৮৮

'ঈ' এই শব্দ ঈশ্বরবাচক এবং 'ক' এই শব্দ পালক-বাচক; যিনি ঈশ্বরের পরিপালক, সেই যেন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। ৮৯

'বিপ' বিপত্তিবাচক অর্থাৎ বিপদ অর্থ বিপদ এবং 'নায়ক' খণ্ডনকারী—নায়ক শব্দের অর্থ খণ্ডন; যিনি বিপদখণ্ডনকারী, আমি সেই বিষ্ণুনায়ককে প্রণাম করি। ৯০

পুরাকালে বিষ্ণুদত্ত মৈত্রেয়নামক এক বিষ্ণুর নামাদি ভোমপুত্রে পিতার উচিত সংস্কার হইয়াছিল, আমি সেই মন্ত্রেরদ্বারা আমা করি। ৯১

পিতার যে কর্ম পূর্ণাচার (ভূমার ন্যায় বিষ্ণুর), কিন্তু বিদ্যাবলের কারণ এবং সম্পদ ও জ্ঞানবলের, আমি

পূর্ণাচারো ঽ ধ্যক্ষর্থো বিদ্যাধ্যক্ষবাচকো।
সম্পদো জ্ঞানবলো ঽ পূর্ণকর্ম নমাম্যহম্। ৯২

বিষ্ণুপ্রসাদপুত্রস্য যস্যুর্দি ঘৃণিবর্ধনম্।
তস্যাঃ ত্রায়ন্তু যুক্তং যজ্ঞাস্তু নমাম্যহম্। ৯৩

তয়োরপ্যে ঽ ভাজোঽধ্যাত্মিকৃতো বরাদয়ে।
যস্মে তুরাগ্রকং যেষা সর্বেষাং প্রসূতিরম্। ৯৪

এতন্নামাষ্টকং পূর্বং আবৃত্তিঃ সংপূরক পরম্।
এতস্য পস্য যেন ঽ তস্য ভোগং যথা ভূক্ত। ৯৫

এতন্নামাষ্টকং ভোত্রং নামার্থসংযুতং উত্তম্।
নিত্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স পূর্ণো সর্বতো ভবী। ৯৬

অতো বিদ্যাঃ পদার্থস্তে বৈদ্যস্তেভ্যো অযোনয়ঃ।
অস্যস্তপ্রসাদেন মহাজ্ঞানী ভবেদ্ ধ্রুবম্। ৯৭

সেই পূর্ণত্বের প্রণাম করি। ৯২

যাহি ঘৃণিবর্ধন যেন্দ্র বিষ্ণুর প্রসাদ পুত্র নামার যজ্ঞের তত্ত্ব তত্ত্বাবধারিত, সেই পরমেশ্বর যজ্ঞ (যজ্ঞ) পরম বিষ্ণু ভগবান সংযোজিত হওয়ায় যিনি 'যজ্ঞস্তু' নামে অভিহিত হন, আমি সেই যজ্ঞাবতারকে প্রণাম করি। ৯৩

তাহার অর্থাৎ কাশ্যপের আর তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে আবির্ভূত হন, সেই কারণে পরে যিনি 'তারক' নামে অভিহিত লাভ করেন, আমি সেই সর্বশ্রেষ্ঠের পূজার আর পূজনীয় যেন আপনাকে আমি নমস্কার করি। ৯৪

মন্ত্র। ভোমার পুরক এই আট নামসমূহে যুক্ত উত্তম পরমেশ্বরাষ্টক ভোত্র যেবে বিলাস আছে, তুমি তাহা অভ্যাস কর; তাহাতে তথা তোমা ভোগ করিও। ৯৫

নামা অর্থসমূহে যুক্ত যজ্ঞের এই নামাষ্টক পরম-ভোত্র যে নিত্যকাল পাঠ করে, সেই ব্যক্তি নিত্যের যুক্ত ভোগ করে এবং সর্বত্র জয়ী হয়। ৯৬

যেহেতু বিদ্যাসমূহ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না, সেইজন্য নিত্যকাল এই ভোত্রপাঠকারী ব্যক্তির নিকট বিদ্যাসমূহ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই পরমেশ্বরের প্রসাদে সেই ব্যক্তি মহাজ্ঞানী হয়। ৯৭

পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্যার্থী বিপুলাং প্রিয়াম্ ।
[illegible] বিদ্যার্থী লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশখণ্ডে [illegible]
চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে এবং ভার্যার্থী পরমা সুন্দরী [illegible] ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে [illegible] চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

([illegible])

নারায়ণ উবাচ ।

পার্বতী [illegible] বিষ্ণুমুবাচ হ ।
[illegible] ॥ ১

বিষ্ণুরুবাচ ।

[illegible]
[illegible] ॥ ২

[illegible]
[illegible] ॥ ৩

[illegible]
[illegible] ॥ ৪
[illegible]
[illegible] ॥ ৫
[illegible]
[illegible] ॥ ৬
[illegible]
[illegible] ॥ ৭
[illegible]
[illegible] ॥ ৮

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

([illegible])

নারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ! [illegible] ॥ ১

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—[illegible] ॥ ২

[illegible] ॥ ৩

ইতি [illegible] ॥ ৪

[illegible] ॥ ৫

[illegible] ॥ ৬

[illegible] ॥ ৭

[illegible] ॥ ৮

ভর্ত্যা কৃতা পরস্তস্য পুনঃ পত্যুস্য স্ত্রিয়া।
যেন তাদৃগ্ জৈমিনায়া অগ্নিঃ যেন পুরা সখী ১৯
পরাবসদনা যেন যেনীস্ত্রাণা ওরোর্তকঃ
লুপ্তো যদর্থমি পুনঃ কৃষ্ণোদঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা। ১০
অমর গ্রামমে নিত্যং তং ন তাদাদি বালক।
ন এব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পার্থিবীসুতঃ। ১১
পুষ্টোজনির্বাহো কৃষ্ণা ত্রৈবি হর্ষং নিরেত্রিয়ম্।
বিদ্যা বিপ্রসাং বৈশ্যা বিবরীত্যা বিশেষতঃ। ১২
বিদ্যায়াঃ ত্রোত্রয়াতেন কৃষ্ণের মূলিয়া পুত্র।
ত্রিপুরুষ ঘরে যোগে ভগবা প্রেরিতেন চ। ১৩
ইত্যুক্ত্বা শ্রীপাদ শিষ্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুস্বামন্।
প্রতে হরৌ হরিঃ পুত্রা বাসস্থা ত্রোত্রুস্বাতঃ। ১৪
বিপ্রকুলেন ত্রোত্রেণ সর্বসিদ্ধয়ন্তে চ
বর্ণার্থকাম্যমোক্ষাণাং ফলমেন চ নরাঃ। ১৫

ভাবেন পরমেণ ভর্তারং বর্ত্তা এবং সম্বন্ধেন স্বামী বিষয় বিদ্যা,এবং করিয়া তাঁর যেই (সতীত্বের) ভাব তাহা পর্যন্তাগ্ বিবাহকার পত্নী শিবত্বের যেমনার স্বর্গে এই সতী যেমী পুরাকালে পুনরায় সম্ভাবন করেন। ৯

তদনন্তর তপস্যা করিয়া যোগীশ্বর পুরুষবাক্য তাহা পরমের পরিবর্তন মাত্র করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের যেমার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে যখনিতেও পুরুষের পাত করেন। ১০

তাহাতে বালক। তুমি ইহা জান না যে, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিবাস হয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁর অংশের দ্বারা অংশাবতার পার্থিবীর পুত্র হইয়াছেন। ১১

তুমি কৃষ্ণাজিনপুষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা ওজাবতী, ওজাবতা, শিবতেজা, ব্রহ্ম যজ্ঞের ঈশ্বরকণা, যজ্ঞেশ্বরী নিবর্তিতা ঈশ্বরেশ্বরীকে স্তুতি কর। ১২

পুরাকালে ভগবান্ যেমনার পুনরাদি অংশের ত্রিপুরাসুরের বধিত যোগেশ্বর কৃষ্ণাদেব ভাহার নিজের ঘর ভগবতী ঈশ্বরেশ্বরীর এই ভগবান্ ব্রহ্মা করিয়াছিলেন। ১৩

এই ব্রহ্মা করিয়া শ্রীবিষ্ণু শ্রীহরি সকল শ্রীকৃষ্ণের ধারণ করিয়াছেন। শ্রীহরি ধারণ করিলে পর ব্রাহ্মণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফলের এবং বর্ণাশ্রমবিধানী বিপ্রকুলের যোগের দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীহরিকে সকল পুষ্টোজনিসুতো কৃষ্ণা পুত্রা ব্রহ্মাবনে শুভে।
শুক্ল প্রবন্ধ ভর্তৃকর্ম কৃষ্ণা যেন্দ্রে চ বামনী। ১৬
অতঃপর নরা কৃষ্ণা যাঃ ভক্তি-প্রাক্তবন্ধয়ঃ
পুনর্ভাবিতবর্ণাশ্রমাচারসম্বাচরণবিধিঃ। ১৭

পরত্রহ্মাম ঈশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ ঃ যোগোক্ত পরিপূর্ণতম চ।
আবির্ভূতা বিপ্রকৃতঃ পুত্রা পত্নীসুখত চ। ১৮
পূর্ণকোটিপ্রভাযুক্ত। ব্রহ্মাদ্যাস্তুবিধা।
বহিরন্তারুকাশানা পুরিতা পুনরোবরা। ১৯
নবরোবনসম্পন্না নিত্যুবন্নিত্যুনোদিতা।
ললিতঃ কবরীভারা নালভোগালংকৃতিম্। ২০
অনোঽনির্বচনীয়া যং ত্রাহীং কৃষ্ণিক বিপ্রকী
যোক্তশ্রেণ মুনুক্ষুণা যত্নমিকবিধিঃ যথম। ২১

করিয়া সেই যেমী দুর্গার যত করিতে উদ্যত হইলেন। ১৪-১৫

তত্ত্ব ভগবানের ধ্যান করত যোগ মন্ত্রানুষ্ঠান পরিমাণ করিয়া পরত্রহ্মার কৃপাবলিসুতা ভগবান্ তত্ত্ব নিজের প্রভাব পূর্বক ভগবান করিয়া সেই যেমী দুর্গাকে বহুত ধারা প্রভাব করত ভক্তিমন্ত্রে ব্রহ্ম ভগবত করিলেন। তখন তিনার প্রভাব পূর্বকিত হইতে পারিল এবং ব্রহ্মানুষ্ঠান হইতে ভাবনাভাব নির্বত হইতে পারিল। ১৬-১৭

পরত্রহ্মার বলিলেন,—মাতঃ। পুরাকালে পরিপূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগোক্তভাবে ভগবং মূর্তি করিতে উদ্যত হইলে পর আপনি তাঁহার বিপ্রকৃত (দেহ) হইতে আবির্ভূতা হন। ১৮

আপনি কোটি সূর্যপ্রভা প্রভাবান্বিতা, বহু ও ভগবান্ সমূহ বিদ্যমানা, ব্রাহ্মণ্যবহুপালিতা, ঈশ্বরাদ্যাদেবী এবং করিলেন ভগবতা। ১৯

আপনি নবযৌবনসম্পন্না, নিত্যুবন্নিত্যুনোদিতা এবং বাসনী পুনরাবৃত্তিক কৃষ্ণ কবরী (কেশভার—কৃষ্ণ বেণী) ধারিণী। ২০

অতএব। আপনি অনির্বচনীয় ভগবতত্ত্ব হইয়া কি প্রকারে মূর্তি ধারণ করিবেন। আপনি মূর্তিধারী ব্রহ্মাদ্যাদেবের মূর্তিধারণ করেন এবং ব্রহ্ম ঈশ্বরেশ্বরী বিধাতী অর্থাৎ জননী। ২১

ভূমেশ্চ সজ্জাতাদ্ভো দৃষ্ট্বা তাং সর্বমোহিনীম্ ।
ব্রাহ্মেণাকৃষ্ট মনসা সাম্বিকা বাগ্বিভা পুরা । ১২
দক্ষিণে পাত্রা তেন তাবা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী
কৃষ্ণস্য। সহসাত্মায় বীণাবাদনঃ তৎপরা । ১৩
অতো ভিন্না মহত্তত্ত্বে আত্মা কৃতো মহাবিদ্যাই ।
ঘটৈশ্চ লোকমূলেষু ব্রহ্ম ও ত্রিবিলানি চ । ১৪
তব মূলাত্মকমেবৈব যদ্বিদ্যাসো বহুব ব
ন বিদ্যাসো মহাবাহু ন বিদ্যাত, বিদ্যতাত্মকঃ । ১৫
তব ধর্মীতলেনৈব পুনঃব বিশ্বলোকন্ ।
ন বিদ্যাত, বিশ্বলিঙ্গো তত্ত্বাদিবিশ্বমুখ । ১৬
তত্ত্বস্থঃ পক্ষা কৃতঃ পঞ্চমূর্তিস্থ ।স্ত্রতী
প্রাণাবিষ্ঠাত্রী যা মূর্তিঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং তাবাং তাং বদন্তি পুরাবিদঃ । ১৭
যোগাবিষ্ঠাত্রী যা মূর্তি যোগশাস্ত্রপ্রপূরণি ।
তাং সাম্বিত্রীং তুরঙ্গাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ । ১৮
ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী মূর্তিঃ শান্তিস্ত শান্তরূপিণী ।
লক্ষ্মীঃ সম্পত্তি সত্তস্য তাবাং সত্ত্বরূপিণীম্ । ১৯
ধারণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তত্ত্বমূর্তিঃ সতাং প্রভূঃ ।
সত্যবতীং তাং শাস্ত্রজ্ঞাং শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রবদন্ত্যহো । ২০
মূর্তিযোগাধিষ্ঠাত্রী মূর্তিরধিদেবতা ।
সর্বমঙ্গলাং তাং বদন্তি সর্বমঙ্গলাম্ । ২১
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা সর্বমঙ্গলরূপিণী ।
সর্বমঙ্গলবীজস্য শিবস্য গৃহিণীং শুভাম্ । ২২
শিবে শিবকলা যা তু লক্ষ্মীনারায়ণাত্মিকে ।
সাবিত্রী চ সাবিত্রীদেবী-পূর্বরূপিণী প্রিয়া । ২৩
তাবা তাবেশ্বরৈব পরিপূর্ণতমস্য চ ।
পরমানন্দরূপস্য পরমানন্দরূপিণী । ২৪
তুরঙ্গমাংশকলয়া দেবানামপি মোহিনী । ২৫

আপনার আবির্ভাবকালে শ্রীযোগোদয়ে সর্বমোহিনী আপনাকে দর্শন করিয়া সহসা সজ্ঞানহারী মুগ্ধ হইয়াছিল। পূর্বে আপনি ব্রহ্মমুখে সহসা আবির্ভূতা হইয়া বিশ্ব ব্রাহ্মলয়ে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠিত বাণিয়া হইয়াছিলেন। ১১

সেইহেতু মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী আপনাকে মহাভাগণ 'তারা' নামকরণ করিয়াছেন। তখন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আহ্বান করিয়া সহসা আপনার অর্থ বীণাবাদনে তৎপর। ১৩

তৎপরে সেই কৃষ্ণবীজ হইতে এক বিশাল ডিম উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে 'মহাবিদ্যা'—মহাবিদ্যুৎ আবির্ভাব হয়। যে মহাবিদ্যা পুরুষের দেহে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে তত্ত্বাত্মকরূপ বর্তিয়াছে। ১৪

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীয় মূলপ্রকৃতিরূপে আপনার যে বিদ্যমান বাস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বিদ্যমানী অন্যান্য অস্তিত্ব হইয়াছে এবং সেই বিদ্যাই বাস্তুই বিশ্বসংসারে বাস করিতেছেন। ১৫

তৎপরে আপনার যেই হইতে যে ধর্মতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে আবিষ্ট করিয়াছিল, সেই বিদ্যাই তত্ত্বরূপি বিদ্যমান হইয়াছে। ১৬

তৎপরে আপনি পুনরায় পঞ্চ ভাবে বিভক্ত হইয়া পঞ্চমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে মূর্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, পুরাবিদ্ অর্থাৎ ঐতিহাসিকগণ সেই কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবীকে তাবা নামে অভিহিত করেন। ১৭

যে মূর্তি যোগের অধিষ্ঠাত্রী এবং যোগি যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষিগণকে, মনীষী পুরুষগণ সেই তুরঙ্গমা দেবীকে সাবিত্রী বলিয়া থাকেন। ১৮

যে মূর্তি শান্তি, সাধুজনগণ এবং ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি ও সত্ত্বরূপা সেই দেবীকে মহাভাগ্যবান 'লক্ষ্মী' নামে অভিহিত করেন। ১৯

যে দেবী ধারণাধিষ্ঠাত্রী (ধৃতি, ধারিণী), মহাজ্ঞানপ্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী), মহান্ সত্যজ্ঞানময় প্রবর্তিনী এবং তাঁহা মূর্তি, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ সেই শাস্ত্রজ্ঞ দেবীকে 'সত্যবতী' বলিয়া থাকেন। ২০

যে মূর্তি মূর্তি, বিদ্যা এবং সর্বমঙ্গলির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মহাপুরুষগণ সেই সর্বমঙ্গলময়ীকে 'সর্বমঙ্গলা'—শিবা আপনি বলিয়া থাকেন। ২১

সমস্ত মঙ্গলময় মঙ্গলকারিণী ও সর্বমঙ্গলরূপা আপনি এবং সর্বাধিষ্ঠ মঙ্গলের বীজস্বরূপ শিবের মূল অবস্থান করিতেছেন। ২২

মাতঃ! সাবিত্রী—শিব-মঙ্গলের শিবা, মাতৃরূপ মঙ্গলময়ী এবং সাবিত্রী ও দেবসেনিনী এই দুইরূপ ধারণ করেন প্রেয়সী ভার্যা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ২৩

পরিপূর্ণতম ও পরমানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দরূপিণী পরমপ্রেয়সী ভার্যা তারা। ২৪

তুরঙ্গমাংশকলয়া দেবানামপি মোহিনী। ২৫

ত্রয়ম্বিকাযোগিনি: সর্বাঙ্গে সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ।
ত্রয়ো মূর্তয়ঃ চক্রস্য যোগিনী সর্বযোগিনী । ৭৬
সপ্তমী সপ্তচক্রস্য কামিনী রতিরূপিণী
বজ্রাখ্যো জঘনস্থশ্চ যস্যাং স্ত্রী প্রাণবল্লভা । ৭৭
অঙ্গং স্ত্রিয়া বি খাদ্যং চ কুবেরশ্চ চ পুরুষঃ ।
রমন্তে তু সুখীলা চ নৈর্ঋতস্থা চ নৈর্ঋতী । ৭৮
ঈশানস্থা সদিকলা শক্তয়শ্চ অনেক প্রিয়া ।
মেরুপৃষ্ঠা বসন্তস্থা বশিষ্ঠাদ্যাশ্চ ঋত্বিজঃ । ৭৯
অধিষ্ঠিতৈর্বসন্তাদ্যা যা মুক্তাসঙ্ঘাতমুদ্রে প্রিয়া ।
আসনঃ যৌবনস্থাদি সর্বাস্যাঃ বসন্তকঃ । ৪০
গঙ্গা চ যমুনা চাপি পৃথিব্যাং যাঃ সরিদ্বরাঃ ।
এতাঃ সর্বাস্ত যাঃ প্রোক্তাঃ সর্বতীর্থসমাশ্রিতে । ৪১
বৃহন্নাড়ীর্বৃহে ঝুলাং যাস্তাসাস্তীর্থ যাতনু ।
তদাধিক্যা বসন্তস্থা যঃ সাম্রাজ্ঞী ব্রহ্মরন্ধ্র চ । ৪২

সত্তাঃ সত্ত্বস্বরূপা তমসস্যাং তমসাবৃতা ।
জ্যোতীরূপা নির্গুণস্থ শক্তিস্থ শক্তয় চ । ৪৩
পূর্বে প্রভাবরূপা যঃ দাহিকা চ তুরীয়কে ।
জলে শৈত্যস্বরূপা চ ধোতাত্মিকা বিশ্বাধরে । ৪৪
যঃ ভূমৌ সত্ত্বরূপা চ আকাশে শব্দরূপিণী
ভূতপিশাচাদেহস্থ জীবিনাঃ সর্বশক্তয়ঃ । ৪৫
সর্বযৌবনস্বরূপা যঃ সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্ঞিনী ।
সৃষ্টিস্থিতৌ চ সৃষ্টির্যা জ্ঞানশক্তিবিনাশিতায় । ৪৬
দুষ্টের বিদ্যা যঃ সত্ত্বঃ সর্বজ্ঞানেষু শুভা
মুক্তিস্থে কৃপয়া যা যা যস্যা দুঃখাদ্যঃ শিবঃ । ৪৭
সৃষ্টি-পালন-সংহার-শক্ত্যাত্মিকাস্ত যাঃ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাখ্যাঃ যা মূলে মন্ত্রোদ্ধৃত যে । ৪৮
অনুত্তরাত্তরোদ্যা চ শ্রদ্ধা যাস্তা প্রকীর্তিতাঃ ।
ত্বয়া মূলেন চ যাঃ দেব্যঃ যাঃ মূর্তা প্রণবাত্মকাঃ । ৪৯

আসনে অন্ন হইতে এবং কেহ আসনে শুদ্ধা হইতে ইহাও বলিয়াছেন । ৭৫

সাধক। সত্ত্ব ত্রয়োদশ আসনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে আসনি সর্বসৌভাগ্যদা। সুতরাং সপ্তী দ্বারা এবং সর্বযোগিনী যোগিনী রূপেও সপ্তী । ৭৬

উহাদের সপ্তমী সপ্তী, তাহাদের সপ্তমী কামিনী রতি, তাহাদের সপ্তমী বজ্রাখ্য এবং স্ত্রী প্রাণবল্লভা । ৭৭

অঙ্গ স্ত্রিয়া যাদ্য, কুবেরের আসনে পুরুষী, অঙ্গের সপ্তমী সুখীলা এবং নৈর্ঋতের স্থিতা নৈর্ঋতী । ৭৮

ঈশানের আসন সদিকলা, শক্তয় (নানাপ্রকার) প্রিয়া সকলে। মেরু পৃষ্ঠের আসন মেরুপৃষ্ঠা এবং বশিষ্ঠাদি আসনা ঋত্বিজ । ৭৯

আসনি মুক্তাসঙ্ঘাতমুদ্রা প্রিয়া, ইহাদের আসন যৌবনস্থা এবং বসন্তক । ৪০

গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ আছে, ইহারা ও অন্য সকল তীর্থ আসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহাদের আশ্রয়ে থাকিবে । ৪১

আসনি বৃহন্নাড়ীর মূলে ঝুলাসনী, তাহাদের আশ্রয়ে তাহাসনী, তদধিষ্ঠানের মূলে তদধা এবং তাহাদের নিম্নে আসনি বাসুকীরূপে বিরাজ করিতেছে । ৪২

আসনি সত্ত্বস্বরূপাদির নিম্নে সত্ত্বরূপা; তমসের মূলস্বরূপিণী তমসাবৃতা, নির্গুণি মূলস্থা নিম্নে জ্যোতিরূপিণী ও শক্তির মধ্যে শক্তিরূপা । ৪৩

আসনি মূলে প্রভাবরূপা, তুরীয়ের (আত্মার) নিম্নে, তথায় দৈত্য (পৌরাণিক:- দৈত্য)-রূপা এবং মধ্যে দাহাত্মিকা । ৪৪

আসনি ভূমির সত্ত্বরূপা, আকাশে শব্দরূপা এবং জীবশরীর স্থিত ভূতা ও পিশাচাদি সকল শক্তিরূপা । ৪৫

আসনি রাজ্যের সাম্রাজ্ঞিনী সর্বযৌবনরূপা এবং বিনাশসময়ে সৃষ্টি, স্থিতি, সৃষ্টি ও জ্ঞানশক্তিরূপা । ৪৬

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া মূলাদি মন্ত্রদেবতার যে সর্বজ্ঞানযোগোদ্দিষ্টা মঙ্গলকরী বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা আসনিই ; যেহেতু এই বিদ্যা দ্বারা বিশ্ব মূলমন্ত্র হইয়াছেন । ৪৭

ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকারিণী যে বিদ্যা শক্তি আছেন, সেই শক্তি আসনিই ; তাহাদের সর্বশক্তিরূপা আসনাকে নমস্কার করি । ৪৮

মূলাধারের অনু ও বৈত্তীরের অন্তে যাঁহা হইতে কণ্ঠিত হইয়া বিভক্ত হইয়া করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিলেন, আমি সেই অনুত্তরাদ্যাকে অনন্ত নমস্কার করি । ৪৯

মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ত্রাতাসৌ বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
বভূব শক্তিমান্ স্তুত্বা তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫০
ত্রিপুরস্য মহাযুদ্ধে সরথে পতিতে শিবে।
যাং তুষ্টুবুঃ সুরাঃ সর্বে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫১
বিষ্ণুনা বৃষরূপেণ স্বয়ং শম্ভুঃ সমুত্থিতঃ।
জঘান ত্রিপুরং স্তুত্বা তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫২
যদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সূর্যস্তপতি সন্ততম্।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিস্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫৩
যদাজ্ঞয়া হি কালশ্চ শশ্বদ্ ভ্রমতি বেগতঃ।
মৃত্যুশ্চরতি জন্তৌঘে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫৪
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ পাতা পাতি যদাজ্ঞয়া।
সংহর্তা সংহরেৎ কালে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫৫
জ্যোতিঃস্বরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
যয়া বিনা ন শক্তশ্চ সৃষ্টিং কর্তুং নমামি তাম্ ॥ ৫৬
রক্ষ রক্ষ জগন্মাতরপরাধং ক্ষমস্ব মে।
শিশূনামপরাধেন কুতো মাতা হি কুপ্যতি ॥ ৫৭
ইত্যুক্ত্বা পর্শুরামশ্চ প্রণম্য তাং রুরোদ হ।
তুষ্টা দুর্গা সম্ভ্রমেণ চাভয়ঞ্চ বরং দদৌ ॥ ৫৮
অমরো ভব হে পুত্র বৎস সুস্থিরতাং ব্রজ।
শর্বপ্রসাদাৎ সর্বত্র জয়োঽস্তু তব সন্ততম্ ॥ ৫৯
সর্বান্তরাত্মা ভগবাংস্তুষ্টঃ স্যাৎ সন্ততং হরিঃ।
ভক্তির্ভবতু তে কৃষ্ণে শিবদে চ শিবে গুরৌ ॥ ৬০
ইষ্টদেবে গুরৌ যস্য ভক্তির্ভবতি শাশ্বতী।
তং হন্তুং ন হি শক্তাশ্চ রুষ্টাশ্চ সর্বদেবতাঃ ॥ ৬১
শ্রীকৃষ্ণস্য চ ভক্তস্ত্বং শিষ্যো হি শঙ্করস্য চ।
গুরুপত্নীং স্তৌষি যস্মাৎ কস্ত্বাং হন্তুমিহেশ্বরঃ ॥ ৬২
অহো ন কৃষ্ণভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
অন্যদেবেষু যে ভক্তা ন ভক্তা বা নিরঙ্কুশাঃ ॥ ৬৩

এই ঈশ্বর যাঁহার স্তোত্রবলে বিষ্ণু, মধু ও কৈটভের সহিত যুদ্ধকালে যে ত্রাণকর্তা এবং শক্তিমান্ হইয়াছিলেন, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫০

ত্রিপুরাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে ভূতলে রথ-সহ শিব পতিত হইলে সকল দেবতা যে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫১

স্বয়ং বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণ করিলে সেই অবসরে শিব উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্তব করিয়া ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫২

যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য সদা তাপ দান করে, ইন্দ্র জল বর্ষণ করে এবং অগ্নি দহন করে, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫৩

যাঁহার আজ্ঞায় কাল নিয়ত বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং মৃত্যু জীবের মধ্যে বিচরণ করে, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫৪

যাঁহার আজ্ঞায় স্রষ্টা সৃষ্টি করেন, পাতা বিষ্ণু পালন করেন এবং সংহর্তা শিব যথাকালে সংহার করেন, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫৫

স্বয়ং নির্গুণ—জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না, আমি সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৫৬

হে জগন্মাতঃ! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। শিশু—সন্তানের অপরাধে মাতা কুপিতা হইবেন কেন? ॥ ৫৭

এই কথা বলিয়া পরশুরাম দেবী দুর্গাকে প্রণাম করত রোদন করিতে লাগিলেন, তখন ভগবতী দুর্গা তুষ্ট হইয়া সম্ভ্রমে তাঁহাকে অভয় ও বরদান করিলেন ॥ ৫৮

হে পুত্র! বৎস! তুমি অমর হও এবং সুস্থির হও। সর্বের (শিবের) প্রসাদে তোমার সদা সর্বত্র জয় হউক ॥ ৫৯

সর্বান্তরাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি সতত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন। শ্রীকৃষ্ণে এবং মঙ্গলদ গুরু শিবে তোমার ভক্তি হউক ॥ ৬০

ইষ্টদেবে এবং শ্রীগুরুতে যাঁহার শাশ্বতী ভক্তি থাকে, তাঁহাকে সমস্ত দেবতা রুষ্ট হইয়াও বধ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৬১

তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং শঙ্করের শিষ্য হইয়া যেহেতু গুরুপত্নী আমাকে স্তব করিলে, সেইহেতু তোমাকে কে বধ করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৬২

অহো! কৃষ্ণভক্তগণের কখনও অশুভ হয় না, যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত, সেই অভক্ত অথবা নিরঙ্কুশ বিনাশ হইতে পারে না ॥ ৬৩

চন্দ্রস্য বলবাংস্তত্রৈব যোগঃ তারাবস্থাং কুর্যাৎ।
যোগং তারাবলং চন্দ্রো বিনা দুর্যাদ্ধি চ দুর্বলঃ। ৬১
যস্য দৃষ্টে লগ্নারাত্মেশয়োর্যোগো বলান্ দৃষ্টো
তস্য বিনা বা করিষ্যন্তি চন্দ্রা দুরারাত্ম দুর্বলাঃ। ৬২
ইত্যুক্তং পার্বতী দৃষ্টা লগ্নং তারাধিপং তথারাত্মেশপুরঃ দৃষ্টি বলিনশ্চেদ্ বহুন্ ন। ৬৩
বলবানেকস্তেষাঞ্চ পূর্ণকালে চ যঃ পঠেৎ।
যাত্রাকালে চ প্রাপ্তৌ বা যাত্রিকার্থং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬৪
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ লভেৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং প্রজার্থী চাপ্নুয়াৎ প্রজাম্।
স্ত্রীরাজ্যো লভতে রাজ্যং ধনবৃদ্ধৌ ধনং লভেৎ। ৬৫
যত্র ক্ষেত্রে শুভদৃষ্টো তারা বা যাত্রকাদ্বয়ো।
যত্র দৃষ্টশ্চ বলবান্ ক্ষেত্রারাত্মেশ্বরঃ। ৬৬

দৃষ্টবলবান্ হয়, বলবান্ চন্দ্র যে তারাবান্ যাত্রিকদের প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন তারাবলও তারাবল প্রতি চন্দ্রও হইয়া কি করিতে পারে? ৬১

লগ্নারাত্মেশ (লগ্নেশচন্দ্রেশ) প্রথম পূরক তারা যাহার কার্যে দৃষ্টি করেন এবং দৃষ্টি হয়, তাহার প্রতি দুর্বলও বলবান চন্দ্রও হইয়া কি করিতে পারে? ৬২

এজন্য পার্বতীদেবী দৃষ্টি এই কথা বলিয়া পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন। তাহা তাবৎ যাত্রিদিগের বুঝিবার জন্য। ৬৩

যে ব্যক্তি তারাবলের এই দুর্গাস্তোত্র পূর্ণকালে পাঠ করে, যাত্রাকালে কিংবা প্রাপ্তিকালে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই অভীষ্টসিদ্ধি ফল লাভ করিয়া থাকে। ৬৪

এই স্তোত্রপাঠ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে, ধনার্থী ধন লাভ করে, বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে, প্রজার্থী প্রজা লাভ করে, রাজ্যেচ্ছু রাজ্য লাভ করে এবং ধনবৃদ্ধিতে ধন লাভ করে। ৬৫

যাঁহারা প্রতি শ্রীতন্ত্র, ঈশ্বরে, রাজা কিংবা যাত্রকদ্বয় দৃষ্টি হয়, এই স্তব পাঠ করিলে অবশ্যই প্রকাশ তাহার প্রতি ইহারা সকলে হন এবং বর দান করেন। ৬৬

এই স্তোত্র পাঠ করিবামাত্র দশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অক্ষাৎ অতি শুদ্ধ হয়ত, সর্বদেবী অতি সন্তুষ্ট হইবেন (সন্দেহ নাই হইবে), পক্ষ ব্রহ্মাণ্ড অক্ষাৎ অতি পক্ষ হইতে এবং

দশাপ্রত্যন্তরাদিশ্চৈব শুভপ্রত্যন্তরাদয়ঃ।
যাবিদ্যেতা অবশ্যমুক্ত স্তোত্রস্যপঠনাদ্ধ্রুবঃ। ৭০
যাত্রাকালে প্রপানে চ যাত্রাকালে চ বন্ধনে।
জলমধ্যে নিমগ্নশ্চ মুক্তো ভবতি স্তোত্রতঃ। ৭১
যাত্রিকেষে পুত্রকেষে বিবাহেষে চ যত্নেষে।
স্তোত্রস্যস্যপাঠেন যাত্রিকার্থং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৭২
কৃত্বা হবিষ্যং বর্ষং স্তোত্রমাত্রং পঠেদ্ যদি।
তস্য দুর্গাঃ সন্তুষ্টা ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ। ৭৩
লক্ষমেকং যদা পূর্ণং ভবেদ্ বিদ্যাপুরঃ ভাবিনঃ চিরজীবিনঃ।
অযোধ্যায়াং চ সৌভাগ্যং ধনবান্ধবসংযুতঃ। ৭৪
নরনারীঃ কাম্যবস্তু দুর্লভমপি চ যদ্ভবেৎ।
স্তোত্রমাত্রং যা পূর্ণোক্তি যা পুত্রং লভতে ধ্রুবম্। ৭৫

যাত্রিকের তাবি তাবি হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৭০

স্নানকালে, জলাবে, জলাধারে, জলের এবং জলমধ্যে বিপদ ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিলে মুক্ত হইয়া যায়। ৭১

যাত্রিকিয়ত্বে, পুত্রকিয়ত্বে এবং বিবাহে যত্নে বিষয়ে এই স্তোত্র পঠন করিলে অবশ্যই অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৭২

যে ব্যক্তি হবিষ্য (স্তোত্রের অনুষ্ঠানে একান্ত না করিয়া বা অন্যান্য প্রকারের কোন অনুষ্ঠান না করিয়া ইহাকেই অবশ্যই করা হয়।) সেই ব্যক্তি এক বৎসর হবিষ্য স্তোত্রের অনুষ্ঠান করত যদি একলিঙ্গমন্ত্রে দুর্গাস্তোত্রের পূজা করিয়া এই দুর্গাস্তোত্র স্তোত্রমাত্র জপ করে, তবে সেই ব্যক্তির সমস্ত প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকে। ৭৩

সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও বিদ্যা-স্তোত্রের পূজা লাভ করে। সৌভাগ্যশালী স্তোত্রের ব্যক্তি এই স্তোত্র এক লক্ষ জপ করে, তবে সেই ব্যক্তি সর্বজনপ্রিয় লাভ করিয়া থাকে। ৭৪

কাম্যবস্তু (যে ব্যক্তির একটিমাত্র সন্তান হইয়া আর সন্তান হয় না, তাহাকে কাম্যবস্তু বলে।) ও দুর্লভবস্তু (যে ব্যক্তির সন্তান হই আর হইয়া যায়, তাহাদের দুর্লভবস্তু বলা হইয়া থাকে।) ব্যক্তি যদি একলিঙ্গমন্ত্রে এই স্তোত্রপাঠ করত যদি জপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চিন্তরূপে পুত্র লাভ করিয়া থাকে। ৭৫

[illegible] পুজনীয়া [illegible] ।
[illegible] সম্পূজ্য দুর্গাঞ্চ [illegible] ।১৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে নাম পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।৪৫

যে [illegible] করিয়াছে, [illegible] দুর্গাদেবীর [illegible] পূজা করিয়া [illegible] ।১৭

ইতি [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যান নামক পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

(তুলসীদেব্যা [illegible] তুলসী-[illegible] [illegible] ।)

নারায়ণ উবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] ।১
[illegible] ।
[illegible] তুলসীং বিনা ।২
[illegible] ।
[illegible] ।৩

নারদ উবাচ ।
[illegible] ।
[illegible] বিনা কথম্ ।৪

তুলসী সর্বপুষ্পাণাং মান্যা ধন্যা মনোহরা ।
কথং [illegible] ।৫

নারায়ণ উবাচ ।
[illegible] পুরাকল্পে ।
[illegible] ।৬
একদা তুলসী দেবী [illegible] ।
তীর্থং [illegible] ।৭
[illegible] ।
[illegible] ।৮
[illegible] ।
[illegible] ।৯

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

(তুলসীদেবীর ধ্যান-পূজাপ্রসঙ্গে তুলসী ও [illegible] [illegible] ।)

নারায়ণ কহিলেন,—বৎস নারদ! [illegible] করিয়া [illegible] শ্রীহরি [illegible] করিতে লাগিলেন ।১

তিনি নানাবিধ উপচারদ্রব্য, ধূপ, দীপ, চন্দন এবং তুলসীবর্জিত পুষ্পসমূহের দ্বারা ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করিলেন ।২

[illegible] ([illegible]) ভগবান যথাবিধি পূজা করিয়া [illegible] শ্রীহরি [illegible] হইলেন ।৩

নারদ কহিলেন,—ভগবন্! নারায়ণ নানাবিধ উপচারসমূহের দ্বারা তুলসীবর্জিত পুষ্পসমূহের দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন। তিনি পূজায় তুলসীকে বর্জন করিলেন কেন? ৪

[illegible], এই তুলসী সকল পুষ্পসমূহের মধ্যে ধন্যা, মান্যা ও মনোহরা। তবে কেন এই পূজায় [illegible] তুলসীকে গ্রহণ করেন নি? ৫

নারায়ণ কহিলেন,—বৎস নারদ! আমি তোমাকে এক পুরাতন ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। এই ইতিহাস [illegible] ।৬

পূর্বকালে একদিন [illegible] তুলসী দেবী [illegible] তীর্থে [illegible] করিতে-ছিলেন ।৭

এই সময় সেই তুলসী [illegible] দর্শন করিলেন ।৮

এই [illegible] ।

তিষ্ঠেদ্বিরাধায়াঃ প্রবহঃ যো'ম্ভসাধায়াঃ গুরোর্ভবত্ব।
আত্মবতাধীঃ নিতায়ং ধার্যম। তদ্বুধাঃ হি। ১৮

তুলস্যাধ্যায়।

অহে কিং ধারয়ে যেন সাম্যরূপং ধরাতলে।
তথাং অন্যেষাদরো যেনো ধরণস্তু কথা তব। ১১

একস্তথা তথা যত্নে, ধরামুক্ত চ ধারয়ে।
তাত ধারয়ে মহাভাগ সাম্যভাবে উপস্থিতঃ। ১২

উত্তিষ্ঠতু তুলসী দেবী প্রহসন্ত পুনঃ পুনঃ।
পরং তেনাপি ধর্তা সা ধারয়ামৈঃ সুরাসুরৈঃ। ১৩

অথেত্যুক্ত প্রণামান্তে ধর্তা তিষ্ঠিত্বা তুলে।
তথান তর্কিতুল্লে নিস্পন্দঃ কৃতধারয়ন্। ১৪

তদুর ধারয়ন্তস্য উত্ত নাথ ভেদমম।
তুলস্য ধারয়ন্তস্য সর্বতিস্তুলে হি যোগতঃ। ১৫

ধ্যায়ঃ ধারয়ন্তু, ধর্তা সুখা ধর্মং কামিনীঃ পুরঃ।
ধরণীধরসম্ভারঃ নিশ্চিতায়ং ধারণীতিধ্বয়। ১৬

সন্ধ্যাসন্তস্য ধার দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়পূর্বকম্।
উবাচ নন্দিতঃ শান্তঃ শান্তায়া ধারয়ন্তুয়া বধৌ। ১৭

সন্ধ্যে উবাচ।

ধা ধ্বং ধরণে তত্ত্ব ধরে সাম্যাং প্রতি কিং তুলে।
পাদয়োস্তুত্তলং সন্ধ্যে ধারয়ন্তুপধিধারম্। ১৮

কৃষ্ণে ধরোস্তু ধন্যাসঃ যত্ত কিঞ্চ কৃপানিধি।
ধরণীধরতত্ত্বো যোগো নাস্ত ধরণ যে ধরে। ১৯

সন্ধ্যেত্যুক্ত ধ্রুবা তুলস্যা পত্যাস্তুয়া।
নন্দিতঃ সন্তাঃতত্ত্ব ধেনং ধরণীয়া বিয়া। ২০

তুলস্যাধ্যায়।

ধর্মাস্তত্ত্ব তত্ত্বাস্তুত্তপ্রোক্তং চ তপস্বিনী।
তপস্যা যে ধারিণোস্তুর্ধং ধরং ধারী ধরে যে প্রধো। ২১

সন্ধ্যা। বিশ্বস্তিত্ব সন্ধ্যে ধরন্ত ধর্তা, তুল্যা চ ধরাস্তুয়াধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছিলেন। ১

যোগীন্দ্রধ্যেয়ের ধ্যেয়ত ধ্যান, নিত্যস্থিত আত্মাদিগের মধ্যে প্রধান ও বিধাতা অর্থাৎ সকলের ধ্যেয় যাহা কেহ মন হইতে অধিক নাই। তুলসী এই অপরাধ পরিহারের ভাবনা করিয়া উত্তরীয় বলিলেন। ১০

তুলসী বলিলেন,—ওহে সাম্যরূপ দেব ধরাতল। তুমি কি ধারণ করিবে? তোমার যেন একটু আধারের এবং ধ্যেয় ধ্যানের ধার নেই। ১১

তোমার ধর্মে একটি ধারা ধর্ম আছে। তুমি ইহার কারণ আমাকে বল। মহাভাগ! তুমি এখন ধ্যান পরিত্যাগ কর; কারণ, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে। ১২

এই কথা বলিয়া তুলসী দেবী পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর পান নাই। ১৩

তুলে! এই সময় তুলসী দেবী অপেক্ষা প্রণামান্তে ধরাকে তিনি ধন্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে আসক্তচিত্তে ও নিস্পন্দ—নিশ্চলভাবে ধারণকে অর্থাৎ অনুচিত্তা করিয়া আবার অবস্থান করিলেন। ১৪

নাথ! ইহার অধিক আর কত বলিব। তখন তিনি ধৈর্য ধরিয়া ধ্যেয় ধ্যান হইলেন এবং ধারণকারিণী হইয়া ধারণ করিলেন; কারণ, সমুদয়ের নিমিত্ত নিমিত্ত হইলেই হইয়া থাকে। ১৫

ধ্যানে ধারণ, ধরিত্রী সুখা ধর্ম কামিনীঃ পুরঃ।
ধরণীধরসম্ভারঃ নিশ্চিতায়ং ধারণীতিধ্বয়। ১৬

সন্ধ্যাসন্তস্য ধার দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়পূর্বকম্।
উবাচ নন্দিতঃ শান্তঃ শান্তায়া ধারয়ন্তুয়া বধৌ। ১৭

সন্ধ্যে উবাচ।

ধা ধ্বং ধরণে তত্ত্ব ধরে সাম্যাং প্রতি কিং তুলে।
পাদয়োস্তুত্তলং সন্ধ্যে ধারয়ন্তুপধিধারম্। ১৮

কৃষ্ণে ধরোস্তু ধন্যাসঃ যত্ত কিঞ্চ কৃপানিধি।
ধরণীধরতত্ত্বো যোগো নাস্ত ধরণ যে ধরে। ১৯

সন্ধ্যেত্যুক্ত ধ্রুবা তুলস্যা পত্যাস্তুয়া।
নন্দিতঃ সন্তাঃতত্ত্ব ধেনং ধরণীয়া বিয়া। ২০

তুলস্যাধ্যায়।

ধর্মাস্তত্ত্ব তত্ত্বাস্তুত্তপ্রোক্তং চ তপস্বিনী।
তপস্যা যে ধারিণোস্তুর্ধং ধরং ধারী ধরে যে প্রধো। ২১

সন্ধ্যা উবাচ। ধারণ পরিত্যাগ করিয়া ধারণীয় ধরিত্রীর স্থান করিতে থাকিয়া ধরণে ধরণীধরসম্ভার, উহা ধারণকারী ও ধারণধারণীয়া এক কারিণীরূপ বেদিলেন। ১১

উপরোক্ত প্রকৃতিস্থ, যথা—নিত্যস্থিত ও সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান বিশেষরূপকারে ধারিবে আত্মা বিষয় অবস্থা ভাবনীয়তা সেই তুলসীকে বলিলেন। ১২

অথেত্যুক্ত বলিলেন,—সন্ধ্যে! তুমি যে? যাক। তুমি আমার কথা; কথাবি। তুমি আমাকে কি বলিতেছ? দেখ, তপস্বিদের ধার-ধর কথা সদা সাম্যাবস্থক এবং বিষয় অবস্থা ধার করে। ১৩

তথাবি। তথাস্তাবস্থ তুমি তোমার তথাস্ত অবস্থা এবং বিষ্ণু ধারণ করম। আমার ধার-অবস্থিতি তোমার দেখে তোমার মা হইক। ১৪

অবস্থের এই ধারা ধ্যান করিয়া ভাবনীয়িকা তুলসী ঈষৎ ধারণের মধুর বদনে ধর্তার বিষয় পূর্বক মধুর ধারণা অবস্থান বলিলেন। ১৫

তুলসী বলিলেন,—আমি ধর্মধ্বজের (ইনি মধ্যম-ধ্যান ধারণ, প্রথম প্রকৃতিস্থ ধ্রুবাবস্থ অবস্থায় ৭-১৪ শ্লোক) কন্যা, তোমাদের পূর্বের অর্থাৎ তোমরা তপস্বিনী হইয়াছি। আমার এই তপস্যা ধারিণদের জন্য; অন্যের যে প্রকার। আপনি আমার স্বামী হউন। ১৬

তুলসীবচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরম্
তামুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞো মধুরয়া গিরা। ২২

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

হে সাধ্বীতি হে সাধ্বী যোষেষ্বরূপশিরোমণে।
সাধ্বীনাং হি ত্বয়া ন সুধায় ন সুধায় কথাচন। ২৩
পরিত্যক্তৈর্যথাস্মাভি স্তথা ত্বয়া ন সংশয়ঃ
মোক্ষয়ন্তি ন পাপিষ্ঠং ভারতস্থং নরাধমম্। ২৪
পর্বতাস্তরুঃ সর্বে তত্ত্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে
সাধবো যা মহাভাগা ইত্যাদ্যো মুনয়োঽপি চ। ২৫
দেবেভ্যশ্চ তথা সাধ্বী সর্বসাধারণস্তরুঃ।
সাধনায়াং সমুদ্ভূতঃ যোগাত্মা বিশ্বতঃ। ২৬
নিবর্তন্তে মহাভাগে পঞ্চাত্মানো ন সাধবঃ।
তাসুকৈরেব তাসুষ্যা সকলো গুণবান্ ভবেৎ। ২৭
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা যোগাত্মা স সনাতনঃ
মহাপ্রলয়কে তস্থিতা সা সাধ্বীতি সংশ্রয়ন্। ২৮
ইত্যাকর্ণ্য পুরাণোক্তং সনাতন বিনায়কঃ।
দেবি তবমুখপ্রাপ্তা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ২৯
তৎপশ্চাৎসখ্যয়া সার্দ্ধং তুলস্যা তুলয়া ভবিষ্যসি চ।
মহাতপস্বিনীত্যেকং বিখ্যাতা চ নারদ। ৩০
শ্রুত্বা ত্রুটা তু তুলসী প্রহৃষ্টেবাদ পুনঃ পুনঃ।
তুষ্টাব চ পুরাণোক্তং স প্রণম্য উবাচ তাম্। ৩১

তুলস্যুবাচ।

পুণ্যারণ্যে সাধনেন যা ভবিষ্যসি সংক্ষয়ে।
তত্ত্বাবেশেন মহাভাগে তথা সাধ্বীপ্রিয়া। ৩২
প্রিয়া চ সর্বদেবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য বিশেষতঃ।
পুরাবিদ্ভিরিতিখ্যাতা তস্য তুলসী চ সর্বদা। ৩৩
ইত্যুক্ত্বা তাং পুরাণোক্তাং তথেত্যুক্তে পুনঃ।
মহেশানাং-মহাপ্রাজ্ঞো বভাষেঽহিতিং মহো। ৩৪

তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ (মহাবুদ্ধি) পরম শ্রীহরির স্মরণ করিয়া তাঁহার মূর্তিস্বরূপা তুলসীকে মধুর বাক্যে বলিলেন। ২২

শ্রবণ করিলেন—হে সাধ্বী। তোমার সাধুসম্মিলনে আমার আস্থা নাই; কারণ, এই সাধুসম্মিলন হেতু মুক্তি প্রদান করে, তখনও মুক্তিদায়ক হয় না। ২৩

এই সাধুসম্মিলন শ্রীহরিভক্তির তুল্যরূপ, তুল্যরূপ মানব, মোক্ষদায়কের তুল্যই এবং সংসারবন্ধনের পাপ—হেতুস্বরূপ। ২৪

ইহা শুনে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের হেতু, সকল সাধুরাই ঈদৃশ এবং হেতু আদি পুরাণবক্তাও তুল্যরূপ। ২৫

ইহা তুল্যরূপের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ বিনাশকারি, সর্বদিক মঙ্গল তুল্যরূপ—আদি, দেবীরা এবং সাধুসম্মিলন বিশেষরূপ তুল্যরূপ যোগসম্মিলন তুল্যরূপ। ২৬

মহাভাগে! তুল্যরূপ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমা হইতে বিমুক্ত হও এবং প্রেমাভক্তাংশের তুল্য কোনও কারণে পরিত্যক্ত হইবে না; কারণ, কারণ পরিত্যক্ত সহিত কারণী তুলসীর সকল ইন্দ্রিয়ের তুল্যরূপ তুল্যরূপ হইয়া থাকে। ২৭

তুল্যরূপ এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সতী সাধ্বী সাধ্বীপ্রবরে তুলিয়া না সাধ্বীরি তুল্যরূপ। ২৮

ইত্যাকর্ণ্য পুরাণোক্তং সনাতন বিনায়কঃ।
দেবি তবমুখপ্রাপ্তা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ২৯
তৎপশ্চাৎসখ্যয়া সার্দ্ধং তুলস্যা তুলয়া ভবিষ্যসি চ।
মহাতপস্বিনীত্যেকং বিখ্যাতা চ নারদ। ৩০
শ্রুত্বা ত্রুটা তু তুলসী প্রহৃষ্টেবাদ পুনঃ পুনঃ।
তুষ্টাব চ পুরাণোক্তং স প্রণম্য উবাচ তাম্। ৩১

তুলস্যুবাচ।

পুণ্যারণ্যে সাধনেন যা ভবিষ্যসি সংক্ষয়ে।
তত্ত্বাবেশেন মহাভাগে তথা সাধ্বীপ্রিয়া। ৩২
প্রিয়া চ সর্বদেবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য বিশেষতঃ।
পুরাবিদ্ভিরিতিখ্যাতা তস্য তুলসী চ সর্বদা। ৩৩
ইত্যুক্ত্বা তাং পুরাণোক্তাং তথেত্যুক্তে পুনঃ।
মহেশানাং-মহাপ্রাজ্ঞো বভাষেঽহিতিং মহো। ৩৪

তুলসী ভোগবতঃ অনেকক্ষণ তোমার অবস্থা যাহা পরিচয় করিয়া এই কথা বলিয়া পাদপদ্ম করিলেন। ২৮

তুলসীর এই পাদপদ্মের শ্রবণ করিয়া বিশেষরূপ মুক্তেরই পাদপদ্ম উদ্ধারকে আশীর্বাদ করত বলিলেন—দেবি! তুমি অনুগ্রহণ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৯

তাঁহার পর তুমি তোমার মহাপুরুষের অভিলাষিত তুলসীরূপ (তুলসী বৃক্ষ) হইবে। নারদ! সেই মহাতপস্বী দেবগণ তুলসীকে এই কথা বলিয়া বিদায় হইলেন। ৩০

তখন তুলসীদেবী এই পাদপদ্মের শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ হেতুক প্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের সেই পুরাণোক্ত পাদপদ্মের স্তব করিলেন। ইহাতে তাহারা প্রসন্ন হইয়া সেই তুলসীকে বলিলেন। ৩১

তাহারা বলিলেন,—মহাভাগে! তুমি পুণ্যারণ্যের মধ্যে সাধনকারিণী হইবে। মহাভাগে! তুমি মহৎ তপস্যার সাধনাদ্বারা প্রিয়া হইবে। ৩২

তুমি সমস্ত দেবতাদের বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইবে। তুমি তাঁহার পূজা করিয়া সমস্ত তাহাদিগের বৃক্তি-কারিণী হইবে, কিন্তু তাহার তাহাদিগের পরিত্যাগকারী হইয়া থাকিবে। ৩৩

পুরাণোক্ত তাহারা এই কথা বলিয়া তপস্যা করিবার জন্য পুনরায় তাহার করিলেন। তিনি তখন শ্রীহরির তাহাদিগের সঙ্গে হইয়া তাহিতাদিগকে তাহার করিলেন। ৩৪

তত্রাস্য তুলসীদেবী প্রবরেণ বিধূয়তা।
নিরস্যতা তদলঙ্কারং পুত্রত্বে লক্ষ্মণীয়তাম্ ॥ ৭৪
পত্যাস্তুলীস্রবাস্থানে সংবেশ্য চ নাম্বরং।
যা স্ত্রিয়া সম্বৃতেনেব বস্ত্রেণ বপুষি স্থিতা ॥ ৭৬
তত্রঃ পত্যুস্তনুত্রাণং সাম্যমারাদুপেয়তঃ।
যা তদালম্বনেনেব ধৃতবান্ ধৈর্যমেধিতা ॥ ৭৭
ধবিষ্ঠেভ্যস্তিরোভূতে শ্রুত্বা বৈধব্যবাৎ পুমান্।
যোজয়ন্নপি নাম্নঃ পুত্রাদেন প্রেতৌদ্ধিকঃ ॥ ৭৮
পর্তারো যস্তাতো ভ্রাতা তনয়ে তনয়ে যমম্।
প্রেষ্য শয়তা তূর্ণং সংপূজ্য চ সংযমম্ ॥ ৭৯
পুত্রিতো ধবিতঃ সর্বৈঃ ক্রমেণ-দুদিপূরুষৈঃ।
পার্বতী-বিনতাদিত্যো তত্র তস্যৌ সংযতঃ ॥ ৪০
ইতঃ মপত্নীঃ মতা যঃ সুখাদি সমাহিতঃ।
ন চাত্মপুরযজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪১

অপুত্রো লভতে পুত্রং ধীরদেবপ্রসাদতঃ।
ধীরঃ ধীরক ধনিনং ধনিনং ধিষণোধিনম্ ॥ ৪২
ধনধিনং পুনিনক বিদ্যাসং পুরুষীষ্যম্
ধিষেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং ধন্যায়ুর্ধর্মসম্ভবম্ ॥ ৪৩
পুনন্তিরং নরাণাং প্রেতাত্মা ধৈবাং নাম্বরং।
অধিনেষ্ঠং ধনাপুক্ত ভূয়ান্তাবিধাবরম্ ॥ ৪৪
ভক্তা মাংসেন মাপুক্তা যজ্ঞমন্ত্রাঽঽপ্নুবৈঃ।
ক্রতুঃ মপত্নীঃ যজ্ঞঃ মধাবন্তা প্রসূতয়ে ॥ ৪৫
সুতবংসা ক্রতবন্তা প্রজন্ পুত্রঃ লভেত ক্রতম্
অপুত্রিতঃ ধৃবিত্রাপি তথা ধৈব লভেত পুত্রম্ ॥ ৪৬
মাংপূর্ণঃ তন্তুবৈরর্ণঃ ক্রতুঃ যজ্ঞতন্তু তনম্।
তন্তনঃ লভতে মর্ত্যঃ ক্রতেনেহ যজতুত্তমম্ ॥ ৪৭
যাজ্ঞা কৃত্বা তু তনমি সুখাদি পরমাহিতঃ।
ভূমৈ লভতি সর্বৈঃ পুত্রান্নাম্নো সংযতঃ ॥ ৪৮

অতঃপরে তুলসীদেবী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার বিরহে ব্যাকুলা হইয়া দীর্ঘ ক্রন্দন করিতেছিলেন ॥ ৩৩

তুলসীর বাক্য। তখনো এই দুষ্টাসুরের ও যজ্ঞের অভিপ্রায়ে সেই তুলসীদেবী শঙ্খচূড়ের সৌভাগ্য চিন্তায় তাহা করিতেছিলেন। (এই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ অধ্যায় হইতে গ্রহণ।) ॥ ৩৪

তখনও অসুরেন্দ্র শঙ্খচূড় বিষ্ণুপূজা করেন। তখন সেই তুলসী দেবী বীর তথায় তুলসীরূপ হইয়া আবির্ভূত হন ॥ ৩৫

সাধন। পুরাকালে আমি পিতা ঋষি (অর্থাৎ ঔরসে দুহিতা ঋষি হয় ও আমারও তত্ত্ব হয়।) মুখ হইতে যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা আমি এখন তোমাকে বলিলাম। যেই ও যোষাগণ এই ইতিহাস সত্য পুরুষকে বলিয়া থাকে ॥ ৩৮

মহাভাগ পরাশরের অবতারক পুত্র ও সত্যবতীর প্রপৌত্র ভক্তিযুক্ত এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযুক্ত পূজা করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন ॥ ৩৯

অনন্তর অনেক সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দুর্যোধনাদির জন্য দুহিতা এবং অন্যান্য লোকে পাণ্ডবী ও বিদেহ নন্দিনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই পবিত্রটি পাঠ করে, সেই ব্যক্তি দুর্নিশ্চিত রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১

সুরভীর বাক্যে এই সমস্তের ফল অভিপ্রায়ে ঔরসাদির প্রসঙ্গে ধীর, ধীর, ধনী, ধনধান ও বিদ্যাবীর পুত্র লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪২

ধনধী, পুরুষান্, বিদ্বান্, ধর্মাত্মবিদ্, জিতেন্দ্রিয়প্রধান ধর্মে প্রধান, দীর্ঘায়ুপ্রধান, অধিনের পরিত্র নরনারায়ণাশ্রম, প্রেতাত্মাযোগ্য, অধিনেষ্ঠ, ধনাঢ্য, ভক্তজনবিধাতা ও বিষ্ণুভক্ত পুরুষের জন্ম ॥ ৪৩-৪৪

অধিনেষ্ঠজন্ম যজ্ঞ, ধনদান ও ক্রতুর দ্বারা অন্যান্য বিশেষরূপে পূজা করিয়া এই ধনধীপ্রদ এবং অন্যান্য মহাবন্ধ্যা ধর্মপত্নী লাভ করে ॥ ৪৫

ধনধী। এইরূপ তুলসীরা ধর্মী এবং ভাগবতী ধর্মপত্নী বিশিষ্ট পুত্র লাভ করেন। দুহিতা ধর্মপত্নী পবিত্রা হইয়া অপুত্রিত (ধন) পুত্রলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬

সম্পূর্ণ ঔরসাদিধর্ম পুরাণ শ্রবণ করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, মানব এই ঔরস অধ্যায় পাঠ শ্রবণ করিয়া সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৭

যে ব্যক্তি মনে মনে কামনা করিয়া পরম যত্নসহকারে এই অধ্যায় পাঠ শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তিও তুলসীর অধম সর্ববিধ অভীষ্ট প্রাপ্ত করিয়া থাকেন ॥ ৪৮

[illegible] সম্পদঃ [illegible] বিজয়ো [illegible]
[illegible] ॥ ১৫
[illegible]
[illegible] ॥ ১৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডং সমাপ্তম্ ।

[illegible] এই [illegible] পুরাণ-পাঠকে [illegible] ([illegible]) [illegible] ॥ ১৫-১৬

শ্রীকৃষ্ণাদি [illegible] শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ড সম্পূর্ণ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশতাধ্যায়ৈঃ [illegible] ।
* * * *
[illegible] ।
পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তে [illegible]
[illegible] ॥
* * *
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥

শ্রীকৃষ্ণং সচ্চিদানন্দং লোকসংহারপালকম্
গোবিন্দং তং জগন্নাথং সততং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১

শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তিঃ কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিণী।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সর্বশক্তিময়ী তাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় গুরুমূর্তয়ে।
দয়ানিধায় কৃষ্ণায় জগতাং গুরবে নমঃ ॥ ৩

সর্বভূতাত্মভূতায় সর্বকল্যাণমূর্তয়ে।
ব্যাসদেবায় ব্যাসমূর্তয়ে ভগবতে নমঃ॥